গৌড়ীয়।

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা-বিদ্যা-সমালোচক

ও সাহিত্য-পরিষৎ-সাপ্তাহিক পত্র।

(১৩২৯, ভাদ্র হইতে ১৩৩০, শ্রাবণ পর্য্যন্ত)

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ বি, এল্

সম্পাদিত।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ-নির্ব্বাহিত।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৭

পরমহংস-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী

'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধ-সূচী।

প্রথম বর্ষ ১—২৫ সংখ্যা।

	ভারতীয়	বৈদেশিক
১ম সংখ্যা	৪ পৃষ্ঠা	৮ পৃষ্ঠা
২য় "	২ "	৭
৩য় "	৩ "	৭
৪র্থ "	২ "	৮
৫ম "	২ "	৭
৬ষ্ঠ "	৬ "	৫
৭ম "	৪ "	৬
৯ম "	৫ "	৬
১০ম "	৪ "	৩
১১শ "	৬ "	৭
১২শ "	৪ "	৭
১৪শ "	২২ "	২৩
১৫শ "	২১ "	২৩
১৭শ "	২২ "	২৩
১৮শ "	১৬ "	১৭
১৯শ "	২০ "	২৩
২০শ "	২২ "	২৪
২১শ "	১৬ "	২০
২২শ "	১২ "	১৬
২৩শ "	১২ "	১৫
২৪শ "	১৩ "	১৫
২৫শ "	১৩ "	১৩

'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধ-সূচী

২৬শ—৫০শ সংখ্যা।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ • সকলি মাধব।

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ—শনিবার, ২রা ভাদ্র, ১৩২৯। | ১ম সংখ্যা

আবার কেন ?

সাপ্তাহিক সাময়িক পত্র গৌড়ীয়। বাঙ্গালা দেশে হাজারের উপর কাগজ থাক্‌তে "গৌড়ীয়" আবার কেন এ প্রশ্ন সকলের মনেই উঠিতে পারে। গৌড়ীয়ের সহিত অপর সাময়িক পত্রগুলির বিশেষত্ব কি ? জবাবে অনেক কথা তবে কাগজের মুখপাতেই আমরা দেখিতেছি ইহাতে পরমার্থের সমালোচনা আছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের কথা এবং সমাজ, নীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি নানারকম দেশের কথা, দশের কথা আলোচনারও ইহাতে অভাব নাই। অন্যান্য অনেক কাগজের ন্যায় সংসারের নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপনও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। মোটের উপর গৌড়ীয়ের বিভিন্ন পাঠকগণ কোন সম্প্রদায় বিশেষ নহেন বরং সকল শ্রেণীর পাঠোপযোগী নানাকথাই ইহাতে স্থান পাইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে জগতের রুচি যখন নানাপ্রকার তখন গৌড়ীয়ের কাহারও মনোরঞ্জন করিতে গিয়া অবশিষ্ট বিপরীত রুচির লোকদিগের শত্রু হবার দরকার কি ? এই সকল কথা গৌড়ীয় পরিচয়ে আলোচনা না করে চুপ্ করে ঘরে বসে নিজে নিজে ধ্যান কর্‌লেই তো ভাল ছিল। এখন কথা হচ্ছে যে কি ধ্যান করলে কোন গণ্ডগোল হবে না তাহা না জান্‌তে পারলে গণ্ডগোলই ধ্যান হয়ে যাবে যে। সে জন্যই ধ্যানের জিনিসটা কি হবে তার জন্য একটু মাথা ব্যথা হচ্ছে। আর ধ্যানটাই বা

কারা কর্ব্বে ? ধ্যান করতে গিয়ে ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যাবে না তো ? বাহিরের বিরোধ থামাতে গিয়ে ধ্যানের পরামর্শটা নিতে গেলুম্ তাতেও তো দেখ্‌ছি বিষম গোল। কেউ বল্‌ছেন নিরাকার ধ্যানটাই ভাল, কেউ বল্‌ছেন সাকার জড় নইলে ধ্যান কিরূপে হবে ? তবেই পরমার্থ বিষয়টা আমরা ছেড়ে দেবো মনে করলেও আমাদের ছাড়ে না। অনেক সময়ে আমরা ভাবি আমরা চোক্‌কাণে দেখ্‌ছি শুনছি, নাকে মুখে শুঁক্‌ছি, চাক্‌চি, চামড়ায় মনে ছুঁচ্ছি ভাব্‌ছি তাহাই সত্য আর যা দেখ্‌তে, শুনতে, শুঁক্‌তে, চাক্‌তে, ছুঁতে ভাব্‌তে পারা যায় না সেই গুলি মিথ্যা। এখেনেই তো গোলমালটা বেড়ে গিয়ে ধ্যান কর্ব্বে কারা এই ভাব্‌নাটায় ধ্যান ঘুরিয়ে দিল। জড়ের সাকারেরা ধ্যান করবে, না, জড়ের নিরাকারেরা ধ্যান কর্ব্বে ? আর ধ্যান কারা করাবে ? সাকারের মধ্যে সকলেই যে ধ্যান কর্ত্তে পারে তাতো আমরা এখনও বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। যারা ধ্যান করতে পারে না বলে বুঝে রেখেছি তাদের জড় বলি আর যেখানে যেখানে ধ্যান করতে পারে দেখ্‌ছি সেখানে সেখানে জড়ের বদলে চেতন বল্‌ছি। তা'হলেই আমাদের মত চেতনকে জড়ের থেকে ভিন্ন সম্প্রদায় করে ফেল্‌ছি। আমরা বাধ্য হয়ে এখন মনে করছি জড়ের সাকার বা নিরাকারেরা ধ্যান করে না। যেখানে জড়তা সেখানে জড়ের দ্বারা ধ্যান নাই। চেতন সাকার হউক্ বা চেতন নিরাকার হউক্ তাহাদের জড়ধর্ম্ম নাই বলিয়াই ধ্যান করিতে পারে। সংসারে থাক্‌তে হলেই এই সব বিচার পরমার্থ আলোচনার মধ্যে আমাদিগকে ক্রমশঃই প্রবেশ করাইয়া দেয়। যে সব কথা উঠিল সেই সব কথার আলোচনা কর্ত্তে হলেই "গৌড়ীয়" সাময়িক পত্র পড়্‌তে হলো অন্ততঃ নিজের পুরণো ধ্যানটা বজায় রাখ্‌বার জন্য, কথা কাটাকাটির জন্যও গৌড়ীয় পড়্‌বার কৌতূহলটা বৃদ্ধি হলো অথবা কথাটা ভাল করিয়া জানাটা আবশ্যক বলিয়া মনে হইল।

ধ্যান কারা করাবে ভাব্‌তে গিয়ে আমরা দেখ্‌ছি চেতনময় সাকার প্রাণীরা আমাদের ধ্যানের উদ্বেগ করায় আবার জড়ময় নিরাকার ভূতপেত্নীরাও আমাদের ধ্যান করায় এছাড়া আমরা নিজে নিজে পূর্ব্বস্মৃতি লইয়া চিন্তা করিতে ছাড়ি না। আমরা নিজেদের কখন জড় মনে করি, জড় হইতেই আমাদের চেতন ধর্ম্ম জন্মিয়াছে মনে করি আবার কখনও চেতনের অস্তিত্ব পূর্ব্বে থেকে ছিল মনে করি, হালের জড়ধারণা চেতন থেকেই হয়েছে মনে করি, জড় শরীরটা পড়ে গেলে চেতনই থাক্‌বে মনে করি। এখন দেখুন "গৌড়ীয়ের" সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই এসকল কথার ভাবনা আপনা থেকেই মনোমধ্যে জেগে উঠ্‌বে। এক সময় কতগুলো শীতে কষ্ট পাওয়া, নেংটিওলা সন্ন্যাসী জঙ্গলের নিকট বর্ষাকালে চান্ কর্ত্তে গিয়ে দেখ্‌লে যে একটা কম্বল নদীর মধ্যে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তাদের একজন তাড়াতাড়ি সেই মালিকহীন কম্বলটী নিজে যোগাড় করিতে গিয়া নদীর মধ্যে কম্বল ছুঁইবামাত্র

কম্বলরূপী ভালুক তাহাকে জড়াইয়া ধরলো। তীরে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীকে অপরে বল্‌তে লাগিল কম্বল ছেড়ে দাও, তখন ভালুকের নখে আক্রান্ত ও জর্জ্জরিত হইয়া সন্ন্যাসী বল্লেন আমি তো কম্বল ছেড়ে দিইচি কিন্তু কম্বল তো আমাকে ছাড়্‌ছে না। এগ্‌নষ্টিক সম্প্রদায় বা অজ্ঞেয়তাবাদী ঈশ্বর জড়ময় বলিয়া কিছুই জানা যায় না এরূপ পরমার্থ বিষয়ে উদাসীন থাকিলেও পরমার্থ তাঁহারা ধ্যানের বিষয় হইতে বাদ দিতে পারেন না। ভগবান্ তাঁহাকে সেই সেই বিষয় না দিয়া বা দিয়া তাহা হইতে বঞ্চিত করেন। "গৌড়ীয়"কে পারমার্থিক মনে করিলে পরমার্থের কথা তিনি সর্ব্বদাই বলিয়া ফেলেন ধারণা হইবে। আমরা সর্ব্বদাই বিষয় কথা ভালবাসি সুতরাং গৌড়ীয়কে আমাদের বিচারের বিষয় জানিয়াও তাহার সঙ্গ করিলে বস্তু ধর্ম্মক্রমে আমাদের পরমার্থ আলোচনা হইবে। আর পারমার্থিক না জানিয়া বিষয়ী মনে করিলেও সংসারের জ্বালানী কাঠের মত কাযে পাওয়া যাইবে। যাঁরা পরমার্থ আলোচনা করতে ভালবাসেন না তাঁহারা গৌড়ীয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষাদি প্রামাণিক দার্শনিক কথা পাইবেন, যাঁরা মুমূর্ষু তাঁরাও সংসার বন্ধ মোচনের কথা, বৈরাগ্যের কথা প্রভৃতি প্রাণ ভরিয়া পাইতে পারিবেন। আবার যাঁহারা সংসারের ধর্ম্ম অর্থ ও কামনার কথা চান তাঁহারাও গ্রাম্য সংবাদ সমূহ ইহাতে পাইবেন। সুতরাং কাহাকেও গৌড়ীয় বঞ্চিত করিতেছেন না। লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও অবস্থা ভেদে কিছু কিছু বদল হয়। বালকের রুচি ক্রীড়ায়, যুবার রুচি ইন্দ্রিয় তর্পণে, বৃদ্ধের রুচি ভাবনায় সুতরাং একই মন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানাপ্রকার রুচি পোষণ করেন। গৌড়ীয়কে কেবল পারমার্থিক কথার মহাজন জানিয়া যদি অন্য সম্প্রদায় নাক্ শিট্‌কোন্ তাহলেও পারমার্থিক গৌড়ীয়ের কোন ক্ষতি নাই পরন্তু গৌড়দেশবাসীর তাহাতে উদারতার অভাব হইবে। ভিন্ন ভিন্ন সাংসারিক রুচি মূলে গৌড়দেশবাসীগণ অধুনা ব্যস্ত থাকার কালে যদি পারমার্থিক গৌড়ীয় তাহার বিশ্বজনীন উদারতার কিয়দংশ তাঁহাদের দান করিতে কোন মতে পারক হন তাহা হইলে তাঁহারাও সফল কাম হইবেন। বিন্ধ্যের উত্তরাংশ ভারতের পাঁচটী প্রদেশ পঞ্চগৌড় নামে খ্যাত। উহারই অপর নাম আর্য্যাবর্ত্ত। আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণই গৌড়ীয় নামে প্রসিদ্ধ। যে কালে দক্ষিণাপথের আচার্য্যগণ আপনাদিগের বাহ্য পরিচয়ে দ্রাবিড়ীয় জানিতেন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ বাহ্যিক গৌড়ীয় অভিধানে আপনাদিগের পরিচয় দিয়াও দ্রাবিড়ীয়গণের পরমার্থ পথ অনুসরণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে উদারতা পোষণ করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তবাসিদের বাহিরের দিকের পরিচয়ে বাহিরের সাহিত্য, কাব্য, সমাজ, অর্থনীতি,

ইতিহাস, কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প দর্শনাদি নানা-প্রকার অবলম্বন আর তাঁহাদের নিজের প্রকৃত পরিচয়ে জগতের সর্ব্বত্র এবং জগতের বাহিরে পরব্যোমের সর্ব্বত্র গতিবিধি আছে। গৌড়ীয়ের কথাগুলি বিশ্ববাসী জনসাধারণ কৃপা করিয়া শ্রবণ করিলে তাঁহারাও আপনাদিগকে পারমার্থিক গৌড়ীয় বলিতেই সুখ বোধ করিবেন। গৌড়ীয়ের সুহৃদয় সর্ব্বসমন্বয়তা সার্ব্বজনীন উদারতা ও অলৌকিক প্রেমে চতুর্দ্দশ ভুবনময় সমগ্র জগৎ ও পরব্যোম প্রদেশ আপ্লুত। তাহাতে মাৎসর্য্যের সূণাক্ষরে কোন সম্বন্ধই নাই। সুতরাং গৌড়ীয়ের আবির্ভাব বড়ই আদরের।

——০০——

সহর ও মফঃস্বল।

অমৃতবাজার পত্রিকার স্বনামধন্য সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তিনি সত্বর আরোগ্য লাভ করিলে আমরা সুখী হইব।

———

পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানসম্প্রদায়ের নেতৃস্বরূপ পীর বাদশা মিঞা কারামুক্ত হইয়াছেন।

———

৫ই আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গলায় ১৭টী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ। ঢাকা জেলার একটা ডাকাতিতে দুর্বৃত্তগণ বন্দুক পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছিল।

কলিকাতা মোটর বিভাগের কর্ত্তা এক বিচিত্র ট্যাক্সি বিভ্রাটের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। গত রবিবার রাত্রে ৪জন বাঙ্গালী টি ৮০৬ নং একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া চালককে ইছাপুরের নিকটবর্ত্তী নবাবগঞ্জের মেলায় লইয়া যাইতে বলে। নবাবগঞ্জে আসিলে দেখা গেল মিটারে ১৪ টাকা ভাড়া উঠিয়াছে। সে টাকা না দিয়া ঐ চারি জন বাঙ্গালী বীর আবার ঐ ট্যাক্সি চড়েন ও পথে বেলঘরিয়ার নিকট চালককে ট্যাক্সি হইতে ফেলিয়া দিয়া ট্যাক্সি লইয়া পলায়ন করেন। কাহারও কোনও সন্ধান নাই।

———

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের উক্তি।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বলিয়াছেন, সাধারণভাবে আইন অমান্য করিবার জন্য এখনও দেশবাসী প্রস্তুত হন নাই। তিনি আরও বলেন, আইন অমান্য না করিলেই আর কংগ্রেসের কোনও কর্ম্ম করা হইল না তাহা নহে। যদি এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে জাতীয় দলের নেতাগণ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া দেশের প্রকৃত উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। তাঁহার মতে হিন্দু মুসলমানের মিলনটী অনেকাংশে মৌখিক। ইহা আন্তরিক না হইলে দেশের মঙ্গল হইবে না। তাঁহার মতে, হিন্দু মুসলমান যিনিই হউন না কেন, প্রথমতঃ দেশের হিত চিন্তা, পরে ধর্ম্মচিন্তা করিতে হইবে।

——:০:——

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সম্বর্দ্ধনা।

ছয়মাস কারাবাসের পর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় মুক্তিলাভ করিয়া এখন দশের ও দেশের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। দেশের নানা স্থান হইতে তাঁহার মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তার আসিতেছে।

দেশে যেন নূতন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকে সভা সমিতিতে শুধু তিনি কেন, কারামুক্ত অসহযোগী নেতৃবর্গকেও সমাদর করা হইতেছে। ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শ্রীমান্ সুভাষ চন্দ্র, বীরহৃদয় বীরেন্দ্র শাসমল প্রভৃতি ত্যাগস্বীকারশীল মহোদয়গণ এখন জনসঙ্ঘের মধ্যে। বিগত সোমবার কলিকাতা হ্যালিডে পার্কে চাঁদপুরের নেতা শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিরাট সভাতে দেশবন্ধু, পণ্ডিত, রাজগোপাল আচারিয়ার, মিঃ প্যাটেল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সমবেতজনগণকে নানা উপদেশ দেন। বিগত বুধবার ৩০শে শ্রাবণ মীর্জ্জাপুর পার্কে এক বিরাট সভায় ভারতরঞ্জনকে যথাযোগ্যরূপে অভিনন্দিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় ও তৎকল্পে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করার জন্য একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়।

ভবানীপুরে দেশবন্ধুর অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক মুক্তকণ্ঠে সদসসমক্ষে সহস্র মুখে চিত্তরঞ্জনের প্রশংসা করিয়া স্বাভাবিক ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়া সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন।

খদ্দর প্রদর্শনী।

বিগতকল্য ১লা ভাদ্র শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকা-কালে মহাভারতের বিখ্যাত বঙ্গানুবাদকারক পরলোকগত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের ১৪৭নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয় একটী তিনদিবসব্যাপী খদ্দর প্রদর্শনীর উদ্ঘাটন করিয়াছেন। অল্পমূল্যে বিক্রেয় উত্তম খদ্দর প্রদর্শনকারিগণ যোগ্যতানুসারে পারিতোষিক পাইবেন। সিংহ মহাশয়ের যোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র সিংহ মহাশয়কে আমরা অনেক লোকহিতকর কার্য্যে অগ্রগামী হইতে দেখি। পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, তিনি কলিকাতার বিচক্ষণ হোমিও-প্যাথ ডাক্তারগণের অন্যতম এবং প্রত্যহ বহু সংখ্যক রোগীকে বিনা ব্যয়ে রোগমুক্ত করিয়া বহু পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও উজ্জ্বলা। গত বৈশাখে তিনি তাঁহার ভবনে শুদ্ধভক্ত ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজের মুখে মাসব্যাপী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়াছেন এবং অনেক ব্যক্তির সেই শুদ্ধভক্তি কথা শ্রবণের অবসর প্রদান করিয়াছেন। আশা করি, তিনি ভাড়াটিয়া বেতন-ভোগী পাঠক ব্যবসায়িগণের মুখে শ্রবণের কুফল উপলব্ধি করিবেন এবং তদুভয় শ্রেণীর পাঠের পার্থক্য ও ফল জগৎকে জানাইবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের পরোপচিকীর্ষা।

কুলগাছিয়ার নিকট বিগত ২৭শে শ্রাবণ শনিবার হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গার্ণার সাহেব বন্যাপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থ গমন করেন। তাঁহার সমক্ষে এক ধীবর-রমণীকে স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি স্বীয় বিপদের কথা না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করিতে যত্ন করেন। তাঁহার সঙ্গের লোকজনও তখন জলে ঝাঁপ দিয়া উভয়কেই উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রজারক্ষণ-বিষ... সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ প্রদান করি ও সকল পদস্থ ব্যক্তিকে তাঁহার চরিত্র অনুকূলভাবে আলোচনা করিতে বলি।

অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

সার জগদীশ ক্রেস্কোগ্রাফ নামক এক অতি বিস্ময়কর যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার আশ্চর্য্য কম্পন ও অনুভূতিক্ষমতা এত বেশী যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম স্পন্দন ও গতিবিধি ধরিয়া ফেলিতে পারে। এমন কি বৃক্ষের মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ ক্রিয়াও তদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে।

হাইকোর্টের জষ্টিসের নিরপেক্ষ তেজস্বিতা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুজ পাটনা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মিঃ পি, আর, দাশ মহাশয় পালামৌর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক তদ্দেশবাসীর শোভাযাত্রা ও প্রকাশ্য সভাবন্ধ করিবার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া হাইকোর্ট-বিচারের ন্যায়-পরায়ণতার আদর্শ দেখাইয়াছেন।

কেলকারের পদত্যাগ :—পুণার মিঃ এন্. সি, কেলকার নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকারী সমিতির সভাপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা :—আগামী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে মিঃ বেঙ্কটপতি রাজু মহাশয় প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের বক্তৃতার প্রতিবাদ স্বরূপ একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন।

যুদ্ধের পরিণামফল ক্রমেই ইউরোপে দেখা যাইতেছে। আমেরিকার ডাক্তার কোপল্যাণ্ড নাকি বলিতেছেন যে, পশ্চিম ইউরোপে শীঘ্রই মহামারীর প্রকোপ দেখা দিবে। কেবল ইউরোপে নয়—আমেরিকাতেও বোধ হয় ওই মহামারী আক্রমণ করিবে। সেজন্য আমেরিকা নাকি এখন থেকেই সতর্ক হইতেছে।

সার্ভেণ্ট মুদ্রাকরের মামলা।

শ্রীযুত রমেন্দ্র ঘোষ খালাস।

বরিশাল বি, এম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল যে, সার্ভেণ্ট পত্রের মুদ্রাকর শ্রীযুত রমেন্দ্রনাথ ঘোষকে কলেজ সীমানায় অনধিকার প্রবেশ ও বে-আইনী জনতার হেতু গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে কলেজের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছিল। গত ১৩ই তারিখে প্রকাশ যে ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মোকর্দ্দমা হইতে রমেন্দ্র বাবুকে মুক্তি দিয়াছেন।

রতন টাটার বদান্যতা।

স্বাস্থ্যনিবাসের জন্য ৩০ হাজার

বোম্বাইএ ১৪ই তারিখে প্রকাশ, যে স্বর্গীয় রতন টাটার ট্রাষ্টিগণ পাঁচঘানিতে বৈলের স্বাস্থ্য নিবাসে সকল শ্রেণীর যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার জন্য ৩০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

অরবিন্দ উৎসব :—গত ১৫ই আগষ্ট মঙ্গলবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় চন্দননগর বিদ্যাপীঠে শ্রীঅরবিন্দের দ্বাদশবাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা ত্যাগ।

কংগ্রেস আইন অমান্য অনুসন্ধান সমিতির সদস্যগণ গত সোমবার রাত্রি পঞ্জাব মেলে পাটনা যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বিদায় জন্য বহু ভদ্র লোক প্লাটফরমে উপস্থিত হয়।

নেতৃগণ দেশের সকলকে তিনটি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—খদ্দর পরুন, কংগ্রেসের সভ্য হউন এবং তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে দান করুন।

প্রায় ৩০ বৎসর বাঙ্গলায় সংবাদ পত্র সম্পাদন করিয়া নায়কের সম্পাদক শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসীর সম্পাদন সূত্রে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে নানা পত্রে সম্পাদক থাকিয়া ও লেখক হইয়া এক্ষণে তিনি তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও বর্ত্তমান সমাজের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষায় অসমর্থতাহেতু বিদায় লইলেন।

দিল্লী ষ্টেশনে ভীষণ কাণ্ড।

ট্রাঙ্কের মধ্যে বাঙ্গালীর শব।

প্রকাশ যে বিগত ১৩ই আগষ্ট তারিখ ৭নং আপ ট্রেণ হাবড়া হইতে দিল্লীর প্রধান ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে ঐ ট্রেনের কোন কামরা হইতে পুলিশ একটা ট্রাঙ্ক বাহির করিয়া খুলিয়া দেখিতে পায় যে তন্মধ্যে একটা মৃতদেহ রহিয়াছে। যাত্রী সকল চলিয়া যাইবার পরে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর মধ্যে একটা খুব বড় ও ভারি ট্রাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা হারাণো দ্রব্যের আফিসে জমা করিয়া দেওয়া হয়। ঐ বাক্সের মধ্য হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে দেখিয়া পুলিশ ঐ বাক্সটা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং উহার ভিতর হইতে এক হিন্দু বাঙ্গালী যুবকের মৃতদেহ বাহির হয়। তাহার পরিধানে সিল্ক ও ভেলভেটের পাড় যুক্ত ধুতি ছিল। শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। যুবককে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

মেজর ব্লেক ময়দানে।

গত ১৪ই আগষ্ট মেজর ব্লেক, ক্যাপ্টেন ম্যাক্-সিলিয়ান এবং মলিন্স্ এরোপ্লেন যোগে কলিকাতা ময়দানে আসেন। তাঁহাদের অবতরণ দেখিবার জন্য বহু লোক আসে। এম্পায়ার থিয়েটারে মেজর ব্লেক বক্তৃতা করেন। এরোপ্লেনখানি নিলামে বিক্রয় হয়। ১৭০০৲ টাকা দিয়া মিঃ হেনস্ নামে এক য়ুরোপীয়ান্ ভদ্রলোক উহা ক্রয় করেন।

মিঃ মার্টিনেটের সংবাদ।

পদব্রজে ভূপর্য্যটনকারী মিঃ মার্টিনেট গত ৫ই তারিখে আকিয়াবে পৌঁছিয়াছেন। চট্টগ্রাম হইতে পদব্রজে আকিয়াব পৌঁছিতে ১৬ দিন লাগিয়াছে। আকিয়াব হইতে তিনি প্রোম এবং তথা হইতে মান্দালয়, সান ষ্টেটস, হংকং, সাজ্ঘাই, চীন এবং জাপানে যাইবেন।

খদ্দরের জন্য চাঁদা।

৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা প্রাপ্তি।

খদ্দর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শেঠ যমুনালাল বাজাজ খদ্দর প্রচার-বিবরণীতে লিখিয়াছেন তিনি তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার হইতে ৫ লাখ টাকা, এবং সাধারণ চাঁদা ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা পাইয়াছেন। আরও ৫০ হাজার টাকার অঙ্গীকার পাওয়া গিয়াছে।

শক্তি ঔষধালয়ে গবর্ণর।

গত সপ্তাহে শুক্রবার বঙ্গের গবর্ণর লর্ড লিটন ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। গবর্ণর বাহাদুর টোল, কারখানা ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ হইয়াছিলেন।

স্বামী তুরিয়ানন্দের দেহত্যাগ।

বিগত ৫ই শ্রাবণ শুক্রবার রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম নেতা স্বামী তুরিয়ানন্দ (হরি মহারাজ) কাশী-ধামে পরলোক গমন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের হিন্দুতে প্রকাশ যে সার মাইকেল ওডা-য়ার যে সার শঙ্কর নায়ারের বিরুদ্ধে মানভঙ্গের নালিশ করিয়াছেন, ঐ মামলায় কংগ্রেসের সাহায্যের জন্য সার সঙ্করণ নায়ার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন।

বৈদেশিক।

যুদ্ধের পর জর্ম্মানীর আর্থিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন জর্ম্মনীকে এই আসন্ন অর্থ সমস্যা হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে সমগ্র ইউরোপের শিল্প বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ জর্ম্মানীকে একেবারে ত্যাগ করিয়া ইউরোপের শিল্প বাণিজ্য চলে না। এই জন্যই ইংলণ্ডের প্রধান রাজ মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ প্রমুখ রাজ-নীতিকগণ জর্ম্মাণীর রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ভার্সেলীজ সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী যত টাকা জর্ম্মাণীর দেয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ কিম্বা আংশিক রেহাই না দিলে জর্ম্মাণীর এ দারুণ অর্থ কষ্ট দূর হইবে না এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মিঃ লয়েড জর্জ জর্ম্মাণীর প্রতি অতঃপর একটু করুণা কটাক্ষ করিবার জন্য মিত্রশক্তি বিশেষতঃ ফ্রান্সকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ফ্রান্স কিন্তু আদৌ সম্মত নহেন। তাঁহারা রীতিমত ভাবে টাকা আদায় করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই জন্য মিত্রশক্তির মধ্যে একটা মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। ইহা যে একেবারেই শুভ নহে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

লণ্ডনে এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্য মন্ত্রি-গণের একটী বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে মীমাংসা কিছুই হয় নাই। গত বৃহস্পতিবারে ফরাসী মন্ত্রী সভার একটী বৈঠক বসিবার কথা ছিল। ফলাফল এখনও কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

ফরাসী সংবাদ পত্রগুলি একবাক্যে মিঃ লয়েড জর্জ্জের প্রতি দোষারোপ করিতেছে। সকলেরই মত আমেরিকাকে টাকা ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়াই ইংলণ্ড এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন।

ইতিমধ্যে জর্ম্মাণী ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০০,০০০ পাউণ্ড পাঠাইয়াছেন। ইহা কিস্তিমত দেয় টাকায় এক চতুর্থাংশ মাত্র। জর্ম্মাণী এখন আর অধিক টাকা দিতে পারিবেন না বলিয়া খোলসা জবাব দিয়াছেন। জর্ম্মাণী গত পনের দিনে ইংলণ্ড হইতে ১২৩০০০ টন কয়লা আমদানি করিয়াছেন।

জাপানে সামরিক শক্তির কাট ছাঁট আরম্ভ হইয়াছে। টোকিও হইতে প্রকাশ যে সাতটী সৈন্য দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪২ জন জেনারেল ও এই অফিসারগণের অন্তর্গত।

এবার অনেকগুলি আফগান যুবক শিক্ষার জন্য ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। জর্ম্মণীর আর্থিক অবস্থা যতই হীন হউক না কেন, অধিকাংশ আফগান ছাত্রই শিক্ষার জন্য জর্ম্মণীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কেন?

শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম।

শক্তিমান ও শক্তি ভেদে বস্তু দ্বিবিধ অর্থাৎ ঈশ্বর ও বশ্য। বশ্য বস্তু বা শক্তি দ্বিবিধ—ঈশ্বরের চিৎশক্তি-পরিণাম ও অচিৎ শক্তি-পরিণাম। বশ্য শক্তি, ঈশ্বর বস্তুকে বিকার গ্রস্ত না করিয়া বস্তুর শক্তিগত প্রকৃতি প্রদর্শন করিতে গিয়া আপনাকেই পরিণত করে এবং নিজ ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশের সহায়তা করে।

কেবল জ্ঞানদ্বারা বস্তুকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। জ্ঞানের সহিত নিত্য সত্তার যোগে সেই বস্তুই 'পরমাত্মা' এবং তৎসহ আনন্দের সম্মেলনে বস্তুই সচ্চিদানন্দ 'ভগবান' বলিয়া পরিচিত। ভগবানের যাবতীয় প্রকাশসমূহ যে স্বয়ংরূপ ভগবান্ হইতে প্রকটিত হন, তিনিই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ পরমেশ্বর বস্তু। তাঁহার আদিতে ভগবত্তার কোন প্রকাশ নাই, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাদি। তিনিই ভগবদবতার-সমূহের কারণ, পরমাত্মার কারণ এবং ব্রহ্মের কারণ। তিনিই চিদচিৎ-শক্তির, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ।

শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বর্ত্তমান ও চিদানন্দময়, সুতরাং পার্থিবজ্ঞানে জন্ম বলিলে যাহা বুঝায়, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ অভিনয়ের কোন সার্থকতা নাই। বদ্ধজীব যে কালে কৃষ্ণোন্মুখ হন, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। জীবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়নিশার মধ্যভাগে প্রাবৃট্-কালে বর্ষে-বর্ষেই তাঁহার উদয় হয়। প্রাবৃট্-কালেই হরিশয়ন, সুতরাং ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে তাঁহার প্রকট-কাল। সশক্তিক অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলিততনু। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী শুক্লাষ্টমী দিবসে মধ্যাহ্নে প্রতিবর্ষে আবির্ভূত হন। ভগবজ্জন্ম-দিনের পক্ষান্তে তাঁহার আবির্ভাব-কাল। ভগবজ্জন্ম প্রভৃতি নিত্য, সেই জন্য বর্ত্তমানকালের প্রতিবর্ষে ভগবানের আবির্ভাব-দিবস নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে। শ্রীগৌড়ীয়গণের উপাস্য বস্তু, সকল যোগ্য জীবের আকর্ষক, সকলকারণ-কারণ ভগবান্ বাসুদেব অমিশ্র-গুণ বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতে শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হইয়া নন্দনিকেতনে যশোদাদুলালরূপে শ্রীবৃন্দাবনে জননীদ্বারা স্বীয় যশঃ বিস্তার করেন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কেবলমাত্র ঐতিহ্য সত্য নহে, পরন্তু ইহা নিত্য অবিসংবাদিত সত্য। শ্রীগৌড়ীয়ের অদ্য শ্রীকৃষ্ণের অর্চনারম্ভ-কালেই গৌড়ীয়ের আদি প্রকাশ। গৌড়ীয়ের চিন্ময় হৃদয়াকাশে কৃষ্ণাবির্ভাব-ধ্বনি এখন হইতেই অনুক্ষণ শব্দিত হইতে থাকুক। তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের সঙ্গে কলিকাতা মহানগরীতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের আবির্ভাবোৎসব চলিয়া আসিতেছে। বর্ষদ্বয় পূর্ব্বে শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌর-বিগ্রহ, বৈষ্ণবাচার্য্যের আসনে প্রকটিত হইয়া-ছেন, একবৎসর পূর্ব্বে ঐ আসনে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রকটিত হইয়াছেন; আর বর্ত্তমান বর্ষে-ঐমঠে গৌড়ীয় সাময়িকপত্র গৌর-কৃষ্ণ কথা গান আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মজ্যোতিঃর সুগভীর অন্তরালে অতুল শ্যামসুন্দরের রূপচ্ছটা বহিঃপ্রজ্ঞাতিমির অপনোদন করিয়া গৌড়ীয় কীর্ত্তনমুখে অধোক্ষজের অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবা দ্বারা দশদিকপালের সুপ্রসন্নতা বিধান করিতেছেন

শ্রীকৃষ্ণ জন্ম বিনা জীবের জীবন বৃথা। কৃষ্ণ-জন্মোৎসবে যাঁহাদের পরমার্থ প্রবৃত্তি উন্মেষিত না হয়, তাঁহারা বাহ্য জগতে উচ্চাবচ বিষয়ের অনুসরণ করিয়া ভগবদ্বৈমুখ্যের আবাহন করেন—উহা তাঁহাদের শোচনীয় পরিণাম মাত্র।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ স স্বয়মযং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।

ইহাই গৌড়ীয়াচার্য্যবর শ্রীদামোদরস্বরূপের কৃষ্ণাবির্ভাব কথা।

প্রচার প্রসঙ্গ।

যশোহর জিলার বাগারপাড়া থানার অন্তর্গত নারিকেলবেড়ে গ্রামে একটী প্রাচীন মন্দির পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি তথাকার জমিদারের কর্ম্মচারী শ্রীযুত শশধর বসু প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার ও প্রাচীন শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-সেবার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে যত্নবিশিষ্ট হইয়াছেন। পঞ্চরাত্রাচার্য্য শ্রীআচার্য্যদাস অধিকারী মহাশয়েরও ইহাতে যথেষ্ট সেবাপ্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে।

ঢাকা জেলার কলাকোপা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ঢাকার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থস্বামী শুদ্ধভক্তিপ্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। সম্প্রতি তথায় স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী ঐ সকল স্থানে পাঠ কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন।

বিগত ২৩শে শ্রাবণ শ্রীবলদেবের জন্মযাত্রা-মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্ত ও ভগবানের মাসব্যাপী জন্ম উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা ও সন্ধ্যায় শ্রীচরিতামৃত পাঠ ব্যাখ্যা চলিতেছে। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক বিদ্যারত্ন মহোদয়ের মধুর কণ্ঠধ্বনিত গীতশ্রবণে ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দ বিপুলানন্দ লাভ করিতেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য গৌড়ীয়ের অন্যস্থানে গত বর্ষের গৌড়ীয় মঠের আয় ব্যয় তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

বালেশ্বরে ভদ্রখ মহকুমায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বানপ্রস্থ প্রচারক শ্রীমদ্ হরিদাস অধিকারী মহোদয় একমাসকাল শ্রীনাম প্রচারকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তথাকার প্রচারকার্য্য সমাধান করিয়া সম্প্রতি তিনি কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

বালেশ্বর নীলগিরি রাজ্যে শুদ্ধভক্তি প্রচারকল্পে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের কতিপয় প্রচারক কিছুদিন হইল কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে ভক্তিপ্রচারকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী কপ্তিপাদা, উদালা ও কোয়াঝারা প্রভৃতি স্থানে ভক্তগণের আনন্দ-বিধান করিয়াছেন।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে বারিপদা রাজধানীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের প্রচারকগণ কয়েকদিবস কীর্ত্তন ও শুদ্ধভক্তি বিষয়িণী বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা রাজন্যবর্গ ও ভক্তবৃন্দের কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর, ছোট রায়সাহেব, রাউত

রায়সাহেব প্রমুখ রাজকুল এবং রায়সাহেব জানকী বল্লভ দাস প্রমুখ রাজ্যের উচ্চকর্ম্মচারিগণ ভক্তি-প্রচারকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, সম্প্রতি নবাবপুরে অবস্থিত। সেই মঠের একটী শাখা ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠ কমলাপুর নামক পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভক্তিবিজয় শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রমুখ কৃতিগণ কমলাপুর মঠের উন্নতি বিধানে যত্নবান্ হইয়াছেন। তথায় শ্রীগীতাপাঠ ও ব্যাখ্যায় স্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ জনগণের উত্তরোত্তর উৎসাহ বৃদ্ধি হইতেছে।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান বুড়ন গ্রামে। যশোহর ও খুলনা জিলার কতিপয় গ্রাম বুড়ন পরগণার অন্তর্গত বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাচীন নিজ বুড়ন গ্রামটীর আজও সন্ধান হয় নাই।

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী এক সময়ে স্বীয় পিতৃদেবের অনুসরণে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের ভার কিয়ৎপরিমাণ গ্রহণ করেন। বহরমপুরের গঙ্গার অপর পারে নিয়াল্লিশ পাড়ায় তাঁহার সেবা আজও বর্ত্তমান। তবে মন্দিরটী জীর্ণ হইয়াছে ও বর্ত্তমানে সেবার তাদৃশ সৌষ্ঠব নাই।

ভক্তিরত্নাকর লেখক শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী বলেন শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়কে নিমানন্দ সম্প্রদায় নামে খ্যাত বলিয়াছেন। নিমানন্দ সম্প্রদায় বলিয়া খ্যাতির কথা বহুদিন হইতে আর সন্ধান করিতে পারা যায় না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নাকি শ্রীমহাপ্রভুর নিমাই নামটী বড়ই ভালবাসিতেন সেজন্য শ্রীচৈতন্য চরণাশ্রিত জনগণ শ্রীমাধ্ব নিমানন্দ সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো ৭নং ষষ্ঠীতলার গলিতে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীর ঠাকুর বাড়ীতে বঙ্গাব্দ ১২৭৬ সালে শ্রীনিত্যানন্দ দায়িনী নাম্নী একটী সভা ছিল। তথায় প্রতিদিন রাত্র ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রের শ্রবণ কীর্ত্তনমুখে আলোচনা হইত।

মধুর লিপি।

আমার বুলি ব্রজবুলি। তোমাদের গৌড়ীয়দের কথাও মিষ্টি তবে তা ব্রজের বুলি নয়। আমার ব্রজবুলি গৌড়ীয়ারা বুঝিবে না বলিয়া গৌড়ীয়ার বুলিতেই আমাকে লিখিতে হইল।

তোমরা শুনিয়া থাকিবে আমি মধুমঙ্গল। তোমরা যে কেষ্টভজন কর সেই কেষ্ট আমার চেয়েও ৩।৪ বছর বয়সে ছোট। কেষ্টর সঙ্গে আমার ঠাট্টা তামাসা। সুতরাং তোমরা গৌড়ীয়া তোমরাও আমার ঠাট্টার পাত্তর তবে তোমরা আজকালকার গৌড়ীয় কাযে কাযেই কয়েক পুরুষ পরের লোক—নিতান্ত ছেলে মানুষ। আমি তোমাদের ছেলে মানুষ বলি কেন তাহা যদি একটু ভাবিয়া দেখ তাহলে আর তোমাদের গুমর্ ফাঁক না হয়ে যায় না। বরাহ মিহির বলিয়াছে ৩১৭৯ বছর শকাব্দার বুড়িরা বলে কৃষ্ণের অপ্র-

কটের বৎসর হয় আর তিনি ১২৫ বচ্ছর পৃথিবীতে ছিলেন আর আজ ১৮৪৪ শকাব্দা চলেগেছে সেজন্য আমার বয়স ঠিক দিলে মোটে যেটের কোলে ৫১৫৪ বৎসর হয়। ৫০ বচ্ছর পার হলেই মনু বলেছেন বনে যেতে হয় সেজন্য আমার ১০১ গুণ ৫০ বচ্ছর হয়ে গেচে বলে আমি বিন্দা বনেই বাস করছি! যে সময় তোমাদের গৌড়ায সিষ্টি হচ্ছিল সে সময় আমার বয়স ৪৭৩৯ বছর এত বুড়ো হইছি তথাপি আমার হিসেব বেশী ভুল হয় নি। ঠাকুরদারাই নাতিদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করে আর আমি কিন্তু ঠাকুরদাদার পৌনঃপুনিক দার্শমিক রেকারিং ঠাকুরদা; তবেই আমার বাচালতাই তোদের বুড়োর বুড়ো ঠাকুরদার পঞ্চরং এর অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের তস্য অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের পৌনঃপুনিক প্রথার ঠাট্টা তামাসা। বুড়ো মানুষ বেশী বকে, সেজন্য তোরা বলিস্ আর না বলিস্ আমি কিন্তু তোদের কাগজে কিছু মধুর লিপি চালাব কেননা গৌরাঙ্গের সময় ও বাতাস চলিয়াছিল। তোদের দেশের আইন কানুনে ও বোধ হয় ৮০।৯০ বছরের বুড়ো লোকের কথা প্রমাণ বলিয়া ধর্ত্তব্যই নয় লিখিয়াছে। ভারতীয় পিনেল কোড ৭ বছরের ছেলের কোন দোষ ধরে না আর ৫১৫৪ বছরের বুড়োর দোষ ধরিবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। তা ছাড়া আমি মধুর মধুর বৃন্দাবনে বিদূষকের সেবা করে সদাই কেষ্ট ভজন করি। আমার নাম মধু সুতরাং আমার লেখা মধুর লিপি। আইনে বলে মধুর লিপি কাহাকেও বিরক্ত করে না। মধুর কথা শুনতেইতো রসিক সব্ খেয়ে না খেয়ে প্রেমফুল ফুটিয়ে দিয়ে শুকনো ফুলে শেষে গুলকন্দ করে দওয়াইএর ব্যবসা করলে। তোরা যতই কেন না লিখিস্ বলিস্ তার মধ্যে হপ্তায় হপ্তায় মধুর লিপি ফেলে দিস্‌নে। তোদের কাগজের এককোণে একটু মধুর লিপি থাকলে গৌড়িয়ারা পড়বে। তাহাতে দার্শনিক গাম্ভীর্য্য না থাকুক বুড়োমিতো থাকবেই। চাটনির মত একটু খাল্‌কা সাহিত্য আজকালকার মুখরোচক। গুরুগাম্ভীর্য্য দূরে ফেলে পেট্ভরে গেলে চাট্নি বিশেষতঃ বৃন্দাবনের চাট্নিতে পুনরায় কৃষ্ণের খবর পাবে।

গৌড়ীয় ভদ্র পাঠক লোক শিক্ষিত লোক আমি অতি বুড়ো বলিয়া তোমাদের আপনি আপনাদের বলার বদলে তুমি তোদের বলছি। আমি মধুমঙ্গল সুতরাং মধুর বোল্ জেনে আপ্‌নারা বুড়োকে ক্ষমা করবেন।

আমার অস্তিত্ব বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করো না। তোমরাতো জান বৃন্দাবন নিত্য ও কৃষ্ণের পার্ষদ নিত্য। তোমরা যদি গৌড়ীয় না হয়ে কাম্‌স্‌কাটকার লোক হতে তাহলে মধুমঙ্গল কিরূপে ৫১৫৪ বছর বেঁচে আছে সন্দেহ কর্ত্তে। তোমরা যদি সন্দেহ কর তা হলে তোমরা যখন কৃষ্ণভজন নিত্যলীলায় প্রবেশ করবে তখন আমি বেঁচে আছি কিনা সব্ জমিনে সুরতহাল প্রত্যক্ষ করবে। মানুষ হঠাৎ মর্লে কলকাতায় করোনার পাঁড়াগাঁয় প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি সুরতহাল্ করে না সেইরকম। তার আগে অর্থাৎ নিত্যলীলায় প্রবেশ করবার আগে আমার সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে না। তবে আমার মধুর লিপি তোমরা শব্দব্রহ্মের অক্ষরে দেখিতে পাইবে। অক্ষর বস্তু কিনা অর্থাৎ যাহার বিনাশ নাই, চ্যুত হয় না সেই জিনিস্। শ্রুতি বলেছেন যয়াক্ষরং অধিগম্যতে সাপরা বিদ্যা

অর্থাৎ যে বিদ্যাদ্বারা অচ্যুতের উপলব্ধি হয় তাহাই অবিনাশী শব্দ ব্রহ্ম।

আমি অচ্যুতের সঙ্গে নিত্যকাল আছি। অচ্যুতের বিদূষক বন্ধু মধু চিরদিনই জীবিত আছে। বৃন্দাবনে যখন অচ্যুতের অবতারী লীলা হয়েছিল আমরাও সেই সঙ্গে জন্মেছিলাম। আমি বামুনের ঘরে জন্মাই। কিন্তু গোয়ালার সঙ্গে আমার বসবাস। গোয়ালা বাড়িতে যমুনার পুলিনে নিভৃতে নিকুঞ্জের নিকটে আমার সে সময় থেকে যাতায়াত। যখন কালা ব্রজে থেকে গৌড়ে গিয়েছিলো তখন গোয়ালাদের গাঁ গুজড়্ করে সবাই বামুন হয়েছিলো। আমরাও তখন কেষ্টর গোয়ালাগিরি, ছত্রীগিরির হাত থেকে কদিনের জন্য পার্ পেয়েছিলাম। তাহলেও গাঁ গুজড হয় নাই। গোয়ালা গাঁ নিত্য আর আমি মধুমঙ্গল বামন্ ও নিত্য। গৌড়ীয়ের কানাই বলাই নিত্য গৌর নিতাই। তা বলে কি আর গৌড়ীয়গণ নিত্য গোড়ো গোয়ালা নয়? তবে গোড়ো গোয়াল-গিরি ছেড়ে কয়েকটা জড় রসিক গৌড়ীয় পোষাকে মনগড়া গৌরনাগরী ভজন আরম্ভ করার সংবাদও আমরা পাইয়াছি। আমরা প্রকৃতির অতীত রাজ্যে কৃষ্ণের সেবা করি বলিয়া সকল সংবাদই আমাদের কাছে আসে। তোমাদের সে সকল কথা ক্রমশঃ জানাইব। আগামি লিপিতে আরও কত কথা বলিব।

পরমার্থে ভেজাল।

এ যুগটা ভেজালের যুগ। আজকাল এমন একটী দ্রব্য পাওয়া যায় না যাহাতে ভেজাল নাই। খাদ্য দ্রব্যে ভেজালের কথা সহরের লোক মাত্রেই জানেন। আমাদের প্রধান খাদ্য দ্রব্য তণ্ডুল। তাহাতে যথেষ্ট ভেজাল চলিতেছে। অবশ্য তণ্ডুল বলিয়া অন্য দ্রব্য না চালাইলেও আড়ৎদারের ঘরে "পাইল" করার সংবাদ অনেকেই জানেন। উৎকৃষ্ট চাউলে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট চাউল ত' ভেজাল আছেই। আবার কাঁকরও যে অনেক সময়ে চাউলের সহিত পাইল করা হয়। তৈল ও ঘৃত ভেজালে বিষাক্ত হইয়া গিয়া অল্পে অল্পে লোকের প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুগ্ধে ভেজাল সর্ব্বত্রই চলিতেছে। কাপড়ে পাটের ভেজাল, জুতায় পিচ বোর্ড মাটীর ভেজাল, কাংস্য পাত্রে মৃত্তিকার ভেজাল, আর কতই বা উল্লেখ করিব, সর্ব্বত্রই ভেজাল। মানুষে ভেজাল, পশুতে ভেজাল, খাদ্যে ভেজাল, পথ্যে ভেজাল ঔষধে ভেজাল. তৈজসাদিতে ভেজাল, পরিধেয়ে ভেজাল, ক্রীড়ায়—ভেজাল নাই কোথা? এ জগতের, মায়ারাজ্যের সকল পদার্থেই ভেজাল শুধু তাহাতে ক্ষান্ত দিলে ত' রক্ষা। আবার পরমার্থ ব্যাপারেও ভেজালের ছড়াছড়ি লাগিয়া গিয়াছে। অবশ্য অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ মায়াতীত রাজ্যে (যেখান হইতে কুণ্ঠা বা সীমা ধর্ম্ম বিগত হইয়াছে) ভেজালের দুর্গন্ধ প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং পরমার্থ জগতে ভেজাল চলে না। কিন্তু কতকগুলি মায়িক ব্যাপারকে পরমার্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া ভেজালের দৌড় পরমার্থেও চালাইবার চারিদিকে যত্ন

চলিতেছে। অসতর্ক ব্যক্তিগণ তাহাতে ভুলিয়া পরমার্থ বলিয়া ভেজালকেই আদর করিতেছেন, ও যথার্থ পরমার্থকে অবহেলা করিতেও পশ্চাৎপদ নন।

ভক্তিমার্গে কনিষ্ঠাধিকারীর একমাত্র উপজীব্য অর্চনমার্গে ভেজাল প্রবেশ করিয়াছে। অনেকস্থলে ভৃতকপূজক বা দেবল ব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিশূন্য ঘণ্টা নাড়িয়া ভেজাল ভোরপুর করিতেছে। আবার যাত্রিগণের নিকট হইতে কোথাও বলপূর্ব্বক, কোথাও বা মিষ্টালাপে ভেট বা ঠাকুর প্রণামী আদায় করিয়া সেবায়েতের গৃহিণীর, পুত্রবধূর বা কন্যার অথবা শিশুপুত্রের আভরণ প্রস্তুত হইয়া, সেবার পরিবর্ত্তে ভোগের ভেজাল পূর্ণমাত্রায় চলিয়া শ্রীবিগ্রহকে পূজার বস্তু না ভাবিয়া পূজাকার্য্যকে অর্থাৎ অর্জ্জনের যন্ত্রে পরিণত করিতেছে; হায় হায়, বঞ্চক বঞ্চিত নিরীহ ব্যক্তিগণ তোমাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ শ্রীবিগ্রহের পরিবর্ত্তে ভোগীর সেবায় লাগিয়া তোমাদের উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইতেছে। আর তোমরা ধর্ম্ম সঞ্চিত হইল মনে করিয়া নিশ্চিন্ত আছ।

পরমার্থে মধ্যমাধিকারীর সেব্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনামের সেবাতেও ভেজালের উপদ্রব বাড়িয়াছে। শ্রীনামতত্ত্ব অক্ষরাত্মক বলিয়া মনে হইলেও অপ্রাকৃত, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু পুরাণোক্ত যে শ্রীনাম মহামন্ত্র জগৎকে দিলেন তাহা ওলট্‌পালট্ করিয়া ছড়া গান করিয়া নাম করিলে কি ফলোদয় হইবে! তাহাইত নাম গ্রহণে ভেজাল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ।

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরে॥"
"প্রভু কহে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।

কতকগুলি লোক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর এই স্পষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার প্রতি অতি ভক্তিমান বলিয়া নিজেকে জাহির করিতেছে। গুরুপারম্পর্য্যগত আম্নায় উল্লঙ্ঘন করিয়া অবতারী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশের বিরোধী হইয়া মাধুর্য্যপূর্ণতত্ত্ব শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম নামসহ ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌর নিতাই নাম মিশাইয়া এক কিম্ভূত কিমাকার বস্তু প্রস্তুত করিয়াছে। ঘৃতমধুসংযোগে বিষোৎপত্তির ন্যায় মাধুর্য্য ঔদার্য্যের অবৈধ মিলনে রসাভাস সৃষ্টি করিয়া ভীষণ অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছে, করিতেছে ও অনুগত নিরীহ প্রকৃতি প্রত্যয়বান্ জনসঙ্ঘকে শ্রীনামাপরাধী করিয়া তুলিতেছে। তাহারা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে না, যে গৌর কৃষ্ণ অভেদ তত্ত্ব হইলেও মধ্যে লীলাগত পার্থক্য বর্ত্তমান। এই সকল সতর্কতা শূন্য ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য সহৃদয় বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই প্রচার করিতেছেন যে ইহা শাস্ত্র

বিরুদ্ধ ও মহাজনের, অসম্য তএই গুর্ব্ববজ্ঞজনিত ছড়াগানে পরমার্থ প্রয়াসীর সমূহ অমঙ্গল ঘটিতেছে। তাইবলি "সাধু সাবধান"। আবার একদিকে এক সম্প্রদায় শ্রীনাম মহামন্ত্রের মধ্যে "কৃষ্ণ" স্থলে "গৌর" ও "রাম" স্থলে "নিতাই" বসাইয়া "হরে গৌর" ইত্যাদি মন্ত্র রচনা করিয়া গৌর ভক্তির পরাকাষ্ঠা হইল ভাবিতেছেন। কিন্তু বুঝিতেছেননা যে তাহাতে গৌর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক হরিভজন হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইতেছেন। এই সম্প্রদায়ের ধারণা "কৃষ্ণ" অপেক্ষা "গৌর" শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। তাহাদের জ্ঞান নাই যে কৃষ্ণ ও গৌর একই তত্ত্ব, কেবল লীলাগত পার্থক্য। একে উৎকৃষ্টত্ব, সুতরাং অন্যে নিকৃষ্টত্ব হইতেই পারে না ইহা তাহাদের বোধগম্য হইতেছে না। এই সকল ব্যক্তি নামকে নামী হইতে পৃথক ব্যাপার মনে করিয়া উহা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত এই ধারণা করিয়াছে। নাম কেবলমাত্র অক্ষরাত্মক আভিধানিক শব্দমাত্র এই ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তাই তাহারা মনে করিতেছে তাহারা অক্ষর পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীনামকে যেরূপ ইচ্ছা আকার দিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হইবে না। কিন্তু ইহাই নামে অর্থবাদ রূপ দশনামাপরাধ মধ্যে পঞ্চমাপরাধ। অপরাধনির্ম্মুক্ত না হইলে প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। "নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন।" অপরাধ থাকিতে প্রেম লাভ সম্ভব নহে। তাই বলি পরমার্থের প্রধান সাধন ও সিদ্ধি শ্রীনামে পর্য্যন্ত ভেজালের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আবার উত্তমাধিকারীর যে অবলম্বন উপাসনা তাহার প্রণালীতেও ভেজাল ঢা'লিয়া অন্যাভিলাষিগণ মহাভাগবত সাজিয়া বাহবা নিতেছে। আউল বাউল কর্ত্তাভজা নেড়া, দরবেশ সাঁই সহজিয়া সখীভেকী গৌরনাগরী প্রভৃতি নানা অপসম্প্রদায় স্ব স্ব জড়সুবিধানুরূপ ব্যভিচার প্রণালীকে ভজন প্রণালী বলিয়া চালাইয়া উপাসনায় ভেজালের স্রোত বহাইয়া দিয়াছে। ইহাদের দুই একটীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা ভেজালের হাত এড়াইতে চেষ্টা করিব।

এখন সখী ভেকীদের কথা বলিতেছি। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভৃত্য শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া গোপীভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন। এস্থলে আত্মবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া সিদ্ধদেহে গোপী হইয়া সূক্ষ্ম ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন। ইহাই ভজনের চরম। তা' বলিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং বা. তদনুগ মহাজনগণ অর্থাৎ শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরামানন্দ, ষড়্গোস্বামী ও অন্যান্য পার্ষদভক্তগণ, শ্রীলকৃষ্ণদাস, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীল আচার্য্য ঠাকুর, শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদ প্রভৃতি কেহই বাহ্যদেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া নিবর্ত্ত আশ্রয়ে এই বাহ্যদেহে স্ত্রীত্ব আরোপ করিয়া

ভজন করেন নাই। বাহিরে স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া অন্তরে পুরুষাভিমান প্রবল রাখিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন হইতে পারে না। এরূপ প্রণালীর শাস্ত্র প্রমাণ নাই, মহাজনের আচরণে উহা কদাপি দৃষ্ট হয় না। আজ কাল দেখি কেহ কেহ গুরুবর্গকে লঙ্ঘন করিয়া স্ত্রী-লোকের ন্যায় বসনভূষণে আবৃত হইয়া প্রত্যহ রাত্রি যোগে ক্ষৌরকার্য্য দ্বারা শ্মশ্রু গুম্ফ দূরীভূত করিয়া সকলের সহিত বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সহিত চাপা মিহি আওয়াজে কথা কহিয়া কপট দৈন্যের ভান করিয়া স্ত্রীভাবে ভজনের পেটেণ্ট বাহির করিয়াছেন। হায় হায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে গোপীভাবে ভজন তাহাতেও ভেজাল চালাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। আর আউল বাউল কর্ত্তাভজারা গুরু সাজিয়া কৃষ্ণ হইয়া ব্যভিচার মার্গে রাধাকৃষ্ণের ভজন করিতেছে বলে সে তো সকলেই জানেন ও তাহাদিগকে ঘৃণা করেন। এসব ভেজালের দায়ে লোকে বৈষ্ণবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অপরাধ অর্জ্জন করিয়া বসে, শুদ্ধ ভক্তগণ কৃপালু তাঁহারা এসকল বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়া ও বৈষ্ণবাপরাধ বিমুক্ত করিয়া জগতের উপকার সাধন করিতেছেন। ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত কৃপা।

আর একদল ধূয়া ধরিয়াছে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবার বদলে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ারই উপাসনা করিতে হইবে। তাহাদের মত এই যে স্বতন্ত্রভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর উপাসিত হইতে পারেন না, গোপীদিগের ন্যায় তাঁহারও অনেক নাগরী সেবিকা আছে। ক্রমে ক্রমে তাহারা গৌর নাগরী বাদ প্রবল করিয়া, ভূশক্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে নানাবিধ সম্ভোগ মূর্ত্তিতে সাজাইয়া নানারূপ স্ত্রীআচারের নামে নিজের দেহ মনে জড় সুখ বোধ করিতেছেন। আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে এধুয়া একটু কমিয়া গেলেও কুমিল্লা অঞ্চলে ইহার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তত্রত্য সাধুগণ, সাবধান এসকল শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসদাচারের ভেজালে কেহ প্রতারিত হইবে না।

শেষে একটু গুরুগিরির আর ভাড়াটিয়া ভাগবত পাঠকের ও বক্তার ভেজালের কথা বলিয়া ভেজালের উপসংহার করি। যতসব ভোগী গুরু সাজিয়া শিষ্যের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্ত্রীপুত্রের বাবুগিরির ব্যবস্থা করিতেছে। আর সেবা শ্রীশ্রীমদ্ ভাগবতের সেবা না করিয়া তাঁহার দ্বারা নিজ সেবা করাইয়া লইতেছে ও ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া অর্থার্জ্জন করিতেছে। সে বক্তৃতা ও পাঠশ্রবণে অপরাধ বৃদ্ধি ছাড়া অন্য ফল নাই। তাই বলি, সাধু সাবধান। এসব ভেজালে পড়িয়া হট্টগোল করিলে সমূহ অমঙ্গল। তদপেক্ষা জাগতিক বস্তুর ভেজাল অনেক কম ক্ষতিকর।

।বিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভা।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

আয় ব্যয় তালিকা।

৪৩৫ শ্রীচৈতন্যাব্দ সন ১৩২৮ সাল।

শ্রীজন্ম মহা মহোৎসব।

শ্রীবিগ্রহ ও সাধু সেবা এবং প্রচারাদি উপলক্ষে আয় ব্যয়।

আয়ের তালিকা।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু	১২॥৯/০
শ্রীযুক্তা সৌদামিনী ঘোষ	২৮৲
শ্রীযুক্ত সার কৈলাসচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর সি আই ই	৫০৲
„ বিহারী লাল মল্লিক	২০৲
„ বঙ্কবিহারী পোদ্দার	১০৲
„ বিজয় চন্দ্র সিংহ বি, এ	৩০৲
অতুল চন্দ্র দত্ত, ও অতুল চন্দ্র বন্দ্যাপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ সংগৃহীত ও নিজ	৫৮৷০
হীরালাল গোয়েনকা সংগৃহীত	৩৪৲
যোগেন্দ্র নাথ দাস	২৬৲
ত্রিভুবন হীরা চাঁদ	
আনন্দজী হরিদাস	২৫৲
শীতল প্রসাদ থক্কা প্রসাদ	
আগরওয়ালা মালিক গোকুল চাঁদ	২৫৲
গোপীরাম রামচন্দ্র ফুলচাঁদসিংহ প্রতাপ	২৫৲
সাক্ষী গোপাল বড়াল	২৫৲
জগবন্ধু দত্ত	২৫৲
রাজা দামোদর দাস বর্ম্মন্	২৫৲
মদন মোহন বর্ম্মন্	২৫৲
সিদ্ধেশ্বর মজুমদার	২৫৲
কমলা প্রসাদ দত্ত এম এ বি এল	২০৲
হরিপদ বিদ্যারত্ন এম এ বি এল	২০৲
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	২০৲
রামকৃষ্ণ দত্ত	২০৲
অজ্ঞাতনামা মাং শ্যামদাস ব্রহ্মচারী	২০
„ রামদাস পাত্র	২০৲
জনৈক ভক্ত	২০৲
„ রায় সাহেব রাজেন্দ্র নাথ গুহ	২০৲
„ শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্তিসুহৃৎ	২০৲
„ হরেরাম গোয়েনকা	১৬৲
অজ্ঞাতনামা মাং বাবাজী মুকুন্দবিনোদ	১৬৲
„ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য	১৫॥৶৫
„ গোপাল কৃষ্ণ মদন মোহন সাহা	১৫৲
„ মুন্নালাল সিয়েথা	১৫৲
„ মগন লাল কুঠারী	১১৲
„ শুকদেব দাস রাম পাল	১১৲
জহর লাল খেমকা	১১৲
„ চৈতন্য দাস দালাল	১১
„ সর্ব্বেশ্বর নারায়ণ পাল	১১৲
„ রায় ভগবান দাস বগলা বাহাদুর	১১৲
১০৲ টাকা হিসাবে ২৭ জন	২৭০৲

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র জমিদার ২ রাজা মণীন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুর ৩। ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য ৪। বিশ্বনাথ শ্রীমানি ৫। রাণী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী ৬। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৭। সতীশ বাবুর স্ত্রী ৮। সতীশ চন্দ্র চৌধুরী ৯। নেপালচন্দ্র শিকদার ১০। মোহনলাল শীল ১১। বামাপদ ঘোষ এণ্ড সন্স ১২। পরলোকগত সুরেশ চন্দ্র পালের মাতা ১৩। নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী ১৪। হরিচরণ কন্ট্রাক্টর ১৫। যতীন্দ্রনাথ পাল ১৬। পরলোকগত অক্ষয়-কুমার ঘোষের স্ত্রী ১৭। হরিদাস সেন ১৮। যজ্ঞেশ্বর অধিকারী ১৯। শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী পাল ২০। শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী ২১। ললিতাপ্রসাদ দত্ত ২২। মানবেন্দ্রনাথ বসু ২৩। ব্রজকিশোর মিত্র ২৪। নলিনীকান্ত কর ২৫। কুমুদকান্ত ভৌমিক ২৬। অজ্ঞাতনামা মাঃ মুকুন্দবিনোদ দাস বাবাজী ২৭। প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

পীতাম্বর নীলাম্বর সাহা,	৭৸০
রায় বাহাদুর বংশীলাল আবিরচাঁদ	৭৲

৫৲ টাকা হিসাবে ৬৮ জন ৩৪০৲

১। শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বসু ২। শ্রীযুক্তা মঙ্গলা দাসী ৩। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ দে ৪। সুরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় ৫। সতীশ চন্দ্র সাহা ৬। হীরালাল দাস ৭। মহেন্দ্রনাথ সরদার ৮। রামসত্য দত্ত ৯। কিরণচন্দ্র দত্ত ১০। প্রয়াগ দাস যমুনা দাস ১১। যতীন্দ্রনাথ দে ১২। রামশরণ পোদ্দার ১৩। হরিশঙ্কর পাল ১৪। হরিমোহন ঘোষ ১৫। দ্বারিকানাথ পোদ্দার ১৬। মণিমোহন সিংহ ১৭। পাঁচকড়ি দে ১৮। মদনমোহন রবীন্দ্র মোহন শেঠ ১৯। অবিনাশচন্দ্র দাস ২০। নগেন্দ্রনাথ রায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দানাপুর ২১। শ্রীশ চন্দ্র দাসাধিকারী ২২। শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্ ২৩। ফিঙ্গেশ্বর বাবুর পাশুড়া ২৪। শ্রীযুক্তা নৃপেন্দ্রবালা চৌধুরাণি ২৫। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ২৬। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ২৭। অনুপ্রাপ্ত আঢ্য জমিদার ২৮। হর কিষণ ভট্টর ২৯। সীতানাথ দাস ৩০। চারুচন্দ্র দাঁ ৩১। শ্রীযুক্তা কৃষ্ণরঙ্গিনী দাসী ৩২। শ্রীযুক্ত চিমনলাল গেণ্ডরীওয়ালা ৩৩। যুধিষ্ঠির নাথ ৩৪। রায় কৈলাস চন্দ্র বসু বাহাদুর ৩৫। প্রবোধানন্দ দাসাধিকারী ৩৬। বিহারীলাল মল্লিক ৩৭। জয়চন্দ্র পোদ্দার ৩৮। ইউ, এন্, বোস ৩৯। লালবিহারী দত্ত ৪০। ভূপেন্দ্রনাথ বসু ৪১। আশারাম রামগোপাল ৪২। সখীচরণ রায় ৪৩। অবিনাশ চন্দ্র দাস ৪৪। সতীশ চন্দ্র রাণা ৪৫। রামনারায়ণ নৃত্যগোপাল নন্দী ৪৬। বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা ৪৭। শ্রীরামচন্দ্র তারাণচন্দ্র সাহা ৪৮। হীরালাল শেঠ ৪৯। উদয় মল চাঁদ মল ৫০। ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ৫১। শশধর রায় ৫২। হরিদাস সেন ৫৩। কুমার মধুসূদন দাস বর্মন ৫৪। পরলোকগত বিহারীলাল মিত্রের স্ত্রী ৫৫। মেসার্স ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স ৫৬। সুধানাথ নাগ এণ্ড কোং ৫৭। জে, এন্, পাল এণ্ড কোং ৫৮। চৌধুরী ব্রাদার্স ৫৯। শ্রীযুক্ত বনয়ারিলাল রায় ৬০। হেমেন্দ্রনাথ মিত্র ৬১। অধরচন্দ্র মহেশ চন্দ্র সাহা ৬২। কুমার প্রমথ নাথ রায় ৬৩। বিজয়গোবিন্দ রায় ৬৪। রায় বিনোদ বিহারী বসু ৬৫। জিতেন্দ্র নাথ সাহা ৬৬। কুমার কৃষ্ণ মিত্র ৬৭। গৌরচন্দ্র তালুকদার ৬৮। লাল বিহারী বসাথ্

৪৲ টাকা হিসাবে ১৪ জন ৫৬৲

১। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ পোদ্দার ২। মহারাজ কুমার এইচ, কে, রায় চৌধুরী ৩। সচ্চিদানন্দ রায় চৌধুরী ৪। ব্রজনাথ দয়ালচন্দ্র সাধুখাঁ ৫। অতুলকৃষ্ণ সেন ৬। নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত ৭। নলিনীকান্ত শেঠ ৮। চন্দ্রকান্ত সরকার ৯। আনন্দচন্দ্র শশিমোহন রায় ১০। জানকীনাথ পোদ্দার ১১। হীরালাল চুনীলাল মণ্ডল ১২। প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩। রুক্মিণী কান্ত পাল ১৪। মহেন্দ্রনাথ সরকার।

কয়েকজন ভক্ত মাং বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা ৩৸০

৩৲ টাকা হিসাবে ১১ জন ৩৩৲

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রাধাবল্লভ পোদ্দার ২। যতীন্দ্রনাথ সেন ৩। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪। পাঁচকড়ি বিশ্বাস ৫। শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী ৬। শ্রীযুক্ত কর্মচন্দ সাহা ৭। হরিবিনোদ দাস অধিকারী ৮। অজ্ঞাতনামা মাঃ বাবাজী মহারাজ ৯। রামরাজেন্দ্র ঘোষ ১০। রমণীকান্ত নাথ দালাল ১১। শ্যামলাল তালুকদার

হীরালাল জোশী ২৸০

২৲ টাকা হিসাবে ১১০ জন ২২০৲

১। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ২। রামকৃষ্ণ কালীকৃষ্ণ পাল ৩। উপেন্দ্র কৃষ্ণ রায় ৪। ভীমচরণ আনন্দমোহন রায় ৫। গোপালচন্দ্র সাহা ৬। হরেকৃষ্ণ যোগেন্দ্রনারায়ণ পোদ্দার ৭। মেসার্স চ্যাটার্জ্জী রক্ষিত এণ্ড কোং ৮। শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাপাসী ১০। হলধর রায় ১১। দ্বারিকানাথ রাইমোহন চৌধুরী ১২। অবিনাশ চন্দ্র কেদারনাথ সাহা ১৩। বেণীমাধব যতীন্দ্রনাথ সাহা ১৪। ননীলাল রায় ১৫। মুকুন্দমোহন দে ১৬। শ্রীমন্তচন্দ্র দাস ১৭। হরিপদ ঘোষ ১৮। রামপ্রসাদ ১৯। তারকনাথ মিত্র ২০। পূর্ণচন্দ্র মাইতি ২১। মতিলাল নন্দী ২২। নৃপেন্দ্রনাথ দেব ২৩। হরিপদ দত্ত ২৪। রাধা চরণ দাসাধিকারী ২৫। বিহারী লাল মিত্র ২৬। বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস ২৭। বিশ্বেশ্বর মল্লিক ২৮। বিপিন বিহারী পাইন ২৯। গিরীশ চন্দ্র সামন্ত ৩০। মতিলাল ক্ষেত্রী ৩১। পূর্ণচন্দ্র পাল ৩২। বিনোদলাল প্রাণ ৩৩।

সতীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ ৩৪। মাধবদাস ধারাণী ৩৫। রাধাকান্ত অমৃতলাল সাহা ৩৬। ধর্ম্ম দাস সামন্ত ৩৭। অমূল্য বাবুর বন্ধু ৩৮। প্রমোদ বাবুর মাতা ৩৯। শিবচন্দ্র গৌরচন্দ্র রায় ৪০। কৃষ্ণ চন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র সাহা ৪১। গঙ্গাসাগর আনন্দমোহন সাহা ৪২। শ্যামাচরণ বসু ৪৩। শ্রীযুক্তা কৃষ্ণবিনোদিনী মিত্র ৪৪। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ ৪৫। যোগেন্দ্রকুমার চন্দ ৪৬। কিশোরীচাঁদ জহরমল ৪৭। জরদ্বার মলতগা ৪৮। বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস ৪৯। রামদাস অধিকারী ৫০। লালবিহারী সাধুখাঁ ৫১। শরচ্চন্দ্র মিত্র ৫২। কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্, এ ৫৩ কৃষ্ণবিহারী গোপালচন্দ্র সাহা ৫৪। আশুতোষ কাপাসী ৫৫। মাধব চন্দ্র সাহা ৫৬। তারাপদ বন্দোপাধ্যায় ৫৭। শ্রীনাথ দে ৫৮। ক্ষেত্রমোহন সাধুখাঁ ৫৯। ভবদেব মুখার্জ্জী ৬০। দীননাথ দে ৬১। রাজেন্দ্রলাল তালুকদার ৬২। জানকী দাস চৌঃ ৬৩। আশুতোষ পাল ৬৪। প্রমথনাথ নন্দী ৬৫। যোগেন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ৬৬। অজ্ঞাতনামা মাঃ শ্রীনাথ দাস অধিকারী ৬৭। নারায়ণচন্দ্র সাহা ৬৮। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি ৬৯। রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর ৭০। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন ব্রজমোহন সাহা ৭১। কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর ৭২। মেসার্স জীবনলাল কোং ৭৩। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল পালিত ৭৪। নবকিশোর অভয়াচরণ সাহা ৭৫। মুরলীধর রায় চৌধুরী ৭৬। দেবেন্দ্রনাথ পাইন ৭৭। মদনমোহন নাথ ৭৮। ভুবনেশ্বর পাল ৭৯। রূপচাঁদ যদুনাথ সাহা ৮০। হরেন্দ্রনাথ বল্লভ ৮১। মণীন্দ্রনাথ দে ৮২। দৌলৎরাম চোকানি ৮৩। প্রসন্নকুমার বসু ৮৪। শ্রীমতী ভক্তলতা ৮৫। শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জনৈক বন্ধু ৮৬। শশিভূষণ রায় ৮৭। পুলিনবিহারী বসু ৮৮। গৌরহরি দত্ত ৮৯। উপেন্দ্রনাথ রুই চৌধুরী ৯০। সন্তোষকুমার দত্ত ৯১। নবীনচন্দ্র রামচন্দ্র সাহা ৯২। শ্রীপতিচরণ রায় ৯৩। জনৈক লোক হস্তে পুলিনবিহারী দে ৯৪। সীতানাথ অধিকারী ৯৫। পরলোকগত ব্রজেন্দ্র-বাবুর স্ত্রী ৯৬। শ্রীযুক্ত আশুতোষ পাল ৯৭। রাসমোহন দে ৯৮। শরচ্চন্দ্র সরকার ৯৯। তারাপদ মণ্ডল ১০০। প্রাণেন্দ্রমোহন রায় ১০১। প্রবোধচন্দ্র বসু ১০২। নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন ১০৩। নবদ্বীপ চন্দ্র দাস ভক্তিভূষণ ১০৪। গোপীবল্লভ চক্রবর্ত্তী ১০৫। দামোদর দাস হংসরাজ ১০৬। কালাচাঁদ দ্বারিকানাথ সাহা ১০৭। প্রকাশবাবুর মাতা ১০৮। কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত ১০৯। মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানী ১১০। ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র।

১॥০ হিঃ ৩ জন	৪॥০

১। শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাস ২। জীবনকৃষ্ণ মোহিত কৃষ্ণ কুণ্ডু ৩। যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়	১৷০
„ অতুলকৃষ্ণ চাটার্জ্জী	১৵০

১৲ টাকা হিসাবে ৩০১ জন	৩০১৲

১। মেসার্স হরিদাস দত্ত এণ্ড সন্স ২। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সাহা ৩। রামরতন চৌধুরী ৪ দেবেন্দ্র চন্দ্র রায় দালাল ৫। ভব তারণ দত্ত ৬। মাণিক লাল দত্ত ৭। শ্যামদাস বাবুর মাতা ৮। রাধানাথ ব্রজনাথ সাহা ৯। রামকৃষ্ণ দেবেন্দ্র নারায়ণ সাহা ১০। চরেন্দ্র কুমার রায় ১১। নন্দ লাল পুলিন কৃষ্ণ রায় ১২। প্রতাপ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৩। বামাচরণ গোঁ ১৪। যুগল চন্দ্র মণ্ডল ১৫। ডাক্তার চারু চন্দ্র দে ১৬। যুধিষ্ঠির নাথ দালাল ১৭। কৈলাস চন্দ্র বসু ১৮। রমণী বাবুর

মাতা ১৯। মণীন্দ্রনাথ দত্ত ২০। নিবারণচন্দ্র ঘোষ ২১। দীনেশচন্দ্র দাস ২২। অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ২৩। বরদাকুমার চন্দ ২৪। পূর্ণচন্দ্র দাস ২৫। প্রভাতচন্দ্র সিংহ ২৬। বিহারীলাল মিত্রের শ্বশ্রূ শাশুড়ী ২৭। বরদাপ্রসাদ দত্তের স্ত্রী ২৮। বৈকুণ্ঠচন্দ্র রাধা বল্লভ সাহা ২৯। মধুসূদন সোম ৩০। মদনমোহন দত্ত ৩১। নবীনচন্দ্র অখিলচন্দ্র সাহা ৩২। ব্রজনাথ জানকী নাথ পাল ৩৩। রতন চন্দ্র কালী ৩৪। নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস ৩৫। মদন লাল পোদ্দার ৩৬। রামচন্দ্র দীননাথ ৩৭। হরি বকস ৩৮। মহানন্দ মণ্ডল ৩৯। সার ওঙ্কারমলের ম্যানেজার ৪০। বিভূতি ভূষণ মিত্র ৪১। হরিদাস পাল ৪২। গজেন্দ্র নাথ সাহা ৪৩। লক্ষ্মী নারায়ণ মোরাদিয়া ৪৪। ললিত মোহন মুখার্জ্জী ৪৫। শ্যামলাল সেন ৪৬। গোবিন্দ চন্দ্র পাল ৪৭। দশরথ সাহা ৪৮। হারাধন দাস ৪৯। জনৈক স্ত্রীলোক ৫০। শ্রীযুক্তা সরসীবালা দেবী ৫১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ৫২। পার্ব্বতীচরণ কুণ্ডু ৫৩। দীননাথ দে ৫৪। প্রভাতচন্দ্র নন্দী ৫৫। রমণীমোহন দত্ত ৫৬। ভবতোষ বরা ৫৭। কালীপদ সাহা ৫৮। সুরেন্দ্রনাথ রায় ৫৯। নিত্যানন্দ সাহা ৬০। জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ৬১। কামাখ্যা প্রসাদমুখার্জ্জী ৬২। শচীনন্দন ব্রহ্মচারী ৬৩। চণ্ডী চরণসাধু খাঁ ৬৪। শ্রীযুক্তা নৃপেন্দ্রবালা চৌধুরাণীর পুত্রবধূ ৬৫। শ্রীযুক্ত ভূপেন বাবুর স্ত্রী ৬৬। শিবচন্দ্র মাধব চন্দ্র সাহা ৬৭। অন্নদা চরণ চক্রবর্ত্তী ৬৮। নিমচাঁদ পোদ্দার ৬৯। নব কিশোর কামিনী কুমার রায় ৭০। হারশচন্দ্র রাম কানাই ভূইঞা ৭১। রামদুর্লভ সাধুচরণ রায় ৭২। মাধব চন্দ্র কুল চন্দ্র পাল ৭৩। রাধা মোহন সর্দ্দার ৭৪। জয়হরি রাম রতন পাল ৭৫। ক্ষেত্র মোহন পাল ৭৬। দীননাথ মাইতি ৭৭। গোষ্ঠবিহারী দে ৭৮। অভয় চরণ দে ৭৯। যজ্ঞেশ্বর গুহ ৮০। মেসার্স নলিনাক্ষ তা কোং ৮১। শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮২। চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় ৮৩। যজ্ঞেশ্বর সাহা ৮৪। গিরিশচন্দ্র চৌধুরী ৮৫। সত্য চরণ পাল ৮৬। গৌরমোহন শশীমোহন কুণ্ডু ৮৭। ললিত মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা ৮৮। বিনোদ বিহারী রজনী কান্ত পাল ৮৯। কালী ভূষণ সেন কবিরাজ ৯০। রাখাল চন্দ্র দত্ত ৯১। পূর্ণচন্দ্র নাথ ৯২। বলহরি নাথ ৯৩। উপেন্দ্র চন্দ্র নাথ ৯৪। বিপিন বিহারী বিট ৯৫। দীনবন্ধু মহেশচন্দ্র কুণ্ডু ৯৬। বৈকুণ্ঠ চন্দ্র রাধানাথ কাপড়িয়া ৯৭। গোপী নাথ রায় ৯৮। যামিনীকান্ত মণ্ডল ৯৯। বিপিনবিহারী নন্দী ১০০। আরফিনাইল ওয়েনেলিং কোং ১০১। কিশোরী মোহন গুপ্ত ১০২। নন্দলাল রাধাবল্লভ সাহা ১০৩। সুরেন্দ্র নাথ হাজরা ১০৪। বিনোদ বিহারী সাহা ১০৫। বসন্ত কুমার দত্ত ১০৬। মহেন্দ্র নাথ গাইন ১০৭। বিনয়কৃষ্ণ রায় ১০৮। হরিদাসীর মাতা ১০৯। তারিণী চরণ রাজেন্দ্র নাথ সাহা ১১০। অভিরাম দাসের স্ত্রী ১১১। জিতেন্দ্র নাথ ভৌমিক ১১২। অনন্ত কুমার রায় ১১৩। মহেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী ১১৪। শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণি বসু ১১৫। সুশীলা বালা বসু ১১৬। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১১৭। উমানাথ দাস তত্ত্বনিধি ১১৮। অন্নপূর্ণা ময়দার কল ১১৯। শ্রীযুক্ত চন্দ্র সাগর সাহা ১২০। দুর্গা কুমার দাস ১২১। ভদ্রেশ্বর দাস ১২২। বসন্ত কুমার শিকদার ১২৩। ললিত মোহন কর্ম্মকার ১২৪। যতীন্দ্র কুমার দাস ব্রহ্ম ১২৫। উপেন্দ্র নাথ মিত্র ১২৬। নীলকমল পাল ১২৭। যুগল কৃষ্ণ মল্লিক ১২৮।

হরিপদ চৌধুরী ১২৯। খুদিরাম মিত্র ১৩০। যামিনী কান্ত মিত্র। ১৩১। পঞ্চানন বক্সী ১৩২। মৃত বলরাম রায় ১৩৩। শ্রীযুক্ত হরমোহন সাহা ১৩৪। গণেশচন্দ্র ঘোষ ১৩৫। তারিণী চরণ অমৃত লাল সাহা ১৩৬। গোপীনাথ মদন মোহন সাহা ১৩৭। সত্যচরণ কুমার এণ্ড ব্রাদার্স ১৩৮। করালী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯। মহেন্দ্র নাথ নন্দী ১৪০। বিহারী লাল রাধিকা লাল কুণ্ডু ১৪১ শেখর চন্দ্র ঘোষ ১৪২। অমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৪৩। গঙ্গাধর সাহা চৌধুরী ১৪৪। বিপিন বিহারী সাহা ১৪৫। রাধা বিনোদ রাখালচন্দ্র সাহা ১৪৬। সুরেন্দ্র কুমার বাগচী ১৪৭। সত্য চরণ রায় ১৪৮। রামচন্দ্র আগরওয়ালা ১৪৯। হীরালাল পোদ্দার ১৫০। সাধু চরণ কালী চরণ সাহা ১৫১। প্রমোদ বিহারী গুহ ঠাকুরতা ১৫২। নিতাই চরণ মল্লিক ১৫৩। পীতাম্বর নীলাম্বর সাহা ১৫৪। শ্রীমা চরণ পোদ্দার ১৫৫। সাধু চরণ সাহা ১৫৬। কৃষ্ণদাস সাহা ১৫৭। বেণীমাধব বিনোদ বিহারী নন্দী ১৫৮। এম এন মল্লিক ১৫৯। টি এন মল্লিক ১৬০। কেদারনাথ বিশ্বাস ১৬১। বি বসু ১৬২। শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা দেবী ১৬৩। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি দে ১৬৪। চন্দ্রনাথ কুণ্ডু ১৬৫। জনৈক বিশ্বাস ১৬৬। তুলসী চরণ মাটি ১৬৭। মধুসূদন মাধবচন্দ্র সাহা ১৬৮। নীরদ বিহারী বসু ১৬৯। রাস বিহারী মিত্র ১৭০। অমিয় কুমার গোস্বামী ১৭১। জনৈক মাড়োয়ারী স্ত্রীলোক ১৭২। চন্দ্রকান্ত দে ১৭৩। বিনোদবিহারী সাহা ১৭৪। জানকীনাথ সাহা ১৭৫। অবিনাশচন্দ্র সাহা ১৭৬। হরিচরণ বিদ্যাধর পোদ্দার ১৭৭। উপেন্দ্রকৃষ্ণ রায় ১৭৮। জলধর সিকদার ১৭৯। পরমেশ্বর সাহা দালাল ১৮০। যতীন্দ্রনাথ পোদ্দার অভিমন্যু দাস ১৮১। রাধাবল্লভ সাহা ১৮২। মণিমোহন রামমোহন পোদ্দার ১৮৩। এম এন করমণ্ড ১৮৪। কৃষ্ণচরণ দে ১৮৫। নির্ম্মলচন্দ্র রায় ১৮৬। বনমালি প্রামাণিক ১৮৭। ভগবান দাস ১৮৮। রাজ নারায়ণ রায় ১৮৯। মধুলাল খারসী ১৯০। অমরেন্দ্র নাথ বসু ১৯১। বংশীলাল জুগাধর ১৯২। মুরারি লাল রাম লাল ১৯৩। জানকীদাস শিব নারায়ণ ১৯৪। মেসার্স চউলাই এণ্ড কোং ১৯৫। ডি এন পাঞ্জাবী এণ্ড কোং ১৯৬। শ্রীযুক্ত উল্লাস চন্দ্র মোহন লাল ১৯৭। নিতাই চরণ বসু ১৯৮। চারু চন্দ্র সরকার ১৯৯। নীলকণ্ঠ মিশ্র ২০০। শচীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ২০১। রাধা নাথ দাস অধিকারী ২০২। প্রভাত চন্দ্র সরকার ২০৩। মদন মোহন মোহিনী মোহন রায় মোহন রায় চৌধুরী ২০৪। দীনবন্ধু রায় ২০৫। দেব প্রসাদ ২০৬। অনন্তচরণ আঢ্য ২০৭। রামলাল নৃত্যলাল শীল ২০৮। মন্মথ সন্তোষ শ্রীমাণী ২০৯। শ্রীযুক্তা গোলাপ সুন্দরী দাসী ২১০। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত নন্দী ২১১। নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র ২১২। শশী ভূষণ চট্টোপাধ্যায় ২১৩। জলধর উপেন্দ্রনারায়ণ সাহা ২১৪। রসিক লাল পাল চৌধুরী ২১৫। গণেশচন্দ্র মিত্র ২১৬। গণেশচন্দ্র দে ২১৭। বনমালী মহেন্দ্রনাথ সাহা ২১৮। নরেন্দ্রমোহন সাহা ২১৯। বসন্তকুমার কর্ম্মকার ২২০। উপেন্দ্রনাথ কুমার।২২১। নারায়ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী ২২২। মেসার্স ব্রজ লাল কোং ২২৩। মাঃ হরিদাস দাস অধিকারী ২২৪। শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ পাল চৌধুরী ২২৫। সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী ২২৬। কৃষ্ণবল্লভ রায় ২২৭। ভুবনমোহন কুণ্ডু ২২৮। কামিনীকুমার তালুকদার ২২৯। জলধর জয়গোবিন্দ চৌধুরী ২৩০। রামধন দ্বারিকানাথ সাহা ২৩১।

নগেন্দ্রনাথ পাল ২৩২। ব্রজনাথ দে ২৩৩। বিষ্ণুচরণ প্রামাণিক ২৩৪। অমরেন্দ্রনাথ দাস ২৩৫। বঙ্কচন্দ্র পাল ২৩৬। বিপিন বিহারী কুঞ্জবিহারী সাহা ২৩৭। নগেন্দ্রনাথ সরকার ২৩৮। মহেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ বক্সী ২৩৯। সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৪০। কৃষ্ণধন দাঁ ২৪১। শ্যামলাল শিকদার ২৪২। শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ২৪৩। গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায় ২৪৪। বনমালী সাহা বলরাম সাঁতি ২৪৫। চন্দ্রনাথ বটেশ্বর সাহা ২৪৬। ধনীরাম কাশীনাথ সাহা ২৪৭। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৪৮। দক্ষিণা চন্দ্র রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী ২৪৯। মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী ২৫০। অনাথ বন্ধু সেন ২৫১। দ্বারিকানাথ কর্ম্মকার ২৫২। পূর্ণচন্দ্র সাহা অধরচন্দ্র চৌধুরী ২৫৪। অনুকূলচন্দ্র শ্রীমানী ২৫৫। হরিদাস দে ২৫৬। দীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৫৭। ভবানীচরণ সাধুখাঁ ২৫৮। মতিলাল হরিদাস মণ্ডল ২৫৯। গোষ্ঠবিহারী সাউ ২৬০। দুর্গা কুমার দাস ২৬১। ভীমচন্দ্র দাঁ ২৬২। হরিদাস দে মণ্ডল চণ্ডীচরণ নন্দী ২৬৩। হরিদাস মণ্ডল ২৬৪। হরিবোলা ঘোষ ২৬৫। ভোলানাথ পোদ্দার ২৬৬। সুরেন্দ্রকুমার দত্ত ২৬৭। মাঃ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ২৬৮। নলিনাক্ষ পাঁল ২৬৯। বিপিনবিহারী দে ২৭০। জ্ঞানেন্দ্রনাথ আশুতোষ দত্ত ২৭১। হর-গোপাল মহমুলাল ২৭২। ফণীন্দ্রনাথ সরকার ২৭৩। জয়কৃষ্ণ সিংহ ২৭৪। মেসার্স মাধবচন্দ্র । কোং ২৭৫। বিনোদ বিহারী পাল কোং ২৭৬। কৈলাসচন্দ্র হেমচন্দ্র কর ২৭৭। বিনয়কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ২৭৮। জয়হরি দত্ত ২৭৯। পঞ্চানন দাস ২৮০। রামরঞ্জন কর ২৮১। গোষ্ঠবিহারী কর ২৮২। রজনীকান্ত সামন্ত ২৮৩। গোলগোবিন্দ কর ২৮৪। মতিলাল পাল ২৮৫। কুমারেশচন্দ্র ঘোষ ২৮৬। শৈলবালা মিত্র ২৮৭। শ্যামলাল তালুকদার ২৮৮। জনৈক বন্ধু ২৮৯। কেশবচন্দ্র মণ্ডল ২৯০। হীরালাল চক্রবর্ত্তী ২৯১। নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ২৯২। কালিদাস চৌধুরী ২৯৩। পুলিনচন্দ্র সাহা ২৯৪। প্যারী মোহন মিত্র ২৯৫। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ২৯৬। উপেন্দ্র ২৯৭। দুর্গাচরণ কাপুড়িয়া ২৯৮। রসিকলাল সাহা ২৯৯। কালী চরণ সাহা ৩০০। বরদাকুমার চন্দ্র মাঃ ৩০১ অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু।

খুচরা প্রণামী	২০৸৶১৲
মহাপ্রভুর প্রণামী	৮৬৫৶১৭৷৷
উদ্বৃত্ত জিনিস বিক্রয়	৭৯৸৶৫
গত সনের মজুদ তহবিল	২০৩৸১৫
হাওলাৎ জমা	১৬৫৸৶২৷৷
	৩৬২৮৷১০

জমায়ের তালিকা।

দাতার নাম।	পরিমাণ মণ
শ্রীযুক্ত কেশবজী কোং	৪৲০
„ চন্দন মল অভয় মল	২৲০
ত্রিভুবনরামচাঁদ হংসরাজ	২৲০
জহর মল টীকন চাঁদ	২৲০
শ্যামনন্দন শেঠী	২৲০
কালাধন বাগচি	২৲০
মনোহর সামন্ত অনাথবন্ধু সামন্ত	২৲০
অন্নদাচরণ দত্ত	১৷০
গাঙ্গুজি সাহাজানা কোং	১৲০
শীতলপ্রসাদ খড়্গা প্রসাদ	১৲০
সুকনচাঁদ শ্রীকিষণ	১৲০
দয়ালচাঁদ খাঁ এণ্ড কোং	৸০

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসু	১/০
" মদনমোহন দাস অধিকারী	১/০
" কর্ণলদাস কমল সিং	১/০
" প্রিয়নাথ খাঁ	॥০
" হোসেন আহাম্মদ এছমাইল	॥০
" গোলোক গঙ্গাধর পাল	॥০
" রাধিকামোহন বনবিহারী সাহা	॥০
" রাধানাথ দীননাথ পাল	।০
" নীলাম্বর সাহা	॥০
" প্রসন্ন নন্দকুমার সাহা	॥০
" পঞ্চানন আঢ্য	॥০
" হাজি শুক্কুর গণি	।২
" ফকিরচন্দ্র উপেন্দ্রনাথ দত্ত	।০
" হরিদাস মণ্ডল	।০
" জ্ঞানবন্ধু খাঁ	।০
" অতুলচন্দ্র ফকিরচন্দ্র পাল	।০
" দ্বারিকানাথ সাহা	।০
" বলরাম কৃষ্ণচন্দ্র সাহা	।০
" ভগবান রাখালদাস সাহা	।০
" গোলকচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র সাহা	।০
" খুচরা	।১॥
	৩১/৩॥০

ডাল দাতার নাম।	মণ
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সাপুই	১।০
" ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	।০
" গণেশচন্দ্র অনন্তকুমার ঘোষ	/৫
" পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু	/৫
" মণীন্দ্রনাথ পাল	/৫
" দামোদর শেঠ ফকিরদাস শেঠ	/২॥০
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ কুণ্ডু অক্ষয়কুমার কুণ্ডু	/২॥০
" অনুকূলচন্দ্র ঘোষ	/২॥০
	২/২॥০

সরিষার তৈল দাতার নাম।	মণ
শ্রীযুক্ত হরি বক্স গোপী রায়	।৮
" বলাইচাঁদ সাধু খাঁ	।৮
" চণ্ডীচরণ সাধু খাঁ	।৮
" বিধু চাঁদ বেহারি লাল	।৫॥০
" চুণীলাল শীল	।৩
" ক্ষেত্রমোহন সাধু খাঁ	।০
" বিপিনবিহারী দা	।০
" নিত্যানন্দ সাহা	।০
" চুণীলাল শীল	/৭॥০
" বংশীধর দুর্গাদৎ	/৫
" প্রাণকুমার যোগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী	/৫
" নটবর দাওয়ান	/৫
" গণেশচন্দ্র ঘোষ	/৫
" গুরুদাস ঘোষ	/২॥০
" বিধুচাঁদ রাম দয়াল	/২॥০
" বিপিনবিহারী দত্ত	/২॥০
" ফকিরচাঁদ সাধু খাঁ	/১।০
" বিষ্ণুচরণ দেকোং	/১।০
" অজ্ঞাতনামা	/১।০
	৩৫/১।০

ময়দা দাতার নাম।	
মেসার্স রামাপদ ঘোষ এণ্ড সন্স	১/০
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বিহারীলাল দে	/৭
" মোহিনীমোহন ঘোষ	॥০
	১॥৭

লবণ দাতার নাম।
শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র পোদ্দার

খরচের তালিকা

চাউল খরিদ	১৩৯॥/৫
বাজার তরকারী ইত্যাদি	৬০৮৸৵১৫
ডাল	২০৬॥৶০
তৈল খরিদ	৫৯৲
চিনি গুড়	৩৮॥৵৫
ঘৃত	৮৮/৫
লবণ	৬৵/১৫
মসলা	৩০॥৶৫
কাষ্ঠ ও কয়লা	১৫৮।৵৫
বাসন পত্র	
দুগ্ধ	
কেরোসিন	
মঠ গৃহ শুল্কাদি	
পাথেয়াদি	১৯৮॥৵১৫
পারিশ্রমিক	১৫৭।১৭॥
মেরাফ	৪৬৲
ডাক খরচ	২৯৸৶০
বিবিধ খরচ	৪৪৭৸৵৫
পত্র, গ্রন্থ, বিজ্ঞাপনাদি মুদ্রাঙ্কন	১৮৪।১০
সংস্কার ও মেরামত	৪৬৲
	৩৬২৮।/১০

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
রক্ষক।

শ্রীশ্যামদাস ব্রহ্মচারী.
ছিঃ রক্ষক।

শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ,
পরীক্ষক।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি
শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্, এ,
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম্. এ, বি, এল
শ্রীসভার সম্পাদকগণ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঞ্জুষা সমাহৃতি।

পরিচয়ঃ—বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তথা ঐহিক ও পারত্রিক সমাজ সম্বন্ধে যাবতীয় অনুদ্ঘাটিত ও প্রচলিত প্রশ্নের সদুত্তর-সম্বলিত।

সার্ব্বভৌমিক কোষ গ্রন্থ—অভিধান।

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ।
২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র।
৩। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ।
৪। শ্রীধাম, শ্রীপাট, তীর্থ ও স্থানাদির বিবরণ।
৫। বৈষ্ণব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সমূহের আলোচনা ও বিবরণ।
৬। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরস্থলে যাবতীয় তথ্য।

সম্পাদকঃ—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ এবং তৎসহ বহু কৃতবিদ্য নিরপেক্ষ ভক্তগণ।

প্রকাশ-প্রণালীঃ—সমাহৃত বিষয়সমূহ বিভিন্ন সংখ্যায় বর্ণানুক্রমে অনির্দ্দিষ্ট আয়তনে মুদ্রিত হইতেছে। তৃতীয় সংখ্যা ছাপা হইতেছে।

সাহায্যঃ— সঙ্কলন-কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কাশিমবাজারাধিপতি বদান্যবর বৈষ্ণব মহারাজ বাহাদুর সাহায্য করিতেছেন।

গ্রাহক ও গ্রহণ-প্রণালীঃ—সমাহৃতির গ্রাহক হইতে হইলে অগ্রিম পাঁচ বা দশ টাকা জমা রাখিলে যে সংখ্যার যে মূল্য নিরূপিত হয় তাহা মূল্যবাদে অবশিষ্ট অর্থ গ্রাহকের হিসাবে জমা থাকিবে এবং সমাহৃতির সংখ্যা প্রকাশিত হইলে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে। অগ্রিম জমার টাকা নিঃশেষিত হইলে কতক টাকা পুনরায় জমা রাখিতে হইবে।

প্রকাশকঃ—শ্রীকুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনরোড,
কলিকাতা।

১ম শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৩২৯। ২য় সংখ্যা

লোক-বিচার।

মানুষের লৌকিক কথার মধ্যে সমাজ একটা বড় ব্যাপার। যে কয়দিন মানুষ ইহলোকে বিচরণ করেন, তাঁহাকে সমাজের অন্তরালে সমাজের কৃপামুখাপেক্ষী হইয়া বাস করিতে হয়। নতুবা সমাজ তাঁহাকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করেন।

নানাদেশে নানাকালে নানাপ্রকার সমাজ গঠিত হইয়াছে। জনসমষ্টি পার্থিব রাজ্যে সুখ-নিবাস করিবার জন্য নানাপ্রকার সামাজিক বিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সেই বিধিগুলি মানুষ হইয়া কেহ পালন না করিলে তাহাকে বিধিহেলন-জনিত দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। তাদৃশ বিধির, অমর্য্যাদা মানবীয় সুখনিবাসের হানিকারক।

পূর্ব্বকালে ভারতে জনসমষ্টি সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত ছিল। পরে পঞ্চমভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিভাগ মানবের গুণ ও কর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়াই স্থাপিত। পুরাকালে যখন বৃত্তগত বিভাগ ছিল না, তখন অবিভক্ত অবস্থায় আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই প্রকার সংজ্ঞাও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। প্রাচীনেরা বলেন, তখন 'হংস' শব্দে মানুষগণ পরিচিত হইতেন।

হংস হইতেই সুর ও অসুর, দেব ও নর, আর্য্য ও অনার্য্য প্রভৃতি বিভাগ হয়। পরবর্ত্তীকালে সমাজে চারিটী বর্ণগত বিভাগ বৃত্তি-তারতম্যে উদ্ভূত হয়। সমাজের অন্তরালে চারিটী বর্ণ ও তাহাদের বিভিন্ন চারিটী অবস্থা স্বীকৃত হইত। ঐ ব[illegible]

ভারতীয় সমাজ আ[illegible]

ভারতীয় অধিবাসিগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে নিজ নিজ নিয়োগের বা ব্যবসায়ের পরিচয় দিতেন। সমাজের কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী মস্তিষ্কের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা নানাপ্রকারে জ্ঞানী হইয়া বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা ও নিজ ব্যবহারিক অনুষ্ঠানসমূহে উন্নত জীবনের পরিচয় দিতেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী স্তরেই বাহুবলে বলী সমাজ স্বদেশ-বাৎসল্য, স্ববৃত্তি-বাৎসল্য, স্বজাতি-বাৎসল্য, স্বগৃহ-বাৎসল্য প্রভৃতিকে নিজবৃত্তি-জ্ঞানে সমষ্টি বস্তুর অধিকারীসূত্রে প্রাগুক্ত উন্নত সমাজের উপকার সাধন করিতেন। এই দ্বিতীয় স্তরের সমাজের পরবর্ত্তী স্তরে দ্রব্য দ্রবিণ ভূমি পশু-পালন প্রভৃতি খণ্ডবস্তুর অধিকারীসূত্রে ব্যবসায় প্রণিধানে ব্যাপৃত থাকা নিজ সামাজিক বৃত্তি বলিয়া তৃতীয় স্তরের উদ্ভাবনা। এই উক্ত সম্প্রদায় ধনবলেই পূর্ব্বোক্ত সমাজদ্বয় উপবিষ্ট। চতুর্থ স্তরে পূর্ব্বকথিত সামাজিকগণের সহায় ও বলস্বরূপে তদধীন শূদ্রসমাজ পদদ্বয়ের কার্য্য করিত এবং সমাজ তাহাতেই দণ্ডায়মান থাকিবার বল লাভ করিয়াছিল।

পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির অভাবে ও নিজ নিজ স্বার্থের বহুমানন করিয়াই বিবদমান সামাজিক শ্রেণীসমূহ সমাজবল-রহিত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছেন। ভারতে কালে কালে পূর্ব্বকথিত চারিটী বৃত্তিবিশিষ্ট সমাজ মিশ্র-ভাবাপন্ন প্রথম সামাজিক বলের সহায়তায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনে যত্ন করিয়াছেন, ভারতের ঐতিহ্য এ সকল কথার প্রমাণ দিবে। ঋষিনীতি, রাজনীতি, কোষনীতি, সেবানীতি ও মিশ্রনীতি মানুষের সমাজের নেতৃত্ব করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় পোষণ করিয়াছে। এই সকল কথা লৌকিক হইলেও ইহাদের সহিত পরমার্থের উপযোগিতা আমরা ক্রমশঃ প্রদর্শন করিব।

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা :—বিলাতে কমন্স সভায় মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ আভাস দিয়াছেন যে, যে সকল অধিকার ভারতবাসীকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা স্থায়ী নহে, সাময়িক মাত্র। তাহাতে নাকি ইংরাজ সিভিলিয়ানগণের মহানন্দ উপস্থিত, মডারেট্‌গণ হতাশহৃদয় হইয়াছেন, অসহযোগী উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। অনেক ইংরাজও মন্ত্রীমহাশয়কে অবিবেচনার আক্রমণে অভিযুক্ত করিতেছেন। প্রাকৃত ব্যাপার ছাড়িয়া দিয়া চিদ্‌-রাজ্যের ব্যাপারেও আমরা জানি যে, ভিন্ন ভিন্ন রুচিতে এক অদ্বয় বস্তুরই বিভিন্ন দর্শন। এই সকল শুনিয়া আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত কৃষ্ণদর্শনের কথা স্মরণ হয়। যথা (১০।৪৩।১৭)

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়্ বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

যখন কুবলয়াপীড় করীন্দ্রকে বধ করিয়া তাঁহার দন্ত হস্তে লইয়া গোপ-সমাবৃত রামকৃষ্ণ কংসের মল্লরঙ্গে প্রবেশ করেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করেন। মল্লগণের চক্ষুতে তাঁহারা অশনিসদৃশ প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সাধারণ মনুষ্যগণ তাঁহাদিগকে নরশ্রেষ্ঠরূপে, নারীগণ সাক্ষাৎ মন্মথরূপে, গোপগণ স্বজনরূপে, অসাধু রাজগণ শাসকরূপে, দেবকী-বসুদেব পুত্ররূপে, কংস যমরূপে, বিদ্বান্ বিরাট্‌রূপে, যোগী পরতত্ত্বরূপে, বৃষ্ণিগণ পরদেবতারূপে দর্শন করিয়াছিলেন। স্ব স্ব চিত্ত-বৃত্তি-ভেদে সকলে তাঁহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। কেবল কংস-সভায় নহে, সর্ব্বকালেই বিভিন্নলোকে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন করেন। ভক্তগণ তাঁহাকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সকলের আদি পরমেশ্বররূপে দর্শন করেন, পাষণ্ডগণ তাঁহাকে অমুক সময়ের জড়লম্পট ব্যক্তি-বিশেষ বলিয়া জানে, কেহ কেহ তাঁহাকে রাষ্ট্রনীতি-প্রবীণ মনে করেন, আর আধুনিক কালের দেবল ব্রাহ্মণ, ভৃতক পাঠক বক্তা ইত্যাদি তাঁহাকে তাহাদের উপার্জ্জনের যন্ত্রবিশেষ মনে করে। ভক্তপরিচয়াকাঙ্ক্ষ ব্যভিচাররত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে তাহাদের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া জাহির করে। এইরূপে একই তত্ত্বকে স্ব স্ব অধিকারে বিভিন্ন প্রকৃতিতে বিভিন্ন দর্শন করেন। মানবজ্ঞানে যাহাই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা কখনই সর্ব্ববাদিসম্মত হয় না, কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান ভগবানে সকলই প্রেমতাৎপর্য্যময়।

জীবিকার্জ্জন-সমস্যা :—বিগত সপ্তাহে সোমবারের 'সার্ভেণ্ট' পত্রের মূল প্রবন্ধে সহযোগী যুবকগণের উপার্জ্জন-সমস্যা বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে গিয়া সংসারের ভারবৃদ্ধি করেন মাত্র বলিয়া সহযোগী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক দুঃখ প্রকাশ করিবারই ত' কথা। বহু আশা বুকে লইয়া যুবকবৃন্দ দলে দলে গ্রাজুয়েট্ হইয়া কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া আইন পড়ার স্রোতে গা ভাসাইতেছেন। ডাক্তারী এঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী আবেদনকারিগণের সংখ্যার তুলনায় এত অল্পসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষাদান করা হয় যে, এদেশে এসকল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য আরও অনেক উপযুক্ত শিক্ষামন্দিরের আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে সহযোগীর সহিত ঐকান্তিক ভক্তের মতভেদ আছে। সহযোগী ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, কতকগুলি যুবক কথকতা প্রভৃতি দ্বারা স্বচ্ছন্দভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন। সহযোগী এই স্থলে বক্তা কালের দেবল ব্রাহ্মণ, ভৃতক পাঠক, ভৃতক অধ্যাপক প্রভৃতির ব্যবহার-দর্শনে অভ্যস্ত হইয়াই এরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। পুরাণের মধ্যে ও মনুসংহিতাতে এইসকল বৃত্তিজীবীকে পাংক্তেয় ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই এবং পরমার্থ-চেষ্টার অনুকরণে স্বীয় ইন্দ্রিয়-সেবার জন্য অর্থার্জ্জনশীল ব্যক্তিগণের পরমার্থচ্যুতি ঘটে। যাহা হউক, সহযোগীর সহিত একথা আমরা বলিতে প্রস্তুত আছি যে, যুবকবৃন্দ ওকালতী ও চাকুরীর মোহ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়, কৃষি শিল্প প্রভৃতিতে মনঃসন্নিবেশ করিলে দেশের উপার্জ্জন-সমস্যার অনেকটা কিনারা হয়।

ভারতীয়।

বঙ্গে বন্যা।

ঘাটাল ঃ—শিলাই (শিলাবতী) নদীর বন্যায় ঘোটালের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক দুঃস্থ পল্লীগণ, স্থানে স্থানে বহুলোক ও গোমহিষ মৃত্যুকবলে পতিত হইয়াছে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় ও গবর্ণমেন্ট নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের সাহায্য-সংগ্রহে যত্ন করিতেছেন। বিগত ১৯২০ খৃষ্টাব্দের বন্যা-কালে তাঁহার সংগৃহীত উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে এক্ষেত্রে প্রাথমিক সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। শিলাই, দ্বারকেশ্বর ও কাঁসাই (কংসবতী) এই তিন নদনদী মিলিত হইয়া রূপনারায়ণ নদ। ঐ তিনটিতে বন্যা হইয়া রূপনারায়ণও ভাসিয়াছে। হাওড়া জেলার পশ্চিমাংশও বন্যাপীড়িত।

হুগলী ঃ—খানাকুল কৃষ্ণনগর, পাটুলী প্রভৃতি গ্রামে বন্যা আসায় গৃহের ভিতরও জল উঠিয়াছিল।

হাওড়া ঃ—নারীট গ্রামে এত বেশী জল হইয়াছে যে, লোকের সর্ব্ববিধ কার্য্যের নিতান্ত অসুবিধা ঘটিয়াছে। আমতা থানার অন্তর্গত খালনা প্রভৃতি গ্রামে ভীষণ বন্যা আসিয়া লোককে গৃহহীন করিয়াছে। লোকে অনাহারে দিন কাটাইতেছে।

বাঁকুড়া ঃ—বন্যায় বাঁকুড়ার গ্রামসমূহের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। গৃহহীন লোকেরা অতিকষ্টে অনাহারে দিনযাপন করিতেছে।

চিকন্দী ঃ—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চিকন্দী থানার গ্রাম ও শস্যক্ষেত্রগুলি বন্যার জলে ভাসিয়া যাওয়ায় দুঃস্থ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বড়ই বিপদাপন্ন হইয়াছে। প্রকাশ যে, পেটের জ্বালায় তাহাদের দ্বারা ডাকাতি হইবার আশঙ্কায় স্থানীয় মুন্সেফ সশস্ত্র পুলিসের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

বরিশাল ঃ—পালরদি থানার কোদালধোয়া প্রভৃতি গ্রামে বহু লোকের শস্যক্ষেত্র জলে ডুবিয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীর দুর্দ্দশার সীমা নাই। সর্ব্বত্র শীঘ্রই সাহায্য প্রেরণ আবশ্যক। আমরা এবিষয়ে সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

ভারত-রঞ্জন চিত্তরঞ্জনের সংবর্দ্ধনা ঃ—বিগত রবিবার মীর্জ্জাপুর পার্কে যে দৃশ্য দেখা গিয়াছিল, তেমনটী বুঝি কমই দেখা যায়। দেশবন্ধুর কারামুক্তিতে সমগ্র বঙ্গ, বঙ্গ কেন, সমগ্র ভারত আজ আনন্দ-কোলাহলে উন্মত্ত। সেদিন বহু সম্ভ্রান্তা মহিলা দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের পুষ্প, লাজ, ধান্য দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা সস্ত্রীক তাঁহার পূজা করেন। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সেদিনকার সভাপতি ছিলেন। দেশ-বন্ধুর সহিত শ্রীযুক্ত বাসন্তী দেবী, মৌলবী আব্দুল করিম, ও হরদয়াল নাগ অপরাহ্ণ ৫টা ৪০মিনিটে মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া সভায় প্রবেশ করেন। অভ্যর্থনার বিশেষত্ব এই যে, অনেক পুষ্প মাল্যের মধ্যে তাঁহাকে সভাপতি মহাশয়, মিলনের চিহ্নস্বরূপ ভারতীয় পুষ্পের সহিত আরব

দেশীয় মেওয়াফল সহযোগে প্রস্তুত বিচিত্র মালা তাঁহার গলদেশে অর্পণ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় প্রেস সমূহের পক্ষ হইতে বসুমতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ সুধীবৃন্দ দেশবন্ধুর দেশসেবার কথা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলে দেশবন্ধু বঙ্গভাষায় যথাযোগ্য উত্তর প্রদান কালে বলেন, "দেশবন্ধু আমার যোগ্য উপাধি। আমি চণ্ডাল, 'দেশবন্ধু' শব্দেরও তাহাই অর্থ। সত্য-ভ্রষ্ট ব্যক্তিমাত্রই চণ্ডাল, অন্ত্যজের তাহাই লক্ষণ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সত্যভ্রষ্ট নহেন। তৎপরে তিনি ভগবান্ সম্বন্ধে কিছু বলেন। পরিশেষে তিনি দেশবাসিগণকে বহু উপদেশ দিয়া উপসংহার করেন বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলায় দেশবন্ধু মুক্তিতে তাঁহার ত্যাগেরও স্বদেশ প্রেমের জন্য সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে।

আন্তর্গণিক বিবাহ ঃ—ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের কন্যার সহিত কর্ণেল ইউ, এন্, মুখার্জ্জির জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ভাস্করানন্দের বিবাহে সর্ব্বসমাজের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসকল উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে আন্তর্গণিক বিবাহ-আইনের পাণ্ডুলিপি প্রবর্ত্তয়িতা মিষ্টার প্যাটেলও উপস্থিত ছিলেন।

মানহানি ঃ—নায়কের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক্ এম্, এল, সি যে মানহানির মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন, তাহা আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়াছে।

নিরুদ্দিষ্ট বিমান যাত্রিদ্বয়ের সন্ধান ঃ—কাপ্তেন ম্যাকমিলান্ ও মেলিনের কিছুদিন খবর পাওয়া যায় নাই। গত মঙ্গলবার বেলা ১০॥ টার "ষ্টেটস্ম্যানের" নিকট তার আসে যে তাঁহারা নোয়াখালী জেলান্তর্গত হাতিয়া ও মন চিরা দ্বীপের দক্ষিণে লক্ষ্মীদিয়া চরের ১ মাইল দক্ষিণে এঞ্জিনের বিপর্য্যয় হেতু নামিতে বাধ্য হইয়াছেন। বৃহস্পতিবারের পত্রে তাঁহাদের চট্টগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিবার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অবর জাতি ও বোম্বায়ের গবর্ণর ঃ—পূর্ব্ব পশ্চিম খান্দেশবাসী অবরজাতির প্রতিনিধিবর্গ বোম্বাই গবর্ণর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকার করিলে তিনি উপদেশ করেন যে, দুর্দ্দৈবক্রমে অবরকুলে জাত হইয়া এই জন্মে তাঁহাদিগকে অসংখ্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। গবর্ণর সাহেব যদি ভগবদ্ভজনের কোন সংবাদ রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এরূপে নিরুৎসাহিত করিতেন না, বলিতেন ভগবদ্ভক্তকে জাগতিক অসুবিধা কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। তবে তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া গেলে লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীতে তাঁহাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে গবর্ণমেণ্টের আদেশ হইয়াছে।

মাতৃভাষা-বর্জ্জন ঃ—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিগণ স্থানীয় ভাষায় সকল প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে পরিবে, এই প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য হইয়াছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ঃ—তিনি আমেরিকার বঙ্কুবর দ্বীপে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রার্থনা করেন যে তত্রত্য ভারতবাসীকে ভোট দিতে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হউক।

পাঞ্জাবের গবর্ণর:—মহামান্য গবর্ণর আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ১৯১৯ সালের আইন অনুসারে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা-পত্র কোনও স্থানে দেওয়া হয় নাই। তিনি সকলকে স্বাবলম্বনশীল হইতে উপদেশ দিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে, যে স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী অপর কর্ত্তৃক অর্পিত হইয়া নিজেই কার্য্যকরী হইবে, আর কোন চেষ্টা-যত্নের অপেক্ষা রাখিবে না, সেরূপ প্রণালীর কোন মূল্য বা উপযোগিতা নাই; অর্থাৎ, স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধান ও শিক্ষাবিধানকল্পে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কিছু টাকা দিবেন না, স্থানীয় আদায় দ্বারা ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে—ইহাই তাঁহার উপদেশ।

সমগ্র ভারত-গোরক্ষণী সভাঃ-সভার সভাপতি হাইকোর্টের জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত স্যর জন উড্রফ্ শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তৎকল্পে ডালহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউটে গত শনিবারে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। সভার সহকারী সভাপতি জষ্টিস্ গ্রীভ্‌সকেও সম্মান দেওয়া হইয়াছিল। কলিকাতা সহরে গাভীগণকে যে ফুঁকা দেওয়া হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ফুঁকা দ্বারা গাভীর উপর বড় নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। পশুক্লেশ-নিবারণী সভার ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৈত্র মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, ঐ ফুঁকা দেওয়া প্রত্যহ সহস্র সহস্র গাভী বন্ধ্যা হইলেও তাহাদিগকে কশাইয়ের হস্তে সমর্পণ করা হয়। ইহার প্রতিকারকল্পে তাঁহার প্রস্তাব এই যে, কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত সভার কর্ম্মনির্ব্বাহকগণকে গোশালা-পরিদর্শনের ক্ষমতা অর্পণ করিলে অভীষ্ট ফললাভ হয়।

রাজ-সম্মতিঃ—কলিকাতা হাইকোর্টের জজ স্যর জে, জি, উড্রফ্ মহোদয়ের স্থলে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের নিয়োগ এবং বাঙ্গালার আড্‌ভোকেট্ জেনারেল মিষ্টার টী, সি, পী, গিবন্স্ সাহেবের স্থলে শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ (এস, আর, দাশ মহাশয়ের নিয়োগ সম্রাট্ বাহাদুর অনুমোদন করিয়াছেন।

দিল্লীর শবাধারঃ—গত সপ্তাহে যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, দিল্লী ষ্টেশনে একটি মৃতদেহপূর্ণ বাক্স পাওয়া গিয়াছিল, সেবিষয়ে তদন্ত চলিতেছে। আলীগড়ের একটী বারবনিতাই নাকি ঐ বাক্স রেলে তুলিয়াছিল। সে খুরজা ষ্টেশনে বাক্সটী রাখিয়া নামিয়া চলিয়া যায়। স্ত্রীলোকটী ও তাহার বাটীর আর আর লোক বলিতেছে মৃতব্যক্তি (কানপুর বাসী) বিষ যোগে আত্মহত্যা করিয়াছিল। উহারা ভয়ে তাহাকে ঐরূপে সরাইয়া দেয়। তদন্তের ফল আরও কি হয় দেখা যাক্।

পীর বাদসা মিয়াঃ—বঙ্গের বহুলক্ষ মুসলমানের ধর্ম্ম পরিচালক পীর সাহেবকে বিভিন্ন জেলা হইতে অভিনন্দন প্রদান করা হইতেছে।

পাবনা কলেজ :—গত ২০শে আগষ্ট তারিখে পাবনা টাউন হলে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্‌স্‌ জজ মিঃ দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে পাবনার এডোয়ার্ড কলেজকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার জন্য একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বি এস্‌ সি ক্লাস খুলিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করে কুমার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ ভূষণ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা ভূষণ রায় মহাশয় ৭০,০০০৲ টাকা প্রদান করিতে এবং প্রয়োজন হইলে ১৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং স্থির হয় যে, কলেজের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য পরলোকগত রায় বনমালী বাহাদুরের বদান্যতা ও তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের সর্ব্বদা সহৃদয় সচেষ্টতা হেতু উহাকে অতঃপর "বনমালী এডোয়ার্ড কলেজ" নামে অভিহিত করা হউক্‌। এইজন্য পাবনার সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিগণের একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে।

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ :—গত ১৯শে আগষ্ট বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ডাক্তার শ্রীযুক্ত এম্‌, এম্‌, ব্যানার্জ্জী মহোদয়ের অধ্যক্ষপদ হইতে অবসর গ্রহণহেতু তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছে। সভাপতি ছিলেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্যর নীলরতন সরকার মহাশয়। ডাক্তার ব্যানার্জ্জির বিবিধ গুণগ্রাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে রৌপ্য-নির্ম্মিত পাত্রে একটী মূল্যবান্‌ উপহার দেওয়া হয়, এবং স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য শারীর বিজ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে তাঁহার নামে একটী পদক দেওয়া হইবে।

বৈদেশিক।

ইউরোপের রাজনৈতিক গগন আবার বুঝি ঘটনাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ফ্রান্স-মন্ত্রীসভা এবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন যে, জর্ম্মাণীকে ক্ষতিপূরণ-ব্যাপারে আর কিস্তি খেলাপ করিতে দেওয়া হইবে না এবং যদি মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য শক্তি ফ্রান্সের সাহায্য না করেন, তথাপি ফ্রান্স যেরূপে হউক জর্ম্মাণীর নিকট কড়ায় গণ্ডায় টাকা আদায় করিয়া লইবেনই। জর্ম্মাণীর কতকগুলি খনি ও জঙ্গল ফ্রান্স অধিকার করিয়া লইয়া রাজস্ব আদায় করিবেন। ইংলণ্ডের মতে এ ব্যবস্থা সমীচীন নহে। এ বিষয়ে ফ্রান্স বেলজিয়মের মুখ চাহিয়া আছেন। ইংলণ্ডও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। এইবার বুঝি বন্ধু বিগড়ায়।

আবার কাইসার ?—সমস্ত জার্ম্মাণী ব্যাপিয়া প্রজাতন্ত্রের পরিবর্ত্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ষড়-যন্ত্র চলিতেছে। তা' বলিয়া ভূতপূর্ব্ব কাইসার বা ক্রাউন্‌প্রিন্সকে আর রাজা করা হইবে না। তবে ক্রাউনপ্রিন্সের ষোড়শ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই সম্ভবতঃ মনোনীত করা হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে প্রজাতন্ত্র প্রবল, আর ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল ব্যাভেরিয়া। ব্যাভেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং সম্প্রতি রাজতন্ত্র পুনঃ-স্থাপনের আশা প্রকাশ্যভাবে পোষণ করিয়াছেন।

রুশিয়ার নকল রাণী :—মস্কৌ হইতে ২০০ ক্রোশ দূরে পেঞ্জানামক স্থানে এক যোধা-মঠের অধিবাসিনী এক সুন্দরী নিজেকে রুশিয়ার

ভূতপূর্ব্বা জারিণা বা সম্রাজ্ঞী বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহার সহিত একটী বালক ও একটী যুবতী বালিকা ছিল। মঠ-রক্ষয়িত্রী তাঁহার গল্পে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে বলশেভিকগণ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া রমণী ও যুবতীকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করেন, আর তাঁহাদিগকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মঠ-রক্ষয়িত্রীকে বহুদিন কারাবাস-ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যুদ্ধে মৃত্যু ঃ— তুরস্কের সেই বিক্রতকীর্ত্তি নেতা এন্‌ভার পাশা নাকি আর ইহজগতে নাই। বুখারার পূর্ব্বে বলশেভিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সঙ্গীনের আঘাত-চিহ্নিত তাঁহার মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে দৃষ্ট হইয়াছে। তিনি কামাল পাশার সহিত অনেকদিন একযোগে কার্য্য করিয়াছিলেন ও অত্যাচারী সুলতান আবুল হামিদ্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এজগতের সম্বন্ধ নিত্য নহে, জাগতিক চেষ্টাসমূহ মূল্যবিহীন, ইহা প্রমাণ করিয়া কি তিনি এখন পরলোকে?

প্রকাশ যে, তাঁহার মৃত্যুতে লাহোরে অনেকেই হরতাল করিয়াছেন। কিন্তু তিনটী সন্তানের জননী তদীয় পত্নী বার্লিনে বাস করিয়া এখন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের খবর ব্যতীত অন্য কোন খবর পান নাই।

আইরিস্ জেনারেলের হত্যা

গত ২০শে আগষ্ট আইরিস জেনারেল মাইকেল কলিন্স্‌কে কর্ক্ নগরে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। এই সংবাদে বিলাতে সর্ব্বত্রই ভীতি ও বিস্ময়ের সাড়া পড়িয়াছে।

আর্থার গ্রিফিথের মৃত্যু ঃ—আয়ারলেণ্ডের ডাব্‌লিন নেতা মিঃ আর্থার গ্রিফিথ্‌ আর ইহ জগতে নাই। তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়া প্রধান মন্ত্রী প্রমুখ ইংরেজেরা তাঁহার মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার উইলে আইরিস জাতিকে সন্ধিসর্ত্ত দৃঢ়ভাবে পালন করিবার জন্য শেষ আদেশ করিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহাদিগের অধ সমস্যা হইতে মুক্তিলাভ ঘটিবে।

ল্যাঙ্কেশায়ারে অসহযোগ প্রভাব ঃ— প্রকাশ যে, গত ২১শে তারিখে ব্ল্যাকপুলে কাপড়ের কলের মজুরদের এক সভায় সভাপতি বলিয়াছেন যে বস্ত্র ব্যবসায়ে সমূহ ক্ষতি হইতেছে এবং ভারতবাসীকে শীঘ্র স্বরাজ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

লর্ড নর্থক্লিফের মৃত্যু ঃ—বিলাতের বহু সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারী নর্থক্লিফের মৃত্যু হইয়াছে।

বিলাতে ইহার ন্যায় কর্ম্মী বিরল ছিল। ও সামান্য অবস্থা হইতে ইনি নিজ বুদ্ধি ও প্রতিভার জোরে সমাজে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পিতা একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইহারবাল্য নাম ছিল আলফ্রেট্ হার্ম্মসওয়ার্থ ইনি প্রথমে সামান্য রিপোর্টারের কাজ করিয়াআপনার কর্ম্ম নৈপুণ্যে ডেইলি মেইল, মর্ণিং পোষ্ট টাইমস প্রভৃতি সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। রাজনৈতি ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব অসাধারণ ছিল। এখন কি ইহাঁর কলমের জোর বিলাতের শাসননীতির ও পরিবর্ত্তন হইতে। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছিলেন।

পরমার্থ।

'গৌড়ীয়ে'র "আবার কেন ? মুখবন্ধেই পরমার্থের আলোচনা আছে জানিয়া অর্থান্বেষী সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। অর্থ ও পরমার্থ দুইটী জিনিস পরস্পর বিপরীত, সুতরাং তাহাদের একাধারে কিরূপ সমন্বয় হইতে পারে, ইহার মীমাংসার জন্য অনেক পাঠকই উদ্‌গ্রীব। আমাদের বর্ত্তমান সম্বল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিযুক্ত শরীরটী এবং উহাই জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দৃশ্য জগতের ক্ষুদ্রাংশমাত্র। জগতের দ্রষ্টা ও ভোক্তা হইয়া যে স্বতন্ত্রতা ভেদ-স্থাপনে সমর্থ, সেই চেতনময় অধিষ্ঠানও আমাদের এখানকার অন্যতর সম্বল। এই পার্থিব সম্বল-দুইটী লইয়াই অর্থের রাজ্য। তদতিক্রান্ত রাজ্য পরমার্থভূমি। অর্থ-রাজ্যে হিংসা, বিবাদ, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়তা প্রবলভাবে আমাদিগকে দিশাহারা করিয়া দিতেছে। কামাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া হেন দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা আমরা প্রত্যহ অনুষ্ঠান করিতেছি না। আর, পরমার্থ-রাজ্যে এরূপ অভাব, অভিযোগ, হেয়তা ও মৎসরতা নাই। অর্থরাজ্যে অবস্থিতিকালে পরমার্থ-কথায় কর্ণপাত না করায় সম্প্রতি আমরা অর্থ, কাম ও মুক্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হই। অর্থ-ব্যতীত অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত কোন কথা আমরা গ্রহণ করিব না, এরূপ বুদ্ধি হইলে কোনকালেই আমাদের 'পরমার্থ' শব্দের অর্থবোধ ঘটিবে না। অর্থরাজ্যে অর্থের অভাবকে অনর্থ বলে। পারমার্থিক বিচারে অর্থের সাহিত্যে বা রাহিত্যে উভয় স্থানেই অনর্থের অবস্থান। পরমার্থ-বিচার ক্রমশঃ প্রবল হইলেই আমাদের ক্ষণভঙ্গুর অর্থ-প্রাপ্তি-লালসা ক্ষীণ হয়। যেহেতু আমরা সম্প্রতি 'অর্থ' নামে পরিচিত অনর্থময় রাজ্যের অধিবাসী, তজ্জন্য পরমার্থ ব্যতীত আমাদের আর অন্য গতি নাই। অর্থ-রাজ্যে অবস্থিতি-কালে আমরা কোন দিনই পূর্ণকাম হইতে পারিব না। নিত্য নব নব অভাবমালায় পরিপূর্ণ আধারে অবস্থিত আমরা—আমাদের এই বিপদ্ হইতে মুক্তি কোন্ দিকে তাহাও নিরূপণে আমরা অসমর্থ। বাস্তবিক পরমার্থই আমাদের কল্যাণের দিক্ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে। মানব ও ইতর জীবসমূহের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, মানব পরমার্থ-পথে অগ্রগামী হইতে পারেন, ইতর জীবের সেই পথ রুদ্ধ। ইতর জীবের সমান-ধর্ম্মা মানব যদি পরমার্থ-পথের অনুসরণ না করেন, তাহা হইলে আর তাঁহার সহিত অর্থলুব্ধ প্রাণীর ভেদ কি রহিল? অর্থের অন্তরালে পরমার্থ নিজ বিক্রম প্রকাশ করিতে না পারিয়াই সুপ্ত। বাহিরের অর্থ লইয়া আমরা ব্যস্ত থাকিলে ভিতরে প্রবেশ করিবার সুযোগ কোথায়? বাহ্য সংবাদের অন্তরালেও যে পরমার্থ নিহিত নাই, এরূপ নহে; তবে বাহ্য ভোগময় দর্শন পরমার্থের সম্পূর্ণ অন্তরায়। অর্থ কখনও পরমার্থ নহে। ইন্দ্রিয়সমূহ অর্থ-গ্রহণে সর্ব্বদা উন্মুখ। যে কালে অর্থ নিত্য নহে, এরূপ উপলব্ধি ঘটে, সেই কালেই নিত্য অর্থের অনুসন্ধান—তাহাই পরমার্থ। নিত্য-অর্থ-গ্রহণ কিছু ক্ষণ-স্থায়ী ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নহে। নিত্য-ইন্দ্রিয় দ্বারাই নিত্য-অর্থ গৃহীত হয়। সুতরাং পরমার্থ অর্থের সহিত ভিন্ন পর্য্যায়ে দৃষ্ট হইলেও পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। পরমার্থে পূর্ণধর্ম্ম অবস্থিত, অর্থে তাহার অপূর্ণতা থাকায় আংশিক [illegible] অর্থ আমাদের

আপাত-প্রয়োজনীয় হইলেও সকল সময়ে বিশেষতঃ পরিণামে পরমার্থই আমাদের একমাত্র আবশ্যকীয় বস্তু।

পরমার্থের একদেশ—অর্থ; তাহা নানাদোষযুক্ত। অর্থনীতি অবলম্বন করিতে গিয়া মানব বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে সত্য, অদ্বয়জ্ঞান-ধারণায় নানা মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। সেই-গুলির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলে মানব পারমার্থিক হন। আবার বলি, পারমার্থিক পরিচয় পাইয়াও মানব কেবলমাত্র অর্থের মধ্যে বিচরণ করিলে তাঁহার কোন মঙ্গল নাই। অর্থাভ্যন্তরে লোকদৃষ্টিতে ভ্রমণ করিয়াও মানবের পরমার্থ প্রবল থাকিতে পারে। বর্ত্তমান কালে আমাদের তাহাই গ্রহণীয়।

পুরাণ সংবাদ।

শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী সভার প্রধান নেতা ঐ সভার সম্পাদক ছিলেন পরলোকগত শ্রীরাধাবিনোদ দাস বাবাজি মহাশয়। তিনি শ্রীহরিভক্তি-বিস্তার-কল্পে ৫২ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীসভা হইতে শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী নাম্নী এক-খানি মাসিক পত্রিকা তিনমাস অন্তর ত্রৈমাসিক আকারে উক্ত বাবাজী মহাশয়ের দ্বারা প্রচারিত হইত। ১২৭৭ সালের বৈশাখ হইতে ১২৮০ পর্য্যন্ত চারিবৎসর কাল এই পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বিবিধ স্তোত্র, শোচক গীতসমূহ, সীতাদ্বৈত-চরিত, ঈশান সংহিতা, চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ, রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা, ঐতরেয়োপনিষৎ, ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতা, চৈতন্য-চন্দ্রামৃত, [illegible]নাম, নবদ্বীপ-পরিক্রমা, বৃন্দাবন-ধ্যান, স্বরূপ-বর্ণন, রাগানুগ-বিবৃতি, গৌরাঙ্গ ভজনাবলী প্রভৃতি নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকার মধ্যে যে সকল গ্রন্থ ছাপা হইয়াছিল সেগুলিও পৃথগ্ভাগে দ্বাদশ খণ্ডে বিক্রীত হইত। এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ প্রচারিত হইবার উদ্দেশ্যও বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা দেশে সাময়িক পরমার্থ-প্রচারিণী পত্রিকার ইতিহাসে জানা যায় যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পত্রিকা শ্রীসজ্জন-তোষণী। ৪২ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রথম প্রকাশ। যদিও শ্রীনিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা ইহা অপেক্ষা দশবর্ষ পূর্ব্বে কতিপয় গ্রন্থ-প্রকাশমুখে প্রচারিত হইয়াছিল, তথাপি তাহাতে সাময়িক প্রসঙ্গের অভাব থাকায় শ্রীসজ্জন-তোষণীকেই আদিম পত্রিকা বলা যায়।

শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তিনিই বর্ত্তমান সাহিত্যে ভগবদ্ভক্তির কথা প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-দায়িনী পত্রিকা শুদ্ধভক্তির গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ব্যতীত মিশ্রাভক্তি ও নানাপ্রকার উপধর্ম্মের কথা আবাহন করিয়াছিলেন।

শ্রীসজ্জন-তোষণীতে নানা সারগর্ভ শুদ্ধভক্তিকথা স্থান পাইয়াছিল। ইহাতে প্রথম বর্ষে ‘প্রেমপ্রদীপ’ নামে একটী বৈষ্ণব উপন্যাস, বহুগবেষণাপূর্ণ ‘প্রবৃদ্ধি

ও নিবৃত্তি' প্রবন্ধ, কতিপয় গ্রন্থের সমালোচনা ও ভক্তিধর্ম্মের নানাকথা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পত্রিকার অব্যবহিত পরেই 'প্রেমপ্রচারিণী' নাম্নী আর একখানি পত্রিকা প্রচারিত হয়। তাহার সম্পাদন কার্য্য করিতেন নবাবগঞ্জের পরলোকপ্রাপ্ত দীনবন্ধু সেন। পরে এই পত্রিকা শ্রীসজ্জন-তোষণীর সহিত সম্মিলিতা হন।

শান্তিপুরের পরলোকগত কালিদাস নাথ কয়েক বৎসর পরে "বৈষ্ণব" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রচার করেন। পত্রখানি ২।৩ বৎসর বাহির হইয়াছিল মাত্র।

বত্রিশবর্ষ পূর্ব্বে অমৃতবাজারের শিশির বাবুর উদ্‌যোগে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকা পাক্ষিক বৈষ্ণবপত্রিকারূপে প্রচারিত হন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটী ২।৩ বৎসর প্রচারিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল।

বৃন্দাবন হইতে 'শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার' প্রতিযোগিনীস্বরূপ হয়।

'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকা 'আনন্দবাজারে'র সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইতে থাকে। সেইকালে কাল্‌না হইতে 'পল্লীবাসী' নামে একটী সাময়িক পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। তাহার সম্পাদক ছিলেন পরলোকপ্রাপ্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'নিবেদন' নামক সাপ্তাহিক সাময়িক পত্রও শুদ্ধ হরিভক্তির কথা তিন বৎসর কাল প্রচার করিয়াছেন।

বৃন্দাবন হইতে 'বৈষ্ণব-সন্দর্ভ' নামক একখানি মাসিক পত্রে কতিপয় গ্রন্থ প্রচারিত হয়। তাহাতে কিছু সাময়িক প্রসঙ্গও স্থানপ্রাপ্ত হয়। শ্রীযুত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ইহার সম্পাদক ছিলেন।

'গৌরাঙ্গ' পত্রিকা নামেও একখানি পত্রিকার কিছুদিন প্রচার ছিল। শ্রীযুত বলহরি দাস মহাশয় তাহা সম্পাদন করিতেন।

'গৌড়ভূমি' নামে একখানি মাসিক পত্র মুর্শিদাবাদ গোকর্ণ হইতে প্রচারিত হয়। সম্পাদক ছিলেন পরলোকগত রামপ্রসন্ন ঘোষ। ২।৩ বৎসর ইহার প্রচার ছিল।

'গৌরাঙ্গ' নামে আর একখানি মাসিক পত্র সীতাকুণ্ড হইতে শ্রীযুত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রচার করেন। ২।৩ বৎসর কাগজখানি চলিয়াছিল।

'ভক্তি' নাম্নী মাসিক পত্রিকাখানি হাওড়া কৌঁড়ার বাগান হইতে পরলোকগত দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। তাহা এখনও চলিতেছে।

'বৈষ্ণব-সঙ্গিনী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা হুগলী আলাটী হইতে শ্রীযুত মধুসূদন দাসাধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। কিছু কিছু প্রবন্ধ ও ভক্তিগ্রন্থ ইহাতে প্রচারিত হয়।

'গৌরাঙ্গসেবক' নামক একখানি মাসিক পত্র কাশীমবাজার মহারাজের আনুকূল্যে পরলোকগত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ ও ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা সম্পাদিত হইত। এক্ষণে তাহার নবপর্য্যায় চলিতেছে।

মধুর লিপি।

বারে বারে আমার পরিচয় আওড়াইতে গেলেই তোমরাও আমাকে বকা মনে করবে। তবে তাহাই মধুমঙ্গলের নিজের চেহারা।

আমাদের কানাই ব্রজের লীলেখেলা ভুলে' দৌড়ে গৌড়ে গিয়ে আর এক রকম হ'য়ে গেছে। তবে মোটের উপর, নিজের কথা ভুলে' যায় নাই—সব সময় নিজের কথাতেই ব্যস্ত থাকে। মুখে সব সময়ই নিজের নাম বলে—পাছে নিজেকে ভুলে যায়। নিজের লোকের নামও কখনও ভোলে না। 'রাধা' বোল্ তার মুখে লেগেই আছে। খুড়ি, কৃষ্ণচৈতন্য যে সন্ন্যাসী—তবু আবার মেয়ে-লোকের নাম ত্যাগী সন্ন্যাসীর মুখে? 'গোপী' 'গোপী' বলে' একদিন গৌরহরি নির্জ্জনে বসে' ছিল। সে সময়েই নদের এক বামুনের ছেলে এসে' কালাচাকা গোরাকে বলেছিলে', 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বল্লেই তো মুক্তি হয়। শাস্ত্রে নারায়ণের নাম বল্লেই মঙ্গলের কথা আছে। নিমাঞি, তোমার সব কায ছিষ্টিছাড়া! 'গোপী' 'গোপী' বলে' আর কি ফল?" নিমাই বামুনের ছেলের কথা শুনে' রেগে তাকে মার্ত্তে গেলেন, আর তাই শুনে' বামুনরা বিশ্বম্ভরকে বিশ্ব-সংসার-নদে থেকে পার ক'রে দিল। নিমাই বামুন হয়ে বামুনকে মার্ত্তে যায়—একি অদ্ভুত কথা! নিমাই তো জানে, বামুনকে অপমান করলে ব্রহ্মণ্যদেব নারায়ণ অসন্তুষ্ট হন, আর নিমাই তো সন্ন্যাসী বোষ্টম নয়, কেবল গেরস্ত বামুনের ছেলে—সে-ই বা বামুনকে শাসন করে কি ক'রে। সুতরাং মনের দুখে নিমাইকে বামুনরা শাপ দিয়েছিল। শাপটা বোধ করি তোমাদের মনে আছে, অর্থাৎ, নিমায়ের সকল সংসার-সুখ নষ্ট হো'ক্। নিমাই সেই আশীর্ব্বাদের বলে সংসার ছেড়ে ত্যাগী হ'লেন। ত্যাগী লোকের বাহিরের সকল ভাব্ লাব্ স্বীকার কর্লেন, কিন্তু নিজের কায ভোলেন্ নি। সন্ন্যাসী হ'য়ে সদাই গোপীর দাসী হবার জন্য নিমাই ব্যাকুল, সুতরাং নিমাই সন্ন্যাসীর মুখে সেই গেরস্ত কালের 'গোপী' 'গোপী' শব্দ আরোও ফুটে পড়্লো।

কৃষ্ণচৈতন্যের রাই-কানুর ভজন দেখে' শুনে' অনেকে গেরস্ত-গিরিটাই কেষ্ট ভজন ভেবে নিলেন। গৌড়ীয় পরিচয়ে কেষ্ট ভজন কর্ত্তে গিয়ে কত দল, কত থাক্, কত ভিন্ন শ্রেণীর বিহ্বলে মানুষগুলো 'গৌড়ীয়' বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ কর্লো। তাদের নিজের বুদ্ধিই সম্বল, সুতরাং এক দেখ্তে গিয়ে আর এক দেখে' বসে। চৈতন্যের প্রভু তত্ত্ব(?)-প্রচারিণী সভা থেকে পুরুষরা মেয়েলোকের গান না শুনলে, পুরুষরা দাড়ি না রাখ্লে বোষ্টম হওয়া যায় না, প্রচার হ'য়ে গেল। শুনিতে পাই, কৃষ্ণচৈতন্য আজকালকার দিনের একজন থিয়সফিষ্ট ছিলেন ব'লে এখনকার বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ

গৌড়ীয়েরা পাঁতি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা গৌরের সঙ্গের লোকদের কাছে বৃন্দাবনে যা শুনিছি, তাতে তো কেষ্ট গৌরাঙ্গ হ'য়ে খিস্‌সকিষ্ট হয়েছিলেন বলে' তো মনে হয় না। সমাজ-প্রচারিণী সভাগুলো গেরস্ত-গিরিটাকেই বোষ্টম ধর্ম্ম ব'লে চালাবার যে সব ছাঁচ গড়ে' ছিলেন, শুনছি, প্রকাশ্যভাবে সেইরূপ ঘর-পাগ্‌লামিরও আদর হ'লো না। বাগ্‌বাজারের শেয়ালদার সভা গৌরাঙ্গ-মতের খাঁটি সভাগুলিকে যে দিকে নিয়ে গেলেন, তাওতো ডাক্তার কোম্পানীর জড় দেহের চিকিচ্ছায় গ'লে' পড়্‌লো। কেষ্ট-প্রেমে অঙ্গ আউলাইবার বদলে দেহের পিণ্ডিতেই ছ্যাদ্ধ গড়ালো। লাভ মাত্র পরিশ্রম। তবে ডাক্তার কোম্পানী নিজের নিজের ব্যবসাটা ফাঁকতালে চালিয়ে, পরে কণ্ট্রাক্‌টরী পাঠে প্রেমফল ও অচৈতন্য চাট্‌নির পশার করে নিল। তোমাদের 'গৌড়ীয়' যেন সেরূপ না হয়। শরীরের ডাক্তার জড়ের রাসায়নিককে ভক্ত ক'রে খাড়া কর্‌লেই এরূপ পরিণাম!! আজ আর বেশী বলব না।

প্রচার প্রসঙ্গ।

ঢাকা কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, বাগমারা প্রভৃতি গ্রাম সমূহে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীনাম প্রচার করিয়া বিগত সপ্তাহে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

ঢাকা কমলাপুরের নিকট গাজিরহাট গ্রামে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীহরিনাম-প্রচারমুখে শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া গ্রামবাসিগণের আনন্দ বিধান করিয়াছেন।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বিগত সোমবারে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া তত্রত্য মাসব্যাপী শ্রীভগবান্‌ ও ভক্তির আবির্ভাব মহোৎসবে যোগদানপূর্ব্বক পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনমুখে শ্রীহরিকথা কহিতেছেন। ধর্ম্মপ্রাণব্যক্তি তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধন্য হউন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে আনুকূল্য—

কলিকাতা বহুবাজার নেবুতলা-নিবাসী ভক্তবন্ধু শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস মহাশয় একশত টাকা আনুকূল্য দান করিয়া বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতার শুদ্ধভক্তগণের এই একমাত্র মঠের পরিচালনকল্পে ধনী ও মধ্যবিত্ত সকলেই বিশ্বাস মহাশয়ের আদর্শে যথাযোগ্য আনুকূল্য করিয়া ধন্য হইবেন, আশা করা যায়। আর, পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু দত্ত, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত মদনমোহনদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, রায় শ্রীযুক্ত বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চুণীলাল শীল, শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মণ্ডল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার এম্, এ, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ পাল, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হাজরা, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চন্দ্র, শ্রীযুক্ত হরিহর দাস চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নবকুমার রায়, শ্রীযুক্ত আর, মিত্র, শ্রীযুক্ত এ, চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মহাদেব

চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীমঠে মাসিক আনুকূল্য প্রদান করিয়া ভক্তি-প্রচারের সহায়তা করিতেছেন।

—:০:—

ভৃতক পাঠক।

কিছুকাল যাবৎ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা ভৃতি বা বর্ত্তন লইয়া অর্থের বিনিময়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া অর্থার্জ্জনপূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এই ব্যবসায়ে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতাও বিশেষ দেখা যায়। ইঁহাদের দালাল থাকে, তাহারা ফুরণ ঠিক করিয়া লয়, পরে পাঠক মহাশয় আসিয়া গ্রন্থ উদ্ঘাটন করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার বেশ নাম হইয়াছে, শ্রোতৃবর্গের, বিশেষতঃ শ্রোত্রীবর্গের মনোরঞ্জনে যিনি বিশেষ পারদর্শী, তাঁহার একই সময়ে অনেক স্থান হইতে পাঠের ডাক্ বা call আসে। তিনি ঘড়ি ধরিয়া ফুরণের পরিমাণানুসারে প্রত্যেক ঘণ্টায় কোথাও ১০৲ দশ টাকা, কোথাও বা ৫৲ পাঁচ টাকা হিসাবে এ বাড়ীতে আধ ঘণ্টা, ও বাড়ীতে এক ঘণ্টাকাল পাঠ করিয়া ব্যবসায় বেশ জম্‌কাইয়া লইয়াছেন। কেহ বা সেরূপ সমর্থ না হইয়া অল্প মুদ্রার ভিজিট লইতে হয় বলিয়া স্বীয় ভাগ্যকে ধিক্কার প্রদান করেন। ইঁহারা আবার স্বীয় যোগ্যতা-পরিবর্দ্ধনমানসে কিছু কিছু পড়াশুনা ও চালাইতে থাকেন, কেননা, শ্রোতৃগণের মধ্যে অর্থনীতিকুশল শিক্ষিত ব্যক্তি থাকিলে তাঁহারা পাঠককে শিক্ষিত দেখিতে চা'ন। আর যাঁহারা ভাবকালীতে ভোলেন বা বঞ্চিত হন, তাঁহাদের জন্যও ভৃতক পাঠকের ভাবকালী-শিক্ষা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আবার, স্থানবিশেষে স্ত্রীলোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীজনোচিত ভাবভঙ্গীসকলও তাঁহাদের প্রদর্শন করিতে হয়। এইরূপে অর্থাগমের প্রাচুর্য্যসংসাধন জন্য প্রত্যেকেই স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে জড়-যোগ্যতার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত, সুতরাং পরমার্থ-কথা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যান। পরমার্থ না ভুলিলে স্ব স্ব জড়-ভোগার্থে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা কখনও বলবতী হইতে পারে না। 'পরমার্থ' শব্দে ভগবান্ ও ভক্তের একমাত্র সেবা জানিতে হইবে। তদিতর যাহা কিছু, তাহাই নিজ জড়-ভোগতাৎপর্য্যময়। যেখানে জড়-সম্বন্ধে অর্থসংগ্রহ-শিক্ষা যতদূর প্রবল, সেখানে পরমার্থ-চেষ্টা সেই পরিমাণে শিথিল। যেমন আলোকের প্রাচুর্য্য থাকিলে অন্ধকার দূরীকৃত হয় ও অন্ধকার ঘনীভূত দেখিলে আলোকের আপেক্ষিক অভাবই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ হরিসেবার আধিক্যে ভোগের অল্পতা ও ভোগবাঞ্ছার আধিক্যে সেবার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যেখানে অর্থার্জ্জন-চেষ্টাই বলবতী, অল্প ফুরণ ছাড়িয়া বেশী ফুরণের পাঠের বায়নাই লওয়া হয়, সে স্থলে পরমার্থের আগুঙ্করটীর পর্য্যন্ত অভাব। কিন্তু এ কথাটী সংসারনিপুণ ব্যক্তিগণ বুঝিতে বিলম্ব করেন, ইহাই পরম বিস্ময়ের কথা।

এখন এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, কেন লোকে এত অর্থব্যয় করিয়া ভৃতক পাঠকের নিকট পাঠ শুনিতে ব্যস্ত হয়? যদি লৌকিক প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ, কর্ণ-রসায়ন, যাত্রাদি দেখার মত ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহাতে তাদৃশ বিলাস-সাহচর্য্যে আর কাহার আপত্তি হইতে পারে? নৈতিক উন্নতির উদ্দেশে শত চীৎকার করিয়াও থিয়েটারগুলি, নৃত্যগীত, বায়স্কোপ, সার্কাস প্রভৃতি চাপল্যের হস্ত হইতে সমাজকে মুক্ত করা কঠিন। লোকেরা স্পষ্টই ভোগ চাহিতেছে, ভোগের জন্য এই সকল আয়োজন। কিন্তু যদি

কেহ বলেন বা মনে মনে সঙ্কল্প পোষণ করেন যে, তাহাতে তাঁহাদের পারমার্থিক ধর্ম্মলাভের সহায়তা হইতেছে, তখনই তাঁহাদিগকে আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতে চাই যে, উহাতে পরমার্থ বাধা দেওয়াই হয়। সুতরাং পরমার্থ-প্রয়াসীর ঐ সকল ভাড়াটিয়ার মুখে পাঠাদি-শ্রবণে নিজের অমঙ্গল আহ্বান করা উচিত নহে।

সাধারণ লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্রের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা যে ভৃতক বা ভৃতিভোগী অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণত্বের হানি হয় এবং ঐ বর্ত্তনগ্রাহী অধ্যাপকও অধঃপতিত হ'ন, তখন পারমার্থিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে এ নিয়ম শিথিল হইবে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের কখনও অভিপ্রেত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র ভার্গবীয় মনু-সংহিতা অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণের তালিকা দিতে গিয়া তৃতীয় অধ্যায় ১৫৬ সংখ্যক শ্লোকে "ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা" এই উভয়কেই অপাংক্তেয় বলেন।

প্রাচীন কাল হইতে শুকশৌনকাদি যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মবক্তা ও শ্রোতা হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এরূপ পার্থিব আদান-প্রদানের মধ্যে কখনও প্রবেশ করিয়া পতিত হন নাই।

প্রভুর প্রকটকালে ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখাতা শ্রীলগদাধর পণ্ডিত ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ প্রভৃতিও এরূপ ধর্ম্মগ্লানিকর কদর্য্যাচরণ প্রবর্ত্তিত করেন নাই। শ্রীশ্রীভগবানের দেহ শ্রীমদ্ভাগবত তদভিন্ন, শ্রীনামও তাই। ইঁহারা কখনও কখনও মূল্য-পরিবর্ত্তে ক্রেয় বিক্রেয় পণ্যদ্রব্য নহেন। যদি কেহ তাদৃশ পরিবর্ত্তিত করিতে যত্ন করেন, তিনি যে মহা-অপরাধে অপরাধী, ভক্তি-পথ হইতে দূরে, অতি সুদূরে বিক্ষিপ্ত হন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মুখে পণ্যীভূত শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা-ব্যাখ্যা শুনিলে দুঃসঙ্গক্রমে শ্রোতৃবর্গেরও সমূহ অমঙ্গল। হায়, হায়, তাঁহারা কি শ্রীরূপগোস্বামি পাদের উদ্ধৃত ভাগবতোক্ত নিদেশের সারবত্তা হৃদয়ে উপলব্ধি করেন নাই? "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত" পূর্ব্বাচার্য্যের এই গম্ভীর আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়াও ভৃতক পাঠক 'অর্থের বিনিময় না থাকিলে আমরা সংসার-যাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ করিব?' বলিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা আরোও বলেন, "ব্রাহ্মণের ভিক্ষায় দোষ কি?" সুতরাং, ইহার মীমাংসা বারান্তরে আলোচ্য।

নশ্বর জগৎ।

এক দরবেশ আসিয়া রাজ-প্রাসাদকে পান্থনিবাস মনে করিয়া প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দ্বারপাল তাঁহার গতিরোধ করিয়া কড়াসুরে 'কাঁহা যাতা হায়' জিজ্ঞাসা করিল। দরবেশ একটু থতমত খাইয়া পরক্ষণেই উত্তর করিল, "কেন, আমি সরাই-খানায় যাচ্ছি, তুমি আমায় বাধা দাও কেন?" উত্তরে তিনি শুনিলেন যে, উহা সরাই-খানা নহে, বাদশাহের অট্টালিকা। দরবেশ শুনিবার পাত্র নহে। তিনি জেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, উহা রাজ-প্রাসাদ নহে, পান্থনিবাস মাত্র। এই বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে অনেক ব্যক্তি আসিয়া পড়িল, সকলেই দরবেশকে তাঁহার ভ্রমের কথা বুঝা'তে চেষ্টা করিলেন। দরবেশ ভ্রম স্বীকার করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। এইরূপ গোলযোগ হইতেছে, এমন সময় বাদসাহ স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি এই বাগ্‌বিতণ্ডার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলে

পর বাদশাহ দরবেশকে নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনারই ভ্রম হইয়াছে ; এই অট্টালিকা মোশাফের-খানা নহে, ইহা আমারই রাজপ্রাসাদ। আমি বাদশাহ। তবে আপনি রাজপ্রাসাদেই আমার আতিথ্য স্বীকার করিতে পারেন।" দরবেশ বড় সোজা লোক ন'ন। তিনি বলিলেন, "আমি রাজার আতিথ্য গ্রহণ করিব না, কিন্তু আমি এই অট্টালিকাতেই থাকিব, কারণ, ইহাই পান্থনিবাস।" ক্রমে বাদশাহ তাঁহাকে বাতুলপ্রায় মনে করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র চালাইতে আজ্ঞা করিলে দরবেশ অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে বলিলেন, "যদি আপনি বিরক্তি বোধ না করেন, আমি আপনাকে এই অট্টালিকাকে পান্থনিবাস বলিবার কারণ বুঝাইয়া দিব।" তাহাতে বাদশাহের কৌতূহল বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি দরবেশের কথা শুনিতে স্বীকার করিলে দরবেশ প্রথমেই বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অট্টালিকা কে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন?" বাদশাহ তদুত্তরে বলিলেন, "আমারই এক পূর্ব্বপুরুষ।" দরবেশ বলিলেন, "আচ্ছা, তাঁহার পরে এই অট্টালিকা কাহার অধিকারে ছিল?"

উত্তর—"তাঁহার পরবর্ত্তী আমার পূর্ব্বপুরুষের।"

প্রশ্ন—"আচ্ছা, ইহার সর্ব্বশেষ অধিকারী কে ছিলেন?"

উত্তর—"আমার পিতা।"

প্রশ্ন—"এখন কে আছেন?"

উত্তর—"আমি।"

প্রশ্ন—"আপনার পরে কে অধিকারী হইবেন?"

উত্তর—"আমার পুত্র, তৎপর পৌত্র, তাহার পর প্রপৌত্রাদিক্রমে আমারই বংশে অধস্তনগণ ইহা ভোগ করিবেন।"

তখন দরবেশ বলিলেন, "তাহা হইলে আপনারাই পিতামহ-পিত্রাদিক্রমে এই অট্টালিকা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন, আরো পরেও পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিবেন?" বাদশাহ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, দরবেশ বলিলেন, "বুঝিয়া দেখুন, তাহা হইলে এই অট্টালিকা আমার কথিত পান্থনিবাস হইল কিনা?" বাদশাহ একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া চলিয়া যাইতে অগ্রসর হইলে পুনরায় দরবেশ তখন নম্রভাবে বলিলেন, "আপনার কিছু সময় লইয়াছি, আর একটু সময় আমাকে ভিক্ষা দিন—আর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। 'পান্থনিবাস' অর্থে আপনি কি বুঝেন?" বাদশাহ বলিলেন, "যাহা সবাই বুঝে, আমিও তাই বুঝি। পান্থনিবাস বলিতে যেখানে কয়েকজন পথিক আসিয়া দুই একদিন বাস করে, আবার চলিয়া যায়, আবার নূতন পথিক আসে, থাকে ও চলিয়া যায়, কেহই স্থায়ীভাবে থাকেনা, সেই স্থানকেই পান্থনিবাস বলে।"

দরবেশ, 'যথার্থই বলিয়াছেন' বলিয়া যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন, "এই অট্টালিকায় প্রথমে একব্যক্তি থাকিতেন, পরে আর একব্যক্তি, তৎপরে অন্য একব্যক্তি, এইরূপে একব্যক্তির পর অপর ব্যক্তি বাস করিয়া পরে এখন আপনি আছেন, আপনিও কিছু চিরকাল থাকিবেন না, আপনিও চলিয়া যাইবেন, আবার পরে আপনার পুত্র-পরিচয়ে একব্যক্তি, তৎপরে আর একব্যক্তি। এইরূপে এই অট্টালিকা এক হস্ত হইতে অপর হস্তে হস্তান্তরিত হইতে থাকিবে। পান্থনিবাসে যেমন কেহ চিরদিন থাকিতে পায় না, এই অট্টালিকাতেও কেহ চিরদিন থাকিতে পাইতেছেন না, কেবল অধিকারী পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন ও হইতে থাকিবেন। এই অট্টালিকাকে রাজপ্রাসাদই বলুন, আর যাই বলুন, আমার ধারণায়

ইহাই পান্থনিবাস।" ইহাতে দরবেশের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া বাদশাহ তাঁহাকে বহু সম্মান সহকারে আতিথ্য স্বীকার করাইলেন।

এখন আমাদের নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িয়া গেল। আমাদের দলিলে "পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে ভোগদখল দান-বিক্রয় করিতে থাকিবেক" পাঠ করিয়া আমরা কায়েমী বন্দোবস্তের মালিক বলিয়া বড় আপ্যায়িত হই, সময়ে সময়ে দম্ভ করিয়া থাকি। কিন্তু দরবেশের উক্তি পড়িয়া মনে হয়, এ জগতের যত কিছু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধিকার আমাদের থাকুক না কেন, তাহা চিরকাল আমাদের থাকিবে না। আজ, না হয় কাল, না হয় কয়েক দিন, কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর পরে আমাদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যেরূপ সর্ত্তেরই ভূসম্পত্তি বা ঐশ্বর্য্যাদি থাকুক না কেন, আমাদের কেবল পান্থ-নিবাসে বাস। আমাদের পাকা বন্দোবস্তের বাড়ী এজগতে নহে, এখানে আমরা পান্থ মাত্র। এই দেহটাকে "আমি" মনে করিয়া এর সম্পর্কে 'এটা আমার বাড়ী,' 'ওটা আমার জমিদারী,' 'সেটী আমার সম্পত্তি,' 'তিনি আমার ভার্য্যা, 'সে আমার পুত্র,' এই সব অল্পকালস্থায়ী 'আমি', 'আমার' লইয়া যে আমরা দিনটী কাটাইয়া দিতেছি,—আসল নিত্য 'আমি'র খবর লইতেছি না, ইহা কি আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? এখন এ ভ্রান্তি কিসে দূর হয়, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

ভক্তি না ভুক্তি?

'ভক্তি' অর্থে সেবা, আর 'ভুক্তি' অর্থে ভোগ। 'ভগবদ্ভক্তি' বলিতে শ্রীভগবানের সেবাকে নির্দ্দেশ করে। অধিকারিভেদে ভগবৎ-সেবা অনেক প্রকার। কনিষ্ঠাধিকারী কেবল বিগ্রহসেবাতেই তৃপ্তি লাভ করেন, কিন্তু যাঁহারা বিগ্রহ ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের কোন্ অধিকার, এবিচার আবশ্যক। সকল স্থানেই, বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া বিশ্রুত স্থান গুলিতে এই সকল বিগ্রহব্যবসায়ীর প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ইঁহারা বিগ্রহ-সেবক কিনা, সেই প্রশ্ন অনেকেই করেন। ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে প্রশ্নটীর বিশেষ বিচার আবশ্যক। 'সেবা' বলিতে গেলে নিজভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রীত্যর্থে ক্রিয়াকে নির্দ্দেশ করে। যদি ভোগবাসনা কিয়ৎপরিমাণে থাকে, সেবা সেই অনুপাতে বাধা প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত আচার হইতেছে প্রভুকে দিয়া নিজসেবা করাইয়া লইবার বাসনা, প্রভুর সেবোপ-করণ স্বয়ং আত্মসাৎ করা। যেখানে এভাবে সেবাবঞ্চনা দেখিব, সেস্থলে আমরা সেবা বলিয়া স্বীকার করিব না বা তাহার অনুমোদন করিব না, অর্থাদি দ্বারা আনুকূল্যও করিব না; কেননা, সেখানে সেবা হয় না। সেস্থলে প্রদত্ত আনুকূল্য কেবলমাত্র নিষ্ফল নহে, পরন্তু অসতের চেষ্টাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় উহাতে সেবাপরাধরূপ কুফল প্রসব করে। এরূপ সেবকাভিমানীর সঙ্গ পরিত্যাজ্য।

এতৎপ্রসঙ্গে একটী গল্প মনে পড়ে। বাবু সারাদিন আফিসের সাহেবের তাড়া [illegible] চাকরী করিয়া ঘরে ফিরিলেন, গৃহিণী রন্ধনশালায় [illegible]

বাবু ক্ষুধিত হইয়া রামশরণ বেহারাকে একটী সিকি দিয়া চারিটী সন্দেশ আনিতে বলিলেন। বাবু ত' বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন, হস্তমুখাদি-প্রক্ষালনে ব্যাপৃত থাকিবার পর দেখেন, রামশরণ একটী সন্দেশ লইয়া আসিয়াছে, দেখিয়া তিনি কিছু বিরক্ত হইলেন; একে ক্ষুধায় কাতর, তাহাতে অর্থব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু ঈপ্সিত দ্রব্য আসে নাই। ক্রুদ্ধভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে হতচ্ছাড়া, তোকে সিকি দিলুম, আর তুই একটা সন্দেশ আন্‌লি যে?" ভৃত্য সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, সে অনেক কথা, আপনি এই তেতে পুড়ে এলেন, এখন থাক্, পরে সব বল্‌ব।" "পরে বল্‌ব, ব্যাটা পাজি, আর তিনটে সন্দেশ কি হ'ল বল্, নইলে তোর মুণ্ড ভেঙ্গে দিব।" "আজ্ঞে, আজ্ঞে, তবে সব আমাকে বল্‌তে হয়, কিন্তু বাবু, যদি রাগ না করেন, আমি নির্ভয়ে বলি।" "আচ্ছা, বল্।" "আজ্ঞে, আপনাকেত কখনও খারাপ জিনিষ ব্যাভার করতে দেখিনি। তা, ময়রা কি দিলে, ভাল কি মন্দ, আমি না দেখে ত' আন্‌তে পারি না, তাই, একটা চেকে দেখ্‌লুম, হাঁ, ভাল জিনিষই বটে।" "ব্যাটা কি সয়তান্, যা' কিন্‌তে দিয়েছি, তা'র ভেতর কি চাখ্‌তে বলেছিলুম? আচ্ছা, যাক্, তা'তে না হয় একটাই গেল; আর দুটো?" "আজ্ঞে, আপনি আমার মনিব, মা বাপ। আমি কি আপনার শত্তুর হ'তে পারি? আপনাকে কি ক'রে তিন শত্তুর দিই, এই ভেবে দিশে-হারা হ'য়ে এক বুদ্ধি অনেক কষ্টে মাথায় এল। তাই, আর একটা মুখে ফেলে দিয়ে তিন শত্তুর ঘুচিয়ে দিয়ে দুটো রাখ্‌লুম। আমি কি আপনার দুশ্‌মন্ হ'তে পারি, হুজুর?" "সেটা কি ভক্ত-বিটেল দেখ। আমার কত ভালবাসে দেখেছ? তাই আমার মুখের গ্রাস খায়। আচ্ছা যাক্। তা'হলে ত' দুটো থাক্‌তো, আর একটা কি হ'লরে, হারামজাদা?" "আজ্ঞে যদি বল্লেন, তা'হলে বলি। আপনি ত যা' খা'ন আমার জন্ত পেসাদ রাখেন, তা' সেটা আমি আগেই পেয়ে নিয়েছি। জানি, আমার পাওনা আমি পেলে, আপনার দয়ার শরীর, আপনি রাগ কর্‌বেন না।" "ব্যাটার সব ভক্তবিটেলদের মত ভোগের আগেই পেসাদ। ব্যাটা, আগে দু-দুটো খেয়ে নিয়ে শেষকালেরটা কি ক'রে খেলি?" "আজ্ঞে, তা' আমি দেখাতে খুব রাজি। দেখুন, বাবু, যেন দোষ নেবেন না, আপনি বল্লেন ব'লে' তাই দেখাচ্ছি। খেলুম্ এই এমনি ক'রে।" এই বলিয়া প্রভুভক্ত ভৃত্য চতুর্থ সন্দেশটীও গালে ফেলিয়া দিয়া অপর তিনটী সে কি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার প্রণালী দেখাইয়া দিল। তাহার পর যাহা ঘটিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেকথার আবশ্যকতা নাই বলিয়া আর বাহুল্য করিয়া বলিলাম না। এখন দেখুন পাঠক মহাশয়, এ কিরূপ প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ? "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস" তাহা ভুলিয়া গিয়া মায়ার ফাঁস গলায় পরিয়া কৃষ্ণকে ফাঁকি দিতে বসিয়াছে, নিজেকে ফাঁকি দিতেছে, অপরকেও দিতেছে। এক্ষণে আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন, সেবাস্থলে এরূপ বিগ্রহ-ব্যবসায় প্রভুসেবা না নিজ ভোগ-সাধন? আমরা আর উত্তর দিয়া এক শ্রেণীর লোকের বিরাগভাজন হইব না, আমরা কাহাকেও চটাইতে প্রস্তুত নহি। আমরা নিরপেক্ষ রহিলাম, আপনারাই বিচার করিয়া লউন, ইহা ভক্তি না ভুক্তি?"

নির্য্যাণ।

বিগত সপ্তাহে ৩২শে শ্রাবণ তারিখে বৃহস্পতিবার রাত্রিশেষে হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে যশোহর দেয়াড়ানিবাসী হরিপদ দাসাধিকারী মহাশয় স্বধাম গমন করিয়াছেন। তিনি মাসাধিক পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যথাবিধি ভগবদনুশীলনে নিরত ছিলেন।

অশীতিবর্ষপর উদাসীন ভক্ত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে গিয়াছেন। বুধবারের উষায় তিনি শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তগণ সকলেই তাঁহাকে জানেন। তিনি শ্রীধামে বিগত আট বৎসর কাল একাদিক্রমে বাস করিয়া উদাসীনভক্ত-জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে শ্রীধামের ভক্তগণের হৃদয়াকাশ প্রাবৃট্ কালের ঘন মেঘের ন্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। তাঁহার স্থান শ্রীগৌরসুন্দর আর কতদিনে পূরণ করিবেন, আমরা জানিনা। শ্রীচৈতন্য মঠে তাঁহার সমাধি সেই বুধবারেই শ্রীধামবাসী শুদ্ধভক্তগণ মিলিত হইয়া গৌরপার্ষদ শ্রীগোপাল ভট্টের 'সংস্কার-দীপিকা' পদ্ধতিমতে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উদাসীন ভক্ত শ্রীললিতাপ্রিয়দাস নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তাঁহার ভক্ত্যনুষ্ঠানগুলি বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের সকল শুদ্ধ-ভক্তগণের হৃদয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাকে ভুলিতে অনেকের অনেকদিন লাগিবে। এই উদাসীন বিরক্ত ভক্ত শ্রীনবদ্বীপের দ্বীপসমূহের পরিক্রমা-কার্য্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রবীণ সেনাপতি হইয়া আজ ৩৪ বর্ষকাল কায়মনোবাক্যে অদম্য উৎসাহে পরিশ্রম করিয়াছেন। দ্বি-সপ্ততিবর্ষের পরেও তাঁহার ভক্তি-অনুষ্ঠানে যত্ন, বিংশবর্ষের যুবক অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। তিনি প্রৌঢ় ও প্রাপ্তবয়স্ক ভক্ত যুবাগণকে প্রতিপদেই স্বীয় উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া সর্ব্বদাই শাসন করিতেন। তাঁহার সহিত অদম্য উৎসাহে অনেকে কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না। আজ সেই কৃষ্ণগৌর কর্ম্মনিপুণ, উৎসাহের আদর্শ, বিরক্ত ভক্তরাজ আমাদের ন্যায় কৃষ্ণসেবায় অলস ব্যক্তিগণকে ফেলিয়া কৃষ্ণসেবার জন্য অনন্তেরপথে অগ্রসর হইলেন। আমরাও একদিন সেই অনন্তের কুণ্ঠারহিত রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবার বল লাভ করিব। বর্ষীয়ান্ ভক্ত যে কালে শত শত ভক্ত-মণ্ডলীর অগ্রগামী হইয়া শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় যাত্রা করিতেন, সেই অনুপম দৃশ্য যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন। যাঁহারা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পঞ্চবর্ষ পূর্ব্বের ইতিহাস জানেন, তাঁহারা তাঁহার আর একটী গৌরসেবার কথা কীর্ত্তনমুখে তাঁহাকে চেনেন। শিয়ালদহ হইতে যেকালে অন্যায়ভাবে শ্রীগৌর ও নির্ম্মৎসর নিরীহ তদীয় নিজজনগণ আক্রান্ত হন তখন তিনি সিংহবিক্রমে প্রতীপ প্রিয়নাথের ভক্তবিদ্বেষ স্তব্ধ ও প্রশমিত করিবার উদ্দেশে অমিত বাধা প্রদান করেন। তাঁহার কয়েকখানি পত্র গুরুদ্বেষীর দৌরাত্ম্য-রোগ-প্রশমনে ধন্বন্তরিসদৃশ কার্য্য করিয়াছে।

এই মহাত্মা ভুবনবিখ্যাত পরমহংস বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামিমহারাজের কিছুদিন সেবা করেন; পরে তাঁহার অপ্রকটে নিজগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজের নিকট শ্রীমায়াপুরে বাস করেন। পরমহংস

গোস্বামিমহারাজ প্রকাশ্য ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনিও তদনুবর্ত্তী হইয়া দুই মাসের মধ্যে তাঁহার সমক্ষে পরমহংসের বেশ গ্রহণ করেন। সেই কালে প্রচারোপলক্ষে খুলনা দৌলতপুর প্রপন্না-শ্রমে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে ভক্তগণের ইষ্টগোষ্ঠি হইতেছিল। তিনি দুইবর্ষপূর্ব্বে শ্রীধামবৃন্দাবনে বন-ভ্রমণাদি ও অন্যান্য স্থানসমূহ দর্শন করিয়া গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নবদ্বীপে কিছুকাল পরমহংস বাবাজী মহারাজের সমাধিকুঞ্জে সেবা করিয়াছেন। কিছুদিন শ্রীমায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা কিছুদিন শ্রীগোদ্রুম-সুরভিকুঞ্জে শ্রীগৌরগদাধরের সেবা ও কিছুদিন ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের সেবা করিয়া ভাবিভক্তগণের আদর্শ হইয়াছেন।

ভবঘুরের উক্তি।

সময়ে সময়ে মনে করি, ভজনে মন দিই। ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে গেলেই যে মন উড়ু উড়ু করে, তা'র উপায় কি? তোমাদের মঠে কি এমন কিছু ওষুধ বা মন্তর আছে, যাতে ক'রে আমার বেশ ভক্তি হয়ে যায়, অথচ ভাই, আমার কিছু ছাড়্‌তে টাড়্‌তে না হয়? তোমাদের মঠে সে দিন ঐ ভাল একটা কথা শুনে এলুম, হাঁ হাঁ, মনে প'ড়েছে—'যুক্ত বৈরাগ্য'—কথাটা বেশ ভাই, তাতে বাড়ীঘর ছেড়ে' সন্ন্যাসী হবার দরকার নেই। তবে ভাই, ও'র দুটো কথা আমার হ'বে বলে' মনে হয় না। ঐ যে গো, তোমাদের কাগজ সুরু হবার আগেই ঐ যে ডানদিকের চৌকোটার ভেতর শোলোকে লেখা—একটা কথা 'অনাসক্ত'। তোমাদের পাঠক ঠাকুর সেদিন পাঠের সময়ে বল্লেন যে, 'সংসারের সকল বস্তুতেই স্ত্রী পুত্র কন্যা পিতা ভ্রাতা মাতা ভগিনী আত্মীয় কুটুম্ব ঘর বাড়ী জমিদারী ব্যবসায় কিছুতেই "আমার" বুদ্ধি থাক্‌বে না, ও সব দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ, কয়দিনেরই বা ব্যাপার,—এ কথাটা, ভাই, তুমি ভালই বল, আর মন্দই বল, আমি কিন্তু বুঝে উঠ্‌তে পারি না। আর একটা কথা—"কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ" অর্থাৎ, 'এসব আমার ভোগের জিনিষ নয়, সব কৃষ্ণসেবার উপকরণ' তবেই হ'য়েছে। আরে তাহ'লেও যে ঐ সন্নিসীই হ'তে হয়। তা' বই কি, পষ্ট বল্‌লে রাগ করত' আর কি করব, বল? স্ত্রীটা, চাকরটা, বিছানাটা সবই যদি কৃষ্ণের, ত' আমি কি নিয়ে থাকি? ঐ দুটো কথা বাদ দিলে যদি 'যুক্ত বৈরাগ্য' হয় ত' আমি বেশ রাজি। তোমরা যাই বল, ভাই, আমার কিন্তু ঐ গোঁসাই গোবিন্দ প্রভুদের বড় ভাল লাগে। ওঁরা ভাই বেশ আছেন। ওঁরা হ'লেন তোমাদের প্রভুদের বংশ্য, ওঁদের দুয়ারে ত' ভক্তি বাঁধা। ওঁদের মত 'যুক্ত বৈরাগ্য' হ'লে আমরা পারি। তোমাদের ঠাকুর, ভাই,—রাগ ক'রো না,—বড় কড়া। 'মাছ খেয়ো না, মাংস খেয়ো না, ভাং তামাক মদ কিছু খেয়ো না, পানটী পর্য্যন্ত না, ঘর দোর ছেড়ে' সব হরিসেবা কর, মঠে থাক, হরিকার্য্য কর। সে কিরে, বাবা, মঠ কি আর নেই? বেঁচে থাক ঐ বেলুড় মঠ। কেমন সুন্দর! যথাভিরুচি খাও দাও, রিলিফ ওয়ার্ক কর, যারা সন্নিসী, তারা মঠে কঠে থাকুন, তোমরা যত পার, ঘর সংসার কর,—কোন বাধা নেই। তোমরা কি এই রকম ব্যবস্থা চালাতে পার না? তা' হ'লে তোমাদের হাতে অনেক লোক জন হ'বে। আমি স্বয়ং লিখে দিচ্ছি, আমি একলা হাজার লোকের

ঘোয়াড়া নেব। দলে যদি লোক চাও, দুনিয়াটায় যদি তোমাদের নাম ছড়াতে চাও, ত' অত কড়া হ'লে চল্‌বে না, সাফ্ কথা ব'লে দিলুম। তবে দাদা' তোমাদের একটা বেশ ভাল। মধ্যে উৎসবে খুব খাওয়া দাওয়া হয়—তবে সবই নিরিমিষ্যি। যাক, মন্দের ভাল। সে দিন তোমাদের ঠাকুরের কাছে আমার মুস্কিলের কথাটা ব'লেছিলুম। ঠাকুর এ'দিকে যত কড়াই হো'ন, আমাকে বোঝাবার জন্যে বেশ যত্ন করলেন, আমিও দায়ে প'ড়ে হুঁ দিয়ে এসেছি বটে। কিন্তু ঘরে এসে' আমার সব ঘুরে' গেছে—আর কিছু মনে নেই। তবে একটা বেশ গল্প করেছিলেন, সেটা মনে আছে। আমি, শুধু আমি কেন, প্রায় লোকেই গল্প ভালবাসেন, তা' না হ'লে উপন্যাসিকের আর গল্পলেখকের কি এত আদর হ'ত এত? তত্ত্ব বিচার কর—তোমাদের খবর কয়জন রাখে? কিন্তু গল্পের জাগাজ বঙ্কিম রমেশ, দামোদর প্রভৃতি ম'রেও মরেনি। হাঁ, বল্‌ছিলুম কি আমি গল্প বড় ভালবাসি। গল্প টল্প মনে থাকে। তত্ত্ব-কথা এ কাণে আসে, ও কাণ দিয়ে চ'লে যায়। তোমরা সেদিন ছিলে না, গল্পটা শুনেছ কিনা জানি না, তাই ফের বল্‌ছি। বর, বরকর্ত্তা, বরযাত্রী যাচ্ছে বজরা করে' কন্যাপক্ষের বাড়ী। হ'দিনের পথ। প্রথম দিন সকাল থেকে প্রায় আড়াই প্রহর এক চড়ায় নেবে' রান্নাবাড়া খাওয়া দাওয়া করতে করতে সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। অঘ্রাণের আকাশ, ভয় নেই। রাত্রেই দাঁড় বাইতে ভাল। বজরায় সবলোক জন উঠ্‌লে পর বদর বদর ক'রে মাঝি হালে এল, দাঁড়িরা দাঁড়ে লেগে গেল। দখিনে যাচ্ছে। একে একটানা ভাঁটা, তার উত্তুরে হাওয়া পেয়ে পাল লট্‌কে দিলে বরকর্ত্তার হুকুম হ'ল, কাল এক পহর পর্য্যন্ত বেয়ে সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া করে' বৈকালে পহর খানেক বজরা বাইলেই নিয়াই বাড়ী। এক পহর রাত্রে বিয়ে। সব ঠিক ঠাক্। বজরা খুব বাওয়া হ'চ্ছে। মাঝি মাল্লারা গানে দশদিক্ ভরপুর ক'রে দিলে, তায় নদীর স্রোত অনুকূলে, আর পালে হাওয়া লেগেছে। বরকর্ত্তা নিশ্চিন্ত। বর ভাবচে বিয়েটা কাল না হ'য়ে আজ হ'লেই ভাল হ'ত। তার পরে তন্দ্রা, শেষে নিদ্রা। মাঝি মাল্লা কিন্তু বদর বদর ছাড়ে নাই। রোদের ভয়ে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় জোর বেয়ে যেতে চায়। মাঝি মাল্লাদের চেঁচামেচিতে বর, বরকর্ত্তা, বরযাত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে দেখে সকাল। 'কিসের গোলমাল রে, কিসের গোলমাল রে?' 'আর কত্তা, আমাগ মাথা খাইচে। হারারাত খাট্‌তে লাগলাম, পীর করলো কি? 'পীর কি করেচে রে?' দেখেন না, কত্তা—এ কোন্ জায়গা লাগ্‌ছে? বরকর্ত্তা দেখে' শুনে' বল্লেন, 'আরে এযে কাল্‌কের সেই চড়া রে। ওরে ব্যাটারা কবিচিস্ কি? নোঙর তুলিস্‌নি যে রে ব্যাটারা? হায়, হায়, সর্ব্বনাশ কর্‌লি, আজ যে লগ্নভ্রষ্ট কর্‌লি?' ঠাকুরের বক্তব্য ছিল যে, যেমন নোঙর ফেলে দিনরাত দাঁড় বেয়ে কোন কাজ হয় না, তেম্‌নি পেছুটান্ রেখে, দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করে' দেহের সম্পর্কে 'আমার' 'আমার' করে' হাজার মালা ঘোরাও, আর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কর, সব নামাপরাধ হ'য়ে যাবে সুবিধা কিছু হ'বে না—হরি-ভজন হ'বে না বিষয় ভোগই বাড়্‌বে। তাই দেখ্‌ছি ভাই, 'যুক্ত বৈরাগ্য, আমাহ'তে হ'বেনা। আর ক'জনেরই বা হ'চ্ছে, ভাই! তোমাদের ঐ 'যুক্ত বৈরাগ্যের সরু ছাঁক্‌নির জালে দেখি, আগে ঐ গোঁসাই ঠাকুরেরাই বাদ

যা'ন। জালের ছেঁদাটা একটু যদি বড় করে' দিতে পার, ভাই, তা'হলেই আমি আছি। যাক্, মধ্যে মধ্যে, ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন কর্ত্তে যাব। দেখি—যদি সাধুসঙ্গে কোন ফল হয়। আর তাও আশা কম। সেদিন যা' শুনলাম, তাতে সাধুসঙ্গ বড় সোজা জিনিষ নয়। সঙ্গ দূরে থাক্, দর্শনই হয় না। সাধুর কাছে গেলুম, চিপ করে' গড করলুম, সাধু আমার ইচ্ছা পূরণ বা কিছু ওষুধ জানে কিনা, তা'র সন্ধান করলুম,—তাতে নাকি সাধু দর্শন হয় না। তোমাদের দেখি, সব কথাতেই খোঁচ, আর পদে ২ শাস্ত্র-প্রমাণ। তোমাদের কথা শুনে' আমার এইটুকু ধারণা হ'য়েছে যে, এই যে ইনি হরি ভজন করেন, উনি হরি ভজন করেন—সব ভুয়ো, বাবা। 'রাগ কর'না, ভাই, তোমাদের ঐ গোঁসাই বাবাজীরা অনেকেই হরিভজনের সঙ্গে সতীন পাতিয়েছে। আর যদি বল, তাঁদের হচ্চে, তা' হ'লে ত' আমার আগে হবে; তাই বল ভাই, নইলে আমার প্রাণে যে ভরসা আসে না? তোমাদের ঠাকুরকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইও। এখন আসি।

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

১। আচার ও আচার্য্য। মূল্য ।৵০

২। সাধন পথ। প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য। শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ, শ্রীশিক্ষাষ্টক এবং প্রাকৃতরসশত-দূষণী। মূল্য ।৵০।

৩। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদবর শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি-বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তি-গীতি-গ্রন্থ। মূল্য ।৵০।

৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব কবি-বিরচিত গৌরলীলার মহাকাব্য মূল্য ৸০।

৫। পদ্মপুরাণ। শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু-সম্পাদিত (সপ্তখণ্ডাত্মক সমগ্রমূল) মূল্য ৭৲।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃত টীকা ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ। মূল্য ১৲।

৭। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি সংস্কারপদ্ধতি মূল্য ১।০।

৮। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার-গ্রন্থ, ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ॥০।

৯। ভজন-রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত অষ্টকালীয় গৌর ভজন প্রণালী মূল্য ।৵০।

১০। শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু ও গীতমালা মূল্য ৶০।

১১। হরিনাম-চিন্তামণি। নাম-ভজনের আদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০।

১২। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সরল ভাষায় ইহাতে যেমন আছে, তেমন আর কোথাও নাই। মূল্য ভাল কাগজে ২৲ সাধারণ ১।০।

১৩। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিভাগে গুম্ফিত, মূল ও অনুবাদ। মূল্য ২৲।

১৪। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য। মূল্য ৶০।

১৫। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ। মূল্য ।০।

গবর্ণমেণ্ট কাব্য মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য দুইখানি গ্রন্থ।

১। **মালবিকাগ্নিমিত্র** ঃ— সুপ্রসিদ্ধ মল্লিনাথী টীকা, অন্বয়, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, অলঙ্কার নির্ণয়, ব্যাকরণ-মীমাংসা, ছন্দোনির্দ্দেশ, নায়িকাদি সিদ্ধান্ত, কবিকথা, কাব্য-সমালোচনা, মূলানুবাদ প্রভৃতি সমলঙ্কৃত। সোণার জলে মনোহর বাঁধাই, মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

২। **দশকুমার চরিত** ঃ— জয়ানন্দ অতি বিস্তৃত প্রাঞ্জল টীকা, সরলার্থ, অলঙ্কার-নির্দ্দেশ, পদসাধন, মূলানুযায়ী সরল বঙ্গানুবাদ, হিন্দী-ভাষানুবাদ, গ্রন্থ-সমালোচনা, কবিজীবনী, সংক্ষিপ্ত চরিত, গবর্ণমেণ্ট প্রশ্নাবলী প্রভৃতি সমেত। সোণার জলে মনোহর বাঁধাই, মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বজনমনঃপূত মালবিকাগ্নিমিত্র ও দশকুমারচরিত আজ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই পুস্তক যিনিই একবার দেখিবেন, তিনিই সানন্দচিত্তে ইহার উৎকর্ষ বিষয়ে সাক্ষ্য না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। অন্যান্য পুস্তকের সহিত মিলাইয়া দেখুন আমাদের কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য কিনা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
সংস্কৃত বুক্ ডিপো।
১৭২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত।

ইহাতে প্রথম কাণ্ডে ব্রাহ্মণের সর্ব্ববর্ণ-শ্রেষ্ঠতা, মাহাত্ম্য, উৎপত্তি, অধিকার, বংশ-পারম্পর্য্য, নিষ্মলতা, অনধিকার, পাতিত্য, প্রকার-ভেদ, ঔৎকর্ষ, দেশভেদে মর্য্যাদা ভেদ, কালভেদে মর্য্যাদা ভেদ, বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বেদে, উপনিষদে, মহাভারতে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে ও হরিবংশে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি-বর্ণন, উদ্ধারমুখে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ও উদ্ধৃত বাক্যাবলীর সুমীমাংসা এবং শৌক্রজন্মের বর্ণান্তরতা-প্রাপ্তির উদাহরণ ও সৎসিদ্ধান্তসমূহ।

দ্বিতীয় কাণ্ডে বৈষ্ণবের পরিচয়, বিভিন্ন শাস্ত্র ও মহাজন-লিখিত মাহাত্ম্য, উন্নতাধিকার, অশৌক্রপরিচয়, পরাবিদ্যাধিকার, সর্ব্বপূজ্যত্ব, নামগ্রহণাধিকার, অর্চ্চন, ভজন, অধিকার-ভেদ, স্বরূপগত পরিচয়, ভগবদাশ্রিতত্ব, পতনাধিকার রহিততা, সুদুর্ল্লভতা, হরিপার্ষদাবতারত্ব শাস্ত্র-প্রমাণমুখে বর্ণিত আছে। বৈধ ও রাগপথ, সাধন ও সিদ্ধি, বৈষ্ণব-নিন্দার কুফলসমূহ বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় কাণ্ডে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবন, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তত্ত্বের বিশেষত্ব, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের তারতম্য, ব্রাহ্মণ, যোগী ও বৈষ্ণবের মর্য্যাদাভেদ, জীবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব, দ্বিবিধ বর্ণাশ্রম, শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ ত্রিবিধ জন্মবিবরণ, প্রচলিত বিভিন্ন শাখার অধিষ্ঠান-বর্ণন, দৈক্ষসাবিত্র্য বিচার, তৎপরাঙ্মুখের ঈশবৈমুখ্য, শাস্ত্রের প্রকৃততাৎপর্য্য, বিচার-মূলে দৈক্ষসাবিত্র্যের শ্রেষ্ঠতা বিপরীত যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা ও সদাচার গ্রহণের সবিশেষ উপযোগিতা বর্ণিত আছে।

গ্রন্থখানি ২০৪ পৃষ্ঠা। শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷৴০ মাত্র, ভিপিতে ৸৵০ মাত্র।

শ্রীরাসবিহারি ব্রহ্মচারী।
গৌড়ীয় মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্,
শ্যামবাজার, কলিকাতা।
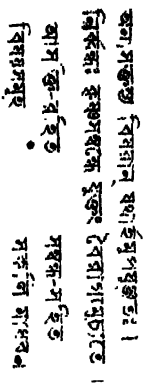
১ম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৬ই ভাদ্র, ১৩২৯। { ৩য় সংখ্যা

(প্রকৃতি-জন-পাঠ্য)

নীতি-ভেদ।

যাহা সুষ্ঠুভাবে মনোনীত, আচরিত ও কথিত হইতে পারে, তাহাই 'নয়' বা 'নীতি'শব্দ-বাচ্য। যাহাতে কোন দোষ প্রবেশ করেনা, যাহা আদর করিয়া গ্রহণ করিলে সুবিধা বই অসুবিধা হয় না, তাহাই বিধি, আইন বা নীতি।

রুচিভেদে, দেশকাল-পাত্রভেদে নীতির বহুত্ব জগতে অদ্যাবধি মঙ্গল বিধান করিয়াছে। একের নীতি অপরের নিকট 'নীতি'শব্দের সার্থকতা সাধন করে না বলিয়া তাহাই তাঁহার বিচারে স্থানীয়-নীতি বা বিষম-নীতি শব্দে বর্ণিত হয়। সম-নীতি ও বিষম-নীতি পরস্পর বিবদমান।

আমরা লোকবিচারে বর্ণ-নীতি বা বৃত্তি-ভেদের আলোচনা করিতে গিয়া পাঁচপ্রকার নীতির কথা আবাহন করিয়াছি। এই নীতি-ভেদ নিজ নিজ অধিকারে গুণ এবং বিরুদ্ধ অধিকারে দোষে পরিণত হয়। গুণ ও দোষ অধিকারগত। নিজ নিজ অধিকারোচিত অবি-চলিত ক্রিয়াকলাপকে গুণ বা আদরের এবং তদ্বিপরীতকে দোষ বা অনাদরের শ্রেণীতে গণনা করা হয়। যাহা একের আদরের, তাহাই আবার অবস্থাভেদে অন্যের অপ্রার্থনীয়। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন নীতির প্রবলতা অবশ্যম্ভাবী।

ঋষি-নীতির সহিত রাজ-নীতি কোষ-নীতি বা সেবা-নীতির সকল অংশে সৌসাদৃশ্য নাই। তাঁহাদের পরস্পরের অভীপ্সিত ব্যাপারে পার্থক্য থাকায় আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষত্ব উপলব্ধি করি।

ঋষি বা ব্রাহ্মণকুল পার্থিব শ্রেণীবিশেষ বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেও অপর তিন শ্রেণী হইতে তাঁহাদের বিশেষত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ঋষিকুলের উদ্দেশ্য, অনুষ্ঠান ও ধারণা, রাজকুল, বণিকগণ ও ভৃত্য সম্প্রদায় সম্যগ্‌ভাবে বুঝিতে সমর্থ নন। যদি তাঁহারা ঋষিকুলের সহিত সমরুচিবিশিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে ঋষি-নীতির মর্য্যাদা বুঝিয়া আপনাদিগকে ভিন্ন তন্ত্রের নৈতিক বলিয়া পরিচয়-প্রদানে গৌরব পোষণ করিতেন না।

ভারতীয় সমাজে ঋষি-নীতির মর্য্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ণ আছে। ঋষি-নীতি অপর সামাজিক নৈতিকগণেরও পরম শ্রদ্ধার বিষয়। ভারতেতর প্রদেশে ঋষিনীতির আদর থাকিলেও ব্যবহারিক জগতে অপরাপর নীতি নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া ঋষিনীতির মর্য্যাদা অনেকটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। সম্প্রদায়-বিশেষের নৈতিকবল অপর সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়া নিজত্ব-স্থাপনে সফলকাম হওয়ায় তত্তদ্দেশে বা তাদৃশ সমাজের মধ্যে ঋষি-নীতির অপেক্ষা অন্যান্য নীতিসমূহের উপযোগিতা অধিক আদরের সহিত গৃহীত হয়। তটস্থ বিচারে আমরা ঋষি-নীতির উৎকর্ষ ভারতীয় সামাজিকগণের মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগচতুষ্টয়ে লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু জগতের বিভিন্ন সভ্য-সমাজ ঋষি-নীতি ব্যতীত অপরাপর নিজ নিজ নীতিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পরমোপাদেয় বলিতে কুণ্ঠিত হন না। আমরা তাঁহাদের তারতম্য-নিরূপণে ক্রমশঃ অগ্রসর হইব।

'গৌড়ীয়' পাঠ করিয়া আমাদের সহযোগী শ্রীকৃষ্ণ'-সেবক বলিতেছেন, "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা'র মুখপত্র শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের বার্ত্তাবহ "গৌড়ীয়" সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র ছদ্মবৈষ্ণববেশী পাষণ্ডগণের যথেষ্ট আতঙ্কের কারণ হইবে, সন্দেহ নাই। পরম পবিত্র শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের নাম দিয়া যে সকল অপধর্ম্ম বা অপকর্ম্ম এই দেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নামে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহারই সমূলচ্ছেদনের জন্য 'গৌড়ীয়ে'র আবির্ভাব। নবদ্বীপে নামকীর্ত্তনের মহাবিভ্রাটের ন্যায় ধর্ম্মসাধনে নানারূপ খাম-খেয়ালী ও প্রবঞ্চনা ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লোকের শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। এই সকল অপব্যবহার লোক-চক্ষুতে সহজে ধরাইয়া দেওয়াই এই পত্রের বিশেষ চেষ্টা। ইহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সহজ সরলভাষায় প্রচারিত হইবে। আমরা এইরূপ পত্রের বহুল প্রচার ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।" "গৌড়ীয়" মিছা-ভক্তের কপটতা দেখাইয়া দিবেন ও ভক্তির নামে যে ভণ্ডামি এবং নামকীর্ত্তনের নামে যে নামাপরাধ চলিতেছে, তাহা নিরাকরণ করিবার প্রয়াস করিবেন অথবা নানা-প্রকার অসদ্দুদ্দেশ্যে চালিত হইয়া আত্ম-ধর্ম্মের নামে যে সকল অনাত্মচেষ্টা প্রচলিত, সেইগুলি আলোচনা দ্বারা সমাজের মঙ্গলবিধান "গৌড়ীয়ে'র" কৃত্য হইলেও সহযোগীর তীব্রভাষা প্রচ্ছন্ন ভক্তবিদ্বেষিগণের প্রীতিকর নহে। আমরা বলি, এই সকল কথা সরলভাষায় তাহাদের চিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক বলিলে অধিক ফল হয়।

ভারতীয়।

রাজনৈতিক অপরাধী ঃ— বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং বিহার উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় জেলে রাজনৈতিক অপরাধিগণের প্রতি জেলকর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবহারের সমালোচনা করা হইয়াছিল। সরকারপক্ষ বলিয়াছেন, কঠোর ব্যবহারের কথা অতিরঞ্জিত। একটু আধটু কড়াকড়ি যাহা করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য জেল-আইনের মর্য্যাদা-রক্ষা। অনেক তর্ক বিতর্ক বাদ বিতণ্ডার পর স্থির কিছুই হয় নাই।

সদস্যের ভাতা ঃ— বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অতঃপর স্থির হইল যে, সদস্যগণের যাতায়াতের খরচা ও ভাতা প্রভৃতি অতিরিক্ত ও অনেকের আপত্তিস্থল বলিয়া তৎসম্বন্ধে বাঁধাবাধি নিয়ম করিতেই হইবে এবং এ বিষয়ে নূতন আইনের আবশ্যক। এই জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত হইবে। কেবল একটী ভোটের বলে প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে। সরকারপক্ষ এ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

জেলে বেত্রাঘাত ঃ— গত সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল, বরিশাল জেলে রাজনৈতিক কয়েদী কে বেত মারা হইয়াছিল। কিনা ও কেন হইয়াছিল। মাননীয় ষ্টিফেন্সন্ সাহেব উত্তর দেন যে, কয়েদীরা অত্যন্ত অবাধ্যতা প্রকাশ দ্বারা জেল আইন উল্লঙ্ঘন করায় শৃঙ্খলা রক্ষা করে পাঁচজনকে আঘাত করা হইয়াছে। এক্ষণস্থলে গবর্ণমেণ্ট জেলসুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে স্বীয় বিচার প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

জষ্টিস উড্রফের বিদায় ঃ— বিগত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের উকীল সম্প্রদায় উড্রফ সাহেবকে একটী বিদায় অভিভাষণ দিয়াছেন। গোরক্ষণী সভার সভাপতিসূত্রে জনসাধারণের, বিশেষতঃ শক্তি তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বলিয়া তিনি হিন্দু সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও গৌরবের পাত্র ছিলেন।

লাটের দার্জ্জিলিং যাত্রা ঃ— বিগত সোমবার অপরাহ্নে গবর্ণর বাহাদুর কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং গিয়াছেন।

তহবিল তছরূপ মামলা ঃ— ফোর্ট উইলিয়মের মিলিটারী ওয়ার্কসের ক্যাসিয়ার নগেন্দ্রনাথ বসুর নামে হাইকোর্টে যে উনিশহাজার টাকার তহবিল তছরূপের মোকর্দ্দমা হইতেছিল, তাহা নিষ্পত্তি হইয়াছে। কেশিয়ার বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। বোধ হয় মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট এক্ষণে মেজর হোল্ড্ হোয়াইটকে এজন্য দায়ী করিবেন।

কলিকাতা ডাকঘর ঃ— বিডন্ স্কোয়ার ও শিমলা ডাকঘর একত্র হইয়া বিডনষ্ট্রীট চিনা থিয়েটারের জমিতে নূতন বড় বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। ছয়মাসের মধ্যেই তথায় যুক্ত ডাকঘরের কার্য্য চলিতে থাকিবে।

বিশ্ব বিদ্যালয় ঃ— বিগত শনিবার সেনেট মিটিংএ ধার্য্য হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকারী ছাত্রগণের রেজিষ্ট্রেশন ফি ২, হইতে ৫,তে বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট যে আপত্তি তুলিয়াছেন সে বিষয়ে সম্যক্ আলোচনার জন্য কমিশন প্রবর্তন করা হইবে। ভাইস-চান্সেলর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ কমিশনের সভাপতি হইয়াছেন।

ঠাকুর আইন অধ্যাপক ঃ— এবার একজন মার্কিণবাসী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। অধ্যাপক জেমস্ ডব্লিউ গার্ণার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন।

ডি, এস্, সি উপাধি ঃ— কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি মৌলিক গবেষণার জন্য ডি, এস, সি, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মাতৃভাষায় গণ্ডগোল ঃ— বিগত রবিবার কলিকাতায় মুসলমান ছাত্রগণের এক সভা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে স্কুলশিক্ষায় মাতৃভাষাকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপনের ও যাঁহারা উর্দ্দুকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিবে না তাঁহাদের জন্য দ্বিতীয় ভাষারূপে (সংস্কৃতের ন্যায়) ব্যবহার করাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দু মুসলমান বঙ্গবাসী কি বাঙ্গলা ভুলিতে চলিল ?

নিয়োগে রাজ সম্মতি ঃ— স্যর হারকোর্ট বট্‌লারের স্থানে স্যর উয়িলিয়ম ম্যারিসের যুক্ত প্রদেশের গবর্ণররূপে নিয়োগ সম্রাট বাহাদুর অনুমোদন করিয়াছেন। ইনি আসামের গবর্ণর ছিলেন।

বঙ্গে ব্যাপক ব্যাধি ঃ— সরকারী কাগজ পত্রে প্রকাশ যে আটটা জেলায় যে সপ্তাহ ১লা আগষ্ট শেষ হইয়াছিল তাহাতে কলেরা হইতে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আসানসোল খনিক্ষেত্রে, রঙ্গপুরে, বীরভূম, কলিকাতা, খুলনা, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, হাওড়া, যশোহর, দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কম হইয়াছে। বর্দ্ধমান ও বগুড়া জেলায় হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই। কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১২ ও প্লেগে ৫ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

উড়ো জাহাজ অদৃশ্য ঃ— কাপ্তেন মাকমিলান ও ম্যালিন্সের উড়ো জাহাজ বিকল হওয়ায় জলে নামিয়াছিল। এক্ষণে তাহার সন্ধান নাই কাপ্তেনদ্বয় চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

শিবপুরে সতী ঃ— শিবপুর শ্মশানে গত সোমবার সন্ধ্যার সময় একজন হিন্দুর শব চিতায় রচিত হইলে মৃতের সতী স্ত্রী অকস্মাৎ চিতার উপরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। বহুকষ্টে তাঁহাকে টানিয়া আনা হয়। তাঁহার দেহের নানাস্থানে পুড়িয়া গিয়াছে।

ভারতে প্রত্যাগমন ঃ— প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেব ১৮ মাস বিলাতে ছিলেন। তিনি আগামী সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় আসিতেছেন।

বিহার ব্যবস্থাপক সভাঃ— শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয়ের স্থানে বিহার ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি পদে খান বাহাদুর খাজা মোহাম্মদ নূর নিযুক্ত হইয়াছেন।

মুসলমান মহিলার কৃতিত্ব ঃ— "হাবুল মাতিন" নামক পত্রের সম্পাদকের কন্যা বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে অনার পাশ করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীও বি-এ পরীক্ষায় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। গত আইনের প্রাথমিক পরীক্ষায় তিনি রোমান ও হিন্দু আইনে সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ঝরিয়ার রাজার মামলা ঃ— শিব প্রসাদ সিংহের নামে ঝরিয়ার ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ১ কোটী ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের একটী সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্তির জন্য নালিশ করেন। তাহাতে রাণী প্রয়াগ সুন্দরী ও রাণী হেমকুমারী প্রতিবাদী ছিলেন। আলিপুরের প্রথম সব জজের আদেশের বিরুদ্ধে গত সোমবার হাইকোর্টে আপীল হইয়াছে। বাদী বলিতেছেন যে তিনি পরলোকগত ব্রজলাল সিংহের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সুতরাং তাঁহার জীবিত অবস্থায় রাজা দুর্গাপ্রসাদ সিংহের সম্পত্তি অন্য কেহ পাইবার অধিকারী নহেন। বিচারকগণ রুল জারি করিয়াছেন।

চুরি ঃ— নবাব সার সৈয়দ শামসুল হুদার বাড়ীতে কতকগুলি স্বর্ণ এবং হীরার অলঙ্কার চুরি গিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে, এখন পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পায় নাই।

কাবুলির জুলুম ঃ— সের মহম্মদ এবং ডুরান খাঁ কুসীদজীবী কাবুলী। ইহারা সম্প্রতি গৌরীশঙ্কর বেনিয়া নামক একজন মাড়োয়ারীকে আটক করিয়া রাখিয়া রীতিমত প্রহার করিয়াছিল এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। মাড়োয়ারী কাবুলীর নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া সর্ত্তমত ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই ইহাই তাহার অপরাধ। ব্যাপারটী কলিকাতায় ঘটিয়াছিল। পুলিস আদালতের বিচারপতি মিঃ কিড্ কাবুলী দুইজনকে দুইশত টাকা করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, কাবুলীর এরূপ জুলুম বঙ্গদেশে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

জগন্নাথ মন্দিরে ধর্ম্মঘট ঃ— প্রকাশ যে মন্দিরের ম্যানেজার পাণ্ডাদিগের ভোট গ্রহণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া যদি কোন আপত্তি করেন, তাহা হইলে পাণ্ডাগণ অবিলম্বে ধর্ম্মঘট করিয়া ভোগ বন্ধ করিবে।

অগ্নিতে মৃত্যু ঃ— গত সোমবার সন্ধ্যায় কলিকাতা ২৫ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে বিংশতি বর্ষ বয়স্কা এক রমণী অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। দমকল আসার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়।

মহাত্মার চা পানে গুজব :—মহাত্মাজী জেলের বাহিরে যেমন চা পান করিতেন তাঁহাকে জেলের ভিতরেও সেই ভাবেই চা পান করিতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় যে খবর বাহির হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ঠাকুর প্রসাদ জানাইয়াছেন যে মহাত্মাজী কখন চা পান করেন না।

মহাত্মার মুক্তির কথা :—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মিঃ কবিরুদ্দিন আহম্মদ গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে নোটীশ দিয়াছেন যে এই সভার আগামী অধিবেশনে তিনি মহাত্মা গান্ধির মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। গত অধিবেশনে এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করিবেন বলিয়া দুইবার নোটীশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রস্তাবগুলি আর উত্থাপিত করেন নাই।

সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন :—আগামী গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন বিষয়ে ভারতের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী গুলির মন্তব্য আলোচনাপর গয়ার অভ্যর্থনা সমিতি ২৭শে আগষ্ট তারিখে স্থির করিয়াছেন যে, দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কেই আগামী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইবে।

আলী ভ্রাতার পরিবার :—মৌলনা মহাম্মদ আলীর মাতা এবং পত্নী ও সৌকত আলির পুত্র লাহোরে খেলাফৎ ও স্বরাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন।

রেল সংঘর্ষ।

১। ই, আই, রেল।

গত সোমবার রাত্রিকালে গঙ্গাটিকুড়ি ষ্টেশনে এক খানা মালগাড়ী ও একখানা যাত্রী গাড়ীতে ধাক্কা লাগে। দুইখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা নষ্ট হইয়াছে। কয়েকজন খালাসী আহত হইয়াছে। রাস্তায় গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল।

২। জি, আই, পি, রেল।

গত রবিবার রাত্রিতে জি, আই, পি, রেলের মসজিদ নামক ষ্টেশনে দুইটী গাড়ীতে ধাক্কা লাগে। কোন যাত্রী আহত হয় নাই, কিন্তু এঞ্জিনের লোকজন হতাহত হইয়াছে।

৩। বি, এন, রেল।

বি, এন, রেলের ঝরিদা ও খরসিয়া ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী একস্থানে গত ২৯শে তারিখ শেষরাত্রে দুইটী মাল গাড়ীতে ধাক্কা লাগে। একটীর এঞ্জিন ও ১০ খানা গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। কেহ আহত হয় নাই।

খুলনায় বন্যা :—খুলনায় বন্যা-পীড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় আগামী ১লা সেপ্টেম্বর তথায় গমন করিবেন। সমগ্র জেলাতে যাহারা চরকা প্রচলন-পক্ষপাতী, তাঁহাদের সঙ্গেও তিনি এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

দাদাভাই নৌরজীর স্মৃতি-রক্ষা :—দাদাভাই নৌরজী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষায় জন্য এই পর্য্যন্ত ৮৪০০০৲ টাকা উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, ঐ টাকায় তাঁহার একটী পিত্তল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

ও'ডায়ারের মানহানি :— পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মাইকেল ও'ডায়ার সার শঙ্করণ নায়ারের বিরুদ্ধে যে মানহানি মামলা আনিয়াছেন উহা মিটমাট করিবার কথা হইতেছে। কিন্তু মিটমাটের আশা খুব কম দেখা যাইতেছে।

বিলাতে খদ্দর :— মিঃ কে, রামস্বামী পিলাই নামে একজন মান্দ্রাজী যুবকের সঙ্গে একটী মান্দ্রাজী বালিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ঐ বিবাহে সকলেই খদ্দর পরিধান করিয়া উৎসবে যোগদান করেন। নিমন্ত্রণ পত্রগুলিও নাকি খদ্দরে মুদ্রিত করা হইয়াছিল।

জাতীয় মহামেলা :— কর্পোরেশনের অনুমতি লইয়া আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে কলিকাতা মির্জ্জাপুর স্কোয়ার জাতীয় মহামেলার অধিবেশন হইবে। খদ্দর ও অন্যান্য স্বদেশী দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইবে। খদ্দর প্রচার সমিতি খদ্দর বিভাগের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিবেন।

ঢাকায় খদ্দর প্রচার :— মহাত্মার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বদেশী বোর্ডের শ্রীযুত যমুনাদাস গন্ধী গত শনিবার শ্রীযুত প্রফুল্ল ঘোষের সহিত ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন। তথায় জাতীয় কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা এবং কংগ্রেস খেলাফৎ কার্য্যালয়, জেলা কংগ্রেস "জয়চন্দ্র বয়ন বিদ্যালয়" প্রভৃতি দেখিয়াছেন। একমাত্র জয়চন্দ্র বয়ন বিদ্যালয়ই খাঁটী খদ্দর প্রস্তুত করে। তিনি বিভিন্ন প্রকারের খদ্দর ও সূতা রং প্রভৃতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সেখান হইতে প্রফুল্লবাবু যমুনাদাসকে সঙ্গে লইয়া নবাবগঞ্জ অঞ্চলে গিয়াছেন।

অঙ্কগণক বীর সোমেশচন্দ্র :— বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু মানসিক গণনার দ্বারা বিলাতে জন সমাজকে বিস্মিত করিতেছেন। তিনি লক্ষ, কোটী, অর্ব্বুদে সংখ্যার যোগ বা গুণ মনে মনে দুই এক মিনিটের মধ্যে কসিয়া ফেলিতে পারেন।

বৈদেশিক।

আয়র্লাণ্ডের অশান্তি বহ্নি এখনও প্রধূমিত হইতেছে। সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া চরমপন্থী রাজনীতিকগণ এখন গুপ্ত হত্যা দ্বারা অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রয়াসী হইয়াছেন। দুর্ব্বল পক্ষ "মারি অরি পারি যে কৌশলে" অথবা "There is nothing unfair in love and war" এই নীতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত যুদ্ধের সময় মহাজনী করিয়াছেন মার্কিণ। এখন মার্কিণের সহিত ইউরোপের জাতিগণের উত্তমর্ণ অধমর্ণ সম্বন্ধ। সকলেই ঋণদায়গ্রস্ত। এ ঋণদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে জার্ম্মাণীর নিকট ক্ষতি পূরণের টাকা আদায় করিতেই হইবে। কিন্তু সে জার্ম্মাণী "আমার আর কি আছে ঝুলি ঝাড়িয়া দেখিয়া যাও" বলিয়া হাঁক দিতেছেন। এ কার্য্যে সকলেই নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন, কেবল পান নাই ফ্রান্স। তাহার কারণ জর্ম্মাণী জানেন কাছার মুড়োয় দু একটা আধুলা বাঁধা থাকিলেও ফ্রান্স তাহা খুলিয়া দেখিবেন। যাহা হউক, জর্ম্মাণী টাকা না দিলে ফ্রান্স মার্কিণের ঋণ শোধ করিতে পারিবেন না। কিন্তু মার্কিণ কি

তাহা শুনিবে? টাকায় বন্ধু বিচ্ছেদ চিরকালই হইয়া আসিতেছে। এই টাকার ব্যাপার লইয়া আবার যেন বন্ধু বিচ্ছেদের আর এক পালা সুরু না হয়। ঋণ পরিশোধের একটা সহজ পন্থা নাকি ইংলণ্ডের আছে। একজন মার্কিণ রাজনীতিক বলিয়াছেন, নয়েগ্রা নদীর যে দিকটা কানেডার অন্তর্ভুক্ত সেই দিকের জলটা যদি ইংলণ্ড মার্কিণকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে নাকি ঋণ পরিশোধ হয়।

জার্ম্মানীর ঋণ:—উইজন ব্যতীত আর সব জার্ম্মাণ মন্ত্রী নাকি স্বীকার করিয়াছেন যে জার্ম্মাণী দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে।

মিথ্যা সংবাদ:—প্যারিস ও আঙ্গোরা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে এনভার পাশার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা, তিনি জীবিত আছেন।

প্রধান মন্ত্রীর "যুদ্ধের" গল্প:—লয়েড জর্জ্জ "যুদ্ধের গল্প" হইতে যাহা লাভ করিবে তাহা সমস্তই (সম্ভবতঃ ১ লক্ষ পাউণ্ড বা ১৫ লক্ষ টাকা) যুদ্ধের জন্য যে সকল দুর্দ্দশার উৎপত্তি হইয়াছে তাহার নিরাকরণ জন্য দান করিবেন এইরূপ প্রকাশ। "যুদ্ধের গল্প" এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

তুর্ক ও গ্রীক:—কেমাল পাশার দল গ্রীক দুর্গ আক্রমণ করিতেছে। কেহ কেহ তুর্কী কর্ত্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা আশঙ্কা করিতেছেন।

ফরাসী রণতরী:—"ফ্রান্স" নামে রণতরী জলমধ্যস্থ পাহাড়ে লাগিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। প্রকাশ পাইয়াছে ইহাতে পঞ্চদশ ব্যক্তির সামুদ্রিক সমাধি হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যাগত জীবিত ব্যক্তিগণ সে স্থলে মাত্র তিনজনের উল্লেখ করেন। জাহাজী ৭০ ফুট জলে ডুবিয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুত্থান অসম্ভব। ইহাতে ফরাসীদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

কলিন্সের কবর:—বিগত সোমবারে মাইকেল কলিন্সের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উপলক্ষে ডব্লিন সহরে দোকান পাট বন্ধ হয়। লক্ষ লক্ষ লোকে রাস্তাঘাট পূর্ণ হইয়াছিল। বিশেষ সমারোহের সহিত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে।

মোপ্‌লার মুক্তি লাভ:—মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ৮০০ মোপ্‌লাকে মুক্তিদান করিয়াছেন। ইহাদিগের অপরাধ লঘু ছিল এবং সরকারের বিশ্বাস ইহারা মুক্তি পাইয়া সমাজে কোন প্রকার অশান্তির উপদ্রব উপস্থিত করিবে

মালাবারের একটি তালুকের মুল দলপতি কোন্নারা থাঙ্গল কিছু গা ঢাকা দিয়া সম্প্রতি কয়েকজন মোপ্‌লার সাহায্যে ধরা পড়িয়াছে।

টাইম্‌স্ পত্রের অংশীদার:—লর্ড নর্থক্লিফের "টাইম্‌স্" পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছে। এজন্য কেহ কেহ দল বাঁধিয়াছেন। "সাণ্ডে অবজার্ভারে" প্রকাশ যে, এক সময়ে লর্ড নর্থক্লিফ "টাইম্‌স্" পত্রকে জাতীয় মুখপত্র করিয়া মনে মনে এক কীর্ত্তি স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই কল্পনা কার্য্যে কতদূর পরিণত হইবে, বলা যায় না। তবে তাঁহার যে ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

লর্ড নর্থক্লিফের সম্পত্তি:—লর্ড নর্থক্লিফ মৃত্যুকালে ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিকার্য্যে প্রায় ১।।০ দেড় লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে।

(হরিজন-পাঠ্য)

ভক্তাবির্ভাব।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সে আজ অনেকদিনের কথা। আজ থেকে চৌরাশী বৎসর পূর্ব্বে ভাদ্র মাসের আঠারই তারিখের সকালবেলা শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে একটী অভিনব হরিজন সূর্য্যের আদিম আলোক দেখেন।

যে স্থানে ঐ হরিজন জন্ম গ্রহণ করেন, সেই স্থানকে আজও বীরনগর বা উলা নামে ডাকে। সেখানে কিছুদিন হইল, একটী রেলষ্টেশন হইয়াছে; উহা নদীয়া জেলার কেন্দ্র কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাটের মধ্যে। সুতরাং চতুর্দ্দশভুবনপতি যতিবেশধারী চৈতন্য-চন্দ্রের জন্মভূমি হইতে পূর্ব্বে দশ ক্রোশের মধ্যেই এই ভক্তকুলশশধর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবরের আবি-র্ভাব-ভূমি। কবি গাহিয়াছেন :—

(আজি) বরষের পরে, এসেছি আমরা
তোমার জনম-দিবসে।
তব তিরোধান, হয় নাই বুঝি,
পুণ্যবাণীর আশীষে॥
নাই তুমি আর, নাহি ভাবি মনে,
আছ গো মিশিয়া আমাদেরই সনে,
না জানি কি ধারে, ঢাল গো অমিয়া,
প্রেমের তন্ত্রী পরশে।
সাধিবারে তব, জীবনের ব্রত,
যাতনা সহেছ কত শত,
প্রাণের বেদনা গেয়ে গেছ তাই,
প্রেমেরি প্রচার-আশে॥
বিচার-আসনে বসেছিলে তুমি,
তব সুবিচারে পূত জন্মভূমি,
রেখেছিলে শির তৃণাদপি নমি'
গোলক-অধীশ-আদেশে।
জানি না কি সুখে, আছ গো ডুবিয়া,
প্রেমিকের প্রেমে কি ভাবে মজিয়া,
সোণার বেদীতে কি ভাবে সাজিয়া,
কত না সোহাগ-হরষে॥

শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদভক্তগণের নানাপ্রকার কৃষ্ণসেবাপ্রথা অনধিকারিগণের হস্তে যে কালে বিকৃত হইতেছিল, শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত-পরিচয়ে জনগণ যে কালে গৌড়ীয়-সমাজে মূঢ়তার আরোপে অবহেলিত ও অনাদৃত হইতেছিলেন এবং ব্যাভিচার ও কুরুচি যখন গৌড়ীয়ভক্তগণকে কবলিত করায় গৌড়ীয়-সমাজের প্রতি ঘৃণাই সৎসামাজিকের অর্চ্চনের উপায়ন হইয়া-ছিল, গৌড়ীয়ের সেই দুর্দ্দিনে গৌড়দেশেই গৌড়ীয়প্রবরের

নিরঞ্জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আভিজাত্য-পুষ্ট শিক্ষিত সমাজে গৌরভক্তের অসামান্য সৌন্দর্য্য, অমিত প্রতিভা, সার্ব্বজনীন সদ্ভাব ও গৌড়ীয়ের জাতীয় সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রদর্শন করেন।

আধুনিক সময়ে প্রাকৃত-বিচারবিশিষ্ট জনসঙ্ঘের জাতীয় জীবনোন্নতির যে পন্থা প্রবলবেগে পাশ্চাত্যের অনুকরণে উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই ভাগবতাচার্য্যের পথের অনেক অংশে মিল নাই। বর্ত্তমান গৌড়ীয় জনসঙ্ঘ জড়ের অনিত্য ভোগ লইয়া যে সামাজিক মতভেদকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া আদর করিতেছেন, এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য সেই রূপ সাময়িক প্রবৃত্তির উত্তেজক ছিলেন না। তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রদর্শিত পথকেই জীবজগতের একমাত্র সরণী বলিয়া কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিতেন এবং জগতের সকলেই সেই পথে নিজ চরম কল্যাণ লাভ করিবেন জানিয়া স্বয়ং তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতেন।

সেই মহাপুরুষ হরিজনের আবির্ভাব-তিথি সমাগত-প্রায়। কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে সেই স্মৃতির অনুসরণে শুদ্ধভক্তগণ আজ কয়েক বৎসর হইতে একটী আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন। এ বৎসরও আগামী পরশ্ব সেই উৎসবটী শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরম সমারোহে সম্পন্ন হইবে। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাব-দিবসীয় মহা-প্রসাদ-গ্রহণোৎসবও সেই দিবসেই। আর্য্যাবর্ত্তের পঞ্চগৌড়ের অধিবাসি গৌড়ীয়গণ! তোমরা পরস্পর আভিজাত্যের, ধনের, প্রতিভার, বাহু বলের গৌরব-নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিয়া হিংসা, মৎসরতা পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক প্রেমভরে মিলিত হইয়া জাতীয় উৎকর্ষের শুশ্রূষা বিধান কর। এই হরিজন শতাধিক ভক্তিগ্রন্থের লেখক, ভক্তিমূলা সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, শুদ্ধ সাময়িক পত্রিকার প্রচারক, শুদ্ধভক্তি-প্রচারের বর্ত্তমান যুগের মূল মহাপুরুষ এবং লুপ্ততীর্থাদির উদ্ঘাটক। তাঁহার রচিত সম্পাদিত ও অনূদিত কতিপয় গ্রন্থের তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল।

সাল ১২৫০। হরিকথা (বাংলা পয়ার)।

১২৫৮। শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত আদ্যাশক্তির যুদ্ধ (ঐ)।

১২৬২। সাময়িক পত্রিকাগুলিতে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন।

১২৬৪। পোরিয়েড্, প্রথম ভাগ (ইংরাজী কাব্য)।

১২৬৫। পোরিয়েড্, দ্বিতীয় ভাগ (ঐ)।

১২৬৭। উড়িষ্যার মঠ (ইংরাজী)

১২৭০। বিজনগ্রাম (বঙ্গভাষায় কাব্য)।
সন্ন্যাসী (ঐ)।
আওয়ার ওয়াণ্টস্ (ইংরাজী)

১২৭৩। বালিদে রেজিষ্ট্রি (উর্দ্দুতে রচিত)
স্পিচ্ অন্ গৌতম (ইংরাজি)

১২৭৬। স্পিচ্ অন্ ভাগবত (ইংরাজী)।

১২৭৭। গর্ভস্তোত্র-ব্যাখ্যা অথবা সম্বন্ধ-তত্ত্ব-চন্দ্রিকা (বাংলা)।

১২৭৮। রিফ্লেক্সন্ (ইংরাজী কাব্য)
ঠাকুর হরিদাসের সমাধি সম্বন্ধে পয়ার, পুরীর জগন্নাথ-মন্দির ও পুরীর আখড়া প্রভৃতি (ইংরাজী)।

১২৮১। দত্তকৌস্তুভম্ (সংস্কৃত তত্ত্ববিষয়ক রচনা)।

১২৮৩। দত্তবংশমালা (সংস্কৃত শ্লোক)।

১২৮৫। বৌদ্ধবিজয় কাব্য (ঐ)।

১২৮৭। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (সংস্কৃত শ্লোক, বঙ্গানুবাদ

প্রভৃতি সহ)।

১২৮৮। কল্যাণকল্পতরু (বাংলা হরিকীর্ত্তন-গান)

শ্রীসজ্জনতোষণী (বঙ্গভাষায় বৈষ্ণবধর্ম্মের অর্থাৎ শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তির মুখপত্র। ইহা তাঁহার সম্পাদকতায় ১৭শ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন ইহার চতুর্বিংশ বর্ষ চলিতেছে)।

১২৯০। 'নিত্যরূপ-সংস্থাপন' সম্বন্ধে রিভিউ (ইংরাজী)

১২৯৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা ও বাংলায় রসিকরঞ্জন ভাষ্য)।

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত (বাংলাগদ্য রচনা)।

শ্রীশিক্ষাষ্টকের সংস্কৃত 'সম্মোদন' টীকা।

শ্রীমনঃশিক্ষা (হরিভজন সম্বন্ধে বাংলা গান)।

শ্রীভাবাবলীর সংস্কৃত টীকা।

প্রেমপ্রদীপ (তত্ত্ববিষয়ক বাংলাউপন্যাস)।

শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম (শ্রীল বলদেব-কৃত ভাষ্য সহ) প্রকাশ।

১২৯৪। শ্রীকৃষ্ণবিজয় (শ্রীগুণরাজ খাঁন-কৃত) প্রকাশ।

শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ সংস্কৃতভাষায় টীকাসহ প্রকাশ)।

১২৯৫। শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা (বাংলা)।

১২৯৭। শ্রীমদাম্নায়-সূত্রম্ (সংস্কৃত সূত্র টীকা ও বাংলা ব্যাখ্যা সহ)।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (বাংলা পদ্য)।

১২৯৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-টীকা ও বাংলায় বিদ্বদ্রঞ্জন ভাষ্য সহ)

এই বর্ষে নামহট্টের কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং নিম্ন-লিখিত পাঁচ খানি শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী-ক্রম প্রকাশিত হয়:—

১২৯৯। শ্রীহরিনাম

শ্রীনাম

শ্রীনামতত্ত্ব (শিক্ষাষ্টক)

শ্রীনামমহিমা

শ্রীনাম-প্রচার

এই গুটীগুলিতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালার সংখ্যা-রূপে ঠাকুরের রচিত গান প্রকাশিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাংলা)।

১৩০০। শ্রীতত্ত্ববিবেক বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি (সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা ব্যাখ্যা)।

শ্রীশরণাগতি (বাংলা গান)।

শোকশাতন (ঐ)।

জৈব ধর্ম্ম (বাংলা)।

১৩০১। শ্রীতত্ত্বসূত্র (সংস্কৃত সূত্র ও ভাষ্য এবং বাংলা ব্যাখ্যা)।

ঈশোপনিষদের বেদার্কদীধিতি ব্যাখ্যা,

শ্রীতত্ত্ব-মুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শত-দূষণীর বাংলা ব্যাখ্যা।

১৩০২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অমৃতপ্রবাহ' ভাষ্য (বাংলা)।

১৩০৩। শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল স্তোত্র (সংস্কৃত শ্লোক) ও তৎ-সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইংরাজী জীবনী ও শিক্ষা।

শ্রীরামানুজ-উপদেশ-ব্যাখ্যা (বাংলা)

১৩০৪। শ্রীব্রহ্মসংহিতার 'প্রকাশিনী' নামক বাংলা ব্যাখ্যা।

১৩০৫। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের বাংলা ব্যাখ্যা।

শ্রীউপদেশামৃতের 'পীযুষবর্ষিণী' বৃত্তি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাধ্ব ভাষ্য প্রকাশ।

শ্রীভাগবতামৃতের সংস্কৃত টীকা ও

বাংলা ব্যাখ্যা।

১৩০৬। শ্রীভজনামৃতের বাংলা ব্যাখ্যা

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ (বাংলা পয়ার)

১৩০৭। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি (বাংলা পয়ার)

১৩০৮। শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা (শ্লোক) ও বাংলা ব্যাখ্যা।

শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুমের বাংলা ব্যাখ্যা।

শ্রীপদ্মপুরাণ সমগ্র প্রকাশ।

১৩০৯। শ্রীভজনরহস্য (বাংলা পয়ার)

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (পরিবর্দ্ধন)।

শ্রীপ্রেম-বিবর্ত্ত (জগদানন্দ পণ্ডিত-কৃত) প্রকাশ।

স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্।
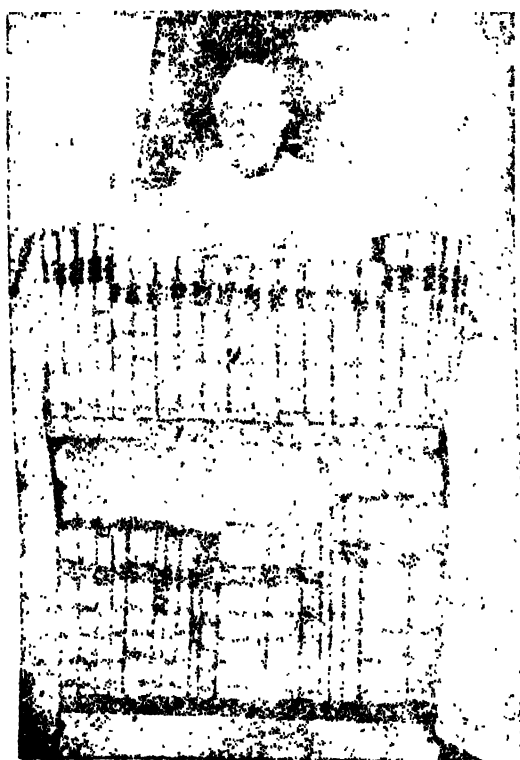
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিগত জন্মোৎসব-সমূহের তালিকা :—

১। ১৩২১ সালে কলিকাতা 'ভক্তিভবনে'।

২। ১৩২২ „ কলিকাতা সাহিত্যপরিষৎমন্দিরে।

৩। ১৩২৩ „ কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে।

৪। ১৩২৪ সালে রামমোহন লাইব্রেরী হলে।

৫। ১৩২৫ „ থিয়োসফিক্যাল সোসাইটী হলে।

৬। ৭। ৮। ১৩২৬।১৩২৭।১৩২৮ সালে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীগৌড়ীয় মঠে।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

উৎকলদেশে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল। তথায় ভগবানের যে অর্চ্চা-বিগ্রহ আছেন, তাহা ভুবনবিদিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারোদ্দেশে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সেই মঠের রক্ষক শ্রীপাদ মুকুন্দ-বিনোদ বাবাজী মহারাজ গত সপ্তাহে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে অন্যান্য ভক্ত শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবা করিতেছেন।

শ্রীগৌরহরি একাম্রকানন ভুবনেশ্বরে পাদধূলি দিয়াছেন। তিনি ভক্তভগবানের সেবা-প্রথা অনুগত-মণ্ডলীকে বুঝাইয়াছেন। তথায় গৌড়ীয়গণের কিছু কিছু স্মৃতি থাকিলেও স্থায়ী কোন অনুষ্ঠানই নাই। এমন কি, শ্রীগৌরসুন্দরের একটী অর্চ্চামূর্ত্তিরও নিত্য সেবা তথায় দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীভাগবত যন্ত্রের অধ্যক্ষ, আদর্শচরিত্র ভক্ত শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় প্রায় দেড় মাসকাল তথায় অবস্থান করিয়া গোপালিনী শক্তির আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিন চারি দিন পূর্ব্বে তিনি গৌড়ীয়গণের জন্য তথায় একটী আশ্রয়-নির্ম্মাণের ভূমি সংগ্রহ করিলেন।

ঢাকার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উন্নতির জন্য সেই মঠের রক্ষক শ্রীপাদ হরিপদ অধিকারী মহাশয় বিশেষ যত্ন করিতেছেন। নবাবপুরের প্রসিদ্ধ ভক্ত বদান্যবর শ্রীযুত সূর্য্যকুমার বসাক মহোদয় শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের শ্রীগৌরসুন্দরের যে অপূর্ব্ব সিংহাসন সম্প্রতি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই সর্ব্বজনচিত্তাকর্ষক। ফরাসগঞ্জের বদান্যবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস মহাশয় সিংহাসনের কাষ্ঠ সভক্তি-চিত্তে অর্পণ করিয়া সাধুগণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। রায়সাহেব শ্রীগৌরনিতাই শঙ্খনিধি মহাশয়ের মুক্তহস্ত অনেক সময় মঠবাসিগণের আময় অপনোদনের বিপুল সাহায্য করিয়াছে। মাধ্বগৌড়ীয়েশ্বরাচার্য্য গৌরহরি এই সাধুচিত্ত ভক্তত্রয়ের সতত মঙ্গল বিধান করুন,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ঢাকা কমলাপুর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় শাখামঠের পরম ভাগবত শ্রীযুত হরিবিনোদ অধিকারী মহাশয় একখানি বাসোপযোগী বৃহৎ গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় প্রদান করিয়া ভক্তগণের বিপুল আনন্দ বিধান করিলেন। তাঁহার আদর্শ জীবন সেবাপরায়ণ ভক্তমণ্ডলী গ্রহণ করিলে আর প্রচার-কার্য্যের সফলতায় বিলম্ব ঘটে না।

কলিকাতা বড়বাজারের স্বধামপ্রাপ্ত রাজা কাশীনাথের সুযোগ্য তনয় পরম ভাগবত সপ্ততিপর বর্ষীয়ান্ রাজা বাবু দামোদরদাস বর্ম্মন্ মহোদয় গত শনিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে অনেকগুলি ভক্ত বৈষ্ণব পণ্ডিতের সহিত আগমন করেন। তন্মধ্যে শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামি-শাখা শ্রীঅনন্তাচার্য্য ও শ্রীহরিদাস পণ্ডিতোপশাখা আক্‌বিয়নাটীয় শ্রীগদাধর ভট্টবংশ্য একটী বৃন্দাবনবাসি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রীয় ভক্তিকথা ও হরি-

কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

ঢাকা আড়িয়লের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীহরিমোহন শিরোমণি গত সোমবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমনপূর্ব্বক নানা শাস্ত্রকথা শ্রবণে যোগদান করেন। তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামি-শাখা কাঠাদিয়ার জগন্নাথ ঠাকুরের বংশ্য।

সেই দিনেই বড়বাজারের 'গোবিন্দ ভবনে'র পশ্চিম-ভারতবাসী অনেকগুলি শ্রোতা ও পাঠক শ্রীগৌড়ীয় মঠে যোগদান করেন।

যশোহর বাগারপাড়া থানার নারিকেলবেড়ে গ্রামে যে শ্রীমূর্ত্তি অনর্চ্চিত অবস্থায় বহুদিন ছিলেন, তাঁহার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকার্য্য শারদীয় পূজাবকাশেই সম্ভাবনা আছে।

গৌড়ীয়ের প্রচারে প্রত্যহই অসংখ্য প্রশংসা ও উৎসাহপূর্ণ পত্রাদি আসিতেছে। সকলেই এক-বাক্যে এই পত্রের প্রচারের সমর্থন করিতেছেন।

মধুর লিপি।

গতবারে চিঠির শেষে শরীরের ডাক্তারগুলিকে ভক্ত ব'লে খাড়া কর্‌বার কথা লিখ্‌তে লিখ্‌তে থেমে গিয়েছিলাম। তোমরা গৌড়ীয় হ'য়েও আমার সে সব কথা ভাল বুঝ্‌তে পারনি, দেখ্‌চি। তারই জন্যে আজও কিছু বোল্‌বো।

গৌড়ীয়ের উপাস্য গৌরাঙ্গের কথাটা তোমরা ভুলে গেলেও আমি বলামাত্র তোমাদের মনেপড়ে' যাবে। গৌরাঙ্গ বলে' গেছেন, বেদ্ বেদান্ত, সাধন ভজন, সমাধি-ভক্তিযোগ, সকল গুলিতেই—চেতন ও জড়ের কথা, গ্রহণ ও ত্যাগের কথা, আত্মা ও অনাত্মার কথা; নিত্য ও অনিত্যের কথাও বিশেষভাবে আলোচনা হয়েচে। গৌর বলেন, মেটে শরীরটা চিরদিন থাকে না, যে মনটা জড়ের ধারণায় দিন কাটায়—দুঃখ সুখ ভোগ করে, তাহা জীবের স্বরূপ নয়। জীবের নিত্য সিদ্ধ আত্মদেহ আছে, তাহা চাড়মাসের শরীর নয়, মনের কল্পিত নয়। কিন্তু কিছুদিন গৌরভক্ত-সমাজে জড়রসিক ও জড় প্রিয়গণ তাদের জড়ের পিণ্ডিটাকেই বোষ্টম্ খাড়া কর্‌বার পাণ্ডা হয়েছিলেন। এমন্ কি, সর্ব্বসম্বাদিনী বুঝে' সুঝে' লিখে' পড়ে', ষট্‌সন্দর্ভে ওয়াকিফ্‌হাল্ হ'য়ে তাঁরাই বলেন, জীব গোসাঞী ঠাকুর জড়রস নিজে আস্বাদন করিতে অসমর্থ ছিলেন ব'লেই আকুমার ব্রহ্মচারী। জড়ের ডাক্তার জড়ের শরীরের খবরটা বেশী রাখেন কিনা, তাই গেরস্থগিরিটাকে অবৈধভাবে চালা'তে গিয়ে বুদ্ধি ফেনিয়ে যে জড়রসতত্ত্ব বা'র করেছেন, তাতে ঘুরে' ফিরে' ব্রজরসকে মেটে কর্‌বার ফিকির্‌টা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বাজারে প্রেমফুলে ফুটিয়েছেন। দেহতত্ত্বনিপুণ জড়রসিক বলেছেন, কৃষ্ণপ্রেমের পশার সর্ব্বত্র! এমন কি ভোগী যুবক যুবতীতে, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতায় সর্ব্বত্রই কৃষ্ণপ্রেম! সুতরাং সে প্রেম আর গোপীর প্রেমে ভেদ কর্ত্তে গেলেই পাষণ্ডতা আস্‌বে! গৌরভক্ত জড়রসিক বলেন, দাঁড়ি রেখে' জড় কবিতা পড়ে' জড় চোকে আমি ফোঁটাকতক জল ফেল্‌তে পারি, ও জড়ের শরীরটাকে নানাপ্রকারে নাচা'তে পার্‌লেই প্রেমিক

ভক্ত হ'তে পারি। বৃন্দাবনে আমার কাছে খবর এসেছিল যে, পয়সার জন্যে শরীরের চিকিৎসক দেহের বিকারটাকেই কৃষ্ণপ্রেমাঙ্গ বুঝে ফেলেছেন। ডাক্তার ভেবে' ভেবে' লম্পট গেরস্থদের বুলিকে নিজের অভিজ্ঞতা বলে' গৌরভক্তদের মধ্যে যে পশ'র জমিয়েছেন, তার ফলে গোটা কতক শিষ্যের হৃদয়-কূপ জড়প্রেমের ফোয়ারার দুর্গন্ধজলে বোঝাই ক'রেছেন। কোয়ামারা থেকে যখন তিনি কলির সহরে প্রথমে এসেছিলেন, তখন তাঁর লম্বা দাঁড়ি দেখে' একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি গৌরভক্ত হ'য়ে চূড়াধারী অতিবাড়ী বাউলদের ন্যায় দাঁড়ি রাখলেন কেন? আপনি ত' বাউলের শিষ্য ন'ন? বাউলদের অনেকের দাঁড়ি চূড়া আছে। উহা ফেলে' দিন, ভদ্র-বেশ নিলে ত' ভাললোকে বৈষ্ণব বল্‌বে'? তিনি তদুত্তরে চোখ্‌ রাঙিয়ে বলেছিলেন, 'আমি গৌরাং ছাড়্‌তে পারি, কিন্তু ইহজীবনে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দাঁড়ি ছাড়্‌তে পারিনে।' আবার দশ পনর বছর গৌরাং ভজন কর্ত্তে কর্ত্তে তাঁর গৌর অপেক্ষা প্রিয়তর দাঁড়ি গোঁফ্‌যোড়া চাঁচা পড়্‌লো কেন? তোমরা কি তদন্ত করেছ? বাউলের চিহ্ন ছেড়ে' প্রাকৃত সহজে'র চিহ্নটাই গৌড়ীয়ের অধিক অর্থপ্রদ, সুতরাং সকলের আগে পেট্‌, তজ্জন্য অনেকদিনের দাঁড়ি রাখার প্রতিজ্ঞাটা রোজগারী পেয়াদা পয়সায় ছাড়িয়েছে। তোমরা যদি এবিষয় আর কোন সঠিক সন্দেশ পেয়েই থাক, তাহ'লে এখান পর্য্যন্ত ছুঁড়ে ফেলো আমি তাহা জান্‌তে পার্‌বো। তোমরা গৌড়ীয়, তোমাদের ভাগবতেই সেজন্য রসিকতা ও আলয়রস-প্রিয়তার কথা গোড়া থেকে শেষপর্য্যন্ত। আমিও তাই বল্‌চি ও বোল্‌বো। তবে এসব কথা হজম কর্‌তে তোমাদেরও এক হপ্তা লাগ্‌বে। আজ এ পর্য্যন্ত।

বৈষ্ণব কি শাক্ত?

ব্যবহারিক জগতে শাক্ত ও বৈষ্ণবে বহুকাল বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। পৌরাণিক ঐতিহ্যেও তাহা স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণব রাজা চন্দ্রহাসের বিবরণে আমরা তাহারই প্রকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু সুষ্ঠু বিচারে যদি দর্শন করা যায়, তাহা হইলে শুদ্ধ শাক্ত ও বৈষ্ণবে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতে পারে না, যেহেতু একজন অনন্ত শক্তির ও অন্যতর একল শক্তিমানের উপাসক। শক্তির উপাসক, শক্তিমানের সেবক না হইয়া থাকিতে পারে না, আর শক্তিমানের সেবক সর্শক্তিক ভগবানের উপাসক, তাঁহার উপাস্য তত্ত্ব নিঃশক্তিক নহেন। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এই সিদ্ধান্তে শক্তি-শূন্য শক্তিমান উপাসিত হইতে পারেন না, আবার শক্তিমান্‌ হইতে পৃথক্‌ তত্ত্বরূপেও শক্তির উপাসনা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং, নির্ম্মল সেবাধর্ম্মে অধিষ্ঠিত শাক্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য কি? কিন্তু যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ নির্ম্মল সেবা-বুদ্ধির অভাব অর্থাৎ ভোগবুদ্ধির অভ্যুদয়। গুণজাত বৃত্তি যখনই জীবকে অধিকার করিতেছে, তখনই সেবা-বৃত্তির হ্রাস বা লোপ সংসাধনপূর্ব্বক তাহার শক্তিমান্‌সহ শক্তির সেবা অন্তর্হিত করাইয়া ভোগেরই আবাহন করায়। বিশুদ্ধ

সত্ত্বের স্থলে রজস্তম আসিয়া লোককে ভোগে প্রবৃত্ত করাইয়া ফেলে। এই অবস্থায় যে ধর্ম্ম তাহা নিত্য ধর্ম্ম নহে, সৌভাগ্যক্রমে ভোগপ্রবৃত্তি ও গুণাধিকার প্রশমিত হইলেই ঐ তৎকালিক ধর্ম্মের আর অধিকার থাকে না। তখন জীব বিশুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া নির্ম্মল সেবাই তাঁহার বৃত্তি বলিয়া নিত্য ভগবদ্দাস অভিমান করিবেন। এক্ষণে কোন কোন স্থলে ঐ রজস্তমোধিকৃত ভোগীর ধর্ম্মকেই বিকৃত বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। এরূপস্থলে যে যে উপাসনায় যথার্থ সেবা বুদ্ধি নাই, তন্মূলে স্ব স্ব জাগতিক সুখ-চেষ্টাই বিরাজিত। ধন, যশ, শত্রু-নাশ, লোকবল প্রভৃতি লাভের জন্যই প্রত্যাগুনাদির প্রয়োজন। লক্ষ্মী, কাত্যায়নী প্রভৃতি শক্তিকে আধিকারিক দেবতাজ্ঞানে তাঁহাদের নিকট এ সংসারে থাকা কালে সুবিধার জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়, সেইগুলি প্রার্থনাই আমাদের সকাম কৃত্য হইয়া পড়ে, তখনই গৌণ বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম্মের যজন। সুতরাং মূলে নিষ্কাম শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রভেদ না থাকিলেও আমরা গুণগত বৃত্তি লইয়া কামনামূলে সত্য হইতে উভয়কে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছি। যাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদের সকলেই যে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর নিষ্কাম সেবক, তাহা নহে, অনেকেই ভোগমার্গের বৈষ্ণব ও শাক্ত। যেখানে বিষ্ণুকে ও বিষ্ণু-শক্তিকে আধিকারিক দেবতাজ্ঞানে ঐ জাগতিক শুভ প্রার্থনার প্রশ্রয় আছে, সেখানে নির্ম্মল সেবা, ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেও এবং বৈষ্ণব চিহ্নে চিহ্নিত থাকিলেও এরূপ বিষ্ণুপাসকের গৌণ বৈষ্ণব বা গৌণ শাক্ত ভিন্ন অন্য পরিচয় নাই। স্বীয় ভোগোপকরণ-সংগ্রহ জন্য বহিরঙ্গা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, কেননা ভোগময় জগতে যাহা কিছু কার্য্য, সকলই শক্তি-সম্ভূত। তাই, ভোগাধিকৃত বুদ্ধি শক্তিমান্ বৈকুণ্ঠের দর্শনে অসমর্থ হইয়া ভোগময়ী মায়া-শক্তিকেই চিনিতে পারে, শক্তিমানের সংবাদ রাখে না। তাহাতেই বিরোধের সৃষ্টি। নচেৎ, যদি তটস্থ হইয়া বিচার করা যায় যে, শক্তির স্বতন্ত্রাধিষ্ঠান সম্ভবপর কিনা, তখন বেদানুগত হইয়া আমরা দেখিতে পাই, ভগবদন্তরালেই শক্তি আছেন। যেখানে শক্তিমান্ ছাড়িয়া পূর্ব্বে শক্তি ও পরে শক্তিমান্, তাহা বেদবিরুদ্ধ কপিল-মতানুবর্ত্তিতা। তাহারা প্রকৃতিকেই কর্ত্রী করিলেও বেদে তাহার স্বীকার নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ, যাঁহার বেদই একমাত্র অবলম্বনীয়, সুষ্ঠু-বিচারে শক্তিমান্ অস্বীকার করিয়া শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না, বিশেষতঃ শক্তিকে কেবল অচিৎ বলা হয় না। শক্তি তদীয় তত্ত্ব। তদ্বস্তু বা তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ শক্তিমত্তত্ত্ব স্বীকার না করিলে তিনি শুদ্ধ শাক্ত হইতে পারেন না। কেননা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্ত্ব-গুণাবলম্বী, তিনি কিরূপে সত্ত্ব পরিহার করিয়া রজস্তমের অধীন হইবেন? বরং তিনি ক্রমে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ নির্গুণতা অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমশঃ যথার্থ

বৈষ্ণব হইবেন। তিনি স্বয়ং নিত্য ভোগ্য-তত্ত্ব বা শক্তি, সুতরাং তাঁহার কিছুমাত্র ভোগপ্রবণতা থাকিবে না, তিনি বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবারূপ নিত্যস্বরূপ ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন জড়-ভোগার্থে কৃত উপাসনাদিকে তাঁহার আর ভক্তি বলিয়া ভ্রম হইবে না, তিনি ভক্তি বলিয়া ভুক্তি স্বীকার করিবেন না ও ভুক্তিমূলা প্রার্থনাকে ভক্তির সহিত অভিন্ন ভাবিবেন না। মায়ের কাছে আঁব্দার করিয়া, যত পারা যায়, আদায় করিবার যত্নকে মাতৃভক্তি বলা যায় কি? "কারও দুধে চিনি, আমার শাকে বালি" এই ক্ষোভকে যদি ভক্তি বলা যায়, তাহা হইলে জগতে ভক্তের অভাব থাকিত না, আর ভক্ত এত আদরণীয় তত্ত্ব হইত না। নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য রাবণও মহামায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভক্ত নামে অভিহিত হয়েন নাই। ধ্রুব মহারাজের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান বৈষ্ণবানুমোদিত ছিল না, যেহেতু তিনি রাজ্যলোভে ও দুঃখ নিরাকরণমানসে পদ্মপলাশলোচন হরির অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে। পরে সৌভাগ্যবলে দেবর্ষি নারদের পাদাশ্রয়ে সাধুসঙ্গক্রমে তাঁহার সে দুর্ব্বুদ্ধি দূরীভূত হয়, তখনই তিনি ভক্তাগ্রগণ্য হইলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে কদাপি এরূপ ভোগপ্রবণ, সেবারহিত বৈষ্ণব বা শাক্ত ধর্ম্মের আবাহন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সময়ে সময়ে ভোগপর বিকৃত বৈষ্ণব বা শাক্তগণকে শৈবধর্ম্মযাজী দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তাঁহারা মোক্ষসাধন-তৎপর হ'ন, তখন তাঁহারা শাঙ্কর শৈবগণের পথ অবলম্বন করেন। যখন তাঁহারা মায়ের নিকট আব্দার করেন, "এ সংসার-গারদে আর আমি থাকিতে পারি না, আমায় এ গারদ হইতে উদ্ধার কর," অর্থাৎ যখন ভোগ করিয়া দেখে, অবিমিশ্র সুখভোগ ঘটে না, তৎসহ দুঃখভোগ মিশ্রিত, তখন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকল্পে মোক্ষচেষ্টা প্রবল হয়। আমরা অজ্ঞতাক্রমে উহাকেও ভক্তি বলিয়া মনে করিয়া লই, কিন্তু ঐরূপ মোক্ষপ্রবৃত্তিতে শুদ্ধা ভক্তির স্থান নাই, তাহাও তাৎকালিক কার্য্য-সিদ্ধির জন্য আধিকারিক দেবতার উপাসনা মাত্র। নির্ম্মলা ভক্তি ভোগ-মোক্ষ-বাসনা-দুষ্ট নহে। নির্ম্মল বৈষ্ণব বা বিষ্ণুশক্তির আশ্রিতগণ শুদ্ধ-ভক্তি-যাজী। এই সকল বিচার করিলে শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ থাকিতে পারে না। যাঁহার যেরূপ প্রাপ্য, তিনি তদ্রূপ ভজন করিবেন, তাহাতে বিবাদের স্থল কোথায়?

আমার চশ্‌মা।

একটু বেশীদিন আগে এদেশে সাহেবরা বেশ আসর জমকে নিতে পারেননি। তখনও এদেশের জিনিষপত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের সব খবর পুরো পুরি জানা ছিল না। সে সময়ের এক ম্যাজিষ্ট্রেটের বেশ দাঁড়ি গোঁফ ছিল। এদেশে সাহেবদের তখনও একেবারে দাঁড়ি গোঁফ কামানর রেওয়াজ ছিল না।

সাহেব একটী কাঁঠাল ভেট্ পেয়েছিলেন। তিনি আর্দ্দালীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সেটী খাবার জিনিস ও তাহা ভাঙ্গিয়া খাইতে হয়। সাহেব তাঁহার অপরিচিত জিনিষটীকে খাস কামরায় রেখে আস্‌তে বলেন; পরে একসময়ে গোপনে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া কাঁঠালের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কাঁঠালটী ভাঙ্গিয়া কোয়া বাদ দিয়া খোলার উল্টা পিঠটী মুখে দিতেই মিষ্টরস পাইয়া আনন্দে ভোঁতা চুষিতে লাগিলেন। পরে বুঝিতে পারিলেন যে, আঠা তাঁর গোঁফ দাঁড়িতে জড়াইয়া গিয়া এক বিষম মুস্কিল হইয়াছে। তখন আর ব্যাপার গোপন রাখিতে পারিলেন না। আর্দ্দালীকে ডাকিয়া তাহার উপর ভারি তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করে' দিলেন। সে বেটা যেন তামাসা করে' তাঁকে বিপদে ফেলেছে। সে বেচারা ত' ভয়েই খুন। সাহেব এই মার্‌তে যান্ ত' এই মারেন। তখন বেচারা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌ল, "হুজুর, মেহের-বাণী কর্‌কে মুসে বাৎ শুনিয়ে, পিছাড়ী কসুর মাল্‌ম হোয় ত' জো খোস হ্যায় ওহি কিজিয়ে।" সাহেব একটু ঠাণ্ডা হ'লে সে বল্‌তে লাগ্‌ল, "হুজুর, ও চিজ্‌ খানেকো বন্দোবস্ত্ আলগ্ হ্যায়। আপ্ জো খা রহা, সো 'ত' ফেক্ দেনা পড়্‌তা। মগর উস্‌কো বিচ্‌মে যো আচ্ছা মাফিক্ চিজ্, ওহি খানেকো মাল হ্যায়। ইয়ে নোকর্‌কা কুছ্ কসুর নেহি, হুজুর রাখ্‌নেওয়ালা মার্‌নেওয়ালা। হুজুরকো জো খুসি।" সাহেব নিজের বোকামি বুঝ্‌তে পেরে' গম্ভীরভাবে হুকুম কল্লেন, "হাজাম বোলাও। খবরদার, তুম হুঁসিয়ার রহো, উস্‌কোভি হুঁসিয়ার কিও, এবাৎ আউর কোই মৎ শুন্‌নে পায়।" 'জো হুকুম' বলে'ত' আর্দ্দালী পরামাণিক ডেকে' হাজির। সে ত' সাহেবের গোঁফ দাঁড়ি কামিয়ে দিয়ে গেল। পরদিন গোঁফদাঁড়ি-কামান সাহেবকে এজলাসে দেখে', অনেকে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্ত্তে লাগ্‌ল। সাহেব ত' বিচারে মন দিলেন। সাক্ষীর এজাহার হ'চ্চে। পরে এক ভট্‌চাযির পালা, তাঁ'কে দেখে, সাহেব হেসে হেসে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "হাঁ হাঁ হামি সব্ বুঝেছে, টুমি লোগ্ কাঠার খাইছে, কেএমন?" ভট্‌চাযি এসেছিলেন মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে। সাহেব সব বুঝেছে, এই কথা শুনেই তিনি ত' হতভম্বা, কাঁপ্‌তে লাগ্-লেন। সাহেব হুকুম দিলেন, ভট্‌চাযিকে যেন লাঞ্চের (জল খাবার) সময় সাহেবের কামরায় নিয়ে যাওয়া হয়। তখন আর তাঁর সাক্ষ্য লওয়া হইল না। লাঞ্চ্ সেরেই সাহেব ভট্‌চাযিকে ডাকিয়ে নিয়ে আবার সেই কথা, ভট্‌চাযি কেঁদে খুন্। সাহেব সান্ত্বনা দিচ্ছেন, "উহাটে কি ডোষ আচে? আপনি কেন ভীট হচ্ছে? হামি আপনি মাফিক্ কাঠার খাইচে, আপনি ভি কাঠার খাইচে, ডাড়ি কামাইচে, গোপ কামাইচে। আপনার ডেশে ঐ কাঠার সুখাড়া নহে, অটান্ট কষ্টকর আচে। আমাডের ডেশে কোন জিনিষ খাইটে এট কষ্টকর নহে। আপনি কখনও কাঠার খাইবে না।" বলিয়া সাহেব, তাঁহারই ন্যায় কাঁঠাল খাইয়া বিপাকে পড়িয়া এদেশের একজনকে গোঁফ দাঁড়ি কামাইতে হইয়াছে, বুঝিয়া ভারি আনন্দিত। আনন্দে ভট্‌চাযিকে পাঁচটী টাকা পুরস্কার দিলেন। ভট্‌চাযি হাস্‌বেন্ না কাঁদ্‌বেন, ঠিক কর্ত্তে না কর্ত্তেই চাপরাশি তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেল ও আরও চারিজনে মিলিয়া বক্‌সিস বলিয়া ঐ পাঁচটী টাকার ভার হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিলেন। ব্রাহ্মণ এসব হইতে রেহাই পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে

গৃহমুখে দৌড়িয়া আসিয়া গৃহিণীকে কহিলেন, "ম্যাজিষ্টর সাহেব আমাকে মিথ্যেদলের সাক্ষী বলে' কাটারী খাইতে অর্থাৎ কাটারীর আঘাত খেতে কাটারী কিন্‌বার জন্ত পাঁচটী টাকা দিয়াছিল, আর যেই চৌকিদারগুল' ঐ টাকা নিয়ে কাটারী কিন্‌তে গেল, আ'মি অম্‌নি ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসিছি। আমাকে যদি বাঁচ্‌তে দেখ্‌তে চাও, বেশ ক'রে আমায় ঘরে বন্ধ ক'রে লুকিয়ে রাখ, নইলে আমার গর্দ্দান যাবে।"

ঐ সাহেবের মত বিচারপূর্ণ ব্যক্তি আজও দেখিতে পাই। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার ভক্তগণ তাঁহাদের ঠাকুরের আনুগত্যে কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী একস্থানে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারে যা'ন। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে দেশের স্থানে স্থানে প্রচারোপলক্ষ্যে গিয়া লোককে শুদ্ধনামকীর্ত্তনের উপদেশ দেন। তৎকালে বৈষ্ণববেশধারী একব্যক্তি প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হ'ন। তিনি শুনিয়াছেন, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ভক্তচূড়ামণি আসিয়াছেন, সুতরাং তিনি পারকীয় রসে রসিক। অবশ্য লোকটির এ পর্য্যন্ত ধারণা ঠিক হইল। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, তিনি নিজে যেরূপ জড় পারকীয় রস আস্বাদ করেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ যাঁহার আখ্যা হইয়াছে, তিনিও সেই আস্বাদে অবশ্যই বঞ্চিত নহেন। হা ধিক্ অজ্ঞতা, হা ধিক্ পাষণ্ডতা! তিনি প্রভুর ভক্তগণকে তত্ত্ববিচারে নিযুক্ত দেখিয়া বলেন, "আপনারা আসল জিনিষের সন্ধান পান নাই। আপনাদের ঠাকুরের সঙ্গে গোপনে আলাপ করিয়া রসাস্বাদ করিব।" তিনি কিছুতেই তত্ত্বকথায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। তিনি সকলকে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "মশায়, আপনাদের এখনও অনেক দেরী," শেষে তর্কস্থলে লোকটি স্বীকার করিলেন যে, "যে ব্যক্তি এজগতে নিজে পারকীয় রসভোগ (অর্থাৎ, ব্যাভিচার) না করিল, সে রাধাকৃষ্ণ-লীলা কিরূপে বুঝিবে? যতই গোপন করুক্ না কেন, এই শরীর দ্বারা পারকীয় রসের আস্বাদ না পাইয়া কেহই বড় ভক্ত হইতে পারে না। তোমরা তোমাদের ঠাকুরকে চিনিতে পার নাই, তোমাদের এখনও তর্কযুক্ত দেখিয়া রসের ভজন তোমাদিগকে দেন নাই। তোমরা 'না' বলিলে কি আমি শুনি? ঐ রসেরই যদি আস্বাদ না থাকিবে, তবে লোকে কেন বৈষ্ণব ধর্ম্ম লইবে? গৌরাঙ্গের ধর্ম্মই সহজ ধর্ম্ম। তাতে বিচার নাই, তর্ক নাই। ইহার অনুষ্ঠান "মাগুর মাছের ঝোল, ভোর যুবতীর—।" হায়, হায়, আমাদের গোরাচাঁদের এই রসের ভজন যে না বুঝিল, সে কি লোভে বৈষ্ণব হয়? তা'র চেয়ে পঞ্চ ম'কার সাধনের শাক্ত ধর্ম্ম ত' ভাল? তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গে আমার একটু নিরিবিলি থাকতে দাও, তোমাদের দেখিয়ে দেব যে, তিনি কতদূর পারকীয় রসের আস্বাদ পেয়েছেন। তোমরা ত খবর রাখনা? স্ত্রীলোক না হ'লে কখনও রাধাকৃষ্ণ-ভজন চল্‌তে পারে?" লোকটার এই সকল পাষণ্ডোক্তি শুনিয়া ভক্তগণ হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করেন ও শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের ইঙ্গিতে তাঁহাকে তফাতে লইয়া গিয়া বাস্তব সত্য জড় জগতের—প্রকৃতির রাজ্যের অতীত অপ্রাকৃত নির্ম্মল পারকীয় রসের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করেন। সে কিছুতেই বুঝিল না যে, এই জগতেই পরদারাভিমর্ষণরূপ লীলা না করিলে কিরূপে কৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদ করা যাইবে? এই সেই কাঠালের হাকিমের মত বিচার; ভট্‌চায্যি যখন দাঁড়ি গোঁফ

কামান, তখন তাঁহারা অবশ্যই হাকিমের ন্যায় কাঁঠাল খাইয়া নিজেদের এই দুর্দ্দশা করিয়াছেন, নচেৎ কেন তাঁহারা সাধের দাড়ি গোঁফ দূর করিবেন? ধন্য বিচার! আমি যখন মাছ খাইয়া ব্যভিচার করাকেই হরিভজন বুঝিয়াছি ও তাহাই করি, তখন যে যত বড় ভক্ত, সে তত ঐ সব দু-র্ব্বৃত্ততায় রত। হায়, হায়, এই ভাবে কৃষ্ণলীলার রসাস্বাদ করিতে গিয়া কত লোক নিজের চশমায় দেখিতে গিয়া যে পাষণ্ড হইয়া গেল ও অপরকে পাষণ্ড করিয়া তুলিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজ-সভা এই সকল অসদাচারের, অসৎধারণার উচ্ছেদ-সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, যাহাতে এই সকল ভণ্ড পাষণ্ডগণের কদাচার নিরীহ অল্পবুদ্ধি লোক-গণকে বিপথগামী না করিতে পারে, তজ্জন্য নানা উপায়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রদর্শিত নির্ম্মল আত্মধর্ম্ম লোকের দ্বারে দ্বারে প্রচারকরিতেছেন। জগতের সদ্বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই তাঁহাদের সহায় হইতেছেন ও হইবেন। কেবল অসচ্চরিত্রগণই তাঁহাদের প্রচারের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন না।

ভবঘুরের উক্তি।

দেখ, গৌড়ীয় মঠের লোক তোমরা বড় সুবিধের নও। তোমাদের বন্ধু জেনে' নিজের দুই একটা খেয়াল জানাই, আর তোমরা কিনা সেই কথাটা একেবারে কাগজে ছাপিয়ে দুনিয়ায় ঢাক্ বাজিয়ে দিলে! আর, ভাই, তোমাদের সঙ্গে মিশবোনা। মনে করিছিলুম তোমাদের সঙ্গে ফিরলে ঘুরলে, আর কিছু হ'ক্ না হ'ক্, লোকে আমাকে ভক্ত বলে' আদর অভ্যর্থনা করবে, সে পথ দেখ্‌ছি, তোমরা বন্ধ বল্লে। মনে মনে কত সাধ ক'রেই তোমাদের দলে ঢুকতে গিয়েছিলুম। মনে করেছিলুম তোমাদের মধ্যে ঢুকে' কটু ক'রে নাম টাম করে বস্‌বো, সেটা তোমাদের ওখানে হ'বার যো নেই দেখে' আমি হতাশ হ'য়েছি। আমার ত' কোন জায়গা দেখা বন্ধ নেই, সব জায়গাই দেখেছি, সুবিধা বড় কোথাও কর্ত্তে পারিনি। কারণ, দেখ্‌লুম সে বড় খাটুনি। ওদের সঙ্গে ঘুরলে ঐ কোথায় বন্যা হ'চ্ছে, ছুটতে হ'বে, তা'ও জান্ হাতে ক'রে, তবে যদি বাহবা পাওয়া যায়। তাদের সেখানে গেলে এসায়নাচার্য্যের মত, ও আনন্দগিরির কথা এই নিয়ে দিন কাটা'তে হবে। এই রকম সব্ জায়গায়ই একটা না না একটা বাধা। ওসব আমা দিয়ে হ'য়ে উঠ্‌বেনা। তাই মনে করলুম যে, বোষ্টোমদের ভাবের ধর্ম্ম, সেই ভাল, ভাব্‌টাব্ দেখিয়ে তা'দের মাঝে একটা কেও—কেটা হ'ব। ও ভায়া, দেখি, না' দলে দলে বহু ভাবের লোক আছে, তা'দের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার পোষাবে না। এক ঘণ্টা দুঘণ্টা, কেউ কেউ এক একবেলা পড়ে' পড়ে' ভাব্ দেখায়। সেই কি কম কাণ্ডরে, দাদা! আর দেখলুম, সে সব দলগুলোকে আর ভদ্রলোকে বড় খাতির করেনা। একটা কথা মনে পড়ে' গেল। ভায়া, একটা লোক একদিন বড় বেলেল্লা

চাল খেলেছিল। তার ভাব-দেখান পয়সার জন্যে। একদিন সে ভাব দেখায়, রদ্দুরের মাঝে। কোয়াটার খানেক পরে সে ধড়্ফড়্ করে' উঠে' পড়্‌ল। দলের লোকেরা বল্লে, এই এই আর খানিক, আর খানিক। লোকটা সেই রোদে তেতে গিয়ে চটে' গেছে, বলে' ফেল্‌লে, "হাঁ, মশাই, চারআনা পয়সায় ঢের ভাব দেখান হ'য়েছে, আবার কি? বেশী ভাব দরকার হ'লে বেশী পয়সা ছাড়্‌তে হয়।" লোকজন ত' অবাক্। আমি চট্ করে' বুঝে' নিলুম, ব্যাপারটা কি?—আমি ঐ তন্ত্রের লোক কিনা? তবে সে পয়সার জন্য ভাব দেখায়। আমার দরকার ছিল খাতির, বড় ভক্ত বলে' পরিচয় পাওয়া। কেউ কেউ আবার কামিনীর মন গলাতেও ভাব দেখায়। দাদা, দুনিয়া খানা ঘুরে' আমি ত' একটা সত্যিকারের ভাব্‌ওয়ালা লোক দেখ্‌লুম্ না। খবর পেলুম যে, তোমাদের মঠে ভাব্ দেখাবার লোকের দরকার। তাই তোমাদের সঙ্গে আলাপ। কিন্তু যা' বুঝলুম, তা'তে আমার সব আশা ভরসা শেষ। তোমরা ভারি বুদ্ধিমান্। তোমাদের কাছে ঐ ভাবওয়ালাদের ভাঁরিভুরি কিছুই খাটেনা। দেখলুম, তোমরা ওদের সব চাতুরীর কথাই জান; তোমাদের শাস্ত্রের সব লক্ষণের সঙ্গে নাকি ঐ সব বাজে ভাব গরমিল্। শাস্ত্রে নাকি বলে যা'র যথার্থ ভাব হয়, তা'র আর সংসারে আসক্তি থাকে না। যা'র সংসারে বেশ ঝোঁকের টান আছে, তার কখনও ভাব হয়না। তবেই বুঝলুম, তোমরা আমার ভাব ধরে' ফেল্‌বে। তাই, চেপে' গেলুম্। তবে, ভাই, তোমাদের সঙ্গে আর কিসের সম্পর্ক? তবে তোমাদের ওখানে যাওয়া ছাড়্‌বনা। তোমাদের বচন টচন গুলো দুরস্ত করে' যদি আওড়াতে পারি, তাহ'লে বোকা লোকগুলোকে ঠকিয়ে নাম জাহির করবো—এ আশাটা এখনও রাখি। দেখি, তাতেও তোমরা বাধ সাধ কিনা? তোমাদের ওখানেই প্রথমে বুঝলুম যে, বোষ্টামধর্ম্ম ভাবের ধর্ম্ম হলেও, তোমাদের মধ্যে বেদান্ত ভাগবত খুব পড়া-শুনা হয়—বিচার হয়, নইলে নাকি সিদ্ধান্তে ভুল হ'য়ে ধর্ম্মে গোলমাল হয়। অত পড়্‌তে শুন্‌তে পারবোনা, ভায়া, সোজা কথা। তবে তোমাদের রাত্‌দিন ঐ সব তত্ত্ব বিচার শুনে' শুনে' কতকটা আওড়াতে পার্ব্ব বলে' মনে হয়। তা'হ'লেই আমায় সবাই পণ্ডিত বল্‌বে বলে' ভরসা। কেননা, আমি ত' দুনিয়াময় ঘুরি, তোমাদের মঠের মত রাত্‌দিন তত্ত্ববিচার আর কোথাও হয়, তা' আমি দেখিনি। কাজেই তোমাদের মাঝে থাক্‌লে ছিটে ফোঁটাতেই আমার যথেষ্ট হবে। তবে ভাই, একটা কথা, তোমরা ভাই, আমায় একটু খাতির ক'রো এখন আসি।

শ্রীগৌর গদাধর মঠ।

চাঁপাহাটী সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান।

মঠরক্ষক শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী মহোদয়।

শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদবর শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীদ্বিজ বাণীনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয় নবদ্বীপান্তর্গত ঋতুদ্বীপে এই মঠ স্থাপন করিয়া তথায় যে নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহযুগল স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা চারিশত বৎসর হইতে অদ্যাবধি এখানে জীর্ণ মন্দির ও পর্ণ-কুটীরাদিতে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীগৌরভক্ত সাধারণের কৃপায় কতিপয় ঐকান্তিক শুদ্ধভক্ত ইহার উজ্জ্বলতা-সাধনে ব্রতী। ভক্তমণ্ডলীর শুক্ল অর্থ-আনুকূল্য মঠরক্ষক মহোদয় সাদরে গ্রহণ করেন।

শ্রীমোদদ্রুম ছত্র।

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

মামগাছি গ্রাম নবদ্বীপের অন্তর্গত বহু-বৈষ্ণবাধ্যুষিত সুপ্রাচীন পল্লী। পরিক্রমার যাত্রীগণের জন্য এখানে একটী জীর্ণ ছত্র সংগৃহীত হইয়াছে। গৃহের সংস্কার জন্য ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট আনুকূল্য প্রার্থনীয়। আনু-কূল্যের অর্থাদি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল্, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট শ্রীগৌড়ীয় মঠে কলিকাতায় পাঠাইতে হয়।

শ্রীনিতানন্দ দাসাধিকারী শ্রীমায়াপুর।

তৈলচিত্র।

তৈলচিত্র বিভাগে অতি উৎকৃষ্ট তৈলচিত্র হস্তাঙ্কিতচিত্র ও অন্যান্য নানাবিধ চিত্রাদি সামান্য পারিশ্রমিকে পারিপাট্য ও ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন হয়। গৌড়ীয় কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান প্রার্থনীয়।

শ্রীশচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীগৌড়ীয় মঠ।
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।

সাপ্তাহিক পত্র

শ্রীকৃষ্ণ।

বঙ্গের সেই বিশ্রুতনামা ওজস্বী লেখক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের সম্পাদকতায় নূতন বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র "শ্রীকৃষ্ণ" প্রতি বুধবারে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হই-তেছে। ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিনটাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৻১৫ তিনপয়সা।

কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ।
১০নং সিমলাষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভক্তি-গ্রন্থাবলী।

১। আচার ও আচার্য্য। মূল্য ।৶০

২। সাধন পথ। প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য। শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ, শ্রীশিক্ষাষ্টক এবং প্রাকৃতরসশত-দূষণী। মূল্য ।৶০।

৩। প্রেমবিবর্ত্ত। শ্রীগৌর-পার্ষদবর শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি-বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধ-ভক্তিগীতি-গ্রন্থ। মূল্য ।/০ আনা।

৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দ-দেব কবি-বিরচিত গৌরলীলার মহাকাব্য মূল্য ৸০।

৫। পদ্মপুরাণ। শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু-সম্পাদিত (সপ্তখণ্ডাত্মক সমগ্রমূল) মূল্য ৭৲।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃত টীকা ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ। মূল্য ১৲।

৭। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি সংস্কারপদ্ধতি মূল্য ১.০।

৮। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার-গ্রন্থ, ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ॥০।

৯। ভজন-রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত অষ্টকালীয় গৌর-ভজন-প্রণালী মূল্য ॥৶০।

১০। শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু ও গীতমালা মূল্য ৵০।

১১। হরিনাম-চিন্তামণি। নাম-ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০।

১২। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সরল ভাষায় ইহাতে যেমন আছে, তেমন আর কোথাও নাই। মূল্য ভাল কাগজে ২৲ সাধারণ ১।০।

১৩। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিভাগে গুম্ফিত, মূল ও অনুবাদ। মূল্য ২৲।

১৪। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য মূল্য ৵০।

১৫। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ। মূল্য ।০ আনা।

বৈষ্ণব মঞ্জুষা-সমাহৃতি।

পরিচয়ঃ—বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তথ্য ও ঐহিক পারত্রিক সমাজ সম্বন্ধে যাবতীয় অনুদ্ঘাটিত ও প্রচলিত প্রশ্নের সদুত্তর-সম্বলিত সার্ব্বভৌমিক কোষ গ্রন্থ—অভিধান।

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ।

২। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র।

৩। বিষ্ণুবৈষ্ণব-সম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ।

৪। শ্রীধাম, শ্রীপাট, তীর্থ ও স্থানাদির বিবরণ।

৫। বৈষ্ণব গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ।

৬। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য।

সম্পাদকঃ—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ এবং তৎসহ বহু কৃতবিদ্য নিরপেক্ষ ভক্ত।

প্রকাশ-প্রণালীঃ—সমাহৃত বিষয়সমূহ বিভিন্ন সংখ্যায় বর্ণানুক্রমে অনির্দ্দিষ্ট আয়তনে মুদ্রিত হইতেছে। তৃতীয় সংখ্যা ছাপা হইতেছে।

সাহায্যঃ—সঙ্কলন-কার্য্যের ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য কাশিমবাজাধিপতি বদান্যবর বৈষ্ণব মহারাজ বাহাদুর সাহায্য করিতেছেন।

গ্রাহক ও গ্রহণ-প্রণালীঃ—সমাহৃতির গ্রাহক হইতে হইলে অগ্রিম পাঁচ বা দশ টাকা জমা রাখিলে যে সংখ্যার যে মূল্য নিরূপিত হয় তাহার মূল্যবাদে অবশিষ্ট অর্থ গ্রাহকের হিসাবে জমা থাকিবে এবং সমাহৃতির সংখ্যা প্রকাশিত হইলে তাহার নিকট প্রেরিত হইবে। অগ্রিম জমার টাকা নিঃশেষিত হইলে কতক টাকা পুনরায় জমা রাখিতে হইবে।

প্রকাশকঃ—শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

বেদান্ত-কল্পদ্রুমঃ—যাবতীয় প্রচলিত ভাষ্য ও টীকার সহিত বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সহ বেদান্ত-দর্শন।

২। **বৈষ্ণবস্মৃতি-কল্পদ্রুমঃ**—বিভিন্ন প্রকরণ সহ মৌলিক আকর মূলে ভক্তির স্মৃতিপ্রবন্ধ।

৩। **শ্রীমদ্ভাগবতম্ঃ**—অন্বয় ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা ও তৎসহ গৌড়ীয় ভাষ্য, তথ্য-বিবরণাদি-সম্বলিত।

৪। **ষট্‌সন্দর্ভ বা ভাগবত-সন্দর্ভ**—ব্যাখ্যা, বিবৃত অনুবাদাদি সহ

৫। **ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ**—টীকা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যাদি সহ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

১ম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৩২৯ { ৪র্থ সংখ্যা

(প্রকৃতি-জন-পাঠ্য)

রুচি-ভেদ।

গৌড়ীয়ের প্রকাশে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, আবার কাহারও কাহারও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। জগতে সকলের রুচি এক নহে, সুতরাং এরূপ রুচি-বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী।

কেবল পারমার্থিক আলোচনাকারী সাময়িকপত্র, সম্প্রদায়বিশেষের পাঠ্য হওয়ায় পরমার্থের প্রতি সাধারণের প্রীতি নাই,—পরমার্থ কি বস্তু, তাহা তাঁহারা অনেকেই ধারণা করিতে চা'ন না। যাঁহারা ন্যূনাধিক পরমার্থের খবর রাখেন, তাঁহারাও অনর্থকে পরমার্থের সহিত সমপর্য্যায়ে স্থাপন করিয়া ফেলেন। কিন্তু পরমার্থ-কথায় রুচি না থাকিলেও তাহার প্রয়োজনীয়তার একেবারে অস্বীকার করা চলে না। ঔষধের কটুতিক্ততার জন্য আস্বাদ বিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া ঔষধের ব্যবহার আদৌ কর্ত্তব্য নহে, এরূপ বাক্য সমীচীন নহে। 'গৌড়ীয়ে'র পাঠক যদি কেবলমাত্র পরমার্থী হন, তাহা হইলে 'গৌড়ীয়' কেবল পরমার্থের আলোচনা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহাও ত' সংসারে বিরল। আমাদের বাহ্য স্থূল দেহ, বাহ্য—ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্ঘট্টে বাহিরের কথা আলোচনা করিতেই সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব। পরমার্থের কথাগুলি আমাদের অনেকের নিকট দুর্ব্বোধ্য বা ভাল লাগে না। এমন কি, বিষয়ের দুর্ল্লভতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি, ভাষার কাঠিন্যে

কতিপয় প্রবন্ধ দুর্বোধ্য হইতেছে। সেইজন্যই সুবোধ্য বিষয়ের সহযোগে দুর্বোধ্য বিষয়ই সুখপাঠ্য হওয়া আবশ্যক।

বিশেষতঃ 'গৌড়ীয়' যদি কেবল পরমার্থের আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে পরমার্থিগণের সাময়িকপত্রপাঠে রুচি না থাকায় তাদৃশ পত্রের প্রচার কম হইয়া যাইত। পাঠকাভাবে 'গৌড়ীয়'কে নীরব হইতে হইত। আবার সাধারণ রুচির অনুবর্ত্তী সংবাদ না দিলে অথবা পাঠকের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না করিলে কেবলমাত্র লেখকগণ নিজ নিজ কথা পাঠ করিয়া নিজেরা সন্তুষ্ট হইলেও প্রচারের উদ্দেশ্য সফল হয় না। সেইজন্যই আমরা 'আবার কেন?' শীর্ষকলিপিতেই বলিয়াছি, 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক, লেখক, পর্য্যবেক্ষক প্রভৃতি কেবল পরমার্থী হইলেও, পাঠক পরমার্থে তাদৃশ উন্নত না হইতে পারেন; সেজন্য পাঠকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই সাময়িকপত্র প্রচারিত হওয়া সঙ্গত। আবার কেবলমাত্র সাধারণ পাঠকের রুচির অনুকূলে সাময়িকপত্র লিখিত হইলে তাঁহাদের আদৌ উপকার করা হয় না। এই সকল কারণে সাধারণের বোধোপযোগী ও পাঠোপযোগী সাময়িক সংবাদসমূহও 'গৌড়ীয়ে'র কলেবরে স্থান পাইতেছে। নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়টী বিচার করিলেই 'গৌড়ীয়ে'র যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

ভারতীয়।

মতিলাল ঘোষ

গত মঙ্গলবার বেলা ১১-৩০ মিঃ সময় "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সর্ব্বস্ব ৬মতিলাল ঘোষ ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। আটাত্তর বৎসর বয়সে সমগ্র পরিজন-পরিবৃত হইয়া এই সম্পাদককুল-ধুরন্ধর সমগ্র বাঙ্গালা দেশকে,—সমগ্র বাঙ্গালাদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোক চলিয়া গেলেন।

তাঁহার শেষ বিদায় বাণী :—

৬মতিলাল ঘোষ অনেক দিন হইতে মরণোন্মুখ অবস্থায় ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন তিনি নিজের আসন্নমৃত্যু উপলব্ধি করিয়া পরিবারের প্রত্যেককে ডাকিয়া তাঁহাদের কাছে বিদায় লইতে থাকেন। কাহাকেও বলেন—"এই শেষ নয়—পরলোকে আবার দেখা হবে।" কাহাকেও বলেন, "তোমাকে আমি খুব ভালবাসি। বহু তপস্যায় তোমার মত প্রিয়জন পাওয়া যায়।" তারপর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ তুষারকান্তি ঘোষকে ডাকিয়া পরিবারের সকলকে উদ্দেশ করিয়া এই কথাটি বলেন :—

আমি সকলকে Individually বল্‌তে পারলুম না। কিন্তু সকলেরই স্থান আমার হৃদয়ে আছে। তোমরা সকলে সদ্ভাবে থাক্‌বে। 'পত্রিকা'কে বাঁচিয়ে রেখ। আমাকে বিদায় দাও—বিদায় দাও—বিদায় দাও।"

শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ছিল। ভগবান্ ও স্বদেশের কথা সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্তে জাগরূক ছিল। ভগবান্‌কে তিনি বলিতেছিলেন, —"করুণা-মহাসাগর।"

তাঁহার চিরজীবনের সাধনার বস্তু 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্বন্ধে বলেন—তাঁহার খুব আনন্দ হইতেছে যে, "পত্রিকা" দেশের একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হইয়াছে ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে 'পত্রিকা' প্রথমে ভাঙ্গা কাঠের প্রেসে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়—আর এখন তাহার জন্য 'রোটারী' প্রেস ক্রয় করা হইতেছে। আমার সান্ত্বনা এই যে 'পত্রিকা' পরিচালনার ভার আমি উপযুক্ত, লোকদের হাতে দিয়া যাইতেছি।

তারপর 'পত্রিকা'র সব কর্ম্মচারীদের উদ্দেশ করিয়া বলেন :—

'তাদের আমি বড় ভালবাসি, আর আমি তাদের ভুলিনি।'

ইহার পর এত দিন যাবৎ তিনি মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিলেন। গত মঙ্গলবার তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদিগের আন্তরিক দুঃখ, সহানুভূতি ও সান্ত্বনা জানাইতেছি।

মহরমে হিন্দু-মুসলমান।

যখন পর পর কয়েক বৎসর বকর-ঈদ ও মহরম শান্তিতে কাটিল, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিল না, তখন মনে হইয়াছিল, বহুযুগ-ব্যাপী দুর্দ্দশার ফলে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষ হইয়াছে। কিন্তু কৈ, সে আশা যে একটা অলীক সুখস্বপ্নে পরিণত হইল!

গত মহরমে হুগলি তেলেনীপাড়ায় ও পঞ্জাবের অন্তর্গত মুলতানে হিন্দু-মুসলমানের ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। তেলেনীপাড়ার সংবাদটা এই প্রকার :— গত বকর-ঈদেই তেলিনীপাড়ার উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আমদানী হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে প্রথম বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। কারণ মুসলমানগণ একটা উৎসর্গীকৃত বৃষের প্রাণ বধ করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এরূপ একটা বৃষ-বধে উত্তর পশ্চিম-বাসী হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগিল। ঐ শ্রেণীর বৃষগুলি বধ করিলে যে হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগিবেই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রবিবার মুসলমানগণ তাজিয়া বিসর্জ্জনের জন্য তেলিনীপাড়ার বাজারের মধ্যে দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া যাইতেছিলেন। সেই পথেই একস্থানে বহু-সংখ্যক উত্তর-পশ্চিম দেশীয় হিন্দু রামায়ণ শুনিতে-ছিলেন। এই সময় পুলিস বারবার মুসলমানগণকে হিন্দু-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু মুসলমানগণ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না, বরং তাঁহারা উত্তেজিত হইয়া পুলিসের প্রহারে আত্মনিয়োগ করিলেন। তারপরই হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গেল। উভয়পক্ষে অনেকে গুরু-তরভাবে আহত হইয়া নালায় পড়িয়া রহিল। দোকানপাট লুঠ হইল। হিন্দুবস্তীর মধ্যেও মুসলমান-গণ প্রবেশ করিল; সেখানেও লুট, স্ত্রীজাতির প্রতি অপমান—সকল অপকর্ম্মই অবাধে চলিল। লাঠি, তলোয়ার, ছোরা ছুরির সদ্ব্যবহার চলিতে লাগিল। তারপর পুলিস সাহেব, গুর্খা সৈন্য, ক্রমশঃ বর্দ্ধমানের কমিশনর বাহাদুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পাটের কলের কর্ত্তাগণ সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অবশ্য যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। সোম-বারেও হিন্দুগণ মার খাইয়াছেন। তবে বেশী কিছু হয় নাই। সকলেই বলিতেছে এই দাঙ্গায় বহু সংবাদ লোক হতাহত হইয়াছে; তবে সরকারী খবর এই যে, রামকিষণ সা নামক একজন মুদী প্রাণ হারাইয়াছে, পনর জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক আহত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে চারি জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বার জন পুলিসও জখম হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রায় পঞ্চাশ জন লোক একটু আধটু

আঘাত পাইয়াছে। অনেকের টাকাকড়ি মালপত্র গহনা লুট হইয়াছে। শেষ সংবাদ এ পর্য্যন্ত কাহাকেও ধরিতে পারা যায় নাই, তবে তেলিনীপাড়ায় ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

মুলতানের সংবাদ আরও ভীষণ। সংক্ষিপ্ত সংবাদ এ পর্য্যন্ত ইহাই প্রকাশ যে সেখানে হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী। লুট, গৃহদাহ, মন্দিরধ্বংস, রীতিমতভাবে চলিয়াছে।

আমরা বলি, আবার এ সব কেন? অসভ্য মোপলার দেশে যে শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহাতে ভারতের হিন্দু মুসলমানের বৈরতা প্রতিপন্ন হয় নাই; কিন্তু তেলিনীপাড়া কিম্বা মুলতানের ব্যাপার ত তাহা নহে। যখনই তেলিনীপাড়ায় বৃষ-বধের কথা উঠিয়াছিল তখনই যদি হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নেতাগণ মুসলমানগণকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতেন কিম্বা যখন মুসলমানের শোভাযাত্রা হিন্দুর মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল, তখন যদি নেতাগণ আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে এমন কাণ্ড ঘটিত না।

চিত্তরঞ্জনের নূতন প্রস্তাব:—

"বোম্বাই ক্রনিকেল" পত্রে প্রকাশ যে, দেশবন্ধু নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসকমিটীর আগামী অধিবেশনে প্রস্তাব করিবেন যে, খদ্দর প্রতিগজ চারিআনা মূল্যে বিক্রীত হউক এবং তজ্জন্য যে ক্ষতি হইবে তাহা কংগ্রেস-কমিটী হইতে বহন করা হউক। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে সমগ্র ভারতে খদ্দর-প্রচারের পক্ষে সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই।

মাদ্রাজে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা:-

আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনটী বক্তৃতা দিবেন। বক্তৃতালব্ধ সমস্তই তিনি তাঁহার বিশ্বভারতীর জন্য প্রদান করিবেন।

সালেমে ডাঃ নাইডুর বক্তৃতা-

সালেমের অন্যতম কংগ্রেসকর্ম্মী ডাঃ বরদারাজুলু নাইডু কিছুদিন পূর্ব্বে জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্প্রতি সালেমে সকলকেই মহাত্মার পদানুসরণের জন্য একটী আবেগময়ী বক্তৃতা দিয়াছেন।

কলিকাতায় জমির মূল্য:—

গত মঙ্গলবারে এক্সচেঞ্জ সেল রুমে সেণ্ট্রাল এভিনিউয়ের একটী ৪ কাঠা ১১ ছটাক ১৬ বর্গ গজ পরিমিত স্থান প্রতি কাঠা ১২৯০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রিত হইয়াছে। জয়দয়াল কেশর এই জমি ক্রয় করিয়াছেন।

মৌলবী ফজলুল্ হক্ ও আবুল কাসেম:—

বাঙ্গালী মুসলমানেরা যাহাতে বাঙ্গলা ছাড়িয়া উর্দ্দুকে ভাষা করে, তজ্জন্য তাঁহারা সভা সমিতি করিয়া বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন! মৌলবী আবদুল করিম সংবাদপত্রে ইহার প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা কখনও মাতৃভাষা বাঙ্গলা ছাড়িয়া উর্দ্দু ভজিবে না।

'সার্ভেণ্টের' নূতন সম্পাদক:—

"সার্ভেণ্ট" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পদত্যাগ করাতে চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নূতন সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। নৃপেন্দ্রবাবু একজন প্রসিদ্ধ অসহযোগী কর্ম্মী বলিয়া সমগ্র দেশে বিখ্যাত। একবৎসর কারাদণ্ড ভোগ করার পর সম্প্রতি তিনি কারামুক্ত হইয়া আবার দেশসেবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নিয়োগে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

পীর বাদশা মিঞা ঃ—ঢাকা হইতে ১লা তারিখে পীর সাহেব ময়মনসিংহ পৌছেন। তথায় ও ষ্টেশনে সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যায়। অপরাহ্ণ ৬টার সময় শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম মহাশয়ের নেতৃত্বে টাউন্ হলে একটী সভা হয় এবং ময়মনসিংহের হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ হইতে পীর সাহেবকে একটী অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। পীর সাহেব একটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতাতে হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্বন্ধে সকলকে বুঝাইয়া দেন। তিনি হিন্দুদিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মুসলমানদিগকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। খদ্দর সম্বন্ধেও পীর সাহেব অনেক কথা বলেন। পরদিন তিনি ময়মনসিংহের জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদি পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

গুরু-কা-বাগের অবস্থা

শিরোমণি আফিস তালাবন্ধ:—পুলিশ গুরুদ্বার প্রবন্ধক-কমিটী ও শিরোমণি আকালী সভার কার্য্যালয়ে খানাতল্লাসী করিয়া সেগুলি তালাবন্ধ করিয়াছে।

লাহোরের জনসাধারণের সহানুভূতি :—লাহোরের জনসাধারণের একটা সভাতে গুরু-কা-বাগের শিখদিগের প্রতি সহানুভূতি এবং অভিনন্দন করা হইয়াছে।

মালব্যজীর আগমন :—গুরু-কা-বাগের ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় অমৃতসর গিয়াছেন।

ঘটনাস্থলে মালব্যজী :—২রা তারিখে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্বর্ণমন্দিরের শিখদের মধ্যে একটী বক্তৃতা দেন : পণ্ডিতজী গুরু-কা-বাগে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে তথায় যাইতে দেওয়া হয় নাই। দলে দলে শিখ ঘটনাস্থলে গমন করিতেছে।

দিল্লীতে প্রতিবাদ :—গুরু-কা-বাগে পুলিশ অন্যায়ভাবে শিখগণকে প্রহার করিতেছে বলিয়া দিল্লীর শিখগণ একটী সভা করিয়া উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে।

অমৃতসর ঘেরাও ঃ—পুলিশ অমৃতসরের চারিদিকে ঘিরিয়াছে। তথায় রেলওয়ে টিকেট দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ও অনেককে রাস্তা হইতেই ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে।

আকালীর রাঙ্কেল :—গুরুকাবাগে-ধৃত আকালীগণের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তাহারা জবাব দিহি করিতে গররাজি। অনেকেই আদৌ ওষ্ঠ স্পন্দন করেন নাই। কেহ কেহ পিতৃনামোল্লেখ-সূত্রে গুরুগোবিন্দ সিংহের নাম করেন। গ্রেপ্তারের সময় আকালীগণকে নাকি খুব প্রহারাদ করা হইয়াছিল। ঘটনা কি সত্য ? সত্য হইলে বড় লোম- হর্ষণ ব্যাপার। পুলিশ অত্যাচারের কোন প্রতীকার? কর্ত্তৃপক্ষ করিতে পারেন না ?

সরকারী ইস্তাহার:—গুরু-কা-বাগের শিখ-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট একটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। এই ইস্তাহারে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে এই ঘটনার সূত্রপাত সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য নহে। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, গত ২৩শে আগষ্ট তারিখে শিরোমণি প্রবন্ধক কমিটী অমৃতসরের কর্ত্তৃপক্ষকে জানান, যে তাঁহারা গুরু-কা-বাগে বাগানের মধ্যে একটী "দিওয়ানী" করিবেন। ইহাতে কোনপ্রকার বাধা দেওয়া হইলে তাহা

সত্ত্বেও তাহারা একার্য্য করিবে। এই বিষয়ে একটা মিটমাট করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট জানান যে, 'গ্রন্থ-সাহেব'কে বাগানের একপার্শ্বে ঢুকিতে দেওয়া হইবে। আর 'দিওয়ানী' বসাইবার বিষয়ে অমৃতসরের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে বলেন। এই প্রতিনিধিগণের অনুপস্থিতিতেই আকালীগণ বাগানের মধ্যস্থলে দলে দলে গমন করিতে থাকে। তখন পুলিশ তাহাদিগকে জোর করিয়া বাহির করিয়া দিতে থাকে। পুলিশেরা নাকি 'গ্রন্থ সাহেবে'র প্রতি কোনওরূপ অসম্মান প্রদর্শন করে নাই।

মোপলা হাঙ্গামায় গবর্ণমেণ্ট: মোপলা দুর্ঘটনার সম্বন্ধে এতদিন পর ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে পুলিশ সার্জ্জেণ্ট আনড্রুজ কয়েদীদের গাড়ীর জিম্মায় ছিল, সেই প্রধানতঃ এই বড় হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ও দোষী, সুতরাং তাহার নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইবার হুকুম দিয়াছেন।

জাতীয় মহামেলা:—এবারে জাতীয় মহামেলা কমিটী আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত স্বদেশী শিল্পের বিশেষতঃ খদ্দরের উন্নতির জন্যে এক মেলা ও প্রদর্শনী খুলিতেছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মহোদয় মেলার সাহায্য করিয়াছেন। মেলার সাহায্য জন্য কর্পোরেশনের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার সভ্য হইয়াছেন। সহস্র সহস্র কলিকাতাবাসী মেলায় যোগ দিবেন। জাতীয় মহামেলার আফিসের ঠিকানা—৪৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে অনুসন্ধান করুন।

সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী" ত্যাগ:—সত্য সত্যই সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রিয় 'বেঙ্গলী'র সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন। 'বেঙ্গলী' সংবাদ দিয়াছেন যে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সমস্ত স্বত্ব মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে বিক্রয় করিয়া বিদায় লইলেন। আশা করি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের নায়কত্বে আবার দশের ও দেশের সেবা করিয়া 'বেঙ্গলী' নবজীবন লাভ করিবে। যাহাই করুন না কেন, 'বেঙ্গলী' পত্র চিরদিন আসল সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিচিহ্নরূপে গণ্য হইবে।

কাউন্সিল অব্ ষ্টেট্:—কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের আগামী অধিবেশনে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় অনেকগুলি প্রস্তাব করিবেন। উহার মধ্যে একটী প্রস্তাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের সফর ও তাহার ব্যয়ের পরিমাণ এবং আর একটীতে রাজনৈতিক বন্দিগণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন উত্থাপিত করিবেন।

যোগেন্দ্র-স্মৃতি-সভা: "বঙ্গবাসী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের অষ্টাদশবার্ষিক মৃত্যু তিথি উপলক্ষে গত মঙ্গলবার বিকালে মনোমোহন নাট্য রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও "সাহিত্য সম্মিলনী"র উদ্যোগে এই সভা হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় একটি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

গয়া-কংগ্রেস: এবারে গয়াতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তথায় একটী খদ্দর-মেলা বসিবে; উহাতে হাতে কাটা সূতা, তাঁত চরকা, গুটী পোকা, কার্পাসের বীজ ইত্যাদির প্রদর্শন হইবে। রেল ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী ফল্গুনদীর নিকট একস্থানে মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে।

"সার্ভেণ্টে"র জন্মদিন :—গত সোমবার কলিকাতার "সার্ভেণ্ট" পত্রের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বহু বন্ধুবান্ধব এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসবে সঙ্গীতাদি ও সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

ইউরোপীয় ও মিঃ মল্লিক :—কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ এস, এন, মল্লিক কলিকাতা কুমারটুলী ইনষ্টিটিউটের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারীর প্রতিকৃতির আবরণ-উন্মোচন-সভায় বলিয়াছেন :—আমি ইউরোপীয়দিগের প্রশংসা করি বলিয়া আপনারা অনেকে অসন্তুষ্ট তা জানি। কিন্তু আপনারা জানেন ইউরোপীয় জাতিগণের গুণ কত? আমাদের সে সব গুণ আছে কি? আমরা একটা মহা জাতি হইতে চাই কিন্তু বড় হইতে হইলে তাহার প্রধান ও প্রথম উপকরণ যে চরিত্র গঠন সে জন্য আমরা ভাবি কি? যখন আমি বলি ইউরোপীয়গণই আমাদের আদর্শ, তাঁহাদের অনুকরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য, তখন বুঝিতে হইবে, আমি তাঁহাদের গুণাবলীরই অনুকরণ করি। দেব পোষাক অনুকরণ করিয়া সাহেব সাজিতে হইলে চাঁদনী বাজারে যাইয়া সাড়ে সাত মুদ্রা ব্যয় করিলেই ত যথেষ্ট?"

মৃত্যু-কর :— এবার আর না বুঝিয়া শুঝিয়া নিতান্ত বে-পরোয়া হইয়া মরিলে চলিবে না। কারণ বাঙ্গলায় মৃত্যুর উপর কর বসিবার কথা চলিতেছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র কি ভাবে কতটা কর বসান যাইতে পারে, একটা কমিটী করিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। কোনও ধনী ব্যক্তি মরিলেই তাঁহার উত্তরাধিকারী যখন জন্মাধিকার সূত্রে বিষয়ের মালিক হইতে চাহিবেন তখনই তাঁহাকে এই পৈতৃক বিষয় লাভের অনুগ্রহের জন্য সরকারকে সমগ্র সম্পত্তির মূল্যের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে কর দিতে হইবে।

আসামে নবমন্ত্রী :—খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আব্দুল মজিদের স্থলে রায় বাহাদুর প্রমোদ চন্দ্র দত্ত সে স্থান পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি সিলেটের সরকারী উকীল।

বন্যা-সাহায্যে বেথুন কলেজের ছাত্রী :—বেথুন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী পূর্ণপ্রভা দাস ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী কল্যাণী দাস বাটালের বন্যা-পীড়িত নরনারীর সাহায্যে জন্য আপন বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠিকাদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে দিয়াছেন। তাঁহাদের উদাহরণ প্রত্যেক ছাত্রীর আদর্শ।

শ্রীযুক্ত সভারকারের মুক্তি :—বোম্বাই সরকার গত ১লা তারিখে সবরমতী জেল হইতে শ্রীযুক্ত গণেশ সভারকার মহাশয়কে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাহার ভ্রাতার সঙ্গে বোম্বাই গমন করিয়াছেন। যে সমস্ত লোক তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনিও অভিনন্দন করেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের "দেশী রং" :—শ্রীযুত রায় মহাশয় "দেশী রং" নামক গ্রন্থখানি লিখিয়া বাঙ্গালী জাতির সুগভীর অন্ন সমস্যার এক সহজ সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন-ইহাই বিশেষজ্ঞগণের মত। কর্ম্মবীর প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর ভীষণ অন্ন-সমস্যা-প্রতীকারের জন্য সারা জীবন পরিশ্রম করিয়া এত দিন পরে একটী কাজের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

জড়তা, বাবুয়ানা, বৃথা রাজনীতি-চর্চ্চা ছাড়িয়া আমাদের বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল যুবকগণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের "দেশী রং" বইখানি পড়িয়া বুঝিয়া দেশের লুপ্ত শিল্প-উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করুন না কেন? পাপের চেয়ে পুণ্য এবং ভাল।

বৈদেশিক।

গ্রীস-তুর্কী যুদ্ধ ঃ—গ্রীস ও তুর্কীর যুদ্ধ চলিতেছে। ইতিপূর্ব্বে গ্রীকগণ বিলক্ষণ আস্ফালন করিতেছিলেন কিন্তু আস্ফালন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তুর্কীর সৈন্য কেমেল পাশার অধীনে এসিয়া মাইনরে গ্রীক সৈন্যদলকে রীতিমতভাবে পরাজিত করিয়াছে। গ্রীক সৈন্য ১৫০টী কামান ও রসদ যুদ্ধোপকরণ ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া আসিতেছে।

সংবাদ যে ইউরোপের বড় বড় জাতিগণ শীঘ্রই এ সকল ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দিবেন। ভেনিস সহরে একটী শান্তিসভা বসিবে। সহরে তুর্কগণ অন্যান্য দুর্ব্বল জাতির উপর অত্যাচার না করে সে ব্যবস্থাও হইবে।

স্মার্ণা-পরিত্যাগ :—"ডেইলি মেল" পত্রিকায় প্রকাশ যে, গ্রীক হাই কমিশনার এবং মিত্র-শক্তিগণও আমেরিকার দূতগণকে জানাইয়াছেন যে, গ্রীকেরা এসিয়া মাইনর পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছে। তাহারা তজ্জন্য যুদ্ধ স্থগিতের প্রার্থনা করিতেছে। গ্রীক যুদ্ধ জাহাজ কিল্‌স ও লেম্‌নস্ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কারাটুল্‌সার ও উশক হইতে গ্রীক ও আর্ম্মেনিয়ান পলাতকগণ দলে দলে আগমন করিতেছে।

আঙ্গোরার সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, তুর্কী সৈন্যদল ৫ দিন ধরিয়া গ্রীকদিগের প্রধান সৈন্যদলকে এমনভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, অবশেষে গ্রীক সেনা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উত্তরদিকের সৈন্যদল সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। দক্ষিণদিকের বাহিনীরও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা উশক দিকে হটিয়া যাইতেছে। তুর্কীরা ফেডজ ও কটারা নামক স্থান দখল করিয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কতকগুলি আহত সৈনিক এথেন্সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গুজব যে, শীঘ্রই বর্ত্তমান মন্ত্রী সভার পরিবর্ত্তন হইবে। আনাতোলিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিষম পরাজয়হেতু গ্রীক রাজনীতিক মহলে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, বর্ত্তমান মন্ত্রী সভার একদল গ্রীকগণের এসিয়া মাইনর পরিত্যাগের পক্ষপাতী।

সম্ভবতঃ স্মার্ণার গ্রীক শাসনকর্ত্তার নেতৃত্বে একটী অস্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে। তবে গ্রীসের জনসাধারণ এখনও অস্থির হইয়া পড়ে নাই। ব্রিটিশ রণতরী 'আইরণ ডিউক' স্মার্ণায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

মিশরে আশঙ্কা ঃ—মিশরে অশান্তির আশঙ্কা দিন দিন প্রবল। সেখানে প্রবাসী ইংরাজের ধন, মান, প্রাণ আর নিরাপদ নহে বলিয়া প্রকাশ।

একসূত্রে ইংলণ্ড, জর্ম্মণী, ভারত ঃ—সংবাদ যে এতদিন পরে বিলাতের বিখ্যাত মোটরগাড়ীওয়ালা ডেমলার কোম্পানী উড়ো জাহাজের প্রসাদে ইংলণ্ড, জর্ম্মণী ও ভারতকে একই সূত্রে গাঁথিবেন। লণ্ডন হইতে বিমান উড়িয়া এমষ্টারডাম, ব্রিমেন, হামবার্গ হইয়া ভিয়েনা কনষ্টান্টিনোপলের পথে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

জর্ম্মাণীর অবস্থা ঃ—ক্ষতিপূরণ সমিতিতে জর্ম্মাণ প্রতিনিধি স্ক্রীডার জর্ম্মাণীর অবস্থার বিস্তৃত আলোচনাসহ প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কাঠ ও কয়লা সরবরাহ করিয়া জর্ম্মাণগণকে ফরাসীর ঋণ পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হউক্। ফ্রান্স তাহা শুনিতেছেন না। তাঁহারা ক্ষতিপূরণের অর্থের দাবী করিতেছেন। অর্থ পাইলেই সকলেই আপন হয়, নচেৎ বন্ধু পর্য্যন্ত বিগ্‌ড়াইয়া যায়।

মার্কের দর ঃ—মধ্যে জর্ম্মাণীতে মার্কের দর খুব কমিয়া যাওয়ায় সমগ্র দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। যান বাহনের ভাড়া নিতান্ত সুলভ হইয়াছিল। সম্প্রতি মার্কের দর একটু চড়িতেছে। সমস্ত জিনিসের দরই সুবর্ণ মার্কে স্থির হইতেছে। জর্ম্মাণ ক্রেতারা ইহাতে আপত্তি করিতেছে। জিনিস পত্রের দর বেশ চড়িয়া যাইতেছে। তবে ক্রেতার অভাব নাই।

(হরিজন-পাঠ্য)

শ্রীজীব গোস্বামী।

শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মহাপ্রভু' বলিয়া সকলে জানে। মহাপ্রভুর প্রেমভাজন গৌরব-পাত্র শ্রীনিত্যানন্দকে ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে 'প্রভু' বলিয়া অনেকেই জানেন।

শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় ত্যক্তগৃহ প্রেমিক কবিগণ 'গোস্বামী' বলিয়া অভিহিত হ'ন। বৃন্দাবনবাসিগোস্বামিগণের সংখ্যা অনেক হইলেও ছয়জনের কথা সর্ব্বত্র গীত হয়।

ছয় গোসাঞীর অন্যতম শ্রীজীব। তিনি শ্রীরূপের অনুগ বলিয়া স্বীয় পরিচয়-প্রদানে উন্মুখ। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীজীবের পরম গুরু। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তাঁহার উপাস্য। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গৌড়ীয়গণের নির্ম্মল দর্শনে সাক্ষাৎ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন।

শ্রীজীব বৃহদ্ব্রতী অর্থাৎ আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। চিরজীবন চিদ্বিলাস সরস্বতীর সহিত তাঁহার বাস। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি।

শ্রীজীব বহুগ্রন্থের রচয়িতা ও বহু শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যাতা। তাঁহার আচার্য্যোচিত ভক্তিশাস্ত্র-প্রচার ও বৈরাগ্যময় জীবন কপটভক্তগণের সম্পূর্ণ প্রতিযোগী।

শ্রীজীবের চরণে অপরাধ করিয়াই মিছা-ভক্তসমাজের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত গ্রন্থগুলিতে প্রাকৃত বৈষ্ণবগণের প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহার রচিত গ্রন্থের আদর করিতে শিখিলেই কপট জড়রসিকগণ নিজ নিজ দুর্গন্ধপূর্ণ সংসার-প্রণালী হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হইয়া ভক্তিসোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ ও সুসিদ্ধান্ত দেখিয়া কাহার না তাঁহার শ্রীচরণকমলকে প্রাণের সহিত আদর করিতে ইচ্ছা হয়? তাঁহার সুনির্ম্মল প্রেমভক্তি প্লাবিত বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত জীবন-কুসুমের সুরভিতে কে না আমোদিত হয়? দুর্ভাগা ভক্তিহীন কর্ম্মী স্বীয় উদরলোভে যে জীবানুগত্যের কাপট্য দেখায়, তাহাতে শ্রীজীবের পদানুসরণ হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে বৃক্ষতলবাসী হইয়া অর্থলোভ ছাড়িয়া চিদ্বিলাস-সেবায় নিযুক্ত না দেখিলে শ্রীজীবের নিষ্কপটসেবক বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। প্রাকৃত সহজিয়া

অনভিজ্ঞ সমাজে আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই, তিনি অভুক্তবৈরাগ্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া অপ্রাকৃতরসের উপলব্ধি করিতে সমর্থবান্ ছিলেন না। আর, যাঁহারা গোদাস, জড়রস-রসিক, তাঁহারা জড়ভোগরসে প্রমত্ত হইয়া কুম্ভরগর্বে জ্বলন্ত নরকে প্রবেশকেই প্রেম বলিয়া জানেন। তাদৃশ আত্মবঞ্চিত কপটীগণের শ্রীজীব গোস্বামীর বাক্যে প্রবেশলাভ দুর্ঘট। মক্ষিকা যেরূপ মধুপূর্ণ কাচভাণ্ডের কাচ-আবরণের অপর দিকে থাকিয়া মধুর আস্বাদ না পাইয়া মধুলোভে বসিয়া মিষ্টরস হইতে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ শ্রীজীবের গ্রন্থের পঠনপাঠনাদির পরেও ব্রজবিলাসে তাহাদের প্রবেশাধিকার হয় না। শ্রীজীবের কৃপা ব্যতীত তাহাদের জড়ভোগস্পৃহা ও মায়িক বিচার নষ্ট হয় না। শ্রীগুরুপূজা ছাড়িয়া বৈষ্ণবের অবজ্ঞা করিতে করিতে আচার্য্যের মিথ্যা অনুসরণ তাহাদিগকে সংসার-কূপের অপবিত্র সলিলে ডুবাইয়া দেয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

শ্রীগৌরগদাধর মঠের রক্ষক শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী চাঁপাহাটী হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

ঢাকা কমলাপুর মঠ হইতে শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে কলিকাতাপ্রবাসী পশ্চিমদেশের কতিপয় অধিবাসী গৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত চিমনলাল ও তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত ব্রজলাল, শ্রীযুত দেবসুখ রায়, শ্রীযুত বাবুরাম ও শ্রীযুত মুন্নালাল প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। মঠের কতিপয় প্রচারক অনেকের গৃহে গমনপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

উৎসবের দিবস আমরা গৌড়ীয়মঠে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন ও হরিকথা শুনিয়াছিলাম। কলিকাতাবাসী গণ্যমান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী ধর্ম্মপরায়ণ অনেকেই যোগদান করেন। কাঁসারিপাড়ার স্বধামগত তারকনাথ প্রামাণিকের অধস্তনগণ পাকোপযোগী বাসন প্রভৃতি কয়েকদিবসের জন্য মহোৎসবের কার্য্যে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুত বিহারী লাল মল্লিক, শ্রীযুত লালবিহারী বশাখ, শ্রীযুত সাক্ষীগোপাল বড়াল, শ্রীযুত মণিলাল মল্লিক, শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার কুমার সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত রণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুত মধুসূদন সরকারপ্রমুখ অনেকেই হরিকথা-শ্রবণে যোগদান করেন। পরদিবস রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ প্রমুখ কতিপয় বিদ্বদ্বর্গ শ্রীমঠে শুভাগমন করেন। এবৎসর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় মহাপ্রসাদ-সম্মানে দরিদ্রের সংখ্যা অধিক না হইলেও নিমন্ত্রিত ধর্ম্মপরায়ণের সংখ্যা অনেক বেশী। দিন দিনই ভগবৎকথার বহুল প্রচার দেখিয়া ভক্তসজ্জের আনন্দোৎস বৃদ্ধি হইতেছে।

ধন্য বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্য, "গৌড়ীয়" মঠসেবক ভক্তগণ! তোমাদের একমাসব্যাপী অহরহঃ কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণসেবার প্রবল চেষ্টা দেখিয়া আজ বৈষ্ণবজগতের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে, প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন ভক্তসজ্জায় ভাক্ত ভোগী ভণ্ডগণের স্ব স্ব জিহ্বা, উদর, উপস্থ, অর্থ ও পরিবারের কামনা-তৃপ্তির জন্য "দেহি" "দেহি" রবে চতুর্দ্দিকে তাণ্ডব নৃত্যকালে, মায়াবাদ ও কর্ম্মজড়বাদাচ্ছন্ন জগতে অতি দুর্লভ ভগবৎ-ভাগবতসেবায় ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকলকেই অধিকার প্রদান করিয়া সুকৃতি উৎপাদন করিবার জন্য—তোমাদের সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া, সুখ দুঃখ, মান অপমানের সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, সকলের প্রদত্ত সম্মান ও অপমান—পুরস্কার ও তিরস্কার তৃণ্যজ্ঞানে সমভাবে বরণ করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা উপেক্ষা করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে—

"যে না বলে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি'।
আমারে কিনিয়া ভজ গুরু-গৌরহরি॥"

বলিতে বলিতে তাঁহাদের ভ্রান্তিপ্রসূত 'আমার' বলিয়া পরিচিত যথাসর্ব্বস্বটুকু নিখিলজীবের নিত্যপ্রভু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় অর্পণ করিবার জন্য যে অনুক্ষণ যত্ন করিয়াছ, তাহা বিশ্বে বাস্তবিকই অতুলনীয় চেষ্টা—প্রাকৃতপ্রপঞ্চে প্রকৃতই অপ্রাকৃত চেষ্টা। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখশ্রুত বিষয় অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা ও জীবে দয়া করিবার জন্য তোমরা একমাত্র সুমহৎ উদার নির্ম্মল সেবা-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতে যে নবীন অথচ চির সনাতন আদর্শ প্রদর্শন করিতেছ, তদ্দ্বারা অনায়াসে বিশ্ববিজয় করিয়াছ। এইরূপে কীর্ত্তনমুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ ও তদীয় সেবায় গৌরব-মহিমা ঘোষণায় নিদর্শন-স্বরূপ শ্রীতুলসী মাল্য তোমাদের কণ্ঠদেশে লগ্ন থাকিয়া, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তুর নিত্য অনুশীলনের চিহ্নস্বরূপ তৎসম্বন্ধ ব্রহ্মসূত্র তোমাদের দেহ ও মনকে সংস্কার-মণ্ডিত করিয়া, এবং তুরীয় বিষ্ণুর পরমপদ-সেবার জন্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক তোমাদের ললাটদেশকে সুশোভিত করিয়া আবহমানকাল হইতে অচ্যুত-গোত্রীয় সৎসাম্প্রদায়িককে তোমাদিগকে চ্যুতগোত্রীয় অসৎসাম্প্রদায়িক সাধারণ জীবগণ হইতে নিত্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিতে থাকিবে, সন্দেহ নাই।

আমরা "গৌড়ীয়ে"র সহৃদয় সুধী পাঠক পাঠিকা সকলকেই একবার মঠে গমন করিয়া অচ্যুতের কথা গান শ্রবণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শন করিয়া চক্ষুকর্ণের এবং মনের ভোগদর্শন ও সঙ্কোচ ভাব দূরীভূত করিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

ভবঘুরের উক্তি।

দেখহে, তোমরা আমাকে আর তিষ্ঠুতে দিলে না। তোমাদের কাণে কাণে কথা বল্‌লেও ঢাক বেজে' যায় ভারতময়। তোমাদের সব ভাল, এই স্বভাবটা কিন্তু ভাল নয়। হো'ক্! আর কি কর্‌ব বল? আমি তা' বলে' মুখ বুজে' থাক্‌তে পারবো না। আমার পাও চল্‌বে—সর্ব্বত্র ঘুরতে ছাড়্‌বো না, আর মুখও চল্‌বে—কথা বল্‌তে থাম্‌বো, না। কত জায়গায় যাই, কত খবর পাই, তোমাদের এক আধ্‌টা না বলে'ও পারি না। তোমাদের মঠে গিয়ে গিয়ে আমার যেন নূতন কাণ হ'চ্চে—কথা পড়্‌লে কিছু কিছু ধর্‌তে পারি, আর যেন নূতন চোখ হ'য়েছে—"পরমার্থে ভেজাল" দেখ্‌লে বুঝে' ফেলি। মঠের

ঠাকুর মহাশয় শাস্ত্র দেখিয়ে যে সব আচারকে ভক্তির বাধক বলেন সেইগুলোই কিন্তু তোমাদের ঐ প্রভুপাদ-বংশ্যরা ক'রে বসে' থাকেন! অথচ তাঁরাই ত' দেখি, বেশী লোকের কর্ণধার। তাঁদের কিছুকাল পূর্ব্বের কীর্ত্তি যা' সব শুনিচি, তা'তে ত' কাণে আঙ্গুল দিতে হয়, আর তা'র কিছু কিছু নমুনা এম্‌-এ ক্লাসের জন্য মধ্যযুগের গল্প সাহিত্যের নমুনারূপে সাহিত্যিক মিত্র মহাশয়ের সংগ্রহ থেকে দেখ্‌তে পেতে' পার। আমার কথা না হয় ফোতোর কথা বলে' ছেড়ে' দিলে, কিন্তু, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্বে উঠে গেল, এখন আর আমার মত বুড়ো হাবড়া লোকের মুখ চেপে' ধর্‌লে কি কথা চেপে' রাখ্‌তে পার্ব্বে? উঠ্‌ল ত', ফোতোর কথায় গল্পটা শুনে নাও। একটা বোকা লোক গরুর পিটে একধারে আলুর ছালা চাপিয়ে তা'র একমুড়' ধরে' অন্যধারে নিজে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে হাটে যাচ্ছে। পথে একজন লোক দেখ্‌তে পেয়ে জিগ্‌গেস্‌ কল্লে, ওহে তুমি অমন কষ্ট করে' যাচ্ছ কেন?" সে বল্লে, "নইলে যে আলুর ছালাটা পড়ে' যাবে?" তখন লোকটা বল্লে, "তুমি বড় বোকা, ছালার এ মুড়োটায় নিজে না ঝুলে' ইট পাট্‌কেল দিয়ে ভর্ত্তি করে' নিজে মজা করে' হেঁটে চল।" সে বল্লে "আপনার কত টাকার কারবার?" লোকটা বল্লে, "চালের কারবারে আমার হাজার টাকা খাট্‌চে।" তখন আলুওয়ালা নিজে নেমে' সেই জায়গায় কতকগুল' ইট্‌ ঢেলা জোগাড় করে' দুধার সমান করে' নিয়ে গরু তাড়াতে লাগ্‌লো, আর যেতে' যেতে' চালের কারবারীর বুদ্ধির কথা ভাব্‌তে লাগ্‌ল; মনে কল্লে 'হাজার হোক্‌, শাঁসেজলে লোকের বুদ্ধিই আলাদা।' আর খানিক দূর যেতে' না যেতে' অপর এক লোকের সঙ্গে দেখা। সে বল্লে "ওহে গরুটাকে অমন জখম ক'র্চ্ছ কেন? ইট্‌ পাট্‌কেল গুল' ফেলে' দিয়ে ঐ আলুই দুধারে সমান করে' দাও না, তা' হ'লে পড়্‌বেও না, আর গরুটার আদ্ধেক বোঝা কমে'ও যাবে। গরু জখম হ'লে শিগ্‌গির গরু খারাপ হবে।" আলুওয়ালা শুনে' ভারি খুসি, মনে মনে তা'র বুদ্ধির খুব প্রশংসা কর্ত্তে লাগ্‌ল। আর তা'র কথামত কাজ করে' দেখ্‌ল, খুব সুবিধে হয়েছে। মনে কর্‌লে, 'এ লোকটা আরও বড় মহাজন, নইলে এত বুদ্ধি? গরুটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।' একসঙ্গে খানিক দূর যেতে' যেতে' মধ্যে জিগ্‌গেস্‌ কর্‌লে, "আপনার কত টাকার পুঁজির কারবার? সে জবাব দিলে, "আমি ভাই, গরীব লোক, রোজ আনি, রোজ খাই।" তখন আলুওয়ালা চটে' চাই। বল্লে, "আরে তুমি যে ফোতো তা' আগে বল্‌তে হয়? এই বলে' গরু ফেরালো। 'কোথা যাও হে?' 'সেই জায়গায়—যেখানে ইট্‌পাট্‌কেলগুলো ফেলে এয়িছি।' 'কেন?' 'আবার সেগুল ভরবো?' 'কেন, কেন?' 'নইলে কি তোমার মত একটা ফোতোর কথায় কায কর্‌বো? তোমার চেয়ে ত' আমি ভাল? আমার এই আলুর কারবারে পাঁচশ' টাকা খাট্‌চে। আর তুমি ত' হাতখালি লোক। আমি ফোতোর বুদ্ধি নিয়ে মরি আর কি'—বলে' যে কথা সেই কায; আবার ফিরে গিয়ে গরুর ঘাড়ে ইটের বোঝা চাপা'লে। এই রকম ফোতো বলে' আমার কথা উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু প্রভুতত্ত্ব ত' আর ফোতো নয়? আজ-কালকার দিনে আর ততটা বেলাল্লার খাতির হয় না বলে' প্রভুবংশ্য কেহ কেহ কিছু কিছু সভ্য হচ্ছেন, সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেলা-মেশা কচ্ছেন, কিন্তু দৃষ্টি সেই রোজগার আর ইন্দ্রিয়-সেবার দিকে। তা' ছাড়া আর কিছু চেষ্টা ত' দেখি না। ঐ যা'কে তোমরা 'শাল-গ্রাম দিয়ে বাদাম ভাঙ্গা' বলো, তাই হ'চ্ছে। একটা লোক ঠাকুরঘরে ক'টা বাদাম নিয়ে ঢুকে' সিংহাসন থেকে শালগ্রাম নামিয়ে শিলা-বুদ্ধিতে তাই দিয়ে ঠুক্‌ ঠুক্‌ করে' বাদাম কয়টা ভেঙ্গে টুক্‌ টুক্‌ করে' গালে ফেলে' দিয়ে ঠাকুর পূজো করে' বেরুলো, লোকে ভাব্‌লে ঠাকুরের পূজো হ'ল। এও তো দেখ্‌ছি, ঠিক তাই হ'চ্ছে হে, ভায়া, ঠিক তাই। ভাগবত-পাঠ, ধর্ম্ম-

বক্তৃতা, মন্ত্রদান করে' রোজ্‌গার চল্‌ছে, অট্টালিকা হচ্ছে, জমিদারী কিন্‌ছে, জড়োয়া দিয়ে পরিবার, মেয়ের অঙ্গ মুড়ছে, ভোগের চূড়ান্ত কর্‌ছে—নাম কি না তাঁরা পরমার্থরাজ্যের চাবিকাটী দখল করে' আছেন। হায় রে দেশের বোকামি! বোকা দেশ না হ'লে—ঐ যে তোমরা সেদিন কি লিখেছ,—"পরমার্থে ভেজাল" চলে? আবার, প্রভুবংশ্যদের দেখাদেখি অপর বামুনও লোভ করে' বসে' রোজগারের ঐ সুবিধের পন্থা ধরে' বাউরি চুল রেখে' গোঁসাই সাজ্‌চে, আর ইংরাজী-জানা পাঠক বক্তা হ'য়ে লুঠ্‌ কর্‌ছে। আর এক খবর রাখ, ভায়া? আমি মধ্যে মধ্যে তোমাদের এই সব খবর এনে দোব। যদি কারও সংসার ভাল না লেগে' একটু ভক্তি-চেষ্টা হয়, অমনি বাড়ীর মেয়েরা আকুল হ'য়ে এই তোমাদের প্রভুবংশ্যের আশ্রয় নিয়ে বশীকরণ যাগ করে' তা'কে ঘোর সংসারী করে' তোলেন, আর ওঁরা সেই শান্তি-সস্ত্যেনের পুরুত হ'ন। লেগে গেল ত' সে ঘর বেঁধে' নিলেন, না লাগ্‌ল ত' একটা ঘর হাতছাড়া হ'ল বলে' মনমরা হ'ন। এঁরাই নাকি পরমার্থের চাবিকাটির মালিক! এঁদেরই সাম্‌নে নিয়ে তোমরা 'ভক্তি' 'ভক্তি' করে' চেঁচাচ্ছ। এদের হাত থেকে লোককে যদি রেহাই দিতে না পার, তবে তোমাদের প্রচার কিছু নয়, স্থির জেনো। এখন আসি। আরও খবর এনে দিচ্ছি।

গুরু আচরণ।

শ্রীগুরুর শ্রীমুখে যাহা উপদেশরূপেপ্রাপ্ত হইয়াছি ও তাঁহার আচরণ যেরূপ দেখিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, শ্রীগুরুতত্ত্ব যুগপৎ হরিসেবক ও হরিজন-সেব্য। ইহা কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত বেদোপদিষ্ট অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের অন্যতম উদাহরণ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার প্রাক্‌ পাত্ররাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর গ্রন্থশিরোমণি শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বেদনির্য্যাস সিদ্ধান্ত দিয়াছেন,—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিব তাঁরে তাঁহারই প্রকাশ॥"

শ্রীগ্রন্থের অন্যত্র, শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীগুরুকে অভিন্ন জানিতে উপদেশ করিয়াছেন। এই শেষোক্ত বিচারটীর জঘন্য ব্যাখ্যা ও তদনুগ ভ্রষ্টাচার চলিয়া গুরুনামধারী লঘু ও তৎকর্ত্তৃক বঞ্চিত শিষ্যকে নিরয়-পথে প্রেরণ করিতেছে। ভণ্ড গুরু কৃষ্ণ হইয়া তদুপযোগী লীলাসমূহ করিয়া শিষ্য-শিষ্যাগণের সদ্যোমুক্তি সাধন করিতেছেন ও স্বয়ং মুক্ত হইয়া অসংযতভাবে নরকপথে ছুটিতেছেন। এখানে মুক্ত বলিতে স্বেচ্ছাচার। নানাবিধ হরিবিমুখদলের এই বুদ্ধি। তাহারা বুঝিতেছে না, গুরুকে যেমন শ্রীকৃষ্ণা-ভিন্ন দেখিতে হইবে, সেইরূপ গুরু আবার "চৈতন্যের দাস"। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়জন শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদ উভয়েই এই তত্ত্বের সুন্দর সমাধান করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। "গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর।" "শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্যচ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" শ্রীগুরুদেব শ্রীমুকুন্দের প্রিয়তম পাত্র। সুতরাং তিনিও শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বই। কেননা, প্রভুর প্রিয়তমের উপর সমস্ত ভার থাকে, প্রিয়তমের সেবা করিলেই প্রভুর সেবা করা হয়। অতএব শিষ্য শ্রীগুরুকে সেব্যতত্ত্বরূপে তাঁহার সেবা করিবেন। গুরু সেই সেবা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি সংসাধন করেন। নিজে সেবা ল'ন না, অর্থাৎ গুরু স্বয়ং শিষ্যগণসহ শ্রীকৃষ্ণসেবা-নিরত থাকেন। শিষ্যগণ গুরুসেবা করি-বেন, গুরু শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেছেন। আলঙ্কারিক ও দার্শনিক পরিভাষায় শ্রীগুরুকে আশ্রয় ভগবান্‌ ও শ্রীকৃষ্ণকে বিষয় ভগবান্‌ বলে, সুতরাং শ্রীগুরু কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদাভেদ তত্ত্ব।

যাঁহারা গুরুর আসন টানিয়া লইয়া হরিজনের সেবা দাবী করিতেছেন ও হরিসেবা ভুলিতেছেন, তাঁহারা কৃষ্ণসেবা-বিমুখতা অর্জ্জন করিয়া নিজ নিজ অসুবিধা বর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহারা গুরু হইবার অযোগ্য। হঠাৎ তাঁহাদের কবলে পতিত হইলে বুদ্ধিমান্ জন আর বঞ্চিত না হইয়া তাঁহাদের হস্তমুক্ত হইয়া যথার্থ সাধুগুরুর চরণ আশ্রয় করিবেন। ঐ কৃষ্ণসাজ্জা অর্থাৎ শিষ্যের নিকট স্বীয় ভোগোপকরণ-সংগ্রহশীল গুরুনামে পরিচিত লোকগুলি অবৈষ্ণব। পারমার্থিক ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণ অবৈষ্ণবকে গুরুত্বে বরণ করিবেন না। অবশ্য এ বিচার, সংসারাভি-নিবিষ্টচিত্ত কর্ম্মীর বা অভেদাত্মবাদী ফল্গুজানলিপ্সুর প্রতি প্রযোজ্য নহে। পরমার্থ-শাস্ত্রে বলিতেছেন—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
তস্মাৎ পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গোস্বামি-সন্তান বলিয়া পরিচিত কোন এক ব্যক্তি বৈষ্ণবশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া আদেশ করিলেন, "ভাইত' পা যে ধুইয়ে দিতে হয়?" যখন একজন জল লইয়া পা ধোয়াইতে গেল, তখন প্রভুর দয়া হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আহা-হা! কত পুণ্যবলে এই ব্রহ্মার দুর্লভ বস্তু মিলে, তা' জান? প'ড়ে গিয়ে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে যে গো। একটা পাত্র এনে ধরে' রাখা উচিত ছিল।" এই নমুনামত গোস্বামি-সন্তান যে কতগুলি আছেন, সেন্সাস্ বিবরণে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, ইঁহাদের সংখ্যা কম। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ প্রকাশ্য সভায় সকলকে শিষ্যভাবে দেখিয়া তাঁহাদের সেবাদাবীর ব্যাপারটা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু শিষ্যকে দিয়া নিজ কৃষ্ণবিমুখ অচিৎ শারীরিক জড়সেবা করাইয়া লইবার উদাহরণ বিরল নহে। শিষ্য ডাকিয়া (সময় সময় নাকি শিষ্যাকে ডাকিয়া) অঙ্গসেবার আদেশ দিয়া সেই সেবা স্বীকার করা হয়। ইহা যেন বড় একটা কিছু নহে। এরূপ সেবা আদায় করিয়া লওয়াটা স্থলবিশেষে ত্যাগী-পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কেহ কেহ স্বশিষ্য বা ভদ্ভাবে সতীর্থ ভ্রাতাকে পর্য্যন্ত দিয়া স্বীয় সেবা, অঙ্গসেবা পর্য্যন্ত করাইয়া লইতে ব্যস্ত হন। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্য গোবিন্দ ও কাশীশ্বর সতীর্থ হইলেও গুরুর আদেশমত শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাঁহাদের সেবা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাই বলিয়া তাঁহাদিগকে বিরূপ নিজ সেবায় নিযুক্ত করিবার আদেশ কেহই অনুমোদন করেন না। অবশ্য শিষ্যের কর্ত্তব্য গুরুসেবা, শ্রীগুরুমুখে সাধারণভাবে শুনিবার অবসর শিষ্যের হইতে পারে ও শিষ্য গুরুসেবা করিবেন। কিন্তু যে গুরুনামধারী ব্যক্তিগণ শিষ্যের সেবা লইবার উদ্দেশে কৃষ্ণকে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় ভোগার্থে সেবা আদায় করেন, তাঁহারা অপরাধ করেন মাত্র। তাঁহারা ভুলিয়া যা'ন, যাহা কিছু শিষ্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত, সমস্ত কৃষ্ণসেবার জন্য, স্বীয় ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্য নহে। নিজেকে সেব্যতত্ত্বের আসনে বসাইয়া যাঁহারা স্বীয় ভোগ-তৎপরতা বুদ্ধি হইতে ভোগ্য বস্তুর সংগ্রহে যত্নপর, তাঁহারা আমার ন্যায় লঘু বস্তু তাঁহাদের গুরুত্ব নাই। গুরুর লক্ষণ-বিচারে উপনিষৎ আদেশ করিতেছেন, "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্," শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, "শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।"

বেদপ্রতিপাদ্য ভাগবতধর্ম্মে অভিজ্ঞ ও ভগবন্নিষ্ঠা দ্বারা প্রশান্তচিত্ত যিনি, তিনিই গুরু। স্বর্গকাম বা মোক্ষসাধন-তৎপর জন স্বীয় উৎকর্ষকাম, তাঁহার ভগবন্নিষ্ঠা অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে ভগবানে নিত্যভক্তি নাই। কার্য্যসিদ্ধির জন্য যাঁহারা সাময়িক ভক্তির আবাহন করেন, তাঁহারা গুরু হইতে পারেন না।

দেলায়-দে রাম!

সহরে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের 'দেলায় দে রাম' চীৎকার অপরিচিত নহে। তাঁহারা জানেন কোন কোন পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী ব্যক্তিগতভাবে কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা না করিয়া ঐরূপ চীৎকার করিয়া ভিক্ষা করেন। "সের্ ভর্ আটা দেলায় দে রাম," "পৌয়া ভর্ ঘিউ দেলায় দে রাম," এই সব ধ্বনি করেন। ইহাঁদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা কাহারও নিকট ভিক্ষা করিবেন না। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের পোষণ করিবেন, এই বিশ্বাস তাঁহাদের আছে, তাঁহাদের শরণাপত্তিরূপা ভগবচ্চরণ-প্রপত্তি হইয়াছে। ভিক্ষা করিলে তাহার অভাব হয়। ভৈক্ষ্যই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তাহাই শরণাপত্তির লক্ষণ। সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম প্রচার-কীর্ত্তনাদিমুখে হরি ভজন করিয়া যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ-ফলে প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ ভিক্ষা করিবেন, সঞ্চয় করিবেন না। তাহাই শরণাপত্তি। আর যাঁহারা অযাচক-বৃত্তি অবলম্বন করেন বলিয়া আমরা জানি, তাঁহারা মানসিক সেবা-কার্য্যে এতদূর মগ্ন হইয়া যা'ন যে, তাঁহাদের দৈহিক ক্রিয়ার অবসর হয় না, সুতরাং ভিক্ষাও ভুলিয়া যা'ন। 'ভগবান্ তাঁহাদের খাদ্য আনিয়া ডাকাডাকি করিবেন, তাঁহাদের সেবা ভগবান্ করিবেন' এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি স্বেচ্ছায় তাঁহারা পোষণ করেন না। আর যাহারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকারী হইয়া "দেলায় দে রাম" চীৎকার করে' বেড়াচ্ছে, তাহারা কোন্ শ্রেণীর লোক? তাহারা বল্‌ছে তাহারা ভিক্ষুক নহে, অযাচক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা রামকে এ দিতে ও দিতে বল্‌ছে, রামকে স্পষ্ট কথায় নিজেদের সেবা কর্‌বার জন্য ডাক্‌চে। শ্রীরামচন্দ্রের সেবা না করিয়া তাঁহাকে দিয়া সেবা করাইয়া লইবার বুদ্ধি। এ ঠিক আজ কালকার দিনের বিগ্রহব্যবসায়ীদের আর ভাড়াটিয়া ভাগবত-পাঠকদের মত সেব্য-ভগবানেরসেবা লওয়া! এর চেয়ে আর কি ভীষণ অপরাধ আছে?

এই রকম 'দেলায় দেনা ওয়ালা' একদিন হেঁটে হেঁটে বোল্‌লে, "ঘোড়া দিলায় দে রাম"। ঘোড়া ত' আর কথায় কথায় মেলে না। কিছু সময় গেলে দেখে, এক বেওয়ারিস মাদী ঘোড়া খাড়া। ও'ত একটা লতা ছিঁড়ে নিয়ে তা'র মুখে লাগাম করে চড়তে যাবার চেষ্টা কর্‌ছে, এমন সময় এসে' দেখে, ঘোড়াটীর একটী বাচ্ছা ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে। এখন ঘোড়াতে তা'র মমত্ব বুদ্ধি হ'য়েছে, ছেড়ে'ও যেতে পারে না। তার পর ঘোড়াটী যখন সাম্‌লে নিলে, তখন ত' যেতে চায় না, ছানা ফেলে' যাবে কেন? শেষে সে লোকটা ছানাকে কাঁধে নিলে, তবে ঘোড়া চল্‌তে লাগ্‌ল। আর সে ঘোড়া কাঁধে নিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল 'এ কেয়া দে দিয়া রাম, চড়্‌নেকো বাস্তে ঘোড়া মাঙা রহা, লেকেন ঘোড়া মেরে পর চড়্‌লিয়া'। এই আক্ষেপ অনেককেই কর্‌তে হয়। সুখের চেষ্টায় দিবারাত্রি গাধার মত পরিশ্রম করিয়া শেষে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই প্রাপ্ত হয়। তখন তা'রা দুঃখে মনে কর্ত্তে থাকে, হায়, হায়! এ কি হ'ল!—

'সুখের আশায় এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।'

সর্ব্বত্রই এই কথা। নিজ সেবার জন্য স্ত্রী পুত্র ঘটাইয়া শেষে তা'দের সেবা করিতে করিতে জীবনটা শেষ হয়। এই "ঘোড়া দেলায় দে রাম"অনর্থযুক্ত প্রায় সকলেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে; আর তা'র ফলও সেইরূপই হইয়া থাকে,—"এ রাম এ কেয়া দে দিয়া" এ আক্ষেপ প্রায় সকলকেই কর্‌তে হয়। কত সাধ করে', কত আড়ম্বর আয়োজনের সঙ্গে সংসারে প্রবেশ ক'রে শেষে তা ছাড়্‌তেও পারে না, রাখ্‌তেও পারে না, সাপে ব্যাঙ ধরা-গোছের। তাই বুদ্ধিমান্ লোক ও কাজে আর হাত দিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি সুখের আর দুঃখের আবর্ত্তে পড়িয়া ক্লেশে বিধ্বস্ত হইতে প্রস্তুত নহেন। তাই তিনি ভোগের আবাহন হইতে বিরত থাকিয়া

তাঁহার নিত্য কৃত্য শ্রীহরির সেবা-কার্য্যে জীবন নিয়োজিত করেন, তাঁর সংসারের আবিলতা মধ্যে পতিত হ'ন না। এই সকল বুদ্ধিমান্ বীরচেতা শান্তচিত্তগণের আদর্শে আমরাও যদি স্বীয় চরিত্র গঠিত করি, সাধুগুরু-পদাশ্রয়ে যদি শ্রীনামাশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজননিরত থাকি, তাহা হইলে আর আমাদিগকে ঘোড়ার চড়ার পরিবর্ত্তে ঘোড়া কাঁধে করিয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। মনে যত রকমের জড় স্পৃহার উদয় হয়, সব ঐ "ঘোড়া দেলায় দে রাম" চীৎকারের মত। তাই বলি সাধু সাবধান, দেখিবেন, যেন "ঘোড়া দেলায় দে রামে"র মত অবস্থা আমাদের আর না ঘটে।

ভক্তের অবস্থা।

ভগবদ্ভজনই যখন জীবের চরমকল্যাণ, সেই চরম কল্যাণলাভ জীবের কোন্ অবস্থায় হইতে পারে, এই প্রশ্ন অনেক সময় আমাদের চিত্ত অধিকার করে। শাস্ত্র বলেন, বদ্ধজীব-জগতে মনুষ্যই কেবল হরিভজনের উপযোগী জন্মলাভ করিয়াছেন, অন্যান্য জীবনে কেবল বিষয়-সেবাই হয়। নরদেহ ভিন্ন অন্যান্য দেহে চেতনধর্ম্ম সংকোচিত বা আচ্ছাদিত। সংকোচিত-চেতন বদ্ধজীবগণ পশুপক্ষিসরীসৃপ-দেহগত, আর আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষ ও প্রস্তর-গতিপ্রাপ্ত বদ্ধ জীব। কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়াই জীব অবিদ্যারূপ জড়বন্ধন-বদ্ধ। যে জীবের যে পরিমাণ ভগবদ্বিস্মৃতি, তাহার চেতন সেই পরিমাণে আবৃত। মনুষ্যের চেতন মুকুলিত, বিকচিত ও পূর্ণ-বিকচিত ভেদে ত্রিবিধ। নীতিশূন্য, নিরীশ্বর-নৈতিক ও সেশ্বর-নৈতিক জীবনে জীবের মুকুলিত চেতন। ইহার মধ্যে যাঁহারা নীতিশূন্য, তাঁহাদের জীবন একান্ত জঘন্য, সংকোচিত-চেতনাপেক্ষা সামান্য উন্নতভাববিশিষ্ট, তাঁহাদিগকে অনেক স্থলে নরপশু আখ্যা দেওয়া হয়। তদপেক্ষা একটু উন্নত অবস্থা নিরীশ্বর-নৈতিক জীবনে পরিলক্ষিত হয়। ইঁহাদের ঈশ্বর বিশ্বাস নাই, অথচ সমাজিকশৃঙ্খলা উল্লঙ্ঘন করিয়া গোলোযোগ ঘটাইতে প্রস্তুত নহেন। আর যাঁহাদিগের সেশ্বর-নৈতিক জীবন তাঁহাদিগের অবস্থা আর একটু উন্নত। তাহা হইলেও তাঁহাদের ধারণা ভগবদুন্মুখী হয় নাই। ঈশ্বর থাকিতে পারেন, তিনি কর্ম্মাধীন কর্ম্মফল-প্রদাতা নানারূপে উপাসিত হইয়া তিনি আমাদিগের জাগতিক অভীষ্ট প্রদান করেন, এইমাত্র তাঁহাদের প্রতীতি। ইহাকে ভগবদুন্মুখতা বলা যায়। যাঁহাদের কিছু ভগবদুন্মুখতা হইয়াছে, তাঁহাদিগের সাধন-ভক্তিময় জীবন। ভাবভক্তিময় জীবনের পূর্ব্বাবস্থা সাধক জীবন। শ্রদ্ধা সহকারে সাধু-সঙ্গে ভজন-প্রভাবে অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি হইয়াছে। ভাবভক্ত জীবনই জীব-জীবনের পূর্ণ বিকাশ, তাহাই পূর্ণবিকচিত-চেতনাবস্থা।

মুক্ত জীব নিত্য গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য হরিসেবা করিতেছেন, তাঁহারা শ্রীহরির নিত্য পার্ষদ। আর সাধন দ্বারা জীবন্মুক্ত ও বস্তু-সিদ্ধিক্রমে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট সেবকগণ উভয় অবস্থায়ই শ্রীহরির নির্ম্মল-সেবাপ্রবৃত্ত। মুক্ত

অবস্থায়ই কৃষ্ণভজন হয়। শ্রদ্ধোদয়েই সাধু-গুরু-পাদাশ্রয়ে ভজন আরম্ভ করিয়া জড়ভোগ-বাসনামূলক কপটতারূপ অনর্থ-নিবৃত্তির যত্ন করিতে হইবে। ইহাই বদ্ধাবস্থার ভজন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই উভয়বিধ ভজন কোন্ অবস্থায় অর্থাৎ কোন্ আশ্রমভুক্ত অবস্থায় সম্ভবপর? ইহার উত্তর প্রদান করিতে হইলে প্রথমে বিষয়-বিচার আবশ্যক। আমাদের কৃত্য হরিভজন, আমার ন্যায় যাঁহারা বদ্ধ, তাঁহাদেরই প্রণালী বিচার করিতে হইতেছে। প্রথমে হরিভজনে কি বাধা আছে, দেখিতে হইবে। ভজন অর্থাৎ সেবার বাধা ভোগেচ্ছা। যে অবস্থায় ভোগেচ্ছারহিত হইতে পারা যায়, সেই অবস্থা হরিভজনের উপযোগী। যদি কেহ গৃহস্থ থাকিয়া ভোগেচ্ছা-রহিত হইতে পারেন, তাঁহার সেই অবস্থায়ই হরিভজন হইতে পারিবে। কিন্তু সাধনমার্গে গৃহস্থ-অবস্থায় ভোগেচ্ছার হাত হইতে মুক্ত হওয়া অতি সুকঠিন নয় কি? ভোগদর্শনে যাহা ভোগ্য বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুক্ত বৈরাগ্য স্বীকার করা অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা। প্রাথমিক সাধক-গণ অনেক স্থলে আশ্রমান্তরে ভোগেচ্ছা-দমনের সুবিধা দর্শন করেন। তাঁহাদের সাংসারিক কৃত্য কম থাকায় তাঁহারা হরিভজনের সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন। নচেৎ গৃহস্থই হউন, আর ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসীই হউন, সর্ব্ব আশ্রমেই হরি-ভজনের অধিকার আছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,

"গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, হরিভজনের জন্য আশ্রম-বিশেষের আবশ্যকতা নাই। শ্রীহরি-ভজন আশ্রমাতীত ব্যাপার। যখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন ও গোস্বামী ঠাকুর তদুত্তরে যখন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকেই কৃত্য বলিয়াই নির্ণয় করেন, তখন প্রভু বলিলেন "এহ বাহ্য আগে কহ আর।" হরি-ভজন-ব্যাপারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উপযোগিতা নাই। আর বক্তা গোস্বামিমহাশয় স্বয়ং গৃহস্থ ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইয়াও এবং দেবদাসী-গণের নাট্য-পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহা-দিগকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ-জ্ঞানে-পূজ্য বুদ্ধি করিতেন, কখনও ভোগ্য-বুদ্ধি করেন নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একমাত্র ভক্ত বলিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার পরিচয় দিয়া-ছেন। যথার্থ বৈষ্ণব জীবন্মুক্ত—তিনি আশ্রম চতুষ্টয়ের কোনটীর পরিচয়ে পরিচিত থাকি-লেও তিনি কোনটীরই অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহার অবস্থা আশ্রমাতীত। তিনিই পরম-হংস। তাঁহার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাভি-মান নাই; তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাভিমান নাই; তাঁহার রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি সামাজিক অবস্থার অভিমান নাই। তিনি জাগতিক সমস্ত অভিমানের অতীত তত্ত্ব। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধ জীবের শুদ্ধ অস্মিতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়া তাঁহারই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো-
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নহি, রাজা (ক্ষত্রিয়) নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বনচারী নহি, সন্ন্যাসী নহি—এসকল জাগতিক পরিচয় আমার নিত্য পরিচয় নহে। আমার নিত্য পরিচয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাসের দাস। আমি বৈষ্ণব-দাস—এই আমার স্বরূপ ; বৈষ্ণব-দাস, অতএব বিষ্ণুদাস,—নিত্যকৃষ্ণদাস, এব্যতীত আমার অন্য পরিচয় নাই। গৃহী বা সন্ন্যাসী—এই জগতের পরিচয়, দু'দিনের পরিচয়। আজ আমি ব্রহ্মচারী, কালই সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ হইতে পারি ; আজ আমি গৃহস্থ, কালই বনচারী হইতে পারি ; আজ আমি বনস্থ, বা সন্ন্যাসী, কালই নিতান্ত সৌভাগ্যফলে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস হইবার যোগ্যতা লাভ হইতে পারে, অথবা পতিত হইয়া বান্তাশী বা বমনভোজী হইয়া আবার সংসারে প্রবিষ্ট হইতে পারি ; সর্ব্বশেষে মৃত্যু আসিয়া এজগতের সকল পরিচয়ই লোপ করিয়া দিতে পারে। সুতরাং যিনি যে বর্ণেই জাত হইয়া থাকুন না কেন, যে আশ্রমেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, হরিভজন আরম্ভ করিয়া দেওয়াই সদ্‌যুক্তি। ভজন প্রবৃত্তি প্রবলা থাকিলে বর্ণাশ্রম-প্রবৃত্তি বাধা দিতে পারিবে না। আবার ভজন-চেষ্টার উদয় না হইলে বর্ণ-বিশেষে বা আশ্রম-বিশেষে সুবিধা করিয়া দিবে না। হরিভজনহীন সন্ন্যাসে ফল্গু বৈরাগ্য হইয়া যাইবে, হরিভজনপূর্ণ গৃহই গোলোক। তা' বলিয়া একথা আমাদের বক্তব্য নহে যে ভাল করিয়া গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন করিলেই আমাদের চরম কৃত্য হইয়া গেল। শাস্ত্রের তাহা উদ্দেশ নহে, নির্দ্দেশও নহে। আর, সন্ন্যাসী হরিভজন করিলে তিনি যুক্তবৈরাগ্যই করিয়া থাকেন, তিনি আমাদের শিরোমণি।

উৎকল গীতি।

(১)

আরে ভোলা মন বৃথা কাটি গলা তো এ জীবন।
কিপাঁই জন্মিলু, কি কি কার্য্য কলু,
সবু হলাটীত অকারণ॥
(আরে ভোলা মন—)

(২)

জরা রোগ শোকে জর জর,
তো নিজ শরীর নহে তোর,
যেবে জীব যিব, দেহ পড়িথিব,
ভুঞ্জিবে শকুনি শিবাগণ॥
(আরে ভোলা মন—)

(৩)

ঘর দ্বার ভূমি ধন জন
পড়িথিব হেলে অচেতন
কিছিতো সঙ্গরে যিবত নাহিঁরে,
সহি ন থিলু তু কি কষণ॥
(আরে ভোলা মন—)

(৪)

অন্তরে বাহিরে রিপুকুল,
নিরতে করন্তি কলবল,
বিষয়া বিষয়ে দেহ সদা জরে
কি বুদ্ধি করিবি গলা দিন ॥
(আরে ভোলা মন—)

(৫)

চাহ চাহ অস্ত আয়ু রবি,
কেমন্তে সঙ্কটু নিস্তরিবি,
বুদ্ধি দিশুনাহি, কি করিবি মুহি,
অন্ধকারময় ত্রিভুবন ॥
(আরে ভোলা মন—)

(৬)

এ বিপত্তু কেবা উদ্ধারিব,
অসময় বন্ধু কেবা হেব,
ক্ষমি অপরাধ, দেই পদ্মপাদ,
প্রেমরে করিব আলিঙ্গন ॥
(আরে ভোলা মন—)

(৭)

শুনিছি নিতাই গৌরহরি,
জীব লাগি আসি অবতরি,
মায়াপুরে যোগ পীঠে অবতীর্ণ
হই বিতরন্তি প্রেমধন ॥
(আরে ভোলা মন—)

(৮)

প্রেমদানকারী কল্পতরু,
উদ্ধারিবে কলি-কবলরু,
এ পরমানন্দ দাস কহে মন
ভজ সদা তাঙ্ক শ্রীচরণ ॥
(আরে ভোলা মন—)

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড — শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩০শে ভাদ্র, ১৩২৯ — ৫ম সংখ্যা

(প্রকৃতি-জন-পাঠ্য)

গৌড়ীয়ে প্রীতি।

গৌড়ীয় ভাষার পাঠক, গৌড়-দেশের অধিবাসি, তোমাদিগের আচার, ব্যবহার, ভাষা, রুচি, নীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাস গৌড়ীয়ের মত হওয়াই প্রার্থনীয়। তোমাদের গৌড়ীয় পরিচয়ে যাহা কিছু অগৌড়ীয়ের মত আছে বা হ'তে চলিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ পরিহার করিয়া গৌড়ীয়ের আদর্শ সমগ্রজগতের দেখ্‌বার মত কর। অগৌড়ীয়গণ যেন তোমাদের সর্ব্বোত্তমতা দেখিয়া তাহাদের নিজস্ব-ছাড়িবার সুযোগ পায় ও তোমাদিগের ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। অগৌড়ীয়ের সহিত তোমাদের কোন বিরোধ থাকা উচিত নহে; তাহারাও তোমাদের ভালবাসার পাত্র হউক। তোমরা যেন অগৌড়ীয়ের কোন অংশ গ্রহণে লোভ করিয়া গৌড়ীয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ ন্যূনাধিক নষ্ট না কর। গৌড়ীয়গণের পরমোপাস্য শ্রীচৈতন্যের প্রেমে একদিন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথ প্লাবিত হইয়াছিল। অন্যের যা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহারা সকল ছাড়িয়া প্রেমের উপাসক হইয়াছিল। কি আচার, কি ব্যবহার, কি ভাষা, কি রুচি, কি নীতি, কি ধর্ম্ম একদিন সকলে মিলিয়াই প্রেমের স্রোতে ভাসিয়াছিল। সেদিন পরস্পরের বৈরিতা, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অনিত্যের বহুমানন কতটা কমিয়াছিল, তাহা কি একবার গৌড়ীয় হইয়া ভাবিয়া দেখিয়াছ? ভাবিলেই জানিবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ,

মৎসরতা গৌড়ীয়ের স্বভাব নহে। প্রেমের প্রবল বন্যায় সে আবিলতাগুলি অনায়াসেই ভাসিয়া যায়।' গৌড়ীয়গণের দুর্গতিতেই তাহাদের আচারাদির বৈষম্য ঘটিয়াছে। আবার কি সেই প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অপরের অপকার পরিহারের সুযোগ করিয়া লইবে না? তোমার অভাব আবার থাকিবে কি করিয়া? প্রেমের অভাবেই জগতে অশান্তি। প্রেমময়ের সেবার অভাবই গৌড়ীয়কে অন্য পথে লইয়া যাইতেছে।

গৌড়ীয়ের মঙ্গলের উপায় কোথায়, জানিতে হইলে গৌড়ীয়কে প্রথমে হৃদয়ে আদর করিতে শেখা আবশ্যক। হৃদয়ে আদর করিতে শিখিলেই বাহিরে ক্রিয়াকলাপেও গৌড়ীয়ের পূজা আসিয়া যাইবে। গৌড়ীয়ের জন্য অগৌড়ীয়ের জন্য দ্রাবিড়ীয়ের ও গৌড়ীয়ের প্রেমময় ঠাকুর যে মহাসমন্বয়বাণী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অনুগমন আবশ্যক। অগৌড়ীয়ের যত নিজ নিজ বাহ্যিকজ্ঞান পরিহার করিয়া যতক্ষণ না শ্রীগৌরহরির প্রেমের সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করা হয়, ততদিন গৌড়ীয়ের কোন মঙ্গল নাই। বাহ্যজগৎকে সেবা করিবার প্রবৃত্তিই আমাদিগকে প্রেম-রাজ্য হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। আবার আমরাই তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রেমময়ের অনুসরণে নিত্য প্রবৃত্ত হই। ছান্দোগ্য বলেন—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।

ভারতীয়।

মানসিক গণনায় অধিকার :— ঢাকা জেলার কাওরাইদ গ্রামবাসী শ্রীযুত ব্রহ্মদাস মহাশয় নাকি অঙ্কশাস্ত্রে অতি আশ্চর্য্যজনক অধিকারের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। প্রকাশ যে, তিনি একসঙ্গেই বড় বড় যোগ, বিয়োগ ও গুণ প্রভৃতি অঙ্কের মৌখিক সমাধান করিয়া দিতে পারেন। সংবাদ আনন্দের।

গুরু-কা-বাগের অবস্থা :— কেন্দ্রীয় খিলাফৎ-কমিটীর সম্পাদক মিঃ মোয়াজ্জেম আলি স্বচক্ষে সকল ব্যাপার দর্শন করিবার জন্য গুরু-কা-বাগে গমন করিয়াছেন। তিনি নাকি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে মুসলমানগণকে শিখগণের সাহায্যের নিমিত্ত আহ্বান করিবেন।

আকালী শিখগণ এখনও সমানভাবে সংগ্রাম চালাইতেছে। পুলিশের প্রতিকূলে ব্যবহার চলিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন শিখ অহিংসানীতি ক্ষুণ্ণ করে নাই।

জলপাইগুড়িতে পিকেটীং :— পূজায় যাহাতে বিলাতী কাপড়ের বিক্রয় বন্ধ হয়, তজ্জন্য জলপাইগুড়িতে খুব জোরের সহিত পিকেটীং চলিতেছে। সেখানেও নাকি আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে খদ্দরের একটী মেলা বসিবে।

মৃত্যু :— বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার জে, এন, কাঞ্জীলাল গত সোমবার অকালে চলিয়া গিয়াছেন।

প্রবন্ধে পারিতোষিক:—গোরক্ষিণী সভা প্রকাশ করিয়াছেন যে "ভারতে গোহত্যা ও তন্নিরাকরণোপায়" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ-রচয়িতৃগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে ১৫০৲ ও দ্বিতীয়কে ১০০৲ টাকার পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ ১৯২২ সালের মধ্যে ১৭১।এ হ্যারিসন রোড সভার সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

মানহানি:—পাঁচকড়ি বাবুর বিরুদ্ধে মামলার দুইদিন শুনানি হইয়া মোকদ্দমা মিটমাট হইয়া গিয়াছে।

তেলিনীপাড়ায় দাঙ্গা:—বিগত মহরম উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ হয়, ব্যাপার আদালতে গিয়াছিল। মিটিয়া গিয়াছে।

রাজ-নির্য্যাণ:—জয়পুরের মহারাজ মাধোজী ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। ইহ জগতে নিত্যকাল কেহই থাকিতে আসেন নাই। মহা-রাজাধিরাজগণেরও মৃত্যুর কবল হইতে নিস্তার নাই!

খদ্দর মেলা:—(১) সেন্ট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে অদ্য হইতে খদ্দর-মেলা বসিল।

(২) বড় বাজার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কান্তিলালের উদ্যোগে বড়বাজারে খদ্দর-মেলা বসিবে।

খগের বিদায়:—বোম্বাই হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মেজর ব্রেক ভারতের অতুলনীয় আতিথেয়তার জন্ত ভারতবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

হাওড়ায় ভিখারী দমন:—ষ্টেশনে ৮০ জন অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি নানাজাতীয় ভিক্ষুক অনধিকার প্রবেশ অপরাধে ধৃত হয় ও আদালতে প্রত্যেকের প্রতি ১৲ টাকা জরিমানা, তদভাবে ৩ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বলা বাহুল্য, সকলেই জেলে তিন দিন নিশ্চিন্তভাবে দিনপাত করিয়াছে।

অভিনন্দন-সভা:—গত সোমবার কলেজ স্কোয়ারে কলিকাতার ছাত্রবৃন্দের এক সাধারণ সভার অধিবেশনে চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব্ব সহকারী অধ্যক্ষ, বর্ত্তমান সার্ভেণ্ট পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় ও তৎকল্পে কার্য্যনির্ব্বাহক সভাও নিযুক্ত হ'ন। গত বুধবার ঐ অভিনন্দনের আয়োজন হইয়া গিয়াছে।

মার দিয়া কেল্লা:—সে দিন ভারতীয় আইন সভায় বেসরকারী সভ্যগণের আনন্দ দেখে কে? কি খবর, না, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর তাঁহারা জিতিয়াছেন, বালকগণ খেলা জিতিলেও এত উৎসাহ হয় না। তাঁহারা কি বাজী জিতিয়া-ছেন? জিতিয়াছেন বৈকি? ২রা আগষ্ট তারিখে প্রধান মন্ত্রী যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, যাহা লইয়া এত হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে মহা-মান্য ভারত সেক্রেটারীর নিকট আপত্তি জ্ঞাপন করিতে মহামান্য বড় লাট সাহেবকে অনুরোধ করা হউক। এ প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। আর কি বাকি রহিল?

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষম বার্তা :— বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিভ্রাট ও স্কুল শিক্ষার বোর্ড বিষয়ে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের এবং একাউন্টেন্ট জেনারেলের পত্র লইয়া গত শনিবার সেনেট মিটিং এ হুলস্থূল পড়িয়াছিল। তর্কমুখে ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ তিন মাস অনাহারে আছেন, এই কথা উত্থাপন করিলে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন।

মন্ত্রীর সংখ্যা কমানর প্রস্তাব

Legislative Assemblyর আগামী অধিবেশনে মিঃ সেথ্না এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব করিবেন যে, ভারতের আর্থিক অবস্থা খারাপ বলিয়া কোন লাটের কার্য্যকরী সভাতেই যেন ১ জনের অধিক সদস্য না রাখা হয়, এবং কোন প্রদেশেই যেন ২ জনের অধিক মন্ত্রী না থাকে।

"হিন্দু"র অষ্টম সম্পাদক গ্রেপ্তার

হায়দ্রাবাদের জাতীয়দলের মুখপত্র "হিন্দুর" সপ্তম সম্পাদক পর্য্যন্ত সরকার গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, সম্প্রতি এই পত্রিকার অষ্টম সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দেওয়ানরাও মানহানির দায়ে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সার কে, জি, গুপ্তের চিঠি :— প্রকাশ যে সার কে, জি, গুপ্ত মহাশয় লণ্ডন হইতে এলাহাবাদের "লীডার" পত্রে নিম্নলিখিত তার-প্রেরণ করিয়াছেন—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার প্রতিবাদ হওয়া উচিত। ভারতীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রতিবাদমূলক প্রস্তাব হইবে, ইহা আমি জানি; কিন্তু কেবল ভারতে এ বিষয় আন্দোলন করিলে চলিবে না। প্রধান মন্ত্রীর এই বক্তৃতার গূঢ় উদ্দেশ্য কি, তাহা তাহাকে জানাইবার জন্য বাধ্য করিতে হইবে। এ বিষয়ে সকলের সমবেত চেষ্টা দরকার। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে যে ঘোষণা করা হয়, তাহা এবং সংস্কার আইন এই বক্তৃতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছে।

রয়টারের প্রধান সম্পাদকের মৃত্যু :— জগদ্বিখ্যাত রয়টার কোম্পানীর ডিরেক্টর ও রয়টারের প্রধান সম্পাদক মিষ্টার ডিকিন্সন পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পুরীতে বাঙ্গালী ভূ-পর্য্যটক :- গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালী ভূ-পর্য্যটক মিঃ উপেন্দ্রনাথ পুরীতে উপস্থিত হইয়া একটী বক্তৃতাকালে বলেন যে, তিনি ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। মিঃ চক্রবর্ত্তী আমেরিকায় অবস্থানকালে তথায় একটী মহিলাকে বিবাহ করেন। ইহার পরদিনই তিনি আফ্রিকা অভিমুখে গমন করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় :— শাস্ত্রী মহাশয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া এখন উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেখানে সরকারের অতিথি। একটী ভোজে তিনি কানাডাবাসীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, একদিন ভারতের মত কানেডারও হীন অবস্থা ছিল। সুতরাং ভারতের প্রতি কানেডার সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া উচিত। ভারত ব্রিটিশ-শাসনাধীন থাকিয়া স্বায়ত্ত-

শাসন লাভে ধন্য হইবে, ইহাই ভারতের আকাঙ্ক্ষা। উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, ভারত ও কানেডার উদ্দেশ্য বিভিন্ন। কানেডা প্রতীচীর আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধবাদী ছিল না। সুতরাং ভারতকে কানেডার সহিত এ বিষয়ে সম-অবস্থাপন্ন কখনই বলা যাইতে পারে না।

ভারত সরকারের আয় ব্যয় :— ভারত গবর্ণমেণ্টের বজেট তর্কাতর্কের সময় এখন নহে; বজেট আলোচনার সময় শীতের শেষে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে। তবে বর্ত্তমান বৎসরের গত চারি মাসে সরকারের আয় ব্যয় আশানুরূপ হইতেছে কিনা, আন্দাজের সীমা অতিক্রম করিতেছে কিনা এই ভাবের একটা প্রশ্ন মান্যবর মিঃ শেটনা ভারতীয় রাষ্ট্রসভায় উত্থাপন করিয়াছিলেন। ভাব গতিক কি প্রকার, হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে, এই টুকু জানিতে চাহিয়াছিলেন। উত্তরে মান্যবর মিঃ এস্, এম্ কুক প্রথমেই বলিয়াছেন, সারা বৎসর পড়িয়া আছে; আশার দিন সবই বাকী, এত অধীর হইলে চলিবে না; তবে এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহা দেখিলে বলিতে হয় আয়ের দিক্‌টা অধিকাংশস্থলেই বড় নরম। ব্যয়ের দিকটা বেশ গরম। বাণিজ্যের উন্নতির উপরই প্রধানতঃ ভারত সরকারের আয়বৃদ্ধি নির্ভর করে; কিন্তু গত চারিমাস যাবৎ এ বাণিজ্যের অতি শোচনীয় অবস্থা ছিল, এখন এদিক্ ওদিক্ একটু আধটু উন্নতির সাড়া পাওয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ দেশে খাদ্য শস্যের অবস্থা চমৎকার। সুতরাং মনে হয়, যতটা আশা করা গিয়াছিল, ততটা না হইলেও দু' এক কোটির অধিক কম পড়িবে না। রেল হইতে আয়ের সম্ভাবনা যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা দু' তিন কোটি টাকা কম হইবে বলিয়াই মনে হয় আয় ক'রেও সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। এক আশা আফিম। লবণ, চিনি, দেশলাইও মন্দ নহে। ব্যয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সমরবিভাগের ব্যয় সম্বন্ধে যে আন্দাজ করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা কোটি দুই বেশী খরচ হইয়া গিয়াছে। তবে এ টাকাটা অবসরগ্রহণকারী সৈনিকগণকে ভাতাস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং খরচ বার বার হইবে না এবং খরচ এখন হইতে কমই হইবে।

গুরুকা-বাগ ইস্তাহার :— অতঃপর পঞ্জাব সরকার এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাঠগণ ইচ্ছা করিলে নিরীহ ভাবে গুরুকাবাগে যাইতে প[illegible] তবে সেখানে কোন প্রকারে অশান্তি বা উপদ্রবের সৃষ্টি করিতে পারিবে না। সে জন্য রীতিমত পুলিসের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আকালি সর্দ্দারগণের মধ্যে অনেকেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। শিখ মহিলাগণ সমবেত হইয়া একটী দল গঠন করিয়াছেন।

মুলতানের অবস্থা :— মুলতানের অবস্থা ক্রমশঃই ভাল। পূর্ব্বে রাত্রি ৯টার পর আর কেহ বাহিরে থাকিতে পারিত না। এখন দশটা পর্য্যন্ত থাকিলেও ক্ষতি নাই। গত শনিবারে দোকান পাট সব খুলিয়াছিল। দাঙ্গার অপরাধী দলের অনেকেই ধরা পড়িয়াছে। মুলতানের ব্যবহারজীবী মিঃ গিরিধারী লাল একজন মুসলমান কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছিলেন। যুবক একদিন পরে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মান্দ্রাজ পুলিস ও ছাত্র :—সহযোগী ষ্টেটসম্যান সংবাদ দিতেছেন যে, মান্দ্রাজ পুলিসলাইনের নিকট স্থানীয় মেডিকেল স্কুলের কতকগুলি ছাত্র ক্রিকেট খেলিতেছিল। একজন কনষ্টেবেল খেলার সময় খেলার মাঠ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে দেখিয়া ছাত্রগণ আপত্তি করিল। পুলিশ তাহা অগ্রাহ্য করায় শেষে দুই দলে মার পিট হয়। ব্যাপার বেশী গুরুতর হয় নাই, তবে কাছারী পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে।

বিশ্বাসে বিভ্রাট :—শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, সি. দত্তের এজলাসে শ্রীমারমল [illegible] নামক এক বৃদ্ধ মাড়োয়ারী ১৫০০০০ টাকার [illegible] অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভি-[illegible]কারী শ্রীনাথ সাহা এণ্ড কোম্পানি। ঐ বৃদ্ধ মাড়োয়ারি শতদিন যাবৎ বাঙ্গালী মহাশয়ের দোকানে নিতান্ত বিশ্বস্ত ভদ্রলোকের ন্যায় সুদের কারবার করিত। একদিন দালাল ভারি ভারি মাড়োয়ারীদের স্বাক্ষরযুক্ত দেড় লক্ষ টাকার হাণ্ডনোট আনিয়া টাকা লইল; দালাল আর দর্শন দেয় না। সন্ধানে জানা গেল, হাণ্ডনোটের স্বাক্ষরকারী লোক বাজে। কাজেই নালিশ হইয়াছে।

সম্পাদকের মত পরিবর্ত্তন :—উড়িয়া সাপ্তাহিক 'আশা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় অসহযোগ নীতির বিরোধী থাকিয়া সম্প্রতি মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

গুণ্ডা বিভাগ :—গুণ্ডাদিগের অত্যাচার-সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট গুণ্ডা বিভাগকে আরও ছয় মাস স্থায়ী করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

[illegible]াপুরে সভা :—বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মির্জ্জাপুর পার্কে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ভারতীয় জীবন সংগ্রামে চরকার উপযোগিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

বিজয়োৎসব :—গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে কলিকাতাবাসী মুসলমানগণ তুর্কীগণের যুদ্ধজয়ের জন্য মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এতত্পলক্ষে চাঁদনী চক, মেছুয়াবাজার, কলুটোলা প্রভৃতি বহু স্থান আলোকমালায় শোভিত করা হয়। খেলাফৎ অফিসটীকে অতি মনোহর করিয়া সাজান হইয়াছিল।

কলিকাতায় টিউব রেল :—প্রস্তাব হইয়াছে যে, ই, বি, রেলওয়ের বাগমারী রেল হইতে আরম্ভ করিয়া ই, আই রেলওয়ের বেনারস রোড পর্য্যন্ত একটী ডবল টিউব রেলপথ খোলা হইবে। নারিকেলডাঙ্গা, শিয়ালদহ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, সেন্ট্রাল এভিনিউ, ডালহৌসী স্কোয়ার, ক্যানিংষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানে ষ্টেশন খোলা হইবে। বর্ত্তমান যেখানে হাওড়ার পুল আছে, উহার প্রায় ১০৪ ফিট নীচে দিয়া যাইবে।

ঢাকায় পিকেটিং :—ঢাকায় যাহাতে পূজার সময় বিলাতী কাপড় আমদানী না হইতে পারে, সে জন্য পিকেটীং চলিতেছে। কুলীরা বিলাতী কাপড়ের মোট বহিতে অস্বীকৃত হইয়াছে।

নূতন কংগ্রেস কমিটী :—

গত বুধবারে কালীঘাটের অধীনস্থ কংগ্রেসের সদস্যবর্গ একটী সভা আহ্বান করিয়া তথায় আর একটী নূতন কংগ্রেস কমিটী স্থাপন করিবার জন্য আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুত হরিদাস হালদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বৈদেশিক।

হঙ্গেরী ও লীগ-অব-নেশন ঃ-হঙ্গেরী প্রদেশ লীগ-অব-নেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছে।

ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ঃ—আগামী ১৯২৩ সালের জন্য সার আর্ণেষ্ট রাদারফোর্ড ব্রিটীশ এসোসিয়েশনের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইরাকে বিদ্রোহঃ—ইরাকে তুর্কীদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া ব্রিটিশ সৈন্যদলের ৬৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

গ্রীক মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ঃ—প্রকাশ যে, গ্রীক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছে।

গ্রীক সৈন্যগণের স্মার্ণা পরিত্যাগের সঙ্কল্প ঃ—গ্রীকেরা মিত্রশক্তিপুঞ্জকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, যুদ্ধ স্থগিত রাখা হইলে তাহারা এসিয়া মাইনর ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত আছে।

তুর্ক ও গ্রীক সংবাদ ঃ—আমরা ইতঃপূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছি সেনাপতি কেমেলপাশার অধীনে তুর্কীর জাতীয় দল গ্রীসের দম্ভ চূর্ণ করিয়া দিয়াছে মহাযুদ্ধের ফলে গ্রীস এসিয়া মাইনরের স্মার্ণা বিভাগের অভিভাবকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেমেলপাশা গ্রীসের অভিভাবকত্ব ঘুচাইয়া স্মার্ণা সহরটী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইয়াছেন। গ্রীসের সেনাপতি এখন তুর্কদিগের হাতে বন্দী; গ্রীসের যুদ্ধ বিমান গ্রীসের প্রচুর রণসম্ভার, ছোট বড় বহু কামান এখন তুর্কের হস্তগত। গ্রীসের মন্ত্রিগণ ভাঙ্গিয়াছে। গ্রীকরাজ কনষ্টান্টাইন রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। এসিয়া মাইনরের স্মার্ণা বিভাগে খৃষ্টান এবং ইহুদী অধিবাসিগণ প্রাণভয়ে এসিয়া মাইনর ত্যাগ করিয়া জাহাজে চড়িয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছেন। গ্রীক পূর্ব্বাহ্নেই সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া মিত্র শক্তির আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিল। ইংরাজপ্রমুখ কয়েকটী শক্তির যুদ্ধজাহাজ ও আরোহী জাহাজ স্মার্ণা বন্দরে যাইয়া পলাতকের সাহায্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ব্যাপার এই খানেই শেষ হয় নাই। কতদূর পর্য্যন্ত গড়াইবে এখন তাহা কিছুই বলা যায় না। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে প্রকাশ, তুর্কীর এই বিজয়বার্ত্তায় ও গ্রীসের পরাজয়ের সংবাদে ফ্রান্সের সংবাদপত্রগুলি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ ফরাসীর মৌখিক মৈত্রী যে কোন মুহূর্ত্তে

ঘোর শক্রতায় এবং ইউরোপের শান্তিভঙ্গে পর্যবসিত হইতে পারে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতেছেন। ওদিকে কেমেল পাশার প্রতিনিধি প্যারিসে বলিয়াছেন, কনষ্টান্টিনোপল, আদ্রিয়ানোপল ও থেস আমরা কখনই ছাড়িব না, বিশেষতঃ দার্দ্দানালেজ প্রণালিটী সম্পূর্ণরূপে তুর্কীরই অধীনে থাকিবে; এখানে অন্য কোনও বৈদেশিক শক্তির আধিপত্য বা প্রাধান্য কিছুতেই থাকিতে পারিবে না। ইহাই যদি কেমেল পাশার উদ্দেশ্য হয়, তবে ত ইউরোপের আবার সমরানল জ্বলিয়া উঠিবেই। কারণ ইহা সন্ধির এবং মিত্রশক্তিগণের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইউরোপের ভবিষ্যতে [illegible] না যায় না। বিবদমান কলিযুগে জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্য জাতিগণ শান্তিদেবীকে চিরতরে বিদায় দিয়াছেন।

সন্ধিস্থাপনের চেষ্টাঃ—রোম হইতে সিনর স্যাঙ্গার লণ্ডন ও প্যারিতে প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন যে, ভেনিস বৈঠকের পূর্ব্বেই গ্রীক ও তুর্ক প্রতিনিধি আমন্ত্রণ করিয়া সন্ধির ভিত্তি স্থির জন্য মিত্রশক্তিসমূহ যত্ন করুন।

আইরিশ বৃত্তান্তঃ—জনরব এই যে, সাময়িক গবর্ণমেণ্ট ডি ভ্যালেরার সহিত মিটমাট করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আইরিশ পার্লামেণ্টে অনেক বিতণ্ডার পর কনগ্রেভ সাহেব স্পীকার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন বর্ত্তমান অধিবেশনেই সন্ধি অনুসারে নিয়মতন্ত্র গঠিত হইবে।

আমীরের উচ্চান্তঃকরণের পরিচয়ঃ—আফগানীস্থানের আমীর মহোদয় সম্প্রতি তাঁহার এক ঘোষণাপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতঃপর তাঁহার অধিকৃত জনপদসমূহে হিন্দুর প্রতি সম্পূর্ণ অপক্ষপাত করা হইবে এবং মুসলমান ও হিন্দু সর্ব্বত্র সমান ব্যবহার প্রাপ্ত হইবেন। দণ্ডযোগ্য হইলে দণ্ড, এবং পুরস্কার ও প্রশংসার উপযুক্ত হইলে তাহা হিন্দু ও মুসলমান যথাক্রমে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রাপ্ত হইবেন। হিন্দু ও মুসলমানের এই মিলন-চেষ্টার দিনে সংবাদটী আনন্দের, সন্দেহ নাই। এই মিলন-চেষ্টামূলে তিনি তাঁহার অধিকার মধ্যে গো-হত্যা নিষেধ করিয়া হিন্দুমাত্রেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

প্রত্যাগমনঃ—গ্রীক সমরসচিব স্মার্ণা হইতে এথেন্সে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রীকগণের স্মার্ণা পরিত্যাগ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

কাইরোতে আশঙ্কাঃ—কাইরোবাসী ইউরোপীয়ানগণের মধ্যে তুর্কীদিগের সম্পূর্ণ বিজয়-ব্যাপারে সমূহ ভীতির লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ফরাসীরাও বলিতেছে যে, কামাল পাশা স্বীয় বিজয়-গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া অসম্ভব রকম দাবী করিয়া বসিতে পারে।

দীর্ঘজীবনঃ—ব্রহ্মদেশে একটী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান বয়স নাকি ১৬১ বৎসর। এই স্বল্প পরমায়ুর দিনে এ সংবাদ বিস্ময়কর!

(হরিজন-পাঠ্য)

দুর্গাপূজা।

পুরাকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুর-যুগল ত্রিভুবন এবং দেবগণের যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছিলেন। দেবগণ রাজ্যভ্রষ্ট ও পরাজিত হইয়া নগরাজ হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুমায়া দুর্গার স্তব করেন।

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

এই কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে সপ্তশতীর মধ্যে বর্ণিত আছে। দেবগণের যে স্তবে অধিকার, অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য মানবের সেই পূজ্যার স্তবাদিতেও অধিকার। আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে উভয় স্থানেই বহুদিন হইতে দুর্গাপূজা চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে শারদীয় দুর্গোৎসব সকল পর্ব্বাপেক্ষা বড় পর্ব্ব। ভগবদ্বিমুখ জীব বদ্ধাবস্থায় নানাপ্রকারে অভাবগ্রস্ত হইয়া বিবিধ কামনার আবাহন করেন। লৌকিক কামনা করিয়া দেবীর নিকট হইতে যে ফললাভ করেন, তাহাই বদ্ধাবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে ভোগ করেন। বস্তুতঃ জীবাত্মা তাদৃশ কোন ফলভোগী হন না। সপ্তশতী ভগবদ্গীতা বলেন:—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

বিষ্ণুসেবা পরিহারপূর্ব্বক যাঁহারা বিষ্ণুমায়া-সেবা-নিরত জন, তাঁহারা কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে অসমর্থ। বিষ্ণুপূজা-প্রভাবে জীব বৈষ্ণবতা লাভ করেন, বিষ্ণু-মায়াগঠিত দেবাদির পূজা করিয়া দেবলোক, পূর্ব্বপুরুষের পূজায় পিতৃলোক এবং ভূতপূজা-প্রভাবে ভূতলোক লাভ করেন। গীতা আরো বলেন:—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

বিষ্ণুমায়া বদ্ধজীবের পক্ষে দুষ্পারা। বদ্ধজীবের গুণাত্মক অভিমান প্রবল হইলে তিনি আর তখন আপনাকে বৈষ্ণব জানিতে সমর্থ হন না; আবার ভগবানে প্রপত্তিবিশিষ্ট হইলেই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন। গীতা বলেন:—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অন্য দেবতাকে বিষ্ণুর সহিত অভেদবুদ্ধিতে শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিলেও তাদৃশ বিষ্ণুপূজা অবৈধ মাত্র। গৌতমীয়কল্পে ভগবানের সহিত দুর্গার এবম্বিধ অভেদোক্তি দেখা যায়:—

যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।
সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্বন্তরকালক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীয়ত্বে নতু সেবাধিষ্ঠাত্রী।

মায়াংশরূপা দুর্গা প্রাকৃতরাজ্যে চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গার অধীনে সেবাধিষ্ঠাত্রী না হইয়া মন্ত্ররক্ষালক্ষণ সেবোদ্দেশে দাসীস্বরূপে নিযুক্তা।

ভগবানের পীঠাবরণ পূজায় যে গণেশ-দুর্গাপ্রভৃতি আছেন, তাঁহারা বিশ্বক্সেনাদির ন্যায় ভগবানের নিত্যবৈকুণ্ঠসেবক। সেই বৈকুণ্ঠ-সেবক গণেশদুর্গাদি দেবগণ মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশদুর্গাদির ন্যায় নহেন। তাঁহারা ভগবানের স্বরূপভূতশক্ত্যাত্মক।

বিষ্ণুযামলে লিখিয়াছেন ঃ—

বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া।
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্ ॥

বিষ্ণুভক্তস্থানে বিষ্ণুকে পূর্ব্বে অন্ন নিবেদন করিয়া পরিশেষে সেই নিবেদিতান্নের দ্বারাই দুর্গাগণেশাদির পূজা বিহিত।

অনন্যশরণ বিষ্ণু ভক্তগণ বিষ্ণুপ্রসাদদ্বারাই অপরাপর দেবতার পূজা করিবেন, বিষ্ণুর চরণামৃতদ্বারাই পিতৃলোকের তর্পণাদি বৈষ্ণবের বিহিত।

বৈদিকী লৌকিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥

ঐকান্তিক ভক্তগণ কখনই হরিসেবার প্রতিকূলে কোন লৌকিক বা বৈদিক অনুষ্ঠান করেন না! যাহা কিছু করেন, তদ্দ্বারাই হরিসেবা করিয়া থাকেন।

ভগবানের সেবা হইলেই সকল দেবতার পূজা হইয়া যায়, সকল পিতৃলোকের তর্পণ হয়।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি
তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

যেরূপ তরুর মূলে জলসেচন করিলে সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখা, ডালপালা ফুলফল সকলেরই তৃপ্তি হয় এবং যেরূপ প্রাণোপহার হইতেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, সেইরূপ বিষ্ণুপূজা করিলেই সর্ব্বদেবতার পূজা সিদ্ধ হয়। যিনি স্বতন্ত্রভাবে পূজা করিতে ইচ্ছা করেন তিনি বিষ্ণুর অবশেষ দ্বারা পূজা করিতে পারেন। তবে সেখানেও ভোগাদির কামনা বর্জ্জনীয়। ভগবানের অর্চ্চন করিয়া যিনি ভগবদ্ভক্তের পূজা করেন না, তিনি ভক্তির অভাবে দাম্ভিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন।

পদ্মপুরাণে মায়ার অতীত বৈকুণ্ঠের আবরণ বর্ণনে উত্তর খণ্ডে এরূপ লিখিত আছে ঃ—

সত্যাচ্যুতানন্ত দুর্গাবিশ্বক্সেনগজাননাঃ।
শঙ্খপদ্মনিধীলোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্ ॥
ঐন্দ্রকাগ্নেয় যাম্যানি নৈর্ঋতঃ বারুণং তথা।
বায়ব্যং সৌম্যমৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্ ॥
সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব বিশ্বে দেবস্তথৈব চ।
নিত্যাঃ সর্গে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ ॥
তে বৈ প্রাকৃতলোকেঽস্মিন্ ন নিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিশ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে স্থিতমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ॥

বেদে যাহার উল্লেখ নাই, এরূপ দেবগণের পূজা করিবে না। বেদের লিখিত দেবগণের স্বতন্ত্রভাবে পূজা নিষেধ। বিষ্ণুনির্ম্মাল্য দ্বারা বৈদিক দেবগণের পূজা বিহিত। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ২৭ অধ্যায়ঃ—

অর্চ্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্।
তদাবরণসংস্থানং দেবস্য পবিত্রোঽর্চ্চয়েৎ।
হরের্ভুক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ।
হোমঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ।

ভগবৎপীঠাবরণ দেবতা মধ্যে ভূতাদির অবস্থান নাই, সুতরাং ভূতপূজা করিবে না। মদ্যমাংস দ্বারা পূজা নিষিদ্ধ।

যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজাং তথা।
দিবৌকসাং ভজনং সুরাপানসমং স্মৃতম্॥

বৈরাগ্যবিলাস।

যযাতি রাজা যেরূপ ভোগের পরাকাষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এ পৃথিবীতে আর কাহারও সেরূপ কথা শুনা যায় না। তাঁহার ইতিহাস কাহারও অবিদিত নাই, তথাপি স্মরণ করিয়া দিবার জন্য একবার আবৃত্তি করা আবশ্যক মনে হয়। বেদের প্রপক্ব ফল পরমহংস সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের অষ্টাদশ ও একোনবিংশ অধ্যায়ে তাঁহার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

যে নহুষ রাজা ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন ও অত্যন্ত দম্ভের জন্য অভিশপ্ত হইয়া অজগর সর্পাকারে ভীমসেনকে বেষ্টন করাতে যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে তাঁহাকে মুক্ত করেন ও নিজে মুক্ত হন, সেই নহুষ রাজার দ্বিতীয় পুত্র রাজা যযাতি। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যযাতি জড়ভোগময় রাজ্যের পরিণাম বুঝিয়া ও তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে আত্মবিস্মৃতি ঘটে জানিয়া রাজ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক হন বলিয়া যযাতি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি শুক্রকন্যা দেবযানীকে কূপ হইতে পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করায় সেই বালার আগ্রহাতিশয্যেই তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তৎসঙ্গে দানবেন্দ্র বৃষপর্ব্ব-তনয়া শর্ম্মিষ্ঠা শুক্রশাপে দেবযানীর পরিচারিকারূপে যযাতিপুরে গমন করেন।

দেবযানীর গর্ভে যযাতির যদু ও তুর্ব্বসু দুই পুত্র এবং গোপনে শর্ম্মিষ্ঠাগর্ভেও দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র হয়। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি রাজারপ্রীতি দেখিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন এবং পিতা কর্তৃক যযাতিকে শাপগ্রস্ত করেন। শাপবলে তিনি সেই ক্ষণেই জরাগ্রস্ত হন। তবে তুষ্ট হইয়া শুক্র বর দিলেন যে, তাঁহার যে পুত্র তাঁহার জরা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে জরা অর্পণ করিয়া তিনি জরামুক্ত হইতে পারিবেন। পুরু ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন পুত্র জরা গ্রহণে স্বীকার না করায় পুরুকেই জরা অর্পণ করিয়া পুরুর যৌবন লইয়া সহস্র বর্ষ সপ্তদ্বীপ শাসন করিয়া ও ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। শেষে তাঁহার বিবেকোদয় হয় ও বিগতস্পৃহ হইয়া পুরুকে তাহার বয়ঃ প্রদান করিয়া স্বীয় জরা পুনর্গ্রহণ করেন। সেইকালে তিনি দেবযানীকে অজা ও অজাস্বামীর উপাখ্যান বলিয়া স্বীয় অতৃপ্তির বিষয় খ্যাপন করেন। তাঁহার কথিত এই শ্লোক কএকটী পরম উপদেশপূর্ণ :

"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃ প্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্জীর্য্যতো যা ন জীর্য্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্ম্মকামোদ্রুতং ত্যজেৎ॥

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

কামাহতচিত্ত ব্যক্তিকে পৃথিবীর সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য বনিতাদি ভোগ্য বিষয়সমূহ তৃপ্তি দান করিতে পারে না। কামের উপভোগে কাম শান্ত হয় না, বরং ঘৃতদানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ক্রমেই বাড়িতে থাকে। স্বীয় মঙ্গলকাম ব্যক্তি দুর্ম্মতিগণের দুস্ত্যজা ভোগতৃষ্ণাকে দ্রুত ত্যাগ করিবেন। স্ত্রী সন্নিধান সর্ব্বথা দূরে পরিহার করিবেন, এমন কি মাতা, ভগিনী, কন্যার সহিতও সংকীর্ণাসনে উপবেশন করিবেন না, যেহেতু ইন্দ্রিয়সমূহ বিজ্ঞেরও চিত্তচাঞ্চল্য আনয়ন করে। পূর্ণ সহস্র বৎসর নিরন্তর বিষয় ভোগ করিয়াও আমার বিষয়-তৃষ্ণা প্রবল। সুতরাং বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া ভগবানে মনঃসন্নিবেশ করিয়া নির্দ্বন্দ্ব নিরহঙ্কার থাকিব। যিনি সংসারকে আত্মনাশের হেতু বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি আত্মদর্শনবিজ্ঞ। এ অবস্থা পাইতে হইলে সংসারে দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় সমূহকে অসজ্জ্ঞানে তদ্বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরত হইতে হইবে।

ভোগের সম্বন্ধে যযাতির ন্যায় আর কে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তাঁহার কি উপদেশ তাহাই বিবেচ্য। কেননা যযাতির ন্যায় তৃষ্ণাপীড়িত হইয়া শ্রেয়োলাভের সময় নষ্ট করিয়া শিক্ষা পাইবার পরিবর্ত্তে ও তৎপূর্ব্বে অপরের অবস্থা দেখিয়া শিক্ষালাভ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। "ঠেকে শেখার ব্যবস্থা সমীচীন নহে। তাই বলি, যযাতির স্বীয় অভিজ্ঞতাসমুথ বিবেকের কথা জ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব নিত্য বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল। রূপজ মোহে ভুলিয়া অগ্নিতে হস্তার্পণ করিয়া দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা যাঁহাদের সে অবস্থা হইয়াছিল, তাঁহাদের নিষেধ মানাই ভাল নয় কি?

যযাতির উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভোগে জীবের তৃপ্তি নাই, অতৃপ্তিই প্রাপ্য। যযাতির যথেষ্ট ভোগসামর্থ্য ছিল, ভোগের উপকরণ ছিল, তাহার হ্রাস হয় নাই। এতকাল ভোগ করিয়া তিনিই বলিতেছেন, ভোগে তৃপ্তি নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ জন অবশ্যই বুঝিতে পারেন যে, ভোগ জীবের নিত্যস্বরূপগত ধর্ম্ম নহে। জীব স্বরূপবিভ্রমবশে ভোগ করিতে যায়, কিন্তু তাহার ভাগ্যে তাহাতে আনন্দ-প্রাপ্তি ঘটে না, বরং অধিকাংশ স্থলে অতৃপ্তি ও দুঃখভোগই তাহার প্রাপ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং জীব ভোক্তৃতত্ত্ব নহে। তাহা হইলে ভোক্তৃতত্ত্ব কে, আর জীবেরই বা স্বরূপ কি? তবে এই পর্য্যন্ত দেখা গেল, ভোগে তৃপ্তি না পাইয়া যযাতি জড়াসক্তি ত্যাগ করিলেন ও ভগবানে মনঃ সন্নিবেশই করণীয় বলিয়া ধারণা করিলেন

"স তত্র নির্ম্মুক্তসমস্তসঙ্গ
আত্মানুভূত্যা বিধূতত্রিলিঙ্গঃ।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে
লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ।

সমস্ত আসঙ্গমুক্ত হইয়া আত্মানুভূতিপ্রভাবে ত্রিগুণাধিকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক জড়মলরহিত পরব্রহ্ম বাসুদেবে ভক্তিলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

তাঁহার সাধুসঙ্গ প্রভাবে ভৃগুবংশজা দেবযানীরও পরাগতি লাভ হইয়াছিল

"সর্ব্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নৌপম্যেন ভার্গবী।
কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ ॥"

এক্ষণে বিচার্য্য, ভোগ যদি জীবের স্বরূপধর্ম্ম না হইল, তবে ত্যাগ তাহার স্বরূপ ধর্ম্ম কি না? ইহার বিচার শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উল্লিখিত—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতোহি সঃ ॥"

যে কর্ম্মপ্রভাবে ধর্ম্ম লভ্য হয় না, যে ধর্ম্মপ্রভাবে জড়বিষয়ে বিরাগ না জন্মে, সে কর্ম্মকারীর জীবন ধার্ম্মিকের অধিষ্ঠান বিফল; আবার যে বৈরাগ্যের ফলে শ্রীভগবচ্চরণসেবাতে রতি না জন্মে, সে বৈরাগ্য-

পর ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ। এই শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি শ্রীহরি-সেবাকল্পে ভগবদিতর বিষয়ে যে বিরাগ জাত হয়, তাহাই যথার্থ বৈরাগ্য, সেই ত্যাগই সার্থক ত্যাগ, নচেৎ ত্যাগই ফল্গু বৈরাগ্য হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ ত্যাগও জীবের স্বরূপধর্ম্ম নহে। শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভু ইহার এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

যাহারা ভোগপ্রবৃত্তির দুঃখফল দর্শন করিয়া তজ্জনিত ত্রিতাপজ্বালার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভোগত্যাগে ব্যস্ত হ'ন ও তৎকল্পে অহংগ্রহো-পাসনায় মত্ত হ'ন তাহাদের শুষ্ক বৈরাগ্যকে শাস্ত্র গর্হণ করিয়াছেন। এরূপ ত্যাগে আগ্রহ কেবল প্রাপঞ্চিক বুদ্ধির ফল। এরূপ ত্যাগ ভোগেরই আর এক-দিক্। ভোগ যেমন মায়িক বুদ্ধির পরিচয়, শুষ্ক বৈরাগ্যও সেইরূপ মায়িকবিচারপ্রসূত। অপ্রাকৃত অর্থাৎ মায়াতীত বিচারে স্বতন্ত্রভাবে ত্যাগের অভ্যাস করিতে হয় না, ঈশসাম্মুখ্য হইলেই আপনা হইতেই ঈশ ভিন্ন বস্তুান্তরে বিরাগ স্বাভাবিক। উহার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। যাঁহার যে পরিমাণে ঈশসাম্মুখ্য হইয়াছে, তাঁহার সেই পরি-মাণে ঈশভক্তি ও ইতর বিষয়ে বিরাগও সেই পরিমাণে। যেমন ভোজনকার্য্যের প্রতিগ্রাসে তদনুরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তি, তদনুরূপ তৃপ্তি, সেই অনুপাতে শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, ঈশ্বরবিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের অভিজ্ঞান এবং অন্যাসক্তি ত্যাগেরও এইরূপ সম্বন্ধ। যেস্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, সেখানে মূলে কপটতা আছে। এ তত্ত্বে শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট আদেশ আছে

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"
(১১।২।৪০)

পরেশানুভব ব্যতীত যুক্ত-বৈরাগ্য সম্ভবপর নহে। শুষ্ক-বৈরাগ্য কেবল নিষেধাত্মক, তাহার সহিত ভোগের পূতিগন্ধও সংশ্লিষ্ট। একটী নিষেধাত্মক লক্ষণ কখনও জীবের স্বরূপধর্ম্ম হইতে পারে না। কিন্তু ফল্গু-বৈরাগ্য জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম না হইলেও যুক্ত বৈরাগ্য ঐ ধর্ম্মে অনুস্যূত আছে। যেহেতু উহাও ভোগের অভাব। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোকে দেখা গেল, তাহা "ভক্তি ও পরেশানুভবের" সহগ। সুতরাং পরেশানুভবপর ভক্তিই জীবের স্বরূপধর্ম্ম। ভক্তি অর্থে সেবা (ভজ্ সেবায়াং)। সুতরাং ভোগের বিপরীত ধর্ম্ম সেবাই জীবের স্বরূপ। সেব্যতত্ত্ব "একমেবাদ্বিতীয়ং" শ্রীভগবত্তত্ত্ব। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে উপদেশ করিয়াছেন "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

ফল্গুত্যাগের ফলে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানমূলে জড় হইতে মুক্তি ঘটিলেও স্থায়ী আশ্রয়ের অভাবে আমাদের সে অবস্থা স্থায়ী বা নিত্য হয় না। তাহা হইতেও পতন হয়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিতে স্থিতমূল না হইলে বৈরাগ্যে কিছু ফল নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলিতেছেন,

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরংপদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।"
(১০।২।৩২)

যাঁহারা মুক্তাভিমানবশতঃ ভগবচ্চরণ অনাদর করেন, তাঁহারা ভগবচ্চরণ হইতে অবসর লইয়া অশুদ্ধবুদ্ধি-প্রযুক্ত বহুক্লেশে পরপদ পাইতে গিয়াই অধঃপতিত হন। সুতরাং ফল্গুত্যাগ জীবের স্বরূপ নহে, যুক্ত

বৈরাগ্য ঐ স্বরূপে আছে। উহার লক্ষণ শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ উক্ত আছে

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

সকল বিষয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অনুকূলে। কৃষ্ণসেবাপর বুদ্ধি লইয়া যথাযোগ্য বিষয় সমূহ উপযোগ করিলে তাহা ভোগ নহে, তাহাই যুক্ত-বৈরাগ্য। যুক্ত বৈরাগ্যই কৃষ্ণদাসের আশ্রয়ণীয়, ফল্গুবৈরাগ্য নহে। বিষয়-সমূহ ত্যাগ ফল্গুবৈরাগ্য, আর বিষয়গ্রহণব্যাজে কৃষ্ণসেবা ও নিজ ভোগেচ্ছা ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। অসৎসঙ্গই একমাত্র ত্যাগের বস্তু। অসৎ বলিতে জানিতে হইবে

"স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।"

বেদান্ত পূর্ব্বভাষ।

বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ। সেই উপনিষদের সংখ্যা অনেক। এক উপনিষদের মন্ত্র অপর উপ-নিষদের মন্ত্রের সহিত বিবদমান মনে করিয়া অনেক বেদপাঠী মতিভ্রষ্ট হন। সেইজন্যই বেদান্ত দর্শনের অভিব্যক্তি। সূত্রাকারে বেদান্ত, উপনিষৎ পাঠের সাহায্য করে। ভারতবাসী সকলেই জানেন, বেদান্ত ষড়্দর্শনের অন্যতম, ইহার অপর নাম উত্তর মীমাংসা। ইহাতে শ্রীব্যাসদেব "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" মুখে বেদোক্ত তত্ত্বগুলি সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া ব্রহ্মসূত্র আখ্যায় আখ্যাত করেন। পূর্ব্ব মীমাংসায় জৈমিনি পুণ্যকাম জনগণের কৃত্য ধর্ম্মসমূহ বিবৃত করিলে, যখন তাহাতে জীবের চরম প্রাপ্য নির্নীত হইল না, তখন ব্রহ্মসূত্রের আবশ্যক-তার উপলব্ধি হয়। "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" স্তব্ধীভূত হইলে, জীবের 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র অবসর ও অধিকার হয়। নচেৎ ইহজগতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগসুখে জীবন যাপন করিব ও মৃত্যুর পর স্বর্গবাস করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতে থাকিব, এইরূপ যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি, তাঁহারা কেন বেদান্তের বড়াই করেন তাঁহারাই ভাল জানেন। যিনি যথার্থ বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি আর সংসারাভিনিবিষ্ট থাকিতে পারেন না। যাঁহারা বৈদান্তিক পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকে প্রথমেই প্রশ্ন করিতে হইবে, তাঁহাদের সংসারের ঘোর কাটিয়াছে কি না? যদি তাহা না হইয়া থাকে, আর মুখে বেদান্তের বিচার হয়, তাহা হইলে উহা ভেকের কচ্‌কাচ অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেয়ঃ নহে। এরূপ ব্যক্তি যত বড়ই বৈদান্তিক পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত থাকুন না কেন, আমরা তাঁহার ন্যায় কৈতবক্লিষ্ট ব্যক্তির মুখে বেদান্ত-বিচার শুনিতে প্রস্তুত নহি।

আর এই উত্তর-ভারতে, পঞ্চগৌড়ে, আজ বেদান্ত বলিতে সাধারণ শিক্ষিত লোকে কি ধারণা করেন? তাঁহারা উন্নতশিক্ষার, সদ্দেশ-দর্শিতের ও নির্ব্যালীক চিত্তের অভাবে এবং জ্ঞান-সঙ্কীর্ণতা, একদেশদর্শন ও বিপ্রলিপ্সার প্রভাবে শ্রীশঙ্করভাষ্যের আধুনিক বিবৃতিকেই অর্থাৎ কেবলাদ্বৈত মতকেই বেদান্তদর্শন বলিয়া বিশ্বাস করেন। কয়েকবৎসর হইল, তাঁহাদের কেহ কেহ শ্রীল রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত মত-খ্যাপক শ্রীভাষ্যেরও অস্তিত্বের সংবাদ কর্ণগোচর করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাহা ছাড়া শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্য, শ্রীমাধ্বভাষ্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের শ্রীবল্লভা-চার্য্যের অনুভাষ্য ও এই চারি ভাষ্যের অনুগত অসংখ্য টীকা, বিশ্লেষণ, ভাষ্যপীঠক প্রভৃতি এবং শ্রীগৌড়ীয় সমাজের শ্রীগোবিন্দভাষ্যপ্রমুখ যে শত শত গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত আমাদের দুর্ভাগ্য এতদ্দেশীয় অধিকসংখ্যক ব্যক্তির অজ্ঞাত, অনেক পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিও এসকল তথ্যের সংবাদ রাখিতে পারেন নাই। নীলাম্বুধির অতলতলে যে

মুক্তাশুক্তি ও রত্নাবলী সজ্জিত রহিয়াছে, কে তাহার গণনা করিয়াছে? তাহার কয়েকটীমাত্র লোক-দৃগ্‌গোচর হইয়া সুন্দরীগণের রূপলাবণ্যের সমৃদ্ধি সংসাধন করে, অবশিষ্ট অপরিমেয়, অগণ্য যে রত্নরাজি সাগরগর্ভে বর্তমান, তাহাদের সৌন্দর্য্য যে দৃষ্টপূর্ব্ব রত্নগুলি অপেক্ষা অধিক নহে, এ কথার প্রমাণ দিতে কে প্রস্তুত আছেন? আমি কূপমণ্ডূক, আমার কূপ পর্য্যন্ত দর্শন, তাহার বাহিরে যে জগৎ আছে তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, তা বলিয়া জগতের তাহাতে কি ক্ষতি হইতেছে। আমার অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত কি ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সঙ্কীর্ণ হইতে বসিয়াছে? মানবসমাগমশূন্য দুষ্প্রবেশ নিবিড়-কান্তারে কত কোটী সুশোভন সুগন্ধ কুসুমরাজি স্থানীয় অনিলকে স্বীয় সৌগন্ধে পূর্ণ করিয়া তাহাকে শ্রীভগবচ্চরণে প্রেরণ করিয়া ভগবৎসেবা করিতেছে, মানবজ্ঞানের বা মাদৃশজ্ঞানের সসীম দৃষ্টির অগোচর বলিয়া তাহাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া স্বীয় সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়া লাভ কি?

আবার একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা সংস্কৃত জানেন না বা যৎসামান্যই জানেন, বেদান্ত কোন আকারেই কখনও অধ্যয়ন করেন নাই, শ্রীশঙ্কর শারীরক ভাষ্যও তাঁহাদের অনেকের দৃগ্‌-গোচর পর্য্যন্ত হয় নাই, অথচ তাঁহারা নিজের কতকগুলি হাবিজাবি কথা শ্রীশঙ্করের স্কন্ধে চাপাইয়া বাহাবা লইবার জন্য ব্যস্ত। সেদিন শ্রীগৌড়ীয় মঠে ইঁহাদের একটী নমুনা উপস্থিত হইয়া "সোঽহং" শব্দের আস্ফালন করিয়া ভক্তির নিত্যত্বে দোষারোপ করিতে চেষ্টা পান। যখন তাঁহার সমক্ষে স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের অবতারণা হয়, তখন তিনি ক্রোধ-পূর্ণ বাক্যে বলিয়া ফেলিলেন, "আমি যেন শঙ্কর বেদান্ত পড়ি নাই বলিয়া, আমার সহিত তর্ক করিতেছেন, কিন্তু বড়বড় পণ্ডিতেরা শঙ্করকেই মানেন।" তখন তিনি কোন বিচারই শুনিতে প্রস্তুত হইলেন না। তাঁহাকে অনেক কথা শুনাইবার যত্ন হইল। ব্রহ্ম যদি মায়াভিভাব্য হইয়া (তাঁহার যুক্তি) বিবর্ত্তাশ্রয় করিয়া জীব হইয়া থাকেন, তাহা হইলে "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্মত্ব" কোথায় রহিল? মায়া যদি তদীয় শক্তি হইতেন, তাহা হইলে কিরূপে তদ্বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মকে আচ্ছন্ন করিতে পারিতেন? আর যদি আচ্ছন্ন করিতে সমর্থা হন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব, ইহাতে কেবলাদ্বৈত মতের হানি হয়। এই সকল যুক্তি মাত্র আরম্ভ করা হইতেছে এমন সময় তিনি ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি আপনারা শঙ্করকে মানেন না?" তখন তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হইল যে, "ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। ব্রহ্মসূত্র যিনি রচনা করিয়াছেন, তিনিই সূত্রভাষ্য ভাগবতের রচয়িতা। শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত বিরুদ্ধ মত স্থাপন মানসে ব্রহ্মসূত্রের কেবলাদ্বৈত ভাষ্যকার অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত বিচার লক্ষণ করিয়াই কেবলবাদ বা অহংগ্রহোপাসনার অবতরণ করিয়াছেন। ভাগবতের সহিত শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ যদি অমিল হয়, তাহা হইলে তাহা ভক্তে গ্রহণ করেন না। অভক্ত কর্ম্মী বা জ্ঞানীর তাহা আদরের বিষয় হইতে পারে। তথাপি বৈষ্ণবগণ শ্রীশঙ্করকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা জানেন, 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ', যেকালে বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে সমগ্র ভারত প্লাবিত হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার আবির্ভাব। তিনি তৎকালোচিত মত প্রবর্ত্তন করিয়া যাহাতে ক্রমে লোকের বৈদিক ধর্ম্মে আস্থা পুনরাগমন করে, তন্নিমিত্ত তিনি দুর্ব্বাসা, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি নির্ভেদ ব্রহ্মানুশীলনতৎপর ঋষিদিগের মত প্রচলন করিয়া তাৎকালিক উপযোগিতা বিচারে বেদের পরমতত্ত্ব ভাগবত ধর্ম্মকে আচ্ছাদিত করেন। ....পুরাণে উমা কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া মহেশ্বর বলিতেছেন,

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"
(পদ্মপুরাণ)

এই পরমচমৎকার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভগবদ্বিমুখ জনগণই কেবল শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতবাদ-পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া নিরীহ লোকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, শঙ্করাদ্বৈত মতই সর্ব্বপ্রথম, ভক্ত্যনুকূল ভাষা-সমূহ পরবর্ত্তী কালের। কিন্তু তাঁহারা প্রাচীনতম যুগের টঙ্ক, দ্রমিড়, বৌধায়ন প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের কিছুমাত্র সংবাদ রাখেন না, এই দুঃখ। তাঁহাদের জানা উচিত ছিল—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

নিত্য ভক্তিদেবীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দৈবভাব বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা কেবল ভীষণ অপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন। কিন্তু আমরা "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"—শঙ্করকে বৈষ্ণবাগ্রণী জানিয়া তাঁহার বিশেষ সম্মান করি। কিন্তু ক্ষীণবুদ্ধির বিমোহন জন্য তিনি যে মত প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তিনি দৈবভাব-সম্পন্ন বিষ্ণুভক্তগণের চিত্ত বিমোহন করেন নাই, সে মতের তাৎকালিক উপযোগিতা ছিল বটে, কিন্তু তাহা জীবের নিত্যধর্ম্ম প্রকাশ করে নাই। শ্রীগৌড়ীয় ভগবান্ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন,

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

বৈদিক ধর্ম্মের গ্লানিকর অবস্থায় যখন যজ্ঞ পশু করাই লোকের কৃত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" মন্ত্রের ধ্বজা উড্ডীয়মান্ করিয়াছিলেন। আবার তাঁহার অনুজগণের মধ্যে যখন একদিকে শূন্যবাদ প্রবল হয়, তখন আসুরপ্রকৃতির ব্যক্তিবর্গের বিমোহন জন্য ও তাঁহারা বিকৃতভাবে ভগবত্তত্ত্ব গ্রহণ করিবে বলিয়া শ্রীভগবান্ ভক্তাগ্রগণ্য তদীয় তুল্যতত্ত্ব শ্রীশঙ্করকে স্বীয় তত্ত্ব গোপন করিতে আদেশ দেন—

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"
(পদ্মপুরাণ)

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে আদেশ করিয়াছেন,—

"প্রভু কহে বেদান্ত সূত্র ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥
চিদানন্দ তিঁহো তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার॥
তাঁর দোষ নাহি তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তাঁর হয় সর্ব্বনাশ॥"
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

দুনিয়ার দৌড়।

পুরণো একটা গল্প মনে পড়ায় বল্‌ছি। গল্পটী সেই বৃদ্ধব্রাহ্মণের, যিনি ছেলের উপর তাঁহার যাহা কিছু ছিল সমস্তই ন্যস্ত করিয়া বার্দ্ধক্যের শান্তিসুখ লাভের বাসনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ একান্ত স্থবির হইয়া গিয়াছিলেন, সংসারের আর কোন সাহায্যে আসিবেন না, তা' ছাড়া বৃদ্ধজনোচিত বালকস্বভাব পাইয়া বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মত দিবারাত্র কিছু কিছু ভালমন্দ জিনিষ খাইয়া কালযাপন করিতে চাহেন। ইহাতে তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহার উপর বড় বিরক্ত, স্বামীকে নানা কথা বলিয়া শ্বশুরের উপর তাঁহার বিরাগ উৎপাদন করেন। "আমার এমনি বরাত, বাবা আমাকে এমন হাতে দিয়াছেন যে, এদিকে খেটে খেটে প্রাণ বেরোয়, আর ছেলে পিলেকে পেট ভোরে খেতে দিতে পাই না।" "কেন, কেন, কি হ'য়েছে?" "কি হয়েছে? যেন কিছুই জানেন না। বুড়ো বাবাকে বাড়ীর ভেতর রেখেছেন, তা'র খ্যাৎমৎ খাটতে খাটতেই জীবনটা যায়, তা'র ওপর ছেলেপিলেদের ভালমন্দ জিনিষ কিছু খেতে দিলেই অমনি বুড়োর চাই, তাদেরই আঁটে না, আবার বুড়োকে দাও। বুড়ো হ'য়ে ভীমরতি হ'য়েছে। সব জ্বালাতন আমায় সইতে হ'বে। পোড়াকপাল? এমন ঘরও কর্ত্তে আছে, আমি আজই বাপের বাড়ী চ'লে যা'ব, আমায় রেখে আসবে চল, আমি এক মুহূর্ত্তও এখানে থাক্‌ব না।" ইত্যাদি নানা তর্জ্জন, গর্জ্জন, তা'র সঙ্গে ফোঁপান, আঙ্গুল মট্‌কান, মাথা চালা এইরূপ সব উপকরণ দিয়ে বাবুর কাণে ত' মন্ত্র দিতে লাগলেন, তখন বাবু এই দীক্ষা পেয়ে তাঁর পত্নীরূপী গুরুর সেবায় ব্যাঘাত হয় দেখিয়া বাড়ীর বাহিরে বেরুবার পথের ধারে একটা কুঁড়ে বেঁধে বাপ্‌কে বাড়ীর বাহির করে' তাইতে রাখ্‌লেন। এদিকে বাবুর মাতা দেখে শুনে চালাক হ'য়ে গিয়ে ছেলে পিলেদের যত্ন নিয়েই থাকেন, সুতরাং শাশুড়ীর ওপর আর বউ ঠাক্‌রুণের বিশেষ আক্রোশ হয় নাই। ক্রমে বেয়ের খোসামদ কর্ত্তে কর্ত্তে স্বামীর উপর তাঁর যে টুকু আস্থা ছিল কমে গেল। এখন আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কেহ কিছুমাত্র যত্ন করে না। কখনও মনে পড়্‌লে একমুঠো অন্ন সকলের খাওয়া দাওয়া হ'য়ে গেলে বুড়োকে কেউবা দিলে, কোন দিন বা একেবারে ভুল হ'য়ে গেল। বাবু কর্ম্মস্থানে বাহির হইতেছেন, বুড়োর ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার পথ, বুড়ো চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল, "ও বাবা, ফণিভূষণ, আমার খাওয়া হয়নি, কেউ আমাকে দেখে না।" ফণিভূষণ ত' রেগে অস্থির। "বেশ শ্রীহরি বলে' বেরিয়েছি, অমনি পেছু ডাক? সকাল না হ'তে হ'তেই খাওয়া। আমি যাচ্ছি কাজের দায়ে। আমি দুটী খেয়ে নিলুম, ছেলেরাও সঙ্গে খেতে বস্‌লে। আপনার কি, ঘরে বসে থাক্‌বেন, এত তাড়া কিসের?" "ও বাবা কাল্‌ রাত্রি থেকে উপবাসী।" ছেলে যেতে যেতে দূর হ'তে বল্লেন, "আচ্ছা দেখা যাবে, এসে শুনব। সময় বুঝে বল্‌বেন।" খানিকপরে ঝি সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তাকে ডেকে ব্রাহ্মণ বল্লেন, "ও ঝি, বাড়ীতে বলগে আমায় কিছু খেতে দেয়, কাল থেকে কিছু খাইনি।" যা'র ওপর বাটীর কর্ত্তা গৃহিণী বিরূপ, তাকে চাকর বাকররা গ্রাহ্য করে না। যাঁহারা সেক্ষপীয়রের লিয়াররাজের গল্প জানেন, তাঁহারা এ বিষয়ে বিলক্ষণ প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহাতে আবার সন্তানের ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক কৃতঘ্নতার চিত্র। ঝির জবাব—"পোড়া দশা, কাজ ফেলে আমি ঐ তত্ত্বে ফিরি, আর বুড়ো হ'লে ভীমরতি হয় যে তা ঠিক। কাল খাও'ন ত' বৈকালে পাথর নিয়ে গিয়ে আমায় আবার মাজতে হ'ল কেন,

এমন ধুয়ে রেখেছিলেম গো," ইত্যাদি বক্‌তে বক্‌তে ঝি ঠাকরুণ ত' গঙ্গাপার। বুড়োকে খেয়ে পাশের ডোবায় পাথর ধুতে হ'ত। খানিকপরে গিন্নী অর্থাৎ ফণিভূষণের মাতা কি এক কার্য্যোপলক্ষে যা'র বাড়ীতে আসিয়াছেন, বুড়ো তাঁকে দেখ্‌তে একটু সাবধান হয়ে বলছেন, "ও গিন্নী কাল রাতে আমায় কিছু খেতে দাওনি, বড় খিদে পেয়েছে।" "তা' কি হবে, মানুষের ভুল হয় না, তা' দোয়া যাবে, সময় হ'লেই পাবে। বাস্‌রে, তোমার ভাত বইতে বইতে আমি নাকাল।" "কি কর্ব্ব, গিন্নি? বৌমাত' আমাকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিতে নারাজ, নইলে না হয়, আমি কোন গতিকে বাড়ীতে যেতুম।" "না, না, অতয় কাজ কি? আমিত' চাকরাণী আছিই, বওয়া ভাত পা'বে, তোমার আর কষ্ট কি? সময় হ'লেই পাবে।" বলে' তিনি সর্‌লেন। ক্রমে যত বেলা হ'তে লাগল ততই বৃদ্ধ ক্ষুধায় ব্যাকুল হ'তে লাগ্‌লেন। তখন দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে বৃদ্ধের হৃদয় ফাট্‌বার উপক্রম হ'ল। তখন বৃদ্ধ আকুল প্রাণে আর্ত্তিসহকারে, "হা, মধুসূদন" বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অশ্রুপাত কর্ত্তে লাগ্‌লেন। বৃদ্ধের বোধ হয় কিছু সুকৃতি ছিল। ভগবান্‌ মধুসূদন নাকি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে যষ্টি হস্তে ধীরে ধীরে বুড়োর ঘরের কাছে এসে, "যদু ভায়া আছ হে, অনেক দিনের পর তোমাকে দেখ্‌তে এলাম, যদু ভায়া!" বলে ডাক্‌ দিলেন। যদু ভায়া তখন রোদন কথঞ্চিৎ সংবরণ করে "এই যে ভায়া এস এস" বলিয়া বাহিরে আসিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণকে চিনিতে না পারিয়া মুখের দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে' চেয়ে রইলেন। নবাগত ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কিহে তোমার চোখের জ্যোতি যে একেবারে গিয়েছে। বল্‌লে চিন্‌তে পারবে ত, না স্মৃতিও হারিয়েছ? আমি যে তোমার বাল্যবন্ধু মধুসূদন।" "তা' ভাই বেশ, বেশ, আমার একেবারে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।" "তুমি কাঁদ কেন, বল দেখি, আজ যেন উপবাসী। ব্যাপারটা কি?" তখন বিপ্র বন্ধুবরকে সকল ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। তখন বিপ্রবেশ ভগবান্‌ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কয়েকটী সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিয়া দিলেন, "দেখ ভায়া, এ'র একটী যেন খরচ কোরো না, আমার দরকার হ'লে চেয়ে নিয়ে যা'ব। তুমি কিন্তু যখনই কাকেও ঢুক্‌তে বেরুতে দেখ্‌বে তখনই জোরে জোরে গুণ্‌তে থাক্‌বে, আবার বেঁধে রাখ্‌বে। এতেই তোমার দুঃখ ঘুচ্‌বে। আমি এখন ব্যস্ত, এখন চল্‌লাম। দেশে ফিরেছি রোজ দেখা হ'বে।" প্রভু ত' অন্তর্দ্ধান।

ঝিকে আস্‌তে দেখে ব্রাহ্মণ গুণ্‌চেন "এক দুই তিন চার…।" ঝি এসে ঢিপ করে' একগড়, "বাবা ঠাকুর পেন্নাম গো, খেটে খেটে সারা, আপনাকে যে রোজ একটা করে' পেন্নাম দোব, তা'ও পোড়া হ'য়ে ওঠে না। দেন্‌ একটু পা'র ধূলো। ওমা নইলে যে আমরা জন্নাবে যাব। খানিক পরে স্বয়ং গিন্নী। "এই এক দুই তিন চার…"। "ওমা কর্ত্তার টাকা আছে, টাকা নয় গো, মোহর। কর্ত্তাকে হতচ্ছেদা করে ভাল করিনি।" কিছু না বলে' দৌড়ে গিয়ে তেলের বাটী এনে, "ও কর্ত্তা! আমারও মরণ হয় না। সংসার সংসার করে' তোমার সেবা একরকম উঠে গে'ছে। না, বাবু আমার তা' কল্লে চল্‌বে না। আমার আবার পরকাল আছে। তোমাদের সংসারে আমার কি পরকাল হবে? বলি, ও কর্ত্তা, এস, এস, আহা কর্ত্তার চুলগুলি পাঁশমত হ'য়ে গেছে। এস, ভাল করে' তেল মাখিয়ে দিই।" এই বলে পতিব্রতা স্বামিসেবা আরম্ভ করে দিলেন। তা'র পরই ব্রাহ্মণের স্নান হ'লেই অন্নের থালা, তাতে আবার ব্যঞ্জন। কর্ত্তার মনে আর হাসি ধরে না। "হায় রে মধুসূদন দা' তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি।" তা'রপর বউ ঠাকরুণের পালা। "ওঝি, ঝি, না এসব

লোকজন বড় বদ। ঠাকুর ঝামাল বড় ভালবাসেন না, তাই আলাদা থাকেন্ বলে' তাঁকে দেখ্তে নেই? ওমা কোথা যা'ব ঘরে দোরে জঞ্জাল দেখ, না, এ বলে' আর পারা গেল না।" নিজেই ঝাঁটা এনে দাওয়া পরিষ্কার করে' ঝিকে ঘর সাফ্ কর্ত্তে পাঠিয়ে দিলেন ও বৈকালে রেকাব করে' ফল মিষ্টি জলখাবার দিয়ে গিয়ে খোকাকে দিয়ে বলালেন, "দাদামণি জল খান্।" দাদামণি মধু ভায়ার কেরামতি ভাব্তে ভাব্তে সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া আনন্দিত। সন্ধ্যায় গৃহিণী ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া পরে আহার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণের পরিতোষ বিধান করিলেন। প্রাতে ফণিভূষণ খেয়ে বেরুচ্চেন। আবার সেই "এক দুই তিন চার…।" "ও, বাবা তা হ'লে হাতে কিছু রেখেছেন। সোনার মত নয়! অতগুলি মোহর?—বাবা, আপনার খাওয়া হ'য়েছে তো।" "না বাবা এরই মধ্যে আমার খাওয়া কি?" "সে কি আপান প্রবীণ হ'য়েছেন! আপনার সকাল সকাল দরকার। একি অন্যায়? মা'কে বলতে হবে। আমি ঘরে থেকে দেখ্তে পাচ্ছিনা বলে' বাবার বড় অযত্ন হ'চ্ছে। না, না, এসব আমি সইতে পার্ব্ব না।" উপাখ্যানে আরও আছে। এখন এই পর্য্যন্ত জেনে বুঝে যদি দেখি তা'হলে কি দেখি না যে, ধনই এই সংসারে আত্মীয়তার মূল। ধন না থাকলে মা' পর্য্যন্ত ছেলেকে যত্ন করে না। এই জগতে আমরা এই দেহটাকে আমি মনে করে' নিয়ে এ'রই সম্পর্কে "আমার ঘর" "আমার স্ত্রী", "আমার পুত্র" ইত্যাদি যে "আমার" "আমার" করি তা'র পরিণাম ত' এই। দুরবস্থা হ'লে আর কেউ "আমার" বল্তে চায় না, কেন না তাহাদ্বারা কাহারও দেহের কোন সেবা হ'বে না। তাই লোকে চটে। "দুনিয়াটা কার' বশ?" উত্তর "দুনিয়া টাকার বশ।" এই সম্পর্কে যে "আমি, আমার," করে' আমরা দিনটা কাটাচ্চি এ'র চেয়ে আর বোকামি হ'তে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে "গোখর" অর্থাৎ পশুর মধ্যে মূর্খতম গর্দ্দভ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

আমরা সর্ব্বদা ভুলিয়া যাই যে, এই দেহ চিরকাল থাকিবে না এবং তাহার সহিত তৎসম্পৃক্ত সকল বস্তুতেই আমার মমত্ব ঘুচিয়া যাইবে। সুতরাং নিত্য বস্তুর সন্ধান না করিয়া যদি অনিত্যের সংগ্রহে যত্নবান্ হই, তাহা হইলে আমার বুদ্ধির পরিচয় কোথায়? যে বুদ্ধির গর্ব্বে স্ফীত হইয়া আমরা ঈশ্বরের ঈশত্ববিষয়ে সন্দিহান হইবার স্পর্দ্ধা করি, পীড়াদিজনিত মস্তিষ্কের একটু বিকৃতি ঘটিলে সে বুদ্ধি কোথায় থাকিবে? নিত্যবস্তু ভগবান্ ও নিত্যবস্তু ভগবদ্দাস জীব। জীবের নিত্যধর্ম্ম ভগবৎসেবা বা ভক্তি। যদি অনিত্যবুদ্ধিদর্পে দৃপ্ত হইয়া নিত্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই, তাহা হইলে সমাজে আমাদের আদর কোথায়? "ধীরঃ তূর্ণং যতেত নিঃশ্রেয়সায়।" মুহূর্ত্তমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া ধীরচেতাঃ নিঃশ্রেয়ঃ বা চরমকল্যাণের উপায় ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি অবলম্বন করেন। অনিত্য জড়মঙ্গলপ্রদ আধিকারিক দেবতার পূজায় সময়ক্ষেপ করেন না!

যথার্থ পরমার্থবিৎ কখনও বহ্বীশ্বরবাদী নহেন। কেন না বহ্বীশ্বরপূজা এই জড়দেহের ও তদ্ঘটিত মঙ্গলামঙ্গলের উদ্দেশ্যেই কৃত হইয়া থাকে। উহা পরমার্থ নহে। ঐ সকল পূজার্চ্চনাদি কর্ম্ম, সে কর্ম্মে আমাদের বন্ধনযোগ্যতাই অর্জ্জিত হয়। কর্ম্ম শুভই হউক, আর অশুভই হউক কর্ম্মদ্বারা কখনও পরমার্থলাভ ঘটে না, এই কথাটী আমরা পাঠকগণকে সর্ব্বদা চিত্তপটে জাগরূক রাখিতে সনির্ব্বন্ধ

অনুরোধ করি। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের শিরোমণি পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর গ্রন্থরাজ শ্রীশ্রীচরিতামৃতে স্পষ্টই দেখাইয়া দিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।" কথাটা শুনিয়াই যেন আকাশ হইতে পড়িতে হয়। শুভকর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির বাধক কিরূপে হয়? এ যে এক নূতন তত্ত্ব। জাগতিক সমাজমাত্রেই কর্ম্মিসমাজের অন্তর্ভুক্ত। সকলেরই কর্ম্মিসমাজে জন্ম ও তদনুগ শিক্ষা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং তাহার বিপরীত কোন কথা শুনিলেই আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। কর্ম্মিসমাজে ভক্তির অভিনয় থাকিলেও শুদ্ধা ভক্তি তাহাদের নিকট অজ্ঞাত। সুতরাং পরমার্থকথা তাহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন। নূতন হইলেও যিনি স্বীয় চরমকল্যাণপ্রার্থী তাঁহাকে অল্পে অল্পে পরমার্থ শিক্ষা করিতে হইবে—কর্ম্মীর চিন্তাস্রোত হইতে অব্যাহতি লইতে হইবে।

ভবঘুরের উক্তি।

ও ব্রহ্মচারী ভায়ারা, তোমরা আছ একরকম মন্দ নয়। বাবা, এই উৎসব উৎসব করে' সহরটাকে তোলপাড় করে' তুলেছ। যেখানে যাই, ঐ তোমাদেরই কথা। তোমরা ঠাকুরটী পাকড়েছ বড় মন্দ নয়। ঐ তোমাদের মহামহোৎসবের দিনে আমি সমস্ত দিনই তোমাদের গৌড়ীয় মঠেই ছিলাম। কেন, তার' আবার জবাব দিতে হবে না'কি। সে ত সোজা কথা। আগের দিন রাত্রে যখন দেখলুম ভিয়েন বসে গেছে, আমিও রাত্তিরটা কোন গতিকে কাটিয়ে সকালে এসেই হাজির। আর সেইথেকে ঘুরে ফিরে কতবারই যে এর কাছ থেকে তার কাছ থেকে প্রসাদ পেয়েছি তা' ঠিক গুণে রাখিনি। তাই সারাদিন দেখলুম তোমাদের ঠাকুরটী সেই সকাল থেকে আরম্ভ করে' কত রকম লোককে যে শাস্ত্র বোঝালেন তা'র ইয়ত্তা নাই। বাবা, ঐ অত শাস্ত্র কথা, আর যেমনই লোক হোক না কেন, শাস্ত্রবিচারে তাঁদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সে দিনকার তাঁর সেই মূর্ত্তি দেখে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেছি। বাবা, ঢের জায়গা, মঠ ফঠ ঘুরে দেখিছি, এ রকম ভাবে নিজেকে ভুলে গিয়ে আচার করে' প্রচার, তা'র সময় নেই, অসময় নেই, কেবল প্রচারই ব্রত—এমন মহাপুরুষ ত' দেখিনি আর এই মাস ভোর ত' দেখলুম—কত বিদ্বান কত শাস্ত্রজ্ঞ, কত রাজা, কুমার, দেশনায়ক, পত্রিকা-সম্পাদক সব রকমের লোক তাঁর নিকট হরিকথা শুনে তৃপ্তি পেয়ে সব ধন্য ধন্য কচ্ছেন। দুঃখের মধ্যে দাদা আমি সমস্ত সময়টা থেকেও অত শুনে উঠতে পারিনি। ওখানে আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী—তাঁরাও ঐ এক ছাঁচে ঢালা। তাঁরা আবার সহরময় ঘুরে ঘুরে সকলের কাছে প্রচার করেন। আমি যে একটা কথা শুনিচি তার স্পষ্ট প্রমাণ দেখলুম—

"মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাই তবু যা'ন তাঁ'র ঘর॥"

তবে তোমাদের ঐ এক কথা, আমার যে সুবিধে লাগে না। "ভোগবুদ্ধি ছাড়, ভোগবুদ্ধি ছাড়"। আমার যতদূর মনে হয় তোমরা ভোগ ছাড়তে নিষেধ কচ্ছ না। সব কৃষ্ণসম্বন্ধে নিবন্ধ কর্ত্তে বলছ। ওটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। তোমাদের চরিত্র যা' দেখলুম তা'তে বুঝলুম হরিসেবার জন্য সব রকম উত্তম বস্তু সংগ্রহ করা। তা' দিয়ে হরিগুরুবৈষ্ণবের পূজাদি করা তোমাদের আগ্রহ, আর নিজে যেমন হয় তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, আমার এচাই, ও চাই এ বাসনাক্ত‌ও নাই, অথচ এ নেবনা ও ছোঁবনা এমনও নাই। তবে সকলেরই চেষ্টা উত্তম প্রসাদাদি বাঁটিয়া দিয়া নিজের জন্য যা' না হ'লে নয় তাই গ্রহণ করা। জিজ্ঞাসা কল্লে তোমরা বল যে, উত্তম প্রসাদসমূহ দিয়া বৈষ্ণব পূজা করিতে হয়। স্বয়ং মহাপ্রভু নাকি সেই আদর্শ নিজে রাখিয়া গিয়াছেন—

"পিঠাপানা সব দেহ বৈষ্ণবের স্থানে।
মোর লাগি রাখ কিছু লাফরা ব্যঞ্জনে॥"

কথাত' বুঝলুম ভায়া, কিন্তু ও'র ভাব গ্রহণ কর্ত্তে পাল্লুম না। ভোগবুদ্ধি ত্যাগ করা যায় কি করে'? তোমরা বল সাধুসঙ্গে নামকীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে সব অনর্থ কেটে যাবে। আমার তাই মনে হ'চ্ছে, উৎসব শেষ হ'য়ে গেলেও তোমাদের মঠে রোজ যাব। এই উৎসবের মাসটা আস্তে আস্তে একমাস ধরে' তোমাদের কথা শুনে শুনে যে টুকু বুঝি তাতে ক্রমেই যেন কথাগুলো ভাল লাগ্‌ছে। এমন সরলতা, এমন নিষ্কপট সেবা, এমন নিষ্কাম ভাব আমি কমই দেখিছি—আমি ত' মঠ আশ্রম আখড়া ঘোরা, সাধু সন্ন্যাসী দেখা, তীর্থে তীর্থে বেড়ান বড় কম করিনি—আমি বড় গলায় বল্‌তে পারি—এমন আর বড় দেখা যায় না। তাই তোমাদের সঙ্গে মিশতে প্রাণটা যেন আপনা হতে চাচ্ছে। আমার নিজেরও যেন আগেকার সেই কপটতা ভাবটার একটু একটু ঘোর কাট্‌চে। আগে আগে সকলে কচ্ছে দেখে তোমাদের ঠাকুরের পায়ে ঢিপ করে' গড় কর্ত্তুম। মনটায় কিছুমাত্র ভক্তি ছিল না। তখন মনে করেছিলুম যে, আর জায়গাগুলোয় যেমন মুখে একরকম, ভেতর আর এক, সাধু-বেশী লোক সব আসর সরগরম করে' আছে, কোথাও স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে মোকদ্দমা, কোথাও মাণিকযোড়ে নিজের আর গিন্নির নাম যোগ করে' মন্তর রচনা, কোথাও ক্ষ্যাপা পাগলা নাম করে' সংসারের সব সুখভোগটুকু চুমুক দিয়ে মেরে দেওয়া, স্ত্রীলোকের (অবশ্য তরুণীর) ভিড়ে সাধুর ঘর ভোরপুর, পুরুষের প্রবেশ নিষেধ—আরও কত রকম কি—কটাই বা বলি—কোনও সাধু শিষ্যার জন্য জেলে, কোনও সাধু শিষ্যার প্রতি বিশেষ অনুকম্পার জন্য শিষ্যের হাতে জীবন দান—ওঃ কি স্বার্থত্যাগ—এই সব দেখে শুনে—কোথাও সাধু নানা ওষুধ দিয়ে কবচ দিয়ে চাকরীর ব্যবসার উন্নতির মন্ত্র পড়ে, কোথাও সাধু কস্‌রৎ করে' আধ হাত উঁচু হ'য়ে টাকার আণ্ডিল করছে—ঐ টাকা, ঐ মেয়ে, ঐ নাম—সাধুরা এই সব নিয়েই ব্যস্ত। ভগবানের সেবায় ও তাঁহার প্রচারেই জীবন উচ্ছুগ্যু আর কোথাও দেখিনি বলে' সাধু সন্নিধিতে আমার আর আস্থা ছিল না। মনে করেছিলুম তোমাদের ওখানেও ঐ রকম একটা ব্যাপার কিন্তু তোমাদের ঠাকুরের পদধূলি নিয়ে প্রাণে যেন একটা তৃপ্তি পাই। তোমরা জান না গোপনে তোমাদেরও পায়ের ধূলো নি'। মনে হচ্ছে আর আমি ভবঘুরে থাক্‌ব না, অবিশ্যি আমাকে সেই নামেই জেন; তবে সে ভাবটা বোধ হয় আমার আর থাক্‌চে না। তোমাদের মঠ ছাড়া সাধু সন্ন্যাসী দেখবার জন্যে ছোটার বাইটা বোধ হয় আমার কেটে যাবে। তোমরা কি আমার হ'য়ে তোমাদের ঠাকুরের কাছ থেকে একটু কৃপা চেয়ে দিতে পার? তোমাদের ঠাকুরের পায়ে অগুণ্‌তি প্রণাম। আর তোমরাও আমায় দয়া কোরো।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

গত ২৩শে ভাদ্র মেদিনীপুরে শ্রীনামপ্রচার উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ কতিপয় ভক্তসহ যাত্রা করিয়াছেন। তথাকার পাটনা বাজারে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা হইয়াছিল।

আগামী ১৪ই আশ্বিন হইতে ১৮ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীদামোদর-ব্রতোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে তথায় মাসাধিক-ব্যাপী পাঠ কীর্ত্তনাদি এবং ১৫ই কার্ত্তিক তারিখে সাধারণ মহামহোৎসব হইবে।

মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্তসত্যচরণ গুহ ২৪শে ভাদ্র তারিখে নিজের অর্চ্চা শ্রীবিগ্রহ লইয়া জাহ্নবী-বক্ষে ষ্টীমারবিহারে শিবতলা পর্য্যন্ত গমন করেন।

সঙ্গে ভূতকপাঠক, হারমনিয়ম, তবলা চাটী, মৃদঙ্গ, করতাল, নামের মালা সবই ছিল। সভাবাবু ঐদিন অপরদিনের ন্যায় মাসিক যাতায়াতের টিকিট লইয়া স্বীয় স্বাস্থ্যের জন্য দৈনন্দিন ভ্রমণের পরিবর্ত্তে সমগ্র ষ্টীমার ভাড়া লন এবং প্রদোষকালে গৃহে ফিরেন। ইহা কি শ্রীগৌরের অনুমোদিত প্রচার?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

১ম খণ্ড শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৬ই আশ্বিন, ১৩২৯ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

(প্রকৃতি-জন-পাঠ্য)

শারদীয় আবাহন।

সম্মুখেই আনন্দোৎসব। গৌড়দেশবাসী বর্ষার ঘন প্রপাত অতিক্রম করিয়া গগনের নির্ম্মল ইন্দ্রনীল-ঘনশ্যাম শোভা দর্শনে উদ্‌গ্রীব। অনন্তের পথে বর্ষচক্রের মধ্যভাগে শারদীয় পূজা। হিংসায় আনন্দাভাব। পরমার্থপ্রচার-রূপ জীবে দয়ায় শারদীয় মহোৎসব। শরৎ-কালের নামে ভারতবাসীর বিশেষতঃ গৌড়-দেশবাসীর আনন্দে দেহ ও মন উৎফুল্ল। বর্ষার অবিরল বারিধারা দেশ গ্রাম ডুবাইয়া-ছিল, গ্রাম ও নগরের পথ কর্দ্দমাক্ত করিয়া গমনাগমনের বাধা দিতেছিল, গ্রীষ্মের আতিশয্য ভাদ্রমাসের প্রখর তপনতাপে কতই না কষ্ট দিতেছিল! এখন সুশীতল শারদীয় আশাসমীরণ শস্যশ্যামলা ভূমির বক্ষে অন্নসমস্যার মীমাংসার জন্য ফলদানে মুক্তহস্ত, কর্দ্দমমুক্ত পথসকল ভ্রমণকারীকে উৎসাহভরে প্রভু-জ্ঞানে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য ব্যগ্র, সুতরাং দেহ ও মন ভোগের তালে তালে নৃত্য করিবার আশা পুষ্ট করিতে অগ্রসর হইতেছে।

সন্তান জননীর নিকট সর্ব্বদাই প্রার্থনা লইয়া ব্যস্ত। জননীও স্নেহসিক্তচিত্তে সন্তানের আশা-পূরণে আনন্দিতা। সুতরাং প্রার্থী ও পূরণকারিণী নিজ নিজ ভাবে প্রমত্ত হইয়া একই উদ্দেশের সাফল্য বিধান করিতেছেন। কিন্তু এই আনন্দ ত' স্থায়ী নহে। আবেদন-কারী দেহমনোধারী পুত্র আমরা, প্রার্থনা-

পূরণকারিণী জননী আমাদের, আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এত অল্পক্ষণের জন্য কেন? আমরা কি এইভাবে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত হইবার চির সৌভাগ্য লাভ করিব না? ক্ষণিক আনন্দলাভের আশায়, ক্ষণিক প্রার্থনা পূরণ করাইয়া আমরা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণপ্রজ্ঞ নিত্যাবস্থানে জলাঞ্জলি দিয়া হ্লাদতাপনিশ্র জগতের অক্ষজ প্রতারিত জ্ঞানে দেহ ও মনের ইন্দ্রিয়-সেবায় আর কতদিন কাটাইব? কাত্যায়নীর যোগ্য পূজাপ্রভাবে তাঁহার কৃপাকটাক্ষ হইলেই আমরা দেহ ও মনের ক্ষণিক মঙ্গলকে সম্বল মনে করিবার চেষ্টা পরিহারপূর্ব্বক কল্যাণ-গুণৈকপারাবারের নিত্য-সেবায় উন্মুখ হইতে পারি। এইজন্যই গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব এত আদরের!

আয়ু বৃদ্ধি।

সকলেই জানেন, মানুষের আয়ুষ্কাল অতি অল্প, তাহাও অধ্রুব অর্থাৎ এই আছে, এই নাই। কিন্তু জগতে মানুষের কার্য্যাবলী দেখিয়া মনে হয়, তাহার এ বোধ জন্মে নাই। সে এরূপভাবে জীবনকাল নষ্ট করে, বোধ হয়, যেন তাহার অনন্তকাল পরমায়ু পড়িয়া আছে। যতই কেন সময় অপব্যয়িত হউক্ না কেন, তাহাতে তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই। আবার শুধু তাহাই নয়, সে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মনে করে যে, সময় বড় শ্লথ ভাবে চলিতেছে। বালক ভাবে, শীঘ্র শীঘ্র শৈশব পার হইয়া তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া পিতার শাসন-গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারিলেই তাহার পক্ষে ভাল হয়। যুবক ভাবিতেছে, সে যেন শীঘ্র যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্মরাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। প্রৌঢ় ব্যক্তি শীঘ্র প্রবীণতা লাভ করিয়া সকলের সম্মানার্হ হইতে ও কর্ম্ম জগৎ হইতে অবসর লইয়া আলস্য উপভোগ্ করিতে ব্যস্ত হন। এইরূপে প্রত্যেকেই মনে করিতেছে, তাহার আয়ুষ্কালের অংশগুলি সুদীর্ঘ, অথচ সেগুলির সমষ্টিভূত পরমায়ুকে অল্প বলিয়া মনে করিতেছে। এই রকমই মানুষের বিচার! আবার, আর এক দিকে দেখুন, উত্তমর্ণ সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছে, কত শীঘ্র কালপূর্ণ হইয়া তাহাকে কুসীদ প্রদান করিবে। বিবাহের পাত্র ভাবিতেছে, দিন আর শেষ হয় না—সে কখন বিবাহ করিতে যাইবে। অভিসারিকা ভাবিতেছে, নিশীথকাল আসিতে এখনও একযুগ দেরী, ইত্যাদি। উদাহরণের অসদ্ভাব নাই।

কিন্তু কেহ কি ভাবিতেছে, তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য ভগবদ্ভজনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত বৃথা অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে? তাই বলি, এখন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সময়টুকু আছে তাহার বিন্দুমাত্র অপব্যয় করিলেই আমাদের সমূহ ক্ষতি। জাগতিক কার্য্যনিপুণ অনেক বিজ্ঞ দেখা যায়, কিন্তু পরমার্থ-প্রবীণ কয়জন?

এই জাগতিক কার্য্য বা স্বার্থসুখটুকু লইয়াই যাহারা ব্যস্ত, তাহাদিগের বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য এ উক্তিতে অনেকেই বিস্মিত ও বিরক্ত হইতেছেন। এত সব বড় বড় উপাধিধারী কর্ম্ম-কাণ্ডে প্রবীণ বিশ্রুতনামা কৃতিগণ জাগতিক উন্নতি-সাধন করিতেছেন, তাঁহারা

কি নির্ব্বোধ? নিউটন, কেপলার, ফ্যারাডে, এডিসন, কেলভিন, হাক্সলে, বোস্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ, হ্যানিবল, আলেকজেন্ডার, নেপোলিয়ান, নেলসন, ওয়েলিংটন, ওয়াশিংটন প্রমুখ বিজয়িগণ, পিট্, বিস্মার্ক, কাভুর, গোখেল প্রভৃতি রাজনীতিকগণ, হল্‌ডেন, অষ্টিন, ঘোষ, মুখার্জ্জি প্রভৃতি ব্যবহারনীতি-বিশারদগণ, ডিমস্থিনিস, বার্ক, চাথাম্, সেরিডান প্রভৃতি বাগ্মিগণপ্রমুখ সুধীমণ্ডলীর কি বুদ্ধিমত্তা নাই? বেদসারভূত পুরাণরাজ অমল-জ্ঞানভাণ্ডার শ্রীমদ্ভাগবতের তাহাই উক্তি। যদি একটু অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, এই সকল মনীষিবৃন্দ জড়ীয় জাগতিক ব্যাপারেই বিশেষজ্ঞ হইয়া লোকের আদরণীয় হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃতির অতীত রাজ্যের সংবাদ রাখেন না। তাঁহাদের জ্ঞানরাজি দেহাত্মবুদ্ধি-প্রসূত। তাঁহারা জাগতিক বিবিধ প্রাকৃত বিদ্যার মহাজন বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তাঁহাদের বুদ্ধি এই সংসারদুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ত্রিগুণনিগড়াবদ্ধ, সুতরাং তাঁহারা পরমার্থ-বিষয়ে—প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ, দিব্য বৈকুণ্ঠজ্ঞান-বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ। তাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তাকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া ঐ শুনুন—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া আজ যে মনুষ্য জন্ম লাভ করা হইয়াছে, যে জন্ম লাভ করা অতি সুকঠিন, হয়ত' পরজন্মে তির্য্যগ্-যোনিতেও জন্ম-গ্রহণ হইতে পারে ও আবার বহু বহু জন্মের পরও মনুষ্যজন্ম লাভ না হইতে পারে, একমাত্র যে মনুষ্য জন্মে জীব পরমার্থরূপ চরমকল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ, আবার যে মনুষ্য-জীবন কেবলমাত্র শত বা সাধিক পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে, যাহা অনন্ত কালের তুলনায় এ নিতান্ত ক্ষণিক ও যাহা এখন আছে, পরমুহূর্ত্তে না থাকিতেও পারে,—এমন অনিত্য এমন মনুষ্য জীবনলাভ করিয়া ধীরচেতা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কি করিবেন? শীঘ্রই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ চরমমঙ্গল লাভের জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন, অন্য কার্য্যে ব্যয় করিবেন না। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে বস্তু, তাহার জন্য যত্ন না করিয়া অপকৃষ্ট বস্তুর জন্য ব্যস্ত হইয়া যিনি সময় নষ্ট করেন, তাঁহাকে কি কেহ বুদ্ধিমান্ বলেন? কতদিন ঐ যত্ন করিতে হইবে? যাবজ্জীবন, কেননা জীবনই স্বল্প, তা'র মধ্যে ক্ষণকালও বাজে নষ্ট করার ন্যায় নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে? কেন, বিষয়-সেবা করিতে হইবে না? বিষয়-সেবা করিয়া যে সময় পাওয়া যাইবে, তাহাই না হয় পরমার্থ-চেষ্টায় দেওয়া যাইবে? না, তাহা হইবে না। এতগুলি পর পর জন্মে বিষয়-সেবা করিয়া আসিয়া যদি ভজনের মূল নরতনুকে বৃথা বিষয়-সেবায় আবার নষ্ট করা যায়, তাহা অপেক্ষা মূর্খতা আর কি হইতে পারে? জন্মে জন্মে ত' বহু বিষয় ভোগ হইয়াছে? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণ ত' সর্ব্বজন্মেই সম্ভবপর? রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ভোগ ত' সর্ব্বজীবনেই ঘটিয়াছে? ইচ্ছা করিলেই ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে, ও ঘটিবে,—পরজন্মেও তাহার অভাব হইবে না। তবে ভরসা এই যে, এবার চরমকল্যাণ-সাধনোপযোগী মনুষ্য দেহ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যদি তৎকালে যত্ন না করিয়া ঐ জড়-বিষয়ানুশীলনেই তাহা নিযুক্ত হইল, তদপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য কি হইতে পারে? ঐ শুনুন, জীবের নিঃশ্রেয়স্ মঙ্গলোপায় যে ভাগবতধর্ম্ম, তাহা শিশুকাল হইতে আচরণ করিতে প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ করিতেছেন,—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥"

তাঁহারই পরমায়ু অধিক, যিনি অধিক পরিমাণ ভাগবত ধর্ম্মের অনুশীলনে সমর্থ হইয়াছেন। যিনি ১২০ বৎসর এ পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াও রূপরসাদির সন্ধানে আহার-নিদ্রা-ভয়-ব্যবায়ে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার পরমায়ু পশুতুল্যই অতিবাহিত হইয়াছে। পরমায়ু-বিচারে, বয়স-বিচারে না হইয়া ভাগবতধর্ম্মানুশীলন—শ্রীহরিভজনের পরিমাণ দ্বারাই নির্ণীত হইবে, পৃথিবীতে বিচরণকাল-নির্ণয়দ্বারা নহে। তাই বলি, মানুষ পরমায়ু চায় বেশী, কিন্তু তাহার ব্যবহার জানে না। সাধু সাবধান! যেন আর মুহূর্ত্তমাত্রও বৃথা ব্যয়িত না হয়। কেননা, সেইটুকু আমাদের পরমায়ু কমিয়া গেল। পরমায়ু পরমার্থদ্বারে বর্দ্ধনশীল। এইজন্যই পরমহংস-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত জড়ভোগময় আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য বলিতেছেন,—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং উদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥
তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥

জড়ে সুখ নাহি।

(১)

ভেবেছ কি মনে, জীব! জগত মাঝারে
চিরদিন সুখভোগে কাটাইবে কাল?
তাই বুঝি, প্রাণপণে করিছ যতন
লুটিবারে জগতের ভোগ সুখ রাশি?
হায়, হায়, কেন কর আত্মপ্রবঞ্চন?
জাননা রে অবিমিশ্র সুখ নাহি জড়ে।
সুধাও বিশ্বেরে তুমি, সুধাও সকলে,
সুখভোগে তৃপ্ত ভবে কে কোথা হ'য়েছে?

(২)

মহাকুলে প্রসূত ঐ কুলীন প্রধান,—
জিজ্ঞাসহ কত সুখে জীবন কাটায়?
অভিজাত্য-দম্ভে পূর্ণ হৃদয় তাহার,—
সদা চিন্তে কেবা কবে মর্য্যাদা লঙ্ঘিবে,
কেবা বুঝি বড় হ'য়ে লভিবে সম্মান,
সমান হইবে তার এই বড় ভয়।
ঈর্ষাবিষে সদা তার হিয়া জর জর,
তার ভাগে সুখ কোথা, দেখ বিচারিয়া।

(৩)

তবে বুঝি, ভাব মনে, ধনে সুখ হয়?
ঐশ্বর্য্য-সুখের নিধি, সবে তার বশ?
বৃথা ভ্রান্তি তোর জীব, বিবর্ত্ত কেবল।
ধনমদে মত্ত ধনী—উদ্ধত-স্বভাব,
সম্ভ্রমের মাপকাটি ধন পরিমাণ,
ধনহীন জনে সেই মনুষ্য না গণে।
আরো দাও, আরো দাও, সদা তার আশা,
সন্তোষের স্নিগ্ধচ্ছায়া নাহি ভাগে তার—
অতৃপ্ত ধনেপ্সা-বহ্নি অন্তর পোড়ায়।
এই কিরে ধনসুখ, ঐশ্বর্য্য-গৌরব?
অর্থার্জ্জনে ক্লেশরাশি, রক্ষণে জঞ্জাল,
বিবাদের মূল সূত্র, অর্থে সুখ কোথা?

(৪)

আর যদি বল, যার পাণ্ডিত্য-প্রভায়
দশদিক্ আলোকিত,—সুখরাশি তার,
বিষম বিষম ভুল জানিহ নিশ্চয়।
এ বিদ্যা অবিদ্যা-পাশ বন্ধন-কারণ।
ঈশভক্তি-হীনজনে শ্রুতি-স্মৃতি-জ্ঞান,
মোহে অন্ধ করে মাত্র, সুখ নাহি দেয়।
ভক্তিহীনের যত কিছু জড়ীয় সম্পদ্
মৃতকের অলঙ্কার—তার মাত্র সার!
যত চেষ্টা কর তুমি দুঃখ নাশিবারে
নেতি নেতি করে' তুমি যত কর ত্যাগ,
নাহি হ'বে আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি,
শুদ্ধভক্তি বিনা সুখ আকাশ-কুসুম!

বৈদেশিক।

গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধে মুস্তাফা কেমেল পাশার বিজয়-গৌরবে আজ মুসলমান জগতে নূতন জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। মুসলমানের নির্ব্বাণোন্মুখ আশার দীপে আবার আলোকের ছটা দেখা দিয়াছে। মুসলমান আজ কেমেলের বীরত্ব-গৌরব অনুভব করিতেছেন। কেমেল সমগ্র এসিয়া মাইনর, রাজধানী এবং প্রধান বন্দর স্মার্ণা সহরটী অধিকার করিয়া লইয়াছেন। কেমেলপক্ষীয় রাজনীতিকগণ এখন নির্ভয়ে বলিতেছেন—দার্দ্দানেলজ করগত করিতে হইবে, এখানে কোন বৈদেশিক শক্তি প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিবেন না, কনষ্টাণ্টিনোপল, আড্রিয়ানোপল এক কথায় সমগ্র থ্রেস প্রদেশ মুসলমানের করতলগত হইবে, মুসলমানের একাধিপত্য স্থাপন করিতেই হইবে। মুসলমানের এরূপ উচ্চাশা সেভারের সন্ধির বিরোধী। সে সন্ধির সর্ত্তগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এতটা উচ্চ আশা মুসলমান করিতে পারেন না। দেখিতেছি, এই ব্যাপার লইয়া একটা বিভ্রাট ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইতোমধ্যেই মিত্রশক্তি-মহলে সাজ সাজ রব উঠিয়াছে। হয়ত এই সূত্রে আবার ইউরোপে সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে; আবার যুযুৎসার পৈশাচিক লীলা ধরিত্রীকে সহ্য করিতে হইবে। শুনিতেছি, বিজয়ী তুর্কসেনানীগণ জয়মদে মত্ত হইয়া শত্রু গ্রীসের প্রতি একটা নিদারুণ প্রতি-হিংসার ভাব দেখাইতেছে। কেবল গ্রীস কেন, তাহারা স্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়-ভুক্ত স্ত্রী ও পুরুষগণের প্রতি অতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। এক লক্ষ বিশ সহস্রের অধিক নরনারী বহু নির্য্যাতন সহ্য করিয়া তুর্কী সৈন্যের হাতে প্রাণ হারাইয়াছে। দৈত্যগণ নিরীহ রমণীগণের প্রতি অকথ্য পাশবিক অত্যাচার করিয়া তাহাদিগের প্রাণবধ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। শিশুগণও এই নির্ম্মম অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইতেছে না। যাহাই হউক, এ সংবাদ কতদূর সত্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। কারণ কিছুদিন পূর্ব্বেই সৌজন্য তুর্কী সৈন্যের বিশিষ্টতা বলিয়া শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ব্রিটিশপ্রমুখ সভ্য জাতিগণ এই সকল অত্যাচার হইতে দুর্ব্বল জাতি-গণকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দার্দ্দানেলজ পথটীতে যাহাতে সকল জাতির গতিবিধি অব্যাহত থাকে, মিত্র শক্তি সে চেষ্টাও করিতেছেন। তবে এ বিষয়ে ইংরাজ জাতি যেরূপ তৎপরতা দেখাইতেছেন, মিত্রশক্তির অন্যান্য জাতিগুলি তেমন কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। ফরাসী ও ইতালী ইংরাজ-পক্ষই সমর্থন করিতেছেন, সত্য, কিন্তু ইহাদের এ কাজে তেমন যোল আনা আস্থা আছে বলিয়া ত মনে হয় না। সবাই যেন ঘরে বসিয়া কেবল মাথা নাড়িয়া সাহায্য করিতে পারিলেই বাঁচেন, এই ভাব দেখাইতেছেন। এ দিকে বিশাল ব্রিটীশ সম্রাজ্যের চারিদিকে নিমন্ত্রণের পত্র গিয়াছে। আমাদের ভারতেও আসিয়াছে, মনে হয়। যাহাই হউক, শুনা যাইতেছে, অষ্ট্রেলিয়া একেবারে একপায় খাড়া আছেন। তবে উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যের ভাবগতিক একটু যেন ঠাণ্ডা রকমের। তাহাতে একটা বড় রকমের গণ্ডগোল বাধ্‌বে, বুঝা যাইতেছে।

আমরা বলি, বাপুহে, এ স্বার্থের দ্বন্দ্ব কি কখনও মিটিতে পারে? এ আগুন কখনও ধূমায়িত, কখনও কখনও প্রজ্বলিত। এই দৃশ্যই চিরদিন দেখিতে হইবে। এ পথে এ আগুন-জল-করা প্রেম-ধারার নাম-গন্ধও নাই।

এক স্থানীয় সহযোগী কাবুলের যে সন্দেশ বিলাইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত উপাদেয়। মুসলমান শাসিত রাজ্যে, মুসলমান প্রভাবের কেন্দ্রস্থলে হিন্দুর প্রতি একটা উদারতার কথা শুনিলে প্রকৃতই হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইতে চায়। সংবাদ যে, কাবুলে হিন্দু প্রজা মুসলমানের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে তুল্য অধিকার ভোগ করিবেন। উভয়সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাকেই নির্ব্বাচন-বিষয়ে সমান অধিকার দেওয়া হইবে। হিন্দু সেখানে নির্ব্বিবাদে আপনার ধর্ম্মমত স্বাধীন ভাবে পালন করিতে পারিবে। আফগানিস্থানে এবার হিন্দু ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে। গো-হত্যা বন্ধ করা হইবে। এ সাম্যবাদ—এতটা উদারতার সংবাদ আংশিকভাবে সত্য হইলেও আমরা সেজন্য কাবুলের আমীরকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য। গোজাতির ধ্বংসের সহিত যে মনুষ্যজাতির ধ্বংসও জড়ান আছে, এ কথা আমীর মহোদয় বুঝিতে পারিয়াছেন। গো-রক্ষার সহিত ধর্ম্মরক্ষার যে টুকু সম্বন্ধ, তাহা বাদ দিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, গোজাতির ধ্বংসে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই; পরকাল দূরের কথা, ইহকালেই ইহার ক্ষয়ে জাতির দেহে একটা ক্ষয়রোগ উৎপাদিত হয়। আমীর মহোদয় যদি প্রকৃতই আপনার রাজ্যে গো-হত্যা বন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন, যদি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আফগানিস্থানের পবিত্র ভূমিতে সমাধি প্রাপ্ত হয়, তবে আফগানিস্থান হিন্দু ও মুসলমানের পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে। শুনিতেছি, আমীর মহোদয় খদ্দরের পক্ষপাতী। তিনি নিজ পরিবারের ব্যবহার জন্য বিলাসের মোহমুদ্গর শ্রীখদ্দরের উপাসক হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা বলি, কাবুলে এ হাওয়া বদলাইল কে?

নব উদ্ভাবন:—আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ফ্রান্সিস জেন্কিন্স সম্প্রতি একটী ফটোগ্রাফ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে মিনিটে ১৬০০ ফটো তোলা যায়।

'ফোর্ড' কার বন্ধ—কয়লার দুষ্প্রাপ্য জন্য আমেরিকার 'ফোর্ড' মোটর কারখানা বন্ধ হওয়ায় লক্ষাধিক কারিকরের অসুবিধা হইয়াছে।

ভারতীয়।

গুরু-কা-বাগ—পুলিশ গুরুকাবাগে শিখগণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া যে সকল অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট তাহাতে ব্যথিত হইয়া এ বিষয়ে সত্য-নির্দ্ধারণ জন্য একটা তদন্ত-কমিটীর নিয়োগ করিয়াছেন। এই বার এ ব্যাপারের সত্যাসত্য অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

এখন পুলিস আর শিখ-যাত্রীর দল ভঙ্গ করিতেছে না, পুলিস বেশ শান্ত-সংযতভাবে প্রত্যহ ১৫ জন করিয়া ঐ শ্রেণীর অবাধ্য যাত্রী গ্রেপ্তার করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। ধৃত আকালীর দল অমৃতসহরের গোবিন্দগড়ে স্থান পাইতেছে।

ওদিকে ভারত-রঞ্জন চিত্তরঞ্জন, মহানুভব মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ প্রভৃতি নেতৃগণ অমৃতসহর যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মালব্যজী এখনও আছেন। অমৃতসহর কংগ্রেস-কমিটীর একটী সভা হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় শিরোমণি গুরুদোয়ারা কমিটীর সভ্যগণের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তথায় যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপঃ—আকালী শিখযাত্রিগণ কোনও রূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে নাই, অথচ পুলিশ তাহাদিগের উপর নিদারুণ অত্যাচার করিয়াছে, এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। আকালী শিখগণ এই ব্যাপারে যে সংযমশীলতার পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার্হ।

ইহার পর কংগ্রেসের পক্ষ হইতেও একটা তদন্ত-কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার ইহার সভাপতি। মিঃ জয়াকর, মৌলনা মহাম্মদ তাকি, মিঃ জে, এম্ সেনগুপ্ত এবং মিঃ ষ্টোক্স্ সভ্য পদ পাইয়াছেন। অধ্যাপক রুচিরাম সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রত্যাগমন—স্যর পি, সি, রায় পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া ছাত্র, বিধবা ও অন্যান্য সকলকেই অবসর কালে চরকায় সূতা প্রস্তুত করিতে ও খদ্দর পরিধান করিতে অনুরোধ করিতেছেন। এক্ষণে তিনি নেত্রকোণা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় বিভ্রাট

গত রবিবার চন্দননগর হইতে কলিকাতা আহিরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত সন্তরণ-প্রতিযোগিতার পরীক্ষা চলিতেছিল। কিন্তু ইহা এক নিদারুণ ভয়াবহ কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। আহিরীটোলার ঘাটের মঞ্চ ভাঙ্গিয়া দুই তিনটী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; ওদিকে সন্তরণকারিগণের সাহায্যার্থ যে মোটর বোট আসিতেছিল, সেখানি শ্যামনগরের নিকট জলমগ্ন হয়। তাহাতে এগার জন আরোহী ছিল; আট জনের উদ্ধার হইয়াছে, তিন জনের কোনও সংবাদ নাই। ডাক্তার এন্ সি, চাটার্জ্জি(নিরোদবাবু) সন্তরণকারিগণের শুশ্রূষার জন্যই মোটর বোটে আসিতেছিলেন। তিনি জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। আমাদের মনে হয়, যাহাতে এমন শোচনীয় ঘটনার সম্ভাবনা সে বিষয়ে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, তাহা করা হয় নাই। ডাক্তার বাবু আমাদের পরিচিত ছিলেন। পঠদ্দশায় তিনি ২৪০০্ বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন ও সম্প্রতি পাবলিক হেলথ্ ডিপ্লোমা পাইয়াছিলেন। তাঁহার শোকক্লিষ্ট জনক জননী ও বালিকা স্ত্রী এবং আত্মীয়বর্গের দুঃখে আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

উক্ত সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় শ্রীমান্ নীরেন্দ্র কুমার বসু প্রথম, আশুতোষ দত্ত দ্বিতীয়, বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য তৃতীয় ও হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ হইয়াছেন। উঁহাদের সময় লাগিয়াছিল যথাক্রমে ৪ ঘণ্টা ২২ মিনিট, ৪—৩০ মি, ৪—৩৫ মি ও ৪—৩৮ মি। এবার বোধ হয় ইঁহারা ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া জগতের চক্ষে বঙ্গবাসীর সন্তরণশক্তির দৌড় দেখাইতে পারিবেন।

মতিবাবুর শ্রাদ্ধ-বাসরঃ—বিগত রবিবার দ্বাদশ দিবসে স্বধামগত মতিবাবুর ক্রিয়োচিত শ্রাদ্ধ সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এযাবৎ তাঁহার অনেকগুলি স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দেশের কৃতী সন্তানের সম্মান-প্রদর্শনে সকলেই তৎপর। কলিকাতায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রাদ্ধ-বাসরে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বভারতীঃ—রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর "শারদোৎসব" নাটকের অভিনয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়প্রমুখ সুধীগণ ভূমিকা লইয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

মানীর অসম্মান—শ্রীহট্ট জেলা স্কুলের মৌলবী আব্দুল রকিব বি, এ, স্থানীয় সব্ডেপুটী আব্দুল রসিদের পুত্রকে ক্লাসে প্রহার করেন। ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞানহীন হাকিম সাহেব হুঙ্কারসহ স্কুলে যাইয়া

মৌলবী সাহেবকে সপাসপ বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া প্রস্থান করেন। মৌলবী সাহেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়। এই কি বিচারকের বিচার? সরকার পক্ষ হইতে তদন্ত করিয়া ইহার যথাবিধি প্রতিবিধান হওয়া এখনই আবশ্যক।

সংশোধন—বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বে উদ্ঘাটিত খদ্দরমেলা বড়বাজারে না বসিয়া "গান্ধি পুণ্যালয়" নামে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে শ্রীমানি মার্কেটের সম্মুখে ৬ নং শিব নারায়ণ দাসের লেনে বিগত সোমবারে বসিয়াছে। আগামী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত থাকিবে। এখানে নাকি খুব সস্তায় খদ্দর বিক্রীত হইতেছে।

ব্যবহারাজীবের তিরোধান—হাইকোর্টের বিখ্যাত ফৌজদারী উকীল বাবু অতুল্য চরণ বসু গত মঙ্গলবার ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে নাটোর মহারাজ—বিগত শনিবার স্থানীয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে নাটোরের মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জেলার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় "সরস্বতীর ক্রন্দন" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আগ্রায় ষ্ট্রাইক্-হরতাল:—আগ্রা ইউনাইটেড্ মিলের কুলীরা হরতাল করিয়াছিল। গত মঙ্গলবার মিটিয়া গিয়াছে।

তুর্ক ও ভারতীয় সৈন্য:—মৌলবী আবুল কাশেম ভারতীয় এসেম্ব্লিতে প্রস্তাব করিবেন যে তুর্কদিগের বিরুদ্ধে যেন ভারতীয় সৈন্যের সাহায্য না লওয়া হয়।

গোলদীঘির সভা—গত রবিবার ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সভাপতিত্বে গোলদীঘিতে আকালী শিখদিগের, নির্য্যাতনে সহানুভূতি প্রকাশ সভার অধিবেশন হয়। অর্থ ও লোক পাঠাইয়া তাহাদিগের সাহায্য করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গুজরাট জাতীয় বিদ্যাপীঠে দান—রেঙ্গুনের ব্যারিষ্টার ডাক্তার প্রাণজীবন দাস মেটা তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রেবাশঙ্কর জগজ্জীবনের হস্ত দিয়া গুজরাট জাতীয় বিদ্যালয়ে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। মাঙ্গবর প্যাটেল প্রমুখ দেশহিতৈষিগণ আরও অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

আইনে পুরোহিতের প্রাপ্য—ধর্ম্মের নামে হ'ল কি? কুলপুরোহিতের কার্য্য গ্রহণ করা হউক আর না হউক, সে কার্য্য করুক আর না করুক তাহার প্রাপ্য নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে ও প্রত্যেক ক্রিয়া কর্ম্মে তাহাকে তাহা দিতে হইবে, ইহা নাকি আইনাকারে ষ্টেট কাউন্সিলে দাঁড়াইতেছে। "ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুঃখ লাগে আওর হাসি।" এই অদ্ভুত নাটকের রঙ্গস্থল নাকি মাদ্রাজ। তাই ভাল। এই ভাড়াটিয়া ধর্ম্মযাজকের যুগে কুলপুরোহিতকে এত প্রশ্রয় দিলে লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইবে, মনে হয়।

অন্ন-সমস্যা।

(By a Mechanical Engineer)

লোকে বলে, আজ বাঙ্গালার সকল সমস্যার অপেক্ষা অন্ন-সমস্যাই প্রধান। এই পোড়া পেটের জন্য আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সব জলাঞ্জলি যাইতে বসিয়াছে। বাঁচিয়া থাকলে ত ধর্ম্ম? আর হাওয়া খাইয়া ত বাঁচা যায় না। এখন আমরা মরণ বাঁচনের দ্বারে দাঁড়াইয়া যাচাই করিতে যাই, সবই পণ্ড হইয়া যায়। পেট ভরিয়া খাইতে না পাইয়া, কি দৈহিক, কি মানসিক, সকল দুর্ব্বলতা আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। ফলে,

আমাদের চক্ষুর সম্মুখে, তথাকথিত চতুর পরদেশী আসিয়া বাঙ্গালার রত্নসম্ভার আহরণ করিতেছে। আর আমরা তাহাদেরই কাছে চারটী অন্নের জন্ম ভিক্ষা মাগিয়া, কেহ বা কিছু পাই, কেহ বা বিতাড়িত হই। বাঙ্গালী হাজারই বি, এ, এম, এ, পাশ করুক, সে যে অন্নের কাঙ্গাল সেই কাঙ্গাল থাকিয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওকালতির গুণে সব জান্তা হইয়া ছেঁদো কথা ও কলমপেশা ব্যতীত আর সকল কাজে অক্ষম হইয়া আসে। বরঞ্চ, বাঙ্গালার যে সকাল সন্তান, যাহাদিগকে আমরা মূর্খ বলিয়া জানি, তাহারাই ব্যবসা ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির সঙ্গে যুঝিয়া বাঙ্গালীর ব্যবসারূপ ক্ষীণ প্রদীপটী জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। এই কলিকাতার কথাই দেখুন না। দোকানদারীগিরি ছাড়া যে সকল ছোট ছোট চালের ও তেলের কল বাঙ্গালীর বলিয়া এখনও বর্ত্তমান, তাহাদের প্রতিষ্ঠাতারা কেহ কখন গোলদীঘির ছায়া মাড়ান নাই। মানিকতলার মহেশ বারিক, সালকিয়ার সাধুখাঁরা, এবং উত্তম ঘোষ ইঁহারা অত্যন্ত হীন, নিরক্ষর অবস্থা হইতে এক একজন বিখ্যাত তেলের কলের মালিক হইয়াছিলেন। হাটখোলার ৺ মদন মোহন দত্ত, এবং রামদুলাল সরকার, মতিলাল শীল, দুর্গাচরণ লাহা,—এক একজন মহা মহা ধনী,—নিজ নিজ বুদ্ধিবলে ব্যবসা লক্ষ্মীকে জয় করিয়াছিলেন। আজকালকার কথাই দেখুন না। ব্যাটরার ফকির মিস্ত্রি, পার্ব্বতী মুখুয্যে এবং অন্যান্য কয়েকটী বাঙ্গালী লৌহ ঢালাই ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা খুলিয়া বেশ অর্জ্জন করিতেছেন। ইঁহাদের স্কুল কলেজের সঙ্গে বড় বেশী সম্পর্ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এবেই দেখুন, যদি আমাদের মাথা তুলিয়া প্রতিযোগিতার মধ্যে দাঁড়াইতে হয়, যে সময়, অর্থ ও বল বাঙ্গালী ছেলেরা পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ে নষ্ট করে, সেই সময় অধিক সংখ্যক যুবককে অন্ন-সমস্যার সমাধানের জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে। আমাদের দেখাইতে হইবে যে বাঙ্গালী যদি লাগার মতন লাগে, ব্যবসা ক্ষেত্রেও সে হীন নয়। এক রাজেন্দ্র মুখার্জ্জির স্থানে হাজার রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি বাঙ্গালায় জন্মাইতে পারে। কেবল দোকানদারী করিলে চলিবে না। নিজ নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্যানুযায়ী কাঁচামাল হইতে নানারূপ পণ্য উৎপাদনের কারখানা খুলিতে হইবে। দেখাইতে হইবে, টাটা, গোকুলদাস, কিম্বা করিমভয় কেবল বোম্বায়ের একচেটিয়া নয়—বাঙ্গালা দেশেও ঐরূপ লোক আছে। তবে সাধনার মতন সাধনা চাই। পথ বড় দীর্ঘ, প্রতিযোগিতাও ভীষণ। এতগুলি প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝিয়া আমাদের খাড়া হইতে হইবে। বলিতে কি, ব্যবসাদারকে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথায়, বৈষ্ণবের মতন তৃণ অপেক্ষা নীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইতে হইবে। বিপদে ধৈর্য্য, সম্পদে গাম্ভীর্য্য রাখিতে হইবে। পথ দুরূহ হইলেও নিরাশ হইবেন না। শস্য-শ্যামল, ধনরাজি-পরিপূর্ণ ভারতে নানারূপ শিল্পাদির পথ এখনও অনেক পরিমাণে উন্মুক্ত। মোটামুটি ভাবে কতকগুলি কাঁচামালের সঙ্গতির হিসাব দিব, যাহা উপায় উদ্ভাবনপটু ব্যক্তির হাতে প্রস্তুত হইয়া এখনও বিশেষ লাভজনক হইবার সম্ভাবনা।

প্রথমতঃ দেখুন কয়লা। যে দেশে যত কয়লা সেই দেশে নানারূপ শিল্পের বিস্তারের বিশেষ অনুকূল। ভারতে ৮০,০০০,০০০,০০০, টন কয়লা আছে। ইহার মধ্যে ১৯২০ সালে কেবলমাত্র প্রায় ১৮,০০০,০০০, টন বহির্গত করা হয়। মার্কিণ দেশ ও বিলাতের তুলনায় এ দেশে মজুর প্রতি উত্তোলন খুব কম হয়। আমেরিকায় জন পিছু ৮০০ টন, বিলাতে ১৮৪ এবং জাপানে ১২২ টন, আর এ দেশে কেবল মাত্র ৯৫ টন তোলা হয়। আমাদের দেশে

অধিকাংশ খনিতে মান্ধাতা আমলের কল্-কব্জার সাহায্যে কাজ করা হয় বলিয়া গড়পড়তা ফল এত কম পাওয়া যায়।

তাহার পর দেখুন, এই ভারতবর্ষে যত চাষের জমী আছে, তাহার শতকরা ছত্রিশভাগ এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যান্য দেশের অপেক্ষা তুলনায় বিঘেকরা উৎপন্নও ভারী কম। জাপানের ন্যায় অনুর্ব্বর দেশেও আমাদের অপেক্ষা দ্বিগুণ ধান বিঘেকরা উৎপন্ন হয়। কারণ হচ্চে এই যে, উপযুক্ত সার দেওয়া ত দূরের কথা, জমীকে বেশ গভীর পরিমাণ চাষ দেওয়া পর্য্যন্ত হয় না। পশ্চিম বঙ্গে বিশেষতঃ রাঢ়দেশে বৃষ্টির অভাবে ফসল ভাল হয় না। যদি কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত থাকিত, বৃষ্টির অভাবের জন্য কিছুই আসিয়া যাইত না। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, যদি জাপান কিম্বা হল্যাণ্ডের মত বৈজ্ঞানিক ভাবে চাষ করা হয়, তাহা হইলে ভারতের কৃষিজ পদার্থের উৎপন্ন শতকরা পঞ্চাশভাগ বাড়িয়া যাইতে পারে।

এখন চিনির হিসাবটা একবার দেখা যাউক। জাপানে এক একরে চারি টন্ আর ভারতে গড়পড়তায় এক টন চিনি হয়; অথচ মোটামুটি পৃথিবীর সকল দেশ জড়াইয়া যত পরিমাণ জমীতে ইক্ষুর চাষ হয়, এক ভারতবর্ষেই তাহার অর্দ্ধেক জমী এই জন্য নিয়োজিত; অথচ ভারতে সমগ্র পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ চিনি উৎপন্ন হয়।

তাহার পর দেখুন খনিজ পদার্থ। উলফ্রাম, এণ্টিমনি, আরসেনিক, বিস্‌ম্যাথ্, ম্যাঙ্গানীশ, লৌহ, স্বর্ণ, তাম্র, ক্রোমাইট, টিন, কোরণ্ডাম, কয়লা, তৈল, সবই কমবেশী পরিমাণে ভারত-ভূগর্ভে নিহিত আছে। দুঃখের বিষয়, কয়েকটী কয়লার খনি ছাড়া এই সকল খনিজ কারবার আমাদের বাঙ্গালীর নামে নাই। শাক্‌চীতে পার্শী টাটা কোম্পানী যে এতবড় লৌহের কারখানা খুলিয়াছেন তাহার আবিষ্কারের মূলে বাঙ্গালী হইলেও মধু-আহরণের সময় কয়েকটি চাকুরী-জীবী ব্যতীত আমাদের আর কেহই নাই।

সে যাহা হউক, তাই বলিতেছি, একেবারে নিরাশ হইবার কারণ নাই। এখনও অনেক কাজ করিবার আছে। বৎসরে বৎসরে হাজার হাজার মণ কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। হাজার হাজার মণ সর্ষপ, রেড়ী, নারিকেল ও নানারূপ বাদাম বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। আমরা এইরূপ কাঁচা মাল না পাঠাইয়া কলকারখানা স্থাপন করিয়া তৈল করিয়া পাঠাইতে পারিলে অনেক পয়সা আমাদের হাতে আসে। একজনে না পারি, দশজনে মিলিয়া করিতে পারি। এইরূপ তেলের কল, ধানভাঙ্গা কল, ময়দার কল, ডালভাঙ্গা কল, তামাককাটা কল ইত্যাদি যাহা কম মূলধনে বাঙ্গালা দেশময় খুলিয়া বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ নানাকলের বিবরণ, পড়তা ও লাভের খতীয়ান্ আমরা রীতিমতভাবে এই 'গৌড়ীয়' পত্রে আলোচনা করিতে থাকিব। এইরূপ কল-কারখানা খুলিয়া নানারূপ বেবন্দোবস্তের মধ্যেও অশিক্ষিত মাড়োয়ারীরা বিশেষ লাভবান্ হইতেছে। বাঙ্গালীর না হইবার এক আলস্য ছাড়া আর অন্য কারণ ত দেখিনা। মূলধনের অভাব বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবেন না। আমাদের একটা জিনিস মনে রাখিতে হইবে যে, উদ্যোগী পুরুষ-সিংহের চেষ্টায় অসাধ্য কিছুই নাই। একেবারে আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হওয়া যায় না। সামান্য ভাবে সুরু করিয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে অভিজ্ঞতা ও ধন সঞ্চয় করিয়া বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব নয়। আসুন, আমরা সকলে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়ি।

(হরিজন-পাঠ্য)

সনাতন ধর্ম্ম।

জড় জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। আজ যে সদ্য-প্রসূত শিশু, কাল সে প্রফুল্লবদন বালক, পরে সে বীর্য্যবান্ যুবক, ক্রমে সে প্রশান্তমূর্ত্তি প্রৌঢ়, শেষে সে পলিতকেশ, গলিতদন্ত বৃদ্ধ। স্নিগ্ধ প্রভাত-কিরণ দেখিতে দেখিতে প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া ক্রমে তমসাচ্ছন্ন হইয়া যায়। আজ যেখানে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজমান, কাল তথায় গভীরতম সমুদ্র অবস্থিত দেখিতে পাই। সাগর শুকাইয়া যাইতেছে, মরুভূমি জলপ্লাবিত হইতেছে। বহু-জনাকীর্ণ রাজধানী কালে শ্মশানে পরিণত হইতেছে, শ্মশান নন্দনকাননে পরিণত হইতেছে। ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহজগতে হেয়তা ও অনুপাদেয়তা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। প্রাণাধিক পুত্র স্বহস্তে বৃদ্ধ পিতাকে বিষপান করাইয়া রাজ্য-লাভ করিতেছে, প্রিয়তমা পত্নী উপপতির সাহায্যে স্বামীর বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতেছে, সহোদর ভ্রাতা ভ্রাতার সর্ব্বনাশ-সাধনে তৎপর। নির্দ্দোষ দণ্ড পাইতেছে, খুনী আসামী বেকসুর খালাস হইতেছে। ইহা আমরা প্রতিনিয়তই দর্শন করিতেছি। এ জগতে নিত্য ও নির্ম্মল আনন্দের সম্পূর্ণ অভাব। বেশ আছি, কোনও অভাব নাই,—সুন্দর রূপ বহুগুণে গুণী, অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, আশ্চর্য্য বুদ্ধি, অতুল ঐশ্বর্য্য, সুবৃহৎ অট্টালিকা, পতিপ্রাণা পত্নী, সোণার চাঁদের মত পুত্র কন্যা, সবই আছে। হঠাৎ কোথা হইতে এক ভবদাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—মুহূর্ত্তমধ্যে সবই ভস্মীভূত হইয়া গেল। পণ্ডিত মূর্খ হইতেছে, মূর্খ পণ্ডিত হইতেছে। জ্ঞানী অজ্ঞানী হইতেছে, অজ্ঞানী জ্ঞানী হইতেছে। ধনবান্ দরিদ্র হইতেছে, দরিদ্র ধনবান্ হইতেছে। বলবান্ দুর্ব্বল হইতেছে, দুর্ব্বল বলবান্ হইতেছে। এ প্রহেলিকার মধ্যে নিত্য সত্য বস্তুর সংবাদ কি পাওয়া যায়?

রোম গ্রীস ও চীনের মনীষিবৃন্দের এবং ভারতীয় বিদ্বৎসম্প্রদায়ের জড়বস্তুসমূহে ধারণাগত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কালে তাহার ধারণা শিক্ষাপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কামক্রোধহত ব্যক্তির ধারণা প্রকৃতিস্থ হইলে অন্য আকার ধারণ করে। আমাদের নিজেদের জীবন আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই যে, সময়ে সময়ে আমাদের ধারণাসমূহ আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রতি বর্ষে, প্রতি মাসে, প্রতি দিনে প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে, প্রতি মুহূর্ত্তে, আমাদের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকি। তবে কি নিত্য, সত্য, উপাদেয়, নির্ম্মল আনন্দ লাভের আশা নাই?

সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া সনাতন ধর্ম্ম বিচার করিলে উক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায়। সনাতন ধর্ম্ম কি? সনাতন ধর্ম্ম কাহার ধর্ম্ম? সনাতন ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? এবং কিরূপেই বা তাহা লাভ করা যায়?—এ সকল বিষয়ে আলোচনা করা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। অনিত্য ও নশ্বর বস্তুতে সনাতন ধর্ম্মের অভাব আছে, সত্য, কিন্তু সনাতন অর্থাৎ নিত্য বস্তুতে সনাতন ধর্ম্ম নিত্য-কালই বর্ত্তমান। নিত্যানন্দের উৎস এখানেই বিরাজমান।

গীতা বলেন, ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্ ও মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার ভগবানের অপরাপ্রকৃতি-প্রসূত অর্থাৎ প্রাকৃত। সুতরাং পঞ্চভূতাত্মক দেহ ও মন প্রাকৃত। প্রাকৃত বস্তুমাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল, তাহাদের ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনযোগ্য। সুতরাং দেহের ধর্ম্ম ও মনের ধর্ম্ম সনাতন নহে। ভগবানের পরাপ্রকৃতি জীব

অপরাপ্রকৃতি হইতে জাত নহে। ভগবান্ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তু নহেন—তিনি অপ্রাকৃত। জীব বলিলে দেহ ও মনকে বুঝায় না, চিৎকণ আত্মাকে নির্দ্দেশ করে।

অসূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

যাহারা আত্মহা, তাহারা আসুরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অজ্ঞানান্ধকারাবৃত-চিত্তে নানা প্রকার প্রলাপ দেখিয়া থাকে। আত্মার সন্ধান পাইলেই বিকার কাটিয়া যায়। আত্মা নিত্য, তাহার ধর্ম্মও নিত্য অর্থাৎ সনাতন। আত্মার নিত্যবৃত্তি শুদ্ধভক্তি সুনির্ম্মল সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পরপারে পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎ-প্রেমাই প্রয়োজন বা সাধ্য। জীবের স্বরূপ ভগবদ্দাস। স্বরূপ ও ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন পাইলেই জীব বলিয়া উঠেন,—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদযদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপং।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎ-পাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

তখন জাগতিক কোনও অসুবিধা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। অপ্রাকৃত জীব বদ্ধাবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক উপাধিদ্বয়ে সুদৃঢ়রূপে আচ্ছাদিত থাকায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। জড়দেহের গুণসকল আলোচনা করিতে করিতে মনের ভাবসকল উদয় হয়, একারণ মানবগণের কল্পনা-বিভাবনারূপ সমুদয় চিন্তা ও ধারণা প্রকৃতিমূলক, সুতরাং অপ্রাকৃত হইতে পারে না। সনাতন ধর্ম্ম অপ্রাকৃত তত্ত্ব। এই সত্য বস্তু অবরোহ-পন্থায় শ্রীভগবান্ হইতে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস এবং ব্যাস হইতে আম্নায়-পরম্পরায় বৈরসিক সম্প্রদায় সেই সমুদয় বস্তু লাভ করিয়াছেন। মহাজন গাহিয়াছেন,—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরপি সুপ্ত নিত্য-ধর্ম্মের উদয়॥"

সূর্য্য যেরূপ মেঘোদয়ে আবৃত হয়, সনাতন ধর্ম্মও সেইরূপ কাল-প্রভাবে আবৃত হইলেও নিত্যকাল বর্ত্তমান। সনাতন ধর্ম্ম অপ্রকাশিত হইলে ভগবান্ কখনও স্বয়ং অবতার হন, কখনও বা পার্ষদ ভক্তদিগকে ভক্তাবতাররূপে প্রেরণ করেন। নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্ত কখনও মায়াদ্বারা অভিভূত হন না। তিনি বদ্ধজীবের ন্যায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার না করিয়া নিত্যকাল সনাতন ধর্ম্মে অবস্থিত থাকেন। প্রাকৃত পরিচ্ছিন্নচিত্ত অপ্রাকৃতবস্তু ধারণ করিবার যোগ্য নয়। আম্নায়বাক্যে ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের দাসত্বে অবনত হইবার পূর্ব্বে সুনির্ম্মল সনাতন ধর্ম্মের আস্বাদন হইতে পারে না। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, নিত্য ও অনিত্য, আত্ম ও অনাত্ম, ভক্ত ও অভক্ত—ইহাদের পার্থক্য সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে বিবেকদ্বারা অবধৃত না হওয়া পর্য্যন্ত সাহিত্যিক, দার্শনিক, মান[illegible], লৌকিক, ব্যবহারিক, নৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি জ্ঞানসমূহের গোঁজা মিল দিয়া যে অভিনব তত্ত্ব [illegible] সনাতন নহে। দেহ ও মনের মঙ্গলবিধাতা প্রচারক-গণ অনাত্মপ্রতীতিতে অবস্থিত হইয়া পরমার্থ-স্মৃতির সহিত ইতর স্মৃতির সমন্বয় করিবার প্রয়াস পাইয়া যে কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র ভক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শুদ্ধভক্ত তাহার আদর করেন না। কিন্তু সরলপ্রাণ নিরীহ ব্যক্তিগণ তাহাতে বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। কেন না, বদ্ধাবস্থায় ভোগপ্রবণতানিবন্ধন বদ্ধচিত্তের অনুকূলে উহাকেই সনাতন ধর্ম্ম মনে করিয়া বিষমভ্রমে অন্ধ হইতেছেন—শুক্তিতে রজতভ্রম হইতেছে। দুগ্ধে ঘৃত আছে বলিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে দুগ্ধ ঢালিয়া দিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, কিন্তু সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত নিষ্কাশিত করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে ঢালিয়া দিলে উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তি [illegible]ই আত্মধর্ম্মবিকাশের অনুকূল, বিদ্ধভক্তি

তাঁহার প্রতিকূল। [illegible]ক্তি বা পরাভক্তিকেই সনাতন ধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম বলে। ভগবান্ নিত্য, ভক্ত নিত্য ও ভক্তি নিত্য। এই তিন বস্তুই আনন্দময়। তথায় [illegible]তা, হেয়তা বা অনুপাদেয়তার স্থান নাই।

আমরা যখন ভোগের অনিত্যতা, মায়াবাদীর ঈশবিমুখতা এবং দেহ ও মনের পরিবর্দ্ধনশীলতা উপলব্ধি করিয়া শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে সদ্ধর্ম্ম-শ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হই, তখনই ইহা বুঝিবার অবসর হয় যে, আমরা চিদ্বস্তু এবং বৃন্দাবনেই আমাদের নিত্যবাস। মায়া-প্রসূত এই সংসার-বৃক্ষের কোটরে পক্ষীর ন্যায় কিছুদিনের জন্য বাস করিতেছি মাত্র। জড়াভিমিশ্রিত বুদ্ধিতে ভোক্তার সজ্জায় নশ্বর জড়ের ভোগ অঙ্গীকার করিয়া অনাত্ম দেহ ও মনকে আত্মবস্তু-ভ্রমে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

যাহা নিত্যকাল অবস্থিত, তাহাই 'সৎ'। 'অসৎ' পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসশীল। সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা, সৎসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে অনর্থের অপগমে যাবতীয় অসত্য ধারণা অন্তর্হিত হয়। তখনই নিত্যতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। তখনই "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘের অপগমে সৌভাগ্যসূর্য্যের রশ্মি তখনই দেখা যায়—চক্ষু ফুটিয়া উঠে এবং বধিরতা নষ্ট হয়। তখনই আমরা শ্রীগুরুদেবের "কোটিচন্দ্র-সুশীতল" পদকমল দর্শন করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারি। স্বীয় কার্পণ্য ও ভগবৎ-প্রীতি-হীনতা উপলব্ধি করিয়া চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বলিতে বলিতে তাঁহার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ি। সেই অ[illegible]চরণাশ্রয়ে [illegible] শুনিতে শুনিতে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ, মনের সমস্ত সন্দেহ মিটিয়া যায়—মানব-জীবন সার্থক হয়।

সচ্ছাস্ত্র ও অসচ্ছাস্ত্র, সদ্গুরু ও অসদ্গুরু, সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ, আসল ও নকল—সকলই ধরাধামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটু অসতর্ক হইলেই অসৎকে সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, মনকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, দেহকে দেহী বলিয়া মনে হয়, অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বা অভক্তকে ভক্ত বলিয়া মনে হয়, নশ্বর জগৎকে নিত্য-বাসোপযোগী স্থান বলিয়া মহাকর্ম্ম-রাজ্যে জীব আবদ্ধ হইয়া যায়—দুর্ল্লভ মানবজন্মটী বৃথাই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাই স্বভাবতঃ করুণাময় মহাজনগণ বদ্ধজীবের বদ্ধদশা দূরীভূত করিবার জন্য—তাহাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া আত্মধর্ম্মের কথা শুনাইবার জন্য "প্রচার"-কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন—

"প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
ভজ কৃষ্ণ, বল কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

আমরা কিন্তু বহিঃপ্রজ্ঞাদ্বারা পরিচালিত হইয়া ক্ষণেক্ষণে নিজ নিজ সত্তাপ্রকৃতিকে বহুমানন করিয়া পরস্পর কলহ করিতেছি, স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্র-ব্যাখ্যাবাদে অগ্রসর হইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরাশ্রিত জীবগণের পরমার্থ-চেষ্টার পথ কণ্টকিত করিতেছি এবং আত্মম্ভরিতায় ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিয়া নরকপথের পথিক হইতেছি। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব আমাদের চিত্তে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত করিতেছে, মায়ার তাণ্ডবনৃত্যে প্রতিমুহূর্ত্তে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি! যথেচ্ছাচারের আশ্রয়ে মনো-বিমানে আরোহণ করিয়া কতই সুখের কল্পনায় মায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি! বার বার ঠকিতেছি, হতাশ হইতেছি, ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছি, কিন্তু তথাপি আশার বিরাম নাই—নিত্য নব নব উদ্যমে পুনরায় বুক বাঁধিয়া ছুটিতেছি। কখনও বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম

ফল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার আশায় কার্য্যনিপুণ হইয়া পুণ্যবান্ হওয়াই ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেছি, আবার কখনও বা মুমুক্ষু হইবার পিপাসায় অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী হইয়া ঈশবৈমুখ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতেছি! স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া অজ্ঞ জ্ঞানের দাস হইয়া দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি—স্বরূপ-বিভ্রম হওয়ায় কি ভয়ানক কুৎসিত অবস্থার ক্রীড়া-পুত্তলী হইয়া পড়িয়াছি! হায় হায়! আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনে কে আমাদিগকে মায়ার কুহক হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের নিত্য পরম আত্মীয় শ্রীভগবানের নিকট লইয়া যাইবে? কবে আমরা শ্রীহরিকে পরম সত্য বলিয়া জানিতে পারিব? কবে আমরা প্রাকৃত জগতের অন্তরালে বৈকুণ্ঠধামের সংবাদ পাইব? কবে আমরা জড়াত্মক যুক্তিকে তাহার নিজ অধিকারে আবদ্ধ রাখিয়া আত্মপ্রত্যয়রূপ অচ্যুত বিশ্বাসকে হৃদয়ে পোষণ করিতে সমর্থ হইব? কবে আমরা নিজ নিজ ক্ষুদ্রতা ও পারতন্ত্রতা উপলব্ধি করিয়া যাবতীয় প্রাকৃত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্কপট-চিত্তে হরিজনের শরণাপন্ন হইতে পারিব? হায়, হায়! কবে আমরা আত্মপ্রতীতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার অনিত্য কামনার বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হইব? হরি হরি! কবে আমাদের জড়সম্বন্ধ শিথিল হইয়া চিৎসম্বন্ধ প্রবল হইবে? কবে আমাদের স্বভাবগত ভগবদ্দাস্যরূপ স্বধর্ম্মটি ফুটিয়া উঠিবে? কবে আমরা ভক্তিকেই জীবের পরম পুরুষার্থ জানিয়া শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত কামদেবের উপাসনায় নির্ম্মলানন্দের আস্বাদন পাইব!

ঐ দেখুন, মাধুর্য্যৌদার্য্যপাত ভগবান্ শ্রীনিবাস আমাদিগকে আশ্বাসবাক্যদ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন! ঐ শুনুন, কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তদীয় পার্ষদভক্তসহ প্রকটিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-সঙ্গই একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন! একবার শুনুন—জীবন ধন্য হইবে! প্রথম গ্রন্থ-ভাগবত ও দ্বিতীয় ভক্ত ভাগবতের আশ্রয়েই সত্য বস্তুর উপলব্ধি হইবে এবং শোক, ভয়, মৃত্যুর কবল হইতে নিস্তার পাইয়া আমরা অমৃত লাভ করিতে পারিব।

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥
অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

ঐ সর্ব্বারাধ্য মহাসমন্বয়বাদ অদ্বয়জ্ঞানোপাসনার প্রবর্ত্তক শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ও তদীয় ভক্তগণের অভয়-বাণী শিরে ধারণ করিয়া, আসুন, আমরা সত্যবস্তুর অনুসন্ধানে অগ্রসর হই,—ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন সমস্ত অনর্থ অপনোদন করিয়া আমাদের অভীপ্সিত সিদ্ধি নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামি ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ মেদিনীপুর কলেজ হলে গত ২৬শে ভাদ্র মঙ্গলবার এবং তৎপর দুই দিবস হার্ডিং স্কুলে শুদ্ধভক্তি বিষয়ে স্বীয় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন। ২৯শে ও ৩০শে ভাদ্র পুনরায় কলেজ হলে বক্তৃতা হয়। মেদিনীপুরের সর্ব্বসাধারণ অনেকেই তাঁহার কথা শুনিয়া আনন্দলাভ করেন। তীর্থস্বামী মেদিনীপুরে অবস্থানকালে কয়েকদিন মীরবাজারে পরমভাগবত শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ পাল মহাশয়ের বাটীতে ভক্ত-গোষ্ঠীসহ অবস্থান করিয়াছিলেন। ভাইস্ চেয়ারম্যান্ শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মিত্র এবং হিতৈষী প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মন্মথনাথ নাগ মহাশয় প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

২৮।এ তেলিপাড়া লেন হইতে শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—আগামী ৭ই আশ্বিন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ইটালীর শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ব্রজধামে কাশিমবাজার বৈষ্ণব-সম্মিলনীর কলিকাতা শাখার একাদশবর্ষীয় চতুর্থ অধিবেশন হইবে।

শ্রীপাদ শ্যামদাস ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস অধিকারী পঞ্চরাত্রাচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীগৌর-গদাধর মঠের ভার গ্রহণ করিলেন। পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহাশয় যশোহর নারিকেলবেড়ে গ্রামে সেবোন্নতির জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীপাদ পরমেশ্বরী-প্রসাদ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যমঠের সেবাভার গ্রহণ করিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ ধানবাদে শ্রীনামপ্রচারোপলক্ষে গিয়াছেন। তাঁহার যশোহর প্রদেশে আপাততঃ শ্রীনামপ্রচার বন্ধ রহিল।

'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিকপত্রের প্রথম সংখ্যায় 'পরমার্থে ভেজাল' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ কেহ ভেজাল চালাইবার সমর্থন করিতে গিয়া অনর্থক ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। চট্টগ্রাম সদরঘাট হইতে "মরুভূমি"-স্বাক্ষরিত একখানি পত্র আমরা গত বৃহস্পতিবার পাইয়াছি।

'মরুভূমি'র পত্রখানি কোহিনুর প্রেসের কাগজে লিখিত এবং চট্টগ্রাম সদরঘাট ডাকঘরের মোহর-যুক্ত দশটী পৃষ্ঠা মাত্র। যদিও সুদূর চট্টগ্রাম হইতে প্রেরিত, তাহা হইলেও বুঝা যায়, উহা এখানকারই নির্ম্মিত; ভেজাল-রক্ষক সম্প্রদায় যে শ্রেণীর লোকদ্বারা গঠিত, তাহাদের নিন্দনীয় ব্যবসাতে হাত পড়ায় তাহারা বড়ই শঙ্কিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহাদের দালাল সম্প্রদায় চাঁইদিগের ব্যবসার ক্ষতি লক্ষ্য করিয়া নিজ নিজ অদৃষ্টের দোষ দিতেছে। পরমার্থে ভেজাল চালাইতে পারিলে ভণ্ডের মালা-তিলকাদি চিহ্নগুলি, কপটীর চোখের জল, উৎপুলক, দশা পাওয়া প্রভৃতি মসৃণ চিত্তবৃত্তিগুলি এবং নির্ব্বোধের নিকট কৃষ্ণলীলা, বিশেষতঃ রাসলীলা-পাঠ, গান, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি উপলক্ষণসমূহ কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-সম্ভার সংগ্রহে বড়ই উপকার দেয়। শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদের সাক্ষাৎ কৃতান্ত।

'মরুভূমি'-স্বাক্ষরিত পত্রে গৌড়ীয়ের যে নিন্দা ও বালচাপল্য আছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল। "মরুতে সেচন" শীর্ষক প্রেরিত পত্রে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয়গুলি পরে বিস্তারিত-ভাবে আলোচিত হইবে। তখন প্রেমবারিধির অতলগর্ভে এরূপ বহু মরুভূমি প্লাবিত হইবে।

দশপৃষ্ঠা-ব্যাপিপত্রের উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, পত্রলেখকের মতে—'প্রথম সংখ্যায় "গৌড়ীয় শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের-বহুল প্রচারিত সর্ব্বজনাদৃত সাপ্তাহিক পত্র" এরূপ উল্লেখে সত্য রক্ষা হয় নাই গৌড়ীয় শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের পত্র হওয়ায় তাহাকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদির নির্ম্মৎসর সমালোচক বলায় সামঞ্জস্য নাই। 'গৌড়ীয়' যথার্থ সমালোচনা নির্ম্মৎসরতা রক্ষা করিতে পারে নাই। অক্ষজ বা প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা বিষয়ের আলোচনা না করিলে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের সমালোচনা অক্ষজজ্ঞানমাত্রে প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও 'গৌড়ীয়' নিরস্তকুহক সত্য-নির্দ্ধারণের অধিকার পাইতে পারেন না। মহাপ্রভুর পথ—নিজে আচরণ করিয়া প্রচার, কিন্তু লেখকের নিজ কল্পনামতে 'গৌড়ীয়ে'র প্রচারে তাহার বৈষম্য আছে। দুঃসঙ্গ-ত্যাগ, ভেজাল-পরিহার, প্রেমধর্ম্ম-রক্ষা বা প্রচারের পথ নহে। অতএব নির্ম্মৎসর সমালোচক মৌন হইয়া দুর্ব্বৃত্তকে

অবাধে ভেজাল চালাইতে সাহায্য করিলেই প্রভুর পথ সুগম হইবে।

মুদ্রাঙ্কন-প্রকাশাদির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বিজ্ঞাপন-হারের কথা লেখায় ভাবভঙ্গ হইয়াছে।

'আবার কেন?' মুখবন্ধ লিখিয়া লেখকের ন্যায় ব্যবসায়ীবুদ্ধিটা সম্পাদকেও অনাদৃত হইয়াছে।

'ভক্তিভূষণ' প্রভৃতি শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের কৃপাপ্রদত্ত ভক্তিবিজ্ঞাপক নামগুলি 'তৃণাদপি' শ্লোকের তাৎপর্য্য-বিরুদ্ধ। ভক্তি কিরূপে পরিমিতা হন? গুরুদেব শাস্ত্রীয় তৃতীয় সংস্কার 'নাম' কেনই বা শিষ্যগণ গ্রহণ করেন, তাহা অবজ্ঞা করিলেই কি 'তৃণাদপি' শ্লোক-তাৎপর্য্য পালিত হয়? স্যর জগদীশের জড়ীয় মান-যন্ত্র ভক্তি পরিমিত করিতে অসমর্থ। ভক্তির পরিমাণকারীর 'জগদীশ জয়' উপাধি লাভ করা সঙ্গত।

সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে কীর্ত্তনের রোল উত্থাপন করা উচিত নহে, পরন্তু সত্যের প্রচারক ভক্ত নহেন। নাম-ব্যবসায়ী, ভাগবত-পাঠজীবী, বিগ্রহজীবীগুলির অবাধে লোকের চোখে ফাঁক দিয়া ঠকাইয়া পয়সা রোজগার করাকে ভক্তি না বলিলে অপরাধ করা হইবে আর সত্য সত্য ভক্তি-অনুষ্ঠানের কার্য্যকে ব্যবসা বলিয়া ভক্তি-প্রচারের ব্যাঘাত না করিতে পারিলে ধর্ম্মোপদেশক হওয়া যায় না। স্ত্রীপুত্রের ও নিজের উদরভরণাদি কার্য্যে বিলাসিতার জন্য ভক্তদত্ত ভগবান্ ও ভক্তের সেবোপযোগী অর্থ ব্যয়িত হইলে তাহা পারমার্থিক ভেজাল নহে আর তাদৃশ অন্যায় কার্য্যে অভিমত প্রকাশ করিয়া হরি, হরিজন ও সৎসম্প্রদায়ের ভক্তির অনুষ্ঠানগুলিকে বিষয়ী নির্ব্বোধ লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া ব্যবসা না বলিলে প্রাণের ধর্ম্ম ও প্রেমধর্ম্ম হইবে না। হরিসেবার নিন্দা গুরুতম অপরাধ। সেই দুঃসঙ্গ-ত্যাগ অথবা অসৎ কর্ম্মীর বর্জ্জন অনুমোদন না করিয়া 'গৌড়ীয়' ধর্ম্ম-প্রচারের যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অবিচার মাত্র। আউল, বাউল, নেড়া, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, সাঁই, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতিগোসাঞী অতিবাড়ী গোপী-ছাড়ি, গৌরাঙ্গ নাগরী, ভাগবতপাঠক, মন্ত্রজীবী, দেবল, ব্যভিচারী প্রভৃতির অসমর্থ আনুগত্য না দেখাইয়া তাহাদের মত গ্রহণ না করায় তাহাদের প্রতি 'গৌড়ীয়ে'র প্রেমের অভাব হইতেছে।

শাস্ত্রীয় ও মহাজনের প্রদর্শিত দীক্ষা-বিধির অমর্য্যাদা করিয়া দীক্ষাদাতা নিজ সঙ্কীর্ণ সমাজ চালাইবার জন্য যে শাস্ত্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মনগড়া বিধান চালাইতেছেন, তাহাই সমর্থন না করিলে ভাল করিয়া ভেজাল চালান যায় না, সুতরাং তাঁহার দমন পূর্ব্বক যে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে, সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ করিব গৌড়ীয়।"

শারদীয় পূজার উপলক্ষে 'গৌড়ীয়' আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইতে পারিবে না। 'গৌড়ীয়' পুনরায় ২০শে আশ্বিন পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইবেন।

শ্রীজগন্নাথ-মন্দির।

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর সখীচাঁদ বাবুর তত্ত্বাবধানে মেরামত-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইতোমধ্যেই অনেকটা কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে। নাটমন্দিরের প্রাচীর-গাত্র সুন্দর সুন্দর দেবমূর্ত্তির আলেখ্য দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে।

শ্রীভুবনেশ্বর-মন্দির।

ভুবনেশ্বরের সুপ্রাচীন শ্রীমন্দিরটী মেরামত হইবার জন্য পুরীতে একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ কমিটীর সভাপতি হইয়াছেন। মন্দির প্রস্তুত হইবার পর অদ্য পর্য্যন্ত উহার মেরামত কার্য্য হয় নাই। ঐ মন্দির মেরামত করিতে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় হইবে। কয়েকজন ধনীব্যক্তি কতক টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন।

বিশেষজ্ঞগণের মতে শীঘ্রই মেরামত কার্য্য না হইলে মন্দিরটী নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই মহৎ-কার্য্যে কেহ কিছু দান করিতে ইচ্ছা করিলে "মন্দির-মেরামত কমিটী'র নামে পুরীতে পাঠাইতে পারেন।

চাঁপাহাটী শ্রীমন্দির।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া আছে। বহুদিন হইতে এই সেবার সৌষ্ঠব ছিল না। সম্প্রতি কয়েকজন শুদ্ধবৈষ্ণব এই সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েকখানা চালাঘর করিয়া তাহাতে শ্রীমূর্ত্তি রাখিয়া সুষ্ঠুভাবে শ্রীমূর্ত্তির দৈনন্দিন সেবা চালাইতেছেন। একণে ঐ শ্রীমন্দির মেরামত-কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। কোনও ভক্ত যদি এই প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার সহায়তা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা যেন দয়া করিয়া নিজে ঐ পাটবাটী দেখিয়া আসিয়া কি সাহায্য করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এসম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করিলে 'গৌড়ীয়' পত্রের কার্য্যালয়ে জানিতে পারিবেন।

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরের শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির, ভাণ্ডারগৃহ, সেবকখণ্ড প্রভৃতির এখনই মেরামত আবশ্যক। শীঘ্রই এই মেরামত কার্য্য আরম্ভ হইবে। এ কার্য্য উপলক্ষে যিনি যাহা দান করিতে চান, তাহা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ, মহেশগঞ্জ পোঃ (নদীয়া) ঠিকানায় পাঠাইবেন। এই মন্দির বঙ্গবাসীমাত্রেরই গৌরবের। ইহার রক্ষা-বিষয়ে সম্প্রদায়-ভেদ নাই, অবস্থা-বিচার নাই। এই স্থান বৈষ্ণবশৈবশাক্ত-নির্ব্বিশেষে ধনি-মধ্যবিত্ত-নির্ধন প্রত্যেক হিন্দুরই আদরের বস্তু হৃদয়ের ধন। অবতারী ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে বাটীতে প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছিলেন সেই বাটীর শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল সেবা অক্ষুণ্ণ সুষ্ঠুভাবে চলুক, ইহা প্রত্যেক হিন্দু বাঙ্গালীর বাঞ্ছনীয় নয় কি? এমন কোন্ দুর্ভাগা জীব আছেন, যিনি তাঁহার দেশের ঠাকুর প্রেমদাতৃ-শিরোমণির নিজ ভিটার সেবাকে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া যত্ন করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন?

যে দিকে বাতাস।

বায়ুর অনুকূলে গমন করিলে আমরা জগতে লোকপ্রিয় হইতে পারি। আবার, লোকপ্রিয় হইবার জন্য আমরা অনেক সময় নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি না করিয়া তাহার বিপরীত ফললাভ করি বা কার্য্যের ক্ষতি করিয়া বসি।

এক রাজা, তাঁহার প্রত্যেক কথায় "আজ্ঞে হাঁ" করিতে পারে, এরূপ কয়েকটা তোষামুদের সঙ্গে কালযাপন করিতেন। তোষামুদের মধ্যে কুলগুরু, কুলপুরোহিত, চিকিৎসক, প্রিয় বন্ধুবর্গ ও ভৃতক-পাঠকপ্রমুখ অনেকগুলি মুখাপেক্ষী ছিলেন। এই মুখাপেক্ষিশ্রেণীর মধ্যে প্রবলভাবে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকায় যে যত রাজার রুচির অনুকূলে নিজের নিজত্ব নষ্ট করিয়া ক্রিয়া-কলাপ ও বাক্যাদি প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তাঁহাকেই রাজা অন্যের অপেক্ষা ভালবাসিতেন। ভালবাসা পাইবার জন্য রাজার প্রত্যেক চাকরই পরস্পরের তোষামোদের কৌশল ছাপাইয়া অধিকতর প্রিয় হইবার যত্ন করিতেন। একদিন রাজা বলিলেন—বেগুণ খাইলে মুখ লাগে। তখনই একজন তোষামুদে বলিয়া উঠিলেন—বেগুণ নিতান্ত অখাদ্য,

বুনো ওল ও কচু অপেক্ষা সুখ লাগে। রাজা তাহার বাক্যে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তোষামদের কথাটা ঠিক নহে, মনে মনে বুঝিলেন। পরক্ষণেই রাজা বলিলেন,—বেগুণ খাইতে ভাল লাগে, খাইবার কালে চিবাইতে হয় না ও সকল তরকারীর মধ্যে বেগুণের ব্যবহার চলে। তাহা শুনিয়া সেই তোষামুদে বলিলেন,—আজ্ঞা বেগুণের তুল্য কোন বস্তু নাই—উহা অনুপম। রাজা তাহাতেও সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। অপর সময় এক ব্যক্তি রাজার সম্মুখে কতকগুলি ভাল কলা আনিয়া উপহার দিলেন। তদুত্তরে রাজা বলিলেন—কলা খাইলে সর্দ্দি হয়। তাহাতে তোষামুদে বলিলেন,—কলা খাইতে কখনও ভাল লাগে না, অধিকন্তু উহা নানাপ্রকার ব্যাধির কারণ। রাজা বলিলেন—তবে কলা খাইতে নেহাৎ মন্দ নহে। তোষামুদে তাহা শুনিয়া বলিলেন,—কলার তুল্য আর উৎকৃষ্ট ফল নাই, বিশেষতঃ সবরী কলা অতি উপাদেয় বস্তু—যেমন খাইতে ভাল লাগে, তেমনই উপকারী। এইবারে রাজা তোষামুদেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি দেখিতেছি আমার সকল কথারই অনুমোদন কর—ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক, বিচার না করিয়া আমার বাক্যের অনুকূলে কথা বল; তাহাতে আমি তাৎকালিক সন্তুষ্ট হই বটে, কিন্তু কোন উপকার পাই না। তোষামুদে তদুত্তরে বলিলেন—হুজুর, আমি বেগুণেরও চাকর নই, কলারও চাকর নই, আমি হুজুরের চাকর। চাকর বা ভৃতকের ধর্ম্মমাত্র পালন করি। আপনার প্রিয়বাক্য না বলিলে আপনি ত আমাকে চাকুরীতে রাখিবেন না, সুতরাং উদরের জন্য, আপনার প্রিয় হইবার, আপনার প্রয়োজন না থাকিলেও, আমার প্রয়োজন আছে। এই কথা জানিয়া রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারী সেই নীতি অবলম্বন করিলেন। কুলগুরু, রাজপ্রিয় হইবার জন্য তিনি যাহা চান, সেই দেবতার মন্ত্র দিলেন। কুলপুরোহিত, যজমানের প্রিয় হইবার জন্য যাবতীয় অনুষ্ঠান সঙ্কোচ করিয়া লইলেন। ভৃতক পাঠক, ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিষয়ক কৃষ্ণলীলা-পাঠ ও গান করিয়া শ্রবণকারীর জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-স্পৃহা দিন দিন বাড়াইয়া দিলেন। সকলেই অন্নদাতার প্রেমভাজন হইলেন, কিন্তু তাদৃশ অনুষ্ঠানের পরিণাম বিষময় হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বর্ণ-পরিচয়ে' মাসীর কান-কামড়ানর গল্প লিখিয়াছেন। মাসী স্বস্‌পুত্রের প্রিয় হইবার জন্য তাহার চিত্তবৃত্তির অনুকূলে পবন ব্যজন করায় প্রীতিভাক্‌ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিণাম বিষময় হইল।

চিকিৎসক যদি রোগীর প্রিয় হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহার কুপথ্যের ব্যবস্থা করেন। উপদেশক যদি শ্রোতৃবর্গের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য—তাহাদিগের কুরুচির চরিতার্থতার জন্য রুচির অনুকূলে বায়ু ব্যজন করেন, ভৃতক পাঠক যদি অর্থের জন্য ধর্ম্মের নামে লম্পটের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে যে বিষময় ফল প্রসব করে, তাহা অবর্ণনীয়। আজ কাল্‌কার দিনে ভাড়া লইয়া ভৃতকগণ যে ধর্ম্ম-বক্তৃতা ও ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা সত্য বিসর্জ্জন দিয়া ঐহিক কাম-সংগ্রহোদ্দেশ্য মূলক চেষ্টামাত্রে পরিণত হয়। নিজের দগ্ধ উদরের জন্য, কপর্দ্দক লাভের আশায় লোকরঞ্জন-মূলে যে পাঠকীর্ত্তনাদি হইতেছে তদ্দ্বারা পাঠক ও কীর্ত্তনীয়ার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহা বিকৃতভাবাপন্ন শ্রোতৃবর্গের অমঙ্গল উৎপন্ন করে। বালক যেমন অগ্নি ক্রীড়ার বিষময় ফল জানে না, যুবক যেমন ইন্দ্রিয়-তৎপরতার আতিশয্য-জনিত বিষময় ফলের গ্রাহ্য করে না, বৃদ্ধ যেমন স্বীয় জীবিতোত্তর কালে চিত্তোৎকর্ষে উদাসীন হইয়া চর্ব্বিত-

চর্ব্বণরূপ ভোগপর চিন্তানলে দগ্ধ হয়, মূর্খ যেরূপ নিজ অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া ভ্রম করিতে গিয়া বহুজন-প্রিয়তার আবাহন করে এবং তাহার বিষময় ফলে নির্ব্বোধাগ্যা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রতিষ্ঠাতা-প্রিয়, বক্তা, পাঠক, উপদেশক এবং চিকিৎসকগণও নিজনিজ চেষ্টাদ্বারা আপনাদিগকে ও তাঁহাদের স্ব স্ব যজমানবর্গকে বিপন্ন করেন।

প্রতিষ্ঠাশাপ্রিয়তা সকল কল্যাণের বিঘ্নকারক। গণপতির উপাসনা করিলে জীব বহু-স্তাবক বা গণ লাভ করেন। তাহা সত্ত্ব ও তমোগুণের সংমিশ্রণে উৎপত্তি লাভ করে। শ্রীনারায়ণের উপাসকগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপাসক এবং জীবের প্রতি দয়াবিশিষ্ট হইয়া জীবের গুণময় ধারণা হইতে জীবকে উত্তোলন করেন। অসুবিধার অনুকূলে বাতাস দিবার তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। সেজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

যদি আমরা স্বার্থপর হইয়া সমাজের অমঙ্গল সাধন করি, তাহা হইলে সমাজ আমাদিগকে বিশেষ আদর করিবে, আর আমরাও তদ্বিনিময়ে সামাজিক-গণকে নরকের পথে পাঠাইতে পারিব—এই বুদ্ধি দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয় নহে। উদ্ধত যুবককে ইন্দ্রিয়-তর্পণে সাহায্য করা, রোগীকে কুপথ্য প্রদান করা ও হরিবিমুখ সমাজের ভোগ বৃদ্ধি করিয়া ধ্বংসপথে প্রেরণ করা উচিত নহে। আমরা চিকিৎসক, ভৃতকপাঠক, বক্তা ও উপদেশকসূত্রে নিজ নিজ অমঙ্গল সাধন করিয়া হিংসাপ্রবৃত্তিমূলে পরদুঃখে সুখী হইবার প্রথা যেন বাড়াইতে না যাই। আপাতসুখে ব্যস্ত হইয়া ভব-রোগী, ভাগবত-শ্রোতা ও শিষ্যাভিমানিগণ আপনাদিগকে তাঁহাদের চিকিৎসকের, ভৃতক-পাঠকের ও বক্তার দয়ার পাত্র জানিয়া পরিশেষে বঞ্চিত না হন, তদ্বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কি উচিত নহে? রোগী চিকিৎসাপ্রণালীর নিন্দাবাদ করিতে পারেন, ভোগের ব্যাঘাত হইলে ভাগবত-শ্রোতা ভৃতক-পাঠককে বরখাস্ত করিতে পারেন জানিয়াও রোগী, শিষ্য বা শ্রোতাকে আপাতমধুর বাক্যে ভুলাইয়া অনিষ্টসাধন করা উচিত নহে। বাতাস যেদিকে বহিতেছে, তাহার অনুগমন করিলে সকল স্থানে ফল ভাল হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত বাস্তবজ্ঞানের কথাই বলিয়াছেন—নির্ম্মৎসর সাধুর ধর্ম্মই বলিয়াছেন। আমাদের পিত্তোপতপ্ত রসনার পক্ষে তাহা আপাতমধুর না হওয়ায় আমরা যেন ভাগবত-বিরোধীকে ভাল খোশামুদে ভাগবতপাঠকের স্থলে নিযুক্ত না করি। শিক্ষক শাসনদ্বারা বালকের মঙ্গল বিধান করেন, শাসন স্বীকার করা ছাত্রের প্রথমে ক্লেশকর হইলেও শিক্ষক হনন করা উচিত নহে। ডাক্তারকে প্রহার করা ঠিক নয় বা প্রকৃত নির্ম্মৎসরকে নিন্দা করা ঠিক নহে। জীব স্বভাবতঃ নিজ বুদ্ধির অপব্যবহার-ক্রমেই অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছেন, একথা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া গিয়া মহতের চরণে অপরাধ করিয়া বসি। আবার, বাতাস সত্যের অনুকূল হইলে বাস্তবিক সুফল উৎপন্ন হয়। শ্রীগৌরহরির প্রকটকালের কথা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদ যাহা বলিয়াছেন, আমরা সেই বাক্যই পুনরায় বলিতেছি,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

যেহেতু গৌরহরির প্রকটকালে সেদিকে অনুকূল-বাতই প্রবাহিত হইয়াছিল—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িনঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজং ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাস-বিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

মরুতে সেচন।

(প্রেরিত পত্র)

ছিদ্রান্বেষী 'মরুভূমি'র পত্র সম্বন্ধে কার্য্যালয়ের বক্তব্য আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা এই যে, স্থানের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ প্রথম সংখ্যায় বামপার্শ্বের কোণে যে স্থায়ীভাবে বিজ্ঞাপনের কথা লিখিত হইয়াছিল, তাহা ভবিষ্যতকালে ইচ্ছামাত্রেব জ্ঞাপক এবং পরবর্ত্তী সময়ে ভগবদিচ্ছাক্রমে কার্য্যেও তাহা হইয়াছে।

'গৌড়ীয়' নির্ম্মৎসর সমালোচক শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণকারী। ভাগবতবিরোধী সম্প্রদায় আপনাদিগকে মৎসর সমালোচক বলিয়া প্রচার করেন। 'গৌড়ীয়'কে সেরূপ মৎসর সমালোচক করা গৌড়ীয়ের অভিপ্রেত নহে।

'গৌড়ীয়' সাধারণের ন্যায় অক্ষজ-অনুভববাদী বা আধিরোহপন্থী নহেন। তিনি সদ্গুরু-পদাশ্রিত। সদ্গুরু, নিরস্তকুহক সত্যাত্মক পরমেশ্বরের সেবক-ঈশ্বর। সুতরাং 'গৌড়ীয়' ভাগবতের নির্ব্বিকল্প সত্য বিশ্বাস হইতে চ্যুত নহেন। ভাগবতগণ 'গৌড়ীয়'-পাঠে কোনরূপ অসামঞ্জস্য উপলব্ধি করেন না। অনভিজ্ঞ জড়-অভিজ্ঞতা-পন্থী লৌকিক-বিচারপর অবরোহপন্থা বিচার বুঝিতে অসমর্থ, যেহেতু অনভিজ্ঞগণ আধিরোহ-পথে লৌকিকজ্ঞানের সাহায্যে সমালোচনা প্রকাশ করেন, কিন্তু ঐ মত নিরস্তকুহক নিত্য সত্য অবরোহবাদী গুরুদাস গৌড়ীয়ের নহে। অবরোহমত-প্রচারক 'গৌড়ীয়ে'র সমালোচনা-প্রকাশের নিত্য অধিকার আছে। বিভিন্ন প্রবন্ধে ক্রমশঃ সে সকল কথার সম্পাদকীয় স্তম্ভ অলঙ্কৃত হইবে।

একটী অচেতন উপলখণ্ড-সদৃশ জড়ভোগতৎপর ব্যক্তি যদি প্রেমধর্ম্মের নিদর্শন নিজে বুঝিয়া লইতে গুরুর দাস্য বা অবরোহ-পথ স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত হইবেন। তাঁহার মুখে ভাগবত ও 'গৌড়ীয়ের' নিন্দা ও পরচর্চ্চা স্বাভাবিক। তথাপি তাহাতেও 'গৌড়ীয়ে'র 'সজ্জনাদৃত' সংজ্ঞা বিপন্ন হইবে না। বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের রক্ষক শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ অসদভিনিবেশ-ত্যাগকেই ধর্ম্মরক্ষার পথ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। নির্ম্মৎসর সমালোচক, মৎসর সমালোচক 'মরুভূমি'র ন্যায় গুরুনিন্দা ও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ আচারের পক্ষপাতী নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া ভৃতক পাঠক ও তাঁহার অর্থযন্ত্র ভাগবতবিচার পরিত্যাগ করিলে 'গৌড়ীয়ে'র প্রতি কটাক্ষ করিবার অবসর হইত না। শ্রীজগন্নাথের সম্পত্তি, গোবিন্দের বাজার, 'গৌড়ীয়ে'র বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী—ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কামভোগীর পণ্যদ্রব্যের ন্যায় সমবস্তু নহে। পূর্ব্বের গুলি ভক্তির অনুষ্ঠান, আর পরবর্ত্তী দলের অপস্পৃহা ভগবদ্বিমুখ ব্যবসার উপায়ন মাত্র। নির্ব্বোধগণকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে অর্চ্চা বিষ্ণুকে শিলাবুদ্ধি করা, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করা, 'গৌড়ীয়'কে জড়-ব্যবসায়ী বুদ্ধি করা কিরূপ বালচাপল্যের অন্তর্গত, তাহা আর গৌড়ীয়গণের বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

'তৃণাদপি' শ্লোকের বিকৃত অর্থ করিয়া তদ্দ্বারা ভগবান ও ভক্তের বিদ্বেষ করা কলিকালের ধর্ম্ম মাত্র। সুতরাং 'আমি কায়মনোবাক্যে ভগবান্ ও ভক্তের শত্রুতা করিব, আর ভক্তগণ ভক্তিকে ভাল বাসিতে পারিবেন না, ভক্তি-সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ হইতে পারিবেন না, ভক্তির আলোক জগৎকে দিতে

পারিবেন না, ভক্তিতে ভূষিত হইতে পারিবেন না, জীবের ভক্তিই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—এই কথার বক্তা হইতে পারিবেন না, ভক্তিই রসময় সমুদ্র—এই বলিতে পারিবেন না, গুরুবর্গের প্রদত্ত ভক্তিময় নাম গ্রহণ করিতে পারিবেন না ইত্যাদি বুক্তি-চাঞ্চল্য প্রকাশপূর্ব্বক অঘ, বক, প্রলম্বাদিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া সত্য ধ্বংস করিব'—গৌড়ীয়ের কোনদিন এরূপ ভক্তি-বিরুদ্ধ ইচ্ছা হয় না। অগৌড়ীয় অভক্তদলের 'তৃণাদপি' শ্লোকের কাণটা, কোন গৌড়ীয় শুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম বলিয়া জানেন না। "জগদীশজয়" প্রভৃতি জড়ীয় বাহাদুরী ও ষড়্‌রিপুর দাস্যকেই যাঁহারা ভক্তি জানিয়া ভ্রান্তি-সাগর-ভুক্তিতে মগ্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত 'গৌড়ীয়ে'র কোন সহানুভূতি নাই।

নিজের মাপে ভগবানকে ও ভক্তকে বুঝিয়া লইয়াছি, এরূপ ক্ষীণ-শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কখনই অবরোহ-বাদ বা ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় অবিসংবাদিত নিত্য সত্য যাহা প্রচার করিতেছেন, তাহাকে নিজ ক্ষুদ্রবুদ্ধির বলে বাধা দিতে যাওয়া তাঁহাদের ধৃষ্টতা। 'গৌড়ীয়' এই দুরপনেয় ধৃষ্টতার পক্ষপাতী নহেন। 'গৌড়ীয়ে'র কোন ভৃতক কার্য্যাধ্যক্ষ নাই। 'গৌড়ীয়ে'র এই সেবা করিয়া তদ্বিনিময়ে হরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি ব্যতীত অভৃতক কার্য্যাধ্যক্ষ জড়-ভোগপর কামদাস হইবার নীচতা পোষণ করেন না। ভগবদ্ভক্তের সহিত বিরোধ করিয়া ভক্তসজ্জায় সজ্জিত ভক্তবিদ্বেষী মিছাভক্তগণ যে দুস্ত্যাজ্য কলঙ্ক-কালিমায় গৌড়ীয়-সমাজের বক্ষ প্রলেপিত করিয়াছেন, সেই প্রণালী পরিবর্জ্জন করিয়া সেই খাতে মূল-স্রোতস্বতী নির্ম্মল জাহ্নবীনীর প্রবাহিত করা অর্থাৎ শুদ্ধ প্রেম-ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনই 'গৌড়ীয়ে'র উদ্দেশ্য।

বঙ্গদেশে অথবা পঞ্চগৌড়দেশে যে সকল অগৌড়ীয় অগৌড়ীয়াচাচার অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয় বলিয়া প্রচারিত হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই গৌড়ীয়ের সম্মান সংরক্ষণ করুন্। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত গোসাই, ভৃতক পাঠক, ভৃতক বক্তা, দেবল, ফোঁটা তিলক কাটিয়া, বাহ্যচিহ্ন ধারণ করিয়া বাহাড়ম্বরকে অপ্রাকৃত গৌড়ীয়ের স্থানে বসাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন এবং শুদ্ধভক্তিকে জড়ের মাপিয়া লওয়ার ধর্ম্মে টানিয়া আনিয়া কুণ্ঠিত করিতেছেন, অথবা অনভিজ্ঞ-সমাজে অসৎকথা, অসৎ আচার ও প্রচারকে ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান বলিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত না হওয়ায়, 'গৌড়ীয়' সত্য-প্রচারে অগ্রসর হইয়াছেন। 'গৌড়ীয়ে'র অন্য কোন মৎসর সম্প্রদায়ের ন্যায় অবান্তর উদ্দেশ্য নাই। চোরেরা যদি সাধুকে চোর বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহা হইলে সাধুর চোর-গুলিকে বুঝিয়া লইতে অধিক সময় না লাগিলেও মূর্খ সমাজের উপর কিন্তু তাহারা তাৎকালিক আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। অবোধকে বুঝাইবার জন্যই প্রচার। অবোধগণ যে সেই প্রচারেরই বাধা দিতে পারে, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু অবোধগণ যেদিন রজ্জুকে সর্প না জানিয়া রজ্জুই জানিবে, সেইদিনই ভগবানের কৃপারজ্জু তাহাদিগকে ভক্তির পথে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবে। ভক্তির পথে কোনপ্রকারে পথিক হইতে পারিলেই জীবের অনন্ত কল্যাণ, নতুবা ভোগময়-বন্ধনে পুত্রৈষণা, ভৃতক-পাঠৈষণা, বলৈষণা, ধনদার-ভোগৈষণা, দর্পৈষণা প্রভৃতি বৃত্তিসকল প্রবল হইয়া "মরুভূমি"কে উত্তপ্ত হইতে অধিকতর উত্তপ্ত, ভীষণ হইতে ভীষণতর করিয়া তুলিবে।

সত্যের সহিত অসত্যের বৈষম্য চিরদিনই থাকিবে। আলোকের সহিত অন্ধকারের, আনন্দের সহিত নিরানন্দের, প্রেমের সহিত ত্যাগ বা ভোগের নিত্য-

কাল বিচিত্রতা—ইহ ও পরজগতে থাকিবে, সুতরাং "মরুভূমি" যাহাকে আত্মীয়, শ্রেষ্ঠ গুরুজন জানিয়াছেন, সেইগুলি জড়ভোগময় জানিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বথা পরিহারপূর্ব্বক হরিভজনপথে অগ্রসর হউন। অনন্তকাল হরিবিমুখ সমাজের সাক্ষে মিথ্যাকথাগুলি লইয়া প্রজল্প করিলে "মরুভূমি"র গৌড়ীয় হইবার সৌভাগ্য লাভ হইবে না। উহাই অগৌড়ীয়ের আচরণ। 'গৌড়ীয়ে'র অঙ্কে যে সকল কথা স্থান পাইয়াছে, তাহা পরচর্চ্চা বা পরনিন্দা নহে, মরুভূমি তাহা ভাল করিয়া গুরু-দাস্য যত্নে মাপিয়া লইতে পারেন। কেসাকোগ্রাফের মাপে জড়বস্তু পরিমিত হয়, আর, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও ভক্তিসন্দর্ভের নিকষে ভক্তির অনন্ত চিদ্বৈচিত্র্য মাপা গেলেও তাহা অনুপাদেয়, হেয়, পরিচ্ছিন্ন, খণ্ড ও অবরতা প্রভৃতি দোষদুষ্ট নহে। মায়াবাদ-অন্ধকার ক্ষীণ হইলেই বৈকুণ্ঠভক্ত্যালোক হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। সদ্গুরু-পদাশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাহারা জড়ভোগময়ত্বের দ্বারা গৃহব্রত গুরু-নামধারীকে নিরয়-পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে, তাহারা কখনই কুহক-নিরস্ত গুরুর দাস নহে। শ্রুতি বলেন,—

> যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
> তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

হরিগুরু-বিদ্বেষ করিয়া 'মরুভূমি' যাহা লিখিয়াছেন, তাহা মাৎসর্য্যোত্থ, সুতরাং 'গৌড়ীয়' নির্ম্মৎসর সমালোচক বলিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইল। 'গৌড়ীয়' ক্রমশঃ তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা করিবেন। 'গৌড়ীয়' কিছু অগৌড়ীয় নহেন, যে অগৌড়ীয়ের পদলেহন করিবেন বা লগুড়ের ভয়ে ভীত হইবেন!

আসল কথা জিজ্ঞাসা করি, মরুভূমি কি কোহিনুর প্রেসে অগৌড়ীয়ের প্রবৃত্তি লইয়া একটী 'অগৌড়ীয়' বাহির করিবার আয়োজন করিতেছে? আর, তদ্দ্বারা কি ভেজাল-ব্যবসা আর বেশী দিন লোকচক্ষে ঢাকিয়া—গোপন করিয়া রাখিতে পারিবে? সরলপ্রাণ পথিকের যাহাতে প্রাণনাশ না হয়, তজ্জন্যই গুটিকতক কথা বলিয়া পূর্ব্বেই সাবধান করিতে চেষ্টা করিলাম।

ভিস্তিওয়ালা।

ভবঘুরের উক্তি।

ভায়া হে, তোমাদের সম্পাদক মহাশয় কি এক "ভেজালে"র কথা লিখে' সব ভাড়াটে গুরু, ভাড়াটে পাঠক, ভাড়াটে কীর্ত্তনের দলকে চটিয়েছেন, দেখতে পাই। বাবা! ভীমরুলের চাকে কাটি? ভরসা বটে! কর্ত্তারা সব সেজেগুজে কোমর বেঁধে দল বাঁধছে, সে খবর রাখ কি? প্রভুদের সব খদ্দের ভাঙ্গাভাঙ্গি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বেশ ঝগড়া ছিল, এখন যে তোমাদের বিপক্ষে তা'রা একশ' পাঁচ ভাই কুরু পাণ্ডব? আমি জায়গা জায়গা ঘুরে' এই সব শুনে' এলুম। যেখানে যেখানে প্রভুরা, সেই খানেই তোমাদের কথা। ওদের মাঝে তোমাদের নাম কি হ'য়েছে জান? কাল সাপ! পরমার্থের নামে তারা দিব্বি লোককে বোকা বানিয়ে ভোগ্য দিয়ে খাচ্ছে দাচ্ছে, স্ত্রীলোক পুষছে গয়না গড়াচ্ছে, নৌকা বিহার কচ্ছে—আর তোমরা বোকা লোক-গুলার চোক ফুটিয়ে সত্যি সত্যি তা'দের পরমার্থ-পথে নিয়ে যাচ্ছ। এতে যে তা'দের ব্যবসার ক্ষতি হ'চ্ছে। তোমাদের কি তারা গুড়ের মত ভাল বাসবে?—তাই তা'রা তোমাদের শত্রু হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। তা'রা লোককে ফর্দ্দ দিয়ে পয়সা আদায়ের কত ফন্দি কর্চ্ছে, আর তোমরা কেবল ভিক্ষে করে' মঠ চালাচ্ছ, বিনিমূলে হরিনাম দিচ্ছ, শুদ্ধভক্তির কথা শুনাচ্ছ—কোতোর মত মঠে থেকে যা' সব উপদেশ দিতে চাচ্ছ, ও সব কেউ নিচ্ছে না। ওরা সব বাড়ী ঘর করে' বাগিয়ে বসেছে, স্ত্রীপুত্র পালছে, কেউ বা বাবরী চুলে বাহার করেছে!

তাঁদের একটা position হ'য়েছে, যিনি পয়সায় কোন কাজে হাত দেয় না—তাই ওদের বড় খাতির। যাঁর কাছে যত পয়সা খরচ, তাঁর কাছে তত ভাল মাল ত'? কারণ বুঝে ত' খাতির হ'বে! নয় ত' সেই ফোতোর কথা কে শোনে? একটা গল্প মনে মনে পড়ল ভায়া, শোন ত, বলি। এক ফজ্‌লি আমওয়ালা ভাল আম টাকায় তিনটে ক'রে কিনে' হাঁকতে লাগ্‌লো—"চাই ভাল ফজ্‌লি আম।" "দর কত হে?" "আজ্ঞে, টাকায় দুটো।" "ওঃ ভারি দর।" এই রকম সব জায়গায়। তারপর বল্‌তে লাগ্‌ল—"যদি দু'টাকার নেন ত' পাঁচটা দিতে পারি।" তাতেও বিক্রী হয় না। শেষে সে রেগে গিয়ে বল্লে—"আম আর বেচ্‌ব না, এগুল' অম্‌নি ছেড়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলিগে।" "চাই ভাল ফজ্‌লি আম।" "কত করে' হে?" "আজ্ঞে আপনি ক'টা নেবেন?" বাবুর আঁচ, টাকায় চারটে হ'লে মন্দ হয় না। "চারটে দেবে হে?" "আজ্ঞে নিন্‌।" বাবু ত চারটে ভাল দেখে' বেছে নিলেন। টাকা দিতে যা'ন, এমন সময় সে বল্লে—টাকা চাই না, অম্‌নি দিচ্ছি। "এঃ!! অ-ম্‌-নি? সে কি হে?" "আজ্ঞে, হাঁ।" বাবু একটু ভেবে ফেরৎ দিয়ে বল্লেন, "না হে না, তুমি নিয়ে যাও, আমার দরকার নেই।" "কেন, মশাই?" "না, এর মোদ্দা কথা আছে। শেষে কি অতি লোভে তাঁতি নষ্ট হ'বে? আমার আম চাই না। তুমি পথ দেখ।" এই কথা সব যায়গায়। কেউ অম্‌নি আম নিলে না। তেম্‌নি ধারা, তোমরাও অম্‌নি বিশুদ্ধ পরমার্থ প্রচার কর্ত্তে চাচ্ছ, কিন্তু ফজ্‌লি আমের মত তোমাদের কথা কেউ নেবে না। দুনিয়ার লোক গুন' দেশীর ভাগই কমবুদ্ধি। তা'রা যত ঐ ভাড়াটিয়াদেরই সাকরেৎ হয়। ভায়া হে, কিন্তু লেখাপড়া-জানা ভদ্র লোকদের মাঝে তোমাদের বেশ খাতির। তাই এখনও ভাই, তোমাদের সঙ্গে মিশি। খাতির যেখানে নেই, সেখানে ভগঘুরেও নেই জান্‌বে। যাঃ, কথা কইতে কইতে তোমাদের ঠাকুরের কথা ভুলেই গিয়েছি। তাঁ'কে আমার, ঐ তোমরা কি বল ভাল,—হাঁ হাঁ, অসংখ্য দণ্ডবৎ দিও।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড　　মঠ, শনিবার, ২০শে আশ্বিন, ১৩২৯　　৭ম সংখ্যা

(প্রকৃতি-জন-পাঠ্য)

স্মার্ত্তের কাণ্ড।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে॥

ভুবনমঙ্গলাবতার শ্রীব্যাসদেব মহাভারতাদি ছুশাস্ত্র-প্রণয়নে এবং বিবিধ উপায়ে নিজ চষ্টায় যখন চিত্তে প্রসন্নতা অর্থাৎ শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না, তখন গুরু শ্রীনারদের উপদেশানুসারে ভক্তিযোগ অবলম্বনে সমাধিস্থ হইয়া স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণ পুরুষকে দর্শন করিলেন এবং তদ্ভিন্ন আরও দুইটী শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিলেন, একটী জীব বা তটস্থা শক্তি, অপরটী বহিরঙ্গা বা মায়া শক্তি। এই অপরা মায়াশক্তি সেই পূর্ণ পুরুষের পরাগ্‌ভাবে নিত্য আশ্রিত হইয়া অবস্থিতা ; আর, তটস্থ জীব স্বরূপতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাতীত শুদ্ধ অণুচৈতন্যময়ী পরাশক্তি হইয়াও স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যশক্তির অপব্যবহারক্রমে মায়ার ভোক্তা হওয়ায় তৎকর্ত্তৃক সম্মোহিত হইয়া আপনাকে সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক জড়-সম্বন্ধি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হইতেছে। এই প্রকার জীব 'বদ্ধ'-নামে অভিহিত। অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগ-প্রভাবেই জীবের এই অনর্থ নিবৃত্ত হয়। এই বদ্ধজীব ব্যতীত অপর এক প্রকার জীব আছেন। তাঁহারা স্বীয় স্বাতন্ত্র্যশক্তির সদ্ব্যবহারহেতু, নিজ নিজ

স্বভাবে অর্থাৎ স্বরূপবৃত্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রী[illegible] সেবায় তৎপর হইয়া শুদ্ধ [illegible] [illegible]রসাগরে মগ্ন আছেন। তাঁহারা [illegible] নামে অভিহিত। পূর্ব্বোক্ত নিতান্ত ভাগ্যহীন জীবগণ, অনাদি কাল হইতে সেব্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা পরিত্যাগ করিয়া—তাঁহাকে আনন্দ-সুখ না দিয়া, আপনাদিগকে একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণদাস জানিবার পরিবর্ত্তে ঐ কুহকিনী মায়ার মোহকরী ছলনায় ভুলিয়া নিতান্ত তুচ্ছ অক্ষজ-জ্ঞানকে সম্বল করতঃ অহঙ্কার-বিমূঢ় অর্থাৎ আপনাদিগকে অচিৎ জড় বলিয়া অভিমান করিতেছে। ফলে, এই ভগবৎসেবাবিমুখ ভোগময় 'সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া পুরুষাভিমানে' ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। এই বিরূপাভিমানী অর্থাৎ অনাত্ম দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধিকারী, অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণ-সেবাহীন জড়ভোক্তা জীবগণই 'প্রকৃতিজন', 'স্মার্ত্ত' বা 'কর্ম্মী' নামে অভিহিত। ইহারা কৃষ্ণকে অর্থাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপ, স্ব-স্বরূপ এবং ভক্তি-স্বরূপ বিস্মৃত হইলেও পরম-কারুণিক কৃষ্ণ ইহাদিগকে ভুলেন না। তাঁহার দাসী এই সংসারদুর্গাধিষ্ঠাত্রী মহামায়া স্বীয় প্রভুর বিদ্রোহী এই সকল জীবগণকে ত্রিতাপানলে দগ্ধ করাইয়া পরিশুদ্ধ ও পরি-মার্জ্জিত করিতে থাকেন।

দুঃখের সেই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় ভবদাবদগ্ধ জীবের বুদ্ধি ক্রমশঃ আর্ত্তিযুক্ত হইলে সে [illegible] [illegible] হইয়া অতি আর্ত্তস্বরে "ত্রাহি মাং মধুসূদন" বলিয়া আকুল ক্রন্দন করিতে করিতে একটু শান্তিলাভের আশায়, সুখ পাইবার উদ্দেশে যদি অজ্ঞানক্রমেও হঠাৎ পরম সত্য বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবা করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তৎকালে তাহার সুকৃতির উদয় হয়। এইরূপ বহু সুকৃতিবশে কোন কোন সৌভাগ্যবান জীব একমাত্র সাধু, শুদ্ধকৃষ্ণভক্তের সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিলে পর তাঁহার নির্ম্মল-সঙ্গপ্রভাবে ক্রমশঃ বিধৌতকল্মষ হইয়া অনর্থনিবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভজনের অধিকার লাভ করে। এইস্থলে আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত, বদ্ধজীব স্বীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগে মত্ত থাকিয়া অক্ষজজ্ঞানের মাপকাঠিতে হরি-গুরু-বৈষ্ণব চিনিতে পারে না বা সন্ধান লাভ করেনা; কেননা, হরি-গুরু-বৈষ্ণব নিত্য প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠ—জড়-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বা গোচরীভূত নহে। এইরূপ মাপিতে বা চিনিতে যাওয়ার নাম অর্থাৎ অচিন্ত্য বস্তুকে তর্কের গোচরীভূত করিবার চেষ্টাকেই 'আরোহ' বা 'অধিরোহ'-বাদ বলে। বাস্তবিক পক্ষে, আত্মসমর্পণ বা আত্ম-নিবেদন করিলেই অর্থাৎ একান্তভাবে শরণাগত হইলেই সেই প্রপঞ্চাতীত অদ্বয়জ্ঞান বস্তু বদ্ধজীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রপঞ্চে প্রকটিত বা আবির্ভূত হন। এই যে নিত্য সেবকের শরণাগতিপ্রযুক্ত নিত্য সেব্যের কৃপা-আবির্ভাব—ইহারই নাম 'অবতার'-বাদ বা 'অবরোহ'-বাদ। এই প্রকার বদ্ধজীবকে স্বীয় নিত্য অতুল প্রেমসুখসাগরে ভাসাইবার জন্য পরম দয়াল কৃষ্ণচন্দ্র কখনও স্বয়ংরূপ অবতারী হইয়া, কখনও অংশাবতাররূপে, অথবা কখনও প্রিয়তম নিজজনকে প্রপঞ্চে প্রেরণ করিয়া

শিক্ষাগুরু মহান্তস্বরূপে অবতীর্ণ হ'ন। শুধু তাহাই নহে, জীবের প্রতি অসীম দয়ার্দ্র হইয়া সাক্ষাৎ অভিন্ন চৈতন্যরসবিগ্রহ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহার শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমসেবারত-চিত্তে স্বীয় রূপগুণলীলা উদয় করাইয়া কৃতার্থ করেন। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, বদ্ধজীব শরণাগত হইলেই অদ্বয়জ্ঞান অধোক্ষজ হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপাপ্রভাবে মায়ামুক্ত হইয়া পুনরায় স্বস্থান বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া বৈকুণ্ঠপতির নিত্য সেবা করিতে সমর্থ হয়। যেমন, মেঘের জল স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইলেও পৃথিবীস্থ নানাদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে এবং নানা দৈহিক রোগের আকর হয়, পরে রসায়ণতত্ত্ববিদের দ্বারা রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কৃত হইলে পুনরায় স্বাভাবিক নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সজ্জন শুদ্ধকৃষ্ণভক্তগণ বদ্ধজীবকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিরা তাহার নিখিল পাপ-কলুষরাশির সংক্ষয়-সাধনপূর্ব্বক জীবাত্মার স্বাভাবিক শুদ্ধ নির্ম্মলবৃত্তি নিত্য কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনে মত্ত করাইয়া কৃত-কৃতার্থ করে। আর যাহারা সেই অদ্বয়জ্ঞানের কৃপালাভে ব্যাকুল না হইয়া স্বীয় সংকীর্ণ পরিচ্ছিন্ন বাহ্যজ্ঞানদ্বারা হরিগুরুবৈষ্ণবকে বা তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ চেষ্টাকে বুঝিতে যা'ন, তাঁহারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য ফলভোগকামী হইয়া কখনও স্বর্গ, কখনও নরক ভ্রমণ করিয়া অনাদি দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। এতাদৃশ স্মার্ত্তগণের বিকর্ম্ম-বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবাবিহীন অসদাচার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিব, আর হরিগুরুবৈষ্ণবচরণে তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য আন্তরিক আবেদন করিব। (ক্রমশঃ)

বিগত গৌড়ীয় মঠের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রকট-মহোৎসব সম্বন্ধে ১২ই সেপ্টেম্বর দৈনিক 'সার্ভেন্ট' পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এখানে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

SRI GOUDIYA MATH CELEBRATIONS.

We are very glad to express our high appreciation of the activities of the Sri Vishva Vishnava Raja Shabha for some years. The other day we visited the Math at 1, Ultadingi Junction Road, Calcutta and were gratified with what we had occasion to view and learn.

We all know that the earth moves round the sun and that this hanging lamp of heaven is burning night and day to emit light to this moving globe. With this popular belief we do not wink a moment to say that the said eternal glowing ball rises up in the eastern horizon and goes down in the west. This poor similarity may help us to some extent to understand that the eternal *sevaks* or the devotees of *Sri Bhagaban* who are part and parcel of His *Nitya Lila*, seem to appear before us in this horizon and go down in the other, like so many *Baddha*

Jivas or beings putting on coats—one this visible perceptible body and the other the invisible and subtle mind. We must not commit this sad error when we learn that 89th Avent Anniversary of *Sri Thakur Bhakti-Vinode* was performed with great eclat on Monday the 4th instant at Sri Goudiya Math, where thousands of beggars and ladies and gentlemen of various ranks and castes were treated sumptuously with Sri Mahapresad.

Thakur Bhakti-Vinode appeared in this stage of life in the year 1838, was known to us as a competent Civil Officer as well as a religious devotee But very few of us can shake off the prevalent notion of birth and death and take that these eternal devotees of Shree Bhagaban do not open their mortal eyes to see the earthly light and close them after a period like us. Thakur Bhakti-Vinode is one of Shree Mahapravu's dearest & sincerest devotees. His life before us was full of activity in propagating Shuddha Bhakti or Atma Dharma, himself following strictly the path of Shree Mahapravu and six Goswamis and publishing numerous works in English, Sanskrit and Bengali on Bhagabata Dharma. People who are running after Kanak-Kamini-Pratistha (money-enjoyment-fame) shivered at his appearance, as he laid axe at the root of the tree whose forbidden fruit was being tasted for the last two centuries or so by the so-called preachers in the garb of spiritual guides. He pumped off the stagnant waters and filled the channel of Bhakti with a stream of sweet and invigorating liquid.

We cannot see him with our fleshy eyes nor can we know him with our passionate mind. The devotees of Shree Bhagaban only can see him distinctly with their Atma Jnana.

The readers will kindly note that it is far from our mind to ignore the benifits of our society, nay our country will derive much from such purely devotional institutions of the most genuine type.

ভারতীয়।

এবার পূজার সময় কলিকাতার স্থানে স্থানে স্বদেশী মেলা বসিয়াছিল। উদ্দেশ্য যে ভাল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাতে রাজনীতির নাম-গন্ধও নাই। স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি-বিধানের একটা চেষ্টা বিদেশী রাজার রাজত্ব-কালেও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। স্বদেশী মেলায় বহু প্রকার স্বদেশ-জাত দ্রব্য, বিশেষতঃ নানাবিধ খদ্দরের সমাবেশ দেখিলাম। নানা প্রকার চরকা, সুতা-কাটার প্রণালী, বস্ত্র-বয়নের নিয়ম মেলায় দেখান হইতেছে। অধ্যবসায়সহকারে কর্ম্ম করিলে কঠিন কর্ম্মেও যে সিদ্ধি লাভ সম্ভব, তাহা তাঁতের উন্নতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। খদ্দরের দাম ও খুব চড়া নহে। তবে, আরও সস্তা হইলে দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে খদ্দর ব্যবহার করা সহজ-সাধ্য হইবে। দেশী কলের কাপড় বা খদ্দর বিক্রয়-কালে ইহাদের দামের সহিত সমশ্রেণী বিলাতী কাপড়ের দামের অনুপাতটা মনে রাখা উচিত। কারণ, স্পষ্ট কথা বলিতে হইলে বলিব যে, যদি অর্থ থাকে, তাহা হইলে দেশের হিতের জন্য তাহা ব্যয় করিতে কষ্টবোধ হয় না।

দরিদ্রের দেশে কেবল দেশ-প্রেমের দোহাই দিলেও চলে না; দামের—মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। প্রকৃত দেশী খদ্দর যদি টেঁকে, আর যদি দামে বিলাতীর অপেক্ষা বেশী না হয়, আর যদি অতি কুৎসিত না হয়, তাহা হইলে খদ্দরের বহুল প্রচলনে আর বাধা থাকিবে না। আমরা বলি, খদ্দর একটু সুশ্রী করিতে হইবে। ইহার কারণ যেরূপেই হউক, আমাদের দেশবাসী ভ্রাতাগণ মুখে যতই দেশভক্তি দেখান না কেন, অন্তরে বেশী একটু সৌখীন হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং সে দিকে লক্ষ্য না রাখিলে খদ্দরের ভবিষ্যৎ তত উজ্জ্বল হইবে না-এ কথা বলিবই। এ দিকে শুনা যাইতেছে, এবার কলিকাতায় প্রচুর বিলাতী বস্ত্রের আমদানি হইয়াছে। এ কথা বলিবই যে, দেশী বস্ত্র ব্যবহার করিয়া দেশী শিল্পের উন্নতি বিধান সকলেরই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে দেশী কলের বস্ত্রের ব্যবসায়িগণকেও আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। খদ্দর তেমন সস্তা করা কঠিন ব্যাপার কেন, তাহা আমরা জানি; কিন্তু দেশী মিলের কাপড় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিকায় কেন, এ কথা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। শুনিতে পাই, দেশী মিলের কয়েকটীতে বে-বন্দোবস্তহেতু অনেক অর্থের অপচয় ঘটে, তাহার উপর আবার অংশীদারগণকে প্রায় শতকরা ৪০।৫০৲ টাকা লাভ দেওয়া যায়। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। প্রথমতঃ—অর্থনষ্ট দুর্নামের বিষয় বটেই, কিন্তু শতকরা বার্ষিক ৪০।৫০৲ টাকা লাভের ব্যবস্থা করা আরও নিন্দনীয় ব্যাপার। কারণ, এই লাভ ও অপচয়ের জন্যই দেশী কাপড়ের মূল্য বিলাতীর তুলনায় এত অধিক। এই প্রবৃত্তিটী দূর হইলেই দেশী মিলের কাপড়ের বিক্রয় বাড়িয়া যায়। শতকরা বার্ষিক ৪০৲ টাকা লাভ না করিয়া ১০।১২৲ টাকায় সন্তুষ্ট থাকিলে দেশ-সেবা, অর্থ-লাভ একসঙ্গেই হইত। একদিকে জন কতক লোভী ব্যক্তির ক্রমাগত অর্থ-সঞ্চয়, অন্যদিকে দেশের জন-সাধারণের ক্রমাগত ত্যাগ-স্বীকার, এটা স্বাভাবিক অবস্থা বলা যায় না। ইহা চিরদিন কখনই চলিবে না। যদি স্বদেশী বস্ত্র, শিল্পে উন্নতি যথার্থই করিতে হয়, তবে বস্ত্র-ব্যবসায়িগণকে এ বিষয় একটু সংযত হইতে হইবেই।

উত্তর-বঙ্গে বন্যা।

উত্তর-বঙ্গের ভীষণ জল প্লাবনে লক্ষ লক্ষ অধিবাসী আজ গৃহহীন। কতলোকের যে প্রাণনাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশের প্রায় সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লোকের ঘরে আহার্য্য দ্রব্য যা কিছু ছিল সব বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। অসংখ্য গো-মহিষাদির মৃত দেহ জলে ভাসিতেছে। এগুলির পচা গন্ধে বায়ুমণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পানীয় জলের নিতান্ত অভাব। এখন বন্যার জল হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে টাইফয়েড্, কলেরা প্রভৃতি মহামারী উপস্থিত হইবার বিশেষ আশঙ্কা। এই সব হতভাগাদিগের প্রাণরক্ষা করিতে হইলে অনতিবিলম্বে আহার্য্য ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, 'সার্ভেণ্টে'র নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র ধনী ও যুবকগণকে বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ আকুলভাবে আবেদন করিতেছেন। ইতিমধ্যে যে সাহায্য পৌঁছিয়াছে, তাহা নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত।

বলিনিবারণঃ—বরিশাল জেলার গৌরনদী থানান্তর্গত কোদালধোয়া, কদিরপাড়, আন্ধার-মাণিক, কেনাবাড়ী, শিমুলবাড়ী, ডুমুরবাড়া, আমবাড়ী, এবং তন্নিকটবর্ত্তী অনেকানেক গ্রামে দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, ও বাস্তুপূজোপলক্ষে বহুসংখ্যক ছাগ-বলি হইত। প্রায় তিন বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ অধিকারী, শ্রীযুক্ত বনমালী অধিকারী, শ্রীযুক্ত রামবিষ্ণু পাঁড়ে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বৈষ্ণব, শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র হালদার, শ্রীযুক্ত গোলোকনাথ দাস, শ্রীযুক্ত রামচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণের সহায়তায় এ দেশে বলিপ্রথা রহিত হইয়াছে, এজন্য কতিপয় কলিসম্ভব মৎস্য-মাংসভোজী অশুদ্ধ শূদ্রকল্প ব্যক্তি মূঢ় সামাজিকগণের সহায়তায় "ছাগরুধির ভিন্ন শক্তি-পূজা হইতে পারে না" বলিয়া ভক্তিভূষণ মহাশয় এবং বলিপ্রথা রাহিত্যের পক্ষপাতী ভক্তগণের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু—

> কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
> কতক্ষণ থাকে শিলা ঊর্দ্ধেতে মারিলে॥
> —(কাশীরামদাসের মহাভারত)

দেখিতে দেখিতে পতিতপাবন শ্রীগৌরসুন্দরের অপার করুণা-প্রভাবে কিছুদিন পরেই তাঁহারা কাজীর প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—

> জীয়াইতে পার যদি তবে মার প্রাণী।
> বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞাবাণী॥
> তোমরা জীয়াইতে নার, বধ মাত্র সার।
> নরক হইতে তোমার নাহিক উদ্ধার॥
> —(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি, ১৭শ পঃ)

এই উপদেশ-বাণীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া এখন বলিপ্রথা-রাহিত্যের অনুমোদন করিতেছেন। এই জন্যই বলি—

> জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন।
> ইহা বই ধর্ম্ম নাই, শুন সর্ব্বজন॥

বৈদেশিক।

পশ্চিম এসিয়া এবং পূর্ব্ব ইউরোপের রাজনৈতিক গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শেষ সংবাদে মনে হয়, গগন যেন ক্রমশঃ মেঘনির্ম্মুক্ত হইয়া আসিতেছে। বিজয়ী কেমেলপাশার সৈন্যগণ মিত্রশক্তির অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া নিষিদ্ধস্থানে পদার্পণ করিয়া যুদ্ধের সম্ভাবনার সৃষ্টি করিয়াছিল, এক্ষণে শুনা যাইতেছে কেমেল আপন ইচ্ছায় ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইয়াছেন। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর মিত্রশক্তির পত্র পাইয়া কেমেলপাশা যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে হইয়াছিল। কেমেলপাশার এঙ্গোরা গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছিলেন:—থ্রেস ভূভাগটীকে উপদ্রবশূন্য করিয়া রাখিতে হইলে কেবল মিত্রশক্তির মৌখিক অঙ্গীকারে আমরা বিশ্বাস করিব না, ঐ ভূভাগের চতুঃপার্শ্বে যে সকল ঘাঁটি আছে সেগুলি তুর্কীর অধিকারে থাকিবে। ইংরাজ কোন প্রকার যুদ্ধ সজ্জা করিতে পারিবেন না। তুর্কী প্রথমে থ্রেস ভূভাগ অধিকার করিবে, পরে মীমাংসার জন্য যদি বৈঠক বসে, তাহাতে কেমেলপাশা যোগদান করিবেন। তুর্কী মিত্রপক্ষের প্রস্তাবিত সন্ধিসর্ত্ত গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন এবং বস্ফরাস্ প্রণালীর তীরে যে তুর্ক-সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে, তাহা উঠাইয়া লওয়া হইবে না, তবে মর্ম্মরা সাগর এবং দার্দ্দানালেজ প্রণালীর তীরে তুর্কী কোনও সৈন্য রাখিবেন না। রুসিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশের কৃষ্ণসাগরে উপকূল আছে, সে সকল দেশের প্রতিনিধি বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। এই সকল সর্ত্তে যদি মিত্রশক্তি কোন প্রকার আপত্তি না করেন, তবেই তুর্কী বৈঠকে যোগদান করিবেন।

ইহার পর সেনাপতি হেরিংটন আর একখানি পত্র পাঠান। ইহার উত্তরে মুস্তফা কেমেল লিখিয়াছেন:—থ্রেস ভূভাগে অমানুষিক অত্যাচার চলিতেছে, ইহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না।

কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে গ্রীসের রণতরী চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আর প্রত্যাগমন করিবে না, ইহা জানিবার উপায় কি? কনষ্টাণ্টিনোপলের অধিবাসিগণের উপর মিত্রশক্তির সৈন্যগণ বেশ জোর জুলুম চালাইতেছে—এ উপদ্রব বন্ধ হইবে কবে? বিশেষতঃ মিত্রশক্তির রণতরীগুলি মধ্যে মধ্যেই এঙ্গোরায় পায়ের ধূলা দিতেছেন, এ সব অপ্রীতিকর ঘটনা বন্ধ করিবার উপায় কি? যদি ফরাসী এবং ইতালীর সৈন্যের ন্যায় ইংরাজ সৈন্যও এসিয়ার উপকূল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে তুর্কী সৈন্যও নিষিদ্ধ ভূভাগে পদার্পণ করিবে না।

এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের পর কেমেল পাশার সহিত সেনাপতি হেরিংটনের সাক্ষাতের কথা হয়। কিন্তু সেনাপতি হেরিংটন বলেন, তুর্কসৈন্য নিষিদ্ধ ভূভাগ ত্যাগ না করিলে তিনি মুস্তাফা কেমেলের সহিত কোনও বিষয়ের আলোচনা করিবেন না।

এই ব্যাপার লইয়া লণ্ডনে মন্ত্রীসভার ঘন ঘন অধিবেশন চলিতে লাগিল। কিবা রাত্রে কিবা দিন পরামর্শ চলিল—মীমাংসা কিছুই হইল না। সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট—বুঝিবা আবার যুদ্ধ বাধে। মুস্তাফা কেমেলের সহিত একটা দেখা সাক্ষাতের ফলেই এ বিপদ কাটিয়া যাইতে পারে, অনেকেরই মনে হইল। ওদিকে ক্রমাগতঃ নিষিদ্ধ ভূভাগে কেমেলের সৈন্য আসিয়া একত্র হইতে লাগিল, মুখে কেমেল শান্তি শান্তি ব'লতেছেন অথচ কার্য্যক্ষেত্রে সে পরিচয় কিছুই দিলেন না। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কেমেলের সৈন্য ইংরাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া পড়িল। ব্যবধান পরিখা মাত্র। কেমেলের সৈন্য সংখ্যা দুই লক্ষ, ইংরাজ সৈন্য মাত্র ত্রিশ সহস্র। ইংরাজ সেনাপতি "তাই ত তাই ত" বলিয়া কোনও প্রকারে মান বাঁচাইতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষে, এত বড় বৃটিশ জাতির পক্ষে এরূপ অবস্থা নিতান্তই অপমানজনক হইয়া উঠিল। এইবার বুঝি, আগুন জ্বলিয়া উঠে, সকলেরই সেই ভয় উপস্থিত হইল। ওদিকে গুজব রটিল, কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে ইতালীর সৈন্যগণ চলিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ এ যুদ্ধ কেবল ইংরাজকেই চালাইতে হইবে, এইরূপ মনে হইতে লাগিল।

ফরাসী সংবাদ পত্র সমস্বরে গাহিতে লাগিলেন, ইংরাজ লাল মেঘ দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন, ব্যাপার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ততটা ভয়াবহ হয় নাই। লর্ড কর্জ্জন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তিনি জুগোশ্লাভিয়ার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বলিলেন, যুদ্ধোপকরণ সব দিতেছি, তোমরা এই অবুঝ কেমেলকে একটু শিক্ষা দাও। কিন্তু ইহারাও এমনি দুর্বিনীত যে, অনায়াসে বলিয়া বসিল, 'যদি দেখি, এ বিষয়ে ফরাসী ইংরাজের সহিত একমত, তবেই আমরা তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব, নচেৎ নহে।' ইংলণ্ডে জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া পড়িতে লাগিল। অনেকেরই বিশ্বাস, জেনারেল হেরিংটনের কথায় কেমেলপাশা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকেরই বিশ্বাস, কেমেল সাক্ষাত করিব মুখে বলিয়া গোপনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন, ধূর্ত্ত তুর্ক জাতির ইহাই চিরন্তন প্রথা। কিন্তু মহানুভব ফরাসী মসিয়ে ফ্রাঙ্কলিন বলিয়নের চেষ্টায় এ যাত্রায় যুদ্ধ-সম্ভাবনা বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি কেমেল পাশাকে সঙ্গে লইয়া এঙ্গোরায় উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার কর্ত্তৃপক্ষকে দাবী বিষয়ে একটু সংযত হইতে উপদেশ দিলেন। কারণ, শেষ সংবাদ জানিতে পারা গিয়াছে, কেমেলের সৈন্য নিষিদ্ধ স্থান হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা যে মসিয়ে ফ্রাঙ্কলীন বেলিয়েনের মধ্যস্থতার ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গত সপ্তাহে গ্রীক-তুর্কী-ব্যাপারে বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা কিছুই ঘটে নাই বটে, কিন্তু মীমাংসাও কিছু হয় নাই। মিত্রপক্ষ কনষ্টাণ্টিনোপলে শক্তি সমাবেশ করিয়া মুস্তাফা কেমেল পাশার সহিত একটা সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তাবের সর্ত্তগুলি নবজাগ্রত তুর্কীর উচ্চাভিলাষের বিরোধী। সুতরাং প্রস্তাবিত সন্ধি সর্ত্তগুলি মুস্তাফা কেমেল এবং তুর্কজাতির গ্রাহ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না।

উভয় পক্ষই বিশেষ চিন্তায় পড়িয়াছেন। মিত্রপক্ষ অতি দুর্দ্ধর্ষ জর্ম্মণ জাতির সহিত দীর্ঘকালব্যাপী

যুদ্ধের ফলে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এক ফ্রান্স ব্যতীত আর কোন শক্তিই সৈন্যবল যুদ্ধের উপযোগী অবস্থায় রাখিতে পারেন নাই। ফ্রান্স যে অদ্যাপি বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রতিপালন করিতেছেন তাহার কারণ, ফ্রান্সের জর্ম্মণ-ভীতি। ফ্রান্স জর্ম্মণীর নিকট অদ্যাপি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য আদায় করিতে পারেন নাই; হয়ত অদূর ভবিষ্যতে জর্ম্মণীকে জব্দ করিবার জন্য সৈন্যের প্রয়োজন হইবে, এই সম্ভাবনায় ফ্রান্স সৈন্যদল পুষিতেছেন। যাহা হউক, বুঝিতে হইবে, এক ফ্রান্সেরই সৈন্য আছে; মিত্রশক্তিগণের অন্যান্য জাতি সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছেন। তবে অর্থের অভাব সকলেরই। অর্থ ভিন্ন যুদ্ধ হয় না। অর্থ সামর্থ্য ফ্রান্সেরও নাই। ইহা ব্যতীত যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিনিচয়ের মধ্যে যেরূপ সদ্ভাব ছিল, অতি লোভে ধূর্ত্ততায় পরস্পরের সে সদ্ভাব আর নাই। সুতরাং মিত্রপক্ষকে তুর্কীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে হইলে যে সৈন্যবল, অর্থের স্বচ্ছলতা ও পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকার আবশ্যক, তাহা নাই। ওদিকে কেমেল পাশার তুর্কী সৈন্য বিজয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, এসিয়া মাইনর তুর্কী কিম্বা দার্দ্দানালেজ তাহাদের বাড়ী ঘর। অতদূর যাইয়া ভাঙ্গা ঢোলে তালি মারিয়া যুদ্ধ বাজান মিত্রপক্ষের পক্ষে যে নিতান্ত সহজ নহে, এটা মিত্রপক্ষও যেমন বুঝিয়াছেন, কেমেল-পক্ষও ঠিক তেমনই বুঝিয়াছেন। মিত্রপক্ষ দেখিতেছেন, এত বড় জর্ম্মণীকে চূর্ণ করিয়া দুস্তর সাগর পার হইয়া যদি গোষ্পদে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইতে হয়, তবে ব্যাপারটা নিতান্তই শোচনীয় হইয়া পড়িবে—শত্রু মিত্র উভয়েই হাসিবে। যদি রক্ত চক্ষু প্রদর্শনে কিম্বা একটু সিংহ-গর্জ্জনে কার্য্য সমাধা হয়, তাহা হইলে মান প্রাণ দুইই থাকে। কেমেলও বুঝিয়াছেন, গোদা পায়ের লাথিতে তাঁর কিছুই হইবে না, অথচ কেমেলের আত্মীয় বন্ধু বড় কেহ নাই। দশচক্রে একটা বিভ্রাট ঘটিলেও ঘটিতে পারে। ইহাই গ্রীকতুর্ক যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা।

দার্দ্দানালেজ প্রণালীতে তুর্কী একাধিপত্য স্থাপন করিতে চাহে। ইহা চিরদিনই তুর্কীর নিজস্ব। বিগত যুদ্ধে দার্দ্দানালেজ প্রণালী অধিকার করিবার জন্য মিত্রশক্তি বহুবার শ্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। ইহার কারণ, এই প্রণালী বলপূর্ব্বক অধিকার করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। নৈসর্গিক বাধা অতিক্রম করিয়া রক্ষাকারী সৈন্যদল ধ্বংস করিয়া ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই অধিকার করিতে পারে নাই। কেবল যুদ্ধে তুর্কীপক্ষের পরাজয় ঘটাতেই সেভারের সন্ধির ফলে ইহা তুর্কীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল। আবার যদি ইহার অধিকার বলপূর্ব্বক করিতে হয় তাহা হইলে উভয়পক্ষে বলক্ষয় সুনিশ্চিত। এক্ষণে সেভারের সন্ধি-অনুযায়ী ইহা সাধারণের বিশেষতঃ মিত্রপক্ষের সম্পত্তি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপলও নামমাত্র তুর্কীর অধীন অথচ ইহা তুর্ক-সুলতানের রাজধানী। অড্রিয়ানোপলও চিরদিন তুর্কীর ছিল, গত যুদ্ধে হস্তচ্যুত হইয়াছে। তুর্কীর জাতীয় দল এ সকল পুনরাধিকার করিয়া লুপ্ত জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধার করিতে চাহেন। মিত্রপক্ষের ইহাতে আপত্তি অনেক।

বিলাতের বস্ত্র শিল্প।

ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র শিল্পের বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। কাপড়ের দর এত কমাইতে হইয়াছে যে, লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমাগত ক্ষতিই হইতেছে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ এবার স্থির করিয়াছেন যে, আর দর কমান কিছুতেই চলিবে না এবং অধিক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত করাও সমীচীন হইবে না।

(হরিজন-পাঠ্য)

বিচার-আদালত ।

বিচারপতি ।

১। স্বয়ম্ভু, ২। নারদ, ৩। শম্ভু, ৪। সনৎকুমার, ৫। কপিল, ৬। মনু, ৭। প্রহ্লাদ, ৮। জনক, ৯। ভীষ্ম, ১০। বলি, ১১। বৈয়াসকি, ১২। যম, (দ্বাদশজন)।

মানব-সাধারণ বনাম **গৌড়ীয়।**

নালিশের কারণ।

গৌড়ীয়গণ মানব হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক **মানব সাধারণের** কায়মনোবাক্যের সহিত **গৌড়ীয়ের** কায়মনোবাক্যের **ভেদ স্থাপন** করেন। তাহার ক্ষতিপূরণ বাবৎ নালিশ।

বাদীপক্ষে ঃ—

ব্যারিষ্টারের তালিকা।

১। বশিষ্ঠ, ২। শক্তি, ৩। পরাশর, ৪। দত্তাত্রেয়, ৫। অষ্টবক্র, ৬। দুর্ব্বাসা প্রভৃতি।

উকীলের তালিকা।

১। ঈশ্বরকৃষ্ণ, ২। গৌড়পাদ, ৩। গোবিন্দ, ৪। শঙ্করাচার্য্য, ৫। বিদ্যারণ্য, ৬। সদানন্দ যোগীন্দ্র, ৭। আনন্দগিরি, ৮। মধুসূদন সরস্বতী, ৯। স্বপ্নেশ্বর, ১০। বিজ্ঞানভিক্ষু, ১১। শেষ নাথ, ১২। বাচস্পতিমিশ্র ইত্যাদি।

মোক্তারের তালিকা।

১। কুল্লুক ভট্ট, ২। উদয়নাচার্য্য, ৩। শিহ্লণ মিশ্র, ৪। কুমারিল ভট্ট, ৫। রঘুনন্দন, ৬। কমলাকর, ৭। হলায়ুধ প্রভৃতি।

বিবাদীর পক্ষে ঃ—

ব্যারিষ্টারের তালিকা।

১। ঋষভ, ২। নবযোগেন্দ্র, ৩। প্রাচীনবর্হির দশপুত্র প্রচেতাগণ, ৪। ধ্রুব, ৫। পৃথু, ৬। মৈত্রেয়, ৭। উদ্ধব প্রভৃতি।

উকীলের তালিকা।

১। রামানুজ, ২। মধ্বাচার্য্য, ৩। নিম্বাদিত্য, ৪। বিষ্ণুস্বামী, ৫। বেদান্তদেশিকাচার্য্য, ৬। জয়তীর্থ, ৭। শ্রীনিবাস, ৮। শ্রীধরস্বামী, ৯। বিল্বমঙ্গল, ১০। জয়দেব, ১১। বল্লভাচার্য্য, ১২। শ্রীজীব, ১৩। বলদেব প্রভৃতি।

মোক্তারের তালিকা।

১। কৃষ্ণদেব, ২। গোপাল ভট্ট, ৩। ধ্যানচন্দ্র, ৪। কৃষ্ণদাস, ৫। গোপীনাথ দাস প্রভৃতি।

☞ বিচারকালে সাক্ষীর তালিকা উভয়পক্ষ হইতে দাখিল করা হইবে এবং বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই ইচ্ছামত নিজ নিজ ব্যারিষ্টার, উকীল, মোক্তারাদি নিয়োগ, বর্দ্ধন বা বর্জ্জন করিবার অধিকার রাখিবেন। সম্প্রতি প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে বাদিগণের নয়শত অভিযোগ দাখিল করা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

সেকাল ও একাল।

শ্রীগৌরসুন্দর ৪৩৬ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়দেশে আবির্ভূত হইয়া প্রপঞ্চের জীবগণকে নিজ ভজন উপদেশ করিয়াছিলেন। এই প্রপঞ্চস্থিত দুর্ভাগা জীব কিরূপভাবে বৈষ্ণবজীবন লাভ করিয়া কৃষ্ণের ভজন করিবেন এবং ভজনবিরোধী কুসঙ্গ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিবেন, তাহাও উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গ নিজজনগণ তাঁহার প্রকটকালের পরও প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীমহাপ্রভুর অনুসরণে ভজনের পথ কণ্টকহীন করিয়া তাহাতে বিচরণ করেন। যাঁহারা নিষ্কপটচিত্তে চৈতন্যচন্দ্রের চরণানুসরণ করিলেন, তাঁহারা জগতে অতুলনীয় কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালপ্রভাবে নিষ্কপটতার প্রতি লক্ষ্য হ্রাস হইলেও ভোগী জীবগণ হরিবিমুখ ভাবকেই ভজন বলিয়া অনভিজ্ঞ সমাজে চালাইতে আরম্ভ করেন। তাহাদের অযোগ্যতাই ক্রমে ক্রমে বিপরীত ফল প্রসব করিল। যেমন পাটীগণিতে বহুসংখ্যা যোগ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই ভুল করিলে সমস্ত গণনা অশুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অশুদ্ধ হইলে সেই অশুদ্ধ যোগফল দ্বারা কার্য্যকালে বিপত্তি উপস্থিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্ব হইতে ভজনের বাধাগুলি ভজনে প্রবিষ্ট হইলে পরিশেষে জীবকে বিপথগামী করে। বিপথগামী জীবকে আদর্শ জানিয়া তদনুগমন করিলে পরিণামে সুফল উৎপন্ন হয় না। প্রভুর সময়ে যেরূপভাবে তাঁহার অন্তরঙ্গ দাসগণ হরিভজনে নিযুক্ত ছিলেন, পরবর্ত্তিকালে ক্রমে ক্রমে সেই জীবন্ত আদর্শের অভাবে হীন আদর্শকে প্রভুর ভক্তজ্ঞানে ক্রমশঃই আমরা সত্য হইতে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ি। এইরূপে ভ্রষ্টাচারকে আদর্শ জানিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যে বিষময়ফল সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাকে অনর্থক আদর করিতে গিয়া আমরা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হই। আবার, ভগবদ্‌বিমুখাকে পূর্ব্বমহাজনের আচরণ জানিয়া অঘ, বক, পূতনার অনুগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনের নামে আর কিছু করিয়া বসি। ভজননিপুণ হরিজন দেখিলেও তাঁহাতে শ্রদ্ধা করি না। কাল আমাদিগকে শোধন করার পরিবর্ত্তে বিভ্রান্তির পথে লইয়া যায়। মহাজন দেখিতে গিয়া দুর্জ্জনকেই মহাজন বলিয়া নির্দ্দেশ করি। সেইজন্য প্রভুর সমকালীয় মহাজনগণের আচরণ ও ব্যবহার আমাদের ভজনের নিদর্শন হউক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বিভিন্ন ভক্তবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভজনের আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা হইলেও সকলেই ভজন করিয়াছেন। আর, যিনি ভজন করেন নাই, তিনি শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছেন। আজকালকারদিনে কোনও ভজননিপুণ ব্যক্তি ভজনের অন্তরায় জানিয়া যদি কোনও ভোগিব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে সেই ভজনবিরোধী ব্যক্তিকে জানিবার পরিবর্ত্তে সাহায্য দান করিয়া ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধে সাধারণ মানস না বুঝিয়া আক্রমণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হ'ন। সুতরাং সেকাল ও একাল আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনেকগুলি বিচিত্রতা সন্দর্শন করি।

ভজন-বিষয়ে শ্রীগৌরহরি যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন এবং যে উপদেশ লাভ করিয়া নির্ব্যলীক শ্রীরূপানুগসম্প্রদায় শ্রীভগবানের ভজন করিতেন, তাহা বর্ত্তমানকালে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকদিগকে একটী কথা জানাইতে চাই যে, প্রপঞ্চস্থিত জীবের ভোগময় কর্ম্মের সহিত তাঁহারা ভক্তির অনুষ্ঠানকে সমানশ্রেণীভুক্ত না করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মহাপ্রভুর সময়ে বাষ্পীয় যান ছিল না, সম্প্রতি বাষ্পীয় যানের সাহায্য গ্রহণ করা প্রভুর পথ

পরিহার করার সহিত তুল্য—ইহা কর্ম্মীর ধারণা। বলা বাহুল্য, ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া জীবের সেবাপ্রবৃত্তিমূলা ভক্তি অবস্থিত, তাহাতে ভগবানে প্রেমা উৎপন্ন হয়, কিন্তু কর্ম্মিগণ ভক্তিকে নিজ ভোগপর অনুষ্ঠানতুল্য মনে করিয়া কৃষ্ণপ্রীতির ক্রিয়াকলাপকে ভোগীর কর্ম্মমাত্রে পর্য্যবসিত করেন। ভক্তির ক্রিয়াকলাপগুলি কর্ম্মফলভোগীর কার্য্যের সহিত কখনই তুল্য নহে। যাহারা তাহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই বলেন, বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তের অধীনে সর্ব্বতোভাবে করণীয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভক্তির বাধক শুভাশুভ কর্ম্মফল পরিহার করাই ভক্তির অনুষ্ঠান। কেহ এইরূপ মনে না করেন যে, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত ভক্তিগ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন হস্তলিখিত ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থই সর্ব্বাধিক আদরণীয়। 'আমাদিগের বংশে চিরদিন তুলসীমালিকা-ধারণ ও মৎস্য-ভোজন, উভয় কার্য্যই চলিয়া আসিতেছে, আজ সেই সনাতন প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না', এইরূপ কার্য্যে ভক্তি বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, নিরীশ্বর অভক্তের শুদ্ধাশুদ্ধের বিচারটী আসিয়া ভক্তির বিলোপ সাধন করিতেছে।

প্রভুর সময়ে গুরুর লক্ষণ বা গুরুর আদর্শ যেরূপভাবে প্রচলিত ছিল, এখন তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া মনঃকল্পিত গুরু-নির্ব্বাচন-প্রথা, যাহা কিছু দিন হইতে চলিতেছে, তাহার আদর করিতে পারিলেই আমাদের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, মনে করি। এই কথাটী আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখি, প্রভুর সময়ে বংশ-পরম্পরা যোগ্যাযোগ্য-বিচার-রহিত হইয়া গুরুগ্রহণের প্রথা ছিল না, আর বর্ত্তমান কালে কুলগুরুপ্রথা অন্যায়ভাবে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রভুর শ্রীমুখবাণীর অনাদর করিয়া আজকাল কৃষ্ণতত্ত্ববিৎকে গুরুপদে বরণ করিবার পরিবর্ত্তে কুলপ্রথা অন্যায়ভাবে অবলম্বিত হইতেছে। গুরু-নির্ব্বাচনে শুদ্ধপন্থাকে শাস্ত্রীয় জানিবার পরিবর্ত্তে সাধারণ সামাজিক অনুষ্ঠানের ন্যায় শৌক্রপন্থাকে অবলম্বন করিয়া যোগ্যপাত্রের অনাদরে অযোগ্যতার আদর বাড়িয়া যাইতেছে। যাঁহারা নিজে ভজন করেন না, যাঁহাদের যে সম্পত্তি নিজের নাই, তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেইগুলি আশা করা, আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আমরা বর্ত্তমানকালে বণিকের নিকট হইতে যে প্রকার জড়দ্রব্য খরিদ করি, তাদৃশ ভোগপর দ্রব্যজ্ঞানে মন্ত্র খরিদ করিতে আরম্ভ করিয়াছি! প্রভুর সময়ে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রাকৃত অর্থ বিনিময়ে ভাগবত পাঠ করিতেন না, আর বর্ত্তমান সময়ে কথক-ব্যবসার অনুকরণে আচার্য্য পণ্ডিতকুল ভাগবতপাঠ বিক্রয় করিয়া নিজ নিজ জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন! শ্রোতৃবর্গ ভৃত্যজ্ঞানে মাসিক দৈনিক বা এককালীন ঠিকা ফুরণ করিয়া ভাগবত পড়াইতেছেন! বর্ত্তমানকালে এই প্রকার ভাগবত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা ভাগবতগণকে অসম্মান করিতে শিখিতেছেন, সুতরাং ভাগবতপাঠ-ফলের বৈপরীত্য ব্যতীত অন্য কিছু ফলরূপে প্রাপ্ত হইতেছেন না।

প্রভুর সময়ে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ গুরু কোনও একটী নির্দ্দিষ্টবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্ত্রের ব্যবসা করিতে গিয়া শিষ্য করিতেন না, কিন্তু আজকাল নিজ উদর-ভরণের জন্য কিছু জানুন আর না জানুন, আপনাকে কুলগুরু বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক শিষ্যের নিকট স্বীয় অর্ব্বাচীনতার মূল্যস্বরূপ অর্থদ্রবিণ প্রভৃতি আদায় করিয়া লইতেছেন। ভক্তের শৌক্রবংশে জন্ম, ঈশ্বরের শৌক্রবংশে জন্ম প্রভৃতি সামাজিক পরিচয় গুরুপদ লাভ করিবার একমাত্র উপকরণ হইয়াছে। পরমার্থধর্ম্মকে সমাজাধীন করিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত। পরমার্থ-ধর্ম্মের অধীনে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদের সামর্থ্য নাই। তাঁহারা

সকল পরমার্থ সমাজের অনুরোধে জলাঞ্জলি দিতে পারেন, কিন্তু পরমার্থের অধীনরূপে সমাজকে চালনা করিতে নারাজ।

শ্রীরূপসনাতনপ্রমুখ গোস্বামিগণ নিজ শিষ্যের দ্বারা ভগবৎসেবার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই সকল সেবাকে নিজের জীবিকার বৃত্ত করেন নাই, কিন্তু আজকালের শ্রীবিগ্রহগণ ভোক্তা সেবকের পণ্যরূপে অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য দণ্ডায়মান থাকিতে নিযুক্ত আছেন। দেবতার উদ্দেশে ভক্তের প্রদত্ত অর্থ গ্রাস করিয়া উদরভরণ, ইন্দ্রিয়তর্পণ, ভোগময় সংসার-পোষণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে অন্যন বলিয়া অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রভুর সময়ে গৃহস্থ সকল গৃহে অভিনিবিষ্ট হইবার প্রতিকূলে শ্রীবিগ্রহের সেবা স্থাপন করিতেন এবং আত্মীয়-স্বজনগণকে শ্রীবিগ্রহের সেবকরূপে পরিণত করিতেন, কিন্তু আজ সেবকবংশ শ্রীবিগ্রহগণকে বাস্তবিক তাঁহাদিগের জীবিকোপায় বিলাসসহচর জ্ঞানে সেবা না করিয়া কলঙ্কিত করিতেছেন। আবার, তপোবেশ-ধারী হইয়া ভক্তের উদ্দেশে প্রদত্ত অর্থ দ্বারা নিজ জ্ঞানবিশ্বাসমতে আপনাকে অভক্ত জানিয়াও দণ্ড কৌপীনাদি-প্রদর্শনজনিত অর্থ স্বীয় অবৈধ যোষার পদাভরণ-নির্ম্মাণে ও নারিকেল তৈল-সংগ্রহে গোপনে ব্যয় করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না। রসিক গোপালঠাকুর শৌক্রব্রাহ্মণবংশজাত বলিয়া গলদেশে কিছু তুলসী কাষ্ঠ ধারণপূর্ব্বক, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করিয়া কথক, পাঠক, উপদেশক সাজিয়া বর্ষে বর্ষে এক একখানি গৃহের স্বত্বাধিকার খরিদ করিয়া তাহা হইতে উৎপন্ন অর্থ পুরুষানুক্রমে নাস্তিক অধস্তনগণের বিলাসিতার ব্যয়-নির্ব্বাহক যন্ত্রে পরিণত করিতেছেন। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ভট্টগোস্বামী, পণ্ডিত গোস্বামিপ্রমুখ ভাগবত-উপদেশক গণ এইরূপ কদর্য্য আচার গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে তাম্রকূটসেবা, নস্যগ্রহণ, চুরট ও বিড়ির প্রচলন ছিল না। বর্ত্তমানকালের পাঠক, কুলগুরুবংশ, বিগ্রহসেবী অধস্তনগণ এইগুলি ন্যূনাধিক গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে ভাগবত-অধ্যয়ন, দীক্ষা-গ্রহণ, সদাচার-শিক্ষা প্রভৃতি কোনও অনুষ্ঠানই আদর করেন না। কেবল সামাজিক বংশগৌরব লইয়াই ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে ইচ্ছা করেন। ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা, ভক্তির স্বরূপজ্ঞান প্রভৃতি সদ্বৃত্তিগুলিকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়া অভক্ত কর্ম্মির ন্যায় কতকগুলি বাহ্যে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারে পণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং বৈষ্ণব-অপরাধ করাকেই তাঁহাদের মূলমন্ত্র বলিয়া জানেন। প্রভুর সময়ে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

বিষয়-ভোগস্পৃহার বোঝা মাথায় চাপাইয়া ওতঃপ্রোতভাবে সংসার-সুখভোগ-বাসনায় প্রবল আকাঙ্ক্ষার দাস হইয়া ভজনানন্দীর অনুকরণ করেন। শ্রীরাসলীলা-পঠন-পাঠন, রসগান-কীর্ত্তন-শ্রবণ, অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণমূলে অপাত্রে কীর্ত্তন-প্রভৃতি ভজনবিরোধি আচরণগুলিকে জড়ভোগপর বিষয়বিশেষ মনে করিয়া তাহাতেই প্রমত্ত। উহাই মহাজনের সদাচার বলিয়া আস্ফালনে ত্রুটি করেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রকটকালে বা পরবর্ত্তী প্রকৃত শুদ্ধভক্তগণ এরূপ অপারিপক্ক সিদ্ধান্তের কোন দিনই আদর করেন নাই।

মহাপ্রভুর সময়ে শ্রাদ্ধপাত্র শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রদান করেন, আর সম্প্রতি শ্রাদ্ধপাত্র শৌক্রবিচার অবলম্বন করিয়া অপাত্রকে পাংক্তেয় জ্ঞানে অবাধে বিতরণ হইতেছে।

মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, নবনী ও কৃষ্ণদাস হোড়্ প্রভৃতি নিত্যানন্দ-শাখাগণ শৌক্র-ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করায় দীক্ষাকালে সংস্কার গ্রহণ করিয়া দ্বিজ হইতেন, আর একালে বামুন-

ঠাকুর শিষ্য রুইদাসকে রুইদাস রাখিয়া নিজেকে অধঃপাতিত করিতেছেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দ দেবকে যথাশাস্ত্র মহাজনপথে উপনয়নসংস্কার প্রদান করিয়া শুদ্ধভক্তি-প্রচারের ভার দিলেন, আর বর্ত্তমানকালে গৃহস্থ গোসাঞী নিজে বামুন থাকিয়া বেশ্যাকে মন্ত্র দিয়া তাঁহার অশুক্রবিত্তে নিজের অন্নবস্ত্রের যোগাড় করিয়া লইতেছেন। শুধু তাই নয়, যাহারা প্রাচীন সদাচার দীক্ষার অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করেন না। গোসাঞিজীরা কেবল গৃহস্থনীতেই মনোযোগ দেওয়ায় 'জল-অচল জাতিকে' প্রসাদ এমন কি চরণামৃত স্পর্শ করিতে দিতেও নারাজ। এখন ঐরূপ করিলে তাঁহাদের জাতিপাত হয়। পূর্ব্বে নিত্যানন্দপ্রভুর জাতি কেহ নষ্ট করিতে পারে নাই। এখনই বা তাঁহার প্রাকৃত সন্তানাভিমানিগণের মধ্যে সেরূপ জাতিনাশের আশঙ্কা হইয়া উঠিল কেন?

সেবাপর নাম।

বস্তুর সংজ্ঞাকে 'নাম' কহে। যিনি বস্তুর সংজ্ঞা প্রদান করেন, তিনি 'নাম-প্রদাতা'। যেথানে জড়ের অহঙ্কার প্রবল, সেইখানেই সেবার পরিবর্ত্তে ভোক্তৃত্ব বর্ত্তমান। সাধারণতঃ নাস্তিক গৃহস্থ-সমাজে নামকরণ-কালে প্রাকৃতভাবে প্রমত্ত হইয়া ভোক্তা পিতা পুত্রের নামকরণ করেন। সেজন্য, পারমার্থিক সমাজে নিরীশ্বর-পিতৃদত্ত নামব্যতীত কৃষ্ণদাস্যমূলক নাম দিবার ব্যবস্থা আছে। যাঁহারা ভগবৎসেবাপর নহেন, তাঁহারা ভগবৎসেবাপর নামে তাঁহাদিগের বংশ্য-দিগের নামকরণ করেন না, সেজন্যই নাস্তিক সমাজের নামপরিহার পূর্ব্বক পারমার্থিক সমাজে হরিদাস্যপর 'নাম' প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। যেকালে শুরুদেবের নিকট অথবা বৈষ্ণবকুলে অবৈষ্ণবপরি-চয়াকাঙ্ক্ষী উপস্থিত হন, সেই সময়ই শ্রীগুরুদেব অথবা ভাগবতগণ জীবের স্বরূপনির্দ্ধারক স্থায়ী চিহ্ন নাম প্রদান করেন। ইহাই কনিষ্ঠাবৈষ্ণবাধিকার। যাঁহারা কনিষ্ঠাধিকার লাভ করেন, তাঁহাদিগেরই চতুর্থ সংস্কার 'মন্ত্র' প্রদত্ত হয়। মন্ত্রের প্রয়োগকেই পঞ্চমসংস্কার 'যাগ' বা 'যোগ' বলে। দীক্ষিত হইবার প্রথম স্তরে কনিষ্ঠাধিকারে আদি সংস্কার 'তাপ' বলিয়া অভিহিত হয়। বিষ্ণুর চতুর্বিধ অস্ত্র শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মদ্বারা বৈষ্ণবের শরীরে 'তাপ' প্রদত্ত হয়। এই চতুর্বিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইলেই জীব আপনার বাহ্য শরীরকে অবৈষ্ণবতা-নির্ম্মূলনের অস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত করেন। তখন তাঁহার বৈষ্ণবশরীরেই দ্বাদশটী হরিমন্দির অঙ্কনের যোগ্যতা হয়। ইহাই জীবের দ্বিতীয় সংস্কার অর্থাৎ কনিষ্ঠাধিকারে মধ্যম সংস্কার। কনিষ্ঠাধিকারের উন্নত সংস্কারে আমরা দেখিতে পাই যে, বাহ্য শরীরে বিষ্ণুদাসাভিমান ব্যতীত জীবের বস্তু-সংজ্ঞায় ভগবদ্দাস্য-বোধের আবশ্যকতা আছে। ইহাই তৃতীয় সংস্কার। এই তিনটী সংস্কারে সংস্কৃত হইলে জীবের বাহ্য পরিচয়ে বিষ্ণুদাস জানিতে ও জানাইতে আর কোন বাধা থাকে না। বাহ্যজগৎ ব্যতীত অন্তর্জগৎ মন নানা বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি লইয়া বাহ্যচিহ্ন-ধারকের সময় সময় অপব্যবহারও করিতে পারে। কেবল বাহিরে শঙ্খ-চক্রাদি তপ্তমুদ্রা-ধারণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, হরিমন্দিরাদি চিহ্ন-ধারণ অথবা আত্মবোধক শব্দাত্মক হরিদাস্যপর নাম—এই তিন প্রকার সংস্কার লাভ করিয়াও বাহ্য-জগতের ভোগবুদ্ধিতে কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব মানসিক চাঞ্চল্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান না। মনশ্চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হইতে হইলে বিষ্ণুর দাস্যে মনকে নিযুক্ত করিতে হয়। শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আত্মসমর্পণের আবশ্যক অর্থাৎ শরণাগতির অভাব হইলেই জীব জড়জগতের ভোক্তা হইয়া পড়ে, এজন্য চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্কারে দেহ ও মন ভগবৎসেবাপর হইবার যোগ্যতা লাভ

করে। তখন তাপাদি পঞ্চসংস্কারী হইয়া নবেজ্যা-কর্ম্মে দেহ ও মনকে নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ-জীবনের সার্থকতারূপ পঞ্চার্থ-তত্ত্ববিদ্যায় উত্তমাধিকারী পারঙ্গত হন। সেইকালেই তিনি বহির্ম্মুখ জীবকে কনিষ্ঠাধিকার ও মধ্যমাধিকারে প্রবেশাধিকার দিতে সমর্থ। যদিও ভগবদ্ভজনমার্গ বা ভাবমার্গ হইতে এই ত্রিবিধ অধিকারের অর্চ্চনমার্গের পার্থক্য আছে, তাহা হইলেও বহিঃপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট জীবের অধিরোহ-পথে ইহাই গুরুর দাস্য। যেখানে গুরুদাস্য প্রবল, তথায় অধিরোহ-বাদের প্রবলতা নাই।—সেখানে বিষ্ণুর অবতার ও বৈষ্ণবাবতার শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ চতুর্দ্দশভুবনে ভ্রমণ-পরায়ণ পথিকের পূজনীয় ও সেব্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হন। ভগবদ্ভজনমার্গে যে ত্রিবিধ অধিকারের কথা শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, তাহা এই বৈধ বা অর্চ্চনমার্গের বিরোধী না হইলেও তাহার ইহা হইতে ন্যূনাধিক স্বতন্ত্রতা আছে। শাস্ত্রীয় বিধিমার্গ অনধিকারীকে অধিকার প্রদান করে। অধিকারীর উচ্চাবচ-নির্ণয়ে ভাবমার্গের ত্রিবিধাধিকার। যাঁহারা "ভক্তিসন্দর্ভ" সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই এই প্রকৃষ্ট সত্যের উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে প্রবেশার্থীর প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার তিনটী সংস্কারের আবশ্যকতা আছে। সর্ব্বাগ্রে বাহিরের পরিচয়, পরে ভিতরের পরিচয়। বাহিরের পরিচয়কেই অর্চ্চনমার্গে কনিষ্ঠাধিকার কহে। আর অর্চ্চনমার্গে ভিতরের পরিচয়ে মধ্যমাধিকারে, কনিষ্ঠাধিকারের অতিরিক্ত 'মন্ত্র' ও 'যোগ' সম্বন্ধ। আজকাল 'না-পাড়ুয়া' পণ্ডিত-সম্প্রদায়ে 'পরমার্থ' শব্দটীকে জড়ীয় অনর্থের অন্তর্ভুক্ত-জ্ঞানে যেরূপ অর্ব্বাচীনের ন্যায় কটাক্ষ করিতে দেখা যায়, তাহা তাঁহাদের নিতান্ত অজ্ঞতা-বিজ্ঞাপক চেষ্টা মাত্র। গৌড়দেশে পারমার্থিক-সমাজের মধ্যে দিন দিন অনভিজ্ঞতার এরূপ আদর বাড়িয়াছে যে, দীক্ষার চতুর্থ সংস্কারের পূর্ব্বে আর তিনটী সংস্কারের প্রতি কোন দৃষ্টিই নাই। গৌড়ীয় 'আচার্য্য' নামধারিগণের অনেকেরই কেবল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার প্রতি সুতীব্র দৃষ্টি আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমাজ-হিতৈষণার পরিবর্ত্তে নিজের অর্থগৃধ্নুতা, প্রতিষ্ঠাশাপ্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই কৃষ্ণপ্রেমার ন্যায় অত্যুচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই শ্রেণীর অনভিজ্ঞগণকে দূর হইতে সম্মান করিতেছি এবং তারস্বরে দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে অনুরাগবিশিষ্ট হইবার জন্য তাঁহাদের পদযুগল ধারণ করিতেছি। তাঁহারা দয়া করিয়া একবার শ্রীজীবগোস্বামিলিখিত "ভক্তি-সন্দর্ভ" আলোচনা করুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা যে পথে চলিতেছেন, তাহাকে গৌড়ীয়গণ অভক্তের পথ বা লৌকিক স্মার্ত্তাচার বলেন। এইরূপ অন্য ভক্তসম্প্রদায় যে গৌড়দেশবাসীর শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন যে, পারমার্থিক গুরুগণ কেন শিষ্যগণকে তৃতীয় সংস্কার সেবাপর 'নাম' প্রদান করেন—উহাতে যে 'তৃণাদপি' শ্লোক মারা পড়িয়া যায়? দুর্ভাগ্য বর্ত্তমান আচার্য্যনামধারিগণ! তোমরা না বুঝিয়া বলিতে পার, এমন কুভাষা অভিধানে আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই! সুতরাং তোমাদের নিকট শাস্ত্রীয় কথা হার মানিয়াছে! এখানে একটী গল্প না বলিয়া থাকিতে পারা গেল না।

কোন নিম্নবর্ণের সমাজের কতিপয় সামাজিক, পুরোহিতবর্গ ভাল করিয়া লেখা পড়া করেন না জানিয়া তাহাদের পুরোহিত সম্প্রদায়ের কোন ব্রাহ্মণ-বটুকে ভট্টপল্লীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণ ছাত্রটীর যাবতীয় ব্যয়ভার সমাজিকগণ বহন করিতে থাকেন। ছাত্রটী প্রচুর পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়া পাঠাদিতে নিতান্ত উদাসীন হইয়া কলিকাতায় গিয়া নানা আমোদ-প্রমোদে সাহায্য-প্রাপ্ত অর্থ অবাধে ব্যয় করিতে থাকে।

বহুদিন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া সাহায্য-দাতৃগণের নিকট অবশেষে প্রত্যাগমন করিয়া ছাত্রটী স্বীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে থাকে। নিতান্ত নিম্নকুলের সামাজিকগণও তাঁহাদের কৃপাপ্রাপ্ত অর্থে সুশিক্ষিত ছাত্রটীকে পাইয়া তাহাকে বিশেষ গৌরবের ও শ্লাঘার বস্তু বলিয়া জাহির করিতে থাকিলেন। তাঁহাদের ভিতর একটী সংস্কৃতশাস্ত্রকুশল পণ্ডিত ছাত্রটীকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং বহুলোকের সমক্ষে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সংস্কৃত ভাষায়ই উত্তর আশা করেন। 'কস্ত্বং' প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রটী সাহায্যদাতৃমণ্ডলীর সমক্ষে নিজ প্রতিভা জ্ঞাপন করিবার জন্য 'খস্ত্বং, গস্ত্বং' হইতে আরম্ভ করিয়া "শস্ত্বং, ষস্ত্বং, সস্ত্বং, হস্ত্বং, ক্ষস্ত্বং" পর্য্যন্ত সবগুলিই উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলিল। সাহায্যদাতৃগণ শ্মশ্রুমণ্ডিত যুবক ছাত্রটীর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া পরম পুলকিত! তখন সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতটী অনন্যোপায় হইয়া ছাত্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহার শ্মশ্রুবহুল চিবুক হইতে একটী কেশ ভিক্ষা করিলেন। এতদ্দর্শনে উপস্থিত সেই নিম্নজাতীয় সকলেই ভট্টপল্লী হইতে প্রত্যাগত গভীর পণ্ডিত ছাত্রটীর চিবুক হইতে যাবতীয় শ্মশ্রুরাজি উৎপাটন করিয়া লইলেন। তাহাতেই ছাত্রটী উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

আজকাল অনেকেই পরমার্থ-শাস্ত্রের উপদেশক-সজ্জায় এই প্রকার অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অনভিজ্ঞতার জন্য উপযুক্ত শাস্তিই পাইয়া থাকেন অর্থাৎ লোক-নিন্দিত হন। পারমার্থিক শাস্ত্রের অধ্যাপক বলিলেই লোকে তাঁহাকে মহর্ষি অত্রি-নির্দ্দিষ্ট মূর্খ অসমর্থ বলিয়াই জানেন—

বৈদৈর্বিহীনাশ্চ পাঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ-পাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥

আমরা গৌড়দেশবাসী পারমার্থিক আচার্য্য-বৃন্দের শাস্ত্রদর্শনের জন্য ও তাঁহাদের মধ্যে সুশিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছি, তাহা তাঁহাদের অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত রসনায় মৎস্যণ্ডিকা-সদৃশ। উহা তাঁহারা এখন আদর করিতেছেন না বটে, কিন্তু কালে তাঁহারা উহারই আদর করিতে শিখিবেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তৃতীয় 'নাম' সংস্কারের কথা শুনিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আর বর্ত্তমান কালে বিদ্যারত্নোপাধিধারী একখানা সাময়িক পত্রের জনৈক মুখোপাধ্যায় সম্পাদক 'ভক্তিসারঙ্গ' উপাধি লইয়া অনভিজ্ঞের ন্যায় কংসবণিকের ব্যবসায়-রহস্যে প্রমত্ত হইতেন না। 'মরুভূমি'র ন্যায় বেনামী চিঠি ও বেনামী পত্রে 'ভূতক' পাঠক-সম্প্রদায় সেবাপর নামকেই নিজ নিজ অনভিজ্ঞ লেখনী-শরে বিদ্ধ করিতেন না। এই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রদর্শনাভাব তাঁহাদিগকে কেবল যে অন্ধ করিয়াছে, এরূপ নয়, তমঃপ্রবৃত্তিবলে ভক্তি-রহস্যকে কলুষিত করিয়া একজন 'ক্রেস্কোগ্রাফে' মাপিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, অপর জন নিজ শব্দার্থবোধের অভাব জানাইতে গিয়া কতকগুলি বাদ্যযন্ত্রের সহিত সেবাচিহ্নের সংযোগ করাইয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানের সংকীর্ণতা আজকাল ভূতক বক্তার ও বঙ্গীয় পত্রের 'সব্‌জান্তা' সম্পাদকের ধুর গ্রহণ করিয়াছে। আমরা ইঁহাদের পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় বিস্মিত হইয়াছি। শ্রীধরস্বামী শ্রীভাগবতটীকায় "সারঙ্গ" শব্দের অর্থ 'ভক্ত' এবং 'অভিজ্ঞ' বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-সঙ্কলিত বাঙ্গালা অভিধানে ২৭ প্রকার বিভিন্ন অর্থের মধ্যে "সারঙ্গ" শব্দে বাদ্যযন্ত্রকেও অঙ্গীভূত করিয়াছেন। 'বাচস্পত্য' ও 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রভৃতি প্রচলিত কোষগুলিতেও অনেক প্রকার অর্থ লিখিত আছে।

কনিষ্ঠাধিকারের তৃতীয় সংস্কার অব্যর্থ 'নাম', যাহা শ্রীগুরুবৈষ্ণব প্রদান করেন, তাহাও বাল-চাপল্যে পর্য্যবসিত হইতেছে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত! কলির ধর্ম্ম-বর্ণনে আয়ু, বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির অভাব হইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর এখনই সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। "পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়!" এইরূপ একটী কিম্বদন্তি সেদেশে প্রচলিত আছে, সেদেশে সকলেই সভ্যতার আদর্শ, সুতরাং এই সকল কথা উপেক্ষা করিবার প্রচুর পরিমাণে যোগ্যতা সত্ত্বেও লোকহিতের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া এত কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আজকালকার দিনে শাস্ত্রীয় সংস্কারসমূহ উপেক্ষা করাই রুচির অনুকূল হইয়াছে। সেই রুচিবশে ভক্তির অনুষ্ঠানগুলিকে উপেক্ষা করা নব্য বঙ্গীয় যুবকগণের নৈসর্গিক প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রমশঃ তাঁহাদের বিচারটী এরূপ কলুষিত হইয়াছে যে, প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ ব্যক্তিগণ যেরূপ আপনাদিগের জড়-উপাধি লইয়া ব্যস্ত থাকেন, সেবাপর নামগুলিও তাঁহারা তদ্রূপ অহঙ্কার প্রসূত জড়োপাধিমাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন, বস্তুতঃ জড়-উপাধি ও সেবাপর নামের মধ্যে ভাবের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য অবস্থিত। জড়-উপাধিগুলি বলদর্পের উদ্রেচক, আর ভক্তিসূচক সেবাপর নামগুলি জড়-জগতের 'তৃণাদপি সুনীচতা'-জ্ঞাপক। পাঠক, এ বিষয় চিন্তা করুন, ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন।

"এ কেমন পাগল?"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন ঢাকা নগরীতে বাস করিতাম, তখন প্রায়ই রাস্তার উপর ছিন্ন কন্থা ও ছিন্ন কম্বলাদি-ভূষিত উন্নত-ললাট, সুন্দর গৌরকান্তিবিশিষ্ট এক পাগলকে দেখিতে পাইতাম। বালকগণ 'হরিবোল' বলিয়া চীৎকার করিলেই তিনি মহাক্ষেপা হইয়া উঠিতেন ও ইতস্ততঃ লম্ফ লম্ফ করিয়া বালকগণকে মারিতে ছুটিয়া যাইতেন। বালকগণও ছুটিয়া পলাইত এবং দল বাঁধিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ 'হরিবোল' রব করিতে থাকিত। তিনি আরও চটিয়া, আরও ক্রোধভরে তাহাদের পেছু পেছু তাড়া করিতেন। তাহারাও দৌড়িয়া নির্ব্বিঘ্নস্থানে উপস্থিত হইয়া পুনরায় দ্বিগুণ স্বরে 'হরিবোল' রব করিতে থাকিত। আমি প্রায় প্রত্যহই দিনের বেলায় এই ব্যাপার দর্শন করিতাম। কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই আর তাহাকে দেখিতে পাইতাম না। কয়েকদিন অনুসন্ধানও করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই তাহার সন্ধান বলিতে পারে নাই। তবে অনুসন্ধানে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সেই পাগলকে সন্ধ্যা হইলে কেহ আর দেখিতে পায় না, কেবল মাত্র দিবসেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ঠাকুরবাড়ীর কেহ ডাকিয়া যদি তাহাকে প্রসাদাদি দেয়, তবে তিনি খান, নচেৎ কিছুই খান না।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম, ঐ পাগলটী নিশ্চয়ই পাগল নহে। পাগলের বেশে কোন মহাপুরুষ হইতে পারেন। কি করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। একদিন স্থির করিলাম, রাত্রে পাগল কোথায় যান ও কি করেন, আমাকে দেখিতেই হইবে। তৎপর দিন বেলা দ্বিপ্রহরের পর হইতেই তাঁহার গতিবিধির দিকে খুব লক্ষ্য রাখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সন্ধ্যা ঘোর হইবামাত্র তিনি রেলের রাস্তা ধরিয়া নারায়ণগঞ্জের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমিও তাহার পেছু ধরিলাম। প্রায় দেড় মাইল আন্দাজ হাঁটিয়া তিনি এক বনে প্রবেশ করিলেন। আমিও কিছু পরে আস্তে আস্তে বনে প্রবেশ করিলাম। বনে প্রবেশ করিয়া দেখি, তিনি এক পর্ণ-কুটীরে তাঁহার ছিন্ন কন্থা ও কম্বলাদি রাখিয়া

নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করণী হইতে স্নান করিয়া আসিলেন এবং দ্বাদশ অঙ্গে তিলক সেবা করিয়া শ্রীমালিকায় শ্রীতারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমি নিকটে গিয়া, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। তিনিও আস্তে-ব্যস্তে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বসাইলেন। পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি কে, কেনই বা এখানে আসিয়াছ ?"

আমি ভাবিলাম, ইনি যখন সত্য সত্যই একজন মহাপুরুষ, তখন ইঁহার নিকট ধর্ম্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। সুতরাং আমি উত্তর করিলাম, "ঠাকুর, আমার নাম 'হরিদাস', আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, কিন্তু হরিকথা শুনিবারও ইচ্ছা আছে। আপনি অভয় প্রদান করিলে দুই একটী প্রশ্ন করি।"

তিনি বলিলেন, "বাবা, আমি অতি নির্ব্বোধ, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য। এত বয়স হইয়াছে, হরিভজনের সন্ধান পাইলাম না, আমি কিরূপে তোমাকে হরিকথা বলিব ? তবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী কৃপা করিয়া যদি এ অধমের অযোগ্য মুখে কিছু বলান, তবে শুনাইতে পারি। আমার নিজের কোন যোগ্যতা নাই। তাঁহারা সবই পারেন :—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং॥

তাঁহার মূককে বাচাল, পঙ্গুর দ্বারা গিরিলঙ্ঘনাদি, সবই করাইতে পারেন।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই কোথা হইতে জানি না, তাঁহার গলদেশে অদৃশ্যভাবে কে যেন তুলসী ও পুষ্পগ্রথিত একছড়া শ্রীমালিকা পরাইয়া দিল। আমি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সমস্ত শরীর ঘন ঘন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি আবার বলিলেন, "বাবা, মাধব আমাকে বড় ভালবাসেন কিন্তু আমি এতদূর হতভাগ্য যে, তাঁহার সহস্র অংশের একাংশও তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না। সর্ব্বদাই আমার দুষ্ট মন আমাকে বিষয়ে নিবিষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে। সে যাহা হউক, শ্রীভগবানের যখন আদেশ-মাল্য পাইলাম, তখন তাঁহার কথা তোমাকে বলিবার চেষ্টা পাইব। মাধবের দয়া তোমার প্রতি অপার। তুমি ধন্য! কি প্রশ্ন তোমার জিজ্ঞাস্য আছে, বল।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "ঠাকুর, জীব কে ও তাহার ধর্ম্ম কি,—এই দুইটী বিষয় এ হতভাগাকে উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করুন।"

তখন :—

"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

এই বলিয়া তিনি শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন :—

"এ জগতে নানা প্রকার বস্তু দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক বস্তুরই এক একটী স্বভাব আছে। ঐ স্বভাবই সেই বস্তুর ধর্ম্ম। যেমন অগ্নি একটী বস্তু, দহন করা উহার স্বভাব—তাহাই উহার ধর্ম্ম। জল একটী বস্তু, তারল্য তাহার স্বভাব—ঐ তারল্যই জলের ধর্ম্ম। কিন্তু ঘটনাচক্রে অন্য কোন বস্তুর সংস্পর্শে যখন কোন বস্তুর বিকার উপস্থিত হয়, তখন তাহার স্বভাব সেই সঙ্গে বিকৃত হইয়া পড়ে। ঐ বিকৃত স্বভাব ক্রমশঃ দৃঢ় হইলে স্বভাবের স্থান দখল করিয়া বসে। কিন্তু সেই বস্তুর স্বভাব তাহা নহে। এই বিকৃত স্বভাবকে নিসর্গ বলে। দেখ, জল একটী বস্তু, তারল্য তাহার স্বভাব বা ধর্ম্ম, কিন্তু শৈত্যের সংস্পর্শে যখন ঐ জল বরফ হইয়া যায়, তখন তাহার আর ঐ তারল্য থাকে না—

তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া কাঠিন্য-ধর্ম্ম উপস্থিত হয়। এই শেষোক্ত ধর্ম্মকে নিসর্গ বলে। নিসর্গ নিত্য নয়—ইহা নিমিত্ত হইতে জাত, সুতরাং নৈমিত্তিক। কালবশে নিমিত্ত গত হইলে, আবার নিত্য স্বভাব বা নিত্য-ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন শীতলতা গত হইলে, জলের পুনরায় তারল্য-ধর্ম্মের প্রকাশ হয়। সুতরাং, বুঝা যাইতেছে যে, বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাই তাহার নিত্য-ধর্ম্ম।

এখন বস্তু-জ্ঞান আবশ্যক। বস্তুজ্ঞান-থাকিলেই তবে নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের প্রভেদ জানিতে পারা যায়। নচেৎ নিত্য-ধর্ম্মকে নৈমিত্তিক এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে নিত্য-ধর্ম্ম বলিয়া ভুল হয়। যেমন, জল ও বরফের মধ্যে, জল প্রকৃত বস্তু, না, বরফ প্রকৃত বস্তু, এতদুভয় ঠিক না হইলে প্রকৃত বস্তু-জ্ঞান সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ। এস্থলে জলই প্রকৃত বস্তু এবং সেই জল বিকৃত হইয়া বরফ হয়। জলের ধর্ম্ম তারল্যই নিত্য, বিকৃত বরফের যে কাঠিন্য-ধর্ম্ম, তাহা শৈত্য-সংস্পর্শরূপ নিমিত্ত হইতে জাত বলিয়া নৈমিত্তিক।

'বস্' ধাতু সংজ্ঞার্থে 'তুণ্' প্রত্যয় করিয়া 'বস্তু' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অতএব যাহার অস্তিত্ব বা প্রতীতি আছে, তাহাই 'বস্তু'। বস্তু দুই প্রকার,—বাস্তব ও অবাস্তব। বাস্তব বস্তুর নিত্য অস্তিত্ব আছে, অবাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব কেবল প্রতীত হয়। প্রতীতি সকল স্থলে সত্য নহে। বেদ শ্রীভগবানকেই একমাত্র বাস্তব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং সেই ভগবানের তটস্থাশক্তি ও মায়াশক্তিকেও "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" উক্তিতে 'বাস্তব' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আবার এই তিনের মধ্যে "নিত্যো নিত্যানাং" উক্তিতে শ্রীভগবান-কেই ঐ তিন বাস্তব বস্তুর আদি বস্তু বলিয়া বুঝাইয়াছেন। এখন বুঝিতে পারিলে ত' 'জীব' একটী বাস্তব বস্তু। উহার যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাই উহার নিত্য ধর্ম্ম।

অদ্য রাত্রি অধিক হইল, আমার একলক্ষ সংখ্যা শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। কল্য যদি দয়া করিয়া আইস, তবে এ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা যাইবে।"

এই বলিয়া তিনি পুনরায় শ্রীমালিকা হস্তে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"
"সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব—নামে নাহি অনুরাগ॥"

এই শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। আমিও পাগলের নিকট সুগভীর জ্ঞানপূর্ণ তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। তাঁহার শ্রীনামকীর্ত্তন অতি সুমধুর—হৃদয় ও কর্ণ রসিত করিয়া যেন কোন এক অপূর্ব্বস্থানে লইয়া যায়—বাহ্যজ্ঞান সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। আমি নিস্পন্দ হইয়া তাঁহার মধুর হইতে সুমধুর সেই নামকীর্ত্তন শুনিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই দুর্দ্ধর্ষ মন হঠাৎ আমার বাসস্থানের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। আমি পাগলকে বারংবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উঠিলাম। পাগল শ্রীনামানন্দে বিভোর, জানিতে পারিলেন কিনা, জানি না। আমি বাসস্থানের দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, পাগলকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি এরূপ জ্ঞানী হইয়া বালকেরা "হরিবোল" বলিলে ক্ষেপেন কেন,—কিন্তু তাহার আর সুযোগ হইয়া উঠিল না। এরূপ সময়ে ঐ সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচও বোধ করিলাম। যাহা হউক, আগামী কল্য সুযোগমত কথাটী পাড়িয়া

শুনিয়া লইব এবং নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করিব, মনস্থ করিলাম। চলিতে চলিতে শ্রীনামকীর্ত্তন শুনিতে লাগিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম, এমন হরিভক্ত ও মহাজ্ঞানী হইয়া "হরিবোল" বলিলে ক্ষেপেন,—"এ কেমন পাগল!"

ট্রেনে গৌড়ীয় কথা।

বিগত ২৩শে শ্রাবণ, ইং ৮ই আগষ্ট, মঙ্গলবার হইতে ২০শে ভাদ্র, ইং ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে—শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার যে মাসব্যাপী ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসব হইয়াছিল, তাহা দর্শন করিয়া আমি যখন কলিকাতা হইতে বাটী আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে ট্রেনে একটী বৃদ্ধলোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি গাড়ীতে বসিয়া একখানি নভেল পড়িতেছিলেন। আমিও সেই সময় "গৌড়ীয়" পত্রিকাখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোকটী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়! আপনি কি পড়িতেছেন? আমি বলিলাম—"গৌড়ীয়" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—উহাতে কি আছে? আমি বলিলাম এই পত্রিকার কিয়দংশে সাংসারিক বিষয়ের ও অবশিষ্টাংশে পারমার্থিক বিষয়ের আলোচনা আছে। জাগতিক বিষয়ের মধ্য দিয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়া কেমন করিয়া শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ লাভ করিতে হয়, তাহাই সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইতেছে। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—উহাতে উপন্যাস আছে? সাংসারিক বিষয়ের কথা আছে? কোম্পানির কাগজের দর আছে? এখন পারমার্থিক কথা শুনিয়া কী হইবে? সাংসারের উন্নতি করুন, যাহাতে স্বদেশের উন্নতি হয়, তাহার জন্য যত্ন করুন; দেখুন, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি কেমন স্বদেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল কথা বলিয়া ভদ্র লোকটী নাসিকা কুঞ্চিত করতঃ বলিলেন—রেখে দিন, ইহা কাগজের মধ্যেই গণ্য নহে। ইহা পড়িলে কোনও উপকারই হইবে না। এ কাগজ কি ভদ্র লোকে পড়ে, না মূল্য দিয়া ক্রয় করে? ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল খবরের কাগজ পাওয়া যায়, সেগুলি পড়িলে বরং উপকার হইবে। ভদ্রলোকটীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার একটি কবিতা মনে পড়িল এবং তাঁহাকে শুনাইয়া বলিলাম:—

কস্ত্বং লোহিত-লোচনাস্য-চরণ হংসঃ কুতো মানসাৎ
কিং তত্রাস্তি সুবর্ণপঙ্কজবনং পীযূষতুল্যং পয়ঃ।
নানারত্ন-নিবদ্ধ-বেদিবলয়াস্তীরেষু ভূমিরুহাঃ
শম্বুকাঃ কিমু সন্তি নেতি হি বকৈরাকর্ণ্য হী-হী কৃতং॥

একটী পঙ্কিল জলাশয়ের তীরে কতকগুলি বক বসিয়াছিল। সেই স্থান দিয়া এক রাজহংস যাইতেছিল। একটী বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার চোক, মুখ ও পা রক্তবর্ণ দেখিতেছি, তুমি কে?"

রাজহংস—আমি হংস।

বক—কোথা হইতে আসিতেছ?

হংস—মানস-সরোবর হইতে।

বক—সে খানে কী আছে?

হংস—তথায় সুবর্ণ-পদ্ম কানন আছে, অমৃত-সদৃশ জল আছে, তীর সমূহের চতুষ্পার্শ্বে রত্ন-বেদীতে বাঁধান বৃক্ষরাজি শোভা পাইতেছে।

বক—উহাতে শামুক আছে?

রাজহংস না!

এই কথা শুনিয়া বকগুলি হী হী করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের মনের ভাব এই যে, যেখানে শামুক নাই, তাহা সরোবরের মধ্যেই গণ্য নহে—তাহা বাসের নিতান্ত অযোগ্য।

আমার মুখে এই কাহিনীটী ও উহার অর্থ শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন—মহাশয়! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আমি বলিলাম—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড কলিকাতাস্থিত ভক্তিবিনোদ-আসন অর্থাৎ গৌড়ীয় মঠ হইতে আসিতেছি। তিনি আবার বলিলেন—সেখানে কি হয়? উত্তরে আমি বলিলাম—সেখানে পরমার্থ-বিষয়ের সম্যক্-রূপে আলোচনা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ—যে কোনও জাতির লোক, এমন কি, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকলের যে কোনও লোকই সেখানে যাইয়া পরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন। টাকা কড়ি কিছুই লাগে না। আপনাকেও আমি অনুরোধ করি, আপনি দয়া করিয়া একবার সেখানে যাইয়া পরমহংস বিষ্ণুপাদ মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিভজন-বিষয়ক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করতঃ পরমানন্দ লাভ করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। আপনিও পরে বুঝিতে পারিবেন, কেন এই "গৌড়ীয়" পত্রিকার আবির্ভাব। বিষয়াসক্ত জীবের পরমকল্যাণ-সাধনার্থই এই "গৌড়ীয়" পত্রিকা-প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি আবার বলিলেন—আপনার নাম ও জাতি কি? ইহাতে আমি বলিলাম—আমার নাম শ্রীকামদেব দাস অধিকারী। জাতির পরিচয়ে বলিলাম—বর্ণে যদিও আমি পরমহংস-দাস দৈক্ষ-সাবিত্র্য ব্রাহ্মণ, তথাপি বস্তুতঃ আমাদের আবার জাতি কি? জীবমাত্রেই কৃষ্ণের দাস, আমাদের নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি করতঃ আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র ইত্যাদি অভিমান করি; বস্তুতঃ স্বরূপে কৃষ্ণদাস। পুনরায় আমার জাতির পরিচয় জানিতে চাওয়ায় বলিলাম—

> নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
> নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
> কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
> র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। কিন্তু উচ্ছলিত নিখিল পরমানন্দ-পূর্ণ অমৃত-সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দেই। তদনন্তর তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন—এখন হইতে হরিভজনের প্রয়োজন কি? জীবনের শেষ অবস্থাতেই হরিভজন করিতে হয়, এখনও অনেক সময় আছে। আমি বলিলাম—যে সময়ে মানবের জ্ঞানোদয় হয়, সেই সময় হইতেই পরমেশ্বরের তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। আপাততঃ সংসারের সুখ ভোগ করি, পরে জীবনের শেষাবস্থায় ঈশ্বরের তুষ্টি-সাধন করিব, এরূপ মনে করিলে কিছুই হইবে না। সময় অতি দুর্ল্লভ। যে দিন হইতে কর্ত্তব্য জ্ঞান হয় অর্থাৎ বুঝিতে পারি যে, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সেই দিন হইতে তাহা সাধন করিতে যত্ন পাওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ মানব-জীবন অত্যন্ত দুর্ল্লভ ও অস্থির। কোন্ দিন মৃত্যু হইবে, তাহা বলা যায় না। বাল্যকালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে

না, এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোনও মানব কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানবমাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি ? বিশেষতঃ যাহা প্রথম হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাব-স্বরূপ হই পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিলে আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপলব্ধি হইবে।

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

এই মনুষ্য-দেহ অতিশয় দুর্লভ, যেহেতু ইহা বহু জন্মের পর চৌরাশি লক্ষ যোনি-ভ্রমণের পর পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা চিরস্থায়ী নহে, ইহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ইহা অনিত্য। কিন্তু ইহা অনিত্য হইলেও ইহা পুরুষার্থ-লাভের প্রধান সাধন। অতএব এই দেহের পতন হইতে না হইতে শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ-লাভের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য ; যেহেতু, বিষয়-ভোগ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ যোনিতেই সম্ভব ; কিন্তু মনুষ্যদেহ ভিন্ন অন্য কোন দেহে ভগবচ্চরণারবিন্দ-লাভের সাধন সম্ভবে না। তাই, শ্রীভগবান্ ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

মানব-দেহ সুদুর্লভ, কেন না, বহুজন্মের পর ইহ পাওয়া যায়। সুদুর্লভ হইলেও যখন আমার কৃপায় জীব ইহা পাইয়াছে, তখন সুলভই বলিতে হইবে। ইহা একটী সুদৃঢ় তরীস্বরূপ। গুরুই ইহার কর্ণধার, এবং আমিই অনুকূল বায়ু হইয়া ইহাকে চালাইয়া থাকি। এখন, তরী পাইয়াও মানব যদি ভব-সাগর পার হইতে না পারে, তবে তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমরা অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আর একটী ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে বৃদ্ধ লোকটী বলিলেন, "আমাকে এই ষ্টেশনে নামিতে হইবে, আপনার সহিত কথা কহিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম, তবে আর আমার সময় নাই, আমাকে এক খণ্ড 'গৌড়ীয়' পত্রিকা দিন, আমি ইহার গ্রাহক হইব এবং বিষ্ণুপাদ গোস্বামী প্রভুপাদের সহিত 'গৌড়ীয়' মঠে যাইয়া একবার সাক্ষাৎ করিব" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন ; আমিও পুনরায় 'গৌড়ীয়' পত্রিকাখানি পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

অপ্রাকৃত দর্শন ও অধোক্ষজ জ্ঞান।

বাউল সম্প্রদায়ে একটী গানের চল্‌তি আছে। গানটীর প্রথম লাইন—"তারে দেখ্‌বি যদি ও ভোলা মন, (তোর) চামড়ার চোখ কর কাণা"। অশিক্ষিত, এবং ইন্দ্রিয়সেবাপরায়ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে গানটীর প্রচার থাকিলেও এবং ইহার প্রত্যেক লাইনটী এবং প্রত্যেক কথাটী বিচার না করিলেও অন্ততঃ যে লাইনটী উপরে উদ্ধৃত হইল, উহার মধ্যে সত্য আছে। প্রকৃত তত্ত্ববস্তুর বা পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার পাইতে হইলে আমাদের এই জড় চক্ষুর সাহায্যে তাহা সম্ভব নহে। কেবল মাত্র প্রাতিভাসিক সত্য বা Apparent truthই আমাদের এই জড়দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভাব্য। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যে সকল সত্য আমরা বর্ত্তমান সময়ে অবগত হইতেছি, সে সকল আমাদের ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ নহে। যে সকল জীবাণু আমাদের সাধারণ দৃষ্টিশক্তিকে পরাস্ত করিতেছে, তাহারা অণুবীক্ষণের নিকট ধরা পড়িতেছে, যে ক্ষীণাতিক্ষীণ বৈদ্যুতিক কম্পন ও প্রবাহ আমাদের সাধারণ অনুভব-শক্তিকে ফাঁকি দিতেছে,

যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে আমরা তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছি, এমন কি, বৃক্ষপত্রাদির সুখদুঃখ-বোধ আছে, মানুষের সুখে আনন্দ বোধ করে, দুঃখে সহানুভূতি জানায়. এ সকল ব্যাপারও আমরা যন্ত্রাদির সহায়তায় অবগত হইতেছি। ইত্যাকার সকল ব্যাপারই এই পরিদৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন দিক্—the different aspects of this phenomenal world, এবং এই কারণেই ইহা আমাদের প্রাকৃতদর্শনের উপযোগী। 'প্রাকৃত' শব্দের নিরুক্ত. প্রকৃতি হইতে জাত, অর্থাৎ স্বাভাবিক natural, এবং phenomena শব্দেও জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্যজগতের বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত সত্তাকেই বুঝায়। কিন্তু তত্ত্ববস্তু যাহা, তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট জড়ের ভোগময় আকার নাই, অতএব তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য নহে। তাহা উপলব্ধির জন্য সাধারণ বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইলে চলে না, এ জন্য অপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক। বাউল কবির কথা সত্যই—"তারে দেখ্‌বি যদি ও ভোলা মন, (তোর) চামড়ার চোখ কর্ কাণা।"

কিন্তু তাই বলিয়া অন্ধের যে, চক্ষুষ্মান্ অপেক্ষা তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকারের ক্ষমতা অধিক, তাহা নহে। আমাদের জ্ঞান-চক্ষু দ্বারাই ইহার দর্শন সম্ভবপর। সকলে অন্ধের এই জ্ঞান-চক্ষু নাও থাকিতে পারে। এই জ্ঞান-চক্ষুরুন্মিলনের জন্য আবশ্যক শ্রবণ, সুপঠন এবং শ্রুত বা অধীত বিষয়ে বিচারণ। প্রপত্তিহীন অধ্যয়ন, চিন্তনাদির ফলে অক্ষজ এবং প্রপত্তিযুক্ত হইলে তৎফলে অধোক্ষজ জ্ঞান লব্ধ হয়। অক্ষজ বা Emperic knowledge যাহা, তাহা অন্যে ইন্দ্রিয়-সাহায্যে লাভ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের লিখিত ঐ সকল পুস্তক-পাঠে তত্তৎ জ্ঞান আহরণ করিতেছি। অক্ষজ জ্ঞান যদিও আপন অক্ষি বা চক্ষু দ্বারা দর্শন-লব্ধ জ্ঞানকেই বুঝায়, তথাপি আমরা সাধারণতঃ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াই জ্ঞান লাভ করি, যেহেতু, শব্দ বা authority জ্ঞান-লাভের অন্যতম উপায়।

পক্ষান্তরে অধোক্ষজ জ্ঞান বা Transcendental knowledge আমাদিগকে বাহির হইতে লাভ করিতে হয় না। ইহা আমাদের আত্মার মধ্যেই অন্তর্নিহিত বা latent রহিয়াছে। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়। পূর্ব্বোক্ত অক্ষজ এবং এই অধোক্ষজ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে। অক্ষজ জ্ঞানে আজ যাহা লাভ হইতেছে, কালই তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত বা সংবর্দ্ধিত হইতেছে, এবং অন্য প্রকার জ্ঞান তাহার স্থানাধিকার করিতেছে। কিন্তু অধোক্ষজ জ্ঞান স্থান-কালাদির অতীত এবং সেই হেতু সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনেরও অতীত। অক্ষজ জ্ঞান জড় জগতের অনাত্ম বিষয়ের অনাত্ম-বিচারজন্য জ্ঞান। জড় জগৎ নিত্যপরিবর্ত্তন-শীল, অতএব অক্ষজ জ্ঞানের নিত্য স্থায়িত্ব নাই, পরিবর্ত্তনই তাহার লক্ষণ। পক্ষান্তরে, অধোক্ষজ জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বস্তু আত্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান। আত্মা সর্ব্ব প্রকার পরিবর্ত্তনের অতীত, নিত্য। এই হেতু অধোক্ষজ জ্ঞানেও কোন পরিবর্ত্তন নাই, ইহাও নিত্য।

অধোক্ষজ জ্ঞানের আর একটী বৈশিষ্ট্য—ইহা একান্তরূপে গুরুমুখী। আত্মবস্তুকে চাক্ষুষ দেখা যায় না, তাহার ঘ্রাণ লওয়া যায় না, স্পর্শ করা যায় না, এক কথায় আত্মা সর্ব্বপ্রকার জড়েন্দ্রিয়ের অতীত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আত্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান জড়েন্দ্রিয় লভ্য নহে। জড়ীয় জ্ঞান যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই জ্ঞান অন্যকে দান করিতে পারেন; সেইরূপ আত্মবিষয়ক জ্ঞান যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, মাত্র তাঁহারাই তদ্বিষয়ক জ্ঞান অন্য ব্যক্তিকে দান করিতে সমর্থ। জড়-বিষয়ক জ্ঞানে পণ্ডিত যাঁহারা, তাঁহাদের আত্মবিষয়ক অধোক্ষজ জ্ঞান অন্যকে দানের ক্ষমতা নাই, অধিকার নাই—তাঁহারা নিজেই এই অক্ষর জ্ঞানধনের কাঙ্গাল। এই পরম জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আত্মজ্ঞানী গুরুর চরণে একান্ত শরণাগতি ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। মাত্র তিনিই এই অপার্থিব রত্ন-দানে ত্রিবিধ দুঃখের অবসান করিয়া দিতে পারেন। বুদ্ধিমান্ জন নশ্বর জ্ঞানের অন্তঃসারশূন্য বহিরাবরণে মুগ্ধ না হইয়া এই পরম ধন আত্মজ্ঞানরত্ন লাভেই সর্ব্বদা নিরলস ও যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

ভবঘুরের ডাক।

ওহে ভায়া, ভবঘুরে শুধু আমি একা নই। আরও আছে। ঐ যে তোমাদের কাগজে দেখ্‌লুম্, কে এক "মরুভূমি" লোককে দগ্ধে' মার্‌বার জোগাড় দেখ্‌ছিলেন। বানা যেমন বুনো ওল, তা'র তেমনি বাঘা তেঁতুল। যেমন মরুভূমি, তা'র তেমনি ভিস্তিওয়ালা, প্রেমামৃত-বর্ষণে মরুভূমিকে ভাসিয়ে দিয়েছে। "মরুভূমি" প্রভুর যা এজাহার দেখ্‌লুম, তা'তে বল্‌তে ইচ্ছে করে "শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর"—ঐ কি ক্রেস্‌কেগ্রাফ দিয়ে তিনি ভক্তি মাপা দেখতে চা'ন। হায়, হায়, এযে সেই নেড়ানেড়ীর প্রেমাস্বাদ গো! তোমাদের ঐ সহজিয়া প্রভুরা তোমাদের অপ্রাকৃত ধারণার ধার না ধেরে' সোজাসুজি জড়রসের রসিক হ'য়ে 'আমরা খুব রস বুঝি, যাদের বিয়ে হয়নি—মেয়ে মানুষ কি ব্যাপার, তা জানে না, তা'রা প্রেমের কি বোঝে?' মনে করে, "মরুভূমি" ভায়ারও দেখি সেই চেষ্টা। জড় রসের রসিক ভায়া যেভাবে শুদ্ধপ্রেম বুঝিতে যা'ন, তা'র একটা গল্প মনে পড়ে' গেল। গল্প বলার লোভটা আমি ছাড়্‌তে পারি না। সেই মোগলের কথা। মোগল সাহেব দেশে ফিরে' এসে বল্লেন, "বাংলা মুল্লুকে আম ব'লে এক মজার জিনিষ আছে। তেমন খাবার জিনিস আমাদের দেশে নেই।" উপস্থিত সবাই অবাক্ হ'য়ে বল্লে, "ও চাচা, ও চাচা, সেই চিজ্ আমাদের খাওয়াতে হবে, না হয়, কেমন লাগে, আমাদের চাখাতে হবে।" তখন মোগল সাহেব এক ফন্দী কল্লেন; কিছু গুড়, আর তেঁতুল নিয়ে ঘরে ঢুক্‌লেন। সেগুল' দাড়িতে বেশ মাখিয়ে বেরিয়ে এসে সেই দাড়ি তাদের চুষ্‌তে বল্লেন। চোষা হ'লে তা'রা নাক সিঁট্‌কে বল্লে, "আম্ এই চিজ? তোবা, তোবা!" বাঙ্গালা-ফেরৎ মোগল সাহেবের মতলব ছিল যে, আমে মিষ্ট রস আছে, টক্ রস আছে, আর মধ্যে আঁটি ও আঁশ আছে; এইটি বোঝাবার জন্য তাঁর ঐ ফিকির। "মরুভূমি"প্রভুরও ঐরূপ ভক্তচেষ্টা-দর্শন। তিনি নিজের মাপকাটি দিয়ে ভক্তের ক্রিয়া-কলাপ মাপ্‌তে গিয়ে, গোদাসরা পরমার্থের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন বলে' ভক্তেরা যে সব ভক্তি প্রচার করেন, সে সব, অন্য সাধারণ লোকের কাজের মত মনে করে' নিজে ঠক্‌ছেন ও ঠকাচ্ছেন। বেচারার মাথার গোলমাল দেখে' দয়াও হয়, হাসিও পায়। তোমরা তাঁর ওপর রাগ কর'না। তাঁর মঙ্গল চিন্তে কর, তা' হ'লে তাঁ'র বুদ্ধির গোল কাট্‌তেও পারে।

আর ভাই, আর এক কথা। সেদিন একখানা কাগজে তোমাদের সম্পাদকের "ভক্তিসারঙ্গ" দেখলুম। একজন পণ্ডিত সেই দেখে, হেসে লুটো-পুটি। বল্লেন, অভিধানের ২৭।২৮ প্রকার অর্থ দেখ্‌লে ঐ কাগজের "বিদ্যারত্ন" সম্পাদক আর অতটা বে-সামাল হ'য়ে পড়্‌তেন না। ভায়া, এই সুযোগে আর একটা গল্প শুন্‌তেই হবে। ঐটী শেষ হ'লেই আমি আজ্‌কের মত চুপ্। গল্পটী সেই অঞ্জনা দেবীর কথা। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী যখন পুষ্পক রথে অযোধ্যা যা'ন, তখন বীর হনুমান্-জীউ একবার মা অঞ্জনা দেবীকে প্রণাম কর্‌তে যা'ন। মা যখন সব বৃত্তান্ত শুন্‌লেন, তখন তিনি সীতাদেবীকে দেখ্‌তে চাইলেন। শ্রীরামদাস শ্রীহনুমান্-জীউ। শ্রীরাম-চরণে গিয়ে বল্লেন—"একবার আমার মাকে দর্শন দিতে হবে!" ভক্তবৎসল প্রভু অমনি "তথাস্তু" বলিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় নাম্‌লেন। অঞ্জনাদেবী সীতাদেবীর মূর্ত্তি দেখেই হতাশ! "সীতে সুন্দরী, সীতে সুন্দরী'—এই সীতে সুন্দরী? সীতে সুন্দরী, মনে করেছিলুম, না জানি কি? গায়ে লোম নেই, পেছনে ল্যাজ নেই, মুখখানি বেশ বাংলা পাঁচ (৫)এর মত নয়, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত চুল, রং শাদা—পোড়া দশা, এই সুন্দরী? এরই এত বড়াই?" নাক সিঁট্‌কে' বল্লেন, "তা বেশ, বেশ, বেশ বউ।" মনে মনে ভাব্‌লেন, "এদের সঙ্গে থেকে থেকে আমার হনুরও চেহারা, আর চোখ বুদ্ধি খারাপ হ'য়ে গেছে।" ভায়া হে, অঞ্জনা দেবীর বিচার দেখ্‌লে ত'? ওদের সম্পাদক মহাশয়ের বিচারও সেইরূপ হ'য়ে যায়নি ত'? যা'ক্। তোমাদের ঠাকুরের পায়ে অগুন্‌তি দণ্ডবৎ প্রণাম, আর দাদা, সেই কথা—তোমরা আমায় একটু খাতির-দয়া কোরো। ইতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৫শে আশ্বিন, ১৩২৯ { ৮ম সংখ্যা

(প্রকৃতি-জন-পাঠ্য)

কলির আত্মকাহিনী।

আমার নাম কলি। আমার নাম সকলেরই সুপরিচিত। আমি অধর্ম্মবন্ধু হইলেও ধার্ম্মিকেরাই আমার মহিমা বিশেষ জানেন। সে অনেকদিনের কথা—যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন তিনি একদিন আমার একটী আচরণ স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া আমাকে পৃথিবী হইতে তাড়াইয়া দিবার যোগাড় করিলেন। কিন্তু আমি অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিলে তিনি দয়া-পরবশ হইয়া আমার থাকিবার জন্য চারিটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যথা—(১) দ্যূতক্রীড়া, (২) পান, (৩) স্ত্রীসঙ্গ ও (৪) প্রাণি-বধ। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, সব সময় ঐ চারিটী স্থানে পৃথক্ পৃথক্ থাকা অসুবিধা হইতে পারে, তখন পরীক্ষিৎ মহারাজের হাতে পায় ধরিয়া এমন একটী স্থান চাহিলাম, যেখানে ঐ চারিটী জিনিষই একসঙ্গে পাওয়া যায়। মহারাজ তখন আমাকে একখণ্ড স্বর্ণ দিয়া বলিলেন—এই স্থানে তোমার অভীষ্ট সবই পাইবে। ঐ স্বর্ণখণ্ড হইতে অনৃত, মদ, ক্রোধ ও শত্রুতা, এই পঞ্চবিধ রত্নও নির্গত হইল। তাস পাশা, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, এই সকলই আমার বিশ্রাম-স্থান। আজকালকার বিলাতের আমদানী রেস ও লটারী হাউসেও আমারই অধিষ্ঠান। রাজরাজড়ারা আমার স্থানকে বড় ভালবাসেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে স্বর্ণ সেখানেই আমি। নলরাজা, পুষ্কর যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, শকুনি, দিল্লীর বাদসারা, সকলেই আমার এই স্থানকে বহুমানন করিয়া অবশেষে সর্ব্বনাশ লাভ করিয়াছেন। এখনও আমার এই স্থানটির আদর, পথে যাইতে যাইতে

কত দোকানে, রাস্তায় ঘাটে তিলক-মালাধারীদের ছোটখাটো আড্ডায় দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার দ্বিতীয় স্থানটির কথা বলি। আমার এই স্থানটি বিচিত্রতাপূর্ণ। কোনও স্থানে তরল আকারে, কোনও স্থানে পত্র আকারে, আবার কোনও স্থানে ধূম্র আকারে। তবে আমার এই স্থানটির আদর সাধু বৈরাগীবেশধারীদের মধ্যেই খুব বেশী। এই সকল লোকেরা এতদূর আমার অধীন হইয়া পড়িয়াছে যে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমার এই স্থানটিকে বৈরাগ্য ও ভজনের সহায়ক বলিয়া প্রচার করে। কিন্তু যথার্থ সাধুরা বড় চতুর, তাঁহারা ধরিয়া ফেলেন। তাঁহাদের কাছে আমি কোনও রকমেই প্রবেশ করিতে পারি না। আমার এই স্থানটির মহিমা ধার্ম্মিকদের তন্ত্র-শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে :-

পূগপত্রৌ তাম্রকূটস্তথৈব মদিরা সুরা।
ক্রমবিদ্ধংসিনো হ্যেতে বলবচ্চোত্তরোত্তরাঃ॥
নাগবল্ল্যাঃ প্রবর্দ্ধন্তে বিলাসেচ্ছাঃ সুদুর্জ্জয়াঃ।
গুবাকেন সদা চিত্তচাঞ্চল্যং পরিদৃশ্যতে॥
তাম্রকূটাৎ মতিভ্রংশো জাড্যং বৈমুখ্যমেব হি।
গঞ্জিকাসেবনাৎ বুদ্ধিনাশঃ কেন বার্য্যতে॥
অহিফেনং ধূম্রপানং মাদকা চাতিসংহৃতা
স্বল্প কালে প্রকুর্ব্বন্তি দ্বিপদাংশ্চ চতুষ্পদান্॥
এতে চোপাসকাঃ শশ্বৎ বহির্ম্মুখেষু কল্পিতাঃ।
দুর্বৃত্তকলিনা সাক্ষাৎ শুদ্ধভক্তি-নিবৃত্তয়ে॥

তাম্বুল, গুবাক্, তামাক, গাঁজা, মদিরা, সুরা, এই সকল আসব ক্রমধ্বংসকারী। ইহারা উত্তরোত্তর বলবান্। পর্ণসেবনে সুদুর্জ্জয় বিলাসেচ্ছা বৃদ্ধি হয়। গুবাক্ দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্যের উদয় হয়। তাম্রকূট দ্বারা মতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হয়। গাঁজা সেবনে বুদ্ধিনাশ হয়। অহিফেন, ধূম্রপান, ও অই প্রকার মদিরা অল্প কালের মধ্যে দ্বিপদগণকে চতুষ্পদতুল্য করিয়া ফেলে। এই উপাধিসকল বহির্ম্মুখ জীবের ভক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য প্রবৃত্তি কলি সৃষ্টি করিয়াছে। ধার্ম্মিকদের তন্ত্রশাস্ত্রে আরও লিখিত আছে :-

সংবিদা কালকূটঞ্চ তামকূটঞ্চ ধুস্তুরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসং তাড়িকা তারিতা তথা॥
ইত্যাষ্টৌ সিদ্ধিদ্রব্যাণি ভক্তিহ্রাসকরাণি বৈ।
স্বকামা-সিদ্ধয়ে সাক্ষাৎ কলিনা কল্পিতানি হি॥

ভাং, কালকূট, তামাক, ধুতুরা আফিং, খজ্জুর-রস, তাড়ি ও গাঁজা—এই আটটী সিদ্ধি দ্রব্য। স্বকামা-সিদ্ধির জন্য কলি সাক্ষাৎ কল্পনা করিয়াছে।

এখন আমার তৃতীয় স্থানটির কথা বলি। এই স্থানটির নাম "স্ত্রী"। এই স্থানটী বড়ই লোভনীয়; কারণ, এই স্থানে আমার অধীনে সকল বস্তু পাওয়া যায়। এখানে মহাদেব একাদশ ইন্দ্রিয়েরই সমভাবে সেবা হয়, তবে যাহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা অল্প পত্নীর সঙ্গে যুক্ত বিহারাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আমার অধিকার নাই। যাহারা ভিন্ন, তাহারা কিন্তু আমার কবলে কবলিত। ইন্দ্রিয়পরায়ণ গৃহব্রত স্ত্রীভক্তগণ নানা প্রকারে কপট যুক্তি দেখাইয়া আমার স্থানের মায়া ছাড়িতে চাহে না। বেশ্যালয়, রঙ্গালয় প্রভৃতি স্থান ত আমারই রঙ্গভূমি। সেখানে আমার সমস্তগণ সহ অবস্থান করি। আবার আজকাল কতকগুলি লোক ডোর কৌপীন লইয়াও আমার এই স্থানটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা আমার এই স্থানের লোভ ছাড়িতে না পারিয়া তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া প্রচার করিতেছে। আমার আশ্রয়ে আসিয়া কতক-গুলি লোক বেশ্যাগমনাদিকেও আবশ্যক পাপকার্য্য বলিয়া থাকে। কেহ যুক্তি দিয়া বলিয়া থাকে, বেশ্যাদিগকে উপেক্ষা করিলে তাহাদিগকে অনাহারে

যাহার দরুণ সে পাপে ভুগিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন জগতের কেহই উপেক্ষার পাত্র নহে—বেশ্যার মাটিও এত পবিত্র যে তাহা মহামায়ার (দুর্গার) মূর্ত্তি গঠনে আবশ্যক হয় অতএব তথায় যাইতে কোনও আপত্তি নাই! কেহ কেহ রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির দোহাই দিয়া বেশ্যার সঙ্গও ধর্ম্ম-সাধনের সহায়ক বলিয়া প্রমাণ করে। আমারই আশ্রয়ে আবার কোন কোন ব্যক্তি রস-কীর্ত্তনের দল বাঁধিয়া কামিনী সংগ্রহ করিয়া থাকে। কেহ কেহ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতিকে দেখিয়া একাধিক বিবাহকেই ধর্ম্ম-সাধন বলিতে প্রস্তুত।

এইবার আমার চতুর্থ স্থানটির কথা বলব। নানাভাবে আমার এই স্থানটির আদর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজারা রাজ্য লইয়া পরস্পর মারামারি কাটাকাটি আমারই আশ্রয়ে করিয়া থাকেন। সে দিন যে বড় একটা যুদ্ধ হইয়া গেল, তার মধ্যে আমিই ছিলাম, জিহ্বার লোভে আমার এই চতুর্থ স্থানটিকে সকলেই আদর করে। যাঁহারা কিছু বিলেতী হাওয়া পেয়েছেন, আমার এই স্থানের আদর তাঁহাদের নিকট বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-সমাজেও খুব প্রচলিত; তিলক-মালাধারীর ও আমার এই স্থানটিকে তাহাদের সাধন-ভজনের সহায় মনে করে। আমার এই স্থানের সাহায্যে বল সঞ্চয় করা তাহাদেরও আবশ্যক হয়। মাতৃভক্তগণ জিহ্বার লোভ সামলাইতে না পারিয়া তাহাদের মা'র নাম দিয়া ধর্ম্ম বলিয়া আমার এই স্থানটির সদ্ব্যবহার করে। সাধুরা তাহাদের কপটতা ধরিয়া ফেলেন; আমার আশ্রিত ব্যক্তিরা কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে না; কারণ আমি তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দিয়া যাইব

ধনীর দুয়ারে আমি খুব পাকা আসর জমাইয়া বসিয়াছি; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরীক্ষিৎ মহারাজ আমাকে ঐখানে আর সকল অবস্থানের একত্র সমাবেশ করিয়া দিয়াছেন। তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা সাধুর আশ্রয়ে আছেন, সেখানে আমি থাকিতে পারি না। যেমন পরীক্ষিৎ মহারাজের ভয়ে আমি সর্ব্বদা ভীত; অম্বরীষ মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজের চৌদ্দ সীমানায়ও আমার স্থান নাই। বড় বড় রাজধানীতে আমার খুব আড্ডা আছে। গৌড় দেশের রাজধানী, যাহার আদ্য অক্ষর দুইটীতে আমার নাম আছে, সেখানেও আমি এতদিন খুব আড্ডা বাঁধিয়াছিলাম; মনে করিয়াছিলাম, চিরকাল এরূপ সুখেই কাটাইব। কয়েক বৎসর যাবৎ সেখানে গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডধারী সাধু বৈষ্ণবগণ আমাকে তাড়াইবার যোগাড় করিতেছেন। তাঁহাদের কাছে আমি কোন ছলেই প্রবেশ করিতে পারি না। তাঁহারা আমার চতুর্ব্বিধ স্থানের কোনটিকেই কোনভাবে আশ্রয় দেন না। অধিকন্তু, সকল লোককে আমার নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য সতর্ক করিয়া দিতেছেন। এখন আমি বড় শঙ্কিত আছি।

যাহা হউক, আমার নাম ধামের ত কিছু পরিচয় দিলাম। এখন আমার বিক্রমের কথা কিছু বলি, আমার বিক্রমের অনেক প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে বাহুল্য-ভয়ে কেবল কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করিব। কোনও হিন্দুস্থানী কবি আমার বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া এরূপ লিখিয়াছেন :—

সাচ্চা কহে ত মারে লাঠ্‌ঠা ঝুঠা জগৎ ভুলাই।
গো-রস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকাই॥
চোরকো ছোড়ে, সাধ্‌কো বাঁধে,
পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ, তেরি তামাসা,
দুখ্‌ লাগে আউর হাঁসি॥

ধন্য কলিযুগ, তেরি তামাসা,

দুখ্‌ লাগে আউর হাসি॥

হে কলি তোমাকে ধন্যবাদ! তোমার তামাসা দেখিয়া আমার হাসিও পায়, আবার কান্নাও আসে। এটা তোমারই রাজত্ব বটে! তোমার শাসনে যে সত্য কথা বলে, তাহার লাঠি খেতে হয়, আর মিথ্যাবাদীর কথায় জগতের লোক মুগ্ধ হয়। দুধ গলি গলি ঘুরিয়া বিক্রয় কর্ত্তে হয়, আর মদ ওয়ালা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকে, তাহার দোকানে কত খদ্দের! তোমার রাজ্যে চোরকে ছেড়ে সাধুকেই কারাগারে নিক্ষেপ করে, রাস্তার নির্দ্দোষ পথিককে ধরিয়া ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

গৌয়া দুকে কুত্তা পালে উনকো বাছুয়া ভুখা
শালেকো উত্তম খিলাওয়ে বাপ না পাওয়ে কথা
ঘরকা বহুর পিরীত না পাওয়ে চিত চারাওয়ে দাসী।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ্‌ লাগে আউর হাসি॥

ধন্য কলি, তোমার মহিমার বলিহারী যাই। তোমার তামাসা দেখিয়া দুঃখও হয়, হাসিও পায়। তোমার বশ হইয়া লোকে গো-বৎসকে অনাহারী রাখিয়া তাহার মাতৃদুগ্ধ দ্বারা ঘৃণ্য কুক্কুরকে পুষ্ট করে। পরমারাধ্য পিতৃদেবকে উপবাসী রাখিয়া শ্যালাকে চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় যোগায়। পতিব্রতা স্ত্রীকে ফেলিয়া দাসীর ন্যায় পরিত্যক্তা বারবনিতার সঙ্গে প্রেম করে।

একসময় জগতে আমার এতদূর বিক্রম প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, দলে দলে অসুরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিপথ ভ্রষ্ট করিয়া দিবার উপক্রম করিল। তখন ভগবানেরও চিন্তার কারণ হইয়া পড়িল। তিনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত শঙ্করকে অসুরগণকে মোহন করিবার জন্য মায়াবাদ নামক একটী কল্পিত মত প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। আমারই সাহায্য পাইয়া এইমত এখন বহু আকারে জগতে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। আমারই আশ্রয়ে শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ অভিমানে স্ফীত হইয়া অবর কুলজাত ব্যক্তিগণকে নানাভাবে পীড়ন করিতে লাগিল—হিংসা-পরবশ হইয়া উপযুক্ত অধিকারীকেও তাহার প্রাপ্য অধিকার দিতে বিমুখ হইল। এমনই আমার প্রভাব যে, লোকসকল স্বয়ং ভগবানের সেবা ছাড়িয়া দিয়া নানা দেবতার পূজায় রত হইল ও ভক্তিবিরুদ্ধ মতসমূহের দ্বারা চালিত হইতে লাগিল। আমার এমনই চক্রান্ত যে প্রকৃত সাধুগণ তাহাদিগকে সত্য কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও তাহারা উপেক্ষা করিল। ধার্ম্মিকেরা, জীবগণ যাহাতে আমার কবল হইতে রক্ষা পায়, তজ্জন্য কতই না ঔষধের ব্যবস্থা তাঁহাদের শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গেলেন, কিন্তু তাহা দ্বারা কি আমার করাল কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? আমার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া জীবের উর্দ্ধগতি-লাভের একটী অব্যর্থ ঔষধ আছে—তাহা শাস্ত্রে গোপ্য ছিল। সে প্রায় চারিশত বৎসরেরও অধিক কালের কথা। স্বয়ং ভগবানের পর্য্যন্ত আসন টলিয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে অবতীর্ণ হইয়া সেই অমোঘ ঔষধটী জীবের দুয়ারে দুয়ারে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। আমিও এদিকে জাল-ঔষধ তৈয়ার করিয়া আমার চরগণের সাহায্যে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যদিগের নিকট উহা বিতরণ করিতে লাগিলাম। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ মহাপুরুষ-প্রদত্ত ঔষধটীকে অতি ক্ষুদ্র মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলেন ও নানাবিধ বাহ্যচাকচিক্যপূর্ণ আমার ঔষধের আদর করিতে লাগিলেন। আমার এজেন্টগণের পরামর্শে কেহ মহাপুরুষ-প্রদত্ত ঔষধটী পাইয়াও প্লেগ, ওলাউঠা, মহামারী ও পাপ নিবারণের জন্য উহা ব্যবহার করিতে লাগিল—সুতরাং ক্ষুদ্র ফলেই

মুগ্ধ হইয়া রহিল—সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল লাভে বঞ্চিত হইল। সেই যতীশ্বর জীবকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তুমি এই অব্যর্থ ঔষধটী সুপথ্যের সহিত দান করিবে। কিন্তু তাঁহার কথা অমান্য করিয়া কেহ কেহ সুপথ্য গ্রহণ না করায় ঐ ঔষধটী দ্বারা স্বয়ং ফল পাইল না, অথচ তদ্দ্বারা খুব একটা রোজগারের পন্থা বাহির করিয়া লইল। আবার বলিতে লাগিল, কুপথ্য করিয়া ঔষধ-সেবনেও ফল পাইবে। লোভিগণের অনেক সুযোগ হইল। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিল না যে, তাহারা আমারই চক্রান্তে পড়িয়াছে। লোকে যাহাতে সন্ন্যাসি-প্রদত্ত অব্যর্থ ঔষধটির প্রকৃত সন্ধান না পায়, এরূপ নানাজাল আমি বিস্তার করিতে লাগিলাম। আমার বাহাদুরীর কথা আমি একমুখে আর কত বলিব?

ভবঘুরের উক্তি।

ওহে ব্রহ্মচারী ভায়া, ব্যাপার কি? পূজোর জন্যে মোটে এক হপ্তা আস্‌তে পারিনি, এরই মধ্যে তোমরা সব ভোল ফিরিয়ে ব'সে আছ? আগের হপ্তায় দেখেছিনুম, মঠ গুলজার; আজ একি ব্যাপার?—তোমরা মোটে দু'চার জন? আপিস হ'লেও না হয় বুঝ্‌তুম, সব ছুটীতে আছে। মঠেও পূজোর ছুটী লেগেছে নাকি? তা' পূজোর ছুটীও ত' শেষ হ'য়েছে, কৈ মঠে লোক কৈ? তোমাদের, স্কুল, কলেজ, দেওয়ানীর মত একমাস ছুটী নাকি হে? এই ছুটীতে সব ঢাকা-মঠে গিয়ে পড়েছে, নয়? সেখানে নাকি উৎসবে লেগেছে? ভাল, ভাল, তাই ত' বলি, তোমরা আছ মন্দ নয়। এই সে দিন জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে পুরীর মঠে মাস-ভোর উৎসব, তা'রপর সেদিন কলিকাতায় এত বড় উৎসবটা হ'য়ে গেল। আবার মাস ফিরতে না ফিরতেই উৎসব। বেড়ে, বাবা। এই উৎসবের হুড়োয় যে, তোমাদের দলে ঢুকে পড়্‌তে ইচ্ছে হয়। মঠও যেমন আটনটা, উৎসবও তেমনি স্থানে-স্থানে মাস মাস করে' বছর-ভোর লেগেই আছে। ভবঘুরেকে যদি পেটটার দায় থেকে খালাস দিতে পার, তাহ'লে সে তোমাদের একজন। কি বল, তোমাদের ঠাকুরকে বলে' আমায় নেবে হে? তবে ভায়া, একটা কথা আগেই বলে' রাখি, শেষকালে গোলমাল হওয়া ভাল নয়। বলাবলি আর কি, লোক তোমরা বড় এক রকমের। কেন রে বাপু, মঠ কি আর আমরা আর দেখিনি? আজকাল এই কয় বছরে কত নতুন নতুন মঠ হ'য়েছে। সবাই কি আর নিরিমিষ্যি খেয়ে মর্চ্ছে? সে বেশ, বাবা। নিরিমিষ খেতে চাও? বহুৎ আচ্ছা, খাও। চপ্‌ কাটলেট খেয়ে সন্নিসিগিরি দেখাবে? বেশ, সেই ত চাই। পান তামাকে মৌজ করে বস্‌তে চাও? ভাল, আপত্তি কি? আর, এল্‌কহল্‌, ভাইনামগেলেসিয়া—তা' ওষুধ বলে' না হয় একটু চালালেই, তাতেই কি ক্ষতি? আর স্বয়ং গঞ্জিকা—আহা সে ত' সন্নিসীর চাইই। এই ত' বাবা, আমরা দেখে' আস্‌ছি। তোমাদের যেন ভিন্ন গরুর ভিন্ন মঠ। "ও মশাই, না, না, না, চুরুটটা বাইরে ফেলে' ভিতরে আসুন।" না পান, না সুপুরি, না মসলা, না দোক্তা, না নস্যি তামাক জরদা—কোন আকারেই না, চা নয়, কফি নয়, সিদ্ধি, মদ ত' নয়ই—কিরে বাবা, লোক-মারা কল নাকি? একটা না একটা না হ'লে লোক থাকে কি-নিয়ে? কি এক বুলি ধরেছ, প্রসাদ ছাড়া কিছু খাবে না। অমন ঠাকুরের দো'র ধর কেন, বাবা? আর কি ঠাকুর নেই? কেন, আর সবাই কি ধর্ম্ম কর্চ্ছে না? বাবা, ও দিকে কেমন মজা! ঢাল. মুড়ো চালাও, আর স্বয়ং ছাগেশ্বরীর বাচ্ছার যদি যোগাড় কর্‌তে পার ত' বাহবা! আরও কত কি বাবা? কেমন. মজা—ধর্ম্মকে ধর্ম্ম হ'ল, আর সব সখ্‌ বজায় রইল, এর চেয়ে কি আর সুবিধে হ'তে আছে? ভায়া হে, তোমরাও বলে' কয়ে, যদি এই সব

গোপনেও চালাবার মত করিয়ে দিতে, তোমাদের দলে কত লোক হ'ত? এমন কর্ম্মে মঠে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বাড়ে, দলে গেরস্তও যে কত হয়, তা'র সংখ্যা থাকে না।

তা' নয়, তোমরা খাঁটী লোকটী না হ'লে নেবে না। চা না, পানটী না, চুরুটটী না, এমন কি হর্ত্তুকিটী পর্য্যন্ত না। আরে, বাবা, পান ত' তোমরা ঠাকুর-কেও দাও। তবে তাঁ'র প্রসাদ পাও না কেন রে, বাপু? ঐ তোমাদের গোঁড়ামীতেই ত' লোক চটছে। আর হর্ত্তুকী, এ ত' মুখশুদ্ধি পবিত্র জিনিষরে বাপু! এর উপরেই বা এত কড়া কেন? কি এক ধুয়ো ধ'রেছ—জিহ্বা-বেগ। পান, হর্ত্তুকী, সব বিলাসোপ-করণ—প্রসাদ বলিয়া প্রণাম করিতে হয়, কিন্তু গ্রহণ করিলে জিহ্বার বেগ বাড়ে। 'ভগবানের বিলাসের জিনিষ আমাদের ভোগ্য নয়। তিনি গোপী লইয়া বিহার করেন ব'লে' আমরাও কি গোপীর খোঁজ ক'রব?' হাঁ, কথাটা বলেছ মন্দ নয়। প্রসাদ বলে' বাবাজীরা সব মজা লোটেন মন্দ নয়। লাকরা খাঁটের সময় বাবাজীগুল' (ভায়া, তা' বলে' তোমাদের বাবাজীদের কথা বলছিনা। তোমাদের যে বাবাজী মশাইর সেদিন হঠাৎ গিয়ে মঠে দেখা পেলাম, তাঁ'র যে রকম বৈরাগ্য দেখেছি, তাতে অতি পাষণ্ডও তাঁ'কে দণ্ডবৎ দিবে। এই সাধারণ বাবাজী গুল'র কথা বলছি—তাদের হাতমুখ প্রথম প্রথম বড় চলে না। যেই মালপুয়ো, পায়েস, দই সন্দেশ পাতে পড়েছে, আর বাবাজীদের উৎসাহ দেখে কে? ঘন ঘন ধ্বনি, ঘন ঘন হুঙ্কার, 'না' আর বলে না। তা' বাবাজীদের কাকেও কাকেও ৪০।৫০টা রসগোল্লাও গলায় ফেলতে দেখে অবাক্ হ'য়েছি। ভায়া, অনেক খবর রাখি হে, তার জন্যে খাতির ক'রো। একেও তা'রা প্রসাদ-সেবা বলিয়া চালায়। তেমনি পান সুপারি, নয়? তাই, তোমরা বাদ দাও, বুঝিছি। তা' হোক্, অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ঐ ভয়ে আমি তোমাদের মঠে থাকতে রাজী নই। যা'ক্, দেখি, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়? তোমাদের ঠাকুর মশায় নাকি বৃন্দাবনে? সেখানেও তোমাদের মঠ আছে নাকি? তোমাদের এক এক মঠ ত' নয়, এক এক কেল্লা। কেল্লায় ব'সে তোপ দাগছ, ভায়া, আর সব ভাড়াটেদের দল, দুষ্ট বাবাজীর দল, নদীয়ায় গ্রামপত্তনওয়ালার দল, ভাগবত-নামে থিওসফি-বক্তার দল, গৃহি-বাউলের দল—আর কত বলব—সব থেকে থেকে চমকাচ্ছে। তাই, তোমাদের মঠ বাড়লে লোকের চোখ টাটায়। যা'রা যা'রা গলদ নিয়ে সাধুগিরি দেখাতে যায়, সবাই তোমাদের ভয় করে। সত্যি সত্যি ভাল লোকে কিন্তু তোমাদের ভালই বলে, আমি কি কর্ব্ব, তাই ভাবছি। কি জানি, আমার কি ভবঘুরেগিরি ঘুচবে? তোমাদের ঠাকুর এখানে এলে একবারটী গিয়ে চরণধূলো নিয়ে আসব।

বাঙ্গলা শিল্প-সাহিত্য।

(মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার-লিখিত)

রসায়নাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র অন্ন-সমস্যা লইয়া যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বাঙ্গালীর মন আকর্ষণ করিতেছেন, তাহা কি উলুবনে মুক্তা ছড়ান হইবে, না, আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে অগ্রসর হইব? কেবল হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া চীৎকার করিলে এই কঠিন জগতে কেহ ত আমাদিগকে ভিক্ষা দিবে না! নানাপ্রকার কাজে নামিয়া আমাদের জীবন-সংগ্রামে যুঝিতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে কেবলমাত্র কতকগুলি উচ্চজাতি লইয়া বাঙ্গালী-সমাজ গঠিত নয়, বা কতকগুলি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সন্তান লইয়া বাঙ্গালী 'জাতি নয়। যেমন, এই সকল লোকের মেধা ও কর্ম্মক্ষমতায় জাতির উন্নতি নির্ভর করিতেছে, সেইরূপ বাঙ্গালী চাষী, মিস্ত্রি, মজুর, শিল্পীর কর্ম্মপটুতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালী ছুতার, কামার, ভাইসম্যান্, ফিটার, ড্রাইভার, ধোবা, মুচি, মিস্ত্রি, কুমার, তাঁতি ইত্যাদি নানারূপ কর্ম্মী, যাহাদের লইয়া সভ্য সমাজ, তাহাদের জন্য আমরা ইংরা ভাবাপন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক কখন ত বিশেষভাবে মাথা ঘামাই না। কিন্তু অন্যান্য দেশের লেখাপড়া-জানা আমাদেরই ন্যায় মধ্যবিত্ত লোকেরা নিজেদের দেশের কারিকরদিগের উন্নতির জন্য কেবল যে শিল্প বিদ্যালয় ইত্যাদি খুলিয়া নিরস্ত, তাহা নয়,

কিন্তু সরল ভাষায় নানারূপ কারিকরী বিষয় লইয়া পুস্তক প্রণয়ন করিয়া থাকেন। এই সকলের সাহায্যে মিস্ত্রি, মজুরেরা নিজের নিজের ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গীন হইয়া, দেশের ও দশের প্রভূত উপকারে আসে। আমাদের একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শিল্প বিদ্যালয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে একশত বৎসরেও আমরা বিশেষ কিছু অগ্রসর হইতে পারিব না। ভাষার সাহায্যে ঘরে ঘরে শিল্পবিদ্যার প্রসার বৃদ্ধি করা আরও দ্রুত হইবার সম্ভাবনা।

বাঙ্গলাভাষা, বাঙ্গলাভাষা বলিয়া আমরা বড়াই করি, কিন্তু বলি, জীবন-সংগ্রামে এই বাঙ্গলা যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের কতখানি কাজে লাগে? যদি নাই লাগে, সে দোষ কাহার? বাঙ্গলায় পদ্য, গদ্যসাহিত্য, কিঞ্চিৎ ইতিহাস, আর ছাবলা অন্তঃসারশূন্য লোকের নিত্যসহচর নভেল, নাটক, প্রহসন খুব বেশীপরিমাণে রোজ ছাপাখানা হইতে আসিতেছে, কিন্তু যেরূপ পুস্তকের সাহায্যে লোকে করিয়া খাইবার পথ কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হয়তাহার অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। একচক্ষুহীন মানুষের ন্যায় বাঙ্গলা ভাষা এখনও কাণা। মানসিক উন্নতি ও অবনতির জন্য ভাষার বেশ পুষ্টি হইতেছে, কিন্তু আর্থিক উন্নতি, যাহার অভাবে সমগ্র জাতটা আজ মুমুর্ষু, সে সম্বন্ধে একেবারে নিস্পন্দ।

এই যে জগতের এত বড় একটা আশ্চর্য্য ইঞ্জিন বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে তাহার কোন কথা জানবার যো নাই। বলি, বঙ্গভাষাভাষী কাহার জোরে ইয়োরোপ এত সমৃদ্ধিশালী, তাহা জানেন কি? কাহার ভেল্কীতে ভারতের, শুধু ভারতের কেন পূর্ব্ব জগতের সুনিপুণ শিল্পী, মিস্ত্রি, মজুর লক্ষীছাড়া হইল, তাহার খবর রাখেন কি? যেন ঐন্দ্রজালিক, রূপকথার আলাজদিনের প্রদীপের ন্যায় মানুষকে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, কাল ও দুরত্বের ব্যবধান নাশ করিয়া যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, মাতৃ-ভাষায় তাহার কি পরিচয় পা'ন্? কে আপনার ঘরে বিজলী দিয়া রাত্রিকে দিন করিতেছে, অসহ্য গরমের সময় বসন্তের মলয় হিল্লোল বহাইয়া দিতেছে, তাহার পরিচয় জানিতে আপনার কখনও ইচ্ছা হয় না? এই নভেল-নাটক প্লাবিত বাঙ্গলা দেশে যাহার জন্মকথা গল্পের চেয়ে মনোমুগ্ধকর, যাহার আলোচনায় আপনার পার্থিব উন্নতি হইতে পারে, এমন যে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী কলকজারূপিণী ইঞ্জিন, তাহার কথা বাঙ্গালায় নাই। মানবের অলৌকিক উদ্ভাবিনী শক্তির সাহায্যে মহাসত্তার আবিষ্কার ফলে আজ পঙ্গুর পক্ষে গিরি লঙ্ঘন করা কাহিনী কিম্বা স্বপ্ন নয়, তাহার আলোচনা আমাদের বড় সাধের বাঙ্গালায় নাই! যাহা লইয়া উন্নতিশীল পাশ্চাত্য ভাষাসমূহে অসংখ্য পুস্তকাদি লিখিত হইয়াছে, এহেন ইঞ্জিন সম্বন্ধে জননী বঙ্গভাষা নীরব। এখন ব্যাপার বুঝুন, আমরা কোথায়। এই বিষয়ে এমন কি গুজরাটী, মারাঠী ভাষাও অধিক সম্পৎশালী। ঐ সকল ভাষারও ইঞ্জিন সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখিত কয়েকখানি পুস্তক আছে। আমাদের কিছুই নাই। অথচ এইরূপ পুস্তকের সাহায্য পাইলে বাঙ্গালী মিস্ত্রি ইত্যাদির প্রভূত উপকার হয় তাহারা ভাল করিয়া কাজ শিখিয়া অন্যান্য জগতের কারিকরদিগের সঙ্গে যুঝিতে পারে। আমি দেখিয়াছি, বাঙ্গালী মালিকের কলে (যেমন তেলের, ধানের, ময়দার, গুরকীর ইত্যাদি) অর্দ্ধশিক্ষিত মিস্ত্রির দ্বারা অনেক ইঞ্জিনের সর্ব্বনাশ সাধন হয়। কেবল যে তেল, কয়লা ধ্বংশ করা হয়, তাহা নহে, পরন্তু ইঞ্জিন ও বয়লারের প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়। কেন? ইহা কি খালি মিস্ত্রির দোষে, না তাহার শিক্ষার অভাবে? অধিকাংশ কারিগর অনেকদিন ধরিয়া কাজ করিতে করিতে ঠেকিয়া যে সকল বিষয় জানিতে পারে, সেই সকলের অনেকগুলি সহজ, সরল ভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহায্যে অতি অল্প সময়ে শিক্ষা করা যায়।

ইঞ্জিনের মিস্ত্রির সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা প্রত্যেক শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে খাটে। ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যা ছাড়া অন্যান্য বিদ্যার পুস্তক সম্বন্ধে আমার আলোচনা করিবার ক্ষমতা নাই। দেশের মিস্ত্রী মজুরদের মধ্যে কাজ করিয়া ও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের কতকগুলি অভাব বিশেষ অনুভব করিয়াছি। যদিও প্রাইমারী শিক্ষা কম্পালসারি

হয় নাই, তবুও আজকাল মিস্ত্রি মজুরদের মধ্যে অক্ষর পরিচয় ওয়ালা অনেক লোক পাওয়া যায়। এমন কি নির্ম্মম জীবন-যুদ্ধের ফলে, সুখের কথা বলিতে কি, অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানও কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ হেতুড়ে কাজে যোগ দিতেছে। ইঁহাদের আর্থিক উন্নতি নিজ নিজ কর্ম্ম-পটুতার উপর নির্ভর করিতেছে। হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিজ ব্যবসায়-সংক্রান্ত পুস্তক-পাঠের সাহায্যে এই পারদর্শিতা লাভ করিতে বিশেষ সহায় হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় এইরূপ কোন পুস্তক নাই বলিয়া তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরে থাকিয়া যায়।

বড় গবেষণাপূর্ণ বিজ্ঞান-পুস্তকের এখনও বিশেষ প্রয়োজন আসে নাই। কিন্তু বিলাতে যেরূপ সস্তায় নানারূপ দরকারী তথ্য-পরিপূর্ণ, সহজ সরল ভাষায় নক্সা দিয়া বুঝান পুস্তক আছে, সেইরূপ পুস্তক-প্রকাশের দ্বারা আমরা অল্পশিক্ষিত বাঙ্গলানবিশী, মিস্ত্রি মজুরের প্রভৃত উপকার করিতে পারি। কোন কোন বিষয়ে ইতিমধ্যে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আমার যতদূর জানা আছে, নিম্নলিখিত বিষয়ে পুস্তক ছাপা হইয়াছে।

১। বস্ত্রবয়ণ।
২। ঘড়ি-মেরামতী।
৩। জল-সরবরাহ
৪। ইমারত ও জরীপের কাজ
৫। রসায়ণাচার্য্যের দেশী রং।
৬। মোটার শিক্ষক।
৭। সাইকেল-মেরামতী।
৮। ইলেকট্রিকাল্ ইঞ্জিনিয়ারিং।

উপরিউক্ত বিষয়ে আর নূতন করিয়া আপাততঃ কোন পুস্তক লিখিবার আবশ্যক নাই। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া পুস্তক-প্রণয়ণ বিশেষ দরকার—

১। নানারূপ ইঞ্জিন ও বয়লার (ষ্টিম, অয়েল, গ্যাস, ইঞ্জিন, টারবাইন্ ইত্যাদি)

২। কারখানার কাজ যথা ঢালাই, কামার, ও নানারূপ মেশিনে বর্ণনা-কাজ করিবার পদ্ধতি।

৩। কেজো যন্ত্র-বিদ্যা (applied mechanics)

৪। কলকব্জার নক্সা প্রস্তুত করণ (machine drawing)।

৫। কুমারের কাজ।

৬। রংদারের কাজ।

৭। নাবিকের কাজ (জাহাজ চালনা ইত্যাদি)।

বাঙ্গালী গরীব বলিয়াই হউক, কিম্বা বাঙ্গালীর আত্মঘাতী শিক্ষার অন্তঃসার-শূন্যতার ফলেই হউক্ টেক্‌নিকাল পুস্তক বড় চলে না। কিন্তু আমি জানি, বোম্বায়ে পার্শী ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার বরুচা গুজরাটী ভাষায় মেকানিকাল্ ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে ৩০২ খানি নক্সা সম্বলিত ১২০০ পাতার একখানি পুস্তক সংকলন করেন। ইহার এখন তৃতীয় সংস্করণ পর্য্যন্ত হইয়াছে। ইহার ফলে কেবলমাত্র গুজরাটী-নবিশী সম্পূর্ণ ইংরাজী-অনভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারিয়াছে। প্রসিদ্ধ হলাণ্ড শিল্প কমিশনে (Holland Industrial Commission) বঙ্গের কোন এক ইংরেজ কলওয়ালা বলেন যে, ভারতবর্ষের শিল্পীদের উন্নতিকল্পে ভার্ণাকুলার শিল্প-সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক প্রকাশ করা বিশেষ আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট করুক্ আর না করুক্, আমাদের দেশে অনেক সদাশয় ধনী ব্যক্তি আছেন, একটু মুক্তহস্ত হইলেই দেশকে সাহায্য করিয়া উপকৃত করিতে পারেন।

ভাই বাঙ্গালী! আর তুমি কতদিন অন্তঃসার-শূন্য থাকিবে? নিধুবাবুর টপ্পা কিম্বা সেই টপ্পার নানারূপ সংস্করণ ব্যতীত কাজের কথা কবে তোমার মন জয় করিবে? রত্নগর্ভার সন্তান হইয়াও তুমি যে আজ পথের কাঙ্গালী! তোমার শরীরে বল নাই, পেটে ভাত নাই, মনের জোর নাই, সাধনার চেষ্টাও নাই, তাই কি তুমি নাটক নভেলের নেশায় ভরপূর থাকিয়া সব জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছ? কেন তুমি আজ এরূপ আত্মহারা হইলে? তুমি যে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, পলে পলে আত্মহত্যা করিতেছ, তুমি আজ ঘরে-বাহিরে রিপু-পরিবেষ্টিত। নেশা ছাড়, মনকে একটু স্থির করে' যে শিক্ষা গভীর চিন্তার উদ্রেক করে, তাহাই ধর।

(হরিভজন-পাঠ্য)

ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুগীতি।

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত ভিক্ষুর ইতিহাস হইতে আমরা অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হই।

পূর্ব্বকালে অবন্তিনগরে এক ব্রাহ্মণ কৃষি-বাণিজ্য দ্বারা বহুধন সঞ্চয় করিয়া সম্পত্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অতি কদর্য্যচরিত্র ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় দেবতা সকলেই তাঁহার কোপন স্বভাব, বিত্ত-কার্পণ্য প্রভৃতি অসদ্গুণের জন্য তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। এইরূপে উভয়লোক-ভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার বহু পরিশ্রম-লব্ধ অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সকলেই তাঁহার উপর বিরূপ। সেই জন্য সকলেই তাঁহাকে উদ্বেগ দান করিতে লাগিল। জ্ঞাতিরা কিছুধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, কিয়দংশ দস্যুগণ, কিয়দংশ অপরে, কতক রাজা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ দৈব দুর্ব্বিপাকে নষ্ট হইয়া হইয়া গেল। তখন ধননাশ-সন্তপ্ত ব্রাহ্মণের সৌভাগ্যক্রমে বৈরাগ্যোদয় হইল। তখন তিনি বুঝিলেন— যিনি আত্মা, ধর্ম্মকৃত্য, পুত্রদার, দেবতাতিথি, ভৃত্যবর্গকে কার্পণ্য দ্বারা পীড়া প্রদান করেন, এরূপ কদর্য্য ব্যক্তির ধন-সম্পত্তি সুখের কারণ হয় না। ইহলোকে অনুতাপ, পরলোকে নরকই তাহাদের প্রাপ্য হইয়া উঠে। অর্থোপার্জ্জন ও বর্দ্ধনে প্রয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয় ও উপভোগে ভীতি এবং নাশে ভ্রম হইয়া থাকে। আর পঞ্চদশ প্রকার অর্থ-ঘটিত, অনর্থ যথা—চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য। অতএব মঙ্গলার্থী ব্যক্তি যেন অর্থরূপ অনর্থ হইতে দূরে থাকেন। অর্থের নিমিত্ত ভ্রাতা, দার পিতা, সুহৃদ্ প্রভৃতির মধ্যে ভেদ জন্মে এবং অতিপ্রিয় ব্যক্তিও শত্রুরূপে পরিণত হয়। অমরগণেরও প্রার্থনীয় দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া তাহাকে অনাদরপূর্ব্বক অর্থাৎ তরুগণের ন্যায় জীবন-ধারণে, ভস্ত্রার (হাপর জাঁতার) ন্যায় মাত্র শ্বাস-গ্রহণে, পশুগণের ন্যায় আহার-বিহারেই রত থাকিয়া ভগবদ্ভক্তির অভাবে জীবনের ব্যর্থতা ঘটাইয়া সেই দুর্লভ জন্মকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক হরিভজনরূপ আত্মার স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া অশুভ নিরয়-গতিই অনর্থনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রাপ্ত হন। এতকাল কেবল অর্থ-চিন্তায় প্রমত্ত থাকিয়া আমার বয়স, বল, অর্থ, সব গেল,—কিছুই থাকিল না। আর প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুমুখে পতনোন্মুখ নরের ধন-কোষাদিদ্বারা কি সুবিধা হইবে? অতএব নিশ্চয়ই সর্ব্বদেবময়, ভগবান্ আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া আমাকে এই দশায় আনিয়া আত্মার প্লব অর্থাৎ সংসার-সিন্ধু-তরণীরূপ বৈরাগ্য দিয়াছেন। এই মনে করিয়া অহঙ্কার-মমতারূপ হৃদয়-গ্রন্থি মোচন করিয়া ভগবন্নিষ্ঠ, শান্ত ভিক্ষু হইলেন। তখন অসজ্জন-গণ সেই বৃদ্ধ মলিনবসন ভিক্ষুকে দেখিয়া নানাপ্রকারে অপমান করিতে লাগিল। কেহ তাঁহার ত্রিদণ্ড, কেহ পাত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ আসন, কেহ কন্থা, কেহ তাঁহার চীর বসন লইতে লাগিল। এমনকি, কেহ তাঁহার মস্তকে মূত্র ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। এত নির্য্যাতনেও তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকায়, তাহারা অত্যাচার আরম্ভ করিয়া শেষে গাত্রে রজ্জু বন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বা তাঁহাকে ধর্ম্মধ্বজী শঠ, স্বজন-পরিত্যক্ত বলিয়া তিরস্কার করিল, কেহ বা পরিহাস করিল। তিনি এই সকল দুঃখকে ভোক্তব্য কর্ম্মফল বলিয়া ধৈর্য্য-সহকারে সহ্য করিতে থাকিয়া এই গাথা সর্ব্বত্র গাহিতে লাগিলেন, —লোক, দেবতা, গ্রহ, কর্ম্ম বা কাল ইহারা

দুঃখ দেয় না, মনই সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সত্ত্বাদি গুণবৃত্তিসমূহ সৃষ্টিপূর্ব্বক ত্রিগুণাত্মক বিবিধ কর্ম্ম উৎপন্ন করে। সেই কর্ম্মফলেই জীব স্বানুরূপ দেব-তির্য্যক্-নরাদি গতি লাভ করে। জীব স্ব লিঙ্গ শরীর মনকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া গুণসঙ্গক্রমে কামসেবা-মুখে সংসারে নিবদ্ধ হ'ন। সুতরাং মনোনিগ্রহই আবশ্যক। উহাই সর্ব্বধর্ম্মের লক্ষ্য শ্রেষ্ঠযোগ। যাঁহার মন সমাহিত ও প্রশান্ত হইয়াছে, দান, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, শ্রৌতকর্ম্ম, ব্রতাচরণ প্রভৃতিতে তাঁহার প্রয়োজন কি? আর যদি মনই অসংযত অর্থাৎ রজোগুণে বিক্ষিপ্ত হয় এবং আলস্যাদি তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই বা দানাদি দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হইল? আর স্বতন্ত্রভাবে ইন্দ্রিয়-দমনের চেষ্টারও আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রিয়গণ মনের বশ, সুতরাং মনকে বশতাপন্ন করিতে পারিলেই নর সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিজেতা হ'ন। অতএব মনকে জয় না করিয়া যে ব্যক্তি মনুষ্যকে শত্রু মিত্র উদাসীন জ্ঞানে ব্যবহার করে, সে মূঢ়। স্বীয় দন্ত দ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া বেদনাজন্য অন্য কাহার উপর কোপ হইতে পারে? সেইরূপ সুখ দুঃখ উপলক্ষে কাহারও প্রতি অনুরাগ বা কোপ অবিধেয়। শত্রু মিত্র উদাসীনরূপ এই যে সংসারসম্বন্ধ, ইহা অজ্ঞান-কৃত মনের ভ্রম, সুতরাং জীবের সুখদুঃখদাতা অন্য কেহই নহে, উহা আত্ম-বিভ্রম মাত্র। অতএব শ্রীভগবান্ হরিতে মনকে আবিষ্ট করিয়া ভক্তিযোগে মনোনিগ্রহ করিলে আর সুখ-দুঃখ-ক্লিষ্ট হইতে হইবে না। এই ভাবিয়া পরমাত্মনিষ্ঠাবলম্বনপূর্ব্বক সেই ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু শ্রীমুকুন্দচরণ-সেবা দ্বারা দুরন্তপার তম উত্তীর্ণ হইবার জন্য যত্নশীল হইলেন।

"এ কেমন পাগল"।

দ্বিতীয় রজনী।

পরদিনও সন্ধ্যার কিছু পরে আমি পাগলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সমস্ত দিবস পাগলের গভীর জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া হৃদয়টা কিছু শান্তভাবাপন্ন হইয়াছিল। সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া গতকল্যকার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলে পর, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস, গতকল্য যে সমস্ত কথা আলোচিত হইয়াছিল, সব মনে আছে ত?"

আমি বলিলাম, "ঠাকুর, সমস্ত কথা মনে না থাকিলেও অনেক কথাই আমার স্মরণ-পথে আছে। জীব যে একটী বাস্তব বস্তু, তাহা আমি একরূপ হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিয়াছি। অদ্য সেই সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবেন বলিয়াছিলেন। দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিন্।"

তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধার্ব্বিকাগিরিধারীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মনোযোগ-সহকারে শুন, আমি শ্রীভগবানের আদেশ-পালনে চেষ্টা পাইতেছি,—

শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন;—

'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃখং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

অর্থাৎ, বাস্তব বস্তু যে জীব, তাহা আমার পরা বা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি-পরিণত। সেই জীব নিত্য, শুদ্ধ এবং সনাতন। স্বেচ্ছাময় পুরুষ যে আমি, আমার অংশ হেতু সে চিন্ময় বলিয়া তাহারও স্বাতন্ত্র্য আছে। তবে,—

কেশাগ্র-শতভাগস্য শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥

অর্থাৎ, একটী কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া পুনরায় তাহার একাংশকে শতভাগ করিলে, তাহার যে পরিমাণ হয়, সেইরূপ আমার সহিত তুলনায় জীবের সূক্ষ্মত্ব। সুতরাং, আমার স্বেচ্ছাময়ত্বের তুলনায় তাহার স্বেচ্ছাময়ত্বও তদ্রূপ। এইরূপ সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত জীব আমার মায়ার দ্বারা বশযোগ্য। সেই জীব যখন শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করে, তখন সে নিত্য কাল আমার সহিত বৈকুণ্ঠবাস করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন সে তাহার ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাময়ত্বের অপব্যবহার করিয়া, আমাকে ছাড়িয়া নিজেই ভোক্তা, এই বুদ্ধি করিয়া আমার গুণময়ী মায়ার প্রতি নিরীক্ষণ করে, তখনই আমার দৈবী মায়া অর্থাৎ আমার উপরি উক্ত অষ্ট প্রকার মায়িক প্রকৃতি, যথা,—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

"কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥"

প্রথমতঃ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক একটী সূক্ষ্ম আবরণ—যাহাকে লিঙ্গদেহ বলে, তৎপরে ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুদ্ব্যোমাত্মক একটী স্থূল আবরণ—যাহাকে জড় দেহ বলে, এই দুই প্রকার দেহদ্বারা সেই জীবস্বরূপটী আচ্ছাদিত হইয়া যায় এবং এই মায়িক জগতে আসিয়া ভোগসুখ-প্রাপ্তির লালসায় ইতস্ততঃ ধাবিত হয়।

প্রথমতঃ, এই জড়ীয় স্থূল দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করে,—মনে করে আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি অন্ত্যজ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি গৃহস্থ, আমি বানপ্রস্থ, আমি সন্ন্যাসী, আমি পশু, আমি পক্ষী, আমি কীট, আমি পতঙ্গ, আমি পণ্ডিত, আমি ধনী, আমি মানী, বা আমি দরিদ্র, আমি কাঙ্গাল, আমি অমানী ইত্যাদি—ইহাই হইল অহঙ্কার।

দ্বিতীয়তঃ, মনের দ্বারা সংকল্প করে যে, রাজা হইলে, বা ধনী হইলে, বা মানী হইলে, বা কামিনী পাইলে আমার বেশ সুখ হইবে; অথবা রাজা না হইলে, বা ধনী না হইলে, বা মানী না হইলে বা কামিনীর অভাবে আমার সুখ হইবে, এইরূপ বিকল্প করিতে থাকে—এই সংকল্প ও বিকল্পই মনের ক্রিয়া।

তৃতীয়তঃ, বুদ্ধি দ্বারা ঐ সমস্ত প্রাপ্তি বা তাহাদের উপায় উদ্ভাবন অথবা ইহার দ্বারা এই জন্য আমার সুখলাভের সম্ভাবনা নাই, উহার দ্বারা ঐ কারণে আমার লাভের সম্ভাবনা কম, সুতরাং ঐ তৃতীয়টীর দ্বারা এই নানা কারণে আমার যথেষ্ট লাভ ও সুখ হইবে, এইরূপ নানা প্রকার বিচার করিয়া থাকে—ইহাই হইল বুদ্ধির ক্রিয়া।

এইরূপে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহের কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তখন বায়ু স্থূলদেহকে চালিত করিয়া নানারূপ দেহসুখ বা জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তিলাভের জন্য সর্ব্বদা মতিচ্ছন্নের ন্যায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়।

"পিশাচী পাইলে যেমন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব-উদয়॥"

কিন্তু হায়, দুর্ভাগা জীব বুঝেনা যে, এই জগৎ মায়িক বা অনিত্য। এখানে নিত্যসুখ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। যাহা আছে, তাহা ক্ষণিক এবং পরে নিরানন্দই আনিয়া দেয়। বদ্ধজীব এই নিরানন্দকেই নিত্যানন্দ-জ্ঞানে ধাবিত হয় বলিয়া, সাধুগণ ইহাকে মায়া-মরীচিকা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেরূপ জলপানের ইচ্ছায় মরীচিকা দেখিয়া জলভ্রমে তাহা পান করিতে ধাবিত হয়; কিন্তু জলপান দূরে থাকুক, ছুটিতে ছুটিতে তাহার পিপাসাই বৃদ্ধি পাইয়া যায়, জল আর মিলে না, সেইরূপ মায়ামুগ্ধ জীব মায়া-মরীচিকায়

পেছু পেছু সুখ-লাভেচ্ছায় অনবরত ছুটিতে থাকে এবং অবশেষে ঐ তৃষ্ণার্ত্ত হরিণের দশাই প্রাপ্ত হয়। একবার এটা, এটা ছাড়িয়া আবার 'ওট', 'ওটা ছাড়িয়া আবার সেটা,—সুখেচ্ছায় এরূপ এক ছাড়িয়া আর এক ভোগ করিতে দৌড়ায়, কিছুতেই তৃপ্তি-বোধ হয় না; কারণ, এই মায়িক জগৎ জীবের নিত্যস্থান নয় বলিয়া জীবের তৃপ্তির বস্তুও এ জগতে নাই। যেরূপ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী স্বর্ণ-পিঞ্জর ও নানা সুস্বাদু আহার্য্য পাইলেও বন ব্যতীত তাহার তৃপ্তি অসম্ভব, সেইরূপ মায়াবদ্ধ জীবকে নানা প্রকার জড়ীয় ঐশ্বর্য্য তৃপ্তি-বিধানে অসমর্থ। যেমন, প্রবাসী বিদেশে নানা প্রকার মনোহর দ্রব্য পাইলে ও স্বগৃহ-অভাবে সমস্তই তাহার নিকট অতৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ জীব এই মায়িক জগতে প্রবাসী হইয়া শান্তির বিষয় অহর্নিশ খুঁজিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না।

"মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে।"
"কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্তে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য কভু দাস প্রভু॥"

এইরূপে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপে নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে।

সে যাহা হউক, আমাদের আলোচনার বিষয় হইতেছে—"জীব কে?" এখন বুঝিতে পারিলে ত জীব এই স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ নয়। জীব এতদতিরিক্ত একটী বিভিন্ন বস্তু। আমরা কথায় বলিয়া থাকি, 'আমার দেহ, আমার মন,' সুতরাং 'আমি' বস্তুটী এই দেহও নহি বা ঐ মনও নহি। 'আমি' বস্তুটী আত্মা—ঐ আত্মাই জীব। সেই জীবের একটী নিত্য স্বভাব আছে, তাহাই তাহার নিজ ধর্ম্ম। জলের যেমন শৈত্যের সংস্পর্শে কাঠিন্য-ধর্ম্ম উপস্থিত হয়, তদ্রূপ জীবের মায়ার সঙ্গ লাভ হইলে তাহার নিত্য স্বরূপের ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া পড়ে। ঐ বিকৃতস্বভাব বা নিসর্গ ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া স্বভাবের মত পরিচয় দেয়। কিন্তু তাহা তাহার স্বভাব বা ধর্ম্ম নহে—তাহা নিসর্গ। নিসর্গ স্বভাবের ভ্রান্তি। মায়াবদ্ধ জীব এই নিসর্গকেই স্বভাব বলিয়া জানে।

গতকল্য আলোচিত হইয়াছিল যে, জীব একটী বাস্তব বস্তু, অদ্য সেই বাস্তব বস্তুর বিশেষ পরিচয় পাইলে। সেই বাস্তব বস্তুই আত্মা। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা বলিয়াছেন:—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥"

অর্থাৎ এই আত্মাকে কেহ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিতে সমর্থ হয় না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে অসমর্থ। ইহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য ইহা নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল এবং সনাতন অর্থাৎ সর্ব্বদা বিরাজমান। ইহা অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকার্য্য অর্থাৎ ইহাকে ভাষাদ্বারা বর্ণন করা যায় না এবং কোন অবস্থাতেই বিকৃত হয় না।

আবার আসিলে তোমাকে এতৎসম্বন্ধে আরও বিস্তৃত করিয়া বলিব। অদ্যও কল্যকার মতই রাত্রি অধিক হইয়াছে, তোমারও অনেক দূর যাইতে হইবে। বাবা, তুমি সময় করিতে পারিলেই আমার নিকট চলিয়া আসিবে। তোমাকে কি জানি কেন আমার বেশ ভাল লাগিতেছে। তোমাকে দেখিলে আমার তত্ত্বকথা-স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। ধন্য তুমি, তুমি আমার গুরু।"

এই বলিয়া পাগল ঠাকুর আমাকে প্রণাম করিলেন। তখন আমার কি অবস্থা হইল, পাঠক! সহজেইবুঝুন। আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া তাঁহার চরণধূলি মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম আর ভাবিতে লাগিলাম, "এ কেমন পাগল!"

এদিকে পাগল ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমি বন হইতে রেলের লাইনের দিকে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম, পাগল ঠাকুর বন প্রকম্পিত করিয়া অতি সুললিত স্বরে একটী গান ধরিয়াছেন। নিস্তব্ধরাত্রে সেই গানটী যে কি মধুর লাগিতে লাগিল, তাহা ভাষায় বর্ণনাযোগ্য-আমি আস্তে-আস্তে চলিতে লাগিলাম ও ঐ গানটী শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে পদস্খলন হইতে লাগিল। ঐ গানটী আজিও আমার হৃদয়ে যেন বাজিতেছে। এস্থলে গানটী উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥
আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-ঊর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা॥
জ্ঞান কর্ম্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এহেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে ধরি' পাদপদ্ম-ধূলি করি'
দেহ বিনোদ সেবকে আশ্রয়।
আমি তব নিত্য দাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়॥

গানটী শেষ হইয়া গেলে ভাবিতে লাগিলাম, "এ আবার, কিসের পাগল।"

প্রচার প্রসঙ্গ।

হরনাথ কে?

সম্প্রতি বোম্বাই দি হরনাথ সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা-মালার "প্রকৃতি-স্বরূপদর্শন' নামক ৭ নং পত্রিকা বিজয়াদশমী দিবসে বিনামূল্যে বিতরিত হওয়ায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গ্রন্থের মুখপত্রেই পাগল হরনাথের পুণ্যকথায় নিম্নে রাধাগোবিন্দের একটী আলেখ্য বর্ত্তমান। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'পত্রাবলী'র বাঙ্গলা, ইংরাজী ও উড়িয়া বিজ্ঞাপন। আর লেখা আছে, "পাগল হরনাথ অর্থাৎ হরনাথ ঠাকুর"। 'অপূর্ব্ব পত্রাবলী'র ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড ও'মোহন মুরলী'র ৩ সালের বিজ্ঞাপন। পরে ইংরাজী-লিখিত গৌরাঙ্গ লীলামৃতের বিজ্ঞাপন। ৪ বর্গ ইঞ্চি ৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ। পরে ২ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন ও হরনাথ সোসাইটীর Aims & Objects এর বিজ্ঞাপন।

পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে, এই পাগল হরনাথ কে? হরনাথ সোসাইটীই বা কি জিনিস? আমরা শুনিয়াছি, বাঁকুড়া জেলার সোণামুখী গ্রামে ইঁহার বাস। বোম্বাইতে ইঁহার মত প্রচারিত হইবার উদ্দেশে একটী সমিতি হইয়াছে। এখন পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে, পাগল হরনাথের মতটী কি? তাঁহার মত এই পুস্তকখানিতে যেরূপ লিখিত আছে, আমরা সংক্ষেপে তাহাই পাঠকগণের জন্য নিম্নে উদ্ধার করিলাম—

১। হরনাথ প্রকৃতির সম্বন্ধে বলিবার মত কিছুই জানেন না। বক্তার প্রাকৃতিক গুণ ও শক্তি বর্ণন করিবারই সামর্থ্য নাই, বর্দ্ধন করিবার ত' কথাই নাই। যদি কাহারও থাকে, কৃষ্ণের আছে।

২। সত্য সম্বন্ধে জগতে যাহা কিছু আছে, সবই প্রকৃতি। বক্তা যতই পুরুষ অভিমানে অভিমানী হউন্ না কেন, সত্য সম্বন্ধে তিনি প্রকৃতিদাস ব্যতীত অন্য কিছু নহেন বা হইতে পারেন না। দৃশ্য জগৎ ও তাহার প্রত্যেক বস্তুটী প্রকৃতি ব্যতীত কিছুই নয়।

৩। কৃষ্ণের খেলার প্রধান উপাদান স্ত্রী। এদের সঙ্গেই কৃষ্ণের মনের মিল বেশী। ইহাদের কাছেই কৃষ্ণ জব্দ। প্রকৃতি-হীন হইলেই তিনি পরম ব্রহ্ম। এ জন্যই জগতের সকল স্ত্রীলোককেই মনে প্রাণে আদর বা পূজা করিলে কখনও না কখনও কৃষ্ণকৃপা পাওয়া যাইবে।

৪। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেহ কখনই স্থির থাকিয়া জয় লাভ করিতে পারেন নাই। প্রমীলা লঙ্কার প্রবেশ করিতে গিয়া রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থিনী হইলে বানরগণের প্রতি রামের আদেশ হইয়াছিল,—মহাশক্তি প্রমীলার পথ কেহ যেন রোধ না করে। অতএব রাম হেন লোকেই যখন শক্তিপূজক, তখন ছার জীবের ত' কথাই নাই!

৫। যখন প্রাকৃত স্ত্রীলোকেরই এত মাহাত্ম্য, তখন গোলোক বৃন্দাবনের গোপীদের কথা বক্তার জ্ঞানের অতীত। গোপীরা কৃষ্ণকে পলকে পলকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ান, এই জন্যই যাবতীয় স্ত্রীলোককে, প্রকৃতিই হউন্ বা অপ্রাকৃত গোপীরূপিণী হউন্, আদর করিয়া চলা ভাল।

৬। জগতে স্ত্রীলোকমাত্রেই সেই মহাপ্রকৃতির এক একটী মূর্ত্তি। শাস্ত্র হইতে তিনি জানিয়াছেন, গঙ্গা ব্যাসকে বলিয়াছিলেন,— পৃথিবীতে নানা যোনিতে যে সকল স্ত্রীমূর্ত্তি আছেন, সকলের সঙ্গেই আমি অভেদ। পার্ব্বতীর সহিত আমি অভেদ, অতএব স্ত্রী রহস্য বুঝিবার কাহারও ক্ষমতা নাই।

৭। স্ত্রী কেবলমাত্র খেলিবার সামগ্রী নহেন, সংসারের কেবলমাত্র সাহায্যরূপিণী নহেন অথবা কন্যাগণও শুধু ক্ষুদ্রা নহেন। প্রেমের ভাণ্ডারের অধিকারিণী একমাত্র স্ত্রীমূর্ত্তি। অতএব কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমী হইতে ইচ্ছা করিলে, স্ত্রীর, কন্যার, মাতার ও ভগিনীর আশ্রয় গ্রহণ কর। কুকুর-বিড়ালের স্ত্রীকেও মহাশক্তি মনে করিয়া মান্য করিবে। স্ত্রীলোকেরাই বল দিবার বা বল হরণ করিবার একমাত্র মালিক। মুক্তির মালিক স্ত্রী, নরকের মালিক স্ত্রী। যে মাতৃস্তন বক্তাকে দুগ্ধ-দানে জীবন রক্ষা করিয়াছে, সেই স্তন আকর্ষণ করিয়াই তিনি নিজ বিনাশসাধন করিতেছেন। অতএব দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করাই স্ত্রীরহস্য ভেদ করিবার প্রধান উপায়। তাঁহাদের সঙ্গে চতুরতা করিতে গেলে তাঁহারা পত্র লেখককে রাধাকুণ্ড দেখাইবার স্থলে নরককুণ্ড দেখাইয়া দেন। এমন অদ্ভুত প্রবল শক্তি আর নাই।

৮। এই প্রাকৃত স্ত্রীলোককে প্রেমময়ী না জানিয়া ভীষণ গরল সমুদ্রে পরিণত করিয়া পত্রলেখক সখের বিষে নিজেই পুড়িয়া মরেন।

৯। সমুদ্র একাধারে রত্নাগার ও বিষাগার। রসিকগণ এ সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারেন, বে-রসিকগণ ডুবিয়া মরে।

১০। ছার পুরুষ অভিমানীরা কিছুই বুঝিতে পারে না। স্ত্রীলোককে বুঝিতে না পারিয়া এই স্ত্রীলোকরূপ মহাসমুদ্রকে আলোড়িত করিতে চেষ্টা করে। জানে না তাহারা যে, যাহাতে সুধাকর

চক্ষু, তাহাতেই জীব-নাশক বিষ বর্ত্তমান। স্ত্রীলোক রূপ মহাসমুদ্রের জল দূর হইতেই স্পর্শ করিয়াই নমস্কার বিধেয়।

১১। স্ত্রীরূপ তাপ দূরে থাকাই শুভঙ্কর। নিকটে গেলেই স্ত্রী পুরুষকে দগ্ধ করিয়া দেয়, তখন ভজন সাধন নষ্ট হয়। এ রহস্য দুর্ভেদ্য ও গভীর। স্ত্রী-কন্যা-প্রেমে যেন স্ত্রীলোকের অনাদর না হয়। চক্ষে চক্ষু মিলাইয়া সাপ খেলিতে হয়, কিম্বা বাঘের সহিত লড়াই করিতে হয়—চক্ষের পলক পড়িলেই অমনি দংশন বা ভীষণ আক্রমণ। "ক্ষুর ধারে বাস" যে বলে, তাহা সত্যই এই।

পাগল হরনাথের পত্রাবলী হইতে এই সংগ্রহ-পাঠে 'গৌড়ীয়ে'র পাঠক মনে করিতে পারেন যে তাঁহার চিত্তবৃত্তি গৌড়ীয়ের সহিত অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসগণের সহিত অভিন্ন। কিন্তু আমরা এই চিত্তবৃত্তির সহিত শ্রীগৌরপদাশ্রিত শ্রীরূপানুগ ভক্তগণের যে আকাশ-পাতাল-পার্থক্য দেখিতে পাই তাহা সংক্ষেপে এখানে লিখিতেছি।

পাগল আউল-মত-প্রচারিত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আশৈশব প্রাকৃত সহজিয়ার ধারণা পোষণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার চিত্তবৃত্তির সহিত পারমার্থিক গৌড়ীয়ের চিত্তবৃত্তির সহিত ভেদ হইয়া গিয়াছে। শ্রুতি বলেন, "পরমেশ্বর হইতেই যাবতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের উদয়। পরমেশ্বর শক্তিমৎ তত্ত্ব। প্রকৃতি, শক্তি, পরমেশ্বরী তত্ত্ব—শক্তিমৎ তত্ত্ব নহেন। শক্তি এবং শক্তিমান্ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ও অভিন্ন হইলেও শক্তি হইতে শক্তিমানের উৎপত্তি নহে। শক্তিমৎ তত্ত্বেই শক্তি নিত্যকাল আহিত—আশ্রিত।" শ্রুতির বিভিন্ন বাক্যগুলি ধারাবাহিকভাবে বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মসূত্রের আবির্ভাব। শক্তিমৎ তত্ত্বের অমর্য্যাদা করিয়া শ্রুতি লঙ্ঘন-পূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্র-বিরোধী কাপিল-বাদের জন্ম। কাপিল-বাদকে অপর ভাষায় সাংখ্য দর্শন কহে। ব্রহ্মবাদী ও প্রকৃতি-বাদীর মধ্যে প্রতীতি-গত বৈষম্য নিত্যকাল অবস্থিত। প্রকৃতি-বাদীকে ব্রহ্মবাদীগণ মায়াবাদী বলিয়াই জানেন। আবার শুদ্ধ-ব্রহ্মবাদীগণ কেবল-ব্রহ্মবাদীকে ব্রহ্মবাদীর পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন কপিলমতাবলম্বী মায়াবাদী বলিয়া জানেন। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী বৈদান্তিক সম্প্রদায় আপনাদিগকে ব্রহ্মবাদী বলিয়া অভিমান করিলেও তাঁহারাও অপ্রাকৃত শক্তিমৎ-তত্ত্ব ও প্রাকৃত শক্তিমৎ-তত্ত্বকে এক করিয়া ফেলিয়া সমন্বয়-বাদের প্রচার করেন। পাগল হরনাথ কৃষ্ণসত্তা স্বতন্ত্র স্বীকার করিলেও বৈষ্ণববিরোধী প্রাকৃত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তিনি সাধারণ স্ত্রৈণ-সম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে স্ত্রৈণ সম্প্রদায়ভুক্ত জানিয়া যে স্ত্রীভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত কৃষ্ণভক্তগণ তাহাকে প্রাকৃত সহজিয়ার ধর্ম্ম বলিয়া বর্জ্জন করেন মাত্র। প্রাকৃত সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত সহজ-ধর্ম্মাবলম্বী গৌর-ভক্তগণের সহিত সমান, যাঁহারা বলেন, তাঁহারাই দ্বৈপায়ন-লিখিত 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' শ্লোকের উদ্দিষ্ট গর্হিত-সমাজভুক্ত হইয়া যান। সুতরাং আমরা বাধ্য হইয়াই পাগলের চিত্তবৃত্তিকে গৌড়ীয়ের চিত্তবৃত্তি বলিতে পারিলাম না।

উপরিলিখিত পাগলের কথাগুলি পাঠ করিয়া অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি পাগলকে গৌরের মধুর-রসাশ্রিত গৌড়ীয়-ভক্তকোটীতে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহার বাক্যাবলীতে তাঁহার যেটুকু সতর্কতা লক্ষ্য করিয়াছি, তাদৃশ সাবধানের ভাষা বলিলেও তিনি গৌড়ীয়ের চিত্তবৃত্তি অতিক্রম করিয়াছেন। একটী বিষম কথা আমরা পাগলের উক্তি হইতে পাইয়াছি, যাহা গৌড়ীয়ের চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তাহা আর কিছুই নয়,—কেবল অক্ষজ-বিচারের অন্তর্গত প্রাকৃত জ্ঞানগম্য চিন্তা-দ্বৈতাদ্বৈত বাদ। শ্রীগৌরসুন্দরের আদিষ্ট ও প্রচারিত অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত

পথ, কিন্তু পাগলের পথ চিন্ত্য-প্রাকৃতাপ্রাকৃত। প্রকৃতি হইতে বদ্ধ জীব-জগৎ ও গুণময় জগৎ। কিন্তু শ্রুতি বলেন "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি, ব্রহ্মসূত্র বলেন, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" "ঈক্ষতের্নাশব্দম্," শ্রীভাগবত বলেন, "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ" ইত্যাদি, শ্রীচরিতামৃত বলেন, "লৌহ যৈছে অগ্নিশক্ত্যে করয়ে জারণ"। নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ ভগবদিতর প্রকৃতিতে আবদ্ধ নহে, কিন্তু ফরাসী অগস্ত্য কোম্‌তের অনুকরণে পাগল বলিতেছেন—কর্ম্মভোগপর ভূমিকায় স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতির উপাসনাই জীবের নিঃশ্রেয়স্-লাভের পরমা সিদ্ধি। বকী, ছাগী, বিড়ালীকে পূজা করিলেই গোপী ও কৃষ্ণের পূজায় উদাসীন থাকা যাইবে। কেননা, সবই ত স্ত্রীজাতি! বাহবা কি পরিষ্কার মাথা! বলিহারি যুক্তির দৌড়! বারান্তরে এই সকল বিষয় সুবিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ঈশ-বৈমুখ্য প্রবল হইলে জীব আপনাকে বড়ই বুঝ্‌দার মনে করে। গৌড়ীয়কে গুরু করিবার প্রতিকূলে অগৌড়ীয়কে গৌড়ীয়-গুরু বলিয়া-চালাইতে চায়। ঈশ-বিমুখপ্রাকৃতসংসারে ভোগময়ীপ্রাকৃতোপাসনায় অপ্রাকৃত নবীন মদনের প্রাকট্য-সম্ভাবনা নাই। অপ্রাকৃত কামবীজ ও অপ্রাকৃত কামগায়ত্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাকৃত কামবীজ ও কামগায়ত্রীর যাজ্ঞিকবর্গ শ্রীচরিতামৃত-লিখিত ও উদ্ধৃত কতিপয় বাক্যের আলোচনায় উদাসীন হইয়া ভোগপর বৈধ ও অবৈধ কর্ম্ম-পদ্ধতিকে ভক্তি বা প্রেমা শব্দের সমতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট জ্ঞান করেন। কিন্তু আমরা জানি—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর"।

বুঝো ওটা।

আজ সেই জানোয়ারটার কথা বল্‌ব। সেই যেটার নাম সকালে নিতে নেই। ঐ যে থ্যাবড়া গোলপানা, পিঠের ওপর খুব শক্ত খোলা, হাত, পা মুখ বা'র করে, আবার তাড়া পেলেই সেগুল' সেই খোলার ভিতরে টেনে নেয়। ছোট, বড়, মাঝারি সাঝারি রকমারি সাইজের। জলেও থাকে, ডাঙ্গায়ও দেখা যায় কাদার মাঝে। রাক্ষুসে মানুষগুল' সেটাকে আবার খায়। খুব বড় গুল' কিন্তু কামড়ে সময়ে সময়ে মানুষ মেরে ফেল্‌তেও পারে। কেমন, এখন বোঝা গেলত'—জানোয়ারটা কি? নাম কল্লুম না, কি জানি কেউ যদি সকাল বেলা, কি কোথাও যাবার সময়, পড়্‌তে গিয়ে নাম দেখেই আমায় গালাগালি করেন। দরকার কি মিছে গাল খেয়ে? তবে আর একটু ইঙ্গিতে বলি, ভগবান্ দ্বিতীয় অবতারে এইরূপে এসেছিলেন। ভগবান্ সেই মূর্ত্তি ধরেছিলেন বলে' তা' বলে, আমরা যেখানে ঐ জীব দেখ্‌ব, অমনি ঢিপ করে মাটীতে কপাল ঠেকাব, এমন কথা নয়। নন্দকে ছেড়ে গয়লা দেখ্‌লেই কি আমরা গড় করি? তবে কেউ কেউ বল্‌তে পারেন যে, ওরূপ গড় করাই উচিত, কেননা বংশে একজন সত্যি সত্যি গোঁসাই,—তা'র মানে আমাদের যে ছ'টা বেগ আছে আবার ছটা শত্তুর আছে বা ঐরূপ দশটা, আর মন নিয়ে এগারটা, এগুল বশে রাখ্‌তে পারেন, যখন এমন একজন জন্মালেই—গোষ্ঠীকে গোষ্ঠীকে সব গোঁসাই হ'য়ে লোকের মাথায় পা চাপাচ্ছে, তখন গয়লা দেখ্‌লেই গড়, তৃতীয় অবতার বরাহ দেখ্‌লেই গড়, আর মাছ দেখ্‌লেই গড় কর্‌বে। তা, ওদের গড় যে যে করুন, তা'তে আমাদের আপত্তি নেই, তবে বলে' দেওয়া ভাল, ওতে পরমার্থ হবে না। যেখানে যত নুড়ি-নোড়া গাছতলা সাপ ব্যাং সব পূজো কর, ফলে, সেই সেই লোকে, তার মানে সাপের দেশে, ব্যাংএর দেশে, নুড়ির দেশে, বিনা টিকিটে চলে' যাবে, কেউ বাধা দেবে না। বরং

ভগবানের এই কথা, গীতা খুলে দেখ, সত্যি কি মিথ্যে। যাক্, সেই জানোয়ারটার কথা। তা'র আর একটু পরিচয় দিই। বলেছিনা যে, দরকার হ'লেই সে হাত পা মুখ বা'র করে, আর দরকার হ'লেই ভিতরে নিতে পারে। ঐ গুণে ঐ নামে এক 'ন্যায়' আছে। আর যোগীদের মতে, ওদের মত বাহিরের সেই এগারটাকে ভেতর-মুখ' করতে পারলেই তাদের কায হ'য়ে যায়। ঐ নামে এক পুরাণ আছে। ঐ নামে মনভোর চক্র আছে। আর ঐ নামে দুটো হাতের পাতা জুড়' একটা মুদ্রা আছে। কি হবে, আর পরিচয় দিতে হবে? আর পারি না। এইতেই যিনি বুঝেচেন, তিনি গল্পটা পড়ুন, অপরে না হয়, ছেড়ে দিন। পরিচয়েই এত নাকাল। ঐ যে সকালে নাম কর্ত্তে নেই কিনা, তাই।

এখন গল্পটা বলি। সবাই জানলেও মনে করে' দিচ্ছি। কতকগুলো বক জল কাদায় মাছ ধরচে, আর ঐ ওদের এক মুর্ত্তিও সেইখানে। কোন কোন বক উড়তে দেখে' তাঁরও সখ হল তিনিও উড়বেন। বকেদের বল্লেন, "ভাই, আমায় ওড়াতে পার?" তাঁরা বল্লে, "সে কি হয়, ভাই, তুমি ডাঙ্গায় জলে থাক, আকাশে উড়বে কি করে? সে ত অনেক কান্নাকাটী করে' তাদের রাজী কল্লে। "আচ্ছা, আমাদের যে দুজন বেশ জোয়ান, আমরা একটা শক্ত কাটি মুখে নেব, তুমিও সেটা মুখে বেশ কামড়ে' ধরে' থাকবে। আমরা তোমায় নিয়ে খানিক উড়ে' আসব। কিন্তু, দেখ', যেন কাটি মুখ থেকে ছেড় না, তাহ'লেই মরবে।' প্রভু ত' তাই কল্লেন, কাটি কামড়ে' উড়তে লাগলেন। এই না দেখে' রাখাল ছোকরারা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলে, "ওরে ভাই, ভারি মজা, দ্যাখ দ্যাখ একটা——উড়চে। আহা, এইখানে পড়ে' যায় ত' পুড়িয়ে খাই।" প্রভু ত' ওদের কথা শুনে' চটে' লাল। রাগ না সাম্লাতে পেরে বলে' উঠলেন, "ছাই খাও"। যেই বলা, অমনি পড়া। নীচে ছিল পাহাড়, একেবারে চুরমার। ছেলেগুল' ছুটে যা' চেয়েছিল, তাই করলে। প্রভুর আকাশ চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলাও সাঙ্গ হ'ল।

হায়রে, আমাদের মধ্যেও অনেকের এই দশা নয় কি? তা'দের মত এই যে, ভগবান্ বলে' স্বতন্ত্র তত্ত্ব কিছু নেই। জীবই মায়া ছুটলে নিরাকার ব্রহ্ম। যত দিন না মায়া কাটে, ততদিন মনটাকে খাঁটি করবার জন্য মূর্ত্তি কল্পনা করে' পাঁচটী দেব দেবীতে, তা' থেকে অনেকগুলিতে বা যে কোন একটী দেবতার ভক্তি করতে হয়। পরে মন খাঁটি হ'য়ে গেলেই সিদ্ধি। তখন আর ভক্তির দরকার নেই, ছেড়ে দিতে হয়। দেব-দেবীতে ভক্তি—ঐ বকের মুখে কাটি। কাটি ছেড়ে' জানোয়ারটা মনে করেছিল, সেও বকেদের একজন, তাই উড়বে। কিন্তু যেই কাটি ছেড়েছে, আর অমনি আশ্রয় না থাকায় পতন ও মৃত্যু। ঐ মুক্তিকামী ভায়াদেরও সেই অবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ব্যাসদেব বলছেন, আমরা সেই কথা ফিরে' বলছি মাত্র। এতে যেন তাঁ'রা আমাদের দোষ না দেখেন। ব্যাসদেব বলছেন,—যাঁ'রা 'মুক্ত হ'য়ে গেছি' এই অভিমানে ভগবান্‌কে মন থেকে ছেড়ে দেন তাঁ'দের পাদপদ্মকে অনাদর করেন, তাঁদের বুদ্ধি অশুদ্ধ থেকে যায়; তাঁরা এত যে কষ্ট করে' এত দিন ধরে' অনেক ত্যাগ বৈরাগ্য করে' মন নিগ্রহ করে' করে' যে উচ্চপদ অর্থাৎ মনের একটু জড়তাশূন্য শান্ত অবস্থা পা'ন, সেই উচ্চপদ থেকে তখনই তাদের মন অধঃপতিত হয়—যে তিমিরে, সেই তিমিরে। ভগবানের চরণে ঐকান্তিকভাবে আশ্রয় না নিলে আশ্রয়-অভাবে ব্রহ্মপদ থেকেও ঐ রকম পড়তে

হইবে। তাই বলি, ভাই পাঠকগণ! নানা মত, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের আশা ছেড়ে, 'আমরা ভগবানের নিত্য সেবক' এই দৃঢ় জেনে, ঐ সব কল্পিত নানা দেব-দেবীর উপাসনা ("সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো-রূপোকল্পনা") ছেড়ে, একমাত্র নিত্য আরাধ্যতত্ত্ব ভগবানে ভক্তি করতে থাকুন, নিত্য মঙ্গল হবে, না হ'লে পতন সম্মুখে। ভাগবতের শ্লোকটী দেওয়া গেল—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" ১০।২।৩২

স্বরূপ-ভ্রম।

এই জগৎকে নিজ-ভোগ্যজ্ঞানে যে সকল জীব নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধনের জন্য ক্ষণিক, তাৎকালিক সুখের আশায় ব্যতিব্যস্ত, সেই মায়াবদ্ধ জীবনিচয় কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বশতঃ জাগতিক নশ্বর প্রাকৃত বস্তুতে মুগ্ধ। নিজের স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ। প্রাকৃত মন ও বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া নিজ দেহে আত্ম-বুদ্ধি করতঃ নিজে ভোক্তা সাজিয়া জগতের সমস্ত বস্তুই নিজ-ভোগ্যজ্ঞানে ভোগ করিতেছে। ভগবন্মায়ায় অভিভূত হইয়া জানে না যে জগতের, প্রত্যেক বস্তুই কৃষ্ণের ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। মন ও বুদ্ধি প্রাকৃত, এবং সর্ব্বদাই প্রাকৃত বস্তুতেই ধাবিত হয়। পূর্ণ ভগবানের পরা ও অপরা নামে দুইটী প্রকৃতি আছে। অপরা প্রকৃতির নাম জড়া বা মায়া শক্তি। জীব-শক্তি চিন্ময়ী, এই জন্য ইহার নাম পরা বা শ্রেষ্ঠা। মায়াশক্তি জড়া, এই জন্য ইহার নাম অপরা। অপরা শক্তি হইতে জীব পৃথক্। অপরা শক্তিতে আটটী স্থূল তত্ত্ব আছে—পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। জড়া অহঙ্কার প্রকৃতির অন্তর্বর্ত্তী মন, বুদ্ধি ও চিদাভাস দ্রব্যবিশেষ। তাহাদের একটু জ্ঞানাকার আছে, সে জ্ঞান চিৎস্বরূপ নয়, চিদাভাস-রূপ। মন জড় হইতে যে সকল প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করে, তাহারই উপর বিষয়জ্ঞানকার্য্য-রূপ একটী ব্যাপার স্থাপন করে। এই ব্যাপারটী জড়-মূলক, চিৎ-মূলক নহে। যাহার সাহায্যে মানব সেই জ্ঞানকাণ্ডের উপর সদসৎ-বিচার করে, তাহার নাম বুদ্ধি—উহা জড়মূলক। সেই জ্ঞানকে অঙ্গীকার পূর্ব্বক যে অহংতা উদয় হয়, তাহাও জড়মূলক, চিৎ-মূলক নহে। এই তিন ব্যাপার মিলিত হইয়া জড়-সম্বন্ধমূলক একটী দ্বিতীয় রূপ-প্রকাশ করায়। সেই শরীরের নাম লিঙ্গ-শরীর। জড়াভিভূত জীবের লিঙ্গ-শরীরে অহংতা প্রবল হইয়া নিত্য স্বরূপের অহংতাকে আচ্ছাদন করে। নিত্য-স্বরূপে চিৎসূর্য্যের যে সম্বন্ধজনিত অহংতা, তাহাই নিত্য। মুক্ত অবস্থায় সেই অহঙ্কার পুনরুদিত হয়। যে পর্য্যন্ত লিঙ্গ-শরীরে নিত্য শরীর লুপ্ত প্রায় থাকে, সে পর্য্যন্ত জড় সম্বন্ধাভিমান প্রবল থাকে; চিৎসম্বন্ধাভিমান সুতরাং লুপ্ত-প্রায় থাকে। লিঙ্গ-শরীর সূক্ষ্ম, তজ্জন্য লিঙ্গ-শরীরকে স্থূল-শরীর বাহ্য আবরণ করিয়া কার্য্য করে। স্থূল আবরণ করিতে করিতে স্থূল শরীরের বর্ণাদি অহঙ্কারের উদয় হয়। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রাকৃত বটে, কিন্তু আত্মবৃত্তির বিকার-স্বরূপ হইয়া তাহারা জ্ঞানের অভিমান করে। যিনি বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস গ্রন্থের মূল প্রণেতা, যাঁহার বৈরাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন, কলি-পাবনাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও অত্যন্ত আশ্চর্য্যা-ন্বিত ও সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রিয়পাত্র সেই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী

সর্ব্বাগ্রে মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে 'আমি কে এবং আমার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-কর্ম্ম কি?' যথা শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥
নীচ জাতি নীচ-সঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে বল কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত আপনি॥

বৈষ্ণব ঠাকুর বড়ই দয়ালু; জীবের প্রতি করুণা করিয়া নিজে এই প্রশ্নের উত্থাপন করতঃ জগৎবাসী জীবকুলকে শিক্ষা দিতেছেন যে, ওহে মায়ামুগ্ধ জীববৃন্দ! তোমরা নিজে অগ্রে নিজের নিজত্ব উপলব্ধি কর, নচেৎ কিরূপে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে? "তুমি কে?" অর্থাৎ, "তোমার নিত্য স্বরূপ কি?" এই আত্মজ্ঞান জীবের হৃদয়ে জাগরূক না হইলে কে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে? কোন্‌টী-কেই বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবে? পরম কারুণিক শ্রীগৌরসুন্দরও জীবগণকে শিক্ষা দিবার জন্য সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—ওহে সনাতন! জীব কে, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যথা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কেশাগ্র শতভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

জীব স্বভাবতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস ও তটস্থা-শক্তি-পরিণত। জীব ভগবত্তত্ত্ব হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, সুতরাং ভেদাভেদ-প্রকাশ। জীব মায়াবশ, কিন্তু ভগবান্ মায়ার নিয়ন্তা, এ স্থানে জীব ও ভগবানে নিত্য ভেদ। জীব স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু, ভগবান্‌ও চিদ্বস্তু এবং জীব ভগবানের শক্তিবিশেষ। এই জন্য জীব ও ভগবানের নিত্য অভেদ। কৃষ্ণের দাস্যই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন হইতে জীব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। জীব যখন নিজে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা ভুলিয়া যায়, তখন ভগবানের দাসী মায়াদেবী তাহার গলায় ফাঁস দিয়া এই দুঃখপূর্ণ সংসাররূপ কারাগৃহে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং রাজার ন্যায় দণ্ড দিয়া কখনও স্বর্গে উঠায় কখনও বা নরকে পাতিত করে। স্বর্গ-বাস ও নরক-বাস উভয়ই সমান। স্বর্গ স্বর্ণের শৃঙ্খল, আর নরক লৌহ-শৃঙ্খল সদৃশ। স্বর্গ হইতেও জীবের পতন হয়। শাস্ত্র বলেন—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি,' অর্থাৎ স্বর্গবাসের কাল অতীত হইলে পুনরায় এখানে আসিতে হয়। জীব জড়ীয় বিষময় সংসারকে নিজাবাস মনে করিয়া নিজের নিত্য বাসস্থলী অপ্রাকৃত গোলোকধাম ভুলিয়া যায়। মনে করে যে, এই ভোগময় জগৎই তাহার থাকিবার আবাসস্থল এবং পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্রাদিই তাহার নিজ আত্মীয়। তখন আবার নিজ দেহেই আত্ম-বুদ্ধি আইসে। স্ত্রী-পুত্র, ধন-রত্ন, গৃহাদি সমস্ত প্রিয়বস্তু ছাড়িয়া একাকী কর্ম্মবশতঃ ৮৪ লক্ষ-যোনিতে গমন করিতে হইবে, সাধের দেহ শ্মশানে গড়াগড়ি যাইবে, শিবা কুক্কুরাদি লইয়া মহোৎসব করিবে কিম্বা ভস্মীভূত হইবে, একথা তখন তাহার

মনে পড়ে না। নিম্নলিখিত পদটীর যে তাৎপর্য্য, সে ভাবটী হৃদয়ে আদৌ আইসে না—

যতনে যতেক ধন, পাপে বাটোরলুঁ,
মিলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই,
করম সঙ্গে চলি' যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি', পাপ-পয়োনিধি,
পার হব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু,
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পিয়নু,
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, লেহ মনে গুণি',
কহিলে কি জানি হয় কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥

সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব জন্যই পঞ্চোপাসকের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব যদি বুঝিতে পারে যে, আমি নিত্য কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণই আমার সেব্য অর্থাৎ ভজনীয় বস্তু, তখন অন্য দেবদেবীর আরাধনায় তাহার চিত্ত ধাবিত হইবে না; কারণ সে বুঝিতে পারিবে যে, কৃষ্ণেতর দেবদেবী সকলই কৃষ্ণের দাসদাসী। কিন্তু অন্য দেবদেবীর অবজ্ঞা করিবে না; কারণ, শাস্ত্র বলেন—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন॥
ব্রহ্মা শিব আদি আছে যত দেবগণ।
তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ না করি কদাচন॥
সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর নন্দসুত হরি।
কায়মনোবাক্যে তাঁরে ভজ দৃঢ় করি॥'
অন্যদেবে পূজিলে, না হ'য়ে তৎপর।
সকলের কাছে চেয়ে লবে কৃষ্ণভক্তি বর॥
তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং প্রথম শ্লোকে—
"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥"

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, তাঁহার বিগ্রহ (শ্রীমূর্ত্তি) সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ। তিনি গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণ), তিনি চিৎ, অচিৎ নিখিল বস্তুর কারণের কারণ, অথচ অনাদি, তাঁহার উপর আর কোনও কারণ নাই—তিনি স্বতঃসিদ্ধ বা স্বপ্রকাশ।

[চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম অঃ]

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—ইঁহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, জীবের স্বরূপ-বিভ্রমই জীবের শোকদুঃখাদির কারণ। স্বরূপজ্ঞানের অভাবেই জীব মায়াতে আবদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তির যে বিভিন্ন রুচি, তাহার কারণও এই স্বরূপ-বিভ্রম। রুচি অনেক প্রকারের হইলেও প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। ঐহিক ও পারমার্থিক অর্থাৎ জড়বস্তুতে রুচি ও অপ্রাকৃত বস্তুতে রুচি। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় যাঁহাদের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের রুচি এক—কেবলমাত্র পারমার্থিক বিষয়ে। যাহাদের সম্বন্ধজ্ঞান হয় না অর্থাৎ যাহারা হরিবিমুখ তাহাদের সকলের রুচি এক—কেবল ঐহিক নশ্বর তুচ্ছ বিষয়ে। কৃষ্ণোন্মুখ জীবসকল সর্ব্বদাই হরি-কথা-শ্রবণে ও কীর্ত্তনে উদ্‌গ্রীব। সর্ব্বদাই সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গলাভের সুযোগ-অন্বেষণে যত্নশীল। বিষয়-কথায় অর্থাৎ গ্রাম্যবার্ত্তা শ্রবণ-কীর্ত্তনে সতত্তই

বিরক্ত। যাহার যেরূপ সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তাহার সেই পরিমাণে বিষয়নেশা ছুটিয়া যায়, রুচিরও পরিবর্ত্তন হয়। 'গৌড়ীয়ের' প্রকাশে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন; আবার কাহারও কাহারও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কারণ রুচিভেদ; একথা পূর্ব্বেই গৌড়ীয়ের ৪র্থ সংখ্যাতে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু সেই রুচিভেদের কারণই একমাত্র সম্বন্ধজ্ঞানাভাব। যাঁহারা কেবলমাত্র জগতের বাহ্য বিষয়ের আলোচনা করেন, তাঁহাদের বৈষয়িক কর্ম্মের সংবাদ-শ্রবণে অভিরুচি এবং যাহারা পারমার্থিক বিষয়ের সমালোচনা করেন, তাঁহাদের একমাত্র ভগবদ্বিষয়ের কথাবার্ত্তা-শ্রবণে অভিরুচি; কিন্তু যাঁহাদের কোমল শ্রদ্ধা, তাঁহাদের মন উভয়দিকেই ধাবিত হয়; বিষয়ীর সঙ্গ হইলে বিষয়-কথাতে এবং হরিজনের সঙ্গ হইলে হরিকথাতে মত্ত থাকেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, আত্মানুভূতির অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানের তারতম্যানুসারে মানববৃন্দের রুচির তারতম্য ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। তাই বলি, সাধু সদ্গুরু-মুখনিঃসৃত-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া (সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেমমাঝে। কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহাকে করিব ভিন, নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে।"—প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা) নিজে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস অভিমানে শ্রীভগবানের সেবা করাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম, উহাই চরম লক্ষ্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে ৩১ অঃ ১২ শ্লোক।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

যেমন তরুর মূলে জল-সেচন করিলে স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত হয়, যেমন প্রাণের তর্পণ করিলে সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের অনুলেপনাদি করিলে ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি হয় না, সেইরূপ এক অচ্যুতের আরাধনায় সকল দেবতারই আরাধনা করা হয়, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ সেইরূপ হয় না। "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস"—এই বিস্মৃতির নামই জীবের স্বরূপ-ভ্রম। যখন সাধুগুরু ও বৈষ্ণবের কৃপায় কোনও ভাগ্যবান্ জীবের সম্বন্ধ-জ্ঞান পরিস্ফুট হতে থাকে, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। তখন তিনি বৈষ্ণবের নিকট গলবস্ত্র-কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করেন যথা—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হটুক দূর॥
আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
গুরু অভিমান ত্যজি।
তোমার উচ্ছিষ্ট পদজল রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

ক্রমে ক্রমে ধন-জন-যৌবন-বিদ্যা-জাতি-কুলশীল-ইত্যাদির অভিমান দূরে চলিয়া যায় এবং বুঝিতে পারেন যে—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

এইরূপে সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে যতই সাধনমার্গে অগ্রসর হইবেন, ততই ভজন পুষ্টি হইতে থাকিবে এবং এমন সময় আসিবে যে, হৃদয় বাহির এক হইয়া যাইবে এবং যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই নিম্নলিখিত ভাবময় বাক্যগুলি বলিতে মনে কিছু ভয় আসিবে না, প্রাণ খুলিয়া বলিয়া ফেলিবে—

কৃষ্ণ সে জীবন মোর প্রাণধন
কৃষ্ণ সে আমার জাতি।
জীবনে মরণে এই হয় মনে
কৃষ্ণ বিনা নাহি গতি॥
ধিক্ তার কুলে কৃষ্ণরে যে ভুলে
বিফল জনম তার।
ধন বিদ্যা তার কি করিবে আর
কৃষ্ণে মতি নাহি যার॥
যার যাতে মতি করুক্ ভকতি
কিন্তু হয় মনে মোর।
কামদেব দাস সদা করে আশ
শ্রীকৃষ্ণনামে বিভোর॥

।একাদশী ব্রত।

অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণের প্রায় প্রত্যেক পুরাণই ব্যবস্থা দিতেছেন যে "একাদশী-ব্রত" সকল মানবেরই কর্ত্তব্য। সকল পুরাণ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিবার যাঁহাদের অবকাশ নাই তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের কৃপাপাত্র ভক্তি-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত মহাভাগবত শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের রচিত শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসের দ্বাদশ বিলাস পাঠ করিলেই বিশেষ ভাবে ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ভক্ত পাঠকগণের সমীপে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ অনুকূলভাবে পাঠ করেন।

"শ্রীশ্রীবৈষ্ণব মাহাত্ম্য" নামক গ্রন্থের টীকায় লিখিত একাদশীব্রতের উৎপত্তি ও তন্মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করিয়া ফরিদপুরের ও বরিশাল জেলায় কতিপয় সদাচারী গৃহস্থ বৈষ্ণব পরম ভক্তিসহকারে সস্ত্রীক এই মহাব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের শ্রীহরিভজনে সুদৃঢ়ানুরাগ দেখিয়া কতিপয় পরশ্রী-কাতর শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী মৎস্যমাংস-ভোজী কলিসম্ভব অশুদ্ধ শূদ্র-কল্প গ্রামবাসী—

"পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতঞ্চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥"

এই শাস্ত্রীয় প্রমাণটীর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সাধারণের নিকট নিজেদের জাত্যভিমান-জনিত তুচ্ছ পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য আষাঢ় মাসের কূপ-মণ্ডুকের ন্যায় অলীক চিৎকার করিয়া বলিতেছেন, "পতি জীবিত থাকিতে স্ত্রীলোকেরা কখনও একাদশীব্রত করিবে না। যে রমণী এই ব্রত করিবেন, তিনি স্বামীর পরমায়ু হরণ করিয়া নরকে গমন করিবেন।" এ স্থলে উপরের লিখিত মূল শ্লোকের "ব্রতঞ্চরেৎ" শব্দের অর্থে কেবল-মাত্র একাদশীব্রত ভিন্ন অবৈষ্ণবের কৃত্য অন্যান্য

এই সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

একাদশীব্রতং যৈস্তু কৃতং ভক্তিসমন্বিতৈঃ।
তৈশ্চ যজ্ঞা কৃতা সর্ব্বে ব্রতানি সফলানি চ॥

—পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ২২ অঃ ৬৩ শ্লোক।

ভক্তি সহকারে একাদশীব্রত করিলেই সকল যজ্ঞ ও সকল প্রকার ব্রতের ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব একাদশী নামক এই মহাব্রতের সহিত কখনও অন্যান্য ব্রত কিম্বা কোন পুণ্য কর্ম্মেরই তুলনা হইতে পারে না। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডের ২৬শ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক হইতে ২২শ শ্লোক দেখুন।

ব্রহ্ম পুরাণের ২২৮ অধ্যায় 'পদ্ম পুরাণ ক্রিয়া যোগসারের ২২শ ও ১৩শ অধ্যায়, বৃহন্নারদীয় পুরাণের ২১শ অধ্যায় একাদশীব্রতের মাহাত্ম্য এবং ভবিষ্য পুরাণের উত্তর খণ্ডে উহার উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণিত আছে। একাদশীব্রত যে, সকল মানবেরই কর্ত্তব্য, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে ভক্ত পাঠক-বৃন্দ স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন।

দেবপুরাধিপতি মহাভাগবত রুক্মাঙ্গদ রাজা তাঁহার হস্তীশালার সর্ব্বপ্রধান হস্তীপৃষ্ঠে পটহ স্থাপন করিয়া তন্নিনাদ-সহকারে তাঁহার রাজ্য-মধ্যে সর্ব্বত্র এইরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে,—

অষ্টাবর্ষোঽধিকো মর্ত্ত্যোঽশীতি নৈব পূর্য্যতে।
যো ভুঙ্‌ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ॥
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রা একাদশ্যামুপোষণম্॥
কুর্য্যান্নরো বা নারীবা পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

—শ্রীনারদীয় পুরাণ।

যাহার বয়ঃক্রম অষ্টবর্ষের অধিক অথবা অশীতি বর্ষের ন্যূন, এরূপ কোন ব্যক্তি যদি আমার রাজত্ব মধ্যে একাদশীর দিন অন্ন ভক্ষণ করে তবে সে আমার বধ্য, তাহাকে আমার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। সুতরাং কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে। ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

ভূয়ো ভূয়ো দৃঢ়া বাণী শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং জনাঃ।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং হরের্দ্দিনে॥

—পদ্ম পুরাণ ক্রিয়াযোগসার ২২ অঃ ৫৩ শ্লোক।

আমি বারংবার দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, হে জনগণ! তোমরা শ্রবণ কর, যেন শ্রীহরিবাসরে কদাচ অন্ন ভক্ষণ করিও না।

ন শৈব নচ সৌরোঽসৌ ন শাক্তো গণসেবকঃ।
যো ভুঙ্‌ক্তে বাসরে বিষ্ণোর্ম্মর্ত্ত্যঃ পশ্বাধিকো হি সঃ॥

—পদ্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড ৩৭ অঃ ৬০ শ্লোক।

শৈব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য প্রভৃতি কেহই একাদশীতে অন্ন ভোজন করিবে না, যে ব্যক্তি ভোজন করিবে, সে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানিচ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে॥

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ৮ শ্লোক।

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় উৎকট পাপই একাদশীর দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, এজন্য একাদশীতে অন্ন-ভক্ষণকারীর কখনও পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি॥

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২ বিঃ ১৫ শ্লোক।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, কিম্বা যতি প্রভৃতি যে আশ্রমীই হউক না কেন, একাদশীতে অন্ন ভক্ষণ করিলে তাহার গো-মাংস ভক্ষণ করা হয়।

মাতৃহা পিতৃহাশ্চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহাস্তথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥

—স্কন্দ পুরাণ, শ্রী, হ, ভ, বি, ১২ বি, ১৩ শ্লোক।

একাদশীতে অন্ন-ভোজনে মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও গুরু-হত্যার পাপ হয়, এজন্য ভোজনকারী ব্যক্তি (অন্যান্য পুণ্য করিলেও) শ্রীবিষ্ণু-লোকে গমন করিতে সক্ষম হয় না।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীচৈ-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩২৯ | ৯ম সংখ্যা

(প্রকৃতি-জন-পাঠ্য)

মায়াবাদের উক্তি।

আমার নাম বিশ্ববিখ্যাত। আমি সকলের নিকট বৈদিক বলিয়া পরিচয় দেই। আমার প্রতিপক্ষেরা আমাকে অবৈদিক বলিয়া থাকে। তাঁহাদের মতে আমি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। তাঁহাদের শাস্ত্র পুঁথিতে লেখা আছে যে, আমি বৌদ্ধ, বৈদিক-বেশ লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে আর্য্যাদিগের নিকট প্রবেশ করিয়াছি। অসুরগণ যখন ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়া সকামভাবে উপাসনা করতঃ নিজ নিজ দুষ্ট অভিসন্ধি সফল করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, তখন ভগবান্, ঐ অসুরগণ যাহাতে শুদ্ধভক্তিপথকে ভ্রষ্ট করিতে না পারে, সেইজন্য ভক্তচূড়ামণি শঙ্করকে আদেশ করিলেন—"তুমি অসুরদিগকে মোহন করিবার জন্য কল্পিত মায়াবাদ-শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া তাহাদের নিকট আমার প্রকৃত তত্ত্ব গোপন রাখ।" শঙ্কর ভগবানের আদেশমত আমাকে সকলের নিকট পরিচয় করাইয়া দিলেন। সে সময় হইতে আমি জগতের সর্ব্বত্র বহু আকারে প্রবিষ্ট হইয়া মোহন-কার্য্যে নিযুক্ত আছি। ভারতবর্ষে আমি শঙ্কর স্বামীর পূর্ব্বেও দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র প্রভৃতির আশ্রয়ে ছিলাম। আজকাল বঙ্গদেশেও আমার খুব নাম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রায়ই আমার আদর। পঞ্চোপাসকগণ আমাকেই আশ্রয় করিয়া শক্তি, সূর্য্য, গণেশ, শিব ও বিষ্ণু এই পঞ্চবিধ সগুণ-দেবতার উপাসনা করেন। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সকল দেবতার মধ্যে যে কোনও একটীর উপাসনা করিতে করিতে চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে। চিত্ত একাগ্র হইলে মন নির্ব্বিষয় হয়। মন নির্ব্বিষয় হইলে হৃদয়ে নির্ব্বিশেষতারূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়।

সেই জ্ঞানের গাঢ়তা হইলে 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হয়। ভারতে চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত সকলেই আমার গণ্ডীর ভিতরে। অসাম্প্রদায়িকগণ সমন্বয়বাদিগণ, সকলেই আমার আশ্রিত। কারণ, আমার আশ্রয়ে অনেক সুবিধা আছে। যে কোনও ভ্রান্ত মত বা পথ আছে, সে সমুদায়ই আমার আশ্রয়ে আসিলে আপাততঃ বিনাশ নাই। এমনকি, যদি কেহ, বা কোন সম্প্রদায় কোন পশুকেও ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, সেও আমার সাহায্য পায়। আমি তাহাকে আমার অনুগত করিয়া বলিয়া থাকি যে, পশুতে ঈশ্বর বলিয়া মনোযোগ করিলেও চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হইতে পারে এবং সাধক অবশেষে সেই বিষয় হইতে চিত্তকে উঠাইয়া অদ্বৈতভাবে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এইরূপ সকলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারি বলিয়াই সকলেই আমাকে আপন আপন চরম উদ্ধর্ত্তা বলিয়া পূজা করেন। ইউরোপেও আমার খ্যাতি হইয়াছে। যাঁ'রা প্যান্থিষ্ট (Pantheist) বলিয়া পরিচিত, তাঁ'রাও আমার উপাসক। স্পিনোজা (Spinoza) আমাকে খুবই ভালবাসিতেন। আমেরিকা হইতে যে থিয়সফিষ্ট (Theosophist) মত জন্মিয়াছে, তাহাও আমারই আশ্রিত। আমি দেশ-বিদেশে খুব ভাল রকমই আদর গরম করিয়া বসিয়াছি। আমার মতে ব্রহ্মের বিকার জগৎ, যেমন দুধের বিকার দধি। যুক্তিতে কিন্তু দধি যেমন সত্যবস্তু, জগৎটাও সেরূপ সত্য হইয়া পড়ে—তখন আমি আর আমার মত রক্ষা করিতে পারি না। আবার বলিয়া থাকি, রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেই জগৎ ভ্রম হয়। কিন্তু সর্প ও রজ্জু দুইটী বস্তু না থাকিলে ভ্রম উপস্থিত হয় না। এখানেও আমার মত ঠিক থাকে না। মোহন-কার্য্যই আমার ব্যবসা, সেটা আমি বেশ বজায় রাখিয়াছি। তবে আমার অদ্বৈত-মত শ্রুতিতে কল্পিত আছে। তৎসঙ্গে দ্বৈত-মতের কথাও আছে। আমি দ্বৈত-মতের কথাগুলি ছাড়িয়া কেবল নিজের মত-পোষণের জন্য বাছা বাছা কথাগুলিই লইয়া থাকি। সকলেই এরূপ করিয়া থাকে; কেবল অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত-বাদী বলিয়া এক সম্প্রদায় শ্রুতির প্রতিপাদ্য উভয় পন্থী কথারই সামঞ্জস্য রাখিয়াছে।

যখন আমার নবীন বয়স ছিল, তখন আমার বৈরাগ্যের জোরটা খুব বেশী ছিল। আমি পাহাড় পর্ব্বতের গুহার ভিতরই থাক্‌তাম। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সকলই পরিবর্ত্তন হয়, ইহাই জগতের নিয়ম। এখন আমি একুল-ওকুল দুকুলই বজায় রাখিয়াছি।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমার বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান। জগতে যত বড় বড় লোক ধনে, জনে, কুলে, বিদ্যায় ও জ্ঞানে প্রবীণ, সকলেই আমার পেটেল। সভ্য ভব্য লোকে আমাকে আশ্রয় করিয়া খুব সুবিধা পা'ন, তাঁ'দের কাছে ভাবকেলির ধর্ম্মের আদর নাই। আমার সবচেয়ে বাহাদুরি এই যে, আমি আমার প্রতিপক্ষগণেরও সভায় তাঁ'দের জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রবেশ ক'রেছি। চৈতন্যদেব ও গোস্বামীগণ আমাকে বিচারে পরাস্ত করে' আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আর আজকাল তাঁ'দের অধস্তন বলিয়া যাঁ'রা পরিচয় দেন তাঁ'দের মধ্যেও আমার চরই অধিক। পূর্ব্বে গোস্বামীগণ আমাকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিতেন, কিন্তু তাঁ'দের অধস্তনগণ প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী সাজিয়াছেন। বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষী আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ,

সাঁই, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাই, অতিবাড়ী চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী—কতনাম করিব? সকলেই আমাকে কম বেশী আদর কর্চ্ছেন। প্রভু-সন্তানেরা ভগবান্ নিত্যানন্দ রায় সেজেছেন। তাঁ'রা শিষ্যের বাড়ী গিয়ে শিষ্যকে দিয়ে পা ধুইয়ে চরণামৃত, চরণ-রজঃ গ্রহণ কর্ত্তে ও পাদুকা বহন কর্ত্তে আদেশ করেন, কেহ কেহ শ্রীচরণে সচন্দন তুলসী পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন, প্রিয়তমা শিষ্যার সযত্ন-গাঁথা ফুলের মালা গলায় দোলাইয়া প্রসাদী করিয়া পুনরায় শিষ্যার গলদেশে পরাইয়া দেন। কেহ কেহ আবার বাল-গোপাল ভাবে শিষ্যার স্তন্য-পানাদিও করিয়া থাকেন ও শিষ্যাকে গোপীকা ভাবিয়া শিষ্যার সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন। এসব ব্যাপার উপন্যাসের অতি-রঞ্জিত বা কাল্পনিক কথা নহে। আমার কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবে, বুঝিতে পারিবে—আমি কত বাহাদুর! আবার গুরু-কর্ত্তারা কেহ কেহ কৃষ্ণ সেজে' মোহন-বাঁশী হাতে ক'রে কদম গাছে উঠিয়া বসেন—কেহ বা গোপীরূপা শিষ্যাগণের সহিত রাস-ক্রীড়া করেন। আবার আমার আশ্রিত আর একদল বেটাছেলে হ'য়ে মেয়েছেলের বেষ পরেন। কেহ ললিতা, কেহ বিশাখা, কেহ চম্পকলতা, সখী সাজেন—কাণে দুল, পরিধানে সিম্লাই শাড়ি, হাতে বালা, অনন্ত ইত্যাদি। তাঁদের কাছে যখন মেয়েরা যা'ন, তখন বেশ সম্ভাষণ করেন। পুরুষ দেখ্লে ঘোম্টা টানেন। অন্তরঙ্গদের সঙ্গে সে নিয়ম নয়।

তারপর আমি বৃন্দাবনে পর্য্যন্ত প্রবেশ ক'রেছি। সেখানে আমার বড় সুযোগ। সেটা প্যারীজীর ধাম কিনা! ব্রজবুলিতে যে বলে' থাকে—"বৃন্দাবনমে রসমাধুরী—যাঁহা প্যারীজিকা ধাম।" সেখানে ত' গোপীর অভাব নেই। বারোমাস নানাদেশ থেকে রং-বেরঙের গোপীদের চালান্ হচ্ছে। সেখানে ত' যুগল ছাড়া ভজন হয় না! কুঞ্জে কুঞ্জে যুগলের মেলা! গৌরাঙ্গ প্রভু ত' সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দের সহিত বিচার করে' আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—আর আমি তাঁর' সেবক নামধারী। অধস্তন-গণের ভিতর চর প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাঁ'দের দফা সার্‌চি। তাঁ'রা যদি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যাঁ'র শিক্ষা—"জীব ভগবানের নিত্য-দাস"—তাঁ'র দোহাই দিয়ে নিজেরাই ভগবান্ সেজে' কত কত লীলা কর্ত্তে পারেন, তবে আমার আর "সোঽহং" বলাতে অপরাধটা কি বেশী হ'ল? তবে তাঁ'দের মধ্যে লীলা-বৈচিত্র্যটা বজায় রেখেছে—আমার সেটা নাই। এইজন্যই ব'লেছিলাম—'আমি-প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ—মায়াবাদী, আর তাঁরা আবার প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী!'

জীব-মঙ্গল।

(১)

রে জীব,

ভেবেছ কি মনে কিবা মঙ্গল-নিলয়?—
যে মঙ্গলে নাহি মাত্র অমঙ্গল-কণা?
যে মঙ্গল নিত্যকাল বর্ত্তমান রয়?
চরম মঙ্গল তব ভেবে কি দেখ না?

(২)

রে জীব,

বুদ্ধিমান্ যেবা হয়, লক্ষণ কি তা'র?—
চরম মঙ্গল লাভে সদা যত্নপর।
যাহে ক্ষণ সুখোদয়, ক্ষণে নাহি আর,
কভু তাহে রত নাহি হয় সুধী নর॥

(৩)

রে জীব,

স্বর্গ-সুখ নহে তব চরম কল্যাণ।
পুণ্যক্ষয় যবে হয় স্বর্গসুখ-ভোগে,
পুনঃ কর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম নিয়তি-বিধান,
চক্রবৎ স্বর্গমর্ত্ত্য লভে কর্ম্ম-যোগে।

(৪)

রে জীব,

মোক্ষলাভ নহে তব শ্রেয় সর্ব্বোত্তম।
বহু ক্লেশে কর্ম্মত্যাগে সাধি' সোঽহংজ্ঞান,
আপনারে মুক্ত মানি', করে মহাভ্রম,
উল্লঙ্ঘিয়া হরিপদে অধঃপাতে যা'ন॥

(৫)

রে জীব,

শ্রেষ্ঠ শুভলিপ্সু যদি, পর ধর্ম্মে চর—
যাহে অধোক্ষজে কৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি,
অহৈতুকী, অব্যাহতা-মাত্র সেবাপর,
আত্মার প্রসাদ তবে কৃষ্ণে অনুরক্তি॥

(৬)

রে জীব,

চরম কল্যাণ তব শুদ্ধা ভক্তি হয়,
তাহা লভিবারে যদি করহ প্রয়াস,
সাধু-গুরু-পাদপদ্ম কর সমাশ্রয়,
মহাজন সঙ্গ বিনা ভক্তে নাহি আশ॥

(৭)

রে জীব,

মহাজনরূপে কিন্তু বহু সে কপট
ভ্রমিতেছে পথে ঘাটে লোক সংঘট্টিয়া।
বুঝে না নির্ব্বোধ লোক—কে সাধু, কে শঠ,
না বুঝে' বঞ্চিত হয় অসতে মজিয়া॥

(৮)

রে জীব,

তাই বলি সাবধান! কৃষ্ণসেবা-রত।
অকিঞ্চন, কৃষ্ণনিষ্ঠ, সাধু, মহাজন,
ভুক্তি-মুক্তি-কাম-শূন্য, তত্ত্ব-পারঙ্গত,
শান্তচেতা গুরুদেব, আর কেহ ন'ন॥

(৯)

রে জীব,

বেদে ভাগবতে এই দেয় উপদেশ,
ইহা ছাড়ি, অন্যমত যত যেবা আছে,
তাহাতে অনর্থরাশি, নাহি শুভ-লেশ।
অসাধু ছাড়িয়া রহ সাধুজন কাছে॥

(১০)

রে জীব,

চাহ যদি স্বকল্যাণ, বিলম্ব না কর।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্ব বিচারিয়া লহ।
লভিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানে সদা নাম কর,
ইহাতে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি, হরেকৃষ্ণ কহ।

কলিকাতা পশুক্লেশ-নিবারণী সভার পক্ষ হইতে বিগত ৬ই অক্টোবর একটী মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছিল, তাহাতে আসামীর দণ্ড বিধান হইয়াছে। আসামী নাকি ঝুড়িতে করিয়া বিক্রয়ের জন্য কুক্কুট লইয়া বাজারে যাইতেছিল। ঝুড়িতে যতগুলি কুক্কুট ধরিতে পারে, তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক জীব তাহার মধ্যে ছিল'। তাই এই মোকদ্দমা। যে কুলী লইয়া যাইতেছিল, তাহাকেও দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এ ব্যবস্থা বেশ ভাল, পশু-পক্ষীকে ক্লেশ দেওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু জীবগুলি কি উদ্দেশ্যে বাজারে লওয়া হইতেছিল? বাজারে কি তাহাদের সেবা

করিতে লইয়া যাওয়া হয়? জীবগুলি বিক্রীত হইয়া খাদকের গৃহে যাইবে, তথায় তাহাদের গলার টুঁটি কাটিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। পরে তাহাদের যে ব্যবস্থা, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। ইহা কি জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতা নহে? পশুক্লেশ-নিবারণী সভা কি এ সকল সংবাদ জ্ঞাত নহেন? আহার্য্য-রূপে যে কত জীব নিত্য যম-সদনে প্রেরিত হইতেছে, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? আহার-কল্পে তাহাদিগকে যখন বধ করা হয়, তাহাদিগের কি ক্লেশ হয় না? পশুক্লেশ-নিবারণী সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই উদ্দেশ্য আমূল পরিপালিত হওয়া আবশ্যক। সেই গল্পের 'শ্বশুর মহাশয়ের দয়া'র মত জীবে দয়া হইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। গল্পটী এই—এক সংসারে কর্ত্তা আছেন, গৃহিণী নাই। তিন চারিটী লায়েক ছেলে আছে, আর বড় বৌ। বউটীর কিন্তু বড় লোভ। লুকিয়ে খাওয়া রোগটী আছে—রাঁধিতে রাঁধিতে আগেই এঁটো করে' খায়। এক'দিন ধরা পড়েছে। সংসারটা বড় সভ্য নয়—সকলেই ক্রোধী। যেই দেখা, অমনি মেজ-ছেলে বউকে মার্‌তে সুরু করে দিলে! "কি হ'ল, কি হ'ল?" "বউ আগের ভাগের খেয়ে সব এঁটো করে' রেখে।" "মার্, মার্" এই ব'লে ছেলেরা তা'কে মার্‌তে লাগ্‌ল। এমন সময়, কর্ত্তা ছিল বাইরে, এসে ব্যাপার শুনে' বল্লেন, "ওরে মারিস্‌নি, মারিস্‌নি, —মেয়ে লোকের গায়ে হাত তুল্লে লক্ষ্মী থাক্‌বে না।" বল্‌তে ছেলেরা থামলে, বউ মনে কলে 'আছা ভাগ্যিস্ ঠাকুর এলেন, তাই রক্ষে, নইলে গিয়েছিলুম আর কি!' কর্ত্তা বল্‌তে লাগ্‌লেন, "মেয়ে লোককে কি মার্‌তে আছে? তবে ও রকম বউ রেখেও কায নেই। ওকে থলের পুরে গাঙ্গে ভাসিয়ে দে।" বউ শুনে ত' অবাক্। শ্বশুরের দয়া শুনে' বউ ত' আঁৎকে উঠ্‌ল। আমাদের আশঙ্কা, পশুক্লেশ-নিবারণী সভার দয়া এই শ্বশুর মহাশয়ের দয়ার মত হ'য়ে যায় না ত'?

ভারতীয়।

ভারতীয় মুসলমান:—ভারতের খিলাফৎ কমিটী একটা সভা করিয়া বিজয়ী বীর মুস্তাফা কেমেল পাশাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার জয়ে ভারতীয় মুসলমানগণের আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু স্থির হইয়াছে যে, খিলাফৎ কমিটী কেমেল পাশাকে একখানি তরবারি ও এঙ্গোরা গভর্ণমেণ্টকে দুইখানি বিমান দিয়া সম্মানিত করিবেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় মুসলমান এই উপহার লইয়া এঙ্গোরায় গমন করিবেন ইহাও স্থির হইয়াছে।

গুরুকাবাগ:—১৭ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে ১০ই তারিখে ১০০ জন শিখ দাঙ্গার অপরাধে ধৃত হইয়াছিল; প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, আসলাম হায়াত বেগের এজলাসে তাহাদের বিচার শেষ হইয়াছে; ইহারা প্রত্যেকে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতায় দুর্ঘটনা:—কলিকাতা বড় সহর, ট্রাম মটর, লরির ছড়াছড়ি। এই ছড়াছড়িতে পড়িয়া গত জানুয়ারি হইতে সেপ্টেম্বর, ছয়মাসে ২৫২ জনের প্রাণান্ত ঘটিয়াছে এবং ১৭৩৮ জন আহত হইয়াছে। মটর হুস্ করিয়া ছুটিয়া আসে, এক নিমিষে লাখ টাকার প্রাণ কাড়িয়া লইয়া নিমিষে অন্তর্হিত হয়। সভ্য যুগের ইহাই

একটা বিশিষ্ট দান। এইরূপ উদ্দাম বেগে মটর চালান আইনে নিষিদ্ধ; কিন্তু কেই বা আইন মানে, কেই বা অপরাধীকে ধরে? দেখিতে দেখিতে আইন উপেক্ষাকারী উধাও হইয়া পড়ে; পাহারাওয়ালা বেচারী হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে; সে আর কি করিবে? কিন্তু এসব প্রতিরোধের উপায় কি? এ বিষয়ে যে সব লোক মরিয়াছে, তাহারাও দণ্ডার্হ। তাহাদের অনেককে যমের বাড়ী হইতে ফিরাইয়া আনিয়া বিচারে একটা দণ্ড দেওয়া উচিত। ইহাদের অনেকেই যেন চোখ থাকিতেও অন্ধ! ঘোড়া-গাড়ীর চালক, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, ঘুড়িধরা অশান্ত বালক, ভাসের নেশায় বুঁদ বাবুর দল কুলী মজুর, এরা যেন কেমন উদাসীন; কাজেই মরণ ছাড়া গতি নাই। বটেই ত, যম দেখিয়াও যদি গলা বাড়াইয়া দিবে, তবে আর যমের দোষ কি?

শিখের জেল-প্রীতি :—ধর্মের নামে এখন শিখগণ কারাদণ্ড সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। পঞ্জাব সরকারও "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে" নীতির অনুসরণ করিয়া যাহাতে দশ সহস্র ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে পারেন এই হিসাবে জেলের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন। উভয়তঃই সাধু সঙ্কল্প বটে!

সার সুরেন্দ্র নাথ :—গুজব রটিয়াছিল যে, সার সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁহার মন্ত্রীপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে মিঃ ভূপেন্দ্র নাথ বসুর স্থানে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—এ জনরব নিতান্ত ভিত্তিহীন। শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই!

বৈদেশিক।

বিলাতের রাজনীতি :—বিলাতের বর্ত্তমান মন্ত্রী-সভার শাসন-কাল বোধ হয় শেষ হইয়া আসিল। এবার নূতন নির্ব্বাচনে নূতন মন্ত্রী-সভায় নূতন ভাবে ও আদর্শে বিলাতের, তথা বিলাতের আশ্রিত, শাসিত ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের শাসন-কার্য্য পরিচালিত হইবে। ১৭ই অক্টোবরের তারের সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ চেম্বারলেন বর্ত্তমান মন্ত্রীগণের কার্য্যকলাপে দেশবাসী বীতশ্রদ্ধ কিনা, এ বিষয়ে কমন্স সভায় প্রশ্ন করিবেন এবং যদি বুঝেন যে, প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণ প্রচলিত শাসন-নীতিতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন, তাহা হইলে মন্ত্রীগণের পতন ও নূতন নির্ব্বাচন ঘোষণা করিবেন। আবার প্রকাশ যে, আগামী শনিবার লীডস্ নগরে এক সভায় বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ্ আসর-ভাঙ্গার সংবাদটী নিজমুখে তাঁহার দেশবাসীকে শুনাইয়া দিবেন।

নূতন নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল নেতাগণ বেশ একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ্ সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রক্ষণশীলদলের প্রতি হৃদগত ভাবটী জাহির হইয়া পড়িয়াছে। এখন তিনি যেন উদার-নীতিক এবং শ্রমজীবি নেতৃবৃন্দেরই পোষকতা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। বিলাতে এখন শ্রমজীবি দলেরই প্রাধান্য। কি উদার-নীতিক, কি রক্ষণশীল, উভয় দলই শ্রম-জীবি সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের কৃপার ভিখারী হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রমজীবি সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে বিলাতের শাসনকার্য্যের ভার সরাসরি-

ভাবে গ্রহণ না করিলেও এখন হইতে তাঁহারা যে গভর্ণমেণ্টের প্রধান আশ্রয়স্বরূপ—সরকারের মেরুদণ্ডস্বরূপ বিবেচিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গ্রীসের থ্রেস-ত্যাগঃ—গ্রীক থ্রেস হইতে বিতাড়িত হইলেন। থ্রেসের বাস গ্রীকের উঠিল। এই পলাতক গ্রীকগণের কি নিদারুণ দুর্গতিই আরম্ভ হইয়াছে! গবর্ণমেণ্টের দোষে ও অবিবেচনায় নিরীহ দুর্ব্বল প্রজা কি ভাবেই নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে। যে সকল লোক থ্রেস ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে বালক বালিকা ও রমণীর সংখ্যাই অধিক। ইহারা নিরাশ্রয়, বস্ত্রহীন, অন্নহীন, একেবারে পথের ভিখারী, ইহাদিগের সাহায্য জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। থ্রেস ও এসিয়া মাইনর হইতে যাহারা গ্রীকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ইতিমধ্যেই তাহাদের সংখ্যা ৬০০০০০ ; কেহ কেহ বলেন, ইহাদের সংখ্যা অন্যূন ৭৫০০০০। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশ হইতে খাদ্য সম্ভার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রেরিত হইতেছে। কিন্তু অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করিলে ইহা সমুদ্রে বিন্দুবৎ।

ইংলণ্ডের যুদ্ধ-ঋণ—যুদ্ধের সময় অনেক জাতিকেই মার্কিণের দ্বারে হাত পাতিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডও বাদ যান নাই। যে প্রচুর অর্থ ঋণস্বরূপ ইংলণ্ড মার্কিণের নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহার সুদ বাবদ ৪০০০০০০০ ডলার (১ ডলার প্রায় ৩ টাকা) মার্কিণকে দিতে হইয়াছে। ইহা কেবল সুদ, এখনও আসলে হাত পড়ে নাই। আবার এ ঋণ শোধ ব্যাপারে ইংলণ্ডই অগ্রণী ; এখনও অন্য কোনও শক্তি এক পয়সাও উপুড় হস্ত করেন নাই। ভ্যালা যুদ্ধ করেছিলে যা হোক্ ; লাভটা হল কি, তাই ভাবি।

লর্ড ইঞ্চকেপ—লর্ড ইঞ্চকেপ বেশ করিয়া ভোজ খাইয়া বক্তৃতাদি করিয়া ভূমিকা যেখানে যেরূপ করিতে হয়, সব করিয়া এইবার বিলাত হইতে ভারতে রওনা হইলেন। তিনি ভোজে বলিয়াছেন যে, এই অপ্রীতিকর কার্য্যের ভার-গ্রহণ, তাঁহাকে নিতান্ত-দায়ে পড়িয়াই করিতে হইয়াছে। লর্ড পীল ও লর্ড রেডিং মহা পীড়াপীড়ি করাতেই তিনি কাঁচি হাতে করিয়া সাগর পার হইতে আসিতেছেন। আমরা হাঁ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমাদের অনেক অভাব, বহু অভিযোগ ; তিনি যদি আসিয়া এ দুঃখ-দৈন্যের একটা প্রতীকার করিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতবাসী সে উপকার কখনও ভুলিবে না। আমরা অনেক আশায় তাঁহার পথ চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

সন্ধি-সংবাদে বিলম্ব—এই গ্রীক ও তুর্কী যুদ্ধের একটা পাকাপাকি মীমাংসার জন্য একটা সন্ধি-সংসদ্ শীঘ্রই হইবে, আশা ছিল। কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"—এমন একটা শুভ কার্য্যে পদে পদে বাধা উপস্থিত হইতেছে। ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা ত টলটলায়মান, একটা হেস্ত-নেস্ত সে দিকে না হইলে, সে সংসদে যাইয়া দেশবাসীর পক্ষ লইয়া কথা কহিবে কে ? সুতরাং নূতন নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত ত এ ব্যাপার পিছাইয়া যাইবেই, ও দিকে ইটালীর মন্ত্রীসভাও বুঝি ভাঙ্গে। ভাঙ্গুক না, ভাঙ্গা-গড়াই ত সংসার।

পথ্য-বিধান।*

ব্যাধিবিশেষে বিশেষ বিশেষ পথ্য।

ব্যাধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পীড়িত ব্যক্তির পথ্য-বিধান করা যে অতীব অভিজ্ঞতা ও সুবিচক্ষণতার কার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পীড়িত ও সুস্থকায় ব্যক্তির দৃশ্যতঃ ও প্রকৃতিগত যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাদের খাদ্যদ্রব্য প্রদান-বিষয়েও সেই পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং পৃথক্‌ভাবে প্রয়োগেরও আবশ্যক বলিয়া মনে করা যায়।

* গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষিত "ভিষক্-দর্পণ" পত্রিকায় প্রকাশিত সপ্তম পরিচ্ছেদের পর।

একজন সুস্থকায় ব্যক্তি যে খাদ্য যে পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, পীড়িত ব্যক্তি সেই খাদ্য সেই পরিমাণে ভক্ষণ করিতে পারে না, এবং করিলেও তদ্দ্বারা তাহার পীড়া বর্দ্ধিত বা অপরবিধ পীড়া সমুপস্থিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা উপভোগ করিতে থাকে। তাহার কারণ এই যে, পীড়িত ব্যক্তি, ব্যাধিবশতঃ তাহার মুখের জাড্য উপস্থিত হওয়ায় কোন পদার্থেরই যথার্থ স্বাদ-গ্রহণে অসমর্থ হইয়া থাকে, এমতাবস্থায় অতি সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্যও তাহার নিকট তিক্ত বা লবণময় অনুভূত হইতে থাকে, সুতরাং সেই ব্যক্তি ঐ খাদ্য কিরূপে উদরস্থ করিতে পারিবে? আবার যে খাদ্য অপরের (সুস্থকায় ব্যক্তির) প্রীতিপ্রদ নহে, হয় ত' সেই খাদ্যই সুস্বাদু-বোধ অবলীলাক্রমে অধিকপরিমাণে ভক্ষণ করিতে পারে। পীড়া হইলে পরিপাক শক্তি অধিকাংশ স্থলেই ব্যাহত হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ অনেক খাদ্য ব্যাধি-বিশেষের অনুকূল বা প্রতিকূল, এমতস্থলে সুবিবেচনা পূর্ব্বক পথ্য প্রয়োগ না করিলে সহজে রোগ আরোগ্য করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। পরিপাক-শক্তি মন্দীভূত হওয়ায় যে খাদ্য উদরস্থ হয়, তাহা সুন্দররূপে পরিপাক হইয়া শরীরে সমাসীন হইতে পারে না—পাকস্থলীতে থাকিয়া অপরাপর রোগের কারণ হইয়া উঠে; এবং প্রতিকূল খাদ্য হইলে, আসন্ন ব্যাধি প্রবলতর হইয়া যন্ত্রণার আধিক্য হইয়া থাকে। অতএব, প্রত্যেক ব্যাধির উপযোগী পথ্য প্রদান না করিলে রোগ-আরোগ্য দুরূহ হইয়া পড়ে।

পথ্যের কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত প্রয়োজন; যেহেতু প্রতিদিন একপ্রকার পথ্য প্রদান করিলে রোগীর ভক্ষণে অরুচি উপস্থিত হয়। ফলে, শীঘ্রই তাহার দৌর্ব্বল্য সমুপস্থিত হয় এবং "আর কি খাইতে পারি" বলিয়া অভিযোগ করিতে থাকে। এমতস্থলে রোগীর নিকট সাধারণ খাদ্য উপস্থিত করাও যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ, রোগীর খাদ্য হইলেই পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি আমাদিগের স্মৃতিপথে পতিত হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ যে খাদ্য রোগীকে দেওয়া হইতেছে, উহা তাহার রোগ-আরোগ্যের পক্ষে অনুকূল কিনা, উহা উত্তমরূপ সুসিদ্ধ করা হইয়াছে কিনা, উহা সহজে পরিপাক হইবে কিনা, তদ্দ্বারা তাহারা কিরূপ বল-সঞ্চার হইতে পারে এবং ঐ খাদ্য রোগীর পক্ষে সুস্বাদু করা হইতেছে কিনা, তদ্বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সুস্থ এবং পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারের শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং যুক্তিসঙ্গত নিয়মসকল স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবস্থিত হওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। বয়স, ক্রিয়া কলাপ, জীবনের অবস্থা, প্রাকৃতিক গঠন, শারীরিক ও নৈতিক অবস্থা এবং মানসিক চিত্তবৃত্তি-নির্ব্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই এক প্রশ্ন - "কি খাইব এবং কি খাইব না"। এতদনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা না করিলে স্বাস্থ্য কিরূপে অব্যাহত থাকিতে পারে? স্ত্রীলোক এমত খাদ্য চাহে, যদ্দ্বারা তাহার নিজের ও সন্তানের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে। এখানেও সর্ব্বত্র এক ব্যবস্থাও হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যেকেরই শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়া কলাপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। পুরুষদিগের পক্ষেও তদ্রূপ। সে যে কার্য্য করে, তাহার শরীরের ভাব ও চিত্তবৃত্তি যেরূপ তদনুসারেই তাহার আহার্য্য-দ্রব্য নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। অতএব কেবল নিয়মের বশবর্ত্তী হইলেই সব সময় চলে না। বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগীর অবস্থা এবং স্বকীয় অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করিবেন। চরক বলিয়াছেন,—

"নৈকান্তেন নির্দ্দিষ্টেঽপ্যর্থেঽভিনিবিশেদ্ বুধঃ"

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ জগতে একান্ত নির্দ্দিষ্ট কোন পথ্যেরই অনুসরণ করেন না। পথ্যবিধান-কার্য্য অনভিজ্ঞের দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব এবং তাহা কি রোগী, কি সুস্থ—কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে।

(ক্রমশঃ)

(হরিভজন-পাত্র্য।)

শ্রীমধ্ব-জন্মতিথি।

বিগত বর্ষে পূর্ণপ্রজ্ঞ-জন্মতিথিতে পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা নগরীতে শ্রীমধ্ব-প্রকটোৎসব দিবসে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি এ বর্ষে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীবাসুদেব ভট্ট ১০৪০ শকাব্দে বিলম্বী বার্হস্পত্য বর্ষে দক্ষিণ কানেরা জেলার রজতপীঠপুরগ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুলে মধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে বেদবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বাদশবর্ষ পর্যন্ত বয়ঃকালে উড়ুপীগ্রামের শ্রীঅচ্যুত-প্রেক্ষ্য তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

অচ্যুতপ্রেক্ষের গুরু পরম্পরা যাহা উড়ুপীতে মাধ্ব মঠে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা এই—

১। হংস নামক পরমাত্মা। ২। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। ৩। সনকাদি। ৪। দুর্ব্বাসা। ৫। জ্ঞাননিধি। ৬। গরুড়-বাহন। ৭। কৈবল্য তীর্থ। ৮। জ্ঞানেশ তীর্থ। ৯। পরতীর্থ। ১০। সত্যপ্রজ্ঞ তীর্থ। ১১। প্রাজ্ঞ তীর্থ। এই প্রাজ্ঞতীর্থের শিষ্যই অচ্যুত-প্রেক্ষ্য তীর্থ। অচ্যুত-প্রেক্ষ্য তীর্থের শিষ্য পূর্ণপ্রজ্ঞ, আনন্দ তীর্থ এবং মধ্বমুনি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কোন কোন কালবিদ্‌গণের মতে তাঁহার ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে উদয়কাল। কিন্তু ১০৪০ শকাব্দ ধরিলে ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

এই শ্রীমধ্বমুনি হইতে বৈষ্ণবের চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। পদ্মপুরাণ বলেন—

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

পুরাকালে লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনৎকুমারাদি চতুঃসন চারি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। কলিতে রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীমধ্বা-চার্য্য যে গুরু-পরম্পরা স্বীকার করিয়াছেন, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে তিনখানি আকর-গ্রন্থমতে তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণসংজ্ঞকান্।" শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ এবং নারদ হইতে ব্যাসদেব। শ্রীব্যাসই শ্রীমধ্বপাদের গুরুদেব।

শ্রীমধ্বপাদ হইতে ষোড়শ অধস্তন শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী। পুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত। কোন মতে শ্রীলক্ষ্মীপতির শিষ্য শ্রীনিত্যা-নন্দ-স্বরূপ। সুতরাং গৌড়দেশীয় বৈষ্ণব সকল শ্রীমাধব-গৌড়ীয় নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের আশ্রিত ভক্তগণ সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ—তাঁহাদের অনেকেই গৌড়দেশবাসী। গৌড়দেশ বলিলে পূর্ব্বকালে পঞ্চগৌড় বুঝাইত। সম্প্রতি পূর্ব্বগৌড়কেই অর্থাৎ বঙ্গদেশের রাজধানী মালদহ এবং শ্রীনবদ্বীপকেই গৌড়ের রাজধানীদ্বয় বলা হইতেছে। শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীগৌরহরি গৌড়ের রাজধানী শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে উদিত হইয়া-ছেন। আর তাঁহার নিজজন শ্রীরূপসনাতন-শ্রীজীবাদি রামকেলি গৌড়ে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমধ্বমুনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও ন্যূনাধিক চত্বারিংশৎ ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উড়ুপী গ্রামে স্বয়ং মূল উত্তরাঢ়ী মঠ ও আটটী শিষ্যের দ্বারা ঐ গ্রামে আটটী মঠ স্থাপন করেন। অদ্যাবধি সেই নয়টী মঠ শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের কীর্ত্তি সংরক্ষণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত ব্যাসরায় মঠ ও বিজয়ধ্বজ মঠ প্রভৃতি অনেকগুলি শাখা-মঠ ঐ স্থানের নিকট-বর্ত্তী প্রদেশে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়দিগের গুরুপরম্পরা ও উড়ুপীর তত্ত্ববাদী দিগের গুরুপরম্পরা শ্রীমধ্ব হইতে জয়তীর্থ পর্য্যন্ত একই আছে। শ্রীগৌড়ীয়-পরম্পরায় জয়তীর্থের

শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু এবং তৎশিষ্য দয়ানিধি প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উত্তরাঢ়ী মঠের তত্ত্ববাদী শাখার পরম্পরা জয়তীর্থ হইতে বিদ্যাধিরাজ তীর্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখ আছে। শ্রীগৌরসুন্দর যে সময় উড়ুপীতে গিয়াছিলেন, সেই কালে তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের রঘুবর্য্য তীর্থ পীঠাধিপ ছিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহা বেদান্তের শুদ্ধদ্বৈতপর ভাষ্য। তৎসহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-পর বেদান্ত-ব্যাখ্যার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তত্ত্ব-সন্দর্ভের টীকায় চারিটী ভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন—

ভক্তানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ দেবা ভক্তেষু মুখ্যাঃ।
বিরিঞ্চস্যৈব সাযুজ্যং লক্ষ্মা জীবকোটীগম্॥

শ্রীরামানুজের মতে বিশিষ্টাদ্বৈত, নিম্বার্কের মতে দ্বৈতাদ্বৈত এবং বিষ্ণুস্বামীর মতে শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমাধ্বমুনির জীবন-চরিত্র তাঁহার নিজ শিষ্য ত্রিবিক্রম আচার্য্যের পুত্র নারায়ণ পণ্ডিত 'মধ্ববিজয়' নামক একটী মহাকাব্য রচনা করেন। তাঁহার রচিত অষ্টোত্তরসহস্র শ্লোক-সমন্বিত ষোড়শ সর্গ-বিশিষ্ট মধ্ববিজয় গ্রন্থই মধ্বাচার্য্যের প্রামাণিক জীবন-চরিতের মূল আকর।

শ্রীগৌড়ীয়গণের এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় তাঁহাদের আচার্য্যের বিষয় যে অনভিজ্ঞতা চলিতেছে, তাহা আলোচনা-প্রভাবে কথঞ্চিত অপনোদিত হওয়া আবশ্যক।

জীবের অবস্থাভেদ।

জীবগণ অনন্ত ও সূক্ষ্মস্বরূপ। বেদে গাহিয়াছেন, কেশের অগ্রভাগকে শতাংশ করিলে তাহার শতাংশের যে পরিমাণ, জীবের সেইরূপ সূক্ষ্ম স্বরূপ। জীব অণুচৈতন্য ও অসংখ্য। এই তত্ত্ব বেদমন্ত্র ও উপনিষৎ-সম্মত। শ্রীমদ্ভাগবতে বেদগণ ভগবৎ-স্তোত্রে বলিয়াছেন যে, দেহধারি জীবগণ যদি অপরিমিত, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে তাহাদের ভগবানের শাসনাধীন থাকার নিয়ম (বেদ-সম্মত) থাকিত না। জীব ও ভগবানকে যাঁহারা এক করিয়া জানে, তাঁহাদের মত দূষিত। এই ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বদ্ধজীব চতুরশীতি লক্ষ যোনি আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তন্মধ্যে বৃক্ষ-প্রস্তরাদি আচ্ছাদিত-চেতন স্থাবররূপে বিংশতি লক্ষ জন্ম লাভ হয়, আর জঙ্গমগণের মধ্যে একাদশ লক্ষ জন্ম কৃমিরূপে, নবলক্ষ জন্ম জলচররূপে, দশ লক্ষ জন্ম পক্ষিরূপে এবং ত্রিশলক্ষ জন্ম পশুভাবে ব্যয়িত হয়। এই সকল অবস্থায় জীব সংকোচিত-চেতন। আর, মাত্র চতুর্লক্ষ জন্ম মনুষ্য-যোনিতে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বেদবিরোধী নীতিশূন্য (ম্লেচ্ছ-পুলিন্দাদি) বেদবিরোধী নিরীশ্বর নীতিপরায়ণ, এবং বেদানুগত্য কল্পিত সেশ্বর-জীবনে জীব মুকুলিত-চেতন। যথার্থ বেদানুগত ঈশ্বর-বিশ্বাসী জীবই বিকচিত-চেতন। যাঁহারা প্রেমভক্তি-রাজ্যে উন্নীত হইয়াছেন, তাঁহারাই পূর্ণবিকচিত-চেতন জীব। বেদনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অধিকাংশ মুখে বেদ স্বীকার করিয়া বেদ-বিরুদ্ধাচারী যথেচ্ছাচার, কুকর্ম্মী, অধার্ম্মিক। আর, যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নিজ ভোগকামনাময় পুণ্যার্জ্জন-তৎপর কর্ম্মনিষ্ঠ। অসংখ্য কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিমধ্যে একজন আত্মার নির্ম্মলতা-সাধনশীল জ্ঞানী ব্যক্তি দৃষ্ট হইতে পারেন। এইরূপ অনেক জ্ঞানীর মধ্যে জড়বুদ্ধিরহিত মুক্ত পুরুষ একজন। যথার্থ কৃষ্ণভক্ত বহু মুক্তপুরুষ মধ্যেও বিরল। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম বলিয়া তিনি প্রশান্তচিত্ত। তাঁহার মনে স্বর্গাদি-ভুক্তিরূপ কামগন্ধ নাই, নির্ব্বাণাদি মোক্ষবাঞ্ছা নাই, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি-লাভের বাসনা নাই। সুতরাং স্বল্প কামনার অপ্রাপ্তি-জনিত অথবা প্রাপ্ত হইলেও

তত্তৎকালের অনিত্যত্ব ও অনুপাদেয়ত্ব প্রযুক্ত অশান্তি তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে না।

আপন আপন কর্ম্মসূত্রে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন জীবের ভক্তি-জন্মোপযোগী সুকৃতির উদয় হয় অর্থাৎ অজ্ঞান ক্রমে বিষ্ণু বৈষ্ণবের সেবা সাধিত হয়, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া চৈত্যগুরুরূপে তাঁহার হৃদয়ে পাপমুক্ত ও ভুক্তিমুক্তি-সাধনোপায় কর্ম্মজ্ঞানাবরণশূন্য শুদ্ধভক্তির কথা ক্রমশঃ শ্রবণহেতু শ্রদ্ধার উদয় করান এবং মহান্তগুরুরূপে নিজ প্রিয়তম জনকে প্রেরণপূর্ব্বক শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে স্ব-প্রসাদরূপ সাধুগুরু-সঙ্গে কৃষ্ণসেবা-সাধনে যোগ্যঃ করেন। ভক্তিকে লতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাকে ভক্তিলতাবীজ বলা হইয়াছে এবং ভক্তি-সাধককে মালীর সহিত উপমা করা হইয়াছে। দক্ষ মালী যেমন বীজ বপন করিয়া তাহাতে জলসেক করে, গো-মহিষ প্রভৃতির উপদ্রব হইতে লতার রক্ষাকল্পে বেষ্টনী বা বেড়া দেয়, সেইরূপ সাধকও শুদ্ধহরিকথার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ প্রভৃতি নিরাকরণ জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকেন। এইরূপ করিতে করিতে ভক্তিলতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মধ্যে যেমন লতার উপরে পরগাছা প্রভৃতি উপশাখা জন্মিয়া মূল কাণ্ডের পুষ্টিকে স্তব্ধ করিয়া দেয়, সেইরূপ ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধি-বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, লাভ পূজা, প্রতিষ্ঠা, কপটতা প্রভৃতি প্রতিবন্ধক ভক্তিলতাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখে। এই উপশাখাগুলির ছেদনদ্বারা উৎসাদন না করিলে ভক্তিলতার বৃদ্ধি হইবে না, বরং উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সকল উৎপাত বন্ধ করিয়া যদি অপরাধশূন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ জলসেক করা যায়, তাহা হইলে ভক্তিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের দেহাত্মাভিমান অতিক্রম করিয়া, পরে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ নির্ব্বিশেষ ধারণার অবস্থা পার হইয়া দাস্য-প্রেমের গৌরবানুভূতির পরবর্ত্তী অবস্থা নির্ম্মল বিস্রম্ভ-সেবাপরবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিরাশঙ্ক হয়। আর তাহার নাশের সম্ভাবনা থাকে না। জীবের ইহাই চরমকল্যাণের অবস্থা।

বুদ্ধির দৌড়।

"ওরে শিবে, একখানা বেশ ভাল দেখে' কাটারি তৈরি করিয়ে আন্ দেখি?" "আজ্ঞে, বাবু, তা' আনব বৈ কি। একখানা ভাল কাটারি, তা' চার পাঁচ টাকা হ'লেই হবে।" "আরে বেটা, চার পাঁচ টাকা কিরে, বার আনা, বড় জোর, এক টাকা হ'লেই ভাল কাটারি হবে।" "আজ্ঞে, তা' হবে বৈ কি, বাবু। তবে কিনা, ঐ কামার—বড় ধড়িবাজ। ইস্পাত, লোহা, পান দেওয়া, মজুরি, এই সব নানা কথা বলে' পয়সা আদায় করে' নেয়। না হ'লে, তা বৈকি, কতই বা ন্যায্য খরচ—বড় জোর পাঁচ সিকে।" "ওরে না, ইস্পাত ফিস্পাতে কায নেই। তুই একসের পাঁচ পো লোহা কিনে দে', তা'র মধ্যে একটা টুকরো দেখিয়ে বলে' দিগে যে, সেটা ভাল ইস্পাত, ব্যস্। আর ঐ পানান ফানান বাজে কথা, চালাকি করে' বেশী মজুরী নেয়। তুই মজুরী যত কমে পারিস্, করে' আসিস্।" "আজ্ঞে, তা' করে' আসব বৈ কি। কথাতেই বলে, 'যেমন গুরু তেমনি চেলা', বাবু মনিব, বাবুই গুরু।" এই বলে' শিবে কালী-কামারের কাছে গিয়ে, "ওহে মিস্ত্রি দাদা, আনা বার চোদ্দর মত একখানা দা বানিয়ে দিতে হবে।" "সে কিহে শিবু ভায়া, আজকাল কি দর, তা' কি

তুমি জান না? তোমার লোহা কিন্‌তেই ত' ঐ দাম লাগ্‌বে, তার পর ইস্পাত, মজুরী। অন্ততঃ সাড়ে তিনটী টাকা নিয়ে এস, তবে হবে।" "না হে, দাদা, কচুগাছ-কাটা দা'করতে অত কাণ্ড করতে হবে না। শুধু লোহা পিটে' সাইজমত করে' একটু বেশী করে' ঘসে' মেজে' চক্‌ চক্‌ করে' দাও, তাহ'লেই বাস্। চক্‌চকেটা ভাল করে' দিও।" "আচ্ছা, সে বেশ। বাবু কাছে পাঁচ সিকে আদায় করে' তুমি সিকিটা নেও, আমায় টাকাটা দিও।" ওদিকে বাবু ঠাওরাচ্ছেন, "বেটা কামারকে খুব ফাঁকি দিয়েছি—হা হা, আমার কাছে চালাকি?" এই মনে করে' বাবু নিজেকে খুব চালাক ঠাওরাচ্ছেন। কিন্তু ফলে কি হ'ল? কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিতে গিয়া বাবু নিজেই ফাঁকিতে পড়লেন। যে কাটারী তৈরি হয়ে এ'ল তা'তে না কাটা যায় নারকেল, না কাঠ, না কিছু! সেটা অকর্ম্মণ্য হ'য়ে রইল। এদিকে কায যেমন আটকে' ছিল, তেম্‌নিই আটকে রইল।

একটু ভাল করে' যদি দেখা যায়, তা'হলে ঐ বাবুর মত বুদ্ধিমান্ প্রায় সকলকেই দেখা যায় না কি? ভক্তবেশী ধর্ম্মধ্বজী মনে মনে ভাব্‌ছে,—"লোকগুল' কি বোকা। আমার বাইরের পোষাক, চাল-চলন দেখে, আমাকে বড় ভক্ত ঠাউরে, আমার কত পূজা কর্চ্ছে, আমায় ধন, কড়ি, গহনা, ঘি, দুধ, মাখন, সন্দেশ, স্ত্রীলোক—কত কি দিচ্ছে, আমার মনি খাটুনিতে কত সুখভোগ হ'চ্ছে। বোকা লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে খাওয়াই বাহাদুরী, নইলে ভগবান্ ফগবান্ কিছু না। আবার ঠাকুর-ব্যবসায়ী ঠাওরাচ্ছে, "এই যে ঠাকুর, এটী আমার সুখভোগের যন্ত্র, লোকে মানুষের কাছ থেকে পয়সা-আদায়ের কল। লোক সব বোকা হ'য়ে ঠাকুর বিশ্বাস না করলে আমাদের দুর্দ্দশা কি হ'ত!" ভট্‌চায্যি মনে মনে হাস্‌ছে, "যজমান গুল' গাধা, তা' না হ'লে আমাদের এত মজা হ'ত কি?" যজমান মতলব আঁটছে, "ঠাকুর দেবতা গুল' বেশ তোষামোদ ভালবাসে। একটু খরচ পত্র করে' ভাল করে' পূজোটা করতে পারলেই তা'রা খুসী। যা' চাও তাই পাবে। আমায় ধন দাও, যশ দাও, মান দাও, বুদ্ধি দাও,—আর তা'রাও দিচ্ছে। এই যে আমি এত বড় বুদ্ধিমান্, এত ধন আমার, এত সম্ভ্রম, সমস্ত ভারতের, শুধু ভারতের কেন, পৃথিবীর বলাও চলে, সব লোকের মুখেই যে আমার নাম—এ সবই ঐ দেবতাদের তোষামোদ করে'। তা'রা আমাকে তাদের ভক্ত ঠিক করেছে। আরে বাবা, কে কা'র ভক্ত? এ শর্ম্মা নিজের ছাড়া আর কা'রও ভক্ত নয়। তবে তোমার পায়ে গড় না, কাজের পায়ে গড়।" যা'রা ধর্ম্মধ্বজীদের মানে না, দেব দেবতা স্বীকার করে না, শাস্ত্র ফাস্ত্র মানে না, কেবলই বড় মনে করে, তাদের মত এই যে, "বাবা, রেখে দাও তোমার শাস্ত্রের বাজে কথা। ঠাকুর ফাকুরের কত ধার ধারি? এ করো না, তা' করো না, করলে পাপ হবে, আর 'এই কর, তাই কর, এতে পুণ্য হ'বে স্বর্গ পাবে—' মতলব আর কিছু নয়, লোকগুল' যে যা'র প্রধান প্রধান হ'য়ে সুখ খুঁজলে এ ওর সুখে বাধা দেবে, ঝগড়া ঝাঁটি হবে। এই জন্যে ঐ সব নিয়ম। আমরাও বাইরে বাইরে ও'সব মানব, নইলে সমাজে থাকার সুবিধেটা পাওয়া যাবে না। গোপনে সব চালাব, হর্দ্দম চালাও, বাইরে ভদ্রলোক হ'লেই চলবে। কি জানি, বাবা, কখন কা'র সঙ্গে হয়। হর্দ্দম মজা লোট, নইলে শেষে আপ্‌শোষ হবে, আর মরে' গেলে সব ফুরিয়ে যাবে, এত সুখ সব পড়ে' থাকবে। সময় থাক্‌তে থাক্‌তে মজা লোটাই চালাকি। আর যে সব দেখ্‌ছ, সব বেকার দল।" আর একদল গাইছে, "এ সব কিছু নয়, কিছু নয়, আমিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই ভুল

করে' এই সব রকমারি দেখ্‌ছে। এই ভুল ভাঙ্গ্‌লেই আমার ছুটী, এ জগতের সুখ দুঃখের ঝামাল আর থাক্‌বে না। মনটাকে ঠিক কর্‌বার জন্যে একটা ঠাকুর ফাকুর খাড়া করে' পূজো করে' ভক্তি কর্ত্তে হয়, মন ঠিক হ'য়ে গেলেই, ঠাকুর ভেঙ্গে অদ্বৈত-সিদ্ধি-লাভ। নইলে আমি ছাড়া আবার ঠাকুর কি? এক ছাড়া দুই নেই, এক ব্রহ্ম, আমিই সেই। তোমরা একথা বোঝ না, তোমরা বোকা। এক আমিই আছি, তোমরা কেউ নাই। এই কথাটা তোমরা ভাল করে বোঝ। ঐ যে ভক্তি বল্লেন না? ওটা কিছু নয়, খানিকক্ষণের জন্যে, আসল জিনিষ অদ্বৈত-সিদ্ধি। বোকা লোক এ সব বোঝে না।" এই রকম এরা সবাই আর সকলকে বোকা ঠাওরাচ্ছে, আর নিজে নিজের বুদ্ধি দেখ্‌ছে। এদের কা'রও ভগবানে বিশ্বাস নেই—সব ঐ কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেওয়ার দল। স্বতন্ত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান্ আছেন, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সূক্ষ্ম জীবগণ তাঁহার নিত্য সেবক—এই নিত্য সত্যকে অবিশ্বাস করে' কেউ দানব্রত দিয়ে দেব-দেবীর কাছে ভোগের জন্যে আব্দার করে, কেউবা ভোগ ছেড়ে "সোঽহং" ভাবে, কেউ বা "লুটে নাও, দুদিন বই ত' নয়" ভেবে' আর সবুর না করে' এখনকার তখনি ভোগে ব্যস্ত, কেউবা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হ'য়ে যাবার জন্যে কত রকম কসরৎ অভ্যাস করে, আরও কত রকম—সবাই, জীবের স্বরূপধর্ম্ম যে কৃষ্ণভক্তি—যেটায় জীবের আসল মঙ্গল, তাতে গা না করে' ইস্পাত ফাঁকি দিতে গিয়ে তা'দের ভেঁতা কাটারিই লাভ হ'য়েছে, নিজের স্বরূপ কৃষ্ণসেবাবৃত্তিকে চেপে রেখে'—লাভের মধ্যে হ'ল কি, না, মায়ার কলে আচ্ছা করে' পেষণটা দিন দিন বাড়্‌তেই থাক্‌ছে। হায়রে, কত বুদ্ধিমান্ আমরা!

ভবঘুরের উক্তি।

কি হে ব্রহ্মচারি ভায়া, মঠ যে এখনও খালি? ঢাকায় খুব জোর উৎসব চল্‌চে, নয়? তোমাদের ক'জনের খুব ধর্ম্ম! আমারই মনে হয়, ছুটে' উৎসবে চলে' যাই, সুবিধে হ'য়ে উঠ্‌বে না, ভাই। আর তোমরা কি করে' এখানে আছ হে? লোভ না সাম্‌লাতে পারলে মাঠ-ঘাটে বাস চলে না। তা' না হ'লে কবে তোমাদের মঠে এসে ডেরা নিতুম। আমার লোভটা আসটা সাম্‌লান বড় একটা হ'য়ে ওঠে না। নইলে, ভাবনা নেই, চিন্তে নেই, দিব্বি মঠে থাকতুম। আর ভবঘুরে-গিরির দফা-রফা' করে' ফেল্‌তুম। তবে মঠেও নিস্তার নেই। তোমাদের কয়েকজন ভিক্ষা করে' মঠ চালায়, কতক শাস্ত্র ঘাঁটে, কতক আবার ঠাকুর-সেবা আর মঠের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমার মত কুঁড়ের আড্ডা নয়, বাবা। যা'ক্, একটা খবর দিতে এলুম। সে দিন ষ্টীমারে ঘুরচি; দেখি, এক ভদ্রলোক তোমাদের কাগজ একখানি পড়্‌চেন। আর এক ভদ্রলোক এসে জিগ্‌গেস কর্‌লেন,—"কেমন মশাই, পড়্‌চেন কেমন?" সেই ভদ্রলোক বল্লেন, "হ'ত, কাগজখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হ'তে পার্‌তো, কিন্তু—।" দ্বিতীয় ভদ্রলোক তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লেন,—"হাঁ, হাঁ, সকলেরই এক কথা। বুঝেছি আপনাকে আর বল্‌তে হবে না। তা'ত বটেই, তা'ত বটেই, আপনি বুদ্ধিমান্ লোক, ধর্‌বেন বৈ কি। তা' ওঁদের ঐ একটী দোষ, তা' না হ'লে জায়গায় জায়গায় পাণ্ডিত্যের পরিচয়, জায়গায় জায়গায় বেশ সরল কথায় লোককে গল্পচ্ছলে বোঝান, তা' বেশ আছে, তত্ত্ব-কথায় বেশ প্রবেশ আছে। সব ঠিক, তবে

ঐ এক দোষেই গোড়া মরেছে।" বলতে বলতে ইনি কি এক শ্লোক বল্লেন, তা'র মানে কর্লেন, একটী দোষ গুণরাশি-নাশী। যার হাতে কাগজ, তিনি বল্লেন,—"যে দোষ দেখ্‌ছি, সে ওঁদের ইচ্ছাকৃত, কেননা, লেখা থেকে ত' বোঝেছি যে এঁরা জানেন সবই, আর বলচেনও বটে। তবে মাত্র ইঙ্গিত করাতে সকলে কথা ধরতে পাচ্ছে না। তাইতে ফলও তেমন হচ্ছে না।" অপর লোকটী বল্লেন,—"এই, বলুন ত' মশাই। আ'মও ত' তাই বলি। কেন রে বাপু, ও সব ইঙ্গিত ফিঙ্গিতে কি দরকার? আর দোষ, ইচ্ছে করেই বৈকি? নয় ত' কি 'ওগুল' আপনা আপনি ছেপে বেরুচ্ছে?" "ছেপে কি বেরুচ্ছে?" "আজ্ঞে, ঐ আপনি যা' ধরেছেন।" "ছেপে কৈ বেরুচ্ছে, বরং কথা চাপা পড়ে' যাচ্ছে, বেশ ফুটে' বেরুচ্ছে না বলে' আমি তাঁদের দোষ দর্চ্ছি। ঐ যে প্রভুরা বংশ-পরিচয়ে ফুলে' উঠে' দাসেদের মাথায় পা চাপিয়ে দিয়ে তা'দের উপার্জ্জনের ভাগ বসিয়ে নিজেরা ভোগ কর্‌চে, আর তা'দের ভোগের পথে চালিত করে' পরমার্থের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে—ওদের কথা বেশ স্পষ্ট করে' বলে' লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে তা'দের উদ্ধার করা দরকার।" "তাই ভাল, আমি মনে করি, ওঁদের জাত-গোঁসাইয়ের প্রতি যে অশ্রদ্ধা কাগজে বেরো'য়, সেইটেই দোষ।" "সেইটে দোষ? সেইটীই ত' চাই। শাস্ত্রে, সদাচারে, মহাপুরুষচরিতে—কোথায় ওঁদের আচরণের প্রশংসা আছে? ঐ কথা যতটা প্রচার হওয়া আবশ্যক, ততটা হ'চ্ছে না—এই আমার আক্ষেপ।" "তাই ভাল" বলতে বলতে লোকটী যেন জোঁকের মুখে নুন-পড়ার মত হ'য়ে মুখ চুপ করে' আস্তে আস্তে সরে' পড়্‌ল। আমার এই ব্যাপারটা দেখে' শুনে' একটা 'তাই ভাল'র গল্প মনে পড়ে' গেল। এক বাবু ভায়া সন্ধ্যে বেলায় কাপড় কুঁচিয়ে পরে' এসেন্স মেখে,' হাতে ছড়ি ঘুরিয়ে বেরিয়েছেন। পকেটেও কিছু রেস্ত নিয়েছেন। পরে ঠিকানায় গিয়ে মামার দোকানের মধুপানে মত্ত হ'য়ে রেস্ত খালি! তখন মাসী দূর করে' তাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি ত' টলতে টলতে চলেছেন, আর ঠাওরাচ্ছেন যে, রাস্তাটা বড় বেয়াদব,—একবার এ পাশে, একবার ও পাশে নৌকোর মত' হেলছে। মনে হ'ল, যেন তা'কে কে ঠেলে' ফেলে' দিলে। পড়্‌ ত' পড়, এক দোতলা বাড়ীর নীচে এক নর্দ্দামায়। ভোর হ'য়েছে; এমন সময়, ওপর থেকে তা'র গায়ে ছর ছর করে' কি পড়্‌ল। তা'রও একটু তন্দ্রা ভেঙ্গে আস্‌ছিল। টেনে' টেনে' বলে' উঠ্‌ল "এ—কে—জল—ফেল্লে।" ওপর থেকে ছেলে-গলায় জবাব হ'ল,—"জল না, জল নয়;" "তবে—কি?" "পেচ্ছাপ"! "ওঃ, তাই—ভাল, আমি—মনে—করি—জল।" সেই রকম ঐ প্রভুভক্ত ভায়া "তাই ভাল" বলে' প্রভুদের কীর্ত্তির কথা ভাবতে ভাবতে চল্‌লেন। আমিও আবার, কে কোথায় কি বলে, শুনতে, এ দিক্ ও দিক্ কর্ত্তে লাগ্‌লুম। ভব-ঘুরের স্বভাবই এই। আসুন্, তোমাদের ঠাকুর মশাই,—তিনি তোমাদের এত কৃপা কর্চ্ছেন, আর আমাকে একটু দয়া করে' যদি আমার ভবঘুরে গিরিটা ঘুচিয়ে দেন, এই প্রার্থনাটা যদি ভরসা হয় ত' জানা'ব। মনের ভিতর এই ভবঘুরের খেয়াল নিয়ে তাঁ'র কাছে কথা কইতে ভরসা হয় না। এগিয়ে গিয়ে সাম্‌না সাম্‌নি দণ্ডবৎই কর্ত্তে পারি না! যাই হো'ক্ ভাই, তোমরা একটু খাতির-দয়া ক'রো। আমি তোমাদের কেনা হ'য়ে থাক্‌ব। তা' নইলে আমাকে আর পাবে না, ভায়া।

শ্রীশ্রীএকাদশী ব্রত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীনারায়ণ মহর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন :—

সন্তি সর্ব্বাণি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
সদ্যোহন্নমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসরে॥
ভুঙ্‌ক্তে তানি চ সর্ব্বাণি যো ভুঙ্‌ক্তে তত্র মন্দধীঃ।
ইহাতিপাতকী সোঽপি যাত্যন্তে নরকং ধ্রুবম্॥
একাদশী প্রমাণানি যুগসংখ্যাকৃতানি চ।
কুম্ভীপাকে মহাঘোরে স্থিত্বা চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
গলিত ব্যাধিযুক্তশ্চ ততঃ সপ্তসু জন্মসু।
পশ্চান্মুক্তো ভবেৎ পাপাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥
—শ্রীব্রহ্মজন্মখণ্ড ২৬ অঃ ২৪-২৬ শ্লোক।

একাদশীতে সকল প্রকার মহাপাপই অন্নাশ্রিত থাকে। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, সে ইহলোকে মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং মরণান্তে একাদশী-পরিমিত যুগ পরিমাণে কুম্ভীপাক নামক নরকে অবস্থান করতঃ চণ্ডাল-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত গলিত-কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত হইয়া বহু যন্ত্রণা ভোগের পর মুক্ত হইতে পারে, ইহা কমলযোনি ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন।

ব্রহ্মহত্যাদি পাপানাং কথঞ্চিন্নিষ্কৃতির্ভবেৎ
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কৃতির্নাস্তি কুত্রচিৎ॥
—বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ৯ শ্লোক।

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহা মহা পাপ হইতেও কোন প্রকারে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু একাদশীতে অন্ন-ভোজনকারী ব্যক্তির কখনও নরক-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি নাই।

একাদশীর উপবাসে মানবগণের সকল প্রকার পাপই বিনাশ হইয়া যায়। পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে "দেবদূত-কুণ্ডল" সংবাদে লিখিত আছেঃ

একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ পাপং যৎকৃতং বৈশ্য মানবৈঃ।
একাদশ্যুপবাসেন তৎসর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ॥

হে বৈশ্য! মানবগণ একাদশ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্ পাণি,পাদ, গুহ্য, উপস্থ ও মন দ্বারা যে সকল পাপ করিয়া থাকে, তৎসমুদয়ই একাদশীর উপবাস দ্বারা বিলীন হইয়া থাকে। অতএব—

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নির্যতিস্তথা।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
—অগ্নি পুরাণ, শ্রী, হ, ভ, বি, ১২ বিঃ ৩০ শ্লোক।

গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, আহিতাগ্নি ও যতি ইহাঁরা কেহই (শুক্ল কৃষ্ণ—এই) উভয় পক্ষের একাদশীতেই অন্ন ভোজন করিবেন না।

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন॥
—বিষ্ণুসংহিতা।

বিশেষং কুরুতে যস্তু পিতৃহা স প্রকীর্ত্তিতঃ।
—গরুড় পুরাণ শ্রী হ, ভ, বি, ২০ শ্লোক॥

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীই সমান, ইহাতে কিছুই প্রভেদ নাই। যে ব্যক্তি ভেদ জ্ঞান করে, তাহার পিতৃ-হত্যার পাপ হয়।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি।
—বিষ্ণু সংহিতা।

স্ত্রীলোক রজস্বলা হইলেও একাদশীতে ভোজন করিবে না।

শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন—

বর্ণানাং আশ্রমানাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি।
একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ॥
—পদ্ম পুরাণ উত্তর খণ্ড।

হে পার্ব্বতি! সকল বর্ণের, সকল আশ্রমের এবং সকল স্ত্রীলোকেরই একাদশীর উপবাস করা কর্ত্তব্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীমাতাকে বলিয়াছিলেন—

একদিন মাতৃপদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে, মাতঃ মোরে দেহ এক দান॥
মাতা বলে তাই দিব, তুমি যা মাগিবে।
প্রভু বলে, একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥
শচী কহে, না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ১৫ পঃ ৮।৯।১০ কঃ

সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ।
একাদশীমুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর খণ্ড।

স্বীয় পুত্র, ভার্য্যা এবং স্বজনগণের সহিত ভক্তি-সহকারে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাং।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ২ শ্লোক।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীগণ ইহারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুর পরম প্রিয় একাদশীব্রত করিলে মোক্ষ (বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহু র্মনীষিণঃ—পদ্মপুরাণ) অর্থাৎ শ্রীহরির দাস্য লাভ করিতে পারেন।

একাদশ্যাপবাসং যঃ সদা তু কুরুতে নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবোহরিঃস্থিতঃ॥

—অগ্নিপুরাণ, শ্রী, হ,ভ,বি, ১২ বি, ৭১ শ্লোক।

যে ব্যক্তি সদা একাদশীর উপবাস করেন, তিনি যেখানে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থিত, তথায় গমন করিয়া থাকেন।

একাদশীব্রতং ভক্ত্যা যঃ করোতি নরঃ সদা।
স বিষ্ণুলোকংব্রজতি যাতি বিষ্ণু-স্বরূপতাম্॥

—গরুড় পুরাণ।

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে একাদশীব্রত করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ লাভ করতঃ শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

একাদশীব্রতং যস্তু ভক্তিমান্ কুরুতে নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্বয়ম্॥

ভা-১০।২৮।১ শ্লোকের সিদ্ধান্ত প্রদীপ টীকা।

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক একাদশী ব্রত করেন, যেখানে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থিত তিনি সেই পরম দুর্লভ গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন। এস্থলে একটী গল্প মনে পড়িল, যেটী বাল্যকালে ঠাকুর মা'র নিকট শুনিয়াছিলাম। গল্পটী এই—

"পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ পুরোহিত হবানন্দ ঠাকুরের পত্নীর জ্বর হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর চিকিৎসার জন্য প্রাচীন কবিরাজ শম্ভুনাথ বিশ্বাসকে ডাকাইয়া আনিলেন। শম্ভুনাথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোগিণীর হস্তধারণ করিয়া বসিয়া ছিলেন। ৪।৫ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে তিনি রোগিণীর প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে শুণ্ঠী, কণ্টি-কারী ইত্যাদি পঞ্চপদী পাঁচন সেবন করাইবার জন্য বড় বড় অক্ষরে বর্ণমালার মত একখানি তালিকা লিখিয়া দিয়া সোয়া চারি আনা ভিজিট লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হবানন্দের বিদ্যাভ্যাস মাত্র সেকালের ফলা বানান পর্য্যন্ত, বেদ পাঠ করা ত' দূরের কথা, আটআনা মূল্যের একখানি অভিধান, কিম্বা চারিআনা মূল্যের একখানি ব্যাকরণও তিনি দেখেন নাই। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য পিতার নিকট মৌখিক যে মন্ত্রগুলি শিক্ষা করিয়া-ছিলেন, সকল মন্ত্র তাঁহার মুখস্থ না থাকিলেও কেবল

"অং আং" "নমো নমঃ" এবং "চট্টাং মট্টাং" ইত্যাদি অর্থাৎ শুধু অনুস্বার-সংযুক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তিনি যজমানবাড়ীর পুরোহিতের কার্য্য শেষ করিলেন। আজ হরানন্দ, [illegible] একবার [illegible] কারিলাও 'ঠাকুর' শব্দের যথার্থ অর্থ [illegible] পারিলেন না। ক্রমে [illegible] অধঃ-পতন। [illegible] শিশির [illegible] নষ্টি [illegible] প্রবেশ করিয়া স্বীয় পারিবারিক [illegible] নবপল্লব [illegible] কাটিয়া আনিয়া [illegible] এই একাদশী নামক [illegible] নিষেধ করিতে পারেন, তাঁহাদের ব্যবস্থা যে হরানন্দ ঠাকুর [illegible] আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

হে [illegible] ভক্ত-ভগিনীগণ! একাদশী নামক [illegible] ফলে মানবগণ নিঃসন্দেহে ইন্দ্র, চন্দ্র, [illegible], বরুণ, কুবের, পবন, যম, [illegible] এবং [illegible] পরম রমণীয় অতি [illegible] নিত্যধাম গোলোকে [illegible] শ্রীশ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-সন্নিধানে বাস করিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রত এই মর্ত্ত্যভবনে আর কি আছে? এইজন্যই শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন:—

"একাদশী ব্রতং যে চ ভক্তিভাবেন কুর্ব্বতে।
গায়ন্তি মম নামানি জ্ঞেয়াস্তে বৈ মজ্জনাঃ॥"

যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে একাদশী ব্রত পালন করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। অতএব তার্কিক শৃগালের সহিত "ফেউ ফেউ" করিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের সর্ব্বদা প্রভুর এই উপদেশটী মনে রাখা কর্ত্তব্য—

"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, নামে রুচি—সর্ব্ব ধর্ম্ম সার॥"
—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

মথুরার পরলোকগত লছমী চাঁদ শেঠ শ্রীবৃন্দাবনে একটী সুবৃহৎ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই মন্দিরের বহিঃ প্রাকারে গৃহ দ্বারা প্রাচীরের কার্য্য হইয়াছে; তাহাতে দোকান ঘর প্রভৃতি আছে। মন্দিরের আভ্যন্তরীণ দ্বিতীয় বেষ্টনে সেবকগণের গৃহ, অন্তর্গত প্রাঙ্গণে সুবর্ণ-নির্ম্মিত গরুড়স্তম্ভ এবং নাটমন্দির সহ গর্ভ মন্দির। সকল গৃহই উপলখণ্ডে নির্ম্মিত। গোপুর, তোরণ প্রভৃতি শিল্পনৈপুণ্যের বিজ্ঞাপি। শেঠ মহাশয় স্বীয় রামানুজ সম্প্রদায়ের গৃহস্থ গুরুর বংশ পরম্পরায় এই সুবৃহৎ মন্দিরের সম্পত্তি ও সেবাভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই সুবৃহৎ বংশের এক ব্যক্তি পঞ্চায়েৎ কমিটীর সহায়তায় শ্রীমন্দিরের কার্য্যভার নির্ব্বাহ করিতেন। কালপ্রভাবে বর্ত্তমান অধ্যক্ষ রঙ্গনাথের প্রচুর অর্থ নষ্ট করায় ও স্বয়ং অবৈধ কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্ব হইতে শ্রীভাগবত দাস নামক এক শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বিপুল উদ্যোগভরে ঐ দেবালয়ের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। অভিযোগের ফলে মহান্তের কার্য্যভার হইতে অবসর হইয়াছে। তিনি Privy Councilএ আপিল করিবার জন্য এখন ব্যস্ত আছেন।

পাঠকগণের অবগতির জন্য শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের নিম্নলিখিত সংবাদ এখানে প্রকাশিত হইল।

আহ্বান-পত্র যথা :—

আগামী ১৩ই আশ্বিন ইং ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে ১৮ই কার্ত্তিক ৪ঠা নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত ঢাকা নগরীতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে মাসাধিকব্যাপী উর্জ্জাব্রত (নিয়মসেবা) মহোৎসব হইবে। ১৪ই কার্ত্তিক ৩১শে অক্টোবর মঙ্গলবার কীর্ত্তন মহোৎসব হইবে। তৎপর দিবস বুধবার, ১৫ই কার্ত্তিক, সাধারণ মহা-মহোৎসব হইবে। আপনি স্বজন সহ মহা-মহোৎসবে কৃপা করিয়া যোগদান করিলে, শ্রীসভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। এতৎসহ উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল।

ষড়্‌গোস্বামীর পদাঙ্কানুসরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধকৃষ্ণভক্তির কথা সর্ব্বসাধারণে বহুলরূপে প্রচারোদ্দেশে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বত্র মঠাদি সংস্থাপন ও শ্রীবিগ্রহপ্রকট-সেবা করিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা নগরীতে উপরিলিখিত ভক্ত্যনুষ্ঠান এই যত্নের ফল।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকত্রয়।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীপ্রাণনাথ দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবাচস্পতি)
শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম, এ)
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম, এ, বি, এল, ভক্তিশাস্ত্রী)

মহোৎসব-তালিকা।

শনিবার ১৩ই আশ্বিন ৩০শে সেপ্টেম্বর শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রকটোৎসব। রবিবার ১৪ই আশ্বিন ১লা অক্টোবর উর্জ্জাব্রতারম্ভ। সোমবার ১৫ই আশ্বিন, ২রা, অক্টোবর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুত্রয়ের অপ্রকট-মহোৎসব। বৃহস্পতিবার ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর শ্রীমুরারিগুপ্তের আবির্ভাব-মহোৎসব। বুধবার ২৪শে আশ্বিন, ১১ই অক্টোবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব। মঙ্গলবার ৩০শে, আশ্বিন ১৭ই অক্টোবর শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব। শনিবার ৪ঠা কার্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা, অন্নকূট-মহোৎসব, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব। রবিবার ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর শ্রীবাসু ঘোষ ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব। শনিবার ১১ই কার্ত্তিক, ২৮শে অক্টোবর শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস এবং শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অপ্রকট-মহোৎসব। মঙ্গলবার ১৪ই কার্ত্তিক, ৩১শে অক্টোবর শ্রীপাদ-গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের ৮ম বার্ষিক অপ্রকট-মহোৎসব, কীর্ত্তন-মহোৎসব।

তৎপর দিবস বুধবার ১৫শে কার্ত্তিক, ১লা নভেম্বর সাধারণ মহামহোৎসব।

শনিবার ১৮ই কার্ত্তিক ৪ঠা নভেম্বর শ্রীরাসযাত্রা, উর্জ্জাব্রত-সমাপ্তি; শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের অপ্রকট-মহোৎসব।

প্রত্যহ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে

উষায়—মঙ্গল নীরাজন ও অরুণোদয় কীর্ত্তন। প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী। পূর্ব্বাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী। অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা। সন্ধ্যায়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ, তৎপর কীর্ত্তন। রাত্রে—মহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

স্থানীয় দৈনন্দিন পাঠের বিবরণঃ—

১। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ, পূর্ব্বাহ্ণ ৬॥—৭॥টায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, পাঠক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ। সন্ধ্যা ৬॥—৭॥টায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ, পাঠক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ।

২। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দির, লক্ষ্মীবাজার (রাজা বাবুর বাড়ী) সন্ধ্যা ৬॥—৭॥টায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, পাঠক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ।

৩। ফরাশগঞ্জ, শ্রীপিয়ারীলাল জিউর মন্দির, রাত্রি ৮—৯টায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, পাঠক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ।

৪। রহমতগঞ্জ, শ্রীগৌরাঙ্গ আখড়া, রাত্রি ৮॥—৯॥টায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ, পাঠক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ।

৫। নবাবপুর, ঢাকা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত মজুমদার মহাশয়ের বাড়ী, সন্ধ্যা ৬॥—৭॥টায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠ, পাঠক—শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল্।

———:০:———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহারাজের রচিত একখানি মাত্র শ্রীবৃন্দাবনশতক নানা স্থানে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবনে জনরব যে, এরূপ একশত খানি শতক শ্রীপ্রবোধানন্দ রচনা করিয়াছেন এবং তাহা জয়পুরে রাজকীয় পুস্তকাগারে সংরক্ষিত আছে। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ ঘেরার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট সেই গ্রন্থের ষোলখানি শতক বর্ত্তমান আছে। ঐ শতকসমূহ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় শোধন করিয়া প্রচার করিতে যত্নবান্ আছেন। এই সকল গ্রন্থ প্রচারিত হইলে গোস্বামী-সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বিদ্বৎসমাজ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

———

কিছু দিন হইতে নবদ্বীপান্তর্গত কোলদ্বীপ মিউনিসিপাল সহরে কতিপয় পশ্চিম দেশীয় ধনিগণ স্ত্রীলোকের দ্বারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র গান আরম্ভ করাইতেছেন। এ বৎসর শ্রীরথযাত্রার সময় সেই পশ্চিম দেশীয় ধনীদলকে আমরা পুরুষোত্তমে স্ত্রীলোক দ্বারা বহুক্ষণ হরিনাম করাইতে দেখিয়াছি। সম্প্রতি তাহাদিগকে বৃন্দাবনে সেইরূপভাবে নাম করিতে দেখা যায়। এই ভিখারিণী স্ত্রীলোক-দিগকে তিন চারি ঘণ্টা কাল শুকপক্ষীর ন্যায় হরিনাম করাইয়া ধনিগণ তাহাদিগের পারিশ্রমিক সূত্রে কিছু চাউল ডাউল দিয়া থাকেন। ইহার পরিবর্ত্তে ফনোগ্রাফ কোম্পানীর দ্বারা কতিপয় স্ত্রী পুত্তলি রচনা করিয়া দাতৃবর্গের ইন্দ্রিয়-তোষণ করিলে চাউল ডাউল বিতরণের দায়িত্ব হইতে তাঁহারা মুক্তি পাইতে পারেন। কতকগুলি বন্য শুক-পক্ষীকে হরিনাম শিখাইতে আরম্ভ করিলেও তাঁহাদিগের অর্থ বাঁচিয়া যায়। এইরূপে হরিনাম

করাইবার বুদ্ধি তাঁহাদিগকে কে দিল এবং কেনই বা দিল, তাহা বুঝা যায় না। এরূপ অনর্থক কার্য্যে সময় ও অর্থ ধ্বংস করিলে জগতে পরমার্থ-প্রচারের বিঘ্নমাত্র উপস্থিত হয়। এই শ্রেণীর লোকেরাই নবদ্বীপে হরিনাম-বিষয়ে নানা প্রকার গণ্ডগোল উৎপাদিত করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত তত্ত্বকে বিকার-যোগ্য প্রাকৃত মনে করিয়াই প্রাকৃত সহজিয়ার উৎপত্তি।

কুলিয়া নবদ্বীপের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব-গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধা-দামোদরের দর্শনার্থীকে এক আনা করিয়া ভেট দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। নবদ্বীপের হরিনামের গণ্ডগোলের পরিণাম বৃন্দাবনে আসিয়া একটী সভার আয়োজন করিয়াছিল। তাহাও ন্যূনাধিক দ্বাদশ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। অনভিজ্ঞতার ফল আর কত যে দেখিতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কুলিয়া নবদ্বীপের ভাগবত-জীবি পাঠকগণের ন্যায় বৃন্দাবনে কুরণ-পাঠের বন্দোবস্ত না থাকিলেও অর্থ-বিনিময়ে পাঠের বাধা নাই। শ্রীরাধা-দামোদরের মন্দিরে অনেকগুলি গোস্বামি-গ্রন্থ ছিল, তথায় এখন আর কিছু নাই।

শ্রীবৃন্দাবনের উপকণ্ঠে যমুনার স্রোত অনেকাংশে আবদ্ধ হওয়ায় দূর দিয়া যমুনা-সলিল প্রবাহিত হইতেছে। শুনা যায়, গভর্ণমেণ্ট দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেই স্রোত ফিরাইয়া বৃন্দাবনবাসীর উপকার করিতেছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রপুরের দেওয়ানের ভিটায় 'মায়াপুর'-স্থাপনকারীর অনুরোধে যমুনা ফিরাইয়া আনিবার প্রস্তাব বৃন্দাবনবাসী কেহই অনুমোদন [illegible] নাই। সেই জন্য, তিনি মনের দুঃখে রামচন্দ্রপুরে বসিয়া গৌড়াইয়া পার্শ্বীয় জনের চেষ্টায় আছেন। তথায় ঘোড়ের ঘাট, নন্দের বাড়ী, দাবাগ্নীর স্থান প্রভৃতি প্রকট করিতে ব্যস্ত আছেন। ব্রজের সাধারণ লোকদের কয়েকজন সভাও তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।

ময়নাডাল।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত পাঁচড়া রেল ষ্টেশনের এক ক্রোশের মধ্যে ময়নাডাল গ্রাম অবস্থিত। হাওড়া হইতে অণ্ডাল হইয়া পাঁচড়া ষ্টেশনে পৌঁছিতে ১৩৬ মাইল।

ময়নাডালে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী-শাখায় কাঁদড়ার মঙ্গলঠাকুর মহাশয়ের দুইজন শিষ্য বাস করিতেন—শ্রীপ্রাণবল্লভ অধিকারী ও শ্রীনৃসিংহবল্লভ মিত্রঠাকুর। অধিকারী মহাশয়ের কন্যার সহিত মঙ্গল ঠাকুর মহাশয়ের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সম্প্রতি অধিকারী বংশের দৌহিত্র-শাখা সেই গ্রামে বাস করেন।

শ্রীনৃসিংহবল্লভ মিত্রঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ অদ্যাপি মিত্র ঠাকুর মহাশয়েরা সেবা করিতেছেন। শ্রীবিগ্রহের দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ও নর্ত্তনশীল। প্রশংসিত মিত্র ঠাকুর মহাশয় মনোহরসাহী কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ-বাদ্যে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি তথায় শিক্ষার্থীকে মৃদঙ্গ-বাদ্যের বিবিধ প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য একটী টোল আছে। টোলের শিক্ষার্থী ছাত্রগণ তথায় বাসস্থান ও প্রসাদাদি পাইয়া থাকেন। বহুদিন হইতে এই বংশে মৃদঙ্গ-বাদ্য ও গীতি-শাস্ত্রের অধ্যাপনা অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণভাবে চলিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমন্দিরের সংস্কারের আবশ্যক হইয়াছে। মৃদঙ্গ-বাদ্যশিক্ষার গ্রন্থগুলি কালের করাল কবলে পতনোন্মুখ হইতেছে। তাহা পুনঃ সংস্কার করিয়া সংরক্ষণ না করিলে একটী প্রাচীন কীর্ত্তির বিলোপ সাধন করা হয়। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেক সহৃদয় ব্যক্তির এ বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি আছে। আমরা আশা করি, ভক্তিমান শ্রদ্ধালু [illegible] সাধু [illegible] সংশ্লিষ্ট হইবার উদ্দেশে [illegible] সাধ্য, [illegible] প্রদানপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। সাহায্যের অর্থাদি শ্রীযুক্ত [illegible] ঠাকুর মহাশয়ের নামে ময়নাডাল, পোঃ [illegible], জেলা বীরভূম, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

এতদুদ্দেশে শ্রীযুক্ত রসরাজ [illegible] বিভিন্ন স্থানে সাহায্য সংগ্রহের জন্য ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার সংগৃহীত ও প্রকাশিত 'সঙ্গীত বাদ্য-রত্নাবলী' নামক একখানা পুস্তক আমরা পাইয়াছি। তাহাতে বাদ্য-বিষয়ের নানাপ্রকার নৈপুণ্য ও তাল-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানির মূল্য এক টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। ময়নাডালের ঠিকানায় পত্র দিলে ঐ গ্রন্থ পাওয়া যাইবে।

"এ কেমন পাগল!"

তৃতীয় রজনী।

পাগলের সুমধুর স্বরে ঐ গানটী নিস্তব্ধ রজনীতে একলা গাহিতে শুনিয়া অবধি আমার চিত্ত যেন ক্রমশঃ কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে আপ্লুত হইতে আরম্ভ করিল। নিরন্তর পাগলের নিকট থাকিয়া আমার উপদেশ শুনিবার বাসনা দৃঢ় হইতে লাগিল। অন্য কিছু যেন ভাল লাগিত না। ক্রমশঃ পাগল আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিল। মনে হইতে লাগিল, ঐ পাগলের কাছেই থাকিব, আর বাসস্থানে ফিরিব না। পাগলের [illegible] কীর্ত্তন করিতে করিতে যেন পাগল হইতে চাহিলাম। [illegible] শ্রীভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পাগলের জন্য কিছু শ্রীভগবৎ-প্রসাদ [illegible] পাগলের সমীপে উপস্থিত হইলাম। [illegible] প্রণতি করিয়া প্রসাদটুকু [illegible] রাখিয়া বলিলাম, —"ঠাকুর, এই প্রসাদটুকু সেবা করুন, উহা শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর প্রসাদ।"

প্রসাদের নাম শুনিবামাত্র তিনি বলিলেন,—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥
[illegible] নাত্তঃ।
[illegible] বিচারণা॥"

[illegible], আপনি যাহা বলিলেন, উহার [illegible] বুঝাইয়া দিন।"

তিনি বলিলেন,—"মহাশয়, উহার অর্থ হইতেছে এই যে,—মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, শ্রীনামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে, [illegible] বিশ্বাস জন্মে না। শ্রীভগবৎ-প্রসাদ [illegible], [illegible] হয়, এমন কি কুকুরের [illegible] হয়, তবে তাহা কাল বিচার না করিয়া শীঘ্রই ভক্ষণ করা উচিত; নচেৎ শ্রীভগবৎ-প্রসাদের অমর্য্যাদা করা হয় এবং তজ্জন্য অপরাধ করা হয়।

এই বলিয়া তিনি তাহা হইতে কিঞ্চিৎ প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, পরে কিছু ভক্ষণ করিলেন এবং অবশিষ্টটুকু আমাকে সম্মান করিবার জন্য বলিলেন। পাগল যাহা বলেন, আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় তাহা না করিয়া স্থির থাকিতে পারি না। সুতরাং তদুচ্ছিষ্ট সবটুকুই ভক্ষণ করিয়া ফেলিলাম। সেই উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবার সময়

পূর্ব্বে এক মহাপুরুষের নিকট শ্রুত একটী কথা মনে পড়িয়া গেল এবং আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। কথাটী এই :—

"ভক্তপদরেণু আর ভক্তপদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ—তিন সাধনের বল॥"

প্রসাদাদি পাইবার পর পাগলকে বলিলাম,—ঠাকুর, কল্যকার বিষয়টী আরও পরিষ্কার করিয়া বলিবেন বলিয়াছিলেন, কৃপা করিয়া বলুন।"

পাগল বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ, শুন। অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের তিনটী শক্তি প্রধান বলিয়া বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শক্তি তিনটী যথা,—স্বরূপশক্তি, তটস্থাশক্তি ও মায়াশক্তি। স্বরূপশক্তি দ্বারা বৈকুণ্ঠ জগৎ, তটস্থা শক্তি দ্বারা জীব জগৎ ও মায়াশক্তি দ্বারা মায়িক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। যেখানে কুণ্ঠা অর্থাৎ মায়িক ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মক সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিনের ক্রিয়া নাই, কেবলমাত্র শুদ্ধ সত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধস্থিতি রহিয়াছে, তাহাই বৈকুণ্ঠ জগৎ। সেই বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সহিত শুদ্ধ জীবগণ নিত্যকাল বাস করেন। অশুদ্ধ অর্থাৎ মায়াবদ্ধ জীবের সেখানে গমনের অধিকার নাই। আর যেখানে সত্ত্ব রজঃ, ও তমঃ অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ এই তিনের প্রকোপ আছে, তাহা মায়িক জগৎ।

বৈকুণ্ঠ বা চিৎ জগৎ এবং মায়িক জগতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈকুণ্ঠ জগতের সমস্তই নিত্য উপাদেয়, নিত্য আনন্দদানকারী, নিত্য স্থিতিশীল, নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় এবং জন্ম ও প্রলয়-রহিত, আর মায়িক জগতের সমস্তই অনুপাদেয়, নিরানন্দদানকারী, অনিত্য বা পরিবর্ত্তনশীল এবং জন্ম ও প্রলয়ের অধীন।

এই উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জীব জগৎ। জীব জগৎ তটস্থা শক্তি হইতে প্রকটিত। নদীর তট যেরূপ জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, সেইরূপ জীব জগৎ, বৈকুণ্ঠ জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। এই জন্যই শ্রীভগবানের যে শক্তিদ্বারা জীবজগৎ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাকে তটস্থাশক্তি বলিয়া বেদ আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীমদ্‌-ভাগবত বলিয়াছেন :—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ ন যুজ্যতে।"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ প্রকৃতি বা মায়ার আশ্রয়। তিনি এই মায়িক জগতে আসিয়াও মায়িক গুণ, অর্থাৎ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমের দ্বারা বশীভূত হন না—ইহাই তাঁহার ভগবত্তা। আর জীব এই মায়িক জগতে আসিয়া ঐ সকল মায়িক গুণের দ্বারা বশীভূত হইয়া যায়। ইহাই জীবের বিশেষত্ব। এই মায়াবদ্ধ জীব পূর্ব্বোক্ত স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহকে সুখে রাখিবার জন্য তদনুযায়ী কর্ম্মসকল করিতে থাকে। স্থূলদেহকেই 'আমি' বুদ্ধি করিয়া স্থূলদেহের সম্পর্কিত জন ও বস্তু সকলকে 'আমার' বুদ্ধি করে এবং দেহের সহিত অসম্পর্কিত জন ও বস্তুসকলকে পর বুদ্ধি করে। স্থূলদেহকে সুখে রাখিবার জন্য নানাপ্রকার ভোগ সুখের আবাহন করিয়া থাকে। এই প্রকার জীবের ভজনীয় বস্তু—ভুক্তি অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ। ধর্ম্ম—অর্থাৎ পুণ্য—ইহা পরকালের সুখের জন্য কৃত হয়। পরজন্মে স্বর্গে দেহসুখ-ভোগাদি করিবার আশা। পুণ্যকর্ম্মাদি, যথা,—পুষ্করিণী খনন, পথনির্ম্মাণ, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, রোগিশুশ্রূষা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বিপন্নকে আশ্রয়দান, যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি নানাপ্রকার সৎকার্য্য দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ করিয়া থাকেন।

অর্থ অর্থাৎ ইহ জগতে থাকা সময়ে যদ্দ্বারা দেহসুখভোগের সামগ্রীসকল সংগ্রহ করা যায়। এই অর্থ-সংগ্রহের জন্য দিবারাত্রি গর্দ্দভের মত পরিশ্রম করিয়া থাকে।

কাম—অর্থাৎ বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত, যথা—পুত্র বা কন্যালাভ, সুন্দর কামিনী-লাভ, বললাভ, মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ প্রভৃতির

নিমিত্ত তত্তৎ আধিকারিক বহুসংখ্যক দেব-দেবী পূজা করিয়া বা নিজ চেষ্টায় পাইতে যত্ন করে।

এই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লইয়া যাহারা ব্যস্ত, তাঁহারা কর্ম্মী বা কর্ম্মপথের পথিক। তাঁহাদের সূক্ষ্ম দর্শন নাই। বাহ্য অনিত্য বিষয়ধ্যানই তাঁহাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন জীব সূক্ষ্মদেহকে 'আমি' বোধ করিয়া স্থূলদেহের সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করতঃ "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্" অর্থাৎ "ত্যাগের দ্বারাই শান্তি লাভ হয়, ভোগের দ্বারা নয়," এই বুদ্ধিতে কঠোর দেহসংযম ব্রত অবলম্বন করিয়া চতুর্ব্বর্গ মোক্ষের উপাসক হন। ইঁহারা মুমুক্ষু জ্ঞানী বা মুক্তিপথের পথিক। ইঁহাদেরও যথার্থ সূক্ষ্মদর্শন নাই। ভগবানে নিষ্কাম ভক্তিহীন হওয়ায় ইঁহাদের বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া আছে। ইঁহাদের প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অভাব আছে। তাই শাস্ত্র গাহিয়াছে :—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন-সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥

এখন বুঝিতে পারিলে কি যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় হইতে বুদ্ধি বিগত হইলে জীব তবে তাহার স্বরূপ জানিতে পারে? না, আরও একটু ভাল করিয়া বলিতে হইবে?

আমি বলিলাম, "ঠাকুর, কৃপা করিয়া, যদি আরও একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া দেন, তবে ভাল হয়।"

পাগল বলিলেন, "আচ্ছা শুন,——

"স্ফুলিঙ্গাঃ ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়াঃ
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদ-বিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ ॥

প্রজ্বলিত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেরূপ বৃহৎ অগ্নি হইতে অতিশয় ক্ষুদ্র, চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির তুলনায় জীবও সেইরূপ চিৎকণ। সেই জীব অনন্ত। সূর্য্য হইতে কিরণ, কিন্তু কিরণ যেরূপ সূর্য্য নয়, অথচ সূর্য্য ব্যতীত কিরণের কোন অস্তিত্বও নাই, সেইরূপ জীবও শ্রীহরির নিত্যাশ্রিত কিন্তু জীব হরি নয়, অথচ শ্রীহরি ভিন্ন জীবের কোন গতিও নাই। শ্রীহরি ও জীব সমজাতীয় চিদ্বস্তু, এই জন্য শ্রীহরি ও জীবে অভেদ, এবং পরিমাণগত পার্থক্য বিদ্যমান হেতু শ্রীহরি ও জীবে ভেদ। সুতরাং, শ্রীহরি ও জীব ভেদাভেদ তত্ত্ব। ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ উপস্থিত হইলে, ভেদেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। শ্রীহরি প্রকৃতির অধীশ্বর, মায়া তাঁহার বশীভূত তত্ত্ব। জীব কিন্তু সকল অবস্থাতেই সেই মায়ার বশযোগ্য। শ্রীহরি বৃহৎ, জীব ক্ষুদ্র; শ্রীহরি পূর্ণ, জীব তাঁহার অংশ; শ্রীহরি পালয়িতা, জীব পাল্য; শ্রীহরি প্রভু, জীব তাঁহার দাস। পিতার নিকট পুত্রের, স্বামীর নিকট স্ত্রীর, রাজার নিকট প্রজার, প্রভুর নিকট দাসের যে সম্বন্ধ, শ্রীহরির নিকট জীবেরও সেই সম্বন্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ইহ জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥"

অর্থাৎ জীব শ্রীহরির নিত্যদাস, আর শ্রীহরি জীবের নিত্য প্রভু। ইহাই তোমার 'জীব কে?' বা 'জীবের স্বরূপ কি?' প্রশ্নের উত্তর। এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলে কি, জীব কে?

আমি বলিলাম,—"হাঁ, বুঝিয়াছি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বুঝিলে, বল ত?"

আমি বলিলাম,—"ঠাকুর, প্রথমতঃ, জীব একটী বাস্তব বস্তু, দ্বিতীয়তঃ, সেই জীবাত্মা শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তি হইতে প্রকটিত, তৃতীয়তঃ, সেই জীবাত্মা হরিসম্বন্ধিবস্তুর সঙ্গ করিতে থাকিলে শুদ্ধ জীবত্বে অবস্থান করিয়া নিত্যানন্দময় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস করে এবং কৃষ্ণেতর মায়ার সঙ্গ করিতে থাকিলে তৎপ্রভাবে

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১১ই কার্ত্তিক, ১৩২৯ ১০ম সংখ্যা

বর্ণাশ্রম।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্থান অতি উচ্চে। জীব ভগবৎসেবাবিমুখ হওয়াতেই তাহার সংসার, ভগবৎসেবোন্মুখতা হইলেই তাহার সংসার ক্ষয় হইয়া যায়। সংসারে থাকা কালে বর্ণাশ্রম বিধি অবশ্য পাল্য, নচেৎ সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া জগতে সমূহ অনর্থের সৃষ্টি করে। তবে যাঁহাদের সংসার ক্ষয় হইয়াছে তাঁহাদের উপর ঐ সকল বিধি চালাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তাঁহারা ত' কাহারও সামাজিক অধিকার নষ্ট করিতে প্রয়াসী ন'ন যে, তাঁহাদের হইতে সমাজের কোন বিশৃঙ্খলা বা ব্যভিচার ঘটিবে। তাঁহাদের অবস্থা বর্ণাশ্রমের অতীত, তাঁহারা অবিধিগোচর পরমহংস।

যে সকল লোক অত্যন্ত ভগবদ্বিদ্বেষী তাঁহারা শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন না করিয়া অন্ত্যজ অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া পবিত্রতাকেই তাহাদের বৃত্তি বলিয়া জানেন। যাঁহারা ভগবৎ সেবোন্মুখতা লাভ করিতে চা'ন তাঁহারাই বর্ণাশ্রমী। বিষ্ণুপুরাণ গাহিতেছেন,

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"

বর্ণাশ্রমাচারে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিষ্ণুসেবা করিলে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু প্রীত হন। বিষ্ণুর আরাধনা ভিন্ন আমাদের আর মঙ্গলের উপায় নাই—বেদে নির্দ্দেশ করিয়াছেন "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" যাঁহাদের যথার্থ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি সঞ্জাত হইয়াছে তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুরই আরাধনা করেন। যেখানে শুদ্ধ ভাবে বিষ্ণুর সেবা নাই তাহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

নহে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্দ পঞ্চম অধ্যায় হইতে উদ্ধার করিতেছেন,

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

গুণবিচারে যে চারি বর্ণাশ্রম জাত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যদি কেহ সাক্ষাৎভাবে হরিভজন না করে তাহা হইলে সে অধঃপতিত হয়, নিজ বর্ণধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করিতে না পারিয়া ভ্রস্টাচার হইয়া পড়ে।

হায়, হায়, দুঃখের বিষয় এই সভ্যতার চরম দানে শুদ্ধবর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হারাইয়া কেবলমাত্র অন্তঃসারশূন্য ব্যর্থ নাম বর্ণের পরিচয় দানে মিথ্যাভিমান করিয়া আজ দেশবাসিগণ অসামাজিক দল বাঁধিয়াছে। "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" শ্রীগীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবানের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বহস্তে মৃতবর্ণাশ্রমধর্ম্মের শবের উপর পৈশাচিক নৃত্য করিতে করিতে লোকে আস্ফালন করিতেছে তাহারাই বর্ণধর্ম্মের মালিক।

আজ এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দুর্দ্দিনে প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ লোকেরই কি কর্ত্তব্য নহে যে, যাহাতে শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য প্রাণপণ যত্ন করা? কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বর্ণাশ্রমের কঙ্কালের উপর যে প্রেত দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে বর্ণাশ্রম বলিয়া পরিচয় দিতেছে তাহাকে সরাইয়া দিয়া তবে কঙ্কালকে সঞ্জীবন মন্ত্রযোগে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। ঐ প্রেতের আস্ফালন শুনিয়া ভয় পাইলে বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবেনা।

গত ২৫শে অক্টোবর বুধবারের সার্ভেন্ট পত্রিকায় 'গৌড়ীয়' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে;—

A NEW-COMER ON OUR TABLE :—For the last seven weeks we have the pleasure of meeting a new-comer on our over crowded table every Saturday. Though simple and humble he is fascinating enough to catch our eyes and fix our attention. Who is this new-comer?

He tells us of a world which is the eternal and blissful house of us all where SRI BHAGABAN or the sole proprietor of all fame, all power, all wealth, all beauty, all knowledge and full unattachment reigns eternally and is ever being served by his devotees, in the capacity of a servant—a friend—parents or a wife—service which is neither conceivable to, and renderable with, our fleshy perishable frame nor the mind, the passion incarnate. He further says how jivas disliked this blissful inherent service, and as a result of a tendency to lord over this material world got into two cages one this fickle, unharnessable, unconquerable and unsatiable subtle body, the mind

and the other, this bony structure, which have since been afflcted with three kinds of heat (Tritap). The happy new-comer reminds the deluded and enslaved Jivas of their halcyan days and trumpets forth to them the solacing and invigorating message that this bondage can very easily and smoothly be shaken off without sdturbing the five elements without inflicting any austerity on the body without putting any artificial restraint on the mental epaptites. Nay, he puts at every crossing a "Beware of dangers" and a "Keep to the left" as the 'right' is for the down trains.

বৃন্দাবন দর্শন

বৃন্দাবন দর্শন বলিতে যদি আমরা অন্ধ জ্ঞানকে লক্ষ্য করি, দৃষ্টবস্তু সকলের অন্যতম বস্তুবোধে যদি বৃন্দাবন ও আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তত্ত্ব বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মথুরা বলিয়া একটী জেলার একটী স্থান বিশেষকে উদ্দেশ করিয়া রেলগাড়ী সহযোগ তথায় উপস্থিত হইয়া আমরা তাম্বূল তাম্রকুট প্রভৃতির আস্বাদ দ্বারা জিহ্বাবেগ বর্দ্ধন করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহ ও অন্যান্য দৃশ্য দর্শনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভোগ পিপাসা চরিতার্থতা করাইয়া যখন প্রত্যাগত হই তখন আমরা লোকের নিকট পরিচয় দিই যে আমাদের বৃন্দাবন দর্শন হইয়াছে। নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের বৃন্দাবন সেবা এরূপ কথার মধ্যে নাই। তাঁহারা অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবাব্রত থাকিয়া পৃথিবীর যে কোন স্থানে অবস্থিত থাকিলেও নিত্য অপ্রাকৃত গোলোক বৃন্দাবনেই বাস করেন। নির্গুণ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎসেবা প্রবৃত্ত থাকিলে শুদ্ধভক্তের বাস নির্গুণ এবং শ্রীভগবানের (উদ্ধব গীতায়) উক্তিতে তাহাই ভগবদ্ধাম বাস ("মন্নিকেতন্তু নির্গুণং")। তথাপি তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থ ভাবের উদ্দীপনা ও লোকশিক্ষা জন্য শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চাবস্থানকালীয় ভৌম বৃন্দাবনের সেই যমুনা, সেই রাধাকুণ্ড, সেই গোবর্দ্ধন, সেই বংশীবট প্রভৃতি লীলাস্থলী সেবাবৃত্তি পরিচালিত চক্ষুদ্বারে মধ্যে মধ্যে দর্শন করেন যেহেতু—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

আমাদের ন্যায় সেবাবুদ্ধিহীন মানবকের দর্শন ভোগ, চক্ষুরিন্দ্রিয়প্রসারণ, ভক্তের দর্শনে ভোগ বুদ্ধি নাই। তিনি "হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা" জানিয়া "হৃষীকে গোবিন্দ সেবা" করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের আচার্য্য-মুকুটমণি নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত ভক্তকুলললাম শ্রীগান্ধর্ব্বা গিরিধরের সেবায় নিত্যানুরক্ত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য চিদ্বিলাস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর কয়েক মূর্ত্তি স্নিগ্ধভক্ত সমভিব্যাহারে বিগত আশ্বিন মাসে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী দর্শন সেবাকল্পে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গিয়াছিলেন। অথবা

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা"॥

এই কথার সার্থকতা জন্য শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীনবদ্বীপধামের ন্যায় শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অপ্রতুলতা বশতঃ সেখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ যে কি পদার্থ তাহা সকলকে বুঝাইবার

জন্ম সার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামি প্রমুখ ভক্তগণের আয়োজনে লালাবাবুর সুবৃহৎ নাটমন্দিরে বহুশ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত শিক্ষা বা বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতাদি দ্বারা শুদ্ধ গৌড়ীয় ধর্ম্ম প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল কিনা কে বলিবে?

শ্রীলপরমহংসপাদ এক্ষণে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে দামোদরব্রত-মহামহোৎসব পরিদর্শন করিতে উপনীত হইয়া সমাগত ব্যক্তিবর্গকে নিরন্তর শাস্ত্রোপদেশ করিতেছেন। সেখানেও তাহার বৃন্দাবন দর্শনের অভাব নাই। 'যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভায়।'

ভারতীয়।

উত্তর বঙ্গে বন্যা।—দেশের বদান্য সন্তানগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বন্যাপীড়িতজনগণের সাহায্য কল্পে রীতিমত দান করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টও আসরে নামিয়াছেন। কিন্তু এখনও সংগৃহীত সাহায্য যথেষ্ট হইতেছে না। বঙ্গের বাহির হইতেও সাহায্য আসিতেছে। দিগম্বর জৈনগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টা প্রশংসার্হ। এক্ষণে জল ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, সব স্থানে নৌকা চলিতেছে না। সুতরাং সাহায্য বিতরণের সুবিধা কমিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ এখন সংক্রামক রোগ ও মহামারী দেখা দিতে আরম্ভ করিতেছে। এ অবস্থায় স্বেচ্ছাসেবকগণেরও বিশেষ অসুবিধার কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রেরিত সাহায্য লক্ষ মুদ্রার অধিক হইয়াছে। রেঙ্গুনের ডাক্তার মেটা ৩০০০৲ প্রেরণ করিয়াছেন ও একজন ইংরাজ পাদ্রি ১০০০৲ টাকা দিয়া সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়।—মহীশূরের মহারাজ বাহাদুরের স্থানে বরোদার মহারাজ বাহাদুর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং সিন্ধিয়ার মহারাজ বাহাদুরের স্থলে বিকানীরের মহারাজ বাহাদুর প্রো-চ্যান্সেলররূপে নির্ব্বাচিত হইতে সম্মত হইয়াছেন। ছয় বৎসর পরে এই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

যাদুঘরে চুরি।—কলিকাতা যাদুঘর (মিউজিয়াম বা মরা সুসাইটি) হইতে বহু মূল্য রত্ন ও প্রস্তর মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইয়া আসিতেছিল। পুলিশে কোন সুরাহা করিতে পারে নাই। বিগত ১৭ই অক্টোবর (মঙ্গলবার) যাদুঘর বন্ধ করিবার সময় একজন মুসলমান তাহার ভিতর লুক্কায়িত ছিল ও সকলে নিস্তব্ধ হইলে কাচ ভাঙ্গিয়া কয়েকটী মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছিল। ইতিমধ্যে শব্দ পাইয়া দ্বারবানগণ টেলিফোঁ যোগে পুলিশ ডাকাইয়া ভিতরে গিয়া লোকটাকে গ্রেপ্তার করে। তাহার সঙ্গে একগাছি খুব বড় দড়ি ছিল, তাহারই সাহায্যে সে দ্বিতলের জানালা হইতে নামিয়া যাইত। আরও তদন্ত চলিতেছে।

জমিন্দার ক্ষতিপূরণ।—লাহোরের ডেপুটী সুপারইনটেণ্ডেণ্ট মিঃ পি. সী, আইশমঙ্গার 'জমিদার'পত্রের সম্পাদক ও অধিকারীর বিরুদ্ধে মানহানির যে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন তাহার বিচার শেষ হইয়াছে। বিচার একতরফা হইয়াছিল, কেননা তাহারা উভয়েই এখন জেলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার খরচা ও ১৫০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ হইয়াছে।

গুরুকাবাগ।—গুরুকাবাগ ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০০ জন আকালীকে ধরা হইয়াছে।

গৌরীশঙ্করে তৃতীয় অভিযান।—তিব্বতগবর্ণমেণ্ট তৃতীয় বার এবারেই আরোহণের অনুমতি দিয়াছেন। গত অভিযানের ডাক্তার সমারভিল সাহেব মাদ্রাজের গবর্ণর বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক সভায় ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে গত অভিযান সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছেন।

জামশেদপুর।—তত্রত্য ধর্ম্মঘট ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে। অনেক লোক কার্য্যে যোগদান করিয়াছে।

পাতিয়ালার মহারাজ।—স্বধামগত স্যর প্রতাপ সিংহের স্থলে পাতিয়ালার মহারাজ বাহাদুর সম্রাট বাহাদুরের এড্-ডি-কং নিযুক্ত হইয়াছেন।

রমবাগানে গুলি।—পুলিশ ওয়ারেণ্ট জারির করিতে যাওয়ায় কলিকাতা ১৭।নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে আসামী গোপেন পুলিশের উপর গুলি চালায়। একজন আঃ সবইনস্পেক্টর আঘাত পান। গোপালের সহিত ধস্তাধস্তিতে একজন কনষ্টেবল আহত হইয়াছে। দুজনকেই চালান দেওয়া হইয়াছে। বিচার চলিতেছে।

হরিমোহন চন্দ স্মৃতি।—দার্জ্জিলিঙ্গের বিখ্যাত রায় হরিমোহন চন্দ বাহাদুর পরলোকে। তাঁহার যথাযোগ্য স্মৃতি সংরক্ষণের চেষ্টা হইতেছে।

ভারতের ভারতীয় হাই কমিশনার।—কে, সি, নিয়োগী মহাশয় যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থাপক সভার দিল্লীর অধিবেশনে প্রস্তাব করিবেন যে, হাই কমিশনারের পদ একজন ভারতবাসীকে অর্পণ করা হউক।

সরোজিনী নাইডু।—এই দেশহিতৈষিনী বিদুষী উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সোপান কন্‌ফারেন্সের ডেরাডুনে অধিবেশনের সভাপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

শেরিয়া রাজ।—শেরিয়া রাজ্যের বর্ত্তমান অধিকারী রাজা শিবপ্রসাদ সিংহের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া মৃত রাজা দুর্গাপ্রসাদ সিংহের বিধবা রাণীরা যে ১৭ লক্ষ টাকা ডিক্রী পাইয়াছিলেন ও রাজা শিবপ্রসাদ যে জমিদারী পাইয়াছিলেন, বিলাতে প্রিভিকাউন্সিল তাহা মঞ্জুর করিয়া হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

উত্তর বঙ্গ বন্যায় সাহায্য।—সাহায্যের পরিমাণ দেড় লক্ষ টাকা হইয়াছে, কিন্তু ইহা অপর্য্যাপ্ত। কলিকাতা মার্ব্বেল প্যালেস হইতে কুমার জিতেন্দ্র মল্লিক গত মঙ্গলবার হইতে প্রত্যহ ৪০্ টাকার সাহায্য দিতেছেন।

গণিত বিজ্ঞ বালক।—

মাদ্রাজের গণিতশাস্ত্র বিশারদ রামানুজম্ এর কথা পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি পোর্টট্রাষ্ট অফিসের একজন সামান্য কেরাণী, অথচ পৃথিবীর এ যুগের সর্ব্বপ্রধান গণিতজ্ঞগণের অন্যতম ছিলেন। ভারতবাসিগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম এফ আর এস রয়েল সোসাইটির ফেলো। তাঁহার পরে আমাদের বাঙ্গালীর গৌরব ভারতের উজ্জ্বলতম বিজ্ঞানরত্ন স্যার জগদীশ বসু এফ আর এস, হইয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত তৃতীয় ভারতবাসী এক

আর এস্ এর নাম শ্রুত হয় নাই। কিন্তু ভারতের এই উক্ষ্মরের রামানুজম্ এখন স্বর্গে ইহাও পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। এক্ষণে মান্দ্রাজে রাজনারায়ণম্ বলিয়া একটী একাদশবর্ষদেশ্য ব্রাহ্মণ বালক অদ্ভুত উচ্চ গণিত বিদ্যার পরিচয় দিয়া বহুশিক্ষিত ব্যক্তির বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহাকে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় এবং গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সচিব পরীক্ষা করেন। হায়, মনুষ্য! এই সব দেখিয়া শুনিয়াও তুমি জন্মান্তর বাদ স্বীকার করতে প্রস্তুত নহ। ধন্য তোমার বিচার! জন্মান্তর নাই বলিয়া মানবের ইহ জীবনকেই একমাত্র ভাবিয়া সংসারদার করিয়া বসিয়া আছ। যথোচিত শিক্ষার অভাবে এই বালকের যে গণিতশাস্ত্রে অদ্ভুত প্রবেশ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার কি? মাত্র এই একটী বালক নয়, সঙ্গীত শাস্ত্রে মাষ্টার মদন প্রভৃতির উদাহরণ বিরল নহে। জীব পূর্ব্বজন্মের সংস্কার লইয়া পরজন্ম লাভ করে। এই সংস্কার যেখানে ভক্তিসাধনপর হয়, সেখানে দেখা যায় অনেকের সহজে তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হয়। কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা শিক্ষিত লোক ভক্তানুগত্য স্বীকার ব্যতীত সে সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। আর আমাদেরও নিরাশ হইবার কারণ নাই। যখন জড়ীয় জ্ঞানই জন্মান্তর সংস্কার সাপেক্ষ, তখন পূর্ব্বজন্মের আত্মধর্ম্ম ভগবদনুশীলন যে পরজন্মে আমাদিগকে পরমার্থপথে অগ্রসর করিয়া দিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

কলিকাতার ট্যাক্সি ডাকাতি।—এই দুষ্ক্রিয়া বড় সংক্রামক হইয়া যাইতেছে। প্রায়ই শুনা যায় চালককে মারিয়া, অজ্ঞান করিয়া, খুন করিবার আশঙ্কা দেখাইয়া দুর্বৃত্তগণ ট্যাক্সি লইয়া যায়। তাহার সাহায্যে অন্যত্র দুষ্কার্য্য সাধন করিয়া যেখানে সেখানে ট্যাক্সি ফেলিয়া পলায়। সম্প্রতি ঐরূপ একটী হইয়াছে। গত সোমবার রাত্রিতে এক পশ্চিম দেশীয় মুসলমান ট্যাক্সি ভাড়া করে। ময়দানের মধ্যে তাহারা ট্যাক্সি দাঁড় করায়। তখন ছোরা বাহির করিয়া ভয় দেখাইয়া চালকের কোট (টাকা নোট সহ) কাড়িয়া লয় ও তাহাকে নামাইয়া দিয়া ট্যাক্সি লইয়া পলায়ন করে। পরদিন প্রাতে ট্যাক্সিটি পাওয়া গিয়াছে।

অগ্নিকাণ্ড।—হাবড়া মালীপাঁচঘরার কাপড়ের কলে গত মঙ্গলবার আগুন লাগিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। দুই ঘণ্টা অক্লান্তভাবে কার্য্য করিবার পর দমকল সাহায্যে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের দেয়াশলাই।—পুরী কংগ্রেস কমিটী তাঁহাদের আশ্রমে দেয়াশলাইয়ের কারখানা বসাইয়াছেন।

জামশেদপুর ধর্ম্মঘট:—শেষ হইয়াছে। সর্ত্ত এই:—সকলেই কর্ম্মে পুনঃ যোগদান করিবেন। আগামী বেতনের দিনে সকলেই পূর্ণ বেতন পাইবেন। কর্ম্মিদিগের প্রতিনিধিগণের সহিত কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের অসুবিধা ও আবেদন সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

অল্ ইণ্ডিয়া লিবারেল্ ফেডারেসন।—অভ্যর্থনা সমিতিতে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

বৈদেশিক

পার্লিয়ামেণ্ট।—গত বৃহস্পতিবার সম্রাট্ বাহাদুর সাধারণে পার্লিয়ামেণ্টভঙ্গের আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

শিস্ত্রীর শাস্ত্রী।—সম্রাট বাহাদুর তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন।

সমর ঋণ। ইংলণ্ড আমেরিকাকে ৪ কোটী ডলার ঋণশোধ দিয়াছেন। মিত্রসঙ্ঘের ঋণ শোধের এই প্রথম কিস্তি।

ইরাক বৃত্তান্ত।—ইঙ্গ ইরাক সন্ধি সম্পন্ন হওয়াতে ইরাকের আমীর ফিসুল আমাদের সম্রাটের নিকট কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিয়া তার করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সকল হিতকর নির্ম্মাণাদি কার্য্য করিয়াছেন সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে সেগুলির পরিবর্ত্তে যাহাতে তাঁহারা অর্থ প্রাপ্ত হন তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। আর ব্যয়াধিক্যের যে আশঙ্কা কেহ কেহ করিতেছেন তাহা অমূলক, বরং ক্রমে তাহার হ্রাসই হইতে থাকিবে।

জার্ম্মান সাধারণ তন্ত্র।—হিণ্ডেনবার্গ জার্ম্মানির প্রেসিডেণ্ট রূপে নির্ব্বাচনের জন্য দণ্ডায়মান হইতে সম্মত হইয়াছেন।

চীনবিভ্রাট।—চীনে বুঝি আবার আগ্নেয়গর্ভিক অগ্নি জ্বলিল। বিতাড়িত নেতৃগণ প্রতিষ্ঠিত নেতৃগণের উচ্ছেদ সংসাধনের নানা যত্ন করিতেছেন। ৫০০ গুপ্তহন্তা গণ্যমান্য নেতৃবর্গের গোপনে বিনাশ সাধন জন্য পিকিনের প্রাচীরের অভ্যন্তরে ঘুরিতেছে। তাহাদের তিন জন ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। পৃথিবীতে যুদ্ধের আগুন বুঝি আর নেবে না, এক স্থান দগ্ধ করিয়া আর এক স্থানে লেলিহান জিহ্বা নির্গত করিতেছে। হায়, হায়, নরগণ তোমরা প্রেম ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিলে না! কেবল স্বস্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিয়া জীবন বৃথা নষ্ট করিলে।

নূতন মন্ত্রিসভা।—প্রধান মন্ত্রী মিঃ বোনারল, লর্ড চ্যান্সেলার—লর্ড কেভ, এক্স্‌চেকার চ্যান্সেলার—স্যার ষ্ট্যানলি বল্‌ডুইন, বৈদেশিক সংস্রবে—লর্ড কর্জ্জন, কলোনি সেক্রেটরী লর্ড ডার্বি, প্রধান আডমিরালটী লর্ড—কর্ণেল আমারী, ভারত সেক্রেটারী—লর্ড পীল, কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্ট লর্ড সল্‌স্‌বারি ইত্যাদি।

থ্রেস হইতে।—থ্রেস হইতে গ্রীকগণ প্রায় সকলে চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে তুর্কগবর্ণমেণ্ট বসিবার আয়োজন হইতেছে।

নূতন প্রধান মন্ত্রী।—ইউনিয়নিষ্টগণ বোনারলকে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে প্রধান মন্ত্রিত্বে বরণ করিলে জনসমূহের আনন্দ কোলাহলে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি বৃহস্পতিবার তাঁহার নীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

টাইম্‌স্ পত্র।—ইহার স্বত্ব চেয়ারম্যান্ জন ওয়ালটার ক্রয় করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ কাইসার।—ভূতপূর্ব্ব কাইসরের বিবাহের পাকা দেখা হইয়া গিয়াছে।

কুচবিহারের মহারাজ।—তিনি বিলাতে অত্যন্ত পীড়িত।

ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী।—মি: লয়েডজর্জ্জ বহু স্থানে বক্তৃতা করিয়া লোকরঞ্জনে সমর্থ হইতেছেন। লিড্‌সে তাঁহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল।

কপুরতলার মহারাজ।—ইঁনি এখন ফ্রান্সে। আগামী সপ্তাহেই তিনি ভারতযাত্রা করিবেন।

তুর্কবৃত্তান্ত।—সুখের বিষয় ইউরোপের প্রাচ্য গগনে যে মেঘ ঘনঘটাচ্ছন্ন করিতেছিল, অনুকূল বায়ুযোগে তাহা ক্রমে অপসারিত হইতেছে, তবে এখনও হাওয়া নাকি একটু গোলমাল, সেটুকু না কাটিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। মুডানিয়া বন্দোবস্তে তুর্ককে থ্রেস দিবার ব্যবস্থা হওয়ায় তুর্ক সৈন্যদল হটাইয়া লইয়াছেন তবে কামাল পাশার দল সৈন্য ঠিক রাখিতেছেন। আবশ্যক হইলেই যেন কার্য্যে নামিতে পারে। তাঁহার উদ্দেশ্য যদি শান্তি সভার অধিবেশনে অযথা বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে একটু চাপ দিবার জন্য সৈন্যগণকে ব্যবহার করা হইবে। তাই বলিয়া এখনও ঘোর কাটে নাই। তবে আশার বিশেষ কারণ আছে যে, এ ঘোরও কাটিয়া যাইবে। আগামী ১৩ই নবেম্বর পর্য্যন্ত শান্তি সভার স্থগিত করণে লর্ড কর্জ্জনের প্রস্তাবে ফরাসীরা সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। স্থান বোধ হয় লসেন।

বিলাতের মন্ত্রী সভা। বিগত তুর্কনীতিক বিগ্রহে প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ যে নীতি অবলম্বন করিয়া আবশ্যক হইলে তুর্কবিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জাহাজ ও সৈন্য প্রেরণ ও অন্যান্য আয়োজন করিয়াছেন শ্রমজীবিসম্প্রদায় তাহার নিরাস করিয়া আগামী নির্ব্বাচনে নিজেদের পক্ষ বলবান করিতে প্রয়াস করিতেছেন। ইহাতে লয়েড জর্জ্জ, চেম্বার্লেন প্রভৃতি লিবারালগণ দেশের সাধারণ ব্যক্তিবর্গকে অনেক সভায় আহ্বান করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে লেবার বা শ্রমজীবিপক্ষ প্রবল হইলে এই সঙ্গীন অবস্থায় যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে উচ্চাভিলাষপূর্ণ তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া অশেষ বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করিবেন। লিবারালগণ ইউনিয়নিষ্টদিগের সাহিত সহযোগে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আর লয়েড জর্জ্জের নীতি সমর্থন করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছেন যে ব্রিটিশ রণসজ্জা না দেখিলে কখনও তুর্কগণ নিরস্ত হইতেন না। তাহা হইলে শান্তির আশা সুদূর পরাহত হইত। এই লইয়া বিলাতের সংবাদ পত্রগুলির মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই এই সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতেছেন। দেখা যাক্ আগামী নির্ব্বাচনে কোন্ পক্ষ জয়ী হয়েন। "কে হারে জিনে দুজনে সমান।" লয়েড জর্জ্জের পদত্যাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বোনার ল মন্ত্রি সভা গঠিত করিয়াছেন।

হাই কমিশনর।—বিলাতে ভারতের হাই কমিশনর মেয়ার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ভারতবাসিগণ ভারত সেক্রেটারী ও হাই কমিশনরের পদলোপের পক্ষপাতী।

অপ্রকট তিথি।

আট বৎসর পূর্ব্বে শ্রীউত্থান একাদশী তিথির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীজাহ্নবীবক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপে এক মহাত্মা প্রকটলীলাসমাপ্তির অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সূচক-স্মৃতিদিবস বর্ত্তমান বর্ষে সন্নিকটবর্ত্তী। ঢাকাস্থিত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে আগামী বুধবার ১৫ই কার্ত্তিক সেই জগদারাধ্য মহাশয়োদয়ের স্মৃতিমহোৎসব হইবে।

এই বৈষ্ণবশিরোভূষণের কথা অনেকে জানেন না অনেকে অক্ষজজ্ঞানে বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান শুদ্ধবৈষ্ণবজগৎ তাঁহার আদর্শ লীলার সৌন্দর্য্য দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। অক্ষজজ্ঞানে সেই মহাত্মাকে দর্শন করিতে গেলে আমরা তাঁহার অলৌকিক ও অনুপম বিষয়বিরাগ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হই। তাঁহার সদৃশ বিরক্তপুরুষের ইতিহাস ভারতীয় চরিতকনগগনে বহুদিন পরিলক্ষিত হয় নাই। সদাচাররত আচার্য্যজগতে অক্ষজজ্ঞানে তাঁহার সর্ব্বোপরি আদর বিচারিত না হইলেও অধোক্ষজ সেবাপর শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে অধোক্ষজভক্তিতৎপর ভগবদাশ্রয়জাতীয় বস্তু বলিয়াই লক্ষ্য করেন। আমাদের ন্যায় মর্ত্ত্যমানব কোন্ কোন্ সেবার অবলম্বনে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও বৃষভানুকুমারীর সুদুর্লভ নিত্যসেবা লাভ করিবেন, সেই অপ্রাকৃত স্মরণচত্র যে জীবনে সুষ্ঠুভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই চরিত্রের স্মরণী-সেবা কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তজগতের কিরূপ আদরণীয় তাহা ভাষা পরিস্ফুট করিতে অসমর্থ। এই মহাজন এই প্রপঞ্চে শ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। লৌকিক ভাগবতপরম্পরা যাঁহাদের আলোচ্য তাঁহাদের পাঠ্যবিষয়রূপে আমরা লিপিবদ্ধ করিতে পারি যে, তিনি শ্রীমাথুরমণ্ডলের শ্রীসূর্য্যকুণ্ড বাস্তব্য শ্রীভাগবতদাসের অনুগ বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। বৈষ্ণবজগতে প্রসিদ্ধনামা শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতদাসের আরাধ্য বস্তু। শ্রীজগন্নাথ দাসমহারাজ, শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীউদ্ধব দাস, শ্রীগোবিন্দ দাস (বলদেব), শ্রীশ্যামসুন্দর দাস (রাধা দামোদর), শ্রীবিশ্বনাথ প্রমুখ ভক্তাঙ্ঘ্রিরাজগণকে উত্তরোত্তর ভাগবতবর্য্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-বংশবর্ণনে শ্রীবৃন্দাবন দাসঠাকুরের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি "নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথসুতায় চ। সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ" বলিয়া শ্রীভগবানকে স্তব করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কোনও শৌক্রবংশ বা চ্যুতগোত্রীয় শাখা নাই। তাঁহার অচ্যুতগোত্রীয় সন্তানসমূহে আজ ভারতের নানা স্থান তীর্থীভূত হইয়াছে। চ্যুতগোত্রীয় সন্তানসমূহ যাহাদিগকে ঋষিকুল বা ব্রাহ্মণকুল বলা হয়, তাহারা নিজ নিজ অক্ষজধারণায় অচ্যুতের প্রকৃত বংশ হইতে আপনাদিগকে দূরে অক্ষজ জ্ঞানদ্বারা বিক্ষিপ্ত করেন মাত্র। অচ্যুতগোত্রীয়গণ কোন দিনই শ্রীগৌরভগবান হইতে দেশকালপাত্রের ব্যবধানে চ্যুত হ'ন না। অক্ষজ জ্ঞানে পরিদৃষ্ট

ব্যবহারিক পাঞ্চরাত্রিক পরম্পরাতেও সকল সময় ভাগবত পরম্পরা বলেন না। চ্যুত গোত্রের পরিচয়ে চ্যুতধারার গুরু পারম্পর্য্য তাঁহাদের বর্ণণীয় বিষয় হইলেও অচ্যুত পারম্পর্য্যই অধোক্ষজ সেবায় একমাত্র উপযোগী। অনেক স্থলে অধোক্ষজপারম্পর্য্য অক্ষজ দ্রষ্টার হস্তগত হইবে জানিয়া এবং তাহার অপব্যবহার হইবে জানিয়া তাহা অপ্রকাশিত আছে। লৌকিক পারম্পর্য্য ব্যতীত শ্রদ্ধাবান্‌ যে পারম্পর্য্য সম্বন্ধজ্ঞানে স্বীকার করেন তাহাই প্রকৃত ভাগবত পরম্পরা। সেই পারম্পর্য্যে অচ্যুত গোত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের বংশে ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের আবির্ভাব। শ্রীনরোত্তম হইতেই শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর শুদ্ধভক্তি বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীগৌর সুন্দরের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীদামোদর স্বরূপ শ্রীগৌড়ীয়গণের আদিপুরুষ। তাঁহার পূজার পাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। আচার্য্য দামোদর স্বরূপের অপ্রাকৃত রূপাদিছয় গোস্বামীর মূল পুরুষ শ্রীসনাতন। সেই সনাতনের রূপ, শ্রীরূপের রঘুনাথ ও শ্রীজীব। শ্রীরূপের শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট। শ্রীসনাতনের প্রচার্য্য বিষয় ভক্তিসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবাচার শ্রীগোপাল ভট্টে ন্যস্ত। শ্রীগোপাল ভট্ট তুঙ্গবিদ্যা দেবীর প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীগৌরপ্রিয় শ্রীত্রিদণ্ডী প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীর প্রচার্য্য সম্পত্তির মালিক। শ্রীপ্রবোধানন্দপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট যে পুত্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পারমহংস্যাচার শ্রীসনাতন প্রমুখ গোস্বামিষট্‌কে প্রকটিত। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদ গৌরকিশোর দাস প্রভুবর সেই ত্রিদণ্ডিপাদের সহায়তার জন্য যে আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই গৌড়ীয় কীর্ত্তনকারী মাধ্বগৌড়ীয়গণের প্রচারের বিষয় হউক। তাহা এই—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্ন্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্‌॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের মহা শিক্ষা

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

শ্রীত্রিদণ্ডিপাদকে উপরি লিখিত শ্লোকের প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আর সেই প্রচারিত বিষয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদবর নিজাচরণে প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের সেই গুরুসেবা দিবসে আমরাও তাহা কীর্ত্তন করিয়া গুরুকুলের সেবা করি।

ভক্তের ভিক্ষা কি ?

আমরা এই বিষয়টী বর্ণন করিবার প্রারম্ভেই দুইটী তাত্ত্বিক শব্দের আলোচনা করিব। শাস্ত্রে দুইটী শব্দ দৃষ্ট হয়—'প্রাকৃত' এবং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির অন্তর্গত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য - অপর নাম 'অক্ষজ' (অ—স্বরবর্ণের সর্ব্বপ্রথম বর্ণ ও 'ক্ষ'—ব্যঞ্জনবর্ণের সর্ব্বশেষ বর্ণ—তাহা হইতে জাত)—অর্থাৎ বাক্য ও মনোবুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়সমূহ। 'অপ্রাকৃত'—অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত যাহা অতীন্দ্রিয় বা অধোক্ষজ—যাহা দ্বারা অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান অধঃকৃত বা পরাভূত হইয়াছে। যাহা মন বুদ্ধির অতীত। অচিৎ জগতের বিচার-স্রোত প্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়া প্রাকৃত। সাধারণ মানবজ্ঞান জড়োত্থ, অতীন্দ্রিয়রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না—এই জন্য তাহার বিচারও প্রাকৃত। প্রাকৃত বিচার ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণা-পাটব এই দোষচতুষ্টয় সংযুক্ত। আমরা মনের দ্বারা বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু মন সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল ও সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক সুতরাং মনের বিচারও পরিবর্ত্তনযোগ্য অসম্পূর্ণ ও ভ্রম প্রমাদ পরি-পূর্ণ। যেমন কোন ব্যক্তি যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে কোনও দূরস্থিত বস্তুর স্বরূপনির্ণয়ে সচেষ্ট হন আর যন্ত্রটাই যদি বিকল অবস্থায় থাকে তবে যেমন ঐ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হয় না—এক দেখিতে আর এক রকম দেখা যায়—তদ্রূপ মনের বিচারে বাস্তব বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় হয় না। জগতের কোনও প্রতিভাশালী মনস্বী কতকগুলি যুক্তি দ্বারা একটী মত প্রচার করিয়া গেলেন, সমধিক প্রতিভাশালী অপর এক ব্যক্তি তাহা খণ্ডন করিয়া দিলেন—জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু বাস্তব সত্যে সেরূপ পরিবর্ত্তন নাই। বাস্তবসত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিত—অচল ও অটল। সামান্য কর্দ্দমখণ্ডের দ্বারা পর্ব্বতের ধ্বংসসম্পাদনের চেষ্টা যেমন বৃথা প্রয়াস মাত্র, কর্দ্দমখণ্ডই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় কিন্তু পর্ব্বত অনাদিকাল অচল অটল থাকে, তদ্রূপ মনোবিচার দ্বারা বাস্তব বস্তুর কোন পরিবর্ত্তনও হয় না। মনোবিচারে বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনেচ্ছারও প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। করণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ত নিরন্তরই আছে। আমরা চক্ষুর অন্তরালের বস্তু দেখিতে পাই না, কর্ণ বহু দূরের শব্দ শুনিতে পায় না ইত্যাদি। অতএব মানববুদ্ধির সদ্ অসদ্ সমস্ত বিচারই ভ্রমপূর্ণ।

> কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
> বাচোদিতং তদনৃতং মনসাধ্যাতমেব চ॥
>
> শ্রীমদ্ভাগবত—১১-২৮-৪।
>
> দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
> এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥
>
> শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ।

এবম্প্রকার ভ্রমপ্রমাদপরিপূর্ণ মানবজ্ঞান শুদ্ধ বৈষ্ণবকেও কেবল তপোবেশোপজীবী পেটুক বৈরাগীর সহিত সমজ্ঞানে দর্শন করে—অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুকে পার্থিব জ্ঞান করে—বৈষ্ণবকে নিজের মত ইন্দ্রিয়পরায়ণ—কাম, ক্রোধ, ক্ষুধা, তৃষ্ণার দাস বিবেচনা করিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করে। প্রাকৃত বিচারে দেখিতে গেলে গঙ্গাজলে ও সাধারণ জলে, মহাপ্রসাদে ও ডাল ভাতে, শালগ্রামে ও রাস্তার প্রস্তর খণ্ডে, শঙ্খে ও মৃতজন্তুর অস্থিতে, গোময়ে ও বিষ্ঠাতে, কোনও ভেদ নাই কারণ বাহ্যদৃষ্টিতে উভয়বিধ বস্তুই দেখিতে এক প্রকার বটে।

আমাদের সাধারণের বিচারে ভিক্ষাবৃত্তির মত হেয়বৃত্তি জগতে আর নাই। ভিক্ষাবৃত্তিতে আর কুক্কুরবৃত্তিতে কোনও পার্থক্য নাই। ভিক্ষাবৃত্তি

লোককে হীন করে, অলস করে, পরমুখাপেক্ষী করে ও স্বাধীনতারূপ অমূল্যরত্নকে হরণ করে। কিন্তু আমাদের আচার্য্যগণের বিচার লোকবিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন—'ভিক্ষাবৃত্তিই সাত্ত্বিক বৃত্তি। ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন ও ভিক্ষাদ্বারা গুরুসেবা করিবেন। সন্ন্যাসী ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবেন। বানপ্রস্থ সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। আর গৃহস্থগণ উক্ত তিন আশ্রমকে ভিক্ষা দান করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিবেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ 'ভেকোপজীবি' নহেন। তাঁহাদের শুদ্ধকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। তাঁহাদের জীবন ভোগপর নহে কেবল সেবাময় তাঁহারা জগতের লোকের নিত্য মঙ্গল সাধনে সতত ব্যস্ত।

"মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥"

আমি অত্যন্ত ভোগী—কৃষ্ণের বিষয়কে আমি নিজের ভোগে নিযুক্ত করিয়াছি। একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণকে দূরে ফেলিয়া দিয়া আমি তাঁহার স্থল অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছি। স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ ভাই আমরা কি চোর নহি? আমরা ভগবানের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছি বলিয়া এই সংসার কারাগারে কতই ত্রিতাপ যন্ত্রণায় দিবানিশি দগ্ধ হইতেছি। শ্রুতির কথা স্মরণ কর।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

পরমেশ্বরেই বিশ্বের অধিপতি। তাঁহার দ্বারাই বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার উচ্ছিষ্টই গ্রহণ কর। অপর বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা করিও না। আবার গীতা বলিয়াছেন—

তৈর্দ্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।
৩।১২

যজ্ঞাবশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ
৩।১৩

অন্নাদি যিনি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া ভোগ করেন তিনি চোরস্বরূপ দোষভাক্ হইয়া থাকেন।

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উত্তম জন্ত অপরিহার্য্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে সেই পাপীসকল সমস্ত পাপ ভোগ করে।

আমরা পাপ ভোজনে রত, চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী, শুদ্ধবৈষ্ণব আমাদের ন্যায় দুরাচারকে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া কত কটূক্তি সহ্য করিয়াও আমাদের মঙ্গলসাধনের জন্য আমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। কিন্তু জড়ীয় জ্ঞানে অন্ধ আমি দেখি শুদ্ধবৈষ্ণব আমার মত একটী মানুষ—আমার মত অভাব আছে—আমার নিকট হইতে তাহার কিছু অভাব পূরণ করিয়া নিতে আমার দ্বারে উপস্থিত! কিন্তু বৈষ্ণবের কোনও কালে কোন অভাব নাই কারণ তিনি সর্ব্বদা স্বভাবে অবস্থিত—তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু তাঁহাতে কুণ্ঠাধর্ম্ম থাকিতে পারেনা। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ যাঁহার হৃদয়ে নিত্যকাল বিশ্রাম লাভ করিতেছেন তাঁহার কি আর সামান্য ক্ষুধা তৃষ্ণার জন্য অভাব থাকিতে পারে। তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বীকার ও দ্বারে দ্বারে আগমন কেবল আমার ন্যায় পামরকে উদ্ধার করিবার জন্য। সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌর-হরি নিত্যানন্দপ্রভু সহ দ্বারে দ্বারে যাইয়া হরিনাম প্রচার ও ভিক্ষার গ্রহণ করিতেন।

'একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী স্থানে।
কৃপায় তাহার অন্ন মাগিল আপনে'
চৈতন্য ভাগবত মধ্য।
দেখ না শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে
অন্ন মাগি খাইলেন ভক্তির কারণে ঐ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু
হেন জাতি নাহি না খাইলা কার ঘরে।
চৈতন্য ভাগবত মধ্য

শ্রীগৌর সুন্দর।
মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান ভোজন'
চৈতন্য ভাগবত মধ্য।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের কোনও অভাব নাই।

তবে—
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহারদুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ।

কিন্তু—
বিষয় মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
জাতিবিদ্যাধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

শুদ্ধ বৈষ্ণব গুরু কৃষ্ণদাস তিনি যুক্ত-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া জীবের মঙ্গলার্থ এ জগতে বিচরণ করেন। তিনি গুরু কৃষ্ণের অবশেষ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন পরম আনন্দে
প্রতিদিন হবে তাহা॥

ইহাই শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রাণের উক্তি। তাঁহার জিহ্বার লালসা নাই—উদর বেগ নাই।

তিনি জানেন—
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়'
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। অন্ত্যলীলা।

শুদ্ধবৈষ্ণব যদি কৃপা করিয়া আমাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন তবে আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমরা তাঁহাকে আমাদের অধিকৃত কোনও বস্তু দিয়া বৈষ্ণবের কিছু উপকার করিয়া দিলাম; বাস্তবিক তাহা নহে। ধনত ধনীর সেই এক মাত্র বিশ্বসম্রাটের সমস্ত ধন; আমাদের এক গাছা তৃণ সৃষ্টি বা বিনাশ করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব আমি ধনের মালিক নহি ভোক্তা ও নহি। তোমার আমার বৈষ্ণবের উপকার করিয়া দেওয়ার কিছুই ক্ষমতা নাই। তুমি নিজে উপকৃত হইলে মাত্র। তুমি নিজকে কৃতার্থ মনে কর যে যাহার জিনিষ তাহার ভোগে দিতে পারিলে। বৈষ্ণব গাহিয়াছেন 'তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব' তুমি আমি বলতে পারি যে আমরা কি নিজে নিজে ভগবানের সেবার জিনিষ লাগাইতে পারি না যে আবার বৈষ্ণবের হাত দিয়া দিতে হইবে? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন ভগবান শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অপরের হস্তে দ্রব্য গ্রহণ করেন না।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। গীতা ৯।২৬

ভাড়াটিয়া জ্ঞানী কর্ম্মী বা মিছাভক্তের নিবেদিত দ্রব্য কৃষ্ণ স্বীকার করেন না। কারণ তাহারা সেবাপরাধী। এ বিষয় একটু অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভাড়াটিয়া অর্থের দাস, ভগবানের দাস বলিয়া মুখে স্বীকার করে মাত্র তাহার অনুরাগ নাই ভক্তির লেশমাত্রও নাই। সে বেতন ভোগী অর্থ দিলে বাহ্যে হরিসেবার অনুষ্ঠান দেখাইবে বেতন বা অর্থ বন্ধ করিলে অনুষ্ঠান ও বন্ধ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ভাড়াটিয়া অর্থের লোভে ভগবানের কলেবর ভাগবত পাঠনামে বিক্রয় করিয়া থাকে, বিগ্রহ দেখাইয়া ভেট নেয়, দ্রবিণ বা অর্থ লইয়া কাণে ফুঁ দেয়,

বেতন লইয়া পূজারীর কাজ স্বীকার করে। অতএব ভাড়াটিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার সেবক। সুতরাং ভগবানের সেবক হইবে কি প্রকারে? জ্ঞানী মোক্ষকামী নিজকেই ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করে সুতরাং তাহার সেবাবৃত্তি থাকিতে পারে না। সে মোক্ষকামী হইয়া সময় সময় মিছাভক্তির আবাহন করিয়া থাকে। প্রাকৃত লোকে তাহাদের এই মিছা ভক্তিকেই সেবা বলিয়া ধারণা করে। তাহার ভক্তির আবাহন কৈতব বা কপটতা পূর্ণ। কিন্তু তাহাদের সেবাকরা দূরে থাকুক তাহারা নিজে সেব্য হইয়া ভগবানকে দিয়া সেবা করিয়া লইতে প্রস্তুত। মোক্ষকামী বাহিরে কোনও কাম বাঞ্ছা না করিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কামকামী। সে ভগবানের নিকট স্বর্গসুখ, ধন জন প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য কামনা করে না সত্য কিন্তু সে একেবারেই ভগবানের আসন গ্রহণ করিতে চায়। বোকা ভৃত্যই মনিবের নিকট হইতে জলখাবার পয়সা, কাপড়টা পিরানটা প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর ভোগ্য জিনিষ চাহিয়া মনিবকে বিরক্ত করিয়া থাকে কিন্তু যে ভৃত্য মনে ভাবে সে চতুর, সে বলে যদি একেবারে মনিব হইয়া যাইতে পারি তবে আমার আর কিছুরই অভাব থাকিবে না, সমস্তই আমার করায়ত্ত হইবে, আমি সতত আনন্দে মগ্ন থাকিব। আর প্রভুভক্ত ভৃত্য মনে করে আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই আমি যেন নিত্যকাল আমার মনিবের সেবা করিয়া আমার প্রভুর একমাত্র সুখ উৎপাদন করিতে পারি। শেষোক্ত ভাবটীই সেবকের ভাব। শুদ্ধভক্তের ভাব সম্পূর্ণ কৈতব বিরহিত অহৈতুকী সেবা। অতএব মুক্তিকামীর নিবেদিত দ্রব্য ভগবান গ্রহণ করেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—

> মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান ভোজন।
> নিন্দুক বেদান্তী না পাইল দরশন॥ চৈঃ ভাঃ

> ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ কীর্ত্তন।
> কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥ শরণাগতি।

তাহার ভক্তচেষ্টা ভগবৎপ্রীতির জন্য নহে। কেবল স্বার্থসিদ্ধির বা নিজমুক্তির জন্য। তাহার দ্রব্য ভগবান গ্রহণ করেন না কারণ তাহার ভক্তিতে কপটতা বা অবান্তর উদ্দেশ্য আছে।

যে কর্ম্মে ভুক্তি বা স্বর্গসুখাদি কামনা বিদ্যমান সেখানেও ভগবৎ সেবা হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মও যদি অচ্যুতভাববর্জ্জিত হয় তাহাও কর্ম্মের শৃঙ্খল। শ্রীভাগবত বলিতেছেন -

> নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
> ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।
> নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে।

যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত না হয়, যে ধর্ম্মে বিরাগ না জন্মে এবং যে বিরাগে তীর্থপাদ ভগবানের প্রীতি বা সেবা উদ্দিষ্ট না থাকে তাহা বৃথা। এই জন্যই গীতা প্রভৃতি ভগবদ্ শাস্ত্রে কায়িক বাচিক মানসিক সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে অর্পণের ব্যবস্থা আছে। হরিসেবানুকূল কর্ম্মই ভক্তি। ভগবান একমাত্র শুদ্ধভক্তের দ্রব্যই স্বীকার করেন। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

> শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
> অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
> অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
> আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
> "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
> হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
> ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
> তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য ১৯শ

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা পিশাচী সদৃশা। ভগবৎ সেবার এরূপ প্রতিবন্ধক আর নাই। শুদ্ধভক্তিতে এরূপ ভুক্তি মুক্তিস্পৃহার গন্ধও নাই।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভিক্ষা বৃত্তি কেবল জীবের প্রতি দয়ার জন্য।

তিনি প্রতিদ্বারে গিয়া বলেন 'প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥ এই কৃষ্ণশিক্ষা জীবকে ভোগের ক্লেশ হইতে মুক্ত করে তিনি কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের উদ্দেশে দ্রব্যাদি অর্থ গ্রহণ করিয়া নিজে ভোগ না করিয়া অন্যের ন্যায় ভিক্ষাজীবী মাত্র হন না। নির্বোধ লোক তাহার মাধুকরীবৃত্তিকে ভক্তির অনুষ্ঠানবিশেষ বুঝিতে সমর্থ হন না।

আধুনিক একদল লোকের অভিমত এই যে ভিক্ষাদ্বারা সংগৃহীত অর্থ যদি দরিদ্রসেবায় বা দেশ ও দশের শারীরিক বা মানসিক অভাবমোচনকল্পে নিযুক্ত হয় তবে ভিক্ষা দেওয়া বা ভিক্ষা নেওয়ার সার্থকতা। নতুবা ভিক্ষা একটা গৃহস্থের উপর করস্বরূপ মাত্র। প্রথম মুখে কথাটা বড়ই ঠিক বোধ হয়। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি দরিদ্রসেবা বা দেশ ও দশের সেবায় তুমি আমি কতটা কতক্ষণের জন্য করিতে পারি? কোন ধনবান্ ব্যক্তি হয়ত দশসহস্র দরিদ্রকে একমাস ধরিয়া অন্নদান করিলেন। তাহাতেই বা তাহাদের অভাব মোচন হইল কৈ? তাহার অন্নের অভাব মোচন করিলে ত বস্ত্রের অভাব রহিল। অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিলে ত শারীরিক ব্যাধি হইল। শারীরিক ব্যাধির উপশম করিলে ত মানসিক অশান্তি, শোক, দুঃখ, ভয়, মৃত্যু কতই না নিত্য নূতন নূতন অভাব একটীর পর আর একটী উপস্থিত হইতে লাগিল। এই জন্য যাহারা দূরদর্শী নিত্যানিত্যবিবেকী তাহারা বলিলেন তুমি জীবের অভাব এমনভাবে মোচনে প্রবৃত্ত হও যেন তাহার আর কোনও দিন দ্বিতীয় অভাব উপস্থিত না হয়। তাহাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। জীব ভগবানের নিত্যদাস সে তাহা ভুলিয়া নিজকে মায়ার দাস অভিমান করিতেছে এইজন্যই তাহার অভাব—

> তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
> শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
> তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
> যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥
>
> শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৯।৬

এই কথা তাহাকে পুনঃ পুনঃ জানাইতে জানাইতে তাহার সুপ্তচেতনবৃত্তিকে জাগাইয়া দেও। তাহাতে কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারী উভয়েরই কল্যাণ হইবে। কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার প্রবুদ্ধ আত্মাও জাগ্রত হইবে অপর জীব ও জাগরিত হইবেন।

সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণব ভিক্ষা দ্বারা রিলিফ্ ওয়ার্ক বা সেবাশ্রম খুলিয়া চাক্ষুষ কোনও সাময়িক মঙ্গল দেখাইয়া দেহাসক্ত বহির্মুখ জগতের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস পান না। জগতের মহত্তম আচার্য্যগণ চিরদিনই জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন—

শ্রীমন্মহাপ্রভুও জগৎ জীবকে এই আদেশ করিয়া গিয়াছেনঃ—

> "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
> আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার এই দেশ॥
> ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ।
> পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ।"

যথার্থ আচারপূর্ব্বক হরিনামপ্রচারই পারমার্থিকগণের জীবে দয়া—ইহা হইতে জীবে দয়ার আর চরম আদর্শ হইতে পারেনা। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ভিক্ষার ছলে জগৎ জীবের দুয়ারে যাইয়া নিজে আচরণপূর্ব্বক ঐরূপ সৎকথা প্রচার করিয়া থাকেন। অতএব শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভিক্ষাবৃত্তি জীবে দয়া, জীবের উপর করস্বরূপ নহে—তাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্য (১) প্রথমতঃ কৃষ্ণভোগ্য দ্রব্য যাহা মায়ামুগ্ধজীব

জনের ভোগ্য মনে করিয়া পাপ ভোজনে রত ছিল তাহা হইতে উদ্ধার করা, (২) হরিকথা শুনাইয়া তাহাকে সৎপথে আনয়ন করা ও নিত্যমঙ্গলের পথ দেখাইয়া দেওয়া, (৩) তাহা হইতে কিছুগ্রহণ করিয়া তাহার অজ্ঞাত সুকৃতিসঞ্চয়ে সাহায্য করা। ইহাই জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হায়! আমরা কি অন্ধ! আমরা বৈষ্ণবের মহাপ্রাণতা না বুঝিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে বিচার করিতে যাইয়া তাঁহাদের চরণে কতই না অপরাধ করি। আমরা বিদ্যামদে, ধনমদে, কুলমদে, বৈষ্ণবকে অবহেলা করি! আমাদের এ বৈষ্ণব অপরাধ কবে দূর হইবে? আমরা উপকার গ্রহণ না করি, অপকার যেন কিনিয়া না লই। আমরা যেন বৈষ্ণবনিন্দক না হই। গৌরসুন্দরের বাণী এই :—

সবারে করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দুক দুরাচার॥

অতএব আমরা যদি ভগবানে যথার্থ ভক্তি লাভ করিতে চাই ও আমাদের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হই তবে এখন হইতে ভক্তির আচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতের উপদেশ পালনে যত্নবান হইবে। তাহার আদেশ এই :—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্ব্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

ভগবানের ভক্তকে প্রাকৃত বিচারে দেখিতে নাই।

ব্রজে বানর।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে কিছুদিন পূর্ব্বে বানর বধের জন্য কেহ কেহ যত্ন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ দয়ার যুক্তি দেখাইয়া বানর রক্ষার যত্নবান হন। তাহার ফলে বর্ত্তমান কালে শ্রীধামে মনুষ্যের বাস নানাপ্রকারে বিপন্ন হইয়াছে। পশুবধ করা মানবসভ্যতার অনুমোদিত নহে কিন্তু বহু বানরের সঙ্গক্রমে, তাহাদিগের চিন্তাপ্রভাবে বৃন্দাবন-বাসীর হরিসেবার চিন্তা বানরের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। বানর চিন্তার ফলে কোন কোন মানব বানরের নিকট মর্কটতা শিক্ষা করিতেছেন। দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে সৎসঙ্গের সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য সাধুগণ জীবের দুঃসঙ্গ নিবারণ করেন। গোশালার ন্যায় বানরদিগকে কোন বৃহৎ স্থানে আবদ্ধ করিয়া ভগবৎপ্রসাদাদি দিলে তাহারাও জন্মজন্মান্তরে মনুষ্য হইয়া হরিসেবার প্রবৃত্তি লাভ করিতে পারিবে, অনর্থক বানর বধ করিতে হইবেনা। সঙ্গ প্রভাবে জীবের সামাজিক উন্নতি ঘটে বা সঙ্গদোষে সভ্য মানবও পশুবৃত্তিকে সর্ব্বোত্তম মনে করে। ঘোড়ার সহিস কোচম্যানগুলিও ন্যূনাধিক ঘোটক স্বভাব লাভ করে, শিক্ষকগণও অনেকস্থলে বালস্বভাব লাভ করে, ব্যাঘ্রবিজয়ী শ্যামাকান্ত বাবুও ব্যাঘ্র সিংহের স্বভাবের অনুমোদন করেন। সঙ্গই সংসৃতি ও মুক্তির হেতু। জৈনগণ মানবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র অবর জীবের সঙ্গপ্রভাবে মানবশোণিত দ্বারা ছার বা খাটমলের তৃপ্তিসাধন করেন। পশুবধে সঙ্করীকরণ উপপাতকগ্রস্ত হইতে হয়।

ভবঘুরের উক্তি

ভায়া হে, তোমাদের সঙ্গে এতদিন মিশ্‌ছি, কিন্তু তোমাদের সব কথা এখনও জান্‌তে পারিনি। তোমরা নাকি বছর দুই আগে কি এক বই ছাপিয়েছ, তার নাম নাকি "আচার ও আচার্য্য।" তা'তে নাকি গোঁসাই প্রভুদের সব কীর্ত্তি বেরিয়ে গেছে। তাঁরা এই দুবছর ধ'রে' নানা স্থানে পরামর্শ সভা করেও তার কোন সদুত্তর খুঁজে পাননি। তাইতে নাকি তাঁদের শিষ্য সেবক তাদের বড় বিরক্ত করছে। "কই প্রভু, ওদের একটা জবাব? ওদের একটা জবাব না দিলে আমাদের ত' মান রাখা দায়। নইলে, প্রভু, তা, যাই বলেন, গতিক বড় সুবিধে হবে না।" এই সব তাড়াহুড়োতে পড়ে' নাকি প্রভুরা সব দল বেঁধে একটা যা হ'ক জবাব খাড়া করে' ছাপাবার মতলব করছেন। প্রভুদের সব ঘরে ঘরে ঐ একএকখানা সর্ব্বনেশে বই, তারই ওপর কিলঘুষি সব মারছেন, দাঁত খিঁচুচ্ছেন, কত বিক্রম দেখাচ্ছেন, আর গড়গড়ার নল হাতে করে রাঙা ঠোঁট নেড়ে শিষ্যদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তোমরা কোন শাস্ত্র জাননা। তারাও নাছোড়বান্দা, বলেন "তাই, প্রভু, ঐ সব কথাগুলো লিখে দিন, আমরা তাই ছাপাব।" কি মুস্কিল! এক চিঠির জবাব দিয়ে এই এত কাণ্ড, আবার কাগজে কলমে এই এলোমেলো কথা-গুলো লেখা, আবার তাই ছাপান? বাপ্‌রে, তা কি হয়? তাই প্রভুরা শিষ্যদের বোঝাচ্ছেন, "না হে না, ওসব ছাপাছুপির ভেতর গিয়ে কাজ নেই। আমরা তৃণাধিক সুনীচ বৈষ্ণব, আমরা ওরকম ছাপাছুপি করে নাম কিন্‌তে চাইনা। তোমরা বুঝে রাখ যে, ওদের কোনও বই পড়তে নেই, ওদের পাঠ বক্তৃতা শুন্‌তে নেই, ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে এক পাশ দিয়ে সরে যা'বে, কথাটি কইবেনা।" এই রকম করে নাকি দুবছর কেটে গেল। চারদিকের লোকে শিষ্যদেরও ব্যতিব্যস্ত করছে, "কিহে তোমাদের প্রভুরা কি সত্যি সত্যি অকেজো? নইলে এতদিন গেল একটা পাল্‌টী গাওনা হ'ল না, থাম খেয়ে গেল ব্যাপার কি?" আবার কান্না ধর্‌লে, 'প্রভু আর সহ্য হয় না। এর একটা বিহিত করুন, নইলে আমরা শোকে দুঃখে কি কর্ত্তে কি করে বস্‌ব।" গুরুরও ভয় হ'ল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, "তাই ত', এ যে দেখি এগুলেও নির্ব্বংশ, পেছুলেও তাই। এখন উপায়? শ্যাম রাখি কি কুল রাখি! একদিকে শিষ্য রাখা, আর একদিকে বোকা সাজা। হ'ক বোকা সাজাই ভাল, শিষ্য সাক্‌রেৎ ত খোয়ান যায় না। পয়সা না হলে কি মান নিয়ে ধুয়ে খাব। শিষ্যগুলো'কে বোকা বানিয়ে চেপে রাখব। আর বলেত রেখেছি যে ওদের কোন কাগজ বই কিছু-তেই হাত দেবেনা, দিয়েছ কি মরেছ, পইতে ছিঁড়ে অভিশাপ করব। সেই ভয়ে ওরা ওদের উলটো জবাবে আমাদের বোকামির আর ভণ্ডামির আর পরিচয় পাবে না। বাইরের লোকের কাছে আমাদের খাতির গেল ত বয়েই গেল। বুদ্ধিমান্‌ কেউ বা আমাদের খাতির করে। তবে বোকাগুলোকে বলে দিতে হবে যে ওদের কথা যারা বল্‌তে আসবে তাদের সঙ্গে কথাই কইবে না। বাস্‌। এখন যা তা গালাগাল মত একটা লিখে ছাপিয়ে দেওয়া যাক্‌, শিষ্যগুলো আমাদের কেরা-মতিটা বুঝে নিক্‌।" ভায়াহে, ওঁরা এই সব মতলব আঁটছেন। বোধ হয় লেখালেখিও হয়ে উঠ্‌ল। তা' ওঁরা তোমাদের দুটো একটা গালাগাল দেবেন বই কি, নইলে যে ওদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। যদি জিগ্‌গেস কর যে

আমি এত সন্ধান পেলুম কোথা, তা তারাহে, রংপুরের যাওয়া আসা নেই কোথা ? আমার সবাই জানে তাদের লোক। তা' বলে' আমায় অবিশ্বাস করো না। প্রভুদের জবাবের ছব্বা দেখে আমার সেই উত্তুরে লোকটার গল্প মনে পড়ে গিয়েছিল। তা' তাঁদের আর সেটা বলা হয়নি, তোমাকেই বলে মনের বোঝাটা নামাই। গল্পটা এই—ভরা বোশেক মাস, দুপুর বেলা, চাঁই চাঁই রদ্দুর, মাঠের মাঝে বড় গাছপালা নেই। পথিকের প্রাণ ত' আই ঢাই। দূরে এক বট গাছ দেখে সেই দিকে গেল। গিয়ে ছাখে আর এক জন বটতলায় জিরিয়ে মুড়ী খাচ্ছে। লোকটা তা'র একটু কাছে গিয়ে বসে ঠাণ্ডা হ'য়ে কথায় কথায় পরিচয় পেলে যে মুড়ী খাওয়া লোকটার বাড়ী উত্তর দেশে। তারপর তাকে বল্লে 'উত্তুরে লোক বড় মুড়ী খায়'। সে লোকটা কিছু জবাব না দিয়ে মুড়ী খাওয়া শেষ করে আবার চলতে আরম্ভ করলে। ক্রোশ খানেক সেই রোদে হেঁটে গিয়ে তার মনে পড়ে' গেল যে, "লোকটাকে একটা জবাব দিয়ে আসা হয়নি"। এই ভেবে সে ফিরল। সেই ঝাঁ ঝাঁ রদ্দুর, একটু হাওয়া নেই, সূয্যু ঠিক মাথার উপর, জল পিপাসায় প্রাণ যায়, তায় সে আবার মুড়ী খেয়েছে, তবু সে ফিরলে। কি খ'র ? না, জবাব দিতে হ'বে। সেই রদ্দুরে আবার এক ক্রোশ হেঁটে এসে দেখলে যে লোকটা তখনও যায়নি, বসে জিরুচ্ছে। গিয়ে বল্লে, "হাঁহে, তুমি নাকি বলেছিলে যে উত্তুরে লোক বড় মুড়ি খায় ?" সে বল্লে, 'হাঁ, বলিচিত', উত্তুরে লোক মুড়ি খায়ইত'।" এখন সে সাধের জবাব দিলে, "হাঁ, খায় ! খায় ত' খায় !" এই জবাব দিয়ে সেই চড়্ চড়ে রোদে আবার সে ফিরলে।

প্রভুদের জবাবও এই রকম একটা। তবে তোমাদের ওপর তা'তে খুব আক্রোশ থাক্‌লে। খুব খানিক চেঁচিয়ে গলা বাজি করার মত আর কি ? সেই কস্তং খস্তং ঘস্তং ওস্তং এর মত। ভায়া বেশীক্ষণ থাক্‌বো না, কেননা লোকে যদি আমাকে তোমাদের ভবঘুরে বলে জান্‌তে পাবে, তা' হলে আর মধ্যে মধ্যে তোমাদের কোন খবর দিতে পারব না। তা না পাল্লে তোমাদের কাছে আর আমার খাতির থাকবে না, আমার আসাও বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে অল্প অল্পই ভাল। তোমাদের ঠাকুর মহাশয় বৃন্দাবন থেকে এখানেই ফিরেছিলেন ? কই সেদিনত' আমায় সে খবর দাওনি। এখন কি তিনি ঢাকায় গিয়ে সেই রকম দিনের ত লোকদের উপদেশ দিচ্ছেন ? এইখান থেকেই তাঁকে অগুনতি দণ্ডবং। দণ্ডবং ভায়া, এখন তবে ছুটী।

সদসদাচার।

আহার বিহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব আছে কি না এই জিজ্ঞাসা অনেকেরই মনে উঠে। তার চারিদিকে নানালোকে কেউবা সন্ন্যাসী সেজে, কেউবা নামের আগে পরমহংস জুড়ে দিয়ে হিমালয়ে বাস বলে খুব স্বাস্থ্যকর জায়গায় বসে, বাঘের সঙ্গে লড়াই করা শক্তি সঞ্চয় করতে করতে হাম খোদাই মত (আমি স্বয়ং ভগবান) প্রচার করতে করতে সকলের দণ্ডমুণ্ডের মালিকের মত হুকুম চালালেন, যা খুসী খাও দাও, আর হামখোদাই সাধ। বাস্ তবেই সিদ্ধি। নইলে খোগা পটকা হয়ে কি হ'বে ?" এসব চার্ব্বাক ঋষির সাক্‌রেত। তাদের মতলব 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" ধার কর চুরী কর, যা' খুসী করে খুব পোষ্টাই খাওয়া সংগ্রহ কর,

সম্ভোগ দিতে মত্ত হও, ভগবান আবার কি? সব নিজে নিজে ভগবান বনে' যাও, ছোট কেন হ'তে যাবে? খাও দাও মজা লোট। আবার কি? মলে' বুঝি আবার কেউ ফেরে? 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।" পাপ তাপ ওসব দুর্ব্বলের কথা। যাদের গায়ে জোর নেই, তাঁরাই পাপ পুণ্যির দোহাই দেয়। এই মত তাঁরা নানা ভাবাতে প্রচার করে কত লোক জড় করে বাহবা নিচ্ছে। আর তা নেবে না কেন? বদ্ধজীবের ত সাধারণ প্রবৃত্তিই যে ভোগ করবে। পশু ধর্ম্মে ত তা ছাড়া আর কিছু কথা নাই। আহার নিদ্রা ভয় ইন্দ্রিয় চেষ্টা নিয়েই ত বদ্ধভাব, সংসার। এ জগতে ঐ কথাইত প্রবল। মনুষ্যই বা কি? দেহে আত্মবুদ্ধি যার আছে তা'রই ঐ কথা। তবে তারই ভেতর যারা একটু চালাক তারা একটু রয়ে সয়ে চলে। ভোগের মাত্রাটা একটু কম করে, কেননা তাতে বেশী দিন চল্‌বে। তা মানুষের স্বভাবের চেষ্টাই যখন ভোগ, তখন যদি একজন দলপতি পায়, আর সে দলপতি বলে "যা খুসি খাও। যত পার মজা লোট, কুছ পরোয়া নেই" তখন তা'দের আর পায় কে? সব তার চারধারে এসে জড়। আর সেও মাঝখান থেকে নাম কিনে নিলে। আর বেদ থেকে একটা একানে কথা কার মুখে শুনে (সোঽহং) সেইটেরই উলটো মানে জাহির করে নিজে এক স্বামী হয়ে বসে লোকগুলোর দফা রফা কচ্চে। তাদের বোঝাচ্ছে শাস্ত্রে ওসব ব্যবস্থা আছে। বল্‌ছে বিবাহ ইন্দ্রিয় তর্পণ ছাড়া আর কি, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ মাংস ভক্ষণের আয়োজন ছাড়া আর কি? সোম পান মদ খাওয়ার হুকুম ছাড়া আর কি? এই সব শাস্ত্রের কথা নিজের চশমায় দেখে লোকগুল সব উৎসন্ন যেতে বসেছে; বেদে যখন যজ্ঞে পশু বধের কথা আছে তখন আর কি? কসে পশু মাংস ভোজন কর। বিবাহের আদেশ আছে, তার মানে হল যত পার বিচার শূন্য হয়ে যখন তখন সুবিধে হলেই ইন্দ্রিয় তর্পণে রত হও। সোমপানের ব্যবস্থা মানে আর কি সুরাপানে মত্ত হও। কিন্তু বেদেই যে বলছে মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি বেদের এই আদেশ ভেসে গেল। আর বেদই যে ঐ সব ব্যবস্থার বেশ ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে, তখন অন্ধ সেজে গেল। হায় হায়! মায়াদেবী জীবকে এমনি মোহবদ্ধ করে কষ্ট দিচ্ছে গো। "লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাশুনিবৃত্তিরিষ্টা।" এ জগতে জীবের এ সব দুষ্প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, ওর জন্য আর আলাদা করে বেদে হুকুম দিচ্ছনা। এমন কথা নয় যে লোকের কাম ছিলনা, বেদে জোর করে ইন্দ্রিয় তর্পণ করাচ্ছে। মাছ মাংস খাবার লোভ ছিলনা, তাই বেদে যজ্ঞ করতে বলছে, মাতাল হবার মতলব ছিলনা, তবু বেদ সোমপানে রত করছে। ও সকল দুষ্প্রবৃত্তি বদ্ধজীবমাত্রেরই আছে। ঐ দুষ্প্রবৃত্তি কম করবার জন্যেই যে ঐ সব ব্যবস্থা সে হুস আর বোকা লোকের হচ্ছেনা। বেদে যে নিবৃত্তিকে লক্ষ্য করেই বিবাহ যজ্ঞ সুরাগ্রহের ব্যবস্থা করেছে এই সোজা কথা মাথায় কোন মতে ঢুকছে না। হায়, হায়! দুর্ভাগার এইত লক্ষণ। বেদের উদ্দেশ্যই লোককে এই সব প্রবৃত্তি থেকে ছুটি করে দেওয়া, এই ছুটী হলে তবে তাদের মঙ্গলের রাস্তা আরম্ভ হবে এ বিচার না করে হল কিনা উলটা বুঝিলি রাম। ঘোড়া চাওয়া গেল চড়তে, রাম ঘোড়া দিলে বইতে। বেদের উদ্দেশ্য হল নিবৃত্তি, আর বোকা লোকগুলো বলছে যে তাদের সুবিধেই বেদ করে দিয়াছে। বেদে শিক্ষা দিচ্ছে যে বেদের ব্যবস্থা ছাড়া আর অন্য ভাবে ইন্দ্রিয় সেবায় মাংসাদি খাওয়া বা মদ খাওয়াতে পাপ হবে। সে কথা গেল

চুলোর দরকার। বলছে, আমরা বেদ মানি, আমরা হিন্দু, তাই মাছ মাংস খাচ্ছি। ইন্দ্রিয় তর্পণ করছি, মদও খাচ্ছি। তাতে কি? এতে কেন দোষ হবে" বেশ বিচার তোমাদের বুদ্ধি তোমাদেরই থাক। আমাদের হাওয়া যেন আমাদের না লাগে। মনু সংহিতাতেও আছে "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" আমরা জানি যে তামসিক রাজসিক নিবৃত্তি শেখাবার জন্যে প্রবৃত্তি সংকোচ করবার জন্যে লোকদের শাস্ত্রে বিবাহ ব্যবস্থা। বেদের "নিবৃত্তিরিষ্টা" আর মনুর "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" হতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকেরইত বেশ বোঝা উচিত যে মাছ মাংস মদ খাবার হুকুম দিচ্ছে না। আর বেদের প্রপক্বফল শ্রীমদ্ভাগবতে কি বলছেন দেখুন "পরিগ্রহোহি দুঃখায় যদ্যৎ প্রিয়তমং নৃণাং। অনন্তসুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ॥ সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোহন্যে নিরামিষাঃ। তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত" (১১।৯।১২) মানুষের যেটা খুব প্রিয়বস্তু তাতে আসক্তি সকলের দুঃখের মূল, যে অকিঞ্চন লোক এটা বেশ বোঝেন তিনিই সুখে আছেন। কুরর পাখী আমিষ ত্যাগ করিয়া সুখ লাভ করিয়াছিল। খাদ্য বিচার কর্ত্তে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন, 'পথ্যং পূতমনায়াস্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতং। রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং আর্ত্তিদোঽশুচিঃ॥ (১১।২৫।২৭) পবিত্র, হিতকর, সহজে পাওয়া যায় এমন আহারই সাত্ত্বিক আহার, যাতে ইন্দ্রিয়ের বেশ তৃপ্তি সে রাজসিক, আর অশুচি কষ্টদায়ক আহার তামস। এখানে শ্রীধর স্বামিপাদ টীকাতে বলছেন, "চশব্দাম্মন্নিবেদিতস্তু নিগুর্ণমিত্যভিপ্রেতং।" অর্থাৎ ভগবানে নিবেদিত প্রসাদী বস্তুই নিগুর্ণ। ভগবানকে ত আর মাছ মাংস নিবেদন করা যায় না। যখন কোন ঠাকুরকে ওসব নিবেদন করা হয় ঠাকুর নেয় না। ও সব গুলো অমেধ্য বা ঠাকুর সেবার অযোগ্য। লোকে যখন কোন কামনা সিদ্ধির জন্যে ঠাকুরের পূজো করে, তখন রজ আর তমগুণের আশ্রয়ে করে, সে পূজো সাত্ত্বিক নয়, নির্গুণ ত নয়ই। কাজেই ও নিবেদন কল্লেও ভগবানের প্রসাদ হয় না। ও সব খেলে রজোগুণ তমোগুণ বাড়তে থাকে, তার মানে আমরা মায়ার সংসারে আরও বাঁধা পড়ি। যাঁরা সে বাধা এড়াতে চায় তারা নির্গুণ প্রসাদী জিনিষ পাবে, সে কখনো নিরামিষ ছাড়া হতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে আর এক স্থলে (১১।৫।১৩,১৪) আছে যদ্ঘ্রাণ ভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা। এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মং॥ যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ। পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥" শাস্ত্রে যে সুরাগ্রহণের কথা সে কেবল ঘ্রাণ লইয়া, পশু বলি কেবল কিঞ্চিৎ অঙ্গচ্ছেদন—বধ নহে, আর বিবাহ কেবল সন্তানের জন্য ইন্দ্রিয় সেবার নহে। বোকা লোকেরা এই ধর্ম্ম না জানিয়া কেবল নিজের সুখের জন্যে ঐ সব জিনিষ ব্যবহার করে। যে সব অসৎ লোক নিজেদের সৎ বলে অভিমান করে তারা প্রাণিবধকে অধর্ম্ম না জেনে বেশ মজা করে প্রাণী মারছে, সেই সব প্রাণী পরলোকে সেই সব ঘাতককে খায়। দেখুন, পাঠকগণ শাস্ত্রের কি ব্যবস্থা দেখুন। আবার ভবিষ্যপুরাণেও এই কথা মাংস ভক্ষয়িতাঽমুত্র যস্য মাংসম্ ইহাদ্ম্যহং। ইতি মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ এই জন্মে যার মাংস খাওয়া যায় পর জন্মে সে আমার মাংস খাইবে, "মাং (আমাকে) সঃ (সে)।" আর প্রাচীন বর্হি রাজাকে হতযজ্ঞপশুদের প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দেবর্ষি নারদ বলেছিলেন, "ভো ভো প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে। সংজ্ঞাপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ। এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষন্তে

সরস্তো বৈশসংভব॥" রাজা, তুমি নিষ্ঠুর হইয়া সহস্র সহস্র যে সকল জীবকে যজ্ঞে বলি দিয়াছিলে, এই দেখ তাহারা তোমার বধ চিন্তা করে' তোমারই অপেক্ষা করছে। যাজ্ঞ পশুবধের এই ফল। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে 'পশোরালভনং ন হিংসা' বলেছে, সুরার 'ঘ্রাণভক্ষা' বলেছে অর্থাৎ পানবিহিত নয়, সন্তাননিমিত্ত নিশিচর্য্যার বিধি-মাত্র. তদধিক আসক্তিতে ধর্ম্মলোপ উদ্দেশ করিয়াছে।

বাংলা দেশের লোকে আবার ধুয়ো ধরে আছে "এটা মাছের দেশ, মাংস না খেলেও এখানে মাছ খেলে কোন দোষ নাই। কিন্তু মনু কি বলেছেন শুনুন—"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদাস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ,—"বিবর্জ্জয়েৎ" এখানে বিধি দিচ্ছেন, অপালনে পাপ, কেননা যাহারা মাছ খায় তা'দের সব মাংসই খাওয়া হ'য়ে যায়, নিষিদ্ধ মাংসগুল'ও বাদ পড়ে না। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী আজ একথা বুঝতে শিখেছেন, আজকাল মনে হয় অনেক ঘরে মাছ চলে না, মাংস ডিম্বত' নয়ই। আশা করা যায় শীঘ্রই এমন দিন আসবে যে দিন পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে মৎস্য খোর বলিয়া সেখানকার লোকেরা বাঙ্গালীকে আর ঘৃণা করবে না।

আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা নিজেরা মাছ মাংস খান না, অথচ পশুহত্যার পাপ থেকেও তাঁহাদের নিস্তার হয় না। নিজে খাবার লোভ ছাড়লেন, তবু পাপ ছাড়ে না, এও ত এক মুস্কিল। সাধ করে এ রকম মুস্কিলে পড়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? মনুর ঐ যায়গাতেই (৫ম অঃ) লেখা আছে, পড়ুন—"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী। সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥ ঘাতক আট রকম, (১) যে অনুমোদন করে, যেমন স্বামী মাছ খায় না, স্ত্রীপুত্রকে খেতে নিষেধ ও করে না, তার পয়সা যোগায়; অথবা যেমন গুরু নিজে খান না, তবে শিষ্যের খাওয়াতে বাধা দেন না ও তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে; কিংবা যেমন আমিষ খাওয়া গুরুর নিরামিষ খাওয়া শিষ্য (২) যে বধার্থে সংগ্রহ করে—যেমন মাছ ধরা। (৩) যে বধ করে মাছ কোটে বাছে। (৪) ও (৫) যে কেনে বা যে বেচে। (৬) যে সংস্কার করে বা রাঁধে। (৭) যে পরিবেশন করে। (৮) আর যে খায় সেত' বটেই। অনেক বিধবা মা ঠাকরুন এই (৩), (৬) ও (৭) এর দায়ে দায়ী হয়ে পাপে পড়ছেন। তাঁদের কাছে নিবেদন প্রাণ ও ভরল না, জাতিও গেল এটা আর তাঁরা যেন না করেন। এই থেকে সোজা বোঝা যাচ্ছে যে যেখানে আমাদের কথা চলে সে জায়গায় যদি উঠে পড়ে আমরা জীবহিংসা নিবারণ না ক'র আমরা ঘাতক।

এই হ'ল সাধারণ ধর্ম্মের কথা। রাজসিক বা তামসিক আহার বিহারে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম হয় না। আর যাঁহারা ঐকান্তিক ভগবদ্ভজনের যত্ন করছেন তাঁদের ত' কথাই নাই। ভগবদ্ভক্তের কোন অসদাচার সম্ভব নয়। পাঠকপাঠিকাগণ, আপনারা যেখানে এই সব অসদাচার দেখবেন, যেখানে সংসার-সুখভোগে খুব টান দেখবেন, সেখানেই তাঁদের ভগবদ্ভক্তদের তালিকা থেকে নাম কেটে দেবেন। অভক্তকে ভক্ত বলে ধরলে ভক্তকে ছোট করা, সাধুর নিন্দা হ'য়ে যায়। যেখানে এইরূপ অভক্তরা ভক্ত সেজে বেড়াচ্ছে, লোকের সামনে দুরাচারের দোষ দেখিয়ে সাবধান না করে দিলে আমাদের সাধুনিন্দা অপরাধে পড়তে হ'বে। তা'তে আমাদের সমূহ অমঙ্গল। সদাচার প্রচার ও অসদাচার নিবারণ প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। সে জন্য নিজের অসদাচার ত্যাগ ও সদাচার পালন সকলের আগে দরকার। আশা করি সহৃদয় জনগণ আমাদের আশা পূর্ণ করিয়া অনুগ্রহ দেখাইতে সঙ্কোচ করিবেন না।

শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান

ধরায় বুদ্ধিমত্তম বল কেবা সে ? ধ্রু

এসংসারে এসে ভাই থাকিতে ক'দিন পাই,
তা'র মাঝে লোটা চাই যত সুখরাশি।
দু'দিন থাকিয়া ভবে, যখন সুবিধা পাবে,
ভোগের চরম কর, শুধু খুসি হাসি ॥
এই ভাব হৃদে যার, চতুর সে কিরে ?

যত পার প্রবঞ্চনা, কর তায় নাহি মানা,
পাপকার্য্যে নাহি কর কিছুমাত্র ভয়।
ঋণ করে খাওদাও, মনঃসুখে নিদ্রা যাও,
আহার বিহার কর যেবা মনে লয় ॥
এইভাব হৃদে যা'র চতুর সে কিরে ?

কুকর্ম্মে কুফল তা'র, বহিবে নরকভার,
ইহপরকালে দুঃখ লাভ হবে তা'র।
সুখের আশায় ছুটে, দুঃখের পসরা জুটে
সুখ আশে পাপিষ্ঠের দুঃখ হয় সার ॥
নির্ব্বোধ সে ফেরে পড়ে আপন ফিকিরে ॥ ১

যাগযজ্ঞ ব্রতহোম, পুজে রবিতারা সোম,
পুণ্যময় কার্য্য কর্ম্মে প্রধান পণ্ডিত।
ইহকালে সুখ পাবে, পরকালে স্বর্গে যা'বে
দান ধর্ম্ম তপোযোগ সদা প্রমণ্ডিত ॥
এই ছাঁচে ঢালা যেবা, চতুর সে কিরে ?

বেদবিধি যত কর্ম্ম মীমাংসার সারধর্ম্ম
স্মার্ত্তবিধি অনুসরি করে যেবা ভাই।
সংযম শিখেছে সেও, পাছে তা'রে দুঃখে ঢেউ
নিমজ্জিত করে, ইহামুত্র সুখ তা'র চাই ॥
এই ছাঁচে ঢালা যেবা, চতুর সে কিরে ?

যত পুণ্যকর্ম্ম কর, কর্ম্মকাণ্ড অনুসর,
পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম উভে তোমার বাঁধন ॥
স্বর্গ লাভ কর্ম্মফলে, সেই কর্ম্ম শেষ হ'লে
এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসি আবার কাঁদন।
নির্ব্বোধ সে বাঁধা পড়ে আপন ফিকিরে ॥ ২

অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি যা'র হয় মনোবৃত্তি,
ভোগে দুঃখ জানি ত্যাগ করিতে যতন।
পূজা মনঃ শুদ্ধি তরে স্বকল্পিত প্রতিমারে,
সোহং সিদ্ধ হ'লে তারে করে বিসর্জ্জন ॥
এই ত্যাগরীতি যা'র চতুর সে কিরে ?

জীবে ঈশ্বরে অভেদ, জীবে জীবে নাহি ভেদ
ঈশজড়ে, জীবজড়ে, জড়ে জড়ে, এক,
পঞ্চ ভেদ না মানিয়া, কেবলাদ্বৈত লইয়া
নির্ভেদব্রহ্মত্ব মুক্ত, যাহার বিবেক ॥
এই ত্যাগরীতি যা'র চতুর সে কিরে ?

তুচ্ছমায়াবাদ বলে অহংগ্রহে উপাসিলে
শূন্যবাদ নাস্তিকতা সব তার ফল।
পৌত্তলিকতা কুমোহে উপেক্ষিয়া চিদ্বিগ্রহে,
ফল্গুত্যাগে মগ্ন তা'র, ছলনা কেবল।
নির্ব্বোধ সে বিজড়িত আপন ফিকিরে ॥ ৩

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান তা'রে কই যা'র প্রাণ
সদা রত শ্রেয়ঃশুভ লভিবার তরে।
বাজে কাজে কালক্ষয় তিলমাত্র নাহি হয়,
চরম কল্যাণ লভে সদা যত্ন করে ॥
ভোগত্যাগে শুভ নাই শ্রেষ্ঠ শুভ কিরে ?
ধর্ম্মে নিত্য শুভ নাই, অর্থ কামে নাহি পাই,
মোক্ষে, বল, সে শুভ না মিলে।
সে কল্যাণ চতুর্ব্বর্গে, নাহি যদি কোন সর্গে
মিলে তাহা, কহ মোরে, কেমন করিলে ?
ভোগত্যাগে নাহি শুভ শ্রেষ্ঠ শুভ কিরে ?
জীবনিত্য কৃষ্ণদাস, ভুলিয়া মায়ার ফাঁস
প'রে গলে স্বরূপ সে ভুলেত গিয়েছে।
কৃষ্ণ ও তদীয় সেবা, ইহাকে ছাড়িয়া কেবা
চরম কল্যাণ পথ কবে বা পেয়েছে ?
শুদ্ধভক্তিরতজনে চতুর কহিরে। ৪

পুতনা।

কথাপ্রসঙ্গে পুতনার কথা উঠিলেই আমাদের কি ধারণা হয়? আমরা ভাবি যে ঐ সেই দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ অবতারে ভোজরাজ কংস যে মায়াবিনী রাক্ষসীকে কৃষ্ণবধ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন সেই রাক্ষসীই পুতনা। ঐ মায়াবিনী, সুন্দরী রমণীর বেশে নন্দালয়ে গমন করিয়া স্তনে বিষ মাখাইয়া দুগ্ধ দান করিবার অছিলায় কৃষ্ণকে বক্ষে রাখিয়াছিল পরে শিশুরূপী ভগবানেরই হস্তে তাহার চাতুরী ধরা পড়ে এবং ভগবানের চরণে অপরাধ হেতু প্রাণ হারায়।

যদিও আমরা সেই দ্বাপর যুগে পুতনার প্রাণের লীলা স্বচক্ষে দেখি নাই তবুও শ্রীভাগবতে পড়িয়া ও লোকমুখে পুতনার কথা শুনিয়া আমরা মায়াবিনীর কপটতা বা ছলনাকে আদর করিনা বরং ঐ ব্যবহারকে আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ জানি। এবং এমন কি, আমরা আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে কাহারও কপটতা দেখিলে বলিয়া থাকি—লোকটা ত বন্ধু নয়, যেন পুতনা। আমরা আজ সেই পুতনার কথা একটু আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই পুতনা নিজের বেশ গোপন করিয়া বাহিরে সকলের মন আকর্ষণ করিবার জন্য সুন্দরীর বেশ ধরিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ নিজের হৃদয়ের কৃষ্ণধ্বংসপ্রবৃত্তি গোপন করিয়া স্নেহশীলা জননীর ব্যবহার দেখাইয়া কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ নিজে অপরিচিতা হইয়াও বাহিরে সকলের সহিত আত্মীয়ভাব দেখাইয়া অবাধে নন্দগৃহে প্রবেশ করিয়াছিল।

চতুর্থতঃ ব্রজের সকলেরই প্রীতির পাত্র কৃষ্ণকে সেও আদর করিয়াছিল।

এইরূপ বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বাহিরে বেশ, হাব, ভাব ও ক্রিয়ার দ্বারা পুতনাকে আমরা কিছুতেই কৃষ্ণবেষিণী বুঝিতে পারিনা। একান্ত অন্তরের ভাবে তাহাকে দেখিলে বর্ণে বর্ণে তাহার কৃষ্ণবেষিতার পরিচয় পাই। আজ কলিকালেও ভগবানের কৃপাপ্রসাদ স্থানে এই পুতনার মত লক্ষ লক্ষ পুতনা আমাদের দেখিবার সুযোগ হইতেছে। বোধ হয় পাঠকবর্গও এরূপ পুতনার দর্শন পাইয়াছেন এবং সর্ব্বদাই পাইতেছেন। যাহা হউক আমরা আজ কলির পুতনার চরিত্র লোকসমাজে প্রচার করিবার প্রয়াস পাইব! প্রতিপক্ষ যদি বলেন গায়ে পড়িয়া এরূপ পরের চরিত্র আলোচনা করা উচিত নহে। তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা ওরূপ মতের পক্ষপাতী হইব না বরং শাস্ত্র ও সাধুজনের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সমাজের, শুধু সমাজের কেন পরমার্থ জগতের পথে কণ্টকসদৃশ মায়াবিনী ছদ্মবেশী পুতনার কথা সর্ব্বদাই উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া "জীবে দয়া"র অনুষ্ঠানে কুণ্ঠিত হইব না। অবশ্য আমরা জানি যে পুতনার দুষ্ট অভিসন্ধি ধরা পড়িলে পুতনারই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে, কিন্তু ইহাও আমরা বুঝি যে একটি পুতনার চরিত্র যদি প্রকাশ করিয়া দেওয়া যায় তবে বহু বহু অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গল হইবে। এই জন্যই দ্বাপরে কৃষ্ণচন্দ্র বালঘাতিনী পুতনাকে বধ করিয়া ব্রজবালকদিগকে বিপন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

আজ কাল যেখানে সেখানে সাধুর বেশে ভণ্ড শ্রেণীর গুরুগণকে আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। তাহারা বাহ্যে কেবল সজ্জনাদৃত বেশ ধারণ কিন্তু ঐ বেশে যেরূপ আচার ব্যবহার হওয়া উচিত তাহা

করেন না বলিয়া তাহাদিগকে আমরা প্রথম শ্রেণীর পূতনা বলিব।

দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা বাহিরে প্রেমে টলটল ভাব দেখাইয়া রসিক-ভক্ত বলিয়া লোকচক্ষে সুখ্যাতি লাভ করিবার জন্য যত্ন করেন কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণ ভক্তির বিরোধী ভাবগুলি—ভুক্তি (বা জড় বিষয় ভোগ) মুক্তি (বা ভগবদ্ সাযুজ্য লাভ) এবং সিদ্ধির স্পৃহা পোষণ করেন তাহারাও পূতনা শ্রেণী।

তৃতীয়তঃ জগতের সকলেই আমার আত্মীয় হৃদয়ের এই উদারভাব বাক্যে প্রকাশ করিয়া জড়ীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যে সকল লোক লোক-সমাজে ঘুরিতেছেন তাহারাও পূতনা।

চতুর্থতঃ সর্ব্বারাধ্য ভগবানের সেবাই আমার উদ্দেশ্য এই ভাবটা দেখাইয়া এবং উক্ত ভজনের কতক কতক আচরণ বাহিরে অনুশীলন করিয়া অবুদ্ধিমান লোকের চোখে ধূলি দিয়া সেই লোক-গুলিকে যাহারা ঠকাইতেছেন তাহারাও পূতনা।

পাঠকবর্গ এখন দেখুন আজ এই বিবদমান কলিযুগে উপরিউক্ত লক্ষণ কাহার তাহা বোধ হয় আর বেশী স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে না।

তাই বলিতেছিলাম দ্বাপর যুগের ন্যায় উপরিউক্ত পূতনাসমূহের বধ একান্ত আবশ্যক, নইলে ধর্ম্মজগতে বালক আমরা, আমাদের চিরদিনের জন্য ক্ষতি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩২৯ | ১১শ সংখ্যা

সামাজিক

এক এক দেশীয় ব্যক্তিগণ সমাজবদ্ধ হইয়া পরস্পরের মুখাপেক্ষী থাকেন ও পরস্পরের সুবিধার জন্য স্বীয় উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলিকে কথঞ্চিৎ সংযত রাখিয়া পুণ্যকর কার্য্যে রত থাকেন। সামাজিক বিধির যাহারা অধীন থাকে না তাহারা পাপাচার। পাপিষ্ঠগণ অসামাজিক, সমাজ তাহাদের দণ্ড বিধান করেন। তাহারা ধর্ম্ম্য কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সমাজের অহিত সাধনে তৎপর।

আবার কোন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভিন্ন ভিন্ন আচার লইয়া সমাজ বহুধা বিভক্ত। সাধারণ হিসাবে সমাজ বিধির অনুবর্ত্তনকারী নরগণ পরস্পর সহানুভূতি সম্পন্ন। তবে ধর্ম্ম বিশ্বাস ও কতকগুলি ক্রিয়া বিভেদ লইয়া বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের সুবিস্তৃত ভারতবর্ষে অনেক বিভিন্ন সমাজ বর্ত্তমান।

ভারতের কয়েকটী সমাজ কেবল পারমার্থিক আচারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। দাক্ষিণাত্যে শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের সমাজ স্বতন্ত্র, পশ্চিম ভারতে মধ্ব সম্প্রদায়ান্তর্গত তত্ত্ববাদিগণের স্বতন্ত্র সমাজ। এইরূপ চারিটী পারমার্থিক সমাজে ভারতের প্রায় চার পাঁচ কোটী লোক আছে। ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব, সকলেই একমাত্র সচ্চিদানন্দ ঘনমূর্ত্তি সবিশেষতত্ত্ব শ্রীশ্রীভগবানের সেবক, তবে পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু দার্শনিক পারিভাষিক ও আচারগত পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া তাঁহারা একাধিক সমাজে বিভক্ত। ভারতের

খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সমাজ বাদে যাঁহারা হিন্দু বলিয়া নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন তাঁহাদের মধ্যে এই লোক সংখ্যা নিতান্ত ন্যূন নহে।

আমাদের বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে মাধব গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীশ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের এবং তাঁহার অনুগদাস যথার্থ গোস্বামিগণ শুদ্ধ ঐকান্তিক ভক্ত গৌড়ীয়গণের অনুবর্তনীয় সর্ব্ব ও আচার সমূহ নিজ আচরণ দ্বারা ও গ্রন্থাদি (শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু, শ্রীভাগবতসন্দর্ভ, শ্রীহরি ভক্তি বিলাস প্রভৃতি) প্রচার করিলেও পরবর্ত্তি ভক্তগণ এক এককালে দুই একমূর্ত্তি ভজনানন্দী বৈষ্ণব (পরমহংস) ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আচার্য্যের ভার ল'ন নাই। যাঁহারা প্রভু সন্তান বলিয়া দাবী করিয়া (এ দাবির কোন ঐতিহাসিক ভিত্ত নাই, গৌড়ীয়াচার্য্য সাজিয়া ইন্দ্রিয়দাস থাকিয়াও মিছামিছি গোস্বামী উপাধি বংশানুক্রমে চালাইয়া) আসিতেছেন, তাঁহারাই অগৌড়ীয় হওয়াতে বঙ্গদেশে একটী স্বতন্ত্র শুদ্ধ গৌড়ীয় সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে অন্তরায় হইতেছে। তথাকথিত আচার্য্যগণ বৈষ্ণব স্মৃতিরাজ শ্রীহরি ভক্তি বিলাস ও শ্রীসৎ ক্রিয়াসারদীপিকা (ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদ রচিত) পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং অবৈষ্ণব স্মৃতি সমাজের আনুগত্যে থাকিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে স্বয় অসদাচারের আদর্শে সংযোগী বৈষ্ণব নামে এক অনর্থ সমাজের সৃষ্টির দায়িত্বভাগী হইয়া পড়িয়াছেন।

তাই আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে রঘুনন্দনীয় সমাজের ব্যক্তিবর্গ নির্য্যাতিত করিয়া স্বীয় অনুগমনে পারমার্থিক সদাচার ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুশাসন প্রদান করেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা একটী ইতিবৃত্ত পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ জানেন যে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীপাদ অচ্যুতানন্দ গোস্বামীই বৈষ্ণব ছিলেন। আর তিনি চিরকৌমার্য্যে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশ বলিয়া কিছুই নাই। আর অন্যান্য পুত্র অবৈষ্ণব থাকায় তাঁহারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের বংশ অবৈষ্ণব বংশ। তবে যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ যথার্থ বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিয়া যথার্থ গোস্বামী জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন তাহাতে ব্যক্তি বিশেষকে গোস্বামী বলিতে আপত্তি হয় না।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর এক প্রপৌত্রের বিচার আমাদের এক্ষণের আলোচ্য। তিনি গোস্বামীর ভট্টাচার্য্য বলিয়া খ্যাত হন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিজ পিতৃশ্রাদ্ধের শ্রাদ্ধপাত্র অন্য পাঙ্ক্তেয় ব্রাহ্মণের অভাবে শ্রীহরিনামাচার্য্য শ্রীলহরিদাস ঠাকুরকে দিয়াছিলেন, কেননা স্মৃতি শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট পাঙ্ক্তেয় ব্রাহ্মণ বিরল অথচ শ্রাদ্ধে একটী অপাঙ্ক্তেয় ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে সাত

পুরুষ নরকগামী হয়, এরূপ অবস্থায় পিতৃপুরুষকে নরকে না পাঠাইয়া তিনি পাশ্চাত্যে ব্রাহ্মণ লক্ষণাক্রান্ত শ্রীহরিদাস ঠাকুরকেই শ্রাদ্ধপাত্র দিয়া পিতৃকুলের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। এই অপরাধে হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র নব্যস্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্বীয় শিষ্য ঐ গোস্বামী ভট্টাচার্য্যকে উপদেশ দিলেন যে, তোমার প্রপিতামহের কুশপুত্তলি দাহ করিয়া আমার প্রবর্ত্তিত বিধি অনুসারে পুনরায় তাহার শ্রাদ্ধ কর। শিষ্যও তাহাই করিয়াছিলেন। স্মার্ত্তেরা এইভাবে পারমার্থিক আচার পালনে বাধা প্রদান করেন। আজও করিতেছেন। যত দিন না শ্রীহরি ভক্তি বিলাস ও শ্রীসৎ ক্রিয়া সার দীপিকা অনুসারে শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ আশ্রয় করা হয় ততদিন গৌড়ীয় পরিচয়ে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা কপটতা ধূর্ত্ততা। তাঁহারা স্মার্ত্ত সমাজের অধীন থাকিয়া পারমার্থিক আচার পালন করিতে পারেন না, তাঁহারা অগৌড়ীয়, শুদ্ধ ভক্ত নহেন। শুদ্ধভক্তিপথাশ্রয়ী বৈষ্ণব স্মার্ত্তের দাস হইতে পারেন না, স্মার্ত্তের দাস বৈষ্ণব হইতে পারেন না।

পথ্য-বিধান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বস্থ রক্ত শরীরে প্রয়োগ করিতে পারিলে যেমন স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে, পথ্য এবং আহার্য্য বিষয়ক নিয়মগুলির সতর্কতা অবলম্বন দ্বারাও সেইরূপ উত্তম স্বাস্থ্য রক্ষিত ও ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনঃপ্রাপ্তি হইতে পারে। জীবনের সাধারণ কর্ত্তব্য কার্য্যে অনুবর্ত্তী হইয়া শরীরের নিয়ত যে ক্ষতি হইতেছে, এবং ব্যাধিবশতঃ শোণিতের যে ক্ষতি হইতেছে, এতদ্দ্বারা তাহার উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। কিন্তু রক্ত খাদ্যদ্রব্য হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্য যেরূপ গৃহীত হয়, রক্তও তদনুরূপই হইয়া থাকে। ভাল খাদ্য হইলে উহার উন্নতি এবং মন্দ খাদ্য হইলে অবনতি হইয়া পড়ে, অথবা উহার গুণের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, রক্তের এই অবস্থা হইতে দেহ রোগে আক্রান্ত হইতে পারে এবং স্বাস্থ্য রক্ষিত হয় না অথবা ভগ্ন হইয়া পড়ে। এস্থলে খাদ্য বিষয়ক নিয়মের প্রতি মনোযোগ স্থাপন করাই বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং এই সকল নিয়ম ভগ্ন হইলেই পীড়া সমুপস্থিত হয়। অপুষ্টিকর খাদ্য এবং যাহা উত্তমরূপে পাক করা হয় নাই এই সকল আহার্য্য দ্বারা শ্রমজীবীদিগের পোষণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে পারে না, তদ্দ্বারা তাহাদের বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। উত্তমরূপ পাচিত পুষ্টিকর পদার্থই উত্তম আরোগ্য কারক ঔষধ। খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা যেমন শোণিতের ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদানের অভাব শোধন হইয়া থাকে সেইরূপ তৎস্থ রোগোৎপাদক জীবাণুসমূহের বিনাশ সাধিত করে অথবা উহাদিগের পরক্রিয়া হইয়া যায়। ইহা অনেকেই স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন যে, যে ব্যাধি বিবিধ প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও, রোগীর শরীর হইতে বিতাড়িত করিতে পারা যায় নাই, রোগীও ঔষধে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ঔষধ সেবন রহিত হইয়া "যাহা হয় হইবে" বলিয়া যথেচ্ছ পানাহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিছুদিন পরে দেখা গিয়াছে যে তাহারই ফলে নিরাময় হইয়া স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং মনের আনন্দে স্বচ্ছন্দে কাল হরণ

করিয়েছে। এস্থলে তাহার উপযোগী পানাহারই যে তাহাকে নিরাময় করিয়াছে তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি আছে? চিকিৎসক যে তাহার ব্যাধির অনুকূল পথ্য ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, অথবা চিকিৎসকের অধীন থাকায় সে আকাঙ্ক্ষিত খাদ্য ভক্ষণ করিতে পারে নাই, তাহা নিশ্চিত বলিয়া মনে করা যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পথ্য বিষয়ক নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করা অসম্ভব, এক ব্যক্তি উত্তম বলিয়া যাহা সানন্দে ভক্ষণ করে, অপরে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। একটা কথা আছে, "What is one man's meat is another man's poison". বাস্তবিক যে পদার্থ একজনের পক্ষে অমৃতময় ফল প্রসব করে, অপরের পক্ষে তাহাই বিষবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা সর্ব্বদাই পরীক্ষিত হইয়া থাকে যে, পাকযন্ত্রের একই প্রকার অসুস্থতা নিবন্ধন যাহারা ভোগ করিতেছে তাহা-কতিপয় ব্যক্তি যে প্রকার খাদ্য খাইয়া পরিত্রাণ পাইতেছে, অপর ব্যক্তিগণ তাহাই যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছে, অতি সামান্যমাত্র পরিপাক যোগ্য কতকগুলি খাদ্যদ্রব যেমন ভাজা মৎস্য, কপি, পানর, ঘৃত বা চর্ব্বী প্রভৃত পদার্থ ভক্ষণ করিয়া পাক করিতে সমর্থ ব্যক্তিকে বিশেষ কোন যন্ত্রণা পাইতে হয় না, কিন্তু অপরে এতদ্দ্বারা ভয়ঙ্কর কষ্ট পাইয়া থাকে। ঘৃত পক্ক খাদ্য অধিক পরিমাণ খাইয়া কাহারও উদরাময় উপস্থিত হয়, কোন কোন ব্যক্তির কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে। এমতস্থলে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না, প্রত্যুত তদ্দ্বারা অপকারের সম্ভাবনা অধিক দৃষ্ট হয়।

অনেক সময় পথ্য বিষয়ক উপদেশগুলির প্রতি তাচ্ছীল্য প্রকাশ করা হয় এবং বলপূর্ব্বক উহার বিপরীত আচরণ করিতে দেখা যায়। কোন চিকিৎসক যখন রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করেন, সেই সময়েই তিনি পথ্যেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু ঔষধটী যত্নের সহিত আনিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেবন করান হয়, আহার্য্য পদার্থ পরিত্যাগ করা হয় অথবা ঐ পথ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ অপর প্রয়োজিত হইয়া থাকে। এরূপ কার্য্য দ্বারা রোগী এবং তাহার আত্মীয় স্বজন চিকিৎসককে তাঁহার পথ্য ব্যবস্থার সহিত বঞ্চনা করিয়া থাকে মাত্র। এই অসদ্ব্যবহারের ফলে রোগারোগ্যে অযথা বিলম্ব ঘটিয়া থাকে এবং চিকিৎসক অকারণে নিন্দনীয় হয়েন। পথ্য বিষয়ক উপদেশগুলি সর্ব্বদাই লঙ্ঘিত হইয়া থাকে, যখন এতদ্দ্বারা ব্যাধির প্রবর্দ্ধন স্পষ্টরূপে লক্ষিত না হয়, তখন ইহা কিছুই নহে বলিয়া উপেক্ষা করা যায়, অন্যথা অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অনেকেই ইহা দেখিয়া থাকিবেন যে রোগী অযথা বা অপরিমিত পথ্য আহার করিয়া ঘোরতর বিপন্ন হইয়াছেন অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অতএব রোগীর আহার্য্য বিষয়ে চিকিৎসক যে সকল উপদেশ প্রদান করেন, সে সকল আজ্ঞা সযত্নে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পথ্য বিধান সাধারণ নিয়মগুলির প্রতি মনোযোগ স্থাপন সকলেরই কর্ত্তব্য। সহজপাচ্য এবং পুষ্টিকর পথ্যই সর্ব্বস্থানে প্রযোজ্য। পথ্য প্রয়োগের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা তুল্যরূপে প্রয়োজনীয়। পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ দেওয়াই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যাধিতে রোগী দুর্ব্বল হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে, তাহাতে দিন রাত্রিতে প্রতি অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর দেওয়াই বিধেয়। পীড়া হেতু রোগীর পরিপাক শক্তির যেমন ক্ষীণ হইয়া যায় সেইরূপ অল্পতর ভাবে পথ্য না দিয়া অধিক পরিমাণ

এক কালে প্রয়োগ করিলে ঐ শক্তি আরও অধিকতর ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অল্পে অল্পে প্রয়োগ করিলে ঐ শক্তি ক্রমে সতেজ হইয়া উঠে এবং অধিক পরিমাণে পথ্য গ্রহণে সমর্থ হয়। এরূপভাবে পথ্য প্রয়োগ করিলে ব্যাধিবশতঃ দৌর্ব্বল্য বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। একটা প্রবাদ আছে, "Little and often" is the golden rule for the patients' diet অর্থাৎ রোগীকে অল্প এবং সর্ব্বদা পথ্য প্রদান করাই বহুমূল্য উপদেশ।

রোগীর গৃহে তাহাদিগের আহার্য্য পদার্থ রক্ষিত হওয়াও পরামর্শসিদ্ধ নহে। এই অমূল্য উপদেশের প্রতি অবহেলা করিয়া অনেক রোগীর রোগারোগ্যে অযথা বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। পীড়িতের গৃহে খাদ্যদ্রব্য থাকিলে, তদ্গৃহে সঞ্চালিত বায়ু ঐ খাদ্যদ্রব্যকে দূষিত করিতে পারে এবং এইরূপে দুষ্ট পদার্থ রোগী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে, এই প্রকার ভক্ষণের ফল যে শুভ নহে তৎপক্ষে আর সংশয় কি আছে? অপর ঐ খাদ্যদ্রব্য হইতে উদ্গত গন্ধ রোগীর অপ্রীতিকর হইতে পারে এবং পুনঃ পুনঃ তদ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় উহা ভক্ষণে বীতশ্রদ্ধ হইতে পারে, কখন কখন এরূপ ঘটে যে, আহারে রোগীর অরুচি জন্মাইয়া পড়ে। ঐ সকল খাদ্য যদি রোগীর আকাঙ্ক্ষিত হয়, তাহা হইলে সুযোগক্রমে সমস্তই উদরসাৎ করিয়া ফেলে, এরূপ হইলে তাহার রোগের বর্দ্ধন, উদর ভঙ্গ, বমন, উদরাময় প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যাধি সমুপস্থিত হইয়া থাকে অথবা আরোগ্যোন্মুখ ব্যাধি পুনরাক্রমণ করে। বালকগণ প্রায়ই এবম্বিধ-অনিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে, এবং তদ্ধেতুক তাহারা ব্যাধির হস্ত হইতে সহজে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। এই বিষয়ে শ্রীমতী নাইটিংগেলের প্রস্তাবটী আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলেন, খাদ্য পানীয় অথবা অন্যান্য সুস্বাদু পদার্থ যাহা রোগীর জন্য মনোনীত করা হয় তৎসমুদয়ই রোগীর গৃহ মধ্যে রক্ষা করিবে না। গৃহমধ্যস্থ বায়ু ঐ সমুদয় আহার্য্য পদার্থকে দূষিত করিতে থাকে, এবং ঐ সকল দ্রব্য নিয়ত দৃষ্টি হেতু আহারে অরুচি জন্মে। বরং সময় মত এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করেন। এই জন্ম তাহাদের আরোগ্য প্রাপ্তির ব্যাঘাত জন্মে।

রোগারোগ্যের পর কেবল বিহার খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। এ সময়ে ক্ষীণ পরিপাক-শক্তি ক্রমে ক্রমে উজ্জীবিত হইতে থাকে। এতদবস্থায় অত্যধিক পানাহারের দোষে ঐ শক্তিকে দুর্ব্বল করা বিধেয় নহে। সর্ব্ব প্রকার খাদ্যই পরিমিত ভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। পরিষ্কার, সরস জিহ্বা নাড়ীর, গতি স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ৭০—৭৫, চর্ম্ম শুষ্ক ঘর্ম্মাভাব নহে, মুখমণ্ডল রক্তিম বা তৈলাক্ত অনুভূত হয় না এবং শরীর তাপ স্বাভাবিক অর্থাৎ ৯৮ ফার্ণ হিট বা তন্নিম্নে অবস্থান করে ও আহারের ২।৩ ঘণ্টা পরে উদর ভার বোধ হয় না বরং অল্প ক্ষুধা অনুভূত হইতে থাকে, এ সমস্তই পূর্ণ আরোগ্যের চিহ্ন। এ সময়ে কিয়ৎ পরিমাণ অধিক আহারও সহ্য হইতে পারে। ফলতঃ পরিমিত পুষ্টিকর পথ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে প্রয়োগ করা উচিত।

পীড়িত ব্যক্তিদিগের যেমন আহারের প্রয়োজন লক্ষিত হয় উহাদিগের স্নানেরও সেইরূপ আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পথ্যের যেরূপ সাধারণ নিয়ম আছে স্নানেরও সেইরূপ নিয়ম এবং প্রকার আছে। তাবৎ বিষয় পরিজ্ঞাত না হইলে পথ্য বিধান পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, বিশেষতঃ ইহাও পথ্যেরই অঙ্গবিশেষ।

প্রচার প্রসঙ্গ

অদ্য ১৮ই কার্ত্তিক ৪ঠা নভেম্বর শনিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের ৩৬ দিবসব্যাপী উর্জ্জাব্রত (নিয়ম সেবা)—মহোৎসব সমাপ্ত হইল। ৯ম সংখ্যায় উৎসবের কার্য্যবিবরণী ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

বিগত ১৪ই কার্ত্তিক ৩১শে অক্টোবর মঙ্গলবার অহোরাত্র কীর্ত্তন মহোৎসব এবং তৎপর দিবস মহামহোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সমাগত স্ত্রী পুরুষবর্গ মহাপ্রসাদদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। মঠের ভিতর প্রাঙ্গণ, নিম্নতলস্থ ও দ্বিতলস্থ প্রায় সমুদয় গৃহ উক্ত পনর ঘণ্টাকাল প্রসাদ সম্মানকারী ভক্তজনগণে পরিপূর্ণ ছিল। মঠের বহির্ভাগে পথে ভিখারীর সংখ্যাও অত্যধিক হইয়াছিল। সহর ও মফঃস্বলের বহু পদস্থ ব্যক্তি মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম, এ মহোদয় বহুসংখ্যক ছাত্র পরিবেষণ কার্য্যের জন্য আনয়ন করিয়া স্বয়ং সমস্ত দিবস পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ঢাকা আমলীগোলা হইতেও বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক পরিবেষণকার্য্যে অদ্ভুত শ্রমস্বীকার করিয়াছেন।

উৎসবকালে শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাস বাবাজী মহারাজ চারিজন ভক্তসহ পালামে, শ্রীপাদ হরিদাস বনচারী (মুনি) একজন ভক্তসহ ভৈরববাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হরিপুর, আশুগঞ্জ, সাপমারিয়া, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ পাঁচজন ভক্তসহ মুন্সিগঞ্জ, বিনোদপুর, ফিরিঙ্গীবাজার, গোপালনগর, মিরকাদিম, আবদুল্লাপুরে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ চারিজন ভক্তসহ ময়মনসিংহে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রায় দুই সপ্তাহকাল মঠে অবস্থান করিয়া সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

উৎসবান্তে প্রচারকবর্গ ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা, সেরপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মাণিকগঞ্জ, বীরভূম, মানভূম অঞ্চলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কেহ শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলে, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের রক্ষক মহোদয়কে জানাইলে তাহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ভারতার্ক

আকালী—। শুনা যাইতেছে জাঠ গ্রাজুয়েট, জমীদার, জেলদার প্রভৃতি শুরুকাবাগে ধৃত হইবার জন্য আয়োজন করিতেছেন।

বড় লাট—। বিলাতে কথা উঠিয়াছে যে, লর্ড রেডিং অল্পকাল মধ্যে পদত্যাগ করিবেন

জঙ্গীলাট—। বোম্বাই হইতে লর্ড উইণ্টারটন আগামী নির্ব্বাচনে কনসারভেটিভরূপে দাঁড়াইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিলাতে কেবল্ করিয়াছেন।

পণ্ডিত মতিলাল—। নেহরু মহোদয় ও তাঁহার পুত্র পণ্ডিত জওয়াহীরলাল নেহরুকে অস্ত্র রক্ষার লাইসেন্স প্রদত্ত হয় নাই, এই সম্বন্ধে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কাউন্সিলে প্রশ্ন উঠিয়াছিল।

উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ—। মধ্যপ্রদেশের আগোলার সবজজ বাবু হরপ্রসাদ ভার্গব একটী মোকদ্দমায় ২০০০৲ টাকা ঘুষ লইয়াছিলেন এই অভিযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস ও ১৪০০০৲ টাকা জরিমানা দণ্ডাজ্ঞা দেন, আপীলে সেসনজজ তাঁহাকে মুক্তি দেন। গবর্ণমেণ্ট এই বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া ভারপ্রাপ্ত জুডিশাল কমিশনরের নিকট আপীল করেন। সবজজ মহাশয়ের আবেদনে ভারত গবর্ণমেণ্ট মোকদ্দমাটী এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

স্ত্রী ডাকাত সর্দ্দার—। নাড়াজোলের একটী ডাকাতি তদন্তে পুলিশ একটী স্ত্রী লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ডাকাতির অনেক জিনিষ পাওয়া গিয়াছে।

উত্তর বঙ্গ বন্যা সাহায্য—। সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ দুই লক্ষের অধিক। কিন্তু অভাব সংপূরণ হয় নাই।

মোপ্‌লা বিদ্রোহী—। ছয় জন প্রধান আসামীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ও তিনজনের নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ ডাক্তারের মৃত্যু—। বিখ্যাত হোমিও প্যাথ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মধুপুরে ২৫শে অক্টোবরে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৩ বৎসর হইয়াছিল।

রেলওয়ে কর্ম্মচারিসম্মিলিত সমাজ—। আগামী ২৪ হইতে ২৭শে নবেম্বর পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে যে কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবে রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ সাহেব তাহার সভাপতি হইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ডাকবিভাগে আয় বৃদ্ধি—। ডাকের হার বৃদ্ধিতে চিঠিপত্রের সংখ্যা কিছু কম হইয়া গেলেও গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক সপ্তাহে দেড় লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন—। ইহার সহিত মাণিকতলা ও কাশীপুরচিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটী দুইটীর সংযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য যে কমিটী গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে করপোরেশনের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান, রায় বাহাদুর হরিধন দত্ত, বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু ও মিষ্টার কোহেন সাক্ষ্য দিবেন।

মিনার্ভার ভীষণ অগ্নিকাণ্ড।

মিনার্ভা থিয়েটার যে স্থানে অবস্থিত পূর্ব্বে ঠিক সেই স্থানেই গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বিল্ডিং ছিল। সে বিল্ডিং টিও পূর্ব্বে আগুণ লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছিল। গত ১লা কার্ত্তিক বুধ-বার বেলা ১১টার সময় যখন বিডনষ্ট্রীটস্থিত মিনা-র্ভার থিয়েটারে একখানি নাটকের রিহার্শেল হইতে-ছিল, সেই সময়ে, সেখানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া সমস্ত সরঞ্জাম ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা। ফায়ার কাপ্তেন ওয়েষ্ট সাত খানা এঞ্জিন সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ব্রিগেডের বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য করায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

বৈদেশিক।

রাজসম্ভাষণ—। গত ২৪শে অক্টোবর বরোদার মহারাজ গাইকাবড় ও এবরেষ্ট অভিযানের বীর ব্রীগেডিয়ার জেনারল ব্রুস্ সাহেবের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। ঐ দিবস শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত যুবরাজের কথোপকথন হইয়াছিল।

আয়র্ল্যাণ্ড—। দক্ষিণ পার্লামেণ্টের এক অধিবেশনে আইরিশ কন্সটিটিউশন বিল শেষ মঞ্জুর হইয়াছে। এক্ষণে পাকা করিবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যাইতেছে।

নবপ্রধান মন্ত্রী—। রাইট অনরবল আণ্ড্রু বোনারল মহোদয় আমেরিকার ক্যানাডাবংশজাত। তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬৪ বৎসর। প্রথমে তিনি স্কট্লণ্ডে গ্লাস্গোনগরে ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। দুইবৎসর পরে ব্যবসায় বোর্ডের সেক্রেটারী হ'ন। তবধি তিনি বরাবর পার্লামেণ্টের মেম্বর। তিনি ১৯১৫-৬ অব্দে কলনি সেক্রেটারী ১৯১৬-৮ অব্দে একস্-চেকারের চ্যান্সেলর, ১৯১৯-২১ অব্দে লর্ড প্রিভিসীল ছিলেন।

তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৯১৯ অব্দের বন্দোবস্ত অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট সুশৃঙ্খলার সহিত ভারতের উন্নতি সাধন করিবেন। তবে ইহার জন্য সর্বশ্রেণীর সহযোগ আবশ্যক।

ইতালীর বিভ্রাট—। রোমে কমিয়াছে। রাজা ফ্যাসিষ্টিনেতা মার্সিলিনীকে ক্যাবিনেট গঠন করিতে অনুমতি দিয়াছেন। মিলানে এখনও মার্শাল ল চলিতেছে। মোটর ট্রাম সব বন্ধ।

ভারত সেক্রেটারী—। লর্ড পীল ইতঃপূর্ব্বেই মিষ্টার মণ্টেগুর স্থান লইয়াছিলেন। বোনার ল সভাতেও তিনি সেই পদে বাহাল রহিলেন। তিনিও ১৯০০ অব্দে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৯১৯-২১ অব্দে তিনি সমরবিভাগে আণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন ও কিছুকাল ট্রান্সপোর্ট মিনিষ্টার ছিলেন।

লর্ড কর্জ্জন—। আমাদের সুপরিচিত ভূতপূর্ব্ব ভাইসরয় মহোদয় এক্ষণে ফরেন্ সেক্রেটারী। লয়েড জর্জসভাতেও তিনি তাহাই ছিলেন। সম্প্রতি প্যারীতে বন্দোবস্ত ব্যাপারে তিনি কৃতকার্য্য হওয়ায় যথেষ্ট প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন। ইনি আমেরিকাকে লসেন কনফারেন্সে নিমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

সৌভাগ্য।

প্রয়াগে শ্রীগৌরহরি শ্রীরূপ গোস্বামীকে ভক্তিধর্ম্ম-বিষয়ে অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি যে, ভাগ্যবান জীবই ভগবৎকৃপা ও ভগবজ্জন-কৃপা হইতে ভক্তিলতার বীজ শ্রদ্ধা লাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধা লাভ করেন, তিনি সৌভাগ্যবান্। শ্রদ্ধাবৃত্তির জনকরূপে আমরা সৌভাগ্যকে দর্শন করি। ভক্তিলতার বীজ হইতে জীবাত্মার শুদ্ধবৃত্ত ভক্তিলতা গোলোক পর্য্যন্ত গতিবিশিষ্টা হইয়া ভজনীয় বস্তুকে সেব্যরূপে নিজবৃত্তি প্রদর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করে।

শ্রদ্ধাশব্দে সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই লক্ষ্য করে। সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অন্ধ বিশ্বাস পরস্পর বিপরীত-ধর্ম্মবিশিষ্ট। অক্ষজ জ্ঞান দ্বারা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বস্তুতে আস্থা-স্থাপনকেই অন্ধ বিশ্বাস বলে। অধোক্ষজ বস্তুর নিত্যাধিষ্ঠান ও অবিসংবাদিত চিদানন্দ কখনই অন্ধ বিশ্বাসের লক্ষীভূত বস্তু নহে। ভাগ্যহীন জনগণই অক্ষজ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া ভজনীয় বস্তুর প্রথমাবৃত্তিকে অন্ধ বিশ্বাসরূপে ভ্রান্ত ধারণা করিয়া শ্রদ্ধাহীন হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রদ্ধা অজ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাসমাত্র নহে। শ্রদ্ধায় পাত্ররূপে শ্রদ্ধার পরিণামে যে সাধুর সঙ্গ হয়, তিনি অধোক্ষজ-সেবাপর জ্ঞানবিশিষ্ট। সুতরাং ইন্দ্রিয়-সাধ্য দৃশ্য জগতের জ্ঞান-গৃহে আবদ্ধ নহেন। সত্যজ্ঞান যাঁহার দৃশ্যপটে উদিত হওয়ায় অনর্থময় দৃশ্য জগৎকেই যিনি একমাত্র অবলম্বন মনে করেন না, তাদৃশ সাধুতে বা সিদ্ধশাস্ত্রে সাধকের প্রপত্তিই শ্রদ্ধা-নাম্নী বৃত্তি।

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী। অশ্রদ্ধধানের অভক্তি-ভূমিকায় তিনটী পথ দেখা যায়। অক্ষজ-জ্ঞান চালিত হইয়া ঐ পথ-তিনটীতে ভ্রমণ করিতে গেলে ভক্তি-পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। অক্ষজ জ্ঞান প্রাকৃত দৃশ্য জগৎকে জ্ঞেয় বলিয়া মীমাংসা করায় অন্ধ বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহার অন্য গতি নাই। অন্ধ দৃশ্যজগৎ দর্শন করিতে অসমর্থ। তাহার কেবল চেষ্টাই দৃশ্য জগৎকে দর্শন, সুতরাং অন্ধ বিশ্বাস অসিদ্ধ। অধিরোহ-পথে এক অন্ধ অক্ষজ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া অপর অন্ধকে নিজের অনভিজ্ঞতা গোপন করিয়া নিজকে লব্ধদর্শন বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় এবং অন্ধ বিশ্বাসী তাঁহার অনুগমন করায়, ওতপ্রোতভাবে দৃশ্য জগতের নিমিত্ত, ও উপাদান কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া কেহ বা ব্রহ্মশব্দে অচিৎ দৃশ্য, কেহ বা মায়াশব্দে দৃশ্য জগতের মূলকারণকে সংস্থাপিত করেন। উভয়েই বাস্তব বস্তু-জ্ঞানে অজ্ঞানী হইয়া অভক্তির পথকেই নিজ নিজ ভ্রমণমার্গ জ্ঞান করেন। অন্যাভিলাষিতা, নিজের উপাধি দ্বারা ঐহিক পারলৌকিক অনিত্য ভোগ অথবা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকেই নিঃশ্রেয়স্ বলিয়া স্থাপন করেন। অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা অদৃষ্ট

বস্তুকে লাভ করিবার উদ্ভাবনী শক্তি গুরু ও শিষ্যকে অভক্ত-সজ্ঞায় অজ্ঞানকূপে পাতিত করে। এজন্য ভাক্তগণই সৌভাগ্যবান্, অভক্ত অন্ধ বিশ্বাসকারী।

জ্ঞানরাজ্যে নির্ভেদব্রহ্মাভিন্ন গুরু পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষ মুক্তাভিমান করিলে তাঁহার বিচারে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতার একত্বপ্রযুক্ত উপদেশ-যোগ্য বস্তুন্তরাভাব। আবার আসন্ধ অবস্থায় অজ্ঞানবশে তাঁহার গুর্ব্বভিমান। সুতরাং এক অন্ধ অপর অন্ধকে সাধন-রাজ্যেই সিদ্ধি-প্রাপ্তির নৈষ্ফল্য প্রদর্শন করে। সেজন্য তাঁহারা ভক্তিহীন ও মন্দভাগ্য।

ভাগ্যবান্ জীব-ভগবান্ ও গুরুদেবের প্রসাদ লাভ করেন। সেই প্রসাদ হইতেই তাঁহার ভক্তি সোপানের প্রথম স্তর শ্রদ্ধাঙ্কুর প্রাকট্য। জীবের সৌভাগ্য দুই প্রকারে উদিত হয়। দৃষ্ট ও অদৃষ্টভেদে যে সুকৃতির উদয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই সাধুগণও বলিয়া থাকেন। জাতিস্মর দেবর্ষি তাঁহার প্রাক্তন সুকৃতির কথা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার উক্তি হইতে জানিতে পারি যে, আমাদেরও অদৃষ্ট-সুকৃতি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকালে লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। দৃষ্ট সুকৃতি-বিচারে আমরা নিজ রুচি দ্বারা সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করি। সঙ্গ—প্রভাবে শ্রবণজন্য আমাদের দৃষ্ট সৌভাগ্য উদিত হয়। সৌভাগ্য উদয়ে আমাদের নিজত্বে আমরা অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে নিত্য উপলব্ধি-জনিত পূর্ব্বপরিচিত নিত্যজ্ঞানময় সাধুও শাস্ত্রের সান্নিধ্য লাভ করি। তাহাতে আমাদের দর্শনাভাবজন্য কোনও অন্ধ বিশ্বাস করিতে হয় না। দৃশ্য জগতের প্রত্যক্ষাদি ভোগময়ী উপলব্ধিই আমাদের নিত্যোপলব্ধির বাধক হইয়া নশ্বর বস্তুতেই অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করায়। ভক্তির প্রথমাবস্থায় সাধন রাজ্যের শ্রদ্ধা সুকৃতিজন্য। চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাসই সৌভাগ্য।

কে চোর ?

এক সময়ে একটী পল্লীতে চোরের বড় উৎপাত হইয়াছিল। পল্লীবাসীরা অনেক চেষ্টা করিয়াও চোর ধরিতে পারিলেন না। গৃহস্থ সজাগ হইলেই চোর পলায়ন করে, আর গৃহস্থের চীৎকারে গ্রামের লোকেরা আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াও চোরের কোন নিদর্শন পান না। তখন গ্রামের যিনি প্রধান ব্যক্তি তিনি কোন বুদ্ধি স্থির করিতে না পারিয়া যাঁহার যাঁহার বাটীতে চুরি হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে ডাকাইয়া সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার মধ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রশ্ন করিলেন যে, চোর ধরিবার জন্য কে কে উদ্যোগী ছিল। সেই সকল সঙ্কলন করিয়া তিনি জানিলেন একটী লোক প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া চোর সন্ধানে ব্যস্ত ছিল। তখন তাঁহার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রামের চৌকীদারকে সেই লোকটীর বাড়ীর নিকট থাকিয়া রাত্রি দশটার পর হইতে প্রত্যহ তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে আদেশ দিলেন এবং নিজেও মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া চৌকীদার নিজ কর্ত্তব্য পালনে অযত্ন করে কিনা, দেখিতে

লাগিলেন। একদিন চৌকীদার নিশীথ রাত্রিতে লোকটীকে একটী শাবল হাতে করিয়া বাহির হইতেছে দেখিল। সে দূর হইতে তাহার সঙ্গ লইল। পরে দেখিল একটী গৃহের মাটীর দেওয়ালে সে আস্তে আস্তে শাবল মারিয়া ছিদ্র করিল, ক্রমে সেই ছিদ্র বড় করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন সে এমন জায়গায় দাঁড়াইল, যেখান হইতে সে ছিদ্র (সিঁধ) ও গৃহের দরজা দুইটাই লক্ষ্য করিতে পারে। খানিক পরে বাড়ীর মধ্য হইতে "চোর চোর" শব্দ হইল। চোর ও তাড়াতাড়ি দরজা দিয়া বাহিরে আসিয়া জঙ্গলের ভিতর গেল। ততক্ষণে গৃহস্বামী আলো জ্বালিয়া গ্রামবাসিগণকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন। চোরটী সেই অবসরে জঙ্গলের অন্য দিকে পথে পড়িয়া দেখিল, অনেক লোক জড় হইয়াছে। সেও 'কি হয়েছে, কি হয়েছে' বলিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল। তৎপর তাহাদের সহিত "চোর, চোর" বলিয়া চারিদিকে ছুটা ছুটী করিতে লাগিল। পথে চৌকীদারকে দেখিয়া তাহাকেই ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "চোর ধরিয়াছি, চোর ধরিয়াছি।" তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া অন্যান্য লোকেরাও আসিলেন ও চৌকীদারকে দেখিয়া নানা বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন ও তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত, এমন সময় গ্রামের পঞ্চায়েৎ প্রধান উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন ও চৌকীদারকে নিভৃতে লইয়া গিয়া তাহার নিকট সমস্ত কথা শুনিলেন। পরে আরও দুই একজনের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে তদন্তের সময় ঐ লোকটীর (চোরের) মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে উপদেশ দিলেন। পরে সকলকে লইয়া চৌকীদার-নির্দ্দিষ্ট জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সে লোকটী কেবল বলিতেছিল, "অন্ধকারে জঙ্গলে কেন যাবেন, ওখানে সাপের (সাপের) বড় ভয়—ওখানে চোর লুকিয়ে থাকতে পারে না।" তাহা সত্ত্বেও যখন সকলে অগ্রসর হইতেছেন, তখন সে ক্রমে পশ্চাদ্‌গামী হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, সে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। পরে গৃহস্থের অপহৃত পেটিকা (বাক্স) ও ঐ লোকটীর শাবল চৌকীদার বাহির করিল। আনুষঙ্গিক প্রমাণাদি যোগে কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সেই লোকটীই চুরি করে, তাহার বাটীতে খানাতল্লাসী করিয়া অনেক অপহৃত দ্রব্য বাহির হইল। তাহার সমুচিত দণ্ডও সে রাজদ্বারে পাইল।

আধুনিক সমাজেও এইরূপ অনেক চোরের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা সমাজের সরল লোকগুলিকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থের অংশ ভৃতক পাঠক-গুরু ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করিয়া নিজেরা স্ত্রী পুত্রের প্রতিপালন, ও মনোরঞ্জন করিতেছেন, আর যাঁহাদের অর্থ, তাঁহাদিগকে পরমার্থ বিরত করিয়া নিজেরাও অধঃপতিত হইতেছেন ও তাঁহাদের আত্মার হনন করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। তাঁহারা অঘ-বক-বকীপুত্রনার ন্যায় কৃষ্ণের হিতৈষিবসজ্জায় কৃষ্ণবিদ্বেষী। তাঁহাদের যথার্থ আকার যখন শুদ্ধভক্তগণ প্রতারিত জনগণের মঙ্গলোদ্দেশে লোক-সমক্ষে দেখাইয়া দিবার যত্ন করিতেছেন, তখন তাঁহারা ভদ্রলোক সাজিয়া "ঐ চোর ঐ চোর" করিয়া শুদ্ধভক্তগণকে চোর সাজাইবার বিফল চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাঁহারাও যেমন পয়সা লইয়া পাঠাদি ও গুরুগিরি করে, ইঁহারাও (শুদ্ধভক্ত) ও তেমনি লোকের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া মঠাদি চালাইতেছেন, তাহা হইলে ইহারাও দোষী। কলির ধারাই এই যে, চোর সাধুকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবে। তুলসীদাস এই কথা অনেক

দিন আগেই বলিয়া গিয়াছেন, "চোরকো তোড়ে সাধুকো বাঁধে, পথিককো লাগায় ফাঁসি। ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা, দুঃখ লাগে আওর হাসি।" সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আপনারাই বিচার করুন। পরমার্থ বিক্রেয় বস্তু নহে। দুষণ করিয়া বা না করিয়া অর্থলাভেরই আশাতে পাঠাদি ব্যবহার ও গুরুগিরি করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া সেই অর্থ যদি ভগবৎ সেবায় না লাগাইয়া যদি গৃহিণীর মনোরঞ্জন করা হয়, তাহা হইলে যে অর্থ দিয়া আপনি হরিসেবা করিবেন, তাহা গৃহিণী ঠাকুরাণীর অলঙ্কার ও সস্ত্রীক পাঠক মহাশয়ের শয়নের জন্য, পালঙ্কের জন্য লাগিয়া অনর্থ সেবা হইল, ইহাতে পরমার্থ হইল না। শুদ্ধভক্তগণ ভিক্ষালব্ধ অর্থে প্রচার কেন্দ্র মঠ রক্ষা করিয়া সংসার-বাসনা ছাড়িয়া নিত্য হরিসেবাই করিতেছেন। "কে চোর", তাহার বিচার করিয়া আপনারা দণ্ড বিধান করুন।

'এ কেমন পাগল'

চতুর্থ রজনী।

গত তিন রাত্রি পাগলের উপদেশ শুনিতে শুনিতে এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে ক্রমশঃ যেন আমার এই মায়িক সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি হইতে লাগিল। আমার চিন্তা হইতে লাগিল, 'জীব স্বরূপতঃ যদি শ্রীভগবানের দাসই হয়, তবে কেন সে মায়ার দাসত্ব করিয়া জীবন অতিবাহিত করে? হায়! আমি অনেক সময় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, আর সময় নষ্ট করিব না। পাগল ঠাকুরের নিকট হইতে, শ্রীভগবানের দাসত্ব কি করিয়া পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহাই করিতে নিযুক্ত হইব।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চতুর্থ রজনীতে পাগলের সমীপে উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলাম। পাগল সিদ্ধ পুরুষ। আমার তৎকালীন মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সেই মত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর, উহার অর্থ কি, কৃপা করিয়া এ অধমকে বলুন।"

পাগল ঠাকুর বলিলেন,—"হরিদাস, নিখিল বেদকল্পতরুর গলিতফলস্বরূপ যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ, তাহাতেই ঐ উপদেশটি আছে। উহার অর্থ বলিতেছি :—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ
ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ দশলক্ষাণি পক্ষিণঃ
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ।

জলে জলচর জীব হইয়া নব লক্ষবার, বৃক্ষ ও লতাদি হইয়া বিংশ লক্ষবার, ক্রিমি কীটাদি হইয়া একাদশ লক্ষবার, নানারূপ পক্ষী হইয়া দশলক্ষবার, নানা পশুযোনিতে ত্রিশলক্ষবার এবং বনমানুষ ও অসভ্য-মানব হইয়া চারিলক্ষবার জন্ম-গ্রহণের পর একবার সুশিক্ষিত হরিভজনোপযোগী নর-জীবন লাভ ঘটে। এই জন্মে যে মানব, নর-জীবনের যে একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীভগবানের উপাসনা, তাহা না করিয়া, বৃথা বিষয়-কর্ম্মাদিতে জীবন অতিবাহিত করিয়া দেয়, তাহার পুনরায় ঐ সব যোনিতে চৌরাশী লক্ষবার জন্মলাভ ঘটে এবং অবশেষে পুনরায় একবার হরিভজনোপযোগী নরজন্ম লাভ হয়। যদি সে জন্মও তাহার বৃথা অতিবাহিত হয়,

তবে পুনরায় তাহাকে ঐ চৌরাশী বিচরণ করিতে হয়। এইরূপে চৌরাশী লক্ষ জন্মের পর এই নর-জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাই এ জন্ম সুদুর্লভ। শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া বদ্ধজীবকে ঐরূপে একটী করিয়া ভজনোপযোগী নরজন্ম দান করেন। হতভাগ্য জীবই সে সুযোগ হারাইয়া অতিশয় দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে পড়িয়া যায়।

দেখ, পশু প্রভৃতি জন্ম হইতে মনুষ্য জন্মের কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে, পশুদের বিচার-শক্তি নাই, মনুষ্যের বিচার-শক্তি আছে। মনুষ্য সেই বিচারশক্তিদ্বারা সৎ হইতে অসৎ এবং অসৎ হইতে সৎ পৃথক করিয়া লইতে পারে এবং সত্তের অনুসরণ করিতে করিতে শ্রীভগবান্ই যে একমাত্র সত্য তাহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীভগবানের উপাসক হইতে পারে। পশুর সেরূপ শক্তি নাই। কিন্তু মনুষ্য যদি ঐ প্রকার বিচারশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া পশ্বাদির ন্যায় কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন প্রভৃতিতে জীবন অতিবাহিত করে তবে মনুষ্য আর পশুতে ভেদ কি রহিল? সেই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন 'ধর্ম্মেন হীনঃ পশুভিঃ সমানঃ' অর্থাৎ আত্মধর্ম্মের জন্য যে জীবের চেষ্টা নাই, সে পশুর সমান। তাহার বাহ্য শরীর নররূপী হইলেও তাহার অন্তঃকরণ পশুর অন্তঃকরণের ন্যায়। পশুও যাহা লইয়া দিনাতিপাত করে, পরমার্থের জন্য চেষ্টাহীন ব্যক্তিও তাহা লইয়া কাল কাটায়। সুতরাং শাস্ত্রকথানুযায়ী সে নররূপী পশু। এই নর দেহই ভবসাগর পার হইবার একমাত্র তরী বিশেষ। কেবল মাত্র এই জন্মেই হরিলাভ্রিধ্য লাভ করিবার জন্য যত্ন করা যাইতে পারে, অন্য কোন জন্মে সম্ভব হয় না। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক স্বর্গাদিতে দেবাদিজন্মেও শ্রীভগবানের জন্য যত্ন সম্ভবপর হইয়া উঠে না। তাই চলতি কথায়,—"এ জন্য দেবের দুর্লভ যে, বোল হরি বোল' বলিয়া একটী প্রবাদ আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, দেবজন্মেও কেন হরি ভজন হয় না?"

পাগল বলিতে লাগিলেন, "দেখ, সৎকর্ম্ম অসৎ কর্ম্ম বলিয়া কর্ম্মের দুইটী বিভাগ আছে। সৎকর্ম্ম যথা,—নিজ স্বার্থত্যাগ করিয়া, অন্যান্য জীবগণের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক নানাবিধ উপকারের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, অনাথ আশ্রম স্থাপন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, পিপাসার্ত্তকে জল দান, বিপন্নকে আশ্রয় দান, বিদ্যালয় স্থাপন, সমাজ গঠন, নীতিশিক্ষাদান প্রভৃতি। এই সব কর্ম্ম যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই পরজন্মে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করতঃ এক একটী আধিকারিক দেব হইয়া স্বর্গসুখ ভোগাদিতে প্রমত্ত থাকেন। আর যাহারা অসৎকর্ম্ম যথা, পরস্ত্রীহরণ, মিথ্যাভাষণ, অপরের উপর অন্যায় রূপে অত্যাচার, অপরের মনে উদ্বেগ দান, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা সম্পাদন, নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্মাদি করণ ইত্যাদি দ্বারা কাল কাটাইয়া দেয়, তাহারাই পরজন্মে নরকে বা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যোনিতে জন্মলাভ করে এবং নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতে থাকে। এই উচ্চাবচ উভয় প্রকার জন্মেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। সুতরাং উভয় জন্মেই বন্ধন আছে। বন্ধন স্বর্ণ শৃঙ্খল বা লৌহ শৃঙ্খল যে শৃঙ্খলেই হউক না কেন, বদ্ধ ব্যক্তির নিকট উভয়ই যেরূপ তুল্য সেইরূপ ভোগ স্বর্গেই হউক আর নরকেই হউক পরমার্থের সহিত সংস্রব না থাকায় পরমার্থীর নিকট উভয় তুল্য। দেবগণ স্বর্গের নন্দনকানন, পারিজাত পুষ্প, রম্ভা তিলোত্তমাদি স্বর্গীয় বারনারীগণ লইয়া ভোগেই প্রমত্ত। উপরন্তু প্রত্যেক দেব ও দেবী আবার এক একটী ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ইহ

জগতের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। কেহ বিদ্যা, কেহ ধন, কেহ দারা, কেহ পুত্র, কেহ যশ, কেহ ধর্ম্ম, কেহ কাম ইত্যাদি দানের কর্ত্তা। বদ্ধ জীবগণ, যাহার যে বস্তুর অভাব আছে, সে সেই বস্তু তৎ তৎ আধিকারিক দেবগণকে পূজা বা স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া প্রাপ্তির চেষ্টা করেন। দেবগণ পূজা বা স্তবাদি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ঐ সব জীবগণের অভিলষিত বস্তু দান করেন। সুতরাং এই নানা কারণে দেবগণের পরমার্থানুশীলনের অবসর ঘটে না। ইহ জগতেও দেখ, যে সমস্ত নরগণ নরনারী আসক্ত, যথা, থিয়েটার, সঙ্গীত, এসরাজ, রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য, মদ্য, মাংস প্রভৃতি দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইত্যাদির সেবায় নিযুক্ত এবং যাহা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে ব্যস্ত, তাহাদের যেমন শ্রীভগবৎ চিন্তার অবসর নাই, সেইরূপ দেবগণও সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত ভোগ এবং ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাতে প্রমত্ত হইয়া পরমার্থানুশীলনের সুযোগ পান না। তাই স্থিরচেতা দেবগণ সত্বর কর্ম্মফলভোগ শেষ হইলে পুনরায় মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীহরিভজনে তৎপর হইবেন এই আশা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে চতুর্থ স্কন্ধ ২৪ অধ্যায়ে একটী শ্লোক আছে তাহা আলোচনা করিলে ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। শ্লোকটী এই :—

'স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাং।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥'

অর্থাৎ শিব বলিতেছেন যে, বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্মপরায়ণ জীব শতজন্মে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন এবং আরও অধিক পুণ্যকর্ম্ম করিলে শিবত্ব প্রাপ্ত হন। যেমন আমি (শিব) ও অন্যান্য দেবগণ আধিকারিক কাল শেষ হইলে যাহাতে শ্রীভগবানের দিব্য ভক্তি। স্বয়ং স্বরূপের কৃপায় তৎভজনোপযোগী বৈষ্ণব পদ লাভ করি, সেই প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণব পদ সদ্যঃ সত্বরই লাভ করিয়া থাকেন।

তাহা হইলেই বুঝ—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সদাচরণে প্রতিপালিত হইলে পুণ্য উপার্জ্জিত হয় এবং সেই পুণ্যবলে শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত ঘটে। এবং এইরূপে পুণ্যকর্ম্মকারী শিব সমূহ এক কল্প বা বহুকল্প কাল পর্য্যন্ত শিবত্ব ও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের আধিকারিক কাল গত হইলে হরিসাধনোপযোগী বৈষ্ণবদেহ লাভ ঘটে। তাহা হইলে দেখ, শিবত্ব ও ব্রহ্মত্ব যাবদিন জীব পুণ্যবলে সম্ভোগ করেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের শ্রীহরিভজন হইতে পারে না—শ্রীহরিভজনোপযোগী দেহ লাভ করিলেই তাহাদের শ্রীহরিভজন সুষ্ঠুরূপে আরম্ভ হয়। তাই এই শ্রীহরিভজনোপযোগী মনুষ্যদেহই পরমার্থ অনুশীলনের একমাত্র উপায়। এখন বুঝিলে কি দেবজন্মেও কেন হরি ভজন সম্ভবপর হয় না এবং এই একমাত্র মনুষ্য জন্মই পরমার্থপদ। সেই জন্যই বেদব্যাস ইহাকে "অর্থদ" এই বিশেষণ দিয়াছেন"।

আমি বলিলাম,—হাঁ। বুঝিয়াছি, শ্লোকটীর বাকী অংশটুকু বলুন।"

তিনি বলিলেন,—"হাঁ, শুন। বহু জন্মের পর প্রাপ্তব্য, সুদুর্লভ ও পরমার্থপ্রদ এই মনুষ্যজন্ম আবার অনিত্য। কখন যে কে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই—এই মুহূর্ত্তে বা পর মুহূর্ত্তে বা এক ঘণ্টা পরে, বা একদিন, এক মাস, এক বৎসর বা কয়েক বৎসর পরে যে যে কোন সময়ে মৃত্যু হইতে পারে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুদ্ধির উদয় হইবামাত্র পরম মঙ্গল স্বরূপ যে আত্মার ধর্ম্ম শ্রীভগবদ্ভক্তি তৎপ্রাপ্তির

জন্ম মৃত্যুর আবর্ত পর্য্যায় বৃদ্ধি করেন। কারণ, সাধারণ অজ্ঞান ব্যক্তিগণ যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, বাক, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য তৎ তৎ তৃপ্তিকর বস্তু সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সেই সেই বস্তু প্রাপ্তির জন্য [illegible] সেই সকল বস্তু অল্প সকল কখন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং শ্রীভগবৎপ্রিয় ভক্তের উপদেশ এই — মনুষ্যজন্মটী ঐরূপে নিজ ইন্দ্রিয় কার্য্যে কাটাইয়া উত্তরকালে বৃদ্ধ হইলে শ্রীনাম স্মরণ করিব, এখন শ্রীহরিভজন করিবার সময় নহে, এরূপ চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে। এই বলিয়া তিনি একটী গান ধরিলেন। গানটী এই :-

"জীবন সমাপ্ত কালে করিব ভজন।
এবে করি গৃহ সুখ।
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন।
এ দেহ পতনোন্মুখ।
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ।
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই॥
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ
জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শুধিবারে করিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যাবে প্রাণ অবশেষে
না হইবে দীনবন্ধুচরণসেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক বনে থাক ইথে তর্ক অকারণ॥"

গানটী গাহিবার পর তিনি উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আমিও তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উঠিলাম এবং বাসস্থানাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। আমি যে চিন্তা লইয়া পাগলের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম তাহা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায়, পাগলের উপদেশে চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। সেই চিন্তা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম, যে পাগল ভাল মানুষকেও পাগল করিয়া দিতে শক্তিধরে "সে কেমন পাগল।"

দেবানন্দের কথা

নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও গদাধরাদি পার্ষদবৃন্দের সহিত নবদ্বীপ ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই সময়ে তথায় দেবানন্দ পণ্ডিত নামে পরম উদাসীন আকুমারব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, তপস্বী, ভাগবতের পাঠক বলিয়া বিখ্যাত একজন সুশান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। ভাগবত অধ্যাপনাতেই তাঁহার সময়ের অধিকাংশ ব্যয়িত হইত। প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতগ্রন্থের অধ্যাপক হইয়াও তাঁহার হৃদয়ে মোক্ষাভিলাষ ও দাম্ভিকতারূপ কৈতব বিদ্যমান ছিল। মোক্ষাভিলাষী ও দাম্ভিকের হৃদয়ে ভক্তিদেবীর অধিষ্ঠান নাই— তাঁহার ভক্তি মিছাভক্তি ভক্তির আকার মাত্র।

"সেই স্থানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥"

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া" একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভাগবতের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, বুদ্ধি যুক্তি বা টীকা দ্বারা ভাগবতের যথার্থ কেহ বুঝিতে পারেন না।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই পথে যাইতে যাইতে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়া ক্রোধে

মত্তহস্তিপ্রায় হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"কোপে বলে প্রভু বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সর্ব্বপুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারি বেদে কয়॥
চারি বেদ দধি ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুক খাইলেন পরীক্ষিত॥

*　　*　　*　　*

মুই মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ তার নাশ ভাল মতে॥
ভক্তি বিনু ভাগবতে যে আর বাখানে।
প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে॥
নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে॥

এই বলিয়া দুষ্টের সংহারকারী শ্রীগৌরহরি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিতের পুঁথি ছিঁড়িতে উদ্যত হইলেন। বৈষ্ণবগণ কোনও প্রকারে নিবারণ করিলেন। প্রভু আরও বলিতে লাগিলেন—

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যাতপপ্রতিষ্ঠায়॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সেনা জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তি সার॥

সুতরাং যাহারা ভাগবতকে কাব্যবিশেষের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অধিকারবিচারবিহীন হইয়া ভাগবতের রুক্ষলীলার পাঠ ও শ্রবণে ব্রতী হন এবং ভাবে ডগমগ হইয়া আপনাদিগকে "রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ" মনে করিয়া জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হন; যাহারা ভগবানের বিগ্রহ ভাগবতকে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা নিজের ও স্ত্রী পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন—যাহারা ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছেন বলিয়াই বড় ভাগবত পাঠক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া সমধিক অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া নেন—যাহারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান দ্বারা ভাগবতের শুদ্ধ ভক্তিকে আবৃত করিয়া শ্রোতার নিকটে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—যাহারা কুলের বড়াই করেন নিত্যানন্দসন্তান, অদ্বৈতসন্তান হইলেই ভাগবত পাঠের পক্ষে যথেষ্ট অধিকার হইল বলিয়া মনে করেন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদের স্থান কোথায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখুন—

"সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥
সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব তার শাস্তা যম॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর এক ভাগবত ভক্তিরসপাত্র॥"

এক ভাগবত—ভাগবত শাস্ত্র এবং আর এক ভাগবত ভক্তি রসের পাত্র ভক্ত ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব। অতএব যাহাদের এই দুই ভাগবতের কোনও এক জনের চরণে অপরাধ, আছে তাহাদের মুখে ভাগবতের কথা কীর্ত্তিত হয় না। যাহারা দুই জনের চরণেই অপরাধী তাহাদের কথা আর বলিবার নহে। আজকালকার ভাগবতবিক্রেতৃগণ দেহে আত্মবুদ্ধি বশতঃ জন্ম প্রভৃতি দ্বারা গর্ব্বান্বিত হইয়া নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণকেও উল্লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। সুতরাং তাহারা দুই ভাগবতচরণেই অপরাধী। প্রথমতঃ তাহারা ভগবানের বিগ্রহ

ভাগবতকে নিজ ইন্দ্রিয়তোষণের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত করিয়া ভাগবত শাস্ত্রের নিকট অপরাধী ; দ্বিতীয়তঃ দাম্ভিকতাহেতু তাহারা বৈষ্ণবচরণে অপরাধী। অতএব তাহারা ভাগবত পড়াইয়াও ভাগবতের মাধুর্য্য বুঝিতে পারে না। তাহাদের মুখে ভাগবত কীর্ত্তিত হইবে কিপ্রকারে ? অভিধেয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অকিঞ্চনেরই গোচরীভূত। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতই ভাগবত শাস্ত্রের অধ্যাপক হইতে পারেন। গোস্বামীই ভাগবতের প্রকৃত পাঠক। "গোস্বামী"-অভিমানী বা নামধারী 'অদন্তাগো' বা ইন্দ্রিয়ের দাস যাহারা তাহারা কপট—কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা লোলুপ তাহাদের ভাগবত পাঠের অধিকার নাই। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

"মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবত কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥"

দেবানন্দ পণ্ডিতের বৈষ্ণবচরণে অপরাধ ছিল। ভাগবতপ্রধান শ্রীবাসকে তিনি সামান্য মনুষ্যজ্ঞানে উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। সেই জন্য প্রভু তাহাকে বলিলেন -

"বুঝিলাম তুমি যে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জন খায়।
তবে বহির্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥"

যিনি ভাগবত যথার্থ আস্বাদন করিয়াছেন তিনি ভাগবতরূপ অমৃতফল সর্ব্বজীবে বিতরণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। তিনি আর ঘরে থাকিতে পারেন না। নিজের স্ত্রী পুত্র লইয়া একটী ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে হইবে ভাবিয়া ভাগবতবিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা তাহাদের পরিপোষণ চিন্তায় মগ্ন হন না। তিনি অযাচক হইয়া সকলের দুয়ারে দুয়ারে বিনামূল্যে নিঃস্বার্থ হইয়া ভাগবতগীতি গাহিয়া বেড়ান। এরূপ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত জগতে বিরল।

শ্রীলশুকদেব গোস্বামী, ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীলরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী শ্রীলগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য ভাগবত অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। তাঁহাদের আনুগত্যেই আমাদের শ্রীভাগবত পাঠের অধিকার। তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত আমাদের ভাগবত পাঠ বা কীর্ত্তন কেবল নিজ ইন্দ্রিয় তোষণের জন্য তাহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদিষ্ট পঞ্চ প্রধান সাধন ভক্তির অন্যতম নহে—কেবল সেবা-অপরাধ ও নাম-অপরাধ। আর ইঁহাদের শ্রোতারাও তাহাই পাইয়া থাকেন। একজন নামাপরাধ করিবে আর তাহা শুনিয়া আমার নাম শ্রবণ হইবে, ইহা হইতে পারে না।

"অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে নাম কভু নয়।
কভু নামাভাস সদা নাম অপরাধ।
ইহাই জানিবে ভাই কৃষ্ণ ভক্তির বাধ॥"

তবে, নামাপরাধীর মুখে ভাগবত শুনিয়া অপরাধ বর্দ্ধন ছাড়া আর কি ফল হইবে ? পয়সা দিয়া বা না দিয়া অপরাধ করিয়া লাভ কি ?

এই জন্যই শাস্ত্রের আদেশ—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে

কর্ম্ম ও ভক্তি।

'ধাতু হইতে কর্ম্ম শব্দের নিষ্পত্তি, ইহার ব্যুৎপত্তি কার্য্য, যাহা করা যায়। কিন্তু দর্শনের পরিভাষাতে ইহার একটী বিশেষ অর্থ আছে। আমরা ভগবৎ-সেবাকল্পে যে সকল চেষ্টা করি, সেগুলি ইহার অন্তর্গত নয়। সে গুলির নাম ভক্ত্যঙ্গ। কর্ম্ম বলিতে যে সকল কার্য্য লোকে ইহকল্পে বা পরকল্পে

অথবা স্বর্গে নিজ সুখভোগের আশায় কিংবা এই দেহকে আমি বুদ্ধি করিয়া ইহার সম্পর্কে যে সব ব্যক্তিকে আপন জ্ঞান করে যথা জ্ঞাতি, কুটুম্ব গ্রাম বাসী, দেশবাসী, পৃথিবীবাসী তাহাদের সুখের জন্য যে কার্য্য করা হয় সেই গুলিকে বুঝায়। আর ভগবানের সেবা উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু করা যায় তাহা ভক্তি। 'ভজ্' ধাতুর অর্থ সেবা করা। একই কার্য্য ক্ষেত্র বিশেষে কর্ম্ম হইতে পারে, অন্য ক্ষেত্রে ভক্তি হইতে পারে, বুদ্ধিবিচারে তাহার কর্ম্মত্ব অথবা ভক্ত্যঙ্গত্ব। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মসকল যখন পুণ্য-লাভার্থে বা স্বর্গকামনার বশে কৃত হয় তখন সেগুলিই কর্ম্ম।

আমরা কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য। কর্ম্ম আমাদের বন্ধনযোগ্যতা বর্দ্ধন করিয়া আমাদিগকে সংসার করায়। কর্ম্মে সুখ ভোগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ অনুস্যূত আছে। সংসারে এমন কোন সুখ নাই যাহার পশ্চাতে দুঃখ লুক্কায়িত থাকে না। সংসারে সুখ ভোগে শান্তি নাই। ভোগ করতে করিতে কাম বৃদ্ধি হয়। আর কামনার অতৃপ্তিতে দুঃখ আছেই। নিরবচ্ছিন্ন সুখ সংসারে হইতেই পারে না। স্বর্গসুখেও ত কামনার শেষ নাই। ইন্দ্র চন্দ্রকেও পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। আর পুণ্য সমাপ্ত হইলে স্বর্গচ্যুত হইয়া আবার সংসার।

ভক্তিই আমাদের নিত্যবৃত্তি। ভগবান্ নিত্য চিদ্ঘনবিগ্রহ, জীবের স্বরূপও চিৎ। এই স্থলে ভগবানে ও জীবে নিত্য অভেদ। এ জগতে জীব অচিৎ সংস্পর্শে স্থাবরজঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইয়া সংসার করিতেছে। নির্ম্মল চিৎকণ জীব নিত্য হরি-সেবারত। এই জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া যখন শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কিঞ্চন ভক্তসাধুপাদাশ্রয় করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গগুলি সাধন করিতে থাকি, তখন আমাদের সংসার ক্ষয় হইয়া জড়মুক্তি বা অনর্থ নিবৃত্তি ঘটে। তখন নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব ক্রমে আমরা ভগবৎপ্রেমের অধিকারী। ইহাই জীবের পরম প্রয়োজন, পরম পুরুষার্থ। তজ্জ, ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গাত্মক কর্ম্ম এবং মোক্ষাভিসন্ধানরূপ অকাবর্গ এই চারি পুরুষার্থকে নরকসদৃশ জ্ঞান করিয়া। অহৈতুকী ভক্তির যাজন করেন।

অনেকের ধারণা কর্ম্ম করিতে করিতে তাহারই ফলরূপে ভক্তি আসিবে, যেহেতু কর্ম্মীরাও হরি-পূজাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু ভাগবতসিদ্ধান্ত তাহা নহে। কর্ম্ম করিতে করিতে কেবল কামনা বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। সুতরাং কর্ম্মের ফল কিরূপে ভক্তি হইতে পারে? তবে কর্ম্মে যে ভক্তির মত কিছু অনুষ্ঠান দেখা যায়, উহা কর্ম্মাঙ্গ, ভক্তি নহে। ভগবান্ আমাদের নিত্যসেব্য, সুতরাং আমাদের সকল ভোগবাঞ্ছা পরিহার করিয়া ভগবানেরই সেবা কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া কর্ম্মিগণ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের চাই নিজের ভোগ। সেই সাধনের জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কিছু ভক্তির আহ্বান আছে। এই যে ভক্তি ইহা ভক্তের অহৈতুকী ভক্তি নহে। ইহা কর্ম্মাঙ্গ। সুতরাং ইহা দ্বারা ভক্তিলাভ হইতে পারে না।

কর্ম্মীর ভক্তিকে মিশ্রাভক্তি বলা যায় কিনা একথাও কেহ কেহ প্রশ্ন করেন। তাহার উত্তরে বলা যায়, উহা মিশ্রা ভক্তিও নহে। উহা বিদ্ধা ভক্তি। যেমন বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ সেইরূপ বিদ্ধা ভক্তি হেয়া, উহা ভক্তিই নহে, নিজের ভোগের উপায়ভূত অনুষ্ঠানবিশেষ। যেখানে ভগবদ্ভক্তির জন্য কেহ যত্নপর, ভগবান্ নিত্যসেব্যজ্ঞানে তাঁহার সেবাতেই মনোনিবেশ করা হয়, অথচ অনাদি কাল হইতে বদ্ধাবস্থায় যে সংসারের সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে সেই কামনা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই এমন অবস্থায় যে ভক্তি, তাহাই মিশ্রাভক্তি। উহা ভক্তি,

তবে কিছু কর্ম্ম ভাব উহার সহিত মিশ্রিত। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে ঐ কর্ম্মভাবটুকু শ্রীভগবৎকৃপায় কাটিয়া গিয়া শুদ্ধা ভক্তি লাভ হইবে। ধ্রুব মহারাজের কথা হইতে আমরা জানিতে পারি যদিও তিনি রাজ্য লাভ জন্য ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি পদ্ম-পলাশলোচন অনাথনাথ ভগবান্ আছেন এই বিশ্বাসে ভক্তির পথ লইয়া ছিলেন। কর্ম্মাঙ্গের অন্যতম অনুষ্ঠান রূপে অনিত্যা ভক্তির আবাহন করেন নাই। ভগবানের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তবে বাঞ্ছারূপ দুর্ব্বাসনা তাঁহার চিত্তে ছিল। পরে ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দেবর্ষি নারদের সঙ্গ করাইয়া তাঁহার দুর্ব্বাসনা দূর করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করেন। কিন্তু কর্ম্মীর এ সৌভাগ্য কদাচিৎ হয়, হইলেও তাহা কর্ম্মের ফল নহে। প্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তি আদৌ মিশ্রা ছিল না। গর্ভবাস কালেই তিনি দেবর্ষির সঙ্গ পাইয়াছিলেন। সুতরাং কোন কামনা তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে নাই। সাধু সঙ্গের এমনই ফল। সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের শুদ্ধ ভক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই।

মায়ার খেলা।

(গীত)

মায়া আমায় নিয়ে করে খেলা।

মায়া মোরে ঘোরে ফেরে ক'রে দেয় গো কলির চেলা ॥১

ভবনদে ভেসে ভেসে কূলের দেখা পেলাম এসে

অকূল পাথারে শেষে ভাব্লাম মিলে গেল বেলা ॥২

(আমার) তটে ফেরা খবর পেয়ে ভোগে ভরা তরী বেয়ে

(মায়া) পিশাচী তাই এল ধেয়ে

(ফের) ভাসালে মোর মনের ভেলা ॥৩

ভেলা কভু ডাঙ্গায় আসে

বদ্ হাওয়ায় আবার ভাসে

মায়া বসে বসে হাসে

(হায়) ভার হ'ল মোর ডাঙ্গা মেলা ॥৪

সেবারজ্জু টেনে রেখে

গুদের ভেলা তীরে ঠেকে

আমার গুণ অ লগা দেখে

বার দরিয়ায় দিল ঠেলা ॥৫

ঐ যে ওরা তীরে চলে

মনভেলা মোর ভাসে জলে

নারীহেমযশে ভুলে

সেবারজ্জু করে' হেলা ॥৬

সাধুগুরুপদে রতি

নাইক' মোর একরতি,

গুরুসেবা বিনা গতি

কবে কার হ'য়েছে মেলা ॥৭

দৃষ্টি দোষে জোখা দেখি,

আসল ফেলে চাইত' মেকি,

তাইতে এত দায়ে ঠেকি,

সকল ফাঁকি কাজের বেলা ॥৮

বৈষ্ণবচরণতলে

মাগি ভিক্ষা বসনগলে

সেবাভার মাথে বলে

দাও চাপায়ে ছাড়ি হেলা ॥৯

অধমের এ মিনতি

যেন অকৈতব তব রতি

গুরুপদে করি রতি

হেসে উড়াই মায়ার ছলা ॥১০

সঙ্গবর্জ্জন।

শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিতেছেন,

"ততোদুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সাধুসঙ্গ করিলে তবে ভক্তি-মার্গে প্রবেশ সুগম হয়। যাহারা দুঃসঙ্গ তাহারা আপনাদিগকে সাধু বলিয়া জাহির করে; সুতরাং সরলচিত্ত ব্যক্তিগণকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। যে সকল নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের আদৌ বিষয়স্পৃহা নাই, জড়াভিমান নাই, যাঁহারা জাতিমদ, ধনমদ, বিদ্যামাদ, রূপমদ ত্যাগ করিয়া এবং ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি বাঞ্ছা দূরে পরিহার করিয়া কেবল হরিসেবাপর কার্য্যেই যত্নশীল. তাঁহারা যথার্থ সাধু। যাঁহারা গৃহস্থও ভক্ত হইতে পারেন এই বুঝাইয়া দিয়া গৃহস্থ হইতে পারেন না, ভাগবতোক্ত 'গৃহব্রত' বা 'গৃহমেধী হ'ন অর্থাৎ গৃহাভিন্ন গৃহিণীর মনোরঞ্জনই যাহাদের ধর্ম্ম, গৃহিণীর ও তাঁহার সম্পর্কে পুত্রকন্যা প্রভৃতির সেবাই, তাহাদের অলঙ্কার, ভূষা প্রভৃতি সরবরাহার্থেই যাহাদের অর্জ্জিত সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হয় আর প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য লোকদেখান কিছু কিছু মিছাভক্তির ভাণও করেন তাহাদিগকে সাধু বলিয়া আশ্রয় করিলে কি ফল হইবে? ওসব চাতুরী ত আমাদেরও থাকে, তবে ওদের সঙ্গ ধরিয়া আমাদের সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করা ছাড়া আর কি লাভ? কিন্তু এই চতুরতাই নির্ব্বুদ্ধিতার চরম। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই হরিভজনবিরত থাকে ও জগতে তাহাদের সংখ্যাই অধিক।

অনেক প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টই আদেশ দিয়াছেন—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

যে সকল লোকের কথা বলা হইল তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। যাহারা অবৈধ স্ত্রীতে আসক্ত সাধারণ লোকেই ত' তাহাদের ঘৃণা করে। কেবল তাহারা নহে, যাহারা স্ত্রৈণ, যাহারা অর্থার্জ্জন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভাগবতাদি পাঠ করেন ও সেই অর্থে ও শ্রোতৃগণের নিকটে প্রাপ্ত অলঙ্কারাদি দ্বারা কামিনীর প্রীতি সাধন ভিন্ন যাহাদের অন্য কৃত্য নাই। আহ্নিকৃত্য ও ঘণ্টাদি নাড়া তাহাদের কেবল ব্যবসায় বজায় রাখিবার জন্য, পা তুলিয়া চলা একাধিক বার স্নান, জলের বিচার প্রভৃতিই যাহাদের আচার যথার্থ অন্তরের আচারগুলিকে পদদলিত করিয়া ঐ সব বাহিরের অনুষ্ঠানগুলি আচার বলিয়া যাহারা নির্ব্বোধ লোকগুলির উপরআধিপত্য বিস্তার করে—তাহারাও স্ত্রী সঙ্গী। তাহাদের সঙ্গ করিলে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। তাহারা কৃষ্ণভক্তির ভাণ করিলেও তাহারা কৃষ্ণাভক্ত। আর যাহারা মায়াবাদ, সোঽহংবাদী. তাহারাও কৃষ্ণাভক্ত। আর যাহারা অষ্টসিদ্ধিকামনায় যোগসাধন করেন তাহারাও কৃষ্ণাভক্ত। এই সকলের সঙ্গ করিলে কখনও কৃষ্ণভক্তিলাভ হইতে পারে না। "কৃষ্ণ-ভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।"

ভবঘুরের উক্তি।

ভায়া হে, তোমরা দেখ্‌তে পাই নানা ভাবে গোঁসাই-গোবিন্দদের চক্ষুর শূল হয়ে দাঁড়িয়েছ। আবার কি একখানা বই তোমাদের মঠ থেকে বেরিয়েছে, তার নাম একটা মস্ত বড়, আমার মনে নেই, চল্‌তি নাম হ'ল "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব"। সেই বইতে নাকি প্রভুদের মূল ধরে টানাটানি আছে। ব্রাহ্মণকুলে জাত ব'লে তাঁদের যে সামাজিক মান মর্য্যাদা আছে, তা'তে নাকি তোমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যেই তাঁরা লোকের পারমার্থিক কর্ণধার হ'তে যা'বেন, অমনি শাস্ত্র প্রমাণ দেখিয়ে তাঁদের অনেকেই যে অযোগ্য এইটে বেশ করে দেখান হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা যে বংশানুক্রমে ব্যবসাটা চালিয়ে আস্‌ছেন, গোঁসাইবংশে আর শিষ্যবংশে যারা এখনও জন্মায়নি তাদের ভেতরও গুরুশিষ্য সম্বন্ধ পাকা হ'য়ে রইল, শিষ্যবংশ যেন তাঁদের সম্পত্তি, ভায়েভায়ে জমিজমা ঘটিবাটী ভাগের মত শিষ্য ভাগ হয়, শিষ্যসেবক তা'দের পৈতৃক সম্পত্তি; পুরাকালে রোমদেশে যেমন প্রভুবংশ আর ভৃত্যবংশ একতারে বাঁধা থাক্‌ত, ছাড়ান ছিড়েন নেই, সেই রকম—এই বিষয়ে তোমাদের যত আপত্তি। আমি বলি কি যে যা'র ছাগল সে লেজের দিকে কাটুক, তোমাদের অত মাথা ব্যথায় কি দরকার? তবে তোমাদের কথা এই যে, যাঁরা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্ম নিয়েছেন, তাঁদের কর্ত্তব্যই সত্যধর্ম্ম প্রচার আর আর মিছে ভণ্ডামি তাড়ান; যে সব নির্ব্বোধ লোক ঐ সব প্রভুদের বিষয়ের লিষ্টিভুক্ত হ'য়ে নিজেদের মহাপুরুষের আশ্রিত লোক মনে করে' নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্ম থেকে ছুটী কর্‌ছে, তাদের নাকি বোঝাতে হ'বে যে তাদের যথার্থ গোস্বামীর পথ লওয়া হ'চ্ছে না। উল্টাশ্রী হ'য়ে যাচ্ছে—এই ত, যথার্থ জীবে দয়া ধর্ম্ম, এই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে "পর উপকার"। কিন্তু আমি ঘুরে ফিরে যা খোঁজ পেয়েছি, তা'তে বুঝিছি যে, গোঁসাইরা ত' বটেই, ওঁদের চেলারাও ওঁদের বশে থেকে তোমাদের শত্রু মনে করে। মানুষের স্বভাবই এই, শুধু এদেশে নয়, সব জায়গায়। বিলেতে আগেকার চাকর কেনা বেচা হ'ত, মানুষগুল যেন গরুছাগল। সেই প্রথাটা যখন লোপ হয়, তখন চাকরগুল মুক্তি চায় না, বলেছিল আমরা বেশ আছি। এ এক নেশা, আফিমখেকো শালিখের মত, ছাড়াপেলেও খাঁচায় ঢোকে। তাই বলি যা'রা উপকার নিতে চায় না, তাদের জন্যে এত কেন? তবে ঐ যা'বল, ভাল ডাক্তার রোগী বিরক্ত হ'বে এই ভয়ে তিত ওষুধ না দিয়ে তার জন্য কি মিষ্টির পথ্য ব্যবস্থা করবে? কথা তাই বটে। সত্যকথা চাপা পড়াটাও ঠিক নয়। "সাচ্চা কহে ত মারে লাঠ্যা"—ও'ত আছেই, তা বলে সত্যইত বল্‌তে হ'বে।

আর তোমাদের ঐ বইয়ে নাকি প্রমাণ তুলে বেশ বুঝিয়ে দেওয়া আছে যে, গুরুগিরিটা বংশগত হ'তে পারেনা। গুপ্ত মহাশয় যদি কবিরাজী শিক্ষা না করে' থাকেন, তা'র কাছে কি কেউ নাড়ি দেখিয়ে জ্বর-রোগীকে চিকিৎসা করায়? এমন বোকা কে আছে? যে নিজে পরমার্থ বোঝে না, নিজে ভোগ নিয়ে ব্যস্ত, সে অপরের ভোগমুক্তির পথে কি সাহায্য কর্‌তে পারে? যিনি সত্যি সত্যি কৃষ্ণতত্ত্ব জানেন, তিনি যে সে কুলে জন্মান্ না কেন, তিনিই গুরু। গৌরাঙ্গদেব বুঝি এই আদেশ করেছেন। আবার শাস্ত্রের কথা ব্রাহ্মণই গুরু, তবে ব্রাহ্মণের কুলে জন্মাতে হ'বে এমন কথা নেই। আবার মহাপ্রভু নাকি আদেশ দিয়েছেন যে, লোককে কৃষ্ণ উপদেশ দিয়ে গুরু হ'য়ে দেশ উদ্ধার কর্‌তে হ'বে। তা'হলে গৌরভজনন কর্‌তে হ'লেই ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। তাই সেই সময়ের কিছু পরিবর্ত্তন সং-

স্কার এখনও অনেক জায়গায় দেখা যায়। তবে সে সব জায়গায়ও ঐ ব্যবস্থা কুলগত করে নিয়েছে। সেটী মহাপ্রভুর মত নয় আবার তাই হ'য়েছে। যে হরি ভজন কর্তে নামবে, তা'রই ব্রাহ্মণাচার, নইলে শিষ্য ভোগই যায় বৃত্তি সে যেমন আছে তেমনি থাক্। আর এ ব্রাহ্মণাচারের সঙ্গে ত' সামাজিক ক্রিয়ার সম্পর্কই নেই। ঐ যে সব বংশে সাবিত্র্য সংস্কার নিচ্চে তা'দের ব্রাহ্মণতা কেবল ধর্ম্মের জন্য, সমাজের তা'তে কোন ক্ষতি নেই, সমাজের ক্রিয়া সেই আগেকার মতই হয়। কিন্তু এই সব বিচার দেখে প্রভুরা সব ভয় পেয়ে গেছেন যে, তাঁদের একচেটে ব্যবসা বুঝি ক'মে যায়। নানা জায়গায় জোট পাকাচ্ছেন, অন্যান্য ব্রাহ্মণদের ডেকে জড় কর' "গেল, গেল, আমাদের সব গেল" এই রব ছাড়্ছেন। বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ ঐ বই দেখে হাস্তে হাস্তে চলে যাচ্ছেন, বল্ছেন এতে ব্রাহ্মণসমাজের কোনও ক্ষতি নেই, তবে ঐ ওদের ব্যবসায় ঘা পড়্তে পারে। আর যাঁদের বুদ্ধি একটু কম, তাঁরা সমাজে মানে না আপনি কর্ত্তা সেজে বল্ছেন তাই ত, এ ত ঠিক নয়, এ ত' ঠিক নয়। তবে বইয়ে যে সব কথা আছে সেও ত' শাস্ত্রের কথা, "এখন উপায় কি" এই বলে প্রভুদের সঙ্গে জুটে নিজেদের কাজ ক্ষতি করে' কি করা যায় এই চিন্তায় মাথা ঘামাচ্ছেন। আর প্রভুরা তাঁদের মাথায় হাত বুলিয়ে ঝগড়ার ভার তা'দের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা নিজেদের কাজ নাম বেচে পয়সা নিয়ে খোকার মাস্তুতো বোনের বিয়ের আইবুড় ভাতের গয়না গড়াতে সেক্‌রা বাড়ী হাঁটা হাঁটি কচ্ছেন। গোঁসাই প্রভুর সেক্‌রা বাড়ীতে খাতির কত, বারমেসে খদ্দের কিনা তায়াতে ঐ বামুন ঠাকুরদের দশা দেখে আমার সেই আমলের ছাগলের কথা মনে পড়ে গেল। সেই যে, যে গল্পে কুয়োর পড়ে' শিয়াল আর উঠ্তে পার্ছেনা, ভারি মুস্কিলে। ছাগল জল দেখতে এসে বুদ্ধি করে' তাকে ডেকে বল্তে লাগ্ল যে, এ কুয়োর জল ভারি মিষ্ট, আমার খেয়ে আর তৃপ্তি হ'চ্ছেনা, বিশ্বাস না হয় এস নেমে খেয়ে দেখ। ছাগল শুনে পাগল, মিষ্ট বলে খেতে যেই নামা, আর তা'র শিঙে পা দিয়ে শিয়াল মশাই উঠান। ছাগল হাবুডুবু খেতে লাগ্ল। আর ভাই কত বলি, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গল্প মনে পড়্ছে। এই ওই শিয়ালের গল্প। শিয়ালটা যে বনে থাকে, সে বনে একটা বাঘ আর একটা সিঙ্গি থাকে। শিয়ালটার বড় অসুবিধে। একদিন সে মংলব ঠাউরে বাঘের কাছে গিয়ে হাজির। গিয়ে খুব প্রণাম করে বল্লে "হুজুরে এক নালিশ আছে।" কি খবর! "না, আমি হরিণ তাড়া দিয়ে হুজুরের কাছে আন্‌ছিলুম, পথে থেকে সিঙ্গি মামা সেটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। আমি যাই বল্লুম যে, আমাদের হুজুরের জন্যে আমি এটাকে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি তা'কে খা'বে কেন? সে আমারদিকে চোখ রাঙিয়ে বল্লে, কি তোর এত বড় কথা! এখানে আবার হুজুর কে! আমিই বনের রাজা। আমি আর কি কর্‌ব, হুজুর। আপনার এমন সুন্দর চেহারা, এমন রং। আর সে হ'ল রাজা। এ আমি সইতে পারি না। সে কিনা হুজুরকে গালাগাল দেবে, আর আমরা হুজুরের প্রজা, তাই শুনে আসব। ওকে এ বন থেকে তাড়াতেই হবে। বাঘ শুনে চটে লাল। তা বৈকি আমার এমন সুন্দর রং, গড়ন। আর রাজা কিনা ঐ পেটরোগা, ঘাড়ে চুল সিঙ্গি। যাই এখনই ওকে তাড়াতে হবে। এই বলে বাঘ ত' কোথায় সিঙ্গি বলে গর্জ্জন করে উঠ্ল। শিয়াল বল্লে—আসুন, হুজুর, আমি এগিয়ে খবর দিয়ে আসি। বলে' সেত, সিঙ্গির কাছে গিয়েও ঐ নালিশ: হুজুর হ'লেন পশুরাজ, আর বাঘ কিনা বলে সে কেন রাজা হ'বে। সিঙ্গি শুনে বলে, "কি—এত বড় আস্পর্দ্ধা। কোথায় বাঘ। চ'ক্ষে দেখি একবার এই রকমে বাঘ শিঙ্গির লড়াই লাগ্ল। শিয়াল

তাব্‌ছে যেই জিতুক, আমি তা'রই লোক। তা'রই আশ্রয়ে খাব দাব থাক্‌ব। বাস। সিঙ্গিও আমার আপনার লোক নয়, বাঘও নয়। দুটো ময়েত আপদই যা'বে। একটা ময়লেও লাভ! কয়েকটী গোসাই ঐ শিয়ালের বুদ্ধিকে সম্বল করে'ছেন। শুন্‌তে পাই তোমাদের কাছেও যাওয়া আসা করেন, আমার একটু মোটা বুদ্ধি বামুনদেরও খ্যাপাতে থাকেন; তাঁরা কিন্তু নিজে মুখে বলেছেন, আমি সাক্ষী, যে তোমাদের এ বইয়ের আর জবাব নেই। আমার মনে হয় এ বই খানা প্রভুরা শিষ্যদের ছুঁতে নিষেধ করেছেন। "আচার ও আচার্য্যখানা হঠাৎ তাদের হাতে গিয়ে পড়েছিল, তা'তেই তারা জবাব দেওয়াবার জন্যে ব্যস্ত আর এই বই পড়লে ত' ধরে কথাই নেই। তোমরা কি এ বইখানির ভাল প্রচার কর্ত্তে পারনি। এমন হরিকথা, সব শাস্ত্র প্রমাণ, এখানিত' সকলের পড়া উচিত তা' যা' হয় কোরো। আমি এখন আসি। আজ অনেকক্ষণ এসেছি। ঢাকায় ত' উৎসব শেষ হ'য়ে গেলে। তা' হ'লে পরমহংস ঠাকুর, আর আর ভক্তরা সব কোথা? তারা বুঝি কোথা প্রচারে বেরিয়েছেন! তাঁদের চরণে আমার অগুনতি দণ্ডবৎ প্রণাম। তোমরাও নিও। আজ এই পর্য্যন্ত।

কলির সয়তান!!

কি প্রকাণ্ড ভণ্ড, শয়তান! যে পাতে খায়, সেই পাত ফোঁড়ে! খোল্ মোল্, ঢাকঢাক, একতারা ম্যাকতারা বাজিয়ে, হেসে নেচে কেঁদে লোক দেখিয়ে, বেড়ায় যে, সে তারই নামে পাগল; যে নাম প্রচার করে শিকার ধরে বেড়ায়, সেই নাম উচ্ছেদ করে পাষণ্ড নিজের নামে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চায়। কোনদিন দুতক পাঠকগণের ভাগবতপ্রচারপ্রসঙ্গ হ'তেছিল। অমুকের ভাগবত পড়া বড়ই মধুর, ইত্যাদি, "ভাগবত যে মধুর, সেটা চুলোয় গেল, 'প্রভুপাদ যে মধুর,' সেইটী আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলো, চারদিকে দালাল সব ছুটলো। ভাগবত ত চিরকালই মধুর সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'প্রভু পাদ যে মধুর,' সেই-টীই প্রয়োজনীয় বিষয়, নচেৎ তাঁর ভূতিটা জুটেনা; কামিনী কাঞ্চনের যোগাড় হয় না। অমন শুদ্ধ নির্ম্মল ধর্ম্ম প্রচার করে কামিনীকাঞ্চনের ব্যবস্থা-অর্থের বিনিময়ে পারমহংস্য ধর্ম্ম বিক্রয় না কর্‌লেও চল্‌তে পারে, জীবিকার্জ্জনের অন্যান্য উপায়ও ত আছে। সেই সকল সত্যানৃতবৃত্তি অবলম্বন করলেও ত ইহাদের বেশ চল্‌তে পারে। তাহা না করে'ই সত্য ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, অসত্যের প্রতিষ্ঠা, পূজা বা উদরপূর্ত্তি করাটা এইরূপ সহজ ও সরল ভাবে করা চাই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, টাকা পয়সা রোজগার এক কথা, আর "শুকের কথা" দুটো কপচায়ে যদি দেহের মনের আরামটা বজায় রেখে, টাকা কড়ি এসে পায় লুটিয়ে পড়ে, সে এক মজার উপায়। এই দ্বিতীয় রকমের উপায়টা 'ধর্ম্মের নামে পাগল' এই ভারতবর্ষেই সহজে হ'য়ে যায়। পরের ধনে পোদ্দারি শয়তান যেমন কর্‌তে পারে, তেমন ত আর কেউ নয় ঈশ্বরের জগৎ ঈশ্বরের বিভূতি, ঈশ্বরের জীব, তাই নিয়ে শয়তানের খেলা। এ জগতে শয়তানের ত কিছুই নাই। যদিও কিছু থেকে থাকে সেটাও তার পাপটা, আলোকের অপর পৃষ্ঠ অন্ধকারটা, স্বর্গের অপর পৃষ্ঠ নরকটা, এই সকলের মালিকই শয়তান। শয়তানের রাজত্ব সব negative এর উপর—Positive তার কিছুই নাই। যা' কিছু দেখতে পাই, সব negative (অসতের) উপর প্রতিষ্ঠিত, যা'র অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বরের বিভূতি এবং স্বয়ং ঈশ্বর দুইই সৎ, ইহার অস্তিত্ব আছে, শয়তান অসৎ, সে এই সৎ বস্তু। ঐশ্বরিক বিভূতির অধিকার কি করে পেল, সেইটী ভাবিবার কথা। জীবের উপর এত প্রভুত্ব

তার কি করে এল! ইহার উত্তর এখনও আমরা খুঁজে পাই নাই। এই শয়তানের প্রভুত্ব লোপ করবার জন্যই, জীবের সংগ্রাম। সহস্র চেষ্টা করেও সে আজ পর্য্যন্ত শয়তানের হাত হতে ছুটি পেল না, একটা জীব সেই শয়তানের হাতছাড়া হয়ে যায়, অমনি শয়তান আর একটাকে ধরে, The Devil can quote scriptures" এখানেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, শয়তান ভাগবত শাস্ত্র আলাপ ক'রে বেড়ায়। জগৎজোড়া এক সার্ব্বভৌম উদার সহজীয়া ধর্ম্মের ভাব প্রচার করে। তার মতে স্ত্রীজাতি এই উদার ধর্ম্মের বিশেষ অধিকারিণী। সব স্ত্রী নয়; বৃদ্ধাগুলি, শয়তানের এই ভৈরবীচক্র হইতে বহিষ্কৃতা, ষোড়শী যুবতী, কুমারী হলে ত কথাই নাই...বিধবা হলেই বিশেষ অধিকারের যোগ্যা। নিঃসন্তান যদি হয়, তাহলে সোণায় সোহাগা। ব্রজগোপীর ভাগ্যও এই অবীরা বিধবা যুবতীর সহিত তুলনা হতে পারে না। ইহার উপর বিধবার যদি কিছু সম্পত্তি থাকে, তা'হলে ত আর কথাই নাই, এইরূপ শীকার যদি শয়তানের জীবনে দুই চারটা টোপ খায়, তা হলেই শয়তানের মিশন সফল হল। অনেক শয়তানের তা' হয়েও যাচ্ছে, পরম পবিত্র ভাগবত ধর্ম্ম এবং তাঁর নির্ম্মল নামের ধূয়া টেনে শয়তানের দল নির্ব্বিঘ্নে মনুষ্য সমাজে বিচরণ কর্‌ছে। এই পারমহংস্য ধর্ম্ম প্রচারের সহিত যে শয়তানের কখনও কোনও সম্বন্ধ হতে পারে না, তাহা ভাগবতধর্ম্মভজনকারী হরিজনগণ মাত্রই স্বীকার করেন। কোথায় নির্ম্মল শুদ্ধ হরিগুণ গান? আর কোথায় শয়তানের ব্যাসাসনে বসে সেই কথার চর্ব্বিতচর্ব্বণ। কোথায় আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গর্ভস্থযোগী জীবন্মুক্ত মহাভাগবত শুক—যাঁর মুখ হতে গলিত অমৃতফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত! আর কোথায় মতলববাজ শয়তান সেই গ্রন্থ সম্মুখে করে ব্যাসাসনে উপবিষ্ট এবং গৃহস্থের সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনে ব্যস্ত। মুহূর্ত্তের তরেও সে ভীত হয় না। পারমহংস্যধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত সে কখনই নহে। যতক্ষণ তার ভেতরে মতলব আছে, ততক্ষণ সে ঐ ভাগবত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বাইরে এবং তাহার ঐ ধর্ম্ম-প্রচার প্রচেষ্টায় সমাজে অমঙ্গল বই, মঙ্গল কখনও হতে পারে না। অপরাধশূন্য হয়ে হরি গুণগান কর্‌তে হয়। নিরপরাধের মুখে হরি কথা জগৎ পবিত্র করে। যতক্ষণ অপরাধ আছে, ততক্ষণ তার প্রচারের কোনও অধিকার নাই। প্রচার কর্‌তে বসলেও, পলকে পলকে তার আভ্যন্তরীণ পাপস্মৃতি মনে ঠেলে উঠে, ঐ কথার বাধা জন্মিয়ে দেয়। কাচ নির্ম্মল না হলে, যেমন আলোক তার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট প্রকাশিত হয় না, সেই রূপ দেহ, মন বুদ্ধি শুদ্ধ না হলে, হরি কথার নির্ম্মল জ্যোতি উপদেষ্টার মুখ দিয়ে কখনও ফুটে বেরোয় না; আমরা অনেক বিখ্যাত পাঠককে পাঠ করবার সময় বলতে শুনেছি, আমাদের মত পাষণ্ডের কি কখনও হরিপ্রেম হয়, ইত্যাদি ভণিতার কথায় এই মনে হয়েছে, উহা শুদ্ধ বিনয় নহে, উহা অন্তঃস্থ অভদ্র ভাবের স্ফুরণ। হরি-কথাপ্রসঙ্গে ঐ অন্তঃস্থ অভদ্র ভাব বাহির হ'য়ে যায় তখন শয়তান আর শয়তানকী চেপে রাখতে পারে না, আত্মপ্রকাশ করে ফেলে। তবু সমাজ তাকে চিন্‌তে পারে না। প্রাকৃত জন শয়তানের বুদ্ধির কাছে সদাই পরাভূত। হরিজন যারা, তাঁরা শয়তা-নের কাছ হতে দূরে সরে পড়েন।

("শ্রীকৃষ্ণ" হইতে উদ্ধৃত)

১ম খণ্ড শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩২৯

চ্যুতগোত্র।

'গোত্র' শব্দে আমরা ইহাই বুঝি যাহা পূর্ব্ব-পুরুষকে ব্যক্ত করে। 'গু'ধাতুর অর্থ শব্দ করা। ঊর্দ্ধতন পুরুষ হইতে অধস্তন পুরুষ আবির্ভূত হন। এই পুরুষ-পারম্পর্য্য দুই প্রকার প্রণালীমতে সিদ্ধ হয়। স্থূল শরীর লাভ করিতে হইলে পৃথিবীতে শৌক্রপদ্ধতিক্রমে পুরুষ-সকল ক্রমশঃ উৎপন্ন হ'ন। স্থূল শরীরের উৎপত্তির কারণ-রূপ জনক ও ক্ষেত্ররূপা প্রকৃতি বা জননী। এই ধারাকেই গোত্র বলে। মনু লিখিয়াছেন—"মাতুরগ্রেঽধিজননং" অর্থাৎ শৌক্র শরীর লাভের ইহাই পদ্ধতি বা প্রণালী। শৌক্র শরীর লাভ করিবার পর মানবগণের দ্বিতীয় জন্ম হয়। তাহাই মনুর বাক্যানুসারে মৌঞ্জিবন্ধনরূপ বিজন্ম। এই দ্বিতীয় জন্মকে চ্যুতগোত্র বলে না। আচার্য্য পিতা গায়ত্রী মাতা গমনকারী পুত্রের কীর্ত্তন যোগ্য বেদপাঠই শব্দান্তর প্রদান করেন, পরে বেদপাঠ সমাপ্তিকালে যজ্ঞাধিকাররূপ তৃতীয় জন্মে গুরুই পিতা ও দীক্ষাবিধিই মাতা হইয়া অচ্যুত-গোত্রের আবাহন করেন। আম্নায়পারম্পর্য্যই ইহার বংশ প্রণালী।

চ্যুতগোত্রীয়গণকে ঋষিকুল বা ব্রহ্মকুল বলা হয়। পৃথুরাজার রাজ্যকালে তিনি এই ঋষিকুল এবং অচ্যুতগোত্রীয়গণকে কোন প্রকার আদেশ করিতেন না বা তাঁহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিতেন না। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণসমূহ কোন দিনই ভাগবতগণকে ও ব্রাহ্মণদিগকে নিজাপেক্ষা অবরজ্ঞান করিতেন না। যাবতীয় অচ্যুতগোত্রীয় পরিচয়ের পূর্ব্বে প্রত্যেকেরই চ্যুতগোত্র আছে অর্থাৎ চ্যুতগোত্রাভিমান পরিহার-পূর্ব্বক গুরুর দাস পরিচয়ই অচ্যুতগোত্রাভিমান বা চ্যুতগোত্রের পরিণতি।

হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে যে, বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে সত্ত্ব গুণের প্রকাশ ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজোমিশ্র গুণের প্রকাশ ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণের প্রকাশ

বৈশ্য ও তমোগুণের প্রকাশ শূদ্রবর্ণ চতুষ্টয়াত্মক গুণ-পরিচয়ে বিভক্ত হইবার উদ্দেশে বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল। 'সৃষ্ট হইয়াছিল' এই শাস্ত্রোক্তি দ্বারা ভবিষ্যৎকালে যে সকল ব্যক্তি তাদৃশ গুণসম্পন্ন হইবেন ও তত্তৎবর্ণে বিভক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের সেই সেই কার্য্যটী ভূতকালে সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ নয়। যদি 'সৃষ্ট হইয়াছিল' পদটী ভবার্বর্ণাভিমানীর প্রতিষেধক হইত তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্রকার মনু এই শ্লোকটী তদীয় সংহিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া শৌক্রপদ্ধতিকে বা চ্যুতগোত্রকে বিপন্ন করিতেন না। দ্বিতীয় অধ্যায় ভার্গবীয় মনুসংহিতা হইতে এস্থলে সেই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

অর্থাৎ যে সংস্কৃতদ্বিজ বেদপাঠ পরিহার পূর্ব্বক অন্য বৃত্তি অবলম্বনরূপ শ্রম করেন, তিনি স্বয়ং জীবদ্দশায় উপনয়নাদি সংস্কার বিশিষ্ট হইলেও ভাবিকালে পুত্রগণের সহিত শূদ্রতা লাভ করেন।

ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের মুকুন্দবাবু 'ঢাকা প্রকাশ' নামক সংবাদ-পত্রের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন আবার ঐ সভার জ্ঞানবাবু ও বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নে বিমুখ হইয়া ব্যবহারিক জগতে শ্রমনিপুণ, সুতরাং আমাদের আশঙ্কা হয়, এই মনূক্ত শ্লোকগুলি তাঁহাদের ভাবী সন্তানগণকে শৌক্র-পদ্ধতিতে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণকার্য্যে অর্গলস্বরূপ বাধা দিতেছে। এই সভার সদস্যবর্গের ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষগণ বোধ করি বেদাধ্যয়ন ব্যতীত অন্য প্রকার শ্রমকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না বলিয়াই তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে সম্প্রতি চ্যুতগোত্রীয় ব্রহ্মকুলের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছেন, আর পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার কথক রাধাবিনোদ ও পাঠক প্রাণগোপাল প্রভৃতি মহাশয়গণও বোধকরি ধর্ম্মশাস্ত্রকার অত্রি-লিখিত 'ব্রাহ্মণাপসদ' সংজ্ঞার বা 'পংক্তিদূষকে'র কোন কার্য্যই করেন না। এই সকল মহাত্মা শৌক্রপদ্ধতি অনুসারে আপনাদিগকে প্রশংসিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট আপনাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন দশসংস্কারবিশিষ্ট বেদপাঠীর অধস্তন জানাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মা হইতে ইঁহাদের পিতৃপুরুষ সমূহের নাম, অসবর্ণ বিবাহের প্রতিষেধক প্রমাণ, তাঁহাদের কেবল বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনা বৃত্তিতে অবস্থিতি প্রমাণ প্রভৃতি জানিতে পারিব আশা করিতেছি। এই সকল জানিতে না পারিলে আমরা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অজগরমোক্ষ অনুপর্ব্বাধ্যায় লিখিত বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার পথকেই শাস্ত্রীয় বর্ণনির্ণয়ের সুগম পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিব।

সৎসংসর্গ।

লৌকিক নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" অর্থাৎ সংসর্গ হইতে দোষ, আবার সংসর্গ হইতেই গুণ জন্মে। যে সংসর্গ হইতে দোষ জন্মে, তাহাকে অসৎ সংসর্গ এবং যাহা হইতে গুণ জন্মে, তাহাকে সৎ সংসর্গ বলে। সুতরাং সংসর্গ দুই প্রকার সৎ ও অসৎ। এই জড় জগতে যেমন পদার্থ মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে, অন্তর্জগতে ও অর্থাৎ অন্তঃকরণে অন্তঃকরণে এবং প্রকৃতিতে প্রকৃতিতে ও সেই প্রকার আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে। আমি অপরের প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতেছি, অপরে আমার প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতেছে। যে সকল ব্যক্তির সহিত আমার সহবাস, তাহাদের প্রকৃতির দোষ গুণ আমি গ্রহণ করিতেছি, তাহারা ও আমার প্রকৃতির দোষ গুণ গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ আদান

প্রদান সংসারে চলিতেছে। এই আদান প্রদান করিতে করিতে ভগবৎ কৃপায় কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সাধুসঙ্গ প্রভাবে চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ করিয়া এই দুস্তর ভব সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতেছেন। আবার কেহ কেহ এই আদান প্রদানের দোষে কুসঙ্গক্রমে একেবারে উৎসন্ন যাইতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণভজনে বিমুখ হইয়া চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পথে অগ্রসর হইতেছে। তাই শাস্ত্র বলেন যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১স্ক ২৬অঃ ২৬ শ্লোক।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন, সাধুগণ সাধু উপদেশ দ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল বাসনাবন্ধন ছেদন করিবেন।

'সাধু'র লক্ষণ যথা—

"নির্ব্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে॥"

এইসব গৌণলক্ষণযুক্ত হইয়া যিনি মুখ্যভাবে সত্য বস্তু শ্রীভগবানের শ্রীচরণ কমলে শরণ লইয়াছেন তিনিই প্রকৃত সাধু। অতএব সাধুশব্দে একমাত্র শ্রীভগবানের ভক্তকেই বুঝায়, কারণ যাঁহার ভগবানে ভক্তি আছে, তাঁহাতে সমস্ত সদ্গুণ বর্ত্তমান আছে, জগতের কোনও অসদ্গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ৫স্ক ১৮অ ১২ শ্লোকে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহার কেবলাভক্তি বিদ্যমান, সকল গুণের সহিত দেবতাগণ তাঁহাতে সম্যক্ভাবে বাস করেন; শ্রীহরির প্রতি ভক্তিহীন জনের মহদ্গুণ কিরূপে সম্ভবে, সে মনোরথ দ্বারা সর্ব্বদা বহির্বিষয়ে অর্থাৎ বিষয়-সুখে ধাবমান॥

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন॥
কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্যসার সম।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিতষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥

[চৈ; চ; ২২পার]

এই সকলের মধ্যে 'কৃষ্ণৈক শরণ'ই মুখ্য সাধুলক্ষণ, অন্যান্যগুলি সব গৌণ লক্ষণ।

অতএব সাধুসঙ্গ বলিলে বৈষ্ণব-সঙ্গই বুঝায়। আবার বৈষ্ণব বলিলে জানিতে হইবে যে যিনি আপনাকে নিত্য কৃষ্ণদাস বুঝিয়া সর্ব্বদা একমাত্র নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন, জ্ঞান ও কর্ম্মে আবৃত হয়েন না, সেই ভক্তিমান ব্যক্তিকেই বৈষ্ণব কহে। তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অনুকূল অনুশীলনকে সামান্যতঃ ভক্তি কহে, এই অনুশীলন জ্ঞান এবং কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত এবং স্পৃহাশূন্য হইলেই উত্তমাভক্তি বলা যায়।

তথাহি পাদ্মে—

হরিনামপরো যস্তু বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ লাভকরতঃ তাঁহার সেবা করাই চরম কল্যাণ। আবার সাধুসঙ্গ ব্যতীত যখন কৃষ্ণসেবা লাভের অন্য কোনও

সুযোগ নাই, তখন সাধুসঙ্গই অর্থাৎ বৈষ্ণব-সঙ্গই একমাত্র কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে আছে—

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥"
(চৈঃ চঃ)

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
([illegible])

ভারতীয়।

উত্তরবঙ্গে বন্যা ঃ—সকল কষ্টেরই একটী দিক আছে। এই বন্যা দেশের যে ভীষণতম সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ইহার ফলে দেশে এক জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বারবিলাসিনীগণও বিলাস ত্যাগ করিয়া দল বাঁধিয়া করুণ গীতে দশদিক্ মুখরিত করিতে করিতে লোকের চিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক প্রচুর ভিক্ষা সংগ্রহ করতঃ সাহায্যভাণ্ডারে প্রেরণ করিতেছে। ইহারা স্ব স্ব দুরাচার ত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবন যাপনপূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তায় সত্য সত্য রত হইয়া আত্মসুখভোগে জলাঞ্জলি দিবে, এমন দিন কি আসিবে না?

উত্তর-বঙ্গের বন্যায় বেঙ্গল রিলিফ কমিটী :—এ পর্য্যন্ত বেঙ্গল রিলিফ কমিটী বন্যা সাহায্যবিষয়ে দেশবাসীর যথেষ্ট সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছেন। এই বিপদে বাঙ্গালা, বাহিরের অন্যান্য প্রদেশ সমূহেরও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছে। বড়, ছোট সকল সহরই এ সময়ে সাহায্য করিতে দ্বিধা বা সঙ্কোচ করিতেছে না। কমিটী আশা করেন যে, সকল সময়েই এই প্রকার সাহায্য পাইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন না। কলিকাতার বিভিন্ন নারী সমিতিগুলি যথেষ্ট সাহায্য দান করিতেছেন।

কলিকাতার বাহিরের দান :—মফঃস্বলের বহু স্থান হইতে গতকল্য যথেষ্ট টাকা আসিয়াছে।

ইহা ব্যতীত কলিকাতার বিভিন্ন সেবা-সমিতি, নারী-সমিতি প্রভৃতিও সাহায্য প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গতকল্য পর্য্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

ম্যাডোনেল্ড কোং :—ম্যাডোনেল্ড কোম্পানী বন্যা-সাহায্য সমিতিকে পূর্ব্বেই অনেক টাকা দিয়াছেন উহার পর আরও ১০০০০৲ দিয়াছেন।

সৈয়দ মজিদ বক্সের আবেদন :—বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটির সম্পাদক সৈয়দ মজিদ বক্স বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায় ও বিভিন্ন খেলাফৎ কমিটিগুলির নিকট একটি আবেদন করিয়াছেন যে উত্তর বঙ্গের বন্যার ফলে বন্যাপ্লাবিত স্থানে প্রায় ৩০০০ মসজিদ বিনষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক মুসলমানেরই ঐ সকল মসজিদ পুনর্নির্ম্মাণ বিষয়ে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। বন্যাপীড়িত স্থানের অধিবাসিগণ অধিকাংশই মুসলমান বলিয়া মজিদ বকস সাহেব এ বিষয়ে সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

দেশবন্ধু ঃ—গত শনিবার তিনি সস্ত্রীক অমরাবতীতে পৌঁছিয়াছেন।

দেশবন্ধুর মনোভাব :—এতদিন পরে দেশবন্ধু কাল খোলাখুলিভাবে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। অমরাবতীতে মিঃ কেলকার প্রমুখ নেতাগণের সহিত তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি অসহযোগনীতির সমর্থন করেন, তবে কংগ্রেসের কার্য্য ধারার পরিবর্ত্তন করা তাঁহার অভিপ্রেত। অসহযোগীদিগের কাউন্সিলে প্রবেশ করাও তাঁহার মতে দরকার।

অমৃতসরে পণ্ডিত নেহেরু :—পণ্ডিত নেহেরু অমৃতসহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে একটী সভায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে দেশবাসী কংগ্রেস প্রবর্ত্তিত গঠন মূলক কার্য্য আদৌ করিতেছেন না। এক কোটি সভ্যের স্থলে কংগ্রেস কেবল মাত্র ২০ লক্ষ সভ্য নাম লিখাইয়াছেন। অস্পৃশ্যতা-দোষ-পরিহারের বিষয়ে দেশ এখনও সেরূপ অগ্রসর হয় নাই। দেশবাসী নিজেরা কোন কার্য্য করিতেছে না। কেবল তাহারা নেতাগণের প্রতি দোষারোপ করে। পণ্ডিতজী আগামী নির্ব্বাচনের সময় দেশবাসিগণকে ভোট দিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন যে, কংগ্রেস এক নূতন পথে চলিতেছে। তাঁহাদের সাফল্য ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত।

আলীভাই দিবস ঃ—২রা নবেম্বর আলীভাই পুণ্যাহে বহুস্থানে জনসভা ও জাতীয় অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে।

খদ্দর-প্রচার-সম্প্রদায় :—নবেম্বর মাসের "হাট ও মেলা" ১৮ই নবেম্বর (২রা অগ্রহায়ণ) তারিখে ৬৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট; ৺নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসু মহাশয়দের বাটীতে খোলা হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণকে মেলায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিবার বাসনায় উদ্বোধনের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইল।

ব্রহ্মদেশে বেশ্যা ঃ—ব্রহ্মদেশ হইতে বেশ্যাবৃত্তিকে উঠাইয়া দিবার জন্য খুব যত্ন হইতেছে। ইতিমধ্যে রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যালিটী সহরের জাপানী বেশ্যাদিগকে তাড়াইয়াছেন। এ দেশে ওরূপ ব্যবস্থা করিতে আপত্তি কি? তাহাতে পাপের স্রোত ক্রমে কমিতে পারে।

দলবাহাদুর গিরি ঃ—দার্জ্জিলিঙ্গে আঙ্গোরা তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার অপরাধে ও তিনি কোন কাজকর্ম্ম না করিয়া কিরূপে সংসার চালান এই অভিযোগে এই গুর্খা-নেতা গ্রেপ্তার হ'ন। তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। একশত টাকার জামিন বা এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইলে তিনি কারাবাসই বরণ করিয়া লইয়াছেন।

বাঙ্গালা মজলিসের নূতন সভাপতি :—বাঙ্গালার ব্যবস্থা মজলিশের নূতন সভাপতি মিঃ কটন সস্ত্রীক কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

গুরু-কা-বাগ ঃ—ব্যাপার বেশ জোর চলিতেছে। দলে দলে আকালীগণ গ্রেপ্তার হইতেছে। গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৪০০০ ছাড়াইয়া গিয়াছে। "সৎশ্রী আকাল" ধ্বনি করা অপরাধে অনেকের কারাদণ্ড হইয়াছে।

ভীম ভবানী ঃ—বঙ্গবীর ভবেন্দ্র আর ইহজগতে নাই। বর্ত্তমানে তিনি আগাসীর সার্কাসে ছিলেন। গত সপ্তাহের রবিবারে তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হ'ন। চারিদিন পরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি অকালে পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন।

পাইকপাড়া রাজ ঃ—দেশ-সেবী রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ গত সপ্তাহের বুধবারে হৃদ্‌রোগাক্রান্ত হইয়া গত রবিবার ২৪ বৎসর বয়সে অনেক আত্মীয়কে শোকমগ্ন করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। কালে তিনি একজন দেশনায়ক হইবেন, এরূপ আশা করা গিয়াছিল।

কৃষ্ণনগরে "উল্কা" :—শুনিলাম এই নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক বাহির হইতে যাইতেছে! নামটী মনে হয় "ধূমকেতু"র অনুকরণ।

সম্মান :—এলাহাবাদ এডুকেশন ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত বার্ণ সাহেব কলিকাতার শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বসু বিদ্যারত্নকে তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চার পুরস্কারস্বরূপ পি, এচ, ডি, উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

মুরগী প্রণয় ঃ—আমরা পূর্ব্বে একবার জানাইয়াছি যে মুরগী গাদাগাদি করিয়া ঝাঁকায় লওয়াতে একশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইয়াছে। ইহাতে সহযোগিনী আনন্দবাজার পত্রিকা বলিতেছেন, "কর্ত্তাদের দয়ার অন্ত পাওয়া ভার! একদিন বাদে যে মুরগী পেটে যাবে, তার কষ্ট সহ্য হ'চ্ছে না, আর মানুষগুলোকে ট্রেণে যে মুরগী-বোঝাই ক'রে চালান দেওয়া হচ্ছে, সেদিকে কোনো হুঁসই নাই! ডাক, প্যাসেঞ্জার, লোকাল, যে গাড়ীই দেখ না কেন, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অবস্থা ঝাঁকা-বোঝাই মুরগীদের চেয়ে কোনো অংশেই ভাল নয়। মুরগীরা তবু চেঁচিয়ে আপত্তি জানায়, কিন্তু এরা তাও জানাতে পারে না। যেমন পশুরক্ষিণী সভা আছে, তেমনি একটা যাত্রী-রক্ষিণী সভা করলে হয় না?"

ধূমকেতুর প্রকাশক গ্রেপ্তার

অর্দ্ধসাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্র "ধূমকেতুর" অফিসে পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া গিয়াছে। আফজল হক এই সংবাদ পত্রের মুদ্রাকর ও প্রকাশক। কলেজস্কোয়ারে আফজল হকের মোসলেম পাবলিশিং হাউস নামক একটী পুস্তকের দোকান আছে। এই দোকানটী এবং তাঁহাদের মেসটিও না কি খানাতল্লাস হইয়াছে। পুলিশ কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। কল্যই আদালতে মিঃ সুইনহোর এজলাসে আফজলকে পুলিশ উপস্থিত করে। প্রকাশ যে "আনন্দময়ীর আগমন" এবং "বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ" নামক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করায় পুলিশ রাজদ্রোহের অপরাধে আফজলকে অভিযুক্ত করিয়াছে। আসামীকে জামিনে খালাস দিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তাহা মঞ্জুর হয় নাই। আফজলকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

বৈদেশিক।

কনষ্টাণ্টিনোপলের সংবাদ খুবই ভয়াবহ। যে ভাবের সংবাদ আসিতেছে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই একটা বিপ্লবের খুবই সম্ভাবনা। সংবাদ সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে যে, কনষ্টাণ্টিনোপলে দ্বিবিধ শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। আঙ্গোরার প্রতিনিধি কনষ্টাণ্টিনোপলের নবনিযুক্ত শাসনকর্ত্তা জেনারেল রেফাত পাশা নাকি সুলতানকে বলিয়াছেন, আঙ্গোরার এই আদেশের পর সুলতানের কোনও মন্ত্রী (বিশেষতঃ বৈদেশিক ও সামরিক) যদি স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে দাণ্ডিত হইবেন। সুলতানকে পূর্ব্বে সিংহাসনচ্যুতির নোটীশ দেওয়া হইয়াছে, প্রধান উজীরের পদও উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুলতান কিন্তু আঙ্গোরার আদেশ মানিতে চাহেন না, তিনি নাকি ভারতে আসিতে চাহিয়াছেন।

খলিফার ভারতবর্ষে আগমন সুলতান খলিফার পদ পরিত্যাগে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং ভারতবর্ষে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

তুরস্ক রাজনীতি :—কামালপাশা সাধারণ তন্ত্র ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন, সুলতানের আর আবশ্যকতা নাই। এদিকে আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্ট সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে। কারাবেকিয়া পাশা কনষ্টাণ্টিনোপলের শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরিত হইয়াছেন।

আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্ট আইনজারি করিয়াছে যে ১৯২০ অব্দের পর হইতে ও ভবিষ্যতের জন্য আঙ্গোরার ন্যাসানাল এসেম্ব্লির উপরই গবর্ণমেণ্টের ভার পড়িয়াছে। আর কোন গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করা হইবে না। সুলতানের ন্যায় কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রভুত্ব মানা হইবে না।

সুলতান পরিবার হইতেই এসেম্ব্লি উপযুক্ত লোককে খলিফা নির্ব্বাচন করিবেন। তাঁহার হাতে কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিবে না। এই সিদ্ধান্তে কনষ্টাণ্টিনোপলের, রক্ষণশীল দল বলেন ইহাতে মুসলমান জগতে খিলাফতের মর্য্যাদা নষ্ট হইবে। আঙ্গোরার উপদেশানুযায়ী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছে।

ব্রিটিশের সহিত তুর্কের সংঘর্ষ :—সংবাদ আসিয়াছে যে কনষ্টাণ্টিনোপলের উপকণ্ঠ গালাটা নামক স্থানে ব্রিটিশ ও তুর্কে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে গুলি চলিয়াছে আরও প্রকাশ যে এই ঘটনায় অনেকগুলি লোক হতাহত হইয়াছে এবং একজন ব্রিটিশ প্রজা প্রাণ হারাইয়াছে।

লসেন শান্তিসভা :—কনষ্টাণ্টিনোপল গবর্ণমেণ্ট, সভায় কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন না এই সংবাদ প্রধান উজীর হাই কমিশনারগণকে জানাইয়াছেন। ইতালি ও তুরস্কে গোলোযোগের জন্য শান্তিসভা বসিতে বোধ হয় এক সপ্তাহ বিলম্ব ঘটিবে।

জামালপাশার হত্যাকারী ধৃত সংবাদ যে, জামালপাশাকে হত্যা করার অপরাধে তিফলিসের পুলিস লালাবর্ণ ও মারুয়ান নামক দুই জন আরমেনিয়ানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহারা গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিল। আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্ট ও বলশেভিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ইহাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

আগা খাঁর অভিমত—আগা খাঁ নাকি "ডেলি এক্সপ্রেস" পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন—ভারতের প্রতিবাদের কোনও মূল্য নাই। তাঁহার বিশ্বাস, প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য ভারত একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। খিলাফতের নূতন গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য সম্ভবতঃ মুসলমানগণের একটী সাধারণ সভা আহ্বান করা হইবে। পূর্ব্বকার নিয়মপ্রণালী যুদ্ধের পর হইতেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমীর আলীর মত:—আমীর আলী "টাইমস্" পত্রিকায় একখানা চিঠি লিখিয়াছেন। তুর্কী-রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র ও যথেচ্ছাচারের অবসান করাতে নব্য তুর্কীকে দোষ দেওয়া যায় না। তাহা ছাড়া খলিফাকে যে জনমতের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে হইবে, ইহাও আইনের পূর্ব্বরীতির বিরুদ্ধ নয়। তিনি বলেন, সুলতানের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিবে কিনা এবিষয়ের আলোচনা উত্তেজনার কোনও প্রয়োজন নাই।

আইরিশ সাধারণ তন্ত্রী মহিলা মেরী ম্যাক্‌সুইনীকে ফ্রীষ্টেট্ সৈন্যদল ডবলিনে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মাননীয় শাস্ত্রী মহোদয়:—তিনি বিগত শনিবার লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া গত কল্য মার্সেলিতে জাহাজে উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষে ২৪শে নবেম্বর পৌঁছিবেন এইরূপ আশা করা যায়।

ডাবলিনে আবার সংঘর্ষ:—লণ্ডনের ৮ই তারিখের খবরে প্রকাশ, ডাবলিন সহরে গণতন্ত্রী ও জাতীয় দলের মধ্যে দুই ঘণ্টা ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সংঘর্ষে ৫ জন নিহত ও ৪০ জন আহত হইয়াছে।

ডি ভেলেরা ও তাঁহার সহকর্ম্মী অষ্টিন ষ্টাক্ আর একখানি ঘোষণাপত্রে বলিয়াছেন, অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট বিধিসঙ্গতরূপে গঠিত নয়। তাঁহারা অন্যায় ভাবে শাসন পরিষৎ দখল করিয়া ফেলিয়াছেন। এই বে-আইনীদল গণতন্ত্রের বিনা আদেশেই সমগ্র জাতির নামে কাজ করিতেছে। তাঁহারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া দিতেছেন যে, অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টকে নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিলাতে নির্ব্বাচন:—নূতন পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন কাণ্ড লইয়া বিলাতে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। কনজারভেটিভ ও ন্যাশানাল লিবারাল দলের মধ্যে গোলযোগ চলিতেছে।

ইটালীর মন্ত্রী:—পাঠকগণ অবগত আছেন যে সিনর ম্যাসলিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। সিনর ফ্যাক্টা পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মিঃ ম্যাসলিনি তাঁহাকে পদত্যাগ পত্র উঠাইয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নরমাত্রাধিকার।

জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি। ভক্তি ব্যতীত জীবাত্মার অন্য কোন বৃত্তি নাই। জীবাত্মায় যে সচ্চিদানন্দ শক্তি-বিচিত্রতা তটস্থভাবে নিত্য পরিলক্ষিত হয় সেই পরিচয়ে ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতি সেই ভক্তি বা সেবা করিয়া থাকেন। পরমাত্মভক্তি নিত্য। ভজনীয় ভগবান্ নিত্য, জীবাত্মা ভক্ত নিত্য। অনাত্মবৃত্তিতে ভক্তি মিশ্রভাবাপন্না হন। ভক্তি ব্যতীত আর দুই প্রকার বৃত্তি আত্মায় আরোপিত হইতে দেখা যায়। তাহা অচিৎপ্রতীতিমূলক স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির বৃত্তিমাত্র। সূক্ষ্ম উপাধিতে নিরস্ত-কল্প-জ্ঞানের চেষ্টা লক্ষিত হয়। তাহাই ব্রহ্মজ্ঞানে লীন হইলে জ্ঞাতার জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ক ধারণা বিলুপ্ত হয়। এজন্য উপাধিদ্বয়ের ভোগ বা উপাধিদ্বয়ের বিনাশরূপ ত্যাগে ভক্তি নাই। সৃষ্টির বিভিন্ন বিচিত্রতায় নানাপ্রকার জীব নানা বেশে উপস্থিত হইলেও মানবের অপরাপর জীব হইতে একটু স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয়। সেই স্বতন্ত্রতাটী অন্য কিছুই নহে, আত্মোপলব্ধির জন্য ভক্তিমূলা বৃত্তি। ভক্তিমূলা বৃত্তি নিরুপাধিকা। তাহা অভ্যাগত মাত্র নহে। মানবেরই ভক্তিতে একমাত্র অধিকার। ইহা শাস্ত্রে নানা স্থানে পরিকীর্ত্তিত আছে। আবার প্রাণিতে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। পশুকে নানাবিধ বাহ্য সংস্কার দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু অনেক স্থলে সে তাহা নিজ মনোমধ্যে সকল সময় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। মানব বাক্যের যোগে অন্য কথনশীল মানবের নিকট হইতে জ্ঞেয় সত্য লাভ করিতে সমর্থ হন। নরমাত্রই অপর নরকে স্বীয় চিদ্বৃত্তির সাহায্যে চিৎ ও অচিৎ সম্বন্ধীয় কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। মনুষ্য পশুদিগের নিকট অথবা অন্য সজীব বৃক্ষাদির সহিত নিজ চেতনের ভাব আদান প্রদান করিতে পারেন না।

মানব স্বীয় অক্ষজ জ্ঞান অপর মানবকে প্রদান করিতে সমর্থ, আবার সেই মানবই শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে সমাধিলব্ধ অধোক্ষজ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তুর পরিচয় লাভ করিয়া প্রদান করিতে পারেন। অক্ষজ জ্ঞান পূর্ব্বে থাকে না। অক্ষের সাহায্যেই তাহা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু সমাধিলব্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত সত্য জ্ঞানে মনুষ্য নিজ চেষ্টা দ্বারা উপনীত হইতে পারেন না। উপনিষৎ বলেন, "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।" ভাগবত বলেন, অক্ষজ জ্ঞানবিশিষ্ট মানব অধোক্ষজের সেবাবিশিষ্ট হইলেই তাঁহার অনর্থের নাশ ঘটে। অনর্থ থাকা কাল পর্য্যন্ত নিত্যার্থ বা পরমার্থ রূপ অধোক্ষজ বস্তু বিষয়ক নিরস্তকুহক-জ্ঞান হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ চারিটী আপেক্ষিক তাৎকালিক অবস্থা মাত্র। তাহাদের কোনটীরই নিত্যতা নাই। বদ্ধবুদ্ধির পরিবর্ত্তনই মুক্তির লক্ষ্য বিষয়। ঐগুলি কখনই জীবের নিত্যকালের সঙ্গী নহে। ভক্তিই জীবের সার্ব্বকালিকী বৃত্তি। ভক্তিই উপায় ও উপেয়। অব্যভিচারিণী ভক্তিবলেই জীবের নিত্য মঙ্গল উদিত হয়। ভক্তির অভাবেই উপাধি-দ্বয়ের চেষ্টাগুলি নিত্য সুফল আনয়ন করিবার পরিবর্ত্তে পরিশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

জীব কায়মনোবাক্য দ্বারা চেষ্টাবিশিষ্ট হ'ন। বাক্যই কায়মনের গুরুরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। সাধুসঙ্গ হইতেই কীর্ত্তন, শ্রবণরূপে জীবের হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে হৃদ্গত ভাব জিহ্বা ও ওষ্ঠে স্পন্দিত হয়। এই চেতনের বৃত্তি কায়মনোবাক্যের পথে বিচরণ

করিতে থাকে। যে কালে বাক্য স্থূল ও সূক্ষ্ম মনোবিষয়ক, সেই কালে তাহা খণ্ডকালের আগমাপায়িরূপে জীবের উপাধিতেই অস্মিতা স্থাপন করে। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা হইতেই কায় ও মনঃ মুক্ত হয়। তখন শব্দব্রহ্মের আবাহনকারী জীব নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করেন। বিষ্ণুকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ প্রভাবে জীবের স্বরূপে বৈষ্ণব দর্শন লাভ ঘটে।

নরমাত্রেই যখন ভক্তির অধিকারী, তখন আমরা পাত্রনির্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই বৈষ্ণব অনুভবের যোগ্যতা আছে, জানি।

মানব অক্ষজজ্ঞানে যে বর্ণবিভাগ বুঝিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃতির গুণ হইতে জাত। কর্ম্মভূমিতে বিচরণকালে গুণ বা বৃত্তই বর্ণবিভাগের প্রধান উপকরণ হয়। কিন্তু গুণকর্ম্মবিভাগক্রমে জাতবর্ণ ভক্তির বাধা দিতে পারে না। মানব বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া ও ভক্তিতে অবস্থিত থাকিতে পারে, আবার বর্ণাশ্রম ছাড়িয়া দিয়াও বিষ্ণুসেবার উদ্দেশে অগ্রগামী হইতে পারেন। যে কালে মানব বিষ্ণুসেবা করেন, সে কালে বৃত্তবিভাগ মাত্রে অবস্থিত মানবের ন্যায় তাঁহাকে মনোদ্বারা গমদ্বারে নীত হইতে হয় না। কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না, বা ব্রহ্মে নির্ভিন্ন হইতে হয় না। বর্ণাশ্রমাবস্থিত মানব বৈষ্ণব পরমহংসকে বর্ণাশ্রমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধি করিতে বঞ্চিত হয় মাত্র। এজন্য শাস্ত্র বলেন চ্যুতগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ যেরূপ চ্যুতগোত্রাভিমান হইতে দ্বিজত্ব লাভ করেন, সেই প্রকার অচ্যুতাত্ম ভজনশীল মানব দিব্যজ্ঞান লাভের বিধানানুসারে দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হ'ন। দ্বিজ শব্দে দ্বিতীয় জন্মলাভকারী অর্থাৎ লব্ধ-সংস্কার মানব। দীক্ষাবিধানক্রমে সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার হইয়া যায়। বৈষ্ণব কখনই অসংস্কৃত থাকেন না। অদীক্ষিত মানব, দীক্ষান্তরে যে সংস্কার লাভ হয়, তাহা স্বীয় প্রাক্তন দুষ্কৃতিক্রমে বুঝিতে পারেন না বলিয়াই শাস্ত্র সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে, দীক্ষাবিধানেন নৃণাং দ্বিজত্বং জায়তে। যে স্থলে দীক্ষাবিধিতে সংস্কার নাই ও পাপ বর্ত্তমান থাকে, সে স্থলে যথার্থ দীক্ষাবিধানের অভাব আছে, জানিতে হইবে। দীক্ষাবিধান স্বীকার না করিয়া কলিকালে যে মন্ত্রোপদেশকে দীক্ষা বলা হইতেছে, তদ্দ্বারা দীক্ষিত ভক্তকেও পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ বলার পরিবর্ত্তে পাপময় শূদ্রাদি বলিয়া অবজ্ঞা করা হইতেছে। যাঁহারা এইরূপ অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা নিজেরা দীক্ষিত নহেন এবং তাঁহাদের ভক্তি নাই—তাঁহারা কর্ম্মী বা জ্ঞানী অভক্ত। যে সকল ব্যক্তির আত্মবোধ হয় নাই, তাঁহারাই অনাত্মবুদ্ধি প্রবল করিয়া পূজ্যবিগ্রহে সাধারণ দ্রব্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে শৌক্রজন্মবুদ্ধি, প্রসাদিতে জড়ের অন্য দ্রব্যের ন্যায় ভোগ্য দ্রব্য বুদ্ধি করিয়া থাকেন। এই সকল বৃত্তি তাঁহাদের অভক্তির নিদর্শন এবং দিব্যজ্ঞানের অভাব মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে দেদীপ্যমান থাকে। প্রাকৃত বুদ্ধিবলে তাহারা বৈষ্ণবকে গুণকর্ম্ম-বিভাগদৃষ্টিতে কর্ম্মী জীব মনে করেন। এইরূপ দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা ভক্তিচ্যুত হইয়া অচ্যুত-সেবার বিনিময়ে চ্যুতগোত্রীয় স্বীয়কুলজাত অভিমান করেন। নশ্বর জড় দেহে আত্মবুদ্ধি করিতে করিতে তাঁহারা বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। বৈষ্ণব গুরুকে গোখরের ন্যায় বুদ্ধিবলে জড়সেবার অনধিকারী জানেন। বৈষ্ণব-জীবনে ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুর্গতি নাই। উদরের লোভ, শৌকরী বিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আসিয়া তাহাদিগকে বিষ্ণু বৈষ্ণবের সমাজ হইতে গৃহব্রতের সমাজে টানিয়া লইয়া যায়। নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও নরকুলের বিশেষত্ব ভক্তি হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হন। বৈষ্ণবাপরাধীর ভোগ মোক্ষ হইতে কোন কালেই নিষ্কৃতি নাই।

"এ কেমন পাগল"

পঞ্চম রজনী।

পাগল সকাল হইলেই প্রত্যহ ঢাকা সহরের ভিতর আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ পাগলামী করিয়া থাকেন। আমি ইহার অর্থ অদ্যাপি বুঝিতে পারি নাই অথচ পাগলের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিবার সুযোগ পাইয়া উঠি নাই। অদ্য নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতে ভাবিতে পাগলের সমীপে উপস্থিত হইলাম। দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া বসিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হরিদাস, আমার হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। আমি নিতান্ত হতভাগা।"

আমি বলিলাম, "ঠাকুর, আপনি এরূপ কথা কেন বলিতেছেন?"

তিনি বলিলেন, "হরিদাস, সত্যসত্যই আমি নিতান্ত হতভাগা, আমি দুরাচার, পাপিষ্ঠ, হীন, ছার। হরিভজন আমার দ্বারা হইল না। আমি আত্মঘাতী হইয়া গেলাম। শ্রীভগবানের বাক্য বর্ণে বর্ণে আমাতে সত্য হইল। শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন :—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

দেখ, চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া এই দেব-দুর্ল্লভ মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জন্ম দেব-দুর্ল্লভ হইলেও যখন ইহা শ্রীভগবানের কৃপায় লাভ করিয়াছি তখন আমার নিকট বর্ত্তমানে ইহা সুলভই হইয়াছে। দুস্তর ভবসাগর পার হইবার ইহাই একমাত্র সুদৃঢ় তরীবিশেষ। গুরুই এই তরীর কর্ণধার এবং শ্রীভগবানই অনুকূল বায়ুরূপে ইহার চালক। কিন্তু হায়, গুরুও পাইলাম, শ্রীভগবানের আনুকূল্যও যথেষ্ট উপলব্ধি করিতেছি, ভবসাগর ত' পার হইতে পারিলাম না। আমি যে আত্মঘাতী হইয়া গেলাম। যাহারা গলায় দড়ি দিয়া বা জলে ডুবিয়া মরে তাহারা প্রকৃত আত্মঘাতী নয়। যাহারা আত্মধর্ম্মকে জলাঞ্জলী দিয়া স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের ধর্ম্মকে আশ্রয় করে তাহারাই প্রকৃত আত্মঘাতী। বৃদ্ধ হইয়াছি। কখন মরিয়া যাইব। কিন্তু হায়, কি করিলাম। এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মনের আবেগে অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি একটী গান গাহিলেন। গানটী এই :—

"দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥
সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাযে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই পরি হেরি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত॥
হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥

যে দেহের এই গতি তার অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"

গানটী শেষ করিয়া পাগল চুপ করিয়া রহিলেন। গানটীর প্রত্যেক কথা আমার হৃদয়ের গভীরতম অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিল। শুধু পাগলই যে ক্রন্দন করিতে করিতে গানটী গাহিলেন তাহা নহে, আমাকেও অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, 'আচ্ছা, পাগল যে গানটী গাহিলেন, তাহাতে 'সংসার সংসার করে মিছে গেল কাল, গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম, প্রভৃতি যে কথাগুলি আছে, তাহা ত' তাঁহার সম্বন্ধে নহে। ঐগুলি নিশ্চয়ই আমার অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া গাহিলেন। ধন্য পাগল তুমি, তোমার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, তোমার অদ্ভুত ভাব। তুমি আজ আমার মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া অদ্ভুত খেলা খেলিলে। অদ্য যাহা যাহা বলিলে সমস্তই আমার অন্তঃকরণে শ্রীহরিভজনের জন্য একটা আবেগ আনিয়া দিবার জন্যই। আমি মহাপাপী, তাই তোমার এরূপ চেষ্টা আমার পাষাণ হৃদয়কে সেরূপ গলাইতে পারিল না। তোমার এত চেষ্টা বিফল হইবে না। আমি নিশ্চয়ই তোমার উপদেশ মত হরিভজন আরম্ভ করিব। তবে কুসংস্কারাপন্ন হৃদয়ে যে সকল বন্ধনাবরণ আছে, তাহা আগে তোমার ছেদন করিতে হইবে।'

কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, "ঠাকুর, শ্রীহরিভজন যে মনুষ্য-দেহধারী প্রত্যেক জীবেরই নিতান্ত আবশ্যক, তাহা আমার বেশ উপলব্ধি হইয়াছে। কিন্তু আমার কতকগুলি জিজ্ঞাস্য আছে। যদি অনুমতি দান করেন, তবে অন্য একটী প্রশ্ন করি।"

তিনি বলিলেন, "তুমি নিঃসঙ্কোচে বল, আমি সাধ্যমত শ্রীভগবানের আদেশ পালন করিব।"

তখন আমি ভাবিলাম, 'উচিত, ঠাকুর, জীবে দয়া করিবার নিমিত্তই আপনার অবতার, নচেৎ এত উদারতা কেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর, জীবের ধর্ম্ম যদি শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিই হয়, তবে পৃথক পৃথক ধর্ম্মোপদেষ্টা কেন পৃথক পৃথক ধর্ম্মোপদেশ করেন? ধর্ম্ম কি বহু?"

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"হরিদাস, জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম এক, বহু নহে, নৈমিত্তিক ধর্ম্মই বহু হইয়া থাকে। তোমাকে পূর্ব্বে আমি এ সম্বন্ধে আভাস দিয়াছি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ জীবের ধর্ম্ম হইয়া কখন দাঁড়ায়—যখন জীব এই মায়িক জগতে আসিয়া আবদ্ধ হয়। মায়াবদ্ধ হইলেই জীবের ঐ চারি প্রকার ধর্ম্ম আবাহনের অবসর ঘটে। মায়াবদ্ধ জীবই ভোক্তা সাজিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অর্থাৎ ভুক্তির উপাসক হয় এবং মায়াবদ্ধ জীবই মায়াবদ্ধতা কাটাইবার আশায় ভুক্তি ত্যাগ করিয়া মুক্তির উপাসক হয়। সুতরাং এই চারি প্রকার ধর্ম্মই জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থার উপযোগী। কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ যে ভগবৎ-প্রেম তাহা এই ভুক্তি বা মুক্তির সদৃশ নহে। তাহা জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম। এ সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বে বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছি সুতরাং পুনরুক্তি অনাবশ্যক। পৃথক পৃথক ধর্ম্মোপদেষ্টা যতক্ষণ মায়াবদ্ধ, ততক্ষণ তাঁহাদের উপদেশ নানারূপ হইয়া থাকে কিন্তু মায়া বিগত হইলে আর ঐরূপ অসুবিধা থাকে না—তখন জীব শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিই আত্মার একমাত্র ধর্ম্ম জানিয়া ধন্য হয়। এ সম্বন্ধে একটী উদাহরণ দিলে বেশ বুঝিতে পারিবে।

'বেদব্যাস অষ্টাদশখানি মহাপুরাণ, ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব চারি বেদ, মহাভারত প্রভৃতি বহু শাস্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও চিত্তে শান্তি প্রাপ্ত না

হইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে সরস্বতীকূলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁহার গুরু শ্রীনারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। ব্যাসদেব যথোপযুক্ত সম্মানাদি করিয়া উপযুক্ত স্থানে শ্রীগুরুদেবকে উপবিষ্ট করাইলেন এবং নিজেও উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর নারদ ব্যাসদেবকে কিছু অন্যমনস্ক ও বিষন্নভাবযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাস," আপনাকে অপ্রফুল্ল দেখিতেছি কেন।"

তখন ব্যাসদেব বলিলেন, "প্রভো, অপরের চিত্তে শান্তি প্রদান করিবার আশায় কত শাস্ত্র প্রণয়ন করিলাম,' কিন্তু নিজের চিত্তে ত' শান্তি পাইলাম না। বর্ত্তমানে কিসে শান্ত পাওয়া যাইতে পারে সেই চিন্তাই আমার প্রবল হইয়াছে। সেই জন্যই চিত্ত কিছু অপ্রসন্ন আছে। কৃপা করিয়া প্রকৃত শান্তি প্রাপ্তির উপায় উপদেশ করুন।"

নারদ বলিলেন, "ব্যাস আপনাকে প্রকৃত শান্তি-প্রাপ্তির উপায় বলিবার জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলাম। এই আপনার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি এতাবতকাল যে সমস্ত শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছেন সমস্তই জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অন্তর্গত অর্থাৎ জীবগণ স্ব স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইলে ঐ সমস্ত ধর্ম্ম লইয়া এই মায়িক জগতে ভুক্তি বা ভোগ হইতে মুক্তি এই দ্বিবিধ মায়িক বস্তুর উপাসক হয়। প্রাকৃত অনিত্য স্থূলদেহের সুখতৎপরতাই ভুক্তি এবং প্রাকৃত অনিত্য সূক্ষ্মদেহের শান্তিতৎপরতাই মুক্তি। সুতরাং ভুক্তি বা মুক্তি উভয়ই স্থূলদেহে বা সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। আপনি এখন জীব স্বরূপের ধর্ম্ম যে শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তি তাহাই বর্ণন করুন; শ্রীভগবদ্বস্তু কি, মায়া কি, জীব কি এবং তাহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ কি, এই সমস্ত বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করুন; শ্রীভগবানের, ধাম, লীলা, নাম, রূপ গুণকীর্ত্তন করুন যাহা শুনিতে শুনিতে জীবকুল সেই বিষয়ে আসক্ত হইবে এবং অনর্থ বিগত হইলে স্বস্বরূপের ধর্ম্ম পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইবে। শ্রীভগবানকে বাদ দিয়া ভোগে বা ভোগত্যাগে শান্তি নাই। সুতরাং আপনি শ্রীভগবদ্গুণ বর্ণনপ্রধানরূপ শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র প্রণয়ন করুন, আপনার চিত্তে পরাশান্তি প্রাপ্ত হইবেন এবং জীবকুলেরও পরম শান্তিলাভের উপায় নির্দ্ধারক পন্থা আবিষ্কৃত হইবে, যাহা আশ্রয় করিলে জীবমাত্রেই পরাশান্তি লাভে সমর্থ হইবে।" তখন,—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং॥
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে॥"

অর্থাৎ জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্ত বিশিষ্টরূপে নির্ম্মল হয় না; এক ভক্তিযোগ দ্বারাই চিত্ত সুন্দররূপে নির্ম্মল হয়। ব্যাসদেব সেই ভক্তিযোগের দ্বারা সম্যক্‌রূপে সমাধি লাভ করিয়া অমল মনে, পূর্ণ পুরুষ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবানে অপাশ্রিত বা ঘৃণিতভাবে আশ্রিতমায়া এবং জীবগণ এই তিনটী বস্তু দর্শন করিলেন। আরও দেখিলেন যে, জীবগণ মায়ার দ্বারা সম্মোহিত হইয়া নিজেকে ত্রিগুণাত্মক মনে করে—অর্থাৎ জীবগণ মায়াগ্রস্ত হইয়া মনে করে যে, তাহারা জন্মায় কিছুদিন থাকে এবং পরে মরিয়া যায়। নিজে শ্রেষ্ঠ হইয়াও অনর্থকে অর্থাৎ মায়াকে বহুমানন করে এবং মায়াকৃত ধর্ম্মগুলি যথা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এবং তদন্তর্গত নানা প্রকার শাখা উপশাখারূপ ধর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকে। কিন্তু অনর্থের উপশম হইলে অর্থাৎ মায়া কাটাইয়া আত্মধর্ম্মে অবস্থিত হইতে পারিলে জীবগণ শ্রীভগবানে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগই বিধান করিয়া থাকেন তবেই এখন বুঝিতে পারিলে কি যে, দুটী মনুষ্যের দেহ যেমন একরূপ নয়, সেইরূপ দুই মনুষ্যের

মনও একরূপ নয় এবং সেই মনের চিন্তাস্রোতের দ্বারা গঠিত ধর্ম্মগুলিও বিভিন্ন। এই মনঃকল্পিত ধর্ম্ম বহু প্রকার এবং সেই সব ধর্ম্মের মধ্যেই নানা গণ্ডগোল। কিন্তু আম্নায় পরম্পরায় যে নিত্য সনাতন ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে তাহা এক প্রকার এবং বিশুদ্ধ। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার হৃদয়ে যাহা উদয় করান, ব্রহ্মা যাহা নারদকে উপদেশ করেন, নারদ যাহা ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব যাহা শুকদেবকে এবং এইরূপে যে ধর্ম্ম শ্রীভগবানের নিকট হইতে শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে এবং যে ধর্ম্ম ঐ সব গুরুগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। জীব নিজ জড়ীয় চেষ্টায় বা নিজ জড়ীয় জ্ঞান সাহায্যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, বদ্ধ জীবের কোন চেষ্টার দ্বারা তাহা লভ্য হইতে পারে না। তাই বেদ বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বস্তু বাক্যের দ্বারা তীক্ষ্নবুদ্ধিশক্তি দ্বারা, বহুশাস্ত্রপাঠের দ্বারা লাভ করা যায় না, সেই পরমবস্তু যাহাকে বরণ করেন তাহার দ্বারাই লভ্য হইতে পারে এবং তাহাকেই তিনি নিজের তনু দর্শন করান।

তাহা হইলেই বুঝ, যে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান হইতে শিষ্য পরম্পরায় নামিয়া আসিতেছে তাহাই প্রকৃত বা নিত্য ধর্ম্ম, অন্য সমস্ত নৈমিত্তিক বা মায়াবদ্ধতা রূপ নিমিত্ত হইতে জাত সুতরাং প্রকৃত নহে। যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনঃকল্পিত ধর্ম্ম সকল উপদেশ করেন তাহাই বহু প্রকার হয়। সুতরাং পরম মঙ্গল প্রাপ্তেচ্ছু জীব মাত্রেই আত্মধর্ম্মোপদেশক শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রকেই আশ্রয় করিয়া নিজে ধন্য হন ও বহু জীবকে ধন্য করেন।"

এই বলিয়া তিনি একটী গান ধরিলেন। গানটীর তাৎপর্য্য বর্ণে বর্ণে অনুভব করিতে লাগিলাম, এবং হায় কি করিতেছি বলিয়া চিত্ত এত উদ্বেলিত হইল যে, ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলাম না। গানটী আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা আছে। আপনারাও শুনিয়া বুঝিয়া লউন এবং আমার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থাটা চিন্তা করিয়া যদি কেহ আমার দুঃখের ভাগ লইতে চান, তবে কৃপা করিয়া লইয়া এ অধমকে কিছু নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া ধন্য করুন। পাঠকগণের শ্রীচরণে আমার এই বিনীত নিবেদন। গানটী, পাগল যাহা গাহিলেন তাহা এই:—

শ্রীরাধা-কৃষ্ণ পদকমলে মন।
কেমনে লভিবে চরম শরণ॥
চিরদিন করিয়া ও চরণ আশ।
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস॥
হে রাধে হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত-প্রাণ।
পামরে যুগল-ভক্তি কর দান॥
ভক্তিহীন বলি না কর উপেক্ষা।
মূর্খ জনে কর জ্ঞান-সুশিক্ষা॥
বিষয় পিপাসা প্রপীড়িত দাসে।
দেহি অধিকার যুগল বিলাসে॥

চঞ্চল জীবন স্রোত প্রবাহিয়া
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥
তুমি পতিত জনের বন্ধু।
জানিহে তোমারে নাথ,
তুমি ত করুণাজলসিন্ধু॥
আমি ভাগ্য হীন, অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতি লেশ।
নিজগুণে নাথ, কর আত্মসাথ,
ঘুচাইয়া ভব ক্লেশ॥

সিদ্ধ দেহ দিয়া বৃন্দাবন মাঝে
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি মোরে,
শুন নিজ গুণগান॥
যুগল সেবায়, শ্রীরাস মণ্ডলে
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর অযোগ্যা কিঙ্করী
অধম ধরিছে পায়॥

গানটী শুনিতে শুনিতে সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হইয়া গেল, হৃদয় স্পন্দনহীন হইল, শ্বাসপ্রশ্বাস শূন্য হইল, মস্তিষ্ক ক্রিয়া হীন হইল। হঠাৎ এমন সময় পাগল আমার সর্ব্ব শরীরে হাত বুলাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত বিগত হইল। আমি পাগলকে বারংবার প্রণাম করিয়া উঠিলাম এবং বাসস্থানাভিমুখে যাইতে যাইতে পূর্ব্বের মতই ভাবিতে লাগিলাম, "এ কেমন পাগল।"

প্রচার প্রসঙ্গ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি নরমাত্রেরই ভক্তিতে অধিকার আছে, এই শাস্ত্রের উক্তি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সময়ে অসুর মোহনের জন্য যে পরমার্থ-বাধক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রচারের ক্ষতি হইলেও অসৎস্বভাব-বিশিষ্ট জনগণ তাহাতে লাভবান হইয়াছেন, মনে করেন। শ্রীমহাপ্রভুর আদেশমত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুদ্বয়, পরমার্থ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগদাধর গোস্বামী, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস ও ভট্ট ও অপরাপর গোস্বামীগণ সেই প্রেম ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্য দেবের প্রচারিত ধর্ম্মের পথ সাধারণের বোধগম্য করিয়াছেন। চতুঃষষ্টি মহান্ত গৌড়দেশে এই কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর প্রকট-লীলার অব্যবহিত পরেই শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ প্রভুত্রয় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম জগতের জীবগণকে দিয়াছিলেন। সেইকালে কতিপয় ভগবদ্বিমুখ স্মার্ত্তের প্ররোচনায় শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্যতীত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অপর সন্তানগণ পরমার্থ প্রচারে বাধা দিয়াছিলেন। শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর ত্যাগী শিষ্যদল নিজ নিজ অসমর্থতা বশতঃ প্রচারকার্য্যের বড়ই বিঘ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও গোপীজনবল্লভ শ্রীবীরভদ্র প্রভুর গৃহস্থ শিষ্যগণ শৌক্র পদ্ধতি চালাইতে গিয়া পুনরায় ত্রিপুরাসুন্দরীর উপাসনা মুখে পঞ্চোপাসনা ও প্রেতশ্রাদ্ধাদি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। আজও তাঁহাদের বংশে সেই সকল কুমত ওতপ্রোতভাবে প্রবল আছে। ইঁহাদিগের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীগৌরসুন্দরের পারমার্থিক ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী প্রবোধানন্দ লিখিয়াছেন যে, শ্রীগৌরের করুণাকটাক্ষ-বৈভবযুক্তের দৃষ্টিতে কৈবল্য নরক সদৃশ, স্বর্গ আকাশপুষ্পতুল্য, দুর্দ্দমনীয় প্রবল ইন্দ্রিয়বর্গ উৎপাতশূন্য, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ কীট তুল্য এবং ভূলোকে গোলোক প্রতীত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমৎ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরহরির পার্ষদবর্গের বিভিন্ন প্রচারপ্রণালী অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে নানাস্থানে পরমার্থের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাশ্রিত কতিপয় শুদ্ধভক্ত শুদ্ধভক্তি-প্রচার ও সংরক্ষণোদ্দেশে স্থানে স্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মঠ, শ্রীযোগপীঠধামের ঔজ্জ্বল্য

সাধন, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থপ্রচার, শুদ্ধ ভক্তিময় জীবন ও সদাচারের প্রচার করিতেছেন তাহার ফলে শুদ্ধভক্তি প্রচারিণী শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকা 'গৌড়ীয়, সাপ্তাহিক পত্র, সদাচারময় পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংরক্ষণ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির আশ্রয়, যোগ্য নর-মাত্রেরই হরিসেবাধিকার, আচার্য্যবর্গের নিন্দার প্রতিবাদ ও নানাবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রচার, পাঠ ও বক্তৃতা মুখে গৌড়, উৎকল ও মাথুর মণ্ডলে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের নানা প্রকার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে কতিপয় মৎসর স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাদের প্রচারকার্য্যের ব্যাঘাত করিতে বদ্ধপরিকর।

ঢাকা নগরীতে এই উদ্দেশ্যহীন, শাস্ত্রের নামে অসৎসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাতা কতিপয় ব্যবসায়ী, শৌক্রবর্ণেই প্রচারকার্য্য আবদ্ধ এরূপ কুশিক্ষা দিয়া কতিপয় ভক্তি দ্বেষী শৌক্রব্রাহ্মণ পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির যোগে নানা প্রকারে প্রচারকার্য্যের ব্যাঘাত করা সত্ত্বেও এবার শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের বাৎসরিক প্রচারোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের মহোৎসব-সমাপনের পরেই পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় বৈষ্ণববিদ্বেষী পঞ্চোপাসনা, অক্ষজজ্ঞান ও শৌক্র বংশের মাহাত্ম্যে হিংসা বা মৎসরতা করিবার উদ্দেশে কিছু কিছু অকর্ম্মণ্য চেষ্টা দেখাইতেছে। ভগবান্ মঙ্গলের জন্যই সকল কার্য্য করেন জানিয়া আমরা পত্রিকায় প্রচার বিষয়ে অধিকতর যত্ন সহকারে ঐ সকল কুমত নিরসন করিতে প্রস্তুত হইব। মৎসরতা কিছু বিষ্ণুভক্তি নয়, দুর্ব্বল কিন্তু সবলের প্রতিযোগী নয়' জানিয়া আমরা "তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ" শ্লোকের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিঘ্নরাশি পদাঘাত করিয়া অতিক্রম করিব। এই মৎসর সম্প্রদায় যেরূপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা, নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের প্রচারে অচিরেই সমূলে উৎপাটিত হইবে। মৎসর সম্প্রদায় জানেন না যে নির্ম্মৎসর সম্প্রদায়ে দীক্ষা বিধানের সহিত সদাচার চিহ্ন সকল বর্ত্তমান। তাঁহারা কেবল জানেন যে, লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া সাধারণের অনভিজ্ঞতার মাশুলে নিজেদের স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করাই ধর্ম্ম।

মৎসর সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতা জগতের প্রত্যেক বৈষ্ণবই সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন। ভগবান্ গৌরহরি, জয় বিজয় প্রভৃতি প্রতীপগণের দ্বারাই অঘবক পূতনা প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন শত্রুগণের দ্বারাই নিত্য সত্য জগতে বিস্তার করেন। 'এবারও মৎসর সম্প্রদায়কে সত্যপ্রসারণের জন্য নিযুক্ত করিতেছেন, তাহা জগতের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়

মৎসর সম্প্রদায় কাহাকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলে, তাহা জানে না। কর্ম্ম, জ্ঞান যোগ ও অন্যাভিলাষের সহিত শুদ্ধভক্তির কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে, তাহারা কিছুই অবগত নহে। তাহারা "কৈবল্যং নরকায়তে" শ্লোক দেখিয়াই, "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে" শ্লোক পড়িয়াই, অক্ষজ জ্ঞানিগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, বুঝিয়া রাখিয়াছে। মৎসর সম্প্রদায় জানেন না যে, অধোক্ষজ সেবকগণ ভগবৎ কৃপায় দুর্ভেদ্য। তাঁহারা প্রাকৃত গুণযুক্ত নহেন—ঈশ্বর বস্তু। "এতদীশনম্" শ্লোকের আলোচনা করিলেই তাঁহারা কতকটা সন্ধান পাইবেন।

আদর্শ চিকিৎসালয়।

স্বাভাবিক স্বাস্থ্য হইতে অবনতি ঘটিলে তাহা ব্যাধি নামে কথিত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাধি বা সর্ব্বাঙ্গীন ব্যাধি, সেই সেই স্থানের দীন স্বাস্থ্যের জ্ঞাপক। যেরূপ বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অথবা

সমগ্র দেহের অসুস্থতার জন্য আময় উপস্থিত হয়, সেরূপ জীবের স্বরূপগত অঙ্গের বিকার বা স্বাস্থ্যাভাব-জনিত রুচি বাহ্যজগতে দেখা গেলে আমরা সেই কুরুচিময় ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে যত্ন করি। মানসিক স্বাস্থ্যলাভের জন্য নানা প্রকার উপায় কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ন্যূনাধিক মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা হয়। কুচরিত্র বালকগণের চরিত্র শোধনাগারে আমরা নানা প্রকার কলাবিদ্যা ও শিক্ষা বিষয়ক মন্দির দেখিতে পাই। সেই সকল শিক্ষা মন্দিরে অবস্থান করিয়া জীবের মানসিক স্বাস্থ্য বল লাভ করে। যে স্বরূপগত নিজানুভূতি অপরিবর্ত্তনীয়, সুখ দুঃখাদির অতীত তাহাকে বাহিরের দূষিত কীটাণু আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। আত্মায় অনাত্মকীটাণুর স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইবার যোগ্যতা নাই। পরমাত্মার আবরণ ও বিক্ষেপাত্মিকা এই দুই প্রকার বৃত্তি বিশিষ্ট অপরা বৈদেশিক শক্তি বৈবজ্ঞানে বাধা প্রদর্শন করে ও বিপথগামী করায়। কীটাণুদ্বয় জীবাত্মার স্থান অধিকার করিয়া আপনাদিগকেই জীবাত্মস্বরূপ বলিয়া পরিচয় দেয়। পাংশুরাশিনিহিত আদর্শখণ্ড যেরূপ নিজ পরিচয় অপরের নিকট প্রদান করিতে অসমর্থ, জীবের চক্ষু অপর বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে যেরূপ সূর্য্য কিরণ তাহার দ্রষ্টব্য বিষয় হয় না, অথচ আদর্শখণ্ড বা দর্শন শক্তি আবৃত হয়, সেই প্রকার জীবের নিত্য স্বভাব তাহাতে অনুস্যূত থাকিয়া তৎপরিচয় প্রদানে বিরত থাকে, আবার আবরণ উন্মোচিত হইলে স্বীয় স্বভাবের পরিচয় দেয়। এজন্য আত্মচিকিৎসায় আমরা স্বরূপগত চিকিৎসা না করিয়া তন্নিকটস্থ আবরণী শক্তির উন্মোচনে প্রয়াস করি। নিরস্তকুহক সত্যজ্ঞানের অভাব হইতেই অজ্ঞানচেষ্টাক্রমে আমরা অক্ষের সাহায্যে নিত্য সহজজ্ঞানকে আবরণ করিয়া বহিঃপ্রজ্ঞার ধূলিরাশির সঞ্চয় করি; নানা প্রকার আবর্জ্জনা দ্বারা প্রোথিত করি, সুতরাং সেই বস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশে যে সমস্ত বিধান গৃহীত হয় তাহাই ভৈষজ্য। ব্যাধির উপশমের জন্য কোন কোন সময় অস্ত্রোপচারের সাহায্য গৃহীত হয়। জীবাত্মার স্থূল ও সূক্ষ্ম ব্যাধিদ্বয়ের নিরাকরণ জন্য একটী চিকিৎসাগার, কতিপয় ভিষকের এবং রাসায়নিকের শয্যা দ্রব্যাদির আবশ্যক হয়। ভিষকগণের ব্যাধির নিদান, ভৈষজ্য নির্ম্মাণ প্রণালী, স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ শারীর বিজ্ঞান, পথ্যের বিধান, রোগ সমূহের স্বরূপনির্ণয় এবং রোগ নিবারণ প্রণালী এই প্রকার নানাবিধ অন্তর্বিভাবনীয় শাখাশাস্ত্রের রচনার আবশ্যক হয়। সকল শাখায় পারদর্শিতা লাভ করিলে সুচিকিৎসার বহুল প্রচারে ব্যাধিগ্রস্ত সংসার ব্যাধিভার হইতে অবসর লাভ করিবে।

ভবব্যাধি নিরাকরণ জন্য যে সকল প্রণালী লিখিত হইল, তাহা প্রবন্ধাকারে ও গ্রন্থাকারে অভিজ্ঞ পারদর্শী সুচিকিৎসকের দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাদৃশ উপকরণাদি সংগৃহীত হইলে রোগীদিগের বিভিন্ন ওয়ার্ড (ward) সংস্থাপন আবশ্যক। আমাদিগের এই হাসপাতাল-বিভাগে কার্য্য করিবার জন্য কতিপয় শুদ্ধ জীবাত্মার আবশ্যক। তাঁহারা চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলে চিকিৎসাগার স্থাপিত হইতে পারে এবং সর্ব্বত্র সেই চিকিৎসা বিনা ব্যয়ে প্রদান করিয়া সমাজকে ব্যাধি হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত করিতে পারিলে যে কিরূপ পরোপকার করা হয়, তাহা আর সুধীগণকে জানাইতে হইবে না। দেশ বিদেশের জলবায়ু পরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হয়, তাহাও একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। রোগীদিগের জন্য শীতবস্ত্র, সুপথ্য প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য আবশ্যক। উৎকৃষ্ট লেবরেটরীর অভাব থাকিলে আমাদের উদ্দিষ্ট কার্য্য সাধিত হইবে না। অনেকে ভবব্যাধির রোগনির্ণয়ে অসমর্থ বলিয়া কেহ বা মায়াবাদ-রোগে আক্রান্ত

হ'ন, কেহ বা যোগ প্রোথিত হ'ন, কেহ বা বৈতানিক কর্ম্মে প্রবেশ লাভ করেন। ব্যাধি অসংখ্য—তবে স্থূলভাবে পারমার্থিকের ব্যাধিগুলি ত্রিবিধ স্তরে পরিগণিত হইতে পারে। পরোপকার-ব্রত কর্ণেল ভিষক্‌রাজ শ্রীগৌরসুন্দর, লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুদ্বয়, মেজর গোস্বামিবর্গ, কাপ্তেন মহান্তগণ, লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ তদনুবর্ত্তী কীর্ত্তনকারীগণের নিত্য চিকিৎসাসঙ্ঘের অনুসরণে এই প্রপঞ্চেও ভবব্যাধি বিমোচনের একটী চিকিৎসাসঙ্ঘ বর্ত্তমান কালে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

ভবঘুরের উক্তি।

কিহে ভায়া, মঠ যে এখন ভোর পুর। সে দিনের গোলদীঘির ব্যাপারে তোমাদের ওপর যে গোস্বামী প্রভুদের বাচ্ছাটীর পর্য্যন্ত জাতক্রোধ তা' ফুটে বেরিয়ে পড়েছিল। তোমাদের ভারতী সন্ন্যাসী ঠাকুর বক্তৃতা করছেন, এমন সময়ে তোমাদের সম্পাদক মহাশয়ের ছাত্র যশোর জেলার ওঁদের এক মূর্ত্তি কোথা থেকে তাড়াতাড়ি টেবিল চেয়ার যোগাড় কোরে, টেবিলের ওপর চেয়ার পেতে তা'র ওপর তড়্‌তড়্‌ কোরে উঠে দাঁড়িয়ে এই গলাবাজি। এরা সব অত্যাচার কোরে আমাদের এত দিনের গড়া সাধের গুরুগিরির দফা রফা করতে বসেছেন, এদের কথা কেউ শুনো না। এই যেই বলা, আর চারিদিক থেকে লোকে তা'কে চেঁচিয়ে বসিয়ে দিলে। বেচারাত' মুখ চুন। এখানে তা'র আর গ্রন্থকার গিরির আর দৈনিকের সম্পাদকীয় কার্য্য মবীশীর ভড়ং আর চল্‌লো না। লোকের রত্ন চিনে নিতে আর দেরি হয়নি। বৎস বিশ্ব বিদ্যালয়ে ঢোকার পথ খুঁজে না পেয়ে বিদ্যাশূন্য গ্রন্থকার বক্তা সেজে নাম জাহির কর্ত্তে বসেছে, কিন্তু খাঁটি কথার কাছে এ কাজ্‌ নিমি টি'কল না। এই সব দেখে শুনে, ভাই, তোমাদের ওপর ভক্তি হয়। বুঝদার লোকে তোমাদের মর্ম্ম বোঝে, আর ভবঘুরেও তাই তোমাদের হোয়ে আছে, নইলে ভবঘুরে কোতোর ধার ধারে না। তোমাদের সন্ন্যাসীদের বিচারের তোড়ে দাঁড়ায় বা দাঁড়াতে পারে এমন লোক আছে কিনা জানি না। বটুটী সাহিত্যিক হ'তে চাইলেও তার কাকা যশোরের "বড় গোঁসাই" অক্ষর পরিচয় হ'তে না হ'তেই তাঁর সরস্বতীর সঙ্গে বিবাদ। তোমরা নাকি তাঁর ব্যবসায় অনেক ক্ষতি কোরেছ। কাজেই তিনি চোটেছেন, আর তাঁর উপযুক্ত ভাইপো তোমাদের বিপক্ষ হবে এ আর কি বড় কথা।

তবে এই গোঁসাই বটুর অপমানটা দেখে আর একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। সে প্রায় বছর দুই আগের কথা। আর এ ব্যাপার ভাড়াটে ভাগবত পাঠকদের মধ্যে যিনি সেরা রোজগারে তাঁকে নিয়ে। কাণ্ডটা হ'ল দই খাওয়া নিয়ে। ঢাকা জেলায় একটা বর্দ্ধিষ্ণু জায়গায় প্রভু একমাস ফুরণে এক ধনীর গৃহে পাঠ কচ্ছেন। আর ধনি না হ'লেই বা বাড়ীতে তাঁর পাঠ দেওয়া আর কার ভাগ্যে ঘোটে ওঠে? ধনী মাঝে খাওয়ার বন্দোবস্ত কোরে প্রভুকে দই খাওয়াতে ব্যস্ত। প্রভু দই খেতে নারাজ। শেষ বেরুল, দই খেলে গলা ধোরে যাবে। ধনীটী বড় তুখোড় মুখোড় লোক। পষ্ট বোলে ফেল্লে "প্রভু, তা'তে কি। পাঠ ত' আমি দিয়েছি। যা'র পয়সা তার গলা। গলা ধোরে গেলে পাঠ খারাপ হয় আমার পাঠ খারাপ হ'বে, তা'তে কি?" প্রভুত' দায়ে পড়ে দই কতকটা উদরস্থ কল্লেন। এর ভেতর পাঠে প্রভু বোলে ফেলেছেন সোনা বিষ্ঠার মত ত্যাগের বস্তু!

তা'র পর দিন সকালে প্রভু সোনার আংটি হাতে আহ্নিক সারছেন। তাঁর সেই ধনী মনিব সেইটি দেখে সঙ্গে সঙ্গে বোলে উঠ্‌ল "ছি ছি ছি, আপনি বিষ্ঠা হাতে পূজাদি কোরে থাকেন! আপনার ভাগবত পাঠ কেবল পয়সার জন্যে আপনি নিজে ওসব কিছুই মানেন না? এখনই পত্রপাঠ বিদায় হোন, আর আপনাকে পাঠ কর্ত্তে হবে না। আপনার মুখে পাঠ শুনে আমাদেরও আপনার মত নরকে যেতে হবে। পয়সা দিয়ে নরক কেন্‌বার কিছুমাত্র দরকার নেই।" ভায়া হে, তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনে যা' বুঝিছি, তাতে মনে হয় এই ধনীটী ঠিক কথাই বোলেছিল। কত জায়গায় প্রভুরা এমন তাড়া খাচ্ছেন, সব খবর ত' আর কাণে পৌঁছোয় না। কথাটা হোচ্ছে এই ভাড়াটে গিরি ছেড়ে দিয়ে মোট বোয়ে সংসার চালিয়ে সত্যি সত্যি হরিভজন আরম্ভ কোরে দিলে তাঁদেরও মঙ্গল হয়, আর লোক গুলোও মঙ্গলের রাস্তা খুঁজে পায়। নইলে হরিভজনের নামে কেবল অযথা পয়সা কড়ির আদান প্রদানই চল্‌ছে, সাধুসঙ্গের অভাবে প্রকৃত হরিভজন আরম্ভ হ'চ্চেনা। তোমাদের কাছে এসে এসে আমার এইটুকু বোঝা হোয়েছে। কিন্তু কেমন নেশার ঘোর, সাধুসঙ্গে রুচিই হচ্ছেনা, কেবল ঐ ছোবড়া ধোরেই টানাটানি।

একটা গল্প মনে পোড়ে গেল, ভায়া। এক ভট্টাচার্জ্জি এক কাঁঠাল পেয়েছেন। পথে নিয়ে যেতে যেতে বেশ খিদে পেয়েছে, কাঁঠালটার সুগন্ধও ছাড়ছে। বেচারা আর লোভ সামলাতে না পেরে কাঁঠালটা নামালেন আর তাকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হ'লো না। সেটাকে ভেঙ্গে একটা পাৎকুশী মুখে দিলেন—বাঃ বেশ মিষ্টি। এগুলো ফেলা হবে না; কোয়া খেলে আর এগুলো ভাল লাগবেনা, আগে এই গুলোই খাই,, শেষে কোয়া-গুলো খেয়ে ফেলবো। খুব খিদে পেয়েছে কি না। শুধু কোয়ায় পেট ভরবে না। এই ভেবে ত' কাজ আরম্ভ কোরে দিলেন। পাৎকুশী খেতে খেতেই পেট ভরে এল, আর কোয়া খেতে পারেন না। তখন বামুনের আপশোষ হ'ল। হায়, হায়, একি হল, ভাঙ্গা কাঁঠাল নিয়ে যেতেও পারব না, আর খেতেও পারব না। এমন বেয়াকুবি মানুষেও করে? এই ভেবে এক জেলেকে দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে বল্‌লেন ওহে এই কোয়াগুলো খাও। কিন্তু বাবু এর দাম দিতে হবে। দাম আর কিছুই নয় তুমি এই এক এক কোয়া খাও, আর আমার দুগালে দুই চড় মার তবে যদি আমার বোকামী সারে।—ভায়া হে আমাদেরও বোকামী ঐ রকম। এখন বেশ কোরে শয়তানি কোরে নিই, ঘর সংসার বেশ চালাই। বুড়ো হলে আর সাধুসঙ্গ কোরব। এই বলতে বলতেই কবে চারদিক অন্ধকার হবে। তখন আর সময় থাকবে না।

কবে তোমাদের ঠাকুর মহাশয়ের চরণে সত্যি সত্যি দণ্ডবৎ কোরে সাধুসঙ্গে রুচি হবে তা জানি না। এত কোরেও আমি যে ভবঘুরে, সেই ভবঘুরে। কেবল ভাবের ঘরে লুকোচুরি। এখন আসি, ভাই! তোমরা আমায় একটু কৃপা কোরো।

গোস্বামী।

এই পদটীর প্রয়োগ আর্য্য সমাজে বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। ইহার ব্যবহার পূর্ব্বে সংযতভাবেই করা হইত। যথার্থ গোস্বামীর লক্ষণ

না থাকিলে লোকে যাহাকে তাহাকে গোস্বামী বলিত না। তাই পুরাকালে ইহার প্রয়োগ বহুল দৃষ্ট হয় না। শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময়েও অনেক গোস্বামী ছিলেন না। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ (দাস গোস্বামী), শ্রীরঘুনাথ (ভট্ট), শ্রীজীব, শ্রীগোপাল—ইঁহারা শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীবর্গের আনুগত্যে বিরক্ত সন্ন্যাসীর আচার প্রদর্শন করিয়া গোস্বামীর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। আবার গোস্বামী বলিয়া পরিচিত না হইলেও শ্রীরামানন্দ রায় প্রমুখ ভক্তাগ্রগণ্যগণই যথার্থ গোস্বামী। তাঁহারা ইন্দ্রিয় সেবাপরবুদ্ধি লইয়া সংসারে বিচরণ করেন নাই। তাঁহারা ইন্দ্রিয়গুলিকে কৃষ্ণ-সেবায় নিরন্তর নিয়োজিত রাখিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রভু হইয়াছিলেন। ইহাই গোস্বামী শব্দের প্রকৃত অর্থ। "ঈহা যস্য হরেদাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।" যিনি কায়মনোবাক্যে হরিসেবা নিরত, তদতিরিক্ত যাঁহার অন্য চেষ্টা নাই তিনি জীবন্মুক্ত। তিনি যে আশ্রমেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, তিনি আমাদের ন্যায় বদ্ধ জীব নহেন। আর যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে, কায়মনোবাক্যকে হরি-সেবায় নিয়োগ করিয়াছেন তিনিই গোস্বামী। গোস্বামী মাত্রেই জীবন্মুক্ত। যেখানে বদ্ধত্ব দৃষ্ট হয়, সেখানে গোস্বামিত্ব নাই। গোস্বামীর সাধারণ বদ্ধজীবের ন্যায় সংসার বন্ধন নাই। সংসার নাশ না হইলে গোস্বামী কিরূপে হইবেন? বিষয়াসক্তি যাঁহাদের প্রবল তাঁহারা ইন্দ্রিয়বশ গোদাস, অদান্তগো। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ ভক্ত মুখ্যগণই যথার্থ গোস্বামী। গোস্বামী বংশানুক্রমিক উপাধি বিশেষ নহে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আধুনিক কালে তাহাই বুঝিতে হইতেছে। শৌক্র ব্রাহ্মণ ও তদিতর কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি কতকগুলি বংশে গোস্বামী উপাধি গুণনির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই সংসার প্রবল; স্ত্রী চিন্তা, অর্থ চিন্তা, ভোগ চিন্তা কুটুম্ব চিন্তায় জীবন পাত করিতেছেন, জীবন্মুক্তি কোথায় হইল? যাঁহারা বৃত্তি লইয়া গুরুগিরি পাঠকগিরি করিয়া হরিভজনের ভাণ প্রদর্শন করিতেছেন তাঁহাদেরও অর্থ সংগ্রহ, স্ত্রী প্রীতি প্রভৃতিই উপাস্যতত্ত্ব, ঐ ভাণ কেবল উপজীব্য ব্যাপার। এরূপ স্থলে গোস্বামিত্ব নাই।

আর কয়েকটী ঘৃণিত সমাজেও "গোঁসাই" শব্দের বহুল প্রচলন হইয়া পড়িয়াছে। বাউল কর্ত্তাভজা সাঁই প্রভৃতি কতকগুলি কদাচার ব্যভিচার-নিরত সম্প্রদায়ে যে গোছগাছ করিয়া একটি আখড়া বাঁধিয়া কতকগুলি স্ত্রীলোক ও শিষ্য সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহারই খেতাব হইয়া গেল "গোঁসাই"। কোথায় ষড়্‌বেগজিৎ জিতেন্দ্রিয় জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, আর কোথায় অবৈধ স্ত্রীসংগ্রহে তৎপর ব্যভিচাররত নরকের কীট। হায় হায় এমন যদি আইন থাকিত যে শব্দের অযথা প্রয়োগে দণ্ডনীয় হইতে হইবে তাহা হইলে এই উচ্চতম অধিকার জ্ঞাপক গোস্বামিন্ শব্দের এরূপ অপব্যবহার দর্শনে আমাদিগকে অশ্রু মোচন করিতে হইত না। শুধু তাই নয়। এই উপাধি দেওয়া অবোধ সরল বিশ্বাসী লোক সব এই সকল ভক্তিবিরোধী গোদাসগণে সহজেই আস্থা স্থাপন করিয়া নিজেদের সমূহ অকল্যাণ আহ্বান করিয়া আনিতেছে। আর যাঁহারা তাঁহাদের দুঃখে কাঁদিয়া তাঁহাদিগকে যথার্থ কথা বুঝাইতে যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের সেই সকল যথার্থ হিতৈষিগণকে শত্রু ভাবিয়া অপরাধ গর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছে। হায়, হায়, নির্ব্বোধ সমাজ, ধূর্ত্তগণের

চাতুরী ধরিয়া যথার্থ পরমার্থ পথে চলিতে তোমার কবে সামর্থ আসিবে? আহা সে দিন কি হ'বে যে দিন সমাজের সকলেই যথার্থ "গোস্বামী" চিনিতে পারিয়া তাঁহার পদানত হইয়া নিজ অকল্যাণ মলরাশি বিধৌত করিয়া নির্ম্মল ভগবদ্ভজনে রতি বিশিষ্ট হইবেন!

গোস্বামীই পৃথিবীপতি। তিনি জগতের সকল ব্যক্তির পূজ্য, সকলেই তাঁহার শিষ্য। তিনি নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে শাসন করিয়া তাঁহাদিগকে হরি সেবায় রত করিয়াছেন। তখন তিনি আর সকলের শাসনভার গ্রহণ করিতে একমাত্র যোগ্য। ছয় বেগ দমন করিয়া তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র শাস্তা, গুরু। সেই ছয় বেগ এই—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

গোস্বামীর বাক্যবেগ নাই। তিনি মৌনী। হরিকথা ভিন্ন হরিসেবার অনুকূল বাক্যালাপ ব্যতীত তাঁহার অন্য কথায় রুচি নাই, তিনি নিজেও বলেন না, শ্রবণও করেন না। সাধারণ লোকের যেমন গ্রাম্য কথা কহিবার প্রজল্প করিবার প্রবৃত্তিই প্রবল, গোস্বামীর চরিত্র ঠিক তাহার বিপরীত। যদি কাহারও গোস্বামী সঙ্গের সৌভাগ্যোদয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর ইতর কথা শুনিতে হইবে না, কেবল ভগবান্ হরিরই নাম রূপ গুণ লীলা কথা শ্রবণ করিতে ক্রমপর্য্যায়ে অধিকার লাভ করিবে। তখন তাহার বাক্যবেগ প্রশমিত হইতে থাকিবে। গোস্বামী মনোবেগের অতীত তত্ত্ব। তিনি হরিচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তাকে মনে স্থান দেন না। বিষয়চিন্তা তাঁহা হইতে কোটী যোজন দূরে থাকে। স্বীয় ভোগতাৎপর্য্যময় চিন্তাস্রোত তাঁহার চিত্তকে প্লাবিত করিতে পারে না। হরিসেবা বিষয়ে চিন্তাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, অন্যান্তর চিন্তার স্থল থাকে না। শ্রীভগবানও ভক্তে অনুরাগ ভিন্ন নশ্বর পার্থিব কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে তাঁহার অনুরাগ নাই, আসক্তি নাই! গোস্বামী সঙ্গের ফলে আমাদেরও তাঁহাদের উপদেশ শুনিতে শুনিতে মনোব্যাসঙ্গঃ ছিন্ন হইয়া যায়। আমাদেরও মনোবেগ দাস্ত হইবার সুযোগ আসে।

ক্রোধবেগ গোস্বামীকে স্পর্শ করিতে পারে না। জড়বিষয়ে আসক্তি হইতেই তাহার বাধা-প্রাপ্তিতে ক্রোধের উদ্রেক হয়। যাঁহার জড়াসক্তি নাই তাঁহার ক্রোধোদয়ের স্থল কোথায়? তবে ভগবান্‌ও ভক্তজনের দ্বেষ ও দ্বেষী যেথানে থাকে সেথানে উপেক্ষা দ্বারা গোস্বামী ক্রোধকৃপা প্রদর্শন করেন, ইতর জনের ন্যায় ইতর বিষয়ে ক্রোধ নাই। এরূপ অক্রোধ পরমানন্দ গোস্বামীর চরণাশ্রয়ে আমাদেরও ক্রোধজয়ের আশা আছে।

জিহ্বাবেগ গোস্বামীর নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। জিহ্বালালসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ইতস্ততঃ ধাবমান হ'ন না। জিহ্বাকে তিনি রসাস্বাদের যন্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রসাদবুদ্ধিতে ভগবদুচ্ছিষ্ট পাইয়া তিনি জিহ্বাদ্বারা কেবল শুদ্ধ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তাঁহার জিহ্বার আর কোন কার্য্য নাই। তাঁহার অধরামৃত সেবা করিতে করিতে জিহ্বাবেগ দমন করিতে পারিব, আমাদেরও এমন একদিন আসিবে।

গোস্বামী উদরবেগের দাস নহেন। তিনি জিহ্বাবেগের দাস হইয়া উদরপূর্ত্তিতে অনুরক্ত নহেন। তিনি যাবন্নির্ব্বাহ মাত্র প্রতিগ্রহ করেন।

তাহার অধিক তিনি সংগ্রহ করেন না। উদরসর্ব্বস্ব আমরা আমাদের মনে হয় উদরসেবা না করিলে আমাদের উপায় নাই। এই বোধ সেই উদরের পরিতৃপ্তির জন্য। কিন্তু গোস্বামীর আচরণে এরূপ ভোগপর ব্যাপার নাই। তাঁহার চরণে প্রপত্তি হইলে আমাদের উদরবেগ কমিয়া যাইবে। আর খাইখাই করিতে হইবে না।

গোস্বামী উপস্থবেগ দমন করিয়াছেন। তিনি নিত্য ভগবদ্দাস জানিয়া পুরুষাভিমান বর্জ্জন করিয়াছেন এবং ভোগবুদ্ধিতে স্ত্রী দর্শনে বিরত। অষ্টবিধ মৈথুনচিন্তা তাঁহার মানস মথিত করিতে পারে না। তাঁহার পাদরজে আমাদের মূর্দ্ধাভিষিক্ত শিবের ন্যায় আমরাও জড়মদন দমন করিয়া অপ্রাকৃত মদন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নিয়ত নিয়োজিত থাকিব। ইন্দ্রিয় পরিচালনা আর আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্যের আসন গ্রহণ করিতে পারিবে না।

গোস্বামী এই ছয় বেগ ধারণ করিতে সমর্থ তিনি ইহাদের দাস নহেন। এই ছয় বেগ দমন করিয়া নিত্য হরিসেবা নিরত থাকাই তাঁহার গোস্বামিত্ব। যেখানে অন্যথা দেখিব, সেখানে গোস্বামী নাই জানিয়া সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

গোস্বামী কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য এই ছয়টীকে নিজের উপর প্রভুত্ব করিবার অবসর দে'ন না। নিরন্তর নাম করিতে করিতে তাঁহার কাল ব্যর্থ হয় না। এক মুহূর্ত্ত বৃথা ব্যাপারে ব্যয়িত হইবার আশঙ্কা নাই।

এমন যে গোস্বামী, তাঁহার সমান হইতে চাহেন গুরু ব্যবসায়ী, পাঠোপজীবী শৌক্র গোস্বামিগণ; আর চাহেন যাহার কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই এমন সমাজ হত জীব। "গোঁসাই" নামে খুব প্রতিষ্ঠা জানি করিয়া আজকাল অনেক গোঁসাই ক্রমে ক্রমে দলে বাড়িতেছে। হায় হায় দেশ কি আবার এই সকল কপটাচার ভণ্ডগণের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পুনরায় শুদ্ধ হরিভজনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। ভাই আশাবদ্ধ বিশিষ্ট হও। এ ঘোর শীঘ্রই কাটিবে।

সামান্য ও শুদ্ধবৈষ্ণব।

বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ ভেদ বুঝিতে হইলে পঞ্চোপাসনা বলিয়া একটী পারিভাবিক শব্দার্থের উপলব্ধি আবশ্যক। পঞ্চোপাসনা মূলে নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানতৎপরতাই পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চোপাসকগণের বিচার ব্রহ্ম নিরাকার ও নিরাকার ব্রহ্মের ভজন করা যায় না, অতএব কল্পিত সাকার নিরূপণ করিয়া স্বার্থসাধন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। বিদ্যারণ্য ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" এই কল্পিত সকাম উপাসনা গুণাত্মক, তাঁহাদের বিশ্বাস এই উপাসনা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে ক্রমে গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান হয়। নিষ্কাম হইলে সেখানে উপাস্যোপাসক ও উপাসনা ভেদ নাই। সত্ত্বগুণাশ্রিত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর উপাসনা করেন, সত্ত্বরজোমিশ্র গুণাশ্রয়ে সূর্য্যোপাসনা হয়, সত্ত্বতমো যোগে গণেশের উপাসনা, রজস্তমোযোগে শক্তির উপাসনা, এবং তমোগুণাশ্রয়ে শিবের উপাসনা হয়। এইরূপে বৈষ্ণব, সৌর গাণপত্য, শাক্ত ও শৈব এই পঞ্চবিধ সকাম উপাসকগণ কল্পিত সাকার ভজন করিয়া চরমে নিষ্কাম অহংগ্রহোপাসনাকে লক্ষ্য করেন। এই পঞ্চোপাসক সমাজের জনগণ কেহ বা বিষ্ণুমন্ত্রে, কেহ সূর্য্যমন্ত্রে, কেহ গণেশমন্ত্রে,

কেহ বা শক্তিমন্ত্রে, কেহ বা শিবমন্ত্রে উপাসনা করেন। অন্যান্য দেবদেবীর পূজাদি এই পঞ্চোপাসনারই অন্তর্গত। এই পঞ্চোপাসনামূলক যে বিষ্ণুর উপাসনা তাহা মায়াবাদ অর্থাৎ এরূপ বৈষ্ণবের বিশ্বাস জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম মায়াভিভূত হইয়া এই জগৎ কল্পনা করিয়াছেন ও নিজকে জীব অভিমান করিতেছেন। সগুণ বিষ্ণুর উপাসনা করিতে করিতে এই ভ্রম কাটিয়া গেলে তবে ব্রহ্মসিদ্ধি হয় এই বিশ্বাসে তাঁহারা মায়া কল্পিত জ্ঞানে রাধাকৃষ্ণরূপ, রামরূপ, লক্ষ্মীনারায়ণরূপ, নৃসিংহরূপ, গোবর্দ্ধন বা শালগ্রাম শিলা পূজা করিয়া পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে বৈষ্ণব পরিচয়ে পরিচিত হ'ন। এইরূপ বৈষ্ণব শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন, ইঁহাদিগকে সামান্য বৈষ্ণব নামে অভিহিত করা হয়।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের বিচার স্বতন্ত্র। তিনি জানেন শ্রীভগবানের শুদ্ধচিদ্বিগ্রহ আছে। অবশ্য বেদে বর্ণিত আছে যে ভগবান্ অপাণিপাদ, অকর্ণ, অচক্ষুঃ ইত্যাদি, অর্থাৎ আমাদের যেরূপ প্রাকৃত জড় আকার, জড় অঙ্গাদি আছে শ্রীভগবানের তাহা নাই। জড় আকার নাই বলিয়া জড় চিন্তাপ্রধান মস্তিষ্ক মায়াবাদী চিদাকারের সন্ধান না পাইয়া ভগবান্‌কে যে নিরাকার ধারণা করেন তাহা অস্বাভাবিক নহে। কেননা তাঁহারা বেদবিরুদ্ধ আরোহ বা অধিরোহ (Inductive) প্রণালীর অঙ্গীকার করিয়া এই জগতের জ্ঞানকেই বর্দ্ধিত করিয়া অধোক্ষজ জ্ঞান লাভ করিতে প্রয়াসী। তাঁহারা বেদোক্ত অবতার বা অবরোহ (Deductive) বাদের যে প্রণালী—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।" (কঠোপনিষৎ) অর্থাৎ আনুগত্য-ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আরোহপথে চলিতে চলিতে তাঁহারা চিন্তারণা করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং যেখানে জড় আকার নাই, সেখানেই নিরাকার তাঁহাদের এই বিচার প্রবল হইয়া অন্য দেব দেবীর উপাসনা সহিত বিষ্ণুর উপাসনা সম ভাবিয়া, অন্য দেব দেবীকে তদীয় বুদ্ধি না করিয়া তত্তত্ত হইতে স্বতন্ত্র ও তৎসম ভাবিয়া মায়াবাদ আশ্রয় করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তিযোগে ভগবানের চিৎস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া চিদ্বিগ্রহ ভগবান হরির নিত্য সাকার রাধাকৃষ্ণ, রাম বা নারায়ণ মূর্ত্তি তত্তৎ মন্ত্রে নিত্য উপাসনা করিয়া নিত্যসেবা লাভ করেন। তাহার ফল শ্রীভগবানে প্রেম। জীব সজাতীয়ত্বে ব্রহ্মের ন্যায় সচ্চিদানন্দ হইলেও স্বয়ং ব্রহ্ম নহেন। বিভু-চিদ ভগবান্, অণুচিৎ জীবের নিত্য প্রভু। জীব ভগবানের নিত্যদাস। এই নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়াও কতকগুলি জীব (ব্রহ্ম নহে) ভগবচ্ছক্তি-মায়ামুগ্ধ হইয়া দেহাত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত আবাহন করিয়া ঈশবৈমুখ্য অর্জ্জন করিয়াছে। এই স্বরূপবিভ্রান্তি দূরীকরণার্থে যাঁহারা মায়াবাদশূন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণপ্রান্তে আনুগত্য ধর্ম্ম লাভ করিয়া নিজেকে নিত্য কৃষ্ণদাস জ্ঞানে ভজন করিতে থাকেন তাঁহারাই শুদ্ধ বৈষ্ণব। হৃদয়ে মায়াবাদগন্ধ থাকিলে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কেবল রাধাকৃষ্ণ, রাম নৃসিংহ উপাসনা দ্বারা বৈষ্ণবের শুদ্ধধর্ম্ম পালিত হয় না। কেননা পঞ্চোপাসক মায়াবাদি-গণের মধ্যেও এরূপ উপাসক অনেক আছেন। তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন, তবে পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে পরস্পর ভেদ নিরূপণে বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শৈবের মধ্যে যে বৈষ্ণব শব্দ প্রযুক্ত হয় তাহাকে বিশেষজ্ঞগণ সামান্য বৈষ্ণব বলেন। এরূপ সগুণ বিষ্ণুর উপাসকগণ বৈষ্ণব নহেন। অনেকে স্বীয় চিত্তে মায়াবাদের মূলসূত্র পোষণ না করিলেও মায়াবাদী

সমাজের অধীন থাকিয়া মায়াবাদীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া নিজের স্বাভাবিক ভক্তিবৃত্তিকে ক্রমশঃ খর্ব্ব করিতে থাকেন, শেষে ভক্তি-বিচ্যুত হইয়া অহংগ্রহোপাসনায় উন্মত্ত হ'ন। তাঁহাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে তাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃ ভক্ত্যুন্মুখ হইলেও তাঁহারা অসৎসঙ্গদোষে নিজ নিত্য মঙ্গল পথ হইতে বিচ্যুত হ'ন। এই সকল প্রণষ্টশুভ প্রথমে সরলচিত্ত পরে সঙ্গদোষে কৈতবপূর্ণ জনগণের দুর্ভাগ্য দেখিয়া জীবেদয়া পরিপুরিতচিত্ত যথার্থ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ সাধু মহাপুরুষ ব্যথিত হ'ন ও তাঁহার মঙ্গলময়ী চেষ্টা দ্বারা তাঁহাদিগকে বিপথ হইতে পুনরানয়ন জন্য যথার্থ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। ভাই সকল আসুন আমরা তাঁহার কোটীচন্দ্র সুশীতল চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া তাঁহার পাদরজে স্ব স্ব মস্তক অভিষিক্ত করিয়া নিজনিজ দুর্ব্বুদ্ধির হাত হইতে মুক্ত হই, মায়াবাদান্ধকার হইতে যথার্থ জ্ঞানালোকে প্রবেশ করি, নির্ভয়ে শুদ্ধভক্তিপথে প্রবেশ করি, নির্ভয়ে শুদ্ধভক্তি পথে বিচরণ করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমা লাভ করিয়া চতুর্ব্বর্গকে পদদলিত করিবার যোগ্যতা লাভ করি। ভাই প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ যেন বিস্মৃত হইবেন না, তিনি কি বলিয়াছেন দেখুন দেখি,—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

ঐ শুন জড় ভরতমহারাজও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়াছেন,—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকং॥"

অন্য কোন উপায়ে চরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল মহাপুরুষের চরণাশ্রয়ে জীবের সুবিধা হইতে পারে। মহাপুরুষ কাহাকে বলিব? যিনি নিষ্কিঞ্চন, জড় অর্থে যাঁহার কোন চেষ্টা নাই, একমাত্র ভগবৎসেবা যাঁহার লক্ষ্য তদিতর কোন ক্রিয়া যাঁহার নাই, যাঁহার জড়েন্দ্রিয় প্রীত্যর্থে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষস্পৃহা নাই, যাঁহার সমস্ত ক্রিয়াই হরিসেবানুকূলা, চতুর্ব্বর্গ কেবল নিজসেবা জানিয়া তাহার ত্যাগে যিনি যত্নপর ও সেবানুকূল ভগবৎ প্রীতি সংসাধনই যাঁহার ব্রত তিনিই মহাপুরুষ। শিষ্যের নিকট বা অপর কাহারও নিকট ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া কেবল কৃষ্ণ সেবার পরিবর্ত্তে নিজেন্দ্রিয় প্রীতিকল্পে আহার বিহার ও ও কুটুম্ব সেবায় যিনি তাহা ব্যয় করেন তিনি কখনও মহাপুরুষ নহেন, আর মহাপুরুষ ব্যতীত অপর কাহারও অর্থাৎ মায়াবদ্ধ নরের আশ্রয়ে কোন লাভ নাই, তাই, কেবল অন্ধকর্ত্তৃক উপনীয়মান অন্ধের দুর্দ্দশা। মহাপুরুষ চরণাশ্রয় কখনও নিষ্ফল হয় না। আজ যাহা আপনি কঠিন ও কঠোর ভাবিতেছেন, দেখিবেন কাল সাধুগুরুপদাশ্রয়ে আপনার তাহা মৃদু ও সুসাধ্য হইবে। আর কোনও উপকরণের আবশ্যকতা নাই, ভাই কেবল চাই আনুগত্য ধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলসূত্র জানিবেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ { ১৩শ সংখ্যা

ভৃতক শ্রোতা।

ভৃতি বা বেতন না দিয়া ব্রাহ্মণাপসদ ভৃতককে ব্যাসাসনে বসাইয়া যিনি শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি ভৃতকাধ্যাপক। ভৃতকের মজুর দিয়া ব্রাহ্মন যদি ভৃতকাধ্যাপিত বা শ্রোতা হন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট হইয়া তিনি পংক্তি-দুষক বা ব্রাহ্মণাপসদ হইয়া যান। ইহা বিষ্ণু-স্মৃতিতে লিখিত আছে। ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া যিনি খোরাকী দিয়া ছাত্র সংগ্রহ করেন, তাঁহাকে ভৃতকাধ্যাপিত বা ভৃতক শ্রোতা বলা সঙ্গত নহে, যেহেতু ব্রহ্মচারী, গুরু-বৈষ্ণব-গৃহে বাস করিয়াই গুরুর সেবা করিবার কালেই বেদ বা বেদের প্রপক্কফল ভাগবত অধ্যয়ন করেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণাপসদ ভৃতক পাঠককে বর্জ্জন করিবেন এবং তাঁহার সহিত একপংক্তিতে আহার করিবেন না। তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রসাদ বা পিতৃদ্দেশে দত্ত শ্রাদ্ধ-পাত্র দিবেন না।

ভৃতক ভাগবত পাঠকের স্বরূপবর্ণন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকার অত্রি বলেন, বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ-পাঠাঃ। পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥ বেদাধ্যয়নে যোগ্যতার অসমর্থতা নিবন্ধন ব্রাহ্মণ-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ শূদ্র ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে যান। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বেদ-পাঠে অসমর্থ হইয়া অন্যত্র শ্রম করেন, তাঁহারাই শূদ্রতা লাভ করিয়া বেদপাঠ পরিহারপূর্ব্বক নিজ নিজ সন্তানকে শূদ্র না জানিয়া অজ্ঞতাপূর্ব্বক উপনয়ন প্রদান করান এবং ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করান। ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠকালে শূদ্র যখন নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করেন, তখনই আপনাকে বিপ্র বলিয়া পরিচয় দিবার লোভ প্রদর্শন করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে গেলে পাছে নিজের শূদ্রতা ধরা পড়ে, তজ্জন্য তাহাতে অযোগ্য হইয়া পুরাণপাঠে নিযুক্ত হন। তাহাতেও তাঁহার বেতন অর্জ্জন করিয়া উদর

ও পুত্রকলত্রাদি প্রতিপালনের মুখ্য উদ্দেশ্য আসিয়া পড়ে, আবার শ্রোতৃবর্গের নিকট ভৃতি বা বেতন পাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের উনবিংশ অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক গদ্য পাঠকালে তিনি 'যথাবর্ণবিধানম্' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করেন। তখনই তাঁহার ভাগবত পড়িয়া অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক উদর ও পুত্রকলত্রাদিকে অন্যায়-পূর্ব্বক পোষণ-স্পৃহায় লজ্জা বোধ হয়, তিনি তখন কৃষিকার্য্যে মনোযোগ দেন, আবার কৃষিবৃত্তিতে উদর-ভরণের ক্লেশ উপস্থিত হইলে ভাগবতের পাঠক হইয়া বৈষ্ণবের গুরু হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবের গুরু হইয়া "যথাবর্ণবিধানং" শ্লোকের অপরূপ ব্যাখ্যা করেন। ভৃতক পাঠকের ব্যাখ্যাটী এই—"যথাবর্ণ-বিধানং" এই কথাটী ছাড়িয়া দিলে তুমি ভারতবর্ষের প্রজা, একথা বলিব না। এই বর্ণে স্থিত হইয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতেই অপবর্গ লাভ হইবে। আমাদের ব্রাহ্মণোচিত জীবন নাই সত্য, তথাপি প্রতিমার প্রাণ বিসর্জ্জন হলেও জড়টা আছে। এ যে পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ চলে আস্‌ছে, সেটা ঠিক হবে। বর্ণধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যেন আমরা বর্ণধর্ম্ম যাজন করিতে পারি ইহাই সমস্ত ভারতবাসীর নিকট আমার প্রার্থনা।"

শ্রীমদ্ভাগবতের মূল পাঠে এরূপ আছে "অস্মিন্নেব বর্ষে পুরুষৈর্লব্ধজন্মভিঃ শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণেন স্বারব্ধেন কর্ম্মণা দিব্যমানুষনারকগতয়ো বহ্ব্য আত্মন আনুপূর্ব্ব্যেণ সর্ব্বা হ্যেব সর্ব্বেষাং বিধীয়ন্তে যথাবর্ণ-বিধান-মপবর্গশ্চাপি ভবতি।" অর্থাৎ এই ভারতবর্ষে জন্ম করিয়া পুরুষগণ নিজ নিজ প্রাক্তন শুক্ল লোহিত ও কৃষ্ণ বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণোত্থ কর্ম্মানুসারে দেব, মনুষ্য ও নরকাদি বহুপ্রকার গতিলাভ করে এবং যে বর্ণের যে বিধান বা মোক্ষ প্রকার বানপ্রস্থ সন্ন্যাস বিধি অতিক্রম না করিয়া এই ভারতবর্ষেই মানবগণের বর্ণাশ্রমাতীত অপবর্গ বা ভক্তিযোগ লক্ষণও লাভ ঘটে।

ভাগবত-ব্যাখ্যাতা ভাগবতের কথিত বর্ণাশ্রম-বিধি ছাড়িয়া কৈতবপূর্ণ ত্রৈবর্গিকের দৌরাত্ম্যকে বর্ণ মনে করিয়া যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজ বৃত্তগত বর্ণ কোথায় তাহা নিরূপণ করেন নাই। 'কেবল জড়টা আছে পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ চলে আস্‌ছে, সেটা ঠিক্ হবে' বলিয়াই অসমর্থতা জানাইতেছেন। ভাগবতের পাঠক সূত্রে তাঁহার অনপ্ত্রই জানা আছে যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গ তাঁহার নিকট হইতে ভাগবত শ্রবণ কালে অধোক্ষজ পরম পুরুষে শ্রীকৃষ্ণে শোকনাশিনী, মোহ-বিধ্বংসিনী, ভয়-হারিণী সেবা-প্রবৃত্তি লাভ করিবেন। যেখানে সে ফল লাভ শ্রোতৃবর্গের ভাগ্যে ঘটিতেছে না এবং পাঠকমহাশয়েরও নিজোক্তিক্রমে 'ব্রাহ্মণোচিত জীবন নাই' কেবল জড়টা আছে, এবং পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ চলে আস্‌ছে, সেটা ঠিক্ হবে'—এইসব উক্তি ভাগবতপাঠের ফল, সেস্থলে ফলের দ্বারা ভাগবত পাঠের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইলে ভাগবতপাঠ হয় নাই, জানিতে হইবে। ফল হইতে ফল-কারণ অনুমিত হয়। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ভাগবত-শ্রবণ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে এরূপ ফল হইত না।

> লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাং।
> যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম পূরুষে।
> ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা।

কই, পাঠকের অভাব-জনিত ভয়, মোহ ও শোক ত' যায় নাই—তিনি বোধ হয়, নিজের পাঠ নিজেই শুনেন নাই। বেদশাস্ত্রে যত্ন করেন নাই, এরূপ পূর্ব্বপুরুষের অধস্তন হইয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধে আপনাকে শূদ্র না জানিয়া উপনয়ন সংস্কারাদি লাভ করিয়া তাহার বলে শৌক্র বিধান মতে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত! দীক্ষা বিধান দ্বারা ব্রাহ্মণ

হইলেন না কেন?—সে যে বৈষ্ণব স্মৃতি-শাসন! আবার "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ" এই ভাগবতোক্ত "যথার্থবর্ণবিধানং" উল্লঙ্ঘনের অবৈধ প্রয়াস করিতেছেন। শাস্ত্রীয় দীক্ষা বিধান ধ্বংস করিয়া স্বার্থবশে নিজের শূদ্রত্বে প্রতিষ্ঠান বাসনায় শূদ্রের দান, প্রতিগ্রহাদি করিয়া ব্রাহ্মণাপসদ, পংক্তিদূষক সংজ্ঞাকে আচ্ছাদন করিতেছেন। এই সত্য ধ্বংসের চেষ্টা কি তাঁহার সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা?

দীক্ষিত জনগণে তিনি অদীক্ষিতের বর্ণ বলপূর্ব্বক আরোপ করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? শৌক্র বিধান দ্বারা সাবিত্র্য জন্ম হয়, আর দীক্ষা-বিধানক্রমে দ্বিজত্ব হয় না—এই অভিনব কথা সৃষ্টি করিতে ভূতক পাঠককে কে অধিকার দিল? চারিযুগ ধরিয়া শৌক্রবিধান ও দৈক্ষ বিধানক্রমে দ্বিজত্বের কথা, শাস্ত্র আদেশ করিতেছেন, পুরাণ সকলও নজির দেখাইতেছেন। মহাভারতাদি স্মৃতি ও পুরাণ স্পষ্ট যাহা বলিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে বঙ্গদেশীয় একজন ভূতক পাঠক সত্য আচ্ছাদন করিলেই যে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে, এরূপ নয়। মহাভারত বলিতেছেন :—

সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাং॥
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো নচ॥
সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ।
সর্ব্বে বর্ণা নান্যথা বেদিতব্যাঃ॥
এভিঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূন-জাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥

যেকাল পর্য্যন্ত না ব্যক্তিবিশেষের ব্রহ্মা হইতে নিজের পিতা পর্য্যন্ত ধারাবাহিক পিতৃপুরুষের প্রমাণমূলে নাম বলিতে পারিবেন, তখন তাঁহার বৃত্ত পদ্ধতি ব্যতীত শৌক্র পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণতা কিরূপে স্বীকৃত হইবে, এই কথাই মহাভারতে উল্লিখিত আছে। যেকাল পর্য্যন্ত না পিতৃপুরুষবর্গের প্রত্যেকের নিরবচ্ছিন্ন দশসংস্কারের প্রমাণ না পাওয়া যাইবে, ব্যক্তিবিশেষের বৃত্ত পদ্ধতি ব্যতীত শৌক্র পদ্ধতিমতে তাহাকে কিপ্রকারে অবিসম্বাদিত ব্রাহ্মণ বলা যাইবে? যে কাল পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষবর্গের প্রত্যেকের বেদাধ্যয়নের প্রমাণ পাওয়া না যায়, তাহার পূর্ব্বে কি প্রকারে নিঃসন্দেহে বৃত্তবিধান বা দৈক্ষ্য ব্যতীত শৌক্র বিধানের সুবিধা দেওয়া যাইবে, বুঝা যায় না।

অভূতক পাঠক।

প্রচার প্রসঙ্গ।

বিগত উত্থান একাদশী দিবসে ও তৎপর দিবসে কুলিয়া নবদ্বীপের নূতন চড়াস্থিত সমাধি-কুঞ্জে পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সপ্তম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ পোদ্দার সমাধি-মন্দিরের ভূমির প্রজা ছিলেন। এই স্থানটী পরলোকগত রাণী রাসমণির মহালের অন্তর্গত। উক্ত পোদ্দার মহাশয় তথায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন পূর্ব্বক সমাধি মন্দির গৃহেই নিত্য পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। আরও শুনা যায়, পাঁচটী গৃহস্থ ভদ্রলোককে তিনি ঐ শ্রীমূর্ত্তির সেবায়েত নিযুক্ত করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন; কিন্তু পরমহংস বাবাজী মহারাজ বৈধ বিচারে ত্যক্তগৃহের উপাস্য বস্তু। ব্রহ্মচারী ভক্ত্যাশ্রম মহাশয় ব্যতীত আর চারিজন গৃহস্থ সেবায়েতের

শৌক্রবংশ-প্রণালী মতে সেবায়েত নিযুক্ত হইলে ঐ পবিত্র স্থানের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহা ভগবান্ গৌরসুন্দরই জানেন। আচার্য্য বংশের হাতে ও গৃহব্রত প্রাকৃত সহজিকগণের হাতে পড়িয়া পারমহংস্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিরূপ বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে, দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। আমরা বলি, এই সেবায়েত-ঠকুরের পরিবর্ত্তে ত্যাগী ভক্তগণকে সেবায়েত করা যুক্তিসঙ্গত। কেন না, শৌক্রবংশ প্রণালীমতে উহা একটী কালীঘাট বা পীঠের হালদার-বংশের মত না হইয়া যায়। পোদ্দার মহাশয় কি ভাবী সেবায়েত সম্বন্ধে কিছু বন্দোবস্ত করিয়াছেন? আমরা জানিবার জন্য ব্যস্ত আছি। আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই, যে পরমহংস মহারাজ গৃহব্রত ধর্ম্মের প্রতিকূলে হরিভজনের কথা জগৎকে জানাইয়াছেন, তাঁহার সমাধি-স্থানের এবম্বিধ পরিণতি অতিশয় দুঃখের বিষয়। শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর এ বিষয়ে উদাসীন কেন? তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ও অজ্ঞাতসারে কাঁহারা বিধান করিলেন, আমাদের জানা আবশ্যক। ভবিষ্যতে যাহাতে স্ত্রৈলোক মোহন্ত বা মোহান্তিনী কর্ত্তাপক্ষ না হন, তাহার কি কিছু প্রতিকার করা হইয়াছে?

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অনুগত সমাজের গৃহস্থগণ পঞ্চোপাসকীয় এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিরোধী নির্ব্বিশেষ বাদী। সেই বৈষ্ণব বিরোধী সমাজকে যাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর সম্মত সমাজ মনে করেন, তাঁহারা সামান্য বৈষ্ণব অর্থাৎ শুদ্ধবৈষ্ণব নহেন। কে তাঁহারা, জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদিগের একমূর্ত্তি হয় ত বলেন,—আমি গোস্বামী সন্তান, অপর মূর্ত্তি বলিলেন,—আমি শক্তিপূজক বন্দোপাধ্যায়ের পুত্র, অপরে বলিলেন,—অম্বষ্ঠগণের ন্যায় যজ্ঞোপবীতধারী কায়স্থ; আর একজন বলিলেন আমি—নবশাখ—আমরা সকলেই স্মার্ত্ত সমাজের সুবর্ণবণিকের প্রতিষ্ঠিত সেবার প্রদত্ত দানের প্রতিগ্রহকারী। বস্তুতঃ শুদ্ধবৈষ্ণবের দাস্যই কর্ত্তব্য।

লক্ষ্মীবাজারের কথক রাধাবিনোদ, রঘুনন্দনের বিচার অবলম্বন করিয়া প্রথম দিনের বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"তুম্ ভি চুপ, হাম্ ভি চুপ, থাকাই ভাল। মিলে' মিশে' আলোচনা করাই ভাল। দূরে শিষ্যদের কাছে, ঘাগের কাছে লেপ মোড়া দিয়ে বক্‌লে কি হবে? 'আমি সুমেরু হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত পরাস্ত করিতে পারি' একথা ঘরে ব'সে বল্লে হবে না।"

কথক ঠাকুর সম্প্রতি মৈর্শাতুতে বণিক মল্লিকদিগের বাটীতে থাকেন আর এইরূপ অশ্লীল ভাষায় কথকতা করেন, শুনিয়া সেখানকার সভায় অনেকে তাঁহার রুচি-বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। কথক ঠাকুর ব্যাসাসনে ব'সে এরূপ ভাষায় কথা বলিতে বহুদিন হইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। সুতরাং ইহা তাঁহার দোষ নয়,—তাঁহার মতে তাঁহার পদ্ধতির গুণ। শৌক্রসাবিত্র্য পদ্ধতিতে যখন মাতাপিতা হইতে বদ্ধদেহবিশিষ্ট জীবকে সাবিত্র্য সংস্কার দেওয়া হয়, তখন তাহার দেহের material বদল হয় না। দেহের material থাকাকালেও তিনি সংস্কার গ্রহণ না করায় অব্রাহ্মণ ছিলেন। দেহের material বদল না হইয়া মৌঞ্জীবন্ধন প্রভাবে বেদশাস্ত্রের পাঠের যোগ্যতা লাভ করিলেন এবং তাহাতেই তিনি ব্রাহ্মণ হইলেন, সুতরাং দীক্ষা-বিধানক্রমে তদন্তর্গত

উপনয়ন-সংস্কার হইলে দেহের material পরিবর্ত্তন হয় না, কেবল শুক্রশোনিত জাত দেহধারীর চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া বেদপাঠে যোগ্যতা লাভ করে। কথক ঠাকুর যদি মনে করেন, শুক্র-শোনিতজাত দেহটাই ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে বেদ তাহাকে বলিয়া দিবেন, পিতার ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিতে নাই। পিতৃস্বত্বটা দেহের একমাত্র স্বায়ত্তীকৃত বস্তু নহে। কথক ঠাকুর জানেন যে, তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য শ্রমজীবির কার্য্য করিয়াছেন এবং তাহাতেই তাঁহার পাকা শূদ্রত্ব হইয়াছে, তথাপি মৌঞ্জী-বন্ধন সংস্কার করিয়া কেন ব্রাহ্মণ হইতে যা'ন। "পরমুখে কটু কথা সহিতে না পার; তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর॥" একথা কথক ঠাকুর ভুলিয়া গিয়া শৌক বিধানক্রমে ব্রাহ্মণ হইতে ব্যস্ত—দৈক্ষ্য বিধান-ক্রমে ব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণ স্বীকার করিতে নারাজ।

শৌক্রবিধান দ্বারা শূদ্রই নিজের শূদ্রত্ব গোপন করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছে, আর দৈক্ষ্য সাবিত্র্য ব্রাহ্মণকে নিজের শূদ্র-প্রবৃত্তিমূলে হিংসা করিতেছে। কথক ঠাকুর যদি বলেন যে, জন্মাবধি ব্রাহ্মণ হয় না, তাহা হইলে মহাভারত "সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাশ্চ, সর্বৈর্নান্যথা বেদিতব্যা" প্রভৃতি বলিতেন না,—মহাভারতে তাহা হইলে 'ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।" "কৃষ্ণাঃ শৌচবিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজয়ঃ শূদ্রতাং গতাঃ।" প্রভৃতি শ্লোক উল্লেখ থাকিত না। কথক ঠাকুর —"জীবমাত্রই যে ব্রহ্মার সন্তান, একথা মনগড়া"—এরূপ মনগড়া কথা বলিয়া স্বীয় মহাভারত-পাঠে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না। "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী", সেইজন্য অত্রির নির্দ্দেশমত বিদ্যা-ভাবে বেদপাঠে অনধিকারী হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে অনধিকারী হইয়া পুরাণ পাঠক হইয়া, পুরাণপাঠে অনধিকারী হইয়া কৃষিজীবী হইয়া কৃষিভ্রষ্ট হইয়া ভাগবতজীবী হইয়া পড়িয়াছেন। একটু পড়াশুনা করিতে হয়। না পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া আপনাকে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক বলিয়া জাহির করিলে অপরাধ ভঞ্জনের পাট কুলিয়াতেই তাহা শোভা পায়। অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ, কখনই শাস্ত্র পাঠে বা কথনে অধিকারী হয় না কথক ঠাকুর মিথ্যা কতকগুলি বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া নির্ব্বোধ ঠকাইবার কৌশল করিতেছেন আর বলিতেছেন "তুম্ ভি চুপ্, হাম্ ভি চুপ থাকাই ভাল।" শৌক্র পদ্ধতি চালাইতে গিয়া নিজ সদৃশ সন্তানগণকে শূদ্র বলিবার পরিবর্ত্তে বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, এবং তাহাই দোষাবহ নহে, বলিতে চান। দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য-বিধান ঐরূপ মিথ্যা বাগ্‌জাল বিস্তার মাত্র নহে। বাস্তবিক বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া ভাগবত-পাঠক হইতে হয়। না পড়িয়া পণ্ডিত হইতে গেলেই ভাড়াটিয়া কথকের নিজের শূদ্রত্ব দূর করিবার পরিবর্ত্তে শূদ্রান্ন গ্রহণ, পথে মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া আরক্ত লোচন প্রদর্শন করিবার সহিত তুল্য। সুতরাং "তুম্ ভি চুপ্ হাম্ ভি চুপ্" প্রকাশ্য সভায় না বলিলেই ভাল হইত। ঐরূপ বেয়াকুবি দ্বারা আলোচ্য কথাটা আসমুদ্র হিমাচল ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। "পিতৃ-পুরুষগণের নাম বলিতে পারি না, তাঁহাদের নিরবচ্ছিন্ন দশ সংস্কারের প্রমাণ দিতে পারি না, তাঁহাদের বেদাধ্যয়নের প্রমাণ দিতে পারি না, আর শৌক্র পদ্ধতিতে 'আমি ব্রাহ্মণ" বলিতে গেলে চীন দেশের বা কামস্কাট্‌কার অধিবাসীগণও হাস্য সম্বরণ করিবে না! ইউরোপ ও মার্কিণ দেশের লোকেরা কথকঠাকুরের প্রদর্শিত

প্রাচ্য স্তায়ের প্রতি আস্থা রহিত হইবে। 'তুমি শূদ্র, আমি শূদ্র, আমরা উভয়েই শূদ্র' একথা বলিয়া নিজ দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিয়া কি লাভ? পঞ্চরাত্র বলিতেছেন—এস বৎস, আমি তোমার শূদ্রতা অপনোদন করিয়া সংস্কার করাইয়া দিব, তুমি 'দ্বিজ' হইতে পারিবে।' কথক ঠাকুরের পূর্ব্বাচার্য্য ব্রহ্মযামল হইতে হরিভক্তিবিলাসের এ বিলাসের প্রারম্ভ উদ্ধার করিতেছেন যে—"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পাঃ হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষাং আগমমার্গেণ শুদ্ধি র্ন শ্রৌত-বর্ত্মণা॥" মহাভারত বলিতেছেন—মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, সবংশে যাঁহাদিগের শূদ্রতা প্রতিপন্ন করিতেছেন, সেই শূদ্রগণকে আগম-সম্পন্ন করিলেই তাঁহারা দীক্ষান্তর্গত মৌঞ্জী-বন্ধন-সংস্কার লাভ করিয়া 'দ্বিজ' বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বেদসমূহ প্রাচীন দেবভাষায় লিখিত ছিল বলিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে বলিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপের লোকেরা যদি কথক ঠাকুরের স্তায় বলিয়া বসে যে, তাহাদের নিকট তাহাদের ভাষায় বেদাদি শাস্ত্র প্রচারিত না হওয়ায় উহা সাম্প্রদায়িক মাত্র, সার্ব্বজনীন নহে, তাহা হইলে বেদ ও মহাভারত কি অশুদ্ধ হইয়া যাইবে? সত্য চিরদিনই সত্য। সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত সত্য সর্ব্বত্র সত্য। চিরদিনই সত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন থাকিবে, তাহার প্রতিরোধার্থ অসত্যাবলম্বীগণের হিংসা ব্যতীত আর কি অবলম্বন হইতে পারে? উহা কি স্ত্রৈণের স্তায় মশারির অভ্যন্তরস্থ উক্তির সহিত এক নহে? শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার দাসগণ আজ চারিশত বর্ষের অধিক হইল, এই সকল কথা সমগ্র ভারতের সকলের নিকট দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়াছেন। আর কপটী নির্ব্বোধ লোকের নিকট মশারির ভিতর বক্তা শৌক্র পদ্ধতি চালাইতেছেন—কতদিন চালাইবেন, আমরা জানি না। যতদিন পর্য্যন্ত দিব্য সত্যালোক কপটীদিগের হৃদয়গুলাকে আলোকিত না করিবে, ততদিন অন্তরের কুপ্রবৃত্তিগুলি স্ত্রৈণ সমাজ পোষণ করিবে—বিষ্ণুভক্তির কন্দরে গৃহব্রতের ধর্ম্মকে গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া সমাজকে ঠকাইবে। আজ কিন্তু শ্রীচৈতন্ত দেবের বাণী প্রচার করিবার জন্ত গৌড়, উৎকল, মাথুর মণ্ডলে ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র সত্যের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আর কতদিন ফাঁকি দিয়া এই সত্যের অপলাপ চলিতে থাকিবে? স্বয়ং কলিই তাহা জানে! কিন্তু আমরা জানি, কলিনির্যাতনের একমাত্র মন্ত্র হরিনাম ও হরিকথা-প্রচার। সত্যের প্রখর কিরণ উলূকের পক্ষে সুবিধাজনক দ্রষ্টব্য না হইলেও কিরণ আবাহনকারী ভগবানের সৃষ্ট নানা জীব আছেন। যক্ষ রক্ষ পিশাচাদি নিজ নিজ ধর্ম্ম সত্যের আলোক হইতে আবরণ করিয়া করিয়া থাকে। তাহারা প্রকাশ্য ভূমিকায় আগমন করার পরিবর্ত্তে ত্রিযামার অবসানে কোটরে লুক্কায়িত হয়। কথক ঠাকুর জগতের সকল লোককেই মেয়ে ভুলান ভাষায় ভুলাইতে পারিবেন না।

সৎসংসর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বৈষ্ণবঠাকুর সর্ব্বদাই জীবের প্রতি দয়ালু। তাঁহার সঙ্গ লাভ হইলে মন বড়ই প্রফুল্ল হয়; মুহূর্ত্ত কালও গ্রাম্য কথায় অর্থাৎ বৃথা বাক্য ব্যয়ে যাপিত হয় না—হরিকথায় সর্ব্বদাই কর্ণ মন তৃপ্তি লাভ করে। তাঁহার নিকট গ্রাম্যকথা স্থান পায় না। আমরা যতই ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত হই না কেন, তাঁহার মুখ-নিঃসৃত হরিবিষয়ক তত্ত্বকথা

শুনিয়া আমরা অবিদ্যাজনিত সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যাই এবং ক্রমশঃ অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবানন্দ অনুভব করি। তাঁহার সঙ্গে বাসই তীর্থবাস। তখন জাগতিক কোনও কুবাসনা অর্থাৎ পর নিন্দা, জীব হিংসা, প্রতারণা, কামিনী-কাঞ্চনে লোভ ইত্যাদি হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"

কিন্তু বদ্ধজীব নিজের স্বরূপ ভুলিয়া নিজ দেহে আত্মবুদ্ধি করতঃ আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার গৃহ ইত্যাদি মনে করিয়া নিজে ভোক্তা সাজিতেছে। বুঝিতেছে না যে, শ্রীকৃষ্ণ নিত্য প্রভু, জীব তাঁহার নিত্য সেবক, তিনি বিভু চৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, আর অন্য সকলেই তাঁহার ভোগ্য। অতএব নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ লাভ করিতে হইলে সৎসঙ্গের একমাত্র প্রয়োজন অর্থাৎ সদ্‌গুরু, শুদ্ধবৈষ্ণব ও সৎ-শাস্ত্রের সঙ্গ একমাত্র প্রয়োজন; নতুবা এই দুস্তর ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল-লাভের অন্য কোনও উপায় নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে যে— (ভাঃ ১-১৮-১৩)

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

ভগবদ্ভক্তের সহিত অত্যল্পকাল সঙ্গের কাছে স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনা হয় না, মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদি সুখের সহিত আর উহার কি তুলনা হইতে পারে?

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

চৈ চঃ

অন্যত্র যথা—

নলিনী দলগতজলমতিতরলং
তদ্বৎজীবনমতিশয়চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥

পদ্মদলস্থিত জল যেমন অতি তরল, জীবনও সেইরূপ অতি চঞ্চল (ক্ষণভঙ্গুর), ক্ষণকালের জন্য ও যদি সাধু-সংসর্গ ঘটে, তাহাই ভবসাগর পারের তরণীস্বরূপ হয়।

নিজে স্বরূপজ্ঞান উপলব্ধি অর্থাৎ সম্বন্ধ জ্ঞান অর্থাৎ জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ সদ্‌গুরু ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। সদ্‌গুরুর কৃপায় জীব এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মার দুর্লভ শ্রীভগবানের সেবা লাভ করেন। কাম ক্রোধ লোভাদি-হত জীব যদি সেই সদ্‌গুরুপাদরজে অভিষিক্ত না হয়, তবে জীব কেমন করিয়া এই অপার ভবসমুদ্র পার হইবে? যাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইতে সমর্থ, কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে অন্ধ, সে অপর অন্ধকে কি করিয়া পথ দেখাইবে? যদিও যায়, তবে দুইজনেরই অন্ধকূপে পতন ব্যতীত অন্য লাভ অসম্ভব। দিগম্বরের নিকট কি বস্ত্র মিলে? বস্ত্রের দোকানে কি চাউল পাওয়া যায়? কখনই না। যে বস্তু যে দোকানে থাকা সম্ভব, সেই বস্তু সেই দোকানেই পাওয়া যাইতে পারে।

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং॥

সংসার মধ্যে কোনও সুখই নাই, কেবল দুঃখ মাত্র, অতএব যে ব্যক্তি নিত্যসুখের অভিলাষ করিবেন, তিনি নিষ্কিঞ্চন পরমহংস সদ্‌গুরুদেবের

আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ, যিনি শব্দ ব্রহ্ম বেদের ন্যায়ানুগত ব্যাখ্যা দ্বারা তত্ত্ব স্থিরীকরণে নিপুণ এবং ভজন পরিপাক নিবন্ধন সর্ব্বাবস্থায়ই পরব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারই আচার্য্যত্বে যথার্থ অধিকার। যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই এবং ভক্ত্যঙ্গও যাজন দেখা যায় না এবং কাম-ক্রোধাদি রিপুবেগ সমূহের জয় হয় নাই, এরূপ ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া তাঁহার আশ্রিত হওয়া উচিত নহে। গুরুর লক্ষণ শাস্ত্রে আরও অনেক আছে, এখানে তাহার আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, জড়াসক্তিবিবর্জ্জিত, অনুক্ষণ হরিভজনে রত এবং প্রত্যেক মায়ামুগ্ধ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিতে ব্যস্ত, তিনিই গুরু, তিনিই সাধু। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্বই গুরুর প্রধান লক্ষণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশও তাই—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য, ৮ম পরিচ্ছেদে—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থও এই যে সদ্‌গুরুত্ব শৌক্রপরিচয় অপেক্ষা করে না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ কাল গুরুনির্ব্বাচনে অধিকাংশ ব্যক্তিই উদাসীন। সামান্য ঘটাদি খরিদ করিতে গিয়া তাঁহারা ঐ সামান্য পাত্রটী অনেকবারই বাজাইয়া লন কিন্তু যিনি তাঁহাদিগকে এই দুস্তর ভবসমুদ্র পারে লইয়া যাইবেন, সেই গুরুদেবের নির্ব্বাচনে তাঁহারা একেবারে নিশ্চেষ্ট। আবার কনক-কামিনী-লোলুপ অনেক ব্যক্তিই তিলক ফোঁটা কাটিয়া বাহিক আচারে বড়ই ব্যস্ত। কিন্তু তাঁহারা মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাক্যের দিকে একেবারে লক্ষ্য রাখেন না। শ্রীমুখের বাক্য যথা—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ-এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

অর্থাৎ অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণবের প্রধান আচার। অসৎসঙ্গ বলিতে স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্তকেই বুঝায়। 'স্ত্রী' শব্দে ধর্ম্মপত্নী এবং পরদার, উভয়কেই বুঝায় বটে। এস্থলে ধর্ম্মপত্নীর কথা নয়, কেন না, শাস্ত্রমতে,

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

ধর্ম্মপত্নীর সহিত লৌকিকী বৈদিকী সব ক্রিয়াই হরিসেবার অনুকূলে অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই গৃহস্থ পুরুষের নিত্যবিধি। বিবাহিত পত্নীর সহায়তায় কৃষ্ণভজনে জীবন নির্ব্বাহ করিলে কোনও দোষ হয় না। যে স্থলে পুরুষ স্ত্রৈণভাবে আপনার পত্নীর বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়, সেই স্থলেই বিবাহিত পত্নীর দাসত্বে দোষের অবস্থান। ধর্ম্ম-শূন্য স্ত্রীসঙ্গই কলির বল।

শ্রীজগদানন্দ গোস্বামীপাদ বলেন—

যদি ভজিবে গোরা সরল কর মন।
কুটীনাটী ছাড়ি ভজ গোরার চরণ॥
মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হলে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥
গোরার আমি গোরার আমি মুখে বল্লে নাহি চলে
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে।
লোক-দেখান গোরা-ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥

—প্রেম বিবর্ত্ত

অতএব যাহাতে আমরা কেবল বাহ্যিক ধর্ম্মের আড়ম্বরের দিকে না ছুটি এবং সেই প্রকার আড়ম্বরকারীর সঙ্গ হইতে দূরে থাকি, তাহার চেষ্টা করা উচিত এবং প্রত্যেক মায়ামুগ্ধ জীবকে সতর্ক করিয়া দেওয়াও উচিত। এখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ধর্ম্মে অনেক উপধর্ম্ম-কলঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে, এবং অনেক নিরীহ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিও মহাপ্রভুর যথার্থ মত বুঝিতে না পারিয়া সেই উপধর্ম্ম-যাজী অভক্তকেই বিশুদ্ধ ভক্ত মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিতেছে ও হরিভজন হইতে দূরে পড়িয়া কুপথে চালিত হইতেছে।

ভাই, তোতারাম বাবাজী সাধুকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
'তোতা' কহে এই তেরর সঙ্গ নাহি করি॥

সুতরাং এই তেরর সঙ্গ হইতে আমাদের সকলের দূরে থাকাই উচিত। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু পুরাণোক্ত যে শ্রীনাম মহামন্ত্র জগৎকে দিয়াছেন, কতকগুলি লোক তাহা ওলট পালট করিয়া ছড়া গান করিয়া নিরপরাধ জনসমূহকে নামাপরাধী করিতেছে, এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত; যেহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ প্রতিপালনই আমাদের গৌর ভজন বা হরিভজন। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কেমন করিয়া তাঁহার ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, বরং তাঁহাকে শ্রীগৌর-সুন্দরের অভক্ত বা বিদ্বেষীই বলা যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ যথা—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥

অতএব কলিপাবনাবতার পরমকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীনামাচার্য্য শ্রীমদ্ হরিদাস ঠাকুরের সঙ্কীর্ত্তিত ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥' এই নামের পরিবর্ত্তে "হরে গৌর হরে গৌর" ইত্যাদি ও "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" ইত্যাদি স্বমনঃকল্পিত ছড়া গান যাহারা করে, তাহাদের গান কেবল জড়কর্ণের তৃপ্তিকর হইলেও ঐ ছড়া গান শুনিয়া আমাদের অপরাধ সঞ্চয় করা উচিত নহে। আবার কতক গুলি ভোগী গুরু সাজিয়া শিষ্যের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতেছে। কতকগুলি ভোগী সেবা শ্রীভাগবতের সেবা না করিয়া তাঁহার দ্বারা নিজ সেবা করাইয়া লইতেছে এবং ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। সে বক্তৃতা করিয়া পাঠ শ্রবণে অপরাধ বৃদ্ধি ছাড়া অন্য ফল নাই। সুতরাং তাহাদের সঙ্গ হইতেও দূরে থাকা ভাল।

অনেকে মনে করেন যে যে কোনও স্থানে যে কোনও ব্যক্তির নিকট হরিনাম শ্রবণ করাতে কোনও বাধা হইতে পারে না, তাঁহাদের ধারণা যে, কোনও বেশ্যালয়ে জড়সঙ্গীত 'হরি'শব্দ হইলেই

সেথায় যাইয়া হরিকথা শুনে তাহা শুনা যাইতে পারে ; 'হরি' শব্দ হইলেই যথেষ্ট ; স্থান ও বক্তার প্রতীতির দোষগুণ বিচারের প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহা অতিশয় ভুল ; যেহেতু উহাতে আমাদের অসৎসঙ্গে পড়িয়া কুপথগামী হইবার বেশী সম্ভাবনা। কারণ গোস্বামীপাদ বলেন—

"অসাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস সদাই নামাপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধু সঙ্গ কর।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ লহ কৃষ্ণ নাম॥"

সাধুসঙ্গ কি ? সাধুর সহিত দুই একটা কথা কহিলেই সঙ্গ হয় না। সঙ্গ শব্দের অর্থ প্রীতি বা আসক্তি। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার উপদেশামৃতে এইরূপ বলিয়াছেন—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

কৃষ্ণ-সেবোপযোগী কোনও দ্রব্য সাধুকে দেওয়া সাধুর নিকট হইতে তদ্রূপ কোনও দ্রব্য গ্রহণ করা, কৃষ্ণসম্বন্ধসূচক গুহ্য কথা সাধুকে বলা এবং জিজ্ঞাসা করা, হৃষ্টমনে সাধুর নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভোজন করা এবং সাধুকে মহা প্রসাদ ভোজন করানই সাধু সঙ্গ। আসল কথা, বিষয়ী বন্ধু-বান্ধবের প্রতি অন্তরাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সাধুকেই প্রাণের বন্ধু জানিয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলাপ ব্যবহার করিলেই সাধু-সঙ্গ হয়। নতুবা সাধুর নিকট গিয়া 'এ দেশে বড় গরম', 'সে দেশে শরীর ভাল থাকে' ; 'এ বাস্তু বড় ভাল', 'চাউল, ধান্যের বাজার মন্দ' ইত্যাকার মায়া বিকারের প্রলাপ বকিলেই সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয় ত প্রশ্নকারীর কথার দু-একটী উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় ? সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতিসহকারে সেবা করিতে করিতে স্বমঙ্গল-লাভোদ্দেশে তাঁহার সহিত ভগবৎকথার আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহার চরিত্র-অনুশীলন ও তদনুসরণই সাধুসঙ্গ। তাহাতেই ভক্তি লাভ হয়। শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া কৃষ্ণকথার ও বিষয়-কথার পার্থক্য অবগত হইয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ কথা আলোচনা করিবেন ; মূল কথা এই যে যে কথা কৃষ্ণোন্মুখ করায়, তাহাই কৃষ্ণকথা। আর যে কথা কৃষ্ণবিমুখ করাইয়া বিষয়-ভোগে উন্মুখ করায়, তাহাই বিষয়-কথা।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সর্ব্বদাই তাঁহার ভক্তগণকে বলিতেন, তোমরা সর্ব্বদাই ভাগবতের সঙ্গ কর, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ কিম্বা সমস্ত শাস্ত্রের সার নির্য্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গ কর। এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ-খানি ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ। এই দ্বিবিধ ভাগবত শ্রীভগবানেরই অত্যন্ত প্রিয় বস্তু।

শ্রীচরিতামৃতে—

এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত বড় ভক্তিরস পাত্র॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

মুই, মোর ভক্ত আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে আমাদের এক-মাত্র বন্ধু সদ্‌গুরু সজ্জন অর্থাৎ বৈষ্ণব ও সৎ বা সাত্বত শাস্ত্র।

শাস্ত্রে আছে যে অবৈষ্ণব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রে নরক ভোগ হয় সুতরাং বৈষ্ণবের নিকট পুনরায় যথাশাস্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিবে।
শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

এইরূপে সদ্গুরুর পদাশ্রয় করতঃ হরিভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাঁহাকে মনুষ্য জ্ঞান করিবেন না। তিনি ভগবান অর্থাৎ সেবক ভগবান্ এবং মুকুন্দপ্রেষ্ঠ।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥
(ভাঃ ৫-৫-৮)

জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ব্বিষহ সংসার-স্রোতে অবশভাবে ভাসমান ব্যক্তিকে যিনি ভক্তিমার্গের উপদেশের দ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধারের চেষ্টা না করেন, তিনি লৌকিক সম্পর্কে গুরু হইলেও পরমার্থতঃ গুরু নহেন, স্বজন হইলেও সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য। এমন কি, জন্মদাতা পিতা বা গর্ভধারিণী জননী হইলেও প্রকৃত জনক বা জননী তাঁহারা নহেন; তিনি দেবতা হইলেও দেবতা নহেন বা প্রকৃত পতি শব্দেরও বাচ্য ব্যক্তি নহেন।

বিষয়ীর সঙ্গ অতিশয় মন্দ। যে সকল লোক বিষয়সঙ্গে সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহারা পরনিন্দা ও দ্বেষ-হিংসায় পরিপূর্ণ। বিবাদ বিসম্বাদ ও বিষয় পিপাসাই তাহাদের জীবন। যত ভোগ করে, ততই তাহাদের বিষয় পিপাসা বৃদ্ধি পায়। বিষয়ীগণ কৃষ্ণকথা বলিতে ও শুনিতে সময় পায় না। পুণ্য কর্ম্মই করুক্ বা পাপ কর্ম্মই করুক্ বিষয়ীগণ নিত্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকে। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ দাস গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

"বিষয়ীর অন্ন খেলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥"

যে সকল লোকেরা বাহ্যে বিষয় কর্ম্ম করেন এবং জীবন যাত্রার নিমিত্ত বিষয় স্বীকার করেন কিন্তু অন্তঃকরণে সর্ব্বদা তত্ত্বতত্ত্বে এবং কৃষ্ণসেবা-বিষয়ে যত্নবান্, তাঁহারা কর্ম্মফলাসক্ত বিষয়ীর মধ্যে পরিগণিত নন।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর স্বীয় দৈন্য ছলে বলিয়াছেন—

কাম ক্রোধ ছয় জনে লয়ে ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে।
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে,
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে॥

এই প্রকার ধর্ম্মধ্বজীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে হরিভজন হয় না। জগতে এই প্রকার লোকই অনেক; সুতরাং যে পর্য্যন্ত শুদ্ধবৈষ্ণব সঙ্গ না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত নির্জ্জন জীবন যাপন ও ভজন-সাধনই শ্রেয়ঃ। পূর্ব্ব স্বভাব বশতঃ কিছু কিছু দুরাচার থাকিলেও যিনি অনন্যমনা হইয়া কৃষ্ণভজন করেন তিনিও সাধু। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, যথা—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
—(গীতা ৯ অঃ ৩ শ্লোক)

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিবে, যেহেতু

তিনি সর্ব্বপ্রকারে ভজনচেষ্টাশীল। সুতরাং আচার শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিবে। বদ্ধজীবের আচার দুই প্রকার, সাম্বন্ধিক ও স্বরূপগত। শরীর রক্ষা, সমাজ রক্ষা ও মনের উন্নতি সম্বন্ধে যত প্রকার শৌচ, পুণ্য ও পুষ্টিকর ও অভাব-নির্ব্বাহী আচার অনুষ্ঠিত হয় সে সমস্তই সাম্বন্ধিক। শুদ্ধ জীব-স্বরূপ আত্মার যে আত্মার প্রতি চিৎকার্য্যরূপ আচার আছে, তাহা জীবের স্বরূপগত। তাহার অন্য নাম অমিশ্রা বা কেবলা ভক্তি। বদ্ধদশায় জীবের কেবলা ভক্তি ও সাম্বন্ধিক আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে। অনন্য-ভজনরূপ ভক্তি বদ্ধ জীবে উদিত হইলেও দেহ থাকা পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্য থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতররুচি থাকে না। যে পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সবল হয়, সেই পরিমাণে ইতররুচি খর্ব্বিত হইতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও কখনও ইতররুচি বলপ্রকাশ পূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহা কৃষ্ণরুচি দ্বারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উন্নতি সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসায় সহজে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনাক্রমে দুরাচার কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা মহাভক্তিরূপ প্রবল প্রবৃত্তি দূষিত হয় না, ইহাই জানিবে।

মূলকথা এই, ভগবদ্বিমুখ পুণ্যবান্ ও পাপী উভয়ই দুঃসঙ্গ। কিন্তু ভগবৎসান্মুখ্য-প্রাপ্ত পাপী ব্যক্তিও ভাল বলিয়া জানিতে হইবে।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জন-সম্বাসবৈশসম্॥

অগ্নিজ্বালার পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া যে ক্লেশ হয় তাহা বরং সহ্য করা উচিত, তথাপি কৃষ্ণচিন্তা-বহির্ম্মুখ জনের কষ্টকর সঙ্গ কখনই করিবে না। তাৎপর্য্য এই, যদি কাহারও অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে হয় এবং কারাবদ্ধ হইতে হয় তাহাও স্বীকার করিবে তথাপি কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ লোকের সহিত সঙ্গ করিবে না।

সৎসঙ্গের কি প্রয়োজন, সে বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। শ্রদ্ধালু হইয়াও যাঁহারা ভজনে কোনও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সাধুসঙ্গ করুন। সাধুসঙ্গের অভাবই তাঁহাদের উন্নতির একমাত্র প্রতিবন্ধক। শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাক্য কয়েকটী সকলেই মনে রাখুন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥"

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি বলিয়াছেন—

নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়।
তাঁর উপদেশ মন্ত্রে মায়া পিশাচী পলায়॥
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥"

কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু কহিতেছেন—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সব ত্যজি তবে শ্রীকৃষ্ণের ভজয়॥"

হরিনাম-পরায়ণ সাধককে প্রভু কহিতেছেন,—

"অসাধুসঙ্গেতে ভাই নাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে, কিন্তু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণ নাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

এই প্রকার ভিন্ন-ভিন্ন অধিকার স্থিত মানব সমূহকে মহাপ্রভু এক মাত্র সাধুসঙ্গ করিবার উপদেশ

দিয়াছেন। ইহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিবেন, সাধুসঙ্গের কত মহিমা। এই সংসারক্ষেত্রে সাধুসঙ্গ কল্পতরু-সদৃশ।

সাধুসঙ্গের যে অসীম মহিমা, তাহা কে অবিশ্বাস করিবে? কে না জানে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গবলে পাপাচারিণী বারনারী, এমন কি, অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছিলেন। কে না শুনিয়াছেন, ভক্তবর নারদের সঙ্গ ও কৃপাবলে অতি নিষ্ঠুরহৃদয় ব্যাধও হরিভক্তি লাভ করিয়া ক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রাণনাশ-বিষয়েও কত সতর্ক হইয়াছিল। পাষণ্ডপ্রধান জগাই প্রথমতঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গলাভ করিয়াই ত কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিয়া শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র হইয়াছিল। পতিতপাবন নিতাই চাঁদের সঙ্গ ও কৃপাব্যতীত কিরূপেই বা জগাই মাধাই উদ্ধার হইত? অতএব সকলেই সাধু কৃষ্ণভক্তের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধালু হইয়া সাধুসঙ্গে প্রাণ মন মজাইয়া অবিরত "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" একসঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবন প্রাণ কৃতার্থ করুন।

ভবঘুরের উক্তি।

কিহে ভায়া, মঠে আজকাল খবর কি? অনেককে ত' দেখ্‌ছি, কিন্তু তোমাদের ঠাকুর মহাশয় ত' এখনও মঠে এলেন না। কৃষ্ণনগরের শ্রীভাগবত আসনেই রয়ে গেলেন, না শ্রীচৈতন্য মঠে গেছেন? তাঁর চরণ যে অনেকদিন দেখিনি। ঢাকা থেকে আস্‌তে আস্‌তে ফরিদপুর জেলায় নাকি কিছু প্রচার কার্য্য হ'য়েছে। কথা ত' শুন্‌ছে অনেকে অনেক জায়গায়। তিনি ত' দয়াল, জীবের দ্বারে দ্বারে শুদ্ধভক্তি কথা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই যে তোমরা সুখস্থ বল না?—"মহান্তের স্বভাব এই তরিতে পামর। নিজকার্য্য নাহি তবু যা'ন তাঁ'র ঘর॥ তোমাদের ঠাকুর মহাশয় আর তাঁর ছাঁচে ঢালা তোমরাও তাই। লোকে কত বাধা ঘটাচ্ছে, নানা ভাবে তোমাদের যথার্থ সত্য ধর্ম্ম প্রচার পণ্ড কর্‌বার যত্ন কর্চ্ছে, তোমাদের তা'তে দৃক্‌পাত নেই, প্রচার কার্য্যে কখনও ত' গাফিলি দেখ্‌লুম না, ভায়া। কিন্তু যারা সমাজকে ঠকিয়ে খাচ্ছে আর লোকগুলোকে সর্ব্বনাশের পথে চালাচ্ছে, সেগুলোর কিছুতেই চৈতন্য হ'চ্ছে না। তারা ত' জানেই যে, তারা ভণ্ড বা চোর। চোর বল্‌লেই কি তারা চুরি ছেড়ে দেবে? তা' কখনও মনে ভেব না। জেগে ঘুমুলে তা'কে ওঠান ভার। সেই পাগ্‌লার কথা জান না? পাগল বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে নিজের মনে নৌকায় ব'সে গুণগুণ ক'রে তান ধ'রে গান কর্চ্ছে। এমন সময় যা'র নৌকা সে বলে উঠেছে, "ওরে পাগ্‌লা, নৌকায় তো উঠেছিস্‌, তা' থাক্‌ ব'সে দেখিস্‌ যেন দুলিসনি।" এই যেই বলা, পাগ্‌লা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছে। "কিরে পাগ্‌লা দাঁড়ালি কেন?" "আরে ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছ। আমি ওটা ভুলেই গিয়েছিলুম। এতক্ষণ দুল্‌তে মোটে মনেই ছিল না।" এই ব'লে সে দুল্‌তে আরম্ভ ক'রে দিলে। তা' ঐ প্রতীপ কপটী দলও তাই। তোমরা যেই তাদের সাবধান কর্‌তে যাও, আর তারাও দল বেঁধে উঠে প'ড়ে লাগে যা'তে তোমাদের কথাগুলি তাদের বোকা চেলাদের কাণে বেশী না যায়, তারা চালাক্ না হ'য়ে ওঠে। চালাক্ হ'য়ে উঠ্‌লেই ত' তাদের কারসাজি বুঝে ফেলে তাদের বাতিল করে দেবে।

তাই নানা রকমে তোমাদের নিন্দা বান্দা ক'রে কিনা লোকগুলোর কাণ ভপুরর ক'রে, রাখ্বে, যা'তে তোমাদের সত্যি কথা সব তারা না জান্তে পারে। তা' ওত' আছেই। নদীর স্রোতে বাঁধ দিলে স্রোতের জোর ডবল হয় না? সেই রকম তারা যতই বাধা দি'ক্, তোমাদের সত্য কথা প্রচার তারা আট্‌কাতে কোনও মতে পার্ব্বে না।

আর এক কথা। সেদিন ট্রামে যাচ্ছি। তোমাদের একমূর্ত্তি 'গৌড়ীয়' নিয়ে হাজির হ'য়েছেন। ছিলেন সে ট্রামের ফাইক্লাসে একজন প্রভুবংশ্ব ভক্ত। যেই তিনি গেরুয়া কাপড় আর গেরুয়া কাগজ দেখেছেন, অমনি তিনি কণ্ডাক্টরকে ডেকে হুকুম চালালেন, "ওহে ঐ গেরুয়াকে নামিয়ে দাও। কেবল জ্বালাতন করতে আসে।" আর একজন তা'তে যোগ দিলেন। "তা' মশাই জ্বালাতন না হয় নাই হলুম্, কিন্তু ঐ কাগজ আমি পড়ে' দেখিছি। তা'তে 'ভবঘুরের উক্তি' ছাড়া আমি কোন কথা বুঝ্‌তে পারিনি।" আমি ত' শুনে মনে মনে হাস্‌ছি। আর ভয়ও একটু আধটু হ'চ্ছে যে, বুঝি আমার ধল্লে রে! আরও বল্লে যে, "আর ঐ 'যে কেমন পাগল' ব'লে একটা প্রবন্ধ আছে, তাতে একটু একটু গল্প পাওয়া যায়, খানিকটা আবার সেই একঘেয়ে স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, দেহ মন, আত্মা, দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম এই সব বাজে কথায় ভর্ত্তি। পড়্‌বার মত কিছুই দে'খ্‌তে পাই না।' তখন এক ভদ্রলোক একখানি কাগজ নিলেন। আর বল্‌তে লাগ্‌লেন যে, "মশাই এ আপনি কিরূপ কথা বল্‌লেন? আচ্ছা, কথাটা বুঝুন দেখি। যদি একজন পাঠশালে বিদ্যাসাগর ক'রে পোষ্ট্‌গ্রাজুয়েট্ ক্লাশে গিয়ে দেখে' ফিরে এসে বলে ন, 'আমি কোন দেখি সেখা পড়া কিছুই শেখায় না। সব চেয়ে বড় বড় ছেলেরা যেখানে পড়ে, দেখে এলুম। চাপ্‌কান্-পরা গুরুমশাই বক্‌বক্ ক'রে কি বল্‌ছে। আর ধেড়ে ধেড়ে ছেলের বাপ্, পোড়োগুলো চুপ ক'রে ব'সে আছে, কেউ বা একটু আধটু লিখ্‌ছে। না আছে তালপাতায় লেখা, না আছে ডাকপড়া, ধারাপাত ত' মোটেই হয় না'—তখন সে লোকটাকে আপনারা কি মনে করেন। এঁদের প্রবন্ধগুলি দার্শনিক, যারা কেবল যাত্রা থিয়েটার নাটক নভেলে আমোদ পায়, তারা সে মাথা নিয়ে পড়্‌তে গেলে, এর কিছুই বুঝ্‌তে পারবে না। এঁদের প্রবন্ধ পড়্‌তে হয় বেশ মনঃসংযোগ দিয়ে, ভক্তি-যুক্ত হ'য়ে, তবে তার রস পাওয়া যায়। কোথায় কোন্ অসদাচার ধর্ম্মের নামে চল্‌ছে, সেইগুলো এঁরা দেখিয়ে দিয়ে সংস্কারের যত্ন করেন। পড়্‌বার মতই সব। 'একবার ঝাঁক্‌রে কি গল্পটা দেখে নিই' এরকম ভাবে পড়্‌বার কাগজ নয়। এই কাগজটী বেশ যত্ন ক'রে পড়্‌লে পুরো এক সপ্তাহ লাগে। তবে এর মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারা যায়। যত পড়্‌বেন তত এর ভেতর ঢুক্‌তে পার্‌বেন, এতে পড়্‌বার জিনিষ কত?" এই কথায় "তা' বটে, তা' বটে মশাই। যা' বলেছেন কথা তাই বটে। আমরা একটু গল্প সল্প হ'লেই ভাল মনে করি। আপনি যা বল্লেন, কথা তাই বটে। মশাই' আমাকেও একখানা দেবেন।" তা'তে সেই ভদ্রলোকটী বল্লেন, "দেখুন, পবিত্র গ্রন্থকে 'একখানা' বল্‌তে নেই। ধর্ম্ম পত্র সম্বন্ধে সম্মানের সহিত বাক্য প্রয়োগ করতে হয়। আপনি 'একখানি' বল্‌লে ভাল হ'ত।" তখন কয়েকজন 'গৌড়ীয়' নিলেন। প্রথমের সেই ভদ্রলোকটী মুখ ভার ক'রে ব'সে র'লেন। তিনি যেন

কথা ব'লে গুথুরি ক'রে ব'সে রইলেন। আচ্ছা, এসব লোকগুলো শিষ্টাচার শিখ্‌বে কবে? এখন আসি, ভাই। সকলকে দণ্ডবৎ।

অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা।

ভুবনবিখ্যাত হরিভক্ত মহারাজ অম্বরীষের নাম আবালবৃদ্ধ সকলেই জানেন। মায়াবদ্ধ জীব আমরা, সর্ব্বদাই মায়ার কবলে এই সংসারকে সার জানিয়া কষ্ট পাইতেছি এবং সেই কষ্ট দূর করার জন্য কতই না সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, সেই দুঃখই আসিয়া আমাদিগকে জর জর করিতেছে। অতএব এই সংসারে থাকিয়া ভক্তগণ যে ভাবে কার্য্য করিয়া যান, আমরা যদি ভক্তদিগের অনুগত হইয়া সেই সকল বিষয় আলোচনা করি, তাহা হইলে নিপুণতার সহিত কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। তাই শুদ্ধভক্তজীবনীই শ্রেষ্ঠ জীবের বা ভক্তের একমাত্র আলোচ্য।

মহারাজ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি হইয়াও বিষয়সকলকে স্বপ্নবৎ মনে করিতেন। তাঁহার ভক্তির অনুষ্ঠানগুলি কতই না সুন্দর! তিনি মনকে শ্রীহরির চিন্তায়, বাক্য শ্রীহরির কথায়, করদ্বয় শ্রীহরির মন্দির-মার্জ্জনায়, কর্ণদ্বয় শ্রীঅচ্যুতের এবং তদ্ভক্তের কথায়, চক্ষুদ্বয় শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, মন্দির এবং ভক্ত-দর্শনে, অঙ্গ ভক্তাঙ্গস্পর্শনে, নাসিকা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত তুলসীর ঘ্রাণে এবং রসনাকে শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আবার পদদ্বয়কে শ্রীহরির ক্ষেত্র ভ্রমণে, শির শ্রীভগবৎবিগ্রহ প্রণামে, কামকে বিষয়-কামনায় না লাগাইয়া শ্রীভগবানের দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনিও আবার শ্রীপ্রহ্লাদাদি ভক্তগণের আচরিত এই ভক্ত্যঙ্গগুলি অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবানে রতি স্থাপন করেন। অপরদিকে তিনি বিপ্রদিগের আদেশানুযায়ী প্রতিনিধি দ্বারা সুন্দররূপে রাজ্যশাসন করিতেন।

যদিও ঐকান্তিক ভক্তগণের অন্য মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় অনিত্য কৃত্য কর্ম্ম নাই, তাহা হইলেও লোক শিক্ষার জন্য তিনি ক্ষত্রিয়রাজোচিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির প্রীতি সম্পাদন করেন। বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিধি রাখিয়া রাজধানীর দূরে ধন্য দেশে সরস্বতী স্রোতের অভিমুখে ঐ যজ্ঞাদি নির্ব্বাহ করেন। রাজধানীতে থাকিয়া নিজের কৃত্যাদি সুষ্ঠু-ভাবে সম্পাদন ও তীর্থক্ষেত্রের মহিমা বিস্তার জন্য তাঁহার ঐরূপ অনুষ্ঠান

মহারাজ নিজে দ্বাদশীব্রত পালন করিতেন। একদা কার্ত্তিক মাসে ঐ ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে তিনি সস্ত্রীক যমুনা স্নানাদি করিয়া মধুবনে শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন। পরে ব্রাহ্মণদিগকে গোদান ও শ্রীভগবানের প্রসাদাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া অতিথি সৎকারের পর যখনই নিজে আহারে প্রবৃত্ত হইবেন, অমনি দুর্ব্বাসা ঋষি উপস্থিত হইলেন। ভক্তরাজ তখন আহার বন্ধ রাখিয়া আসন, জল ইত্যাদি লইয়া ঋষিকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া আতিথ্য গ্রহণে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজার প্রার্থনায় দুর্ব্বাসা সন্তুষ্টচিত্তে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য নদীতটে যাইয়া কালিন্দী-জলে ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। দুর্ব্বাসার ফিরিয়া আসিতে অধিক বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে দ্বাদশী তিথি অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত থাকায় হরিসেবা-রূপ পারণ করার সময় ও অতীত হইয়া আসিল। তখন মহারাজ সভাস্থ ভক্ত ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, ব্রাহ্মণকে অতিক্রম

করাও দোষ, দ্বাদশীর অপারণেও হরিসেবারূপ ব্রত-বৈগুণ্য, অতএব আমি এখন কি করি, কি করিলে আমার পক্ষে মঙ্গল হয় এবং অধর্ম্ম না হয়। পরিশেষে বিচার করিলেন যে, হরিসেবা-প্রকার জলমাত্র পান করিয়া ব্রত সমাপন করি। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—জলপান, ভোজনও বটে, অভোজনও বটে। তখন মহারাজ ভক্তিপূত-হৃদয়ে শ্রীভগবানের চিন্তা করিয়া জলমাত্র পান করিলেন। কিন্তু সেই সময়েই দুর্ব্বাসা নিজকৃত্য সম্পন্ন করিয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভক্তরাজ তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া ঋষির অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু যোগবলে দুর্ব্বাসা ইতঃপূর্ব্বে মহারাজের জল-পানের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, অতএব ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কুটিল-নয়নে বলিলেন—অহো! এ ব্যক্তি কি নৃশংস, ধনমদে মত্ত, এ এখন আর বিষ্ণুভক্ত নহে, আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে, অতএব ইহার ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম দেখ। আমি আজ ইহার আশ্রমে অতিথি, আমাকে এ ব্যক্তি আতিথ্যের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে, কিন্তু আমার ভোজন না হইতেই স্বয়ং ভোজন করিয়া বসিয়া আছে। যাহা হউক্ আমি সত্বই ইহার ফল দেখাইব।" এই বলিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিতপ্রায় হইয়া মস্তক হইতে একগাছা জটা উৎপাটন করিয়া তাহাতে রাজার ধ্বংসের জন্য কালানল তুল্য একটা কৃত্যা নির্ম্মাণ করিলেন।

তখন সেই কৃত্যা খড়্গহস্ত হইয়া পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে আসিতে লাগিল। ভক্তরাজ অম্বরীষ নিজেকে মৃত্যুমুখে দেখিয়াও স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। এই দৃশ্যই অত্যাশ্চর্য্য। ঐকান্তিক ভক্তগণ নিজের দেহ, মন এবং আত্মা পর্য্যন্ত সকলই শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া দেন। নিজের রক্ষার বিষয়েও নিশ্চিন্ত হন। কারণ, তাঁহারা জানেন, শ্রীভগবান্‌ই জীবের একমাত্র রক্ষক, পালক এবং বিনাশক। তাঁহার ইচ্ছায়ই জীবের জীবন থাকে এবং তাঁহার ইচ্ছায় জীবন নষ্ট হয়। তাই শরণাগত জনকে ভগবান্ নিজেই রক্ষা করেন। তখন শ্রীভগবানই তদীয় চক্রকে ভক্ত রক্ষার্থে পাঠাইলেন। সুদর্শন চক্র তখন কৃত্যাকে, দাবানল যেমন বনের ক্রুদ্ধসর্পকে বিনাশ করে, সেইরূপভাবে দগ্ধ করিলেন অধিকন্তু দুর্ব্বাসার দিকে অগ্রসর হইলেন। দুর্ব্বাসা তখন নিজের প্রয়াস নিষ্ফল ও জীবন বিপদাপন্ন দেখিয়া প্রাণরক্ষার্থ ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিলেন। মুক্ত-অভিমানী ঋষি নিজেই নিজের মুক্ত বুদ্ধিতে প্রাণ-রক্ষায় আজ অত্যন্ত চঞ্চল হইলেন।

এদিকে চক্র পলায়নপর ঋষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মুনি আপনার পশ্চাতে ধাবমান চক্রকে দেখিয়া যোগবলে দৌড়িতে দৌড়িতে দিক্, আকাশ, ভূমি, বিবর, সাগর, লোকপাল সহ লোক-পালে এবং স্বর্গে গমন করিলেন কিন্তু চক্রও পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। তখন অনন্যশরণ ব্রাহ্মণবর্ণের জনক ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া দুঃসহ হরিচক্র হইতে রক্ষার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়া অনেক স্তব করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা বলিলেন—বৎস, আমি সেই ভগবানের সেবক। কেবল আমি নহি, ভব, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি, প্রজেশ, ভূতেশ, সুরেশ প্রভৃতি সেই বিষ্ণুর আদেশ অবনত-মস্তকে ধারণ করিয়া লোকহিতার্থ কার্য্য করিতেছি। আমার এই ব্রহ্মপদও অনিত্য। সেই সর্ব্বদেব প্রভুর ক্রীড়াব-সানে আমার ধামও অন্তর্হিত হইবে। তুমি তাঁহার ভক্তদ্রোহী, তোমাকে রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য নাই।

তখন দুর্ব্বাসা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া গুরুদেবই আমার রক্ষাকর্ত্তা, এই বিবেচনা করিয়া কৈলাস-পর্ব্বতে শিবের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শঙ্কর বলিলেন—বৎস! সেই পরম পুরুষের নিকট আমার প্রভুত্ব চলিবে না। আমরা তাঁহার

অবজ্ঞায় লোকপালরূপে বর্তমান হইয়া সেই অভিমানে সহস্র সহস্রবার ভ্রান্ত হইতেছি। আমি, সনৎকুমার, নারদ, ভগবান্ ব্রহ্মা, কপিল, ব্যাসদেব, দেবল, ধর্ম্ম, আসুরি এবং মরীচি প্রভৃতি সিদ্ধেশগণ, আমরা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যাঁহার মায়াকে জানিতে পারি নাই, বরং তদীয় মায়ায় আবৃত রহিয়াছি, সেই বিশ্বেশ্বরের এই চক্র আমাদিগেরও দুর্ব্বিষহ। অতএব তুমি শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমার কল্যাণ বিধান করিবেন।

শিবের বাক্যে নিরাশ হইয়া তখন দুর্ব্বাসা ভাবিলেন, আমি রসাতল প্রভৃতি স্থানে গমন করিলাম, ব্রহ্মার এবং শেষে স্বীয় ইষ্টদেব শিবেরও আশ্রয় লইলাম, কিন্তু কোথাও আমার রক্ষার আশ্বাস-বাক্য পাইলাম না। সম্প্রতি আমি এরূপ দুরবস্থায় পতিত যে, যাঁহার ভক্তের অপমাননা করিয়াছি, তাঁহারই নিকটে যাইতে হইবে। যাহা হউক, হতাশ হইয়া ঋষি তখন লক্ষ্মীর সহিত বিরাজমান লক্ষ্মী-পতির নিকট গমন করিয়া তদীয় পাদমূলে পতিত হইয়া কম্পিত-কলেবরে বলিলেন—হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে সাধুজনের অভীতিপ্রদ! আমি মহদপরাধ করিয়াছি। হে বিশ্বভাবন! আপনি ত বিশ্বের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন। অতএব বিশ্বেরই জীব আমি, আমাকে রক্ষা করুন্। প্রভো! আমি আপনার প্রভাব না জানিয়া সোহহং বুদ্ধিতে আপনার ভক্তের অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। হে বিধাতঃ! আমার এই অপরাধের নিষ্কৃতি করিতে আজ্ঞা হয়। হে ভগবান্! আপনার ভক্তদ্রোহীর নিস্তার নাই, এমত বলিলে আমি শুনিব না। কারণ নারকীও যখন আপনার মঙ্গলময় শ্রীনাম-কীর্ত্তনে মুক্তি পায়, তখন আমার উদ্ধার কেন হইবে না?

সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবান্ তখন বলিলেন—ওহে দ্বিজ! আমি ভক্তপরাধীন, সুতরাং অস্বতন্ত্র। ভক্তজন আমার প্রিয়, তাই সাধু ভক্তেরা আমার হৃদয় দখল করিয়াছে। হে মুনে! আমিই যাঁহাদের পরাগতি, তাঁহারা ব্যতীত আমি আত্যন্তিকশ্রী এমন কি, আমার নিজের আত্মাকেও ভালবাসি না। যাহারা পুত্র, কলত্র, স্বজন, ধন, প্রাণ, ইহলোক পরলোক সকল ত্যাগ করিয়া আমারই শরণাপন্ন, আমি কি প্রকারে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারি? ওহে বিপ্র। সর্ব্বত্র সমদর্শন সাধুরা আমার প্রতি স্ব স্ব হৃদয়ভাব রাখিয়া সাধ্বী স্ত্রী যেমন সৎ পতিকে বশ করে, সেইরূপ আমাকে স্ব স্ব বশে রাখিয়াছেন। তাঁহারা আমার সেবায় ভরপূর। সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় আমি তাঁহাদিগকে দান করিতে প্রস্তুত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, তখন অন্যান্য সুখভোগের কথা আর কি বলিব? অতএব বিপ্র! তুমি যদি বল যে, তোমার ভক্ত আমাকে এই কষ্ট দিতেছে, তদুত্তরে আমি বলি যে, ব্রহ্মতেজোবিশিষ্ট তোমা অপেক্ষা সাধুই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি অম্বরীষকে দ্রোহ করিয়া আমার হৃদয়ই আঘাত করিয়াছ।

পুনরায় যদি বল,—প্রভো! আমি ত আপনার শরণাগত, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, আমিই সাধুদিগের হৃদয় সাধুর প্রসন্নতায় আমার প্রসন্নতা। অতএব তুমি ভক্তরাজ অম্বরীষকে প্রসন্ন কর।

যদি বল,—অম্বরীষ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমাকে আহার না করাইয়া সে নিজেই তৎপূর্ব্বে আহার করিয়াছে, ইহাতে কি তাহার দোষ নাই? তদুত্তরে আমি বলি,—সাধুরা আমা ভিন্ন কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে না।

পুনরায় যদি প্রশ্ন কর যে, ব্রাহ্মণ ও দ্বাদশী ইহার ভিতর কাহার আদর বেশী? তদুত্তরে আমি

বলি—যাও অম্বরীষকে জিজ্ঞাসা কর। শাস্ত্রজ্ঞানে অনভিজ্ঞ তোমাকে সে ইহার উত্তর বলিয়া দিবে। ইহাতে তুমি নিজেকে বিজ্ঞ অভিমান করিয়া লজ্জা করিওনা, কারণ আমি সাধু ভিন্ন আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ জানি না। কারণ ভক্তগণ অবিদ্বান্ নহে। অম্বরীষ শ্রুতিশাস্ত্রানুসারে জল পান করিয়াছে।

আসুন, পাঠকবর্গ! আমরাও শ্রীভগবৎকথিত এই শ্লোক মর্ম্মানুযায়ী নিত্যধর্ম্ম পালন করিতে থাকি—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥
ভাঃ ৯।৪।৪৯

তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে বিপ্র! তুমি যাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছ, অবিলম্বে তাঁহার নিকট যাও। তুমি কি জাননা, সাধুদিগের অনিষ্ট-কারী ব্যক্তিই অনিষ্টগ্রস্ত হয়। তুমি যদি তপস্যা ও বিদ্যার অভিমান কর, তবে আমি বলি যে, তপ ও বিদ্যা বিপ্রদিগের নৈমিত্তিক কর্ম্ম কিন্তু দুর্ব্বিনীত কর্ত্তার পক্ষে বিপরীত ফল দেয়। অতএব যাও, অম্বরীষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

চক্রাগ্নিতাপিত দুর্ব্বাসা ভগবানের আদেশে তখন অম্বরীষের নিকটে যাইয়া দুঃখিত হইয়া তদীয় চরণ গ্রহণ করিলেন। মহারাজ ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করাতে সাতিশয় লজ্জিত হইয়া দুর্ব্বাসার কাতরতা দর্শনে পীড়িত হইয়া চক্রের স্তব আরম্ভ করিলেন। তিনি বহুবিধ বাক্যে শ্রীভগবানের চক্রকে স্তব করিয়া পরিশেষে বলিলেন—হে সুদর্শন! যদি আমার কোন স্নান অথবা যজ্ঞজন্য সুকৃতি থাকে, যদি আমি সুন্দররূপে স্বধর্ম্মপালন করিয়া থাকি, যদি অদ্বিতীয় সর্ব্বজীবপ্রভু ভগবান্ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তবে তাঁহার প্রসাদে দ্বিজ তাপমুক্ত হউন। তখন চক্র তদীয় স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রশান্ত হইলেন। ঋষি বিপদ্মুক্ত হইয়া জীবন-দাতা অম্বরীষের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দুর্ব্বাসা বলিলেন, মহারাজ! আজ অনন্তদাস-দিগের অদ্ভুত মহত্ত্ব দেখিলাম। তাঁহারা না পারেন, এমন কার্য্যই নাই। আমি আপনার প্রতি অপরাধ করিলাম, আপনি অবলীলাক্রমে সেই-অপরাধ তুচ্ছ করিলেন। অহো! সাত্বতপতি শ্রীহরিকে যাঁহারা বশ করিয়াছেন, তাঁহাদের দুস্ত্যাজ্য কি আছে? যে ভগবানের নাম শ্রবণ করিলে পুরুষ নির্ম্মল হয়, তীর্থপাদ সেই ভগবানের দাসদিগের কোন্ কার্য্যই বা অবশিষ্ট থাকে? মহারাজ! আপনি বড়ই দয়ালু, আজ আমার প্রতি কতই না অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কেন না, আমার অপরাধ উপেক্ষা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন।

অনন্তর মহারাজ ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া শ্রীভগবৎ-প্রসাদ ভোজন করাইলেন। দুর্ব্বাসা মহারাজের আতিথ্যে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে আহার করিতে বলিলেন এবং বলিলেন-রাজন্! আপনি পরম ভাগবত, আপনা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলাম। আপনার এই আলাপে এবং বৈষ্ণবোচিত আতিথ্যে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম। ত্রিদিবাসী এবং পৃথিবীস্থ মানবগণ চিরকালই আপনার পবিত্র কীর্ত্তি গান করিবে। এইরূপ বিবিধ বাক্য মহারাজকে সন্তুষ্ট করিয়া দুর্ব্বাসা আকাশ পথে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

এখন পাঠকবর্গের স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে, দুর্ব্বাসা চক্র দ্বারা তাড়িত হইয়া যখন বিভিন্ন

স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং যে কাল পর্য্যন্ত অম্বরীষ রাজার সভায় ফিরিয়া না আসিয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত মহারাজ কি ভাবে ছিলেন। সে উত্তর বড়ই সুন্দর। ভগবদ্ভক্তের ত্যাগ অবর্ণনীয়। তাঁহাদের তৃণাদপি সুনীচভাব বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত। জীবে দয়াই তাঁহাদের প্রাত্যহিক কার্য্যে প্রস্ফুটিত। দুর্ব্বাসা প্রত্যাগত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্বৎসরকাল অম্বরীষ তাঁহার দর্শনাশায় জলমাত্র আহারী ছিলেন, সভাসদ্‌গণের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি স্থান ত্যাগ করেন নাই। কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট ঋষির মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, দুর্ব্বাসা চলিয়া গেলে মহারাজ বিষ্ণু-নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া ঋষির বিপদ ও বিপন্মুক্তি, নিজের ধৈর্য্যাদি ও শ্রীভগবানের প্রভাব ভাবিতে লাগিলেন। মহারাজ সর্ব্বান্তঃকরণে সফলানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে পরমপ্রীতি প্রদর্শন করিতেন। সেই ভক্তিপ্রভাবে তিনি ব্রহ্মপদ সহিত সর্ব্বপ্রকার ভোগকে নরকতুল্য জ্ঞান করিতেন।

তদনন্তর রাজা অম্বরীষ আপনার যোগ্য তনয়কে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন এবং নির্জ্জনে ভগবান্ বাসুদেবের চিন্তায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহারাজ গৃহে থাকিয়া যখন সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অষ্টকালই শ্রীহরিসেবা করিতেন, তখন তাঁহার বনগমনের তাৎপর্য্য কি? তদুত্তরে বলা যায় যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণই তদনুগ ব্যক্তির উদাহরণ। গৃহাশ্রমে যথোচিত ভগবদ্ভজনের পর লোকসকল বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। আর মহারাজের দিক্ দিয়া দেখিলে বলিতে হইবে যে, ধনগৃধ্নু বণিক্ যেমন বহু সম্পত্তির মালিক হইয়াও ধনলোভে পুনরায় সাগরকূল পর্য্যন্ত ধনোপার্জ্জনে গমন করে, ভগবদ্ভক্তিধনে ধনী মহারাজ অম্বরীষও অধিক ভক্তি উপার্জ্জনের জন্য বনে গমন করিলেন।

'এ কেমন পাগল।'

ষষ্ঠ রজনী।

গত রাত্রে আমার একটুও নিদ্রা হইল না। কেবল চিন্তা হইতে লাগিল, 'কেনই বা মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছিলাম, এই দেব দুর্লভ জন্ম পাইয়া কি করিলাম, পশুতে আর আমাতে পার্থক্য কি? হায়, ভগবান! আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি কাটিয়া সুবুদ্ধি হইবে না? আমি কি চিরকালই অভাগা র'ব? তুমি কি আমাকে পাপিষ্ঠ, নরাধম বলিয়া ত্যাগ করিলে, ঠাকুর? তুমি না পতিতপাবন, পতিতকে ত্যাগ করিলে তোমার ঐ নামের সার্থকতা কোথায় থাকে, ঠাকুর? তুমি না দয়াময় আমায় দয়া কর্‌তেই হবে, ঠাকুর। আমি তোমার শরণাপন্ন, ঠাকুর! আমায় চরণে ঠেল না, ঠাকুর! ঠাকুর, তোমার চরণ পাইলে, চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া বলিতাম, হে ঠাকুর! নাথ এবার এই সুদুর্লভ জন্মটী যেন বৃথা না যায়, ঠাকুর! আমার মন বড় বিশ্বাসঘাতক, ঠাকুর! তাই, আমি নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারি না, ঠাকুর! তুমিই আমার আশা, তুমিই আমার ভরসা, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, কৃপা কর, কৃপা কর, কৃপা কর, ঠাকুর, ঠাকুর, ঠাকুর!'

আবার ভাবিতে লাগিলাম, 'পাগল, পাগল, পাগল, তুমি কে পাগল? তুমিই বুঝি আমার উদ্ধার-কর্ত্তা, পাগল? পাগল, তুমি পাগল, না আমি পাগল? পাগল, কে পাগল? তুমিত ঠিক বস্তু ধরিয়া ঠিক হইয়া বসিয়া আছ, পাগল? আমিই ত পাগলের মত বাতিকগ্রস্তের ন্যায় আবল তাবল, তাল বেতাল বকে

বেড়াচ্ছি, পাগল। আমার কি সুবুদ্ধি হবে না, পাগল? তুমি তোমার মাধবকে আমার প্রতি একটু দয়া করিতে বলিবে কি, পাগল? সাধুমুখে শুনিয়াছি ;—

"বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥"

তুমি একটু তোমার মাধবের নিকট আবেদন করিলে, আমার একটু সুবিধা হ'তে পারে, পাগল! পাগল, পাগল, তুমি একটু দয়া কর, পাগল!' এই রূপে নানা চিন্তা করিতে করিতে, মধ্যে মধ্যে চিত্তের এত বেগ আসিতে লাগিল যে, যেন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কতবার কাঁদিলাম। সে ক্রন্দন যেন বড় মধুর লাগিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, 'এইরূপ শরণাগত চিত্তে, যদি এ জনম ভোর ভগবানের কৃপাভিখারী হইয়া কাঁদিতে পারিতাম, তব্ ও জন্মটা সার্থক হইত! কিন্তু হায়, দুর্বৃত্ত বিষয়-পিপাসু মনই আমার সর্ব্বনাশ করিল।

এইরূপ সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। সমস্ত দিন যদিও অনেক বিষয়-কর্ম্মাদিতে ব্যাপৃত থাকিলাম, তথাপি থাকিয়া থাকিয়া কেবলই আমার মনটা, কখন আবার পাগলের কাছে যাইয়া উপদেশ শুনিব, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রওয়ানা হইলাম। চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলাম, 'পাগল, তোমার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। তুমি যে আমার হৃদয়ে ভগবদ্ভজনের জন্য একটা আবেগ আনাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, তাহা সফল হইয়াছে। ভগবদ্ভজন ত করিব পাগল, কিন্তু ভগবান্ যে কি বস্তু, তা'ত জানি না। পাগল! তাহা আজ আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, পাগল।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পাগলের সমীপে উপস্থিত হইলাম এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বসিলাম। কিছু পরে বলিলাম, "ঠাকুর, অদ্য আমার একটী প্রশ্ন আছে। শ্রীভগবান্ কি বস্তু, কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিন।"

পাগল বলিলেন, "ধন্য হরিদাস, সার্থক তোমার প্রশ্ন। জীবের প্রকৃত মঙ্গললাভের পূর্ব্বে তাহার হৃদয়পটে শ্রীভগবান্ প্রথমে এইরূপ প্রশ্ন-রূপেই উদিত হন। তোমার প্রশ্ন শুনিয়া আমার খুব আনন্দ হইতেছে। শ্রীরাধামাধবের আদেশ আমি যথাসাধ্য পালন করিতেছি।

ভগ শব্দ বতুপ্ প্রত্যয় করিয়া ভগবৎ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ভগ শব্দের অর্থ—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। যাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বিভূতি, বীর্য্য অর্থাৎ শক্তি, যশ অর্থাৎ খ্যাতি শ্রী অর্থাৎ রূপ, জ্ঞান অর্থাৎ সম্বিৎ এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ ইতর বস্তুতে আসক্তিশূন্যতা পূর্ণমাত্রায় আছে, তিনিই ভগবান্। আর ঐ সমস্ত যাঁহাতে আংশিক মাত্রায় আছে, তিনি ভগবান্ নন, তিনি ভগবদ্বিভিন্নাংশ বস্তু। জগতে নানা শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। তাহাদের ভগবদ্বস্তুবিষয়ক ধারণা বিভিন্ন প্রকারের। ভগবদ্বস্তুটি কি, সেই বিষয়ের আভাস তোমাকে দিতে হইলে, ঐ সকল শ্রেণীর লোকদিগের ধারণাগুলি সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলা আবশ্যক, নচেৎ তুমি সুষ্ঠুরূপে ভগবদ্বস্তু বিষয়ক ধারণা করিতে সমর্থ হইবে না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ;—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ।
বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুর স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

অর্থাৎ, ইহ জগতে দৈব ও আসুরনামে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারা দৈব এবং তদ্বিপরীত সকলেই আসুর। এই অসুরগণ বহু প্রকারের। প্রথমতঃ তোমাকে আসুরগণের সম্বন্ধে কয়েকটী প্রধান শ্রেণীবিভাগ

করিয়া তাহাদের ধারণার বিষয় বলিবার চেষ্টা পাইব।"

তদনন্তর বলিলেন, "হরিদাস মনুষ্যগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, যথা,—দৈব ও আসুর। দৈবগণের কথা এখন থা'ক্ আসুরগণের বিষয় পূর্ব্বে আলোচনা করা যাউক্। এই আসুরগণ আবার দুই প্রকার, যথা—ভুক্তিপিপাসু ও মুমুক্ষু। ভুক্তি-পিপাসু—যাহারা ভোগ চায়, এবং মুমুক্ষু—যাহারা ভোগ চায় না, ভোগ হইতে মুক্তি চায়। ভুক্তি-পিপাসুগণ চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—পশুবৎ বিচারহীন, জড়বাদী (Materialist), কর্ম্মবাদী (Elevationist) ও সিদ্ধিকামী হঠযোগী। এতন্মধ্যে কর্ম্মবাদীগণ দুই শ্রেণীর, যথা—সকাম কর্ম্মবাদী ও নিষ্কাম কর্ম্মবাদী। এইরূপ মুমুক্ষুগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—বৌদ্ধ, মায়াবাদী ও রাজযোগী। তন্মধ্যে মায়াবাদীগণ পঞ্চোপাসক যথা,—শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব।

সর্ব্ব প্রথমে ভুক্তিপিপাসুগণের মধ্যে পশুবৎ বিচারহীন জনগণের আচার ব্যবহার কিরূপ, তাহাই দেখা যাউক্। এই শ্রেণীর লোকগণ ঠিক পশুর মত। দেহটি তাহাদের মনুষ্যের দেহের মত বটে, কিন্তু আচার ও ব্যবহারে পশুরা যেমন, আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন লইয়া কালাতিপাত করে, ইহারাও সেইরূপে কাল কাটায়। পশুদিগের লক্ষ্য বস্তু যেমন আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, ধর্ম্ম বিবেক হীনতা অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে বাস ইহাদের লক্ষ্য বস্তুও তাহাই। ঐ চারিটি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টাও এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা যায়! পশুদের বুদ্ধি কম বলিয়া বরং তাহারা তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টাযুক্ত নয়, কিন্তু এই শ্রেণীর লোক পশু অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া, ঐ সকল প্রাপ্তির জন্য অধিক তর চেষ্টাযুক্ত। পশুরা যাহা পায় তাহাই খায়, না পাইলে খায় না, যতটুকু সময় পায় নিদ্রা যায়, না পাইলে নিদ্রা যায় না, কোন স্থানে ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে, সেস্থান ত্যাগ করিয়া ভয়শূন্য স্থানে বাস করে এবং মৈথুনাদিও সময় মত করে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টাযুক্ত নয়; কিন্তু এই শ্রেণীর লোক ঐ গুলি পূর্ণ মাত্রায় চালাইবার জন্য প্রত্যহ নূতন উদ্যমে যত্ন বিশিষ্ট। সুতরাং ইহারা পশু হইতেও অধম।

এতদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক বুদ্ধিবিশিষ্ট জড়বাদী-গণ বলেন,—এই জগৎ অসংখ্য অণু, পরমাণু ও ইলেক্‌ট্রন্ (Atoms, molecules & electrons) দ্বারা গঠিত। এই সকল অণু, পরমাণু ও ইলেক্‌ট্রন বহু প্রকারের আছে। বিভিন্ন প্রকারের কতকগুলি অণু, পরমাণু ও ইলেক্‌ট্রন্ একত্রিত হইয়া এক একটি বস্তু সৃষ্ট হয় এবং এই মিলনের সময় তাহাতে রসায়নিক প্রক্রিয়া (Chemical action) দ্বারা একটী শক্তিও উৎপন্ন হয়। যেমন, চুণ, বালী ও জলের একত্র মিশ্রণে তাহাতে কিছু কালের জন্য একটি সংরক্ষণ-ক্ষমতা জন্মে সেইরূপ অসংখ্য অসংখ্য অণু, পরমাণু ও ইলেক্‌ট্রোন একত্র সম্মিলিত হইয়া এই মনুষ্য, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, মাটী, জল, অগ্নি প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাদি সৃষ্ট হইয়াছে এবং উহাদের জীবনী শক্তি ও কার্য্যকরী ক্ষমতাও উৎপন্ন হইয়াছে। কিছুকাল পরে চুণ, বালীর ও জলের সংমিশ্রণে যে সংরক্ষণ-ক্ষমতা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেলে যেরূপ তদ্দ্বারা নির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাও ভূমিসাৎ হইয়া যায়, কিন্তু চুণ ও বালী নষ্ট হয় না, শুধু সংরক্ষণ ক্ষমতাই নষ্ট হয়,

তদ্রূপ যে সকল অণু, পরমাণু ও ইলেকট্রন প্রভৃতির রসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এক একটী জীব বা অন্য কিছু যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকল জীব বা অন্য বস্তুতে এক একটী শক্তি উৎপন্ন হইয়া, তাহা ন্যূনাধিক চেতন-ধর্ম্মাবলম্বী হয় এবং কিছুদিন পরে ঐ শক্তি নষ্ট হইলে অণুপরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু অণু-পরমাণুগুলি নষ্ট হয় না (Matter is indestructible) এবং সেই সব অণুপরমাণু পুনরায় অন্য অণুপরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় অন্য বস্তু গঠন করে। সুতরাং এই জগৎ অণু পরমাণু ও ইলেকট্রন প্রভৃতির একটী ক্রীড়া মাত্র এবং যাহা দ্বারা এই সংমিশ্রণ ও বিচ্ছেদ কার্য্য সংসাধিত হয়, তাহা উহাদের প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই অণু পরমাণু ও ইলেকট্রোন্ প্রভৃতির সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংসাধিত করে। মরিলে আমাদের এই বর্ত্তমান অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং "হেসে নাও দুদিন বইত নয়," "Eat, drink and be merry." ইহাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য। ভগবান্ বা পরকাল নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই বিশ্বাস করিয়া ঠকিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোক পশুবৎ বিচারহীন, পশু অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও, কার্য্যতঃ তাহারাও যাহা লইয়া সময় অতিবাহিত করে, ইহারা ও তাহা লইয়াই কাল কাটায়, সুতরাং ইহাদিগকেও ঐ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যায়।

এখন কর্ম্মবাদীগণের ধারণা কিরূপ, দেখা যাউক। ইঁহারা বলেন,—যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম তিন প্রকার যথা—শুভকর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। শুভকর্ম্ম—যথা পরোপকার, সমাজগঠন, নীতিশিক্ষা, নানা দেবদেবীর উপাসনা প্রভৃতি কার্য্য কৃত হইলে সেই সেই কর্ম্মকারী জীব ভূঃ, ভুবঃ, স্বর, মহ, জন, তপ ও সত্য প্রভৃতি সপ্ত স্বর্গের কোন স্বর্গে যাইয়া মহাসুখে বহুকাল বাস করিতে সমর্থ হন। ইহ জগৎ অপেক্ষা ঐ সমস্ত জগতে বহুগুণ অধিক সুখ ভোগের সামগ্রী আছে। সেই সমস্ত সামগ্রী বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ সকল কর্ম্মকারী জীব ভোগ করিয়া থাকেন।

অকর্ম্ম অর্থাৎ শুভ ও অশুভ কর্ম্মের অকরণকে বুঝায়। চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকাও যেমন একটী কর্ম্ম, সেইরূপ শুভ কর্ম্ম ও অশুভ কর্ম্ম কোন কর্ম্মই না করাও এক প্রকার কর্ম্ম। এই প্রকার কর্ম্মকারী জীব রোগ, শোক ও মৃত্যু এই ত্রিতাপপূর্ণ ইহ জগতে নিরন্তর একইভাবে তাপিত হইতে থাকে। শুভ কর্ম্মের অকরণ জন্য উচ্চ স্বর্গাদিলোকে যাইয়া সুখ ভোগ এবং অশুভ কর্ম্মের ও অকরণ জন্য নরকাদিতে যাইয়া দুঃখভোগ করে না।

বিকর্ম্ম অর্থাৎ পাপ কর্ম্মকারী জীবগণ পরজন্মে তল, অতল, বিতল, সুতল, নিতল, তলাতল ও রসাতলাদি সপ্ত পাতালে যাইয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী অশেষ কষ্ট ভোগ করে। এই সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতালকে এক কথায় চৌদ্দভুবন বলে। এই-চৌদ্দ ভুবনভ্রমণকারী ধার্ম্মিক ও পাপী জীবগণের কর্ম্মফলদাতা শ্রীশ্রীধর্ম্মরাজ যম। পাপীগণের চক্ষে এই ধর্ম্মরাজের মূর্ত্তি অতি ভয়ানক এবং ধার্ম্মিকগণের নিকট ইহার মূর্ত্তি কিঞ্চিৎ সৌম্য। ধর্ম্মরাজই তাঁহার বহু বিকটাকার ভয়ঙ্কর দূতগণ দ্বারা তাঁহার পুরীতে পাপীগণকে বিষম দণ্ডদান করিয়া ঐ সপ্ত পাতালের কোন পাতালে কুকর্ম্মের ফলভোগ করিতে প্রেরণ করেন। রাজার পুলিশ যেমন চোর পাকড়া করিবামাত্র মারধর করিয়া থাকে এবং রাজার বিচার হইয়া গেলেও তাহাকে বেত্রাঘাত ও অবশেষে কারাগারে প্রেরণ করে, সেইরূপ পাপীগণকে যমদূতগণ লইয়া যাইবার

সময় উৎকট উৎকট সাজা দিতে দিতে যমপুরীতে যমরাজের নিকট বিচারার্থ লইয়া যায় এবং বিচার শেষ হইলে বিচারানুযায়ী কিছুকাল যমপুরীতে অতি ভীষণ কুম্ভীপাক নরকাদিতে নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে পাতালাদিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় অনন্ত কষ্টভোগ করিবার জন্য প্রেরণ করে।

অকর্ম্মকারী জীবগণকে ধর্ম্মরাজ পুনঃ পুনঃ এই ত্রিতাপপূর্ণ জগতে প্রেরণ করিয়া পেষণ করিয়া থাকেন। যমরাজের আদেশক্রমে যমদূতগণ ইহাদিগকেও সুদুর্ল্লভ অর্থদ মনুষ্য দেহ পাইয়া কোন শুভ কর্ম্ম করে নাই বলিয়া বহু শাস্তিও দান করিয়া থাকে। কিন্তু ধার্ম্মিকগণকে যমদূতগণ পুষ্পক রথে করিয়া যমরাজের নিকট সযত্নে বিচারার্থ লইয়া যায়। ধর্ম্মরাজ যম তাহাদিগের কৃত শুভকর্ম্মের পরিমাণানুযায়ী যে যে লোকে, যে পরিমাণ এবং যতকাল পর্য্যন্ত সুখভোগ সম্ভব, সেই সেই লোকে ততকালের জন্য সেই পরিমাণ সুখ ভোগে করিতে প্রেরণ করেন। তাহারাই ঐ সুখভোগ করিয়া ধন্য হয়। এই ধার্ম্মিকগণেরই মনুষ্যদেহ ধারণ সার্থক। সুতরাং কর্ম্মই সুখ ও দুঃখ ভোগের একমাত্র মূল। ভগবান্ বলিয়া কেহ নাই। আর যদিও থাকেন, তবে তিনিও আমার কৃত কর্ম্মের ফল নষ্ট করিতে পারেন না। তিনিও বিধির অধীন। তিনি নিজে যে বিধি সৃজন করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন না। আমার কৃত কর্ম্মানুযায়ী যখন ফলভোগ করিতেই হইবে, তখন ভগবান্ থাকুন আর নাই থাকুন, তাহাতে আসে যায় না— সকাম কর্ম্মিদিগের ধারণা এইরূপ।

নিষ্কামকর্ম্মী বলিয়া আর এক শ্রেণীর কর্ম্মী আছেন। তাঁহারা বলেন, কর্ম্ম নিষ্কাম অর্থাৎ কামনারহিত হইয়া করাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিতে পারিলে, সেই কর্ম্ম আমাদের ঐ অনিত্য সুখ বা ঐ অনন্ত দুঃখ দেয় না, বরং মোক্ষ প্রাপ্তির সহায়তা করে। সুতরাং ফল প্রাপ্তির কামনাশূন্য হইয়া শুভ কর্ম্মই কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়, ইহারাও জানে না যে, কামনারহিত হইয়া অগ্নিতে হাত দিলেও যেরূপ অগ্নি তাহাকে নিশ্চয়ই পোড়াইয়া থাকে, সেইরূপ কামনাযুক্ত বা শূন্য হও, কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ নিশ্চয়ই আছে। তবে মোটের উপর বিচারে এই শ্রেণীর লোক শীঘ্রই মোক্ষের উপাসক হয় বলিয়া ইহারা সকাম কর্ম্মীগণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ।

হঠযোগী নামে আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়। তাহারা সিদ্ধিকামী। অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টাদশ সিদ্ধিলাভের জন্য, তাহারা কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কেহ উর্দ্ধবাহু, কেহ উর্দ্ধপদ। কেহ একপদ, কেহ একবাহু হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন করিয়া প্রচণ্ড শীতে জলে এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মে চতুর্দ্দিকে অগ্নিকুণ্ড রাখিয়া সাধন করে। এইরূপে অনেক কাল কঠোর সাধনার পর এক একজন এক একটী বা বহু সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। কেহ যাহা বলেন, তাহাই হয়, কেহ জলের উপর খড়ম পায় দিয়া বেড়ান, কেহ আকাশে উঠিতে পারেন, কেহ সোনাকে ছাই, ছাইকে সোনা ইত্যাদি অনেক রকম করিতে পারেন। এ সমস্তই অলৌকিক ব্যাপার। কিন্তু হায়, ইহারা বুঝেনা যে, দীর্ঘকাল কঠোর সাধনের পর লাভ কি হইল—না, ঐন্দ্রজালিকের মত কতকগুলি বুজরুগী। তাহাও মৃত্যুকালাবধি, মৃত্যুর পর তাহা আর সঙ্গে যাইবে না। এই শ্রেণীর লোকের শ্রীভগবানে আস্থা থাকিলে তাহারা কখন ঐ সমস্ত লইয়া প্রমত্ত থাকিতেন না। নিশ্চয়ই ভগবদনুসন্ধানে

প্রমত্ত হইতেন। এই বলিয়া তিনি একটী গান ধরিলেন। গানটী এই;—

মন তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরল ভক্ত জনে নহ অনুরক্ত
ধূর্ত্তজনে আসক্তি প্রবল॥
বুজরুগী জানে যেই তব সাধু জন সেই
তার সঙ্গ তোমারে নাচায়।
ক্রূর বেশ দেখ যার, শ্রাদ্ধাস্পদ সে তোমায়,
ভক্তি করি পড় তার পায়॥
ভক্তসঙ্গ হয় যার ভক্তিফল ফলে তার
অকৈতবে শাস্ত ভাব ধর।
চঞ্চলতা ছাড়ি মন, ভজ কৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ধূর্ত্তসঙ্গ দূরে পরিহর॥

সুতরাং দেখ বাবা, এই সমস্ত শ্রেণীর লোক-গণের কিরূপ সদস্তুর ধারণা। সৎ শব্দের অর্থ যাহা নিত্য। কিন্তু ইহারা সকলেই অনিত্য দেহ-সুখ-ভোগ, অনিত্য স্বর্গসুখ ভোগ বা অনিত্য সিদ্ধি-লাভের জন্য কত না কি করিতেছে। সামান্য তুচ্ছ ফললাভের লোভ দেখিয়া জীবনের সমস্ত উদ্যম নষ্ট করিয়া দিতেছে। উৰ্দ্ধপদ, উৰ্দ্ধবাহু হইয়া, বায়ুভুক্ হইয়া রাখিতেছে। হায়, ইহাদের কত কষ্ট

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়

ভুক্তিপিপাসু জনগণের কথা আজ বলিলাম। আগামী কল্য তোমাকে মুমুক্ষুগণের কথা বলিবার চেষ্টা পাইব। এই বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, আমি গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম।

স্নান বিধান

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

স্নান, প্রাণিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। স্নান করিলে ক্লান্ত শরীর উত্তেজিত হইয়া অবসন্নতা দূরীভূত হয়, স্বেদোদ্ভূত মল ধৌত হইয়া দেহ পরিচ্ছন্ন হয়, এবং শরীরের অলসতা বিদূরিত হইয়া স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা শোক, তাপ ও মানসিক চিন্তা জনিত মনের অবসন্নতাও বিনষ্ট হইয়া যায়। পুত্রশোক গ্রস্থ ব্যক্তিও স্নান করিলে, তাহার শোক বহু পরিমাণে অপনোদিত হইয়া থাকে। স্নান প্রাতঃকালেই করা কর্ত্তব্য।

এই সকল বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রত্যেক সুস্থকায় ব্যক্তির পক্ষে স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই স্নান নদী তড়াগাদিতে অবগাহনরূপে সম্পর্কিত হইয়া থাকে। ইহাই জেনারল বাথ বা সাধারণ স্নান বলিয়া কথিত হয়। ইহাকে ইণ্ডিফারেণ্ট বাথ ও বলা যায়। এতদার্থে জলের উষ্ণতা ৮৮ হইতে ৯৮ ডিগ্রী ফার্ণ হিট হইলেই চলিতে পারে, কিন্তু ঋতু ভেদে ইহার তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। জলাশয়ের বিস্তৃতি ও গভীরতা হেতুও এই তাপমানের পার্থক্য হইয়া থাকে। এই তাপ বৈলক্ষণ্য বশতঃ শরীরের যে ভাবান্তর ঘটিয়া পড়ে, সুস্থ দেহে তাহা সহনীয় সুতরাং তজ্জনিত শারীরিক ক্রিয়া বৈপরীত্য অনুভূত হয় না।

শীতল স্নান। এতদর্থে ব্যবহার্য্য জলের উত্তাপ ৩৩ হইতে ৬০ ডিগ্রী ফার্ণ হিট হওয়া প্রয়োজন কেহ কেহ উষ্ণতার তারতম্য হেতু ইহাকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেন। জলের উত্তাপ ৩২-৫০ ডিঃ হিট হইলে অতি শীতল এবং ৫১—৬০ ডিগ্রি ফা হিট হইলে শীতল স্নান বলিয়া থাকেন। ফলতঃ এবম্বিধ প্রভেদের কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় না।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

১ম খণ্ড } ৪র্থ মঠ, শনিবার, ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ ১৪শ সংখ্যা

বৈষ্ণব ও অভৃতক।

কামনার বশবর্ত্তী হইয়া জীব পঞ্চোপাসক হন। নিষ্কাম অবস্থায় ব্রহ্মে নির্ব্বিভিন্ন হইয়া যান, তখন আর উপাসনা থাকে না। জীব যে কালে কাম-বশযোগ্য হইয়া উপাস্য কল্পিত দেবতার নিকট ভৃতি বা বেতন প্রার্থনা করেন, সেকালে তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্মের যাজন হয় না।

ভৃতকগণ কখনই বৈষ্ণবের গুরু হইতে পারেন না। বৈষ্ণবের ভৃতি বা বেতন সংগ্রহের উদ্দেশে বিষ্ণুপূজার ছলনা নাই। পঞ্চোপাসক ভৃতি বা বেতন বা কাম লাভের উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিয়া ছলনা করেন, তখন তিনি বৈষ্ণব হইতে পারেন না।

পঞ্চ প্রকার কামনা পরিতৃপ্তির মানসে অর্থাৎ লৌকিক ইন্দ্রিয়-তর্পণই যাঁহাদের একমাত্র ব্রত, তাঁহারা আপনাদিগকে সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কামনা ব্যতীত ভগবদুপাসনা করিবার কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। তাঁহাদের কামনারহিত জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহারা কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করেন। বস্তুতঃ ধর্ম্ম ঔপাধিক ইন্দ্রিয়-তর্পণমাত্র নহে। ইন্দ্রিয়-তর্পণ রহিত হইলে তাহারা জ্ঞানের নিষ্ক্রিয়তাকেই চরম অবস্থা মনে করিয়া আলস্য ও জাড্যে দিনপাত করে এবং মায়ার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দ্রষ্টা-দৃশ্যদর্শনের সামঞ্জস্য প্রয়াস করে। সেইকালে বোধ-রহিত হইয়া তাঁহারা তমোগুণে অবস্থিত হইয়া কলুষিত আলস্যকেই ফলরূপে নির্দ্দেশ করিয়া আত্মজ্ঞান-রহিত হয়। গুণচালিত মানব কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্য কামদুঘ দেবগণের ন্যায় বিষ্ণুকেও সত্ত্বোপাদানে গঠিত মনে করে ও পরিশেষে বিষ্ণুকে বিলুপ্ত করিয়া নিজের নির্ব্বাণ বা অস্মিতারাহিত্য-ভাবকেই চরম কল্যাণ মনে করে। এই পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বিষ্ণুর উপাসনা প্রকৃত বিষ্ণুর উপাসনা

নহে। ইহা ইন্দ্রিয়তর্পণরত অহঙ্কারী কামীগণের বিষ্ণুবিদ্বেষ মাত্র। কামোপহতচিত্ত হইয়া বিষ্ণু-হনন-স্পৃহাক্রমেই তাঁহারা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকেই চরম লক্ষ্য মনে করে, উহা বিষ্ণুদীক্ষার অভাব মাত্র।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থে বৈষ্ণব শব্দের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥
দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

ভূতকবংশ ইন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত আর কিছুই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া বুঝিতে পারে না। তাহারা যে দীক্ষার ক্রীড়া অভিনয় করে, তদ্দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ, উদরভরণ প্রভৃতি নিষ্পন্ন হয় মাত্র। কিন্তু বিষ্ণুসেবা এবং নিজ শিশ্নোদরপরায়ণতা একতাৎপর্য্যপর নহে। দীক্ষা বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যে অনুষ্ঠান হইতে ভোগময় ক্ষেত্র প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ হয় এবং যে জ্ঞানের লাভ হইলে ভোগময়ী ইন্দ্রিয়-সেবা প্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দীক্ষা সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ-কামনায় পঞ্চোপাসনায় ক্ষণিক আবাহন করিয়া জড়া প্রকৃতি বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই চরম জ্ঞানের এই পাপ-পিপাসা নিবৃত্তিকারক জ্ঞানলাভই দীক্ষা অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুর স্বরূপজ্ঞানক্রমে দ্রষ্টার নিত্য বৈষ্ণবানুভূতিই দীক্ষা। বিষ্ণুদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুসেবাপর না হইলে তাহাকে বৈষ্ণব বলা যায় না। যাহারা দিব্যজ্ঞান লাভের অভাবে নিজের সামাজিক বন্ধুবান্ধবের নিকট দীক্ষালাভ হইয়াছে মনে করিয়া বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে না, তাহারা কখনই বৈষ্ণব হইতে পারে না। জ্ঞানরহিত থাকা কোন সামাজিকের নিকট কর্ম্মফল-ভোগপ্রাপ্তি বাসনায় গ্রহণ করিয়া উভয়েই জীবদ্দশায় বৈষ্ণববিদ্বেষ ও জীবিতোত্তরকালে অনন্ত নরক-ভোগে ব্যস্ত হয়, তাহাদের তাদৃশ গুরুশিষ্য সম্বন্ধ নরক-লাভের সোপান মাত্র। অবলিপ্ত, কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানহীন, উৎপথগামী ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে জীবের অপ্রাকৃতোপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। কুক্কুরশৃগালভক্ষ্য শরীরে তাদৃশ গুরুগণ আত্মবুদ্ধি করায় তাঁহারা ভগবানের দয়া হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হন মাত্র। তাহাদের শিষ্যের দুর্দ্দশাও তাহাই হয়। অবৈষ্ণবের নিকট, তাহাকে গুরু স্বীকার করিয়া মন্ত্র লইলে নরক লাভ ঘটে, সেজন্য সম্যগ্‌ দীক্ষাবিধি অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইলে জীবের মঙ্গল হয়। বৈষ্ণবগুরু অভৃতক, বৈষ্ণব শিষ্য তাঁহার গুরুকে ভৃত্য বুদ্ধি করেন না। বৈষ্ণব, ভৃতকের নিকট কখনই ভাগবত পাঠ শ্রবণ করেন না। ভৃতক হইলে বৈষ্ণব তাহাকে অবৈষ্ণব জানিয়া গুরুপদ হইতে অপসারিত করিবেন। যে গুরু স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন নাই, কেবল কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণময় কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দিতেছেন, তাহার দীক্ষা হয় নাই। তিনি অন্যকে দিব্যজ্ঞান দিতে পারেন না। দীক্ষার নামে, ভৃতকসূত্রে ভাগবত-পাঠের নামে নিজে অবৈধ গুরুপদে বৃত হইয়াছেন বলিয়া নির্ব্বোধ শিষ্যকে নরকে পাঠাইবার উদ্দেশ্যেই ভক্তির ছলনায় বা ভাগবত পাঠকালে লীলাগানের ছলনায় নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন মাত্র।

বৈষ্ণব বা গুরু কখনই মন্ত্রের বিনিময়ে ভাগবত-পাঠের বিনিময়ে, বিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের উদ্দেশে লোক-প্রতারণাকার্য্য করেন না। বৈষ্ণব গুরু কখনও অন্য চাকরের ন্যায় শিষ্যের কোন চাকরী করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি কুটুম্ব ও উদরের ভরণ-পোষণ করেন না। বৈষ্ণবের

ভৃতি বা বেতন-সংগ্রহকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না। যাহারা তাহা করে, তাহারা অবৈষ্ণব বা ভৃতক মাত্র। অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব কখনও আদর করেন না। অবৈষ্ণব ভৃতককে শাস্ত্রোপদেশ ও মন্ত্রোপদেশই বৈষ্ণবের একমাত্র কার্য্য। তাহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন না। তাহার মঙ্গলবিধানই করিয়া থাকেন।

প্রচার প্রসঙ্গ।

বিগত সাপ্তাহে কলিকাতায় প্রচার :—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে নিম্নলিখিত কয়েক স্থানে শুদ্ধ শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়াছেন।

গত ২৬শে কার্ত্তিক রবিবার মাণিকতলা মেন রোডে তিনি শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাটী শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত্র পাঠমুখে সমবেত শ্রোতৃগণকে বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

গত ২৮শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার হাটখোলা শ্রীযুক্ত কালিদাস চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠমুখে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের ভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বহুজনের ভ্রান্ত সংস্কার অপনোদিত করিয়াছেন।

গত ২৯শে কার্ত্তিক বুধবার হালসিবাগান ২নং পিয়ারী সরকার লেন মেসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅম্বরীষ-দুর্ব্বাসার উপাখ্যান পাঠ করিয়া বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ করেন।

গত ৩০শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্যামবাজার নিকারী পাড়ায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আলয়ে 'শ্রীসনাতন শিক্ষা' পাঠমুখে ভৃতকপাঠক, ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতিগণের অসারত্ব বর্ণন করেন। বলাবাহুল্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ অর্থবিনিময়ে পাঠ, কীর্ত্তনাদি করেন না, সুতরাং শ্রীল ভারতীমহারাজও এসকল স্থলে কোন আদান প্রদানের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

গত ২রা অগ্রহায়ণ শনিবার তিনি গোলদীঘিতে 'শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বহুজনের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অনেকে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হ'তেছেন।

ঢাকায় সভা :—গত ২৬শে কার্ত্তিক রবিবার লক্ষ্মীবাজারের অধিবেশনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণতা বিষয়ে বক্তৃতা দ্বারা আধুনিকযুগে সদাচারের অপ্রতুলতা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিলে কতকগুলি লোক তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ভক্তগণ দেখাইয়াছিলেন, আবহমানকাল যথার্থ গোস্বামীগণ পরমার্থ বিষয়ে বৃত্তব্রাহ্মণতাই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় সেই প্রকৃত গোস্বামী-গণের জয় ঘোষণা করিয়া সভার মর্য্যাদা রক্ষা করেন। আর শ্রোতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ যে সীতানাথ অদ্বৈত প্রভু তাৎকালিক তথাকথিত ব্রাহ্মণ-সমাজে যথার্থ পাংক্তেয় ব্রাহ্মণ না পাইয়া নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকেই পাংক্তেয় ব্রাহ্মণ জানিয়া শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে করিতে বৈষ্ণববৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। বিচারে অসমর্থ হইয়া শুধু আসুরবলের আশ্রয় গ্রহণ করিলে লোকে জানিতে পারে যে,

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

উপস্থিত জনগণের অনেকে বলিতে বলিতে গিয়াছেন—"আজ সেই ব্রাহ্মণ জগাই মাধাই এর উদ্ধার-লীলার প্রারম্ভ চক্ষে দেখিলাম। ধন্য বৈষ্ণবের

তিতিক্ষা! আহা, এবারও বোধ হয়, আসুরগণ বৈষ্ণবকৃপায় অনুগত হইয়া সংসারমুক্ত হইবেন। এই শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ যথার্থই শ্রীনিত্যানন্দ হরিদাসের অনুগত সেবক।" ইত্যাদি।

তৃণাবর্ত্ত।

প্রিয় পাঠকবর্গ! আপনারা ১০ম সংখ্যায় পূতনা-বধের কথা শুনিয়াছেন। ঐ সংবাদ দেখিতে দেখিতে ভোজরাজ কংসের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। তখন তিনি অনায়াসেই বুঝিলেন যে, নন্দপুত্র বালক কৃষ্ণই তাঁহার হন্তা। তাই তিনি শত্রুবধে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া স্বীয় চর তৃণাবর্ত্তকে বালক-বধের জন্য পাঠাইলেন। মায়াবাদীদের মায়া বুঝিয়া উঠা ভার, তৃণাবর্ত্ত এবার নূতনভাবে ব্রজ আক্রমণ করিল।

একদিন মা যশোদা স্বীয় তনয়কে কোলে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন, এমন সময়ে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে কৃষ্ণ পূর্ব্বাপেক্ষা ভারী বোধ হইতেছে। ক্রমশ শিশুরূপী ভগবান্ এত বেশী ভারী হইলেন যে, নন্দরাণী সন্তানের ভারে পীড়িতা হইয়া তনয়কে ভূমিতে রাখিতে বাধ্য হইলেন। তিনি প্রিয়পুত্রকে কোল হইতে নামাইয়া রাখিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ বিপদের চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং সেই বিপদ দূর করিবার জন্য মহাপুরুষের চিন্তায় মগ্ন হইলেন। মাতা সন্তানের মঙ্গল-চিন্তায় তদীয় শুশ্রূষা বিষয়ে অন্যমনস্ক হইলেই কংস-চর তৃণাবর্ত্ত বিশ্বম্ভরকে লইয়া পলায়ন করিল।

তখন ব্রজের অবস্থা অস্বাভাবিক হইল। চারি-দিকে ধূলিবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। ধূলিবৃষ্টিতে গোকুল ছাইয়া ফেলিল। ব্রজবাসীরা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইলেন না। চক্ষুর ভিতর ধূলি প্রবেশ করায় প্রত্যেকে অন্ধ-সদৃশ হইলেন। ইহার ভিতর আবার চারিদিক কাঁপাইয়া ঘোরতর শব্দ উঠিল। ব্রজবাসীরা আকস্মিক বিপদে নিজেদের অমঙ্গল-চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। মা যশোদাও তখন ব্যস্ত হইয়া সন্তানের দিকে চাহিয়া দেখেন যে, কৃষ্ণ তথায় নাই। তখন পুত্রহারা হইয়া তিনি একাকিনী সেই স্থানে রোদন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে তৃণাবর্ত্ত নন্দনন্দনকে সামান্য শিশুবুদ্ধিতে হরণ করিয়া আকাশপথে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অল্পদূর যাইতে না যাইতেই বালকের ভারে সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। শেষে নিজের জীবন রক্ষার জন্য সে বালককে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করায় বালক ভগবান্ তখন দৃঢ়ভাবে ঐ মায়াবীর গলদেশ ধারণ করিয়া তাহাকে গুরুভারে পীড়িত করিতে থাকিলেন। অবশেষে তৃণাবর্ত্ত হতাশ হইয়া নিম্নদিকে পড়িতে আরম্ভ করিল। শিলাঘাতে তাহার জীবনলীলা শেষ হইয়া গেল।

তখন ধূলিবৃষ্টি, খাপ্রাল বর্ষণ ও ঘোরতর শব্দ থামিয়া ব্রজে শান্তি উপস্থিত হইল। ব্রজবাসীরা পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া বড়ই সুখলাভ করিলেন। এদিকে মা যশোদাকে ক্রন্দনপরা দেখিয়া গোপীরা শীঘ্রই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্রন্দনের কারণ অবগত হইয়া নিজেরাও কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুলা হইয়া কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এইরূপ অন্বেষণ করিতে করিতে মৃত তৃণাবর্ত্তের বক্ষঃস্থলে হারানিধিকে নিরাপদ অবস্থায় পাইয়া তখনই তাহাকে উঠাইয়া লইলেন এবং পরে মা যশোদার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্ধের নয়নতারা-প্রাপ্তির ন্যায় নন্দরাণী স্বীয় তনয়কে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন।

এখন দেখুন পাঠকবর্গ! তৃণাবর্ত্ত যেমন ব্রজ-বাসীদের চক্ষুতে ধূলি, গাত্রে খাপ্রাল বর্ষণ ও ও কর্ণে ঘোরতর শব্দ করিয়া তাহাদের একমাত্র নিধি কৃষ্ণচন্দ্রকে হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ কুতর্কই

আমাদের ভগবদ্ভক্তি উদ্গমের ভূর্ণাবর্ত্ত। যে হৃদয়ে কুতর্ক প্রবেশ করে সে প্রকৃত তত্ত্বদর্শনে অপটু, শুদ্ধ ভগবৎ কথা শ্রবণে বিমুখ এবং ভক্তিবিরোধী ভাব সমূহ দ্বারা বিদ্ধ। তাই বলিতেছিলাম, ভগবদ্ভজন প্রয়াসীর কুতর্ক আশ্রয় করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পরিপ্রশ্ন করিতে নিষেধ নাই। কারণ পরিপ্রশ্নই শ্রীগীতাকথিত শরণাগতির দ্বিতীয় লক্ষণ।

ভবঘুরের উক্তি।

ভায়া হে, তোমাদের "গৌড়ীয়" পড়ে' আমি ত' অবাক্। কোথায় তোমরা আরও ওদের বল্‌বে,"—র কাছে পাঁকের বড়াই", কেননা ঠাকুর মশাই ও তাঁর সঙ্গে প্রায় সকলেই চলে' এলেন, তখন প্রভুদের সভা কর্‌বার বীরত্বটা ঠিক ঘরে খিল দিয়ে-"ওগো গিন্নি আমাকে ধর, নইলে আমি সকলকে মেরেই ফেল্‌ব" এই রকম বাহাদুরি দেখানর মত নয় কি? সে কথা রইল ঢাকা, ওরা নাকি উল্‌টে ব'লেছে "—র কাছে লেপ মোড়া দিয়ে বক্‌লে কি হ'বে?" আরে ভায়া, এযে ঠিক সেই "কে চোরে"র ধারা ফের ওরা ক'রে বস্‌ল। সাধে বলি. ওদের হাজার শেখাও, ভবি ভোল্‌বার নয়। জেগে ঘুমুলে কি আর জাগান যায়? "তুম্ ভি চুপ্, হাম্‌ভি চুপ্, থাকাই ভাল" প'ড়ে আমার একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। কথাটা বল্‌ছি। তার আগে জিজ্ঞাসা কর্‌লে হয় না, এ কথা বলে কে? একজন লোক যখন আর একজনের গলদের কথা বলে, তখন দ্বিতীয় লোকটা নিজের গলদ ঢাক্‌বার জন্যে প্রথম লোকটার যদি কিছু গলদের কথা থাকে, তা'হ'লে তাকে সেইটে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, "ভাই, তুমিও চুপ থাক, আমিও চুপ থাকি, পরস্পর গলদ বা'র ক'র্‌তে গেলেই নিজের গলদ বেরুবে।" শ্রীধাম বৃন্দাবনে কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতবংশ্য ও শ্রীনিত্যানন্দবংশ্য-অভিমানী দুই মূর্ত্তির বিবাদ হয়। প্রথম প্রভু বলেন "তোমরা কিসের নিত্যানন্দ-সন্তান? একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দসন্তান বীরভদ্র ঠাকুর ত' আর বিবাহ করেন নি যে, নিত্যানন্দ-বংশ হ'বে?" দ্বিতীয় প্রভু "থাম, থাম, আর বড়াই কোরো না। তোমাদের অদ্বৈতভজনে অচ্যুতানন্দ প্রভুও ত' অকৃতদার। তাঁর ত' আর বংশ নাই। তোমাদের যাঁরা বংশধর, তাঁরা অদ্বৈত, সন্তান হ'লেও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁদের অবৈষ্ণব দেখে' তাঁদের ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা ত আর বৈষ্ণবের গুরু হ'তে পা'রেন না। তাঁদের বংশ ত' দূরের কথা। তখন তোমাদের গুরুগিরীর দাবী কোথায় হে বাপু? কাজেই চুপ থাক। যেমন বোকা লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে তোমরাও খাচ্ছ, আমরাও খাচ্ছি, এই রকম খেতে থাকা যাক্। ও আর ঘাঁটিয়ে কায নেই। তা'তে তোমারও ক্ষতি, আমারও। ওসব চেপে যাওয়াই ভাল।" প্রভুরা ত' নিজের নিজের গলদ ঢাকুলেন। এদিকে "নিত্যানন্দবংশ" ব'লে বই তৈরি হ'য়ে গেল, তার নাম হ'ল "প্রামাণিক গ্রন্থ।" এই রকম যা'র গলদ থাকে, সেই বলে "চেপে যাও, তোমারও গলদ আছে।" গলদ থাক্‌লে এতে চেপে যায়, না থাক্‌লে এ চাপ্‌বে কেন? তাই বলি, ওরা যখন চেপে যা'বার কথা ব'লেছে, তখনই বুদ্ধিমান্ লোকে বুঝেছে. ওদের বেশ গলদ আছে।

আর আমি বলি, আম যদি টক্ হয় ত' হোক্ না, তা'তে কি? যে জলপানিতে আম খুঁজ্‌বে তাকে ত' আর সত্যি সত্যি বোম্বাই ফজ্‌লি কি ল্যাংড়া কিংবা যে সব দেশী আম মিষ্ট অথচ আস নেই, এম্‌নি আমই ত খুঁজে নিতে হ'বে, টক্ আম সে বাদ দেবে ত'। যারা অম্বল খাবে, তাদের টক্ আমে লোকসান নেই। ভাল আম না পাইবার

তাঁহারা গুরুর নিকট নিজ যোগ্যতার পরীক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা-লাভের যোগ্যতা লাভ করেন। শিষ্যের যোগ্যতা বা নিজ বৃত্তের পরিচয়—আশ্রয় গ্রহণ। আশ্রয় গ্রহণ আর কিছুই নয়, কেবল সেবা-প্রবৃত্তির পরিচয়ে শরণাগত হওয়া। অভক্তির পথে আশ্রয় গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। 'গুরুপাদাশ্রয়' বলিতে গুরুকে ঈশ্বর-বোধ এবং আপনাকে দাস বা বশ্য-বোধ। সদ্‌গুরু-বিচারে বেদ বলেন, বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠই সদ্‌গুরু এবং সৎশিষ্যের হস্তে যজ্ঞীয় সমিধাদি যজ্ঞার উপায়ন বর্ত্তমান থাকিবে। যে মানবক অক্ষজ জ্ঞান বা অধিরোহ-পন্থা বা মায়ার ভোক্তা ত্রিগুণাত্মকতা পরিহার করিবার সঙ্কল্প করিয়া অধোক্ষজের সেবা বা অবতীর্ণ, অবিসংবাদিত নিরস্তকুহক সত্যে অবস্থিত হইতে পারিবেন, তাঁহারই গুরুচরণাশ্রয়-বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইয়া দীক্ষা-প্রাপ্তি হইবে। 'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব কোবিদৈঃ॥' 'দীক্ষা' বলিলে এই বুঝায় যে, যে অনুষ্ঠান হইতে মানবক বা দ্বিজের প্রকৃতির অতীত জ্ঞানলাভ হইয়া প্রাকৃত পাপপুণ্যাদির সম্যক্ বিনাশ সাধিত হয়, তাহাকেই বিজ্ঞজনে 'দীক্ষা' সংজ্ঞা দিয়া থাকেন।

দীক্ষা দ্বিবিধ—বৈদিকী ও বেদানুগা। বেদানুগা দীক্ষা দ্বিবিধা—পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। যোগ্যজ্ঞানে সংস্কৃত দ্বিজের দীক্ষা বৈদিকী। অযোগ্য-জনে অধিকারীজ্ঞানে পৌরাণিকী দীক্ষা এবং অনধি-কারী-বিচারে ভাবী যোগ্যতা-লাভের উদ্দেশে পাঞ্চ-রাত্রিকী দীক্ষা। ব্রহ্মযামল বলিয়াছেন, কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই। তাহাই শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে পঞ্চম বিলাস-প্রারম্ভে উদাহৃত হইয়াছে।

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পাহি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মণা॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস পৌরাণিকী দীক্ষার বিস্তৃত পদ্ধতি মধ্যে যোগ্যতা-বিধায়ক দশসংস্কারের বিধান দীক্ষার অঙ্গমধ্যে উল্লিখিত করিয়া ক্রম-দীপিকা, সারদাতিলক, রামার্চ্চনচন্দ্রিকা পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই এবং দীক্ষার অনুকূলে আগম-বিধির কথাই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

অর্থাৎ দীক্ষাবিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যেই বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে। দীক্ষা-কালেই অনধিকারী মানবকের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়। দীক্ষা সমাপ্ত হইলে আর তাহার মধ্যকালীয় মৌঞ্জি-বন্ধনাদি অনুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে না। তাহা পূর্ব্বেই সাধিত হইয়া যায়।

একমাত্র শৌক্রবিধানের পক্ষপাতী পঞ্চোপাসকীয় স্মার্ত্তগণ শূদ্রদীক্ষাবিধান বলিয়া যে বিচার করিয়াছেন, তাহা 'দীক্ষা' শব্দ বাচ্য নহে। তাহাকে নামাপরাধ বা দীক্ষা-বাধ বলা যাইতে পারে। এই প্রকার দীক্ষাদান-চাতুরী দ্বারা যে কৃত্রিমতা সাধিত হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব স্মার্ত্ত বা পরমার্থিগণ বলেন যে, উহা নব্যস্মার্ত্তের মনগড়া কাল্পনিক মন্ত্র। নব্যস্মার্ত্ত নিজগুরুর নিকট যে সিদ্ধ মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার বর্জ্জন, বর্দ্ধন, পরিবর্ত্তনাধিকার তাহাকে কেহ দিতে পারেন না। সুতরাং শূদ্রের বিত্তে লুব্ধ হইয়া ভূতকস্বরূপে শূদ্রকে মন্ত্র দিতে গিয়া তাঁহার ধর্ম্মহানিকর কৃত্রিমপথ অবলম্বন ভাল হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদত্ত হইত বলিয়া সেইকালে দীক্ষিতগণ সকলেই দ্বিজ হইতেন। তখন পঞ্চোপাসকীয় স্মার্ত্ত বা নিরীশ্বর স্মার্ত্ত, সমাজের উপর অধিক প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। পরবর্ত্তি-কালে যখন নিরীশ্বর স্মার্ত্তের অধীন জনগণ বৈষ্ণবাচার্য্য হইবার জন্য দুষ্ট সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন, সেইকালেই দীক্ষিত ও অদীক্ষিত উভয়েরই মুড়ি-মিশ্রীর

ন্যায় বৈষম্য বিদূরিত হইল। সুতরাং দীক্ষাকার্য্য না হইয়া প্রাকৃত সহজমত বা স্মার্ত্ত বা বিষ্ণুবিরোধী মতবাদ প্রচলিত ছিল।

শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার পার্ষদগণের অভিপ্রায়মত সেই কালপ্রোথিত সনাতনী দীক্ষা-প্রণালীর বহুল প্রচারের যত্ন করিতেছেন। দীক্ষা-বিধানক্রমে 'দ্বিজত্ব' কথাটী সম্পূর্ণভাবে চাপা দিয়া নিরীশ্বর-প্রথা বা পঞ্চোপাসনার পদ্ধতি বৈষ্ণব-জগৎকেও বিপথগামী করাইতেছে। আচার্য্যের কার্য্যকরার ছলনায় আচার্য্য-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধকেই ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া চালাইতে চায়। ইহাদিগের জন্যই ভাগবত বলিয়াছেন, কলিকালে প্রকৃত দ্বিজ বৈষ্ণবব্রাহ্মণগণ ব্রাত্য হইয়া যাইবেন। আর শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণবংশ বা ন্যাসী প্রভৃতি পরিচয় ছলনায় উদর ও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপালনোদ্দেশে প্রতিগ্রহ করিতে থাকিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মণ্যদেবকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া লইবেন। সেই সকল অধর্ম্মজ্ঞগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণবংশজাত সন্ন্যাসী বা গোস্বামী প্রভৃতি উচ্চ উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া ভৃতকাধ্যাপকরূপে ব্যাসাসন প্রভৃতি অন্যায়পূর্ব্বক দখল করিয়া ধর্ম্মোপদেশক হইবেন। উদরোপস্থ-বেগজীবিগণ মর্কট বৈরাগী হইয়া রাগানুগ পরমহংস বেশে ত্রিদণ্ড ও দৈক্ষ্য বা যজ্ঞসূত্র ছাড়িয়া দিয়া নিজের কপট দৈন্য প্রচার করিয়া রাসলীলা পড়িয়া শুনাইয়া 'ভক্ত'নামে অভিহিত হইবেন। এই সকলই কলির ধর্ম্ম।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥

নারদপঞ্চরাত্রে (ভারদ্বাজসংহিতা ২য় অধ্যায় ২৮শ্লোক)

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব চ মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥

আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্যপুত্রদিগকে বৈদিক দশ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষাবিধি। অনেকে অজ্ঞতানিবন্ধন, বলিয়া থাকেন যে পাঞ্চরাত্রিকী মন্ত্রকেই দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া গ্রহণ করিলে কি দোষ হয়? তৎপ্রতিষেধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উল্লিখিত শ্লোকই যথেষ্ট মনে হয়। "বৈদিকী লৌকিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥" ভক্তির অনুকূল দশ-সংস্কারাদি ভক্তির বিরোধী নহে। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ সৎক্রিয়া-সারদীপিকা গ্রন্থে দশসংস্কার-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবকুলকে পঞ্চোপাসকের প্রচণ্ড তাপ হইতে সুশীতলচ্ছায়া দিয়াছেন। তিনিই নিরীশ্বর কর্ম্মিগণের তীক্ষ্ণ-দশনরূপ ফলভোগ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীমহাভারতের লিখিত "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।" এই বাক্যে আমরা জানিতে পারি যে, শূদ্র হইয়া পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার মধ্যেই বৈদিক দশসংস্কার-পদ্ধতি অনুস্যূত আছে। দীক্ষার পরে আর দ্বিজত্বের লক্ষণাভাব থাকে না।

এক ব্যক্তির এক শত্রু লেখাপড়া শিখিয়া হাকিম হইয়াছেন শুনিয়া তিনি বলিলেন,—শত্রু কথনই বেতনভোগী হাকিম হইতে পারিবে না। তদুত্তরে তিনি যখন শুনিলেন, শত্রু মুন্সেফ হইয়াছেন, তখন বলিলেন,—হোক্ না সে মুন্সেফ, মাহিনা পাইবে না। এইরূপে দ্বিজ-ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইলেও সে ব্রাহ্মণ হইবে না, তাহার ব্রাহ্মণ-লক্ষণ যজ্ঞসূত্র থাকিবে না। আবার কেহ বলেন, দীক্ষিত ব্যক্তির যজ্ঞসূত্রে 'তৃণাদপি সুনীচতা'র ব্যাঘাত হয়। আমাদের স্পর্দ্ধা করবার জিনিষটা এত সহজ-প্রাপ্য হইয়া গেল, সুতরাং 'তৃণাদপি সুনীচ' থাকিলে আমরা তাহাকে

পাপী শূদ্র বলিবার সুযোগ পেতাম। আমরা নিজেরা ব্রাহ্মণ এবং আমাদের গুরু ছয় গোস্বামী তাহাদিগকে শূদ্র বলিবার সুযোগ পাচ্ছি, তাহা তো আর পাব না—এই সব অসুবিধা। পরমহংসের বেশে বর্ণচিহ্ন ও আশ্রমচিহ্ন নাই, তাহাতে আমাদের ন্যায় কলির শয়তানের সমগ্র জগতের গুরু পরমহংস দাসগোস্বামীকে শালগ্রাম শিলাপূজায় অনধিকারী বলিবার সুযোগ পাচ্ছি, তাহাতেও বাধা পড়িতেছে।

"এ কেমন পাগল!"

ষষ্ঠ রজনী।

পাগল না পড়িয়াছেন, এমন শাস্ত্র নাই। অনেক পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি কোন কোন শাস্ত্রের এক দেশ বা সম্পূর্ণ পড়িয়া স্ব-কপোল-কল্পিত এক একটি ধারণা করিয়া, কেহবা কোন ধারণা করিতে না পারিয়াও, কেবল মাত্র শাস্ত্রের কয়েকটী বোল আওড়াইতে শিখিয়াই, "হাম্ বড়া বুঝদার", "হাম্ সব-জান্তা" হইয়া সাধারণ লোকের নিকট, যাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন আলোচনাই রাখে না খুব পাণ্ডিত্যের, বুদ্ধিমত্তার বা শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় দেন। সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকের মধ্যে আবার কেহ কেহ তথাকথিত পণ্ডিতগণের নিকট একটু আধটু শুনিয়াই, কেহবা না শুনিয়া নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে একটু আধটু চিন্তা করিয়াই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন। পাগল কিন্তু সেরূপ নন। ইনি সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া সমস্ত শব্দ শাস্ত্রের প্রমাণ-মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছেন এবং দেবগণের সমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক অমৃত-গ্রহণের ন্যায়, ইনি সমুদয় শাস্ত্রমন্থন করিয়া তাহাদের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য অতুলনীয়, ইঁহার ত্যাগ অতুলনীয়, ইঁহার সাধন-ভজনের পারিপাট্য অতুলনীয়। এই সমস্ত দেখিয়া আমি দিন দিন আশ্চর্য্যান্বিত হইতেও অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলাম। এই নিবিড় অরণ্যের ভিতর, এইরূপ একটী পাগলের নিকট এরূপ সত্যজ্ঞান নিহিত আছে, ইহা কি আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্যতর বিষয় নয়?

অন্য দিনের মত অদ্যও সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রওনা হইলাম। যাইতে যাইতে আমার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, "আমার কি সৌভাগ্য! কি শুভক্ষণেই আমি পাগলের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, কেমন জ্ঞান-গম্ভীর তত্ত্বপূর্ণ কথা আমি প্রত্যহ শুনিতে পাইতেছি! কয়টী জীবের ভাগ্যে এমন সুযোগ হইতেছে? এই ঢাকা নগরীতে কত লোক আছে, কই কাহারও ত আমার মত এমন ভাগ্য দেখিতেছি না। কেহ ত এই পাগল-বেশধারী, বনবাসী মহাত্মার নিকট আসিয়া হরিকথা শুনিবার সুযোগ পাইতেছে না।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি যাইয়া পাগলকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিলাম এবং উপবেশন করিয়া পাগলকে বলিলাম, "ঠাকুর, অদ্য আপনি মুমুক্ষুগণের বিষয় বলিবার জন্য প্রতিশ্রুত আছেন। কৃপাপূর্ব্বক বলিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করুন।"

পাগল বলিতে লাগিলেন, "হরিদাস, মুমুক্ষু শব্দের অর্থ মোক্ষপ্রাপ্তীচ্ছু অর্থাৎ যাহারা মুক্তিলাভের জন্য যত্নবান্, তাহারাই মুমুক্ষু। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ" অর্থাৎ রোগ, শোক ও মৃত্যু এই ত্রিতাপ জ্বালা হইতে নিস্তার পাওয়াকে মুক্তি বলে। এই মুমুক্ষুগণ প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা,—বৌদ্ধ, মায়াবাদী ও রাজযোগী। বৌদ্ধগণের

ধারণা সম্বন্ধে তোমাকে সর্ব্বাগ্রে বলি শুন। বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণমুক্তির উপাসক। ইঁহাদিগের ধারণা এই যে, জীবগণের যতক্ষণ চেতন-ধর্ম্ম থাকে, ততক্ষণই তাহারা ত্রিতাপাদি ভোগ করে, যখন সেই চেতনধর্ম্ম থাকে না, তখন আর তাহাদের দুঃখ কষ্ট অনুভব করিবারও কেহ নাই। সুতরাং ঐ চেতনধর্ম্মটী নষ্ট করিতে পারিলেই আর জন্মমরণমালা পরিধান-পূর্ব্বক ত্রিতাপাদি ভোগ করিতে হয় না। জীব তখন নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করিয়া ধন্য হয়। শূন্যই মূল বস্তু, সেই শূন্য হইতেই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই সৃষ্ট হইয়াছে। জীবগণ সেই শূন্য চিন্তা করিতে করিতে, নিজেকে সেই শূন্যে লয় করিতে পারিলেই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারে। শূন্য অর্থাৎ যেখানে কিছুই নাই, সেই শূন্য চিন্তা করিতে করিতে চেতন ধর্ম্ম লোপ হয়, চেতন ধর্ম্ম লোপ হইলে শূন্যে জীবের অস্তিত্ব লয় হয়, আর এইরূপে অস্তিত্ব লয় হইলেই নির্ব্বাণ লাভ হয়। এইজন্য এই সম্প্রদায়ের অপর নাম শূন্যবাদী। প্রস্তরাদির চেতন ধর্ম্ম নাই, তাহারা দুঃখাদি অনুভবও করে না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি চেতন ধর্ম্মাবলম্বী জীবগণ অপেক্ষা ঐ প্রস্তরাদি হওয়াও বাঞ্ছনীয়। বৌদ্ধগণের এইরূপ ধারণা। বুদ্ধদেব এইরূপ চিন্তা-স্রোত অবলম্বন করিয়া জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম বৌদ্ধধর্ম্ম।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদের প্রবর্ত্তক। মায়াবাদীগণের ধারণা এই যে, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" স জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ," অর্থাৎ তাহার অপেক্ষা বৃহৎ অন্য বস্তু নাই। জীব ও জগৎ বলিয়া যে অন্য দুইটী পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহারাও ঐ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহাদের বাস্তবিক কোন বিভিন্ন অস্তিত্ব নাই, জীবগণের দৃষ্টিভ্রমে ঐরূপ দর্শন হইতেছে। যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎভ্রম হইতেছে। এই ভ্রম কাটিলেই "সোহং" অর্থাৎ 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এই দর্শন হয়। সেই দর্শনই প্রকৃত। বর্ত্তমান দর্শন অপ্রকৃত এবং ভ্রমপূর্ণ। সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই জীবের চরম উপাস্য। সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জীবের—

"সকলেতে আমি
আমাতে সকল"

এইরূপ জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞান। আর সমস্তই অজ্ঞান। এই অজ্ঞান বা ভ্রম কিসে কাটে, সাধারণ জীব কি উপায়ে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার উপায় আছে। এই ব্রহ্মবস্তু নিরাকার, নির্ব্বিকার, চেতনময়, জড় বিচিত্রতাহীন, প্রশান্ত, ভূমা, শাশ্বত, পুরাণ, অচল, নিষ্কল, ধীর, গম্ভীর এবং বৃহদপি বৃহৎ। এই ব্রহ্মবস্তুর সাধন করিতে হইলে,—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ কল্পনা," অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু নিরাকার, তাহার কোন রূপ নাই, তবে সাধকের হিতের নিমিত্ত প্রথমে ব্রহ্মের রূপ কল্পনার আবশ্যক হয়, কারণ সাধারণ জড়ীয় জ্ঞান-সম্পন্ন মানব কিরূপে অজড়, প্রকৃতির অতীত, নিরাকার বৃহৎ বস্তুর ধ্যান করিবে। তাহা সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য ব্রহ্মের পাঁচ প্রকার রূপ কল্পিত হইয়াছে, যথা,—শিবরূপ, শক্তিরূপ, গণেশরূপ, সূর্য্যরূপ ও বিষ্ণুরূপ। ইহার যে কোনরূপ ধ্যান করিতে করিতে এবং ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অহরহঃ চর্চ্চা করিতে করিতে চিত্তস্থির হইলে জীবগণের ব্রহ্মধ্যানের অধিকার জন্মিলেই আর ঐ সব রূপ ধ্যানের আবশ্যকতা নাই। তখন সাধকই ব্রহ্ম হইয়া যান। এইরূপে ব্রহ্ম হইতে পারিলেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি, অর্থাৎ

সাযুজ্য মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্তি হয়। তখন জীবের সমস্ত অসুবিধা বিদূরিত হয়, আর ত্রিতাপাদি অর্থাৎ রোগ, শোক ও মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। জীবের এইরূপে ব্রহ্মসহ ঐক্য প্রাপ্তি ঘটিলেই জ্ঞান হয়, এবং তাঁহার নিকট জীব ও জগৎ বলিয়া পূর্ব্বে যে অন্য দুইটি বস্তু ভ্রমদর্শন হইতেছিল, সে ভ্রম আর থাকে না। সুতরাং তখন জীব জানিতে পারে যে সে ব্রহ্ম, জগৎও ব্রহ্ম, সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ব্যতীত সে আর কিছুই দেখে না বা নিজের অস্তিত্ব ব্রহ্মে লয় হওয়ায় ঐরূপ দর্শনেরও অবসর থাকে না। জলেতে যেরূপ বুদ্‌বুদ্‌ উঠিয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ জলে বহু জীব ও জগৎ রূপ বুদ্‌বুদ্‌ উঠে, এবং জলের বুদ্‌বুদ্‌ জলে মিশাইবার ন্যায়, জীবও সাধনক্রমে ব্রহ্মরূপ জলে মিশিয়া থাকে। এইরূপ মিশিতে পারিলে ত্রিতাপ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। এই নিষ্কৃতি লাভই অর্থাৎ এইরূপ মুক্তিপ্রাপ্তিই জীবের চরম লাভ।

এইরূপ মুক্তিলাভ করিতে হইলে যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার রূপের কোনরূপ ধ্যান করিতেই হয়, এরূপ নয়, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, ছাগ, মনুষ্য প্রভৃতির যে কোন একটা রূপ বা কোন দেবমূর্ত্তির যে কোন একটা রূপ চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত ব্রহ্মধ্যানের উপযুক্ত অচঞ্চল ও নির্ব্বিকার করিতে পারিলেই উহা লভ্য হইতে পারে।

রাজযোগী নামে আর এক শ্রেণীর সাধক আছেন। তাঁহারা বলেন, পরমাত্মা ও জীবাত্মা বলিয়া দুইটী বস্তু আছে। সেই জীবাত্মা যতদিন পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, ততদিনই তাহার ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যখন সে সেই পরমাত্মাতে নিজ অস্তিত্বের লয় সাধন করিতে পারে, তখন আর কোন দুঃখ থাকে না। জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে লয় করিবার জন্যই সাধনের প্রয়োজন আছে, লয় হইয়া গেলে আর কোন সাধন নাই এবং ত্রিতাপ জ্বালারও অবসান হয়। পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় সাধন করিতে হইলে যম, নিয়ম, আসন, রেচক, পূরক, কুম্ভক, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, ইত্যাদির আবশ্যক হয়। এই সমস্ত অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিমান জীব পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় সাধন করতঃ নিজেকে ত্রিতাপাদি হইতে মুক্ত করিয়া ধন্য হন। আর দুর্ব্বুদ্ধি সম্পন্ন জীব সে কার্য্যে যত্নবান্ না হইয়া অনন্তকাল দুঃখ ভোগ করে।

তাহা হইলেই দেখ, বৌদ্ধগণ চেতন ধর্ম্ম হইতে ত্রিতাপ ভোগ হয় জানিয়া চেতন ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ত্রিতাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য,মায়াবাদী-গণ ব্রহ্মতে জগৎভ্রম হওয়ায় ত্রিতাপ ভোগ হইতেছে জানিয়া, সেই ভ্রম সংশোধন করতঃ ব্রহ্মে লয় সাধনপূর্ব্বক ত্রিতাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য এবং রাজযোগীগণ জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন হইলেই ত্রিতাপ ভোগ করে জানিয়া, জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে লয় করতঃ কৈবল্যলাভের জন্য সাধনা করিয়া থাকেন। কেহ চেতন ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য, কেহ ব্রহ্মে লয়, কেহ পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্তি ঘটাইবার জন্য সাধন করেন। সকলেরই উদ্দেশ্য ত্রিতাপ হইতে মুক্তি লাভ। ইঁহাদের মুক্তিলাভের জন্যই সাধন ভজনের আবশ্যক। ইঁহারা কেহই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিত্য শ্রীভগবানের নিত্য সেবক বা ভক্ত নহেন। গত কল্য তোমাকে যথেচ্ছাচারী, পশুবৎ বিবেকহীন, জড়বাদী, সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মী, হঠযোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা বলিয়াছি। তাহারা ভুক্তি অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের উপাসক

এবং সেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভের জন্য তাহারা নানা রকম বিচার ও সাধন অবলম্বন করিয়াছেন। আর অন্য যে বৌদ্ধ, মায়াবাদী ও রাজযোগী সম্প্রদায়ের কথা বলিলাম, ইহারা সকলেই, ইহ জগতে অবিমিশ্র সুখ নাই এবং অনবরত ত্রিতাপ ভোগ করিতে হয় জানিয়া পূর্ব্বোক্ত ভুক্তি-উপাসক গণের ন্যায় ক্ষণিক সুখের প্রয়াসে যত্নবান না হইয়া, ত্রিতাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য নানারকম বিচার ও সাধন অবলম্বন করিয়াছেন। এই ভুক্তি ও মুক্তি প্রাপ্তীচ্ছুগণের মধ্যে বহুশ্রেণী, বহুশ্রেণীর বহু প্রকার বিচার ও বহু প্রকার সাধনা দৃষ্ট হয়। মোটের উপর সকলেই ভোগ ও মোক্ষের উপাসক। সেইজন্য তোমাকে আর অধিক বিস্তৃত করিয়া বলিলাম না। তবে প্রধান প্রধান শ্রেণী সকলের কথা একরূপ বলা হইল। স্থূল দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ অল্পবুদ্ধি, সেইজন্য তাহারা স্থূল দেহসুখ কামনা করিয়া ভুক্তির উপাসক হয়, আর সূক্ষ্ম দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ ঐ শ্রেণী অপেক্ষা কিঞ্চিত অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া ভুক্তি ত্যাগপূর্ব্বক মুক্তির উপাসক। এতৎ সম্বন্ধে তোমাকে বহুপূর্ব্বে বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

তোমাকে আসুরগণের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলা এই শেষ হইল। আগামী কল্য তোমাকে দৈব বা ভক্ত সম্প্রদায়ের বিচার ও সাধনের বিষয় বলিবার চেষ্টা পাইব। এই বলিয়া তিনি একটী গান ধরিলেন। গানটী এই :—

ওরে মন ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা কর দূর।
ভোগের নাহিক শেষ, তাহে নাহি সুখ লেশ,
নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর॥
ইন্দ্রিয়তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব পূরণ।
যে সুখেতে আছে ভয়, তাকে সুখ বলা নয়,
তাকে দুঃখ বলে বিজ্ঞজন॥
শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত, সেই লোভে কতশত
মূঢ় জন ভোগ প্রতি ধায়।
সে সব কৈতব মানি, ছাড়িয়া বৈষ্ণব জ্ঞানী
মুখ্য ফল কৃষ্ণরতি পায়॥
মুক্তি-বাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে শিষ্ট মতি,
মুক্তি-স্পৃহা কৈতব প্রধান।
তাহা যে ছাড়িতে নারে, মায়া তারে নাহি ছাড়ে
তার যত্ন নহে ফলবান॥
অতএব স্পৃহাদ্বয়, ছাড়ি শোধ এ হৃদয়,
নাহি রাখ কামের বাসনা।
ভোগ-মোক্ষ নাহি চাই, শ্রীকৃষ্ণচরণ পাই,
সেবকের এইত সাধনা

আসুরিক প্রবৃত্তি।

কলিকালে আমরা কেহ কেহ বিষ্ণুভক্তি-রহিত হইয়া আসুরিক প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে আমাদের মঙ্গল হওয়া দূরে থাক্, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইয়া পড়ি। আমাদের অসুর-প্রবৃত্তি কখনই সৎসমাজ আদর করিবেন না। সাধুর সমাজ আমাদিগকে অনাদর করিতে শিখিলে আমরা অনুতপ্ত হইয়া আসুরিক প্রবৃত্তি হইতে অবসর পাইব। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইলে অসুর-স্বভাবসম্পন্ন হইয়া আমাদের কেহ কেহ নানা প্রকার অযথা উৎপাতের আবাহন করি। আমাদের অসুর স্বভাবের সহিত সৎশাস্ত্রের কথার মিল না পাইলে আমরা শাস্ত্র নিন্দা করি, কখনও কখনও তৎপ্রদর্শিত সত্য লঙ্ঘন করিয়া মহাভারত ছিঁড়িয়া ফেলি, সাক্ষাদ্ভগবন্মূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবত

ছিঁড়িয়া ফেলি, এবং ঐ সকল শাস্ত্রকে পঙ্ক মধ্যে ফেলিয়া দিতে বলি। এইগুলিই আমাদিগকে বিষ্ণুভক্তি হইতে চিরকালের জন্য অসুর-সম্প্রদায়ে পাতিত করে। আবার, আমরা অসুর, এই কথা শাস্ত্রোক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইলে নিজে নিজে অসন্তুষ্ট হই। এখন দেখা যাক্, আমরাই দেবতা হইতে পারি, আমরাই অসুর হইতে পারি। বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা করিলেই আমরাই বৈষ্ণবের দাস দেবতা ব্রাহ্মণ. আর শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের অবমাননা করিয়া পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলে আমরা দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, কশ্যপের সন্তান হইয়াও, হরিবিদ্বেষপূর্ব্বক কুপথে নরকে চলিয়া যাই বিশ্রবাতনয় হইয়া সীতা-হরণে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই। অঘ বক পূতনা হইয়া কৃষ্ণবিদ্বেষ করি। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু হইয়া প্রাধান্য লাভে যত্ন করি। জগাই মাধাই হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়-কুলের কলঙ্ক হই। আবার নিত্যানন্দ হরিদাসকে মারিতে গিয়া অনুতপ্ত হইয়া নিজের নিজত্বের পুনরুপলব্ধি করি। এ সকল যজ্ঞ-ভঙ্গরূপ রাক্ষস-প্রবৃত্তি আমাদের ভাল নহে। মানব ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬২।১৬৩ শ্লোক পড়িলে ব্রাহ্মণ আমরা জানিতে পারি যে,

"সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥
সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥"

এই সকল কথা বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা আলোচনা করেন। অসুর স্বভাবসম্পন্ন হওয়া কেহই আদর করেন না। অসুরগণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব কর্তৃক নিহত হ'ন। ভগবান্ অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য অনেকবার দেবগণকে পীড়ন করাইয়া-ছেন। তাহা অসুরগণেরই অকল্যাণের জন্য। কলিকালে বিষ্ণুভক্তি নিতান্তই বিরল। বিষ্ণুভক্তির নামে নির্ব্বুদ্ধিতা ও আসুরিক প্রবৃত্তি জীবের কখনই মঙ্গল উৎপাদন করে না। শ্রীআচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন,

"শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা"

আর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলেন,

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরো হস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

শাস্ত্র আরও বলেন,

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

যাহারা শ্রীগুরুদেবকে অমান্য করিয়া গুরুদেব শূদ্র, এ কথা বলেন, তাঁহারা বৈষ্ণব গুরুর অবজ্ঞা-কারী কৃতঘ্ন অসুর। আমরা যেন কোন দিন আসুরিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বৈষ্ণব গুরুর চরণে অপরাধ না করি॥ আচার্য্য শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,

"বৈষ্ণববিদ্বেষী চেদ্ গুরুস্ত্যাজ্য এব।"

আমরা অসুরস্বভাবসম্পন্ন হইয়া যদি বৈষ্ণব বিদ্বেষ বা গুর্ব্ববজ্ঞা করি, তাহা হইলে আমাদের যাবতীয় ধন, জন, পাণ্ডিত্য অচিরে বিধ্বংসিত হইবে। শ্রীআলবন্দারু ঋষির স্তোত্র হইতে এই শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে বলি—

"মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাং।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্ব্বকুলাভিরামং
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥"

শ্রীবকুলাভিরাম বা শ্রীশঠকোপ দাস শৌক্র ব্রাহ্মণ-কুলে উদ্ভূত হ'ন নাই। তিনি শ্রীআলবন্দারু ঋষির পূর্ব্ব পুরুষ। এই আলবন্দারু ঋষির শিষ্য কোটী ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-পূজিতচরণ ভগবদ্রামানুজাচার্য্য। এই

সকল পড়িয়া শুনিয়াও যদি আমাদের আসুরিক প্রবৃত্তি-বলে ছয় গোস্বামীর কেহ কেহ শূদ্র ছিলেন, বলিবার বাসনা হয়, তাহা হইলে সেই গোস্বামিবংশে জন্ম করিবার শ্লাঘা করিতে গিয়া যদি ব্রাহ্মণগৃহে প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের যজ্ঞ সূত্র অযোগ্য বলিয়া ব্রাহ্মণগণ ছিঁড়িয়া দিবেন এবং সুশীতল চরণচ্ছায়ে আশ্রয় গ্রহণের কপটতা করিতে গেলে আমাদের গলদেশস্থ তুলসী মালিকা কাড়িয়া লইবেন এবং মূর্খতা বশতঃ নিজ নামের সহিত "গোস্বামী" লিখন হইতে চিরদিনের জন্য আমরা বঞ্চিত হইব। গোস্বামিকুলোচিত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া আমরা যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই, তাহা হইলে শিশ্নোদরপরায়ণ জানিয়া আমাদিগকে লোকে ঘৃণা করিবে। সামান্য কপর্দ্দকের লোভে ইন্দ্রিয়তর্পণের পিপাসায় আমরা নিত্যকালের জন্য বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া যাইব এবং পিতৃকুলের তর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিব। যেহেতু শাস্ত্র বলেন—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতং॥"

স্নান বিধান।

শরীর শীতল করা এবং পুনরুত্তেজন করাই শীতল স্নানের উদ্দেশ্য। যখন শরীর হইতে ঘর্ম্মো-দ্গম হইতে থাকে, তখন স্নান করা অত্যন্ত দোষাবহ, যেহেতু স্বেদাবরোধ হেতু সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি নানা প্রকার অসুস্থতা সমুপস্থিত হইতে পারে। আহারান্তে স্নান করাও যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাতে পরিপাক বিকার জন্মিবার অধিক সম্ভাবনা, অতএব শীতল স্নান বিষয়ে এই সকল নিষেধ প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথমে মস্তক ধৌত করিয়া, তৎপরে অবগাহন করিবে। শরীর ধৌত করণার্থ অধিকক্ষণ জলে থাকা কর্ত্তব্য নহে, এরূপ হইলে চর্ম্ম দ্বারা জল শোষিত হইয়া রক্তের তারল্য সংঘটিত হইতে পারে এবং তদ্ধেতু ঘর্ম্মোৎপাদক গ্রন্থি ও মূত্রোৎ-পাদক যন্ত্র পীড়িত হইয়া পড়ে পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জলে অবস্থান হেতু অঙ্গুলীর চর্ম্ম কুঞ্চিত হইলেই জল শোষনের সূত্রপাত হইতেছে, মনে করিতে হইবে। অতএব অঙ্গুলীর চর্ম্ম কুঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই জল হইতে উঠিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে শরীর মুছিয়া ফেলিবে ও আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিবে। অতঃপর কিয়ৎক্ষণ সামান্যরূপ ব্যায়াম করিবে। ব্যায়াম না করিলে চর্ম্মস্থ কৈশিক রক্তবাহিকা সকলে রক্তের পুনরাগমনে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে, তাহাতে প্রাকৃতিক ক্ষয়ের কিয়ৎ পরিমাণে আধিক্য জন্মে। হিন্দু শাস্ত্রে স্নানের পর আহ্নিক করিবার যে ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্নানের ব্যায়ামের একটি প্রকৃষ্ট উপায়, তদ্দ্বারা অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সহজেই সম্পাদিত হয়। অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায়, স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রেই জলে দণ্ডায়মান হইয়া তাড়াতাড়ি আহ্নিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া থাকেন, এতদ্দ্বারা এই উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে সংসিদ্ধ হয় না, বরং কথঞ্চিৎ অপনকারেরই সম্ভাবনা।

স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তব স্নান কালে শীতল স্নান একেবারেই নিষিদ্ধ, ব্যবস্থা: যেহেতু এতদ্দ্বারা তাহাদিগের এমিনোরিয়া অর্থাৎ রজোরোধ বা ডিস্‌মেনোরেজিয়া অর্থাৎ রজোহল্পতা ঘটিয়া অশেষ

যন্ত্রণা উপভোগ করিতে পারে। ইহার ফলে শেষে প্রদর রোগে আক্রান্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। অপর বৃদ্ধ, অতি দুর্ব্বল, বা রোগান্ত দৌর্ব্বল্য, যাহারা হৃদ-পিণ্ড রোগে আক্রান্ত, অথবা যাহারা যান্ত্রিক প্রদাহগ্রস্ত কিম্বা যাহারা যক্ষা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় শীতল স্নান অব্যবস্থা। যে সকল ব্যক্তি পৈশিক শিথিলতা হেতু দৌর্ব্বল্য উপভোগ করে, যাহাদিগের স্নায়বিক ক্রিয়া ধীর-ভাবে সম্পাদিত হয়, তাহাদিগের পক্ষে শীতল স্নান যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে।

জ্বর রোগে শীতল স্নান দ্বারা আশ্চর্য্য উপকার লব্ধ হইয়া থাকে। টাইফয়েড, টাইফস, অন্যবিধ অবিরাম জ্বর, বাত জ্বর, এবং কেহ কেহ বলেন, হাম, বসন্ত ও আরক্ত জ্বরেও ইহা দ্বারা বিস্তর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বসন্তাদি রোগে শৈত্য সংস্পর্শে কখন কখন কুফল সংঘটিত হইয়া থাকে।

বাতজ্বর প্রভৃতি জ্বর রোগে যখন শরীরের উত্তাপ এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে, জীবনের আশা থাকে না, তখন শীতল স্নানের ফলোপযোগিতার বিষয় আমাদিগের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। ইহা দ্বারা জ্বরের উত্তাপ হ্রসিত হয়, শিরঃপীড়া দমিত হয়, প্রলাপ রহিত হইয়া রোগী শান্তভাব ধারণ করে। শরীরের উত্তাপাধিক্য বশতঃ যকৃত, মূত্রগ্রন্থি হৃৎপিণ্ড, রক্তবহা নাড়ী এবং ঐচ্ছিক পেশী সমূহের মেদাপকর্ষতা সংঘটিত হইয়া থাকে সুতরাং শীতল স্নাড় দ্বারা ঐ উত্তাপাধিক্য হ্রাস করিতে পারিলে, এই সকল অপকারের সম্ভাবনা থাকে না। ফলতঃ শীতল স্নান যে শরীরের অত্যুত্তাপ নিবারণের এক মাত্র উপায় তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু ডাং জে হেডেন বলেন, ঐসকল মেদাপকৃষ্টতা উত্তাপাধিক্যের ফল নহে। শীতল স্নান হেতুই যে, ঐ সকল অপকৃতি জন্মিতে পারে নাই, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না।

তাপাধিক্যের প্রারম্ভেই শীতল স্নান করিতে পারিলে তজ্জনিত বৈধানিক বিকৃতিসকল সংঘটিত হইতে পারে না; অর্থাৎ শরীরক্ষয়, অবসাদ, এবং যান্ত্রিক অপকৃতির আশঙ্কা একেবারে তিরোহিত হইয়া থাক। কারণ, স্নান করিবার পরই নাড়ীর দ্রুতগতি হ্রাস হইয়া যায়, হৃৎপিণ্ড সবল হয় ও উহার ক্রিয়া লোপ হইবার আশঙ্কা দূর হয় এবং ফুসফুসাদি যন্ত্রে রক্ত সংস্থানের আশঙ্কাও অন্তর্হিত হইয়া যয়। তখন প্রলাপ রহিত হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয় এবং পরিপাক-শক্তি বর্দ্ধিত হয়, আর শারীরিক পোষণক্রিয়াও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এরূপ হইলে রোগীর বেডসোর অর্থাৎ শয্যাক্ষতও পূযোৎপত্তি হইতে পারে না।

বিবিধ উপায়ে শীতল স্নানের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে, যথা শীতল জলে সম্পূর্ণ স্নান। ইহাতে সাধারণ স্নানের ন্যায় অবগাহন করা হয়। রোগীর গাত্রে অধিক পরিমাণে শীতল জল ঢালিয়া দেওয়া শীতল জলে বস্ত্রখণ্ড বা স্পঞ্জ ভিজাইয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দেওয়া। ইহাকে স্পঞ্জিং কহে। শীতল জল একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া, ঐ আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা রোগীর গাত্র মুছাইয়া দেওয়া বা আবরণ দেওয়া।

জ্বরের উত্তাপাধিক্য নিবারণার্থ এই প্রকার নানা উপায় আছে। ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক পৃথক উপায় অবলম্বন করেন। ডাক্তার রিঙ্গার এই নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। চারিখানা তোয়ালে বরফ জলে ভিজাইয়া উহা এরূপভাবে নিংড়াইতে হইবে, যেন টপ্ টপ্ করিয়া জল না পড়ে। পরে এক একখানা তোয়ালে দিয়া রোগীর বক্ষ

হইতে উদর পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া দিবে। এই প্রকারে পদ পর্য্যন্ত অপর তোয়ালে দিয়া আবৃত করিবে। অতঃপর এক একখানা তোয়ালে প্রথম হইতে উঠাইয়া পুনরায় বরফ জলে ভিজাইয়া ঐ প্রকারে আবৃত করিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে দেখা যাইবে, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই শরীর তাপ ১০৭ ডিগ্রী হইতে ১০১ ডিগ্রী ফার্ণহিট অবতরণ করিয়াছে। এই প্রক্রিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। তিনি বলেন, এই প্রথা অতি সহজসাধ্য, এবং সকলের বাটীতে সহজেই সম্পন্ন করা যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা উত্তাপ হ্রাস হইয়া তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে যদি পুনরায় উত্তাপ বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে ব্রাণ্ড সাহেব আবার এইরূপভাবে তোয়ালে আবৃত করেন। কিন্তু ব্রাণ্ড সাহেবের ব্যবস্থা অন্য প্রকার। তিনি টাইফয়েড জ্বরে শীতল স্নান বিস্তর ব্যবহার করিয়াছেন। প্রবল রোগে সকল সময়ে তিনি এক প্রকার প্রথা অবলম্বন করেন না। কখন শীতল য়্যাফিউশন কখন শীতল ধারা স্নান, এবং কখন বা সম্পূর্ণ শীতল স্নানের ব্যবস্থা দেন। সাধারণতঃ তিনি পশ্চাল্লিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। রোগীকে একটা টবে বসাইয়া দেন, যাহাতে জল দিলে রোগীর কটিদেশ পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়। অনন্তর ৫০ ডিগ্রী ৫৫ ডিগ্রী ফার্ণহিট জল রোগীর মস্তকে ও স্কন্ধোপরি ঢালিতে থাকেন। এইরূপে ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত জল ঢালার পর, রোগীকে টব হইতে উঠাইয়া রোগীর গায়ে একখান চাদর জড়াইয়া দেন। রোগীর গাত্রের জল মুছিবার প্রয়োজন নাই। অনন্তর আর একখানা পুরু চাদর তাহার উপর আচ্ছাদন করেন। অতঃপর আর একখানা কাপড় পাট করিয়া বরফ জলে ভিজাইয়া লয়েন, পরে ঐ কাপড় নিংড়াইয়া রোগীর বক্ষ ও উদরের উপর স্থাপন করেন। রোগী শীত বোধ করিলে উষ্ণ করিবার ব্যবস্থা দেন। পদদ্বয় উষ্ণ রাখেন বা উহাতে উষ্ণ জলপূর্ণ বোতল স্থাপন করেন। যদি মৃদু ভাবের রোগ হয়, তাহা হইলে তিনি এ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেন। এখন শীতল আর্দ্র কম্প্রেস দিতে ব্যবস্থা দেন; অথবা শীতল স্পঞ্জিং ব্যবহার করেন, যতক্ষণ না রোগীর গাত্রের তাপ হ্রাস হয়; অথবা বারংবার শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তাহার প্যাকিং করিতে থাকেন।

হাজেন বাক্‌ শীতল জলের স্পঞ্জিং বা প্যাকিং করা বিশেষ উপকারক বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার প্রক্রিয়া অন্যরূপ। তিনি এতদর্থে যে জল ব্যবহার করেন, তাহার তাপ, পরিমাণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থাও তাপ অপেক্ষা অধিক, তিনি সর্ব্বদাই ৮০ ডিগ্রী হইতে ৭০ ডিগ্রী ফার্ণহিটযুক্ত জল ব্যবহার করেন; এবং এই জলে ১০-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত রোগীকে স্নানের ব্যবস্থা দেন। রোগীর অত্যন্ত প্রলাপ বা অচৈতন্য থাকিলে, শীতল জল ঢালিতে আদেশ দেন।

ডাঃ জিম্‌সন্‌ ও ইমানেন্‌ শরীরের তাপ কমাইবার জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, তাহা অন্য প্রকার। তাঁহারা বলেন তাঁহাদিগের ব্যবহার প্রক্রিয়া রোগীর বিশেষ তৃপ্তিপ্রদ ও যথেষ্ট উপকারক। ইহাঁরা একটা বৃহৎ টবে ৯৫ ডিগ্রী ফার্ণহিট জল ঢালিয়াছেন, পরে রোগীকে তন্মধ্যে নিমগ্ন করেন। অতঃপর ২০-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত ক্রমশঃ শীতল জল ঢালিয়া পাত্রস্থ জলের তাপ ৬০ ডিগ্রী ফার্ণহিট শীতল করেন। ইহা রোগীর পক্ষে বেশ তৃপ্তিদায়ক এবং সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

লিবরপুল-নিবাসী ডাঃ কার্টার জ্বরের অত্যুত্তাপ উপশমার্থ এই প্রকার ব্যবস্থা দেন। রোগীকে

একটা টবে বসাইয়া তাহার শরীরে চারি পাঁচ কলসী ৮০ ডিক্রী ৬০ ডিক্রী ফার্ণহিট শীতল জল ঢালিয়া দিবে। শীতল বোধ করিলে রোগীকে টব হইতে উঠাইয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে গাত্র মুছাইয়া দিবে। পরে উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে এবং উষ্ণ পানীয় পান করিতে দিবে। এরূপ করিলে অনতিবিলম্বেই পুনরুত্তেজিত হইয়া শরীরে ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকিবে এবং সত্বরেই জ্বর ত্যাগ হইয়া যাইবে। কেহ কেহ বলেন, এ চিকিৎসা উত্তম বটে, কিন্তু আভ্যন্তরিক প্রদাহের লক্ষণ থাকিলে এবং টাইফয়েড জ্বর ও বসন্ত, হাম, আরক্ত জ্বর প্রভৃতি রোগে অপকার করিয়া থাকে।

ডাঃ ই, এইচ, রডক্ উত্তাপ হ্রাস করণার্থ যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল। প্রথমে একখানা ম্যাকিন্টশ, সিট, কম্বল অথবা লেপ একটা মাদুরের উপর বিছাইয়া তাহার উপর একখানা কাপড় ৬৮ ডিক্রী ফার্ণহিট জলে ভিজাইয়া নিঙ্গড়াইয়া পাতিয়া দিবে। অনন্তর ঐ কাপড়ের উপর রোগীকে শয়ন করাইবে; পরে কাপড়ের চতুঃপার্শ্ব উঠাইয়া রোগীকে ঢাকিয়া দিবে। অতঃপর ম্যাকিন্টাশ চাদরের পার্শ্বগুলি উঠাইয়া রোগীকে উত্তমরূপে মুড়িয়া তদুপরি একখানা কম্বল চাপা দিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় ৪৫ মিনিট হইতে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে। এইরূপ ভাবে অবস্থান করায় রোগীর বেশ তৃপ্তি বোধ হয় এবং শরীর উষ্ণ হইতে থাকে। পরে যথা সময়ে প্যাক খুলিয়া অপর একটা অগভীর পাত্রে ৬৪ ডিক্রী ফার্ণহিট জল দিয়া রোগীর শরীর উত্তমরূপে ধৌত করিবে, এবং মুছাইয়া শয়ান করাইবে। আবশ্যক হইলে এই প্রক্রিয়া দিবসে ২।৩ বারও করা যাইতে পারে। জ্বরের প্রাথর্য্য না থাকিলে একবারেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ শীতল জল পান করিলে, ঘর্ম্ম-নিঃসরণের সহায়তা করে। প্যাকের মধ্যে অবস্থান সময়ে যদি রোগীর মুখ রক্তবর্ণ বা মস্তকে রক্ত-সংস্থানের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কপালে শীতল জলের কম্প্রেস্ দিবে। জ্বরের প্রথমাবস্থায় এই ব্যবস্থা করিলে, আশ্চর্য্য ফল লব্ধ হইয়া থাকে, এবং হাম, বসন্ত, স্কার্লাটিনা রোগে স্ফোটক-নির্গমনের সহায়তা করে।

কেহ কেহ বলেন, শীতল স্নানাদি দ্বারা ব্রঙ্কাইটিস অর্থাৎ শ্বাসনালী প্রদাহ ও নিউমোনিয়া অর্থাৎ ফুস্ফুস প্রদাহ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ইহা অতি বিরল। এ সকল প্রদাহ থাকিলেও শীতল স্নান দ্বারা কোন অপকার হয় না। কখন কখন শীতল স্নানের ফলে ফুস্ফুস প্রদাহের কতক লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তৎ-প্রতীকার পক্ষে বিশেষ কোন ক্ষতি দৃষ্ট হয় না। লেরিঞ্জিসমাস ষ্ট্রাডিউলাস অর্থাৎ এক প্রকার শ্বাসকাস রোগে শীতল স্পঞ্জিং অত্যুৎকৃষ্ট উপায়। রোগ যত প্রবল হউক না কেন, এই স্পঞ্জিং দ্বারা নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

শিশুদিগের এ রোগ হইলে, শ্বাসের কুক্কুট ধ্বনিবৎ যে আবেগ হয়, তন্নিবারণার্থ শিশুর অঙ্গে শীতল জলের ছাইট দিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া যায়। প্রথমে রোগীর মুখে জলের ছাইট দিবে, তাহাতে রোগাবেগ উপশম না হইলে, শরীরের উপর জল ঢালিতে থাকিবে। এরূপ করিলে শীঘ্রই রোগ বেশ ক্ষান্ত হইয়া যায়। এই প্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াও যদি রোগ শান্তি না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কোন উদ্দীপক কারণ বশতঃ রোগ উপস্থিত হইয়াছে। তখন মাড়ির স্ফীতি, অন্ত্র মধ্যে কৃমি প্রভৃতির অনুসন্ধান করিবে।

শীতল স্নান দ্বারা কেবল যে শরীরের উত্তাপই লাঘব হয়, তাহা নহে, ইহাতে দেহের ক্ষয় হ্রাস হয়, স্নানবীয় লক্ষণের সাম্যাবস্থা উপস্থিত হয়,

উদরাময়াদি থাকিলে তাহা উপশমিত হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। ডাঃ ব্রাও্ বলেন, উহাতে রক্তস্রাব রোধ হয় এবং টাইফয়েড্ জ্বরে উদরের ফাঁপ থাকিলে তাহার নিবৃত্তি হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রবণ।

আদিপুরুষ শ্রীমদ্ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে নিজতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি করেন। ব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, বৈয়াসকি প্রভৃতি আম্নায়-পারম্পর্য্যে সেই নিরস্ত-কুহক সত্যতত্ত্ব শ্রবণ-প্রভাবে অবগত হইয়াছেন। তন্নিমিত্তই অপৌরুষেয় (স্বয়ং ভগবান্ হইতে আগত মানবগণ মধ্যে কোন পুরুষবিশেষের মনোভূমি-জাত নহে) বেদশাস্ত্রকে 'শ্রুতি' এই আখ্যা অর্পণ করা হইয়াছে। যাহা মনোজ্ঞ বিচার দ্বারা উপলব্ধ, তাহা শ্রুত বা শ্রুতি নহে। আর্য্যগণ শ্রুতিরই সেবক, তাঁহারা অবরোহমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক গুরু-পারম্পর্য্য-ক্রমে মন্ত্রযোগে শ্রবণ করিয়া কুহকনির্ম্মুক্ত নিত্য সত্য অবগত হইবার অধিকারী হইতেছেন। যেহেতু,—মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। যাহারা এই আম্নায়-পারম্পর্য্যের বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মন্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছেন, তাঁহারা নিজ মনোরথ অসংযত করিয়া যথেচ্ছ বিচার মার্গে পরিভ্রমণ করাইয়া আরোহ-মার্গের পথিক হইতেছেন, ইহা আর্য্য-সম্মত প্রণালী নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই অপকৃষ্ট প্রণালীর অত্যধিক আদর হইয়াছে। তন্নিমিত্ত আমরা শ্রুতি-শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিতে শিখিয়াছি, যথার্থ শ্রবণকারীর নিকট শ্রবণ না করিয়া শ্রৌতবর্ত্ম উল্লঙ্ঘন করিতেছি। মধ্যে মধ্যে শ্রুতিবিরোধী এক একজন অভ্যুদিত হইতেছেন, আর আমরা দুর্ভাগ্য জীব তাঁহাদেরই অনুগমনে অপৌরুষেয় শ্রুতি উল্লঙ্ঘন করিয়া পুরুষবিশেষাগত মত শ্রবণ করিয়া উন্মার্গগামী হইতেছি, কিন্তু শ্রবণ হইতে আমাদের অন্যগতি নাই। শ্রবণই যদি করিলাম, তবে বেদ-উল্লঙ্ঘনকারী আস্তিক্য-ধর্ম্মশূন্য মনস্বীর উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক উন্মার্গগামী হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নহে। আম্নায়-পারম্পর্য্যক্রমে যাঁহারা যথার্থ সত্যতত্ত্ব শ্রবণের অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারাই কীর্ত্তনকারী গুরু হইতে পারেন। যাঁহাদের উক্ত পারম্পর্য্য ব্যাহত হইয়াছে, যাঁহারা স্বকল্পিত মত-প্রচারে ব্যস্ত, তাঁহাদের নিকট বা তাঁহাদের অনুগগণের নিকট শ্রবণ করিলে কি লাভ হইবে? ভ্রান্ত পুরুষজল্পিত মত কখনও সত্য হইতে পারে না, তাহা কুহকাবৃত মনোবিকার মাত্র। ইহাকে বহুমানন করিলে আমাদের কি মঙ্গল হইবে? অবিমিশ্র সত্যই আমাদের মৃগ্যবস্তু হওয়া উচিত, তাহার পরিবর্ত্তে কুহকাক্রান্তচিত্ত হইয়া আমাদের কোনও লাভ নাই। সুতরাং বেদানুগ মহাপুরুষগণই আমাদের অনুবর্ত্তনীয়, অন্যের অনুবর্ত্তন অনার্য্য আচার।

যখন হিরণ্যকশিপু বেদের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব অস্বীকার করিয়া সোঽহংগ্রহ প্রচার করিতে উদ্যত তখন তাঁহারই গৃহে তাঁহারই পুত্র শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ভগবদ্বিদ্বেষরূপ অসুরভাব-মুক্ত হইয়া দৈবভাবে ভগবদুন্মুখতা লাভ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনবন্দ্য হইয়াছেন, অনার্য্যভাবের মধ্যে থাকিয়াও তিনিই যথার্থ আর্য্যাচার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, শ্রৌত মার্গ অবজ্ঞা করিতে নাই, শ্রুতি-পারম্পর্য্যই জীবের মঙ্গল নিদান। তাই তিনি পিতৃ কর্ত্তৃক "উত্তম অধীত কি?" জিজ্ঞাসিত হইলে নবধা ভক্তি-লক্ষণের আদিতে শ্রবণের উল্লেখ করেন। শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গগুলির বিকাশ হয় না। বলিলেন, "বিষ্ণোঃ" অর্থাৎ বিষ্ণুর বিষয়েই শ্রবণ করিতে হইবে, তদিতর অন্য বস্তুর শ্রবণ শ্রুতির উদ্দিষ্ট নহে। তিনি ষণ্ডামর্কের নিকট যাহা অধ্যয়ন

করিয়াছেন, তাহা যথার্থ শ্রুত বিষয় নহে বলিয়াই তিনি জানেন, উঁহাদিগকে তিনি গুরুত্বে বরণ করেন নাই। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী পাদ উক্ত শ্লোকের সারার্থ-বর্ষিণী টীকায় বলিয়াছেন যে, "উঁহারা নিষ্প্রাণ, উঁহাদের গুরুত্ব নাই, (মদীয় গুরু) শ্রীনারদের নিকট আমি (প্রহ্লাদ) কেবল তাহাই শিখিয়াছি, সুতরাং তাহাই বলি। এই মনে করিয়া শ্রবণাদি বলিতেছেন।"

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ক্রমসন্দর্ভস্থ টীকায় বলিতেছেন—শ্রবণ বলিতে নামরূপগুণ-পরিকর-লীলাময় শব্দের কর্ণস্পর্শ বুঝায়। ভক্তির নবলক্ষণ। অন্যান্য অঙ্গগুলি উহাদের অন্তর্গত। নামাদি শ্রবণ ভক্ত্যঙ্গের এই ক্রম। প্রথমে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য শ্রীনামেরই শ্রবণ অপেক্ষা করিতে হইবে। অন্তঃকরণ শুদ্ধীকৃত হইলে রূপশ্রবণ দ্বারা তাহার উদয়-যোগ্যতা হয়, নামশ্রবণ দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে হয় না। রূপ সম্যক্ উদিত হইলে গুণগণের স্ফূর্ত্তি হয়। গুণস্ফূরণ সম্পন্ন হইলে নামাদিপরিকর-বৈশিষ্ট্য-দ্বারা তাহাদের বিশিষ্টতা সিদ্ধ হয়। তাহার পর সেই নাম রূপগুণ পরিকরসমূহ সম্যক্ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইলে তবে সুষ্ঠুভাবে লীলা-স্ফূর্ত্তি হয়, তৎপূর্ব্বে নহে। এস্থলে চিত্ত-শুদ্ধির পূর্ব্বে লীলা-শ্রবণাদির অনধিকার ব্যঞ্জিত হইল। এই অভিপ্রায়ে সাধনক্রম লিখিত হইয়াছে। কীর্ত্তন-স্মরণের পক্ষেও এই ক্রম জ্ঞেয়। এই শ্রীমহাপুরুষের শ্রীমুখেকীর্ত্তিত সৎবস্তুর মাহাত্ম্য-শ্রবণ জাতরুচিব্যক্তিগণের পরম সুখপ্রদ। শ্রবণের মধ্যে শ্রীভাগবত-শ্রবণই পরম শ্রেষ্ঠ। তাহার মধ্যে ও ভগবৎসেবালোলুপ ঐকান্তিক ভক্ত মহাজনের শ্রীমুখেই শ্রীকৃষ্ণনাম-শ্রবণাদি পরম ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। বিষয়ীর মুখে নহে। আর শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণভগবান্। তাঁহারই কথা শ্রবণীয়া সঙ্কীর্ত্তনাদিতেও এই বিধি প্রযোজ্য।

কলিকালে যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই সর্ব্বপ্রধান, তাহার মূলে শ্রবণই পরিলক্ষিত হয়। সাধু-সকাশে শ্রুত বিষয়ই কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য। সুষ্ঠু শ্রবণ না হইলে কি কীর্ত্তিত হইবে? সুতরাং প্রথম ভক্ত্যঙ্গ যে শ্রবণ, সর্ব্বাগ্রে তাহারই জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। অতএব শ্রবণের আকর-স্থান নিষ্কিঞ্চন সাধুগুরু-পদাশ্রয় সর্ব্বতোভাবে করণীয়। যাঁহারা স্বকপোল কল্পিত মত প্রচার করেন বা যাঁহারা এরূপ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শ্রবণ করিলে আমরা বিপথগামীই হইব। তাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে আদেশ দিয়াছেন, "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" যাঁহাদের বিষয়-ভোগ-স্পৃহাই প্রবল, যাঁহাদের বৈষ্ণব বিদ্বেষই বৃত্তি, তাঁহাদের মুখে ভাগবত উচ্চারিত হ'ন না, ভাগবতের নামে বিষয়-কথারই আলোচনা হইয়া যায়। যাঁহারা নিজেরা বলেন, "চুয়াল্ল পুরুষ ধরিয়া আমরা বৈষ্ণব", তাঁহাদিগকে অবৈষ্ণব জানিতে হইবে, কেন না—

"আমি ত বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥

হায়, হায়, কবে আমরা হরিদাসগণের পাদত্রাণা-বলম্বী—এই অভিমান করিতে সমর্থ হইব? বৈষ্ণব (গুরু) অভিমান বৈষ্ণবের নাই। আর শাস্ত্র আদেশ দিয়াছেন, "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥" অবৈষ্ণবেরনিকট মন্ত্র লইলে নিরয় বাস। ভুলক্রমে লইয়া থাকিলে পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র লইতে হইবে। ইহাই সাধুজন-সম্মত বিধি।

মনুষ্যজন্ম।

আর কি ভাবিছ মন, দেখরে চাহিয়া,
পলে পলে চ'লে যায় পরমায়ু তব।
ভেবে কি দেখনা তুমি, নাহি তব ভয়—
অমূল্য মানব-জন্ম ফুরালে এবার,
দুর্লভ মানুষী তনু না মিলিতে পারে?
এই বেলা; এই বেলা দেখরে ভাবিয়া,
চরম কল্যাণ তব শ্রীহরি-ভজন।
তাঁরে অবহেলি তুমি নিশ্চিন্ত র'হলে,
এদিকে শমনদূত আসে আগুসারি,
কেশে ধরি ল'বে তোমা শমন-সদন।
গর্ভবাস-কালে যেবা তব প্রতিশ্রুতি
সকলি ভুলিলে? মায়াদত্ত কীটতুল্য
জাগতিক সুখ, তাহাতে মজিলে পুনঃ
ভুলি পূর্ব্বকথা! ধিক্ ধিক্ তোরে মন!
এমন দুর্ম্মতি তুই, এমন নির্ব্বোধ,
না বুঝিলি ভাল-মন্দ আপনি মজিয়ে,
আমারে মজালি তুই বিষয়-সাগরে!
ভুলে গেলি নরদেহ ভজনের মূল,
অলসে খোয়ালি তুই মঙ্গল-সাধন
এ নর-জীবন। বার্দ্ধক্যে ভজন হ'বে—
এ দুর্ব্বুদ্ধি কেবা তোরে দিল, দুরাশয়?
কেবা জানে—কবে দেহ পতন হইবে,
সব আশা ফুরাইবে, না পাবে সময়
চরম মঙ্গল লাভে করিতে যতন।
অনাদি অনন্ত কাল আছি বদ্ধ হ'য়ে,
কত যে সুযোগ তুই হারালি কৌতুকে,
এখনও যদি রে কাল কাট এই ভাবে,
তোর মত বুদ্ধিহীন আর কেবা আছে?
আর কি উচিত তোর বিন্দুমাত্র কাল
যাপিতে বিষয়-সুখে পুনঃ মত্ত হ'য়ে,—
যে বিষয়-সুখে মত্ত ছিলি চিরকাল
চুরাশীতে লক্ষ জন্মে হইয়া বিভোর?
এইক্ষণ হ'তে তুমি সাধুসঙ্গ কর;
নিষ্কিঞ্চন সাধুপদ-রেণু গায়ে মাখি
অন্যবাঞ্ছা তেয়াগিয়া শুদ্ধভক্তি সাধ,
সেই সে পরম লাভ, স্বরূপ-লক্ষণ,
নিরুপাধি জীবাত্মার সেই ত' স্বভাব।
যে ক'দিন ভবে থাক, অন্য কার্য্যে রত
হ'য়ে কাল নাহি কাট; বৃথা আর কাজ,
কেবল মায়ার ফের বিষয় প্রপঞ্চ।
শ্রীগৌরনিতাই-পদে সদা রতি কর,
সাধুগুরু-সেবা-রত থাক অহর্নিশ,
অভীষ্ট মিলিবে,—পাবে চরম কল্যাণ।

ভ্রমসংশোধন

গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ সংখ্যা ঃ—অশুদ্ধ শুদ্ধ

১ম পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভের ৩য় পঙ্ক্তিতে 'ভূতক্যাধ্যাপক' না হইয়া 'ভূতকাধ্যাপিত' হইবে

২য়	,, ,,	২৮শ	,,	'জন্ম' শব্দের পরে 'গ্রহণ' শব্দ হইবে।
৩য়		২৩শ	,,	"সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং" এর পরে "হুরূপীক্ষেতি মে মতিঃ" হইবে।
				"সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ" এর পূর্ব্বে "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং" হইবে
৫ম		৮ম	,,	"কথক ঠাকুর" এর পরে "যদিও" শব্দ হইবে।
		২৫	,,	"কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ" হইবে।

ভারতীয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা :—গত সোমবার হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নূতন প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার কটন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। লর্ড লিটন বলেন, এদেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলি বিলাতের হাউস অব্ কমন্সের আদর্শে গঠিত হইয়াছে। যাহাতে ব্যবস্থাপক সভাগুলি আদর্শানুযায়ী গড়িয়া উঠিতে পারে, সেজন্য তিনি পার্লামেণ্টের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করিয়াছেন। মিষ্টার কটন বাঙ্গালার সহিত বহু পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত। এখানে তাঁহার বহু পুরাতন বন্ধু বর্ত্তমান। সকলেই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

গুণ্ডা বিল :—মাননীয় মিষ্টার ষ্টিফেন্সন্ কলিকাতায় গুণ্ডাদের উপদ্রব বৃদ্ধির উল্লেখ করি গুণ্ডা-দমনের জন্য একটী বিল উপস্থিত করিয়া বলেন, যে কলিকাতার পাঞ্জাবী পেশোয়ারী ও পাঠানরাই গুণ্ডা। ইহাদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিলে, গুণ্ডার অত্যাচার অনেকটা প্রশমিত হইবে। তাঁহার বিল আলোচনার্থ গৃহীত হইয়াছে।

বন্যাসাহায্য :—উত্তর-বঙ্গের বন্যাপীড়িত দিগের সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানের মহারাজ ৩০০০০৲ টাকা সাহায্য প্রার্থনা করেন। বন্যাসম্পর্কে অনেক সদস্যই আলোচনা করেন।

সরকারী কর্ম্মচারীর পথ খরচ :—ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের প্রশ্নের উত্তরে মিষ্টার ডোনাল্ড বলেন, সরকারী কর্ম্মচারিগণের যাতায়াত ব্যয় বাবদ ১৯১৯—২০ সনে ৩২১৬৬১০৲, ১৯২০-২১ সনে ৩৫৭৫১৫৪৲ এবং ১৯২১-২২ সনে ৪১৩৩৩১৭৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বন্যার কারণ :—পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট ও রেলওয়ের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বি, কে, ঘোষ, সি, ই, মহাশয় সম্প্রতি উত্তর বঙ্গের বন্যার কারণ সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম—উত্তর বঙ্গের বন্যার কারণ সম্বন্ধে রেলওয়ে বোর্ড শীঘ্রই অনুসন্ধান আরম্ভ করিবেন এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুসন্ধান-কার্য্য একজন ভারতীয়ের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে, সুখের বিষয়। কিন্তু মিঃ মলারাম একজন রেলের ইঞ্জিনিয়ার, রেল কোম্পানীগুলির স্বার্থ তিনি বরাবর দেখিয়া আসিতেছেন; বিশেষতঃ তিনি বহুদিন ই, বি, রেলের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। লাইনগুলির ভিতর জল নিকাশের অপ্রচুর বন্দোবস্ত থাকার দায়িত্ব অনেকটা তাঁহারই, সুতরাং এক কথায় তাঁহার নিজের কার্য্য সম্বন্ধেই তাঁহাকে বিচার করিতে হইবে। তাঁহার সঙ্গে যদি জন সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকিতেন, তাহা অনুসন্ধান-কার্য্য সুষ্ঠু হইত।

একথা সকলেই জানেন যে, পুলের পর হইতে নাটোরের দিকে যে লাইন আছে, তাহা মিটার গেজ থাকা অবস্থায় উহাতে যে পরিমাণ কালভার্ট ও পুল ছিল, ব্রডগেজে পরিণত হওয়ার সময় পুলের দৈর্ঘ্য এবং কালভার্টের সংখ্যা তাহা হইতে অনেক কমাইয়া দেওয়া হয়; অথচ লাইন অনেক উচু করাতে পুল এবং কালভার্টের সংখ্যা বাড়ানই উচিত ছিল। ফল অতিরিক্ত জল সরিয়া যাইবার রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারগণ সাড়া ব্রীজ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে উত্তর-বঙ্গের সমস্ত জল গঙ্গার প্রধান শাখা দ্বারা প্রবাহিত করিয়াছেন। কাজেই সাড়া-সান্তাহারে পার্ব্বতীপুর লাইনের পশ্চিম ভাগের জল নিঃসরণের পথ রুদ্ধ হওয়ার কারণ অনেকটা সাড়া ব্রীজ।

মানচিত্র দেখিলেই বুঝা যায় যে সাড়া-সিরাজগঞ্জ লাইনও স্বাভাবিক জলস্রোত বন্ধ করিয়া দিবার কারণ, রেলকোম্পানী নিজেদের স্বার্থের প্রতি যত দৃষ্টি করিয়াছেন, জনসাধারণের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে তাহারা কিছুই করেন নাই এই বিষয়ে রেল কোম্পানীকে বাধা দেওয়া সরকারী পূর্ত্তবিভাগের কাজ ছিল, কিন্তু তাঁহারা কর্ত্তব্য পালন করেন নাই।

সকলেই জানেন, যেস্থানে বন্যা হইয়াছে, তাহা "সাইক্লোন জোনের" অন্তর্গত। এই অঞ্চলে প্রতি-বৎসরই ঝড় বৃষ্টি হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা আছে; এই বিষয়টী জানা থাকা সত্ত্বেও রেলকোম্পানী জল নিকাশের পথ রাখেন নাই।

জল-নিকাশের পথ কেন রুদ্ধ হইয়াছে, এই বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া উহার ফল জনসাধারণে প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, লাইন নির্ম্মাণের পূর্ব্বে যে অঞ্চল দিয়া রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা ও দিনাজপুর জেলার জল নিঃসরণ হইত, সেই স্থানে মাত্র তিনটী পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। অথচ এই অঞ্চলে শত শত পুল থাকা উচিত ছিল।

সান্তাহার-বগুড়া লাইনও জল নিঃসরণ রোধ করিবার পক্ষে সাড়া-সান্তাহার লাইনের মতই দায়ী। এই লাইনেও পুলের সংখ্যা খুব অপ্রচুর।

বর্ত্তমানে রেল কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান কর্ত্তব্য লাইনের ভিতর শত শত সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া।

—আনন্দবাজার

বৈদেশিক।

লুসেন বৈঠক।

গত সোমবার লুসেন বৈঠক বসিয়াছে। বৈঠকের আলোচনায় যোগদান করিবার পূর্ব্বেই লর্ড কার্জ্জন এম, পঁয়কেয়ার এবং সিগনর ম্যাসলিনির মধ্যে বেশ মতের মিল হইয়া গিয়াছে।

বৈঠকের গত মঙ্গলবার কার্য্য হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে স্থির হইয়াছে, অদূর-প্রাচ্যের অবস্থা সম্বন্ধে তিনটি কমিটি নির্ব্বাচিত হইবে। ইহাদিগের একটী সামরিক সম্ভার এবং সীমান্ত দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। এই কমিটার সভাপতি একজন ইংরেজ। দ্বিতীয় কমিটি অর্থ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। ইহার সভাপতি একজন ফরাসী; এবং তৃতীয় কমিটির উপর, অল্পসংখ্যক খৃষ্টানদিগের স্বার্থ বিষয়ে এবং সন্ধিসর্ত্তের বিষয়ে আলোচনা করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। এই কমিটির সভাপতি একজন ইটালীবাসী

তুরস্কের কথা।

তুর্কী প্রতিনিধিগণ বৈঠকের প্রথমেই জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা সন্ধি করিতে রাজী আছেন। তবে যাহাতে তাঁহাদিগের আত্ম-সম্মান বজায় থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। প্রণালীগুলি, মসুল এবং সিরিয়ায় স্বাধীনতা প্রদান করিতে তাঁহারা রাজী। তবে তাঁহারা করাগাচা নিজদের অধীনে রাখিতে চায়।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতি

নাগপুর চয়াঙ্গানীর জমীদার শ্রীমান্ প্রাণশঙ্কর রায় চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার জন্য গ্লাসগো গিয়াছিলেন। শ্রীমান্ গ্লাসগো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাথমিক পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এজন্য স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটসভা শ্রীমানের কৃতকার্য্যতার পুরস্কার স্বরূপ, তাঁহার 'কোর্স' একবৎসর কমাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমান দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন।

বিলাতে মেয়ে ব্যারিষ্টার:—এবার নয় জন মেয়ে ব্যারিষ্টার আদালতে আইন ব্যবসায় চালাইবার অধিকার পাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ইহাদের এ অধিকার ছিল না। ভারতের মেয়েরাও ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের পালঘাটে কেবল মোটর সার্ভিস কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার রূপে এক জন স্ত্রীলোক নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন —ইঁহার নাম শ্রীমতী ভি, টি, মাম্মালিয়াম্ম ইনি। বিবাহিতা—কোচিন গড়ের রাজার মেয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দ্দশা:—সেদিন অধ্যাপক আর্ কে, রাউট সেনেট সভায় বলিয়াছেন যে, কানাডা, অক্সফোর্ড কেম্ব্রীজ প্রভৃতি বহু বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাভাবে দেউলিয়া প্রায়। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়েরও চরম দুর্দ্দশা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হলের ছাদ ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে, বর্ষায় তাহার মধ্য দিয়া জল পড়ে।

তুর্কী সুলতান।

সুলতান খোদার বাঁদা গিরি ছেড়ে এবার স্বস্থানে প্রস্থান কর্লেন। আর কতকাল? ধর্ম্মের গুরু ও রক্ষক এই অভিমান আর ক'দিন থাকবে? তবু মুসলমানগণ আবার আর একটা খলিফা খাড়া করেছে শুনতে পাই। ভাগবতভূমি হলে আর মানুষের এই সকল বড়াই বা আধিপত্য একদিনও থাক্তো না। ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখলে, মনে হয়, মানুষের এইরূপ আত্মম্ভরিতা বেশী দিন থাকেনা। ভাগবত ভারত উচ্চ বলছে—জীব জীবের প্রভু নহে—মানুষের মানুষের উপর আধিপত্য কর্বার কোন অধিকার নাই। সত্যধর্ম্মের সেবা কোন নিয়ম আইন বা বিধানের দ্বারা বংশ-পরম্পরা হিসাবে চিরদিন চল্তে পারে না। সত্যধর্ম্ম ব্যক্তিগত সাধনের বস্তু। সাধন না থাক্লে তাহাতে কাহারও কোন অধিকার কখনও জন্মিতে পারে না। ব্রাহ্মণের বংশে ব্রাহ্মণের উদ্ভব শৌক্র হিসাবে কখনও হ'তে পারে না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মে', যদি তা'র সাধন, তপস্যা, ত্যাগ সংযম না থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণ নহে। সে চণ্ডালের অধম। কলিতে ব্রাহ্মণ নাই। সকলেই ইতরবৃত্তি-পরায়ণ মানব। যে দেশে শৌক্রের আধিপত্য এত বেশী, সেই দেশের শাস্ত্রসমূহই শৌক্র-পারম্পর্য্যের বিরোধী; আর যে সকল দেশে শাস্ত্রের বাহুল্য বা বিধি নিয়মের শাসন নাই বল্লেই চলে, সে দেশে যদি এত বংশপরম্পরতার ভাব প্রবল হয়, তাহা হ'লে একটু চমৎকৃত হ'তে হয়। ভোগবিলাসপরায়ণ রক্তমাংসে বদ্ধ জীব, সে আবার কিসের একটা প্রভু, কিসের গুরু, কিসের পাত্সা, কিসের খলিফা? বংশগত এইরূপ অধিকার জগৎ থেকে একবারে উঠে গেলেই মঙ্গল। সত্যের সেবা আবার মানব-সমাজে ফিরে আসুক। সত্যের সেবক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হউক্। মানুষ মানুষ সব সমান হ'য়ে যাক্; এই ভোগবিলাসের হাটের বণিক গুলি যেন আর বেশীদিন পরের পণ্যে ব্যবসাদারী ও পরের ধনে পোদ্দারি করে না বেড়াতে পারে।

"শ্রীকৃষ্ণ"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

১ম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ { ১৫শ সংখ্যা

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ।

গৌড়দেশের উপকণ্ঠে উৎকলদেশে কোন পল্লীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীবলদেব যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা শৌক্র ব্রাহ্মণকুল নহে। পরে দীক্ষা-গ্রহণের ফলে তিনি দৈক্ষ্যসাবিত্র্য-সংস্কার গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি উৎকলদেশীয় কৃষিজীবী খণ্ডাইৎ নামক জাতিতে উদ্ভূত হন। ক্রমশঃ সেই বর্ণের মধ্যে অনেকে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমানকাল হইতে প্রায় দুইশতবৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রাদুর্ভাবের কাল। 'স্তবাবলী'র টীকায় যে শকাব্দার উল্লেখ আছে, তাহাতে ১৬৮৬ শকাব্দ বলিয়া একটী শ্লোক পাওয়া যায়। এই সময়ে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বহু বহু গ্রন্থের নির্ম্মাণকারী-রূপে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার গুরু-পরম্পরা বিচার করিলে আমরা যে ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি করি, তাহা সংক্ষেপে এই:—তিনি শ্রীরাধাদামোদরদাস নামক একজন কান্যকুব্জীয় বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষিত হন। এই কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ শ্রীনয়নানন্দদেব গোস্বামীর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। শ্রীনয়নানন্দদেব গোস্বামী শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পুত্র এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীজীবগোস্বামীর শিষ্য। শ্রীজীব প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য, শ্রীরূপ প্রভু, শ্রীসনাতন গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীসনাতন প্রভুর আরাধ্যদেব শ্রীমন্মহাপ্রভু। আবার শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু পূর্ব্বে শ্রীহৃদয়চৈতন্যের নিকট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীহৃদয়চৈতন্য শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীগৌরীদাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুগত।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌমকে নিজের নিতান্ত অনুগত জানিতেন। শ্রীকৃষ্ণদেব,

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। এই শ্রীকৃষ্ণদেবের শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৭০২ শকাব্দায় শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের টীকা করেন। শ্রীবলদেব শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট অনেক সময় শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীবলদেবের শিষ্য শ্রীউদ্ধবদাস, মতান্তরে শ্রীউদ্ধরদাস অথবা অন্য ব্যক্তি হউন না কেন, শ্রীমধুসূদনদাসের অনুগ্রহদাতা। শ্রীমধুসূদনের শিষ্যই শ্রীজগন্নাথদাস, যিনি 'সিদ্ধ জগন্নাথদাস' নামে কিছুদিন পূর্ব্বেই শ্রীগৌড় ও শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আসন অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীবলদেব নানা গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি 'প্রমেয়-রত্নাবলী' নামে একখানি স্বল্পায়তন গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণদেব তাহার একটী সংস্কৃত টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহার গুরু শ্রীরাধাদামোদরদাস 'বেদান্তস্যমন্তকে'র গ্রন্থকর্ত্তা। বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব 'শ্রীগোবিন্দভাষ্য' নামক বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকার। শ্রীগোবিন্দভাষ্যের তাঁহার নিজকৃত একটী টীকা আছে। এতদ্ব্যতীত 'সিদ্ধান্তরত্ন' নামে একটী ভাষ্য-পীঠও তিনি রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি সুবৃহৎ না হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। এতদ্ব্যতীত শ্রীবলদেবের 'সাহিত্য-কৌমুদী' নামে একখানি অলঙ্কারগ্রন্থ 'নির্ণয় সাগর যন্ত্রে' কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে। আর তাঁহার রচিত 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' নামে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ-গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত না হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ ঘেরার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাধাচরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট আছে। শ্রীবলদেব 'তত্ত্ব-সন্দর্ভে'রও একটী টীকা রচনা করিয়াছেন। 'ঈশাবাস্য-উপনিষদে'র একটী ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি অন্যান্য উপনিষদ্‌গুলিরও ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গীতাভাষ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পরম আদরের বস্তু। 'স্তবাবলী' তাঁহার কৃত টীকা সহ মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীজয়দেবের 'চন্দ্রালোক' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের শ্রীবলদেব কর্ত্তৃক একটী টীকা আছে। ইনি শ্রীরূপগোস্বামীর 'নাটক-চন্দ্রিকা' গ্রন্থেরও টীকা রচনা করিয়াছেন।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজ এই বেদান্তাচার্য্যের নিকট যে কি পরিমাণ ঋণী, তাহা বর্ণন করাও দুঃসাধ্য। তিনি শেষ-জীবনে শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর-দেবালয়ে বাস করিতেন।

যে কালে শ্রীরামানুজীয় মতাবলম্বীগণ জয়পুরে শ্রীগোবিন্দের মন্দির অধিকারপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়গণের বৈষ্ণবাধিকার খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তৎকালে শ্রীবলদেবই, শ্রীচক্রবর্ত্তী প্রমুখ বৃন্দাবন-বাসী প্রাচীন বৈষ্ণবগণের অনুমতিক্রমে জয়পুরে গিয়া তাঁহাদিগকে 'গোবিন্দ-ভাষ্যে'র বিচার দ্বারা পরাজিত করেন। সেই জয়পুরে বসিয়াই তাঁহার 'গোবিন্দভাষ্য' রচিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে সম্রাট্ আরঙ্গজেব শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দদেবের দেবালয়ের প্রতি আক্রমণ করায় সেই কালে ঐ শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমধুপণ্ডিতের স্থাপিত শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহকে জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়। তদবধি সেই শ্রীবিগ্রহদ্বয় জয়পুর-রাজধানীতে বিরাজমান আছেন। শুনা যায়, তথাকার গ্রন্থাগারে শ্রীবলদেবের লিখিত যাবতীয় গ্রন্থ এখনও সংরক্ষিত আছে।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের প্রতি আধুনিক, নব্য ভক্তাভিমানী কয়েকজন যে প্রতিকূল মত পোষণ করেন, তাহা তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব-প্রসূত জানিতে হইবে। শ্রীবলদেব সৎ-সম্প্রদায়-রক্ষার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার 'বিষ্ণু-সহস্র-নাম-ভাষ্য' আজও আদরের সহিত গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে পঠিত হইতেছে।

"এ কেমন পাগল!"

অষ্টম রজনী।

গত রাত্রে আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটি এইরূপ:—আমি যেন পূর্ব্বেকার মতই পাগলের নিকট গিয়াছি, গিয়া বসিয়া বসিয়া পাগলের সহিত 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥' এই মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেছি। হঠাৎ পাগল আমাকে বলিলেন, "হরিদাস, চল, আমরা একস্থান হইতে বেড়াইয়া আসি।" আমি বলিলাম, "চলুন, ঠাকুর।" দুইজনে চলিলাম। চলিতে চলিতে কত রাস্তা হাটিলাম। আরও যাইতেছি। যাইতে যাইতে একটি জঘন্য, কদাকার স্থষ্টিতে গিয়া পড়িলাম। সেখানকার জীবগুলি নূতন নূতন ধরণের, বৃক্ষলতাদিও এজগতের মত নয়। কিন্তু যাহা যাহা দেখিলাম, সবই কুৎসিৎ এবং কদাকার। তার পর চলিতে চলিতে তদপেক্ষা আরও জঘন্য আর একটি স্থানে গিয়া পৌছিলাম। সেখানকার স্থষ্টিসমূহ আগেকারটার মত নয়। আর এক নূতন ধরণের এবং অধিকতর কুৎসিৎ। এইরূপে সাতটী বিভিন্ন প্রকার জঘন্য হইতেও জঘন্য, কুৎসিৎ হইতেও কুৎসিৎ স্থষ্টি দর্শন করিলাম। হঠাৎ পাগল ফিরিলেন, আমিও ফিরিলাম এবং পুনরায় যে সাতটি স্থষ্টির উপর দিয়া গিয়াছিলাম, সেই সকলের উপর দিয়া চলিয়া আসিলাম। অবশেষে আমাদের এই পৃথিবীতে পৌছিলাম। আরও চলিতেছি, যেন আকাশ ভেদ করিয়া চলিলাম। আরও চলিতে চলিতে এই পৃথিবী ও আকাশ হইতে খুব সুন্দর একটী স্থষ্টিতে পৌছিলাম। সে স্থানের জীব, জন্তু, গাছপালা অতি সুন্দর এবং নূতন ধরণের। আমার মনে হইতে লাগিল, এই স্থান নিশ্চয়ই দেবভোগ্য স্থান, নচেৎ মনুষ্যের ভাগ্যে এইরূপ স্থানে বাস ঘটিবে কেন? তৎপরে আরও যাইতেছি, যাইতে যাইতে এই স্থষ্টি অপেক্ষা শতগুণ অধিক সুন্দর আর এক নূতন স্থষ্টিতে গিয়া পৌছিলাম। এইরূপে পর পর আরও তিনটী স্থষ্টি দেখিলাম। প্রত্যেকটী পূর্ব্বটী অপেক্ষা শতগুণ অধিকতর সুন্দর এবং সম্পূর্ণ নূতন নূতন ধরণের। তাহাতে কত যে বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, কত সুন্দর সুন্দর, নূতন রকমের জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, পক্ষী, তাহা আর বলিবার নয়। অবশেষে এক প্রকাণ্ড নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহাতে কত ভীষণ ভীষণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুম্ভীর, কত হাঙ্গর, কত নানা প্রকার ভয়ঙ্কর-দর্শন জীব জন্তু, কত যে সত্ত্ব, তাহার ইয়ত্তা নাই। দেখিয়া আমার যেন খুব ভয় হইতে লাগিল, আমি থর থর কাঁপিতে লাগিলাম। আমাকে ভয়ে কাঁপিতে দেখিয়া পাগল বলিলেন, "হরিদাস, তোমার কোন ভয় নাই।" এই বলিয়া তিনি আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার ভয় অনেকটা গত হইল। তৎপরে পাগল হন্ হন্ করিয়া জলে নামিয়া পড়িলেন। পড়িয়া আমাকে ডাকিলেন, "হরিদাস, চলিয়া আইস। দুজনে সাঁতরাইয়া চল নদীর ওপার যাই।" কি করি, ফিরিয়া বাড়ী যাইবারও ক্ষমতা নাই,—পথই চিনি না, কি করিয়া যাইব? এদিকে ভয়ও সম্পূর্ণ যায় নাই। শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া ভয়ে ভয়ে নামিলাম। নামিয়া উভয়ে সাঁতরাইতে লাগিলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম, 'পাগলের সহিত ভাব করিয়া বুঝি প্রাণটা হারাই।' আবার ভাবিলাম, 'পাগল ত যে-সে পাগল নয়—শ্রীভগবানের প্রিয়পাত্র, সুতরাং ভয় নাই।' মধ্যে মধ্যে ভীষণ ভীষণ

জন্তু দেখিয়া অতিশয় ভয় হইতে লাগিল, কিন্তু পাগল তখন "জয় রাধামাধব", "জয় রাধামাধব" বলিয়া চিৎকার করিয়া সেই সব জন্তুগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। কত সাঁতরাইলাম, অগাধ জল। সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে চলিতেছি, অবশেষে যেন ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে লোকে আসিয়া পড়িতে লাগিলাম। গভীর জল যেন ক্রমশঃ কম হইতে লাগিল। অবশেষে কূলে উঠিলাম। সে স্থান এত উজ্জ্বল যে কিছুই দেখা যায় না। শুধুই আলোক। কোথায় বা পাগল, কোথায় বা আমি, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। পাগল আমার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। অনেক দূর চলিলাম। চলিতে চলিতে আলোকের চোক্-ঝল্‌সান তীব্র তেজটা যেন ক্রমশঃ কমিয়া গেল। ক্রমশঃ বস্তু দর্শন হইতে লাগিল। বৃক্ষ-লতাদিপূর্ণ এক অতি মনোহর স্থানে ক্রমশঃ উভয়ে আসিয়া পড়িলাম। সে স্থান অপরূপ স্থান। বৃক্ষ-লতাদি পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ। স্নিগ্ধ, অপরূপ সূর্য্য-কিরণে সে স্থান উদ্ভাসিত। অপূর্ব্ব বনে সিংহ ও হরিণ-শাবক একত্রে খেলা করিতেছে, সর্প ও নকুল একত্রে বিহার করিতেছে, ব্যাঘ্র ও শৃগাল পরমানন্দে পরস্পর গাত্রলেহনাদি করিতেছে, নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর অতি সুরঞ্জিত পক্ষীসকল একত্র অতি হিংস্র পশুগণের সহিত যেন আলাপ-আপ্যায়ন করিতেছে। কাহারও কোন বিদ্বেষ-ভাব নাই। মণিমুক্তাচয় যেন এদিকে ওদিকে চারিদিকে পড়িয়া ঝিক্ মিক্ করিতেছে। সে স্থানের যে শোভা, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা অনুভব করিতে পারেন। সেই স্থানে পাগল গিয়া বসিলেন। আমিও বসিলাম। পাগল বন হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া অবধি এতক্ষণ কোথাও বসেন নাই। এই স্থানে কিছুক্ষণ বসিবার পর আবার উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। চলিতে চলিতে আরও সুন্দর আর একটী স্থান, তৎপরে তদপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর আর একটী স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অনতি-দূরে নীলবর্ণ জলবিশিষ্ট একটী অপরূপ নদী। নদীর পারে একটী কদম্ব-কানন। থরে থরে কদম্ব-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া স্থানটীকে অতি মনোহর করিয়াছে। সেখানে কত ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে, কত শুকসারী গান করিতেছে, কত কোকিল, কত কাকাতুয়া, কত হরিণ নিজের নিজের ইচ্ছামত কত কি করিতেছে। দেখিলে হৃদয় ও নয়ন জুড়াইয়া যায়। কদম্ব-কাননের মধ্যের স্থানটীরই বা কত শোভা,—কত রকম পুষ্প, কত রকম বিচিত্র বর্ণের পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ, কত গাভী, বৎসসহ বৃক্ষতলে শায়িত, কত গো-বৎস নাচিয়া নাচিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, হাম্বা রব করিতে করিতে খেলা করিতেছে, দেখিতে বড়ই সুন্দর। সেই কাননের মধ্যস্থলে সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষটীর নীচে উচ্চ মণিময় রঙ্গমঞ্চের উপর যেন অসংখ্য দেবী একটী অতি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ দেবমূর্ত্তিকে লইয়া নৃত্য-গীতাদি করিতেছেন। আমরা যেস্থানে আছি, সেস্থান হইতে অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং গীতাদিও ঈষৎ ঈষৎ অবোধ্যভাবে শ্রবণ-গোচর হইতেছে। এমন সময়, পাগল ললিত-কণ্ঠে, ভাবে গদগদ হইয়া একটী গান গাইতে লাগিলেন। গানটী এখনও আমার মনে আছে। গানটী এই :—

যমুনা পুলিনে, কদম্ব কাননে,
কি হেরিনু সখি, আজ।
শ্যাম বংশীধারী, মণি-মঞ্চোপরি,
করে লীলা রসরাজ॥

কৃষ্ণকেলি সুধা-প্রস্রবণ।
অষ্ট-দলোপরি, শ্রীরাধা-শ্রীহরি,
অষ্টসখী পরিজন॥
সুগীত-নর্ত্তনে, সব সখীগণে,
তুষিছে যুগল-ধনে।
কৃষ্ণলীলা হেরি', প্রকৃতি সুন্দরী,
বিস্তারিছে শোভা বনে॥
ঘরে না যাইব, বনে প্রবেশিব,
ও লীলা-রসের তরে।
ত্যজি' কুললাজ, ভজ ব্রজরাজ,
(এ) সেবক মিনতি করে॥

গানটী শুনিতে শুনিতে অপূর্ব্বভাবে আপ্লুত হইয়া আমিও তাঁহার সহিত কত নৃত্য করিতেছি, এমন সময়, কাকের কা-কা রব শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, আমি কোথায় আছি, শুইয়া আছি কিনা, একি স্বপ্ন দেখিলাম, কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছি না। এইরূপ সুদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক স্বপ্নদর্শনকারী জনের হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিলে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনা করা কঠিন, অনুমান করা বরং সাধ্য। কিছুক্ষণ পরে ক্রমশঃ জ্ঞান হইলে আমার চিত্ত যেন স্বভাবতঃই বিষণ্ণ হইয়া গেল। কি করি, সকাল হইয়াছে জানিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবকে স্মরণপূর্ব্বক উঠিয়া পড়িলাম।

সমস্ত দিন আমার ঐ স্বপ্ন সম্বন্ধেই চিন্তা হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, 'কেনই বা ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলাম, লোকে যেটা চিন্তা করে, সেইটাই অনেক সময় স্বপ্নে দেখে। কই, আমি ত কোন দিনই ঐরূপ কোন চিন্তা করি নাই, তবে কেন ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলাম। পাগল ত পূর্ব্বেই আমার জাগ্রৎ অবস্থা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, এখন বুঝি আবার আমার স্বপ্নাবস্থাকেও অধিকার করিয়া বসিল। এ নিশ্চয়ই পাগলের খেলা। পাগল স্বপ্নেও আমাকে নিশ্চয়ই কিছু শিক্ষা দিলেন' ইত্যাদি কত চিন্তা করিলাম, কিন্তু ইহা দ্বারা পাগল যে কি শিক্ষা দিলেন, কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। পাগলের নিকট জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়া আজ একটু সকাল সকাল পাগলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আনুপূর্ব্বিক স্বপ্নের সমস্ত বৃত্তান্ত পাগলকে বলিলাম। তদনন্তর পাগল আমাকে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, হরিদাস, তুমি যথার্থই শ্রীশ্রীরাধামাধবের কৃপা-প্রাপ্ত হইয়াছ। তাঁহারাই কৃপা করিয়া তোমাকে স্বপ্নে ধামতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন, তুমি ধন্য। এই বলিয়া তিনি গাহিলেন :—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

তারপর বলিলেন, "হরিদাস, 'ব্রহ্মাণ্ড' শব্দের অর্থ চতুর্দ্দশ ভুবন। চতুর্দ্দশ ভুবন অর্থাৎ সপ্ত-স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। এসম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বে বিস্তৃত বলিয়াছি। সুতরাং পুনরুল্লেখ করিলাম না।" হঠাৎ তিনি চুপ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাকে বলিলেন, "হরিদাস, আজ আমার একটু অন্য কাজ আছে, তুমি আজ আইস, কল্য আসিলে তোমাকে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বলিব। আমি দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া উঠিয়া চলিলাম, আর ভাবিলাম, 'এ আবার কি ভাব-এ আবার কিরূপ পাগলামি।'

শকটভঙ্গ।

আজ ব্রজে নন্দালয়ে উৎসবের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। মা নন্দরাণী অধিক বয়সে সন্তান-লাভে আনন্দে আত্মহারা। আবার, যে-সে তনয় নহে; যাঁহার সেবা-প্রাপ্তির জন্য ত্রিজগতের সর্ব্বজীবই ব্যগ্র, সেই ত্রিভুবনপতি ভক্তের প্রেমে নিত্য আকৃষ্ট হইয়া সন্তানরূপে নিত্যকাল প্রকটিত। যাঁহার রূপে, গুণে ভুবনসমূহ মুগ্ধ, সেই বস্তুকে যিনি সর্ব্বদাই দর্শন, স্পর্শন স্তনপানাদি দ্বারা সেবা করিতেছেন, তিনি যে আত্মহারা হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? আজ বালকরূপী ভগবান্ তৃতীয় মাসে পদার্পণ করিয়াছেন, তদীয় অঙ্গ-পরিবর্ত্তনের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। তাই নন্দগৃহে আজ আনন্দের খেলা।

গোপেশ্বর নন্দ মহাশয়ের গৃহে উৎসব! ব্রজের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আজ এই নিমন্ত্রণে আহূত। ব্রজবাসীরা স্বভাবতঃই কৃষ্ণে আকৃষ্ট, তাহার উপর আজ অভীষ্ট বস্তুকে নিয়া উৎসব, সুতরাং নিজ নিজ সন্তানের উৎসবানন্দ অপেক্ষাও শতগুণ আনন্দে সকলেই মাতোয়ারা। চারিদিকে গীত বাদ্য হইতেছে। সর্ব্বকর্ম্মকুশলা যশোদা সমাগত পুরস্ত্রীসকলের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র পাঠ করাইয়া শিশুর অভিষেক করাইলেন। পরে ভোজন-সামগ্রী, বসন, মালা, ধেনু প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ-দিগের পূজা করিয়া ভগবদ্ভক্ত বিপ্রগণের দ্বারা স্বীয় তনয়ের স্বস্তি পাঠ করাইলেন। মা যশোদা শিশুকে স্নানান্তে নিদ্রিত দেখিয়া ধীরে ধীরে হস্ত দ্বারা তুলিয়া লইলেন এবং গৃহান্তরে একটা শকটের নিম্নে রাখিয়া দোলায় শয়ন করাইলেন।

এদিকে নিমন্ত্রিত ব্রজবাসীদের সম্মান আবশ্যক। নন্দরাণী তখন কৃষ্ণকে শায়িত রাখিয়া উৎসবে মত্তা হইয়া তাহাদিগের সমাদরে ব্যস্ত হইলেন। ইতিমধ্যে গৃহমধ্যে বালক, শকটের নিম্নে শয়ান থাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ তিনি ঊর্দ্ধদিকে পদক্ষেপ করিলেন। শিশুরূপী বিশ্বম্ভরের কোমল পদকমলদ্বয়ের আঘাতে বৃহৎ শকট সেই মুহূর্ত্তেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। শুধু শকট ভাঙ্গিল না—গৃহমধ্যস্থিত নানা রসপূর্ণ কাংস্যপাত্রগুলিও ভাঙ্গিল এবং শকট উলটিয়া পড়ায়, চক্র অক্ষ ইত্যাদি বিভিন্ন হইয়া গেল।

উচ্চশব্দ-শ্রবণে মা যশোদা ও সমাগত সকলেই সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলেই ঐ ঘটনা দর্শনে বিস্মিত হইয়া বিপরীত-ভাবে শকট-পতনের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। উপস্থিত বালকগণ বলিল, 'আমাদের বিশ্বাস, ঐ শিশুই রোদন করিতে করিতে পদ-চালনায় শকট ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু বালকের কথায় কাহারও বিশ্বাস হইল না। সে যাহা হউক, নন্দরাণী তখন পুত্রকে কোলে লইয়া স্বস্তি পাঠ করাইলেন আর আদর করিয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন।

এখন সুধীবর্গ বুঝুন। আমরা স্বধর্ম্ম-সাধনে কতকগুলি বিধি দেখিতে পাই। কেননা, ভক্তিবিমুখ থাকাকালে আমরা অবৈধ, সুতরাং ঐ বিধিগুলিই আমাদিগের বৈধ করে। কিন্তু বৈধ হইবার উপায় ঐ বিধিগুলিই আমাদের লক্ষ্য বিষয় নহে—আমাদের লক্ষ্য বিষয় ভক্তি। যাহারা বিধিগুলির প্রয়োজন এই ভাবে না জানিয়া, ভক্তিকে লক্ষ্য বিষয় না করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞান-কর্ম্ম-বিধি-গুলিকে বহন করেন, তাহারা ভারবাহী। অনেকস্থলে দুষ্ট গুরুপরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষগণ শিষ্যের স্বাভাবিকী ভগবদ্ভক্তি বিচার না করিয়া ভারবাহিদিগকে সিদ্ধ-পরিচর্য্যাদি (মঞ্জরী-সেবন ও সখীভাব-গ্রহণ প্রভৃতি) উপদেশ দেন। তাহাতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, পরম তত্ত্বের অবহেলারূপ অপরাধে দুষ্ট গুরু-শিষ্য,

উত্তরেই ভজনপথ হইতে দূরে পড়েন। পুনরায় সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশ-প্রভাবে তাহাদের উদ্ধার হয়।

অতএব যাঁহারা জীবের স্বাভাবিকী রতি ভগবৎ সেবা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা চ্যুত স্মার্ত্ত-বিধিরূপ শকটদ্বারা অচ্যুত-সাধনের ধনকে বাধা প্রদান করিবেন না। ঐ জড়বিধি-শকটকে সরাইয়া দিলেই অধোক্ষজ উপাস্য-দেবকে লাভ করিতে পারিবেন। তাই, বুদ্ধিদূষক শকটের ভঙ্গই প্রয়োজন, কারণ, ইহাই ভজনের তৃতীয় প্রতিবন্ধক।

হরনাথ কে?

'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত 'হরনাথ কে'? শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়া পাগল হরনাথের দলের একজন শিষ্য তাঁহার জনৈক পরম ভাগবত বন্ধুর নিকট একখানি পত্র লিখেন। সেই পত্রখানির উত্তরে পাগলের শিষ্য যে উত্তর পাইয়াছেন, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত প্রতিলিপি সর্ব্বসাধারণের পাঠের জন্য নিম্নে প্রকাশিত হইল।

তুমি লিখিয়াছ যে, গৌড়ীয় শুদ্ধভক্তগণ কাহারও হাতে খান না, এমন কি সামান্য-বৈষ্ণবের প্রসাদ লইতেও অনিচ্ছুক। তাহার অর্থ তুমি ভুল বুঝিয়াছ। বৈষ্ণবগণ কালী, দুর্গা, গণেশ, মনসা প্রভৃতি দেবতাগণের প্রসাদ লইতে অনিচ্ছুক বলিয়াই তুমি ঐ কথা লিখিয়াছ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত অন্য দেবতার প্রসাদ লইবার বিধান কি কোনও বৈষ্ণব-গ্রন্থে দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, প্রমাণ সহ লিখিবে। জীবের স্বরূপ কি—তাহা কি তুমি জান না? জীব যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, জীব তাঁহার সেবক। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

কৃষ্ণবিমুখতাই জীবের এই মায়িক নশ্বর জগতে আসিবার একমাত্র কারণ। জীব যখনই অন্যের সেবা করিবে এবং অন্য দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিবে, তখনই বুঝিতে হইবে, সে নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে এবং তাহাকে মায়া অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে! যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

যাঁহারা স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণেরই প্রসাদ লইবেন, অন্য দেবতার প্রসাদ কেন লইবেন? সতী স্ত্রী কি অপর পতির প্রসাদ লইতে ইচ্ছা করেন? কখনই না—নিজ পতির প্রসাদই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তবে বৈষ্ণবের প্রসাদের এত মাহাত্ম্য কেন? বৈষ্ণব কখনও অনিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না বলিয়াই বৈষ্ণবের প্রসাদ এত আদরের। যে দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হইয়াছে, তাহাকে মহাপ্রসাদ বলে, এবং শুদ্ধভক্তকর্ত্তৃক মহাপ্রসাদ-ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই ভুক্তাবশেষকে মহা-মহা-প্রসাদ বলে। সেই মহা-মহাপ্রসাদ প্রত্যেক বৈষ্ণবের এমন কি, প্রত্যেক জীবেরই সম্মান করা উচিত। প্রপঞ্চ-জয়ের একমাত্র উপায়—বৈষ্ণব-সেবা ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজন। যথা, পাদ্মে ও স্কান্দে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদনন্ত্যায় কল্প্যতে॥

বিষ্ণুকে যে অন্ন নিবেদন করা হইয়াছে, সেই অন্ন দ্বারা অন্য সমস্ত দেবতার অর্চ্চনা করিবে, আর পিতৃগণের উদ্দেশেও তাহাই প্রদান করিবে। এইরূপ অর্চ্চন ও দান অনন্ত ফলপ্রদ।

যথা, পাদ্মে—

অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্ব মাংসসদৃশং ভবেৎ ॥

অবৈষ্ণবদিগের অন্ন, পতিত ব্যক্তিগণের অন্ন, এবং যে অন্ন বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয় নাই, সেই অন্ন কুক্কুর মাংস সদৃশ।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হইলে মহামহাপ্রসাদ খ্যান ॥
ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদজল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ—তিন সাধনের বল ॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥
(চৈঃ চৈঃ অন্ত্যঃ ১৬ প।)

শ্রীঠাকুর নরোত্তম মহাশয় 'প্রার্থনা'তে বলিয়াছেন যথা,—

বৈষ্ণবের ঘরে যদি হইতাম কুক্কুর।
এঁঠো দিয়া তরাইতেন বৈষ্ণবঠাকুর ॥

আরও তিনি 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়' বলিয়াছেন, যথা

হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবী-দেবা,
এই ত অনন্যভক্তি-কথা।
আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্যদেবে বলে পতি,
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যাম,
বৃথা আর সে ছার ভাবনে ॥
অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবী-দেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥
অসৎক্রিয়া কুটিনাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী,
অন্য দেবে না করিহ রতি।
আপনা আপনা স্থানে, পীরিতি সবাই টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি ॥

এখানে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। জীবের একমাত্র কৃষ্ণসেবাই কর্ত্তব্য এবং তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করাই বিধেয়।

মহাপ্রভু কখনও অভক্তের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। কোনও সময়ে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, যে লক্ষপতির গৃহে ভিন্ন অন্য কোনও লোকের গৃহে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।

যে ব্যক্তি লক্ষ টাকার অধিকারী, তাহাকে লক্ষপতি বলে না; যিনি প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম করেন, তিনিই লক্ষপতি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দরায়-মিলনেও দেখিতে পাই যে, মহাপ্রভু বৈষ্ণব জানিয়াই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; যথা—

হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥
নিমন্ত্রণ মনিলা তারে বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৮ম পঃ)

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদাবলী প্রাচীন শুদ্ধ-বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের রচিত পদাবলী হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং অতাত্ত্বিক পদকর্ত্তাগুলির পদশ্রবণ করিয়া জড়রসমত্ত শ্রোতৃবর্গ ও গায়কগণ যাহাতে বিপথগামী না হন, তজ্জন্যই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান চেষ্টা। প্রবর্ত্তকের দশার উপ-যোগী পদ যাহা তিনি লিখিয়াছেন, তাহা লীলা-বিষয়ক পদ নহে; তোমার এখনও অনর্থ নিবৃত্তি হয় নাই। নামেও রুচি হয় নাই। অগ্রেই অনধিকার-চর্চ্চার বুদ্ধিতে যে লীলাবিষয়ক পদাবলী পড়িবার অধিকার—ইহা শ্রীজীব গোস্বামী অনুমোদন করেন না। ভগবানের লীলা কি প্রাকৃত বুদ্ধির বোধ-গম্য? লীলা কি জড়রসময়? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদে তুমি কি পড় নাই?—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।
—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণাদির গ্রাহ্য নয়। যখন জীব সেবোন্মুখ হন, অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে শ্রীনামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করে। উন্নত অধিকারীর জন্যও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহুপদ রচনা করিয়াছেন। তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থ ইংরাজী, বাঙ্গলা (গদ্য ও পদ্য), উর্দ্দু ও সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া জীবের পরম কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ চিরকালই তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবেন। যে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকার তুমি বেশী আদর করিতে, তাহার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁহার সুহৃৎ শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয় সম্পাদক ছিলেন। স্বর্গীয় শিশিরকুমার তাঁহাকে 'সপ্তম গোস্বামী' বলিয়া গিয়াছেন। এখানে তাঁহার মহদ্গুণের আর অধিক পরিচয় দিতে চাহি না। তাঁহার লিখিত দুই একখানি গ্রন্থ পড়িলেই তোমার ঐ ভ্রম দূরে যাইবে।

তুমি বলিয়াছ যে, শুষ্ক জ্ঞান-মার্গই শুদ্ধভক্তগণের সাধন-মার্গ; তাহা তুমি ভুল বুঝিয়াছ। 'শুষ্ক জ্ঞান' বলিলে মুক্তিপ্রার্থী নিরাকারব্রহ্মবাদীর নির্ব্বেদ-জ্ঞানকেই বুঝায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের নিম্নলিখিত পয়ার পড়িলে তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে; যথা,—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥
অভাগীয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত শুষ্ক জ্ঞান-মার্গের নহে, উহা শুদ্ধভক্তিমার্গের মত। উহা জ্ঞান ও কর্ম্মাদির ছায়া আবৃত নহে। উহাতে জড়রসিকগণের কুটিলতা বা সহজিয়াগণের জড়রসের প্রবঞ্চনার ছায়ামাত্রও নাই। শ্রীমহাপ্রভুর মতই আমাদের মত। শুদ্ধভক্তগণ নিম্নলিখিত মতগুলির পক্ষপাতী নহেন, যথা,—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
"তোতা" কহে এই সবের সঙ্গ নাহি করি॥

"আচার ও আচার্য্য" এবং "সাধন-পথ" নামক যে গ্রন্থ দুইখানি তুমি আমার নিকট পাইয়াছ, তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে, শুদ্ধভক্তের মত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুযায়ী বটে কিনা? নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ সভার প্রচারিত সুপ্রাচীন সনাতন মত মহাপ্রভুর মতের সহিত কোনও অংশে অমিল নহে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অপৃথক্। যে ব্যক্তি সত্য বস্তুকে গোপন করিয়া রাখে, যাহার নিজের কোনও সদাচার নাই এবং মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ প্রতিপালন করে না, তাহাকে কেমন করিয়া 'আচার্য্য' বলা যাইতে পারে? মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ যথা,—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"
"দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে যথা,—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনোবসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়-গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য় পঃ)

মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত বা দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখনও বসিবে না, কেন না, বলবান্ ইন্দ্রিয়-সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

"ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য)

ভাই, তুমি আমার কথায় বিরক্ত হইও না বা রাগ করিও না। যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিবে। তোমার সহিত আমার বৃথা তর্ক কি ঝগড়া করা উদ্দেশ্য নহে। তুমি আমার বহু দিনের পরম বন্ধু। যাহাতে আমরা সকলে অনায়াসে এই দুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া অন্তিমে শ্রীহরির শ্রীচরণারবিন্দ লাভ করিতে পারি, তাহার জন্য চেষ্টা করাই আমাদের উভয়ের কর্ত্তব্য। দেখ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরামানন্দ রায়-মিলনে—শ্রীরামানন্দ রায় প্রথমে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপ সামান্য ধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, পরে আসক্তিশূন্যতা অর্থাৎ স্বধর্ম্ম-ত্যাগ, পরে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি ও অবশেষে জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিলে শ্রীমহাপ্রভু শেষটীকে সাধ্যবস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ সম্বন্ধে গীতাতে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যথা,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীঃ ১৮ অঃ ৬৭ শ্লোক)

ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞান-লাভের উপদেশস্থলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাগতি অঙ্গীকার কর। তাহা হইলে আমি তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ, এবং পূর্ব্বোক্ত স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগের যে সকল পাপ, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া শোক করিও না।

তোমাদের ঠাকুর কি সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীভগবানে শরণাপত্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন? জ্ঞানশূন্য ভক্তি ত তাহার পরের কথা। যদি তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইতেন এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে রত থাকিতেন, তাহা হইলে জীবকে কেবল শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতেই বলিতেন। "যদি কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমী হইতে চাও, তাহা হইলে স্ত্রীরূপিণী, কন্যারূপিণী, মাতৃরূপিণী ও ভগ্নীরূপিণী অধিকারিণীগণের আশ্রয় লও" এ কথা তিনি কখনই বলিতেন না। কারণ, উহা শ্রীমহাপ্রভুর মতের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং হরিরসবিমুখ, ভোগরসরসিক বাউল সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী। শ্রীমহাপ্রভুর স্পষ্ট আদেশ যথা,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণবের প্রধান আচরণ। অসৎ-সঙ্গ বলিলে স্ত্রীসঙ্গী এবং কৃষ্ণের অভক্তকেই বুঝায়। উত্তমা ভক্তির লক্ষণ যথা,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ)

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অনুশীলনকে সামান্যতঃ ভক্তি কহে। এই অনুশীলন যোগ, জ্ঞান, জড়রস ও কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত এবং কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যবস্তুর প্রতি স্পৃহাশূন্য হইলেই উত্তমা ভক্তি বলা যায়। "জগতের সকল স্ত্রীই সেই এক মহাশক্তিরূপিণী মহাপ্রকৃতির এক একটী মূর্ত্তি। কুক্কুর, বিড়ালের স্ত্রীকেও সেই মহাশক্তি মনে করিয়া মান্য করিবেন"—এই উপদেশটীও যে শ্রীমহাপ্রভুর অনুমোদিত অর্থাৎ মহাপ্রভুর মতানুযায়ী,

তাহাই বা কোন্ বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়? মহাপ্রভুর উপদেশ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা,—

"উত্তম হৈঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥"

অর্থাৎ প্রত্যেক জীবই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং স্বরূপতঃ প্রত্যেক জীবই বৈষ্ণব। প্রত্যেক জীবই যদি কৃষ্ণের নিত্যদাস হয়, তবে স্ত্রীলোক, কুকুর বিড়ালের স্ত্রী প্রভৃতি কি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস নহে? অবশ্যই বটে এবং স্বরূপতঃ স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতিতে কোনও ভেদ নাই। তাহা হইলেও স্ত্রীজাতিতে কি বিশেষত্ব আছে, যাহার শক্তিতে আমরা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিব? বরং স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকিলে আসক্তি জন্মিলে আমাদিগকে বদ্ধাভিমানে ভোগময় নরকে যাইতে হইবে। তুমি কি জান না কেমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত প্রণয় করিতে হয়? 'সাধন-পথে' যথা,—

"যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও—

"দারু প্রকৃতি হরে মুনি জনের মন।"

অতএব তোমাদের পাগল যাহা লিখিয়াছেন, তাহা মহাপ্রভুর মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমি এখানে অধিক লিখিতে চাহি না, 'গৌড়ীয়'তেই এই 'পুণ্য কথা'র বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে। তোমাদের পাগল লিখিয়াছেন বলিয়াই যে সেই গুলিকে মহাপ্রভুর মতানুযায়ী বলিতে হইবে, উহা কখনই নহে। এ গুলি শুদ্ধবৈষ্ণবের গ্রহণ করা উচিত নয়। তুমি নিজ বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া উহা গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু আমি তোমার একজন বন্ধু, আমি তোমাকে উহা গ্রহণ করিতে বলিতে পারি না; কারণ, ঐ উপদেশগুলির সহিত মহাপ্রভুর কোনও উপদেশেরই মিল নাই। যে সকল উপদেশ সাধু ও শাস্ত্রের সহিত অমিল হয়, সেগুলি গ্রহণযোগ্য নহে। যাহা সত্য বস্তু, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। সকলের মতকে যদি এক বলিয়া মনে করি, তবে সাধু ও অসাধুতে কি প্রভেদ রহিল?—শাস্ত্রেরই বা প্রয়োজন কি? বিধর্ম্মী লোকদিগের সহিত মহাপ্রভুর অনেক তর্ক-বিতর্ক করিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? সদসৎ-সঙ্গ নির্ণয়ের জন্যই ত এত তর্কের প্রয়োজন। নিজের মত পরিত্যাগ করিতে হইলে সকলেরই বড় কষ্ট হয়। তাই বলিয়া কি অসৎ-পথে চলা উচিত? কাশীবাসী সমস্ত সন্ন্যাসীর একমাত্র গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকেও নিজ মায়াবাদ যে মতানুযায়ী আজীবন চলিয়া আসিতেছিলেন) পরিত্যাগ করিতে এবং চ্যুত মত গ্রহণ করিতে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পরিশেষে যখন তিনি গৌরসুন্দরের মত সত্য বলিয়া বুঝিলেন, তখন তিনি তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লইলেন। তাই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমৎ প্রবোধানন্দপাদ 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন, যথা,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
গৌরাঙ্গ-চন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগং॥

হে সাধুসকল! তোমরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও নিজ নিজ সাধক-সাধন-সাধ্য-মাহাত্ম্য, জড়রসের বাহাদুরী, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, বন্ধ-মুক্তি, সমস্তই দূরে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণে অনুরক্ত হও—ইহাই আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া, তোমাদের

ছুটী পায়ে পড়িয়া শত শত আর্ত্তনাদ সহ পরম বিনয়ের সহিত নিবেদন করিতেছি! ঐকান্তিক ভক্তি ব্যতীত গুরু-প্রাপ্ত ভক্তিবিষয়িনী দীক্ষা-শিক্ষাদি লাভ শিষ্যের ভাগ্যে ঘটে না। অতএব সৎপথে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সাবধান! বেশী চঞ্চল হইও না, স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবে, যাহা বলিতেছি, তাহা ঠিক কথা কিনা? ভাই, তুমি লিখিয়াছ যে, 'গৌড়ীয়ে'র লেখকের উপদেশ অপেক্ষা তোমাদের পাগলের উপদেশ অধিকতর মাধুর্য্য-পূর্ণ; কিন্তু তোমাদের পাগলের পুণ্যকথায় তাহার কিছুই ত দেখিতে পাইতেছি না। গোস্বামি-শাস্ত্রের কোনও স্থানে কোনও পয়ারের, কি ত্রিপদীর, কি কোনও শ্লোকের সহিত ঐ উপদেশের মিল দেখিতে পাও কি? বোধ হয় না। একস্থানে লিখিত আছে—"সত্য সম্বন্ধে জগতে যা কিছু আছে তাহাই প্রকৃতি, আমার তুমি, পাগল ঠাকুর, কুকুর, বিড়াল, গাছ, পাতা, কীট, পতঙ্গ, যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই প্রকৃতি ব্যতীত কিছুই নয়।' এখানে 'সত্য সম্বন্ধে' বলিতে কি বুঝিয়াছ? বোধ হয় ঠিক বুঝ নাই। এ মায়িক জগতে জীবাত্মা, শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের স্বরূপ শ্রীনামই একামত্র সত্য; বাকী সমস্তই জড় ও নশ্বর। জীব যদি কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং সমস্ত জীবই স্বরূপতঃ প্রকৃতি হয় ও শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ হন, তবে তুমি তোমাদের পাগল, পশু পাখী, গাছ, লতা ও অন্যান্য দৃশ্য বস্তু কি এক জাতীয় বস্তু? তোমাদের ঠাকুর সকলকেই এক জাতীয় বস্তু বলিতেছেন। তিনি তাহা বলিতে পারেন,—তিনি ত অপ্রাকৃত রাজ্যের কোন খবরই রাখেন না। নিত্যসত্যবস্তু জীবাত্মাকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল বাহিরের খোসাটী অর্থাৎ নশ্বর দেহ ও ভিতরের বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন প্রভৃতি জড় বস্তু লইয়াই জড়রসে নিমগ্ন হইয়া জড়মাধুর্য্যই অনুভব করিয়াছেন ও করিতেছেন। যদি তিনি স্বরূপজ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিতেন অর্থাৎ জীবমাত্রই (কি পুরুষ, কি স্ত্রী) স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্যদাস, এবং কৃষ্ণের তটস্থ শক্তির পরিণতিবিশেষ বলিয়া বুঝিতেন, তাহা হইলে মনুষ্য, পশু পাখী গাছ, পাতা, ও সমুদয় দৃশ্য জগৎই 'প্রাকৃত' না বলিয়া 'প্রকৃতি'—এ কথা কখনও বলিতে পারিতেন না।

তোমাদের পাগলের 'পুণ্যকথা'র একস্থানে লিখিত আছে—"তোমাদের সকল স্ত্রীই সেই এক মহাশক্তি-রূপিণী মহাপ্রকৃতির এক একটী মূর্ত্তি।" যদি তাহাই হয়, তবে "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই পয়ারের তাৎপর্য্য কি? জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস ও কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি। 'জীব' বলিলে কি কেবল 'পুরুষকে'ই বুঝায়? কখনও না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই বুঝায়। 'জীব' বলিলে স্ত্রী ও পুরুষ, উভয় জাতীয় পশু-পক্ষী প্রভৃতিকেও বুঝায়। অতএব দেখিতেছি যে, তোমাদের পাগল কেবল জড়রসের কথাই বলিতেছেন, এবং তোমরাও জড়-বুদ্ধিতে ঐ সকল সত্য বলিয়া মনে করিতেছ, আর শুদ্ধভক্তগণের উপদেশকে নীরস বলিতেছ। সনাতন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা আজ চারিশত বর্ষ ধরিয়া ঐরূপ জড়রসের আসক্তি কাটাইয়া দিয়া জীবগণকে অপ্রাকৃত নিত্যানন্দ-রসে নিমগ্ন করাইয়া দিবার জন্যই এইরূপ কঠোর শাসন করিতেছেন। "আচার ও আচার্য্য" নামক বহিখানি পড়িলেই অনেকটা বুঝিতে পারিবে। শুদ্ধভক্তরাজকে তার্কিক বলিয়াই তোমা-দের মনে হইবে—ইহা ত স্বভাবসিদ্ধ, কারণ, যখন পিতা ছেলেকে কোনও কুপথ হইতে সুপথে

আনিতে বা খেলা করিতে না দিয়া পড়িবার জন্য শাসন করিতে যত্ন করেন, তখন ছেলের নিকট পিতা শত্রু বলিয়া মনে হয়। "সদ্‌গুরুর" পদাশ্রয় কর, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর এবং সংসার ভোগ-পিপাসা পরিত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণভজন কর" ইত্যাদি উপদেশ অনেকেরই পক্ষে সাঙ্ঘাতিক মনে হইতেছে। যাঁহারা বড়ই সৌভাগ্যশালী ও যাঁহাদের সংসার-ক্ষয়োন্মুখের কাল নিকট হইয়াছে, তাঁহারা শুনিবামাত্র আনন্দচিত্তে আগ্রহের সহিত উহা গ্রহণ করিতেছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং যখন ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তখনও তার্কিক পণ্ডিতাভিমানী, দণ্ডী, পাষণ্ডী প্রভৃতি যত দুর্ভাগা ব্যক্তি তাঁহাকে দীনের-ন্যায় মনে করিয়াছিল। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

ভাই, এইরূপ ঘটনা ত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারিযুগেই ঘটিয়া আসিতেছে। নিজ ভোগ্য বিষয়ের স্বার্থের একটু হানি হইলেই লোকের সাধু, মহাজনের বাক্য ত ভাল লাগেনা। জগতে আমরা দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই—সারগ্রাহী ও ভারবাহী। যাহারা কোনও বিষয় ভাল করিয়া বিচার না করিয়া তাহার কেবল অসার ভাগ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে ভারবাহী বলে। আর যাঁহারা কোনও বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারপূর্ব্বক তাহার সারভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে সারগ্রাহী বলে। সারগ্রাহী ব্যক্তিই নিজ মঙ্গল লাভ করতঃ অন্তিমে হরিপাদপদ্ম লাভ করেন। তোমাকে নিজ বন্ধু জানিয়াই এত আব্দার করিয়া এই সব কথা লিখিতেছি। সিদ্ধান্ত-বিষয়ে অলস হওয়া উচিত নহে। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

তুমি নিরপেক্ষভাবে স্থিরচিত্তে প্রকৃত শুদ্ধভক্তের পাগল তোমাদের উপদেশগুলি তুলনা করিয়া দেখিলে পরে বুঝিতে পারিবে যে কাঁহার মধ্যে সত্য বস্তু নিহিত আছে। তোমাদের পাগলকে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকগণ নিন্দা করেন নাই। তবে তাঁহারা "পুণ্য কথা" পড়িয়া যেরূপ অর্থ বোধ হয়, তাহাই মাত্র লিখিয়াছেন। যদি ইহার কোনও সদর্থ থাকে এবং মহাপ্রভুর উপদেশের সহিত মিল থাকে, তবে তাঁহাকে (পাগল হরনাথকে) গোস্বামীদের পয়ার, বা শ্লোক প্রমাণ সহ লিখিতে বলিবে। তাঁহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন এবং উহা 'গৌড়ীয়'তে প্রকাশ করিবেন 'গৌড়ীয়'তে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, যদি মহাপ্রভুর মতের তাহা বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, তবে তুমি ও তোমাদের ঠাকুরকে তাহা লিখিতে বলিতে পার! পরনিন্দা ও গণ্ডগোলে কিছু বাহাদুরী নাই। যাহাতে জীবকুল সৎপথ অবলম্বন করিয়া হরিপরায়ণ হন, তাহার চেষ্টা করাই প্রত্যেক ব্যক্তির ও তোমারও কর্ত্তব্য। 'গৌড়ীয়' দ্বারা তোমার চরম কল্যাণ সাধিত হইবে। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাগল হরনাথকে দেখাইতেও পার। তাহা দেখিয়া কি বলেন, জানিতেও পারিবে। তুমি এখন অধৈর্য্য হইও না। তোমার মঙ্গলের জন্যই 'গৌড়ীয়' তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। যদি ঐ সকল অনাদর করিয়া গ্রহণ না কর, তবে অযত্নে একটী অমূল্য রত্ন হারাইবে। যাহা বহু সাধনার ফলেও পাওয়া যায় না, তাহা পাইবার সুযোগ উপস্থিত হইতেছে, হেলায় হারাইওনা, ভাই।

আবার দেখ, বৈষ্ণবগণ কখনও পুণ্যকথা শুনিতে চাহেন না। পুণ্যকথা ত কর্ম্মকাণ্ডের কথা। তাই নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন, যথা—

পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপীজন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য সে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
পুণ্য পাপ দুই ত্যাগ করি॥
প্রেম-ভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষার-নিধিপ্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিল উপায়॥

"শ্রীশ্রীহরনাথ ঠাকুরের পুণ্যকথা"—এই শব্দগুলি শ্রীরাধামাধবের আলেখ্যটীর নিম্নে লিখিত হইলে কি ক্ষতি হইত?

"শ্রীশ্রীপ্রকৃতি-স্বরূপ-দর্শন"—এখানে 'প্রকৃতি' বলিতে কি বুঝিয়াছ? 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ—স্ত্রীলোক কিংবা ভগবানের অপরাশক্তির বৃত্তি-বিশেষ। যথা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"দারু- প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন।"

এখানে 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ স্ত্রীলোক অর্থাৎ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি। আবার গীতাতে—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
—(গীতা ৭ অঃ ৪ শ্লোকে)

অর্থাৎ ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটী আমার অপরাশক্তির বৃত্তি-বিশেষ। জীবতত্ত্ব ইহা হইতে পৃথক্। যদি 'প্রকৃতি' শব্দে স্ত্রীলোক হইয়া থাকে, তবে তাহার স্বরূপ কি? 'প্রকৃতি' কি জীব নয়? যদি জীব বটে, তবে সে ত' কৃষ্ণদাস। যদি প্রত্যেক জীবই স্বরূপে কৃষ্ণদাস, তবে স্ত্রী-পুরুষে আবার ভেদ কি? এবং স্ত্রীতে অর্থাৎ প্রকৃতিতে কি বিশেষত্ব আছে? কিছুই বিশেষত্ব নাই। তবে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রী-সম্ভাষণ একেবারে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার কারণ, এই জগতে যত বস্তু আছে, সকলই কৃষ্ণের ভোগ্য—তিনিই কেবল ভোক্তা। পাছে আমরা নিজে ভোক্তা সাজিয়া তাঁহার ভোগ্য বস্তু আমাদের নিজ ভোগ্যজ্ঞানে গ্রহণ করি, তজ্জন্যই এই শাসন; কারণ—

"দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।"

শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রাবা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়-গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য় পঃ)

মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত ও দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখনও বসিবে না; কেননা বলবান্ ইন্দ্রিয়-সমূহ বিদ্বান পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে। সেইজন্যই শ্রীমহাপ্রভু স্ত্রী-সম্ভাষণ একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। আর অধিক কথা এখানে লেখা বাহুল্য; দেখা হইলে, সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে বলিব।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান বার্ষিক উৎসবের মধ্যে কতিপয় প্রচারক ঢাকা জেলার পানাম নামক স্বনাম-প্রসিদ্ধ স্থানে প্রচারোপলক্ষ্যে গমন করেন। সেইকালে তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যে তথাকার শ্রীযুক্ত রাইমোহন বাবুর সুযোগ্যতনয় ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীমান্ রেবতীমোহন দাস বি, এ, সর্ব্বতোভাবে সাধু-গণের অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া পরমানন্দ বিধান

করেন। তিনি সম্প্রতি নোয়াখালিতে গিয়া বড়বাজারে একটী বালকদিগের ধর্ম্মসংঘ স্থাপন করেন। শ্রীমাধ্ব-মঠের প্রচারক ভক্তগোষ্ঠীসহ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্প্রতি নোয়াখালিতে প্রচারোপলক্ষ্যে গমন করিলে রেবতীমোহন স্বীয় বৈষ্ণব-স্বভাবোচিত সৌজন্য ও ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করিয়া ভক্তগণের প্রচারের সহায় হন।

বিগত ২৬শে নবেম্বর তারিখে নোয়াখালিতে বিসূচিকা-রোগে রেবতীমোহন আক্রান্ত হন এবং ভক্তবর শ্রীপাদ হরিদাস বনচারী মহোদয়ের সহিত ভগবন্নাম গ্রহণ করিতে করিতে স্বধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ইঁহার মাতাপিতা ও পত্নী বর্ত্তমান। তাঁহারা এই পরম আদরের বস্তুর সহসা অন্তর্দ্ধান লক্ষ্য করিয়া কতই না বিপন্ন হইয়াছেন। আমরা এই শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের বিষম অভাবের দিনে "ন সদিদং জগদিত্যবধারয়" ব্যতীত আর কি বলিব! রেবতী বাবু প্রকৃতপক্ষে যাঁহার বস্তু আছেন ও ছিলেন, তিনিই তাঁহাকে তাঁহার নিজ স্থানে স্থান দিয়াছেন। এক্ষণে হরিজনের স্মরণ করিয়া অনিত্যসংসারে হরিভজনই একমাত্র সকলেরই গতি জানিয়া সকল পরিহারপূর্ব্বক তাহাই সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করুন্।

গত রবিবারে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণসমাজে "দীক্ষা ও সংস্কার" শীর্ষক আলোচ্য আলোচনা করিতে গিয়া তথাকার প্রতিনিধি জাতিগোঁসাই কথকজীউর এক ছাত্র কতিপয় অসংবদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করিয়া 'নরমাত্রের ভক্তিতে অধিকার নাই এবং অধিকার-লাভের অনুষ্ঠানে দীক্ষা-সংস্কার নাই' বলিয়া ফেলে। শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের প্রতিও শ্লেষোক্তি ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করায় একজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাকে তাহার অবিপ্রোচিত অনুষ্ঠানের জন্য অনুতাপ করিতে বলেন। কথকজীউ বা তাহার ছাত্র সৌজন্য ও ন্যায়শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়া ব্রাহ্মণসভার ব্যক্তিবিশেষকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ রূপ দুঃস্বভাব-গ্রস্ত জানাইলেও তাহা তাহাদের বিবেকের মধ্যেই আসিতে বিলম্ব দেখিয়া অনেকেই দুঃখিত। ছাত্রটীর অসংযত ভাষা ভৃতক কথকই তাহাকে শিখাইয়াছেন। পরে সেই কথায় প্রতিবাদ শুনিয়া ছাত্রটীরও এখন জ্ঞান হইয়াছে যে, কথক-জাতি গোসাঞীটী ব্রাহ্মণদিগের প্রদত্ত অর্থ লইয়া শুদ্ধব্রাহ্মণগণের দ্বারা জাতি-গোঁসাইগিরি, শূদ্র-যাজনগিরি ও শূদ্রের চাকরীসূত্রে ভাগবতপাঠকগিরি সমর্থন করাইবেন আর শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সেই নীচতার সাহায্য ও সমর্থন করাইবেন, এ কার্য্য আর অধিক দিন চলিবে না। এরূপভাবে শুদ্ধব্রাহ্মণগণকে নির্ব্বোধ মনে করা শূদ্র-সম্পর্কিত জাতি-গোঁসাই ভৃতককেই শোভা পায়।

জাতি-গোঁসাই কথক মহাশয় উঠিয়া বলেন যে, তিনি ৪৭ খানি পঞ্চরাত্রের সন্ধান এসিয়াটিক সমিতিতে পাইয়াছেন। পঞ্চরাত্রগুলি পরস্পর ভিন্ন। সুতরাং পঞ্চরাত্রের মত অনুসরণ করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, শঙ্করাচার্য্য পঞ্চরাত্রকে অবৈদিক বলেন এবং সেইমত নিরসন করেন। তৃতীয়তঃ, বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের মতই প্রচলিত, সুতরাং বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিনাশ করিয়া তাহাই চালান উচিত। চতুর্থতঃ, সকল প্রচ্ছন্নবৌদ্ধাদি অবৈষ্ণব পঞ্চরাত্রেরও বিভিন্ন বিধান চালান আবশ্যক, বৌদ্ধাদিতন্ত্রের মত সকলের মানিতে হইবে। পঞ্চমতঃ গৌড়ীয়গণ পঞ্চরাত্র স্বীকার করেন নাই ও পঞ্চরাত্র বৈদিক নহে। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ে পঞ্চরাত্র-বিধান চলে নাই ও চলিতে পারে না।' এই সকল

উক্তি হইতেই জানা যায় যে, কথক জাতিগোঁসাই মহাশয়ের শাস্ত্রাদি-দর্শনে কিরূপ সঙ্কীর্ণতা ও বিমুখতা। বারান্তরে আমরা এই সকল কথা অদূরদর্শী ভৃতক কথকের ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের অবগতির জন্য সম্যক্ আলোচনা করিব।

ঢাকা করোনেশন পার্কে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রোতৃবর্গকে শাস্ত্র-কথা-প্রসঙ্গে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহা শুনিয়া অনেকেই আরোও শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ নোয়াখালী টাউন হলে "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ভুলুয়ার তৃতীয়াংশ ভূম্যধিকারীর স্থানীয় গৃহে ও অন্যান্য স্থানে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হইয়াছিল। সহরের সকল গণ্যমান্য ধর্ম্ম পরায়ণগণ কৌতূহল সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

ভবঘুরের উক্তি।

দেখ, ব্রহ্মচারি ভায়া, আজ গোড়াতেই একটা গল্প না বলে' থাক্‌তে পাচ্ছিনা। স্বভাব আমার কিছুতেই বদলায় না, যে ভবঘুরে সেই ভবঘুরে। সেই গল্পবাজ, নেই কাজ তো খই ভাজ। কাজের মত কোন কাজ নেই, সারা সহরটা, সহর কেন দেশটা ঘুরে বেড়াতেই মজবুত। ভাল কথা, গল্পটা। এক গুলিখোর এক মহাসত্য আবিষ্কার করে ফেলেছে। কেনেস্তারায় গুড় খেতে গিয়ে—গুলিখোর মিষ্টি খুব ভালবাসে কিনা—স্বাখে, গুড়ের মধ্যে পুলিপিটে হাবুডুবু খাচ্ছে, বল্লে "বাহবা, বাহবা, কি বরাত জোর রে, খুঁজতে খুজতে পেয়ে গেলুম, গুড়ের নাগরি, আবার তাঁর ওপর তা'তে পিটে ভেজান। বাহবা, বাহবা! এটা কিরে? পুলি পিটের ল্যাজ নাকিয়ে। হায় হায়, কলি কাল কি না! "কালে কালে কিনা হোলো, পুলি পিটের ল্যাজ বেরুলো।" দেখি একবার বদনে দিয়ে। আরে ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা। বলিছি ত কাল কলি, মিষ্টি গুড় এখন তেতো হোয়ে গ্যাছে। আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা! তেতো ত' বরং ভাল। দেখি একবার পুলি কামড়ে। অ্যাঃ ওয়াক্ ওয়াক্। নাঃ, আজ থেকে—ওয়াক্ ঘোর কলি পড়্‌ল—ওয়াক্।' একটু তফাতে একটা লোক দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে বলে ফেল্‌লে—কি খবর হে, আল্‌কাতরার মাঝে ইঁদুর পোড়েছে, সেটা খেতে যাচ্ছ, তুমি কি বেরাল নাকি? অ্যাঃ—আলকাৎরা? ওয়াক্ ইঁদুর, ওয়াক্, দূর তাও কি হয়? আমি স্বয়ং সাক্ষী, ওয়াক্। তুমি বল্‌লেই কি আমি শুনি, ওয়াক্। তোমরা এখনও কলির ধর্ম্ম বোঝনি। এই বোলে ঘোর কলির শ্রাদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে সে চল্‌ল। গল্পত' বল্লুম, কিন্তু গুলিখোর ভায়ারা আমার ওপর না চটে। দেখ' ভাই, তোমাদের বড় বদ ওবেশ, যেখানে যেটা পাও, অম্‌নি ছাপিয়ে দাও। দোহাই ভায়া, আমি বড় ভুল কোরেছি। তোমার সাম্‌নে গল্পটা বোলে ভাল করিনি। তোমাদের কাছে প্রাণ খুলে কথা বোলে প্রভুপাদদের ত' বেজায় চটিয়েছি। তাঁরা যদি বোঝেন আমি ভবঘুরে, তা'লে আমার রক্ষে থাক্‌বে না। প্রভুপাদ কলির দোহাই দিয়ে অনেক কথা বলেন। বলেন—কালে কালে সবই হোলো, গুরুগিরি বুঝি গ্যালো। বীজের বড়াই বুঝি যায়, শাস্ত্র মানে গুণের দোহাই, কে জানে বামুনের চাই বেগুণ। জান্‌লে শাস্ত্রে দিতুম আগুন্॥ অবাক দেখে কলির কাণ্ড। ধরা পড়লুম আমরা ভণ্ড॥—তাঁরাও এই আপশোষ কচ্ছেন

আর তোমাদের দফা রফা করবার ষড়যন্ত্র কচ্ছেন। সাতদিন ধোরে (তাঁদের নিজের কথায়, বেশীও হোতে পারে) নৈয়ায়িকের বাড়ী হেঁটে হেঁটে হৈরী তাগাদ হোয়ে বল্লেন—'পাঁচ মিনিটে তোমরা বল দেখি?' এরই নাম শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। মতলব কি? "খবরদার আর ঢুকোনা। রেলের কামরায় আমরা যা' ঢুকে পোড়েছি, পোড়েছি। আর কেউ ঢুক্‌তে পারে না।' একজন জোর ক'রে ঢুকে পড়্‌তেই, "আচ্ছা, আপনি ঢুকে পোড়েছেন, ভাল ভাল, বসুন। দেখুন মশাই, আর যেন কেউ ঢোকে না।" নতুন লোকটাও আগের লোকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে বলছে—"উঠবার যাও, খেঁদ ভোগো। মারে গা থাপ্পর। ইহা জাগা হ্যায় নেহি—এই বুলি। যে লোক গাড়ীতে কোন গতিকে ঢুকে পোড়েছে, সে আর অপরকে উঠ্‌তে দেবে না। খবরদার! তোমরা ধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে পাবে না। আমরা আচার করি না করি, সত্যকথা প্রচার কর্ত্তে পারি না পারি, আমরা আগেভাগে দখলে ঢুকে পোড়েছি, আমরাই প্রচারক, তোমাদের প্রচারক হোতে দোব না। তোমরা সত্য কথা প্রচার কচ্ছ, বিনিমূলে প্রচার কচ্ছ—কর্ত্তে পাবে না, লোকে সত্য কথা জান্‌লে আমাদের ভারি-ভুরি সব যাবে, ঠকিয়ে খাওয়ার ঘাটতি পড়্‌বে। আমরা লোকের কাছে, তোমাদের নিন্দে কোরে দফা সেরে দোব, এখনও বল্‌ছি প্রচার ছাড়। কলির চেলার মত খাও দাও থাক, বাস্‌, হরিভজন কি রে বাবা? আমরা হরিভজন নামে ইন্দ্রিয়ভজন কচ্চি, তোমরা হরিভজন কল্লে তোমাদের আচার দেখে লোকের চোক ফুটবে। সেটি হ'বে না। তোমাদের হরি-ভজনটাই অনধিকার—এইটে গলাবাজি কোরে লোককে বুঝিয়ে দোব, তোমরা কথা কইতে গেলেই শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে থামিয়ে দিয়ে গণ্ডগোল থামিয়ে দোব। খবরদার! নতুন লোক গাড়ীতে উঠ্‌তে পাবে না। ভায়া হে, কথাটা কি আমার বুঝলে? পাগলের মত বল্লুম বটে, কথাগুলো একটু তলিয়ে বুঝো, আমি আর খোলাখুলি বল্লুম না। ঠারে-ঠোরে বুঝে নাও, তোমাদের বিরুদ্ধে কত ষড়যন্ত্র চল্‌ছে। ঠাকুর মশাইকে এইখান থেকেই দণ্ডবৎ। পেঁচার সূর্য্য দেখার মত ঠাকুরের কাছে যেন যেতে পারি না। তা' হোক্‌, একদিন চরণ দর্শন কোর্‌বো। দণ্ডবৎ ভায়া।

কীর্ত্তন।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" গীতার শ্রীভগবদুক্ত উপদেশানুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-চরণে জাগতিক সমস্ত অহঙ্কার অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীগুরু-শুশ্রূষায় অবস্থিত থাকিয়া সেবাপর বুদ্ধিতে তাঁহার সমস্ত তত্ত্ব জানিতে জানিতে গুরুদাস কীর্ত্তনে অধিকার লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে আদেশ করিয়াছেন, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। প্রহ্লাদ মহারাজ "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" বলিয়া নিরন্তর ভগবৎকীর্ত্তন করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমরা কথা কহিলে বা কিছু লিপিবদ্ধ করিলে তাহা কীর্ত্তন হইয়া যায়। তবে গুরুদাস ব্যতীত অন্যে কেবলমাত্র বিষয়-কথারই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাহা বলিলে বা শুনিলে আমাদের বিষয়ভোগ-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে আমাদের নিত্যমঙ্গলের পথ হইতে অতিদূরে নিঃক্ষিপ্ত করে। নিত্যমঙ্গল-প্রার্থী কীর্ত্তনমুখে কেবল শ্রীহরি-কথা ও তাঁহার ভক্তচরিত্র ও মাহাত্ম্যই আলোচনা করিয়া থাকেন। পরমার্থ-আলোচনার মধ্যে জাগতিক কোন অর্থের আদান-প্রদানরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের অবসর নাই। যেখানে যেরূপ কোন একটা ব্যাপার পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে পরমার্থ কথার আবরণে

কেবল বিষয়-কথারই আলোচনা। সে কীর্ত্তনে ও তচ্ছ্রবণে কোন পারমার্থিক মঙ্গলের আশা নাই।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ," এই উপদেশে "সদা" শব্দের প্রয়োগদ্বারা—শ্রীমন্মহাপ্রভু কালের ব্যবধান নিরসন করিয়াছেন। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া বা স্থগিত রাখিয়া ভক্তির অন্যান্য অঙ্গ যথা, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন ইত্যাদি সাধিত হইতে পারে না। অনেকে কীর্ত্তন-রহিত হইয়া নির্জ্জন-ভজনের কপটতা পোষণ করিয়া ভজনমার্গ হইতে বিচ্যুত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। "সদা" অর্থে সর্ব্ব অবস্থায় বুঝিতে হইবে। সুতরাং যাঁহারা ভজনপথে প্রবৃত্ত হইয়া সাধুগুরু-মুখে অল্পমাত্র শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই শ্রুতবিষয়টুকুই কীর্ত্তন করিয়া শ্রবণ-সৌষ্ঠব সাধিত করিবেন। এইরূপ শ্রবণ, কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে স্মরণ-দশায় উপনীত হইবেন। কৃত্রিমভাবে আমার স্মরণাধিকার হইয়াছে বলিয়া হরিস্মরণের পরিবর্ত্তে বিষয়কথা স্মরণ করিয়া অমঙ্গল আহ্বান করিয়া কোনও লাভ নাই। আর স্মরণ-দশাতেও কীর্ত্তনের বিরাম নাই। 'ক্রমসন্দর্ভ' টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিপাদ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎ(কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি)-সংযোগেনৈব।" ভক্তির অন্য অঙ্গ সাধন করিতে গেলেও কীর্ত্তন-যোগেই করিতে হইবে, নচেৎ তাহা ভক্ত্যঙ্গ সাধন হইল না। কেহ কেহ বলেন, উন্নত অবস্থায় কীর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত "সদা" শব্দের বাধা দিয়া ভক্তিযাজন-বিরত হইয়া পড়েন। যে সকল মহাভাগবত অষ্টকাল লীলা-স্মরণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা কীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্যের ব্যাঘাত করেন না। তাঁহারা নিরন্তর শ্রীনাম কীর্ত্তন করেন। ইহাই যথার্থ গোস্বামিগণের আচরিত পন্থা। শ্রীপাদ জীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে ২৭৪ সংখ্যায় স্পষ্টই আদেশ করিয়াছেন, "অথ কীর্ত্তনাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ এতন্নির্বিদ্যমানানামিত্যাদ্যুক্তদিশা নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন কুর্য্যাৎ।" কীর্ত্তনাদি যোগে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে তবে,—তৎপূর্ব্বে নহে। নির্বেদযুক্ত ব্যক্তি (অন্যে নহে) নামকীর্ত্তন(লীলা-কীর্ত্তন নহে)-অপরিত্যাগে অর্থাৎ পরিত্যাগ না করিয়া তবে স্মরণ-পথে অগ্রসর হইবেন, সুতরাং কীর্ত্তন সর্ব্ব অবস্থায়ই কর্ত্তব্য।

অনেকে মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিলে তাহাকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। ভক্তিসন্দর্ভে ২৬৯ সংখ্যায় "অত্র চ বহুভির্মিলিত্বা কীর্ত্তনং সঙ্কীর্ত্তনমুচ্যতে। যাহাদের অনর্থ নিবৃত্ত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে "বহুভির্মিলিত্বা" সঙ্কীর্ত্তনই প্রশস্ত। শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই উপদেশ করিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করুন, তবেই জীবের মঙ্গল হইবে সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবেই আমরা 'জীবে দয়া'-ধর্ম্মের সাধনে তৎপর হই। অন্যপ্রকার জীবে দয়া গৌণ মাত্র। দেহ ও মানসাত্মক প্রতীতি যথার্থ জীব নহে। সঙ্কীর্ত্তন 'চেতো-দর্পণ-মার্জ্জন—ইহার দ্বারা চিত্তরূপ মুকুরের নির্ম্মলতা সাধিত হইয়া আমাদের ভগবদ্দর্শনের সুযোগ আনয়ন করেন। ইহা 'ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণ'—সংসার-বন্ধনজনিত সকল যন্ত্রণার অবসান করেন। ইহা শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণ'—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভ-সাধক। ইহা বিদ্যাবধূ-জীবন'—ভোগস্পৃহারূপ অবিদ্যা দূর করিয়া আমাদের বিদ্বৎপ্রতীতি উন্মেষ করিবার পক্ষে একমাত্র সহায়। ইহা 'আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন'—ইহা হইতে যথার্থ নির্ম্মল আনন্দ উথলিয়া পড়ে, জাগতিক নিরানন্দ দূরে পলায়ন করে। ইহা "প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন,'—নিরন্তর পূর্ণ অমৃত কৃষ্ণপ্রেমরসের আস্বাদ করাইয়া বদ্ধ-জীবকে অশোক, অজড়, অভয় করিয়া তুলেন। ইহা 'সর্ব্বাত্ম-স্নপন' আমাদিগকে সম্যগ্‌ভাবে স্নাত করাইয়া আমাদের জড়বদ্ধতারূপ নিখিল মলরাশি বিধৌত

করিয়া দিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিয়া দেন। এই নামসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—শুধু তাই কেন, একমাত্র সাধন।

"নামসঙ্কীর্ত্তনঞ্চৈতদুচ্চৈরেব প্রশস্তং"—নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করিতে হইবে। ইহাতে 'জীবে দয়া' সম্যক্ সাধিত হয়। নিজেও কীর্ত্তিত নাম শ্রবণ করিয়া উপকৃত হওয়া যায়। নবধা ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে জপের উল্লেখ নাই। কর্ম্মমার্গের সাধারণ ধর্ম্মকাম ব্যক্তিগণের জন্য যে-সকল মন্ত্রাদি, সেগুলি জপ করিতে হয়। সেগুলির পক্ষে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, উচ্চ জপ অপেক্ষা উপাংশু (লঘূচ্চারিত) জপ, তদপেক্ষা মানস জপ প্রশস্ত। কিন্তু নাম সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা নহে। "ওষ্ঠ-স্পন্দন-মাত্রেণ কীর্ত্তনস্তু ততো বরং।" সুতরাং নাম জপ বলিলেও নাম-কীর্ত্তনকেই লক্ষ্য করে, বুঝিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" আবার বলিতেছেন—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ প্রভু কহে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ এই দুটী উপদেশের সামঞ্জস্য দেখিতে গেলে এস্থলে কীর্ত্তন ও জপ যথার্থ-বোধকই বুঝিতে হইবে।

কীর্ত্তনীয় বিষয়-নির্দ্দেশে হরি-কীর্ত্তনই কর্ত্তব্য। নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতিই কীর্ত্তনের বিষয়। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামিপাদ স্পষ্ট বলিতেছেন, "অথাতঃ কীর্ত্তনং। তত্র পূর্ব্ববৎ নামাদিক্রমো জ্ঞেয়ঃ।" 'শ্রবণ' শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, "প্রথমং তাবৎ নাম্নঃ শ্রবণং" ইত্যাদি। নামকীর্ত্তন-যোগে অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে রূপ, গুণ, লীলা-কীর্ত্তনের যোগ্যতা হয় না, লীলা-শ্রবণেরও অযোগ্যতা। সুতরাং সাধারণের পক্ষে গুণ ও লীলা-শ্রবণ ও কীর্ত্তন উভয়ই নিষিদ্ধ। দুঃখের বিষয়, এই ক্রম-পন্থা কেবলই উল্লঙ্ঘন করা হইতেছে। তদ্দ্বারা আমাদের সমূহ অমঙ্গলের উদয় হইতেছে। লীলা-কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারীরা সাবধান হউন, গোস্বামীর আদেশ উল্লঙ্ঘন আর স্ব-স্ব-সর্ব্বনাশ সাধন করিতে যত্ন করিবেন না। নামকীর্ত্তনই করিতে থাকুন। "তত্রচ স্বতন্ত্রমেব নাম-কীর্ত্তনং অত্যন্তপ্রশস্তং।"

আর কীর্ত্তন গান যুগে তারকব্রহ্ম নাম—যাহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মহামন্ত্র বলিয়া নির্ব্বন্ধসহকারে আশ্রয় করিতে আদেশ করিতেছেন—সেই 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'-ভিন্ন অন্য স্বকপোল-কল্পিত বা গুরুলঙ্ঘনকারী কাহারও আনুগত্য-প্রাপ্ত ছড়া নাম গেয় নহে। সে সকলে রসাভাস দোষ আছে। যে নাম শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দেন নাই, যে নাম পার্ষদ ভক্তগণ গ্রহণ করেন নাই, সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যে ছড়াকে রসাভাস-দোষযুক্ত বলিয়া কাণে হাত দিয়াছেন, তাহার শ্রবণে ও কীর্ত্তনে কেবল অপরাধই হয়। অপরাধের ফল হরিবৈমুখ্য। আমরা বারান্তরে নামাপরাধের আলোচনা করিব।

কীর্ত্তনকারী কীর্ত্তনফলে 'তৃণাদপি সুনীচ' হইবেন, অর্থাৎ নিজেকে অকিঞ্চন জানিবেন, তাঁহার আর কপট-দৈন্যরূপ প্রতিষ্ঠা-পিপাসা থাকিবে না, তিনি হৃদয়ে অমানী হইয়া জীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানিয়া সকলকে সম্মান দিবেন।

বহ্বীশ্বর-বাদ।

যাঁহারা শ্রীভগবানে বিশ্বাসসম্পন্ন, তাঁহারা নিজ ভোগ-তৎপরতা ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবান্ হরির সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত। আমাদের যতটুকু ভোগবুদ্ধি আছে,

ততটুকু ঈশ্বরে অবিশ্বাস আছেই আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি, আর নাই করি। অনেক সময় একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে ঈশ্বরে সম্যক বিশ্বাস নাই বলিয়াই আমাদের ভোগ-বুদ্ধি আছে নচেৎ ঈশ্বরবিশ্বাসপূর্ণ অন্তরে ভোগবুদ্ধির স্থল কোথায়? ভগবানের সর্বনিয়ন্তৃত্বে যাঁহার বিশ্বাস সুদৃঢ়, তাঁহার ভগবৎসেবা ব্যতীত পাপ-পুণ্যময় কর্ম্মে কিরূপে রতি হইবে? পাপ যেরূপ বর্জ্জনীয়, পুণ্যও সেইরূপ আমাদের ভোগবর্দ্ধক বলিয়া হরিসেবারত মহাত্মার নিকট আকাশপুষ্পবৎ।

যাঁহারা ভোগপর বুদ্ধির সাহায্যে নানারূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মফল-প্রদাতা আধি-কারিক দেব দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদের ঈশ্বরবিশ্বাসের অসদ্ভাবই তাহার কারণ। তাঁহারা ঈশ্বরকে কর্ম্মাধীন মনে করিয়া ঈশ্বর-বিমুখতাই অর্জ্জন করিয়া থাকেন। এইরূপ কর্ম্মফল-প্রয়াসী বহ্বীশ্বরবাদীকে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঈশ্বরবিশ্বাসী বলিয়া বরণ করিবেন? "শ্রদ্ধা শব্দে সুদৃঢ় বিশ্বাস"। যাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাঁহাদের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা জন্মি-য়াছে। আর শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ। একমাত্র ভক্তই ঈশ্বর-বিশ্বাসী। ভক্তিমান্ ভিন্ন অপরের ঈশ্বরবিশ্বাস নাই। পুণ্যকাম কর্ম্মিগণের পাপিগণের ন্যায় ঈশ্বরবিশ্বাস অত্যল্প।

আর যাঁহারা সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ হইয়া আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত, অর্থাৎ যাঁহারা মোক্ষকাম, তাঁহারা ঈশ্বরের দিকে পশ্চাৎ করায় নিজেদের দুঃখ-দূরীকরণের জন্যই ব্যস্ত। শ্রীভগবানে যদি তাঁহাদের শরণাপত্তিমূলা ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে জাগতিক বস্তুনিচয় কোনও মতে দুঃখ দিতে পারিত না আর তাঁহারাও তাহা হইতে মুক্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন না। তাঁহারা "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এই বচনের আশ্রয় লইয়া নানা দেবদেবী কল্পনাপূর্ব্বক তাঁহাদের উপাসনা করিতে করিতে চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন করিতে থাকেন। উদ্দেশ্য, কল্পিত ভক্তিসংযোগে নির্ম্মলতাপ্রাপ্ত একাগ্র চিত্তকে সোঽহংগ্রহ অদ্বৈত-সিদ্ধিতে আরোপ করিয়া ভক্তি হইতে ছুটী করিবেন। আচ্ছা বলুন দেখি, এরূপ কোন মায়ীয়গণের কি কিছুমাত্র ঈশ্বর-বিশ্বাস আছে? তাহারা একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন হইয়াই বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও শিব এই গুণাধিকারী বিভিন্ন পঞ্চদেবতার কল্পনাপূর্ব্বক পঞ্চোপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

যাঁহারা যথার্থ ভক্ত, তাঁহারা বেদোক্ত "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" এই উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরমেশ্বর কৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ভোগ ও মোক্ষের বাঞ্ছা দূরে পরিহারপূর্ব্বক ঈশ্বরে অনন্য-ভক্তির শরণ লইয়াছেন। তাঁহারা অন্যান্য দেবদেবীগণকে শ্রীভগবানের অধীন বা ভাগবত-তত্ত্ব জানিয়া তাঁহাদের সম্মান করেন। কিন্তু উপাস্য-তত্ত্বে একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি সাধন করেন। তাঁহারা জানেন,

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথা সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

তাঁহারা, বৃক্ষকে সজীব রাখিবার জন্য প্রত্যেক শাখার প্রত্যেক শিরে জলসেক জন্য জলপাত্রসহ বৃক্ষারোহণের প্রয়াসপর বুদ্ধিকে প্রশংসা করেন না,

তাঁহারা মূলে জলসেকদ্বারা বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গীন পোষণের ন্যায় সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ অচ্যুতের সেবাতেই সকলের তৃপ্তি জানেন। তাঁহারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বল-সাধনের জন্য প্রত্যেক অঙ্গে আহার্য্য-প্রদানরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার সম্মানন না করিয়া, প্রাণতুষ্টির জন্য আহার্য্য মুখবিবরে দিয়া উদরস্থ করিলে সকল অঙ্গেরই পুষ্টি হইবে, জানেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় আদেশ করিয়াছেন,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাং॥"

যাঁহারা অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে একমাত্র উপাস্য ভগবানেরই উপাসনা করেন, যেহেতু তাঁহারা তদীয় তত্ত্ব। কিন্তু এরূপ সকাম উপাসনা অবিধি। বুদ্ধিমান জন অবিধির কেন আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? ভোগ ও মোক্ষ-বাসনা-প্রসূত উপাসনা ও কখনও নির্ম্মল, নিষ্কাম শুদ্ধসেবাবুদ্ধিপর ভগবদুপাসনার সহিত একসঙ্গ হইতে পারে না। তাই ভগবান ফলের পার্থক্যও বুঝাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন যে, অন্যদেবদেবীপূজকগণ দেব-লোক প্রাপ্ত হইয়া ভোগের পরাকাষ্ঠা পাইতে পাইতে নির্ম্মল ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া নিজ স্বরূপ-বিভ্রম আবাহন করেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা নিত্য ভগবল্লোক প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপ ভগবদ্দাস্যে নিয়োজিত থাকিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন। সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তজন কখনও বহ্বীশ্বর-বাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনাদিমধ্যান্ত অজ অবৃদ্ধিক্ষয় অচ্যুত সর্ব্বকারণ-কারণ জগন্নাথের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারই সেবায় নিত্যকাল অধিষ্ঠিত থাকিতে যত্ন করেন, তাঁহাহইতে স্বতন্ত্র বা তাঁহার সমবুদ্ধিতে অন্য দেব-দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

ভারতীয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা:—

গতকল্য সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শাহ সৈয়দ এমদাদুল হক প্রস্তাব করেন যে বাঙ্গালার যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী বলপ্রয়োগ ও কোন প্রকার অনিষ্ট করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হন নাই তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হউক। তিনি বলেন যে বর্ত্তমানে এমন অনেক যুবক জেলে আছে যাহাদের একমাত্র অপরাধ যে তাহারা বন্দেমাতরম্ বা মহাত্মা গান্ধি কি জয় এই ধ্বনি করিয়াছিল।

বাবু ইন্দুভূষণ দত্ত, রায় হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং সরকার পক্ষ হইতে মিঃ ষ্টিফেন্‌সন্ উহার প্রতিবাদ করেন। প্রস্তাবটী ভোটে টিকে নাই।

খদ্দর মেলায় শ্রীমতী গান্ধী—

খদ্দরপ্রচার-সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে যে মেলা বসিয়াছে তাহাতে গত শনিবার প্রায় ২৫ হাজার মহিলা গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি বালিকাদের নানা বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫০টী বালিকা স্বেচ্ছাসেবিকা মেলাতে বেশ কাজ করিয়াছিল। গত শনিবারই মেলাতে প্রায় ১০ হাজার খদ্দর বিক্রীত হইয়াছে। এই মেলাতে শ্রীমতী কস্তুরী বাই গান্ধী উপস্থিত হইয়াছিলেন মেলাতে খদ্দরের বিক্রয়-বাহুল্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। তৎপর তাঁহাকে উপরতলায় লইয়া

গিয়া সামান্য জলযোগ প্রদান করা হয় এবং মহিলাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন। পদ্মার সম্বন্ধে ঐ দিন মেলায় ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র এবং বরিশালের শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন।

মহাত্মার নাম কর্ত্তন :—ডেইলি এক্স্প্রেসের তারের খবরে প্রকাশ, বিলাতের ইন্স্ অব্ কোর্টের ব্যারিষ্টারগণের নামের তালিকা হইতে মহাত্মা গান্ধির নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

খেলাফৎ কন্ফারেন্স :—শ্রীযুত দাশ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের বিরুদ্ধে যুক্তি তর্কের সমালোচনার পর স্বরাজ-প্রাপ্তির উপায়বর্ণন-প্রসঙ্গে বলেন,—আমি একজন বৈষ্ণব, কিন্তু স্বাধীনতার যাহা অন্তরায় আমি তাহা ধ্বংস করিতেই ইচ্ছা করি, কারণ মানবের শ্রেষ্ঠ রত্ন স্বাধীনতা—স্বাধীনতাই জীবন-ধারণের একমাত্র উপায়।

কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণব বলেন, বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু হইয়া অনাত্ম দেহ ও মনের স্বাধীনতা চাওয়া সামান্য বৈষ্ণবের ধর্ম্ম হইলেও উহা প্রকৃতি ভজন, স্মার্ত্ত ধর্ম্ম, মায়াবাদ বা ব্যভিচার। উহা অক্ষজ জ্ঞান-প্রসূত বা অধিরোহ-পন্থা। উহাই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য। বাস্তবিক পক্ষে, স্বরূপস্থ বা আত্মস্থ হইয়া আত্মার আত্মা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অধোক্ষজ অচ্যুত শ্রীহরির তদীয়ের আনুগত্যে রুচিমূলা-সেবাই স্বরাজ-লাভ বা স্বাধীনতা। উহাই জীবের একমাত্র নিত্য সনাতন ধর্ম্ম।

বোম্বাইয়ে রবীন্দ্রনাথ :—গত ২৬শে তারিখে বোম্বাইয়ের প্রভু সোসিয়াল সমাজ রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতায় বলেন যে, তাঁহার বোম্বাই গমনের উদ্দেশ্য শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

বিশ্বভারতী :—প্রেগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উইণ্টার্জ এক বৎসর কাল রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বোলপুর বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করিবেন। সংস্কৃতের উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যাহারা অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আহার-বাসস্থান বাবদ মাসে ২৫৲ টাকা ব্যয় হইবে।

নূতন সহযোগী :—রাজভক্ত (Loyal ist) মডারেটরা মিলিয়া "The New Bengalee" নামে একখানি কাগজ বাহির করিতেছেন। "The old Bengalee" এর সুরটা বোধ হয় তাঁদের কানে কড়া লাগে। সম্পাদকের সঙ্ঘে আছেন, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, সুরেন্দ্রের জামাতা মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জী আর মিঃ শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। শুনিতেছি, কলিকাতায় শীঘ্রই আরও ২।১ খানি বাঙ্গলা ও ইংরাজী দৈনিক বাহির হইবে।

গয়া কংগ্রেস :—গত ২৬শে তারিখে পাটনাতে কংগ্রেস-অভ্যর্থনা-সমিতির একটী সভায় স্থির হইয়াছে যে, আগামী কংগ্রেসে বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যানের কার্য্য করিবেন।

মিঃ শাস্ত্রী :—মিষ্টার শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গত ২৪শে নবেম্বর তারিখে বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়াছেন। "ভারতভৃত্যসমিতি"র পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছেন, উপনিবেশে ভারতীয় সমস্যা

অনেকটা আশাপ্রদ, তবে এ পর্য্যন্ত যতদূর কাজ হইয়াছে, তাহাতে তিনি পুরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, উপনিবেশবাসীরা ভারতীয় প্রশ্নটা আজকাল ভিন্ন চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ফুকনের মুক্তি:—গত ৩০শে নবেম্বর দেশভক্ত তরুণরাম ফুকনের মুক্তির তারিখ ছিল। কিন্তু বিগত ২৬শে তারিখে শিলচর জেল হইতে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত কল্য তিনি গৌহাটী পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার লম্বা দাড়ি এবং চুল হওয়াতে চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে তাঁহাকে সমগ্র আসামের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিরাট আয়োজন হইবার কথা।

মহিলার দান:—পরলোকগত স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জীর কন্যা মিসেস্ বেলা গত রবিবার বাগবাজারে খদ্দর-মেলায় দেশের কাজে ৫ হাজার পাউণ্ড (ন্যূনাধিক ৭৫ হাজার টাকা) দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শুনিলাম, তিনি ঐ টাকা খদ্দর-প্রচারে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস:—বাঙ্গলা সরকারের পাব্লিসিটী অফিসার জানাইতেছেন ইতিপূর্ব্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, আগামী বৎসর পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ৪০ জন সবডেপুটী নেওয়া হইবে, কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের আর্থিক দুরবস্থার জন্য এবং শীঘ্রই ব্যয় সঙ্কোচ করা হইবে বলিয়া উক্ত ৪০ জনের স্থলে মাত্র ২০ জন লোক নেওয়া হইবে।

গুরুদ্বার বিলের প্রতিবাদ:—গুরু তেগবাহাদুর সাহেবের স্মৃতি উপলক্ষে দিল্লীতে শিখ দেওয়ানের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে।

"শিখদিগের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট যে গুরুদ্বার বিল পাশ করিতে চাহেন, খালসা পন্থী উহার সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিবে না এবং এ ব্যাপারে কোনও শিখ সরকারের সাহচর্য্য করিবে না।

যে পর্য্যন্ত আকালী বন্দীগণকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া না হয়, সে পর্য্যন্ত উহাকে সমর্থন না করিবার জন্য প্রবন্ধক কমিটীকে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রবন্ধক কমিটি শিখ বন্দীগণের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ যে ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন, দেওয়ান উহার সমর্থন করিতেছে, এবং উহাতে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে প্রস্তুত"।

প্রায় দুই হাজার শিখ এই সভায় যোগদান করিয়াছিল।

অদ্ভুত প্রসব:—পাঞ্জাবের রোটকজেলায় একটী হাসপাতালে গত ২২শে নবেম্বর তারিখে একটা ব্রাহ্মণকন্যা একসঙ্গে পাঁচটী ছেলে প্রসব করিয়াছেন। শিশুদের প্রত্যেকেই বেশ সুস্থ ও সবল আছে। প্রসূতির এখন পর্য্যন্তও কোন অসুখ হয় নাই।

বৈদেশিক।

লসেন বৈঠক:—লসেন বৈঠকের কাজ চলিতেছে। গত ২৬শে নবেম্বর তারিখের খবরে প্রকাশ যে, ইউরোপের তুরস্ক সাম্রাজ্যের সীমান্ত এক প্রকার নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রিজা লাইন পর্য্যন্ত তুরস্ক সাম্রাজ্য বিস্তৃত থাকিবে।

পশ্চিম থ্রেস গ্রীকদিগেরই থাকা সাব্যস্ত হইয়াছে। লর্ড কার্জ্জন ইসমাত পাশাকে জানাইয়াছেন যে, করাগাছা তাহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে না। করাগাছার সমীপস্থ একটী রেল ষ্টেশন তুর্কীরা দখলে রাখিতে পারে। এ বিষয়ে শেষ সম্মতি তুর্কীগণ এখনও দেয় নাই। তুরস্ক সম্রাজ্যের সীমান্তের একপার্শ্বে তুর্কীগণ এবং অপর পার্শ্বে বুলগেরিয়া এবং গ্রীকগণ রহিল।

নূতন সুলতানের ঘোষণা :— নবনির্ব্বাচিত সুলতান একজন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় বলিয়াছেন, যে যাহাতে দেশে সম্পূর্ণরূপ শান্তি বিরাজ করে, তিনি তাহাই ইচ্ছা করেন। জগতের বিভিন্ন স্থানের মুসলমানগণ তুর্কীদিগের জাতীয় যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া তিনি তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া একখানি ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন।

আরস্কিনের প্রাণদণ্ড :— সেনাপতি আরস্কিনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে। সেনাপতি আরস্কিন নিজে আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য অম্লান বদনে আত্মোৎসর্গ করিলেন। আরস্কিনের পত্নী একজন আমেরিকান মহিলা। তিনি চিররুগ্না। প্রকাশ যে, সেনাপতি আরস্কিনের পত্নী সর্ব্বদা তাঁহাকে আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন; আর পত্নীর প্রেরণাই নাকি সেনাপতিকে এই দেশসেবা কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিল। স্বামীর শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইয়া মিসেস আরস্কিন নাকি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। সেনাপতি আরস্কিন গণতন্ত্রীদলের প্রধান নেতা ছিলেন; ডি, ভেলেরার তিনি দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। আরস্কিনের এই প্রকার শোচনীয় মৃত্যুতে সমগ্র ডাবলিন টলমল ও সন্ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য এখনও গণতন্ত্রীদল অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করে নাই। তবে ডি, ভেলেরার সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া ডাবলিনবাসীগণ সর্ব্বদা সর্ব্বদা শঙ্কিত রহিয়াছে। সেনাপতি আরস্কিনের সহিত অন্য যে আটজন গণতন্ত্রী অভিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের একজনকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অবশিষ্ট সাতজনকে দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। অবস্থা সঙ্গীন!

ম্যাক্ সুইনী ভগ্নীদ্বয় :— কুমারী মারী ম্যাক্‌সুইনী মাউণ্টজয় জেলে প্রায়োপবেশন করিতেছেন। তাঁহার ভগ্নী কুমারী অ্যানি ম্যাক্‌সুইনী অদ্যাপি জেল দরজার নিকট একখানি খাটের উপর অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া পড়িয়া আছেন।

গ্রীসের অবস্থা :— গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি এবং মন্ত্রিগণকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া সামরিক আদালতে তাহাদিগের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া গ্রীসের মন্ত্রীসভায় ভাঙ্গন পড়িয়া গিয়াছে। এম্ ক্যারিম্ জানাইয়াছেন যে, যদি এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ করিবেন। ফলে গ্রীসের মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। বিদ্রোহী-দলের লোকদিগকে লইয়া এম্, গোণ্টাস্ নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা করিতেছেন।

গ্রীসে ষ্টিমার-সংঘর্ষ :— গ্রীসের বার্সেলোনার নিকট একখানি যাত্রীবাহী ছোট ষ্টিমার একখানি জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। ষ্টিমারখানিতে ৮০ জন যাত্রী ছিল। দশটী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। বোধ আরও অনেক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। যাহারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও সতের জন বিশেষ-রূপ আহত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ | ১৬শ সংখ্যা

সদাচার স্মৃতি।

শ্রীমন্মধ্বমুনি শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বাচার্য্য। তাঁহার সম্বন্ধে গৌড়ীয়বৈষ্ণববর্য্য বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীগোবিন্দভাষ্য-টীকায় ও 'প্রমেয়রত্নাবলীতে' এরূপ লিখিয়াছেন :—

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহজনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

ইঁহাকে 'তত্ত্ববাদাচার্য্য' ও 'বৃদ্ধ বৈষ্ণব' সংজ্ঞায় শ্রীজীবগোস্বামীপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে বর্ণন করিয়াছেন।

ব্রহ্মকুলজাত ঋষিগণ বিভিন্ন শাখায় অবস্থিত। ইঁহারা অনেকেই সমাবর্ত্তন করিয়া নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছেন। অচ্যুত-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রীগুরুদেবের পরিচয়ে স্ব স্ব বেদশাখায় অবস্থিত। তাঁহারাই অর্চ্চন ও নামযজ্ঞাদি করেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ সপ্তবিংশঅধ্যায়ে অষ্টম ও নবমশ্লোক এরূপ লিখিত আছে।

যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পূরুষঃ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়ৈতন্নিবোধ মে॥
অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥

অবৈষ্ণব গৃহমেধী কখনই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারেন না। "সহস্র শাখাধ্যায়ীচ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।" তাঁহারা বেদের তাৎপর্য্য নষ্ট করিয়া নানা দেবদেবীর উপাসনার মধ্যে প্রবেশ করেন। মায়া-শক্তিই জগতের কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু বেদের কথিত ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহার অমর্য্যাদা করিয়া যে সকল অসাত্বত তন্ত্র বা আগম কল্পনা করেন, তাহা কোন বৈদিকই স্বীকার করেন না। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদের শেষে 'পাশুপত-মত-খণ্ডন' নামক মহেশ্বর-প্রকরণে যে আগম বা পঞ্চরাত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য কয়েকটী কারণমুখে আগমের

দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শাক্তমতাবলম্বী বা শক্তিকে কারণ বলিয়া উল্লেখকারিগণের প্রতিকূলে জানিতে হইবে। কিন্তু সাত্বত পঞ্চরাত্র তাদৃশ দোষে কলঙ্কিত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। শ্রীমন্মধ্বমুনি আগম বা বেদানুগ সাত্বত পঞ্চরাত্রের বিরোধী ছিলেন না। আঙ্গিরস-গোত্রীয় লিকুচাকুলজাত পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ-ভাষ্যের 'তত্ত্বপ্রদীপিকা' টীকায় পঞ্চরাত্রগণের প্রতিকূলে আগম-বিরোধী শঙ্করমতকে সম্পূর্ণরূপে উৎসাদিত করিয়াছেন।

শ্রীমন্মধ্বমুনি 'সদাচার স্মৃতি'-নামে একখানি স্মৃতি-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ছলারি নৃসিংহাচার্য্য এই 'সদাচার-স্মৃতি'র অনুগমনে যে 'স্মৃত্যর্থসাগর' নামে বৃহৎ স্মৃতির নিবন্ধ লিখিয়াছেন, এখনও শ্রীমাধ্বকূলে তাহার পরমাদর লক্ষিত হয়। শ্রীমধ্বমুনি অনুক্ষণ শ্রীভগবানের সেবাতাৎপর্য্যপর হইয়া 'সদাচার-স্মৃতির' অনুষ্ঠানসমূহে দিবস অতিবাহিত করিতেন বলিয়া 'মধ্ববিজয়'-লেখক লিপিবদ্ধ করেন। সদাচার-স্মৃতিতে ৪১টী শ্লোক আছে, তন্মধ্যে ত্রয়োদশ শ্লোক যথা,—

ধর্ম্মেণেজ্যাসাধনানি সাধয়িত্বা বিধানতঃ।
স্নাত্বা সম্পূজয়েদ্বিষ্ণুং বেদতন্ত্রোক্ত-মার্গতঃ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিচার অবলম্বন করিয়া যাঁহারা আগম বা পঞ্চরাত্রকে বেদপ্রতিকূল অর্থাৎ বেদ বলিয়া স্বীকার না করেন, তাঁহাদের শাস্ত্র-দর্শন নাই বলিলেও চলে। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মানুপর্ব্বে ৩৪৯ অধ্যায় ৬৯ শ্লোকের 'নীলকণ্ঠ'-টীকা দেখিলে তাঁহাদের ভ্রমটা নিরাকৃত হইবে—"আগমং বেদং" বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

২। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু শ্রীগৌড়পাদ যে 'সাংখ্যকারিকা'র টীকা লিখিয়াছেন, তাহার মূল লেখক ঈশ্বরকৃষ্ণের ষষ্ঠ শ্লোক এই :—"সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ। তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্।" এখানে 'আগম' শব্দে শব্দপ্রমাণাত্মক বেদই উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

৩। শ্লোকবার্ত্তিক প্রস্তভূমিকার মীমাংসক শ্রীকুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন :—

"আগমপ্রবণশ্চাহং নাপবাচ্যঃ স্খলন্নপি।"

স্খলিত হইয়াও আগমের নিন্দা করা উচিত নহে। আমিও বেদাশ্রিত।

৪। পতঞ্জলি ঋষি 'মহাভাষ্যে' 'আগম' শব্দব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—

আগম খলু অপি ব্রাহ্মণেন ষড়ঙ্গো বেদোধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ।

ষড়ঙ্গ বেদকেই আগম বলে, তাহা ব্রাহ্মণের অবশ্যই পাঠ্য ও জ্ঞেয়।

৫। পাণিনি-বার্ত্তিককৃৎ কাত্যায়ন লিখিয়াছেন—

"রক্ষোহাগম লঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্।"

৬। মহাভারত শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মে ৬৮ শ্লোক—

পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ং।
যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥
এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রঞ্চ কথ্যতে॥

আগমসম্পন্ন ব্যক্তির বিষ্ণুর উপাসনা-পদ্ধতিই আদরের, আর বহ্বীশ্বরবাদিগণের কর্ম্মকাণ্ডীয় বিষ্ণূপাসনা-বিরোধী শ্রৌত পদ্ধতি কলিকালে চলিতে পারে না। নিরগ্নি কলিসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ আগমবিধির অবমাননা করিয়া কেবল শ্রৌত-পদ্ধতিতে কর্ম্মকাণ্ড আবাহন করিলে তদ্দ্বারা তাহাদের অশুদ্ধতা ও শূদ্রতুল্যতাই সিদ্ধ হয়। অবশ্যই তন্ত্র, আগম, পঞ্চরাত্র, যামল প্রভৃতি বলিলেই যে

শৈবাগম, শাক্ততন্ত্র, তামসাগম বুঝিতে হইবে, এরূপ নয়। কপালিকগণ শৈবতন্ত্রবশে যে আচার গ্রহণ করেন, তাহা পঞ্চরাত্রোক্ত সাত্বত তন্ত্র স্বীকার করেন না। সাত্বত তন্ত্রই বেদানুগ বা অন্যভাষায় বেদ-শব্দ-বাচ্য। শ্রৌত-বিধান কলিহত কর্ণে শ্রবণ-দোষে কেবল কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে, উহার দ্বারা নিরীশ্বরতা বা কাল্পনিক পঞ্চোপাসনা সিদ্ধ হয়। নারায়ণ স্বয়ং পঞ্চরাত্র-বক্তা। শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভাগবতগণ পঞ্চরাত্র-বক্তা। হরির উপাসনা ব্যতীত অন্য নশ্বর ভোগবাদ সাত্বত-তন্ত্রে স্থান পায় নাই। বৌদ্ধ তন্ত্রকে আগম বা পঞ্চরাত্র বলিলে বেদান্ত-মতের সহিত বিরোধ করা হয় মাত্র। সাত্বত পঞ্চরাত্রমতে দীক্ষিত বৈষ্ণবই বাস্তবিক বৈদিক ব্রাহ্মণ। অসাত্বত তন্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ বিধায় বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত জন বৈদিক ব্রাহ্মণতা লাভ করিতে পারে না। একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্যই বিষ্ণুদীক্ষাদ্বারা দীক্ষিতকে ব্রাহ্মণজ্ঞানে বৈদিক উপনয়ন সংস্কার দিতে সমর্থ, অন্যে নহে,—ইহাই শ্রীমধ্বপাদের অনুকূল সিদ্ধান্ত।

"এ কেমন পাগল!"

অষ্টম রজনী।

'গতকল্য পাগল উপদেশ করিতে করিতে হঠাৎ চুপ করিয়া আমাকে বাটী যাইতে বলিলেন কেন, আমি প্রত্যহ যাইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করি বলিয়া কি তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? আজ কি যাইব, না যাইব না। না, তিনি কখনই রাগ করিতে পারেন না,—তিনি যে মহাপুরুষ,—তাঁহার কি রাগ থাকিতে পারে? নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কর্ম্ম ছিল—সেই জন্যই, তিনি আমাকে গত কল্য চলিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন।' এইরূপ কত কি ছাই-পাঁশ ভাবিতে ভাবিতে তথায় গিয়া পাগলকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিলাম। পাগল জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাস, তোমার আজ দেরী হইল কেন? তুমি আসিলে আমি কিছু হরিকথা আলোচনা করিবার সুযোগ পাই। তুমি কি আমাকে অকৃপা করিতেছ?"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, এ যে 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইয়া গেল, আর বলিলাম, "না ঠাকুর, অন্য পথে আসিতে একটু দেরী হইয়াছে। আপনি অপার করুণাময়, আর আমি নিতান্ত হতভাগ্য; দেখিবেন, ঠাকুর, যেন আপনার কৃপা হইতে বঞ্চিত না হই, আর আপনার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া পুনরায় অনন্ত নরক ভোগ করিতে না ছুটি।"

তিনি বলিলেন, "সে কি কথা, হরিদাস? তুমি এরূপ কথা বলিতেছ কেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ ঠাকুর, আমি সত্য সত্যই আপনার চরণে অপরাধ করিয়াছি। গত কল্য যখন আপনি একটী বিষয় বুঝাইতে বুঝাইতে চুপ করিয়া, আমাকে বাটী যাইতে বলিলেন, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি প্রত্যহ আসিয়া আপনাকে বিরক্ত করি বলিয়া আপনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাই, আজ আপনার নিকট আসিব কি না, ভাবিতে ভাবিতে পথে একবার খানিকদূর আসিতে লাগিলাম, আবার খানিকটা ফিরিয়া যাইতে লাগিলাম। এইরূপে দোদুল্যমান-চিত্ত হইয়া আসিতে দেরী হইয়াছে। কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করুন।"

তিনি বলিলেন, "না, হরিদাস, তুমি প্রত্যহ আসিবে। আমি বিরক্ত হই নাই, হইবও না, বরং তুমি যদি না আইস, তবে অসন্তুষ্ট হইব।

গতকল্য কি বিষয় আলোচনা হইতেছিল, মনে আছে ত?"

আমি বলিলাম, "হাঁ ঠাকুর, আপনি আমাকে আমার স্বপ্ন-ব্যাপারটা বুঝাইতে বুঝাইতে "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ ইত্যাদি॥"—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এইবাক্যগুলি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পুনঃরায় কৃপা করিয়া উহার প্রথম হইতেই বলুন।"

তিনি বলিলেন,—"হরিদাস, বল ত 'ব্রহ্মাণ্ড' বলিতে কি বুঝ?"

আমি বলিলাম,—"ঠাকুর, 'ব্রহ্মাণ্ড'শব্দের অর্থ আমার মনে আছে। উহার অর্থ—চৌদ্দ ভুবন অর্থাৎ সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। ভূ, ভুবঃ, স্বর, মহঃ, জন, তপ ও সত্য—এই সপ্ত স্বর্গ ও তল, অতল, বিতল, সুতল, নিতল তলাতল ও রসাতল এই সপ্ত পাতালকে বুঝায়।"

পাগল বলিলেন, "ধন্য হরিদাস, তুমি কি শ্রুতিধর, যে আমি যাহা বলি, তাহাই তোমার কণ্ঠস্থ হইয়া যায়?"

আমি বলিলাম, "ঠাকুর, আমি শ্রুতিধর নহি। সব আপনারই কৃপা।"

তখন তিনি বলিলেন, "এই চতুর্দ্দশ ভুবনে জীবগণ স্ব-স্ব-কর্ম্মানুয়ায়ী সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মকারী জীবগণের এই ব্রহ্মাণ্ডই বিচরণ-ক্ষেত্র। এবিষয় তোমাকে পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে বলিয়াছি।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥" চৈঃ চঃ।

শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া জীবগণ এই চৌদ্দভুবনে সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তুমি প্রথমে স্বপ্নে যে চৌদ্দ প্রকার নূতন নূতন সৃষ্টি দেখিয়াছিলে, তাহা ঐ চৌদ্দ ভুবন। তৎপরে যে একটী নদী সাঁতরাইয়া পার হইলে, ঐটী বিরজা নদী। 'বিরজা' শব্দের অর্থ—যে স্থানে রজঃ অর্থাৎ মায়া বিগত হয়। জীবগণের বুদ্ধি মায়া অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ হইতে বিগত হইয়া গুণাতীত অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে ঐ নদীতে গুণত্রয় ধৌত হয়। গুণত্রয় হইল—রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ। রজগুণের দ্বারা সৃষ্টি, সত্ত্বগুণের দ্বারা পালন ও তমোগুণের দ্বারা নিধন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। জীবগণের বুদ্ধি এইরূপ নশ্বর, পরিবর্ত্তনশীল ত্রিধর্ম্ম হইতে ঐ স্থানে মুক্ত হয়।

তৎপরে যে একটী জ্যোতির্ম্ময় লোক দেখিলে, ঐ স্থানটীর নাম ব্রহ্মলোক। বিরজা নদী পার হইলে অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক বুদ্ধি নষ্ট হইলে জীবগণের বুদ্ধি জড়-বিচিত্রতাহীন ঐ ব্রহ্মলোকে স্থিত হয়। শ্রীভগবান্ যে সমস্ত অসুরগণকে স্বহস্তে সংহার করেন, তাহারা শ্রীভগবানের হস্তে হত হইবার সৌভাগ্য লাভ করায় ঐ ব্রহ্মলোকে স্থান পায়, আর নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জীবেরও অবস্থান ঐ স্থানে।

ঐ ব্রহ্মলোক পার হইয়া যে স্থানটী দর্শন করিলে, ঐ স্থানটীর নাম পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। কুণ্ঠা অর্থাৎ মায়া যে স্থান হইতে বিশেষরূপে গত হইয়াছে, তাহাই বৈকুণ্ঠ। বিরজাতে গুণত্রয় ধৌত হইলে জীবগণের ব্রহ্মলোকে অবস্থান হয়। সেই ব্রহ্মলোকে যাহারা নিজ অস্তিত্ব লোপ না করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহারাই পরব্যোমে অর্থাৎ চিদ্বিচিত্রতাপূর্ণ বৈকুণ্ঠ-গমনের অধিকারী। এই তুরীয় ধাম বৈকুণ্ঠে শঙ্খ,

চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ব্যূহাত্মক শ্রীভগবান্ শ্রীনারায়ণ-রূপে অবস্থান করেন। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যপ্রধান বুদ্ধিতে শ্রীভগবানকে সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক জানিয়া এবং নিজেকে সে তত্ত্বের দাসজ্ঞানে ভজনা করেন, তাঁহারা ঐ স্থানে শ্রীনারায়ণের সেবকরূপে অবস্থান করেন। শ্রীভগবানের পুরুষাবতার, লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতারগণও এই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। ইঁহারা শ্রীভগবানের আদেশক্রমে নিরূপিত সময়ে ইহ জগতে আগমন করতঃ ধর্ম্মসংস্থাপন ও অসুর-সংহারাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীভগবানের গুণাবতারও শক্ত্যাবেশ-অবতার নামক আর দুই প্রকার অবতার আছেন। এই সব অবতারগণের বিষয় তোমাকে পরে বিস্তৃত বলিব। এই স্থানটী শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-প্রধান স্থান।

এই পরব্যোম পার হইয়া তৎপরে যে স্থানটীতে গেলে, তাহা গোলোক এবং তৎপরবর্ত্তী স্থানটী যেখানে নীলবর্ণ জলপূর্ণ নদী, কদম্ব-কাননাদি দেখিলে, তাহা শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীভগবানের ইহা মাধুর্য্যপূর্ণ স্থান। শ্রীভগবান্ স্বয়ংরূপে অবস্থান করেন। এই স্থানে যে নদীটি নীলবর্ণ জলপূর্ণ দেখিলে উহার নাম শ্রীযমুনা। ঐ যমুনার উপর কদম্ব-বন এবং তথায় যে রঙ্গ-মঞ্চ দেখিলে, উহা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস-লীলা-স্থান। আর যে সমস্ত দেবী-মূর্ত্তি তথায় নৃত্যগীতাদি করিতেছিলেন, উঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রাণা ব্রজ-গোপীগণ এবং ঐ কৃষ্ণবর্ণ দেবটী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং। এই ভগবান্‌ই জীবগণের চরম উপাস্য বস্তু।

বদ্ধজীবগণ নিজ নিজ চেষ্টা দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ—শ্রীভগবৎপ্রেমা, তাহা ইঁহারা নিজ চেষ্টায় লাভ করিতে পারেন না। তাহা কেবল গুরু ও কৃষ্ণের কৃপা হইলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সকল সৌভাগ্যবান্ জীব সর্ব্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্মোভয়ে দেহ-সুখপ্রদ ধর্ম্ম অর্থও কাম এবং সূক্ষ্মদেহের সুখপ্রদ অচঞ্চলতারূপ মোক্ষ এই চারি প্রকার ধর্ম্ম ত্যাগকরতঃ শ্রীভগবানের একান্ত শরণাপন্ন হন, তাঁহারাই শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের কৃপায় পঞ্চম পুরুষার্থ যে ভগবৎ-প্রেমা, তাহার বীজ লাভ করিয়া থাকেন এবং নিজে মালী হইয়া সেই বীজ হৃদয়ে আরোপণ পূর্ব্বক হৃদয় ও কর্ণরসায়ন নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও ধামাদি বিষয় শ্রবণ ও কীর্ত্তন-রূপ জল সেচন করিতে থাকেন। এইরূপ জল সেচন করিতে ঐ বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, ভেদ করিয়া পরব্যোমে উপস্থিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডে, বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে ঐ ভক্তিলতার অবস্থান নাই। পরব্যোম, গোলোক এবং বৃন্দাবনে এই ভক্তিলতার অবস্থান আছে। ভক্তিলতা রসাশ্রিতা। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি প্রকার রসের দ্বারা ভক্তিলতা পুষ্ট হন। দাস্য ও সখ্য এই দুইটী রস আবার দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্য-প্রধান ও মাধুর্য্য-প্রধান। যে সমস্ত দাস ও সখা শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রিয়, তাঁহারা ঐ গোলোকতলদেশ পরব্যোমে অবস্থান করেন। এই তলদেশে অর্থাৎ পরব্যোমে বিশ্বাসময় সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণের অবস্থান নাই। শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে মাধুর্য্য-প্রধান দাস্য ও সখ্য এবং বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ রসাশ্রিত ভক্তগণ শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্ জীবগণ মধুর-রসাশ্রিত হইয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবা পাইয়া ধন্য হন।

এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি অপূর্ব্বভাবে পরিপ্লুত হইয়া আধ-আধ-কণ্ঠে প্রেমাশ্রুনয়নে এই গানটী গাহিলেন :—

শুন হে রসিক জন, কৃষ্ণ-গুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছা-কল্পতরু,
নাবিক সে ভব-পারাবারে॥
হৃদয় পীড়িত যার, কৃষ্ণ চিকিৎসক তার,
ভব-রোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জনে, প্রেমামৃত-বিতরণে,
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর॥
কর্ম্ম-বদ্ধ জ্ঞান-বদ্ধ- আবেশে মানব অন্ধ,
তারে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম-মধু দিয়া অন্ধ-ভাব ঘুচাইয়া
চরণে করেন অনুচর॥
বিধিমার্গ-রত জনে, স্বাধীনতা-রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণ-প্রেমাবেশ॥
প্রেমামৃত-বারিধারা, সদা পানরত তাঁরা,
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু-পতি।
সেই সব ব্রজজন, সুকল্যাণ-নিকেতন,
দীন হীন সেবকের গতি॥

গানটী শেষ করিয়া পাগল যখন চুপ করিলেন, তখন আমার বোধ হইতে লাগিল, সমস্ত বনটী যেন পাগলের ভাবে ভাবিত, সুতরাং আমিও পাগলের ভাবে ভাবান্বিত হইয়া পাগলের গীত গানটী আস্তে আস্তে গাহিতে গাহিতে চলিলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম যিনি স্থাবরাদিকেও তাঁর ভাবে ভাবান্বিত করিতে সমর্থ, "সে কেমন 'পাগল'।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

'প্রভাতী' নাম্নী সচিত্র মাসিক পত্রিকা অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবে বঙ্গদেশের অবস্থা" প্রবন্ধটী সমীচীন। লেখক পাবনার শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর জোয়াদ্দার। লেখক লিখিয়াছেন, "অধুনা যে স্থান নবদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রাচীন নবদ্বীপ-নগর তাহার প্রায় দেড়ক্রোশ উত্তরপূর্ব্ব-কোণে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন নবদ্বীপ-নগর ভাগীরথীর গর্ভে বিনষ্ট হইলেও তাহার কিয়দংশ অত্যুচ্চ ভূমিখণ্ড অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেন-বংশীয় বিখ্যাত রাজা বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও তদীয় বল্লালদীঘি নাম্নী সরোবরের চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ও যে স্থানে তিনি কাজীর দর্পচূর্ণ করেন, সে সকল স্থান এখনও বিদ্যমান আছে। গঙ্গার প্রবল স্রোতে প্রাচীন নবদ্বীপের উত্তর দিক ভঙ্গ হইলে অধিবাসীগণ ক্রমে দক্ষিণদিকে আসিয়া বাস করিতেই এই নূতন নবদ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে।"

রামচন্দ্রপুর কাকড়ের মাঠে কতিপয় মাড়োয়ারীর চেষ্টায় তথায় গোশালা হইয়াছে। কুলিয়ায় যে সহর বসিয়াছে, ইহা তাহারই সমৃদ্ধি। এই স্থান কাহারও মতে কোলদ্বীপ, কাহারও মতে মোদদ্রুমদ্বীপ অর্থাৎ মাউগাছির অন্তর্গত। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই স্থানে যে রামসীতার মন্দির নির্ম্মাণ করান তাহার ভগ্নাবশেষ খুঁড়িবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছিল তাহার ফলে এখানে গোশালা হইয়াছে।

তার্কিকগণ নানা চেষ্টাদ্বারা অন্যায় পূর্ব্বক ইহাকে অন্তর্দ্বীপ নবদ্বীপ করিতে সমর্থ হন নাই। যেহেতু ইহা 'বাহির দ্বীপ' বলিয়া প্রত্যেকেই আবহমানকাল জানিয়া আসিতেছে।

সীমন্তদ্বীপে বহুকাল হইতে শবরডাঙ্গা বা শরডাঙ্গায় একটী শ্রীজগন্নাথের প্রাচীন সেবা বর্ত্তমান। সেই দেবগৃহটী জীর্ণ হইয়া সম্প্রতি পতনোন্মুখ। শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ বাবাজী মহারাজ সেই জীর্ণ দেবালয়ের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সহৃদয় শ্রীগৌরভক্তগণ তাঁহার মন্দির-সংস্কার-কার্য্যে যথাযথ আনুকূল্য করিলে সেই কার্য্য সমাধা হইতে পারে।

ঢাকার কথক গৃহস্থ গোস্বামী সেদিনকার 'পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণ-সভায়' বলিয়াছেন, তিনি ৪৭খানি মাত্র পঞ্চরাত্রের সন্ধান করিয়াছেন। সন্ধানটা কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে আবদ্ধ। তাঁহার নিজের কিন্তু একখানি পঞ্চরাত্রেরও সংগ্রহ বা সন্ধান নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহার অভ্যন্তরে কি কি কথা আছে, তাহা পড়া থাকিত। কেবল সন্ধানে তিনি পাইয়াছেন, ৪৭ খানি পঞ্চরাত্র আছে। তাহাদের পরস্পরের মতের পার্থক্য আছে। মতের পার্থক্য থাকায় তাহা অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। আচ্ছা, বেদের শাখাও তো অসংখ্য এবং বিভিন্ন শাখার মতগুলিও তো অনেক, সুতরাং তাদৃশ বিভিন্ন শাখা দেখিয়াই কি তিনি বেদানুসরণে বিরত হওয়ায় অত্রি-লিখিত বৈদিক মত পরিহার করিয়া অন্য পথ লইয়াছেন? যে পথ লইয়াছেন, তাহাও তো তাহার মতে বিভিন্ন মতবিশিষ্ট, সেজন্য পাঞ্চরাত্রিক ভাগবত-পন্থাও তিনি ছাড়িয়াছেন। ভাগবত ছাড়িয়া এক্ষণে তিনি কি ধারা সাব্যস্ত করিবেন, তাহা তো অত্রির লিখিত গ্রন্থে আমরা পাই না। জনরব, তিনি সাধুনিন্দা করিয়া নামাপরাধ করিবেন। আমরা তাঁহাকে এই অপরাধ হইতে অবসর লইতে বলি। অনেকেই তো অনেক রকমে রোজগার করিয়া দিন গুজরান করে, সুতরাং অপরাধ ছাড়িয়া দিন যাপন কি তাঁহার পক্ষে ভাল নহে? তিনি মধ্যে কুলিয়া দর্শন-বিদ্যালয়ের ধুয়ায় ভুক্ত হইয়া কিছু দিন কি পড়াইয়াছেন, তিনিই জানেন, কিন্তু তাঁহার সেদিনকার পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। অধুনা আমরা জানি, তিনি মহাভারত শান্তিপর্ব্বের নারায়ণীয় অধ্যায়গুলি পাঠ করিয়া থাকিলেও মহাভারতকে অশুদ্ধ বলিবার ধৃষ্টতা তাঁহার হইত না। এখন দেখুন, বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষী কথকজী ডাক্তার রামগোপাল ভাণ্ডারকার মহোদয়ের ন্যায় পণ্ডিত না হইয়াও কেবল মাত্র ৪৭ খানি কাপাল, শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ পঞ্চরাত্র কলিকাতায় জম্বুদ্বীপের সন্নিধিতে দেখিয়া ফেলিলেন, কিন্তু ডাক্তার মহাশয় অন্যূন ২১৩ খানি পঞ্চরাত্র পড়িয়া, পঞ্চরাত্র হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে, সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন।

কথকজীউ বলেন শঙ্করাচার্য্য পঞ্চরাত্রকে অবৈদিক বলেন। নারায়ণের মুখ-নির্গলিত অপৌরুষেয় শাস্ত্র অবৈদিক, একথা কাহার মুখে শোভা পায়? কথকজীউ যে ভাগবত পড়িয়া প্রাণ ধারণ করেন এবং ভাগবত বেচা পয়সায় সংসারে বিচরণ করেন, সেই ভাগবত গ্রন্থ কিরূপে পড়িতে হইবে, তাহার খবর রাখেন না

কেন? শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর পরমাত্মসন্দর্ভ খানি একটু পড়িয়া থাকিলে তিনি তো জানিতে পারিতেন যে, শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে শ্রীগোস্বামী প্রভুপাদগণের কি মত গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয়? ঐ গ্রন্থের ১৭শ সংখ্যায় উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ ও শিবপুরাণদ্বয়ের বাক্য এই:—"স্বাগমৈঃকল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখং কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা। বারাহে "এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি। ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥ অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ। প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥"

কাল কলি। সুতরাং গোস্বামিগণের বংশে জন্মগ্রহণের পরিচয় দিয়া ও বৈষ্ণবের আরাধ্য বেদতন্ত্র পঞ্চরাত্রের গর্হণকারীকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিবার পিপাসা তাঁহার বংশোচিত কি না? এই গৃহস্থ গোস্বামিগণ স্বরূপতঃ কিরূপ ভক্তিবিরোধী অথচ ভক্তের সকল গ্রহণ করিয়া ভক্তের শিল, ভক্তের নোড়া ভাঙ্গ্‌ছেন্, ভক্তের দাঁতের গোড়া বা "যে ডালে বসেন, সেই ডালই কাটেন্" নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য পঞ্চরাত্র কিরূপে গর্হণ করিয়াছেন, তাহা বলিবার জন্য গোস্বামিসন্তান স্বয়ং প্রস্তুত হইয়াছেন কেন? ইহা পঞ্চোপাসক স্মার্ত্তে বলিলেই তো তাহার মুখে ভাল শোভা পাইত? এখন দেখুন, কথক ঠাকুর কিরূপ গোসাঞী। তিনি শঙ্করের পঞ্চরাত্র-গর্হণের কোন প্রতিবাদই চারিসম্প্রদায়ের অসংখ্য আচার্য্যের লেখনী হইতে পাঠ করিবার সৌভাগ্য লাভ না করিয়া সভাস্থলে নিজের চেহারা দেখাইয়া ফেলিলেন। আবার যদি সেইগুলি দেখিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে জগতকে ভুল বুঝাইবার জন্য কেন বিপ্রলিপ্সাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন? বহুলসম্প্রচারিত শ্রীরামানুজের প্রতিবাদ যে শঙ্কর-পঞ্চরাত্রদূষণ-বাদ নিরসনের উপযুক্ত ঔষধ, একথা একবারও ভাবিলেন না কেন?

বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের মতই প্রচলিত। তাহার মতই অব্যাহতভাবে প্রচলন করাই উচিত। এই অপরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা কথক ঠাকুরটীকে বুঝিতে আর কাহারও বাকী থাকিল না। কথকটী এতদিন বৈষ্ণবদের নিকট নিজের চিত্তবৃত্তি ঢাকিয়া রাখিয়া রঘুনন্দনের মত প্রচলন করিবার জন্য বৈষ্ণবগণের সহ বাহ্যে মিত্রতা দেখাইতে গিয়া প্রচ্ছন্ন শত্রুর কার্য্য করিতেছিলেন। নিতান্ত অনভিজ্ঞ বৈষ্ণবও এখন তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিতে পারিলেন যে, তিনি একজন রঘুনন্দন স্মার্ত্তের চেলা মাত্র। বৈষ্ণবের সহিত, শ্রীঅদ্বৈতচার্য্যের সহিত ও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত প্রকাশ্য শত্রুতা করিতে আর তাঁহার লজ্জা নাই। তাঁহার এই বাক্যে জানা যায় যে, তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতের প্রতিকূল মত পোষণ করিয়া পূর্ব্বগৌরব সীতানাথের পরিচয় লোপ করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অবশ্য জীব স্ব-কর্ম্মফলভুক্। তাঁহার নিজস্ব তিনি নিজেই নষ্ট করিতে পারেন। তাহাতে বৈষ্ণবগণ তাহাকে বাধা দিবে না। জীব এই স্বতন্ত্রতাবশেই হরিবিমুখ কর্ম্মকাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছেন। তবে জগতের অমঙ্গল করিবার অধিকার পাইতে তাহাকে কোন সাত্বত ভাগবতই সাহায্য করিবেন না। এখন দেখুন, গৃহস্থ গোস্বামী মহাশয় প্রকৃত গোস্বামীগণের মতের প্রতিকূলে নিজের স্বরূপ দেখাইলেন। ইহার সহিত গৌড়ীয়ের অথবা পারমার্থিকের সম্পর্ক আর কি আবশ্যক। শ্রীমাধবগৌড়ীয়ের, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের তাহা আদৌ আবশ্যক নাই। ইনি পঞ্চোপাসক শ্রেণীর গৌড়ীয়-বিরোধী ভদ্রলোক মাত্র।

কথকজী বলেন, বৌদ্ধ, শাক্ত, স্মার্ত্ত, শৈবতান্ত্রিক, বৈষ্ণবনামধারী সহজিয়াগণের গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ

সাত্বত পঞ্চরাত্র বা শুদ্ধ বৈদিক বৈষ্ণবগণের গ্রহণীয়। আমরা এ কথায় অনুমোদন করিতে পারি না। তাহার কারণ কথকজীই ভাল জানেন। রাসলীলা পাঠসূত্রে কথকতার ভঙ্গীতে সহযোগী 'শ্রীকৃষ্ণ'-সম্পাদক অত্যন্ত অভদ্র ভাবেরই পরিস্ফুরণ লক্ষ্য করিয়াছেন। শাক্তগণের "প্রবৃত্তে ভৈরবী-চক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।" কাপালগণের শৈবাগমোক্ত "দীক্ষা-প্রবেশমাত্রেণ ব্রাহ্মণো ভবতি ক্ষণাৎ।" অবৈদিক বিধান সাত্বত পঞ্চরাত্রের প্রচার-যোগ্য বিষয় নহে, এ কথা জানিয়া শুনিয়াও উদ্ধামূলে যদি কেহ শৈবাগমের সহিত শ্রীনারায়ণ-কথিত পঞ্চরাত্রকে সমশ্রেণীস্থ করেন, তাহা হইলে মহাভারতই সে কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মের নারায়ণীয় ৩৪৯ অধ্যায় প্রারম্ভে আমরা এই শ্লোকটী পাই :—'জনমেজয় উবাচ। সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ। জ্ঞানান্যেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রচরন্তি হ॥ কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি পৃথঙ্‌নিষ্ঠানি বা মুনে।' প্রশ্নের উত্তরে 'বৈশম্পায়ন উবাচ। সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা। জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানা মতানি বৈ॥৬৪॥ পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ং। পঞ্চরাত্র-বিদো যে তু যথাক্রমপরা নৃপ। একান্ত-ভাবোপ-গতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ॥ ৭২॥'

কথক ঠাকুর বলেন, গৌড়ীয়গণ পঞ্চরাত্র স্বীকার করেন নাই ও শ্রীমধ্বমুনি পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণব-দিগকে বৈদিক ব্রাহ্মণ স্বীকার করেন নাই, এই দুইটী কথার মীমাংসা তিনি শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচরিতামৃত, মহাভারত পাঠ করিলে এবং শ্রীমধ্বমুনি-চরিত ও তাঁহার রচিত ৪১ খানি গ্রন্থ পড়িলেই জানিতে পারিবেন এবং নিজের অনভিজ্ঞতার পারতম্য বুঝিতে পারিবেন। এখন দেখুন, কথকজী যে সব কয়েকটী বে-ফাঁস কথা বলিয়াছেন, সকলগুলিই তাঁহার অনভিজ্ঞতার পরিচয় অথবা বিপ্রলিপ্সা-দোষ-দুষ্ট। যাহাদের নিকট বলিয়াছেন, তাঁহারা এ সকল বিষয়ে আলোচনা না করার 'এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে' বাক্যের সার্থকতা হইয়াছে মাত্র। নতুবা সেই সভায় এই ভ্রান্তমত সাহস করিয়া কথকজী বলিলেন কেন?

আমাদের কর্ত্তব্য।

এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমরা কয়েকটী কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। এইদেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া স্বীয় নিত্য ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া ও আপনাকে অযথা ভোক্তৃত্বে আরোপ করিয়া অহংকর্তৃত্বাভিমানপূর্ব্বক আমরা কয়েকটী ঋণদায়-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। কর্তৃত্বাভিমান থাকা কাল পর্য্যন্ত আমাদের ঐ সকল পরিশোধ-কার্য্য কর্ত্তব্যের অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। দেব, ঋষি, ভূত, পিতৃ ও নৃগণের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য পাল্য হইয়া পড়ে। এই ঋণ পরিশোধার্থে আমাদের তখন পঞ্চযজ্ঞ করিতে হয়। হোমাদি দৈব যজ্ঞ-যোগে দেব-ঋণ পরিশোধিত হয়, অধ্যয়নাধ্যাপনাত্মক ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা ঋষিঋণ, পশু-পক্ষ্যাদিকে অন্নাদি-প্রদানরূপ ভৌত-বলি নামক ভূতযজ্ঞদ্বারা ভূতঋণ, মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের পোষণ এবং অন্নাদি ও উদকদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ দ্বারা পিতৃঋণ এবং অতিথি-সেবা, স্বদেশ-সেবা, তড়াগ-খনন প্রভৃতি মনুষ্য-যজ্ঞ দ্বারা নৃঋণ পরিশোধিত হয়। "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-পূজনং॥.........দেবতাতিথি-ভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনশ্চ যঃ। ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ ন জীবতি॥"—(মনু ৩।৭০,৭২)। 'অহং কর্ত্তা' এইজ্ঞান যতদিন প্রবল থাকিবে, ততদিন এইপঞ্চঋণ পরিশোধ আমাদের কর্ত্তব্য, তাহার অকরণে প্রত্যবায় ঘটে। যে ব্যক্তি উপার্জ্জনাদিদ্বারা বা অন্যোপায়ে আত্মোদর-

ভরণে ও স্ত্রী-সেবায় ব্যস্ত, সে যদি নিঃসহায় মাতাকে ভরণ পোষণ না করে, সে পাপী; সে যদি নরগণকে বিপন্মুক্ত হইবার সহায়তা না করে, তবে কর্ত্তব্য-হেলনজনিত তাহার দুষ্কৃত সঞ্চিত হয়। যাঁহাদের আমি ভোক্তা অভিমান থাকায় ভগবচ্চরণাপত্তির সম্যক্ স্ফুরণ হয় নাই, তাঁহারা নিজে কর্ত্তা হইয়া কার্য্য করেন। তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা-শাস্ত্রে গাহিয়াছেন,—প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" কার্য্যসমূহ ভগবন্নিয়মে কৃত হইল না বুঝিয়া অহঙ্কারী ব্যক্তি "আমি কর্ত্তা" এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। অহংকর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তিগণই কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক পুণ্য কর্ম্ম করিতে করিতে 'কর্ম্মী' এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইঁহারা পঞ্চঋণে আবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য পালনের দায়ী হইয়া পড়েন। নৃঋণ-পরিশোধের জন্য এইরূপ লোকে আতুরাশ্রম-প্রতিষ্ঠা, দৈব-দুর্ব্বিপাকগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্যদান প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

এই যে সব কর্ম্মীর কর্ত্তব্য, এইগুলি জীবের কতদিন থাকে, এই বিচার করিয়া যখন ধীরচেতাঃ দেখিতে পান, যে ইহাদের সহিত সম্বন্ধ কেবল যতদিন দেহ, ততদিন থাকিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সব যাইবে। আজ যে বাসনা-বশে এক দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি করা আবশ্যক মনে হয়, কল্য হয় ত' সে বাসনার লোপ পাইবে, অন্য বাসনা তাহার স্থান অধিকার করিবে, তখন তদুপযোগী আধিকারিক দেবতার প্রীণনে ব্যস্ত হইতে হইবে। আবার, ঋষিগণের মত একমাত্র নহে,—যতগুলি ঋষি "ততগুলি মত। সুতরাং অধ্যয়নাদি সকলের একরূপ নহে, একজনেরও সর্ব্বাবস্থায় একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থাভেদে ভূতযজ্ঞ বিভিন্ন প্রণালীর হইতে পারে। এ জন্মের পিত্রাদি পরজন্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। আজ ইঁহারা আমার স্বদেশবাসী; কাল উঁহারা স্বদেশবাসী হইবেন, আজ ইঁহাদের জন্য যত্ন করিতেছি, কাল উঁহাদিগের প্রতি বিরোধ করিতে হইবে। ইহাদের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন দেহের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই কর্ত্তব্যগুলি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। কর্ম্মীর হিসাবে আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মীরা যাহাকে "আমাদের কর্ত্তব্য" বলেন, তাহা আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং কর্ম্মীর ধারণাতে 'আমাদের কর্ত্তব্যে'র নিত্যত্ব নাই।

যাঁহারা সংসারকে দুঃখাত্মক দেখিয়া তাহা হইতে বিযুক্ত হইতে চেষ্টা করেন, মুক্তিই যাঁহাদের একমাত্র কামনা, তাঁহাদের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মুক্তিলাভের জন্য আমাদের যেগুলি কৃত্য হইয়া দাঁড়ায়, মুক্ত জীবের পক্ষে সেগুলি কর্ত্তব্য-স্থানীয় নহে। বদ্ধ-অবস্থায় দেব-দেবীর উপাসনাকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে, যত ফল্গু বৈরাগ্য আশ্রিত হইবে, ততই সেই উপাসনা নিরর্থক হইবে। লক্ষ্য, ইহা দ্বারা নির্ম্মলীকৃত চিত্তকে উপাসনা-ধ্বংসাত্মক অদ্বৈত-সিদ্ধিতে আরোপ করিতে হইবে। এখানেও দেখা যায়, কর্ত্তব্যের তারতম্য-প্রকারভেদ লক্ষিত হয়, নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের কিছু দৃষ্ট হয় নাই।

শুদ্ধ ভক্তের বিচার কিন্তু অন্যরূপ। তিনি তাঁহার স্বরূপ-বিভ্রমের হাত হইতে ছুটী করিয়া নিত্যস্বরূপ ভগবদ্দাস্যে অধিষ্ঠিত হইতে চাহেন। তাঁহার প্রাথমিক অবস্থা শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তিসেবা, তাহা শ্রীভগবৎসেবা, আর, উন্নত-অবস্থায় সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া শ্রীভগবানেই সেবা করিতেছেন। উপায় শ্রীভগবৎসেবা, আবার উপেয়ও শ্রীভগবৎসেবা। সুতরাং তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হইবার নহে। তাঁহার কর্ত্তব্য নিত্য ভগবদ্দাস্য। জীবের নির্ম্মল অবস্থাতেও ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া অন্য কর্ত্তব্যে

কখনও ব্যাপৃত হ'ন না। ভগবৎ-সেবাই "আমাদের কর্ত্তব্য"। ভক্তসেবা ভগবৎসেবারই অন্তর্গত, কেন না, ভক্তসেবা ব্যতিরেকে ভগবৎসেবা মঞ্জুরই হয় না। সুতরাং ভক্তসেবার সহিত ভগবৎসেবাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহা ছাড়া যে সকল অবান্তর কর্ম্ম আমাদের কর্ত্তব্যরূপে আত্ম-পরিচয় দিতেছে, তাহাদিগকে করযোড়ে বিদায় দিয়া সাধু-গুরু-পদাশ্রয়ে নামাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ শুদ্ধ-ভক্তিই একমাত্র আশ্রয়ণীয়. এই বিচার যে কাল-ক্রমে জীবের হৃদয়ঙ্গত হইবে, তাহা কে ভরসা দিবে? শুদ্ধভক্তি-পথে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের উক্তিমত শ্রবণ-কীর্ত্তন সম্যক্ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হইলে আমাদের কোন সুবিধা নাই। সুতরাং "আমাদের কর্ত্তব্য" বলিতে যেন আমরা ঐকান্তিকী হরিভক্তিকেই বুঝিতে পারি। আহা, এমন দিন আমার কবে হবে?

যমলার্জ্জুন।

যে বস্তুর অপক্ষয় এবং নাশ নাই, তাঁহাকে শাস্ত্র নিত্য বা সত্য বস্তু বলেন। এই সত্য বস্তুর বিচার করিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণ শ্রীভগবান্, জীব ও মায়াকে সত্য বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ পূর্ণ, জীব তাঁহার অণু ও মায়া তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি, যেমন সূর্য্য, কিরণকণা ও অন্ধকার। শ্রীভগবানের সেই অংশ জীব নিজপ্রভুর সেবা ত্যাগ করিয়া মায়ার সেবা লইতে ব্যস্ত হইলে, মায়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা জীব-শক্তির এই দেবীধামে বাস হয়। বাসনাময় দেহ বা লিঙ্গ দেহ দ্বারা আবৃত হইয়া সেই নিত্য বস্তু নিজতত্ত্ব ভুলিয়া জড়সুখ বাসনা করে। কিন্তু সেকালে স্থূল দেহ (ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম-নির্ম্মিত) না থাকায় তাহার জড় ভোগের অসুবিধা হয়। তাই বদ্ধজীব তখন বাসনানুরূপ একটা জড়দেহ লাভ করে। পরে সেই দেহে বাস করিয়া কর্ম্মানু-যায়ী ঐ দেহনাশে অন্য দেহ লাভ করে। এই-রূপ বিভিন্ন বাসনা-হত জীব বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণশীল হয়। শাস্ত্র বলেন—

> জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
> ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং।
> ত্রিংশল্লক্ষানি পশবশ্চতুর্লক্ষানি মানবাঃ॥

এগুলি যে কেবল মাত্র কল্পনা, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। শাস্ত্র শ্রীভগবানেরই বাণী। সমাধিলব্ধ-জ্ঞানে জ্ঞানী ভক্তগণই শ্রীভগবানের আদেশগুলি তদনুগ জীবগণের জন্যই লিখিয়া যান। আমরা অদ্য উক্ত বাক্য সমর্থনকারী একটী সত্য ঘটনার অবতারণা করিব।

রাজরাজ কুবেরের নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে দুইটি সন্তান ছিল। তাঁহারা পার্ব্বতীপতি শিবের শিষ্য। কোন সময় মদোন্মত্ত হইয়া অসৎপ্রবৃত্তিক্রমে স্ত্রীলোকদিগের সহিত নির্লজ্জভাবে ক্রীড়া করিতে-ছিলেন। এমন সময়ে স্বেচ্ছাবিহরণকারী দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠপথে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন স্ত্রীলোকেরা জগন্মান্য শ্রীনারদকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিয়া তাঁহার সম্মান করিলেন, কিন্তু মদমত্ত গুহ্যকদ্বয় দেবর্ষিকে উপেক্ষা করিলেন। সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট মুনিবর মদিরামত্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের ঐ অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—নিত্য ভগবদ্দাস জীব, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রী ইত্যাদির অহঙ্কারে মত্ত হইয়া শ্রীভগবানের সেবা ছাড়িয়া দেয়। তখন আত্মারাম না হইয়া শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য এই জড়দেহে 'আমি' বুদ্ধি করে, জড়দেহকে অজর ও অমর ভাবিয়া অজিতাত্ম হইয়া সেই দেহের পুষ্টি-সাধনে নির্দ্দয়ভাবে অন্য জীবের প্রাণনাশ করে। হায় হায়, সে তখন জানে না যে যে, দেহের জন্য সে এত করিতেছে,

তাহা দেবদেহ অথবা নরদেহ হউক, সেই দেহই হয় কৃমিকীট, না হয় ভস্ম অথবা বিষ্ঠায় পরিণত হইবে। এইরূপ মদান্ধব্যক্তির দরিদ্রতাই মহৌষধ। কারণ, যে ব্যক্তি নিজে কষ্ট পায়, সে অপরের কষ্ট বুঝিতে পারে, আর সর্ব্বদা অভাবক্লিষ্ট হেতু তাহার কোনরূপ অহঙ্কার আসিতে পারে না। এইরূপ নিরভিমানই, সাধু-কৃপা লাভ করিয়া শ্রীভগবানকে পাইতে পারে। অতএব দয়া করিবার মত দুইটী জীব আমার সম্মুখে।" এইরূপ বলিয়া সর্ব্বজীববন্ধু শ্রীনারদ ঐ গুহ্যকদ্বয়কে মর্ত্ত্যে বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। পরমকারুণিক ঋষিবর তখন বলিলেন—আমার কৃপায় তোমাদের পূর্ব্বস্মৃতি থাকিবে আর সর্ব্বজীব-প্রভু শ্রীভগবান্ তোমাদিগকে নিজ হস্তে পাপমুক্ত করিবেন।

পাঠকবর্গ! এখন দেখুন ঐ বৃক্ষদ্বয় কোথায়? আজ চলুন, আমরা সাধুমুখে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ১০ম অধ্যায় পাঠ শুনি। তখন আমরা শুনিব, এবং ভক্তকৃপায় দিব্যনয়ন লাভ হইলে দেখিব যে, একদিন মা যশোদা শিশুরূপী ভগবানকে স্নেহবশে ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া সামান্য জননীর ন্যায় সেই শিশুর ব্যবহারে ক্রুদ্ধা হইয়া বন্ধন করিবার অনেক প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতার সমস্ত চেষ্টাই বালকের নিকট বিফল হইল। কেননা, এ যে সামান্য বালক নহে—এ যে ত্রিভুবনপতি। অনেক চেষ্টার পর, মা যশোদা অসমর্থ হইলে মাতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভক্তবৎসল বন্ধন স্বীকার করিলেন। শিশুকে বন্ধনাবস্থায় রাখিয়া নন্দরাণী কার্য্যান্তরে গমন করিলে, দামোদর তখন নিজ ভক্ত শ্রীনারদের বাক্য সত্য করিবার জন্য নিকটস্থিত যমল ও অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে গমন করিয়া উদূখলটী বন্ধনপূর্ব্বক এরূপভাবে আকর্ষণ করিলেন যে, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ দুইটী ভূমিসাৎ হইল, আর অমনি দিব্য রূপবান দুইটী গুহ্যক সাক্ষাতে আসিয়া শিশুরূপী নিজ নিত্যপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। নিজেদের অপরাধ দূর করিয়া শ্রীভগবানের সেবায় উৎকণ্ঠা জানাইলে শ্রীভগবান্ উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—আমি তোমাদিগের সব কথাই জানি। মদভরে মত্ততা হেতু তোমরা অন্যায় করায় শ্রীনারদ তোমাদিগকে বৃক্ষযোনি-প্রাপ্তির অভিশাপ দেন। তোমরা শ্রীনারদের এই ব্যবহারটী অন্যায় ভাবিও না। কারণ, সাধুরা সমদর্শন ও সূর্য্যের ন্যায়—তাঁহাদের শত্রু নাই, মিত্রও নাই। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ চক্ষুর অন্ধকার দূরে যায়, সেইরূপ আমার ঐকান্তিক ভক্তদর্শনে জীবের সংসারবন্ধ ছুটিয়া যায়। তোমরা বড়ই ভাগ্যবান্। তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর এবং আমাতে ভক্তিমান হইয়া কৃতকৃতার্থ হও। তখন বন্ধনমুক্ত গুহ্যকদ্বয় শ্রীভগবানকে বার বার প্রদক্ষিণ ও ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

তাই শাস্ত্র বলেন, শ্রীভগবানকে ভুলিয়া জীবের সংসার-গতি হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সাধুর চরণে দোষী হওয়ায় সেই জীব নিকৃষ্ট বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি জন্ম লাভ করে, কারণ, সাধুরা ভগবান ছাড়া অন্য কিছুই জানেন না, শ্রীভগবান্‌ও ভক্তছাড়া জানেন না। তাই ভক্তগণ ভগবানের হৃদয়কে নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ করায় ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা বিরাজ করেন। অতএব আমরা ভ্রমেও যেন প্রকৃত সাধুর চরণে অপরাধ না করি। তাহা হইলে ভবনদীর পরপারে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন-তরী কর্ণধারকে ছাড়িয়া নদী পার হইবার ন্যায় আমাদের সমস্ত যত্নই বিফল হইবে।

প্রকৃত বন্ধু কে ?

দুই ব্যক্তির পরস্পর আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুতা। বন্ধুতা প্রায়ই সমভাব ও সম-মতাবলম্বী ব্যক্তির সহিত হইয়া থাকে। মানুষ কখনও একা থাকিতে পারে না; পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া থাকিতে ভালবাসে, নির্জ্জন বাসকে কঠোর সশ্রম কারাবাস হইতেও অধিকতর কষ্টকর বলিয়া মনে করে। বন্ধুতা মানবের স্বভাব গত। মানব যখন অতিশয় স্বজাতিপ্রিয়, সে তখন যে সমস্বভাব ব্যক্তির সহবাস করিতে ইচ্ছুক হইবে এবং যে ব্যক্তির সহিত মনের বিশেষ ঐক্য হয়, তাহার সহিত বন্ধুতা-বন্ধনে যে আবদ্ধ হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

প্রকৃত বন্ধু যেরূপ মহোপকারক, কপট বন্ধু তদ্রূপ মহা-অনর্থের মূল। কপট বন্ধু প্রথমতঃ লোকের সুসময়ে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া আনুগত্য ও সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিতে থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই সর্ব্বনাশ করিয়া নিজকার্য্য সাধন করিয়া লয়। কপট বন্ধুর এইরূপ অসদ্ব্যবহারে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও এখনও হইতেছে, তাহা বলা যায় না। কপট বন্ধুকে প্রকৃত বন্ধু মনে করিয়া অনেকে অনেক সময় তাহাদের উপদেশানুসারে চলিয়া নরকের পথে অগ্রসর হয়। যিনি আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি আমাদের বিপদে নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করেন, সম্পদে আনন্দিত হন, যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে অকুণ্ঠিত, আপনাকে বিপদে ফেলিতেও প্রস্তুত, তাঁহাকেই নীতিশাস্ত্রকারগণ প্রকৃত বন্ধু বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন, মাতাপিতা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কারণ, মাতাপিতার নিকট আমরা যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হই, জগতে এরূপ কাহারও নিকটে পাই না। আবার কোনও নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে—

> "উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
> রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥"
> উৎসব, ব্যসন আর দুর্ভিক্ষ, সমর।
> শ্মশান, রাজার দ্বার আর শত্রুডর॥
> এসবে সহায় যার যেই জন হয়।
> সে জন তাহার বন্ধু জানিবে নিশ্চয়॥

এই সকল উপকার জাগতিক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইলেও পারলৌকিক ব্যাপারে অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে গৌণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু, আমরা তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার চরণ-সেবাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাঁহাকে ভুলিয়াই আমরা এই নশ্বর জগতে আসিয়াছি। মৃত্যুর পরও আমাদের আত্মার বিনাশ হইবে না, কর্ম্ম বশতঃ নানা যোনিতে ঘুরিতে থাকিবে। যাহা প্রকৃত আমি, তাহা পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহ নহে, তাহাই আত্মা এবং সেই জীবাত্মার স্বরূপই কৃষ্ণের নিত্য দাস। পূর্ব্বোক্ত উপকারগুলির অস্তিত্ব ক্ষণকাল জন্য, মনুষ্যের মৃত্যু হইলেই সব শেষ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের সম্মুখে অসীম অনন্ত কাল বর্ত্তমান, ইহার তুলনায় মানবজীবন অল্পকালস্থায়ী। হরিভজন না করিলে অনন্তকাল ব্যাপিয়া পুনরায় চৌরাশীলক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া এই দুঃখময় সংসার-সাগরে আমাদিগকে হাবু ডুবু খাইতে হইবে। তাই বলি, যিনি হরিভজনে সহায় হন, সদুপদেশের দ্বারা মায়িক জড়াসক্তি কাটাইয়া দিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করেন, তিনিই আমাদের যথার্থ অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধু। যাহারা উপকার বা উপদেশের দ্বারা আমাদের জড়াসক্তি বৃদ্ধি করিয়া কৃষ্ণোন্মুখতা হ্রাস করিয়া দেয়, তাহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন। এমন কি, পিতা, মাতা, গুরু, দেবতা প্রভৃতি কেহই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নন, যদ্যপি তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীহরির

পাদপদ্মে ভক্তি করিতে উপদেশ না দিয়া হরিভজনে বাধা দেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—(ভাঃ ৫।৫।১৮)

> গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
> পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
> দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
> ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুং॥

অসৎ শিক্ষকমাত্রকেই বর্জ্জন করিবে। তাই বলিতেছেন যে, যিনি সমুপেতমৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি গুরু, স্বজন, পিতা, জননী, দেবতা বা পতিপদ্য হইতে পারেন না। অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ ভীষণ সংসার-সাগরে পতিত জনকে ভক্তিমার্গের উপদেশ দ্বারা উদ্ধার না করিয়া কেবল লৌকিক সম্বন্ধে গুরু বা স্বজন এবং পিতা বা মাতা এবং দেবতা বা পতিরূপে পরিচিত হওয়া উচিত নহে। কেবল ব্যবহারিক গুরু হইলে বরং প্রত্যবায়ভাগীই হইতে হয় এবং তাদৃশ গুরু শিষ্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বামনাবতার ভগবান্ বলিরাজের সমীপে ত্রিপাদ ভূমি যখন প্রার্থনা করেন, তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে তাদৃশ দানে নিষেধ করেন। কিন্তু বলিরাজ গুরুদেবকে উপেক্ষা করিয়া বামনদেবকে দান করতঃ ভগবান্‌কে স্বীয় আবাস-স্থলে আবদ্ধ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে বিভীষণ রাবণের স্বজনকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে ভগবদ্দ্বেষী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। খট্টাঙ্গ রাজা ইন্দ্রাদি দেবতা-গণকে এবং গোচারণকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন বয়স্য বালকগণের দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ সমীপে অন্ন প্রার্থনা করেন, তখন গোপজাতি বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ ভূত-ভাবন ভগবানের উদ্দেশে অন্ন প্রদান করিবার উদ্দেশে স্ব স্ব পতি ব্রাহ্মণগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সকলে স্বয়ং অন্নাদি হস্তে সেই গোচারণ-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতএব যাঁহার উদ্ধার করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহার গুরু হওয়া উচিত নহে এবং তজ্জন্য বৃত্তি গ্রহণ করাও অবিধেয়। তাদৃশ ব্যক্তির পুত্র উৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে, যে কেবল পশুর ন্যায় পুত্রকে ভোগেই নিরত রাখে; পরিণামের জন্য পুত্রকে ধর্ম্মোপদেশ-প্রদানে অসমর্থ; এবং সে দেবতার বলি গ্রহণ গ্রহণ করাও উচিত নহে এবং সে পতিরও কেবল কাম-চরিতার্থের নিমিত্ত স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নহে, যিনি তাহাদিগকে পরমার্থের পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হন। অতএব ব্যবহারেই শত্রু-মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি পরমার্থ-বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনিই যথার্থ বন্ধু এবং সেইরূপ বন্ধুরই সহবাসে থাকা উচিত। নীতিশাস্ত্রে যথা—

> "ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
> ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥"
> এ জগতে কেহ কারো শত্রু মিত্র নয়।
> ব্যবহারে শত্রু মিত্র পরিচয় হয়॥

নীতিশাস্ত্রে আরও কথিত আছে যথা,—

> "ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
> ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥"
> বিদ্যার সমান মিত্র আর কেহ নাই।
> রোগের সমান শত্রু দেখিতে না পাই॥
> স্নেহের সামগ্রী কেবা সন্তান সমান।
> দৈব হৈতে শ্রেষ্ঠ বল নাহি বিদ্যমান॥

এখানে যে 'বিদ্যা'র কথা কথিত হইল, তাহা যদি জড়বিদ্যা অর্থাৎ অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া গ্রহণ করি, তবে উহাকে প্রকৃত বন্ধু বলা যাইতে পারে না। কারণ, জড়বিদ্যা দ্বারা জীবের জড়াসক্তি প্রবল হয় এবং নিত্য পরমবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ হইতে জীব দূরে পড়িয়া নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় ঘোর সংসারে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। তখন

হৃদয়ের আর্ত্তি জানাইয়া নিতান্ত কাতর প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত গীতি 'শরণাগতি'র গান করিয়া বলিতে থাকেন—

বিদ্যার বিলাসে, কাটাইনু কাল,
পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ, না ভজিনু কভু,
এখন শরণ তুমি॥
পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল,
জ্ঞানে গতি হবে মানি।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্ব্বল,
সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি॥
জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা।
সেই গাধা হয়ে, সংসারের বোঝা,
বহিনু অনেক কাল।
বার্দ্ধক্যে এখন, শক্তির অভাবে,
কিছু নাহি লাগে ভাল॥
জীবন যাতনা, হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা, ঘটিল বিষম,
সে বিদ্যা হইল শেল॥
তোমার চরণ বিনা কিছু ধন,
সংসারে না আছে আর।
বিনোদ-সেবক জড়বিদ্যা ছাড়ি,
তুয়া পদ করে সার॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও তাঁহার 'প্রার্থনা'তে বড় দুঃখে লিখিয়া গিয়াছেন—

নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিতাই পদ পাসরিয়ে,
অসত্যেরে সত্য করি মানি॥

"বিদ্যামধ্যে কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ?" এই কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীরামানন্দ রায় বলিয়াছিলেন যথা, চৈতন্যচরিতামৃতে

"প্রভু কহে, বিদ্যা মধ্যে কোন্ বিদ্যা সার।
রায় কহে, কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥
কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)

শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার 'শিক্ষাষ্টকে' বলিয়াছেন—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥

চিত্তরূপ দর্পণের মলনাশক, সংসাররূপ মহা-দাবানলের নির্ব্বাপক, কল্যাণরূপ কুমুদের প্রকাশ-বিষয়ে জ্যোৎস্নাপ্রদ, বিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বৃদ্ধিকারী এবং পদে পদে সম্পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন-কারণ ও সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর পরম শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের বিশেষ জয় হউক।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, হরিসংকীর্ত্তনই বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ এবং হরিভক্তিশূন্য জীবন প্রাণহীন শবের ন্যায়।

বিদ্যাবধূর জীবন, হয় যাহা সর্ব্বক্ষণ,
তত্ত্বজ্ঞান করে বিতরণ।
পরাবিদ্যা হয় যাহা, প্রদান করয়ে তাহা,
কৃষ্ণভক্তি জীবের জীবন॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন—সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া, অতএব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মতিই প্রকৃত নিত্য-বিদ্যা

যা পরাবিদ্যা—উহাই অবিদ্যা-বিনাশকারিণী। এই কৃষ্ণসেবায় মতি বা পরাবিদ্যায় জীবনই আবার শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। অতএব শুদ্ধ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকারীই প্রকৃত বিদ্বান্ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত। সুতরাং নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার সঙ্গ-লাভ হইলেই জীবের চরম কল্যাণ সাধিত হয়। ভগবানে ভক্তিই জীবের একমাত্র আবশ্যক। এই উপকার ভক্তেরই নিকট পাওয়া যায়; ভক্ত সর্ব্বদা হরিভক্তির কথা বলিয়া থাকেন এবং জীবকে হরিভজন করিতেই উপদেশ দেন। এই প্রকার হরিভক্ত বন্ধু অতি দুর্ল্লভ! যাঁহার এইরূপ বন্ধু আছে, তিনি অতি ভাগ্যবান্—তাপিত প্রাণ জুড়াইতে, শোকের দীর্ঘশ্বাস কমাইতে, দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে, বিপদের সময়ে হৃদয়ে ধৈর্য্য ও সাহস ঢালিয়া দিতে এমন আর কেহই নাই। উৎসবের সময় প্রকৃত বন্ধু আনন্দ বর্দ্ধন করেন, বন্ধুর কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিলে আনন্দ হয়, এরূপ বন্ধুর অভাবে জীবন বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, এরূপ ভক্ত-বন্ধু ব্যতীত আমাদের নিত্য পরম বন্ধু হরিকে লাভ করা যায় না, যে হেতু সেই জগন্নাথ হরি ভক্তেরই অধীন, তাই শাস্ত্রে তাঁহার অনেক নাম শুনা যায় যথা, দীনবন্ধু, জগবন্ধু, দীননাথ, পতিত-পাবন, ভক্তবৎসল ইত্যাদি। ভক্তের ডাকে তিনি কখনও না আসিয়া থাকিতে পারেন না, তাই ভক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ প্রভৃতিকে দর্শন দিয়া তাঁহার দীনবন্ধু, ভক্তবৎসল নামের মাহাত্ম্য জগতে জানাইয়াছেন। আবার, ভক্তগণও তাঁহাকে দীনবন্ধু, জগন্নাথ, বিশ্বম্ভর প্রভৃতি জানিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন যথা,—

মাধব বহুত মিনতি করু তোয়।
দেহি তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু
দয়া জানি না ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণ লেশ না পাওবি,
যব তুঁহু করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগত কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু, পাখীয়ে জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম-বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ;
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

যে দিন আমাদিগকে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, সে দিন ভাই বল, পিতামাতা বল, অন্যান্য স্বজন বল, ইতর বন্ধু-বান্ধবই বল, কেহ আমাদের সঙ্গে যাইবে না এবং কেহই আমাদিগকে এখানে রাখিতে পারিবে না, প্রাণের বন্ধু-বান্ধব, ধন-রত্নাদি সমুদয় ফেলিয়া একাকী-যাইতে হইবে। সে সময়ে এই দুস্তর ভব-সাগরর পারের কেহই সাহায্য করিবে না। একমাত্র শ্রীহরির নাম—যাহা তাঁহা হইতে অভিন্ন, আমাদিগকে পারে লইয়া যাইতে সমর্থ। তাই বলি; যদি ভব-সমুদ্র-পারে যাইবার কাহারও বাসনা থাকে, তবে সেই অসময়ের বন্ধু শ্রীহরির পাদপদ্মে একান্ত ভাবে শরণ লও, তিনি অনায়াসে এই দুস্তর ভব-পারাবার পার করিয়া দিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় দিবেন, আর আমাদিগকে পুনরায় চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ফিরিতে হইবে না—ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া চিরশান্তি লাভ করিব।

যিনি ভগবানের শ্রীচরণ-কমল আশ্রয় করেন, তাঁহার নিকট এই দুস্তর ভবার্ণব গোষ্পদতুল্য প্রতীয়মান হয়। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—(ভাঃ ১০।১৪।৫৬)

সমাশ্রিতা যে পদপল্লব-প্লবং
মহৎ পদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদং ন তেষাং॥

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মহৎ পুণ্যযশ পদ-পল্লব রূপ প্লব আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভবাম্বুধিকে বৎস-পদ জ্ঞান করেন। তাঁহাদের পরম পদ অনায়াসে লভ্য হয়। তাঁহাদের বিপদের কোনও ভয় থাকে না।

পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণের যশ।
যাহার শ্রবণে হয় হৃদয় সরস॥
এহেন কৃষ্ণের পদ-পল্লব-প্লবনে।
সাধুরা করেনে সদা আশ্রয় গ্রহণে।
সংসার-সাগর পার হবে নির্ভয়েতে॥
আশ্রয়-প্রভাবে ভাই, সংসার-সাগর।
বৎসপদতুল্য হয় জানি নিরন্তর॥
আর সেই কৃষ্ণপদপল্লব-প্লবন।
আশ্রয়েতে লাভ হয় বৈকুণ্ঠ-ভবন॥
তথা হৈতে কোন কালে না হয় পতন॥
তব সন্নিধানে সব করিনু কীর্ত্তন॥
অতএব সব ছাড়ি ভজ কৃষ্ণপদ।
পরম আনন্দ পাবে, হবে নিরাপদ॥
যাহারা লভেছে কৃষ্ণচরণে শরণ।
বিপদের মাথায় তারা করি পদার্পণ॥
নির্ভয়েতে জগমাঝে ভ্রমিয়া বেড়ান।
সত্য সত্য এই বাক্য না ভাবিহ আন॥

হায়! এমন দিন কবে দেখিব, যেদিন আমরা বন্ধুবান্ধব সকলে এই অসার নশ্বর সংসারে নিজে ভোক্তা সাজিয়া 'আমি আমার' করিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সময় থাকিতে সেই প্রাণবন্ধুর অভয় শ্রীচরণ-কমলে স্ত্রী, পুত্র, ধন, রত্নাদি যথাসর্ব্বস্ব অর্পণকরতঃ তাঁহার শ্রীচরণে একান্তভাবে আশ্রয় লইয়া প্রাণ ভরিয়া বলিব—

বঁধু! কি আর বলিব আমি।
জীবনে, মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া,
নিশ্চয় হ'লাম দাসী॥
একুলে ওকুলে, মোর কেবা আছে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দুটী কমল পায়॥
আঁখির নিমেষে, যদি নাহি দেখি,
তবে যে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয়, পরাণ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

নামাপরাধ।

কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে আমরা নামাপরাধের উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদেশ আছে, "অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণ নাম।" অপরাধ-শূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম না করিলে কৃষ্ণনাম হয় না, অক্ষরমাত্র উচ্চারণে শ্রীনামী ভগবান্ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীনামের শরণ লওয়া হয় না। এই জন্যই এত নাম করিয়াও শ্রীনামাশ্রয়ের ফল কৃষ্ণপ্রেম আমাদের উদয় হইতেছেনা। অপরাধ থাকা কালে নামকীর্ত্তনের স্থলে কেবল বিষয়-কীর্ত্তনই করিয়া

যায়। এরূপভাবে 'কোটি জন্ম করে যদি নাম-সঙ্কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেম-ধন॥" (চরিতামৃত)। কিন্তু বহু মানবের এমনি দুর্ভাগ্য যে, তাঁহারা অসৎব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জানিবার সুযোগ পান নাই যে, 'নামাপরাধ' বলিয়া এক তত্ত্ব আছে, তাহা নাম-সেবার বাধা। তাঁহাদের ধারণা যে, 'যাহাই করা যাউক না কেন, নামের যখন এত মাহাত্ম্য আছে, তখন আমরা যেভাবেই নাম করি না কেন আমাদের সুবিধা হইয়া যাইবে।' নামাপরাধী বিষয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নামাপরাধমুক্ত হইবার কোনও যত্নই করেন না, বরং বৈষ্ণব-বিদ্বেষ পোষণ করিতে শিক্ষা করিয়া তাঁহারা আরও অপরাধ বর্দ্ধন করিয়া হরিভজন-বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। আমিও নামাপরাধী, কিন্তু আমাতে ও তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমি দীনাতিদীন, হতভাগ্য হইয়াও সাধুগুরু-চরণে নামাপরাধ-বিচার-শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার যত্ন করিতেছি, আর তাঁহারা এ সকল সংবাদ না পাইয়া, অথবা সংবাদ পাইয়াও তাহাতে আবশ্যক-মত মনঃসংযোগ করিতেছেন না, যেহেতু তাঁহারা সাধুগুরু-পদাশ্রয়পূর্ব্বক আদর্শ দেখিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত আছেন। সৎ-সঙ্গের অভাবে তাঁহাদের এই অসুবিধা। তাঁহারা অসাধুকে সাধুত্বে আরোপ করিয়া শ্রীজগদানন্দ প্রভুর আদেশ বুঝিবার অবসর পাইতেছেন না যে, "অসাধুসঙ্গে ভাই, হরিনাম নাহি হয়। নাম বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥ কভু নামাভাস, সদা নাম-অপরাধ। ইহাই জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥" অসাধুকে সাধুত্বে বরণ করিলে 'সাধু' সংজ্ঞার অপব্যবহার ও সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ হইয়া যায়। সুতরাং অপরাধশূন্য শুদ্ধ-নামাশ্রয় করিতে হইলে অসাধুসঙ্গ দূরে পরিহার করিয়া যথার্থ সাধুসঙ্গ করিতে হয়। যথার্থ ভগব-দ্বিশ্বাসীর চরণাশ্রয় না করিলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসরূপ সমূহ অনর্থরাশির মূল আমাদিগকে অনন্তকাল বদ্ধ রাখিবে।

নামাপরাধের মূলে কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি ও আমাদের ভোক্তৃত্ব-বুদ্ধিই পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইতে অহং-কর্ত্তৃত্ব, 'আমি বুদ্ধিমান্' ইত্যাদিরূপ জড়াভিমান প্রবল হইয়া আমাদিগকে নামাপরাধে পাতিত করে। নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হয় না, রুচি জন্মে না। আমরা স্বয়ং শ্রীনামে অবিশ্বাসী বলিয়া কপট বিশ্বাস দেখাইয়া অশ্রদ্দধান হরি-বিদ্বেষি জনকে পর্য্যন্ত নাম উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হই, যেন নাম একটী খেলার সামগ্রী, তাহাকে একটু খেলা করাও চলে। শ্রীনামে অশ্রদ্ধাই এরূপ অনাচারের কারণ। শ্রীনামকে স্বয়ং নামী হইতে অভিন্ন বুদ্ধি না করিয়া অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত তাহার সাম্য মনন করিয়া শ্রীনামে অশ্রদ্ধা সংগ্রহ করি, শ্রীনামের যোগে আমরা রোগ-নিরসন, জাগতিক বিপন্নিবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হই। আবার, অনুরূপ দুর্ব্বুদ্ধিবশে বলি—'আচ্ছা, নামের মাহাত্ম্য যদি এতই হয়, তবে আর ভাবনা কি? আমরা যতই পাপ করি না কেন, দিনান্তে নাম করিয়া সে পাপ খণ্ডন করিয়া লইব, আবার পাপ করিব, আবার নাম করিয়া নাশ করিব ইত্যাদি।' আর হরি বলিতে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে না বুঝিয়া "নিরঞ্জন হরি", "নিরাকার হরি" "চিদানন্দ হরি" প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া রসশেখর শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব হইতে হরিকে পৃথগ্‌রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া শুষ্কজ্ঞান অবলম্বনরূপ ঈশ্বরে অবিশ্বাস পোষণ করিয়া প্রকারান্তরে হরি-নামের অর্থ কল্পনা করিয়া বসি। আবার, হয়ত 'রোচনার্থা ফলশ্রুতি' জ্ঞানে অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্মেষের জন্য যেরূপ কর্ম্মাঙ্গগুলির প্রশংসা কীর্ত্তিত

হয়, অথচ সেগুলির কীর্ত্তিত ফলসকল সত্য নহে, হরিনামের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনও তদ্রূপ প্রশংসা-মাত্র, এইরূপ মনে করিয়া হরিনামে অর্থবাদ মনন করিয়া তাহাতে রুচিবিশিষ্ট হই না। অন্যদিকে দাম্ভিকতা-বশে নূতন মত প্রকাশ করিয়া নূতন নূতন অবতার চালাইয়া বেদশাস্ত্র ও তদনুগ শ্রীমদ্-ভাগবতাদি পুরাণ, তদনুগ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত তন্ত্র প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্র হরিনামের মহিমা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের নিন্দা বা তৎপ্রতি অনাদর, অনাস্থা স্থাপন করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতেরই অথবা যাঁহারা স্বকপোলকল্পিত মত প্রচলন করেন, তাঁহাদের আনুগত্যে দুষ্ট সেই মতেরই প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য প্রয়াস পাইবার দুর্ভাগ্য অর্জ্জন করি। আর যে গুরুসকাশে শ্রীনাম-মহামন্ত্র পাই, তাঁহাকে আমাদেরই ন্যায় মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া, তিনিও আমাদেরই ন্যায় ভ্রান্ত, অতএব তাঁহার প্রদত্ত ভক্তি-সাধনোপায় শ্রীনামভজন সমীচীন না হইতেও পারে, এই সন্দেহ পোষণ করিয়া গুর্ব্ববজ্ঞা করিয়া ভজনক্রিয়া ত্যাগ করি। আবার শিবাদি দেবতাকে ভাগবত বুদ্ধি না করিয়া স্বতন্ত্র দেবতাজ্ঞানে বৈষ্ণবশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক শ্রীনাম মহামন্ত্রে আস্থা হ্রাস করি, কিংবা সাধুনিন্দা করিয়া সাধুসঙ্গে রুচির অভাবে অসৎসঙ্গ করিতে করিতে নরকের পথে অগ্রসর হই। নামাপরাধ এই দশবিধ। পদ্মপুরাণে এই দশাপরাধ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ক্রমসন্দর্ভে "শ্রবণং কীর্ত্তনং" শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামীপ্রভু তাহাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, জৈব-ধর্ম্ম ও শ্রীহরিনাম-চিন্তামণিতে এই দশাপরাধের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন। এখানে তাহারই বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

পদ্মপুরাণে অপরাধের ফল বলিতেছেন যে, সর্ব্ব অপরাধ করিয়াও হরিকে আশ্রয় করিলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। আবার, যে নরাধম হরির প্রতি অপরাধ করে, নামাশ্রয় করিলে নামবলে কখন কখন তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু সকলের সুহৃদ্ যে শ্রীনাম, যেইরূপে ভগবান্ প্রপঞ্চে জীবোদ্ধার জন্য অবতীর্ণ, সেই শ্রীনামের প্রতি অপরাধ করিলে অধঃপতনই তাহার ফল। পাপী লোক বরং ভাল, কেন না, তাহার পাপ-প্রবৃত্তিতে ঘৃণা আসিয়া সাধুসঙ্গপ্রভাবে একদিন তাহার পাপমতি বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নামাপরাধী ব্যক্তির আর উপায় নাই, কেন না, নিজে সর্ব্বজ্ঞ, অভিমানে সে সাধুসঙ্গ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত নহে। এই নামাপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবে যদি প্রগাঢ় ভক্তি করিয়া নিরন্তর নাম করিতে করিতে অপরাধ দূর করিতে যত্ন করে, তখন তাহার অসাবধানতা জনিত অপরাধ ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানকৃত অপরাধের মোচন নাই! পদ্মপুরাণেই আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

ভবঘুরের উক্তি।

ওহে ব্রহ্মচারি ভায়া, খবর, যে জবর, সংবাদ জান কি? 'আপনি রহেন ডহর পানিতে, পোলাকে পাঠান বার্ত্তা লইতে।' 'ভিজাইমু ত' ভিজাইমু, হাহে গিয়া ভিজাইমু, এহানে চিরা ভিজাইমু না'। এর গল্প জান হে, ভায়া? জান আর না জান, শোন। শোন আর না শোন, আমার বক্তা

চাই। এক পূর্ববঙ্গের লোক চিঁড়ে কিনে ভিজিয়ে খাবে, বেচারা কাপড়ে চিঁড়ে কয়টী বেঁধে নদীর ঘাটে নেমেছে। জলে নামবার আগেই ছাখে, একটা মাছগুলো চোখজোড়া বার কোরে ভেসে ভেসে খেলা কোরে বেড়াচ্ছে। ভাবুকপ্রবর ঠাউরেছেন, ঐ গুলো কুমীরের বাচ্চা। তাই তিনি বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বলছেন যে, কুমীর নিজে গভীর জলে থেকে ছানাকে চর পাঠিয়েছে। আমি ত' বাবা জলে নামছিনা। এ চিঁড়ে দেশে গিয়ে ভেজাব, তবু জলে নামব না। তোমাদের গৌড়ীয় পোড়েও আমার সেই রকম ব্যাপার মনে পোড়ে গেল, তাই গল্পটা বল্লুম। পাবনার বাচ্চা প্রভু, ছাত্র দিয়ে গালাগাল দেওয়ার মতলবটা কোরেছিলেন ভাল। তিনি ছাত্রকে আচ্ছা কোরে মুখস্থ কোরিয়ে তার মুখ দিয়ে বার কোরে মনে করেছিলেন যে তাতে যদি ভাল ফল হয়, নিজে বাহবা নেবেন, আর যদি সুবিধে না হয়, ত' ছাত্র নাবালক বোলে উড়িয়ে দেবেন। তাই তিনি একটু খাড় জলে বোসে রইলেন। তার ছাত্ররূপী চর দিয়ে কাজ করাবেন ঠাউরেছিলেন। তিনি যেমন দাদার চর। সভাতে দাদা সেদিনও প্রকাশ্যে কথা ক'ননি, তাঁর উপরই কথার ভার ছিল। এখন তিনি আবার দাদার চাল চালতে চেয়েছিলেন। দাদাও আবার কলকাতার শিমলের বড় দাদার চর। তস্য চর তস্য চর তস্য চর— এ একরকম হোয়েছে ভাল। বড় দাদাই একদিন তোমাদের কালসাপ খেতাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তিনি একেবারে ঢোঁড়া পানিতে।

কিন্তু চর পাঠালে কি হবে, ওদিকে প্রভুদের বিবাদ লাগল ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে। বাত্রর এখন না পায় পশুকুল, না পায় পক্ষিকুল। প্রভুরা বৈষ্ণবকুল থেকে নাম কাটিয়ে রঘুনন্দনের সাকরেদি করতে রাজি—যদি ব্রাহ্মণকুল তাঁদের একটু স্থান দেন। তাঁরাও তাঁদের ঐ দোভাবগিরি বুঝে নিয়ে তাঁদের বাতিল দিতে চান। আবার এদিকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণও তাঁদের বৈষ্ণব পরিচয় দিতে দেবেন না। বেচারারা এখন কি করে! পয়সার, মেয়ে লোকের সুখ্যাতির লোভে গ্যালেন বৈষ্ণবদলে নাম লেখাতে—তাও হচ্ছে না, ধরা প'ড়ে যাচ্ছেন; আবার বামুনরাও তাঁদের ঠাঁই দেন না। তাঁরা বলেন, 'ওরা এসে একেবারে আসনে উঠে পড়ে, এখান থেকে বৈষ্ণবদের সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে এল কেন? আমাদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের কি? ওদের জন্যে আমরা কেন বৈষ্ণবদের সঙ্গে ঝগড়া কোরে বিব্রত হই? দাও, ওদের আসন থেকে নামিয়ে দাও। আমাদের কি শিখণ্ডী বানাবে?' এই ত' ব্যাপার। এখন তোমরা যদি ওঁদের একটু ঠাঁই দাও, ওঁরা একটু দাঁড়াতে পান। ওঁদের না হয় বৈষ্ণব বোলে স্বীকার কোরে নিলেই। ওঁদের এখন সেই ময়ূরপাখা-পরা দাঁড় কাকের অবস্থা। বেচারারা যথার্থ স্মার্ত্ত হোলেও বৈষ্ণব হোতে এয়েছিলেন, তাঁদের বৈষ্ণব কোরে নিলে কি দোষ হোত? তোমরা ত' আচণ্ডালে কোল-দেওয়া ঠাকুরের অনুগত, ওঁরা কেন বাদ যাবেন? তবে ঐ যা' বল, ওঁরা বৈষ্ণব হোতে চায় না, নাম চায় আর তার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবতার বিরোধী আর দুটী জিনিষ কনক-কামিনী চায়। ওঁরা ঐ স্মার্ত্তের পদলেহনটাকেই খুব বড় মনে করেন, পঞ্চোপাসনাই ওঁদের আশ্রয়। অথচ বৈষ্ণব

নাম ধোরে গোঁসাই-গিরিটাও চালাতে চান। তাতো বটেই, তাতো বটেই, দু-নায়ে পা দিলে ত' আর চল্‌বে না। সত্যি সত্যি স্মার্ত্ত হোয়ে যাও, বৈষ্ণব বোলে পারমার্থিক খাতিরের দাবি কোরো না, আর যদি বুদ্ধি ভাল হয় ত' বেশ, খাঁটী বৈষ্ণবদাস হও। তা' না কোরে নাটকের গদাধরচন্দ্রের মত "ডুডও খাবো, টামাকও খাবো"। —এ দুরকমই হোয়ে ওঠে না। তা বটে, তা বটে। ভাল কথা—দেখ্‌ছ, তোমাদের কথা শুনে, শুনে, কত শাস্ত্রের কথা শিখিছি? কিন্তু ঐ মুখেই কপ্‌চানো হ'চ্ছে, কাজে কিছু দাঁড়াচ্ছে না। নিজে ঘোর গেরস্ত, শুধু তা' নয়, তোমাদের, ভাগবত থেকে কি ভাল কথাটা বল, ঐযে গো, হাঁ হাঁ 'গৃহব্রত', কিন্তু হয় তো তোমাকেই বলি,— কি হে, তোমার কিছু জ্ঞানোদয় হোল না, ঘরের জন্যে মন কাঁদে নাকি? অথচ তুমি বেচারা সব ত্যাগ কোরে হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাতেই জীবন উৎসর্গ কোরেছ। দুনিয়াখানা ঐ রকম বটে। ভায়া হে, বড় ভুল হোয়েছিল। আজ আর একটু হোলেই কথা শেষ কোরে ফেলতুম্, অথচ একটা গল্প বলা হোত' না—রাত্রে আমার ঘুম হোত না হে। গল্পটা সেই বুড়ো কর্ত্তার। 'ও গিন্নি, ও গিন্নি? কি গো, কি হোয়েছে? ও গিন্নি, ও গিন্নি? দাদামশাই, ঠান্‌দি তো সাড়া দিচ্ছেন, আপনি আর কষ্ট কোরে চেঁচাবেন না। বল কি হে, কেষ্ট বাবু আর বাঁচ্‌বেন না? কি হোয়েছে? আহা লোকটা বেশ ভাল ছিল হে। না না দাদামশাই, কেষ্ট বাবু ঠিক আছেন, তাঁর কিছু হয়নি। ও গিন্নি, গিন্নি, এখনও কিছু হয়নি? এত বেলা কোলো, বলকি? ও গিন্নি গিন্নি? কেন গো, সব হোয়েছে। ও গিন্নি। হায়, নাৎজামাই, আমার কথা আর কেন বল? আমার কোন সুখই নেই। এই রকম চেঁচাতে চেঁচাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। গিন্নি কাণে কম শোনেন, আর আমি চীৎকার কোরে গলা না ফাটালে তিনি শুন্‌তে পান্ না।' তা' দেখ হে ব্রহ্মচারি ভায়া, আমারও অবস্থা তাই। নিজে কালা হোয়ে পরকে মনে করি, সে কালা, আমি ঠিক আছি। তোমাদের মত নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসি ব্রহ্মচারীকেও মনে করি, তোমরা আমারই মত বিষয়ী, আর নিজের বেলা মনে করি, আমার বিষয়-চেষ্টা নাই! আমার মত আরও এমন লোক আছে নাকি? এখন আসি, ভাই, দণ্ডবৎ। ঠাকুর মশাইকেও অগুন্‌তি দণ্ডবৎ।

পথ্য বিধান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত 'স্নান বিধান' অংশের পর)

কোরিয়া রোগে শীতল স্নান দ্বারা সময়ে সময়ে বিলক্ষণ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, ৫০—৬০ ডিগ্রী ফা, হিট জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া বারম্বার গাত্র মুছাইয়া দিবে।

শিশুদিগের রিকেটস নামক অস্থিরোগে, প্রত্যহ শীতল স্নান দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, এরোগে শীতল স্পঞ্জিং প্রয়োগ করিলে বলকর হইয়া উপকার করে, কিন্তু বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত।

নীরক্তাবস্থা ও রজোহল্পতা রোগে শীতল জল দ্বারা গাত্র মুছাইয়া দিলে বিলক্ষণ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্পর্ম্মেটোরিয়া রোগে অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় রেতঃস্রাব রোগে, প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে কয়েক মিনিট

ধরিয়া অণ্ডকোষ বরফজলে নিমজ্জন করিয়া রাখিলে এবং তৎসঙ্গে পেরিনিয়ম অর্থাৎ মূত্রাধার প্রদেশে শীতল স্পাঞ্জ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

সহস্র ধারা স্নান ঝাঁঝুর বা তত্তুল্য ছিদ্রবিশেষ কোন পাত্রে শীতল জল রাখিয়া তিন বা চারি ফিট উচ্চ হইতে শরীরোপরি প্রক্ষেপের নাম শাওয়ার বাথ বা সহস্রধারা স্নান। বারিধারাগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া না যায়, তদ্দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বৃক্ষাদিতে জল সেচনের জন্য যেরূপ পাত্র ব্যবহার হইয়া থাকে, এতদর্থে ঐ প্রকার পাত্রও ব্যবহার করা যাইতে পারে। সহস্র ধারা স্নান দ্বারা চর্ম্ম ও স্নায়ুমণ্ডলের উপর এমন একপ্রকার শক্তি প্রয়োজিত হয়, যদ্দ্বারা উহাদিগের কার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

প্রুরিগো অর্থাৎ চুলকানি রোগে প্রত্যহ সহস্র ধারা স্নান করিলে, চর্ম্মের বলকর হইয়া উপকার করে। কনষ্টিপেশন অর্থাৎ কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগেও সহস্রধারা স্নান দৃঢ়তাসহকারে আদিষ্ট হইয়া থাকে। সামান্য কারণেই যাহারা সর্দ্দি রোগে আক্রান্ত হয়, সহস্রধারা স্নান, তাহাদিগের পক্ষে মহোপকারক।

ডুশ। ঊর্দ্ধ হইতে বারিধারা পতনের নাম ডুশ। যোন্যাদি প্রদেশে ব্যবহারার্থ যে প্রকার ডুশ প্রয়োজন হয়, ইহাও তদনুরূপ, প্রভেদ এই যে, ইহার দ্বারা অর্দ্ধ হইতে চারি বা পাঁচ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট এবং অবস্থানুসারে পাঁচ হইতে ২০ ফিট উচ্চ হইতে শরীরের উপর প্রক্ষেপ করিতে আদিষ্ট হয়। এই প্রকার বারি পতনের জন্য কতিপয় সতর্কতার প্রয়োজন। মস্তক, বক্ষ, যকৃত প্রদেশের ও মেরুদণ্ডের উপর ঘন লম্বভাবে জল প্রক্ষিপ্ত না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সাবধান হইবে। প্রথমে গ্রীবাদেশে বারি প্রক্ষেপ করিয়া পরে পৃষ্ঠবংশের উপর প্রক্ষেপ করিবে। অনন্তর শরীরের অন্যান্য স্থানে, বিশেষতঃ পীড়িত অঙ্গে প্রয়োগ করিতে থাকিবে। পূর্ণাহারের পরে অথবা শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িলে কখনও ডুশ ব্যবহার করিবে না, কিম্বা যে সময়ে শরীরে ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে, সে সময়ে কদাচ ডুশ প্রয়োগ করা উচিত নহে। এক হইতে দশ মিনিট পর্য্যন্ত ডুশ লওয়া যাইতে পারে। ইহা একটা ক্ষমতাশালী উত্তেজক। স্থানিক উত্তেজনার্থ ইহা প্রয়োজন করা যায়, কিন্তু অতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। অত্যন্ত দুর্ব্বল ও স্নায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে ডুশ ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

শীতল ডুশের ব্যবহার। শৈশবাবস্থায় শিশুর কনভাল্সন বা আক্ষেপ হইতে থাকিলে, তাহার মস্তকে জলধারা প্রয়োগ করিলে আশু প্রতীকার লাভ হয়। উন্মাদ রোগে, রোগী যখন দুরন্ত হইয়া উঠে, কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে পারা যায় না, তখন শীতল জলধারাই প্রধান অবলম্বন। রোগীর মস্তকে শীতল জলধারা প্রয়োগ করিলে, অচিরেই শান্তভাব ধারণ করে। মূর্চ্ছা রোগে রোগীর চৈতন্য সম্পাদনের জন্য পৃষ্ঠবংশের উপর শীতল জলধারা প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই চৈতন্য হইয়া থাকে। লিঙ্গনালস্থ পেশীর আক্ষেপ বশতঃ প্রস্রাব রোধ হইলে, উরু ও বস্তি প্রদেশের উপর শীতল জলধারা প্রয়োগ করিলে, আক্ষেপ বিদূরিত হইয়া প্রস্রাব নির্গত হয়। সন্ধিস্থ পুরাতন রোগে, সন্ধি বদ্ধ হইবার উপক্রম হইলে, শীতল জলধারা প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রতীকার হইয়া থাকে। নানাপ্রকার

রক্তস্রাব রোগে রোগস্থানোপরি শীতল জলধারা প্রয়োগ করিলে, রক্ত রোধ হইয়া থাকে।

ইরিগেশন বা ড্রপ বাথ। উপযুক্ত যন্ত্র দ্বারা বিন্দু বিন্দু করিয়া জলপাতনের নাম ইরিগেশন। এই প্রকার স্নানের জন্য পাঁচ বা ছয় ফিট অন্তর হইতে পীড়িত অঙ্গের উপর জল পাতন করা হয়। হৃদপিণ্ড বা এই প্রকার কোন যন্ত্রের উপর ইরিগেশন দেওয়া এবং পনর বা কুড়ি মিনিটের অধিককাল প্রয়োগ করা উচিত নহে। পুরাতন এবং দুরারোগ্য পক্ষাঘাত রোগে ইরিগেশন দ্বারা মহোপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। যখন ইরিগেশন প্রয়োগ করা হয়, তখন পতন বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে পীড়িত অঙ্গ সজোরে ঘর্ষণ করিয়া দেওয়া উচিত।

স্পঞ্জিং। জলে স্পঞ্জ অথবা বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া শরীর আর্দ্র করা বা মুছাইয়া দেওয়ার নাম স্পঞ্জিং। এতদর্থে শীতল বা উষ্ণ উভয় প্রকার জলই প্রয়োজন মত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক রোগে ইহার ফলদায়কতা লক্ষিত হয়। গাউট রোগে প্রত্যহ প্রাতে শীতল স্পঞ্জিং করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাদিগের সর্দ্দি ছাড়িতে চাহে না, প্রত্যহ প্রাতে স্পঞ্জিং দ্বারা তাহাদিগের মহোপকার দর্শে। যাহারা এজমা অর্থাৎ হাপানি রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘর্ষণ সহকারে শীতল স্পঞ্জিং করিলে, তাহারা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হইতে পারে। পুরাতন কাশ রোগে কিছুদিন প্রাতে শীতল স্পঞ্জিং ব্যবহার করিলে, ঐ রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইতে দেখা যায়।

হিপ বাথ বা সিটিং বাথ—কোটি স্নান। উরু হইতে নাভি পর্য্যন্ত স্নাত করিলে তাহাকে কোটি স্নান কহে। টিন বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত টব বা তত্তুল্য অপর কোন পাত্র এতদভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ পাত্র এরূপ বৃহৎ হওয়া প্রয়োজন যে, রোগী উহাতে উপবেশন করিলে, প্রক্ষিপ্ত জল রোগীর নাভিদেশ স্পর্শ করিতে পারে। এইরূপ পাত্র মনোনীত করিয়া রোগীকে তন্মধ্যে উপবেশন করাইবে। চর্ম্মের ক্রিয়া প্রয়োজন হইলে বস্ত্র দ্বারা দেহের উর্দ্ধাঙ্গও আবৃত করিয়া দিবে এবং পশমী বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উদর প্রদেশ ঘর্ষণ করিবে। স্নানার্থ ব্যবহৃত জলের উষ্ণতা ৫০—৬০ ডিক্রী ফা হিট হওয়া প্রয়োজন। এই স্নানের জন্য পাঁচ হইতে বিশ মিনিট পর্য্যন্ত সময় লওয়া যাইতে পারে। শয়ন করিতে যাইবার বা মধ্যাহ্ন ভোজনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কোটিস্নানের উপযুক্ত সময়। মূত্রাশয়, মূত্রযন্ত্র, পিত্তপ্রণালী প্রভৃতি কুক্ষিমধ্যস্থ যন্ত্র সমূহের পীড়ায় কোটি স্নান দ্বারা যথেষ্ট উপকার লব্ধ হইয়া থাকে। মূত্রাশয়দ্বয়ের আক্ষেপ বশতঃ মূত্রাবরোধ হইলে, কোটি স্নান দ্বারা ঐ আক্ষেপ বিদূরিত হইয়া যায় ও মূত্র নিঃসৃত হয়। শরীরের উর্দ্ধাঙ্গের কোন স্থানে রক্ত সংস্থানের সম্ভাবনা হইলে এতদ্দ্বারা তন্নিবারিত হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শরীরের স্বেদোদ্ভূত ও অন্যান্য প্রকারে প্রক্ষিপ্ত ধূল্যাদি ময়লা ধৌত করিয়া শরীর পরিষ্কার রাখাই, স্নানের প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং কি পীড়িত, কি সুস্থ, অবস্থানুসারে সকলেরই পক্ষে স্নান কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যাধি বিশেষে যেরূপ স্নান হিতফলদায়ক তদনুসারে স্নান না করিয়া ইচ্ছানুসারে স্নান করিলে হয়ত ব্যাধি বর্দ্ধিত বা দুরারোগ্য হইয়া পড়িতে

পারে। অভ্যাস সর্ব্বোপরি প্রবল বলিয়া এইরূপ অনুচিত স্নান করিয়াও অনেক সময় তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অনেক ব্যাধিতে সম্পূর্ণ স্নান ব্যবস্থিত হয় না, সেরূপ স্থলে শরীর পরিষ্কার করণার্থ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শীতল স্নান সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের প্রায় সমস্তগুলিই উল্লেখ করা হইয়াছে, অতঃপর আমরা উষ্ণ স্নানের বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

উষ্ণ জল দ্বারা সমুদয় শরীর বা দেহাংশ ধৌত করণই উষ্ণ স্নান। ইহা দ্বিবিধ। উষ্ণ ও কবোষ্ণ। এই উভয় প্রকার স্নানকে যথাক্রমে হট বাথ ও ওয়ার্ম বাথ কহে। ব্যবহার্য্য জলের উত্তাপ ৯০—১০০ ডিগ্রী হিট হইলে তাহাকে ওয়ার্ম বাথ বা কবোষ্ণ স্নান কহে এবং ঐ উত্তাপ ১০১—১১২ ডিগ্রী ফা হিট হইলে উষ্ণ স্নান বা হট বাথ বলে। ডাঃ রডক বলেন ৯৮—১০২ ডিগ্রী ফা হিট উষ্ণজল, হটবাথ বা উষ্ণ স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং প্রায় ৯৫ ডিগ্রী ফা হিট জল ওয়ার্ম বাথ বা কবোষ্ণ স্নানের জন্য প্রয়োজন হয়! ডাঃ রডকের এই উক্তি কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি না। কারণ, এস্থলে ব্লাডহিটই উষ্ণানুষ্ণ পরীক্ষার মানদণ্ড স্বরূপ, সুতরাং ৯৫ ডিগ্রী ফা হিটকে উষ্ণ বলিতে আমরা কোন প্রকারেই উদ্গ্রীব হইব না। শীতপ্রধান দেশে ৯০ ডিগ্রী ফা হিটও উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। আমাদিগের দেশে সেরূপ হয় না। জলের উষ্ণতা পরীক্ষার জন্য তাপমান যন্ত্রের প্রয়োজন। জলের আবশ্যক উষ্ণতা নিরূপণ করিয়া রোগীকে ব্যবহার করিতে দিবে। এই প্রকার জলে রোগীকে গলদেশ পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া দশ হইতে পনর মিনিট পর্য্যন্ত রক্ষা করিবে। জলের উষ্ণতা কম হইতে আরম্ভ হইলে পাত্রের পার্শ্বে উষ্ণজল ঢালিয়া ঐ তাপের সমতা স্থাপন করিতে থাকিবে। রোগীকে যে পর্য্যন্ত পাত্র হইতে বাহির করিয়া না লওয়া হয়, তদবধি এই প্রকারে উষ্ণজল প্রক্ষেপ করিতে থাকিবে।

ধূম্রহীন অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে উষ্ণ স্নান বিধেয়। এবং একখানা উষ্ণ কম্বল এরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে যে, রোগী জল হইতে উঠিলেই ঐ কম্বল দ্বারা তাহাকে জড়াইয়া দিবে। আবশ্যক হইলে রোগী জলে অবস্থান কালে একখানা তোয়ালে বা স্পঞ্জ শীতল জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া তিন মিনিট পর্য্যন্ত রোগীর মস্তকে স্থাপন করা যাইতে পারে। আক্ষেপ (convulsion) ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus) প্রভৃতি রোগে উষ্ণ স্নান উপযোগীতার সহিত ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইয়া থাকিলে, এতদ্দ্বারা ঐ রক্ত আকর্ষিত হইয়া সর্ব্ব শরীরে চালিত হইয়া যায়। সামান্য এবং গুরুতর জ্বরঘটিত পীড়ায় উষ্ণ স্নান মহোপকার সংসাধন করে। অন্ত্রমণ্ডল এবং মূত্রাশয়ের আক্ষেপিক পীড়ায় ইহা মহোপকার সংসাধন করিয়া থাকে। প্রারগো (Prurigo) অর্থাৎ চুলকানি পীড়াতেও ইহা পরমোপকার সংসাধন করে।

উষ্ণ স্নান দ্বারা উদ্দীপিত স্নায়ুমণ্ডলের স্থৈর্য্য সাধিত হয়, শারীরিক উষ্ণতার সমতা সংরক্ষিত হয়, ঘর্ম্মোৎপাদনাদি চর্ম্মের ক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলতা জন্মিলে তাহার সমতা সংস্থাপন করে, হৃৎস্পন্দনের ক্রিয়াধিক্য হইলে, তাহার সাম্যভাব সংস্থাপিত হয় ও শরীরের রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা করে এবং পেশীনিকরের কাঠিন্য জন্মিলে তাহার শিথিলতা সংসাধিত হইয়া থাকে। মূত্রযন্ত্রের ব্রাইটস নামক রোগে যখন শোথ ও ইউরিমিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন উষ্ণস্নান দ্বারা যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুবকদিগের মুখমণ্ডলে এক প্রকার ব্রণ জন্মে উহাকে একনি অর্থাৎ বয়োব্রণ বলে; এ রোগে, সহ্য হয় এ প্রকার উষ্ণজলে প্রত্যহ বারংবার মুখ মুছিলে রোগ শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যায়। মূত্রাশয়ের প্রদাহ ও ডিসমেনোরোজিয়া অর্থাৎ কষ্টরজঃ রোগে রোগীকে উষ্ণ সিটিং বাথ প্রয়োগ করিলে সন্তোষজনক ফল লব্ধ হইয়া থাকে।

উষ্ণস্নান বিবিধ রোগে প্রয়োজিত হইলেও হৃদ্‌পিণ্ড এবং বৃহদ্ধমনীর রোগে, রক্তস্রাব রোগে, সংন্যাস রোগের লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, রক্তোৎকাশ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালে স্থূলকায় ব্যক্তিগণের পক্ষে এবং পূর্ণ গর্ভাবস্থায় কদাচ ব্যবস্থা করিবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা পৌষ, ১৩২৯ | ১৭শ সংখ্যা

পঞ্চরাত্র।

পঞ্চরাত্র বৈষ্ণবগণের শাস্ত্রবিশেষ। পঞ্চরাত্রগণের অপর নাম ভাগবত। পুরাকালে বৈষ্ণবগণ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের সংজ্ঞা যথা—ফেণপ, বালিখিল্য, বৈখানস, সাত্বত, পাঞ্চরাত্র, ভাগবত, ভক্ত, পরমহংস, বৈষ্ণব, কর্ম্মহীন ও নির্ম্মৎসর সদ্।

'পঞ্চরাত্র' শব্দের অর্থ পাঁচ প্রকার জ্ঞান। সে জন্য নারদীয় পঞ্চরাত্রে এরূপ লিখিত আছে।

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

শ্রীজীবপাদ 'পরমাত্ম-সন্দর্ভ' ১৭ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—

'তস্মাৎ ঝটিতি বেদার্থ-প্রতিপত্তয়ে পঞ্চরাত্রমেবাধ্যেতব্যম্। দৈবপ্রকৃতয়স্তু তত্তৎসর্ব্বাবলোকনেন পঞ্চরাত্র-প্রতিপাদ্যে শ্রীনারায়ণে এব পর্য্যবস্যন্তি। নানামতানি ইত্যুক্তং তত্ত্বাসুরপ্রকৃত্যনুসারেণেতি জ্ঞেয়ম্। তত্র পঞ্চরাত্রমেব গরিষ্ঠমাচষ্টে।'

'ভক্তিসন্দর্ভ' ২২৯ সংখ্যায় লিখিয়াছেন:—

'ক্রিয়াযোগেন পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত বৈষ্ণবানুষ্ঠানেন।'

২০২ সংখ্যায়:—

'বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েদ্॥'

ইতি শ্রীভগবতাভিপ্রেতঃ।

পাঁচপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীলোকাচার্য্য 'অর্থ-পঞ্চক' মধ্যে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'ভক্তিসন্দর্ভ' মধ্যে ১৯৮ সংখ্যায় শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্র হইতে এরূপ উদ্ধার করিয়াছেন—

'উপাস্যঃ শ্রীভগবান্ তৎপরমংপদং তদ্দ্রব্যম্ তন্মন্ত্রো জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্ব-জ্ঞাতৃত্বম্।'

শ্রীমহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত—এই দুইখানি গ্রন্থ শ্রীগৌড়ীয়গণের আদি গুরু শ্রীমধ্বমুনি বিশেষ আদর করিয়াছেন। সেই দুই গ্রন্থেই পঞ্চরাত্রের

প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহাকে বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র বলেন নাই। শ্রীমহাভারত বলিয়াছেন—

এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রস্তু কথ্যতে॥

ইহার শ্রীরামানুজ ভাষ্যে এরূপ লিখিত আছে 'সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ সাংখ্যযোগং বেদাশ্চারণ্যকানি চ বেদারণ্যকম্, পরস্পরাঙ্গান্যেতানি একতত্ত্বপ্রতিপাদনপরতয়া একীভূতানি একং পঞ্চরাত্রমিতি কথ্যতে।' অর্থাৎ সাংখ্য, যোগ, বেদ এবং আরণ্যক পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবযুক্ত এই শাস্ত্রসমূহই 'পঞ্চরাত্র' নামে কথিত। সুতরাং বেদ ও আরণ্যক শাস্ত্রদ্বয় বেদমূলক অথবা বেদই—বেদবিরুদ্ধ কখনই নহে। বেদ যেরূপ অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঋষিকৃত শাস্ত্র নহে, তদ্রূপ পঞ্চরাত্রও জীবের রচিত শাস্ত্র নহে—ইহাও অপৌরুষেয় বেদ বা আরণ্যকসদৃশ। মহাভারত বলেন—পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ং।

পুরাণাদি শাস্ত্র বেদানুগ ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র। পঞ্চরাত্র তাহা নহে—ইহা স্বয়ংই অপৌরুষেয়।

শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ শ্রীভগবৎকর্তৃক অসুর-মোহনের জন্য আদিষ্ট হওয়ায় বৈষ্ণবধর্মকেও আর চারিপ্রকার সকাম উপাসনার সমশ্রেণীস্থ বলিয়া উল্লেখ করিতে গিয়া সাত্বত পঞ্চরাত্রের নিন্দা করিয়াছেন, বস্তুতঃ ভ্রান্ত হইয়া পঞ্চরাত্রের নিন্দাকারী বলিয়া শঙ্করকে শৈবাগম-পন্থী মাত্র বলা যায় না। অসুরস্বভাব মানবগণ শ্রীশঙ্কর-পাদকে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী জানিয়া বৈষ্ণব-হিংসার মানসে যে শঙ্কর-পদতল আশ্রয় করে, তাহা তাহাদের অসুর-স্বভাবোচিত জানিতে হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য পঞ্চরাত্রের বিরোধে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধার করিয়া সেই মতের ক্রমশঃ বিচার করিব। পূর্ব্বেই শঙ্কর-মতের আক্রমণগুলি শ্রীপাদ রামানুজ স্বামী, শ্রীপাদ ভাস্কর স্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, কাশ্মিরী কেশবাচার্য্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের পুরুষোত্তম মহারাজ মহোদয়গণ বিশেষ পাণ্ডিত্য দ্বারা নির্ম্মূলিত করিয়াছেন, আমরা প্রবন্ধান্তরে সেগুলিরও বিচার দেখাইব।

মহারাজ উপরিচর বসু পাঞ্চরাত্রগণের যেরূপ সমাদর করিয়া সত্যযুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করেন, সেই ঘটনা শ্রীমহাভারতে সুবিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। পঞ্চরাত্র সাত্বত বৈষ্ণবগণের পরমাদরের বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই পাঞ্চরাত্র সাত্বত-সংহিতা বলিয়া থাকেন।

লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥

এই পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চন-বিধানই দ্বাপরের যজ্ঞ-বিধান বলিয়া প্রচলিত ছিল। কলিকালে সেই আগম-পন্থাই সমধিক আদরণীয় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাক্রমেই শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিদ্বারা পাঞ্চরাত্রিক বিধানের উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চন-প্রক্রিয়াকেই কনিষ্ঠ ভাগবতের একমাত্র পাল্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের নানা স্থানই এই কথার সবিশেষ প্রমাণ দিবে।

সাত্বত তন্ত্র পরিহারপূর্ব্বক কাপাল তন্ত্র, শৈব তন্ত্র প্রভৃতি নারায়ণের অকথিত তন্ত্রসমূহ বৌদ্ধজৈনাদির প্রশংসনীয় আগম বলিয়া বেদশাস্ত্রের অনুকূল না হইতে পারে, কিন্তু নারায়ণ-কথিত তন্ত্রগুলি বৌদ্ধগণের ন্যায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেন অসম্মান করিবেন? নারকীয় সহজিয়ার যাবতীয় গুপ্ত-ক্রিয়াই বা সাত্বত-তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইবে কেন? সেইরূপ জুগুপ্সাপরায়ণ অবৈদিক-রুচিসম্পন্ন ঘৃণিত

কুলাই বা 'গৌড়ীয়' শব্দবাচ্য হইবেন কেন? একটী অপগণ্ড শিশুও বুঝিতে পারে যে, গর্হিত গুপ্ত সাধনগুলি সাত্বত পঞ্চরাত্রগুলির মত নহে। তাদৃশ চীনাচার বা গৌড়াচারের অনুমোদিত বীভৎস-ক্রিয়াপর তন্ত্রগুলির মত বিভিন্ন আছে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? সেই বিভিন্ন মত গ্রহণ করিবার অবৈধ প্রয়াস কেন কাপালিক তন্ত্রজীবীর স্থায় স্বার্থের হৃদয়াকাশ পূর্ণ করিল?

বৎসাসুর।

ব্রজের দ্বিতীয় উৎপাত তৃণাবর্ত্তের ধ্বংসের পর শকটভঙ্গ ও যমলার্জ্জুন-ভঙ্গের অভিনয়ে বৃদ্ধ গোপগণ ব্রজের ভাবি মঙ্গল-চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মহারাজ নন্দ প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন। সভায় সকলেই উপস্থিত হইলেন। তখন সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ কোন গোপ উপানন্দ প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দেখুন, এই রামকৃষ্ণের জন্মকাল হইতে বালকদ্বয়ের বিনাশার্থ ব্রজে বিবিধ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় উভয়েই বিপন্মুক্ত হইয়াছে। পাছে আরও বিপদ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে আমরা এক্ষণে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ তৃণাদি-পরিবৃত মনোহর বৃন্দাবন নামক বনে যাইতে সংকল্প করিয়াছি। আমরা অদ্যই তথায় যাত্রা করিব। অতএব যদি আপনাদের ইচ্ছা হয়, তবে অচিরেই শকটাদি প্রস্তুত করুন্ এবং গোধনাদি অগ্রে প্রেরিত হউক্। সকলেই একবাক্যে বৃদ্ধের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন ব্রজে সাজ-সাজ শব্দ পড়িয়া গেল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্ব স্ব সাজে সজ্জিত হইলেন। ভেরীর শব্দে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইল। সকলে তখন একত্র হইয়া দিক্ সকলকে জানাইয়া নূতন বনের দিকে যাত্রা করিলেন। যশোদা ও রোহিণী পৃথক্ শকটে কৃষ্ণ ও রামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। সকলেই রাম-কৃষ্ণের পূতকীর্ত্তি গান করিতে করিতে বৃন্দারণ্যে উপস্থিত হইলেন; এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকার বসতিস্থল নির্ণয় করিয়া বনবাসী হইলেন। গিরি গোবর্দ্ধন, যমুনা ও যমুনা-পুলিন রাম-কৃষ্ণ ও অন্যান্য বালকদিগের ক্রীড়াস্থল হইল। কখন বেণুনাদে, কখন বা পদকিঙ্কিণিশিঞ্জে শিশুরূপী ভগবান্ তথাকার অধিবাসিদিগকে আনন্দসাগরে ভাসাইতেন। অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-ভূমি তখন স্বীয় প্রভু বৃন্দাবনচন্দ্রের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্যা হইলেন। প্রাকৃত বালকদিগের ন্যায় অপ্রাকৃত গোপবালকবন্ধু শ্রীরাম ও সখাগণ সঙ্গে কখন কখন পরস্পর বৃষযুদ্ধের জনজননয়নাভিরাম অভিনয় করিয়া নিজভৃত্যগণকে প্রেমে পাগল করিতেন।

এইরূপ বৃন্দাবনবাসিদিগকে আনন্দ-লহরীতে ভাসাইয়া লীলাময় ভগবান্ যখন বয়স্যসঙ্গে গোচারণ-লীলায় মগ্ন ছিলেন, তখন একদিন দুষ্ট কংস-প্রেরিত এক অসুর গো-বৎসদলে প্রবেশ করিল। একদেশদর্শী ভগবদ্বহির্ম্মুখবৃত্তিবিশিষ্ট মৃত্যুগ্রস্ত অসুর এই ব্রজের বালককে সামান্য বালক জ্ঞান করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বতশ্চক্ষু ভগবান্ কপটের কপটতা ধরিয়া ফেলিলেন। এদিকে দুর্বৃত্ত যেই অপরের চোখে ধূলি দিয়া নিরীহ বৎসদিগকে বধ করিতে বৎসপালে প্রবেশ করিল, অমনিই প্রতারক অসুরকে প্রতারিত করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবকে অসুরের পরিচয় দিলেন। শ্রীবলদেব ঘটনা বুঝিতে না পারিয়া মুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ওদিকে দেখিতে দেখিতে অসুরশত্রু শ্রীহরি বৎসরূপী দৈত্যের পদ ও পুচ্ছ ধরিয়া শূন্যে ঘুরাইতে থাকিলেন। নিজরক্ষা-বিষয়ে

অনন্যোপায় হইয়া ঐ অসুর বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, পরিশেষে প্রাণশূন্য হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন ব্রজবালকসকল 'সাধু' 'সাধু' শব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল এবং দেবতাসকল শূন্যে থাকিয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

প্রিয় পাঠকবর্গ! উপরিউক্ত বৎসাসুর আমাদের দেহরাজ্যে সর্বদাই বিচরণ করিতেছে। ইহা নিরীহ ভাবযুক্ত জীবের রক্তমাংসগত চাপল্যজনিত বালদোষ। অসুর যেমন নিরীহ গো-বৎসদলে বৎসরূপে প্রবেশ করিয়া গোবৎসসমূহ নিধন করিবার সর্বোত্তম সুযোগ পাইয়াছিল, সেইরূপ ভজনমার্গে নিরীহ বৎসস্বভাবাপন্ন আমাদিগকে ধর্মবিদ্বেষী অসুরসকল বাহ্যে বালভাব দেখাইয়া আমাদিগের জীবনসদৃশ ভগবদ্ভক্তি হরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহাই ভজনমার্গে চতুর্থ প্রতিবন্ধক। ভজনপ্রয়াসী জীবসকল অরিসূদন শ্রীভগবানের সাহায্যে এই অসুরকে বধ করিয়া নিজ নিজ ভজনমার্গ নিষ্কণ্টক করিয়া লইবেন।

নিগম ও আগম।

'নিগম' শব্দে বেদশাস্ত্রকে বুঝায়। নিগমে বেদমন্ত্রসমূহ বর্তমান। 'আগম' শব্দে মন্ত্রবিধি-শাস্ত্রকে বুঝায়। শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভ ২০৭ সংখ্যায় ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন, আগম বেদানুগ শাস্ত্র নহে, উহা নিগমের প্রতিযোগী হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। নিগম শাস্ত্রে মন্ত্রসমূহ বর্তমান থাকিলেও সূত্র প্রভৃতিই তাহার পরিচালক বা বিধি-শাস্ত্র। সূত্র—শ্রৌত ও গৃহ্যভেদে দ্বিবিধ। এই সূত্রের ব্যাখ্যাই পুরাণ ও আগমাদিতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদিকে বেদমূলক ব্যাখ্যাশাস্ত্র বলিতে দোষ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীব্যাসকৃত ভাষ্য-গ্রন্থ। ব্রহ্মসূত্র বিস্তৃত বেদশাস্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্রের সামঞ্জস্য-বিধায়ক সংক্ষিপ্ত সূত্র। আর শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও পঞ্চরাত্র ভক্তির একই লক্ষণ গান করিয়াছেন। এজন্য পঞ্চরাত্র বা আগমকে কর্মকাণ্ডীর ন্যায় বেদ-প্রতিকূল শাস্ত্র বলিতে নাই। মূঢ়ের বিচারে ভ্রম হইলেই আগমকে বেদ-শাস্ত্রের প্রতিকূল তাৎপর্যবিশিষ্ট গ্রন্থ মনে হয়। শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভ ২৯৮ সংখ্যায় 'স্মৃত্যর্থসার' এবং পদ্মপুরাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধার করিয়া অর্চ্চনাধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা দেখিতে পাই—

সর্বে চাগম-মার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা।

অর্থাৎ সকলেই—পরমহংস, ত্রিবর্ণ এবং স্ত্রী-শূদ্রাদি পর্য্যন্ত সকল বর্ণই বেদানুসারি পঞ্চরাত্র-বিধানানুসারে ভগবানের অর্চ্চন করিবেন। অবৈষ্ণবগণ দীক্ষাবিধানের অভাবপ্রযুক্ত দ্বিজ না হওয়ায় তাঁহাদের অর্চ্চনাধিকার নাই। বৈষ্ণবগণের দীক্ষাবিধানক্রমেই দ্বিজত্ব বা ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ। অবৈষ্ণবের তাদৃশ বর্ণান্তরতার সম্ভাবনা নাই। বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবোপাসক সকাম হওয়ায় তাঁহাদের ইহজন্মে পাপ প্রশমিত হইবার উপায় না থাকায় তাহারা দ্বিজ হইবার সুযোগ লাভ করে না। তাহাদের বৈদিক সংস্কারে ইহজীবনে যোগ্যতা হয় না। অনন্য-বিষ্ণুভক্তের ইহজন্মেই দীক্ষাপ্রভাবে শিষ্টাচার বলেই ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ এবং বৈদিক সংস্কারসমূহই পঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার পরবর্ত্তিনী ক্রিয়া। বৈদিক সংস্কারা-

ভাবে পঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার সম্পূর্ণতা হয় না। অবৈষ্ণব স্মার্ত্তগণ যে মনগড়া মন্ত্র শূদ্রাদিকে প্রদান করিয়া দীক্ষাদাতা বলিয়া অভিমান করেন, তাহাতে বৈদিক সংস্কার-যোগ্যতা না থাকায় তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ হন মাত্র। স্মার্ত্তের পাতিত্যের ন্যায় বৈষ্ণবাচার্য্যের পাতিত্য-সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণবাচার্য্য গুরুদেবের নিকট যে মন্ত্র লাভ করেন, তাহাই অনধিকারীকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান করিয়া তাহাকে নিজসদৃশ উন্নত করেন। অবৈষ্ণব গুরুর কার্য্য করিতে যাওয়ায় তিনি গুরুর নিকট হইতে যে মন্ত্র লাভ করিয়াছেন, তাহাতে স্বাহা ও প্রণবাদি থাকায় অবৈষ্ণবকে মন্ত্র-প্রদানে তাঁহার অনধিকার হইতেছে। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যের মন্ত্র কল্পিত না হওয়ায় তাঁহার পাতিত্য হয় না।

মূঢ় অবৈষ্ণবগণ মনে করেন, বৈষ্ণবগণ বৈদিক সংস্কার গ্রহণ না করিয়া পঞ্চরাত্রিক সংস্কারমাত্র স্বীকার করেন, সুতরাং বৈদিক সংস্কার কেবলমাত্র মূর্খ অবৈষ্ণবগণেরই স্বায়ত্তীকৃত বিষয়। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। মূল কথা এই যে, বৈদিক সংস্কার-সমূহ কলিহত ব্রাহ্মণকুমারগণের প্রাপ্য নহে, এই বিচারের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই পাঞ্চরাত্র দীক্ষার অন্তর্গত বৈদিক সংস্কারের আবশ্যকতা—এ কথাই বৈষ্ণবাচার্য্য শাস্ত্রপ্রমাণমূলে শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু অবৈষ্ণবগণ বলেন যে, বৈষ্ণবের যজ্ঞসূত্রে পঞ্চরাত্রিক স্বতন্ত্র চিহ্ন থাকা আবশ্যক। বৈষ্ণবাচার্য্য বলেন, বৈদিক সংস্কারে চিহ্নান্তর-গ্রহণ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিরুদ্ধ এবং তাহা বেদ-বিরুদ্ধ। পঞ্চরাত্রিক অধিকার ব্যতীত স্বতন্ত্র বৈদিক সংস্কার-বিষয়েই যে আপত্তিসমূহ বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহ বলিতেছেন, তদ্দ্বারাই অবৈষ্ণবগণের বৈদিক সংস্কারাধিকার বিপন্ন হইয়াছে মাত্র। এই বিপদ্ হইতে অর্থাৎ শূদ্রতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই আগম-মার্গের ব্যবস্থা পূর্ব্বাচার্য্যগণ শাস্ত্রপ্রমাণমূলে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের অধস্তন হইয়া সেই পূর্ব্ব পরিচয় অন্যায়পূর্ব্বক দিয়া যদি কেহ বৈদিক সংস্কারমাত্র গ্রহণ করিবার পক্ষপাত দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পূর্ব্বাচার্য্যের বিচার-বিরোধী গুর্ব্ববজ্ঞাকারী অপরাধীজ্ঞানে শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ পরিবর্জ্জন করিবেন মাত্র। বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণবের গলদেশস্থ সূত্র ও কণ্ঠী অপনয়ন করাইয়া তাহাকে শূদ্র বলিয়া জানিয়েন।

ভবঘুরের উক্তি।

কোথা হে গৌড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারি ভায়া! খবর কিছু পাচ্ছ কি? প্রভুদের ঘরে যে গোল বেঁধে গেছে? প্রথমে সকলে পাঠক দাদার ওপর চোটে চাই হোয়েছিলেন, কেন? না, তিনি প্রশ্নের জবাবে (যা তোমাদের "আচার ও আচার্য্য" বইয়ে ছাপা হোয়ে গেছে), যে বেলাল্লাগিরি কোরেছেন, যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আসল কথা, ওঁদের ঘরের কথা সব বেরিয়ে গ্যাছে। তাই সকলের রাগ, তিনিও বেয়াকুব হোয়ে গেলেন। তখন পাবনার কথক ভায়া সেজে গুজে পাঠক দাদাকে বল্লেন, 'দাদা, আমাকে একবার অনুমতি করুন, আমি একবার ঢাকায় বারো মাস থেকে আমাদের ভাড়াটিয়া পাঠকগিরি, কথকগিরির গৌরবটা একবার বজায় রেখে আসি।" ভায়া হে, ভুয়ো ভোবো না—এসব খাঁটি খবর, স্বয়ং প্রভুদের মজলিস থেকে পাওয়া। কথক ভায়া ত' ঢাকায় গিয়ে আস্তে আস্তে সকলের সঙ্গে ভাব জমকাতে লাগলেন, তোমাদের সেখানকার সাধুদের সঙ্গেও মিশে গ্যালেন, তোমাদের কথাগুলো জেনে শুনে

নিলেন। আর বাইরে আস্ফালন কর্ত্তে লাগ্‌লেন, "দাদা সব খারাপ কোরে ফেলেছেন; জবাবটা দেবার আগে আমাকে যদি একবার দেখাতেন, তা' হোলে ত' এত গণ্ডগোল হোত না।" এই বোলে কোয়ে দাদার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়ে নিজের পসার জমাতে লাগলেন। প্রথমে তোমাদের মঠের কথাও কিছু কিছু স্বীকার কোরে নিলেন, "তা বৈকি, ভাগবত-পাঠকের পয়সা হরণ কোরে নিয়ে বাবুগিরি করাটা ভারি খারাপ।" তারপর যখন নিজেও দু' একটাকা পেতে লাগ্‌লেন, তখন সুর ফিরল। "তবে উদরটা সংসারটা আছে তো, কিছু কিছু নেওয়া ভাল, যিনি যেমন দেন।" এই বোলে যে জায়গায় বেশী পাওনার আশা, সেখানেই ব্যাসাসন পাত্‌লেন, অন্য জায়গায় 'সময় নাই' বোলে ভাগিয়ে দিলেন। তা'তে দাদা-ভাইয়ের মধ্যে বেশ এক চোট বাধ্‌ল। দাদা ভাব্‌লেন 'ভাল ভায়া পাঠিয়েছি, এখন সব পসার বুঝি সেই নেয়।' যেমন সেই একটা ইংরাজী গল্প আছে না? এক রাজা, আর এক দেশের রাজকুমারীর রূপগুণের কথা শুনে তাঁর সুন্দর চেহারা আর মেয়ে-ভোলান বাক্‌ভাবে পটু এক দূত পাঠালেন। শেষে রাজকুমারী দূতকেই বিয়ে কল্লে, রাজার কাজ পণ্ড হোয়ে গ্যাল। এরকম একটা গল্প আমাদেরও শাস্ত্রে আছে। দেবতারা নলরাজাকে দময়ন্তীর কাছে তাদের দূত করে পাঠালেন, আর স্বয়ংবর সভায় দময়ন্তী বরণ কোল্লে নলরাজাকে। এখানেও তাই। বিবাদও সেইজন্যে। কিন্তু তোমাদের বিপক্ষে লাগ্‌বার সময় দু'জনে এক। তা'র পর সেদিন এক সভাতে কথক ভায়া নাকি নিজেদের পরিচয় দিয়া ফেলেছেন, 'আমরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মত মানি না, আমাদের গুরু শঙ্করাচার্য্য। আমরা ছয় গোস্বামী মানি না, আমরা গৌর-বিদ্বেষী রঘুনন্দনের চেলা।' এই ঘরের কথা বার্ কোরে দেওয়াতে সকলে কথক ভায়াকে ছ্যা ছ্যা কর্চ্ছেন। 'তুমি কল্লে কি, সব নষ্ট কল্লে! মনে মনে যা' তা' কর, কিন্তু প্রকাশ্যে মহাপ্রভুর মতের সম্মান কল্লে না, স্পষ্টই বোলে ফেল্লে 'হরিভক্তিবিলাস মানি না'? এই সব বোলে যে সর্ব্বনাশ হোল। আমরা গৌরভক্ত আর বৈষ্ণব-শাস্ত্র মানি, এই জেনেই লোকে আমাদের দিয়ে পাঠ করায়, শিষ্য হয়, আমাদেরও সুখে-স্বচ্ছন্দে চোলে যায়। এখন এদের মধ্যে যা'রা একটু বুদ্ধিমান্, তা'রা আমাদের গৌরবিদ্বেষী স্মার্ত্ত জেনে যে আমাদের ছেড়ে দেবে? তখন যে মুস্কিল হোয়ে উঠ্‌বে?' চারিদিকে প্রভুদের মাঝে এই আন্দোলন চল্‌ছে। নদেয়, কোলকাতায় সব জায়গায় প্রভুদের কাছে এই খবর বেরিয়ে গেছে, তাঁরা সব জায়গায় এই কথারই আন্দোলন কচ্ছেন। আমার ত' সব শুনে' সেই একদিন এক নৈয়ায়িকের টোলে যে গল্পটা শুনিছিলুম, সেইটে মনে পোড়ে গেল। শাশুড়ী বুঝি গঙ্গাস্নানে না কোথায় গ্যাছেন, বাড়ীতে বউ মা আছেন। এমন সময় ভিখিরী হাজির। বউ মা একলা ঘরকন্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কাজেই ভিখিরীকে জবাব দিয়েছেন, "হবে না গো, এখন হাত জোড়া।" ভিখিরী ফির্‌ল, এমন সময় শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ আস্‌ছেন। "ফিরলে যে গা, বাছা?" "আজ্ঞে, বউ ঠাক্‌রুণ বল্লেন, হাত জোড়া"। "অ্যাঁ, পরের ঘরের ঝি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমি ঘরে নেই আর অতিথি ফেরায়? ফের ত' বাবা, দেখি একবার, কত বড় দেমাক্। কলিতে হোল কি, সব নিজেই গিন্নী হোতে চায়। আরে মোল, তুই তো সেদিন কাল এ বাড়ীতে ঢুকিছিস, এর মধ্যে গিন্নী হোয়ে বস্‌তে চাস্? আমি রয়েছি—এটা হুঁস নেই? তুমি দাঁড়াও ত' বাছা, দেখি

বেটীর কতটা বুকের পাটা।" এই বল্‌তে বল্‌তে ভিখিরীকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে গিন্নী ত' বাড়ী ঢুকে বউ, বোয়ের বাপ, বোয়ের মা, এই সকলের শ্রাদ্ধ একঘণ্টা ধোরে কোর্ত্তে লাগ্‌লেন। ভিখিরী মনে কর্ত্তে লাগ্‌ল, 'আজ খুব দাঁও জুটে গ্যাছে। আর অন্য বাড়ী ঘোরাঘুরি কর্ত্তে হবে না, একবাড়ী থেকেই কাজ হাঁসিল হ'বে। এই ভেবে সে বেচারা দাঁড়িয়ে আছে। গিন্নী ত' তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে থাম্‌লেন—বোয়ের উপর দয়া কোরে নিজে আর পেরে উঠ্‌লেন না বোলে। ভিখরী ভাব্‌ছে "এইবার গিন্নী আস্‌ছে, না কই না ত'। এইবার বোধ হয়, খুব বড় রকম একটা সিদে নিয়ে আস্‌ছে। না কই এবারেও না।' এই কর্ত্তে কর্ত্তে আর একঘণ্টা পার হয় হয়, এমন সময় সে চেঁচিয়ে বল্লে "মা আমি দরজায় আছি, মা।" গিন্নী বল্লেন, "কে গা?" তখনই ত' ভিখিরীর মুখ শুকিয়ে গ্যাছে। "ওমা, আমি সেই ভিখিরী, মা। আমায় যে আপনি প্রায় দু'ঘণ্টা আগে দাঁড়িয়ে রেখে গেলেন। আমি সেই অবধি দাঁড়িয়ে আছি, মা।" এই রকম অনেক কথা বল্‌তে লাগল, ইচ্ছে—একটা বড় রকম ভিক্ষে মেলে। গিন্নী ব'লে উঠ্‌লেন, "ও বাছা, তুমি দাঁড়িয়ে আছ? তা বেশ। তবে বাছা, একবাড়ী এগিয়ে দ্যাখ, এখন হ'বে না।" "ওমা, আপনি যে আমায় ফিরিয়ে আন্‌লেন, মা?" "ওগো, এখন আমি বল্‌ছি, হ'বে না, এখন যাও। ও বেটী পরের ঘরের ঝি, ও কেন বল্‌বে, আর তুমিই বা ও'র কথা শুনে' যাবে কেন? এখন আমি বল্লুম 'যাও' এই হোল পাকা কথা।" এই শুনে' ভিখারী যা' বল্‌বার বল্‌তে বল্‌তে গ্যাল। এক্ষেত্রেও তাই। ভায়া আস্ফালন কর্ত্তে কর্ত্তে গ্যাল, "দাদা সব মাটী করেছেন, আমি গিয়ে সব ঠিক করেছি।" এ বোলে গিয়ে নিজে একেবারে গোড়া ঘেঁসে কেটে বস্‌লেন, বাস্। এখন সব ঠিক। দাদা তবু মহাপ্রভুর সম্বন্ধটা ঘোচান নি, 'আমরা রঘুনন্দনের চেলা' কাজে কর্‌লেও মুখে স্পষ্ট বলেননি। কিন্তু ভায়া দাদার সব ছাঁদা সার্‌তে গিয়ে জলের ভেতর নৌকোর তলার একখানি তক্তাই সরিয়ে ফেল্লে। বাহবা বুদ্ধি! যা হোক্, তোমাদের এখানে অনেকদিন ওঁদের গৌর-বিদ্বেষ আর রঘুনন্দনের চেলাগিরির কথা শুনিছি বটে, ষোল আনা বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনি। তোমাদের অনেক উদাহরণ দেখিয়ে বোঝাতে হোত। আজ তোমাদের কাজ কত সহজ হোয়ে গ্যাছে। একথা এখন সকলেই জেনে ফেল্‌লে যে "হাঁ, গোঁসাই প্রভুরা সব নামেই মহাপ্রভুর কথা বলেন, কাজে মানেন না। এঁরা সব অহংব্রহ্মের দল আর গৌরবিদ্বেষী রঘুনন্দনের চেলা। নিজেরাই নিজেদের কথা জাহির কোরেছেন। এরই নাম—ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। এখন চল্‌তি, ভাই। ঠাকুর মশাইকে অগুন্‌তি দণ্ডবৎ। হেথা সেথা ফিরে ঘুরে, খবর আনে ভবঘুরে।

সাধুনিন্দা।

দশ নামাপরাধের প্রথম অপরাধই সাধুনিন্দা। অপরাধ-বর্ণনে পদ্মপুরাণ প্রথমেই বলিয়াছেন,—

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাং।"

যাহা হইতে শ্রীনাম প্রচারিত হয়েন, এরূপ সাধুর নিন্দা শ্রীনাম কিরূপে সহ্য করিবেন বা প্রশ্রয় দিবেন? এখানে সাধু-নির্ণয়ে দেখা গেল, তিনিই সাধু যিনি মুক্তকুলের একমাত্র উপাস্য শুদ্ধশ্রীনামে রত ও কীর্ত্তনমুখে শুদ্ধশ্রীনাম

প্রচার করেন, অন্তে নহে। শুদ্ধনামাশ্রয়ী ভিন্ন অন্তে কখনও সাধুপদবাচ্য নহেন। অপরকে সাধু বলিয়া বরণ করিলে অসাধুকে সাধুর সমজ্ঞানে সাধুকেও অসাধুর সম জ্ঞান করা হইয়া যায়, ইহা সাধুনিন্দা। যাঁহারা শুদ্ধনামাশ্রয় করে নাই বা তচ্ছলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইয়া নামাপরাধই করিতেছে, তাহাদিগকে সাধু জ্ঞান করিতে ভক্তিশাস্ত্রে উপদেশ নাই। বিশেষতঃ যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভজন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই শুদ্ধনামাশ্রয়ী। "নামরূপে কলিকালে (ধরাধামে) কৃষ্ণ অবতার।" সেই নাম আশ্রয় না করিলে ভগবৎ-প্রপত্তিই হইল না। অনন্যশরণ ভগবদ্ভক্তমাত্রই নামাশ্রয়ী। আর ঐকান্তিক নিষ্কিঞ্চন সাধু কে? ভগবান্ শ্রীগীতায় শ্রীমুখে আদেশ করিয়াছেন, "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥" অন্যত্র তিনি গীতাতেই উপদেশ করিয়াছেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এতদনুসারে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, দেবর্ষিভূতাপ্ত-নৃ-পিতৃ-ঋণ পরিশোধ-পিপাসা ত্যাগ করিয়া ভগবচ্চরণাশ্রয়ই একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহা করিতে গেলেই লৌকিক দৃষ্টিতে আচার ধর্ম্মশাস্ত্রবিধি-পুষ্ট থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতেই ভক্তকে এ সকল হইতে ছুটী দিয়াছেন, যথা "দেবর্ষিভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃণা-" মিত্যাদি। সুতরাং অনন্যভজন ভক্তে যদিও ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত আচারের লঙ্ঘন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তিনি সাধু, যেহেতু তিনি সম্যক্ ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিসম্পন্ন, তিনি নিত্য-মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করিয়া তাহাতেই বিচরণ করিতেছেন, অন্যের ন্যায় ভোগপর কর্ম্মযোগাদির আশ্রয় লইয়া অথবা মোক্ষপর বুদ্ধিতে জ্ঞানমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ পথ হইতে বিচলিত হ'ন না। স্বর্গকামাদি-প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মে তৎপর, অষ্ট-সিদ্ধির জন্য যোগাসনে ব্যাপৃত, মোক্ষাভিসন্ধি হইয়া ফল্গু-বৈরাগ্যযুক্ত, তাঁহারা যথার্থ সাধু নহেন। শুদ্ধনামাশ্রয়ী সাধুর নিন্দায় অথবা শেষোক্ত ব্যক্তিনিচয়ে সাধুজ্ঞানে প্রথম নামাপরাধ কৃত হয়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, অসাধু-নিন্দা বা অসাধুতার বহুমানন না করিলে কি দোষ নাই। দোষ নিশ্চয়ই আছে। কাহারও নিন্দা লইয়া নামাশ্রয়ী বৃথা সময়ক্ষেপ করিলে তাঁহার হরিভজন কিরূপে সাধিত হইবে? নামাশ্রয়ী ভক্ত কীর্ত্তনমুখে নামাশ্রয়ে অনাচারসমূহ বিবৃত করিয়া তাহার ত্যাগে জীবকে উপদেশ দেন মাত্র, তিনি কাহারও নিন্দা করেন না। পরনিন্দা তাঁহার ব্রত নহে। জগতে ভক্তিধর্ম্ম বলিয়া যে সকল "ভেজাল" চলিতেছে, জানিয়া শুনিয়া সে গুলির প্রশ্রয় দিলে, অসতর্ক জীবকে সেই সকল "ভেজালে"র হস্ত হইতে রক্ষা করিবার যত্ন না করিলে জীবে দয়ারূপ ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া অসাধু-নিরসনাভাব-রূপ সাধুনিন্দা অপরাধে নিমজ্জিত হইতে হয়, তাহা কোন সাধুরই নিন্দা। নিজে সাবধান হইয়া সকলকে সাবধান করিলে তাহাকে নিন্দা বলে না। যদি কেহ সকলকে বলিয়া দেন, "ভাই সব, অমুক স্থানে যাইও না, কতকগুলি লোক ওখানে ঠকামি করিয়া পথিককে সর্ব্বস্বান্ত করে, তাহাদের চেহারা এইরূপ, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম এই, উহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খুব সাবধান হইয়া চলিবে।"—তাহা হইলে কি তাঁহাকে নিন্দাকারী বলিয়া দোষ দিতে হইবে? যে একান্ত নির্ব্বোধ, সে ভাল করিয়া ঠগের পাল্লায় পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে যত্ন করে, যতক্ষণ না সে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়, ততক্ষণ সে ঠগকে চিনিতে পারে না, তাহাকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করে। যিনি সাবধান

করিয়া দিতেছেন, তিনি কি পরচর্চ্চাকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইতে পারেন? কখনই না। তিনিই জীবে দয়াপরবশ। নামাশ্রয়ী সাধুও তাই। তিনি স্খলিতপদোন্মুখ জীবকে উদ্ধার-মানসে তাহার অবলম্বিত পথকে ত্যাগ করিতে বলেন, যাহাদের সংসর্গে সে পতিত হইতে যাইতেছে, তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। ইহাতে তিনি কাহারও নিন্দা-করণ-দোষে অভিযুক্ত হইতে পারেন না।

"নিন্দা" শব্দ দ্বারা দ্বেষ ও দ্রোহ উপলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ পোষণ করিলেই প্রথম অপরাধযুক্ত হইতে হয়। নামাশ্রয়ী এই প্রথম অপরাধমুক্ত হইতে না পারিলে তিনি কোন ক্রমেই ভজন-পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তৎক্ষালনের জন্য উপদেশ করিয়াছেন, দৈবাৎ যদি কেহ বৈষ্ণব-বিদ্বেষরূপ সাধুনিন্দা করিয়া বসেন, তাহা হইলে তিনি অনুতপ্ত হইয়া অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি যেমন অগ্নিতেই শান্তি পায়, সেইরূপ "আমি যাঁহার চরণে অপরাধ করিয়াছি, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিব" এই বুদ্ধিতে অনুতপ্ত-হৃদয়ে সেই সাধুর চরণে প্রণাম, স্তব, সম্মানাদি করিয়া ঐ অপরাধ হইতে মুক্ত হইবেন। তবে নাম হইবে, নচেৎ অপরাধীই হইতে থাকিবে। যদি এরূপেও তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বহুদিন তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতে হইবে। অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া যদি কোনরূপে ক্রোধের শান্তি না হয়, তাহা হইলে "হায়, হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি বৈষ্ণবপরাধ করিয়া বসিয়াছি! আমাকে নরক-বাসই করিতে হইবে! হা ধিক্" এইরূপ অনুতাপ-যুক্ত হইয়া অন্য সমস্ত কৃত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বেদসহকারে নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্ত্তনে রত থাকিবেন। ঐরূপ অনুতপ্ত-অন্তঃকরণে নাম করিতে থাকিলে মহাশক্তিধর নাম-সঙ্কীর্ত্তন অবশ্যই কালে তাঁহাকে অপরাধমুক্ত করিবেন। নচেৎ, যদি এরূপ বুদ্ধি করা যায় যে, "নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং" নামাপরাধীর নামেই যখন অপরাধ ক্ষয় হয়, তখন পরম উপায় নামের আশ্রয়-গ্রহণ কর্ত্তব্য, বারংবার পাদপতনাদির দ্বারা স্বীয় অপকর্ষ-স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। এরূপ বুদ্ধি করিলে পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার নামাপরাধই কৃত হয়, যেহেতু সাধু-লঙ্ঘনই ত' অপরাধ, ইহাতে তাহাই হইয়া যায়। কেহ কেহ বিচার করেন, 'যখন কৃপালু, অকৃতদ্রোহ প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত ভক্তই সাধু, আচ্ছা তাঁহারই নিন্দা হইতে বিরত হইতে হইবে।' কিন্তু "অপিচেৎ সুদুরাচারঃ," "সর্ব্বাচার-বিবর্জ্জিতাঃ" প্রভৃতি বচনানুসারে যাঁহারই অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি আছে, তিনিই যখন সাধু, তখন শুদ্ধনামাশ্রয়ী ভক্তের নিন্দা করিলেই এই অপরাধ হইবে, তাঁহার গৌণ ষড়বিংশতি গুণের সকলগুলি নাও থাকিতে পারে। অনেক স্থলে মহাভাগবত সাধুশ্রেষ্ঠের প্রতি অতিশয় অপরাধ করিলেও তিনি কোপ নাও করিতে পারেন। তথাপি আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাঁহার প্রসন্নতা-বিধানে যত্ন করিতে হইবে। কারণ মহাপুরুষগণ দুর্জ্জনকৃত অপরাধ স্বয়ং ক্ষমা করিলেও তাঁহাদিগের চরণ-রেণুসকল তাহা সহ্য করেন না। জড়-ভরতের রহুগণ রাজাকে কৃপা, মহারাজ উপরিচর বসুর দৈত্যগণকে কৃপা, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাধাইয়ের প্রতি কৃপা ইহার উদাহরণস্থল। এই কৃপাই অপরাধী ব্যক্তিকে যথেষ্ট দৈন্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। হায়, হায় মাদৃশ অপরাধী কবে এই অহৈতুকী কৃপা-লাভে সমর্থ হইবে?

দোকানদারী।

এ কেরে এ কেরে দেখি ভক্তির মন্দিরে
ভক্তির যাজন নামে বিকি-কিনি করে ?
ভক্তি কিরে পণ্যদ্রব্য—মুড়ি মিশ্রি শাক,
দাম দিয়ে কিনে লবে যত ভক্তিহীন ?
বিপণি সাজালি ভাল, নাহি ভক্তি লেশ,
ক্রেতাকে ও' কি দিলি তুই ভক্তি নাম থোয়ে।
তোর ভাণ্ডে যাহা নাই তুই তা'র দাতা,
এতবড় ঠকামিটা চালালি যে ভাল !
দাম লয়ে নাম বেচে কি ফল লভিলি ?
করিলি নাম-অপরাধ, বেচিলিও তাই।
মূর্খ লোকে নাম বোলে কেনে অপরাধ,
তারে তুই ধোকা দিয়ে বোকাটা বানালি।
শ্রীভগবত্তনু গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত।
তাঁহার পাঠক হলি অর্থ বিনিময়ে।
অ পনি ডুবিলি, ডুবাইলি শ্রোতৃগণে
অপরাধ-সিন্ধুমাঝে, উদ্ধারের ছলে,
হায় হায়, কি বিভ্রাট, দুঃখ বলি কা'র
মূর্খ নর নাহি বোঝে নিজের মঙ্গল,
বলে আমি পার হই ডুবিতে ডুবিতে,
বঞ্চকের ফেরে পড়ি বুদ্ধিভ্রষ্ট তা'র।
রে বঞ্চক, তোর কিরে নাহি ভয় লেশ,
অনন্ত রৌরবরাশি ব্যবস্থা তোমার।
ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন নাস্তিক-প্রবর
'শ্রীবিগ্রহ' নামমন্ত্র আর ভাগবত,
আমার অর্জ্জন-যন্ত্র' এই বুদ্ধি তোর ;
তোর চেয়ে নরাধম আর কেরে আছে ?
মত্তপ বেশ্যাগ দস্যু তোর চেয়ে ভাল,
হরিনামে নিষ্ক টে পা'বে মুক্তি তা'র,
সৎসঙ্গে তার পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হবে,
অনায়াসে পাবে সেই শ্রীকৃষ্ণে ভকতি,
জগাই মাধাই দোঁহে তাহার প্রমাণ।
কিন্তু ভেবে দেখ্ তুই ধর্ম্মধ্বজী শঠ,
কাপট্য ভণ্ডতা তোর মজ্জায় মজ্জায়
অপরাধ-পুঞ্জে তোর চিত্ত ভোরপুর।
বৈষ্ণববিদ্বেষ তোর হোয়েছে বাবসা,
মদভরে না মানিলি গুরু বোলে তাঁরে,
ব্রাহ্মণের গুরু ভক্ত—এই শাস্ত্রবাণী
লঙ্ঘিয়া দুর্দ্দশা এত তোমার কপালে।
হায় হায়, তোর দুঃখে বুক ফেটে যায়,
তুই যে মানিলি তাহে সুখের নিদান।
কিরূপে যাইবে তোর নির্ব্বুদ্ধিতা-রাশি,
কবে সে দিবিরে তুই বৈষ্ণবে সম্মান,
নিষ্কিঞ্চন সাধুপদরজে তুই
শির অভিষেক করি' লভিবি কল্যাণ,
কবেরে দেখিব তোর ভক্তজনে রতি ?

সংস্কৃতে কথা।

সংস্কৃতে বাদানুবাদ হইলে প্রকাশ্য সভায় অনেকে বুঝিতে পারিবেন না এবং তাহাতে দুর্ব্বল-পক্ষের সুবিধা হইবে জানিয়া যুক্তি করিয়া একদিন একজন শাস্ত্রদর্শনহীন অন্ধ পণ্ডিতাভিমানী লোক-প্রতারণাকল্পে এক সভায় সকলের সমক্ষে নিজের মূর্খতা আবরণ করিতে গিয়া আপনাকে সংস্কৃতে কথা-কহা বড় পণ্ডিত জাহির করিয়া কিছু

প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যতে অর্থ-লাভের আশায় বলিয়াছিলেন যে, "যে ষট্‌সন্দর্ভ* বুঝিতে পারে, সে সংস্কৃতে কথা বলিতে পারে।" তদুত্তরে একজন প্রকৃত পণ্ডিত বলেন, আগে মূর্দ্ধণ্য ষ, ব, ম, জ উচ্চারণই করিতে শিখ, তৎপরে উচ্চারণ ঠিক হইলে ব্যাকরণশুদ্ধ সংস্কৃত কথা-কহায় বাহাদুরী করিও। সংস্কৃত কথা শিখিলেই যদি ষট্‌সন্দর্ভ বুঝা যাইত, তাহা হইলে কাব্য ব্যাকরণ পড়িয়াই অ্যাঙ ব্যাঙ থল্‌সেও সন্দর্ভের পণ্ডিত হইত। সংস্কৃতের গ্রাজুয়েটগণ সংস্কৃত বুঝেন না, আর সংস্কৃতে গ্রাজুয়েট না হইয়া—বি, এ পরীক্ষা না দিয়াই ভুল সংস্কৃতে কথা কহিতে পারি, মনে করিলেই সংস্কৃত জানি, এ অভিমান মূঢ়ের পরিচয়-মাত্র। আর একজন কালেজের বড়বাবুর আরদালী সেই সভার কোণে দাঁড়াইয়া এ কথাটী শুনিয়াছিল; সে সভা হইতে আসিয়া বাবুকে বলিল—"বাবু, আজ এক সভায় গিয়াছিলাম, এক পণ্ডিত একটী কথা বলিল বটে, সেটা যেন কেমন বোধ হইল!"

বাবু—কেন রে কি হয়েছে?

আরদালী—আপনি ত জানেন কর্ত্তা, (যদি বেয়াদবি না নেন তবে বলি,) আমি খুব ইংরেজীতে কথা বল্‌তে পারি, আপনি যখন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করেন, তখন হুজুরও আমার মত তাড়াতাড়ি কথা বল্‌তে পারেন না।"

বাবু—বেটা, তাতে কি হয়েছে, বল্‌না? আসল কথাটা বল্?

আরদালী—তা আমি ত' বাবু, আপনি যে সকল বড় বড় বই পড়েন—আমি কেন, আমার চৌদ্দ-পুরুষও তা পড়ে নাই বা দেখে নাই। আপনি কত কত বই লেখেন, কত লোককে শিক্ষা দেন, কিন্তু আমি ত সে সব কিছুই পারি নে।

বাবু—তা'তে কি হ'য়েছে?

আরদালী—আমি জিজ্ঞাস্ কচ্ছি, বাবু, আজ এক পণ্ডিত বলেছিল যে, সংস্কৃত কথা বল্‌তে পার্‌লেই, সে কি এক বই আছে বুঝ্‌তে পারে?

বাবু—তা, তুই আবার এ কথা আমাকে জিজ্ঞাস্ কচ্ছিস্ কেন? তুই ত তোর নিজেকে দিয়েই বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ যে, ভাষার সাহায্যে দুটো কথা কপ্‌চাইতে পারিলেই বিচারের বই বোঝা যায় না?

আরদালী—কথাটা ঠিক কর্ত্তা, আমারই জানা কত মান্দ্রাজী, খানসামা আছে, তা'রা আমার চেয়েও অনেক ভাল ইংরেজী বল্‌তে পারে,—তারা পেটের জন্য—সাহেবের সঙ্গে আলাপ ক'রে সাহেবকে খুসি কর্ত্তে পার্‌বে ব'লে—অভ্যাস ক'রে খেটে খুটে ইংরেজী কথা বল্‌তে শিখে রাখে—সেজন্য কি সরকার বাহাদুর তাদের এনে বিচারকের আসনে বসা'বে?

আরদালি ও কালেজের বড় বাবুর সহিত এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময় একজন সাত্ত্বিক-মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবু ব্রাহ্মণকে যথোচিত অভিবাদন করিবার পর তাঁহার আরদালির সঙ্গে যে বিষয় লইয়া কথা কহিতেছিল, তাহা উক্ত ব্রাহ্মণ মহোদয়কে

*শ্রীজীব গোস্বামি-রচিত ভাগবতসন্দর্ভের অপর নাম ষট্‌সন্দর্ভ। এই গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত গৌড়ীয়গণের ভাগবত-সম্বন্ধীয় দার্শনিক মীমাংসা-গ্রন্থ। ভূতক পাঠক, ভূতক কথকসম্প্রদায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় অভিভূত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের দার্শনিক বিচার বুঝিতে না পারিয়া স্ত্রী ও মূর্খ ইন্দ্রিয়পরায়ণ শ্রোতৃবর্গের নিকট তাহাদের সংস্কৃত ভাষার কাব্যে দখল থাকার দরুণ ষট্‌সন্দর্ভে ব্যুৎপন্ন বলিয়া ভাণ করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা অধিরোহ-বাদ ও অবতার-বাদের পার্থক্য বুঝিতে অসমর্থ বলিয়া সন্দর্ভের কোন বিচারই সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে বুঝিতে অসমর্থ। না পড়িয়া পণ্ডিত সন্মান মন্দ নহে!

নিবেদন করিলেন। ব্রাহ্মণটীর শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার। শাস্ত্রে ভারবাহী না হইয়া তিনি সারগ্রাহী হইয়াছেন। কালেজের বাবুর মুখে ঐ সব কথা শুনিয়া তিনি ঈষৎ হাসিলেন ও বলিতে লাগিলেন—'আজ আপনার কাছে দুইটা আখ্যায়িকা বলিব। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় দেবানন্দ পণ্ডিত নামে একজন খ্যাতনামা ভাগবত-পাঠক ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে তাঁহার পাঠ শুনিয়া ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন—

ভাগবতে মহা-অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম-অর্থ না জানে ভক্তিহীন-দোষে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥"

শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"—ভক্তি দ্বারাই ভাগবতের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, জড়বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য দ্বারা বুঝা যায় না। অতএব সংস্কৃত বলিতে পারিলেই ভাগবত বা ভাগবত-সন্দর্ভ ওরফে ষট্‌সন্দর্ভ বুঝা যায়, এ কথা ভারবাহী বা নির্ব্বোধ বালকের প্রলাপ মাত্র। একজন বালক কল্‌কাতার মনুমেণ্টের পাদদেশে গিয়ে ঘুরে এসে তা'র বালকবন্ধুদের সভায় গল্প কর্‌ত 'আমি চাঁদ ছুঁয়ে এসেছি।' কারণ, এ বালকবন্ধুরা কখনও মনুমেণ্ট দেখে নাই। বন্ধুরাও বুঝে রাখল্ মনুমেণ্টে উঠ্‌লেই চাঁদ ধরা যায়। ওরি মধ্যে দুই একজন যুবক ছিল, তা'দের কল্‌কাতায় আনা-গোনা আছে; তা'রা মনে মনে ভাব্‌লে—'ছেলেটা ত বড় সেয়ানা দেখ্‌ছি' বড় হ'লে নগর জয় কর্ত্তে পার্‌বে।' এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।'

বৈষ্ণবের জীবনই ভাগবত—এজন্য বৈষ্ণবের অপর নাম ভাগবত। যার অনুভূতি নাই, যে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার দাস, তা'র কি সাধ্য যে ভাগবত বা ষট্‌সন্দর্ভের একটী অক্ষরও দর্শন কর্‌তে পারে? বিশ্রবা ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তাহার তনয় রাবণ অসুর হইয়া মনে করিয়াছিল, 'আমি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অর্দ্ধাঙ্গিনী শ্রীসীতাদেবীকে হরণ করিলাম। কিন্তু

"ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ-মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
*   *   *   *
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম পঃ।

অধোক্ষজ ভক্তের ষট্‌সন্দর্ভ, গীতা বা ভাগবত জড়বস্তু নহে—অর্থকরী বিদ্যালাভের নির্ব্বাচিত পাঠ্যপুস্তক নহে অথবা অক্ষজ-বাদীর জড় দর্শন বা কাব্য-গ্রন্থ নহে; কিন্তু কাল কলি, আজকাল তাই হয়ে পড়েছে। যে মনে করে যে, সংস্কৃত অক্ষর চিনিলেই বা পাণিনির সূত্র কণ্ঠস্থ থাকিলেই বা অমরকোষ মুখস্থ করিলেই বা সংস্কৃতে কয়েকটা কথা কপ্‌চাইতে পারিলেই ভাগবত বা ষট্‌সন্দর্ভ বুঝিয়া নিতে পারিব, সে অত্যন্ত জড়াভিনিবিষ্ট অপরাধী জীব।

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—চৈঃ চঃ মধ্য ২১শ পঃ—

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থভক্তিসার॥

বৈষ্ণব কখনও কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠার সেবক নহে।

"কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।"

ভক্তি-উদয়ের লক্ষণই এই যে—

(১) ভগবানে প্রীতি, (২) ভগবদ্-অনুভূতি, ও (৩) ইতরবিষয়ে বিরক্তি। যেমন—

যে ব্যক্তি আহার করিতেছে, তাহার লক্ষণ এই যে প্রতিগ্রাস গ্রহণ করিবার পর (১) তুষ্টি, (২) পুষ্টি ও (৩) ক্ষুধানিবৃত্তি।

যাহার ইতর বিষয়ে বিরক্তি হয় নাই, অথচ নিজেকে ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছে, তাহাকে কপট জানিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব রঙ্গক্ষেত্রে ভ্রমণ-কালে একজন "বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে" শ্রীগীতা পাঠ করিতে দেখিতে পান। ঐ ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ ভাষায় গীতা পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার অশুদ্ধ পাঠ শুনিয়া নিকটবর্ত্তী লোকসকল নানারূপ বিদ্রূপ করিতে থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণের অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া মনে হইত যে, তিনি গীতা পাঠ করিয়া কতই না আনন্দ অনুভব করিতেন! শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার এই অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাকে দেখিতেছি, আপনি অক্ষরমাত্রও চিনেন না, তবে আপনার হৃদয়ে এত আনন্দ কি প্রকারে?' ব্রাহ্মণ বলিলেন—

বিপ্র কহে—'মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ কৃষ্ণ-দরশন।
এই লাগি গীতা-পাঠে না ছাড়ে মোর মন॥'
প্রভু কহে,—'গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থসার॥'

অতএব ভুল সংস্কৃতে কথা বল্‌বার ভার বহন করিতে পারিলেই অপ্রাকৃত গীত, পঞ্চরাত্র, ভাগবত বা ষট্‌সন্দর্ভ-ভারবাহীর ঐ সব বুঝা সম্ভবপর নহে। সংস্কৃত 'পণ্ডা' শব্দের উত্তর জাতার্থে 'ইত' করিয়া 'পণ্ডিত' শব্দ নিষ্পন্ন। 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। যাঁহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তিনিই পণ্ডিত। সংস্কৃতে 'বেদ' এই ক্রিয়ার অর্থ 'জান'। 'বেদ' অর্থাৎ 'হে জীব! ব্রহ্মবস্তুকে জান'—এই বেদের আদেশ। ব্রহ্মবস্তুকে জানিবার জন্য যাঁহার উজ্জ্বলা বুদ্ধি হইয়াছে, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। নতুবা যে জড়ে অভিনিবিষ্ট, তাহাকে শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা অনুসারে 'প্রাকৃত সহজিয়া' ব্যতীত 'পণ্ডিত' বলা যাইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব এরূপ অনুস্বার ও বিসর্জ্জনীয় পণ্ডিতের স্থান অতি নিম্নে দিয়াছেন। দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবতে পণ্ডিত হইয়া সংস্কৃতে কথা বলিতে পারিত, তাহা জানিয়া শ্রীগৌর-সুন্দর তাহাকে বলিলেন, "বুঝিলাম, তুমি যে পড়াও ভাগবত। কোন জন্মে না জান গ্রন্থের অভিমত॥ পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়। তবে বহির্দ্দেশ গিয়া সে সন্তোষ পায়॥ প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি। তত সুখ না পাইলা কহিলাম আমি॥" শ্রীগৌরসুন্দর, ভূতক সংস্কৃতে কথা-কওয়া দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-সন্দর্ভ বুঝিবার অহঙ্কারকে মানবের বহির্দ্দেশ-গমনের সুখ অপেক্ষা স্বল্প বলিয়া অনাদর করিলেন; সেজন্য গাধার মত ষট্‌সন্দর্ভ পড়িয়া সংস্কৃতে কথা কহিতে শিখিলে নিজের বা সমাজের কোন হিতই করা হয় না। সেই অহঙ্কার বিষ্ঠা-ত্যাগের সুখ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, সুতরাং সে প্রতিষ্ঠা ঘৃণ্য। তিনি যে সময়ে নবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই সময় নবদ্বীপ শাস্ত্রচর্চ্চা ও পাণ্ডিত্য-কোলাহলে মুখরিত ছিল। কত বড় বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ সেই সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি স্ব-মুখে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিতেছেন :—

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥

তিনি তাঁহার স্ব-রচিত 'শিক্ষাষ্টকে' জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করিতেছেন :—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে ভগবন্, আমি ধন, জন বা পাণ্ডিত্য কিছুই চাই না, জন্মে জন্মে যেন তোমার পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

এখন এখানে জিজ্ঞাস্য—'তবে কি মূর্খ হওয়াই শাস্ত্রের অভিমত?' তাহাও নহে। ভগবদ্ভক্তিবিহীন মূর্খতা ও পাণ্ডিত্য উভয়ই ত্যাজ্য। আর ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিই পণ্ডিত। শাস্ত্র পড়িয়া শুনিয়াও লোকে ভারবাহী হয়। এই জন্যই বৈষ্ণব গাহিয়াছেন :—

"জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমি অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥"

বাংলা শব্দে অনুস্বার বিসর্গ প্রভৃতি লাগাইতে পারিয়া 'কথকচারূপ জড়ের বিদ্যা শিখিয়াছি' মনে করা রাসভ-স্বরে গীত গাওয়ার মত অসমর্থতা ও অনবধানের বোধকমাত্র। আবার শাস্ত্র বলিতেছেন :—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতি-শাস্ত্র-জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং॥

ভগবদ্ভক্তিহীনের ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জন্ম, বেদাদি শাস্ত্র-অধ্যয়ন, জপ-তপ, সকলই মৃত দেহে অলঙ্কারের মত লোকরঞ্জনের হেতুমাত্র।

যে ব্যক্তি মাৎসর্য্য ও ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া 'কাহাকেও পরাস্ত করিব বা নানা কৌশলে আমি সভা জয় করিব' এই দুরভিসন্ধির পোষণ করিয়া পাণ্ডিত্য জাহির করিতে প্রয়াস পায়, সে বৈষ্ণব নহে। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের মৎসরতা নাই। বৈষ্ণব চালাকি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করেন না। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নিকট মৎসরতাপূর্ণ-হৃদয় কোনও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত 'আমার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হউন, নতুবা জয়পত্র লিখিয়া দি'ন্' এরূপ বলিলে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ঐ পণ্ডিতাভিমানীকে মায়া দ্বারা আরও আচ্ছন্ন করিবার জন্য তাহাকে জয়পত্রী লিখিয়া দিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের জয়-পরাজয়-বুদ্ধি নাই। তাঁহারা নিজেরা লাঠির আঘাত খাইয়াও সত্য কথা আচরণপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রক্তাক্তকলেবর হইয়াও জীব-উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বাইশ বাজারে প্রহার পাইয়াও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ—

"খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় যাবে প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"

বৈষ্ণব অজিত—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের মত দৈবী মায়ায় বিমোহিত প্রাকৃত ব্যক্তির নিকট তিনি জিত বলিয়া প্রতীয়মান হন। যেমন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীভগবান্ নন্দনন্দন বহির্ম্মুখ পাষণ্ড-বিমোহনের জন্য ব্যাধ কর্ত্তৃক বাণ-বিদ্ধ হন বা কংসের ন্যায় অসুরদলের নিকট শ্রীকৃষ্ণমাতা দৈবকী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেন। কিন্তু এ সব বহির্ম্মুখের প্রতি শ্রীভগবানের কুহক মাত্র। এই জন্যই শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলিতেছেন :—

"বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
জাতি-বিদ্যা-ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥
ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা ধন রূপ যশ কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥

অহঙ্কার, দ্রোহমাত্র এ সবেতে আছে।
অধঃপাত-ফল তার না জানয়ে পাছে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি॥"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্য, নবম অধ্যায়।

প্রেরিত পত্র।

ঢাকা,
২৩শে অগ্রহায়ণ,
১৩২৯ সাল।

মাননীয় গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়,

আমি একজন স্কুলের ছাত্র। ঢাকার কোন হাই স্কুলের Class VIII হইতে এবার পরীক্ষা দিয়াছি। আপনাদের 'গৌড়ীয়' নামক পত্রিকা আমাদের স্কুলে নিয়মিত আসিয়া থাকে, আমি তাহা হইতে আপনাদের প্রচারিত বিষয়সমূহ খুব মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়া থাকি। আমি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি খুব উচ্চ ভাব পোষণ করি। আমার ধারণা যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের মত পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্ম আর নাই। আমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ অনেক সময় শ্রবণ করিয়াছি ও এখনও নিজে নিজে পড়িয়া থাকি। তাহা পড়িয়া ও শুনিয়া আমার এতদিন পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি বিমল ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একটী ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া আমার বর্ত্তমান বৈষ্ণবাচার্য্যাভিমানীগণের প্রতি শ্রদ্ধা কিছু শিথিল হইয়াছে। আমি এ বিষয়টীতে আপনাদের অভিমত জানিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক রহিলাম। আশা করি, আপনাদের প্রসিদ্ধ 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় ইহার সদুত্তর পাইলে আমার সন্দেহ দূর হইবে ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আমার অনুরাগ আরও দৃঢ়তর হইবে।

একজন নিত্যানন্দ-বংশ্য-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গোস্বামী কোনও জমিদারের রক্ষিতা একজন বারাঙ্গনাকে গত কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাঁকজমকের সহিত মন্ত্রদান করিয়াছেন। ঐ বেশ্যার অনেক অর্থাদি আছে। মন্ত্র লইবার পরও ঐ বারবনিতা মদ্য, মাংস, সিগারেট ও ব্যভিচারাদি পরিপূর্ণভাবে চালাইতেছে। অধিকন্তু, আমি যে স্থানে থাকি, তাহার নিকটবর্ত্তী বলিয়া আমি নিজ চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি, ঐ গোস্বামী (?) বহুদিন হইতে প্রায়ই ঐ বারাঙ্গনার নিকটে আসিয়া থাকে ও তাহার হাতে পান, তামাক গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ গোস্বামীকে তথায় বসিয়া গাঁজা পান করিতে দেখিয়াছি। আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি, ইহার একটুও অতিরঞ্জিত নহে। এইরূপ আচরণ কি ঠিক? আমি সত্যসত্যই জানিবার জন্য লিখিতেছি। আমার একজন পরিচিত ছেলে আছে, সে গোস্বামীবংশে জন্মিয়াছে, তাহাকে এই কথা বলাতে সে বলিল—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

আমি এই উত্তরে প্রাণে শান্তি পাইলাম না। এই পদের যথার্থ অর্থ কি? শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শুনিয়াছি, ছোট হরিদাস বৃদ্ধা মাধবী মাতার নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ছোট হরিদাস জলে ডুবিয়া দেহত্যাগ করিলেও মহাপ্রভুর তাঁহার প্রতি কৃপা হইল না। মহাপ্রভু বলিলেন-

"প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।"

আরও পড়িয়াছি যে, রামচন্দ্র খাঁন নামক একব্যক্তি শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে (ব্রহ্ম হরিদাস) পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট একজন বেশ্যা পাঠাইয়া দেয়। বেশ্যা নানা উপায়ে হরিদাসের মন ভুলাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের মুখে শুদ্ধ নাম শ্রবণ করিতে করিতে বেশ্যার চিত্ত গলিয়া যায় ও শেষে সে তাঁহার চরণতলে পড়িয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করে। তখন হরিদাস ঠাকুর তাহাকে বলেন, "আজ হইতে তোমার পূর্ব্বের অভ্যাসসকল ত্যাগ করিতে হইবে।" তাহার উপার্জ্জিত ধনসমূহ নিজে কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে ও সব ছাড়িয়া একটী কুটীরে থাকিয়া তুলসী-পূজা ও হরিনাম করিতে আদেশ করেন। তাহার পর হরিদাস ঠাকুর তাহাকে দীক্ষা দেন। সেই বেশ্যা তদনুসারে সমস্ত বিত্ত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া একবস্ত্র হইয়া ও মাথা মুড়াইয়া রাত্রিদিন তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন।

"তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ বিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রিদিন তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হইল প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥"

অতএব আমি যাহা পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহার সঙ্গে ঐ গোস্বামীর আচরণের সঙ্গে আমার মনের মিল হইতেছে না। গুরুর কি এইরূপ কার্য্য?

আমি জীবন-চরিতে গোস্বামীদের জীবনী পড়িয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, গোস্বামীরা সকলেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। তবে আজকালকার গোস্বামী নামধারীদের এইরূপ আচরণ কেন? আমি জিজ্ঞাসু হইয়া অনেক কথা লিখিলাম। আশা করি, ইহাতে আমার কোন অপরাধ হইলে মাপ করিবেন। স্কুলের একটী সামান্য ছেলে বলিয়া যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দেন, তবে আমার মনে বড়ই একটা সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। দয়া করিয়া উত্তর দিলে কৃতার্থ হইব। আমার প্রশ্নগুলি এই—

(১) বেশ্যাকে বেশ্যা রাখিয়া মন্ত্র দেওয়া কি শাস্ত্রে আছে?

(২) বেশ্যার টাকা গুরু নিতে পারে কি?

(৩) বেশ্যার হাতের প্রস্তুত পান, তামাক ও জলখাবার ত' বেশ্যার উপপতি গ্রহণ করিয়া থাকে; গুরু, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবংশের গুরু তাহা গ্রহণ করিলে জাতিভ্রষ্ট হয় কি না?

(৪) মন্ত্র দিয়া টাকা নেওয়া চলে কি না?

(৫) বেশ্যার কাছে গেলে তাহার হাতে পান, তামাক ও তাহার সহিত একাকী কথা বলিলে মন চঞ্চল হওয়ার সম্ভব কি না?

(৬) গুরু ত পতিতপাবন; তিনি বেশ্যাকে দয়া করিলে তাহার ত খারাপ অভ্যাস ছুটিয়া যাইবে। দীক্ষার পরও কি তাহার বেশ্যাবৃত্তি থাকিতে পারে? ইহাকে কি দীক্ষা বলা যায়?

(৭) গুরু কি তাহার কন্যার বিবাহের জন্য শিষ্যের নিকট টাকা চাইতে পারেন? আমাদের গ্রামে এক গোস্বামী আসিয়া, টাকা না দেওয়াতে শিষ্যকে শাপ দিয়াছিলেন।

(৮) 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়' এই কথার অর্থ কি?

আশা করি, আমার কোন অপরাধ লইবেন না। ইতি—

প্রশ্নকারী ছাত্র।

ছাত্রটী আমাদের পরিচিত। তাহাকে সত্যবাদী বলিয়াই জানি। প্রশ্নগুলির উত্তর গৌড়ীয়ে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। গোঃ সঃ

জন্ম মৃত্যু—রহস্য।

এই মনুষ্য-জীবনে তিনটী প্রধান ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা আমরা দেখিতে পাই। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ। একটী স্ত্রীলোকের পুত্র কি কন্যা জন্মিয়াছে, বলিলে আমরা বুঝিয়া থাকি, এ স্ত্রীলোকটী আমাদের ন্যায় দেহধারী একটী প্রাণী প্রসব করিয়াছে। জন্ম বলিলে সাধারণতঃ ইহাই বুঝায়। আবার যখন বলি, অমুক লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তখনও আমরা সাধারণতঃ আমরা বুঝিয়া থাকি, ঐ ব্যক্তির পাঞ্চভৌতিক দেহের সমস্তই আছে অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আছে, অথচ যে ঐশ্বরিক চেতনা-শক্তির প্রভাবে ঐ ব্যক্তিটী হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করিতে পারিত, তাহা উঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং সকল ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য স্থগিত হইয়া গিয়াছে। সকল মনুষ্যই নিজের, কি বন্ধু-বান্ধবের কন্যা, কি পুত্রের জন্ম ও বিবাহে আনন্দিত হয়, এবং পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র ও বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি সকলের মৃত্যুতেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। এমন কি, জগতে সব প্রকারের ভয় আছে, মৃত্যু-ভয়কেই অধিকাংশ লোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীতি-জনক বলিয়া মনে করে। কারণ, অন্যান্য ভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার নানা প্রকার উপায় আছে, কিন্তু মৃত্যুভয় হইতে এড়াইবার কোনও লোকের উপায় নাই, যেহেতু জন্মিলেই মরিতে হইবে। ইহাই ভগবানের অপরিহার্য্য নিয়ম।

জগতে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা আপনাদিগকে অজর ও অমর মনে করিয়া যৌবন ও ধনমদে মত্ত থাকিয়া বৃথা সময় অতিবাহিত করে, অপরের মৃত্যু দেখিয়াও নিজেদের মৃত্যু-বিষয়ে একবারও চিন্তা করিয়া দেখে না। ২য় শ্রেণীর লোকেরা মনে করে যে, তাহারা এখন বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় হরিভজন করিবে, তাহা হইলেই মৃত্যুর হাত হইতে এড়াইতে পারিবে। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা জ্ঞানোদয়ের পর হইতেই হরিভজনে রত হয়েন। তবে এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া হরিভজন করিয়া থাকেন। কতকগুলি লোক ফলাদি-কামনায় হরিভজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন, মৃত্যুর পর স্বর্গাদি ধামে বাস করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিবেন। কতকগুলি লোক ভাবিতেছেন, পরমেশ্বর তাঁহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা. তাঁহার ভজন না করিলে মহাপাপ হয়, তাঁহার ভজন করাই কর্ত্তব্য। আবার কতকগুলি লোক কেবল অনুরাগ-ভরে শ্রীহরি ভজনা করিতেছেন; তাঁহারা কোনও ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বক বা ভজন না করিলে মহাপাপ হইবে, এরূপ কর্ত্তব্যবোধে ভজন করে না। তবে ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই কেবল অনুরাগভরেই করিয়া থাকেন, কারণ, ইহাদের

আত্মজ্ঞান বা নিজস্বরূপ-উপলব্ধি হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা সদ্‌গুরুর কৃপায় বুঝিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বরূপে কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণসেবাই তাঁহাদের কার্য্য, নশ্বর জগতে মায়ামুগ্ধ হইয়া নিজে ভোক্তা সাজিয়া বৃথা কালক্ষেপণ করা নির্ব্বোধের কার্য্য; অতএব কৃষ্ণসেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণের সেবা করাই তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি।

কবে মৃত্যু হইবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই বলিয়া নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, যথা :—

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে অজর অমর মনে করিয়া ধন ও বিদ্যা উপার্জ্জন করিবেন, এবং কৃতান্ত যেন (নিজ সদনে লইয়া যাইবার জন্য) তাঁহার কেশে ধরিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবেন; অর্থাৎ মৃত্যু আমাদের কেশে ধরিয়া রহিয়াছে, কখন মরিব, তাহার কোনও স্থিরতা নাই, কি জানি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া না থাকি, অতএব বাল্যাবস্থা হইতেই ধর্ম্মোপার্জ্জন করা উচিত।

বকরূপী ধর্ম্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'এ সংসারে আশ্চর্য্য কি?' তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, প্রত্যহই শতশত জীব যমালয়ে গমন করিতেছে; কিন্তু যাহারা অবশিষ্ট থাকিতেছে, তাহারা ইহা দেখিয়াও আপনাদিগকে অমর বলিয়া মনে করিতেছে; অতএব ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর কি থাকিতে পারে? যথা মহাভারতে—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং॥
প্রাণিগণ অনুক্ষণ যায় যমঘরে।
সবাই দেখিছে তাহা চক্ষের উপরে॥
তথাপি যে ভাবে লোক, মরিতে না হবে।
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে বল তবে?

আমরা অনেক সময়ই অনেক লোককে সাংসারিক কোন কষ্টে পড়িয়া "আমার মৃত্যু হইলে বাঁচিতাম, কেন মৃত্যু হইতেছে না" ইত্যাদি কথা বলিতে শুনিয়া থাকি, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা বাস্তবিকই মরিতে প্রস্তুত? কখনই না, কারণ, নিজ প্রাণাপেক্ষা বড় প্রিয় বস্তু জগতে আর দ্বিতীয় নাই। একটী উদাহরণ দিতেছি, শুনিলেই এ বিষয়টী বেশ বুঝা যাইবে। কোনও স্থানে একটী ভদ্র বিধবা স্ত্রীলোক তাঁহার একমাত্র নাবালিকা কন্যা লইয়া বাস করিতেন। কন্যাটীর বয়স যখন ১ বৎসর, তখন স্ত্রীলোকটী স্বামীহীনা হন। স্ত্রীলোকটীর প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ও বহুল নগদ টাকা ছিল। সংসারে কোনও অভাব ছিল না। কন্যাটীর যত বয়স হইতে লাগিল, ততই মায়ের অত্যন্ত আদরের পাত্রী হইতে লাগিল। এমনকি কোনও ভাল সুখাদ্য পাইলে অগ্রে তাহাকে না দিয়া নিজে কখনও খাইতেন না। কন্যাটীর নাম গোপী রাখিয়াছিলেন। কোনও স্থানে একাকী গেলে গোপীর জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকিত। তাহার অদর্শনে নিমেষকালও যুগবৎ প্রতীয়মান হইত। স্ত্রীলোকটী মনে করিয়াছিলেন, গোপীর বিবাহ দিয়া জামাতাকে গৃহে রাখিবেন। দেখিতে দেখিতে গোপীর বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল, এবার জামাতার অনুসন্ধান করিবেন, এইটী দুই একদিন মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু মানুষ যাহা মনে করে, তাহা সকল সময় ঘটিয়া উঠেনা; ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাই ঘটিয়া থাকে। আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল, একদিন গোপীর হঠাৎ মাথা ধরিয়া শরীর অসুস্থ হইল; তারপর জ্বর হইল, এইরূপে ৫।৬ দিন গত হইল ও জ্বর ছাড়িল না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, চিকিৎসা খুব চলিতেছে, তথাপি রোগের উপশম হইল না। এইরূপে ১৭।১৮ দিন

গ্রস্ত হইল, রোগ খুব বাড়িয়াছে, প্রাণ পাইবার আর আশা নাই, বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক আনা হইল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। এইরূপ অবস্থায় একদিন অমাবস্যার ঘোর তামসী নিশায় প্রায় ১টার সময় তিনি একাকী গোপীর পার্শ্বদেশে বসিয়া আকাশ পাতাল নানা বিষয় চিন্তা করিতেছেন, মিটি মিটি একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং মুষলধারে এরূপ বৃষ্টিপাত হইতেছে যে, কোনও লোকের গৃহ হইতে বহির্গত হওয়া অসম্ভব। এমন সময়ে একটী কৃষ্ণবর্ণ বৃষ নিকটস্থ এক কৃষকের ধান্য সিদ্ধ করিবার কলসীতে তাহার মুখ প্রবেশ করিয়া মুখে সেই কলসী সহ সেই স্ত্রীলোকের গৃহে উপস্থিত। স্ত্রীলোকটী হঠাৎ সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জন্তুটী অবলোকন করিয়া চিন্তা করিল, হয় ত স্বয়ং যম-রাজই গোপীকে লইতে আসিয়াছেন। তখন তিনি ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবরা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি জানি যম-রাজ গোপী-ভ্রমে তাঁহাকেই ধরিয়া লইয়া যান; এই-জন্য তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি গোপী নই; যাহাকে খুঁজিতেছেন, সেই গোপী ওখানে রহিয়াছে।" এই কথা বলিয়া দূর হইতে দেখাইয়া দিয়া নিজে সরিয়া গেলেন। এখন পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখুন যে, মৃত্যুভয় কিরূপ ভয়ঙ্কর এবং এবং নিজপ্রাণ কিরূপ প্রিয়। যে কন্যাটীকে নিজ প্রাণাপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসিতেন, অনায়াসে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাণ-রক্ষার জন্য পলাইয়া গেলেন। মৃত্যুভয় যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীতিজনক, তাহার আরও একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদত্ত হইল। ইহা পাঠ করিয়াও পাঠকবর্গ বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, মৃত্যুভয় জীবের পক্ষে কিরূপ অসহনীয়।

কোনও স্থানে এক কৃষক বাস করিত। তাহার কেবল একটীমাত্র পুত্র ছিল। পুত্রটী কুসঙ্গে পড়িয়া জীবহিংসা করিতে বড় ভালবাসিত। মৎস্য মাংস না পাইলে তাহার খাইতে বড় কষ্ট হইত। ক্রমে ক্রমে তাহার স্বভাব ব্যাধের ন্যায় হইয়া পড়িল। এই সময়ে কৃষকের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। বৃদ্ধ প্রায়ই তাহাকে জীবহিংসা করিতে নিষেধ করিত। কিন্তু সে কখনও তাহা শুনিত না; বরং পিতার সহিত গণ্ডগোল করিয়া সময়ে সময়ে তাহাকে প্রহার করিত। কৃষক তাহার পুত্রকে সময়ে সময়ে বুঝাইয়া বলিত, "দেখ বাবা, জীবহিংসা মহাপাপ; অনেকে মনে করে, মৎস্য মাংস খাইলেই শরীরে বল হয়, কিন্তু তাহা ভুল; সাত্ত্বিক আহারও সেইরূপ বল জন্মে তামসিক কিম্বা রাজসিক খাদ্যের দ্বারা যে বল উৎপন্ন হয়, সেই বলের সঙ্গে জীবকে উদ্ধত-প্রকৃতি ও নিষ্ঠুর স্বভাবাপন্ন করিয়া তুলে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্বিমুখও করিয়া তুলে। আর দেখ দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতির ন্যায় সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করিলেও শরীরে বেশী বল হয়, এবং যাহারা ঐপ্রকার সাত্ত্বিক দ্রব্য খাইয়া থাকে, তাহাদের প্রকৃতি খুব মৃদু ও ধীর হয়; এবং তাহাদের মনও স্বতঃই ভগবানের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। আরও দেখ, যখন কোনও প্রাণীকে বধ করা হয়, তখন সেই প্রাণিটী ক্রোধান্বিত হয়; আবার কোনও প্রাণী রাগান্বিত হইলে তাহাদের রক্ত গরম হইয়া বিষাক্ত হইয়া উঠে, এবং সেই বিষ সমস্ত শরীরে ব্যাপিয়া পড়ে; তাই অতিশয় ক্রোধে ক্রোধী ব্যক্তি অনেক সময় মারা গিয়া থাকে। দেখ, গো, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি গৃহ-জন্তুসকল বৃক্ষের পাতা, ফল, মূল প্রভৃতি খাইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের স্বভাব মৃদু ও ধীর।" এইরূপ অনেক উপদেশ দেওয়া সত্বেও একদিন কথায় কথায় উভয়ের মধ্যে ঝগড়া

হইয়া বৃদ্ধের পুত্র বৃদ্ধকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করে। বৃদ্ধ দুঃখিত-মনে নিকটস্থ এক বিচারপতির নিকট এই বিষয় সম্বন্ধে অভিযোগ করিল। বিচারপতি কৃষকের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যুবককে বিচারালয়ে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহার এজাহার গ্রহণ করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করতঃ বলিলেন,—"তোমার সাত দিবস পরে ফাঁসী হইবে, তুমি সাত দিবসের মধ্যে যাহা ইচ্ছা খাইতে পার, তবে তোমাকে অদ্য হইতে সাত দিন এখানে কারাগৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। তুমি যাহা খাইতে চাহিবে, প্রহরীগণ তাহা আনিয়া দিবে, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। তুমি তোমার পিতাকে অনেক সময় অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছ। তোমার পিতা একজন সৎলোক; কৃষক হইলে কি হইবে?—ব্যবহারে সদসৎ বুঝা যায়।" এই বলিয়া বিচারপতি তাহাকে কারাগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। পরে প্রহরীগণকে বলিয়া দিলেন—"দেখিও, যেন ইহার খাবার বিষয়ে কোনও ত্রুটী না হয়; সাত দিন পরে ইহাকে আমার নিকট আনিবে।" যে ব্যক্তি জানিতে পারে যে সাত দিন পরে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার নিকট স্ত্রী পুত্র, ধনরত্নাদি ও নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্য কি আর ভাল লাগে? কৃষকপুত্রেরও তাহাই ঘটিল। সে আর সময় মত কিছু খাইতে চাহে না, তবে যখন বেশী ক্ষুধা লাগে, তখন কিঞ্চিন্মাত্র খাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। এইরূপে সাত দিন কাটিয়া গেল। পরে আদালতে বিচারপতির নিকট তাহাকে আনা হইল। বিচারপতি তাহাকে অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া কহিলেন—"তুমি এত দুর্ব্বল হইলে কেন? তোমার কি শারীরিক কোনও পীড়া হইয়াছে কিম্বা প্রহরীগণ কি তোমাকে সময় মত খাইতে দেয় নাই?" এই কথা শুনিয়া কৃষকপুত্র বলিল—"যে ব্যক্তি পূর্ব্বেই জানিতে পারে যে, সাত দিবস পরে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার কি আর কিছু খাইতে ইচ্ছা হয়, বা জগতের ঐশ্বর্য্যাদিতে তাহার মন আকৃষ্ট হয়? কখনই না। আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না, আমার অবস্থা এখন কিরূপ?" বিচারপতি বলিলেন—"প্রাণ কিরূপ প্রিয়বস্তু এবং মৃত্যু কিরূপ ভীতিজনক, তাহা ত এখন বেশ বুঝিয়াছ? এখন বুঝিয়া দেখ, আমাদের ন্যায় কোনও জীবই মরিতে ইচ্ছুক নহে এবং আমাদের ন্যায় প্রত্যেকের প্রাণও তাহাদের নিকট সেইরূপ প্রিয়। তুমি এখন প্রতিজ্ঞা কর যে, অদ্য হইতে তোমার পিতার আদেশানুসারে চলিবে এবং অদ্য হইতে কোনও প্রাণীকেও বিনষ্ট করিবে না, তাহা হইলে তোমাকে আমি ফাঁসি-দণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া দিব।" কৃষকপুত্র তাহাতে স্বীকৃত হইলে বিচারপতি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

রাজা পরীক্ষিৎ একদা মৃগয়ার্থ অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া একটী মৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন। মৃগ বাণবিদ্ধ হইয়া পলায়নপর হইলে রাজা একাকী তাহার অনুসরণ করিলেন। পরে পিপাসার্ত্ত হইয়া শমীক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট জল প্রার্থনা করিলে ঋষি ধ্যানমগ্ন থাকায় তাঁহাকে জল প্রদান করিলেন না। তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গলদেশে একটী মৃত সর্প ঝুলাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে শুনিলেন, তাহার প্রতি অভিসম্পাত হইয়াছে যে, সর্পরাজ তক্ষক সপ্তাহমধ্যে তাঁহাকে দংশন পূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরণ করিবে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ সংঘবদ্ধ হইয়া রাজা

পরীক্ষিতের নিকট আসিতে লাগিলেন। বেদব্যাস, নারদ, অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, গৌতম, অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। পরীক্ষিৎ তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, 'আপনারা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজঃস্বরূপ, জ্ঞানামৃতের আধার। আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে, আর কতিপয় দিবস মাত্র অবশিষ্ট। এ সময় এ স্থানে এই মুমূর্ষুর পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কি কার্য্য অবলম্বনীয়।' "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"। রাজার এই কথা শুনিয়া কেহ কহিলেন—'যাগ-যজ্ঞই এ সময় উত্তম কর্ম্ম।' কেহ যোগ, কেহ তপস্যা, কেহ বা দান-ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বাদ-বিতণ্ডা হইতেছে। এমন সময়ে ব্যাসপুত্র মহাযোগী শুকদেব গোস্বামী উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সকলে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলে রাজা প্রণতিপূর্ব্বক পাদ্য-অর্ঘ্য আসনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—"হে ভগবন্! আপনার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আজি আমি পবিত্র হইলাম। ভবাদৃশ মহাপুরুষদিগের স্মরণেও যখন দেহ ও গেহ পবিত্র হইয়া থাকে, তখন দর্শন ও স্পর্শনে যে অধিকতর পবিত্র হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?" সাধু-সমাগমের কি অপূর্ব্ব মহিমা! তদীয় আবির্ভাবে তথায় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হইল। মহারাজ সেই দুর্ঘটনার পর হইতে জীবদ্দেহে অনুতাপের চিতানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার চক্ষে ঐশ্বর্য্যোদ্ভাসিতা রাজপুরী ও রাজসম্পদ্ এবং প্রাণাধিক পুত্র-কলত্রাদি স্বজনবর্গ সকলই অন্ধকারময় জ্ঞান হইতেছিল। অকস্মাৎ যেই গভীর শোকান্ধকার ভেদ করিয়া এক দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। সে অন্ধকার ও শোকোচ্ছ্বাস দূর করিয়া অপূর্ব্ব শান্তিধারা প্রবাহিত হইল। পরিবারবর্গের সহিত মহারাজ যেন এ জ্বালাময় সংসার-পার হইয়া, কল্পনাতীত, অনির্ব্বচনীয় প্রেম-রাজ্যে উপনীত হইলেন। সে ভীষণ ব্রহ্মশাপ ঈশ্বর-কৃপায় পরিণত হইল। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন—

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
কালে ফলন্তি তীর্থানি সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥
সাধুর দর্শনমাত্রে পুণ্যলাভ হয়।
তীর্থের অধিক সাধু জানিবে নিশ্চয়॥
বিলম্বে সফল হয় তীর্থাদি-সেবন।
সদাই সফল হয় সাধু দরশন॥

পরীক্ষিৎ বলিলেন, 'বোধ হয়, পাণ্ডবদের সখা শ্রীকৃষ্ণ আজি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, আমার এই ঘোর বিপদ জানিতে পারিয়া তিনিই আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। তাহা না হইলে আজি আপনার দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিবে কেন? ভগবন্! আপনি যোগিগণের আরাধ্য ও জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ; আমারও মৃত্যুকাল উপস্থিত। অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যুকালে মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, দয়া করিয়া তাহা আমাকে উপদেশ দিন"। রাজা বিনয়সহকারে এই প্রশ্ন করিলে শুকদেব তাঁহার মুক্তির জন্য হরিভক্তি-লাভের পরম উপায় হরি-লীলা বর্ণন করিতে লাগিলেন। শুকমুখ-বিনিঃসৃতা সে ভাগবতী সুধা পরম ভক্তিযোগে পান করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই করাল কাল-ফণীকে পুষ্প-মালার ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ভৌতিক দেহপঞ্জমাত্র কৃতান্ত-হস্তে অর্পণপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ-ধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয়।

রাজনীতিতে শঙ্করাচার্য্য:— সারদাপীঠ ও করবীরপীঠের মহান্তদ্বয় রাজনীতির আসরে নামিয়াছেন, এ সংবাদ সকলেই জানেন। ইঁহারা একজনে কাউন্সিল-প্রবেশের স্বপক্ষে ও অপরে উহার বিরোধী। সহযোগিনী অমৃতবাজার পত্রিকা ইঁহাদের একতরকে লক্ষ্য করিয়া (২৫।১১।২২ তারিখে) বলিয়াছেন:—"We fail to understand why he should trouble himself with worldly affairs at all. If he is concerned only with the saving of souls, surely that can be done much better outside the Congress than inside it. The administration of states, struggles for political independence and such other worldly affairs do not fall within the jurisdiction of those who do not like to have their holy souls contaminated by mundane considerations." সহযোগিনী অন্যপক্ষকে কেন বাদ দিলেন, তিনিই বলিতে পারেন। হ'তে পারে, ইনি সহযোগিনীর এক শিবিরের লোক। সহযোগিনী কিন্তু কথাগুলি খাঁটি বলিয়াছেন। যাঁহারা পরমার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন, তাঁহারা রাজনীতি প্রভৃতি ব্যাপারে কিরূপে যোগদান করিতে পারেন, ইহা আমরা ভাবিয়া ঠিক পাই না। যথার্থ পারমার্থিক কি স্বদেশ, বিদেশ, স্বজাতি, বিজাতি, আমার, তোমার, মিত্র-শত্রু—এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা পোষণ করিতে পারেন কি? প্রকৃত জগদগুরু সকলেরই পারমার্থিক মঙ্গল জন্য যত্ন করেন, কেন না তিনি "সর্ব্বভূতেষু (যঃ) পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।" নচেৎ কেবল বাহ্যতঃ তক্ত্রা অধিকার করিতে পারিলেই জগদগুরু হওয়া যায় না।

পরলোকে রাধাচরণ:— দেশ-বিখ্যাত স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর গত ৮ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রে সন্ন্যাসরোগে হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিসনার ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে বহুবর্ষ যাবত দেশবাসী সাধারণের উপকারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। বর্ত্তমানকালে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল-প্রবাহস্বরূপ বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-উৎসবসমূহে প্রতি-বর্ষে তিনি শত বাধা বিঘ্নসত্ত্বেও যোগদান করিয়াছেন। প্রতি সভায়, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিবার ভার তাঁহার উপর ছিল। যে বৎসর কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধর অর্চ্চারূপে প্রকটিত হ'ন, সেই বার শ্রীগৌড়ীয় মঠে আমরা তাঁহাকে একাগ্রমনে শ্রদ্ধাপূত-হৃদয়ে বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের শ্রীমুখে শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিতে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তদবধি নানা কারণ বশতঃ মঠে আসিবার সুযোগ না ঘটিলেও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শুদ্ধভক্তি-প্রচার ও প্রচারকেন্দ্র 'শ্রীগৌড়ীয় মঠে'র প্রতি তাঁহার আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধা চিরদিন অক্ষুণ্ণ ও অটুট ছিল।

আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে তাঁহাদের এই বিচ্ছেদে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

পাটনায় বড়লাট—গত ১১ই তারিখে বড় লাট বাহাদুর পাটনায় আগমন করেন। পাটনায় লাট ও লাট-পত্নী, মন্ত্রীবর্গ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী বড়লাট বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করেন। ১২ই তারিখে রাত্রি দশঘটিকায় তিনি কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

গয়া কংগ্রেসে পুলিশ :—মাননীয় মিঃ ম্যাক্‌ফারসন, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্রেট, পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ সোয়েন প্রভৃতি রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ পুলিসের দল বল সহিত ও ১২০ জন রিজার্ভ পুলিস লইয়া কংগ্রেস হইতে কিছু দূরে ছাউনি বসাইয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ :—গুজব, স্বর্গীয় রাধাচরণ পাল বাহাদুরের স্থানে সার নীলরতন সরকার বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

লালা লাজপৎ রায়ের পিতৃ-বিয়োগ :—গত ১১ই ডিসেম্বর লালা লাজপৎ রায়ের পিতৃদেব লালা রাধাকিষেণ ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বহু কংগ্রেস ও খিলাফৎ-নেতা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিল।

যুক্তরাজ্য শাসন পরিষৎ :—মহামহিম সম্রাট্ বাহাদুরের অনুমোদনে মাননীয় ও' ডোনেল মহোদয় সার পোর্টারের স্থলে শাসন-পরিষদে সভ্য নিযুক্ত হইলেন। মিঃ ক্রেরার ও' ডোনেলের স্থলে কার্য্য করিবেন।

কংগ্রেস :—মধ্যে গুজব রটিয়াছিল যে বিহারের কোন কোন গরমদল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতি-পদে নির্ব্বাচন-ব্যাপারে প্রকাশ্য সভায় বাধা দিবেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রসাদ এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, দেশবন্ধুকে উপযুক্তভাবে সম্মান করিবার জন্য গয়ায় বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

প্রথম পাঞ্জাব মহিলা সংসদ,

গত ৬ই ও ৭ই তারিখে উহার প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায়ের পত্নী শ্রীযুক্তা রাধাদেবী দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিলে, আলী-জননী শ্রীযুক্তা বাই আম্মা ও শ্রীমতী কস্তুরী বাই গান্ধী আকালীগণকে প্রশংসা করিয়া সকলকেই বিশেষতঃ নারীসমাজকে স্বরাজলাভে তীব্র-চেষ্টা করিতে বলিয়া বক্তৃতার উপসংহার করেন।

মিঃ কিংষ্টোনের মৃত্যু :—গত ১০ই তারিখে ভারতের রয়টার কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কিংষ্টোন দিল্লীর অনতিদূরস্থিত নরেলা ষ্টেশনের নিকটে রেল গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি একজন স্বনাম-খ্যাত সংবাদপত্রসেবী ছিলেন।

রাজার অতি বৃদ্ধ পিতামহী :—ফরিদকোটের রাজার অতি বৃদ্ধ পিতামহী ক্রমান্বয়ে ছয় জন রাজাকে পর পর সিংহাসনে বসিতে দেখিয়া ১০৪ বৎসর বয়সে সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

মহিলা সদস্য :—বোম্বাই মিউনিসি-প্যালিটীর নির্ব্বাচনে তিনজন মহিলা নির্ব্বাচিত

হইয়াছেন। উহাদের মধ্যে একজন বঙ্গমহিলা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

বৈদেশিক।

লণ্ডনে মন্ত্রী বৈঠক:—জর্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ করিবার প্রস্তাব ও মিত্রশক্তিগণের ঋণ সম্বন্ধে মিঃ বোনারল'র সহিত পরামর্শ করিবার জন্য ফরাসী মন্ত্রী মশাই পঁয়কার ও ইটালী মন্ত্রী সিনর ম্যাসলিনী লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বৈঠকটী পণ্ড হইয়াছে। কারণ ফরাসীরা রুঢ প্রদেশের এচেন ও বুচান নামক স্থান অধিকার করিবেই। আবার জর্ম্মাণের পক্ষে হার বার্গমান মিত্রশক্তিগণের মন্ত্রীদের নিকট এক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার জন্য জর্ম্মাণীকে আভ্যন্তরিক ও আন্তর্জাতিক ঋণ দেওয়া হউক, তাহাতে পঁয়কেয়ার স্পষ্টভাবে উহা অস্বীকার করিয়াছেন। ফরাসী ও ইটালী মন্ত্রিদ্বয় নাকি বলিয়াছেন, এখান হইতে মিটমাটের কোনই সম্ভাবনা নাই। ব্যাপার দেখিয়া বোনারল' জানুয়ারীতে প্যারিসে মন্ত্রিবৈঠক বসাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই ব্যাপারে ইংরেজ ও ফরাসীতে বেশ একটু মন কষাকষি চলিতেছে।

লসেন বৈঠক:—প্রকাশ যে, বৈঠকের আলোচনা ক্রমশঃ আশাপ্রদ হইতেছে। তুর্কীগণ তুরস্কের স্বার্থবিষয়ে যে যে দাবী করিয়াছিল, লর্ড কর্জ্জন তাহার অনেকগুলিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। প্রণালী-সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্য সকলে মিত্রশক্তিগণের প্রস্তাবে একরূপ সম্মতি দিলেও প্রতিনিধি চিচারিণ কিন্তু স্পষ্ট-ভাবেই সন্ধিপত্রে সাক্ষরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যতক্ষণ প্রণালীগুলির ভার তুর্কীর উপর দেওয়া না হইবে এবং যতক্ষণ কৃষ্ণসাগরের মধ্যে অন্য সকলের যুদ্ধ জাহাজ রাখিবার কথা বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ রুশিয়া এই সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিবে না আবার বুঝি রুশিয়ার সঙ্গে বিরোধ বাধে।

আয়ার্লণ্ডের খবর:—আয়ার্লণ্ডের খবর বড়ই ভীতিপ্রদ। ফ্রিষ্টেটের নূতন বড় লাট মিঃ হিলির বর্ত্তমান অবস্থা তত নিরাপদ নহে। একদিকে গণতন্ত্রীর দল ডি ভেলেরা'র নেতৃত্বে নির্ব্বাসিত অবস্থায় থাকিয়া প্রচলিত গবর্ণমেণ্টের ধ্বংস করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে অবিরত সচেষ্ট, অন্যদিকে ফ্রিষ্টেট গণতন্ত্রীর দলকে ধ্বংস করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। গত ১০ই ডিসেম্বর গণতন্ত্রীর দল দুর্গা'দ আক্রমণ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া ঘর বাড়ী পুড়াইয়া দিয়াছে। সকলেই সন্ত্রস্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
হরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ॥
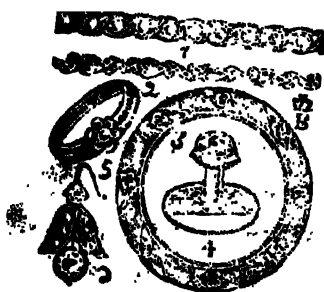
বড়দিনের সংখ্যা ১২৫০০০

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৮ই পৌষ, ১৩২৯ | ১৮শ সংখ্যা

গৌড়ীয়ের দু'টিকথা

ভাই,

আজ আমি তোমার দ্বারে উপস্থিত। আমাকে দেখিয়া তোমরা কেহ চমকিত কিংবা ভীত হইও না। হিন্দু ভাইটী আমাকে বলিতে পারেন "তুমি মুসলমান—তুমি কেন আমার ভাই হইবে? তুমি আমার দরজা ছাড়িয়া দাঁড়াও"—মুসলমান ভাইটী হয় ত বলিবেন—"সে কি কথা! তুমি হিন্দু, তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক! আমাদের জাতি ভিন্ন—ধর্ম্ম ভিন্ন—তুমি আমায় ভাই ডাক কেন?" খৃষ্টিয়ান ভাইটী বলিয়া উঠিবেন—"আমরা তোমাদের দেশের লোক নই—আমরা শাদা তোমরা কাল—আমাদের ভাষা ভিন্ন, পোষাক ভিন্ন—খাদ্য ভিন্ন—কথাবার্ত্তা চালচলতি সবই ভিন্ন—তুমি কেন আমায় ভাই বল?"—ঠিক কথা! কিন্তু ভাইসকল আমি হিন্দু নই, মুসলমান নই, খৃষ্টান নই,। আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই। আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বনচারী নই, সন্ন্যাসী নই। লোকে বলে আমি জন্মি আমি মরি—কিন্তু আমার জন্মও নাই মরণও নাই। মনুষ্য আমাকে চক্ষে দেখিতে পায় না অথচ আমি দেহ লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করি। পৃথিবীতে আমার কোন বাসস্থান নাই, অথচ আমি সর্ব্বত্রই বাস করিতে পারি। নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন, মক্কা, মদিনা, জেরুজেলম, লণ্ডন প্যারি, টোকিও প্রভৃতি সর্ব্বত্রই আমার সমান অধিকার! এই হেতু তোমরা সকলেই আমার আত্মীয়—তোমরা সকলেই আমার ভাই।

কথাটা একটু খুলিয়া বলি। মোহনপুরের কাছারীর বারেন্দায় একজন "তিনি" বসিয়াছিলেন। সম্মুখে প্রথমতঃ একজন "আমি" ও একজন "তুমি" কি বলাবলি করিতেছিল; পরে আর একজোড়া "আমি" ও "তুমি" কি বলিতে লাগিল; এইরূপ সমস্ত দিন "আমি" "তুমি"র কত কথাবার্ত্তা হইল তাহার একটু নমুনা তোমরা শুন।

"আমি" "তুমি" ও "তিনি"

(কথোপকথন)

আমি—ওহে 'তুমি', লাঠি ভর করিয়া মাথা নোয়াইয়া থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে কে যাও? তোমার চুলগুলি অমন শাদা কেন? একি, তোমার চামড়া অমন কুচকান কেন? ওকি তোমার দাঁত কোথায়? তুমি আমার ন্যায় সোজা হইয়া বুক টান করিয়া

দাঁড়াও না কেন? আমার মত মুখভরা হাসি নাই কেন? তোমার চক্ষু দুইটী নিভন্ত প্রদীপের মত ম্লান দেখায় কেন? তুমি কে?

তুমি—ওহে 'আমি', তুমি কি আকাশ হইতে পড়িলে না কি? হঁ্যা, তোমার ন্যায় আমারও একদিন ছিল, যখন ধরাকে সরা জ্ঞান করিতাম, লাঠিকে ভর করা দূরে থাকুক, লাঠি আমাকে ভর করিয়া চলিত, এখন আমি কাঁপি, তখন আমার দাপে পৃথিবী কাঁপিত! আমার মিশ্‌মিশে কাল কোকড়ান চুলের তরঙ্গে কত লোকই না ভাসিয়া বেড়াইত! যে দাঁতের কড়-মড়িতে স্বয়ং ক্রোধ পলায়ন করিত, আজ সে দাঁত কোথায়? একদিন এই বুকের উপর দিয়া মোটর গাড়ী চলিয়া যাইত,দশমণ পাথর গুঁড়া হইত—আজ সেই বুক একটী তিল ধারণেও সমর্থ নহে! যে উৎস হইতে হাসি বাহির হয়, তাহা শুকাইয়া গিয়াছে; যে তৈল প্রদীপের প্রাণ, তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে, তাই, আজ বদনে হাসি নাই—চক্ষুতে জ্যোতি নাই। একদিন এই হাসির তুফানে জগৎবাসী উড়িয়া বেড়াইত, এক দিন এই চক্ষুর জ্যোতিতে বনের বাঘ কুকুরের ন্যায় পায়ে লুটাইত! ওহে "আমি" একদিন আমিও তোমার মত আমিই ছিলাম। কিন্তু এখন সেই 'আমি' 'তুমি' হইয়া পড়িয়াছি!

আমি—ওহে 'তুমি', পথ ছাড়িয়া ধারে সরিয়া যাও! তোমার দুই চক্ষু নাই বলিয়া কি কানেও আমার অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাও না?

তুমি—ওহে 'আমি', যখন আমি কানে শুনিতাম, চক্ষে দেখিতাম, তখন তোমার ন্যায় জুড়ি চালাইয়া রাস্তার ধূলিতে দিগন্ত অন্ধকার করিতাম! কত দাস কত দাসী আমার সেবা করিতে ব্যস্ত থাকিত! ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে তখন ধরাকে সরা জ্ঞানে তোমার ন্যায় কতই না দুর্ব্যবহার করিয়াছি! কিন্তু হায়,সেই 'আমি' এখন 'তুমি'তে পরিণত! আমার সেই 'আমি' টী কোথায় গেল?

আমি—ওহে 'তুমি' কোথায় যাচ্ছ? তোমার গলার পৈতা, মাথার শিখা, গায়ের নামাবলি ফেলিয়া ওকি আমার মত ওটা কি মাথায় দিয়াছ? গলার মালা ফেলিয়া ঐ ফাঁসি পড়িয়াছ কেন? দিব্যি কাছা কোচা ছাড়িয়া ঐ দুইটা বালিসের খোল দিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছ কেন? তোমায় যে আমি চিনি! তুমি কার্ত্তিক বাড়ুজ্যের ছেলে নও?

তুমি—ওহে 'আমি', টুমি কে? টোমার ট বড় আস্পর্দ্ধা! টুমি কাকে কি বল্‌চ। ডেখ্‌চ না আমি সাহেব, আমি কার্টিক বাড়ুজ্যের ছেলে নহি। আমার নাম জন উইলসন! একডিন কার্টিক আমার 'ফাডার' ছিলেন; এখন আমি বামন টামন নই। আমি খৃষ্টান।

আ—ওহে তুমি কে যাচ্ছ? তুমি না ঘোষদের ভূপতি? তোমার এ বেশ কেন?

তুমি—ওহে 'আমি'! তুমি ভাই ঠিকই বলিয়াছ কিন্তু। আমি আর সেই ভূপতি ঘোষ নাই। সেদিন মেসো-পটেমিয়ায় চাকরির খাতিরে যাইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একটী আরব দেশীয় কন্যাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান হইয়াছি। এখন আমার নাম সিরাজুল হক্‌।

আমি—ওহে 'তুমি' কে অমন করে কাঁদছ?

তুমি—ওহে 'আমি' আমার স্ত্রীটি মরিয়া গিয়াছে! তাই বড় দুঃখে কাঁদছি!

আমি—ওহে 'তুমি' কে অমন ক'রে হাসছ!

তুমি—ওহে 'আমি'! আমার নূতন স্ত্রী আসিয়াছে, তাই আহ্লাদে হাসছি!

এইরূপ "আমি" "তুমি"র কথা শুনিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন:—

এই যে সংসারে "আমি" "তুমি"র বাগ্‌বিতণ্ডা অভিনয় চলিতেছে, ইহা কি? এই আমি তুমি কে? যদি বালক বৃদ্ধ হইয়া যায়, ধনী নির্ধন হইয়া যায়, হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টান হইয়া যায়, এমন সুন্দর নয়নমনোহর দেহটা ছাই বা মাটী হইয়া যায়, তবে "আমি" বা "তুমি" কি?

কিংবা প্রাতঃকালে যে আমি যাহা চাহিল, মধ্যাহ্নে সেই আমি আর তাহা চাহেনা। বাল্যকালে যে আমি অজ্ঞ বা মূর্খ ছিল,যৌবনে সেই আমি বিজ্ঞ বা পণ্ডিত হইয়া উঠিল; এই আমি কে? এই "আমি" "তুমি" বলে কাহাকে?

যদি আমায় তোমরা ভিখারী বা অপরিচিত বলিয়া তাড়াইয়া না দিয়া অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন করিয়া তোমার দ্বারে কিছুকাল স্থান দাও এবং আমার নিবেদন একটু একটু করিয়া শোন, ভাই সকল, তোমরা আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবে, এই "আমি" "তুমি"র পূর্ণ পরিচয় পাইবে, তখন দেখিবে শুধু আমি কেন, জগৎশুদ্ধ জীবই তোমার পরম আ-ত্মীয়, তোমাতে আর অন্য জীবেতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই। তখন এমন একটা অদ্ভুত স্বাভাবিক সম্বন্ধ বাহির হইয়া পড়িবে যে, সকলেই সকলের জাতির বিভিন্নতা, ধনের বিভি-ন্নতা, বিদ্যার বিভিন্নতা, রূপের বিভিন্নতা ভুলিয়া যাইবে।

রাত্রি পোহাইল। ঐ ছেলেটী মায়ের আঁচল ধরিয়া খাইবার জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। বাবা গামছা কাঁধে করিয়া খাদ্যের জন্য বাজারে চলিলেন। মাতা খাদ্যেরই জন্য, রান্নাঘরে ঢুকিলেন। পশুপক্ষিকীটপতঙ্গগুলি খাদ্যের জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। যেমনি পেটটি ভরিয়া আহার জুটিল, অমনি বিশ্রাম বা নিদ্রার আবেশে জীবগুলি ছুটাছুটি হইতে বিরত হইল। যেখানে বিশ্রাম বা নিদ্রার অভাব, সেখানে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য ব্যস্ততা আসিয়া জুটিল। যখন অনেক চেষ্টায় প্রাপ্ত বস্তুগুলি হারাইবার উপ-ক্রম হইল তখন ভয় আসিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এই প্রকার আহার নিদ্রাদির চেষ্টায় সকল জীব ব্যস্ত। পশুপক্ষিগুলি শুধু এইজাতীয় কার্য্যেই দিনপাত করে। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিলে, এই চারিটী কার্য্য ছাড়া আর একটা কার্য্য করিতে পারে। কেহ কেহ ভাবেন, "আচ্ছা, যদি আহার নিদ্রাদি ব্যাপারেই দিন কাটাইলাম, তবে আমি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলাম কি করিয়া? আমাকে সকলে বুদ্ধিমান্ বলে, এই বুদ্ধির পরিচয় কোথায়? তখন দৃশ্য পদার্থের তত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্যস্ত হন। আহার নিদ্রাদি তেমন প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। এক ফোটা রক্তে কয়টী জীবাণু ছুটাছুটি করে, একটী ধূলিকণার ওজন কত, একটি লতা মিনিটে কতটুকু করিয়া বাড়ে, এই সকল ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন। কেহ পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড়িতে, কেহ বা মাছের ন্যায় জলে ডুবিয়া থাকিতে কেহ বা ইঁদুরের ন্যায় ভূগর্ভে বাস করিতে নানা উপায় উদ্ভাবন করিলেন। জীবনের সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া যে তথ্য বা কৌশল আবিষ্কার করিলেন কিছুকাল পরে,অপর এক ব্যক্তি তাহার সমস্ত সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া সপ্রমাণ করিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কেহ কেহ ভাবেন, যদি এত কষ্ট এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও একটা কিছু চূড়ান্ত করিতে না পারিলাম তবে এ ঝঞ্ঝাটে যায় কে? আমার অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন, চেষ্টা করিয়া কিছু অর্থোপার্জ্জন করি; কেহ নিজ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে ব্যস্ত হইলেন। আবার কেহ ভাবেন "আচ্ছা, এই যে সুন্দর পৃথিবী দেখি-তেছি ইহা সৃষ্টি করিল কে? কাহার আদেশে চন্দ্র সূর্য্য আমাদিগকে আলোক দান করে, বায়ু আমাদের সেবা করে, নদী তৃষ্ণা নিবারণ করে? এমন সুন্দর ফুলগুলি কেন অমন গন্ধ ও রূপ ছড়াইয়া আমার মন প্রাণ হরণ করে? জীবগুলি একরকম না হইয়া এমন বিভিন্ন হইল কেন? সবগুলি মনুষ্য বা সবগুলি পশু হইল না কেন? এমন সৌন্দর্য্য এমন বিচিত্রতা কে করিল?"

আবার কেহ কেহ ভাবিলেন,এই সংসারটা মোটেই ভাল নয়। সুখ বা শান্তি এখানে নাই, কেবলই অসুখ অশান্তি। কি করিলে এই অসুখ বা অশান্তির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়?

এইজাতীয় চিন্তাশীল মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ নিজ দুঃখ দূর করিবার জন্য এবং কিছু অর্থ প্রাপ্তির জন্য নানা প্রকার দেবতার পূজা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ এইজাতীয় চিন্তার ফলে, নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িলেন। কেহ বা ভোগের বস্তু ত্যাগ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এই জগৎটা মিথ্যা; এই মিথ্যার পিছনে পিছনে

ছুটিয়া লাভ কি? সুতরাং, এই মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানী হইতে লাগিলেন! এই জ্ঞানের ফলে বুঝিলেন, এই যে জগৎটা দেখিতেছি ইহা মিথ্যা—ভ্রম। ব্রহ্ম বলিয়া একটা বস্তু আছে, তাহাই কেবল সত্য এবং যাহা কিছু দেখিতে পাই সবই ব্রহ্ম। আমিও ব্রহ্ম—ব্রহ্মের সুখ দুঃখ বোধ নাই, জন্ম মরণ নাই। কিন্তু আমি যদি ব্রহ্ম হইলাম, তবে আমি জন্মি কেন, মরি কেন? শোক তাপে অভিভূত হই কেন?

গৌতম বুদ্ধের ন্যায় কেহ কেহ স্থির করিলেন, জীব যদি এই দেহটাকে কোনপ্রকারে আহারনিদ্রাদি হইতে বঞ্চিত করিয়া পাথর করিয়া ফেলিতে পারে, তবে ইহার আর জন্ম বা মৃত্যু হইবে না। সুতরাং এই পথেই চলা যাক্।

ভাইসকল, এই যে বিভিন্ন ভাবের লোকের কথা বলিলাম, ইহাদের মধ্যে কেহ কি পূর্ণমাত্রায় ধন বা ঐশ্বর্য্য বা পূর্ণ স্বাস্থ্য পাইয়াছেন? কেহ কি পূর্ণমাত্রায় নীতিবান্ বা জ্ঞানী হইতে পারিয়াছেন? কিংবা কেহ কি ব্রহ্ম হইতে পারিয়াছেন? এই যে জন্মমৃত্যুর চাকা ঘুরিতেছে, এই চাকার ঘূর্ণন হইতে কেহ কি অব্যাহতি পাইয়াছেন?

তুমি কে? এবং এই সুখদুঃখ কেন এবং কে এই সুখ দুঃখ ভোগ করে? আমার জন্ম হয় কেন—এই দেহটা মনটা কি? তোমার সহিত এই দেহ ও মনের কি সম্বন্ধ? এই যে সুখদুঃখের অনুভূতি, এই যে দেহের নানাপ্রকার ব্যাধি, এই অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ইত্যাদির জন্য নানা প্রকার অসুবিধা সর্ব্বদা ভোগ করিতেছ, ইহার কি অবসান নাই? যদি থাকে, তবে তাহা কি? কিংবা কে এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া দিতে পারেন? এমন কি কেহ আছেন যিনি এই সকল অসুবিধা ভোগ করেন কিম্বা এমন কি কোন স্থান আছে, যেখানে এই সকল অসুবিধা নাই?

এই সকল কথা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে বলিবার জন্য আমার প্রভু আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাই আজ আমি তোমাদের দ্বারে। ভাইসকল এই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া, আমরা যেন মনুষ্যের মতই কাজ করি। ভালমন্দ বিচার, ন্যায় অন্যায়, সৎ (অর্থাৎ যাহা চিরকাল একই অবস্থায় থাকে) এবং অসৎ (অর্থাৎ চিরদিন একই অবস্থায় না থাকিয়া বদলাইয়া যায়) এই সকলের বিচার পশুপক্ষী কীটাদি করিতে পারে না, মনুষ্যই পারে। মনুষ্যই নানা ভাবে এই সকল কথার আলোচনা ও উপলব্ধি করিতে পারে। এবং এই কার্য্যটাই মনুষ্যজাতির বিশেষত্ব, নতুবা মনুষ্য পশুপক্ষী বই কি? চলিত কথায়ও যে মনুষ্য এইরূপ বিচার করিয়া কাজ করে না, সকলে তাহাকে "গরু" "গাধা" প্রভৃতি বলিয়া থাকে। সুতরাং, আমরা শুধু, আহারনিদ্রাদি পশুপক্ষীর কার্য্য লইয়াই যেন এই মনুষ্য-জীবনটা কাটাইয়া না দেই।

আমি দোকানদার বা ব্যবসায়ী নই। বক্তৃতা করিয়া বা লোকের সহিত ধর্ম্মকথার আলোচনা করিয়া আমি পয়সা লই না। তোমরা আমাকে লিখিলেই আমি তোমাদের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইব। ভিক্ষাই আমার বৃত্তি। সুতরাং তোমার নিকট দুইটী ভিক্ষা—একটী তোমার সময়ের কিছু অংশ; দ্বিতীয় আমার পাথেয় ও সাজ-সরঞ্জামের জন্য গবর্ণমেণ্ট ও ছাপাখানায় যাহা দিতে হয়, অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে চারিটী পয়সা বা বাৎসরিক তিনটী টাকা।

এইবার আমি যে আকারে আসিলাম—ইহা আমার ঠিক আকার নহে। এইবার শুধু আমার অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য জানাইবার জন্য আমি ক্ষুদ্র আকারে আসিয়াছি। আমি মুদ্রিত পৃষ্ঠার ত্রিশ পৃষ্ঠা লইয়া তোমাদের নিকট আসিব। তাহা হইলে, এই বারের মত বিদায়।

জীবে দয়া

জীবে দয়া বা জীব-সেবা খুব মহৎ কাজ। ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র-দান, রোগীকে ঔষধ-প্রদান বা নিরক্ষর ব্যক্তিকে বিদ্যাদান করিলে আমরা জীবে দয়া করা হইল, মনে করি। এসব সাময়িক দয়ার উদাহরণ। এরূপ দয়া দ্বারা জীবের ক্লেশের মূল উৎপাটিত করা যায় না। গাছকে পুনঃ পুনঃ কাটিয়া দেও না কেন এক জায়গায় ছাটিয়া দিলে অন্য অন্য জায়গা দিয়া ফেকড়ি গজাইয়া উঠিবে। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করেন, সেইরূপ যাঁহারা দুরদর্শী মহাত্মা, তাঁহারা জীবের যাবতীয় ক্লেশের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া, তাহা দুর করিতে চেষ্টা করেন। জীবমাত্রই আত্মা। দেহ বা যে মন দিয়া চিন্তা করি, যে বুদ্ধি দিয়া বিচার করি, বা যাহা দ্বারা 'আমি অমুক', এই অভিমান করি, তাহা জীব নহে। কারণ, দেহ ত দুদিন পরে নষ্ট হইয়া যায়, এ সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। মনও সকল সময় এক রকম থাকে না। বালকের মন, যুবার মন ও বৃদ্ধের মন পরস্পর পৃথক্। এমন কি একই ব্যক্তির ভোরের মন দুপুরের মন, বৈকালের মন, রাত্রের মন ও নিশীথের মনের অবস্থার মিল নাই। আত্মা নিত্য বস্তু, কখনও মরে না বা পরিবর্ত্তিত হয় না। দুরদর্শিগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, আত্মার বদ্ধ অভিমানই শারীরিক, মানসিক যত প্রকার ক্লেশের মূল কারণ। জীব ভগবান্‌কে ভুলিয়া মায়ায় পড়িলেই আত্মার বদ্ধ অভিমান উপস্থিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, আত্মার কোনও ক্লেশ নাই। বিমুখ আত্মাকে ভগবানে উন্মুখ করিয়া দেওয়াই প্রকৃত জীবে দয়া। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, জীবকে ভগবানে উন্মুখ করা সকলের পক্ষে কি সম্ভব, এবং সম্ভব হইলেও ক্ষুধাতুরকে অন্নদানের ন্যায় চাক্ষুষ উপকার দেখা যায় কৈ? শরীরকে বাদ দিয়া আত্মার উপকার কি প্রকারে সম্ভবে? তদুত্তর এই যে, প্রত্যেক জীব নিজে ভাল পথে চলিয়া অন্যকে ভাল পথে চলিতে সাহায্য করিতে পারে। এরূপ পরস্পর দয়াতে একাধারে পরার্থপরতা ও স্বার্থপরতার অপূর্ব্ব সম্মিলন।

যাহারা সব সময়েই চাক্ষুষ উপকারটাকে বড় মনে করে, তাহাদের জন্য একটা গল্প আছে—কোন গ্রামে একজন কর্ম্মকার বাস করিত। তাহার একমাত্র প্রিয়তম পুত্র বহু দিবস যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছিল। প্রাচীন লোকদের পরামর্শে ঐ কর্ম্মকার একজন অভিজ্ঞ বহুদর্শী কবিরাজের হাতে তাহার পুত্রের চিকিৎসাভার দিয়া মনে করিল যে, আজই কবিরাজ জ্বর আরোগ্য করিয়া দিবে। কিন্তু ছেলের আসল রোগ হইয়াছিল প্লীহা, তজ্জন্যই তাহার জ্বর উদরাময় ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গগুলি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। চিকিৎসক সর্ব্বপ্রথমে প্লীহাকে কমাইবার জন্য ঔষধ দিতে লাগিলেন; কাজেই প্লীহার সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া জ্বর কমিতে লাগিল। এক সপ্তাহ গত হইল, তবুও ঐ ছেলের জ্বর ছাড়ে না। কর্ম্মকার মনে ভাবিল,কবিরাজ জ্বরের চিকিৎসা না করিয়া কি করিতেছে! নিশ্চয়ই জ্বরের ঔষধ জানা নাই। আমি এক্ষণেই ছেলের গায়ের উত্তাপ কমাইয়া দিতেছি; এ অব্যর্থ ঔষধটী আমার আগে মনে হইলে ছেলেকে এতদিন ভুগিতে হইত না। এই বলিয়া সে যেমন উত্তপ্ত লোহাকে জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করে, সেইরূপ ছেলেকে আনিয়া খুব জলে ডুবাইতে লাগিল; ছেলের গাত্রোত্তাপ বা জ্বর সারিয়া যাইবে, ফলে ছেলে একেবারেই ঠাণ্ডা হইয়া গেল অর্থাৎ মারা পড়িল। যাহারা সব সময় চাক্ষুষ উপকারের পক্ষপাতী বা মূলরোগ না ধরিয়া উপসর্গ-ব্যাধি দুর করিতে প্রয়াসী, তাহাদের দশাও এইরূপ। আগে দেহের উন্নতি করিয়া পরে আত্মার উন্নতি, আগে খাওয়া দাওয়া যোগাড়, তার পর ধর্ম্মসাধন, কথাগুলি শুনিতে বেশ, কিন্তু সেরূপ চেষ্টা, নদী শুষ্ক হইলে পরে পার হইব। এই প্রকারের নদীও শুকাইবে না, তারা পারও হইবে না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, বস্ত্র-হীনকে বস্ত্রদান বা ক্ষুধাতুরকে অন্ন দান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু বলা হইতেছে, এরূপ দয়া-প্রকাশের দিকে বিশেষ ঝোঁক না দিয়া মূল অভাব দুর করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে শারীরিক, মানসিক সকল অভাবই মোচন হইয়া যাইবে। গাছের গোড়ায় জল দিলে ডাল পাতা সবই সজীব থাকে, কিন্তু গোড়ায় জল না দিয়া

পাতায় পাতায় শাখায় শাখায় দিলেও গাছ মরিয়া যায়। জীবের অসংখ্য অভাব একজনে, দশজনে বা সকলে মিলিয়াই বা কয়টা অভাব দূর করিতে পারে? অন্নের অভাব দূর করিলে বস্ত্রের অভাব, বস্ত্রের অভাব দূর হইলে শারীরিক ব্যাধি, ব্যাধির উপশম করিলে শোক, দুঃখ, ভয়, অশান্তি, জন্ম মরণ কত কতঅভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মূল অভাব অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিতে পরস্পর সচেষ্ট হন। ইহাই প্রকৃত জীবে দয়া। কোনও মহাত্মা জীবের এরূপ ক্লেশে ব্যথিত হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেনঃ—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ব্রজবাসী গোস্বামিগণের নাম অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহাদের অপ্রকটের পরে শুদ্ধ ভক্তিস্রোত শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্যপারম্পর্য্যে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর চতুর্থ অধস্তন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কথা ন্যূনাধিক জানেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করেন, গীতা শাস্ত্রের আলোচনা করেন ও গোস্বামিমতের আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অলৌকিক কৃতিত্বের কথা শুনিয়া থাকিবেন। আমাদের এই ঠাকুরটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য্য। এখনও সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিন খানি গ্রন্থসম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী আছে, তাহা এই—"কিরণবিন্দুকণা, এ তিন নিয়ে বৈষ্ণবপণা"। তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটীও সর্ব্বত্র গীত হইতে শুনা যায়।

বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥

অর্থাৎ এই বিশ্বনাথ বিশ্ববাসী সকলকেই ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বিশ্বনাথ। ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার নাম চক্রবর্ত্তী। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় মধুররসে পারঙ্গত রসিকচূড়ামণি ভক্তরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিকই তিনি তাহাই। কিন্তু হরিবিমুখ জড়জগতে যে কঠিন বিধি জীবকে সর্ব্বদা আবরণ করিতেছে, সেই শক্তির সেবকগণ এই রসিকবরকেও জড়রসকূপে বলপূর্ব্বক ফেলিয়া দিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার পারমার্থিক চেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া অনেক প্রাকৃত সহজিয়া তাঁহাকে সহজিয়াকুলভূষণ বলিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য। তাঁহার পাণ্ডিত্যের ফল গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগৎ যে পরিমাণে লাভ করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ, নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাঢ়ীয়শ্রেণীর বিপ্রকুলে উদ্ভূত হন। ইনি কাহারও মতে হরিবল্লভ নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুইটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামভদ্র ও রঘুনাথ নামে কথিত হইতেন। বাল্যকালে দেবগ্রামে থাকিয়া ব্যাকরণ পাঠ সমাপন পূর্ব্বক মুরশিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ গ্রামে তিনি গুরুগৃহে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার গুরু। এই শ্রীরাধারমণ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য ছিলেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার শ্রীগুরুদেবের স্তোত্র, পরমগুরুদেবের স্তোত্র, পরাৎপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক ও পরম পরাৎপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক রচিত করিয়াছেন। এই গুলি তাঁহার স্তবামৃতলহরী নাম্নী গ্রন্থে অপর বহু স্তোত্রসমূহের সহিত গুম্ফিত আছে। শ্রীগুরুকৃপাবলে তিনি ব্রজধামে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থ গুলি বর্ত্তমান সময়ে দুষ্প্রাপ্য; দুই চারি খানি ব্যতীত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম আদরের সম্পত্তি হইয়াছে। তিনি কোন সময়ে শ্রীগোবর্দ্ধনে, কোন সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে, কোন সময়ে শ্রীযাবটে এবং কোন সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দপল্লীতে বাস করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের শেষভাগে এই সকল কথা স্পষ্ট উদাহৃত আছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের উদয়কালনির্ণয়বিষয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থের শেষভাগে দেখিতে পাই যে, তিনি ১৬০১ শকাব্দের ফাল্গুন পূর্ণিমা দিবসে ঐ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। আর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সারার্থদর্শিনীর মধ্যে দেখা যায় যে, ঐ টীকা লেখার কাল ১৬২৬ শকাব্দার মাঘ মাস। সুতরাং তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৫৬০ শকাব্দায় ধরিলে এবং অপ্রকটকাল ১৬৩০ শকাব্দ অনুমান করিলে সপ্ততি বর্ষকাল তিনি এই প্রপঞ্চে বিচরণ করিয়াছিলেন জানা যায়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বালুচর গাম্ভিলা নিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভগবদিচ্ছাক্রমে কোন পুত্রসন্তান লাভ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামক বারেন্দ্রশ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। সেই ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে শ্রীগঙ্গানারায়ণ দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণচরণই শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পরমগুরু। সারার্থদর্শিনীতে শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রারম্ভটীকায় আমরা এই শ্লোকটী দেখিতে পাই—

শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরূনুরুপ্রেম্ণঃ
শ্রীল নরোত্তমনাথশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি॥

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীকৃষ্ণ, নাথ শব্দে শ্রীলোকনাথ বুঝাইতেছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত গ্রন্থরাজির লেখক গৌড়ীয়াচার্য্যগণের মধ্যে অল্পই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি এই বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য লিখিবার পরও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের দুইটী হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই দুইটীই প্রচারমূলে কীর্ত্তনের কার্য্য। শ্রীনিবাস আচার্য্য-কন্যা শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী, শ্রীরূপ কবিরাজ নামক একটী উদাসীন শিষ্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ হইতে বর্জ্জন করেন। সেই রূপকবিরাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অতিবাড়ী নামক উপশাখার মধ্যে গণিত হন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রতিকূলে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ত্যাগী ব্যক্তি একমাত্র আচার্য্যের কার্য্য করিতে সমর্থ। গৃহস্থগণের মধ্যে তত্ত্বাচার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই বিধিমার্গের সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া বিশৃঙ্খল[illegible] রাগমার্গ প্রচারই তাঁহার চেষ্টা ছিল। শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অসহযোগে স্মরণাদি সম্ভবপর এই গোস্বামিপ্রতিকূলপন্থা কবিরাজ মহাশয় প্রচার [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনীতেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উহা শ্রীজীব গোস্বামিলিখিত ভক্তিসন্দর্ভের অনুগত পথমাত্র। শ্রীরূপকবিরাজ আচার্য্যবংশে অথবা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রের শিষ্যবংশে এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ত্যাজ্য পুত্রগণের বংশে গৃহস্থ হইয়া "গোস্বামী" উপাধি প্রদান করা শিষ্যদিগের উচিত নহে, এই কথা প্রচার করিলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া আচার্য্যবংশের যোগ্য অধস্তন গৃহস্থ সন্তানের আচার্য্যের কার্য্য করা অসঙ্গত নহে প্রমাণ করেন। পরন্তু বংশপারম্পর্য্যক্রমে ধনশিষ্যাদির লোভে অযোগ্য আচার্য্যকুলোৎপন্ন সন্তানগণের নিজ নিজ নামের [illegible] গোস্বামী-শব্দ সংযোজন করা নিতান্ত অবৈধ বলেন। তজ্জন্য তিনি নিজে আচার্য্যের কার্য্য করি[illegible] নিজ নামের সহিত স্বয়ং গোস্বামী শব্দ সংযোগ করেন না। [illegible] মূর্খ বিচারহীন আচার্য্যসন্তানগণের অনভিজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিলেন।

যেকালে আচার্য্যসন্তানগণ নিজ নিজ নামের পার্শ্বে "গোস্বামী" শব্দ লিখিয়া স্ব স্ব অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছিলেন এবং শাস্ত্রবিমুখ হইয়া বংশপারম্পর্য্য নামাইতেছিলেন সেই কালে জয়পুরের গলতা গ্রামে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। সেইকালে জয়পুররাজ শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগকে শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত জানিয়া শ্রীরামানুজীয়গণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই ঘটনা ১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অতিবৃদ্ধ বয়সে সংঘটিত হওয়ায় তাঁহারই পরামর্শক্রমে তাঁহার ছাত্রপ্রতিম গৌড়ীয়

বৈষ্ণব বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুলমুকুট শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীবিদ্যাভূষণের ছাত্র শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব, জয়পুরের বিচারসভায় গমন করেন। জাতি-গোস্বামিগণ, আপনাদিগের শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের আনুগত্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক পরিচয় বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণববেদান্তে অনাদর করায় যে বিপত্তি ঘটিয়াছিল তাহার নিরাকরণ জন্য শ্রীবলদেব বিদ্যা-ভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সম্প্রদায়মতে একখানি স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করিতে বাধ্য হন; এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্র-দায়ের পারম্পর্য্য নিরাকরণে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনু-মোদন লাভ করেন। এই কার্য্য শ্রীচক্রবর্ত্তি ঠাকুরের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের দ্বিতীয় নিদর্শন। বিশেষতঃ অশৌক্র-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বৈষ্ণবাচার্য্যের সংস্কারের অনুমোদনের ইহাই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর নানাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের তালিকা আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই এখানে লিখিলাম।

১। ব্রজরীতিচিন্তামণি ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা ৩। প্রেমসম্পুটং (খণ্ডকাব্যং) ৪। গীতাবলী ৫। সুবো-ধিনী (অলঙ্কারকৌস্তভটীকা) ৬। আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণিটীকা) ৭। গোপালতাপনীটীকা ৮। স্তবামৃতলহরীধৃত—(১) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকং, (২) মন্ত্রদাতৃ গুরোরষ্টকং, (৩) পরমগুরোরষ্টকং, (৪) পরাৎপরগুরোরষ্টকং (৫) পরমপরাৎপরগুরোরষ্টকং (৬) শ্রীলোকনাথাষ্টকং (৭) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকং, (৮) স্বরূপচরিতামৃত, (৯) স্বপ্নবিলা-সামৃতং, (১০) শ্রীগোপালদেবাষ্টকং (১১) শ্রীমদনমোহ-নাষ্টকং, (১২) শ্রীগোবিন্দাষ্টকং, (১৩) শ্রীগোপীনাথাষ্টকং (১৪) গোকুলানন্দাষ্টকং (১৫) স্বয়ং ভগবত্তাষ্টকং, (১৬) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং (১৭) জগন্মোহনাষ্টকং (১৮) অনুরাগবল্লী, (১৯) বৃন্দাদেব্যাষ্টকং (২০) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতং (২১) শ্রীরূপ চিন্তামণি, (২২) নন্দীশ্বরাষ্টকং (২৩) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকং (২৪) গোবর্দ্ধনাষ্টকং (২৫) সঙ্কল্পকল্পদ্রুম (শতকং) (২৬) শ্রীনিকুঞ্জ বিরুদাবলী (বিরুদকাব্য) (২৭) সুরতকথামৃত (আর্য্যাশতকং) (২৮) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকং— ৯। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতমহাকাব্যং ১০। শ্রীভাগবতামৃতং-কণা ১১। উজ্জ্বলনীলমণেঃ কিরণলেশঃ ১২। শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধোর্বিন্দুঃ ১৩। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ১৪। ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী (অপ্রাপ্য) ১৫। মাধুর্য্যকাদম্বিনী ১৬। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুটীকা ১৭। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিটীকা ১৮। দানকেলিকৌমুদীটীকা ১৯। শ্রীললিতমাধব নাটক-টীকা ২০। শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটক টীকা ২১। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত টীকা অসম্পূর্ণ ২২। ব্রহ্মসংহিতার টীকা ২৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সারার্থবর্ষিণী টীকা ২৪। সারার্থদর্শিনী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা।

প্রশ্নের উত্তর।

গত সংখ্যায় একটী ছাত্র যে আটটী প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এখানে প্রকাশিত হইল :—

১। মন্ত্র শব্দের অর্থ, শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আহ্নিক-তত্ত্বে লিখিয়াছেন,—"মননাৎ ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"। অর্থাৎ ভোগময় জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া যদ্দ্বারা জীব, দিব্যজ্ঞান লাভ করেন তাদৃশ শব্দের কীর্ত্তনকে মন্ত্রদান বলে। মন্ত্রলাভ করিলে ছাত্রের কর্ম্মভূমিতে ভোগময়ী প্রবৃত্তি লইয়া বিচরণ করা স্তব্ধ হয়। সুতরাং বেশ্যাকে বেশ্যা রাখিয়া মন্ত্র দেওয়া হয় না। মন্ত্রপ্রভাবে পাপের সম্যক্ ক্ষয় হইয়া যায়। যেখানে পাপের ক্ষয় হয় নাই, সে স্থলে মন্ত্রের আদান প্রদান ঘটে নাই জানিতে হইবে। তন্মধ্যে কপটতা প্রবেশ করায় মন্ত্রের আদান প্রদান অভিনয় হইয়াছে মাত্র। বেশ্যাকে মন্ত্র দিলে গুরু অধঃপতিত হইয়া বেশ্য জাতীয় হইয়া যান। তবে বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়া নিজসদৃশ করিতে পারিলে তাঁহার পতিতপাবন নামের সার্থকতা হয়। জলমগ্ন নরকে জল হইতে তুলিতে পারিলে উদ্ধার বলে, উদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে তাহাতে নিমগ্ন হইলে কোন সুফল হয় না।

২। শ্রীগুরুদেব কোন শিষ্যের টাকা নিজে আত্মসাৎ করিয়া শিষ্যকে বঞ্চনা করেন না। শিষ্যের অর্থ লইয়া নিজের ভোগময় কার্য্যে লাগাইলে শিষ্যের যাবতীয়

অসুবিধা সেই অর্থের সংসর্গে উপস্থিত হইয়া গুরুকে পতিত করে। বেশ্যার টাকা লইয়া গুরু নিজ কার্য্যে লাগাইলে হরিসেবারূপ গুরুর কার্য্য হইল না। তিনি অন্য ভাবায় বেশ্যার পালিত পশুসদৃশ হইয়া গেলেন। বেশ্যা বা যে কোন ব্যক্তির অর্থ ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইতে পারে। ভগবন্নিবেদিত বস্তু নিবেদন হইবার পর আর দাতার থাকে না, ভগবানের নিজ বস্তু হইয়া যায়। ভগবদ্বস্তুতে কোনরূপ অনুপাদেয়তা নাই।

৩। বারাঙ্গনাসংস্পৃষ্ট তাম্বুল, তাম্রকূটধূম্র ও খাদ্য-দ্রব্য ভোগবুদ্ধিতে বৃষলগণই গ্রহণ করিয়া থাকেন সত্য। গুরুনামধারী ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করিলে তিনিও গুরুত্ব পরিহার পূর্ব্বক পাপী বৃষলীপতি হইয়া যান। বৃষলী-পতির জাতিভ্রংশ-পাপ অবশ্যম্ভাবী।

৪। মন্ত্র দিয়া অর্থাদি লইলে মন্ত্রজীবী সংজ্ঞা লাভ ঘটে। পাপী মন্ত্রজীবী, শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধোক্ত নানা কষ্টকর নরকে পতিত হন। শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম জানিয়া সমস্ত অর্পণ করিবেন। তিনি শিষ্যের সেই অর্থগুলি ভগবানের অর্থ জানিয়া শিষ্যকে সেবা কার্য্যের উপকরণের মাধ্যমতার জানাইয়া সমস্তই তাহার নিকট জিম্মা রাখিবেন। তিনি শ্রীহরিসেবার উপযোগী ব্যতীত অন্য কোন অর্থই প্রতিগ্রহ করিতে পারেন না। তাঁহার প্রতিগ্রহ নিজের হরিবিমুখ শরীর পালনে ও পাল্যবর্গের বৈধাবৈধ পালনকার্য্যে প্রযুক্ত হইলে নিজে মন্ত্রজীবী বলিয়া পাপগ্রস্ত হন।

৫। পরস্ত্রীর সহিত তাম্বুলাদি গ্রহণ ও গোপনীয় কথোপকথনাদিতে দুর্ব্বল লোকের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সবল জ্ঞানীরও তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কাহারও দুঃসঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। সৎসঙ্গই জীবের অভিবাঞ্ছিত। চাঞ্চল্যই মনের ধর্ম্ম। যাহারা অসংযত বা কুযোগী তাহাদের অনেক সময় কামক্রোধাদি ভজনপথের অন্তরায় হইয়া যায়।

৬। দীক্ষাপ্রভাবে পাপপরায়ণা শিষ্যার পাপপ্রবৃত্তি অবশ্যই বিদূরিত হইবে। যদি না হয় তাহা হইলে তাহার দীক্ষা হয় নাই জানিতে হইবে, বৃষল সঙ্গমাত্র হইয়াছে। পাপের ক্ষয় ও সর্ব্বভোগনিবৃত্তিই দীক্ষার অব্যবহিত ফল। ফল না হইলে ফলের কারণের সর্ব্বাঙ্গসুষ্ঠুতা স্বীকার করা যায় না।

৭। গুরু হইয়া শিষ্যের অর্থে লোভ করা কর্ত্তব্য নহে। লুব্ধব্যক্তি কখনই ব্রাহ্মণ বা গুরু হইতে পারেন না। লোভই তাহাকে নরকে লইয়া যায়। গুরু নিজে ভিক্ষাদি শুদ্ধ উপায় অবলম্বন করিয়া নিজ নির্ব্বাহ করিবেন ও স্বীয় কন্যা প্রভৃতির পাণিগ্রহণ করাইবেন। লোভের অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয়জন্য গুরুর অভিশাপ গুরুর পাতিত্যের কারণমাত্র।

৮। শ্রীগুরুদেব কখনও অন্যায় কার্য্য করেন না। শিষ্যের দর্শনে তাঁহার কোনও অসদাচার লক্ষিত হইলে তাহা শিষ্য নিজের অনুকরণীয় মনে করিবেন না কিন্তু প্রকৃত গুরুদেবের ঐ কার্য্য অন্যায় হইয়াছে এরূপ মনে করিবেন না। কারণ ঐরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি ভজনের অনুকূলতা স্বীকার করেন। তাই বলিয়া হরিসেবাচেষ্টা ব্যতীত অন্য ভোগময় কার্য্যে গুরু কখনই নিজের অনন্যভজন ছাড়িয়া অন্য কার্য্যে রত হইবেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোন অন্যায় কার্য্য করেন না। তিনি অন্যায় কার্য্য করেন এরূপ প্রতীতি শিষ্যের দুর্ভাগ্যজ্ঞাপক। তাহাতে কোমলশ্রদ্ধ শিষ্য বিপথগামী হইবেন। গুরুর আসন অন্যায় পূর্ব্বক দখল করিয়া যিনি ভজনোদ্দেশ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুরাচারে প্রমত্ত হন, তাঁহার কোন মঙ্গল হয় না। যো বক্তি ন্যায়রহিতং অন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

ভবঘুরের

[ঢাকা অঞ্চলে গৌড়ীয়বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার অনেক লোক থাকিলেও তথায় শুদ্ধভক্তি নানা কারণে আক্রান্ত ও আচ্ছাদিত হইয়াছে। সেই আবরণ উন্মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে বিগত বর্ষে ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমঠের প্রচারের মধ্যে (১)

ধর্ম্মের আচরণে ভৃতকপাঠকাদি শূদ্রবৃত্তি করা বৈষ্ণবাচার্য্যের কর্ত্তব্য নহে। ২। শূদ্রকে শূদ্র রাখিয়া দীক্ষা দিলে আচার্য্যের পাতিত্য ঘটে ৩। শূদ্রশিষ্যকে পূজায় অধিকার না দিয়া তাহাকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া অর্থ সঞ্চয় করা উচিত নহে ৪। বংশপরম্পরা শৌক্র পরিচয় দ্বারা ভক্তির পরিমাণ করা কর্ত্তব্য নহে ৫। আচার্য্যের মাদক দ্রব্য গ্রহণ, শিষ্যের পাপরাশিকে নিজের জীবিকার উপায় জানিয়া তাহার অনুমোদন ও পোষণ, শিষ্যের দুশ্চরিত্রতার সাহায্য করা, ভাগবতাদির কদর্থ করিয়া শিষ্যের ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি কর্ত্তব্য নহে। এরূপ অনেকগুলি প্রচারিত অপ্রিয় বাক্যে জাতিগোসাঞী দিগের মধ্যে তাহারা তাহাদের অবৈধ ব্যবসায়ের ক্ষতিবোধ উপলব্ধি করেন। জাতিগোসাঞীগণই অবৈধ ব্যবসায় চালাইতে অসমর্থ হওয়ায় স্থানীয় বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হন। তাহাদের উদ্‌যোগে স্থানীয় বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী সভা উক্ত ভৃতক পাঠক-কথক-নামধারী শাস্ত্রজ্ঞানবিরহিত দু একটী জাতিগোসাঞীকে পণ্ডিত বৈষ্ণব বলিয়া খাড়া করিয়া তাহাদের দ্বারা মাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারে বাধা দিতে থাকেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের কয়েকজন প্রচারক তাহা শুনিয়া তাঁহাদের কথায় প্রতিবাদ করিতে উপস্থিত হইলে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া ঠাকুরের আরাত্রিক আরম্ভ করিয়া দেন। পর সপ্তাহে তাঁহাদের প্রতিবাদ করিবারও নানা বাধা দিয়াছিলেন। পরে এক বৃহস্পতিবারের বারবেলায় উক্ত মঠের প্রতিবাদকারিগণকে পনর মিনিট কাল মাত্র সময় দেন। এই সভায় সভাপতি ছিলেন একজন ভৃতক অধ্যাপক। সংস্কৃতে বাদানুবাদ হইলে সাধারণ লোক শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারযোগ্য কথাগুলি যাহাতে না শুনিতে পায় সে জন্য তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষায় বাদানুবাদ করিতে ভৃতকবৃত্ত কথক সভাপতিকে অনুরোধ করেন। পরিশেষে নানা প্রকারে সভাস্থলে গোল মাল করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের কতিপয় গ্রন্থাদি লুট্‌পাট্‌ করাইয়া লন। ইহাতেই ভৃতকদলের পাণ্ডিত্য পর্য্যবসিত হয়। পর সভায় ঐ ভৃতক গোসাঞীনামধারী কথক বলেন যে, শঙ্করাভিমত যাহা মাধ্বগৌড়ীয় মঠ স্বীকার করিতেছেন তাহা বেদবিরুদ্ধ ও নানাপ্রকারে অগ্রহণীয়। তৎপ্রমাণস্বরূপ বলেন, শ্রীমধ্ববিরোধী শঙ্কর মতে পঞ্চরাত্রদূষণ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সমাজানুগত্যেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চলা উচিত। ভৃতকগণ যদিও ণ, ব, ঙ, স্ব উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে শিখেন নাই তথাপি তাঁহারাই মধ্যযুগীয় সংস্কৃত শাস্ত্রে কুশল; কিন্তু তাঁহারা বৈদিক দেবভাষায় লিখিতে বা কথা পর্য্যন্ত বলিতে অসমর্থ। এই প্রসঙ্গের সহিত ভবঘুরের উক্তির সম্বন্ধ আছে।]

দেখ, ব্রহ্মচারি ভায়া, এই যে অল্প 'গুল' চোলে আস্‌ছে, আমি আগে মনে করতুম সব মিছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমার সে ঘোর কাট্‌ছে। এখন দেখি সেগুলার ভেতর বিশেষ বাড়ান কথা কিছুইনেই সব এক এক কোরে হুবাহুব মিল্‌ছে। আমি সেই দাদাঠাকুরের কস্তং খস্তং এর গল্পটার কথা মনে করছি। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসাতে গ্রামের লোক সব দাদাঠাকুরকে খাড়া কোরে দিলে। দাদাঠাকুর ন্যাজ্‌ টাজ্‌ গুড়িয়ে ভবিসবিব হোয়ে বোসে কস্তং এর জবাবে খস্তং গস্তং ঘস্তং ঙস্তং এই বরাবর ক্ষস্তং পর্য্যন্ত আওড়াতে লাগল। এ গল্প ত' তোমাদের গৌড়ীয়েই একদিন দেখিছিলুম। গ্রামের লোক গুল দাদাঠাকুরের পাণ্ডিত্য দেখে খুব খুসী। তোমাদের সেদিনকার গৌড়ীয়ের খবর পোড়ে আমার সেই কথা ফের মোনে পোড়ে গ্যাল। ঐ যে পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণসভায় সে দিন সেখানকার নামজাদা কথক গোঁসাই ভায়া পাণ্ডিত্য দেখাতে গিয়ে কি কতকগুলো বেসামাল কথা বোলে ফেলেছেন, যা'তে বেশ বোঝা যায় তিনি বৈষ্ণববিরোধী; মহাপ্রভুর মত ধ্বংস করতে তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হোয়েছেন, শঙ্কর রঘুনন্দন প্রভৃতির চেলা-পরিচয়ে পণ্ডিত হোয়ে গয়ে বুদ্ধিমানের কাছে ধরা পোড়ে

গ্যাছেন। কিন্তু তাঁর চেলারা, যারা উল্টো কোরে বই খোলে, তারা মনে কোরেছে দাদাঠাকুরের কি বুদ্ধি! ওঃ কত পড়া দাদাঠাকুরের, এমন গোঁসাই কি হোতে আছে? দাদাঠাকুর বিচারে জিতেছে। এই বোলে তারা খুব লাফালাফি করছে। তাদের নাচ দেখে ব্রাহ্মণসভার সভ্যেরা মুখে কাপড় দিয়ে হাস্‌ছেন। তবে শুধু না হেসে তাঁরা যদি সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের মত দাদাঠাকুরের মাথার (কেন না দাড়ি ত নাই) এক গাছি চুল চাইতেন, কেননা এত বড় পণ্ডিতের কেশের অনেক গুণ এই বোলে, তা হোলে চেলারাই তাঁর মাথার সব চুল ছিঁড়ে তাঁর দফা রফা কোরে দিত!

ভায়া, আর একটা গল্প শুনবে? প্রভুদের কীর্ত্তি অসাধারণ! ঐ গোঁসাই ভায়ার সহরের কথাই বলি। পদ্মা ত' পাবনা ভাঙ্‌ছে। সবাইত' ভয়ে আকুল থাকেনই, কখন তাঁদের ভিটে বাড়ী ভেঙ্গে নেয়। গোঁসাইভক্ত (?) এক চেলা, যা'র অক্ষরপরিচয় হবার আগেই গুরু মহাশয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচেছিল, প্রভুকে জিগ্‌গেস করছে, বড় মনের দুঃখে ভয়ে জিগ্‌গেস, আর কাকেই বা জিগ্‌-গেস্ করে, স্বয়ং কর্ণধার গুরুকে ভবমুক্তির কথা জিগ্‌গেস না কোরে কি আমাকে তোমাকে জিগ্‌গেস করবে, জিগগেস করলে, প্রভু, আচ্ছা এ পারটাই কেবল ভাঙ্গছে। আর ওপারটাই বা ভাঙ্গে না কেন? প্রভু ত' পরমপণ্ডিত পতিত-পাবন—কিন্তু নিজে কূল কিনারা পা'ন না, অথচ জবাব ত' একটা চাই। তিনি পুঁথিপত্র দেখে গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, বাপুহে এর জবাব কি সকলে জানে, এসব পুঁথি কি সকলের আছে? এই কথা হোচ্ছে, ঘট-চক্রযোগে যোগিতা কোরে এটা এপার কিনা তাই ভাঙ্গে এ এ, আর ওটা ওপার কিনা, তাই ভাঙ্গে না আ আ। চেলা মনে করলে, ওঃ এ অনেক শাস্ত্রের কথা, আমরা মুখখু মানুষ, এসব কথা বুঝতে পারিনা এমন গুরুঠাকুর না হোলে কি এ সবাই জানতে পারে? এই মনে কোরে পাছে নিজে বোকা বোনে, যায় এই ভয়ে আজ্ঞে হাঁ আজ্ঞে হাঁ করতে করতে অন্য কাজে লাগল। পাবনার চালান ঐ কথক ভায়ার এ বিদ্যে ধাতগত। তাই তিনি শঙ্কর, রঘুনন্দন, বেদ কথাগুলো উচ্চারণ কোরে গলাবাজি কল্লেন, কিন্তু এ দিকে তলদিয়ে কত গলদ বেরিয়ে পড়ল ভায়ার দেখবার সুযোগ হোল না। বুদ্ধিমান্ সবাই তা'কে গৌরবিদ্বেষী অবৈষ্ণব বোলে চিনে ফেল্‌লেন। আমিও' ভাই আর ষোলআনা তোমা-দের লোক নই! আমাকে ওদের দলেও ঘুরতে হয়। ভায়ার অত বড় বেয়াকুবি দেখে আমার বড় দুঃখ হোচ্ছে। ভায়া দু নায়ে পা দিয়ে কি ঝক-মারিটাই কোরে বসেছেন। ভায়া যদি সোজাসুজি বৈষ্ণবের সঙ্গ করতেন, বৈষ্ণবের চিন্তাস্রোতে ভাস-মান হোতে পারতেন, বৈষ্ণবচরণাশ্রয়ে নিজের মন থেকে দোভাবা—গ্লানিগুল' দূর করতে পারতেন, বড় ভাল হোত। অতি বুদ্ধি দেখাতে গিয়ে ভায়ার আমার নাকে দড়ি হোয়ে গ্যাছে।

ভায়া অবশ্য দুনিয়ায় বুদ্ধি ধরেন ভাল। সেই পথই তিনি নিয়েছেন, তাই তিনি পরমার্থের পথ থেকে একেবারে বিদেয় নিয়েছেন। ওঁর, ওঁর দাদা (ব্যবসায়ে বড় ভাই) তাঁরও বুদ্ধি ঐ রকমই। ওদের সেই আগের দিনের সভার কথা মনে হোলে আমার সেই পাত্র দ্যাখার গল্পটা কেবল মনে পড়ে। মতলব আমরা সারস্বত সমাজের পণ্ডিতদের বাড়ী হাঁটাহাঁটি কোরে যে খগড়াটা যোগাড় করিছি, পাঁচ মিনিটে তার বিচার চেয়ে বস্‌ব, আর দলবল বেঁধে দুয়োর ধুয়ো ধরব। গল্পটা এই, পাত্র দেখতে

কন্যা-পক্ষ হাজির। পাত্র দেখে ভারি খুসী। তাঁদের একজন বল্‌ছেন, পাত্রটী একেবারে কুচ্‌কুচে। পাত্র তাড়াতাড়ি জবাব দিচ্ছে—হাঁ হাঁ, তবুতো তেল মাখিনি। আর একজন জিগ্‌গেস কল্লেন, তোমার নামটী লেখত' বাপু। পাত্র তাড়াতাড়ি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হোয়ে বোল্লে—দেগে দাও। কন্যা-কর্ত্তারা পাত্রের পাণ্ডিত্য দেখে মুখ চাওয়া চাওয়ি কোচ্ছেন দেখে পাত্র পাঁচ সাত বার—দেগে দাও, দেগে দাও—বল্‌তে লাগল। তখন তাঁরা উঠ্‌লেন, যেই বাড়ী থেকে বাইরে গ্যাছেন, অম্‌নি পাত্র নাচ্‌তে নাচ্‌তে দুয়ো দেগে দিতে পাল্লেনা, দুয়ো দেগে দিতে পাল্লেনা বোলে হাত তালি। ঐ ভায়ারাও এই পাত্রধুরন্ধরের মত চাল চেলেছিলেন, কিন্তু সেটা সফল হোল না। দণ্ডবৎ ভায়া, ঠাকুরমশাই-এর খবর কি? তাঁর চরণে অগুণ্তি দণ্ডবৎ।

বৈষ্ণব-দর্শন।

দৃশ্য সহ দ্রষ্টার সম্বন্ধ স্থাপনকে দর্শন বলে। করণের সাহায্যে বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, দ্রষ্টার তাদৃশ ইন্দ্রিয়কে চক্ষু বলে। চক্ষুদ্বারা দ্রষ্টার বস্তুর বাহ্য আকার ও রূপাদির অনুভূতি হয়। এই অনুভূতির অপর নাম দর্শন বা প্রতীতি। চক্ষুর ন্যায় আরও চারিটী জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভিভাবকরূপে অপর একটি বাহ্যেন্দ্রিয়-পতির অবস্থান আছে, তাহাকে মন বলে। এই মন ইন্দ্রিয়-সমূহদ্বারা বস্তুবিষয়ে ভিন্ন অনুভূতি সংগ্রহ করে। ইহাকেই "অক্ষজ জ্ঞান" বলে। বস্তুর বাহ্য আকার ও রূপাদি না থাকিলে বা ক্ষুদ্রতানিবন্ধন, বৃহত্ত্বশতঃ, অভিঘাতজন্য, আবরণযুক্ত হইলে বা সুদূরাবস্থিতিজন্য অনেক সময় ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠানসত্ত্বেও বাহ্য বস্তু প্রতীত বা উপলব্ধ হয় না, তাহার কারণ এই যে, মন তখন অনবধানতাযুক্ত থাকে, অতএব ইন্দ্রিয়াদির দর্শনে বা উপলব্ধিতে বাধা নাই, এমত স্থলেও যাহার কর্তৃত্বাভাবে ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য করে না, তাহাই মন। মুখ্যভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে অনুভব সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাহাও করণসমষ্টিবলে মন প্রত্যক্ষ-পন্থা ব্যতীত অনুমিতি-পন্থায় নির্দ্ধারণ করিতে পারে। এই প্রত্যক্ষ ও অনুমান পন্থাদ্বয়ের পরস্পরের সাহায্যে দ্রষ্টা বস্তুর বাহ্য অনুভূতি বা দর্শনে সমর্থ হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমানও কোন কোন সময় সত্যের অপলাপ করিয়া মনকে বস্তুর সত্য বা সমদর্শনে বা যথার্থ অনুভূতিবিষয়ে বঞ্চনা করে। মাদক দ্রব্যাদির সহযোগে ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূতি অনেক সময় ভ্রান্তির কারণ হয়। অতএব 'দর্শন' শব্দে 'দেখা' বুঝাইলেও অপরোক্ষ জ্ঞানের গোচরীভূত বস্তুর বাহ্য প্রতীতি ও অক্ষজ দর্শন নামে আখ্যাত হয়। যাহার এই দর্শন আছে, তাহাকে অক্ষজ দার্শনিক বলে।

প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে ছয়টী বিভিন্ন দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কপিলের সাংখ্য দর্শন, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, পতঞ্জলীর যোগ দর্শন, গৌতমের ন্যায় দর্শন, জৈমিনীর পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন এবং ব্যাসদেবের উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন এই দর্শনশাস্ত্রসমূহে মনের কারণরূপে অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের কারণরূপেবুদ্ধি বা মহত্ত্ব এবং বুদ্ধির কারণরূপে প্রকৃতি বা অব্যক্ত তত্ত্বের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি, বুদ্ধি,অহঙ্কার ও মন অংশাংশিরূপে ক্রমান্বয়ে অবস্থিত। দ্রব্যে কর্তৃসত্তার অভাব থাকিলে তাহাকে দ্রষ্টৃশক্তিরহিত জড় এবং দ্রব্যে কর্তৃসত্তার অস্তিত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব পাওয়া গেলে তাহাই বুদ্ধি, অহঙ্কার বা মন রূপে কথিত হয়। এই জড়দর্শন ব্যতীত মধ্যযুগে চার্ব্বাক, ঔলুক্য দর্শন, নাকুলেয় পাশুপত দর্শন, জৈন আর্হত দর্শন এবং বৌদ্ধ সৌগত দর্শন প্রভৃতি আরও দশপ্রকার দর্শনের কথা সায়ন মাধবের গ্রন্থে জানা যায়। যাহা হউক, ব্যাসদেব আপ্তবাক্য, শব্দ বা বেদপ্রমাণকেই একমাত্র মুখ্য এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমিতিকে তাহার অনুগরূপে গ্রহণ করতঃ অবশিষ্ট সব কয়টী দার্শনিক মতকেই নিরস্ত করিয়া নিখিল বৈদিক সিদ্ধান্তসমূহের সমন্বয় সাধন পূর্ব্বক "ব্রহ্মসূত্র" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, উহাই বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসমূহের একমাত্র সার বা তাৎপর্য্য। এই ব্রহ্ম-

সূত্রে বেদের প্রতিপাদ্য সদ্ব্রহ্মজ্ঞানের মূল। এই ব্রহ্মসূত্রেই ভগবদস্তিত্ববিশ্বাসহীন নাস্তিকবাদ বা প্রত্যক্ষ পন্থা এবং ইন্দ্রিয়ভোগময় দর্শনমূলক কর্ম্মকাণ্ড বা পরোক্ষবাদ সম্পূর্ণ ভাবে নিরস্ত করিয়া অপরোক্ষ জ্ঞানের কথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিবিধ সম্প্রদায়ের দ্বিবিধ ভাষ্য আছে—একটী কেবলাদ্বৈত বা নির্ব্বিশেষবাদমূলক এবং অপরটী সবিশেষবাদমূলক। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় মায়া দ্বারা বা খণ্ডজ্ঞানপ্রতীতিতে বস্তু দর্শনে ব্যস্ত—তাহারা মায়াবাদী বৈদান্তিক, আর যাঁহারা স্বপ্রকাশ বস্তুর আনুগত্যে বস্তু দর্শন করেন, তাঁহারা তত্ত্ববিৎ বা বৈষ্ণব। সেই তত্ত্ব কেবল মায়া নহেন, পরন্তু অখণ্ড পরম সত্য,—অবিমিশ্রপূর্ণ চিৎ ও অনুপাদেয়তারহিত ঘনানন্দের অদ্বয়জ্ঞান। অতএব তত্ত্ববিদ্‌গণ সেই অদ্বয়জ্ঞানকেই সচ্চিদানন্দ তত্ত্ববস্তু বলেন।

তত্ত্ববিদ্‌গণ ত্রিবিধ দর্শনে সেই সচ্চিদানন্দ একই অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞা প্রদান করেন। কেবল চিৎ বা সম্বিদ্‌বৃত্তি দ্বারা সেই তত্ত্ববস্তুর উপলব্ধির নাম ব্রহ্মদর্শন, সৎ ও চিদ্‌বৃত্তি দ্বারা প্রতীতির নাম পরমাত্মদর্শন এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তি দ্বারা উপলব্ধির নাম ভগবদ্দর্শন বা বিষ্ণুদর্শন। প্রথমটী অসম্যক্‌দর্শন, দ্বিতীয়টী খণ্ডদর্শন এবং শেষোক্তটী অখণ্ড, সম্যক্ বা পূর্ণ দর্শন। প্রথম দুইটী দর্শনের মূলে আরোহ বা অধিরোহ-পন্থা এবং তৃতীয় দর্শনের মূলে অবরোহ বা অবতার-পন্থা দৃষ্ট হয়। প্রথম সম্প্রদায় 'জ্ঞানী', দ্বিতীয় সম্প্রদায় 'যোগী' এবং তৃতীয় সম্প্রদায় 'ভক্ত' নামে পরিচিত। প্রথম দুই সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, জীবাত্মাকে পরমাত্ম-প্রতিপাদন, জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন, আংশিক দর্শন বা খণ্ডজ্ঞান সাহায্যে পূর্ণতার কল্পনা, জড়ীয় অখণ্ড আকাশ ও কালাদিকে পূর্ণ বস্তুত্বে স্থাপন এবং বিষয়াশ্রয়-বিবেকাভাবে বস্তুকে নীরসতার আধার বলিয়া স্থাপন প্রয়াস এবং বস্তুদর্শনের ছলনায় আংশিক জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞান, মিথ্যাকে সত্যজ্ঞান কার্য্য এবং দ্রষ্টৃ, ভোক্তৃ বা বিষয়রূপে জীবাত্মাকে ও দৃশ্য আশ্রয় ভোগ্যরূপে জগৎকে প্রতিষ্ঠা করায় প্রথমোক্ত দ্বিবিধ সম্প্রদায়ই পরম সত্য হইতে সুদূরে অবস্থিত। ইঁহারা মায়ার আশ্রয়ে বস্তু দর্শন করেন। বাস্তব দর্শনের পরিবর্ত্তে ব্যবহারিক পরিচয়ের মিথ্যাত্ব প্রবল হইয়া তাহাদিগকে বস্তু দর্শন করিতে দেয় না। খণ্ডজ্ঞানে খণ্ডজ্ঞানী কখনই পূর্ণসত্যবস্তুকে দেখিতে পান না, সুতরাং বিচার আসিয়া তাঁহাকে খণ্ডবস্তুর ভ্রমময় দ্রষ্টা এবং খণ্ডবস্তুপ্রতীতির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন ও নিত্যসত্যজ্ঞান হইতে বিপথগামী করায়। তত্ত্ববিৎ জগৎকে মিথ্যা মনে করেন না, বস্তুর বাহ্য খণ্ডপ্রতীতির জন্য উহাকে তাৎকালিক বা নশ্বর বলিয়া থাকেন। যাহাকে পরিমিত করা যায়, তাহাই মায়াগঠিত সঙ্কোচধর্ম্মযুক্ত। দ্রষ্টা যখনই তত্ত্ব ভুলিয়া মায়ার সাহায্যে বাহ্যবস্তু নিরীক্ষণ করেন, তখনই জাড্য আসিয়া তাঁহাকে দৃশ্য বস্তুর জড়বিশেষত্ব দেখাইয়া তাঁহাকে বিষয় এবং দৃশ্যবস্তুকে আশ্রয় মনে করায়। মায়া বা পরিমিতিশক্তি বস্তুশক্তির বিশেষ। সেই শক্তি পরিচালিত হইয়া বস্তুকে নানাত্বে প্রদর্শন করে এবং তাহাদের মধ্যে বিশেষ বা ভেদ প্রদর্শন করে। বস্তুর বাহ্যপ্রসবিনী মায়াশক্তির ক্রিয়া দ্রষ্টা জীবের অস্মিতায় কার্য্য করিবার অবকাশ পাইলেই তাহাকে বুদ্ধিরূপে পরিণত করে। বুদ্ধি পরিণত হইয়া অহঙ্কার ও অহঙ্কার পরিণত হইয়া করণপতি মনে পরিণত হয়। মায়াবাদী মায়ার আশ্রয়ে ভেদজ্ঞানযুক্ত হইয়া বলেন, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনে বাস্তব ভেদ নাই এবং বস্তুতে সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ নাই। তত্ত্ববাদী অদ্বয়জ্ঞানাশ্রয়ী বলেন, তত্ত্ববস্তু ভগবানে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদিকা পূর্ণা ও উপাদেয়া শক্তি নিত্যবিরাজমানা। তত্ত্ববাদী অদ্বয়জ্ঞানাশ্রয়ে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ভগবত্তা হইতে তত্ত্বে পৃথক্ দর্শন করেন না। তত্ত্ববাদী বস্তুকে সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব দর্শন করেন, বিষ্ণুতত্ত্বে স্বগতলীলাময় নিত্যবৈচিত্র্য বা বিশেষ আছে, চিচ্ছক্তি বস্তুপ্রকাশে সজাতীয় ও অচিচ্ছক্তিপরিণত বহির্জগতে বিজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয়। বস্তু ও তচ্ছক্তি ভিন্ন না হইলেও অচিন্ত্যশক্তিবলে সেই বিষ্ণুতেই চিৎপ্রকাশিনী ও অচিৎসর্গের উভয়শক্তিই বর্ত্তমান। অতএব বেদান্তদর্শন কেবল মায়া-বাদি-গণের কাল্পনিক মায়িক আংশিক দর্শনমাত্র নহেন, পরন্তু তাহাতেই চিদচিদীশ্বর বিষ্ণুতত্ত্বই ত্রিবিধরূপে বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্ট হন মাত্র। শ্রুতিতে আছে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি

সুরয়ঃ"। দিব্যসূরিগণ দৃশ্য-বস্তুকে সর্ব্বদাই বিষ্ণুর পরম পদরূপে দর্শন করেন। তবে অনুপাদেয়, দেশকালবিচ্ছিন্ন অচিদ্দর্শনে বিষ্ণুত্ব বা বস্তুত্ব আবদ্ধ করেন না। চিদ্ বা অচিদ্ বিষ্ণুশক্তিপরিণত বস্তুপ্রতীতিকে বিষ্ণু বলেন না এবং বিষ্ণু ব্যতীত তাঁহাদের অন্যাধিষ্ঠানও আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। বিষ্ণু সম্বন্ধ যেখানে উন্মুখ সেখানে তত্ত্বস্তু প্রতীতিকে বা বস্তুসত্তাকে চিৎ এবং বিষ্ণুমুখ তত্ত্বস্তু-প্রতীতিকে বা বস্তুসত্তাকে অচিৎ বা জড়সংজ্ঞায় ভেদ প্রদর্শন করেন। এরূপ ভেদ দর্শন করেন বলিয়া তাঁহারা যে বহ্বীশ্বরবাদী এরূপ নহে। একেশ্বর বিষ্ণুই একমাত্র বাস্তব বস্তু অর্থাৎ তত্ত্বস্তু বা তত্ত্ববস্তুই বিষ্ণু এবং তদীয় বৈষ্ণবগণ।

বৈষ্ণবদর্শনে তত্ত্ববস্তুকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। ভগবান্ বলিতে অবৈষ্ণবগণ যেমন মায়ার অন্তর্ভুক্ত নশ্বর বস্তুসত্তা-বিশেষ মনে করিয়া থাকেন, সেরূপ নহে। মায়ার অন্তর্গত বস্তুমাত্রেরই সংজ্ঞা, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ায় পরস্পর ভেদ আছে, কিন্তু মায়াতীত ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে তাদৃশ ভেদ নাই। তিনিই অদ্বয়জ্ঞান। মায়িক বা বদ্ধজ্ঞানে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের সহিত পরমাত্মা ও ব্রহ্মের পার্থক্য কল্পিত হইলেও মায়াতীত মুক্তবিচারে সেরূপ মায়াঙ্ক বিক্রম লক্ষিত হইতে পারে না।

বৈষ্ণবদর্শনে কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ সৎ ও অসৎ উভয়প্রকার প্রকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্ররূপে নিত্য-অধিষ্ঠানময়। তিনি কাল রচিত হইবার পূর্ব্বে কালের জনকরূপে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহা হইতেই সৎ ও অসৎ সর্গ উদিত হইয়াছে। এই দ্বিবিধ সর্গের অপ্রকাশ কালেও তিনি নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকিবেন। যেখানে ভগবৎসত্তার অধিষ্ঠান নাই, ভগবৎসত্তায় যাহার অধিষ্ঠান নাই, তাহাই ভগবানের মায়া। সেই মায়া প্রকাশমানা হইয়া আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বদ্ধ জীব ও ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া কথিত। ভগবানের ব্যক্তিগত সত্তার বিরোধী দলকেই অবৈষ্ণবদার্শনিক বলা যায়। সেই নির্ব্বিশেষবাদে ভগবানের চিন্ময় বিশেষত্বকেও বলপূর্ব্বক নিজ ভোগপ্রবৃত্তিমূলে আয়ত্তীকৃত করিতে গিয়া মায়িক বলা হইয়াছে। তাঁহারা চিন্ময় রসরাহিত্যকেই শ্রেয়স্কর জানিয়া ভগবান্‌কে রসময় বলিতেও কুণ্ঠিত। বাস্তবিক পক্ষে নশ্বর জড়সত্তাকে নিত্যসত্তাজ্ঞানে অদ্বৈতদর্শনে দৃষ্ট হয় না বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্য অস্বীকৃত নহে। ভগবানের নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ ও নিত্যলীলাকে মায়ার রচিত বলিয়া দেখিলেই ভগবত্তার কল্পনা হয়। এই কল্পনা বা মায়িক দর্শনভাব হইতেই সাধ্য-সাধনভেদদর্শনমূলে পঞ্চোপাসনার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু একান্ত বিষ্ণুর উপাসক বা তত্ত্বদার্শনিক—তিনি পঞ্চোপাসক নহেন অর্থাৎ সাধনের অনিত্যতা হেতু উহাকে সাধ্য হইতে বিভিন্ন জানিয়া স্বীয় স্বল্প দর্শনাভাবের পরিচয় দেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবানের নিত্যবিশেষ মায়া উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও ছিল মায়ার ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেও মায়া থাকিবে। তাহা নিত্য মায়াতীত বা বৈকুণ্ঠ। মায়াতে সেই চিন্ময় বিশেষত্বের সামান্য প্রতিফলনধর্ম্মবশে প্রকটিত হইয়াছে, এরূপ বুঝিবার পরিবর্ত্তে ভগবত্তাকে মায়িক মনে করা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। মায়ার রাজ্যেই বৈকুণ্ঠবস্তুকে বাস করিতে হইবে, ভগবানের শক্তির অভাব আছে, জীব, স্বীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহার পরিমাণ করিতে অসমর্থ, সেরূপ ভগবদধিষ্ঠানের নিত্য স্থিতি নাই এরূপ দম্ভ ও আত্ম-ম্ভরিতা লইয়া পরমার্থতত্ত্বের দর্শন সম্ভবপর নহে। বিভু-চৈতন্য ভগবান্ বিষ্ণু তদীয় মায়ার নিত্য অধীশ্বর, আর অণুচৈতন্য দাস জীব মায়ার বশ্য। বিভুচৈতন্য এক হইয়া অনন্ত অসংখ্য নিত্য মূর্ত্তিতে নিত্য মায়াতীত ধাম বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকাশমান আছেন, আর অণুচৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন এবং অনেক। তন্মধ্যে কোন কোন জীব তাঁহার নিত্য সেবায় নিত্যকাল ব্যাপৃত—তাঁহারা নিত্যমুক্ত। আবার কোন কোন জীব নিজ রূপ অর্থাৎ স্বরূপাবস্থায় বিষ্ণু-দাস্যই যে তাহার নিত্য অভিমান তাহা ভুলিয়া বিরূপ দেহ ও মনের আনুগত্যে আপনাকে কর্ত্তৃ বা ভোক্তৃজ্ঞানে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া বিষ্ণুসেবার পরিবর্ত্তে মায়াকে ভোগ করিতে ধাবমান হয়। তাহারা বদ্ধজীব নামে আখ্যাত। তখনই সে মায়ার বশ। অণুচৈতন্যের স্বরূপে নিত্য

স্বরূপাভাব বশতঃ ভোক্তার ধর্ম্ম তাহাতে কোন দিনই নাই—থাকিতে পারে না। তাহার স্বতন্ত্র চিন্ময় আত্ম-বৃত্তিতে ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্যসেবাই নিত্যকাল বিরাজমান। যখনই সে হরিসেবাবিমুখ, তখনই তাহাকে মায়ার সেবক-রূপে মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে অনিত্য ভোগে ব্যস্ত দেখা যায়—তখনই দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে তাহার সংসারদশা বা ভয় উপস্থিত হয়। হরিবিমুখ হইয়া দেবতারূপে স্বর্গভোগ ও পাপিরূপে নিরয়ভোগ—উভয়ই তাহার নিত্য চিন্ময় রসস্বরূপ বিষ্ণুসেবানন্দের বিঘ্নস্বরূপ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ উভয়ই তাহার পরিত্যাগের বিষয়। আবার এই সকল অনিত্যসুখবাসনাজনিত জন্মান্তর গ্রহণ বা ক্লেশ-পরিহারের স্পৃহাজনিত মোক্ষকামনাও জীবের অত্যন্ত উপাদেয় আত্মধর্ম্ম চিন্ময়বিষ্ণুসেবার অন্তরায়মাত্র। জীবের ভোগবুদ্ধির প্রাবল্যে বিষ্ণুদাস্যের অভাবে তিনি মায়িক সর্গের সেবারূপে আপনাকে জ্ঞান করেন। তখনই তিনি অবিদ্যাশ্রিত অভক্ত। আর আপনাকে হরিদাস জানিলেই তিনি অবিদ্যার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিষ্ণুর সেবকের নামই বৈষ্ণব। অবৈষ্ণব তদ্বিপরীত অর্থাৎ অনিত্য অজ্ঞান ও নিরানন্দের সেবক। যে বস্তু সত্য অর্থাৎ নিত্যকাল অবস্থিত, যে বস্তু নিত্যকাল অচিৎমিশ্রাতীত অর্থাৎ যাহাতে বা মায়ার গন্ধলেশও নাই এবং যে বস্তু কেবল চিন্মাত্র নহে অর্থাৎ চিন্মাত্র হইয়াও নিরবচ্ছিন্ন নিত্য পূর্ণানন্দময় তাহাই বিষ্ণু। বৈষ্ণবগণ সত্যস্বরূপলক্ষণান্বিত পরমেশ্বর বিষ্ণুরই একমাত্র আশ্রিত। বৈষ্ণব, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই সেবা করেন না। বিশ্ববাসিগণ সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও যাঁহারা আপনাদের নিত্য স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিজ নিত্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া অদ্বয়জ্ঞানের পরিবর্ত্তে দ্বৈতজ্ঞানের সেবায় চঞ্চল, তাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব জানিবার পরিবর্ত্তে স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হন। যাঁহারা আপনাদিগের নিত্যস্বরূপ বৈষ্ণব জানেন, তাঁহারাই বৈষ্ণবগুরুর আশ্রিত—তাঁহারা গুরুদাস। গুরুপারম্পর্য্যক্রমে শ্রুতিপথে যে সত্য বিষ্ণু হইতে প্রকটিত বা অবতীর্ণ তাঁহারা শুশ্রূষাক্রমে সেই সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া অন্যান্য জীবগণের হৃদয়ে সেই সত্য উদ্গান বা কীর্ত্তন করিয়া আপনাদিগের গুরুদাস্যের সার্থকতা প্রদর্শন করেন। সেই গুরুদাসগণই যথার্থ দার্শনিক। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জীবগণ স্বকর্ম্মফলানুসন্ধানমূলে অনিত্য স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা ভোগপরায়ণ। বৈষ্ণব নিত্য, সুতরাং অবৈষ্ণবাভিমানী জীবের মিশ্র চিদ্বৃত্তির আকর মন এবং অচিদ্বৃত্তি-গঠিত স্থূলদেহকে 'নিত্য আমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। দেহে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রমই বিবর্ত্তবুদ্ধি। বৈষ্ণব, বেদান্তদর্শনের ভাষায় ব্রহ্মের ভেদাভেদ প্রকাশ, শক্তিমান্ পরমাত্মার তটস্থা শক্তি বা ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্যদাস সুতরাং, বিবর্ত্তবাদী না হইয়া শক্তিপরিণামবাদই স্বীকার করেন। বিবর্ত্তবাদী বহু বস্তুর খণ্ডজ্ঞান হইতে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার আক্রমণে অবিরোহ পন্থার স্বীয় সঞ্চিত পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা-নির্ম্মূলনে ব্যস্ত। তিনি অবিরোহ পথের পথিক হইয়া পূর্ব্বদিবসের অনভিজ্ঞতা অপনোদন করিয়া পর-দিবসীয় অভিজ্ঞান-সংজ্ঞাকে আবাহন করেন এবং তৎ-পরদিবস উহাকেই অনভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা বলিয়া পরিহার করেন। এই বিচার অবলম্বন করিয়া তাহারা বদ্ধাভিমানের প্রাবল্যে বিষ্ণুর একমাত্র ভগবত্তা অস্বীকার পূর্ব্বক সাধনজ্ঞানে অনিত্য কামতৃপ্তিকারক পঞ্চদেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া মুক্ত অবস্থায় উহা-দিগকে ভগ্ন করিয়া আপনাদিগকেই ব্রহ্মজ্ঞান করেন। উহা তাঁহাদিগের পৌত্তলিকতার পরিচয়মাত্র। অনভিজ্ঞ বা অবৈষ্ণব যেকালে অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তখন তাঁহার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি বা আত্মম্ভরিতামূলক বিচার-প্রবৃত্তি পরিচালনের অবকাশ থাকে না। তখনই তিনি গুরুদাস হইতে পারেন। তিনি তখন মুমুক্ষু মায়াবাদীর ন্যায় হরিসম্বন্ধময় বস্তুসমূহকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাদিগকে নিজ ভোগময় অপর প্রাপঞ্চিক বিষয়ের সহিত সম বা তুল্যজ্ঞান না করিয়া আপনার নিত্য সেব্য-জ্ঞানে তাঁহাদের সঙ্গ করিতে থাকেন। তিনি দেখেন নিত্যরসময় বস্তু হইতেই বিকৃত প্রতিফলনক্রমে এই

ভোগময় অনিত্য অনুপাদের জগতে নিত্য চিন্ময় রসের বিকার নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিয়াছে। স্বীয় গুরুমুখশ্রুত শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ সেই স্বপ্রকাশ বিষ্ণু-বস্তুর নিত্য অনুশীলন করিতে করিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত অনর্থরাশি অতিক্রম করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে অপ্রাকৃত নিত্যরসময় হরিলীলায় অনুপ্রবেশ করিতে থাকেন। যাঁহাদ্বারা প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সমূহ অতিক্রান্ত হইয়া জীবকে আনন্দরসে নিমগ্ন করায় সেই বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি সকল জীবের সহিত এক সুরে সুর মিলাইয়া নিত্যকাল গাহিতে থাকেন—

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" তিনিই নিরস্তকুহক অধোক্ষজের দাস গুরুসেবক। এবম্বিধ গুরুদাসগণই অধোক্ষজসেবক বৈষ্ণব দার্শনিক। তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের ও যোগীর গুরু পরমহংস সংকীর্ত্তনকারী গুরু আত্মারাম শ্রীশুকদেব ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম মহাভাষ্য নিগমকল্পতরুর গলিতফল শ্রীমদ্ভাগবতে আদিকবি ব্রহ্মকথিত ভগবৎস্তোত্রটী বলিয়াছেনঃ—

১০।১৪।৩

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যেপ্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

আর স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রকার গুরুদাস, শ্রীবেদব্যাস সমাধি-যোগে সেবাপ্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া যে বাস্তব দর্শন করিলেন তাহা দর্শন করিতেছেন :—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং। যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভি-পদ্যতে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে॥

ভারতীয়

শ্রীযুক্ত দাশ ও প্রকাশম্ঃ—মাদ্রাজের স্বরাজ্য-সম্পাদক গান্ধীশিষ্য শ্রীযুক্ত প্রকাশম্ শ্রীযুক্ত দাশ মহাশয়ের কাউন্সিল প্রবেশ ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্র সমূহে বহু গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রযুক্ত দাশ মহাশয়ও তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তদুত্তরে মিঃ প্রকাশম্ আবার স্বীয় কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

——:০:——

নবম গান্ধীপুণ্যাহঃ—গত সোমবার কলিকাতা হ্যালিডে পার্কে নবম গান্ধীপুণ্যাহ উপলক্ষে একটী বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দাশ সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। অন্যান্য বক্তৃগণের বক্তৃতাতে শ্রীযুক্ত দাশ গান্ধীর সত্যাগ্রহ পথের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতায় উপসংহার করেন।

——:০:——

মেদিনীপুর কলেজঃ—নির্ব্বাচন ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ গবর্ণমেণ্টের মতানুযায়ী কার্য্য না করিয়া গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ চৌধুরীর অধ্যক্ষপদে নিয়োগ ডিরেক্টর বাহাদুর অনুমোদন করিয়াছেন।

——:০:——

মিঃ শাস্ত্রীর বক্তৃতাঃ—গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় পুনা সহরে ডেকান সভায় আহূত এক সভায় অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিলণ্ড প্রভৃতি সভায় উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কথায় উপনিবেশ সমূহে ভারতবাসী সুখে থাকিলেও বৈদেশিকগণ তাহাদিগকে সমান অধিকার দিতে বিশেষ নারাজ।

——:০:——

বিহার ব্যবস্থাপকসভায় অসহযোগী প্রবেশ :—গত ১৮ই তারিখে বিহার কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে অসহযোগিগণের বিহার ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের মতে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৫ই পৌষ, ১৩২৯ { ১৯শ সংখ্যা

বর্ণান্তর।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে মানবের বর্ণ-বিভাগ ছিল না, পরে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভেই বর্ণ-বিভাগ আরম্ভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায়:—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্রয়ী॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার-লক্ষণাঃ॥

সত্যযুগে আদিতে মানবগণের একমাত্র বর্ণ ছিল এবং উহা 'হংস' নামে কথিত হইত। হে মহাভাগ, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে বেদত্রয় আবির্ভূত হয়। আমার বিরাট্‌-রূপ পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও পদদেশ হইতে নিজ নিজ আচার-লক্ষণ-ভেদে বর্ণ-চতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করে। নীলকণ্ঠ মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮।৫ শ্লোক-টীকায় বলেন, 'বর্ণাঃ সাত্ত্বিকং রাজসং তামসং মিশ্রং চেতি স্বচ্ছত্বাদি-সামান্যাৎ গুণবৃত্তং বর্ণশব্দেনোচ্যতে।' 'বর্ণ' শব্দে জীবের গুণবৃত্ত বুঝায়।

শ্রীমহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ১৮৮ অধ্যায়ে ভরদ্বাজ বলিলেন:—

জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধ-বর্ণানাং কুতো বর্ণ-বিনিশ্চয়ঃ॥

স্থাবর ও জঙ্গমসমূহের অসংখ্য জাতি। তাহাদের নানা প্রকার বর্ণের কি প্রকারে বর্ণ নিশ্চয়রূপে নির্ণীত হয়। তদুত্তরে ভৃগু বলিতেছেন:—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাং তু লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রানামসিতস্তথা॥

হিংসানৃতপ্রিয়লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।

জীবের বর্ণসমূহের বিশেষ নাই অর্থাৎ দেহী বর্ণ-নির্ব্বিশেষ। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণময় জগৎ সৃষ্টি করেন। পরে স্ব-স্ব-কর্ম্ম-প্রভাবে অন্যবিধ বর্ণতা লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণপ্রকাশাত্মা শমদমাদি স্বভাববিশিষ্ট সিত। ক্ষত্রিয় রজোগুণপ্রধানাত্মা শৌর্য্যতেজঃ প্রভৃতি স্বভাবযুক্ত লোহিত। বৈশ্য কৃষ্যাদি হীনকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রজস্তমোবামিশ্র পীত। শূদ্র আবরণাত্মা তমোগুণক স্বতঃপ্রকাশপ্রবৃত্তিহীন অপর-চালিত শকটবৎ কৃষ্ণ বা অসিত। পরহিংসা ও মিথ্যাপ্রিয় লোভী হইয়া সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিগণ তমোগুণ বশতঃ সংস্কার-বর্জ্জিত অশুচিসম্পন্ন হইয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে শূদ্রতা প্রাপ্ত হন। এইরূপ হীনকর্ম্ম-প্রভাবেই ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে পৃথক হইয়া ক্ষত্রিয়াদি অন্যবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকল জীবই নিত্যশুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুক্ল অথবা সত্ত্বগুণপ্রকাশাত্মা; তিনিই সিত বা সত্ত্বগুণী হইয়াও অপর ধর্ম্ম রজোযোগে লোহিত, আবার সত্ত্বহীন রজোগুণী লোহিত অপর তমোযোগে পীত এবং সত্ত্বরজোহীন তমোগুণী অসিত বর্ণতা লাভ করেন। যিনি বর্ণ ধারণ করিয়া বিভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিচিত হন, তিনিই বর্ণান্তর গ্রহণ করায় তাঁহার বর্ণ বা গুণানুসারে বর্ণান্তর নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই বর্ণবিভাগের মূলে বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে ব্রাহ্মণ অবস্থিত।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (১০।৯০।১১) ব্রাহ্মণ-বিভাগের কথা পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-সংহিতা (৭।১।১।৪), শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতা (১৪।২৮), অথর্ব্ববেদ (১৫।১০।১ এবং ১৯।৬।৬), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।২।৬।৭ এবং ৩।১২।৭।৩) এবং শতপথ-ব্রাহ্মণ (২।১।৪।১৩) প্রভৃতি নানাস্থানে ব্রাহ্মণোৎপত্তির কথাও দেখা যায়।

ব্রাহ্মণত্ব নিরবচ্ছিন্ন অষ্টচত্বারিংশ সংস্কারবিশিষ্ট দ্বিজের পুত্রকে ব্রাহ্মণ করিবার যে বিধান আছে, তাহাতে শৌক্র-পারম্পর্য্যক্রমে সংস্কার প্রদত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হন। ব্রাহ্মণের পুত্রের ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্যতা আছে জানিয়া "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণকে অষ্টমবর্ষে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করাইবে" এরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। গোভিলীয় গৃহ্যসূত্রেও "গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণং উপনয়েৎ" বিধান দৃষ্ট হয়। ষোড়শ বর্ষকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের উপনয়নকাল। তাহা অতীত হইলে আর ব্রাহ্মণের উপনয়ন দিবে না। উপনয়নের নির্দ্দিষ্ট কাল গত হইলে পতিত সাবিত্রীক হন। ইহাই 'ব্রাত্য' সংজ্ঞা। তাহাকে উপনয়ন দিবে না, তাহাকে বেদাধ্যয়ন করাইবে না, তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবে না। স্মৃতি বলেন :—

গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্‌যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ॥

বৈদিক গৃহ্যবিধানক্রমে যে অনুষ্ঠানদ্বারা বেদাধ্যাপক আচার্য্য গুরুর সমীপে বেদাধ্যয়নের জন্য বালককে লইয়া যাওয়া হয়, সেই অনুষ্ঠানকেই বালকের উপনয়ন বলে। জ্ঞানের উন্মেষের পূর্ব্বে বেদাধ্যয়ন-কার্য্যের উপযোগিতা নাই, তজ্জন্যই উপনয়নের পূর্ব্বে যে সকল সংস্কার আবশ্যক, তাহার অনুষ্ঠান-কাল অভাবপক্ষেও সাত বৎসর লাগে। অধ্যাপনের জন্য আচার্য্য-সমীপে আটবৎসরের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণবালককে লইয়া যাওয়া বিহিত নহে। মাতাপিতার গৃহ হইতে অন্যত্র গুরুগৃহে সেই শিশুকালে বাসের সম্ভাবনা নাই। গৃহ্যবিধানানন্তর বেদাধ্যয়নকালেই ব্রাহ্মণ শ্রৌতবিধান-গ্রহণে সমর্থ হন। পরিশেষে যজ্ঞ-দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার অবকাশ লাভ করেন।

যদি ষোড়শবর্ষের মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে গুরুগৃহ বাসের জন্য প্রেরণ-সম্ভাবনা না থাকে এবং ব্রাহ্মণবটুর অধ্যয়ন করিবার কোন ইচ্ছা বা রুচি না থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজ রুচিবলেই উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে অভিলাষ করেন না জানিতে হইবে। জড় ভরতের আখ্যান হইতেই জানা যায়, নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি কর্ম্মসংস্কার-গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইবার রুচি না থাকিলে ব্রাহ্মণবংশজাত বালক আদৌ সংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক গুরুগৃহে যাইতেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বৈদিককর্ম্মকাণ্ড-পদ্ধতিতে রুচিই সংস্কারের আদি উপাদান। এই কর্ম্মকাণ্ড-পদ্ধতি ভাবি বিশেষের জন্য দ্রব্য-প্রস্তাবমাত্র, কিন্তু ফলকালে বৈষম্যের সম্ভাবনা।

অধস্তন চেষ্টা সর্ব্বত্র সাফল্য লাভ করিবে, এরূপ নহে। বালকের ইচ্ছা হউক বা না হউক, তাহার পিতৃবর্গ বা সামাজিকবর্গ বংশের বা সমাজের কুলগত প্রথা-রক্ষার জন্য তাহাকে গুরুগৃহে যাইতে বাধ্য করেন। তাহাতে ফল হয় এই যে, পিতৃবর্গ বা অপরের প্ররোচনাক্রমে তাঁহাদের প্রস্তাবিত কর্ম্মকাণ্ডে বালকের অনেক সময়ে যোগ্যতার অভাবে অথবা রুচির বৈষম্যে প্রার্থিত ফল লব্ধ হয় না। এই কারণেই বংশের শুভানুধ্যায়িগণের বিধানমত কার্য্য করিয়াও ব্রাহ্মণবালক উপনীত হইলেও পরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা বর্ণবহির্ভূত শ্রেণীবিশেষে বর্ণান্তরিত হন।

স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয়েই বর্ণ ধারণ করে। দেহীর সকল বর্ণধারণ-যোগ্যতা দেহদ্বয় দ্বারাই সম্ভবপর হয়। হংস বা নির্গুণ ব্রাহ্মণ দেহধারণসত্ত্বেও বিরাটপুরুষের সর্ব্বাঙ্গ-নিঃসৃত বলিয়া তাহার একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় নির্গুণ সত্তাই গুণজাত-দর্শনে অনাত্মভূমিকায় চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। গুণ ও তদুত্থ কর্ম্মই শ্রৌত দর্শনে সমবদ্ধ জীবের বর্ণের বিভাগ করিয়াছে। বিরাট্ সমষ্টি-সমাজকে লক্ষণ-বিচারেই চারিভাগে বিভক্ত করা হয়। বিভাগ-পদ্ধতি বা লক্ষণদ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে জানিতে হইলে তাহার স্থূল পরিচয় বা দেহের পূর্ব্ব পরিচয়াদি পিতৃকুলেই আবদ্ধ স্থির করিতে হয়। পরে তাহার সূক্ষ্ম পরিচয় বা বৃত্তগত পরিচয় বর্ণবিভাগ-কার্য্যে সহায়তা করে। সূক্ষ্ম পরিচয়ে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ দেখিতে গিয়া আমরা অনেক স্থলে স্থূল শরীরের মূল অনুসন্ধান করি। কিন্তু যদি সূক্ষ্ম শরীর, স্থূল হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সিদ্ধান্ত করি, তাহা হইলে ফলের খোসা হইতে তন্নিহিত বীজের উদ্ভব মানিয়া লইতে হয়। স্থূল শরীরই সূক্ষ্ম শরীরের জনক বলিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ ধারণা সূক্ষ্ম শরীরের ধারণায় অনুমোদিত হয় না। স্থূলের পতনে যখন সূক্ষ্ম শরীরের পুনরায় স্থূলগ্রহণ বিচারিত হয়, তখন সূক্ষ্মের পূর্ব্বাবস্থানই স্বীকৃত হয়। যাঁহারা জন্মান্তর-বাদ বা কর্ম্মপদ্ধতি অনুমোদন করেন, তাঁহারা স্থূল হইতে সূক্ষ্মের উদ্ভব না মানিয়া সূক্ষ্মই স্থূল আবরণ গ্রহণ করেন, ইহাই বলিয়া থাকেন। বাসনাই গুণময় জগৎ হইতে স্থূল শরীরের উপাদান গ্রহণ করে। স্থূল শরীর বহির্জ্জগতের যে উপাদান পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমশঃ গ্রহণ করেন, তাহা নিজের বা অপরের তাদৃশ সূক্ষ্মশরীর বা মনের অনুমোদনক্রমেই তাঁহার তাদৃশ রুচির উদয় হয় বা তাহাকে বাধ্য

হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই চিদাভাস মন বা সূক্ষ্ম কারণই স্থূল-গ্রহণের হেতু।

দর্শন দ্বারা দৃশ্যবস্তুর বর্ণোপাদান স্থিরীকৃত হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারাই দর্শনাদি হইতেই ধারণা বা ধর্ম্মের অভিব্যক্তি। যে কালে স্থূলদর্শন-প্রক্রিয়ায় দৃশ্য মানবের বাহ্য পরিচয় লক্ষিত হয়, তৎকালে মানবের বর্ণপরিচয় শৌক্রবিচারেই আবদ্ধ হয়। আবার চিন্তাশীল মানববৃন্দ বৃত্ত-বিচারকেই বর্ণ-নির্ণয়ের কারণ-রূপে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সকলেই সুষ্ঠুভাবে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে অসমর্থ হইবে, বিচার করিয়া সামাজিক স্থূল কার্য্যাদি নির্ব্বাহার্থে অর্থাৎ যৌনসম্বন্ধ-প্রভৃতি নিরূপণ বিষয়ে শৌক্রপরিচয়কেই প্রাধান্য দেন। শৌক্রপরিচয়-প্রাধান্যে লক্ষণ বা বৃত্তদ্বারা বর্ণনিরূপণ-পন্থা নানাপ্রকারে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকায় সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্র বা গৃহ্যসূত্রাদিতে সচরাচর এই বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রৌত ক্রিয়া যে কালে বিচাররহিত ভারবাহগণের কর্ম্মফলভোগমার্গে পরিণত হইল, তৎকালেই পঞ্চরাত্র-বিধি শ্রৌতক্রিয়ার স্থানে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। বেদ আরণ্যক শুদ্ধসংখ্যান ভক্তিযোগ একত্র স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চবিধ জ্ঞান 'পঞ্চরাত্র' নামে তত্তৎস্থান অধিকার করিয়াছেন। কর্ম্মিগণ যাহাকে শ্রৌতানুষ্ঠান বলিতেন, আরণ্যকগণ তাহা হইতে তাঁহাদের নিজত্বে পার্থক্য স্থাপন করেন। পাঞ্চরাত্রিক বেদবিধান উপাসনামার্গে ভক্তগণের শ্রৌতানুষ্ঠান। উপনিষদ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর শ্রৌতানুষ্ঠান। স্মৃতি ও পুরাণাদি শ্রুতি-বিষয়েই ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়াছেন। কর্ম্মি-শ্রৌত মলিন পদ্ধতিকে তাঁহারা একেবারে উৎপাটিত না করিয়া তাহাকে অসম্পূর্ণ ও অবিবেকি-গণের বিধান বলিয়া তাহারই সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। সেইজন্যই নারদপঞ্চরাত্র বলেন :—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

শ্রৌতবিধান, স্মার্ত্তবিধান, পৌরাণিকবিধান ও পঞ্চরাত্র-বিধান সম-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। যেখানে তাহাদের পরস্পর বৈষম্য নিরূপিত হইয়াছে, সেইখানেই হরি-ভজনকার্য্যে বা অদ্বয়জ্ঞানে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। পঞ্চরাত্রবিধান শ্রৌতবিধানের প্রতিকূল জানিলেই কাল্পনিক পঞ্চরাত্র-বিধি উৎপাতের কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। শ্রৌতবিধি-গ্রহণে দেশকালপাত্র-ভেদ-জনিত অযোগ্যতা যে শ্রুত্যনুকূল তন্ত্র বা শ্রুতিবিস্তৃতিদ্বারা অভাব-পূরণে সমর্থ ও সম-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হয়, তাহাই পঞ্চরাত্র-বিধান। শ্রৌতবিধানের অন্তর্গত গৃহ্যোক্ত বর্ণাশ্রম-বিধিগুলির যথাযথ উপযোগিতা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই অভাব-পূরণের জন্য ও বৈদিকবিধান অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীনারায়ণের শ্রীবাক্য হইতেই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র উদ্গত হইয়াছেন। পঞ্চরাত্রশাস্ত্র-সাহায্য না লইয়া যে বিবদমান শ্রৌতপদ্ধতি, তাহা অনেক স্থলে বাধা প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুর উপাসনা বিকৃত হইয়া যে পঞ্চরাত্রবিরোধ-বাদ শ্রৌতবিধির অঙ্গে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা উৎপাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কাল-প্রভাবে গৃহ্যোক্ত বিধিগুলি বা শ্রৌতবিধান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে না। শাণ্ডিল্যের পঞ্চ-রাত্রের মহিমা, যাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যে বেদবিরোধ বলিয়া বিবর্ত্তের আবাহন করিয়াছে, তাহাই শ্রীমহাভারতে সুষ্ঠুভাবে বেদানুকূল বলিয়া বহুপূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধান্তিত আছে। কর্ম্মী যাহাকে শ্রৌত বলিয়া নিজ মতস্ব-প্রচারে ব্যস্ত হন, তাহাই

পঞ্চরাত্রবিদ্‌গণের বিচারে বিষ্ণুভক্তি-বিরোধী হওয়ার জড়ভোগ মাত্র। বেদশাস্ত্রই কর্ম্মিগণের হস্তে পড়িয়া যে ভগবদ্-বিস্মৃতি আনয়ন করে, পঞ্চ-রাত্রবিদ্‌গণ সেই বেদশাস্ত্রই হরি-উপাসনার আকর-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বেদশাস্ত্রের ভোগপর কর্ম্মকাণ্ড, ত্যাগপর জ্ঞানকাণ্ড ও ভোগত্যাগাতীত ভগবৎসেবাপর উপাসনাকাণ্ড সম্প্রদায়ত্রয়ে পরস্পর ভেদ উৎপন্ন করে। সকলেই বেদানুগ-চেষ্টাবিশিষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে তারতম্য আছে। সুতরাং বর্ণাশ্রমাদি-বিচার ও কর্ম্মিজ্ঞানিভক্তত্রিবিধ সমাজে শ্রৌত-গৃহ্য-সূত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ে যে ভেদ আছে, তাহা লইয়া বিবাদ করিতে গেলে সুফল লাভ করা কঠিন।

গৃহ্যসংস্কার-গ্রহণে বয়োবস্থাবিধি শ্রীমহাভারত, সাত্বতসংহিতা ভাগবত পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে বেদতাৎপর্য্য যেরূপভাবে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

'এ কেমন পাগল!'

নবম রজনী

পাগল অদ্যাপি প্রত্যহ সহরের ভিতর আসিয়া সারাদিবস পাগলামী করা ত্যাগ করেন নাই। আমার মনে হইতে লাগিল, 'এরূপ একজন মহাজ্ঞানী কেন ঐরূপ পাগলামী করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার ঐ পাগলামীর মধ্যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে।' সে উদ্দেশ্যটা কি হইতে পারে, অনেক চিন্তা করিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অপরদিকে পাগলের নিকট গিয়া নানা কথায় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিবারও সুযোগ পাইয়া উঠি না। প্রত্যহই যাইবার সময় মনে করি 'অদ্য নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিব,' কিন্তু পাগলের নিকট গেলে আর সে কথা মনে থাকে না, আর কোন কোন দিন মনে থাকিলেও জিজ্ঞাসা করিবার সুবিধা পাই না। পূর্ব্বেকার মত অদ্যও যাইতে যাইতে মনে করিতে লাগিলাম, 'আজ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিব।' রেলের লাইন ছাড়িয়া অল্প একটু অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইলাম যে, পাগল অতি সুললিত উচ্চকণ্ঠে একটী গান গাহিতেছেন। বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, বনটী পাগলের গানে মুখরিত। গানটী অতি সুন্দর এবং মর্ম্মস্পর্শী, সুতরাং এস্থানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :—

প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া,
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি, চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার॥

করম গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময়, আমি ত কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই॥

বাক্য-মনোবেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ,
উদর-উপস্থ-বেগ।
মিলিয়া এসব, সংসারে ভাসায়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ॥

অনেক যতনে, সে সব দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ, ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি॥

গানটী শেষ করিয়া তিনি শ্রীনামকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় আমি গিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলাম এবং বলিলাম, "ঠাকুর, আপনি ভগবদ্ভক্তগণের বিচার ও সাধন সম্বন্ধে আমাকে বলিবার জন্য কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে ত' কিছুই বলিতেছেন না। কৃপাপূর্ব্বক অদ্য সেই সম্বন্ধে বলুন।"

পাগল বলিলেন, "হরিদাস, গত দুই দিবস ধরিয়া যে সমস্ত কথা হইয়াছে, তাহা তোমাকে ভক্তগণের বিচার ও সাধন সম্বন্ধে বুঝিবার পক্ষে সাহায্য করিবে। বেদ বলেন :—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।'

অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বস্তু সুমধুর বাক্যবিন্যাস দ্বারা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তি দ্বারা, বহু শাস্ত্র উপর্য্যুপরি পাঠের দ্বারা লভ্য হন না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং যাঁহাকে কৃপা করেন, কেবলমাত্র সেই ভাগ্যবান্ জনই তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন এবং সেই ভাগ্যবান্কেই তিনি তাঁহার স্ব-স্বরূপ দর্শন দিয়া থাকেন। বেদকল্পতরুর এই বাক্যটী বিশেষরূপে বুঝা আবশ্যক।

দেখ হরিদাস, জ্ঞান দুই প্রকার, যথা,—অক্ষজ ও অধোক্ষজ। অক্ষজ জ্ঞান অর্থাৎ প্রাণীর সসীম ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান,—যে জ্ঞান জীবগণ বদ্ধাবস্থায় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, ও মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লাভ করে। এই প্রকার জ্ঞান, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা, এই চারি প্রকার দোষের একটী বা ততোধিক দোষে সর্ব্বদা দুষ্ট থাকে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা, এই চারি প্রকার দোষ কাহাকে বলে?"

পাগল বলিলেন—(১) ভ্রম—অর্থাৎ বিষয়-জ্ঞান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের যে ভুল; যথা,—দৃষ্টিভ্রমে মরীচিকায় জলবোধ।

(২) প্রমাদ—অসীম তত্ত্ব স... সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাতে কাযে কাযেই যে ... থাকে।

(৩) বিপ্রলিপ্সা—সন্দেহ, বঞ্চনেচ্ছা।

(৪) করণাপাটব—ঘটনাক্রমে ইন্দ্রিয়সকলের অপটুতা অপরিহার্য্য, তজ্জন্য যে ভুল সিদ্ধান্ত। এ বিষয় তুমি একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে।

আর বৈকুণ্ঠের অধোক্ষজ সেব্য জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান ঐ পূর্ব্বোক্ত অক্ষজ ভোগ্যজ্ঞানকে অংশঃ বা অতিক্রম করিয়া থাকে ...র্থাৎ যে জ্ঞানের উদয়ে ঐ ভোগ্য অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অপূর্ণ এবং ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় ... দেখ হরিদাস, মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গুলি কতদূর অপটু।

একগ্লাস জলের ভিতর ...

দেখা যায়, কিন্তু মনুষ্য অণুবীক্ষণের সাহায্য না লইয়া শুধু চক্ষে তাহা দেখিতে অসমর্থ। বায়ু যখন একটু জোরে বহিতে আরম্ভ করে, তখন সে ত্বকের দ্বারা উহা অনুভব করে, কিন্তু বায়ু ত' সর্ব্বদাই বহিয়া থাকে, যখন স্বাভাবিকভাবে বহে, তখন সে ত্বকের দ্বারা অনুভব করিতে পারে না। এইরূপ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অপটুতা দৃষ্ট হয়। আবার দেখ, এই ইন্দ্রিয়গুলি যৌবনে বেশ সতেজ থাকে, কিন্তু বৃদ্ধ হইলে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি কেহই আর সেরূপ কার্য্যকরী থাকে না। দশ ইন্দ্রিয়ের রাজা মন

নামক যে ইন্দ্রিয়, তখন সেও বুদ্ধি ও বিচারশূন্য হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপ অপটু ও অনিত্য ইন্দ্রিয়গণ-সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা যায় (অর্থাৎ অক্ষজ জ্ঞান) তাহা অনিত্য এবং হেয়। চিত্তের বিচারশক্তি-বলে কত নূতন নূতন বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইতেছে, কিছুদিন পরে, তাহা পরিত্যক্ত হইতেছে, না হয় সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজ যাহা মহাসত্য বলিয়া আবিষ্কৃত হইতেছে, কাল তাহা অত্যন্ত অনুপাদেয় বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ যে, অক্ষজ জ্ঞান পরমসত্য-নির্দ্ধারণে নিতান্ত অসমর্থ, কারণ, অসম্পূর্ণ বা ভগ্ন চক্রের দ্বারা যেরূপ গাড়ী চালান অসম্ভব, সেইরূপ অসম্পূর্ণ, অপটু ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে না।

কিন্তু অধোক্ষজ সেবা জ্ঞান—যাহা অবিসংবাদিত বৈকুণ্ঠ জ্ঞান, তাহা নিত্য এবং সম্পূর্ণজ্ঞানময় বস্তুতে অবস্থান করিতেছে, তাহা মহা সত্য বস্তু, তাহা কখনও পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত হইবার নহে। তাহা চিরকালই সত্য। এস্থলে একটী উদাহরণ দিলে তুমি ইহাদের পার্থক্য বেশ বুঝিতে পারিবে। 'একটী বালক ইংরাজি পড়িতে জানে না, কিন্তু বাঙ্গলা পড়িতে শিখিয়াছে। একদিন সে একখানা ইংরাজি পুস্তক লইয়া পড়িবার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছে। মনে করিতেছে,—'এইটে ইংরাজি 'ক', এইটে ইংরাজি 'খ,' এইটে ইংরাজি 'গ', এইরূপে অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া অবশেষে বলিয়া উঠিল, 'ইংরাজী ভাল নয়, উহা পড়া যায় না, বাঙ্গলাই ভাল।' কিছুক্ষণ পরে গুরুমহাশয় আসিলে তাঁহার কাছে সে জিজ্ঞাসা করিল—'গুরু মহাশয়, ইংরাজি 'ক' কোন্‌টা, 'খ' কোন্‌টা?" গুরুমহাশয় বলিলেন—'ওরে পাগলা, ইংরাজিতে 'ক' 'খ' বলিয়া কোন অক্ষর নাই, এ, বি, সি, ডি বলিয়া পড়িতে হয়।" তারপর অল্পদিনে গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া সে ইংরাজি পড়িতে শিখিল।'

সেইরূপ যে সমস্ত লোক নিজের নিজের অক্ষজ ভোগাজ্ঞানের সাহায্যে সেব্য শ্রীভগবানকে জানিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ঐ বালকের নিজের চেষ্টায় ইংরাজি পড়িতে না পারিয়া 'ইংরাজি পড়া যায় না', এই সিদ্ধান্তের মত শ্রীভগবানে 'অব্যক্ত' 'নিরাকার' 'অচিন্ত্য', 'নির্ব্বিকার' ইত্যাদি কতকগুলি 'না'-সংযোগ করিয়া ক্ষান্ত হন। তাঁহারা বলেন, ইহ জগতেই প্রত্যেক বস্তুর সহিত অন্যান্য বস্তুর স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয়। কেবল চিন্মাত্রব্রহ্মে এইরূপ ভেদ নাই। তাহা এই জড়প্রকৃতির ঠিক বিপরীত।" অক্ষজ জ্ঞানের সাহায্যে অপরোক্ষ নির্ণয় করিতে গিয়াও তাঁহারা আর ইহার উপরে যাইতে পারেন না। কিন্তু গুরুমহাশয়ের শিক্ষাপ্রভাবে যেমন সেই বালক ইংরাজী পড়িতে পারিল, সেইরূপ শ্রীভগবত্তত্ত্ব-বেত্তার অনুগ্রহে আমরা শ্রীভগবানকে সেবা জানিয়া ধন্য হইতে পারি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর, স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ কি?"

পাগল বলিলেন,—"হরিদাস, সম্মুখে ঐ যে আম্র বৃক্ষটী দেখিতেছ, উহার পত্র, শাখা, প্রশাখা, কাণ্ড, মূল প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন। পত্র শাখার মত নয়, শাখা প্রশাখার মত নয়, প্রশাখা কাণ্ডের মত নয়, কাণ্ডও মূলের মত নয়, সুতরাং সকলেই পরস্পর পৃথক্। ইহাকে স্বগত-ভেদ কহে। এই আম্রবৃক্ষটী আবার অন্যান্য

আম্রবৃক্ষের মত আকৃতিতে এক নহে। কোনটী ইহা অপেক্ষা ছোট, কোনটী বড়, কোনটীর কাণ্ড ইহার কাণ্ড অপেক্ষা সরু, কোনটীর কাণ্ড মোটা, কোনটীর পাতা ইহার পাতা অপেক্ষা ঘন ইত্যাদি। সুতরাং প্রত্যেক আম্রবৃক্ষ অপর প্রত্যেকটী হইতে আকৃতিতে বিভিন্ন। ইহাই হইল সজাতীয় ভেদ। আবার দেখ, আম্রবৃক্ষ, গোমহিষ প্রভৃতি অন্যান্য সকল জাতীয় প্রাণী হইতে বিভিন্ন। ইহাকেই বিজাতীয় ভেদ বলে।

এই জগতে এই স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং যে স্থানে এইরূপ পৃথিবীর মাপিয়া লওয়া ধর্ম্ম দ্বারা ভেদ নাই, সেখানে মনুষ্যের অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান পৌঁছিতে পারে না, কারণ তাহা ত মনুষ্যের ইন্দ্রিয়কর্তৃক সাক্ষাৎকার হয় নাই। সাক্ষাৎ হইলেও সেই বস্তু আর অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ থাকিতে পারে না। অতএব তাহা অচিন্ত্য অর্থাৎ জড় চিন্তায় আনা যায় না, অব্যক্ত অর্থাৎ পার্থিব ভাষায় প্রকাশও করা যায় না। অক্ষজ জ্ঞানের সাহায্যে ভগবান্‌কে জানিতে গেলে এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। ইহার উপর আর যাওয়া যায় না।

আবার দেখ, আমরা যখন ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমাদের কোন জ্ঞানই ছিল না, ক্রমশঃ যত বড় হইতে লাগিলাম, যত দেখিতে, শুনিতে, ঘ্রাণ করিতে, আস্বাদ করিতে, স্পর্শ করিতে থাকিলাম, ততই আমাদের জ্ঞান বাড়িতে লাগিল। মন, সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা, সে ঐ সব জ্ঞান নিজের মধ্যে পোষণ করিতে থাকিল। কোনটী ভাল, কোনটী মন্দ, তাহাও বুদ্ধি ও বিচার সাহায্যে নির্দ্দেশ করিয়া লইতে লাগিল। ক্রমশঃ মন এই অক্ষজ ভোগ্যজ্ঞানগুলি লইয়া জগতের মূল কারণ শ্রীভগবানকেও অন্যতম ভোগের বস্তু বলিয়া জানিতে গেল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও ধারণা করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিল এবং বলিল, তাহা জড়জ্ঞানাতীত, নশ্বর-ইন্দ্রিয়ের অচিন্ত্য, অব্যক্ত ইত্যাদি।

ভুক্তিপিপাসু জনগণ শ্রীভগবদনুসন্ধানে আদৌ তৎপর নহেন। আবার, মুমুক্ষুগণের প্রত্যেকেই তাহাদের নিজ নিজ অক্ষজ জ্ঞানের সাহায্যে অপরোক্ষ বস্তুকে জানিতে গিয়া অপারকহেতু জড়প্রকৃতির বিপরীত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত একটী বস্তুকে শ্রীভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথার্থ পরমতত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। পরমতত্ত্ব যদি কৃপাপূর্ব্বক জীবের হৃদয়পটে উদিত হন, তাহা হইলে জীব তখন তাঁহাকে জানিয়া ধন্য হইতে পারেন। নচেৎ জীবের ভোগ্য দৃশ্য অক্ষজ জ্ঞানের সাহায্যে সহস্র চেষ্টাদ্বারাও তাহা লভ্য হইতে পারে না। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তদীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন:—

"গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ"।

তাই বেদ বলিয়াছেন:—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।"

অর্থাৎ সেব্যবস্তু শ্রীভগবান্ স্বয়ং যদি কৃপা করিয়া জীব-হৃদয়ে উদিত হন, তবে জীব নিজেকে সেবক জানিয়া তাঁহাকে সেব্য জানিতে পারেন অথবা তাঁহার ইচ্ছাক্রমে তদ্ভক্তজনের কৃপায় তাঁহাকে জানিতে ও সেবা করিতে সমর্থ হন। এসম্বন্ধে তোমাকে পরে সবিশেষ বলিবার চেষ্টা পাইব। এই বলিয়া তিনি গাহিলেন:—

সাধুসঙ্গ না হইল হায়!

গেল দিন অকারণ, করি অর্থ উপার্জ্জন,
পরমার্থ রহিল কোথায় ॥
স্বর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ লোষ্ট্রে অনুরাগ,
দুর্ভাগার এই ত লক্ষণ।
কৃষ্ণেতর সঙ্গ করি, সাধুজনে পরিহরি,
মদগর্ব্বে কাটা'নু জীবন ॥
ভক্তিমুদ্রা-দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
বাতুলতা বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি, হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায় ॥
জ্ঞানের গরিমা-বলে, ভক্তিরূপ সুসম্বলে,
উপেক্ষিনু স্বার্থ পাশরিয়া।
দুষ্ট জড়াশ্রিত জ্ঞান, এবে হ'ল অন্তর্দ্ধান,
কর্ম্মভোগে আমাকে রাখিয়া ॥
এবে যদি সাধুজনে, কৃপা করি এ দুর্জ্জনে,
দেন ভক্তি-সমুদ্রের বিন্দু।
তা হইলে অনায়াসে, মুক্ত হ'য়ে ভবপাশে,
পার হই এ সংসার-সিন্ধু ॥

জন্মমৃত্যু-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে একটু বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক্। প্রথমতঃ দেখা যাউক্, জন্ম কাহার হয় এবং মৃত্যুই বা কাহার হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি মুখ্যা— চিচ্ছক্তি জীব-শক্তি ও মায়া শক্তি; তন্মধ্যে চিচ্ছক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি বলে; মায়াতীত অনন্ত বৈকুণ্ঠাদিধাম এই চিচ্ছক্তির বৈভব। বাস্তববস্তুর বাহ্যপ্রসবিনী মায়া শক্তিরই পরিণাম এই জড় জগত, এজন্য তাঁহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলে, অতএব অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সমুদায় বা দেবীধাম এই মায়া শক্তিরই বৈভব। তৃতীয় জীবশক্তি, ইহা অনন্ত, ইহাকে তটস্থা শক্তি বলে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভগবদ্রাজ্য অর্থাৎ চিদ্‌রাজ্য, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি অর্থাৎ জড়জগৎ ও জীব জগৎ সত্য। জীবের অবস্থান চিদ্-জগৎ ও জড় জগতের মধ্যস্থলে, এজন্য জীবকে তটস্থা শক্তি বলে। 'তট' বলিলে যেখানে জল ও ভূমি মিশিয়াছে, সেই সূক্ষ্ম স্থানকে বুঝায়। উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকায় জীবের দুই দিকেই দৃষ্টি চলে। উভয় শক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতাই তটস্থ স্বভাব। কৃষ্ণস্বরূপের লক্ষণগুলি জীবস্বরূপে অণুরূপে আছে, কারণ চিৎ-সম্বন্ধে জীব কৃষ্ণের সহিত অভেদ, কেবল অণুত্বপ্রযুক্ত ভেদ। সুতরাং কৃষ্ণের স্বেচ্ছাময়তার অণুলক্ষণ যে স্বতন্ত্র বাসনা, তাহা জীবের স্বতঃসিদ্ধ। সেই স্বতন্ত্র কামনার সুব্যবহার করিলে কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য অটুট থাকে। তাহার অপব্যবহার করিলে কৃষ্ণ-বৈমুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখ্যক্রমে মায়াকে ভোগ করিতে যায়। 'অহং জড় ভোক্তা' এই তুচ্ছ অভিমান আসিয়া জীবের শুদ্ধ চিৎকণ-স্বরূপকে আবরণ করে। স্বতন্ত্র বাসনার সুব্যবহার ও অপব্যবহারই আমাদের মুক্ত ও বদ্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশুকিরণ যেন অগ্নি-জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি।
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

এই জড় জগৎ একটী কারাগৃহ সদৃশ এবং চিদ্জগৎই জীবের প্রকৃত বাসস্থল। রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন, পরম দয়ালু কৃষ্ণচন্দ্রও অপার করুণা প্রকাশ করতঃ জড়জগৎরূপ কারাগার ও জড়মায়ারূপ কারাকর্ত্রীকে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। এই জগতে যেরূপ কোনও ব্যক্তি রাজদ্রোহমূলক কার্য্য করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারাগৃহে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ কোনও জীব যখনই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া এই জড় রাজ্যের দিকে অবলোকন করতঃ মায়ার ভোগবাসনা করে, তখনই কারাকর্ত্রী মায়া তাহার গলায় ফাঁসি দিয়া কারাগৃহ সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে অর্থাৎ তখনই জীব মায়াবন্ধনে পতিত হয়। মায়া-প্রবেশ হইতেই মায়িক কালের গণন। সেই কালগণনার অগ্রের বহির্ম্মুখ হওয়ায় তাহাকে অনাদি বলা যায়, যেহেতু তাহা মায়িক কালের পূর্ব্বেই হইয়াছে। এই মায়া-বন্ধনের নামই জীবের সংসার-প্রবেশ। জীব মায়াবদ্ধ হইলেই তাহার নিত্য স্বরূপ অর্থাৎ চিৎ-শরীরের উপর দুইটী ঔপাধিক শরীর আচ্ছাদন করে। একটীর নাম লিঙ্গ শরীর আর একটীর নাম স্থূল শরীর। বস্তুতঃ জীবের একটী নিজ স্বরূপ আছে। সেই স্বরূপটী সূক্ষ্ম। যেমন এই স্থূল শরীরের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ প্রভৃতি অঙ্গসকল সুন্দর-রূপে ন্যস্ত হইয়া স্থূল স্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিৎকণময় শরীরে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে একটী চিৎকণ-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। তাহাই জীবের নিত্যস্বরূপ। চিৎকণস্বরূপ শরীরের উপর লিঙ্গ শরীরের উপাধি হইয়াছে। সেই লিঙ্গ শরীর বদ্ধ হইবার সময় হইতে মুক্ত হইবার কাল পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য। লিঙ্গ শরীর জড়সম্বন্ধ-প্রাপ্ত মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিনটী বিকার দ্বারা গঠিত হয়। দ্বিতীয় আবরণ—এই স্থূল শরীর। জীব লিঙ্গ শরীরে বাসনা লইয়া স্থূল দেহ আশ্রয় করেন। আবার লিঙ্গদেহ একটী স্থূলশরীর-পরিত্যাগের সময় সেই শরীরকৃত সমস্ত কর্ম্মবাসনা সঙ্গে লইয়া দেহান্তর লাভ করেন। বৈদিক পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা-ক্রমে জীবের দেহান্তর-প্রাপ্তি ও অবস্থান্তর-প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। চিতাগ্নি, বৃষ্ট্যগ্নি, ভোজনাগ্নি, রেতঃ-হবনাগ্নি ইত্যাদি পঞ্চাগ্নিপ্রণালী ছান্দোগ্যে ও ব্রহ্মসূত্রে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বাসনা-সংস্কারক্রমে নূতন দেহপ্রাপ্ত জীবের স্বভাব গঠিত হয়। সেই স্বভাব-অনুসারে বর্ণ লাভ হয়। বর্ণাশ্রমক্রমে পুনরায় কর্ম্ম হয় এবং মরণান্তে পুনরায় সেইরূপ গতি হয়। নিত্য স্বরূপে প্রথম আবরণ লিঙ্গ শরীর ও দ্বিতীয় আবরণ স্থূল শরীর। জীব এইরূপে কর্ম্মবশতঃ চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যথা, পদ্মপুরাণে,—

> জলজা নব-লক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
> কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকা পক্ষিণাং দশলক্ষকং॥
> ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥

প্রাচীনকবি শ্রীল প্রেমানন্দদাস বলিয়াছেন, যথা, 'মনঃশিক্ষা'তে,—

> এ মন! তুমি কি ভেবেছ সুখ।
> সুপথ ছাড়িয়া, কুপথে গমন,
> এ তোর কেমন বুঝ॥
> স্থাবর-যোনিতে, ক্রমে যে জনম,
> হইয়া বিংশতি লক্ষ।
> জলজন্তু মাঝে, নব লক্ষ তার,
> জলেই বসতি ভক্ষ্য॥
> একাদশ লক্ষ ক্রিমিতে জনম,
> দশ লক্ষ যোনি পক্ষ।

পশুর মাঝারে, ক্রমে ত্রিশ লক্ষ,
মানব চতুর্লক্ষ ॥
মানুষে আসিয়া, কুৎসিৎ দ্বি-লক্ষ,
শূদ্রাদি দ্বিশত বার।
ব্রাহ্মণ-কুলেতে, পরে একবার,
তা' সম নাহিক আর ॥
কতেক কল্প, ভ্রমিয়া মানুষ,
এমন জনমে পাপ।
শমনে বান্ধিয়া, পুন না ফেলাবে,
আবার তোমারে বাপ ॥
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল,
অসৎ ভাবনা ছাড়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে চতুর,
এ সব যাতনা এড় ॥

মায়াবদ্ধ জীব বাসনা বশতঃ প্রকৃতি ও পুরুষের রজঃবীর্য্য আশ্রয় করিয়া দশমাস দশদিন গর্ভে বাস করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেই আমরা বলিয়া থাকি, অমুক স্ত্রীলোকের একটী পুত্র কি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কালক্রমে জীবাত্মা সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া বাসনানুযায়ী অন্য দেহ আশ্রয় করিলে পূর্ব্ব দেহটীকে 'মৃত দেহ' বলি, এবং সেই দেহে জীবাত্মা থাকা কালে জীবাত্মার যে একটী নাম রাখা হইয়াছিল, সেই নামানুসারে বলিয়া থাকি যে, অমুক পুরুষ কি অমুক স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। বাস্তবিক জীবাত্মার জন্ম, মৃত্যু বা বিনাশ নাই। যথা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা নঃ ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
(গীঃ ২য় অঃ ২০ শ্লোক)

জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান। তাহার জন্ম-মৃত্যু নাই। অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি, কি বৃদ্ধি আদি হয় না। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন। জন্মমরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না।

আরও, যথা গীতাতে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥
(গীঃ ২য় অঃ ২২ শ্লোক)

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥
(গীঃ ২য় অঃ ২৩ শ্লোঃ)

জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব বসন পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করতঃ অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। (গীঃ ২ অঃ ২২ শ্লোঃ)

জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ুর দ্বারাও শুষ্ক হন না। (গীঃ ২ অঃ ২৩ শ্লোঃ)

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহার আত্মজ্ঞান বা স্ব-স্বরূপ-উপলব্ধি হইয়াছে, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, যদিও তিনি কৃষ্ণ ভুলিয়াই এই মায়িক সংসারে আসিয়াছেন এবং পূর্ব্ব কর্ম্ম বশতঃ নানা যোনিতে ফিরিতেছেন, তথাপি তাঁহার স্বরূপের বিনাশ কখনও হয় না, তবে যে দেহ আশ্রয় করিয়াছেন, পরে সময় মত জীর্ণবস্ত্র পরিহারের ন্যায় তাহা পরিত্যাগ করেন, সুতরাং দেহেরই পরিবর্ত্তন হয়। এইজন্য আত্মতত্ত্ববিৎ ভক্তগণ মৃত্যুকে কখনও গ্রাহ্য করেন না এবং মৃত্যুভয়ে কখনও ভীত হন না।

অনেকের মনে হইতে পারে,—'জীবকে স্বতন্ত্র বাসনা না দিয়া থাকিলে কি ক্ষতি হইত? ভগবান্ ত' সর্ব্বজ্ঞ, তিনি ত' জানিতেন যে, জীবকে স্বতন্ত্রতা দিলেই সে কষ্ট পাইবে এবং সে কষ্টের দায়ী নিজেই (কৃষ্ণই) হইবেন? তবে জীবকে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন কেন?'

মনোযোগপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, স্বতন্ত্রতা একটী রত্নবিশেষ। জড় জগতে অনেক বস্তু আছে, যে সকল বস্তুতে এ রত্ন দেন নাই। এই জন্যই সেই সকল বস্তু তুচ্ছ ও হেয়। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড় বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত। বিশেষতঃ জীব চিৎকণ। চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে, জীবও অবশ্য তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতা রূপ একটা ধর্ম্ম নিহিত আছে ধর্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না। অতএব জীব যে পরিমাণ অণু, তাহার স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্মও সেই পরিমাণ অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্মপ্রযুক্ত জীব জড় জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড় জগতের প্রভু হইয়াছেন। এরূপ স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব কৃষ্ণের প্রিয় সেবক। সেই জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়াতে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন করুণাময় কৃষ্ণ জড় জগতের সকল বস্তুতে ও ভাবে দুঃখ স্থাপন করিয়া তদাশ্রিত বদ্ধ জীবের অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান। জীব কৃষ্ণের অমৃতময়ী লীলা জড় জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য লীলা প্রপঞ্চে উদয় করান। আবার জীব লীলাময়ের লীলাতত্ত্ব তদবস্থায় বুঝিতে পারে না দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া পরম উপায়স্বরূপ নিজ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা, গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজ ভক্ত চরিত্র দ্বারা শিক্ষা দেন। তাঁহার করুণা অপার, জীবের দুর্দ্দৈব অতি শোচনীয়। কেহ কেহ মনে করেন, "জীবসকল আত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হউক এবং জগতের সৃষ্টি-কার্য্যের লোপ হউক" ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে। এ বিষয়ে দুই একটী কথা এখন বলিতেছি। মনোযোগ-পূর্ব্বক চিন্তা করিলেই অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। মনে করুন, অনন্ত কোটী বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ চিদ্রাজ্য অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ জড় জগৎ এই দুইএর রাজা স্বয়ং ভগবান্। জীবকুল এই দুই জগতের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; এই তট-স্থানেরও অধিপতি ভগবান্। চিদজগতের কার্য্যের ভার চিৎ অর্থাৎ অন্তরঙ্গা শক্তির উপর এবং জড় জগতের ভার বহিরঙ্গা মায়া শক্তির উপর ন্যস্ত করিয়া ভগবান্ স্বয়ং গোলোকে বিরাজিত আছেন। কারাগৃহ-রূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়াই এই মায়িক জড় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। যখনই কোনও জীব অন্যায় কর্ম্ম করিবে, তখনই তাহার রুচি ও প্রার্থনা-মত কারাগৃহে লইয়া যাওয়া হইবে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, অপরাধী (কয়েদী) বেশী হইলে রাজা বেশী সুখী হইবেন, না অপরাধী (কয়েদী) কমিয়া গেলে বেশী সুখী হইবেন? কমিয়া গেলেই রাজা বেশী সুখী হন, সে বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। চোর ডাকাইত প্রভৃতি অসৎ লোকের বৃদ্ধি হউক, জেলখানা অনেক অসৎ লোকে পরিপূর্ণ হউক—ইহা রাজার উদ্দেশ্য নহে। অতএব অসৎ লোকের দ্বারা জগতের সৃষ্টি-বৃদ্ধি পাউক্—ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে। তবে এখানে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, কৃষ্ণ পরম করুণাময়, তিনি জীবকে এরূপ

দুর্ব্বল করিয়া কেন স্থাপন করিয়াছেন—যে দুর্ব্বলতা-ক্রমে জীব মায়াভিনিবেশে পতিত হয়? উত্তর এই:—কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপ লীলা হইবে, এই ইচ্ছায় জীবকে আদি তটস্থা অবস্থা হইতে পরমোচ্চ মহাভাবাদিরূপ নিত্য অনন্ত উন্নতির পদের উপযোগী করিয়াছেন এবং উপযোগিতার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতি নিম্নে নশ্বর জড়ের সহিত অভেদাত্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত পরমানন্দ-লাভের অনন্ত বাধাস্বরূপ মায়িক ভোগবুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন। ভোগবুদ্ধিযুক্ত জীবসকল স্বরূপার্থহীন, নিজসুখপর ও কৃষ্ণবিমুখ। এই অবস্থাতে জীব অধোগমন করিতে থাকেন। পরম কারুণিক কৃষ্ণ সপার্ষদে ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া উচ্চগতি-সুবিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই সুবিধা গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চগতি স্বীকার করেন, তাঁহার ক্রমশঃ চিদ্ধাম পর্য্যন্ত গমন ও নিত্য পার্ষদদিগের অবস্থা-সাম্য লাভ হয়। জন্মমৃত্যু পরীক্ষাস্বরূপে জীবগণকে দিয়া জগদীশ্বর জীবের প্রতি করুণার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। যদি মনুষ্যের মৃত্যু না হইত, তবে সকলে অমর হইত; তাহা হইলে আর ভগবানের জন্য কোনও মনুষ্য, কি অন্য প্রাণী সাধন করিত না। যে জীবাত্মা, যে শরীর ধারণ করিয়াছে, সেই জীবাত্মাটী, সেই শরীরে মায়িক জগতে 'আমি' 'আমার' করিয়া নিজের কুবাসনানুযায়ী বিচরণ করিত। যে ব্যক্তি অসৎ লোকের গৃহে জন্মিয়াছে, তাহার সৎ লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ না পাওয়ায় তাহার অসৎ প্রবৃত্তি কখনও সুপ্ত-ভাবে থাকিত না। অসৎ প্রবৃত্তি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকায় বরং ঐ প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু মৃত্যুর পর জন্ম হওয়ায় জীবাত্মা ভিন্ন স্থান ও ভিন্ন দেহ পাওয়ায় উন্নতির অনেক সুবিধা পান এবং শিশুকালে সৎ ও অসৎ দুইটী প্রবৃত্তিই সুপ্ত থাকায় সে সময়ে যেরূপ সঙ্গ পান, সেই সঙ্গ-প্রভাবে সৎ অথবা অসৎ প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি পায়। যে প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি পায়, তাহার বিপরীত প্রবৃত্তি সুপ্তই থাকিয়া যায়; এইরূপে ক্রমোন্নতি দ্বারা জীব ভগবৎ-সন্নিধানে যাইতে সমর্থ হন। তাই বলি, জন্মমৃত্যু জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক। এই ত জন্মমৃত্যু-রহস্য। যিনি নিজস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই এই রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান।
যার হয়, তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥

এই স্বরূপজ্ঞান-লব্ধ ভক্ত কৃতান্ত-ভয়ে কখনও ভীত হন না, কারণ তিনি জানেন যে, দেহ ক্ষণ-স্থায়ী, এই আছে—এই নাই, জন্মিলেই মরিতে হইবে, এই জন্য তিনি নশ্বর দেহের বিশেষভাবে যত্ন করেন না। এমন কি, যদি কখনও মৃত্যুভয় হৃদয়ে উদয় হয়, অমনি বলিয়া উঠেন—

ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়॥

ভগবদ্ভক্তই ও কথা বলিতে পারেন। দেখ যিনি প্রাণ মন প্রভৃতি কৃষ্ণপদে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই, তাঁহার আবার ভয় কিসের? যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথা-ব্যথা কোথা? তাই মহাজনগণ গাহিয়াছেন—

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥

যদি শ্রীহরির চরণ চিন্তা করা যায় এবং তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, তাহা হইলে বিষম বা দুর্গম স্থানে, এবং মৃত্যু বা সংগ্রাম-স্থলে চিন্তা কি?

কৃষ্ণপদে যেই জন সঁপিয়াছে প্রাণ।
সে পদকমল যার সদা ধ্যান জ্ঞান॥
কি ভয়, কি ভয় আর দুর্গমে গহনে।
কি ভয় কি ভয় তার রণে বা মরণে?

তিনি বলিয়া থাকেন, "হে ভগবন্, আমাকে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হউক, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।" যথা শ্রীশ্রীপাণ্ডব-গীতাতে—

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজেষ্বপি যত্র যত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব! তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণীচ॥
নাথ! জন্মসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥

যাঁহারা নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া হরি-ভজন করিতেছেন, মৃত্যুভয় কি তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে? তাঁহারা শ্রীভগবচ্চরণে সমস্ত সমর্পণ করতঃ বলিয়া থাকেন:—

মানস দেহ গেহ যে কিছু মোর।
অর্পিলু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া পদ বরণে॥
মারবি রাখবি যে ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥
জন্মাওবি মো এ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি, জন্ম হউ মোর॥
কীট-জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্ম-জন্মে নাহি আশ॥
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥
জনক জননী দয়িত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুহুঁ সর্ব্বময়॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
রাধানাথ তুহুঁ হামার পরাণ॥

যাঁহাদের নিজের স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যখনই কোনও সাধুর সঙ্গ পাইবেন, তখনই তাঁহার কৃষ্ণ ভজনতত্ত্ব-উপদেশে সংসার-ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে, এবং হরিভজন করিতে করিতে অন্তিমে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিবেন।

যথা প্রাচীন পদে—

জানি শুনি কৃষ্ণপদ না করে ভাবনা।
পুনঃ পুনঃ পায় জীব গর্ভের যাতনা॥
একবার জন্মে জীব আর বার মরে॥
তথাপিও হরিপদ ভজন না করে॥
থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় নানা ব্যথা।
তখন পড়য়ে মনে শত জন্মের কথা॥
ঊর্দ্ধপদে হেটমুখে রহয়ে বন্ধনে।
বিপদ্ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥
জন্ম মাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে।
বিপদ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥
শতেক বৎসর মাত্র নরে আয়ু ধরে।
নিদ্রিতে তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে॥
পঞ্চাশ বৎসরের পরে পোগণ্ড কৈশোরে।
নানামত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে॥
কোন মতে কৃষ্ণপদ নহিল ভজন।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে পুনঃ করয়ে ভ্রমণ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ণদাস।
সেইক্ষণে হয় তার সর্ব্ব বন্ধ নাশ॥
কৃষ্ণের ভজনতত্ত্ব করে উপদেশ।
ভজয়ে শ্রীকৃষ্ণপদ দূরে যায় ক্লেশ॥
অতএব ভজি আমি বৈষ্ণব-চরণ।
বলরাম দাস এই করে নিবেদন॥

অতএব বলিতেছি, যদি কেহ এই জন্ম-মৃত্যু-রহস্য উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করেন এবং মৃত্যুভয় হইতে এড়াইতে চান, তবে সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করুন। যখন নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণভজনে রত হইবেন, তখন দেখিবেন, আর কোনও ভয়ই সাধককে ভয় প্রদান করিতে পারিবে না। তখন এই সুদুর্লভ মানব-জন্মের কি মূল্য, তাহা বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণভজনে রত হইবেন এবং তখন দুর্লভ মানব-জন্ম সফল হইবে। এই জন্যই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া কৌমার-কাল হইতেই ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদং॥

(ভা ৭-৬-১)

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে সম্বোধন করতঃ বলিলেন, হে বয়স্যগণ! দুর্লভ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া, বিচক্ষণ মেধাবী ব্যক্তিগণের পক্ষে কৌমার কাল হইতেই ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য। আপাততঃ, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের পর প্রাচীন বয়সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনও মতে বিধেয় নহে। কারণ, জীবিতকালের কোনও নিরূপণ নাই, কোন্ সময়ে যে এই দুর্লভ দেহ (হরিভজনের দেহ) পরিত্যাগ করিতে হইবে, মানব তাহার কিছু মাত্র নিশ্চয় করিতে পারে না। অতএব প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুসারে যখন একবার মানব-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন পান-ভোজনাদি দ্বারা পশুর ন্যায় বৃথা সময় অতিবাহিত না করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা পরম পুরুষ ভগবানের সাক্ষাৎ-কারের যত্ন করতঃ ইহার সদ্ব্যবহার করাই একান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ, মানব-জীবনই পরমার্থ-লাভের একমাত্র সোপানস্থানীয়। অর্থাৎ এই ভারতভূমিতে জন্মপরিগ্রহ করতঃ ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা মানবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে কালের জন্য প্রতীক্ষা করা বিধেয় নহে। কারণ, জীবনের কোনও স্থিরতা নাই। কোন্ দিবস মৃত্যুর গ্রাসে যে পতিত হইতে হইবে, কেহ তাহার নিরূপণ করিতে পারেন না; এবং পুনরায় যে, এই মনুষ্য-দেহই মরণান্তে পাইবেন, তাহারও কোনও স্থিরতা নাই। অতএব এই উৎকৃষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইয়া যদি পশুর ন্যায় কেবল বিষয়-সম্ভোগেই অতিবাহিত করা হয়, তাহা হইলে মনুষ্য-বিগ্রহে জন্মধারণ করা নিরর্থক হইয়া গেল। অথচ, যদি কেবল ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াও জীবন যায়, তাহাতেও অপূর্ব্ব ফলের উৎপাদন হয়, সন্দেহ নাই।

আরও, যথা ভাগবতে—

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলং॥

আমরা এই জন্মমরণরূপ ভীষণ ভয়বিশিষ্ট সংসারকে আশ্রয় করিয়াই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। অতএব এই মনুষ্য-কলেবর যে কয় দিবস সুস্থ থাকে, ইন্দ্রিয়াদির বৈগুণ্য এবং রোগ-শোকা-দির দ্বারা বিপন্ন এবং বিহ্বল না হয়, তাহার মধ্যে যিনি সেই পরমমঙ্গল-লাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারিলেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্ এবং মেধাবী। সুতরাং সর্ব্বদা সাক্ষাৎ নামীস্বরূপ হরিনামাশ্রয়ে থাকাই কর্ত্তব্য। যথা,—

যাবদ্দেহে স্থিতা প্রাণা যাবজ্জিহ্বা বশে স্থিতা।
তাবদেব সদা সেব্যং হরের্ণামৈব কেবলং।
নিশ্বাসে নহি বিশ্বাসঃ সদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি।
কীর্ত্তনীয়মতো বাল্যাৎ হরের্ণামৈব কেবলং॥

মজার ভুল।

"ও বাবা!" "ও মা!" "গেলাম গো!"—হঠাৎ এই চীৎকার শুনিয়া হরিহরপুরের জমীদার বাড়ীর কাছারীর লোকজন ও স্বয়ং জমীদার বাবু "কি হলো," "কি হলো," বলিয়া বাড়ীর ভিতর ছুটিলেন। জমীদার বাবু ও তাঁহার দুই একজন আত্মীয়-স্বজন দোতলার উপর উঠিতে থাকিলেন। অন্য সকলে সংবাদ কি, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছেন, এমন সময় দোতলার বারান্দা হইতে বাড়ীর ঝি বলিল, "খোকা বাবু, হঠাৎ কি জানি কেন, চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে; আপনারা কে কোথায় আছেন, এদিকে আসুন।"

দেখিতে দেখিতে জমীদার বাবু ও কয়েকজন দোতলার একটী বড় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। এবং দেখিলেন যে, বাবুর একমাত্র সন্তান দ্বাদশ বৎসরের "ছবি" মেজের উপর অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে, তাঁহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। গৃহিণী ঠাকুরাণী উন্মাদিনীর ন্যায় 'আমার কি হলো গো!' বলিয়া পুত্রের মুখের উপর মুখ রাখিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। দৃশ্য দেখিয়া কর্ত্তাবাবুও হতবুদ্ধি। আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন প্রাচীন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি সাহস দেখাইয়া, "কি হইয়াছে" বলিয়া সকলকে ধমক দিয়া শীঘ্র বালকের নিকট উপস্থিত হইলেন। বালকের মাতা গৃহান্তরে প্রবেশ করিলে চিকিৎসক তখন তৈল, জল ও পাখা আনিবার আদেশ করিলেন। মুখের কথা মুখ হইতে বাহির হইবা-মাত্রই সব জিনিস আসিয়া উপস্থিত হইল। কবিরাজ মহাশয় তখন সকলকে গোলযোগ করিতে নিষেধ করিয়া "ছবির" মস্তকে তৈল ও জল দিয়া হাওয়া করিতে থাকিলেন। অল্পক্ষণ শুশ্রূষা করার পর বালকের কম্পন বন্ধ হইল এবং একটু পরেই চেতনাবস্থা লক্ষিত হইল। সকলেই কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া বালকের পরিণাম দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, অমনি বালক "ও বাবা!" "ও মা!" বলিয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া জড়-সড় হইয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। কর্ত্তা ও গৃহিণী সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বাবা ছবি! কি হয়েছে? এই যে আমরা!" তখন আবার একটা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কবিরাজ মহাশয় তখন সকলকে ধমক দিলেন এবং বালকের কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—"ছবি! কি হ'য়েছে?"

অমনি বালক বলিয়া উঠিল—"তুমি কে? তুমি কে? আমি গেলাম।"

কবিরাজ মহাশয় তখন কোমলস্বরে বলিলেন, 'দেখ তো, ছবি! আমি কে—চোক্ মেলিয়ে দেখ।"

বালক বলিল—"না গো! আমি চাইতে পাচ্ছি নে। ঐ দেখ, ঐ বড় সাপ।" এই বলিয়া ছবি দুই হস্তে দুইটী চক্ষু দৃঢ় করিয়া ধরিল।

সকলে "কই" "কই" বলিতে লাগিলেন। বালকও বলিয়া উঠিল—"ওই যে,—দেওয়ালে।"

সকলে দেওয়ালে সর্পে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও সর্পের সন্ধান পাওয়া গেল না। কবিরাজ মহাশয় পুনরায় বলিলেন—"কই, ছবি! সাপ কই?"

বালক অনিচ্ছাসত্বেও দেওয়ালে লম্বমান একগাছা দড়ি দেখাইয়া বলিল—"ঐ যে, দেখছো না?"

কবিরাজ—"না, ছবি! ও ত সাপ নয়! ও যে দড়ি!"

ছবি—"না গো না, ওই সাপ!"

কবিরাজ—"চল তো ছবি! দেখি?"

ছবি—"না, আমি যাবো না, ঐ দেখছো না সাপ? ওর কাছে গেলে খেয়ে ফেলবে!"

কবিরাজ—"ছবি! ওটা সাপ নয়! ভয় কচ্ছ কেন? চল, আমার হাত ধোরে চল! ভয় কি?"

এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয় বালকের হস্ত ধারণ করিলেন। বালক কিন্তু সে দিকে যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। সে হাত ছিনাইয়া লইবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় বুদ্ধিমানের ন্যায় বালককে অনেক মিষ্ট বাক্য বলিয়া শেষে তাহাকে কোলে করিয়া দড়ির দিকের অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ছবি প্রতি মুহূর্ত্তেই সশঙ্ক। যতই দড়ির নিকট যাইতে লাগিল, ততই তাহার ভয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে কবিরাজ মহাশয় জোর করিয়া বালকের হাত ধরিয়া দড়ি গাছটীতে স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন—"দেখ তো ছবি! এটা কি?" তখন ছবি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"এ যে দড়ি!" এই বলিয়া বালক দড়িগাছা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। পুত্রগত-প্রাণ পিতা-মাতার হৃদয়ে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। উপস্থিত লোকসকল তখন উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে নামিয়া গেলেন। কবিরাজ মহাশয়ও বালককে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী ঠাকুরাণী লোকজন চলিয়া গেলে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং হৃদয়ের ধনকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই জমীদার বাবুও কাছারীতে ফিরিয়া আসিলেন। পরস্পর তখন অতীত ঘটনা লইয়া রহস্য করিতে থাকিলেন।

প্রিয় পাঠকবর্গ! আজ আমরা যে ঘটনাটী লক্ষ্য করিলাম, তাহা অপরিণামদর্শীর কাণ্ডহেতু হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন সত্য, কিন্তু ধীরব্যক্তিমাত্রই এ বিষয়ে হাসিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না। তিনি বলিবেন, হায়! বালক রজ্জু ও সর্প উভয় বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও রজ্জুতে সর্প-ভ্রমে জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃত্যুদ্বারে উপনীত হইয়াছিল; আবার রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান হওয়ায় বালক প্রকৃতিস্থ হইল। এ যে সে ভুল নয়—মজার ভুল!

আমরা আজ উপরিউক্ত ভুল-বিষয়ে আলোচনা করিব। দেখুন! বালক সর্প চিনিত এবং সর্প যে মনুষ্যের জীবন নাশ করে, তাহাও জানিত। পক্ষান্তরে, সে রজ্জুও চিনিত এবং রজ্জু যে তুচ্ছ সামগ্রী, তাহাও সে জানিত। পূর্ব্বে সে সর্প-দর্শনে ভয় পাইত এবং রজ্জু-দর্শনে কোনরূপ ভাবান্তর গ্রহণ করিত না। আজ কিন্তু রজ্জুতে সর্প-ভ্রমে তাহার ভাবের দুই প্রকার পরিবর্ত্তন হইল। প্রথমতঃ তাহার রজ্জু-বিষয়ের স্মৃতি লোপ হইয়া গেল, দ্বিতীয়তঃ রজ্জুকে খেলার সামগ্রী না জানিয়া জীবন-হন্তা এই বিপরীত বুদ্ধি করিয়া বসিল। তাই, আজ রজ্জুকে তুচ্ছ বস্তু না জানিয়া রজ্জুভয়ে ভীত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িতেছিল; আবার দেখুন, অবশেষে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বালককে অভয় দিয়া অতি আদর করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার বিপরীত বুদ্ধি ও ভ্রম অপসারিত করাইয়া তাহাকে সুস্থাবস্থা দান করিলেন।

আমরাও কিন্তু ঐ বালকের ন্যায় ভুলে পড়িয়াছি। আমরা নিজেদের ভুল নিজেরা বুঝিতে না পারিয়া স্বীকার করিতেছি না সত্য, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাদিগের অবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে ভুল-সংশোধনের জন্য ব্যস্ত আছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, দেখ, শ্রীভগবান্ অদ্বিতীয় অর্থাৎ তাঁহার সমানও কেহ নাই এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। তিনি অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা এই ত্রিশক্তিযুক্ত। অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ও তথাকার

যাবতীয় বস্তুই অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য্য, জীব তাঁহার তটস্থাশক্তি এবং মায়া বহিরঙ্গা শক্তি। তটস্থশক্তি জীব তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ বৈকুণ্ঠ ও মায়িক এই উভয় জগতে বিচরণ করিতে সমর্থ। যখন ঐ জীব নিজের উপাস্য দেবতার সেবা ভুলিয়া মায়িক জগতের প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়, তখন ভগবদ্বিমুখ জীব মায়াশক্তি দ্বারা অভিভূত হয়। তখন মায়িক জগতে আগমনহেতু শুদ্ধজীব-স্বরূপে মায়ার আবরণ পড়িয়া যায়। সেই মায়াবদ্ধ জীব অনিত্য দেহকে আত্মবুদ্ধি করে ও দেহসম্বন্ধীয় জনগণকে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া দুই প্রকার ভ্রমে পতিত হয়। সে শ্রীভগবানকে ভুলিয়া যায় ও অনিত্য ধ্বংসশীল দেহকে নিত্য ও অবিনশ্বর বুদ্ধি করে। এইরূপে ভ্রান্ত জীব দেহ, কলত্র, অর্থ, ও সজ্জনাদির বিনাশচিন্তায় ভীত হয়। বিনাশ হইলে শোকাভিভূত হয়, বিনাশের পর পুনরায় তৎপ্রাপ্তির স্পৃহা করে; পরে লোভাভিভূত হয় এবং পুনরায় বিনাশে দুঃখসাগরে মগ্ন হয়। বিকারগ্রস্ত রোগীর জ্ঞানশূন্য প্রলাপের ন্যায় "আমি" ও 'আমার' প্রলাপ-বাক্যই তখন তাহার সম্বল হয়। বিকার-গ্রস্ত ব্যক্তি যেমন সুচিকিৎসকের কৃপা ব্যতীত নিজের বিকৃত অবস্থা বুঝিতে ও সুস্থাবস্থা পুনঃ-প্রাপ্তিতে অসমর্থ, সেইরূপ মায়াবদ্ধ জীব, শ্রীভগবত্তত্ত্ববেত্তা সাধুর কৃপা ব্যতীত নিজের গুরুতর ভ্রম হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃতাবস্থা পাইতে সমর্থ নহে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, জীব যখন নিজেকে অসহায়-জ্ঞানে প্রকৃত সাধুকে সংসার-সাগর-পারের তরণী-জ্ঞানে তদীয় শ্রীশ্রীচরণ-যুগলে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় লয় এবং নিষ্কপটে শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র উপাস্য ও পরমবন্ধু-জ্ঞানে তদীয়-সেবায় নিমগ্ন হয়, তখন তাহার ভ্রমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি হয়।

আমরা আজ সেই ভ্রম-সংশোধনের জন্য শ্রীভাগবত-বিগ্রহ শুদ্ধ ভক্তগণের শ্রীচরণে শরণ-প্রার্থী। আমরা আর ভ্রান্ত থাকিতে চাই না। কারণ, এ যে সে ভুল নয়—বড় মজার ভুল।

সাধ্য ও সিদ্ধতত্ত্ব।

আধুনিক চিন্তা-স্রোতের অনেক দালাল জুটিয়াছেন। তাঁহারা আরোহ বা অধিরোহ-বিচার-প্রণালী (Inductive Method) অবলম্বন করিয়া দেখিতেছেন, জাগতিক জ্ঞানসংগ্রহ করিতে করিতে যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অভিজ্ঞতা কালে কালে বর্দ্ধিত হইলে আমরা প্রাকৃত (প্রকৃতি-রাজ্যের অন্তর্গত) বিষয়ে তত উত্তরোত্তর কুশলতা প্রাপ্ত হই। পাশ্চাত্য প্রাকৃত বিজ্ঞান ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রাকৃত রাজ্যে অধিরোহ-বাদের সাফল্য দেখিয়া দালালগণ অপ্রাকৃত তত্ত্ব-বিচারে ইহারই আশ্রয় লইতেছেন। তাঁহাদের স্থূল মস্তিষ্ক কোনক্রমেই ধারণা করিতে পারিতেছে না, পরম সত্য তত্ত্ববস্তু এক অদ্বয়জ্ঞান, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর অভিভাব্য নহে। সেই নিরস্তকুহক সত্য-উপলব্ধির পন্থাও একাধিক হইতে পারে না। সেই পন্থাই অবরোহ-প্রণালী (Deductive Method)। সেই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব স্বয়ং ভগবন্নারায়ণ, তদীয় তত্ত্ব ব্রহ্মার হৃদয়ে যে জ্ঞান উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, তাহাই বেদে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহারই প্রপক্ব ফল ভক্তিতত্ত্ব, তাঁহা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস, ব্যাস হইতে বৈয়াসকিসম্প্রদায়-পারম্পর্য্যক্রমে লাভ করিয়া সেই পরম সত্য জ্ঞানের অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। এই পন্থা ব্যতীত সত্যজ্ঞান-লাভের

উপায়ান্তর নাই। ইহাই অবরোহ, অবতার বা অধোক্ষজ-প্রণালী।

আজকাল ধর্ম্মমত বলিয়া অনেক রকম কথার ধারা প্রবাহিত হইতেছে। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি, অনেকগুলি কেন, প্রায় সবই অধিরোহমার্গীয়, ব্যক্তিবিশেষনিচয়ের বিজৃম্ভিত চিন্তা-স্রোত মাত্র। এগুলি অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের অভিব্যক্তি মাত্র। ব্যক্তিভেদে ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপলব্ধি পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়া এই সমস্ত মত-এত বিভিন্ন। যাহা হইতে অক্ষজ জ্ঞান অধঃকৃত হইয়াছে, যাহা অক্ষজ জ্ঞানের দুরধিগম্য, তাহাই অধোক্ষজ-তত্ত্ব। তাহারই জ্ঞান নিরস্তকুহক সত্য, সেই সত্য অদ্বিতীয়। সেখানে বিভিন্ন মতবাদের অবসর নাই। এই সকল মতের পরিপোষকগণ আপনাদিগকে অবতার-বাদী বলিয়া প্রচার করিলেও অক্ষজ জ্ঞানই তাঁহাদিগের সম্বল। তাঁহারা কেহ কেহ স্বয়ং অবতার হইয়া বসিতেছেন, আবার কেহ মনুষ্যবিশেষকে অবতার বানাইতেছেন। ইঁহারাই নূতন নূতন মত প্রবর্ত্তন করিয়া বেদবিধি বিগর্হণ, আম্নায়-পারম্পর্য্য (শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, বৈয়াসকি প্রভৃতি গুরু-পরম্পরা) উল্লঙ্ঘন করিতেছেন। অনেকে স্ব-শিষ্যবর্গকে স্পষ্টই বলিয়া ধরা পড়িতেছেন যে, 'আমি যাহা বলি তাহাই বেদ।' কিন্তু বেদ বা তদনুগ সাত্বত পঞ্চরাত্র, সাত্বত স্মৃতি, বেদান্ত-সূত্র ও তদীয় বৈয়াসিক ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত এবং তদনুকূল চতুঃসম্প্রদায়ের ভাষ্য প্রভৃতি অবতার-প্রণালী-প্রাপ্ত শাস্ত্র কুত্রাপি এরূপ দাম্ভিকতার প্রশ্রয় প্রদান করেন না। সেই নিমিত্ত তাঁহারা এই সকল সাত্বত (ভাগবত) শাস্ত্রের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন না এবং অনুভূতি বলিয়া চালাইবার দুঃসাহস করিয়া স্বয়ং নিত্য মঙ্গলের পথ হইতে চ্যুত হ'ন ও স্বানুগগণকে নিরয়-বর্ম্মে লইয়া যান। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ, আসুন, আমরা সাবধান থাকি, যেন এই সকল গুর্ব্বভিমানকারীর দল হইতে বহু যোজন দূরে থাকিয়া প্রচ্ছন্ন অধিরোহমার্গীয় গুরুনামধারী ব্যক্তিকে বর্জ্জন করি! তাঁহাদের সঙ্গক্রমে জীবের নিত্য মঙ্গল শুদ্ধভক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ও মিছাভক্তির আশ্রয় করিয়া নিরয় আবাহন করিয়া আমাদের লাভ কি? ইঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা সুস্পষ্ট অধিরোহ-পন্থী, তাঁহারা অসৎসঙ্গ হইলেও অনেকে অংশে শ্রেয়ঃ; যেমন গুপ্ত শত্রু অপেক্ষা প্রকাশ্য শত্রু ভাল, আমরা সর্ব্বদা তাঁহাদের সঙ্গ পরিবর্জ্জন করিবার জন্য যত্নশীল থাকি, কিন্তু মিত্রবেশী শত্রু আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

অধিরোহ-বাদীর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়-নিচয়ই সম্বল, কিন্তু এই সকল যন্ত্র প্রাকৃত বলিয়া ইহারা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) ও বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) এই দোষ চতুষ্টয়-দুষ্ট। আমাদের এই যন্ত্রগুলি বা যাঁহাদের এই মার্গের গুরু বলিয়া বরণ করা যায়, তাঁহাদের পুরাতন আচার্য্যের এই যন্ত্রগুলি অল্পবিস্তর এই সকল দোষাক্রান্ত। হইতে পারে, ইঁহাদের মধ্যে অনেকের মানসিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল, তাঁহাদের বিচার প্রণালী সাধারণ যুক্তিতে অকাট্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই বিচার-প্রণালী নিরস্তকুহক অদ্বয়-সত্যের পন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করায় মূলেই ভুল, সুতরাং হেয় ও অনবলম্বনীয়,—ইহা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই। আমরা যেন অবরোহ-মার্গীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ

নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের চরণাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হই।

ভারতীয়।

গয়া-কংগ্রেস:—কি করিয়া কাউন্সিলাগ্রহী ও তাঁহাদের বিরোধী দলের মধ্যে একটা মিটমাট করা যায়, উহাই বর্ত্তমানের সর্ব্ব প্রধান সমস্যা। কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতীরা প্রশ্নটা সভাপতির অভিভাষণের পরও স্থগিত রাখিতে চান। এ পর্য্যন্ত মিটমাটের চেষ্টা সবই বিফল হইয়াছে। সভাপতি মিঃ দাশ এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ ব্রজকিশোর প্রসাদ যথাক্রমে স্ব-স্ব বক্তৃতায় কাউন্সিল প্রবেশের সপক্ষে ও বিপক্ষে স্ব-স্ব মত প্রকাশ করিয়াছেন।

নিখিল ভারত ছাত্রসভা:—গত ২৭শে তারিখে গয়াধামে নিখিল ভারতীয় কলেজের ছাত্রগণের সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কাশীধামের শ্রীযুত বাবু ভগবান দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পণ্ডিত শ্রীমদনমোহন মালবায় শ্রীযুক্ত মিঃ বিজয়রাঘব চারিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত, প্রোঃ তেজ সিং সারিয়ার, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী সিং, মিঃ শ্রীপ্রকাশন্ এবং অন্যান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে অনেক মহিলা ডেলিগেটও উপস্থিত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নাথুনিলাল বলেন সহযোগী ও অসহযোগী ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন, নচেৎ এই বিচ্ছেদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উভয় সম্প্রদায়েরই অমঙ্গলের কারণ স্বরূপ হইবে। তিনি বলেন অবসরকালে ছাত্রদের রাজনীতি চর্চ্চা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও লোক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অজ্ঞতাই আমাদের কালস্বরূপ। কিরূপে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, সাধারণ লোকের সে জ্ঞান আদৌ নাই। প্রচলিত ভাষায় এ সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

যাহাতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য বিষয়ে একটা সহজ জ্ঞান হয় সে চেষ্টা করা উচিত। কোনও সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলে সে সময়ে কলেজের ছাত্রগণকে সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের মধ্যে পানদোষ প্রবল। যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে একটা অশ্রদ্ধা জন্মে, ছাত্রগণকে সে ভারও গ্রহণ করিতে হইবে। মদের দোকানে যাইয়া পিকেটিং করিলে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, কারণ এ পথে বিপদের সম্ভাবনা।

এদেশের ছাত্রগণের শারীরিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন। ছাত্রগণকে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে, দেশের কার্য্য করিতে হইলে ইহা নিতান্ত প্রয়োজন। যে ছাত্র অল্প বয়সেই সংসার ভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়েন, তাহা দ্বারা সাধারণের কার্য্য হওয়া সুকঠিন। আজ ভারত অধঃপতিত। এ ভারতকে জাগাইতে হইবে—তুলিতে হইবে। এ কার্য্যের ভার ছাত্রগণের উপর ন্যস্ত। দেশের সর্ব্বত্র জাতীয় আদর্শে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তাহা হইলে আর প্রকৃত শিক্ষা-বিরোধী বিদ্যালয়ের আবশ্যক হইবে না। কিন্তু যত দিন জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা না হইবে ততদিন যেখানে হউক, শিক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে কিন্তু প্রধান লক্ষ্য ভারতের মঙ্গল। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে চলিবে না।

ছাত্রগণের কনফারেন্সে পাঁচটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। কনফারেন্স মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা ছাত্র সমাজের নৈতিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রকাশ করেন। কনফারেন্স বলেন, মহাত্মা গান্ধী ত্যাগ ও পবিত্রতার আদর্শ। কনফারেন্স অমৃতবাজার পত্রিকার স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্রের মহান জনহিতকর কার্য্যের সুখ্যাতি করেন। অবশেষে কনফারেন্স শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায়ের জেলবাস এবং তাঁহার কষ্ট প্রাপ্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

নিখিল ভারত খেলাফৎ কনফারেন্স:—গত ২৭শে তারিখ প্রাতে ৯টার সময় গয়ায় নিখিল ভারত খেলাফৎ কনফারেন্সের অধিবেশন আরম্ভ হয়। দিল্লীর ডাক্তার মিঃ এ, আন্সারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবারের খেলাফৎ কনফারেন্সের কার্য্যবিবরণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে এই কনফারেন্সের মতামতের দিকে অনেকেই উৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছে। একটা নিয়ম আছে যে, হিন্দুই হউক, কি মুসলমানই হউক, যদি বার আনা সদস্য কোন কোন প্রস্তাবে আপত্তি করেন, তবে সে প্রস্তাবটি পরিত্যাগ করিতে হইবে, সুতরাং কনফারেন্সে কাউন্সিল প্রস্তাবের ফলাফল জানিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। ডাক্তার আনসারী কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধী, আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত দীপনারায়ণ সিংহ কাউন্সিল সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই।

খেলাফৎ কনফারেন্সে যথেষ্ট জনসমাগম হইয়াছে। মঞ্চের উপর হিন্দুমুসলমান বহু নেতাই উপবিষ্ট ছিলেন। কোরাণ হইতে একটি আবৃত্তির পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়

ডাঃ বরদরাজুলু:—পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে নোলোরের দেশসেবী ডাঃ বরদরাজুলু নাইডু সরকারকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, যে গবর্ণমেণ্ট গান্ধির ন্যায় শ্রেষ্ঠ মানবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে, তিনি সে গবর্ণমেণ্টকে কোন খাজনা বা ট্যাক্স দিবেন না। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রেভেনিউ কর্ত্তৃপক্ষ ডাঃ নাইডুর মোটরগাড়ী ক্রোক করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কারাদণ্ড:—সারদাপীঠের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৮ধারা অনুসারে তাঁহাকে জামীন দিতে বলা হয়। জামীন দিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। জেলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় তিনি হাসিমুখে বলিয়া গিয়াছেন,—"আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি, এখন সমগ্র দেশ তাহার কর্ত্তব্য করুক।" তাঁহার শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দকে মঠের ভার গ্রহণ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ভারতে বোলশেভিজম্:—বাঙ্গলার অগ্নিযুগের বিপ্লবপন্থী মিঃ মানবেন্দ্রনাথ রায় ওরফে নরেন্দ্রনাথ ভাট্টাচার্য্য আগামী কংগ্রেসে উপস্থিত করিবার জন্য একটী প্রস্তাব প্রেরণ

করিয়াছেন। তাহা লইয়া সমগ্র রাজনীতিক ভারতে হুলস্থুল পড়িয়াছে।

নিখিল ভারত মোসলেম লীগ:—প্রকাশ যে, এই লীগের অধিবেশন কংগ্রেসের সময় গয়াতে হইবার যে কথা ছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ঐ সময় গয়ায় লীগের কোন অধিবেশন হইবে না।

খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত কংগ্রেস আন্দোলন সংমিশ্রিত হওয়ার পর হইতেই বরাবর কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে খিলাফৎ কনফারেন্স ও এই লীগের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। এই প্রথমবার ইহার ব্যতিক্রম হইল।

নিখিলভারত হিন্দু মহাসভা:—প্রকাশ যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য নিখিলভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। গত সোমবার তাঁহার গয়ায় পৌঁছিয়া বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। গত ২৯শে ডিসেম্বর হইতে এই সভায় অধিবেশন আরম্ভ হইতেছে।

অল ইণ্ডিয়া এক্‌জিবিসন্:—গতশনিবার বেলা ১১টার সময় অল ইণ্ডিয়া এক্‌জিবিসনের উদ্বোধন কার্য্য হইয়া গিয়াছে। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী-প্রমুখ অনেক বড় লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ রায় এক্‌জিবিসনের কার্য্য উদ্বোধন করিবার সময় একটী বক্তৃতায় বলেন যে, আমাদের দেশের কাঁচা মাল যাহাতে বিদেশ রপ্তানী না হয়, সেজন্য দেশে উপযুক্ত শিল্পের উন্নতি করা অত্যন্ত আবশ্যক। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় চরকা সম্বন্ধে বলেন যে, চরকা আমাদের দেশের গ্রামবাসীর দুরবস্থার অনেক অপনোদন করিতে পারে। সুতরাং যাহাতে দেশে চরকার বহুল প্রচার হয়, সে বিষয়ে সকলের চেষ্টা করা উচিত। সমগ্র মেলাটীতে প্রায় এক হাজার ষ্টলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অনেক স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্যের আমদানী হইয়াছে। এক্‌জিবিসনের কর্ত্তৃপক্ষের বন্দোবস্তও বেশ সুন্দররূপ হইয়াছে।

সাধুসম্মিলন:—গত রবিবার সন্ধ্যা বেলায় নিখিলভারত সাধু সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় হিন্দু সাধু ব্যতীত অনেক বৌদ্ধও উপস্থিত ছিলেন। সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বুদ্ধ গয়া সম্বন্ধে বিহার কনফারেন্স যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা নিখিল ভারত রাষ্ট্র সমিতিতে গৃহীত হইবার চেষ্টা চলিতেছে॥

ন্যাসনেল লিবারেল ফেডারেশনে সভাপতির অভিভাষণ:—নাগপুরের ২৬শে তারিখের খবরে প্রকাশ, ন্যাসনেল লিবারেল ফেডারেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ঐ দিন প্রাতঃকালে নাগপুরে পৌঁছিয়াছিলেন। মাননীয় শাস্ত্রীর সহিত তাঁহার পত্নী এবং বোম্বাই ও পুনার প্রায় ৪০ জন সদস্য নাগপুরে আসিয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সার মানেকজি দাদাভাই সভাপতি মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করেন। প্ল্যাটফরমে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সার গঙ্গাধর চিৎনবীশ, মাননীয় মিঃ যোশী, সোরাবজী মেটা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

পর দিন (২৭শে তারিখ) ন্যাসনেল লিবারেল ফেডারেশনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এক সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। অভিভাষণে তিনি দেশের ও সরকারের অবস্থার বিস্তৃত আলোচনা করেন।

জমাইৎ-উল-উলেমা সভা :—জমাইৎ-উল-উলেমা সভার বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় মৌলানা আজাদ শোভানীর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ৭২ জন প্রস্তাবের পক্ষে এবং মাত্র ৪ জন বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। মৌলানা শোভানী তাঁহার প্রস্তাবে জানাইয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক সভার সভাপদের নির্ব্বাচন লাভ করিবার প্রচেষ্টা মুসলমান ধর্ম্ম বিরোধী। সুতরাং মুসলমানদের নির্ব্বাচন লাভ করিবার চেষ্টা করা অন্যায়।

আলিগড়ে শিক্ষা কন্‌ফারেন্স:—আলিগড়ের শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের মনোনীত সভাপতি মাননীয় মিঃ ফজলল হোসেন গত ২৬শে তারিখে অপরাহ্ণে বেলা দেড়টার সময় আলিগড়ে পৌঁছিয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ও মোস্‌লেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন।

বৈদেশিক।

জর্ম্মাণীর ব্যবসা :—যুদ্ধের পর জার্ম্মাণী আবার ভারতবর্ষের বাণিজ্য বাজারে জাঁকিয়া বসিয়াছে। গত ৩০শে নভেম্বর যে ৬ মাসের শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে মোট ৮ কোটি ২৫ হাজার টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। জার্ম্মাণী ভারতে মাল খরিদও সতেজে করিতেছে। গত ৮ মাসে ভারতবর্ষ হইতে জার্ম্মাণীতে ১৪ কোটি টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে ৩ কোটি টাকার উপর চাউল, প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকার পাট, ২ কোটি টাকার উপর তুলা ও ১ কোটি টাকার উপর তৈলশস্য রপ্তানি হইয়াছে।

লসেন বৈঠক :—লসেন বৈঠকের সাব কমিটিতে তুরস্কবাসী খৃষ্টান প্রজাদিগকে তুর্কী সমর বিভাগ হইতে বাদ দেওয়ার কথা আলোচনা হইয়াছিল। ফরাসী, ইংরাজ ও ইটালী একমত হইয়াছিল। কিন্তু তুর্কীরা তীব্র ভাবে উহার প্রতিবাদ করেন। জাতিসঙ্ঘ বিষয়ে মিত্রশক্তিগণ একটী প্রস্তাব করেন, তুর্কীরা উহা প্রত্যাখান করিয়াছে। ভেনেজিলোস বলিয়াছেন, তুর্কীদিগকে গ্রীক বাহিনীতে যোগ দেওয়ায় জন্য বাধ্য করা হইবে না। তুর্কীরা উত্তরে বলেন গ্রীকেরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, তুরস্কের উহাতে কিছু আসে যায় না। বুলগেরিয়া ও আর্ম্মেনিয়া তাহাদের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য বৈঠককে অনুরোধ করিয়াছে। তুর্কীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও মিত্রশক্তিগণ উহাতে রাজী হইয়াছেন।

যে সমস্ত খৃষ্টান নরনারী ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের বিষয় বিবেচনার ভার আইনজ্ঞদের উপর পড়িয়াছে।

দার্দ্দানেলিশ-প্রণালী :—দার্দ্দানেলিশ প্রণালীর ভবিষ্যৎ কি হইবে এ বিষয়ে ইসমিদ পাশার সঙ্গে মিত্রশক্তিগণের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। তুর্কীরা বলে প্রণালী সংক্রান্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

তুরস্কের নূতন ব্রিটিশদূত :—প্যারীর প্রকাশিত খবরে প্রকাশ, শাস্তিবৈঠকের অবসানে জেনারেল টাউনসেণ্ডকে নাকি তুরস্কের ব্রিটিশদূত নিযুক্ত করা হইবে।

সোভিয়েট সীমান্তে ব্রিটিশ রণতরী :—ম্যাগনেটা নামক একখানা ব্রিটিশ জাহাজ সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের উপকূলে ১২ মাইলের মধ্যে মাছ ধরিতে গিয়াছিল। এই অপরাধে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট উহা ধরিয়া লইয়া যাইবার সময় ঝড়ে পড়িয়া জাহাজখানি মারা গিয়াছে। ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট এই জন্য ৯৫৮৯১০০০ পাউণ্ড (এক পাউণ্ড প্রায় ১৬৲) দাবী করিয়াছিলেন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ না ঘটে, সেজন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জাহাজগুলি রক্ষার জন্য একখানি রণতরী প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী ও বেকারদল :—গ্লাসগোর বেকার দলের একদল প্রতিনিধি প্রধান মন্ত্রী বোনার ল'র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্তাব করেন, স্কট্‌লণ্ডের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচলের জন্য একটী খাল কাটাইলে সহস্র সহস্র ব্যক্তি কাজ পাইবে। বোনার ল' এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেও রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি অনেক কাজের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সরকার আরও কাজ যোগাইবার চেষ্টা করিবেন।

বিদ্রোহীর ফাঁসির হুকুম রদ :—দক্ষিন-আফ্রিকার র‍্যাণ্ডের অন্তর্গত ব্র্যাকপান খনির বিদ্রোহের অভিযোগে যে ১১ জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, গবর্ণর জেনারেল উহা রদ করিয়া দিয়াছেন।

কুচবিহারাধিপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া :—লণ্ডনের ২৩শে তারিখের রয়টারের খবরে প্রকাশ যে পরলোকগত কুচবিহারাধিপের মৃতদেহ সৎকারার্থ গোল্ডার্স গ্রীন চ্যাপেলে লইয়া যাওয়া হয়। বরদার গাইকোয়ার গোয়ালিয়রের মহারাজা ও মহারাজ কুমার প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি শবানুগমন করেন। ইহা ব্যতীত অনেক ভারতবাসীও পরলোকগত মহারাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন। মহারাজার আত্মীয় মিঃ এন, সি, সেন বাঙ্গলা ভাষায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র উচ্চারণ করেন। কাপ্তেন কে, সেন তাঁহার সহায়তা করেন। বাঙ্গলা ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া এবং ধূপধুনা পোড়াইয়া শবচিতা প্রজ্জ্বালিত করিয়া দেওয়া হয়।

বিলাতে ঝড় :—গত বৃহস্পতিবার দিন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়া বিষম ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ফলে ছোটখাট অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ম্যাজেষ্টিক নামক একখানা জাহাজের সঙ্গে ব্যারেঙ্গারিয়া নামক আর একখানা জাহাজের সংঘর্ষ হয়। মেটা নামক একখানা জাহাজ ঝড়ে বিপদাপন্ন হইয়াছিল। যাত্রী ও আরোহিগণ অতিকষ্টে রক্ষা পাইয়াছে।

আয়র্লণ্ডে অস্থিরতা :—ডাবলিনের খবরে প্রকাশ ফ্রিষ্টেট গবর্ণমেণ্ট রেলপথগুলি রক্ষা করিবার জন্য কয়েক মাইল দূরে দূরে সৈন্যের ঘাঁটি বসাইতেছেন। যাহারা উপযুক্ত কারণ ব্যতীত রেলপথের নিকট আসিবে তাহাদিগকে গুলী করা হইবে।

ডাবলিনের বিষম কাণ্ড :—ডাবলিনের হোম আফিসের আণ্ডার সেক্রেটারীর বাড়ীতে বোমা ফেলিয়া উহা ভস্মীভূত করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে পৌষ, ১৩২৯ | ২০শ সংখ্যা

পরিচয়ে প্রশ্ন।

মানবের মধ্যে কেহ কেহ ভক্ত, আবার অপরে অভক্ত অর্থাৎ কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী এবং কেহ স্বেচ্ছাচারী। সংসারে সুশৃঙ্খলভাবে বাস করিতে হইলে স্বেচ্ছাচার অনেক সময় বিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন করে। সেই বিশৃঙ্খলতা নিবারণ-কল্পে সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা। কর্ম্মের উচ্চস্তরে পুণ্য অবস্থিত। মানবের সৎস্বভাব হইলে অর্থাৎ মানব সাত্ত্বিকগুণবিশিষ্ট হইলে সেই পুণ্য লাভ করেন। যাঁহারা সৎকর্ম্মে অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। সেই শ্রেণী ব্যক্তিগত ও অবস্থা-গত। ব্যক্তিগত শ্রেণীবিভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি প্রকার বর্ণ দেখা যায়। আর অবস্থা-বিচারে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু, এই চারিটী আশ্রম লক্ষিত হয়। যাঁহারা কর্ম্মের বিচার প্রধান মনে করেন, তাঁহারাই বর্ণাশ্রমের বিশেষ আদর করেন। জ্ঞানের বিচারে দ্বিজাতির শ্রেষ্ঠতা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা, এবং গৃহস্থ অপেক্ষা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতির শ্রেষ্ঠতা। আবার তন্মধ্যে যতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। অভক্ত-সম্প্রদায়ে যেরূপ বর্ণাশ্রমের বিচার আছে, ভক্তগণের মধ্যে সেইরূপ পরিচয়ের আদর নাই। ভক্তগণের বিচারে, যে কোন বর্ণে ও আশ্রমে থাকিয়া মানবমাত্রেরই ভক্তিতে অধিকার আছে। ভক্তগণ বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মে আবদ্ধ নহেন। তাঁহারা বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার বাসনা না করিলেও অভক্ত মানবগণের সংসর্গে বাস-কালে তাঁহাদিগের দ্বারা দৃষ্ট হইবার অবসর দেন। ভগবদ্ভক্তের কোন বর্ণ বা আশ্রম-অভিমান নাই সত্য, কিন্তু অন্য অভক্তের সহিত সম্পর্ক থাকায় তাঁহাকে তাঁহারা বর্ণ ও আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। এক্ষেত্রে ভক্তেরও বর্ণ ও আশ্রম লইয়া টানাটানি উপস্থিত হয়। শুভাদৃষ্টক্রমে ভক্ত নিজের

দৈন্য জ্ঞাপন করেন, তাহাতে অভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহার বর্ণাশ্রম লইয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করেন। অভক্ত-অবস্থায় জীবের যে বর্ণ ও আশ্রম, ভক্তিতে অধিকার পাইবার পর সেই বর্ণ ও আশ্রম থাকে না। কিন্তু ভক্ত নিজদৈন্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া বলেন যে, 'আমি জঘন্য গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত এবং সুনিম্ন-বর্ণ—নীচ জাতি। তাঁহার এই কথা শুনিয়া অল্পবুদ্ধি লোকেরাও তাঁহার নীচ জাতি ও গৃহস্থ আশ্রম ধারণা করে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি তাঁহার প্রাগ্‌বর্ণে ও পূর্ব্বাশ্রমে অবস্থিত নহেন। ভক্তি আশ্রয় করিলে জীবের কর্ম্ম, জ্ঞান ও স্বেচ্ছাচারিতা থাকে না। তিনি সর্ব্বদা দৈন্যবশতঃ আপনাকে নিতান্ত মূঢ় ও অনভিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেন। অভক্ত-সম্প্রদায়ের বিচার সর্ব্বদাই ভ্রান্ত বলিয়া তাহারা ভক্তকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহাতে ফল হয় এই যে, অভক্ত-সম্প্রদায়কে নিতান্ত ভালমানুষ বা অনভিজ্ঞ বলিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ জানিতে পারেন। আবার মুখে ভক্তি আশ্রয় করিয়াও অনেকে নিজের প্রাগ্‌বর্ণ ও পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভক্তের বর্ণপরিচয় ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ও আশ্রম-পরিচয় যতিশ্রেষ্ঠ। তিনি যদি পূর্ব্ববর্ণের পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভক্ত জানিবার পরিবর্ত্তে ভক্তিবিরোধী অভক্ত বলিয়া জানা যাইবে: তিনি যদি পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় দেন, তাহা হইলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে 'ভক্ত' শব্দ বাচ্য হইবেন না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত মানবসমাজে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' নামে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা অনেকেই নিজের প্রাগ্‌বর্ণের জড়ীয় ভোগময় পরিচয় দিবার জন্যই ব্যস্ত। যতিবেশ গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বাশ্রম ও বর্ণ-মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিতে গিয়া আপনাদের পূর্ব্বাশ্রমের গৃহস্থ-পরিচয়টা বজায় রাখিবার জন্যই ব্যস্ত থাকেন। এমন কি, সেদিন বৃন্দাবনে আমরা একটী উদাসীন, প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সকাম ব্রাহ্মণ-পরিচয়ের দুর্গন্ধ বিস্তার করিতে দেখিয়াছি। আবার, গৃহস্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া 'আমি ব্রাহ্মণ,' 'আমি বৈদ্য,' 'আমি নবশাখ,' 'আমি সুবর্ণ-বণিক,' 'আমি সাউলোক,' 'আমি মুচি,' প্রভৃতি বলিতেও অনেক সময় শুনিয়া থাকি। এস্থলে প্রশ্ন এই যে যদি বৈষ্ণবী দীক্ষার পরেও আমরা গৃহস্থ-অভিমানে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্ববর্ণের পরিচয় দিয়া আপনাদিগকে কর্ম্মী সাধারণ করাই এবং করি, তাহা হইলে লোকে ত' আমাদিগকে ভক্তি-পথের পথিক জানিবার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী জানিবে। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আচার্য্যগণ ও যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র,—বৈষ্ণবের জাতি-সামান্য দেখিতে নাই ও জাতি-সামান্যে পরিচয় দিতে নাই,—এরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। এই বর্ণাশ্রম-সঙ্কট হইতে আমাদিগকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধার না করিলে আর আমাদের উপায় নাই। এই প্রশ্নের মীমাংসাটী প্রত্যেক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষের নিকট সদৈন্যে নিবেদন করিতেছি। হয়, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব পূর্ব্বের গৌরব ও অগৌরব ভক্তিপথ গ্রহণ করিবার পরে পরিহার করুন, নতুবা বাহ্য কপটদৈন্যভরে আপনাকে তৃণাদপি সুনীচ বলিয়া প্রশংসা পাইবার জন্য প্রয়াস করিয়া বৈষ্ণবের পরমোচ্চ পদবীতে কলঙ্ক আরোপণপূর্ব্বক অভক্তের নিকট গর্হিত হইবেন না। তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে নিরপরাধী হইলে শাস্ত্রশাসন ও গুরুর বিচার পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে লোক-নিন্দিত করেন কেন?

হারা কে ?

প্রায় চারিশত পঞ্চাশ বৎসর হইল, বাঙ্গালা দেশের বাদসাহ ছিলেন হুসেন সাহ। তাঁহার দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বাড়ী ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট-দেশে। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ 'নৃপ' বা "রাজা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কালক্রমে তাঁহারা দ্বিজবর বলিয়া পরিচিত হইলেন। ইঁহাদের জন্মস্থান বাঙ্গালা দেশ। কার্য্যোপলক্ষে ইঁহারা রামকেলি গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। ইঁহারা দুই ভাই খুব বুদ্ধিমান ছিলেন এবং লেখা-পড়ায়ও অপূর্ব্ব পারদর্শী ছিলেন। গুণের আদর সর্ব্বত্রই আছে—সুন্দর ফুল বনে ফুটিলেও উহার গন্ধে পথিকের মন আকৃষ্ট হয়।

হুসেন সাহ এই দুই ব্রাহ্মণকে রাজ-সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে ক্রমে ইঁহারা রাজ্যের কর্ণধার হইয়া উঠিলেন। একজন বাদসাহের দক্ষিণ, একজন বাম-হস্ত হইলেন। বাদসাহ ইঁহাদের পরামর্শ ছাড়া কোন কার্য্যই করিতেন না। রাজ্যের এই প্রকার ক্ষমতা পাওয়ায় তাঁহাদের যেমন প্রতাপ, তেমন ধন ও যশঃ বাড়িতে লাগিল। ইঁহারা সামাজিক ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার ভুলিয়া গেলেন। বাদসাহ ইঁহাদের নাম রাখিলেন সাকর মল্লিক ও দবির খাস। ইঁহাদের পোষাক, কথাবার্ত্তা, চাল-চলন সবই মুসলমান জাতির পরিচায়ক হইয়া উঠিল। এমন কি, চুল, দাঁড়ি-গোঁফ পর্য্যন্ত মুসলমান জাতির পরিচয় দিতে লাগিল। সুতরাং তখন আর কেহ বুঝিতে পারিত না যে, ইঁহারা কোন কালে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বাঙ্গালা দেশের কিম্বা ব্রাহ্মণের ছেলে দুইটীকে এইভাবে বিষয়ে ডুবিয়া বিষয় ভোগ করিতে দেখা গেল। ইঁহাদের যশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিছু কাল এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন সোণার ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এক যুবক সন্ন্যাসীর সহিত ইঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। ঐ সন্ন্যাসীর মনোমোহন রূপ, মধুর কথায়, সদুপদেশে সেই মুসলমান আচারযুক্ত ব্রাহ্মণকুলে জাত কর্ম্মচারিদ্বয়ের চিত্ত কাড়িয়া লইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন।

"আমরা না জানিতে ব্রাহ্মণ! আমাদের সেই পরিচয়, সেই আচার ব্যবহার, সেই কার্য্য কোথায়? আমরা কি মুসলমান? যদি ব্রাহ্মণ চিরকালই ব্রাহ্মণ থাকিবে, তবে আমরা এক্ষণে আমাদিগকে মুসলমান মনে করি কেন? ব্রাহ্মণ কি মুসলমান হইতে পারে? তবে এই ব্রাহ্মণতা বা মুসলমানতা ত' পরিত্যাগ বা গ্রহণের জিনিষ হইয়া দাঁড়ায়।

আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ; কিন্তু ব্রাহ্মণের কার্য্য বেদাদি-অধ্যয়ন হইলেও, আমার পূর্ব্বপুরুষ এককালে সেই ব্রাহ্মণের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়-বৃত্তি যুদ্ধ, রাজ্য-পালন প্রভৃতি কার্য্য করায় "রাজা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আবার যখন তাঁহারা রাজত্ব ছাড়িয়া বেদাদি-অধ্যয়ন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, লোকে তাঁহাদিগকে "দ্বিজ" বা "ব্রাহ্মণ" বলিতে লাগিল। আমরা সেই সকল ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও এক্ষণে মুসলমান জাতির আচার পালন করিতেছি। এ ত' বেশ ধাঁধাঁর মধ্যে পড়িলাম। এ পর্য্যন্ত শুনিয়া আসিতেছি, ব্রাহ্মণের ছেলে চিরকালই ব্রাহ্মণ

থাকিবে। এই শোনা-কথার সঙ্গে আমাদের কার্য্যের সামঞ্জস্য কোথায়?

এইরূপ বহু চিন্তা দুই ভাইকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এই ব্যাকুলতার ফলে তাঁহারা সেই সন্ন্যাসীর কথা শুনিতে লাগিলেন। অনেক কথা শুনিলেন, তাহা আমরা পরে একটী একটী করিয়া আলোচনা করিব। সন্ন্যাসীর উপদেশে দুই ভাই কি বুঝিলেন, তাহাও পরে শুনিব। এক্ষণে দেখিতেছি, দুইজনে এমন সুখের চাকরী, টাকা কড়ি, ভোগ-বিলাস ছাড়িয়া উদাসীন হইবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। ছোট ভাই তখনই পলায়ন করিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। বড় ভাই ব্যারামের ভাণ করিয়া চাকরী হইতে অব্যাহতি লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ছোট ভাই চলিয়া গিয়াছেন, বড়টীও অসুস্থতার ছল করিয়া রাজকার্য্যে মনোযোগ দিতেছেন না, ইহাতে বাদসাহের মনে সন্দেহের সঞ্চার হইল। অনুসন্ধানে যখন তিনি জানিলেন যে, তাঁহার অসুস্থতা সত্য নহে, তখন তিনি জ্যেষ্ঠকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু হায়! বাদসাহেরও বুদ্ধি ও বিচারে ভুল হইল। সংসারে যে চাকরী, যে কর্তৃত্ব, যে যশঃ, মান, প্রতিপত্তি, ভোগ-বিলাসের জন্য সমস্ত লোক লালায়িত, তাহা ইনি পূর্ণ মাত্রায় পাইয়াও যখন তুচ্ছ-বোধে ত্যাগ করিতেছেন, তখন লোহার শৃঙ্খল বা কারাগারে কি ইঁহাকে বশীভূত করিতে পারিবে? সত্য সত্যই পারিল না। তিনি কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন। নবাব আর তাঁহার সন্ধান পাইলেন না, তাঁহার নবাবী-বুদ্ধি হার মানিল।

এই সব ঘটনা ঘটিতে কিছুকাল চলিয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে সেই সন্ন্যাসীও নানা স্থানে ঘুরিয়া কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন সেই সাকর মল্লিক সেই সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহার আদেশে দাঁড়ি গোঁফ, চুল মুড়াইয়া ফেলিলেন এবং ছেঁড়া কাঁথা গায় দিয়া উদাসীন বা ভিক্ষুক সাজিলেন। দবির খাস পূর্ব্বেই ভিক্ষুক সাজিয়াছিলেন। চিত্তের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন এই সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠিল, তাঁহাদের নামও নূতন হইল, জ্যেষ্ঠ সাকর মল্লিকের নাম হইল "সনাতন" ও কনিষ্ঠ দবির খাসের নাম হইল 'রূপ' এবং তাঁহারা সকল 'গো' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয় করিয়া ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে 'শ্রীসনাতন গোস্বামী' ও 'শ্রীরূপ গোস্বামী' বলিতেন। কিন্তু তাঁহারা কখন নিজের নামের শেষে 'গোস্বামী' উপাধি লিখিতেন না, কিংবা কেহ তাঁহাদিগকে 'গোস্বামী' বলিলে তাঁহারা আপত্তি জানাইতেন। বলিতেন—

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।
কুক্রিয়াতে কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥"

আজকাল যেমন 'গোস্বামী' উপাধিতে পরিণত হইয়াছে এবং অনেকে সেই 'গোস্বামী' উপাধিটা নিজের নামের পিছনে জুড়িয়া দিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জানাইতে চাহে, এই দুই ভাই ঠিক তাহার বিপরীত ছিলেন। তাঁহারা গোস্বামী হইয়াও

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী, চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোঁয়া মাত্র হাতে, কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥

অষ্ট প্রহর কৃষ্ণভজন চারি দণ্ড শয়নে।
নাম-সংকীর্ত্তন-প্রেম সেহ নহে কোন দিনে ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র কর’য় লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥”

অর্থাৎ ইঁহাদের থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট বাড়ী বা স্থান ছিল না। বনের বৃক্ষতলই ইঁহাদের বাসস্থান ছিল, এবং পাছে এক বৃক্ষের তলে বেশী দিন বাস করিলে তাহাতে আসক্তি জন্মে, এই জন্য এক রাত্রির বেশী এক বৃক্ষের তলে বাস করিতেন না। শুক্না রুটী প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারে দ্বারে অল্প অল্প করিয়া মাগিয়া লইয়া উদরপূর্ত্তি করিতেন। মধুকর যেমন প্রত্যেক ফুল হইতে একটু একটু করিয়া মধু সঞ্চয় করে, সেইরূপ ইঁহারাও যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিলে দেহ রক্ষিত হয়, সেই পরিমাণ খাদ্য, ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী হইতে অল্প অল্প করিয়া সংগ্রহ করিতেন। পরণেও ভাল কাপড় ছিল না। গায়ে ছেঁড়া কাঁথা ও কৌপীন বহির্ব্বাস পরিতেন। সর্ব্বদা ভগবানের কথা আলোচন, শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেন। অতি অল্প সময়ই শয়নে অতিবাহিত করিতেন। অনেক দিন একেবারেই ঘুমাইতেন না। এইরূপ সামান্য আহার ও পরিধান করিয়া তাঁহারা কত বড় বড় ও উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিচয়ও আমরা পরে পাইব।

এই যে ‘গোস্বামী’র পরিচয়, আকার, ক্রিয়া-কলাপ ইত্যাদি দেখিতে পাইতেছি, আমাদের দেশে যে অসংখ্য ‘গোস্বামী’ নামধারী ব্যক্তি দেখিতে পাই, কৈ, তাঁহারা ত’ এরূপ হওয়া দূরে থাকুক, ঠিক বিপরীত !! তবে ইঁহারা কে?

ক্রীতদাস-প্রথা।

এককালে পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বত্র ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড, ইটালী জার্ম্মেণী ও স্পেনদেশে ক্রীতদাসের ব্যবসায় (Slave Trade) কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়! কিছু দিবস পূর্ব্বে এ প্রথা আমেরিকাতেও প্রবলভাবে ছিল। পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, ক্রীতদাসগণকে গরু, গাধা, ঘোড়া বা ছাগলের ন্যায় পণ্যদ্রব্যরূপে কেনা-বেচা হইত। যেমন গরু ঘোড়া একবার কিনিয়া নিলে উহাদের বাচ্চা-গুলাও ক্রেতারই অধিকারে আসে, তদ্রূপ ঐ ক্রীতদাসগণ স্ত্রীপুত্রপৌত্রাদিক্রমে প্রভুগণের (Master of Slaves) কেনা-গোলাম হইয়া থাকিত। প্রভুরা ঐ ক্রীতদাসগণের উপর তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী আধিপত্য করিতে পারিতেন। তাঁহারা যে আইন করিতেন, তাহা মানিয়া না চলিলে তাহাদের নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। সময় সময় ক্রীতদাসগণকে দেবতা-মন্দিরে বলি দেওয়া হইত। এক কথায় গোলামগণের জীবন-মরণ প্রভুদের হাতে ছিল। এইরূপে প্রভুরা ক্রীতদাসগণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইত। ক্রীতদাসগণের যে কিছু সম্পত্তি বা শ্রমলব্ধ অর্থ, সবই প্রভুদের বলিয়া পরিগণিত হইত। ক্রীতদাস-পত্নীরা প্রভুদের, প্রভু-পত্নীদের নানাবিধ পরিচর্য্যা করিত, ক্রীতদাসগণ কৃষিক্ষেত্র, কারখানা প্রভৃতিতে নিযুক্ত হইয়া শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া প্রভুদের আহার সম্পাদন করিয়া দিত।

যখন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই ভগবান্ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের

জন্ত লোক প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই সময়েও ভগবান্ কতিপয় শক্তিশালী লোক প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা সকলের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, "সকলেই ঈশ্বরের জীব—একমাত্র ভগবান্ই প্রভু, আর সকলেই তাঁহার অধীন, অতএব জীবে জীবে ভাই ভাই—প্রেমের সম্বন্ধ। সুতরাং একজন আর এক জনের বংশসূত্রে কেনা-গোলাম বা প্রভু থাকিতে পারে না।' এসব কথা শুনিয়া অনেক গোলাম প্রভুদের অধীনতা ত্যাগ করিল। এই কথা যখন প্রভুদের কাণে পৌঁছিল, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের সমূহ বিপদ উপস্থিত। যে গোলামগণ তাঁহাদের একমাত্র সম্বল ছিল—যাহাদের কৃপায় তাঁহাদের সুখস্বচ্ছন্দে আহার-নিদ্রা, স্ত্রী-পুত্র-পরিপালন ও প্রভুবংশ বলিয়া এত সম্মান ও এত আধিপত্য ছিল, আজ সেই সবই যায়-যায় হইয়াছে। রোমদেশে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দাসত্ব-প্রথা কমিয়া আসিতে লাগিল। এদিকে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও Quaker (কোয়েকার) নামক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিল। প্রভুরা তখন নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিয়া ক্রীতদাসগণকে হাত করিতে লাগিলেন। রোমীয় ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, প্রভুরা ক্রীতদাসগণের নবজাত শিশু-সন্তানগণকে আনিয়া প্রভুপত্নীদের স্তন পান করাইত, তাহা হইলেই শিশুকাল হইতে একটা টান জন্মিয়া গেলে বড় হইলেও আর ক্রীতদাসেরা প্রভুগণকে ত্যাগ করিবে না। প্রভুরা গোলামদিগকে বুঝাইতে লাগিল, 'তোমাদের পিতা পিতামহ সকলেই আমাদের ও আমাদের পিতামহের অধীন ছিলেন, সুতরাং তোমাদেরও আমাদের গোলাম হইয়া চিরকাল সেবা করা উচিত—ইহাই ভগবান্ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।' কিন্তু উঁহার মধ্যে কতকগুলা চতুর ও সৎসাহসী ক্রীতদাস প্রভুদের চালাকি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের অধীনতা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু অধিকাংশই তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া বলিতে লাগিল—'যা আছি, বেশ আছি। ইহাদের অধীনতা ছাড়িয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া কি না খাইয়া মরিব? কোথায় যাইব?' এমন কি কেহ, কেহ প্রভুদিগকে ঐ প্রচারক ও যাহারা অধীনতা ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্ররোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু ভগবৎ-ইচ্ছা সর্ব্বত্র বলবতী। ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশ হইতে এই দাসত্ব-প্রথা উঠিয়া গেল। আমেরিকায় প্রভুরাও সমস্ত ক্রীতদাসগণকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইহাই emancipation of slaves। আজ পাশ্চাত্য দেশ হইতে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু হায়! ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আজ সেই দাসত্ব-প্রথা ধর্ম্মরাজ্যেও প্রবেশ করিয়াছে! যে ভারতের বেদবাণী প্রত্যেকের নিকট ঘোষণা করিতেছেন—'তোমরা ব্রহ্মবস্তু—স্বরূপে সকলেই তোমরা ব্রহ্মজ্ঞ, সেই ব্রহ্মজ্ঞতা জাগাইয়া দিবার জন্য উপনিষদ্ তারস্বরে বলিতেছেন—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—উঠ', জাগ, শ্রেষ্ঠ জিনিষ লাভ করিয়া অন্যকে জানাও—যে ভারতের পুণ্যকথাময় মহাভারত আবার বলিতেছেন—

"সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্মজাশ্চ"

জীব-মাত্রেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ—আজ সেই ভারতে কোনও কোনও স্থানে পাশ্চাত্য দেশের সামাজিক বা রাজনৈতিক-দাসত্ব-প্রথার ন্যায় ধর্ম্ম-রাজ্যে ঐ ক্রীতদাস-প্রথার প্রচলন দেখা যাইতেছে। রোম-দেশের পেট্রিসিয়ান্‌দের মত একদল বলিতেছেন, 'তোমরা চিরকাল প্লেবিয়ান্ থাকিবে। আমরাই ব্রাহ্মণ, আমরাই গুরু; তোমরা

চিরকালই শূদ্র ; আমরা বংশসূত্রে প্রভুবংশ (Master Family), তোমরা বংশসূত্রে গোলাম-বংশ (Slave Family)। আমরা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিব ; যে আইন করিব, মানিতে হইবে—তোমরা নাকে-খত-দেওয়া গোলাম থাকিবে।' ভারতের উদার ধর্ম্মশাস্ত্র গুণকর্ম্ম-অনুসারেই উচ্চাবচ নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু অভিমানী ব্যক্তিগণ বলিতেছেন, 'যাঁহারা প্রভুবংশ্য, তাঁহাদের পুত্র-প্রপৌত্র সবই প্রভু, আর যাহারা গোলাম-বংশ্য, তাহারা ভগবান কর্ত্তৃকই গোলাম হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে।' পাশ্চাত্য ক্রীতদাসগণের উপর প্রভুদের যে ব্যবহার ছিল, তাহা কি আজ কাল 'গুরু'-নামধারী ব্যক্তিগণের শিষ্যদের উপর হইতেছে না? বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেই অগ্রে ইহা বুঝিবেন। কিন্তু জড়ের গোলামি করিতে করিতে যাহাদের আত্মধর্ম্ম একেবারে সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা মনে করিবে—'এ যা' আছি, ভালই আছি, স্ত্রী-পুত্র লইয়া সুখে ঘর বাঁধিয়া আছি।' কিন্তু হায়, শাস্ত্র বলিতেছেন—

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতং অন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং॥

এ কেমন পাগল।

একাদশ রজনী।

পাগলকে আজ আর সহরের ভিতর দেখিতে পাইলাম না। না দেখিয়া আমি কিছু চিন্তিত হইলাম, মনে হইতে লাগিল, 'বোধ হয়, পাগলের শরীর অসুস্থ হইয়াছে, তাই তিনি আজ আসেন নাই, নচেৎ তিনি ত' একদিনও আসা বন্ধ করেন না।' আজ একটু সকাল সকাল রওনা হইয়া ঠিক সন্ধ্যাটীর সময় পাগলের নিকট গেলাম। যাইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর, আজ আপনার শরীর কি কিছু অসুস্থ আছে?"

তিনি বলিলেন, "না হরিদাস, আমি সুস্থই আছি। আজ একাদশী। কিছু প্রসাদাদি পাই নাই, এমন কি জল-প্রসাদও নয়। তাই শরীরটা কিছু শুষ্ক দেখা যাইতেছে, শারীরিক কোন অসুস্থতা নাই। হরিদাস, তুমি একাদশীর উপবাস কর না?"

আমি বলিলাম, "না ঠাকুর, আমি একাদশীতে উপবাস করি না। একাদশীতে উপবাস করিলে কি হয়, ঠাকুর?"

পাগল বলিলেন, "হরিদাস, একাদশীর উপবাস দুই মতে হইয়া থাকে,—স্মার্ত্ত-মতে ও গোস্বামি মতে। স্মার্ত্ত-মতের লোকগণ শরীরটা সুস্থ রাখিবার জন্য একাদশীর উপবাস করেন। তাঁহারা বলেন, 'প্রত্যেক মাসে একটী করিয়া উপবাস দেওয়া ভাল, বিশেষতঃ একাদশী-তিথিতে প্রত্যেকেরই শরীরটা একটু রসস্থ হয়, ঐ তিথিতে উপবাস করিলে রসটা শুকাইয়া যায়, সুতরাং শরীর অসুস্থ হয় না।' এই মতের লোকগণের মধ্যে আবার কেহ কেহ এই তিথিতে লুচি, পরোটা, রুটী, আটা, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি ভক্ষণ করেন। ইঁহারা মনে করেন যে, অন্নেতেই রস বেশী থাকে, সুতরাং অন্ন না খাইলেই হইল।

কিন্তু গোস্বামিগণের অনুগত ব্যক্তিগণ বলেন, 'একাদশী হরিবাসর। এই দিবসে সর্ব্বতোভাবে ভগবদনুশীলন করিতে হয়। 'উপবাস' শব্দের অর্থ পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া হরি-সমীপে বাস—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসঃ গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন শরীর-বিশোষণম্॥

সুতরাং 'একাদশীর উপবাস' শব্দের অর্থ নিবৃত্ত-পাপ জনের শ্রীভগবৎ-সমীপে বাস। প্রত্যেক পক্ষের মধ্যে একটা দিন সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবদ্-আলোচনায় কাটাইতে হইবে, সে দিন অন্য কোন কার্য্যে ব্যস্ত হইতে হইবে না। এমন কি, আহারাদিতেও নয়। আহারাদির প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য ব্যস্ত হইতে হয়। তাহাতে শ্রীভগবদ্-আলোচনায় অসুবিধা হয়, সুতরাং সে দিনে অন্য সমস্ত কার্য্যই বন্ধ রাখিতে হইবে। এইরূপে শ্রীভগবদ্-আলোচনায় সমস্ত দিন কাটাইলে কি হইবে? —শ্রীহরিভক্তিই লাভ হইবে।' গোস্বামিগণের অনুগত ব্যক্তিসকল শ্রীহরিভক্তিলাভের নিমিত্ত একাদশীর উপবাস করিয়া থাকেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুর, গোস্বামিগণের অনুগত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই আবার অনুকল্প করিয়া থাকেন। অনুকল্পের ব্যবস্থা কি শাস্ত্রে আছে?"

পাগল বলিলেন, "হাঁ, হরিদাস, আছে। একদম অনাহারে থাকিতে না পারিলে অনুকল্প অর্থাৎ সামান্য স্বীকার করা যাইতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসায় শরীর অবসন্ন হইয়া যদি ভগবদ্-আলোচনায় ব্যাঘাত করে, তবে ফল, মূল, দুগ্ধ প্রভৃতি শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুকল্প-প্রসাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

স্মার্ত্তগণ অনিত্য শরীরটাকে সুস্থ রাখিবার জন্য, আর বৈষ্ণবগণ শ্রীহরিভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে এই ব্রত পালন করেন। বল ত' হরিদাস, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বুদ্ধিমান্ কে?"

আমি বলিলাম, "ঠাকুর, যিনি নিত্যবস্তুর যত্ন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্।"

পাগল বলিলেন, "বাবা হরিদাস, তুমি একাদশী ব্রত পালন আরম্ভ কর। শ্রীভগবান্ তোমার অশেষ মঙ্গল করিবেন। অগ্নিপুরাণ বলেন ;—

একাদশ্যামুপবাসং যঃ সর্ব্বদা কুরুতে নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্থিতঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা একাদশীর উপবাস করেন, তিনি যেখানে স্বয়ং হরি অবস্থিত, তথায় গমন করিয়া থাকেন। একাদশীর মাহাত্ম্য শাস্ত্রে অনেক আছে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, ঠাকুর, আমি আগামী একাদশী তিথি হইতে এই ব্রত পালন করিতে থাকিব। আপনি কলাকার বিষয়টী আরও বিস্তৃত করিয়া বলিবার জন্য প্রতিশ্রুত আছেন, সুতরাং কৃপা করিয়া বলুন্।"

পাগল বলিলেন, "বলিতেছি, শুন,—অক্ষজ জ্ঞান-পরায়ণ ব্যক্তিগণ ভুক্তি ও মুক্তির উপাসক। কেহ অক্ষজ জ্ঞানের সাহায্যে ভুক্তিকেই চরম বলিয়া বুঝিতেছেন, কেহবা মুক্তিকেই চরম বলিয়া বুঝিতেছেন, কারণ, অক্ষজ জ্ঞানের সাহায্যে জীবগণ তদুপরি আর যাইতে পারেন না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতভক্তগণ ঐরূপ বিচারকে হৃদয়ে স্থান দেন না। তাঁহারা বুঝেন যে, শ্রীভগবান্ নিত্য সত্য, নিত্য জ্ঞানময়, নিত্য আনন্দময় বস্তু। তিনি যে জ্ঞান জীবগণের মঙ্গলের জন্য দান করিয়াছেন, তাহাই জীবগণের গ্রহণীয়। জীবগণ নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্য সেই পরিপূর্ণজ্ঞানময় বস্তুকে আয়ত্ত করিতে কখনই পারেন না। যেমন যদি কেহ বলে, "আমি এই ঘটীর মধ্যে সমস্ত সাগরের জল পুরিয়া ফেলিব," তাহা হইলে যেমন

তাহার নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ যাঁহারা অক্ষজ জ্ঞানের সাহায্যে অধোক্ষজতত্ত্বজ্ঞানকে বুঝিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের অজ্ঞানতারই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীভগবান্, যে জ্ঞান জীবের পরম মঙ্গল লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, শ্রীভগবানকে ত' দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কিরূপে জানিব, তাঁহার উপদেশ কিরূপ এবং কিরূপেই বা জীবগণের নিকট সেই উপদেশ আসিয়া পৌঁছে?" পাগল বলিলেন,—"হরিদাস, তোমাকে সেই কথাই বলিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি।"

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবানের কীর্ত্তিত অধোক্ষজতত্ত্বজ্ঞানকে কে লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে পর পর কাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অদ্যাপি কাঁহার নিকট সেই জ্ঞান নিহিত আছে, তাহাই শুন। তৎপরে তোমাকে সেই নিত্যসিদ্ধ অধোক্ষজ-তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয় বলিবার চেষ্টা পাইব।

পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাং॥
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ।
ব্যাসাল্লব্ধ-কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশঃ॥
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধব-দ্বিজঃ।
অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ॥
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ॥
জয়ধর্ম্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণ-মধ্যতঃ।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী-কৃতিঃ॥
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাং॥
শ্রীমাল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে যাহা উপদেশ করেন, ব্রহ্মা যাহা নারদকে, নারদ ব্যাসকে, ব্যাস শুককে এবং মধ্বাচার্য্যকে, মধ্বাচার্য্য নরহরিকে, নরহরি মাধবকে, মাধব অক্ষোভ্যকে, অক্ষোভ্য জয়তীর্থকে, জয়তীর্থ জ্ঞানসিন্ধুকে, জ্ঞানসিন্ধু মহানিধিকে, মহানিধি বিদ্যানিধিকে, বিদ্যানিধি রাজেন্দ্রকে, রাজেন্দ্র জয়ধর্ম্ম মুনিকে, এবং জয়ধর্ম্ম মুনির গণের মধ্যে পর পর শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী সেই জ্ঞান লাভ করেন। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী শ্রীভক্তিরত্নাবলী নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জয়ধর্ম্ম মুনির নিকট হইতে পুরুষোত্তম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। সেই দিব্যজ্ঞান পুরুষোত্তমের নিকট হইতে ব্যাসতীর্থ প্রাপ্ত হন। ইনি বিষ্ণুসংহিতা নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই ব্যাসতীর্থের নিকট শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতি এবং লক্ষ্মীপতির নিকট হইতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজে শ্রীভগবান্। মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য একজন মহাভক্ত ছিলেন। তিনি জগতে ভক্তিধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে দেখিয়া একান্ত শরণাপন্নভাবে কায়মনোবাক্যের সহিত শ্রীভগবানকে একণায় অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি-ধর্ম্ম পুনঃস্থাপনের জন্য গঙ্গাজল ও তুলসী দ্বারা পূজা করিতে থাকেন ও ডাকিতে থাকেন। ভক্তের ডাকে শ্রীভগবান্ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই পয়ার কয়টীতে তুমি এবিষয় বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবে, যথা :—

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার॥

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম॥
মাধব ঈশ্বরপুরী শচী জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ॥
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার॥
কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে, করে বিষয় ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥
লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন, লোকের কৈছে হিত হয়॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥
আনিয়া কৃষ্ণের করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে॥
"তুলসীদল-মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্ত-বৎসলঃ॥"
—শ্রীহরিভক্তিবিলাস।

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন॥
গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণের করাইল অবতার॥
চৈতন্য-অবতার এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার-ধর্ম্মসেতু॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে শ্রীঈশ্বরপুরী ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত। শ্রীভগবান্ সমস্ত জ্ঞানের মালিক, তাঁহাকে আবার অন্যের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে কেন? তবে তিনি এইরূপে শ্রীমদ্ ঈশ্বরপুরীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া জগৎকে দেখাইলেন যে 'দেখ জীব, সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রীভগবদ্ভজন করিতে হয়। নিজের তোমার যত জ্ঞানই থাকুক, তাহা সমস্ত অক্ষজ জ্ঞান, সে জ্ঞানের দ্বারা শ্রীহরিভজন হয় না। গুরুর নিকট হইতে অধোক্ষজ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে তবে শ্রীহরিভজন করিতে তুমি সমর্থ হইতে পারিবে। সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিলে তুমি কখনই শ্রীহরিভজন করিতে সমর্থ হইবে না।' শাস্ত্রে আছে :—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি-পুরাণ ও পঞ্চরাত্রে শ্রীহরিভক্তি-লাভের উপায়স্বরূপ যে সকল বিধি লিপিবদ্ধ আছে, সেই সকল বিধি ত্যাগপূর্ব্বক যদি কেহ ঐকান্তিক হরিভক্তির চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে তাহা উৎপাত-সদৃশ জানিবে অর্থাৎ তাহার হরিভক্তি আদৌ লাভ হবে না জানিবে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদিতে "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ"

অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে বলিতেছেন। কারণ সদ্গুরুর নিকট হইতে অধোক্ষজ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীহরিভজন আরম্ভ করিতে হয়। যাহার গুরুপদাশ্রয়ই হইল না, তাহার হরিভজন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই সদ্গুরু ভগবানের নিজ জন। জীব-উদ্ধারকল্পে তাঁহার এই পৃথিবীতে আগমন হইয়া থাকে। অনন্তর তিনি গাহিলেন :—

এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ জন, কোন মহা জনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি॥
দয়া করি মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীন জন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হবে হিয়া॥

তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীন হীন জনে,
করিলেন ভব পার॥

বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত॥

নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোঁসাঞী
নিজ নাম করি দান।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ পরিত্রাণ॥

সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি নাথ,
তোমার চরণ-তলে।
শ্রীগুরু-সেবক, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন কাহিনী বলে॥

ভবঘুরের উক্তি।

দেখ ভাই ব্রহ্মচারি, আর ভাই আমি তোমাদের খবর কুড়িয়ে বেড়াতে পার্ব্ব না। চুপি চুপি খবর এনে দিলুম, তোমরাও গোপনে শুনে রাখ্‌লে, সেই ভাবে প্রচার চালালে, বাস্। সে কেমন হোত। তা'নয়, যে কথাটী বল্‌ব, অম্‌নি ঢাক্ বেজে গেল দুনিয়াময়। যা'দের কথা তা'রাও জেনে গেল। এখন ত'ারা আমাকে দেখে কতকটা যেন হুঁশিয়ার হোয়ে যায়। কাজেই খবর পাওয়া যায় না। তোমাদের বল্‌লেও ত' শুন্‌বে না। কাজেই, ভাই, ও ভার থেকে আমায় ছুটী দাও। যদি একান্ত খবর শুন্‌তে চাও ত' তোমাদেরই খবর তোমাদের পাল্‌টে বলি। এই ধর, ঐযে ভদ্রলোক ছেলে পিলে নিয়ে তোমাদের মঠ থেকে বেরিয়ে গ্যালেন, ওঁর নাম বাবু হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ,। উনি প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর ছিলেন। এখন উনি সাতশ'টাকার ইস্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টর। ক্যামন? খবর পেলে ত'? বাস্, আমায় আর খবর জিজ্ঞেস্ কোর না। আর খবরই বা পাব কোথা? বাড়ী থেকে বেরুবারই উপায় নেই। ট্রাম বন্ধ, এপাড়া ওপাড়া না গেলে ত' আর খবর পাওয়া যায় না। আর খবর যদি চাও, খবরের কাগজ পড়। গয়ায় কংগ্রেস হ'চ্ছে, লাসেনে বৈঠক হ'চ্ছে—হাঁ হাঁ হাঁ, আছে, আছে, "জগদ্গুরুর সশ্রম কারাদণ্ড!" আচ্ছা ভাই, তোমাকেই বলি, যেখানে সেখানে বলা চলে না, তিনি হৌলেন সম্মানিত লোক, কে কোথায় শুনে বাগ

কর্ব্বে, ভাই, তাই তোমাকেই চুপ্‌চুপি বলি, এ কথাটা শুন্‌তে কেমন? যিনি হোলেন জগদ্‌গুরু, তিনি জগতের জীবের মঙ্গল খুঁজ্‌বেন। জগতের মঙ্গল বল্‌তে কি বোঝায়, ভাই? 'এই জগতে আমি বড় হ'ব, তুমি ছোট থাক্‌বে; তুমি বড় আছ, তুমি ছোট হোয়ে আমার সমান হও, কিংবা আমি বড় হোয়ে তোমার সমান হই, কি তোমার চেয়ে বড় হই। আমরা এদেশের লোক, তোমরা ভিন্ন দেশের লোক, তোমরা কেন আমাদের দেশে কর্ত্তৃত্ব কর?' এসব কথা সংসারের কথা, গণ্ডীর ভেতরের কথা, তোমার আমার ঝগড়া-ঝাটির কথা। এতে জগতের জীবের কি মঙ্গল আছে ভাই? আজ আমি এদেশে আছি, কাল হয়ত আলুলুতে জন্মাব, আজ আমি মানুষ, কাল হয়ত অষ্ট্রেলীয়ার কাঙ্গারু হ'ব। কাজেই সংসার-হিসেবে আজ যা' আমার মঙ্গল, কাল সেটা মঙ্গল থাক্‌বে না। যিনি জগদ্‌গুরু, যিনি জগতের জীবের মঙ্গল বিধান কর্ব্বেন, তিনি কি এইসব বিদেশের তুচ্ছ জড় কথায় ব্যস্ত থাক্‌তে পারেন রে ভাই? আজ যে তিনি কারাগারে, এ কেন? বাস্তবিক জগতের জীবের মঙ্গল কর্ত্তে গিয়ে কি? তা' হোলে আমি তাঁকে এইখানে থেকে কোটী কোটী প্রণাম, দণ্ডবৎ কর্ত্তুম। কিন্তু তা'ত পাচ্ছি না, ভাই। তিনি একটা নশ্বর সংসারের কথা নিয়ে দলাদলির ভেতর এই ঝামাল বাঁধিয়ে বোসেছেন। তোমরা সেদিন "গৌড়ীয়ে" যে "রাজনীতিতে শঙ্করাচার্য্য" বোলে সংবাদ দিয়ে ইংরিজী খানিকটা তুলে টিপ্পনী কোরেছিলে, আমার সেটা বেশ মনে লেগেছিল। এখন ভাখ, সেই ব্যাপার কতদূর গড়াল। গান্ধী মহারাজ জন্ম পর্য্যায়ের লোক, তিনি সংসারের হিসাবে দেশের জন্যে পাগল, তাঁর যে বিচার সে দুনিয়ার বিচার, সে বিচারে তিনি খুব ত্যাগ স্বীকারের চূড়ান্ত দেখিয়েছেন, তাই তিনি দেশের লোকের খাতির পাচ্ছেন। কিন্তু জগদ্‌গুরুর পরিচয় ত' স্বতন্ত্র, তাঁর বিচার ত' দুনিয়ার বিচার হওয়া উচিত হয় নি। তিনি কেন পর-পারের কথা দেশের লোকের কাছে বল্‌তে ছুট্‌লেন না? সকলের মত আমার মতের সঙ্গে মেলে না বলেই ত' আমি ভবঘুরে, আর তাঁরা দলে ভারি, কাজেই তাঁরা বুঝ্‌দার। সেই গল্পটা জান না ভায়া, সেইরকম ভাল লোকেও ব্যাকুব হয়। 'জমিদার প্রচার কোরে দিয়েছেন যে, সেই পৌষের শীতে সমস্ত রাত পানা ডোবায় যে গলা ডুবিয়ে থাক্‌তে পারবে, তা'কে একশ' টাকা বখ্‌শীস্‌ দেওয়া হ'বে। বেচারা গরীব বামুন ত' চৌকীদারের পাহারায় সারারাত সেই শীতে পেটের দায়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলে পোড়ে রইল। সকালে জমিদার সভায় চৌকীদার তাঁকে নিয়ে হাজির। কি খবর? হাঁ, ইনি সমস্ত রাত জলে গলা ডুবিয়ে ছিলেন। চারদিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি পোড়ে গেল, কি কোরে এ সম্ভব হোল? চৌকীদারকে জিগ্‌গেস হোল,—বামুন ঠাকুর কিরকম ভাবে রাত কাটালেন? সে বল্‌লে, পুকুরপাড়ে একটা সরকারী আলো ছিল, সেইটের দিকে সমস্ত রাত তিনি চেয়ে ছিলেন। একজন তোষামুদে বোলে উঠ্‌ল,—'আমিও ত' তাই বলি, তা নইলে এও কি কখনও সম্ভব হয়? হুজুরকে আর টাকা দিতে হবে না।" দ্বিতীয় তোষামুদে সায় দিলে, "হাঁ হাঁ, ঠিক কথা, ঠিক কথা। ঐ আলোর দিকে চেয়ে থেকে ঠাকুর গরম হোয়েছিলেন।" এই কথায় সভার সকলে যখন "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক বল্‌তে লাগ্‌ল, বুদ্ধিমান্‌ জমিদারও তাই বুঝ্‌লেন, হুকুম

দিলেন, "বামুন জুয়াচুরী কোরেছে, ওকে একদিন কয়েদে রাখ।" চারদিকে রাজবুদ্ধির ধন্য ধন্য পোড়ে গেল। বেচারা বামুন 'দশচক্রযোগে ভগবান্ ভূত' মত হোয়ে ফাটক গেলেন।' আর আমি—এই দুনিয়ার বুদ্ধিমানদের বিচারে পাগলচণ্ডী ভবঘুরে! তা' আর কি কর্‌ছি, বল? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, জগদ্গুরু কি তাঁদের মূল কথা 'আমি ব্রহ্ম' 'জগৎ মিথ্যা' একথা বিশ্বাস করেন? তা'হ'লে তিনি দেশের জন্য জেলে গেলেন কেন! শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ছাড়া ত' ভাই, আমি জগদ্গুরু বল্‌তে আর কাউকে বুঝি না। তোমাদের সঙ্গে মিশে এই পাগ্‌লামি শিখিছি। ঠাকুর মশাইর চরণে কোটী কোটী দণ্ডবৎ। এখন তবে চল্‌তি, দণ্ডবৎ।

রস।

'রস' বলিতে প্রথমতঃ আস্বাদের প্রকারভেদকে লক্ষ্য করে। মিষ্ট, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ এই ছয় প্রকার রস রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। এইগুলি পরস্পর-সংযোগে সপ্ত-পঞ্চাশ রস উৎপাদন করে। শরীরস্থ ধাতু বুঝাইতেও 'রস' শব্দের প্রয়োগ হয়। কাব্য-সাহিত্যেও রতি, হাস, শোক, ক্রোধ উৎসাহ ভয় জুগুপ্সা ও বিস্ময় এই অষ্ট প্রকার রস পরিলক্ষিত হয়। নাটকে শৃঙ্গার বীর, বীভৎস রৌদ্র ভয়ানক করুণ ও অদ্ভুত শান্ত এই নববিধ রসের প্রয়োগ। নাম-নিধান গ্রন্থে এইগুলির সহিত বৎসল-রসেরও উল্লেখ আছে। রস বলিতে বিষ, বীর্য্য, গুণ, রাগ, দ্রব, গন্ধরস, জল ও পারদকেও বুঝায়।

ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীভগবানকে আস্বাদনীয় তত্ত্বরূপে রতিযোগে তাঁহাতে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে তাহাকে রস বলে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রসের এইরূপ লক্ষণ আছে—

> ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
> হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

এই রস মায়িক ত্রিগুণের অতীত বিশুদ্ধ সত্ত্ব-সম্পন্ন চিত্তেরই আস্বাদ্য তত্ত্ব, জড়-চিন্তারত হৃদয়ে এই অপ্রাকৃত রস আস্বাদিত হয় না। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি-যোগে যখন স্থায়িভাবরূপ কৃষ্ণরতি ভক্তের হৃদয়ে আস্বাদনের উপযুক্ত হয়, তখন তাহাকে ভক্তিরস বলা হয়। রতির প্রকার-ভেদে রসও শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য, মধুরভেদে পঞ্চবিধ। শান্তরসের শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ বুদ্ধিতা লক্ষণ, দাস্যের সেবা, সখ্যের সম্ভ্রম রাহিত্য, বাৎসল্যের স্নেহ এবং মধুর বা উজ্জ্বল রসের অঙ্গসঙ্গ-দান-সুখই বিশিষ্টতা।

রস বুঝিতে হইলে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক-ভাব ও ব্যভিচারিভাবরূপ সামগ্রীচতুষ্টয় বুঝিতে হয়। ভাবের লক্ষণ যথা—

> "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।
> রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥"

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ, ভগবৎপ্রাপ্তি-জন্য রুচি দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতাকর অবস্থাকে ভাব বলে। যাহাতে ও যদ্দ্বারা রতি বিভাবিত অর্থাৎ আস্বাদ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে বিভাব বলে। তন্মধ্যে যাহাতে রতি বিভাবিত হয়, তাহার নাম আলম্বন বিভাব, আর যদ্দ্বারা উহা বিভাবিত হয় তাহার নাম উদ্দীপন বিভাব। বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন ভেদে আলম্বন-বিভাব দ্বিবিধ। যে বিষয়ে ভাব হয় অর্থাৎ যাঁহার উদ্দেশে রতির প্রবৃত্তি, তিনি

বিষয়ালম্বন (কৃষ্ণ)। আর যিনি ভাবযুক্ত হ'ন, অর্থাৎ ঐ রতির আধার, তিনি আশ্রয়ালম্বন (ভক্ত)। কৃষ্ণস্মারক বস্ত্রালঙ্কারাদি বংশীধ্বনি প্রভৃতি আশ্রয়ের উদ্দীপন বিভাব। ভাবজ্ঞাপক নৃত্যগীতাদি অনুভাব। চিত্ত ও তনুক্ষোভজনক স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (চৈতন্যের ও অঙ্গ-চেষ্টার অভাব)—এইগুলিকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। স্থায়িভাব-পোষক কাদাচিৎক বা তাৎকালিক ভাবকে ব্যভিচারী বলে। নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারি-ভাব আছে॥

শান্ত-রসে অপ্রাকৃত জড়াতীত তত্ত্ব সচ্চিদানন্দ-ঘনমূর্ত্তি নরাকৃতি পরব্রহ্ম চতুর্ভুজ নারায়ণ পরমাত্মা ও শান্ত দান্ত শুচি বশী প্রভৃতি গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং মমতাশূন্য ভগবন্নিষ্ঠ সনক-সনাতন-সনন্দন সনৎকুমার ও নারদাদি ভক্তসকল আশ্রয়ালম্বন। এখানে পর্ব্বতারণ্যবাসী সাধুগণের সঙ্গ ও সিদ্ধ-ক্ষেত্রাদি উদ্দীপন বিভাব। অবধূত-চেষ্টা, নির্ম্মমতা, মৌন, জ্ঞানশাস্ত্রে অভিনিবেশ প্রভৃতি এই রসে অনুভাব। আর 'প্রলয়' ভিন্ন অন্য সাত্ত্বিক ভাব বর্ত্তমান।

দাস্যরসে ঈশ্বর, প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। আশ্রয়াবলম্বন চতুর্ব্বিধ যথা—অধিকৃতভক্ত, আশ্রিতভক্ত, পার্ষদভক্ত ও অনুগভক্ত। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, শঙ্কর প্রভৃতি অধিকৃত ভক্ত। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব প্রভৃতি রাজগণ সেবানিষ্ঠ আশ্রিত ভক্ত। উদ্ধব; দারুক, শ্রুতদেব প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ও উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ 'পার্ষদ' ভক্ত। পুরে (দ্বারকায়) সুচন্দ্র, মণ্ডন প্রভৃতি এবং ব্রজে রক্তক, চিত্রক, পত্রক, বকুল, মধুকণ্ঠ প্রভৃতি অনুগ ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, চরণধূলি, মহা-প্রসাদ প্রভৃতি 'উদ্দীপন'-বিভাব। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা-পালনাদি অনুভাব। বিয়োগে দশ দশা।

সখ্যরসে বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান্, সুবেশ, সুখী প্রভৃতি গুণান্বিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। আশ্রয়ালম্বন সখা চতুর্ব্বিধ, যথা—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা, প্রিয়নর্ম্মসখা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিদ্ বাৎসল্যযুক্ত, তাঁহারা সুহৃৎ—ব্রজে সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র বলভদ্র প্রভৃতি। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ নূ্যন ও কিঞ্চিৎ দাস্যমিশ্র, তাঁহারা সখা—ব্রজে বিশাল, বৃষভ, দেবপ্রস্থ প্রভৃতি। যাঁহারা সমবয়স্ক, তাঁহারা প্রিয় সখা—ব্রজে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রভৃতি। যাঁহারা প্রেয়সীরহস্য-সহায় শৃঙ্গারভাবযুক্ত, তাঁহারা 'প্রিয়নর্ম্মসখা', যথা সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি। 'উদ্দীপন' বিভাব শ্রীকৃষ্ণের রাস, শৃঙ্গ-বেণুদলবাদ্য প্রভৃতি। বাহুযুদ্ধ খেলা, এক শয্যায় শয়ন প্রভৃতি 'অনুভাব'। অশ্রুপুলকাদি সমস্তই 'সাত্ত্বিক' ভাব। পুরে ভীমার্জ্জুন, শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতি সখা। বিয়োগে দশ দশা, যথা—অঙ্গতাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বনশূন্যতা, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, ও মৃতবৎ অবস্থা।

বাৎসল্য-রসে কোমলাঙ্গ, বিনয়ী, সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ইত্যাদি গুণশালী শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। 'শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পাল্য, অনুগ্রহ-পাত্র' এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট মাতাপিতা গুরুবর্গ আশ্রয়ালম্বন, যথা—ব্রজে ব্রজেশ্বরী, ব্রজরাজ, রোহিণী, উপনন্দ, তৎপত্নী প্রভৃতি, অন্যত্র দেবকী, কুন্তী, বসুদেব প্রভৃতি। উদ্দীপন—হাস্য, মধুর কথা, বাল্য চেষ্টা প্রভৃতি। স্তম্ভ, স্বেদাদি ও স্তন্য-ক্ষরণ এই নব 'সাত্ত্বিক' ভাব। হর্ষ-শঙ্কা প্রভৃতি 'ব্যভিচারী' ভাব। বিয়োগে দশ দশা।

মধুর-রসে রূপমাধুর্য্য, বেণু-মাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, প্রেম-মাধুর্য্য-সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়। প্রেয়সীগণ আশ্রয়। মুরলী-রব, বসন্ত, কোকিলনাদ, নবমেঘ ময়ূরকণ্ঠ প্রভৃতি উদ্দীপন। সমস্ত সাত্ত্বিকভাব।

শান্তরসে স্থায়িভাব শান্তি। দাস্যে অধিকৃত ও আশ্রিত ভক্তের প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়িভাব। পার্ষদ ভক্তে স্নেহ পর্য্যন্ত, পরীক্ষিৎ, দারুক ও উদ্ধবে রাগ পর্য্যন্ত, ব্রজানুগ রক্তকাদিতে ও পুরে প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি পাল্যে প্রেম, স্নেহ, রাগ সকলগুলিই স্থায়িভাব। সখ্যে নিঃসম্ভ্রমতাময় বিশ্বাস ও সাম্যদৃষ্টি-ভাবযুক্ত সখ্যরতিই স্থায়িভাব। বাৎসল্যে বাৎসল্য-রতি ও মধুরে প্রেম-স্নেহরাগাদিযুক্ত প্রিয়তা-রতিই স্থায়ী। শ্রীভক্তি-রসামৃতে এ বিষয়ে বিশেষ বিস্তার আছে। অনর্থ-মুক্ত ভক্তশ্রেষ্ঠগণই উজ্জ্বলরসে অধিকারী, তাঁহারা শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থপাঠে মধুররসবিষয়ে সম্যক্ অবগত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, অন্যে নহে। কেহ যেন অযথা আপনাকে অধিকারী মনে করিয়া অপক্ব-অবস্থায় অধিকার উল্লঙ্ঘন না করেন। ইহাতে কেবল নায়ক-নায়িকার জড়রসেরই আস্বাদন হইবে, তাহাতে পতনই হয়, অপ্রাকৃত উজ্জ্বলরসের আস্বাদ ভাগ্যে ঘটে না।

"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হ'য়ে বিচারিলে আছে তর তম॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পর পর হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ, কহে ভাগবতে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীরামানন্দসংবাদের এই অংশ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মধুররস সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস হইলেও যিনি স্বরূপে যে রসের ভক্ত, তাঁহার পক্ষে সেই রসই সর্ব্বোত্তম। যতদিন না অনর্থমুক্ত অবস্থায় নিজের স্বরূপসেবার পরিচয় পাওয়া যায়, ততদিন শ্রীনাম-সেবাই সাধকের একমাত্র করণীয়। সাধক, সাবধান। যেন অধিকার উল্লঙ্ঘন-দোষ আপনাকে স্পর্শ না করে।

ব্যবসা ও মূলধন।

(শ্রীশৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ)

১। শ্রীভগবান্ বদ্ধ মানুষকে কর্ম্মভূমি ধরণীতে পাঠাইবার সময় তাহাকে অমূল্য মূলধন দিয়া পাঠাইয়াছেন। স্বাধীনভাবে ভোগময়ী চিন্তা কারবার শক্তি ও কায়িক পরিশ্রম—ইহাই জড়বদ্ধ মানুষের সহ-জাত অমূল্য মূলধন। এই মূলধনের কথা ভুলিয়া গিয়া মানুষ যখন মূলধন নাই বলিয়া হতাশ হয় এবং ব্যবসায় অপ্রবৃত্তির হেতু দেখায়, তখন মনে হয়, তমোগুণান্বিত হইয়া মানুষ তমোগুণের স্বভাবসিদ্ধ অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ এবং মোহ-বশে বিহ্বল হইতেছে ও শ্রীভগবানের যত্নের দান স্বীয় ক্ষমতায় মূলধনের কথা স্মৃতিপথে আনিতে পারিতেছে না। তাই বলি, "ছোড়িও না হিম্মত বিসরিওনা হরিনাম।"

২। সাহস হারাইলে, হরিনাম ভুলিলে বুদ্ধি ও জ্ঞান লুপ্ত হয়। তখন বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কৃত্তিবাসের ভাষায় বলিতে গেলে "বুদ্ধিমান্ হয়ে জ্ঞান হারাবি অভাগা। শিয়ে কৈলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধ্‌বি তাগা।" কই সে বুদ্ধি, যাহার সম্বল থাকিলে শিরোদেশে সর্পাঘাতের ন্যায় নিয়তির দণ্ড অতর্কিতে আসিয়া মানুষের সৌভাগ্য নষ্ট করিতে পারে না? মূলধন না হইলে ব্যবসা আরম্ভ করা চলে না। ব্যবসায় বুদ্ধি না থাকিলে ব্যবসায় উন্নতি করা যায় না। মূলধনের কথা পূর্ব্বে বলিলাম। ব্যবসায় বুদ্ধির কথা এখন বলিব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগের বুদ্ধিকে "ব্যবসায়াত্মিকা" বুদ্ধি বলা হইয়াছে। যে বুদ্ধি, ঈশ্বরভক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিব—এইরূপ কৃত-নিশ্চয় হইয়াছে, তাহাকে ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বলে। ঈশ্বরবিমুখ কামনা-পরায়ণ লোককে শ্রীগীতা "অব্যবসায়ী" বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। বর্ত্তমানকালে, 'পাকা ব্যবসাদার' বলিলে বুঝায়, যে লোকটী প্রতারণায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ব্যবসায়ী লোকের প্রতি ধারণা সমাজে পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে বণিককে "সাধু" বলা হইত। এই "সাধু" ক্রমে "সাহু" এবং পরিশেষে "সাহ"তে পরিণত হইয়া নিজের ব্যবহারে নিজের জল অনাচরণীয় করিয়া তুলিল। মিল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়—"হায়! হায়! কত উচ্চস্তর হইতে কত নিম্নে পতন!" চাই তাই পুনরায় সেই বুদ্ধি—যাহার বলে ব্যবসায়ী আবার "সাধু" নামে পরিগণিত হইতে পারে। ঈশ্বরভক্তির দ্বারা নিশ্চয় শ্রীভগবানের ঋদ্ধি-মূর্ত্তি লক্ষ্মীদেবীর অনুকম্পা অচলা হইবে, এই বুদ্ধিই হইল ব্যবসায় শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি। মূলধন হইল—স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি ও কায়িক পরিশ্রম। সোণার বাংলা আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত মূলধন ও উপরি-উক্ত বুদ্ধিসহায়ে এই শ্মশান আবার সোণার সংসারে পরিণত হইবে। দেশকালপাত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আহরণ করিবার জন্য স্বাধীনভাবে চিন্তা-শক্তি চালিত করুন। যে কার্য্য আয়ত্ব করিবার জন্য লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া অধ্যবসায়-সহকারে ক্রমভঙ্গ না করিয়া এক নাগাড়ে দৃঢ়-ভাবে কায়িক পরিশ্রম করিয়া যান। ঈশ্বর-আরাধনা দ্বারা ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ় করুন। প্রতারণা করিব না, সত্যবাক্ এবং দৃঢ়বাক্ হইব, কথার খেলাপ হইবে না, মিতাচারী, মিতভাষী, দৃঢ়শ্রমী ও বিনয়ী হইব, এইরূপ ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে হইবে; তবে হইবে ব্যবসা, যাহার জন্য প্রথম বিশেষ অর্থেরও প্রয়োজন নাই এবং যখন দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া উন্নতিশীল ব্যবসায় ক্রমোন্নতির পথে দ্রুত ধাবিত হইবে ও বহুল অর্থের প্রয়োজন সূচিত করিবে, তখন দেখিবেন, প্রচুর অর্থেরও অভাব হইবে না। অজ্ঞাতবাসের গণ্ডীর মধ্যে ক্ষুদ্রত্বের আবরণে অল্পবিষয় লইয়া নিজশক্তি চালনা করুন। অধ্যবসায় সহায় দৃঢ় পরিশ্রম, অল্প বিষয়ে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে চালিত হইলে অল্প সময়েই প্রতিষ্ঠার ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিবেন। ধর্ম্মের সাহস সম্বল করিয়া কর্ম্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হউন্। বাঙ্গালী দৃঢ়শ্রমী, অধ্যবসায়শীল ও সংযমী।

৩। অন্ন ও বস্ত্রের সমস্যা-সমাধান এখন বঙ্গ-দেশের ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি আহরণ করিতে পারিলে এই দুইটী সমস্যা-সমাধান দুরূহ ব্যাপার নহে। আজ যন্ত্রের কথা বলিব। একখানি ঠকঠকি তাঁতে দুটী লোক লাগে। একজনে বুনিবে ও একজনে যোগাড় করিয়া দিবে। এরূপ হইলে দৈনিক একজোড়া করিয়া ব্রাহ্মণ ধুতি বা সাড়ী নামান সম্ভবপর হয়। পরিশ্রম প্রায় ৮ ঘণ্টা লাগে। নিজে তাঁত বুনিতে পারিলে তাঁতপিছু লাভ গড়ে ১৲ টাকা হইতে ২৲ টাকা থাকিতে পারে দৈনিক, আর তাঁতী রাখিয়া করিতে গেলে নদীয়া জেলায় প্রায় ।।॰ হইতে ১৲ করিয়া তাঁত পিছু মুনফা থাকা সম্ভব। ৫ খানি তাঁত বসাইলে দৈনিক খরচ খরচা বাদ ২।।॰ হইতে ৫৲ মুনফা হইতে পারে। কিন্তু এই ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিতে হইলে চাই অবিরত সুতা আমদানি, প্রস্তুত বস্ত্রাদি অবিলম্বে নগদ বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা এবং তাঁত প্রস্তুত করিবার বা মেরামত করিবার সুবিধা।

বর্ত্তমানে নদীয়া কৃষ্ণনগরে যে সকল সুবিধা আছে, তাহা বলা যাইতেছে। কৃষ্ণনগরের সরকারি-সাহায্যে বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা শিক্ষা করিবার ইচ্ছা করেন, এই বিদ্যালয়ে বয়ন-বিদ্যা শিখিতে পারেন। স্কুল কমিটি হইতে পরিমিতসংখ্যক ছাত্রকে বৃত্তি এবং তাঁত কিনিয়া দিয়া কিস্তি কিস্তি টাকা লইয়া উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা আছে। এই বিদ্যালয় হইতে শিক্ষিত ছাত্রদ্বয় শ্রীমান্ অনিলকুমার চৌধুরী ও শ্রীমান্ শরৎকুমার চৌধুরী নিজেরা কৃষ্ণনগরে তাঁত স্থাপিত করিয়া কার্য্য করিতেছেন। ইঁহারা ছাড়াও আরও কয়েকটী ঠকঠকি তাঁতের কারখানা এখানে হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয় চাপড়া থাকাকালীন বহু খৃষ্টান তাঁতী ঠকঠকি তাঁত চালাইতে শিখিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে লইয়া শ্রীমান্ মনোরথকুমার মুখোপাধ্যায় ধর্ম্মদহ গ্রামে তাঁতের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে বস্ত্রাদি-বয়ন ও তাঁত নির্ম্মিত হইতেছে। কৃষ্ণনগরেও তাঁত প্রস্তুত হইতেছে। দেশীয় সুতা আমদানির জন্য কৃষ্ণনগরে কো-অপারেটিভ বিভাগ হইতে একটী সমবায়-ইউনিয়ান স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে নামমাত্র মুনফা রাখিয়া কারিকরদের সুতা দেওয়া হয় ও তাহাদের নিকট হইতে বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণনগরের শ্রীমান্ রাজেন্দ্রনাথ কর ও বান্ধব-সঙ্ঘ দেশীয় সুতা আমদানি করেন ও তাঁতের বস্ত্রাদি পাইকারী মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকেন। অতি অল্প মূলধনে এই ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা যায়।

৪। প্রতিযোগিতায় তাঁতের ব্যবসা দাঁড়াইতে পারিবে না বলিয়া যে আতঙ্ক উঠিয়াছিল, তাহাতে ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। বিলাতে লণ্ডনের মত সহরেও হাজারের উপর ঠকঠকি তাঁত নিজেদের প্রভুত্ব আজিও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। মোটা কাপড়, গামছা, ঝাড়ন, মশারী, কোটের ছিট প্রভৃতির আদর কখনও কমিবে না এবং তাহাতে এ সকল তাঁতের কারখানাগুলি শেষ হইয়া যাইবে।

৫। তাঁতের ব্যবসায় প্রতিবন্ধক হইতেছে। বর্ত্তমানে দেশীয় বস্ত্র-ব্যবসায়িগণ এই সমস্ত কারখানা-জাত দ্রব্যগুলি ক্রয় করিবার পক্ষে উদাসীন এবং ইহাদের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দেন না। সেই-জন্য তাঁতের ব্যবসায়িগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন।

৬। তাঁতের ব্যবসা চালাইতে হইলে এবং প্রতিষ্ঠাপন্ন বস্ত্র-ব্যবসায়িগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে কতকগুলি নূতন বস্ত্র-ব্যবসায়ী প্রয়োজন, যাঁহারা এই সমস্ত কারখানা হইতে মাল

খরিদ করিবেন। এই শ্রেণীর ব্যবসায়ী কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁতগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে সুতা সরবরাহ করিতে হইলে ভিন্ন স্থান হইতে সুতা আনিবার জন্য বসিয়া না থাকিয়া যাহাতে তত্তৎস্থানে সুতা পাওয়া যায়, তাহার যোগাড় করিতে হইবে। বাড়ী বাড়ী কাপাসের গাছ লাগাইলে ও বাড়ী বাড়ী চরকা কাটিলে সুতার অসুবিধা হয় না ও হইবেও না। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যাইতেছে, যেখানে যেখানে তাঁত বসিয়াছে, সেই সেইখানেই তুলা ও সুতা আমদানির আয়োজন দেখা যাইতেছে। গৃহস্থেরা কাপাসের গাছ রোপণ করিতেছেন ও চরকা কাটিতেছেন এবং ব্যবসায়িরাও সুতা আনিতেছেন।

৬। এখন চাই লাগিয়া-থাকা। শিক্ষিত ভদ্র সন্তান, পুরুষানুক্রমিক যাঁহারা কারিকর ও ব্যবসায়ী, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে পরস্পরের উন্নতিকামী হইয়া অগ্রসর হইবেন। যেমন শক্তি, তিনি তেমনি এই সমস্ত দেশীয় ব্যবসা ও কারিকরদের সাহায্য করিবেন—তবেই হবে উন্নতি। এমন একটী ধারণা দেশের মধ্যে আনিতে হইবে, যাহাতে দেশবাসী পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া পরস্পরের ভাগ্য গঠন করিয়া দিতে উৎসুক হন। সমপ্রাণতা চাই। সহানুভূতি চাই। বিঘ্ন, বাধা দেখিয়া ভীত, কম্পিত বা অবসন্ন হইবার হেতু নাই। বিশ্বাস করুন, যিনি বিঘ্ন দিয়াছেন, তিনিই ভিতরে এমনি শক্তির বিকাশ করাইবেন—যাহাতে বিঘ্ন পরাজিত হইয়া আপনার জয় ঘোষণা করিবে। একনিষ্ঠ সাধনার বলে নিজের কারখানার সুনাম অর্জ্জন করুন। দেশবাসীর নিষ্ঠায় দেশীয় শিল্প উন্নতি সাধন করিবে, ইতিহাস পৃষ্ঠায় আজিকার এই দিন গৌরবের দিন বলিয়া ঘোষিত হইবে। অর্জ্জন করুন যোগ্যতা, আহরণ করুন উপযোগিতা, অন্বেষণ করুন লোকপ্রিয়তা, তবেই আপনার সততায় মুগ্ধ হইয়া ক্রিয়াসিদ্ধি আপনার অঙ্ক-শায়িনী হইবেন। ব্যবসা একজনে হয় না। ধনী, কারিকর এবং ক্রেতা না হইলে ব্যবসা হয় না। এ তিনের মধ্যে বিরোধ থাকিলে ব্যবসা চলে না। যাহাতে নির্ব্বিরোধে ব্যবসা চলিতে পারে, তাহার জন্য এই তিনের মধ্যে অখণ্ড প্রীতি সংস্থাপন করিতে হইবেই, নতুবা অন্তর্বহ্নিতে ব্যবসার হর্ম্ম্য দগ্ধ হইবে। বর্তমান ইউরোপের অবস্থা দেখিয়া দেখা যায়, ধনী এবং কারিকরে বিরোধ হইলে দেশের কি সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। তাই আজ প্রার্থনা করিতেছি, দেশবাসীর নিষ্ঠার মধ্যে ধনী ও কারিকরে প্রীতি স্থাপিত হউক, মূর্ত্তিমতী সাধন-শ্রী শিল্পে ও পণ্যে বিকশিত হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুক। উপনিষদের ভাষায় বলি—"সহ নৌ অবতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ॥" পরস্পরে মিলিয়া পরস্পরকে রক্ষা করি, পরস্পরে মিলিয়া পরস্পরের উপায়-লব্ধ ভোগ উপভোগ করি, কেহ কাহারও মুখের গ্রাস না কাড়িয়া পরস্পরের সুবিধার জন্য নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ করি।

পথ্য-বিধান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডাঃ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস, এচ্, এস্ এম্ এস্

উষ্ণ পদ-স্নান বা হট ফুট বাথ। শয্যায় যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই উষ্ণ পদ-স্নান করিবার উপযুক্ত সময়। হট ফুট বাথের নিয়ম :—একটা টিন বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত টবে উষ্ণ জল ঢালিয়া দিয়া রোগীকে তন্মধ্যে দাঁড় করাইবে। টবে

দণ্ডায়মান হইলে ঐ জল যদি রোগীর জানুদেশ স্পর্শ না করে, তবে তাহাতে উষ্ণ জল ঢালিয়া দিয়া জানু পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া দিবে। জল জানুর নিম্নে থাকিলে বিশেষ উপকারের কারণ হয় না। এই সময় রোগীর পরিধেয় বস্ত্রাদি সমস্তই উন্মোচন করিয়া দিবে; কিন্তু রোগীকে উষ্ণ রাখিবার জন্য উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া দিতে হইবে। জলের উষ্ণতা যাহাতে হ্রাস হইয়া না যায়, তদ্দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, বরং নূতন উষ্ণ জল সংযোগ দ্বারা ঐ তাপের বিন্দু বৃদ্ধি করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। রোগীর বল অনুসারে দশ, কুড়ি বা ত্রিশ মিনিট পর্য্যন্ত তাহাকে জলের ভিতর রক্ষা করা যাইতে পারে, অথবা যে পর্য্যন্ত রোগীর মুখমণ্ডল হইতে স্বেদোদ্গম না হয়, তদবধি জলে রাখিতে পারা যায়। অনন্তর রোগীকে টব হইতে নামাইয়া পদদ্বয় মুছাইয়া উষ্ণ শয্যায় শয়ান করিতে দিবে ও উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দিবে। এই সময় রোগীর গাত্র হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে থাকে, এবং রোগ যন্ত্রণা দূরীভূত হওয়ায় ক্রমে বেশ আনন্দ লাভ করিতে থাকে। ঘর্ম্ম-নিঃসরণ সময়ে মধ্যে মধ্যে স্বেচ্ছাক্রমে শীতল জল পান করিলে উহার আধিক্য হইতে দেখা যায়। রোগী প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলে, কোল্ড স্পঞ্জ বাথ অর্থাৎ শীতল অবগাহন স্নান করিতে দিবে, অথবা শীতল জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তদ্দ্বারা রোগীর সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে মুছাইয়া দিবে, অথবা একখণ্ড তোয়ালে বা গামছা শীতল জলে ভিজাইয়া সর্ব্ব শরীর মুছাইয়া দিতে হইবে। অনন্তর এক-খানা শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা তাহার সর্ব্বদেহ সজোরে ঘর্ষণ সহকারে মুছিয়া দিবে। উষ্ণ পদস্নান ঘন ঘন ব্যবস্থা করা উচিত নহে। সর্দ্দি ও শিরঃশূল রোগে এবং জ্বর রোগের প্রারম্ভে ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে।

নানা প্রকার স্প্যাজমেটিক ডিজিজ অর্থাৎ আক্ষেপ-জনক রোগে, টেপিড বাথ অর্থাৎ কদুষ্ণ স্নান ৭৬-৮৮ ডিক্রী ফা হিট দ্বারা অনেক উপকার দর্শিয়া থাকে; যেহেতু এরূপ স্নান দ্বারা স্নায়বিক ও বাপ্প শৈথিল্য সংঘটিত হইয়া কার্য্য করে। অন্ত্রের আক্ষেপ, পিত্ত প্রণালী ও মূত্র প্রণালীর আক্ষেপ, শূল বেদনা, অন্ত্রবৃদ্ধি ও কনভালসন রোগে বিলক্ষণ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভাপরা বা ভেপার বাথ। ভাপরা দিতে হইলে প্রথমে রোগীকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া দিবে, এবং রোগীর গলদেশ হইতে ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত হয়, এরূপ একখানা বস্ত্র দ্বারা তাহাকে আবৃত করিয়া দিবে। পরে চেয়ারের নিম্নে ফুটিত জলের পাত্র বসাইয়া পাত্রের মুখাবরণ খুলিয়া দইবে। উদ্গত বাষ্প রোগীর সমুদয় শরীরে লাগিয়া কার্য্য করিবে। আবশ্যক হইলে, জলের সহিত ঔষধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ফুটাইয়া লইতে হয় এবং রোগীর ব্যবহারার্থ ঐ বাষ্প প্রয়োগ করা যায়। কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে, রোগীর উত্থানশক্তি রহিত হওয়ায় চেয়ারে বসিতে অসমর্থ; এরূপ স্থলে রোগীকে একটা কাষ্ঠ বা বংশ নির্ম্মিত ঘেরায় শয়ান করাইয়া নল দ্বারা ঐ ঘেরার মধ্যে বাষ্প প্রেরণ করাইবে। রোগীর মস্তক ও মুখমণ্ডল ঘেরার বাহিরে থাকিবে। এই প্রক্রিয়া অতি আয়াস-সাধ্য এবং সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে, অতএব এমত স্থলে সহজ প্রক্রিয়া এই :—কাষ্ঠ বা বংশখণ্ড দ্বারা দেড় হাত প্রস্থ ও সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ একটা আয়ত প্রস্তুত করিয়া উহার চারি কোণে চারিটী অন্যূন দেড়-হাত দীর্ঘ দণ্ড লম্বভাবে প্রোথিত করিবে; অনন্তর

একখানা পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ইহাকে এমনভাবে ঢাকিয়া দিবে, যেন চাদরের পার্শ্বগুলি মৃত্তিকায় বা শয্যার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে; সাধারণতঃ ইহাকে কাণ্ডার বলে। এই কাণ্ডারের ভিতর রোগী শয়ন করিয়া তাহার মস্তক উহার বহির্দ্দেশে রাখিবে। অনন্তর স্ফুটিত জল ভিতর থুইয়া পাত্রের মুখোদ্ঘাটন করিয়াই হউক, অথবা নল দ্বারাই তন্মধ্যে বাষ্প সরবরাহ করিবে। যদি কাষ্ঠ বা বংশখণ্ড দ্বারা উল্লিখিত প্রকারে কাণ্ডার প্রস্তুত করিয়া লওয়া রোগীর পক্ষে সময়-সাপেক্ষ বা আয়াস-সাধ্য বলিয়া সম্ভবপর না হয়, তবে রোগীর শয্যার চতুঃপার্শ্বে মৃত্তিকার উপর চারিটী দণ্ড প্রোথিত করিয়াও কাণ্ডার প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়।

ভাপরার কার্য্য উষ্ণ স্নানেরই অনুরূপ; কিন্তু ইহা তদপেক্ষা অধিক স্বেদজনক এবং চর্ম্মের ক্রিয়া-বর্দ্ধক। বিবিধ চর্ম্মরোগে প্রয়োজনীয় ঔষধ দ্রব্য-সংযুক্ত ভাপরার দ্বারা মহোপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। দদ্রু, সোরায়েসিস্, উপদংশীয় চর্ম্মরোগ, প্রুরিগো প্রভৃতি রোগে আবশ্যকীয় ঔষধ দ্রব্য দ্বারা ভাপরা দিলে অধিকাংশ স্থলে অতি সন্তোষ-জনক ফল লাভ করা যায়। একবার কৃতকার্য্য না হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে কয়েকবার দেওয়া যাইতে পারে। ভাপরা প্রয়োগ দ্বারা বাত রোগের উপশম হইতে দেখা গিয়াছে।

গন্ধক মিশ্রিত ভাপরা বা সলফর ভেপার বাথ ইহাও সাধারণ ভাপরার ন্যায় প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু ইহার প্রস্তুত-প্রক্রিয়া একটু স্বতন্ত্র, অতএব এ স্থলে তদুল্লেখ করা যাইতেছে। এক-খানা এরূপ পুরাতন কেদারা গ্রহণ করিবে, যাহার উপর উপবেশনের স্থান ছিন্ন বা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার কেদারা আনয়ন করিয়া উহার উপর বসিবার জন্য একখানা অপ্রশস্ত তক্তা পাতিয়া দিয়া রোগীকে বসাইয়া দিবে। অনন্তর একখানা কম্বল রোগীর গলদেশে দিয়া এরূপভাবে বেষ্টন করিয়া দিতে হইবে, যেন উহা মেজে (মৃত্তিকা) পর্য্যন্ত লম্বিত হয়, এবং দেখিবে, যেন কোন স্থানে ফাঁক না থাকে। এই প্রকারে রোগীর অবস্থান হইলে, একটা ছোট উষ্ণ জলের টব কেদারার নিম্নদেশে রাখিয়া দিবে এবং উহার উপর একখানা অত্যুষ্ণ কোদাল (shovel) রাখিয়া তদুপরি সূক্ষ্ম চূর্ণ গন্ধক প্রক্ষেপ করিবে। গন্ধক হইতে ধূমোদ্গম হইতে আরম্ভ হইলে, অত্যুত্তপ্ত প্রস্তর বা লৌহখণ্ড টবস্থ উষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিবে। এরূপ করিলে টব হইতে যে বাষ্প নিঃসৃত হইতে থাকিবে, তাহা গন্ধক ধূমের সহিত মিশ্রিত হইয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। গন্ধক ভাপরা প্রয়োগের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। উদ্ভিজ্জাণুজাত বিবিধ চর্ম্মরোগে এবং চুলকানি, পাচড়া প্রভৃতি কীটাণুজ চর্ম্মরোগে এবং পুরাতন বাত রোগে সলফর বাথ প্রয়োগ দ্বারা মহোপকার লব্ধ হইয়া থাকে।

যে প্রকারে গন্ধক মিশ্রিত ভাপরা প্রয়োগ করা যায়, সেইরূপে ক্যালমেল দগ্ধ করিয়াও ক্যালমেল বাথ প্রস্তুত করা যায়। ঔপদংশিক চর্ম্মরোগ ও অন্যান্য বহুবিধ চর্ম্মরোগে ইহা দ্বারাও মহোপকার দর্শিয়া থাকে।

জলীয় বাষ্পের সহিত সংযুক্ত না করিয়া যদি কেবলমাত্র গন্ধক ক্যালমেল প্রভৃতি দগ্ধ করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উহাকে ভেপার বাথ বলে না, উহাকে ফিউমিগেশন অর্থাৎ ধূপন ক্রিয়া বলে। ধূপন কার্য্যও বিবিধ রোগের প্রশমক উপায়।

উষ্ণবায়ু-স্নান, হট্ এয়ার বাথ বা সিউডে টারিয়ম। উষ্ণবায়ুস্নান করিতে হইলে রোগীকে একটা উষ্ণ ঘরে রাখিয়া, তন্মধ্যস্থ বায়ু ৮০—১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত, উত্তপ্ত করিতে হয়। নিম্ন-লিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা ইহা সংসাধন করিয়া থাকে। কাষ্ঠ বা বংশ নির্ম্মিত একটা ঘেরা বা ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করিয়া, উহা বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিয়া অনন্তর রোগীকে এই ঘেরার ভিতর শয়ন করাইয়া দিবে। রোগীর মস্তক ঘেরার বাহিরে রাখিতে হইবে। রোগী এই প্রকারে অবস্থান করিলে পর ঘেরার মধ্যস্থ বায়ু উষ্ণ করণাভিপ্রায়ে স্থানে স্থানে উত্তপ্ত বালুকা বা ইষ্টক রাখিয়া দিবে। বায়ুর উষ্ণতা পরীক্ষার্থ উহার ভিতর তাপমান যন্ত্র রাখিয়া দিতে হয়। ঘেরার বাহিরে মস্তক রাখার কথায় অনেকে অসম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ মনে করা ভ্রমমাত্র। ঘেরার দ্বার-দেশে উপযুক্ত বস্ত্রাচ্ছাদনী দিয়া, মস্তক ঐ আচ্ছাদনীর বাহিরে রাখিলেই চলিতে পারে। ঘর্ম্ম করণার্থ উষ্ণবায়ু-স্নান বিশেষ উপযোগী ব্যবস্থা। ভাপরা অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া নিশ্চিত ও শ্রেষ্ঠ। বিবিধ যান্ত্রিক প্রদাহে উষ্ণবায়ুস্নান বিশেষ উপযোগী ব্যবস্থা। নিউমনিয়া, প্লুরিসি, প্লুরোডিনিয়া, এণ্ডকার্ডাইটীস প্রভৃতি রোগে, এবং পুরাতন বাত, নানাপ্রকার চর্ম্ম-রোগ, মধুমেহ, বিসূচিকা, শোথ প্রভৃতি রোগে ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা প্রায় সর্ব্বপ্রকার স্নানের প্রক্রিয়াই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি। যে ব্যাধিতে যে প্রকার স্নান করিলে ঐ রোগের পক্ষে হিত ফল সাধিত হয়, তাহা না করিয়া তদ্বিপরীত বা ইচ্ছা অনুসারে সাধারণভাবে স্নান করিলে রোগারোগ্য দূরে থাকুক, অনেক সময় অসাধ্য বা কঠিন হইয়া পড়ে। এমত স্থলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান থাকা যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাঞ্ছনীয়, তাহা বলা বাহুল্য। প্রাকৃতিক শক্তিবলেই রোগারোগ্য হইয়া থাকে। এই শক্তিকে বর্দ্ধন করাই চিকিৎসকের একমাত্র কর্ত্তব্য। কি করিলে এই শক্তি বর্দ্ধিত হয়, অভিজ্ঞ চিকিৎসকমাত্রেই তাহার অনেকাংশ পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহাদিগের আদেশ বা অবলম্বিত প্রথার অন্যথা করিলে, যে ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুদূরপরাহত, তাহা কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি মনে করিতে না পারেন? কেবল স্নানার্থই যে এই সকল কথা উক্ত হইতেছে তাহা নহে, শরীর স্বাস্থ্যপূর্ণ রাখিতে হইলে, অথবা ব্যাধির গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবার অভিপ্রায়ে যাহা করা কর্ত্তব্য, তৎ সমুদায় প্রক্রিয়াই সুচিকিৎসকের পরামর্শ-সাপেক্ষ। পথ্যার্থ আহার্য্যবিষয়ক উপদেশগুলি যেমন আমরা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি, শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, জাগরণ, নিদ্রা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হয়, সে সমস্তই আমাদিগের তুল্যরূপ আদরণীয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য।

পথ্য বলিলে কেবল যে ভোজন ও ভোজ্য দ্রব্যগুলিকেই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে, পূর্ব্বোক্ত সমুদয় ক্রিয়াই পথ্যের অন্তবর্ত্তী। কেহ কাশ রোগে প্রপীড়িত হইয়াছে। চিকিৎসক আহারাদি বিষয়ে তাহাকে যে সকল পদার্থের ব্যবস্থা দিয়াছেন, রোগীর সচ্ছল অবস্থা হেতু তৎসমস্তই যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিতেছে, এবং যথা সময়ে যথা বিধানে ভোজন করিতেছে এবং যথা নিয়মে ঔষধও সেবন করিতেছে। কিন্তু সমস্ত দিন বসিয়া থাকিয়া রাত্রিতে বন্ধুবান্ধবের বাড়ী গিয়া একটু গল্প-সল্প না করিলে, আর থাকা যায় না, সুতরাং ও পাড়ায় গিয়া রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত গল্প ও আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া রোগী একটার সময় বাড়ী আসিয়া শয়ন করিল। প্রাতে

শয্যা হইতে, উঠিয়া দেখিল, শরীরটাও একটু ম্যাজ ম্যাজ করিতেছে কাশটাও ভাল উঠিতেছেনা, আওয়াজটাও একটু ধরিয়া গিয়াছে। কি হইল! 'পথ্যের ত কোন গোল নাই, চিকিৎসক যাহা বলিতেছেন, তৎপালনে কিছুমাত্র খুঁৎ নাই, তবে এরূপ হইল কেন?' দেখিতেছি, ঔষধে কোন কাজই হইতেছে না। নাঃ, এ রাম ডাক্তারের কাজ নহে, শ্যাম ডাক্তারের কাছে ঔষধ খাইতে হইবে।' এই অভিযোগ, এই আক্ষেপ। ইহাতে রোগীরও বড় দোষ দেখা যায় না। কারণ অনেক চিকিৎসক (অনভিজ্ঞ চিকিৎসক) জানে না যে, আহার্য্য দ্রব্য ছাড়া আরও পথ্য আছে, সে গুলি আচরিত না না হইলে পথ্য সুসম্পন্ন হয় না। অতএব কেবল আহার্য্য দ্রব্যগুলিই যে পথ্য, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন, ইহাই আমাদিগের একমাত্র অনুরোধ।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয়।

গয়া কংগ্রেস :—গত শনিবার ও রবিবারের রাষ্ট্র মহাসভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধতামূলক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর আইন অমান্যের জন্য অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের প্রস্তাব এবং সরকার ভারতের নামে ভবিষ্যতে যে সকল ঋণ করিবেন তাহা ভারতবাসী দিতে বাধ্য নহে, এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আরও কয়েকটী প্রস্তাব গ্রহণের পর এ বৎসরের মত অধিবেশন ভঙ্গ হইয়াছে। আগামী বৎসর অন্ধ্রদেশে রাষ্ট্র মহাসভা বসিবে। আগামী বৎসরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে অন্ধ্রদেশে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী পরে স্থান নির্দ্দেশ করিবেন। নিমন্ত্রণ গৃহীত হইয়াছে।

যুত রাজাগোপালাচারী প্রকাশ্য কংগ্রেসে উত্থাপন করিবার জন্য প্রস্তাব করেন যে, দেশে আইন অমান্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ৫০,০০০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক এবং ২৫,০০০০০৲ টাকার সংগ্রহ করিতে হইবে—সে প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে।

কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে কংগ্রেসের মত প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক বিচার বিশ্লেষণ ও যুক্তি তর্কের পর কংগ্রেস, কাউন্সিল প্রবেশ ও নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাই কংগ্রেসের আদেশ। সমবেত প্রায় ২৬০০ শত প্রতিনিধির মধ্যে প্রায় ১৮০০ শত বা দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কাউন্সিল প্রবেশের অনুকূলে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা বহু যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদের মত গৃহীত হয় নাই।

সভাপতির শেষ বক্তৃতা :—দেশবন্ধু দাশ সভা ভঙ্গের সময় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, যদিও কংগ্রেসের অধিকাংশের সহিত তাঁহার মতভেদ হইয়াছে, তিনি আশা করেন যে, একদিন তাঁহার পক্ষেই অধিকাংশ লোক মত দিবেন। তিনি বলেন যে, আমাদের মধ্যে দলাদলি হইয়া যে মনোবিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে নিরাশ হইবার কিছুই নাই। তিনি বলেন, যদিও আমাদের মধ্যে কার্য্যপদ্ধতি লইয়া মতভেদ হইয়াছে, তথাপি আমাদের শেষ উদ্দেশ্য স্বরাজলাভ করা এবং অহিংস-অসহযোগনীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করা। এ দুই বিষয়ে আমরা সকলে একমত। ইহার পর এ বৎসরের মত ভারত-রাষ্ট্রমহাসভার অধিবেশন শেষ হয়।

গত ৩১শে ডিসেম্বর, গয়ায় শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের পক্ষ হইতে একটী ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে। ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে, শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে "কংগ্রেস খেলাফৎ স্বরাজ্য-সঙ্ঘ" নামে একটি নূতন দল গঠন করা হইল। এই সঙ্ঘ কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকি-

য়াই কার্য্য করিবেন এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এবং অহিংসা-অসহযোগিনীতিতে ইহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তবে ইহাদের বিশ্বাস, গয়া কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালী আশু স্বরাজ লাভের পক্ষে সহায়ক হইবে না। গয়া কংগ্রেসে অধিকাংশ প্রস্তাবের সহিত মতভেদ থাকায় এই দল তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ও স্বতন্ত্র কার্য্যপদ্ধতি গঠন করিবেন, কংগ্রেসের অধিকাংশকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টিত থাকিবেন। ইত্যবসরে শ্রীযুত দাশ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক-মতাবলম্বী অধিকাংশ সদস্য যাহাতে নিজেদের দলের লোক লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিয়া কংগ্রেসের কার্য্য চালাইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যেই তিনি সভাপতির পদত্যাগ করিলেন।

ডাক্তার রায়:—থিষ্টিক কনফারেন্স ও বিহার ষ্টুডেণ্ট কনফারেন্স ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রকে সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এদিকে রাষ্ট্রমহাসভার সভাপতিও তাঁহাকে গয়াতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বন্যাস্থলে তাঁহার উপস্থিতি নেহাত প্রয়োজন থাকাতে তিনি নিতান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

কলিকাতায় ট্রাম ধর্ম্মঘট:—কলিকাতা ট্রাম ধর্ম্মঘট পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। কলিকাতা ট্রামওয়ে কর্ম্মচারী সমবায়ের সভাপতি শ্রীযুত এন্, সি সেন একজন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, যদি চালকগণের অভাব অভিযোগ দূর না হয় এবং এই বিষয়ের জন্য একটী সালিশী বোর্ড স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মঘট বহুদিন চলিবে। গত রবিবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে চালকদিগের একটী সভা হয়। উহাতে স্থির হয় যে, অভিযোগের প্রতিকার না হইলে চালকগণ আর ট্রাম কোম্পানীর কার্য্যে যোগদান করিবে না।

গবর্ণমেণ্ট-স্কুল শিক্ষক সম্মিলনী:—গত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে হিন্দুস্কুল গৃহে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট স্কুল শিক্ষক সম্মিলনীর এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ রায় কুমুদিনী কান্ত ব্যানার্জ্জি বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রায় ১৫০ জন শিক্ষক এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলেন, ছাত্রগণের শারীরিক স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। সভাপতি মহাশয় বাঙ্গালার জনসাধারণের অত্যন্ত দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎ-কর। তিনি বলেন, প্রতীচীর যাহা কিছু মঙ্গলকর, তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রাচীন জাতির আদর্শে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষামন্ত্রী মিঃ পি, সি, মিত্র সভাশেষে শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করেন।

নববর্ষের উপাধি বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। উল্লেখ-যোগ্য উপাধির মধ্যে—এসোসিয়েটেড প্রেসের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় "সি, আই, ই," হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ "মহামহোপাধ্যায়" হইয়াছেন। 'ধ্রুবতারা'র বিখ্যাত গ্রন্থকার ও "সাহিত্যে স্বাস্থ্য" বিষয়ে শক্তিশালী লেখক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ "রায় বাহাদুর" হইয়াছেন।

পরলোকে অম্বিকাচরণ:—ফরিদপুরের নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার গত শুক্রবার, ২৯শে ডিসেম্বর, প্রত্যুষে ৬ ঘটিকার সময় ৭৩ বৎসর বয়সে, ফরিদপুরকে ও পরিবারবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

খৃষ্টান কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণ:—সভাপতি মিঃ এস্, কে, দত্ত তাঁহার অভিভাষণে বলেন, একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মহাত্মা গান্ধীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় খৃষ্টান বলা চলে। তিনি যে অহিংসা-নীতি প্রচার করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ খৃষ্টানধর্ম্মসঙ্গত এবং উহাই নব্য বাঙ্গালীর বিপ্লব আন্দোলনকে প্রতিহত করিয়াছে; তাঁহার মতে মহাত্মা গান্ধীকে অবিলম্বে কারামুক্ত করাই সমস্ত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য।

হিন্দু মহাসভা :—নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে হিন্দু সভার শাখা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক দলগঠন করিতে হইবে। এই উভয় উদ্দেশ্যে ভারতের সকল প্রদেশের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কমিটী গঠিত করা হইয়াছে।

অদ্ভুত শিশু :—বিক্রমপুর পুরা গ্রামে গত ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দত্তের স্ত্রীর গর্ভে একটী সন্তান প্রসব হয়। সন্তানীর চেপ্টা রকম মাথাতে ৪টী কাণ, ৪টী হাত, ৪ খানি পা, দুইটী লিঙ্গ; ভূমিষ্ঠ হইয়া ১০।১৫ মিনিট মাত্র জীবিত ছিল। কয়েক জন গ্রাম্য যুবক ঐ অদ্ভুত শিশুর মৃতদেহটী ১০৲ মূল্য দিয়া ছেলের পিতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া কাচাধারে স্পিরিটে রাখিয়া দিবে বলিয়া ঢাকা লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঢাকা হাসপাতালে স্পিরিটের মূল্য ৮০৲ টাকা চাওয়াতে যুবকগণ অত টাকা দিতে অসমর্থ হইয়া শিশুর দেহ জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছে।

অল্ ইণ্ডিয়া এক্‌জিবিসন ভস্মীভূত :—গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণকালে কলিকাতায় অল্ ইণ্ডিয়া এক্‌জিবিসন ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

এই মেলাতে প্রায় একহাজার বিভিন্ন দোকান ছিল; উহার মধ্যে হীরা, জহরৎ, রেশমী কাপড়, পশমী কাপড়, শাল ইত্যাদিরও অনেক দোকান স্থাপিত হইয়াছিল।

বৈকালে ৪টার সময় মেলাতে একটি সান্ধ্যভোজ হয়। উহাতে মেলা কমিটির সভাপতি কাশিম-বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সান্ধ্যভোজ আরম্ভ হইবার পরেই মেলাতে অগ্নি লাগিয়া যায় এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে মেলার সমস্ত ষ্টলগুলি ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। প্রথমে মেলার মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে আগুন লাগে এবং অতি শীঘ্রই উহা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই অগ্নিকাণ্ডে বহুলোক বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় যে, আর্টগ্যালারিস্থ অনেকগুলি মূল্যবান্ চিত্রও পুড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার পক্ষে উহা বিষম ক্ষতির কথা। ২০ লক্ষ টাকার উপর ক্ষতি হইয়াছে।

বৈদেশিক।

আবার যুদ্ধাশঙ্কা :—বর্ত্তমানে দুইটী বিষয় লইয়া লসেন বৈঠক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রথমতঃ তুর্কগণ কিছুতেই মসুল ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেছেন না, দ্বিতীয়তঃ তাহারা তুরস্কের বৈদেশিকদের কোন প্রকার বিচার তারতম্য স্বীকৃত হইতেছেন না।

তুরস্কের লসেনস্থ প্রতিনিধি হাসান বে এাঙ্গোরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুস্তাফা কামাল-পাশার সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, তুরস্কে রটনা হইয়া গিয়াছে যে, লসেনে কোন সন্ধি হইবার আশা সুদূরপরাহত। এদিকে কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ ইংরেজদিগকে নোটীশ দিবার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাহাতে তাহারা কনষ্টাণ্টি-নোপল পরিত্যাগ করিতে পারে, তদনুসারে বন্দোবস্ত করিবার জন্য জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া কনষ্টাণ্টিনোপলের পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে।

১লা জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ যে, একদল তুর্কীসৈন্য বিথা-বালকেশিয়ার মধ্য দিয়া চানকা-ভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এদিকে কনষ্টাণ্টি-নোপলের ইংরেজ প্রজাগণ অবস্থা সুবিধা না দেখিয়া দলে দলে সহর পরিত্যাগ করিতেছে। তাহাদের অনেকে সাইপ্রাস এবং মাল্টায় ও বন্দরণ করিবে।

ও-ডায়ার—শঙ্করণ :—সার শঙ্করণ-নায়ারের নামে মাইকেল ও-ডায়ার মানহানির মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। এই মোকদ্দমায় মাইকেল ও-ডায়ার লর্ড চেমস্‌ফোর্ড, তদানীন্তন ভারত-বর্ষের প্রধান সেনাপতি সার চার্লস মনরো এবং সম্ভবতঃ জেনারেল ডায়ারকে সাক্ষী মানিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে পৌষ, ১৩২৯ | ২১শ সংখ্যা

ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।

জগতে বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে। কেবল ভারতে নহে, পাশ্চাত্যদেশেও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভাব নাই। লোকের নানাবিধ রুচি, নানা রুচি হইতে নানা মত; আবার নানা মত হইতে নানা পথের সৃষ্টি। মনোধর্ম্মের চিরকালই এই অবস্থা, কারণ প্রতিমুহূর্ত্তেই মনের পরিবর্ত্তন। যেই মন একবার বলে 'দুগ্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য', আবার সেই মনই বলিয়া থাকে, 'দুগ্ধ অতি অখাদ্য'। সুতরাং মনোধর্ম্মের স্বভাবই "এই ভাল, এই মন্দ"। মনোধর্ম্মের কথাই এই—'নানা মত' 'নানা পথ' 'যার যেমন মন লয়, সে তেমন' ইত্যাদি। কিন্তু আত্মার ধর্ম্মে এইরূপ 'এই ভাল' 'এই মন্দ' নাই; যাহা ভাল, তাহা পূর্ব্বেও ভাল, এখনও ভাল, পরেও ভাল,—অনাদি অনন্তকাল ভাল। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য—এ সত্য অখণ্ড সত্য। এই সত্য এক। সকলেরই পক্ষেই এক। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। বিশ্ববাসী সকলেই পরমাত্মার অংশ। হিন্দু বা ভারতবাসীই যে কেবল পরমাত্মার অংশ, তাহা নহে, যে কোনও জাতি বা যে কোনও দেশের লোক হউক না কেন, সকলেই ভগবানের দাস। কেবল মানুষই যে পরমাত্মার অংশ বা দাস, তাহাও নহে, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, পর্ব্বত—সকলেই জীব, সুতরাং পরমাত্মার অংশ। কেবল বিশেষ এই, কাহারও আত্মা সুপ্ত, কাহারও আত্মা ঈষৎ-বিকশিত, কাহারও পূর্ণ-বিকশিত।

"কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যাঁহার আত্মা জাগ্রত, তিনি নিজেকে ভগবানের দাস বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু যাঁহার আত্মা অত্যন্ত আবৃত, তিনি তাহা অস্বীকার করেন। কিন্তু

আত্মায় সকলেই এক। সুতরাং যখন ভগবান্ সকলেরই এক এবং সকলেই সম-জাতীয়, তখন আত্মার ধর্ম্মও সকলেরই এক। সেই ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম—একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম—বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম (জীবাত্মার পরমাত্মার উপর প্রীতি) বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। "ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ স এব বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই বিষ্ণু। সুতরাং বেদের মন্ত্র এই :—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" অর্থাৎ জ্ঞানিগণ সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ বিষ্ণুর সেই পরমপদকে সর্ব্বদা দর্শন করেন। সুতরাং যাঁহারা এই নিত্যধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্মকে পরিবর্ত্তনশীল দেহ ও মনোধর্ম্মের সহিত সমান মনে করিয়া নিত্যধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক বা সঙ্কীর্ণ মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের স্বরূপ বিচার করেন নাই। যে আত্মার ধর্ম্ম—বিশ্বের স্থাবর, জঙ্গম, সকলকেই আত্মীয় (আত্মার সম্বন্ধীয়, দেহের সম্বন্ধীয় নহে) জ্ঞানে বা বৈষ্ণব (ভগবদ্-অংশ) জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন, তাহা কি সঙ্কীর্ণ? জগতে সৎ-ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম এক—আত্মধর্ম্ম-অনুশীলনের জন্য সম্প্রদায়ও এক—সেটীই বিশ্ববাসী সকলের একমাত্র সম্প্রদায়,—তাহারই নাম সাত্বত-সম্প্রদায়। এই সাত্বত-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য—(১) যাঁহারা আত্মধর্ম্ম-যজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মনোধর্ম্মের কল্পিত নানা মত, নানা পথ হইতে রক্ষা করা; (২) তাঁহাদিগের বিশ্বজনীন আত্মধর্ম্মে নিষ্ঠা উৎপাদন করা; (৩) সাধুপদ-আশ্রয়, মহাজনগণের পদাঙ্ক-অনুসরণ ও ক্রম-ভজনপ্রণালী শিক্ষা করিয়া আত্মার বিকাশ সাধন করা। কেহ কেহ এই সৎসম্প্রদায়েও সময় সময় সঙ্কীর্ণতা দেখা যায় বলিয়া উহাকে একটী শক্তি মনে করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু এই সৎসম্প্রদায়-প্রণালীর আদি প্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান্। বহু নিঃস্বার্থ, বিশ্বপ্রাণ, ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মগণ এই সৎসম্প্রদায়-প্রণালীতে নিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কোনও অনভিজ্ঞ স্বার্থপর ব্যক্তি যদি এই সৎসম্প্রদায়ের নামে সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়, তবে সেই দোষ ব্যক্তি-বিশেষের, ঐ সম্প্রদায়ের নহে। বাজারে কেহ কেহ ভেজাল ও কৃত্রিম জিনিষ চালাইতেছে বলিয়া বাজারটাকে উৎসাদিত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সৎসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য আত্মোন্নতি ও বিশ্বে প্রেম-সংস্থাপন। সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে নিত্য প্রেম নাই—আত্মাতেই প্রেম নিত্যাধিষ্ঠিত।

এ কেমন পাগল!

দ্বাদশ রজনী।

অদ্য পথে যাইতে যাইতে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। মনে হইলে শরীর এখনও শিহরিয়া উঠে। চতুর্দ্দিক চন্দ্রালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। আমি মনের আনন্দে, পাগল গত কল্য যে গানটী গাহিয়াছিলেন, সেইটী গুণ-গুণ করিয়া একমনে গাহিতে গাহিতে লাইনের ধার দিয়া চলিতেছি, হঠাৎ পায়ের তলায় ঠাণ্ডা নরম কোন বস্তু মাড়াইলাম বলিয়া মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে হিস্ হিস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম, অমনি এক প্রকাণ্ড লাফ দিলাম। লাফ দিয়া লাইনের পার্শ্বস্থিত তারের নিকট গিয়া পড়িলাম, তথা হইতে আর এক লাফে তারের

ওপার। ওপারে গিয়া একটু ফাঁকা স্থান পাইলাম, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া অষ্টমীর পাঁঠার মত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম, আর শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলাম; আর সেই স্থান হইতে লাইনের দিকে চাহিয়া দেখি, একটা প্রকাণ্ড সর্প, প্রায় দশ বার হাত লম্বা, খুব মোটা, আর একটী ক্ষুদ্র প্রায় চারি পাঁচ হাত লম্বা সর্পকে গিলিতেছে। প্রায় অর্দ্ধেক গেলা হইয়াছে। ছোট সর্পটাকে কেউটে বলিয়া বোধ হইল, উহারই লেজের উপর আমার পা পড়িয়াছিল, কিন্তু বড় সর্পটাকে চিনি না, অত বড় সর্প আমি কোন দিন দেখি নাই। পূর্ব্বে লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, অজগর নামে নাকি এক প্রকার প্রকাণ্ড সর্প আছে, তাহা সাপের রাজা। কোন ক্ষুদ্র সর্প উহাকে দেখিলে অমনি উহার সম্মুখে আসিয়া হাজির হয় এবং উহা তাহাকে খাইয়া ফেলে। তাই মনে হইল, ইহা সম্ভবতঃ সেই অজগর সাপ আর ঐ কেউটে সাপটী খাইতে খাইতে উহাকে দেখিয়া উহার নিকট গিয়া হাজির হইয়াছে এবং অজগরটী তাহাকে গিলিতেছে। হরি, হরি, খুব বাঁচোয়া, আজ কালের কবল হইতে প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম! ধন্য পাগল, ধন্য তুমি, ইহাও কি তোমার খেলা? তুমিই বুঝি আজ আমার জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করাইয়া দিলে! বুঝাইয়া দিলে—'ওহে হরিদাস, শ্রীহরির দাসত্ব আরম্ভ কর, নচেৎ কোন দিন বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় জীবনটী হঠাৎ হারাইয়া ফেলিবে, দুর্লভ জন্মটী বৃথাই শেষ হইয়া যাইবে।'

ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে খুব সতর্কতার সহিত পা ফেলিতে ফেলিতে পাগলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সাষ্টাঙ্গ-প্রণতিপূর্ব্বক বসিয়া পথের ঘটনাটি বলিলাম। অনন্তর তিনি বলিলেন, "দেখ হরিদাস, চিরকাল কেহ এই জগতে থাকিতে পারিবে না, এক দিন না এক দিন সকলকেই ইহলোক ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কেহই বা কিছুই সঙ্গে যাইবে না। শ্রীহরিভজন আরম্ভ করিয়া যদি কেহ কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারে, তবে সেই সুকৃতি তাঁহার সহিত যাইবে, নচেৎ পর জন্মে নরক, অনন্ত নরক, অনন্ত দুঃখ অনন্ত কষ্ট! হরিদাস, তুমি আর সময় নষ্ট করিও না। শ্রীহরিভজন আরম্ভ করিয়া দাও। শ্রীভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন্।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, 'ঠাকুর, তুমি ভারি চতুর। আমার শ্রীহরিভজনের আগ্রহটা কিছু খর্ব্ব দেখিয়া বুঝি আজ তোমার এই লীলা। যাহা হউক, তোমার ইচ্ছাই ফলবতী হউক্। আমি ২।১ দিনের মধ্যেই দীক্ষা গ্রহণ করিব।'

পরে বলিলাম, "অধোক্ষজ সেবা-জ্ঞান ক্রমশঃ শিষ্য-পরম্পরায় পুনরায় সেই অধোক্ষজ-বস্তু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের নিকটই শুভাগমন করার লীলা দেখাইয়াছে, গত কল্য আপনার কৃপায় জানিতে পারিয়াছি। তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিকট হইতে আজ পর্য্যন্ত কিরূপ ভাবে সে জ্ঞান আসিয়া কাঁহার নিকট বর্ত্তমানে নিহিত আছে, কৃপা করিয়া বলুন।"

তখন পাগল গাহিলেন:—

"মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর-প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ দামোদর,
তাঁর মিত্র রূপ-সনাতন॥

রূপপ্রিয় মহাজন, রঘুনাথ ভক্তধন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ-আশ॥
ভক্তরাজ বিশ্বনাথ, তাঁহে শুদ্ধ জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোর বর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ॥
তাঁর প্রিয় হরিজন, গৌর যাঁর প্রাণধন,
সেবাকার্য্যে রত অবিরাম।
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্য-সেবাপরা,
তাঁহার দয়িত-দাস নাম॥
রূপানুগ ভক্তগণ, গৌরাঙ্গের নিজ জন,
আর যত জগত মাঝারে।
দয়িত-দাসের দাস, সদা করে এই আশ,
সবে দেহ উচ্ছিষ্ট আমারে॥"

পাগল গানটী গাহিবার পর অন্যমনস্ক হইয়া কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিলেন, তৎপরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হরিদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকট হইতে আবার সেই অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান কিরূপে চলিয়া আসিতেছে, বুঝিলে ত? রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিকট হইতে শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনপ্রমুখ ভক্তগণ ঐ জ্ঞান লাভ করেন। শ্রীরূপের নিকট হইতে শ্রীরঘুনাথ, শ্রীরঘুনাথের নিকট হইতে কবি শ্রীলকৃষ্ণদাস, কবি কৃষ্ণদাসের নিকট শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, নরোত্তম ঠাকুরের নিকট শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয় হইতে সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ ঠাকুর, তাঁহার নিকট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ এবং এই শ্রীপাদের নিকট হইতে শ্রীল পরমহংস বার্ষভানবীদয়িত-দাস মহারাজে ক্রমশঃ সেই হরি-সম্বন্ধ-জ্ঞান বর্ত্তমান। ভারতে ইঁহার বহু শিষ্য আছেন। এ অধম তন্মধ্যে একজন। এইরূপে শিষ্য-পরম্পরায় নামিয়া আসিয়া সেই জ্ঞান এতাবৎকাল বিদ্যমান্ আছে। সৌভাগ্যবান্ জীবই অধোক্ষজ-সেবাসম্পন্ন ভক্তের নিকট হইতে ঐ জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, সেই ব্রহ্মা হইতে পর পর যে সমস্ত শিষ্যগণের নাম উল্লেখ করিলেন, তাঁহারা ত সংখ্যায় খুব কম। এই শিষ্যগণের পরমায়ু একত্র যোগ করিলেও ত, সেই সত্যযুগ হইতে কলিযুগের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে একটা বিরাট কাল হয়, তাহার সহস্রাংশের একাংশ হয় কিনা সন্দেহ।"

পাগল বলিলেন—"হরিদাস, পর পর সমস্ত শিষ্যগণের নামোল্লেখ করিতে কি আমি পারিয়াছি, না আমি জানি? তবে মোটামুটী প্রধান প্রধান কীর্ত্তনকারী প্রচারকবৃন্দের নাম, যাঁহারা সম্প্রদায় সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছি। তুমি মোটামুটি বুঝিতে পারিলে ত যে, এইরূপে সেই অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান শিষ্যপরম্পরায় সেই শ্রীভগবানের নিকট হইতে নামিয়া আসিয়া অদ্যাপি কাহারও কাহারও নিকট বর্ত্তমান্ রহিয়াছে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ ঠাকুর, পারিয়াছি।"

পাগল বলিলেন,—"হরিদাস, এই অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। এ জ্ঞান কল্পনাপ্রসূত জ্ঞান নহে। ইহা নিত্য, কেন না, পরম নিত্য শ্রীভগবান্‌ই এ জ্ঞান জীবের মঙ্গলের জন্য দান করিয়াছেন। ঐ যে মায়াবাদিগণ ও রাজযোগিগণ নিজের নিজের জড়ীয় বুদ্ধি ও বিচার বলে যে সমস্ত তত্ত্বকে শ্রীভগবান্ বলিয়া বলিতেছেন,

তাহা সম্যক্ বা পূর্ণ প্রাকট্যবিশিষ্ট ভগবান্ নহেন; তাহা শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি বা অংশ মাত্র। শ্রীভগবানকে মানিলে তাঁহার পূর্ণ এবং সমস্ত শক্তি-গুলি মানিতে হয়।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

'ভগ'শব্দের অর্থ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই ছয়টী যাঁহাতে পূর্ণ মাত্রায় আছে, তিনিই ভগবান্। ঐশ্বর্য্য মানিলাম কিন্তু বীর্য্য মানিলাম না, যশ মানিলাম কিন্তু শ্রী মানিলাম না, তাহা হইলে পূর্ণ ভগবান্ কিরূপে মানিলাম? এই যে ছয়টী গুণ বলিলাম, ইহারা পরস্পর অঙ্গ-অঙ্গিভাবে ন্যস্ত। ইহার মধ্যে অঙ্গ কে? অঙ্গই বা কাহারা? অঙ্গী তাহাকেই বলে, যাহাতে অঙ্গগুলি সুন্দরভাবে ন্যস্ত থাকে। যেমন, বৃক্ষ অঙ্গী ও শাখা প্রশাখাদি অঙ্গ, দেহ অঙ্গী ও হস্তপদাদি অঙ্গ, সেইরূপ ঐ সকল গুণ যাঁহাতে অবস্থান করে, তিনিই অঙ্গী। শ্রীভগবানের যে জড়াতীত শুদ্ধ চিন্ময় শ্রীবিগ্রহ আছেন, তাঁহার শ্রীই অঙ্গী এবং অপর গুণগুলি অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ এই তিনটী অঙ্গ এবং যশ হইতে বিসৃত জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ-কিরণরূপে প্রতীয়মান। কারণ, উহারা গুণের গুণ, স্বয়ং গুণ নহে।

তাহা হইলেই দেখ, পূর্ণ ভগবান্ মানিতে হইলে ঐ সমস্ত গুণ কয়টীকেই মানিতে হয়, নচেৎ পূর্ণ ভগবানকে মানা হয় না। যথেচ্ছাচারী সম্প্রদায়, জড়বাদিগণ, হঠযোগী এবং কর্ম্মিগণের কথা দূরে থাকুক, তাহারা ত শ্রীভগবানের অস্তিত্বই মানিতে চাহেন না; কিন্তু মায়াবাদিগণ যাঁহারা ব্রহ্মকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া থাকেন সেই ব্রহ্মও ভগবান্ নহেন, কারণ উপরিউক্ত ষড়্‌গুণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান যে শ্রী অর্থাৎ রূপ, তাহাকেই তাঁহারা মানেন না। তাঁহারা ব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহার রূপ নাই, তিনি শ্রীভগবান্ নহেন, তিনি তদপেক্ষা ছোট বা তদধীন তত্ত্ব। এই ব্রহ্ম বস্তু কি, তদ্‌বিচারে জানা যায় যে, যশঃ বলিয়া শ্রীভগবানের যে একটী অঙ্গ আছে তাহার কিরণ-স্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য; এই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মধ্যে নির্ব্বিকার জ্ঞান ও বৈরাগ্যই সেই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মকে শ্রীভগবানের যশঃরূপ অঙ্গের অঙ্গকান্তি বলা যাইতে পারে। নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কখনই স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব হইতে পারেন না। ইহা শ্রীবিগ্রহের আশ্রিত তত্ত্ব, যেমন, অগ্নির প্রকাশগুণ স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নয়, অগ্নির আশ্রিত গুণবিশেষ, সেইরূপ।"

আমি বলিলাম, "ঠাকুর, ব্রহ্ম তাহা হইলে ভগবান্ নহেন, শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি-বিশেষ। আচ্ছা, রাজযোগিগণের উপাস্য যে পরমাত্মা, তাহা কি?"

পাগল বলিলেন, "দেখ হরিদাস, শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য এই দুইটী গুণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া মায়িক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়া শ্রীভগবান্ এক অংশে বিষ্ণুরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এই জগৎপ্রবিষ্ট, জগৎপাতা বিষ্ণুই পরমাত্মা। এই বিষ্ণু কারণোদক, ক্ষীরোদক ও গর্ভোদক-শায়িরূপে তিনটী রূপ ধারণ করিয়াছেন। চিৎ-জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যে যে কারণ-সমুদ্র বা বিরজা আছেন, তাহাতে কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু স্থিত হইয়া দূর হইতে মায়াকে দৃষ্টি করিয়া মায়ার উপলক্ষণে সৃষ্টি করাইতেছেন। ঐ মায়া-প্রবিষ্ট দৃষ্টিই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। আর প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যিনি বাস করিয়া তাহাদিগের কর্ম্মফল দান করিতেছেন, তিনি ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন:—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

অর্থাৎ, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "হে ন, তোমার আর অধিক জানিয়া আবশ্যক কি? তুমি ইহাই জানিয়া রাখ যে, আমার এক অংশস্বরূপ পরমাত্মাই এই সমগ্র বিশ্বের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া বিশ্ব-জনন ও বিশ্বপালনাদি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।"

তাহা হইলে বুঝিলে কি, হরিদাস, পরমাত্মা কি বস্তু?

আমি বলিলাম, "হঁা ঠাকুর, ব্রহ্ম শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা শ্রীভগবানের অংশ। কেহই মূল বস্তু ভগবান্ নহেন।"

পাগল বলিলেন, "হাঁ, হরিদাস, ঠিক কথা তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন:—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

অর্থাৎ উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি; যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ; যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশি-স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণ-চৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই। শাস্ত্রের অন্যত্র দৃষ্ট হয়:—

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। শক্তিশূন্য নির্ব্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি অপ্রাকৃত-মূর্ত্ত সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরির অমূর্ত্ত অঙ্গকান্তি মাত্র। গর্ভোদশায়ী হিরণ্যগর্ভ জগৎ-কর্ত্তা জগৎপ্রবিষ্ট পরমাত্মা তিনি শ্রীহরির অংশ মাত্র। সেই শ্রীহরিই আমাদের নবনীরদ-কান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি যে ব্রহ্ম এবং অংশ যে পরমাত্মা, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু শ্রীভগবান্‌ই যে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

পাগল বলিলেন, "হরিদাস, তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আগামী কল্য হইবে।"

অনন্তর তিনি একটী গান গাহিলেন:—

কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি ফলোদয়।
মিছে সব ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবের উপাধিময়॥
যোগ যাগ তপোধ্যান, সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান,
নানাকাণ্ড-রূপে জীবের বন্ধন-কারণ হয়।
সেবকের বাক্য ধর, নানা কাণ্ড ত্যাগ কর,
নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে দেহ আশ্রয়॥

প্রত্যহ পাগলের নিকট এইরূপ জ্ঞান-গম্ভীর তত্ত্বপূর্ণ কথা শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইতেও অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলাম; আর ভাবিতে লাগিলাম, "ইনি কেন পাগলামি করেন—এ কেমন পাগল।"

বিষ্ণু-নিন্দা।

দশনামাপরাধের প্রথম নামাপরাধ সাধুনিন্দা আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় নামাপরাধের বিচারের অবসর। তাহার বিবৃতিক্রমে পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকার্দ্ধের দুই প্রকার ব্যাখ্যা শ্রীজৈবধর্ম্ম গ্রন্থরাজে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। এক প্রকার ব্যাখ্যায় হরিহরভেদের কোন কথাই উত্থাপিত হয় নাই। 'শ্রীবিষ্ণোঃ' পদের বিশেষণ 'শিবস্য' পদে 'শিব' শব্দের অর্থ 'মঙ্গলময়'। প্রাকৃত (প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত) রাজ্যে নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি সকলেই ভিন্নভাবে দৃষ্ট। 'মিয়তেঽনয়া,' ইহার দ্বারা পরিমাণ করা যায়, 'মায়া' শব্দের এই বুৎপত্তিগত অর্থ। মায়িকজগতে সকল তত্ত্বই সসীম, এখানে এক ব্যক্তির নাম কিছু তিনি নহেন, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু অপ্রাকৃত মায়াধীশ তত্ত্ব শ্রীভগবানে এরূপ মায়িক ব্যবধানের স্থল নাই। তিনিই নাম, তিনিই নামী, তিনিই গুণ, তিনিই গুণময়, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির মধ্যে কোন মায়িক ব্যবধানের অবসর নাই। তিনি মায়িকবস্তুর ন্যায় পরিমেয় তত্ত্ব নহেন। লীলাকে পৃথক দর্শন করিলে তাঁহাকে মায়িক বস্তুর অন্যতম বলিয়া স্বীকার করা হইয়া যায়। ইহাই ভগবদ্বিদ্বেষ। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর। বিষ্ণুনিন্দা আর নাই ইহার উপর॥"—(চৈঃ চৈঃ)। সুতরাং ইহা যে একটী প্রধান নামাপরাধ, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আদেশ করিয়াছেন, "কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা সকলই অপ্রাকৃত ও পরস্পর অপৃথক্, এরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম করিবে। নতুবা নামাপরাধ হইবে।"

অন্য প্রকার যে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহারও তাৎপর্য্য বিষ্ণুনিন্দাই দ্বিতীয় নামাপরাধ। শিবাদি দেবতাকে এক একটী ভিন্ন দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক বুদ্ধিকারী বহ্বীশ্বরবাদিগণ নিরন্তর এই অপরাধ করিতেছেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এইরূপ বিচার করিয়াছেন। চৈতন্য দ্বিবিধ,—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। তন্মধ্যে প্রথমটী সর্ব্বব্যাপক 'ঈশ্বর' নামধেয়; দ্বিতীয়টী দেহমাত্র ব্যাপি শক্তিক ঈশিতব্য অর্থাৎ অধীন তত্ত্ব 'জীব' নামধেয়। ঈশ্বর-চৈতন্য দ্বিবিধ,—মায়াস্পর্শরহিত এবং লীলায় মায়াস্পর্শস্বীকারময়। প্রথম প্রকারের ঈশ্বর শ্রীনারায়ণাদি নামে অভিহিত—"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।" দ্বিতীয় প্রকার 'শিবাদি' অভিধানে জ্ঞাত। "শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।" শ্রীমদ্ভাগবতেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা ও শিব রজস্তমোগুণের সংযোগে পরিদৃষ্ট হয়েন। নির্গুণসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীহরিই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবান। নিষ্কাম ভক্তগণ নির্গুণসত্ত্ব শ্রীহরির উপাসনা করিলেই উপাসনায় সিদ্ধি হইল, আর স্বতন্ত্রভাবে ঐ তত্ত্বকে সগুণ-দর্শনে শিবব্রহ্মরূপে উপাসনায় প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও তাঁহারা ভগবদ্গত-তত্ত্বই, তত্ত্বতঃ স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন। ইঁহাদিগকে

স্বতন্ত্র-জ্ঞানে পূজাদি করিলে ভগবান্‌কে অনেক-গুলি পরস্পর স্বতন্ত্র তত্ত্বের অন্যতম মনে করায় ভগবন্নিন্দা হইয়া যায়। এই বিষ্ণুনিন্দাই দ্বিতীয় অপরাধ। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥" এ স্থলে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা বলিতে সগুণ-ধারণা-জাত ভগবদ্দর্শনকে নির্দ্দেশ করিতেছে। নামাশ্রয়ী এরূপ সগুণ উপাসনা করিলে অপরাধী হ'ন। বিশুদ্ধ সত্ত্বা-শ্রয়ে ত্রিগুণাতীত তত্ত্ব শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই অদ্বয়তত্ত্ব, এই জ্ঞানে শ্রীনাম করিতে থাকিলে অপরাধ ক্ষয়োন্মুখ হয়; নচেৎ একদিকে হরি একটী দেবতা, শিব একটী স্বতন্ত্র দেবতা, ইঁহাকেও সন্তুষ্ট করা চাই, উঁহারও সন্তোষ-সাধন চাই, 'কি জানি একের পূজায় যদি অন্যে বিরক্ত হইয়া অমঙ্গল ঘটান' এইরূপ প্রকৃতির অন্তর্গত গুণজাত ধারণা থাকা কালে এ অপরাধের শান্তি হয় না। আবার অন্যদিকে 'আমি বৈষ্ণব, শিব মানি না' এরূপ বুদ্ধি করিলে শিবাদিকে স্বতন্ত্র দেবতা জ্ঞানে তাঁহার বিদ্বেষ করিলেই যে অদ্বয়নিষ্ঠা হইল, তাহা নহে, কেন না তত্ত্ববস্তুর বহুত্ব স্বীকৃত হইলেই ভগবন্নিন্দা হইয়া দাঁড়ায়। অচিৎ ভোগকে বৈষ্ণব-জ্ঞানে প্রাকৃত স্থূল-দর্শনে "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" এরূপ বিচারভাবে বৈষ্ণব-বিদ্বেষাপরাধ হইয়া যায়। সুতরাং শিববিদ্বেষ বৈষ্ণবতা নহে। তবে যে বৈষ্ণবকে অন্য দেব দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে নাই, তাহার তাৎ-পর্য্য এই যে, অবৈষ্ণবগণ দেবদেবীকে তদীয় তত্ত্ব না মানিয়া স্বতন্ত্র-জ্ঞানে পূজা করিলে অপরাধযুক্ততা জন্য পূজা হয় না, অথবা সবই এক বলিলেও স্বতন্ত্রভাবে কৃত কামতুষ্ট উপাসনা ভক্তিযুক্ত নহে। অভক্তের পূজা গৃহীত হয় না, বিশেষতঃ তদীয় তত্ত্ব তৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণ করেন না। সুতরাং অভক্ত-পূজিত দেবদেবীর নৈবেদ্য ভগবৎ-প্রসাদ নহে, উহা কামনাবর্দ্ধক দ্রব্যবিশেষ। বৈষ্ণব তাহার আদর করেন না। নচেৎ শিব-বিদ্বেষ বা যোগমায়া-বিদ্বেষ তাঁহার বৃত্তি নহে।

বিশ্বাসী ভৃত্য কে?

নন্দগ্রামের জমিদার মহাশয়ের কামদাস বলিয়া একটী ভৃত্য ছিল। কামদাসকে তাহার একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে কামদাস, তোমায় তোমার মনিব কেমন ভালবাসেন ও কামদাস উত্তর প্রদান করিল, "ওহে ভায়া, ভাল কি অমনি বাসে? ভালবাসা পাওয়ার কায়দা আছে। কেমন ভালবাসেন, দেখতে পাচ্ছ না? পরণে মিহি ধুতি, পায়ে ট্যানারীর ফ্যান্সি চটি, গায়ে ফুলদার পাঞ্জাবী, খাওয়া দাওয়া বাবুর নিজ বন্দোবস্তের মধ্যে, বউ বোনের গায়ে গয়না ধরে না, ছেলে টুপিলেকে সেয়ারায় স্কুলে নিয়ে যায়, আমাকে ডাকতে বাবু গাড়ী পাঠান —এ দেখেও তুমি যে জিজ্ঞেস করছো, বাবু কেমন ভাল বাসেন, এও এক তাজ্জব বটে!" বন্ধুটী পুনর্ব্বার প্রশ্ন তুলিল, "আচ্ছা, ভাই, ভালত' খুব বাসেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে বাবু এত সু-নজরে দেখেন কেন, আর আর চাকরগুলা ত' অত সুবিধে করতে পারে নি?" সে উত্তর দিল, "আরে ভাই, তাইত'

বল্‌ছিলুম, এর কায়দা আছে। আমি বাবুকে রাজাসাহেব ছাড়া বলি না, আর এমন ভাব দেখাই যে, আমি জানি, তিনিই দুনিয়ার মালিক। আর সব জায়গায় তাঁর এক্তার, আমি যেন তাঁকে স্বয়ং ভগবানের মত দেখি। তাতেই তাঁর এত পেয়ারের চাকর হোয়েছি। এমন ধারা কি সবাই পারে রে ভাই, না সবাই জানে?" এমন সময় মুক্তিচরণ নামে বাবুর আর এক ভৃত্য সেই স্থান দিয়া দ্রুতপদে যাইতেছিল। বাবু যেন তাহাকে রাস্তার ধূলি উড়াইবার ভার দিয়াছেন। কামদাস তাহাকে ডাকিল, "ওহে মুক্তি দাদা, খবর কি? আহা তোমার কষ্টটা দেখে' বড় দুঃখ হয়। তুমি কিছুতেই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে চাওনা। অমন রুক্ষ-সুক্ষভাবে কেবল ঘুরে বেড়াতেই মজবুত। আমিও বাবুর চাকর, তুমিও বাবুর চাকর। দেখ দেখি, আমি কেমন সুখে আছি, আর সুখেই থাক্‌ব?" তখন মুক্তিচরণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ভাই, আমি তোমার সুখকে সুখ বলেই মনে করতে পারি না। তুমি আজ বাবুকে নানা রকমে তোয়াজ করছ, কাল একটু এদিক্—ওদিক্ হোলেই তিনি চটে' যাবেন, তখন তোমার এ সুখ কোথা থাক্‌বে, ভাই? যে সুখের শেষে দুঃখ আছে, সেওত' দুঃখেরই একটা রকম, ভাই? যতক্ষণ না নিজে বাবু হোতে পারা যায়, ততক্ষণ আমি যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। আমিও বাবুকে তোষামোদ কর্চ্ছি বটে, সে কিন্তু কেবল বড় হ'বার জন্য। ক্রমে, বড় হ'য়ে হ'য়ে বাবুর গদীতে যখন বস্‌তে পার্‌ব, তখনই আমার সাধ মিট্‌বে, তার আগে নয়। আমি তোমার মত ঐ বাজে সুখের জঞ্জালে ভুলতে রাজি নই। ও সুখে যত মত্ত হওয়া যায়, ততই আমার বাবু হ'য়ে যাওয়ার পথে গোলযোগ। তাই ভাই, ওরকম সুখকে আমি বড় একটা গ্রাহ্য করি না।" এই কথা হরিদাস নামে এক ব্যক্তি পথ হইতে শুনিতে পাইয়া আর একজনকে বলিলেন, "ওঃ কি ভয়ানক! এই লোকটী দেখিতে সাধুর মত ভোগ ত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার অন্তর বিষে ভরা। ভৃত্য হইয়া নিজেই প্রভুর আসন অধিকার করিতে চায়! এরূপ কৃতঘ্ন লোকের সঙ্গ ত্যাগ করাই ভাল। প্রভু আমাদের সেব্য, এইমাত্র জানি বলিয়াই প্রভুর সেবা করি, অন্য কারণে নহে। প্রভু আমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবেন, এজন্য প্রভুর তোষামোদ প্রভুভক্তি নহে, ইহা প্রভুকে বঞ্চনা মাত্র। আর সাধারণ সুখভোগ ত্যাগ করিয়া নিজে প্রভু হইয়া বসিবার যে যত্ন, তাহা আরও ভয়ানক! আমি কিন্তু ভাই, ওরূপ কোন ভোগের বা ভোগের সঙ্গে দুঃখ যে আছে, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য স্বয়ং প্রভু হইবার বাসনা করি না। আমি আমার মনিবের চাকর—উহাই আমার নিজের পরিচয়। আমার মনিবের বাড়ীর লোকজনের —আত্মীয়-স্বজনের সেবা করিতেই আমি ভালবাসি। তার বিনিময়ে কিন্তু আমি এক কাণা কড়িও চাই না, তাই মনিব আমার আর তাঁর প্রিয়জনেরা —বড়ই দয়ালু ও উদার তাঁরা—এ দীনহীনের সমান্য অযোগ্য সেবাটুকু প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া আমাকে তাঁদের সেবা থেকেএকেবারে বঞ্চিত করেন না—তাতেই আমি কৃতার্থ, আমার জীবন সার্থক। ওরাও সুখ চাচ্ছে, কিন্তু খাঁটি সুখ অর্থাৎ প্রভুর প্রীতিটুকু পায় না, কেন না, ওরা দুই জনেই 'আমার ভারে ভোলা' চায়।" বলিতে বলিতে স্বীয় প্রভুর

উদারতা ও নিজের দীনতার কথা চিন্তা করিয়া হরিদাসের গর্ব্বস্ফীত বুক খানার উপর এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। হরিদাস চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তার কথাগুলি আমাদের বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। প্রথমোক্ত চাকরটী প্রকৃত পক্ষে খাঁটি চাকর নহে,—পরন্তু বণিক মাত্র, সে যা' কিছু করবে, উল্টে তার বদলে সে কিছু প্রতিদান চায়। এই রকম হচ্ছে ফলভোগকামী কর্ম্মকাণ্ডীর দল কর্ম্মিগণ। ইহারা বাস্তবিকপক্ষে কখনই ভগবানের সেবা করে না, যদিও বাহিরের দিক্ থেকে তারা যেন ভগবানেরই সেবায় ব্যস্ত, এইরূপ দেখা যায়; আর সেই জন্যই বোকা লোকেরা তাদের বাহিরের কর্ম্মঠতা দেখে তাহাদিগকে ভক্ত ব'লে মনে করে আর ঠকে। দ্বিতীয় চাকরটীর বস্তুতঃ মনিবের কোনও গুণই নাই, কিন্তু এমনই সে নিমক হারাম ও কৃতঘ্ন যে, উল্টে মনিবের আসনেই বস্‌তে চায়। সে বাহিরে খুবই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়, অন্তরে 'মনিব হব' এই কালকূট-বুদ্ধি। এই কালকূট আকণ্ঠ পান ক'রে একেবারে স্মৃতি-বিভ্রম, বুদ্ধিনাশ—শেষে মৃত্যু! এই রকম নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানীর; দল, তাঁরা যতই বৈরাগ্য দেখা'ক্, প্রথমে পাঁচটী দেবতা খাড়া ক'রে তাঁদের পূজার ঘটা দেখায়, শেষে সেই পাঁচটী দেবতার (বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্রের) বিসর্জ্জনের পর অর্থৎ তাঁহাদিগকে ভেঙ্গে চুরে, নিজেদের ব্রহ্মাভিমান প্রতিষ্ঠা করে। তাঁরা সংসারও ভোগ করে না, ব্রহ্মও হ'তে পারে না। এই দুই রকম জীবের কোন জীবই কিন্তু ভক্ত অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবক নহে, উহারা অভক্ত। আর শেষোক্ত লোকটীর মতই ভগবদ্ভক্ত নিজের সর্ব্বস্বটুকু নিঃশেষে নিত্য-আরাধ্য প্রভু ভগবান্ শ্রীহরির ও তাঁহার নিজ জনের পাদপদ্মে নিবেদন ক'রে নিরন্তর এক অপূর্ব্ব অনাবিল সেবানন্দ-সুখ-স্রোতে ভাসিতে থাকে। সুধি পাঠক! আসুন্ আমরাও এই আদর্শে নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করি—দেখিবেন কত সুখ, কত শান্তি—সেই শান্তি অশান্তির পরিণাম নয়, পরন্তু অখণ্ড নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ও শাশ্বতী।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা।

শ্রীনবদ্বীপপরিক্রমা-

আয় ব্যয় তালিকা।

৪৩৫ শ্রীচৈতন্যাব্দ, সন ১৩২৮ সাল।

আয়ের তালিকা।

গোলোকগত প্রিয়দাস বাবাজী সংগৃহীত	২০১৲
শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, যাত্রীদের অস্থায়ী আশ্রয় নির্ম্মাণের জন্য	১০০৲
শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয়দাস অধিকারী, ধানবাদ	৮০৲
„ শ্যামদাস ব্রহ্মচারী বরিশাল	৫০।৵০
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ ঢাকা মৈমনসিংহ	৪৮৷৷৶০
শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী ভক্তিসিন্ধু, খুলনা	৪৮৲
„ ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবহাটা	৩৩।০
„ শ্রীনাথদাস অধিকারী যশোহর বিনোদপুর	২৮৲
„ মদনমোহন দাস অধিকারী বরহমগঞ্জ	২৫৲
২০৲ টাকা হিসাবে ৩ জন	৬০৲

১। শ্রীযুক্ত হরিদাস বনচারী, রাঢ়দেশ ২। শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ, নৈহাটী ৩। শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস দেবশর্ম্মা বসিরহাট ধান্যকুড়িয়া।

১। শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল রায় নাসিগ্রাম ১৭৲

১০৲ টাকা হিসাবে ২ জন ৩০৲

১। শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ আমলাঘোড়া ২। নবদ্বীপচন্দ্র নন্দী, বাগদাপপটী মেদিনীপুর।

গোলোকগত রাধারমণদাস অধিকারী সংগৃহীত ১৪৬৶০

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ধানবাদ, ১৪॥০

" রাধানাথ দাস অধিকারী, রাঢ়দেশ ১২৻১৫

" অপ্রাকৃতদাস অধিকারী, ধানবাদ ১২৲

১০৲ টাকা হিসাবে ৭ জন ৭০৲

১। ডি, এন, বল্লভ, শ্যামবাজার ২। শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি এল উকীল যশোহর ৩। নীলাম্বর সাহা ঝালকাটী ৪। হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি এল ৫। আশুতোষ আঢ্য রামজীবনপুর ৬। শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র, জোড়াবাগান কলিকাতা ৭। শ্রীমতী বসন্ত কুমারী দে ও ক্ষীরোদা সুন্দরী দত্ত ভাটারকান্দি, বরিশাল।

শ্রীযুক্ত দামোদর দাস ব্রহ্মচারী মাউগাছি ৮৶০

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী সাং চাঁপাহাটি ৮৴০

৭॥০ টাকা হিসাবে ২ জন ১৫৲

১। শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ বসু জমিদার কায়গ্রাম ২। শ্রীযুক্ত সুবর্ণ কৃষ্ণ চৌধুরী চাগুলি

৭৲ টাকা হিসাবে ২ জন ১৪৲

১। শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সাহা বাজে খড়িকা ২। শ্রীযুক্ত কালিপদ বসু মণিরামপুর।

৬৲ টাকা হিসাবে ২ জন ১২৲

১। শ্রীযুক্তা গগনতারা সেন কালীতারা সেন ঢাকা ২। শ্রীযুক্ত জগত্তারা সেন, ঢাকা।

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বর্দ্ধমান ৫৶০

৫৲ টাকা হিসাবে ১১ জন ৫৫৲

১। রাধাকান্ত দাস, ঢাকা ২। নৃপেন্দ্রবালা চৌধুরাণী ৩। প্রিয়তমা বসু ৪। উপেন্দ্র নাথ দাস, বাঁকুড়া ৫। অভয়চরণ পোদ্দার ৬। কুমুদ কান্ত ভৌমিক ৭। বসন্ত কুমার পাল ৮। শ্রীমতী প্রভাবতীর মাতা ৯। হৃদয়কৃষ্ণ দাস ১০। মণীন্দ্র নাথ মণ্ডল নাদনঘাট ১১। শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী

৪৲ টাকা হিসাবে ৪ জন ১৬৲

১। চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায় মূলগ্রাম ২। সতীশচন্দ্র বসু ৩। প্রবোধানন্দ দাসাধিকারী ৪। নেপাল চন্দ্র দত্ত।

স্বর্ণময়ী দাসী ৩।০

৩৲ টাকা হিসাবে ৫ জন ১৫৲

১। প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২। গৌরশ্যাম মহান্তী ৩। নবদ্বীপচন্দ্র দাস ভক্তিভূষণ ৪। রামনারায়ণ দাস অধিকারী ৫। সর্ব্বজয়া সেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ কর্ম্মকার ২।০

২৲ টাকা হিসাবে ৩৩ জন ৬৬৲

১। সৈয়দ বদর মিঞা ২। রাম রঞ্জন ঘোষাল ৩। হরনাথ ঠাকুর ৪। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ৫। ভবানী চরণ সেন ৬। এক কড়ি রায় ৭। বিহারি লাল মোদক ও দাশরথি মোদক ৮। পূর্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯। সরযূবালা গুপ্তা ১০। নিতাই সেবক সাহা ১১। সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২। দেবেন্দ্র নাথ মিত্র ১৩। মোহিনী দাসী ১৪। শিব চন্দ্র শীল ১৫। বাঁকাশ্যাম ঘোষ ১৬। ভগবান দাস ১৭। ঝণ্টু চরণ দাস ১৮। রজনী কান্ত দাস ১৯। মৃত্যুঞ্জয় পাল ২০। কালিচরণ সাহা ২১। দুর্গাচরণ মালাকার ২২। প্রাণকৃষ্ণ দে চাগুলী ২৩। হরিদাস

গুপ্ত ২৪। যোগেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক ২৫। ভগবান দাস মহান্ত ২৬। মহারাজ ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ নসীপুর ২৭। ব্রজভূষণ গুপ্ত ২৮। দুর্গাচরণ সাহা ২৯। শশিমোহন সাহা ৩০। বিহারী লাল সাহা ৩১। হরি মোহন নগেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী ৩২। প্রহ্লাদ চন্দ্র পাল ৩৩। কেদার নাথ রায়।

শ্রীযুক্ত	বিনয়কৃষ্ণ সিংহ	১॥৵০
"	ভোলানাথ দত্ত	১॥০
"	কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১॥০
"	গুণেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ চৌধুরী	১।০
১৲ টাকা হিসাবে ১৪৫ জন		১৪৫৲

১। বঙ্কিম চন্দ্র কর ২। জয়গোপাল বসু ৩। গৌরহরি দাস ৪। মন্মথনাথ দাস ৫। বিষ্ণুদাস অধিকারী ৬। বরদাপ্রসাদ কাব্যতীর্থ ৭। ইন্দু ভূষণ দাস ৮। ব্রজবাসিনী দেবী ৯। কালিপদ সেন ১০। হরিপদ মুখোপাধ্যায় ১১। নৃসিংহ প্রসাদ মিত্র ১২। গুরুদাস ব্যানার্জী ১৩। বামাপদ চট্টোপাধ্যায় ১৪। রামরেণু সরকার ১৫। বিষ্ণুপদ দে ১৬। সীতানাথ দে ১৭। বিন্দুবাসিনী দেবী ১৮। জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী ১৯। পঙ্কজিনী দেবী ২০। কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় ২১। নটবর দত্ত ২২। কেশব দাস ২৩। হিতলাল দে ২৪। উপেন্দ্র নাথ হাজরা ২৫। হংসেশ্বরী দেবী ২৬। গোলোক চন্দ্র গঙ্গারাম পাল ২৭। গঙ্গাপ্রসাদ পাল ২৮। গোপীনাথ মদনমোহন সাহা ২৯। বেণীমাধব সাহা ৩০। চন্দ্র কুমার সাহা ৩১। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র সাহা ৩২। গোবিন্দ, দুর্গাচরণ, সদানন্দ সাহা ৩৩। দাশুরাম পরীক্ষিতচন্দ্র সাহা ৩৪। আনন্দচন্দ্র সাহা ৩৫। গোবিন্দচন্দ্র সাহা ৩৬। গুরুপ্রসাদ চণ্ডী প্রসাদ সাহা ৩৭। জানকী নাথ পাল ৩৮। রাধাবল্লভ সাহা ৩৯। শ্যামাদাস বাচস্পতি কবিরাজ ৪০। প্রাণকৃষ্ণ রাণা ৪১। মদনগোপাল রায় ৪২। সরলাবালা মিত্র ৪৩। ভুজঙ্গভূষণ মিত্র ৪৪। যামিনী কান্ত মিত্র ৪৫। হৃদয় নাথ দত্তের মাতা ৪৬। পটেশ্বরী দাসী ৪৭। বিষ্ণুদাস প্রামাণিক ৪৮। লক্ষ্মীমণি দাসী ৪৯। সীতানাথ সাহার শাশুড়ী ৫০। সতীশ চন্দ্র সাহার মাতা। ৫১। সনাতন ব্রহ্মচারী ৫২। প্রতাপচন্দ্র রায় ৫৩। জলধর সাহা ৫৪। সীতানাথ সাহার মাতা ৫৫। বলরাম খাঁর মাতা ৫৬। ক্ষীরদা সুন্দরী দাসী ৫৭। জগৎচন্দ্র শশীভূষণ রায় ৫৮। কানাই লাল রায় ৫৯। ধীরেন্দ্র নাথ সরকার ৬০। নিবারণ চন্দ্র দত্ত ৬১। অনন্ত কুমার পোদ্দার ৬২। পূর্ণচন্দ্র সাহা ৬৩। বিধু ভূষণ ভৌমিক ৬৪। সীতানাথ দত্ত ৬৫। যোগেন্দ্র নাথ কর্ম্মকার ৬৬। ক্ষুদিরাম কুণ্ডু ৬৭। হৃদয় নাথ সাহা ৬৮। শশীমুখী দাসী ৬৯। ক্ষীরোদ বাসী সাহা ৭০। শশীভূষণ ভৌমিক ৭১। রাজেন্দ্র নাথ কুণ্ডু ৭২। কৈলাসচন্দ্র সাহা ৭৩। মহাদেব পোদ্দার ৭৪। স্বর্ণময়ী দাসী ৭৫। সৌদামিনী দাসী ৭৬। প্রসন্ন গোপাল রায়ের মাতা ৭৭। মনোমোহিনী দাসী ৭৮। অযোধ্যা মাধব সাহা ৭৯। সতীশচন্দ্র দে ৮০। মানদাসুন্দরী দেবী, মঙ্গলখর বৰ্দ্ধমান ৮১। দেবেন্দ্র নাথ চন্দ্র দাঁইহাট ৮২। গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং ঐ ৮৩। অমরেন্দ্র নাথ মিত্র চাগুলী ৮৪। শশাঙ্কশেখর চৌধুরী বেলুড় ৮৫। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাবাসন ৮৬। ভোলা নাথ চট্টোপাধ্যায় মাধুদপুর ৮৭। প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ ৮৮। শশিভূষণ মজুমদার রাইগ্রাম ৮৯। রাখাল দাস দালাল নাদনঘাট ৯০। বিশ্ব

নাথ সেট ঐ ৯১। ননীগোপাল মল্লিক ঐ ৯২। সতীশ চন্দ্র কোঙার বেগুনপুর ৯৩। ক্ষেত্রনাথ অধিকারী দাঁইহাট ৯৪। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নেহাল পুর যশোহর ৯৫। যতীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস দাঁইহাট ৯৬। হরিপদ বন্দোপাধ্যায় চাণ্ডুলী ৯৭। রাজেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ঐ ৯৮। বিনয় কুমার রায় চৌধুরী ৯৯। যদুনাথ দত্ত বণিক ১০০। নবকিশোর অভয়া চরণ সাহা ১০১। [illegible] দাস ১০২। মদন চন্দ্র সাহা ১০৩। মুকুন্দ [illegible] ১০৪। সাধুচরণ পোদ্দার ১০৫। ডাক্তার রসিক লাল সেন মজুমদার ১০৬। ভৈরব চন্দ্র বণিক ১০৭। ভাগবত বণিক ১০৮। ললিতমোহন বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা ১০৯। গুরুচরণ মহেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ১১০। বৃন্দাবন ব্রজকিশোর জগদ্বন্ধু রায় ১১১। ব্রজকিশোর জনকরায় ১১২। রাধামোহন সরদার ১১৩। কৃষ্ণমোহন সাহা ১১৪। কুঞ্জবিহারী কুণ্ডু ১১৫। কৈলাসচন্দ্র পাল ১১৬। কুঞ্জবিহারী পাল ১১৭। রামকানাই ভূঞা ১১৮। পঞ্চানন সিকদার ১১৯। ক্ষীরোদ লাল সাহা ১২০। হরেন্দ্র নাথ পাল ১২১। রাজমোহন মজুমদার ১২২। মতিলাল কাপুড়িয়া ১২৩। উদয়চন্দ্র বসু ১২৪। হৃদয়নাথ সাহা ১২৫। সীতানাথ বসু ১২৬। দীনবন্ধু সাহা ১২৭। দীনবন্ধু রায় ১২৮। ভাগাধর সাহা ১২৯। নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় ১৩০। মুরলীমোহন সেন ১৩১। রায় নিত্যচরণ নাগ বাহাদুর ১৩২। ভুবনচন্দ্র দাস ১৩৩। সুধাংশু শেখর খাঁকৃচি ১৩৪। কৃষ্ণপদ দত্ত ১৩৫। যোগেন্দ্রনাথ সেন ১৩৬। রাধিকা প্রসাদ দত্ত ১৩৭। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৮। ননীপদ সাহা ১৩৯। পার্ব্বতী দাস রায় ১৪০। রাণী সরোজিনী দেবী ১৪১। ত্রৈলোক্যনাথ সাহা ১৪২। ত্রৈলোক্যনাথ কুরী ১৪৩। ইন্দ্রভূষণ ভৌমিক ১৪৪। রাজেশ্বর সাহা ১৪৫। পূর্ণ চন্দ্র সাহা

খুচরা আদায়	৫০॥৵০
উদ্বৃত্ত দ্রব্যবিক্রয়	২।৶০
হাওলাত জমা	২৮৪৶০
	১৫৫২॥৵১৫

চাউল সংগ্রহ (বর্দ্ধমান)

শ্রীযুক্ত [illegible] কুণ্ডু সাং দেন্দুড়	২/০
,, [illegible] বসু জমীদার কায়গ্রাম	২/০
,, তারাপদ সিংহ জমীদার নাদনঘাট	১/০
,, প্রহ্লাদচন্দ্র মোদক সাং ঐ	১/০
,, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল সাং ঐ	১/০
,, নকুড়চন্দ্র সাঁই সাং ঐ	১/০
,, শশীমোহন মহান্ত কায়গ্রাম	১/০
,, সত্যকিঙ্কর কুণ্ডু সাং দেন্দুড়	১/০
,, হরিপ্রসন্ন দে সাং মালতীপুর	১/০
,, নরেশচন্দ্র মিত্র বি, এ, ম্যানেজার ভোগেল পাড়া রাইস্ মিল্	১/০
,, কিশোরীমোহন সিংহ ভোজপুর	১/০
,, হরিপদ রেজ কুসুমগ্রাম	১/০
,, ভূদেবচন্দ্র পাল জমীদার রাইপুর	১/০
,, গোষ্টবিহারী কুণ্ডু কালুই	১/০
,, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভোজপুর	১/০
,, তিনকড়ি সিংহ, জমীদার ভোজপুর	১/০
,, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সিংহ ভোজপুর	৸০
,, ভোলানাথ দত্ত সাং ঐ	৸০
,, চন্দ্রভূষণ দত্ত সাং ঐ	॥০
,, রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল মালডাঙ্গা	॥০
,, রাধনলাল চক্রবর্ত্তী খাঁপুর	॥০
,, যুগলচন্দ্র প্রামাণিক নাদনঘাট	॥০
,, হরিদাস মিস্ত্রী পুরুলিয়া	॥০

শ্রীযুক্তউপানন্দ রায় কুসুমগ্রাম	॥০
,, প্রাণকৃষ্ণ দে চাণ্ডুলী	॥০

সংগৃহীত।

ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মন্ত্রেশ্বর	২/০
,, মাখনলাল চক্রবর্ত্তী খাঁপুর	।০
,, আউলচন্দ্র কুণ্ডু দেমুড়	২/০
,, হরিপ্রসন্ন দে জমীদার মালতীপুর	৸০
,, হরিপদ রেজ কুসুমগ্রাম	৪/০
,, সুবর্ণকৃষ্ণ চৌধুরী চাণ্ডুলী	২/০
,, মৃত্যুঞ্জয় গোঁ হেড্‌মাষ্টার পুঁটসুরী	১॥০
,, অঘোরচন্দ্র বাকৃচী চণ্ডীপুর	৸৫
,, রমাপ্রসাদ বসু কায়গ্রাম	১৫
,, ভবতারণ মালাকার ঐ	॥০
,, রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল মালডাঙ্গা	১॥০
,, শিবনাথ মুখার্জ্জী মামুদপুর	১॥০
,, নিতাইপদ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র	১৸২
মোট	৪৩/২

আলু-সংগ্রহ

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল নাদনঘাট	১/০
,, শ্যামাপদ সিংহ জমীদার সাং ঐ	১/০
,, প্রতাপচন্দ্র মোদক সাং ঐ	॥০
,, আউলচন্দ্র কুণ্ডু দেমুড়	।০
,, প্রাণকৃষ্ণ দে	/৫
খুচরা সংগৃহীত	৫।০
মোট	৮/৫

কলাই-সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, নাদনঘাট	।০

খরচ

চাউল	৭২৲
ডাল	৫৫৷১০
সরিষার তৈল	২৭৸/১৫
লবণ	১॥০
বাজার তরকারী ইত্যাদি	৩৫৯/২॥
ময়দা	৩১৸০
চিনি গুড়	১২৵১০
ঘৃত	৮৫॥০
চিড়ে	৭৲
দধি	৮৪।০
মেটে বাসন	১৬৸/৫
কাঠ	৩৩।০
আলোক	২০৶০
মৃদঙ্গ করতাল	৩৪॥৶০
নিশান	৫৵১০
পাতা	৯॥১০
গ্রন্থ বিজ্ঞাপনাদি ছাপাই	১৯১॥০
পাথেয়	৯০৸০
ডাক খরচ	২৬৵১৫
বিবিধ	৯৯৶১৭॥
যাত্রীদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী আশ্রয় নির্ম্মাণ	২৮৯৲
	১৫৫২॥৵১৫

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি।
শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ,
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম্‌এ, বি, এল্‌
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকত্রয়।

ভবঘুরের উক্তি।

কোথা হে ব্রহ্মচারি ভায়া, বড়দিনের বাজারে তোমাদের এদিকে বড় আসতে পারিনি বলে' অনুযোগ কোরেছিলে, তাই আজ এলুম। ও ধারে এক্জিবিশন পুড়ল, এদিকে গগায় কংগ্রেসের শ্রাদ্ধ ছিল, তাও মিটল। আর সার্কাস, পাঁচ জায়গায় যাতায়াত নিয়েই ব্যস্ত ছিলুম, তাও শেষ হয়ে গেল। আমি ভবঘুরে জান ত? ঘরে বোসে ত' আর থাকৃব না, যেখানে লোকের ভিড়, সেইখানেই আমি। এই যে ট্রাম বন্ধ, এতেও আমার নিস্তার নেই, আমি আশে পাশে সর্ব্বত্র। সে দিন কুষ্ঠের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি ঐ পাবনার কথক ভায়ার সম্বন্ধে এক মজার খবর দিলেন। তাতে আমার এক গল্প মনে পোড়ে গেল। একজন পণ্ডিত এক গ্রামে গিয়ে টোল খোলবার যোগাড়ে বেরিয়েছেন। গ্রামের লোকেরা বললে, আচ্ছা ঠাকুর দাঁড়াও, তুমি কেমন পণ্ডিত, দাদাঠাকুরকে দিয়ে তোমার একবার পরখ করে দেখি। এই ব'লে দাদাঠাকুরকে এনে খাড়া কোরে দিলে। দাদাঠাকুর এসেই পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস কল্লেন, 'বল ত', ভায়া, রামের বাপের নাম 'কি?' দশরথ। 'আচ্ছা' দশরথের বাপের নাম কি?' অজ। 'অজের বাপের নাম?' রঘু। 'রঘুর বাপের নাম?' দিলীপ। 'দিলীপের বাপের নাম?' পণ্ডিতটী প্রশ্নের ধারা দেখে চোটে গ্যাছেন। মূর্খের সঙ্গে কি বিচার কর্বেন? বল্লেন, 'জানি না'। এই যাই বলা, আর চারদিকে হাততালি। 'ওঃ এই পণ্ডিত! এই পণ্ডিত টোল খুলবে?' পণ্ডিত ত' অবাক; দেখে শুনে' অন্য গ্রামে গিয়ে টোল খুললেন। সেখানে ছাত্রদের মাঝে তিনি একদিন ঐ গল্পটা করেন। একজন ছাত্র দাদাঠাকুরের পাণ্ডিত্য দেখতে সেখানে হাজির। 'মশাই, দশরথের বাপের নাম কি?' এগার রথ। 'তার বাপের নাম?' বার রথ। 'তার বাপের নাম?' তের রথ। ক্রমে একশ' রথ, দু-শ' রথ, হাজার রথ পর্য্যন্ত চলল। ছাত্র আর প্রশ্ন কর্ত্তে না পেরে থেমে গেলেন। দাদাঠাকুরের ত জয়-জয়কার! দাদাঠাকুর বুক ফুলিয়ে বলতে লাগল—'তোমার পণ্ডিত কোন কাজের নয়। আমি কত বড় বিদ্বান্, দেখলে?' ছাত্রটী এক বুদ্ধি ঠাউরে বললেন, 'আপনি খুব বড় পণ্ডিত। আপনার গোলার একমুঠো ধান দি'ন্। ঐ ধানের ভাত খেলে এমনি হওয়া যায়।' এই যাই বলা, আর 'আমায় একমুঠো' 'আমায় একমুঠো'—রবে চারদিকে হুলস্থূল পড়ে' গেল। ছুটোপাটি কোরে মরাই ফরাই ভেঙ্গে চুরে দাদাঠাকুরের বছরের খোরাক লুঠপাঠ কোরে সব নিয়ে গেল। ছাত্রটী ততক্ষণ পগার পার। আমাদের কথক ভায়াও সেই এগার বার রথের মত কোরে এসে কুষ্ঠের গল্প জুড়ে দিয়েছেন—'আমরা এক ফন্দি কোরে খুব জিতেছি।' যাঁর কাছে বলেছেন, তিনি তোমাদের মুখে কথা কিছু কিছু শুনেছেন, তিনি ত' তাঁকে উড়িয়েই দিয়েছেন। তবে ঐ ছাত্রটীর মত বুদ্ধি কোরে ভায়ার বুদ্ধির প্রশংসা কর্ত্তে পেরেছেন কিনা এখনও খবর পাইনি। তাহ'লেই ভায়ার ঠিক জ্যায়সা কা ত্যায়সা হোত। যাক্। আর এক কথা। ক'দিন একমূর্ত্তি দেখছিলুম বড় মজাদারি। মূর্ত্তিটী এদিকে লোক মন্দ নয়, কিন্তু কি জানি ভাই, তিনি যা' করেন, তোমাদের

ভাগবত শাস্ত্রের তা' মঞ্জুর কিনা! আমি ভাই তোমাদের মঠে যা' শুনিছি, তা'তে মনে হয়, তাঁর চাল চলন, আচার ব্যাভার যেন কেমন কেমন! একদিকে তিনি ছাগেশ্বরী তনয়ের দেহেতে নিজের দেহের পুষ্টি কর্ত্তে মজবুত! আর একদিকে এক হলুদ আলখেল্লা পোরে বাউল সেজে সেটীর ওপর গৌরসুন্দরের মূর্ত্তি আষ্টে পিষ্টে ছেপেচেন। মূর্ত্তি তাঁর পা পর্য্যন্ত নামিয়েছেন। আর তাঁর খুব প্রেম, পুরুষ-নারী বিচার নাই, যাকে তাকে দেখ্‌লেই হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, নামের অপরাধ বিচার করেন না। তোমরা কিন্তু শাস্ত্র দেখিয়ে নামাপরাধের বিচার কর। তিনি কিন্তু তাতে নারাজ। লোকেও তাঁকে বেশ ভালবাসছে। কেন না, লোকে শাস্ত্রের বাঁধন মান্‌তে চায় না, তিনিও তাই। তাতে তাঁকে ভাবে ডগমগ দেখে' তারা গোলে' যায়। সাধারণ লোকের বিচারই এই। যেখানে সেখানে যত মন গড়া "সাধু" ওঠে, একটা নতুনতর রকম দেখায়, আর একটা অবতার ফবতার বলে' জাহির হ'বার চেষ্টা করে, বোকা লোকগুল'কে ঠকিয়ে, ফাঁকি দিয়ে বশ কোরে তারা দল টল জোটায় বড় মন্দ নয়। লোকগুলো কি এমনই বোকা, গা! শাস্ত্র টাস্ত্র ফেলে দিয়ে বুজ্‌রুগীকে ভক্তি মনে কোরে ফাঁকিতে পড়ে। যারা সংসারের খুব চালাক লোক, তারাও ঠক্‌ছে গা! এ এক মজা। এ সেই শিয়ালের একশ' বুদ্ধি হাতীর এক বুদ্ধির কাছে জখম। দুনিয়ার এত চালাকি কিন্তু গুরুর ভণ্ডামির কাছে কেঁচো! আর এক খবর শুনেচ হে ভাই? "শারদাপীঠের শঙ্করাচার্য্য" জেলে যাবার সময় কি গ্রন্থ নিয়ে গিয়েছিলেন, তা' জান হে?—"শ্রীমদ্ভাগবত" আর কিছু নয়, তোমরা যে গ্রন্থকে ভগবানের শরীর বল, সেই শ্রীমদ্ভাগবত! দেখ্‌চি শঙ্কর মতের শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত মানচেন, আর তাঁর কাম-বড়া কতকগুলি চেলা কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মত মান্‌তে একদম নারাজ। তবে ভাই, এটাও ঠিক ওঁরা শ্রীমদ্ভাগবত পড়্‌লেও ভক্তির রাস্তায় চল্‌তে চান না। কেন না, ওঁরা চশমা খুলে রেখে পড়েন না। দণ্ডবৎ ভায়া। ঠাকুর মহাশয় কি মায়াপুর থেকে ফিরেছেন? তাঁর চরণে অগুন্‌তি দণ্ডবৎ জানিয়ো।

ভারতীয়।

গয়া কংগ্রেস ও বড়লাট:—বড়লাট লার্ড রেডিং "এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের" সাংবৎসরিক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভায় তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। ভারতবর্ষের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বড়লাট সাহেব অনেক কথাই বলিয়াছেন। বক্তৃতার একাংশে তিনি গয়া কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা গয়া কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। লাট সাহেব বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলিবেন না, কারণ এই সকল প্রস্তাব যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধিবাসীদিগের কোন সংশ্রব নাই। কিংবা যাঁহারা ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের সহিত ও ইহার কোন সংশ্রব নাই। তিনি আরও বলেন যে, এই সকল ভীতি প্রদর্শনে গবর্ণমেণ্ট একটুও

ভয় পাইবেন না। আর এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট খুব খরতর দৃষ্টি রাখিবেন এবং যদি কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহা দমন করিবার জন্য পার্লামেণ্ট সকল প্রকারে চেষ্টা করিবেন! লাট সাহেব আশা করেন যে, যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কর্ত্তব্যপরায়ণ ভারতবাসীগণ সকলেই এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবেন।

কলিকাতায় ভূপেন্দ্রনাথ:—গত মঙ্গলবার বৈকালে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বোম্বাই মেলে হাওড়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ট্রাম ধর্ম্মঘট:—কলিকাতা করপোরেশন, চেয়ারম্যান মল্লিক মহাশয়ের মুখ দিয়া বলিয়াছেন যে, এ ব্যাপারে করপোরেশনের কোন ক্ষমতাই নাই! কোম্পানীর সঙ্গে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত করপোরেশনের চুক্তি আছে; সেই চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে করপোরেশনের হাত পা বাঁধা—ইঁহারা কোম্পানীকে ট্রাম চালাইতে বাধ্য করিতে পারেন না—বড় জোর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কয়েক শত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন।

গবর্ণমেণ্ট:—কম্যুনিক বা ইস্তাহার জারি করিয়া বলিতেছেন যে, ধর্ম্মঘট ব্যাপারে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না—কেন না, ধর্ম্মঘটকারীদের প্রধান অভিযোগ এই যে, কোম্পানী বিনা কারণে কয়েকজন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কোম্পানী ও তাহার কর্ম্মচারীদের ঘরোয়া ব্যাপার লইয়া কোন গণ্ডগোল করিতে চান না।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন:—সহযোগী 'অমৃতবাজার' পত্রিকা খবর দিতেছেন যে শীঘ্রই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি বিল উপস্থিত করা হইবে। এই বিল দ্বারা নাকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতি যেটুকু স্বাধীনতা আছে, তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন প্রণালীরও পরিবর্ত্তন হইবে। এই বিল পাশ করিবার সময় সেনেট বা সিণ্ডিকেট সভারও কোন মতামত নাকি গ্রহণ করা হইবে না। স্যাডলার কমিশনে যে সমস্ত প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা নাকি এই বিলে ধামা চাপা পড়িবে। বাঙ্গালার গবর্ণর এই বিল উপস্থিত করা সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে একমত বলিয়া প্রকাশ।

পরলোকে সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর:—গত সোমবার রাত্রে মনীষী সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র ছিলেন। ভারতবাসিগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথম সিভিলিয়ান। তিনি বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বোম্বাইয়ে চাকরী করেন, পরে কিছুকাল জজিয়তী করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটকালে সহাধ্যায়ী ছিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা চিরদিন অটুট ছিল। আমরা বিগত আষাঢ় মাসে তাঁহাকে পুরীর শ্রীপুরুষোত্তম মঠে পুর-মহিলাগণ সহ নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিবা হৃষ্টচিত্ত হইতে দেখিয়াছি। তিনি খুব সাহিত্যরসিক ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

ডাক্তার সার সপ্রু :—ডাঃ তেজবাহাদুর সপ্রু এলাহাবাদে প্রত্যাগমন করিলে স্থানীয় উকীল সম্প্রদায় তাঁহার নব-উপাধি লাভ ও পুনরায় ওকালতী আরম্ভ হেতু তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

গো-হত্যা-নিষেধাজ্ঞা :—হায়দ্রাবাদের মাননীয় নিজাম বাহাদুর তাঁহার রাজ্যে গো-হত্যা নিষেধ-সূচক এক ফর্ম্মাণ জারি করিয়াছেন। এই জন্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজের নেতৃত্বে হায়দ্রাবাদ-বাসী হিন্দুগণ একটী সভা করিয়া নিজাম বাহাদুরকে নিজেদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আফগানিস্থানের আমীর বাহাদুরও স্বীয় রাজ্যে গো-হত্যা নিষেধ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া হিন্দু প্রজাবর্গের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমরা আশা করি ভারতবাসী মুসলমান সম্প্রদায় ইঁহাদের অনুসরণে গো-হত্যা বন্ধ করিবেন।

রয়েল কমিশন :—ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, ভারতস্থ ইংলণ্ডীয় আই, সি, এস গণের বেতন ভাতা ইত্যাদির আরও সুবিধা করা যায় কিনা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ভারত সচিব একটী রয়েল কমিশন শীঘ্রই ভারতে প্রেরণ করিবেন। সম্প্রতি দিল্লী হইতে একটি ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, এই সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য নহে।

পিয়ন বনাম হাকিম :—হুগলীর ডেপুটি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পাখা টানিতে আপত্তি করিয়াছিল বলিয়া কালেক্টরীর পিয়ন অবিনাশ চন্দ্র সরকারকে সসপেণ্ড করেন। বিভাগীয় কমিশনার পিয়নকে পুনরায় স্বপদে বাহাল করিয়াছেন এবং ডেপুটী বাবুকে এই জন্য ধমকাইয়া দিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মে পুনরাগমন :—স 'নবযুগে' প্রকাশ, মিঃ নাটেসান্ মাদ্রাজ ত্রিচিনোপলীর মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। এতদিন খ্রীষ্টধর্ম্মের তত্ত্ব লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া তাহাতে কোন সত্যের সন্ধান না পাইয়া সম্প্রতি তিনি শাস্ত্রীয় বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ গ্রহণ করিয়াছেন।

চৌরীচৌরার মামলার রায় :—চৌরীচৌরা মামলার ২২৮ জন আসামীর মধ্যে ৬ জন জেলে মারা গিয়াছে ও ১ জন বেশী আহত হওয়ায় তাহাকে হাজত হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, ৪৭ জন বে-কসুর খালাস পাইয়াছে, ২ জনের ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও বাকী ১৭২ জনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

বিশ্বভারতী সম্মিলন :—সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোক-গমনে গত বুধবার রামমোহন লাইব্রেরীতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ হয় নাই। সম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত রহিল।

বাল-বিধবা সভা :—গত রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে বালবিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটী সভা হয়। শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী সভাপতি ছিলেন। সভাপতি ও অপর কয়েকজন বক্তা বিধবা বিবাহের অনুকূলে ও কতিপয় পণ্ডিত তাহার প্রতিকূলে বক্তৃতা দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হয়।

প্রকাশানন্দের অভ্যর্থনা :—কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্ত-প্রচারক স্বামী প্রকাশানন্দ ষোড়শবর্ষ কাল পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচার করিয়া আমেরিকা হইতে বঙ্গদেশে পদার্পণ করায় কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। গত ৬ই জানুয়ারী তদুপলক্ষে কলিকাতার ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক বিরাট জনসভা আহুত হয়। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কারাগারে শঙ্করাচার্য্য :—শঙ্করাচার্য্যকে গত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীগণকে যেমন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় তাঁহাকে সেই সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার আহারের জন্য দুধ ও ফলমূলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার খদ্দরের গেরুয়া প্রভৃতি পরিধান করিতেছেন এবং তাঁহার দণ্ড তাঁহার নিকট আছে। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দতীর্থ তাঁহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ করেন। গুরুর আদেশানুসারে তিনি গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভাগলপুরেই অবস্থান করিতেছেন।

সারদা পীঠের নূতন শঙ্করাচার্য্য :—সারদাপীঠের রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শঙ্করাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত স্বামী ভাস্করতীর্থ গত ৫ই তারিখে ভাগলপুর পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি গত শনিবার দীপনারায়ণ সিংহের বাড়ীতে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

পরলোকে কিশোরীলাল :—রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী গত শুক্রবার দিন রাত্রে তাঁহার শ্রীরামপুরের বাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। রাজা কিশোরীলাল অনেক সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনিই বাঙ্গালা দেশে সর্ব্ব প্রথমে গবর্ণরের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হন। ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

নারীশিক্ষা সমিতি :—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, পি, আর, এস্ মহাশয় কলিকাতা সার্কুলার রোডস্থ ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের মেরি কারপেণ্টার হলে সোমবার ৮ই জানুয়ারী হইতে ১৩ জানুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত (বিকাল ৫॥০টার সময়) বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছেন।

নারায়ণগঞ্জে গণ্ডগোল :—চিত্তরঞ্জন তাঁতের আবিষ্কারকর্ত্তা নারায়ণগঞ্জের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় গত ৬ই তারিখে মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারি ও ৪ জন অংশীদারকে অভিযুক্ত করিয়া এক মামলা রুজু করিয়াছেন। আগামী ১৮ই তারিখে মামলার দিন পড়িয়াছে। উপরউক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তাঁহারা জোর করিয়া নগেন্দ্র বাবুর একটী সাইনবোর্ড সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ :—মিস্ এস্থার হলটিন্ জাতিতে খৃষ্টান, বয়স ১৮ বৎসর। তিনি খৃষ্টান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বোম্বাই হিন্দু মিশনারী সোসাইটী কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত এল্, বি, রাজে আচার্য্যের এবং এম্ বি বৈদ্য পুরোহিতের

কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার নূতন নাম শ্রীমতী রাজকুমারী দেবী।

পরলোকে যোগেশ বাবু :—সেকালের দেশ-বিখ্যাত ব্যবসায়ী অক্রুর দত্তের বৃদ্ধ প্রপৌত্র যোগেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় গত মঙ্গলবার রাত্রি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্র সমাজের সকলেরই আদর ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে বিশেষ সমবেদনা জানাইতেছি।

মিঃ বিরলার বক্তৃতা :—মিঃ ঘনশ্যাম দাস বিরলা গত শনিবার কলিকাতার এ্যাংলো গুজরাটী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে সভাপতি-রূপে একটী ছোট বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংশোধন করা আবশ্যক। আমাদিগের অতীতের যাহা ভাল এবং বর্ত্তমান যুগের যাহা ভাল, এই উভয়ের সংমিশ্রণ করিয়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ভারতের যুবকবৃন্দ যাহাতে বাণিজ্য বিষয়ে এবং শিল্প বিষয়ে অধিকতর উন্নত হইতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

বড়লাটের প্রত্যাগমন :—গত ১০ই জানুয়ারী প্রাতে সস্ত্রীক বড়লাট বাহাদুর দিল্লী পৌঁছিয়াছেন।

বৈদেশিক।

জর্ম্মাণ মন্ত্রীর রক্ত চক্ষু :—পারিস বৈঠকে ফরাসী-দিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া জার্ম্মান রাজস্ব সচিব বলিয়াছেন :—আমরা ক্ষতি পূরণের টাকা দিতে গিয়া আত্মহত্যা করিতে পারি না, অতএব আমরা তাহা দিব না। আমরা পৃথিবীর সকল জাতিকেই জানাইয়া রাখিতেছি যে, জর্ম্মাণ জাতি দুর্ব্বল ও অসহায় হইলেও তাহারা পুনরায় চপেটাঘাত সহ্য করিবে না। যদি তাহাদিগকে কেহ চপেটাঘাত করে তাহা হইলে এই অপমানিত জাতি ক্রোধবশে এরূপ তুমুল কাণ্ড বাধাইবে যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিতে পারিবে না এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য ফরাসীই সর্ব্বতোভাবে দায়ী থাকিবে।

ফরাসীর রণসজ্জা :—"ইংলিশ ম্যানের" বিশেষ খবরে প্রকাশ যে, ১৫ই জানুয়ারী জার্ম্মাণীর পঞ্চাশ কোটী স্বর্ণ মার্ক দিবার কথা আছে। জার্ম্মাণ যখন তাহা দিতে পারিবে না, তখন ফরাসী রুঢ় অধিকার করিবার একটী অজুহাত পাইয়াছে। জার্ম্মাণীর যে পরিমাণ জায়গা ফরাসীদিগকে দিবার কথা আছে, তাহাও জার্ম্মাণীর দিবার ক্ষমতা নাই। সে জন্যও ফরাসীগণ আর একটী অজুহাত পাইয়াছে। প্রকাশ যে, বেলজিয়ম ও ইটালী বাহ্যতঃ অথবা তলে তলে ফরাসীকে সাহায্য করিতেছে। ফ্রান্স এখন এসেনে সামরিক আয়োজন করিয়া গত বৃহস্পতিবার উহা দখল করিয়াছে। ৪০ জন ফরাসী এঞ্জিনিয়ার এসেনে গমন করিয়াছেন এবং বিরাট সৈন্যবাহিনী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

পরবর্ত্তী খবরে প্রকাশ, ফরাসীরা রুঢ় প্রদেশ অধিকার করিয়াছে। ডুসেল ডর্ফে বিস্তর ফরাসী-সৈন্য সমাবেশিত হইয়াছে। জর্ম্মাণী এখন পর্য্যন্তও বাধা দেয় নাই।

লুসিটেনিয়ার জের :—বার্লিণের ৮ই জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ জার্ম্মাণী "লুসিটেনিয়া" ডুবাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত ও বাজেয়াপ্ত জর্ম্মাণ সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে দাবিদারগণকে ক্ষতিপূরণ করিতেও প্রস্তুত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৬ই মাঘ, ১৩২৯। | ২২শ সংখ্যা

অসত্যে আদর।

বিজ্ঞবর রায় অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর এম, বি, ই, পূর্ব্বে ঢাকায় পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। সম্প্রতি সে কার্য্য হইতে অবসর লইয়া হরিগুণ-গান-শ্রবণে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ পূর্ব্বে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়া হরিগুণ গান করিতেছেন। উভয়েই সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও ভক্ত। ভক্তিপথ-পথিক অক্ষয় বাবু সম্প্রতি নিমতলায় শ্রীযুক্ত চৌধুরী সতীশ চন্দ্র সাহার বাড়ীতে অবস্থান করেন, কিন্তু শুদ্ধভক্তি-প্রচারক ক্ষীরোদ বাবু শিমুলায় হরিভক্তি-প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কার্য্যালয়েই থাকেন। অক্ষয় বাবুর বাড়ী রাণাঘাটের নিকট একটী পল্লীতে, ক্ষীরোদ বাবুর বাড়ী ঢাকা তড়াগ্রামে। অক্ষয় বাবু কার্য্য হইতে অবসর পাইয়াও পাঠ-শ্রবণোপলক্ষে কিছু দিন আগে ঢাকায় ছিলেন, ক্ষীরোদ বাবু হরিকথা প্রচারোপলক্ষে কলিকাতায় ছিলেন। উভয়েই ভগবদ্ভক্ত বলিয়া লোক-সমাজে পরিচিত। আমরা তাঁহাদের ভক্তির প্রকার-ভেদের কথা আলোচনা করিয়া ভক্তির স্বরূপ জানিব। অক্ষয় বাবু ঢাকায় থাকা কালে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত গোস্বামীনামধারী পাঠক ও গুরু-ব্যবসায়িদের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়া বন্ধুগণের সাংসারিক উন্নতির জন্য সহায়তা করিতে তথায় ছিলেন কি না আমরা জানি না, কিন্তু ক্ষীরোদ বাবু 'শ্রীকৃষ্ণ' সাময়িক পত্রে ভৃতক পাঠকের ও গুরু ব্যবসার দ্বারা সমাজের ক্ষতির কথা জানাইয়া দিতে কলিকাতায় ছিলেন। অক্ষয় বাবু সেই পাঠ-ব্যবসায়িগণের সহিতই সাহা বাবুদের বাড়ীতে

থাকিয়া ভৃতক পাঠক মহাশয়গণের পাঠ-শ্রবণাভিলাষে নিমতলায় থাকেন, ক্ষীরোদ বাবু ভৃতক পাঠকের পাঠ শ্রবণ না করিয়া ব্রাহ্মণের শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া ভৃতক পাঠক দ্বারা শ্রোতৃবর্গের যে ক্ষতি হইতেছে, তাহাই সুষ্ঠুভাবে 'শ্রীকৃষ্ণ' পত্রে সং-সাহিত্যের পাঠকদিগকে জানাইয়া দিতেছেন। অক্ষয় বাবু স্বয়ং পাঠক নহেন, শ্রোতা; ক্ষীরোদ বাবু স্বয়ং লেখক ও শুদ্ধভক্তির প্রচারক। সহৃদয় অক্ষয় বাবু কি মনে করেন যে, শ্রীগৌর-সুন্দরের সুনির্ম্মল প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ ঢাকায় তাঁহার বন্ধুগণের প্রতিষ্ঠার যে ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি ভৃতক বন্ধুদিগের নানা প্রকারে উপকার সাধন করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন? হরিজন-হিতকারী ক্ষীরোদ বাবু কিন্তু মনে করেন, ভৃতক পাঠকদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হইলে শুদ্ধ-ভক্তিধর্ম্মে গ্লানি প্রবেশ করিবে।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বলিতেছেন, "ধর্ম্মের আবরণে ভৃতকপাঠাদির শূদ্রবৃত্তিকে ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের শুদ্ধবৃত্তি বলিয়া প্রচলন করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ।" অক্ষয় বাবু ঢাকায় তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট কি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভৃতক পাঠকের পাঠাদি শূদ্রবৃত্তিই গোস্বামীর বৃত্তি বা ব্রাহ্মণের বৃত্তি? কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীযামুনাচার্য্য পঞ্চরাত্র পরম সংহিতা হইতে যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই:—

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোহপি বা।
পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন॥

'দেবল' শব্দের অর্থ শাস্ত্রে এরূপ নিরূপিত হইয়াছে:—

শাস্ত্রব্যাখ্যোপজীবী যো মন্ত্রপণ্যবিশারদঃ।
দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি। সুতরাং ভাগবত লইয়া ব্যবসা করিতে গিয়া ভগবদভিন্ন মূর্ত্তি ভাগবতরূপ দেবকোশ হইতে স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিলে দেবল হইয়া যাইতে হয়। ইহাতে ব্রাহ্মণত্ব সংরক্ষিত হয় না। দেবলের গর্হণ শাস্ত্রে অনেক স্থলেই উদাহৃত আছে।

বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো দ্বিজঃ।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥
বিড়্বরাহং চ দণ্ডং চ শুনং দেবলকং শবম্।
ভুক্তানো নেক্ষয়েদ্বিপ্রো, দৃষ্ট্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥

অত্রি বলেন:—অব্যালুকা দেবলকাঃ কল্প-দেবলকাঃ গণভোগদেবলকাঃ ভাগবতাশ্চেতি চতুর্থঃ এতে উপব্রাহ্মণাঃ।

ব্যাস বলেন:—

আহ্বয়কা দেবলকা নক্ষত্রগ্রামযাজকাঃ।
এতে ব্রাহ্মণচাণ্ডালা মহাপথিকপঞ্চমাঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ড ২১ অধ্যায়:—

শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নামবিক্রয়ী।
যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥

সাত্বত সংহিতায়:—

"ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত।" "নচোপজীবেদ্দেবেশম্।"
"বৃত্ত্যর্থং যৎ কৃতং কর্ম্ম তজ্জঘন্যমুদাহৃতম্॥"

শাস্ত্র বলিয়াছেন, প্রকৃত ভক্ত কখনই গর্হিত কার্য্য করেন না। তবে যে দৈবব্রাহ্মণ্য উক্ত হইয়াছে, তাহা সকল ব্রাহ্মণ বা ভাগবত করেন

না, কিন্তু ভক্তবর অক্ষয় বাবু এই ভূতাক-দাবনার প্রশ্রয় কেন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, বুঝা যায় না। যদি শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ জীবিকানির্ব্বাহের যন্ত্র না হয়, তাহা হইলে পাঠকও ভাগবত গ্রন্থের দ্বারা হরিবিমুখতা সিদ্ধ করিতে উৎসাহবিশিষ্ট হন না। ভূতক পাঠকেরও এইরূপ শূদ্রবৃত্তিকে ব্রাহ্মণবৃত্তি বলিয়া ভ্রমোদয় হয় না।

পক্ষান্তরে অক্ষয় বাবু যদি ক্ষীরোদ বাবুর সহিত একমত হইয়া শুদ্ধ ভক্তির বিচারসমূহ দয়া করিয়া শ্রবণ করিতেন তাহা হইলে ভক্তিপথের পথিক অক্ষয় বাবু অবশ্যই জানিতে পারিতেন যে ক্ষীরোদ বাবু বা শ্রীবাগবাজার-গৌড়ীয় মঠ-সেবকগণ ভূতক পাঠকের ন্যায় 'শ্রীকৃষ্ণ' পত্র প্রকাশ করিয়া অথবা ভাগবত-ব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ বা বিলাসিতা করেন না। তিনি লোকের মঙ্গলের জন্য এবং নিজের মঙ্গলের জন্য 'শ্রীকৃষ্ণ' পত্রে হরিকথার প্রকৃত প্রস্তাবে অনুশীলন করেন। শ্রীবাগবাজার-গৌড়ীয় মঠের কৃষ্ণপ্রেম-পিপাসিত ব্যক্তিদিগের ন্যায় নিজ নিজ জড়ভোগময় স্বার্থানুসন্ধানমূলে অন্য কোন অভিলাষা পোষণ করিবার অভিপ্রায় নাই বুঝিতে পারেন। হরির উদ্দেশে আনুকূল্যে অনুষ্ঠানকে ভক্তি বলে; হরির উদ্দেশ ছলনায় নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ কখনই 'ভক্তি' শব্দবাচ্য নহে। পঞ্চরাত্রে বলেন:—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া যদি কোন পাঠক ভাগবতের অর্থ বুঝিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে ভাগবত-পাঠকে পণ্যদ্রব্য-জ্ঞানে তাহা লইয়া জীবিকার্জ্জন করেন না। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শ্রীগৌরপার্ষদগণ কোন দিনই ভাগবত পাঠ করিয়া নিজের জীবিকার্জ্জন করেন নাই, কিন্তু সেই প্রথা আজকাল বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া ভূতক পাঠককে কোথায় স্থান দিতেছে, একটু ভাবিয়া দেখিলেই কি রায় বাহাদুর মহাশয় ভাগবত-শ্রবণ-ব্যাপারের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না? অনেক ভূতক পাঠক অপেক্ষা নর্ত্তকীদিগের গীতি কণ্ঠস্বর ও হাবভাবাদি চেষ্টা মানবের মনকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ত পারমার্থিক চেষ্টা করিবার জন্য কেহই রঙ্গক্ষেত্রে নটরাজের ভোগ-তাৎপর্য্যময় ব্যাপারকে পরমার্থ বলিয়া ভ্রম করেন না। যাহাতে হৃদয়-কর্ণ জড়রসবিশিষ্ট হইয়া সাংসারিক প্রবৃত্তিতে আমাদের ডুবাইয়া দেয়, সেই কথা দ্বারা আমাদের কিরূপে ভোগ-বাসনা হইতে অবসর হইবে? শাস্ত্র বলেন, কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা জীবকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়, কৃষ্ণকে জড়ভোগের অনুকূল ভোগ্যবস্তু-বিচারে বদ্ধজীব ভোগ্য জড় রূপ গুণ ও লীলাকে কৃষ্ণকথা নাম দিয়া ভোগের অনুশীলন করিলে আমাদের অসুবিধাই ঘটে।

যাহারা 'ভাগবতসন্দর্ভে'র রচয়িতা আচার্য্যবর শ্রীজীব গোস্বামিপাদের শাসন অবজ্ঞা করিয়া প্রেমের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রচার করিয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণ সমাজকে পাপপঙ্কে প্রোথিত করিবার বাসনা করেন এবং তদ্দ্বারা নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের এই সাধু-বিগর্হিত এবং অব্রাহ্মণোচিত অনুষ্ঠানের আদরকারীর নিকট আমরা কি সত্য উপস্থিত করিতে পারি না? আমরা কি তাঁহাদিগকে

শ্রীভাগবতের লিখিত নিম্ন শ্লোকটী শ্রবণ করাইতে পারি না?—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাৎ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

ভূতক পাঠকগণ যদি আচার্য্যের বা উপদেশকের কার্য্য করেন, তাহা হইলে সমাজে কি বিষময় ফল উপস্থিত হয়, তাহা কি আমরা একবারও নিজ হিতের জন্য বা সমাজের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিব না? ভূতকগণ অর্থলোভে প্রমত্ত হইয়া অসতের চিত্তবিনোদন জন্য কতই না গর্হিত কার্য্য সমাধান করিতে পারেন, তাই বলিয়া কি তাহাদের সমর্থন করা আমাদের কর্ত্তব্য? শূদ্রবৃত্তি আদরণীয় নহে, এ কথা আমরা যদি না বুঝি, তাহা হইলে অবর শূদ্র-বিশ্বাসপোষণরত আমাদেরও উহাই প্রার্থনীয় হইবে। ভূতকগণ যখন জানিবে যে শ্রোতৃবর্গ ভূতকপাঠকদিগের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন তাহারা ঐ অবৈধ বৃত্তি ছাড়িয়া দিবে। বিদ্বৎসমাজ যা লোকহিতকর চেষ্টা ভূতকগণকে পরমার্থ-রাজ্যের পথিক নহে জানিলেই পাঠক ভূতকগণ সাধারণ নটের ন্যায় পরমার্থ-জীবনের অবৈধ জীবিকাকে বহুমানন করিবে না। বারান্তরে আমরা এতৎসম্পৃক্ত আর চারিটী অবৈধ এবং ঘৃণিত বৃত্তির আলোচনা করিয়া প্রকৃত ভক্তি-পথের পথিকদিগের নিকট সত্য উপস্থাপিত করিবার যত্ন করিব।

বসন্ত গান।

আধুনিক সহর নবদ্বীপে অর্থাৎ প্রাচীন কুলিয়ার কয়েক বৎসর হইতে চুঁচড়ার পরলোকগত মাধব দত্ত কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত একটী প্রথা চলিয়া আসিতেছে। সহরে স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে রস-কীর্ত্তনাদি হয়। তাহাতে প্রতিবৎসর বহুলোক-সমাগম হয়। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণকে দেখিয়াছি, তাঁহারা এ প্রথার অনুমোদন করেন না। তাঁহারা উপদেশ করেন, শ্রদ্ধায় সাধুসঙ্গে নাম ভজন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে ক্রমশঃ নিষ্ঠা-রুচিক্রমে স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়-নির্ম্মুক্ত আত্মায় অপ্রাকৃত উজ্জ্বল রসের উপলব্ধি হইতে পারে। সেই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহাভাগবতগণের শ্রীমুখে লীলা-কথা শুনিতে শুনিতে তাহাতে আসক্তি জন্মিয়া আমরা সেই রসের আস্বাদে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিব। অনর্থযুক্ত অবস্থায় আমাদের অপ্রাকৃত রসে প্রবেশ নাই। অপ্রাকৃত রসের কথা শুনিলেও আমরা জড়-রসান্তর্গত করিয়াই তাহার উপলব্ধি করি। একটী প্রচলিত গল্প আছে, তাহা অতিরঞ্জিত হইলেও তাহার শিক্ষণীয় বিষয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। এক বৃদ্ধা রামায়ণী কথা শ্রবণ করিতে করিতে রাম-বনবাস বর্ণনকালে অবিরল ধারায় ক্রন্দন করিতেছিল। সকলে মনে করিল, বৃদ্ধা রাম-বনবাসের কথায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে ফুকরাইয়া উঠিল—'আহা, কোথা গেলি রে মুংলি আমার!' ইহাতে রামায়ণী কথা বর্ণনে কিছু বিভ্রাট ঘটিল। তখন সকলের নজর সেই ভাবের ভাবুকা বৃদ্ধার উপর পড়িল। কথক স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হ'য়েছে, বাছা?' তখন বৃদ্ধা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল, 'বাবা, তুমি কা'কে বনে তাড়ালে, আর আমার সেই ছাগলছানা মুংলির কথা মনে পড়ল। সে তিন দিন ঘরে আসেনি, বাবা; তাই মনটা খারাপ হয়েছিল, একটু ধর্ম্ম করতে এসিছি। এখানেও দেখি সেই কথা, তাই

কাঁদছি, বাবা। আহা! যা'র ব্যথা সেই জানে, বাবা, আহা, মুংলিরে আমার!" এইরূপ লীলা-কথা-শ্রবণে নিজ নিজ সাংসারিক জীবনে নিজ নশ্বর ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর শোক, হর্ষ, মানিনীর মা'ন, নায়কের প্রগল্‌ভতা প্রভৃতির কথা স্মরণপথে উদিত হয়। তাহাতে ভগবৎ-সুখপর লীলা-শ্রবণের সার্থকতা হয় কি? শ্রীরাধার অভিসার শ্রবণে দুর্ব্বলহৃদয়া কামিনী কি কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য্যাস্বাদে সমর্থ হইবে, না স্বীর দুর্ব্বলতাকে শাস্ত্র-পরিপুষ্ট ব'লয়া বর্দ্ধনের যত্ন করিবে? সুধী পাঠকবর্গ, ভক্তিমতি পাঠিকা-গণ, একটু তটস্থ হইয়া বিচার করুন্। আপনারা যদি সাধুসঙ্গে শ্রীনাম ভজন করিতে করিতে অনর্থ-মুক্ত হইয়া থাকেন, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র, আপনারা এরূপ বিচলিতচিত্ত নাও হইতে পারেন; কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি কেহ অনর্থযুক্ত থাকেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত না হইয়া থাকেন, এখনও স্ত্রীপুত্র-কন্যা-পতি প্রভৃতির মোহে আবদ্ধ থাকেন, জাগতিক ভোগ-স্পৃহা যদি পূর্ণরূপে ত্যাগ না করিয়া থাকেন, 'আমার নিষ্কপটচিত্তে কৃষ্ণসেবাই করণীয়' জানিয়া নিজের জন্য সমস্ত চেষ্টা ত্যাগ ও কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা অবলম্বন না করিয়া আমার ন্যায় এখনও বাসনা-রাজ্যে বিচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন, তাঁহারা নিজ নিজ চিত্ত বিচার করিয়া দেখুন, শ্রীকৃষ্ণলীলা-পাঠ-শ্রবণাদিদ্বারা তাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে কিরূপ বিভোর হয় বা নায়ক-নায়িকার রসে ডগমগ করিতে থাকে। ইহাতে আমার ন্যায় হতভাগ্যের কিছুমাত্র সুবিধা হয় না, বরং তাহার পথে সমূহ অন্তরায় উপস্থাপিত হয়। যাঁহারা ভজনপথে প্রবৃত্ত হইতেছেন বা কিছুদূর হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সাধুসঙ্গে শ্রীনাম ভজনই একমাত্র করণীয়। পরে রূপ, গুণ ও লীলা প্রভৃতির শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি অবলম্বনীয়। শ্রীনাম-ভজন দ্বারা অন্তঃকরণশুদ্ধির পূর্ব্বে লীলা-শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করণীয় নহে, ইহা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে এবং ক্রমসন্দর্ভেও স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন এবং ভজনানন্দী শুদ্ধ ভাগবতবরগণের আদেশও তাহাই। তাঁহারা কেহই ক্রম-উল্লঙ্ঘনের পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, তাঁহাদের এই আদেশ ও উপদেশ পালিত হওয়া অপেক্ষা অধিকাংশ স্থলে লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। হায়, হায়, আমাদের কবে ভ্রম ঘুচিবে!

নবদ্বীপধাম।

দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিয়া আসিল। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার কাল আগতপ্রায়। শ্রী বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার ভক্তবর্গ এখন হইতেই তাহার আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীধাম-পরিক্রমা চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। ইহা শ্রীধামসেবার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় ও তদ্দ্বারা শ্রীধাম হইতে অভিন্নতত্ত্ব শ্রীধামেশ্বর সেবা হয়। যেমন চতুরশীতি ক্রোশ ব্যাপী শ্রীমাথুর মণ্ডল, গৌড় মণ্ডলও সেইরূপ। শ্রীমাথুর মণ্ডল-পরিক্রমা বহু ব্যক্তি বহু ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড় মণ্ডল তাহা হইতে অভিন্ন, তাহারও এইরূপ সেবা ভারতবাসী, অন্ততঃ গৌড়বাসী শ্রীশ্রীগৌরচরণাশ্রিত জনমাত্রেরই সকলেরই করা উচিত। শ্রীবৃন্দাবনধাম যেমন ষোড়শ ক্রোশ ব্যাপী, শ্রীনবদ্বীপধামও তাহাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর এই ষোড়শ ক্রোশব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারই আনুগত্যে বহু ধর্ম্ম-প্রাণ বঙ্গবাসী, আসামবাসী, উড়িষ্যাবাসী, মধ্য প্রদেশবাসী ভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের পূর্ব্বের নয়দিন নয়টী দ্বীপ বা স্থানের পরিক্রমা করিয়া

শ্রীধামের সেবা করিয়া আসিতেছেন। এই নয়টী দ্বীপ লইয়া শ্রীনবদ্বীপধাম পদ্মাকার। ইহার কর্ণিকা বা কেন্দ্র হইতেছেন অন্তর্দ্বীপ, এ অন্তর্দ্বীপের মধ্যে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্মভিটা আজও দেদীপ্যমান। চারিশত বর্ষব্যাপী গঙ্গা-সরস্বতীর (জলঙ্গী) ক্রীড়ায় শ্রীনবদ্বীপধামের বহুস্থান বর্ষে বর্ষে পরিবর্ত্তিত হইলেও শ্রীশ্রীযোগপীঠে জন্মভিটা অটুট রহিয়াছেন। তথায় শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ও নিম্ববৃক্ষমূলে সূতিকাগারে খোকা নিমাই দেখিয়া লক্ষ লক্ষ গৌরগতপ্রাণ ধর্ম্মাত্মা ধন্য হইতেছেন। এই অন্তর্দ্বীপে শ্রীমায়াপুরেই "খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা" শ্রীবাসাঙ্গন, নদীয়ার টোলবাড়ী শ্রীঅদ্বৈত ভবন এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নাট্যলীলাস্থলী শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা প্রকটিত হইয়া ভক্ত বৃন্দকে ধন্য করিতেছেন। এই অন্তর্দ্বীপেই গৌরাশ্রিত চাঁদকাজীর সমাধির উপর চতুঃশতাব্দীব্যাপী গোলকচাঁপা গাছ আজও বর্ত্তমান থাকিয়া ধামের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন রাজধানী নবদ্বীপনগরের নিদর্শন বল্লাল-স্তূপ ও বল্লালদীঘি দেখিয়া প্রত্নতত্ত্বজ্ঞগণ এই স্থানের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতেছেন। কয়েকজন নিরক্ষর ধাম-বিগ্রহব্যবসায়ী নিজ নিজ সুবিধাজনক স্থানে গ্রাম নগর বসাইয়া এই প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া কতকগুলি অজ্ঞ লোককে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইলেও সুধীমণ্ডলী সত্য-বিচলিত হইয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশ স্বীকার করেন নাই। সিদ্ধ মহাপুরুষগণ-সেবিত শ্রীমায়াপুরধাম স্বীয় আকর্ষণ-বলে ভক্তিপ্রবণ হৃদয়মাত্রকেই আকৃষ্ট করিতেছেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কি আছে? যাঁহারা শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীভক্তিরত্নাকরাদি প্রামাণিক গ্রন্থ বুঝিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন "নদীয়া" নগর গঙ্গার পূর্ব্ব পারে, পশ্চিমে নহে। অন্তর্দ্বীপ ব্যতীত শ্রীধামের আরও তিনটী দ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বে, যথা সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুম দ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ। গঙ্গার পশ্চিমে পাঁচটী দ্বীপ ছিল, যথা কোলদ্বীপ বা কুলিয়া (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ), ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপ। এক্ষণে গঙ্গার পরিবর্ত্তনে রুদ্রদ্বীপও গঙ্গার পূর্ব্ব পারে। শুদ্ধভক্তের অনুগমনে ভক্তগণ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে এক একদিনে এক এক দ্বীপ পরিক্রমা করেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ভক্তগণ ভিক্ষাদ্বারা যাত্রিগণের আহার্য্য-সংগ্রহ, থাকিবার স্থান প্রভৃতির ব্যয় ও ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। এ বৎসরও তৎকল্পে তাঁহারা দেশের স্থানে স্থানে সংগ্রহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আর বেশীদিন নাই দেখিয়া দেশের সর্ব্বত্র ভক্তগণের মধ্যে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আগামী ১০ই ফাল্গুন মধ্যে শ্রীমায়াপুরে সমবেত হইবার জন্য তাঁহাদের যত্ন, কোনওরূপে তথায় পৌঁছিতে পারিলেই আর যাত্রিদের ব্যয় নাই জানিয়া অর্থহীনও নিশ্চিন্তমনে ধামসেবায় প্রযত্ন হইতেছেন। শ্রীসভা গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার জন্যও অদূরভবিষ্যতে আয়োজন করিবেন।

এ কেমন পাগল!

ত্রয়োদশ রজনী।

দিন দিন আমার জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পাগলের গভীর জ্ঞান আমাকে ক্রমশঃ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। অন্তর হইতে কে যেন বলিতে লাগিল, 'ওহে হরিদাস, আর বিলম্ব কেন? উপযুক্ত গুরু পাইয়াছ। সত্বর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ফেল। এমন সুযোগ হেলায় হারাইও না। হারাইলে আর পাইবে না।'

সমস্ত দিনটা যেন কি এক ভাবে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই রওনা হইয়া পাগলের

নিকট চলিলাম। পথিমধ্যে গতকল্য যে স্থানে সর্প দেখিয়াছিলাম, সেই স্থানে যাইয়া কিছু ভয় ভয় করিতে লাগিল। মনে মনে তারক ব্রহ্মনাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অবশেষে পাগলকে যাইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করিলাম।

পাগল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরিদাস, আজ পথে কোন বিপদ হয় নাই ত?"

আমি বলিলাম,—"না ঠাকুর, তবে পথে আসিতে গতকল্য যেখানে সাপ দেখিয়াছিলাম, সেই স্থানে একটু ভয় ভয় করিতেছিল মাত্র, কোন বিপদ হয় নাই।"

পাগল বলিলেন,—"একটু সাবধানে আসিবে, ভীত হইবার কোন কারণ নাই। শ্রীভগবান্ তোমার অশেষ মঙ্গল করুন্।"

কিছুক্ষণ পরে পাগল ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, গতকল্য আমি যে একটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে আপনি অত্য বলিতে চাহিয়াছেন, কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করিয়া অধমকে কৃতার্থ করুন্।"

পাগল ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরিদাস, তোমার কি প্রশ্ন ছিল, বল ত?"

আমি বলিলাম,—"ঠাকুর, শ্রীভগবান্ যে পরমতত্ত্ব, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তবে সেই শ্রীভগবান্ যে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। ব্রাহ্মণগণের নিকট শুনিয়াছি যে দেবাদিদেব শ্রীমহাদেবই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব। এতৎসম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ আছে, কৃপা করিয়া তাহা অপসারিত করুন্।"

পাগল ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"হরিদাস, এতৎসম্বন্ধে মীমাংসক বাক্য যাহা আছে, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর :—

"অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ঃ ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ॥
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেম-বশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ-মনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্ দুর্বিগাহা হরেরমী॥
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু-বিন্দুতয়া ক্কচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্য-নূতনঃ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিতঃ।
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ॥
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ॥
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধিঃ॥
অতুল্য-মধুর প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-কল-কূজিতঃ॥
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ।
লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং॥"

হরিদাস, এই যে চৌষট্টিটী গুণের উল্লেখ করিলাম, ইহারা সকলেই সম্পূর্ণমাত্রায় শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই নিত্য বিরাজমান। শেষোক্ত চারিটী গুণ

বাদে অবশিষ্ট ষাট্‌টী গুণ পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণে সম্পূর্ণরূপে অবস্থান করিতেছে। শেষোক্ত নয়টী গুণ বাদে অবশিষ্ট পঞ্চান্নটী গুণ আংশিকভাবে শ্রীমহ দবাদি দেবগণে দৃষ্ট হয়; এবং প্রথমোক্ত পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দু রূপে প্রত্যেক জীবে অবস্থান করিতেছে। শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণেশ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে ইহজগতের উপর এক একটী কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। কেহ মোক্ষদানের কর্ত্তা, কেহ সৃষ্টি করিবার কর্ত্তা, কেহ ধর্ম্ম, কেহ অর্গ প্রভৃতি দানের কর্ত্তা। তাঁহারা প্রত্যেকেই শ্রীভগবানের এক একটী মূর্ত্তিমান্ বিভূতিবিশেষ। কিন্তু স্বরূপতঃ তাঁহারা প্রত্যেকেই শ্রীভগবানের দাস। শ্রীভগবানের আদেশ-পালনে তাঁহারা সর্ব্বদাই তৎপর।

অনন্তর পাগল ঠাকুর গাহিলেন:—

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন॥
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম মরণ।
সমৃদ্ধি নিপাত দুঃখ সুখ সংঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশা-পাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুমি ত রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥
শ্রীগুরু-সেবক অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ॥

আবার গাহিলেন:—

তুমি ত মারিবে যারে, কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছাবশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন॥
তব ইচ্ছা মতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ শোক মৃতি ভয়, তব ইচ্ছা মতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্॥
তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র সূর্য্য সমুদয়,
স্ব স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত অন্তরে॥
সদা শুদ্ধ সিদ্ধকাম, ভকত-বৎসল নাম,
ভকত জনের নিত্য স্বামী।
তুমি ত মারিবে যারে, কে তারে রাখিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি॥
তোমার চরণে নাথ, করিয়াছে প্রণিপাত,
শ্রীগুরু-সেবক তব দাস।
বিপদ হইতে স্বামি, অবশ্য তাহারে তুমি,
রক্ষিবে তাহার এ বিশ্বাস॥

গান দুইটী শেষ করিয়া পাগল ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। গান দুইটী শুনিতে শুনিতে আমি এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, গান শেষ হইবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যেন আমার কাণে গান দুইটী বাজিতে লাগিল। আমি মনে মনে পাগলকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মনে মনেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কে, ঠাকুর?—তোমার এত ভাব, এত জ্ঞান বুঝি পাষাণও গলাইতে সমর্থ? এত মাধুর্য্য এত শক্তি তুমি কোথায় পাইলে, ঠাকুর? উঃ, তুমি আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিতে পার! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার রাধামাধব। আমায় অধম বলিয়া কৃপা হইতে বঞ্চিত করিও না, ঠাকুর!"

তদনন্তর তিনি বলিলেন,—"হরিদাস, নারসিংহে কথিত হইয়াছে :—

"সত্যং সত্যং পরং সত্যং
ভুজমুথাপ্য চোচ্যতে।
ন বেদান্তাৎ পরং শাস্ত্রং
ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ॥"

অর্থাৎ ত্রিসত্য করিয়া আমি দুই বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক বলিতেছি যে, বেদান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আর নাই এবং কেশব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতাও আর নাই।

শিব পুরাণে শিব পার্ব্বতীকে উপদেশ করিতেছেন,—হে পার্ব্বতি!

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং"

অর্থাৎ সমস্ত আরাধনা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে :—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥"

অর্থাৎ দেবগণ সর্ব্বদা দিব্যচক্ষু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেই বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করিয়া থাকেন।

জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহার ব্রহ্মসংহিতায় লিখিয়াছেন :—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। ব্রহ্মাদি দেবগণ ঈশ্বর বটে, কিন্তু এই সব ঈশ্বরের যিনি ঈশ্বর, তিনিই পরমেশ্বর। সেই শ্রীকৃষ্ণ সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই শক্তিত্রয়কে বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অনাদি ও আদি, তিনি চরাচর বিশ্বের পালক, তিনি সকল কারণের কারণ, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, 'বিষ্ণু' শব্দের অর্থ আপনি পূর্ব্বে দুই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। আমার ধারণা ছিল, 'বিষ্ণু' বলিলে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীনারায়ণকেই বুঝায়। শ্রীনারায়ণে ও শ্রীকৃষ্ণে কি কিছু ভেদ আছে?"

পাগল ঠাকুর উত্তর করিলেন,—"না, হরিদাস, শ্রীনারায়ণে ও শ্রীকৃষ্ণে কোন ভেদই নাই সত্য; উভয়েই একই বিষ্ণুতত্ত্ব, তবে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-ভেদে দ্বিপ্রকার রস। যেমন একই মহারাজ যখন সিংহাসনে রাজমুকুট মস্তকে ধারণপূর্ব্বক রাজকার্য্য পরিচালনা করেন, তখন তাঁহার ঐশ্বর্য্য-ভাব, আর যখন রাজপ্রাসাদে মাতা, পিতা, স্ত্রী-পুত্রের সহিত আলাপ ও আপ্যায়ন করেন, তখন অন্যভাব অর্থাৎ মাধুর্য্য ভাব, সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণে মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীনারায়ণে মাধুর্য্যভাব শিথিলরূপে দৃষ্ট হয়, তাঁহাতে সমস্তই ঐশ্বর্য্যভাব; শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ চৌষট্টী গুণ পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান এবং শ্রীনারায়ণে ষাটটী গুণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলা যায়। এ সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি।

আর ও দেখ, শিবাদি দেবগণ সকলই স্বরূপতঃ শ্রীভগবদ্ভক্ত। তাঁহাদের কৃপায় কত জীব যে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তগণের পূজারও ব্যবস্থা আছে। শ্রীভগবানের পূজা অপেক্ষা তাঁহার ভক্তগণের পূজার মাহাত্ম্য আরও অধিক। শিবপুরাণে আছে :—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরাধানং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥"

অর্থাৎ সমস্ত দেবগণের আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা বড় এবং বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণবের আরাধনা তদপেক্ষাও বড়। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে :—

"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।"

অর্থাৎ শিব বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই দেবাদিদেব শিব শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীভগবত্তত্ত্ব হইতে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্যই মায়াবাদিগণ শিবকেই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

আর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে ৬৪টী গুণ সম্পূর্ণমাত্রায় আছে বলিয়া এবং ষড়ৈশ্বর্য্য অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য পূর্ণরূপে বিরাজমান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর; অন্যান্য সমস্ত তত্ত্বই তদধীন। এইজন্য শাস্ত্রে নানাস্থানে শ্রীকৃষ্ণকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত অবতারগণের কথা বলিয়া অবশেষে বলিলেন :—

"এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ রাম, নৃসিংহ বামন প্রভৃতি অবতারগণ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। দৈত্য-নিপীড়িত লোককে রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণ যুগে যুগে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই পরমপুরুষ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম-প্রিয়া সেবিকা মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধার নিতান্ত অনুগত। শ্রীমতী রাধাও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কাহাকেও জানেন না। এইজন্যই তিনি শ্রীশ্রীরাধা-বল্লভ। তাহা হইলে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীভগবান্। তোমার প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর শেষ হইল। বুঝিতে পারিলে ত কিজন্য ব্রাহ্মণগণ পরমভক্ত দেব-দেব মহাদেবকে পরতত্ত্ব বলিয়া থাকেন, এবং শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং শ্রীভগবান্, দেবগণ তাঁহার এক একটী বিভূতি মূর্ত্তি, ও রাম-নৃসিংহাদি অবতার-গণ তাঁহার অংশ বা কলা এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অবতারী অর্থাৎ তাঁহা হইতেই অবতার-গণের উৎপত্তি?"

আমি বলিলাম,—"হাঁ, ঠাকুর, বুঝিয়াছি। আপনার কৃপায় আমি কৃতার্থ হইলাম।"

তখন পাগলঠাকুর পুনরায় গাহিলেন :—

যশোমতি-নন্দন, ব্রজবর নাগর,
গোকুলরঞ্জন কান।
গোপীপরাণ ধন, মদন-মনোহর,
কালীয়দমন বিধান॥
অমল হরিনাম, অমিয় বিলাসা।
বিপিন পুরন্দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন সুবাসা॥
ব্রজজন পালন, অসুরকুল নাশন,
নন্দ গোধন রাখওয়ালা।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত তস্কর,
সুন্দর নন্দ গোপাল॥
যামুন তটচর, গোপীবসনহর,
রাস-রসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন নটবর,
শ্রীগুরুসেবক আশ্রয়॥

প্রচার-প্রসঙ্গ।

বর্দ্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ গত সপ্তাহে সনাতন ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। প্রচারক মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-শ্রবণেও তত্রস্থ ভক্তগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কয়েক দিবস বর্দ্ধমান জেলার চাগুলী গ্রামে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন।

ঢাকায় শ্রীযুক্ত ভক্তিবিজয় মহাশয় কয়েক দিবস শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বিধান করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার চাপাহাটী গ্রামে ভগ্নভূমিশায়িত জীর্ণ শ্রীগৌরগদাধর-মন্দিরের সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিনোদ বাবাজী মহাশয় এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আগামী ৮ই মাঘ শ্রীবসন্ত পঞ্চমী দিবসে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মর্গামগুা গ্রামে পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত বাবুলাল রায় মহোদয়ের চেষ্টায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন। রাঢ় দেশীয় সমগ্র হরিভক্তগণ তথায় সমবেত হইয়া এই শুভকার্য্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করাইবেন।

আগামী ১৪ই ফাল্গুন হইতে ২০শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রামের নিকট অভয়াবাস নামক গ্রামে ষড়্ভুজ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বার্ষিক প্রকটোৎসব হইবে। এই কয় দিবস তথায় হরিকথা ও মহোৎসবাদি হইবে।

ভবঘুরের উক্তি।

আর ভায়া, আমার যে মুস্কিল হোয়েছে, তা' বুঝবে কে? ট্রাম বুঝি আর চলে না। একটা আধুলী ট্যাঁকে না কল্লে আর লরি চোড়ে এপাড়া ওপাড়া করা যায় না, তা ছাড়া লরি চড়্লে একেবারে আপিষ অঞ্চলে। আমার নেশা পাড়া পাড়া বেড়ান, তা আর হয় না। কেবল আশে-পাশেই একটু আধটু ঘুর্তে পাই। তা'তে আর কি খবর আন্ব, বল? যাই হোক্, ভাই, একটা বড় নতুন কথা শুনলুম, তা'তে মনে মনে হয় যে "গোঁসাই" যে কেবল কতগুলো বংশের একচেটে খেতাব, তাও নয়। গোঁসায়ের দল কেবলই বাড়্ছে; সে দিন একটা কথা কাণে এল, তাতে বুঝলুম গোঁসায়ের গুণ থাক্লে গোঁসাই তৈরি হ'য়ে যাচ্ছে। তবে তোমরা শাস্ত্র দেখিয়ে গোস্বামীর যেসব গুণ থাকা দরকার বল, আজকাল ঠিক তার উল্টো গুলো থাক্লে তবে গোঁসাই। এখনকার গোঁসাইয়ের গুণ হোচ্ছে বামুনের ঘরে জন্মেছি বোলে পরিচয় দেন, নাদুস্ নুদুস্ ন্যাপাতি কচ্ছমের ভুঁড়িটী থাক্বে, চুলের বাবরি ফ্যাশান হ'বে, কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কৃপা কোরে তার পয়সায় অবস্থাটা ফিরিয়ে নেবে, আর নামের সঙ্গে গোঁসাই খেতাবটার ব্যাভারটা চলন কর্বে। নবদ্বীপে দু-দশ বছরের ভেতর এমন কত গোঁসাই তৈরি হোয়ে গ্যাছে। একদিকে একদল কুল ধোরে ব'সে আছে, বল্ছে "আমরা জাত্-গোঁসাই" আর একদিকে এই সব "হঠাৎ বাবু" গোঁসাইয়ের সৃষ্টি চল্ছে। আর তোমরা যে শাস্ত্রের কথা লোককে বোঝাবার জন্যে এত সব যত্ন কোরছ তা' কটা লোক বুঝ্ছে বা নিচ্ছে? তোমরা দেখাচ্ছ যে, যিনি ছটা বেগ, ছটা রিপু দমন কোরো যথার্থ হরিসেবা কর্ত্তে পারেন, তিনিই

গোস্বামী, আর কেহ গোস্বামী নহে। যথার্থ গোস্বামী কখন নিজের নামের সঙ্গে 'গোস্বামী' কথার ব্যাভার করেন না, কেন না তা'তে গোস্বামীর গুণ যে "তৃণাদপি সুনীচ" সেটা আর থাকে না। আচ্ছা ভাই, বল দেখি, যা'রা গোঁসাই ব'লে নিজের পরিচয় দিতে ব্যস্ত, জাত্-গোঁসাইই হোক্, আর নতুন গোঁসাইই হোক্, তা'রা শাস্ত্রের এই কষ্টি-পাথরে ময়লা দাগ মার্কে কি না?

ভাই, শুনে ভারি খুসী হলুম যে, তোমরা কুলিয়ার অপরাধ-ভঞ্জন পাটের উজ্জলতার ব্যবস্থা কোরেছ। বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেই এখন বুঝেছেন যে, এখনকার সহর নবদ্বীপই যথার্থ কুলিয়ার পাট। তা' নয়, মাটে কতকটা জায়গা পেয়ে সেটা থেকে বিনা খরচায় কিসে পয়সা অমদানি হয়, তার চেষ্টায় ঐ গোঁসাই নামধারী বলাগড়ের এক মূর্ত্তি আজ ৫০।৬০ বছর আগে কুলের পাট বোলে যে কাঁচড়াপাড়ার কাছে জায়গা ঠিক কোরে দিলে, লোকগুল' কি কষ্টই না' সহ্য কোরে এই পৌষ মাসের শীতে সেই ভুয়ো জায়গায় গিয়ে কত কষ্টই পায়, অথচ সব অনর্থক! এসব হোল সেই 'নিযু্ঁঞ্চাকণ্ডিতি'র বীজওয়ালার মত ব্যবসাদার। গল্পটা এই:—এক বেণে ছিল, সে কখনও খদ্দের ফেরাত না। যত বিদ্‌কুটে জিনিষ তার দোকানে চাইলেই পাওয়া যেত, বড় মজার দোকান। যে যা খুঁজুক না কেন, তা'র দোকানে গেলেই সে আর বল্‌ত না, 'আমার নেই'। একটা ছোক্‌রা তাকে অপদস্থ কর্‌বার জন্য ব্যাকরণের একটা সূত্রের খানিকটা 'নিযু্ঁঞ্চাকণ্ডিতি' বোলে তার বীজ খুঁজ্‌তে ঐ বেণের দোকানে হাজির। বেণের পো পেছ্‌পা হবার ছেলে নয়, বোল্লে—'হাঁ আছে, আপনি ওবেলা আস্‌বেন।' বৈকালে টোলের একদঙ্গল ছেলে হাজির। সেও এক মোড়ক দিয়ে বাহাদুরী নিচ্ছিল—'এ কি আর যার তার দোকানে পাওয়া যায়, মশাই? এই শর্ম্মা ছাড়া এসবের আর সন্ধান কেউ রাখেন? এর দাম বাবু বেশী লাগ্‌বে।' এই শুনে' টোলের ছেলেরা হেসে কুটি-পাটি। ব্যাকরণের সূত্রের বীজ মোড়কের ভেতর!' সেই রকম এই গোসাই (?) প্রভুরাও পেছপা হবার লোক ন'ন। কাঁচড়াপাড়ায় কুলিয়ার পাট চালিয়েছেন। এখানে ঐ টোলের ছেলেদের মত চালাক লোকই এই বুজরুকি ধর্‌তে পারে, কিন্তু গোলা লোক সব দলে দলে ঠক্‌ছে। আজ বড্ড তাড়াতাড়ি, দণ্ডবৎ, ভাই।

ভারতীয়।

হিন্দুসভা:—ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু সভা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পণ্ডিত মালব্য লাহোরে গিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য এক কার্য্যপদ্ধতি প্রস্তুত করিতেছেন। আগামী এপ্রিল মাসে কাশীধামে নিখিল ভারত হিন্দুসভার অধিবেশন হইবে।

মন্ত্রিগণের স্বার্থত্যাগ:—যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রিগণ সরকারের অর্থাভাব দর্শনে স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান মাস হইতে মাসিক ৫৩৩৩৲ বেতন না লইয়া মাসিক ৪০০০৲ করিয়া বেতন লইবেন।

আমীরের নূতন রাজধানী:—কাবুল হইতে ৫ মাইল দূরে চার্ধ নামক স্থানে আফগানিস্থানের নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে। আমীরের

প্রাসাদ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। কাবুলের আমীর সরকারী নানা বিভাগে ব্যয় সংক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বৃদ্ধের বক্তৃতা :—করাচীর "নিউটাইম্‌স্" এর সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীস্বামী পণ্ডিত আনারাম বেদান্তী করাচীর "খালিকদিনা" হলে এই সপ্তাহে কয়েকটী বক্তৃতা দিয়েছেন। স্বামীজির বয়স এখন ১২৩ বৎসর, এই বৃদ্ধ বয়সেই তিনি বক্তৃতা দিলেন। বেদান্ত দর্শন ও গো-রক্ষা তাঁহার বক্তৃতার বিষয়।

শিক্ষিত পেয়াদা :—কুমিল্লার দেওয়ানী আদালতে একজন আই এ-ফেল ও একজন ম্যাট্রিকিউলেসন-পাশ যুবক পেয়াদা নিযুক্ত হইয়াছে।

ভারতবাসীর প্রতি কামাল পাশা :—সেণ্ট্রাল খিলাফৎ কমিটীর প্রেসিডেণ্ট শেঠ ছোটানীর নিকট মুস্তাফা কামাল পাশা এই মর্ম্মে একখানি চিঠি পাঠাইয়াছেন :—তুর্ক-গ্রীক যুদ্ধে আঙ্গোরা যে জয়লাভ করিয়াছে, তাহার প্রাপ্য সম্মানে ভারতের অংশও যথেষ্ট। আঙ্গোরার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে ভারতবর্ষ জিনিষ পত্র সরবরাহ করিয়াছে ও বিপন্নদের সাহায্য করিয়াছে, তাহার সে সাহায্যে তুর্কী বিশেষ উপকৃত। তুর্কী প্রজার সুখ দুঃখে ভারতের ভ্রাতৃবৃন্দ বরাবর যেরূপ সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, প্রত্যেক ঘটনায় ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান যে আনুরক্তি দেখাইয়াছেন তাহাতে তিনি তাঁহাদের সকলের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর উকিল সমাজে আন্তর্জ্জাতিক সাহ্মাভোজ :—গত ৮ই জানুয়ারী কৃষ্ণনগরের উকিল সমাজের ৭০ জন সভ্য একটী আন্তর্জ্জাতিক সাহ্মাভোজে উপস্থিত ছিলেন। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও সাত্ত্বিক আহারপ্রিয় উকিলগণ ব্যতীত বিভিন্ন জাতীয় অপর সকলেই একত্রে বসিয়া আহার করিতে কোনই আপত্তি করেন নাই।

ব্যবস্থাপক সভাপতিদের সভা :—দিল্লীতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সভাপতি ও সহকারী সভাপতিদের এক বৈঠক বসিয়াছে, গত ১৩ই তারিখে তাহা শেষ হয়। ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যাবলী কি পদ্ধতিতে চালিত হইবে, বৈঠকে তাহাই আলোচিত হয়। সার আলেকজাণ্ডার মাডিম্যান্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ময়ূরভঞ্জরাজ্যে বিহার-লাট :— সার হেন্‌রী হুইলার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের রাজধানী বারিপদায় গমন করিলে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে রাজানুজ ছোট রায় শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র ভঞ্জদেও মহোদয় রাজ্যের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন করেন, স্বয়ং মহারাজ বাহাদুর, রাউথ রাও সাহেব, নীলগিরি ও কণিকার রাজদ্বয়, ছত্রিশগড়ের পলিটিক্যাল এজেণ্ট মিঃ ফিলিপ ও স্থানীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারী সকলেই উপস্থিত। ছিলেন পরে লাট বাহাদুর রাজ-কার্য্যালয় হাসপাতাল ও লাইব্রেরী পরিদর্শন করিতে আসিলে মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহার শুভাগমন-স্মারকস্বরূপ স্থানীয়

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে মাসিক ২০৲ হিসাবে ৩টী বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। লাট বাহাদুর একটী যথাযোগ্য উত্তর দানে এবং মহারাজের এই বৃত্তি প্রদানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

যোধপুরের নবীন মহারাজা :—আগামী ২৭শে জানুয়ারী তারিখে বড়লাট বাহাদুর স্বর্গীয় মহারাজা সার প্রতাপ সিংহের পৌত্র নবীন মহারাজকে যোধপুরের গদীতে অভিষিক্ত করিবেন।

সম্মান-ভোজ :—গত ১২ই তারিখে বড় লাট বাহাদুর লর্ড রিডিং ও তৎপত্নী মহোদয়া সার তেজ বাহাদুর সপ্রুর সম্মানার্থ দিল্লী বড়লাট ভবনে একটা প্রীতিভোজ দিয়াছেন।

চৌরীচরার বিচার :—বরিশালে চৌরীচরার রায়ের খবর (১৭২ জনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা) পৌঁছিবা-মাত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় প্রায়োপবেশন ব্রত আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। গত ১০ই হইতে তিনি নাকি কোন খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন না।

ঝগড়া :—জলের কল লইয়া ঝগড়া ও মারামারি হওয়ায় ঢাকায় সবজজ জগদীশচন্দ্র গোস্বামী ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ ফার্ম্মেসী লিমিটেডের বিরুদ্ধে কয়েক দফা মামলা রুজু করিয়াছেন।

কবীন্দ্র রবীন্দ্র:—আগামী ৩রা ও ৪ঠা মার্চ্চ উত্তর ভারত বঙ্গীয় সাহিত্য-বৈঠকের অধিবেশন হইবে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

সার্জেন্টের কীর্ত্তন-ভীতি:—"ঢাকা হেরাল্ডে" প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র দে মহাশয়ের বাসায় একদিন রাত্রিতে কীর্ত্তনগান হইতেছিল। তাঁহার বাসার কিছুদূরে একজন শ্বেতাঙ্গ সার্জ্জেণ্টের বাসা। কীর্ত্তন সহ্য করিতে না পারিয়া সার্জ্জেণ্ট সাহেব মহেশ বাবুর শয়ন গৃহে প্রবেশ করেন এবং যে ভদ্রলোক করতাল বাজাইতেছিলেন, তাঁহার চুল ধরিয়া টান মারিয়া তাঁহাকে করতাল বাজাইতে নিষেধ করেন। সে বাড়ীতে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা শান্তিদেবী উপস্থিত ছিলেন। মহেশ বাবু এই সার্জ্জেণ্টের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিয়াছেন। এই সার্জ্জেণ্ট নাকি ইতঃ পূর্ব্বে যতীন্দ্র মোহন দাস নামক অপর একজন উকিলের বাড়ীতে কীর্ত্তন গান বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীমতী বেসাণ্ট :—থিয়সফিকেল সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট বঙ্গীয় থিয়সফিকেল সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ২০শে জানুয়ারী হইতে ২৩শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থান করিবেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষৎ :—সভাপতি সার ফ্রেডারিক হোয়াইট পীড়িত হওয়ায় ডেপুটী সভাপতি সার জেমশেঠজি জিজভয়কে সভাপতির কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তার করিয়াছেন। বোম্বাই করপোরেশনের নির্ব্বাচন-ব্যাপার লইয়া তিনি বোধ হয় ব্যস্ত আছেন, সুতরাং শ্রীযুত রঙ্গচারিয়ার বোধ হয় সভাপতির কার্য্য করিতে পারেন।

সিংহলে বন্যা :—সিংহলে জাফা হইতে কলম্বো যাইবার রেল পথের উত্তর অঞ্চলে প্রবল বন্যা আসিয়াছে। জাফার ডাক গাড়ীখানি কলম্বো যাইবার পথে জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

সৎকর্ম্ম :—বিহারের মন্ত্রী মাননীয় মধুসূদন দাস মহাশয় স্থানীয় হাসপাতালগুলির দরিদ্র রোগীদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে প্রার্থনার ফলে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য গয়ার রায় বাহাদুর কাশীনাথ সিংহ জানাইয়াছেন যে, গয়া যাত্রি হাসপাতালের দরিদ্র চক্ষুরোগীগণকে চশমা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত ট্রাষ্টির হাতে তিনি ২৫০০৲ দিয়াছেন এবং উক্ত হাসপাতালের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে তিনি বিশ হাজার টাকা ন্যস্ত করিয়াছেন।

পরলোকে রাজা প্যারিমোহন :—গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি গত মাস হইতে কাসিতে ভুগিতেছিলেন। তিনিই বাংলার প্রথম সি, এস্ আই উপাধি পাইয়াছিলেন। প্রাচীন জমীদারগণের মধ্যে তিনিই সকলের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করেন। তিনি অতিশয় অধ্যয়নানুরাগী ও মিতাচারসংযুক্ত সবলকায় ছিলেন। আমরা তাঁহার শোককাতর পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

'ধূমকেতু' রাজদ্রোহ-মামলা :—কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুইন্হোর আদেশে ১২৪ এ ধারায় অভিযুক্ত 'ধূমকেতুর' সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম "আনন্দময়ী আগমনে" ও "বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ" শীর্ষক রাজদ্রোহমূলক দুইটী প্রবন্ধ লেখার অপরাধে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শাসনব্যয়-সঙ্কোচ কমিটীর রিপোর্ট :—বাঙ্গলা দেশের শাসন ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্টে মোটামুটি যে সমস্ত বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, তাহা জানান গেল :—

ল্যাণ্ড রেভিনিউ

(ক) সেটলমেণ্ট :—এখন হইতে গবর্ণমেণ্ট সেটলমেণ্ট বিভাগে ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগের পরিবর্ত্তে ৫ ভাগ ব্যয় বহন করিবেন, বাকী ৯৫ ভাগ তালুকদার ও প্রজাগণকে দিতে হইবে।

(খ) সার্ভে :—ডিরেক্টার অব সার্ভের পদ থাকিবেনা।

এই দুই বিভাগে মোট ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সঙ্কোচ হইবে।

আবগারী ও নিমক মহাল

নিমক বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগের ৬ জন ইন্স্পেক্টর, ২৫ জন সব ইন্স্পেক্টর ও ১২৩ জন সাধারণ কর্ম্মচারীর পদ বাতিল করা হইবে, এবং উহাতে ৯টী বড় নৌকা ও ৫টী ছোট নৌকা রাখা হইবে না। সাধারণ বিভাগে ৬২ জন ইন্স্পেক্টরের স্থলে ২৫ জন ও ৩ জন ডেপুটি কলেক্টারের স্থলে ২জন করা হইবে। ইহা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে খরচ কমাইয়া দেওয়া হইবে। এই বিভাগে মোট ৫ লক্ষ ২ হাজার টাকা খরচ কমান হইবে।

ষ্টাম্প

ষ্টাম্প ভেণ্ডারদিগকে যে, অল্পমূল্যে ষ্টাম্প দেওয়া হয় তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

বন বিভাগ

ফরেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ বাতিল করা হইবে। এই বিভাগে মোট ৮ হাজার ৭ শত টাকা ব্যয় সঙ্কোচ হইবে।

রেজেষ্টারী বিভাগ

ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশনের পদ বাতিল হইবে। ইন্‌স্পেক্টারদের পদও বাতিল করা হইবে। ইহা ছাড়া ১২টি সাবরেজেষ্টার আফিস উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং কপি, রেজিষ্ট্রি ও দলিল অনুসন্ধান ইত্যাদির খরচ বৃদ্ধি করা হইবে। এই বিভাগে মোট ২০ লক্ষ ৭২ হাজার ৬৬০ টাকা ব্যয় কমান হইবে।

পূর্ত্ত বিভাগ

এই বিভাগে মোট সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় সঙ্কোচ করা হইবে। অনেক স্থানে বাঁধ নির্ম্মানে যে খরচ হয় তাহা প্রজা ও ভূম্যধিকারিগণকে দিতে হইবে। নূতন কোন খাল কাটার কার্য্যে এখন আর হাত দেওয়া হইবে না।

(সাধারণ শাসন বিভাগ)

গবর্ণরের বাড়ীর খরচ

গবর্ণরের শরীর রক্ষণের জন্য যে খরচ হয়, তাহাও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে বলিয়া কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিভাগে মোট ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় সঙ্কোচ হইতে পারে।

কার্য্যকরী সভার মন্ত্রিগণ

গবর্ণরের কার্য্যকরী সমিতির ২ জন সদস্য এবং ১ জন মন্ত্রীর পদ কমাইয়া দেওয়া হইবে। এই বিভাগে মোট ২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয় সঙ্কোচ হইতে পারে।

কমিশনার।

বিভাগীয় কমিশনারদের পদ বাতিল করিয়া দেওয়া দেওয়া হইবে। উহাতে মোট ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হ্রাস হইবে।

জেলার শাসন।

জেলার শাসন অফিসারদিগকে যে সমস্ত আরদালী দেওয়া হয়, তাহার সংখ্যা কমাইয়া এবং কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইয়া মোট ৪১০০০০৲ টাকা ব্যয় কমান হইবে।

বিচার বিভাগ।

মুন্সেফগণ সাধারণতঃ ২ হাজার টাকার দাবীর মামলা করিতে পারিবেন এবং নির্ব্বাচিত মুন্সেফগণ ৫০ হাজার টাকার দাবীর পর্য্যন্ত মামলা করিবেন। এই ভাবে নিম্ন কর্ম্মচারীগণ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের কার্য্য সম্পন্ন করিবার অধিকার পাইলে মোট ৫টী অতিরিক্ত জজের পদ ৫টী সাবর্ডিনেট জজের পদ বাতিল করা হইবে। অবৈতনিক মুন্সেফ নিযুক্ত করা হইবে। দেওয়ানী বিভাগের ছুটীর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া আরও খরচ কমাইয়া মোট ১৩৪০৭০০ টাকা ব্যয় কমান হইবে।

ব্যবস্থাপক সভা

ব্যবস্থাপক সভায় যাহাতে প্রশ্নের সংখ্যা আরও কম হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই বিভাগে কমিটি ২৭৫০০৲ টাকা ব্যয় করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

সেক্রেটারিয়েট

এই বিভাগে অনাবশ্যক পদগুলি বাতিল করিয়া এবং গভর্ণমেণ্টের বিভাগ একত্রে মিলাইয়া মোট ৪৫৫৯০০৲ টাকা ব্যয় সঙ্কোচের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

রেভিনিউবিভাগ।

এই বিভাগে ট্যাক্স বৃদ্ধির পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, ২৫ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি করা যাইবে।

বৈদেশিক।

লণ্ডনের ১১ই জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব গ্রীক্ নরপতি কনষ্টানটাইন পরলোক গমন করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব ফরাসী মন্ত্রী :—ভূতপূর্ব্ব ফরাসী মন্ত্রী এম্ বিরাট্ পরলোক গমন করিয়াছেন।

কামাল পাশার ভ্রমণ :—"ডেলীগেশন" পত্রের কনষ্টান্টিনোপলস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, মুস্তাফা কামাল পাশা গত রবিবার এসিয়া মাইনরের তুর্কী সৈন্যদল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এ্যাঙ্গোরা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি এস্কি সহর, ব্রুশা স্মার্ণা প্রভৃতি অঞ্চল পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। এজন্য এই সকল স্থানে বিদেশীর চলাফেরা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৩ই মাঘ, ১৩২৯। | ২৩শ সংখ্যা

অযোগ্য সন্তান।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠে জানা যায় যে শ্রীরূপ কবিরাজ নামক অতিবাড়ী মহাশয়ের মতের প্রতিকূলে শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর অযোগ্য আচার্য্যকুলোৎপন্ন সন্তানগণের শুদ্ধভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিবার যোগ্যতা নাই এবং আচার্য্যকুলোৎপন্ন সন্তানগণ বৈষ্ণবগৃহস্থ হইলে আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন প্রচার করিয়াছেন। এস্থলে অযোগ্যতাসমূহের তালিকা না পাওয়া গেলে গৃহস্থ সন্তানগণ আপনাদিগকে ভ্রমক্রমে যোগ্যস্থানে আচার্য্যের পরিচয় দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের উদ্দেশ্যসমূহ ধ্বংস করিতে পারেন, এরূপ আশঙ্কার উদয় হয়। অযোগ্যতা-বিষয়ে কয়েকটী কথা নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

নিজে নিজে নামের পার্শ্বে যিনি স্বয়ং 'গোস্বামী' শব্দ লিখেন, তাঁহাতে তৃণাদপি সুনীচতা, তরুসদৃশ সহিষ্ণুতা, অভিমানশূন্যতা ও জগৎকে সম্মান প্রদানের অভাব লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ 'উপদেশামৃত' ও শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অদান্ত-গো বা গৃহব্রত বলিয়া আপনাদের জানিয়াও লোক প্রবঞ্চনার জন্য নিজ নামের সহিত 'গোস্বামী' শব্দ যোজনা করেন, এই আত্মবঞ্চনাপরাধে তাঁহাদের কিরূপ দণ্ড স্বীকার করা আবশ্যক, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। কায়মনোবাগ্‌রূপ ত্রি-বেগ দমন জন্য বৈদিক ত্রিদণ্ড গ্রহণ না করিয়া বলপূর্ব্বক গোস্বামী হইবার অবৈধ বাসনা কিরূপে তাহাদিগকে গ্রাস করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবার ব্রজবাসী গোস্বামিষট্‌কের পারমহংস্য বেশ দর্শন করিয়া তাঁহারা শ্রীপাদ সরস্বতী প্রবোধানন্দ যতীশ্বরের ন্যায় ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন নাই দেখিয়া

ত্রিদণ্ডবর্জ্জন করিতে পারিলেই যে কোন ব্যক্তি বৈষ্ণব পারমহংস্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, এরূপ ভ্রান্তমত পোষণ করেন। যাঁহারা শূদ্রতা বা গৃহব্রত ধর্ম্মপরকেই পারমহংস্য বেশবিশিষ্ট গোস্বামী বলিয়া ভ্রম করেন, তাঁহারাই অযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ—বৈষ্ণবাচার্য্যকুলে জাতব্যক্তির বৈষ্ণব হইতে হইলে কলির পাঁচটী আবাসস্থল পরিত্যাগ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত প্রারম্ভেই সেই কথার প্রসঙ্গ আছে। সংক্ষেপতঃ উহা আর কিছু নহে, কেবল দেবল ভৃতকাদির মর্ত্ত্যবিগ্রহ ব্যবসা নামে কৌশলে অবৈধ উপায়ে অশুদ্ধ অর্থসংগ্রহের ক্রীড়া; মদ্য, তাম্বুল, ধূম্রযাত্রা, সুরাপানাদি মাদকদ্রব্যাদি গ্রহণ, কামপরবশ হইয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণমানসে শৌক্রবংশ-মাহাত্ম্যকীর্ত্তন বাসনা, জীবহিংসা এবং অনৃত, মদ, মান, রজোবৈরিধর্ম্ম প্রসবকারী জাতরূপ বা সুবর্ণসঞ্চয়ই অযোগ্যতার পরিচয়।

তৃতীয়তঃ প্রাপঞ্চিকতা বুদ্ধিবলে হরিসম্বন্ধি বস্তুকে পার্থিব ভোগ্যবস্তুসদৃশ জ্ঞান করিলে অর্চ্চাবস্তুতে শিলাজ্ঞান, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে শৌক্রজন্ম বিচার, বিষ্ণুবৈষ্ণবচরণামৃতে সামান্যোদক বিচার, বাচক ভগবন্নামমন্ত্রাদিরূপ বাচ্যে ইতর ভোগ্যজ্ঞান নানা দেবাদিতে বিষ্ণুসদৃশ বুদ্ধি, প্রসাদাদিতে ভোগ্য বুদ্ধি ও বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রায় দুরাচার-জ্ঞান প্রভৃতি নানা প্রকার অযোগ্যতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

চতুর্থতঃ—প্রতিকূলমতের অবৈষ্ণব ধারণা-পোষণকারী আচার্য্যদাস্য। মায়াবাদীকে গুরুজ্ঞান, কর্ম্মী স্মার্ত্তাচার্য্যকে সমাজনিয়ন্তা বিচার, পরমার্থ দ্বারা পার্থিব স্বার্থ পোষণ, ভক্তিপ্রতিকূল কর্ম্ম ও জ্ঞানের নানা প্রকারে বহুমানন প্রভৃতি বিচার অবলম্বনে বৈষ্ণববিদ্বেষ ও সামাজিক ক্রিয়ার উদ্দেশে পরমার্থ বিসর্জ্জন ও আচার্য্যপথ-ত্যাগ।

পঞ্চমতঃ—আপনাকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধবৈষ্ণব জ্ঞানে জড়রসলুব্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণাদিকে পারমার্থিক সাধন জ্ঞানে অনর্থযুক্তাবস্থায় অনর্থমুক্তের শ্রবণযোগ্য, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণার্হ হরিরূপগুণলীলাকে জড়ভোগ্য প্রকারভেদ মনে করিলে অযোগ্যতা অবশ্যম্ভাবী। বংশগৌরবপারম্পর্য্য দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পরিমাণ নিরূপণ অযোগ্যতার প্রধান লক্ষণ।

ষষ্ঠতঃ—আপনাকে বৈষ্ণবের গুরু হইবার যোগ্য মনে করিলে তাহাই মূল অযোগ্যতা। বৈষ্ণবের সেবকসূত্রে তদীয় সেবা বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণবকে ভৃত্য ও আপনাকে গুরু জানিলে জীব অযোগ্য হইয়া পড়েন। বৈষ্ণব গুরুর নিকট উপদেশ না পাইয়া কপোলকল্পিত অযোগ্য বিচারকেই নিজ যোগ্যতা মনে করিলে কখনই নিজের বা অপরের কাহারও মঙ্গল হয় না। ভগবান্ ও ভক্তগণ আমার ভোগ চরিতার্থতার যন্ত্র হইবেন—ইহাই অযোগ্যতা।

অশূদ্র দীক্ষা।

বিজ্ঞবর রায় অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর এম্, বি, ই মহাশয় জাতিগোসাঞীর ন্যায় বিচার অবলম্বন করিয়া কি বলিয়া থাকেন, শূদ্রবংশোদ্ভূতকে জাতিগোস্বামী দীক্ষা দিলেও জাতিগোসাঞী ব্রাহ্মণই থাকিবেন? শূদ্রবংশোদ্ভূত ব্যক্তি দীক্ষিত হইবার পরও শূদ্র থাকিলে মন্ত্রদাতা কিরূপে নিজের জাতিগৌরব রক্ষা করিলেন? শূদ্র সম্পর্কে তাঁহার নিজের কোন

জাতির সহিত সংমিশ্রণ হইল? রায়বাহাদুর কি বলিতে চান, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে দীক্ষা দিতে পারেন? যে ব্রাহ্মণ শূদ্রসহ সম্বন্ধ স্থাপন-পূর্ব্বক দীক্ষা দিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইতে উন্নত হইলেন, না ব্রাহ্মণতা হইতে নিম্নে অধঃপাতিত হইলেন? দীক্ষা প্রাপ্ত হইবার পর শূদ্র মন্ত্রের দ্বারা হরিপূজা করিবে কিনা? শূদ্র দীক্ষিত হইয়া হরিপূজায় ষোড়শোপচারে প্রপক্ব অন্ন নিবেদন করিতে পারিবে কি না? সেই প্রপক্ব অন্ন ভোগ দিয়া তদ্দ্বারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সন্তর্পণ করিতে পারিবে কি না? দীক্ষিত ব্যক্তি যদি শূদ্র থাকেন, তাহা হইলে কি তিনি কোনদিন প্রপক্ব অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না? দীক্ষার পরেও গুরুর উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্য বস্তু কি তিনি গ্রহণ করিতে পারেন? ভাণ্ডার রাঁধিয়া লইবার ভার দিয়া কি তিনি চিরদিনই অন্য কোন নিজ দাস্যে নিযুক্ত করিবেন? গুরু কি তাঁহার ভাণ্ডার চাকরীতে ভর্ত্তি হইবার জন্য মন্ত্রদান করিয়াছিলেন? আর নিত্য শূদ্র শিষ্য কিছু চিরদিন পক্ব অন্ন পরিহার করিয়া কৃষ্ণকে নিত্যকাল অন্ন অর্পণ করিতে করিতে আমার গুরুদেবকে খাওয়াইবা কি দিনপাত করিবেন?

শূদ্রতা কি আত্মার নিত্য ধর্ম্ম? শুদ্ধ জীবাত্মার ভ্রান্তিক্রমে—ভোগপরতাক্রমে অনাত্মপ্রতীতিতে যদি শূদ্রতা আসিয়া থাকে, তবে তাদৃশ অভাগত শূদ্রত্ব চলিয়া যাইবে কি না? শূদ্র যদি জলাচরণীয় না হন, তাহা হইলে বিষ্ণুকে জল নিবেদন করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার নিত্যকাল জলবর্জ্জিত হইয়া চিরদিন নিরম্বু থাকাই বা কিরূপে সম্ভব? গুরুদেবও নিত্যশিষ্যকে সেবক বলিতে গিয়া কতদিন নিরম্বু থাকিবেন?

অদীক্ষিত শূদ্র যদি দীক্ষিত শূদ্রের সহিত গুরুর নিকট, সমাজের নিকট সমান মর্য্যাদা পা'ন ও অদীক্ষিতের সহ সমভাবে গণিত হন, তাহা হইলে দীক্ষা বিধান হয় নাই জানিতে হইবে কি না? শাস্ত্র বলেন, শূদ্রদীক্ষা দ্বারা গুরুর পাতিত্য হয়। ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারায় জাতিগোসাঞী সম্প্রদায় সমাজে ন্যূনাধিক বর্ণব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণের জল অপতিত শূদ্রগণও গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণব না বুঝিতে পারিলে এই জাতিগত বৈষম্য ধর্ম্মের হইতে জাতিগোসাঞী সম্প্রদায় পার পাইবেন কি করিয়া? আচার্য্য ও আচার্য্যবংশ কৈ চিরদিন নিজ সমাজ রক্ষা করিতে পারিলেন না? শূদ্রাদির সহিত সম্বন্ধ করায় তাঁহাকে নিরীশ্বর সমাজ বা পঞ্চোপাসক হিন্দুসমাজ একাসনে বসিতে দেন না কেন? গাঙ্গুলী মহাশয় ব্রাহ্মণ সমাজের কথা তো ভালই জানেন? তাহা হইলে কি বিচার অবলম্বন করিয়া জাতিগোসাঞীদের সহিত তিনি একটা মাখামাখি করিতেছেন? জাতিগোসাঞী যে কালে তাঁহার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অধীন—যেকালে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম্ম সমাজ, সমস্তই বিধুত করিতে স্মার্ত্তের অঙ্গুলী হেলনেই সঞ্চালিত, তৎকালে স্মার্ত্তের চক্ষে তিনি তো পতিত মাত্র। অপরের সহিত সঙ্গ করিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় ব্রাহ্মণগৌরববিহীন হইয়াছেন? এই আচার্য্যকার্য্য-পরায়ণ পতিত জাতিগোসাঞীদের সামাজিক কল্যাণ-চিন্তা কি কোন দিন গাঙ্গুলী মহাশয় করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে গাঙ্গুলী মহাশয় শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের প্রতিকূলাচরণ করিতে ব্যগ্র হইতেন না। পতিত আচার্য্যনামধারীর প্রকৃত

মঙ্গল বিধান করাটা কি গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় দিত না? যদি বলেন, দীক্ষাপ্রভাবে অচলনীয় জাতিগুলি জলাচরণীয় জাতিরূপে ন্যূনাধিক গৃহীত হইল, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করি উহা কি স্মার্তভট্টাচার্য্যের অনুমোদিত ব্রাহ্মণসমাজের আদৃত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব? আর দীক্ষিত শূদ্র শিষ্য কি কোন দিন অন্ন প্রসাদ পাইবে না? যদি তাহার তাহা পাইতে হয় সে কি গুরুদেবকে না খাওয়াইয়া উদরভরণরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিবে মাত্র? যদি বলেন, শ্রীক্ষেত্রে গিয়া পক্ব অন্ন শ্রীগুরুদেবকে খাওয়াইয়া উচ্ছিষ্ট তো নিত্যশূদ্র শিষ্য পাইতে পারে। তাহা হইলে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র বারবার শূদ্র ও শূদ্র-গুরুগণে পরিপূর্ণ হইলে তথায় ক্ষেত্রবাসিগণের বড়ই অসুবিধা হইবে।

আচার্য্যসন্তানগণ যে পরমার্থ-ধর্ম্ম সুখে পালন করিবার ভার লইয়াছেন, কাযে কি তাঁহারা সকল জগৎকেই বঞ্চনা করিবেন? একটা পথে থাকাই ত তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। গ্রাম বা কুল দুইটা একাধারে কি করিয়া থাকে? স্মার্তের পরমার্থবিরোধী আচার এবং পরমার্থীর উপেক্ষিত স্মার্ত বিচার একাধারে কিরূপে সম্ভব? পরমার্থ-শাস্ত্ররাজ শ্রীমদ্ভাগবত মুক্তকণ্ঠে গাহিতেছেন—'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥' এই ভাগবতোক্তি কেন আজকালকার গুরুব্যবসায়িগণ উপেক্ষা করিতেছেন? তাঁহারা উহা বিনির্দ্দেশ করা দূরে যাক্, নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত করিতেও কপটতা করিতেছেন! শ্রীমহাভারতের নির্দ্দেশ, শ্রীগীতা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ তাঁহাদের আদৌ গ্রহণীয় হইতেছে না। লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে গেলেই যে তাঁহাদের জাতি-ভাই ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়া দেবলের কার্য্য, গয়ালীর কার্য্য, ভাগবতব্যাখ্যা বিক্রয়কার্য্য, ভৃতকাধ্যাপনা প্রভৃতি অবৈধ ক্রিয়াসমূহ তাঁহাদিগকেই স্ব স্ব স্থান হইতে বিক্ষিপ্ত করিবে! সুতরাং ঐগুলি ধামা-চাপা দেওয়া ব্যতীত তাঁহাদের আর গত্যন্তর নাই। শাস্ত্রের শাসন যথাবিহিত পালন করিতে হইলে হয়ত কাহাকে প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী ভার্য্যার সহিত চিরবিদায় লইতে হইবে, হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন কুকার্য্যরত কুপুত্রের সঙ্গ চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে, ভরণপোষণের জন্য মুখাপেক্ষী হইয়া ইতর ধর্ম্মাক্রান্ত দাতার অনুগ্রহ হইতে কি প্রকারে ধর্ম্মপরায়ণ অথচ তাঁহার জ্যেষ্ঠকে লক্ষণ দ্বারা বর্ণান্তরে স্থাপিত করিবেন? নিতান্ত গর্হিতাচারসম্পন্ন হইয়াও পূর্ব্ব কুলগৌরবের সুশীতলচ্ছায়ায় বাস করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? সুতরাং শাস্ত্রের আচার পালন ও শাস্ত্রের কঠোর আদেশের অনুগমন করিতে কয়জন অগ্রসর হইবেন? যাহাতে জগতে পরমার্থ একেবারে উঠিয়া যায়, সেই চেষ্টায় ব্যস্ত না থাকিয়া কেহত বা সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না? কিন্তু আমরা জানি, সত্যই পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ। সরলতা ও সত্যই ব্রাহ্মণত্বের স্বরূপ লক্ষণ। যেখানে এই দুইটির অভাব সেখানেই ঈশ্বরবিদ্বেষ, ভক্তবিদ্বেষ এবং স্বার্থপরতাকে পরমার্থ বলিয়া চালাইবার উৎকট পিপাসা। আমরা কি এই ক্ষুদ্রস্বার্থ বর্জ্জন করিতে পারি না? লোকের নিকট কতদিন আর সত্য আবরণ করিয়া রাখিতে পারিব?

সাত্বত শাস্ত্র তারস্বরে গাহিতেছেন:—

'তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং।'

সুতরাং দীক্ষিতগণকে দ্বিজ বলিয়া অস্বীকার আর কতদিন চলিবে? চিরদিনই অনেক দীক্ষিতই বংশপারম্পর্য্যে দ্বিজ হইয়াছেন, আবার মনুক্ত

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

অনুসারে যে সকল শূদ্রপরিত্যক্ত ধর্ম্মপরায়ণ জনগণ ব্রাহ্মণতা হইতে শূদ্রত্বে পূর্ব্বেই পাতিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দীক্ষা প্রভাবে দ্বিজ হইতে আর বাধা কি দেওয়া যায়? ভক্তানুগত গাঙ্গুলী মহাশয় কি বলেন? বারান্তরে আমরা আর তিনটী বিষয়ের অবতারণা করিব।

ভগবানের ভুল কি?

কবিদিগের কথায় অনেক অসামঞ্জস্য থাকে। তাহা যে শুধু দোষ বলিয়া গণ্য হয় না, তাহা নহে, তাহা অলঙ্কার বা সৌন্দর্য্য বলিয়াই গণ্য হয়। যেমন, স্বনামখ্যাত ইংরাজ কবি মিল্টন একস্থানে বলিয়াছেন "Darkness visible" অর্থাৎ এমন অন্ধকার যে অন্ধকার পর্য্যন্ত দেখা যায়! অন্ধকার আবার দেখা যায় কেমন করিয়া? এখানে অন্ধকারের গাঢ়তা জানাইবার জন্যই কবি এরূপ সামঞ্জস্যহীন শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাহার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। মনুষ্যের ভাব প্রকাশে যখন এরূপ অসামঞ্জস্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এক জাতীয় শাস্ত্র তাহাদিগকে রক্ষা করে। ইহাকে অলঙ্কার শাস্ত্র কহে।

এখানে আমরা মনুষ্যের নহে, স্বয়ং ভগবানের একটী আপাততঃ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন কথার অবতারণা করিব। তাহার বাস্তব সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারি কি না, বিচার করিয়া দেখিব।

যাহারা গৃহে অগ্নিপ্রদান, বিষদান বা অস্ত্র দ্বারা অপরের প্রাণনাশ, ধন অপহরণ, ক্ষেত্র বা পরস্ত্রী প্রভৃতি হরণ করে, তাহাদিগকে আততায়ী কহে। রাজনীতি-শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, এই ছয় প্রকার আততায়ীকে পাইবামাত্র বধ করিবে। যখন এই নীতি অনুসারে কুরুপাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, তখন গুড়াকেশ, পরন্তপ, গাণ্ডীবধারী বীরচূড়ামণি ক্ষাত্রকুলগৌরব অর্জ্জুনের হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইল, হাত পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। ইহাকে অর্জ্জুনের বিষাদ বা মোহ বলা হইয়াছে। এই বিষাদগ্রস্ত বা মোহগ্রস্ত অর্জ্জুনের বিষাদ বা মোহ দূর করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী কথা আছে—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্য নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করিবেন। উহা যদি অসম্যক্ বা অসম্পূর্ণও হয়, তবুও উহা শ্রেষ্ঠ। অপরের ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ হইলেও শ্রেষ্ঠ নহে। স্বধর্ম্ম পালন করিতে মৃত্যু হওয়াও শ্রেয়স্কর। পর ধর্ম্ম পালন করিয়া জীবিত থাকাও ভাল নহে। ইত্যাদি

আবার অর্জ্জুনকে অন্যস্থানে বলিতেছেন :—
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

হে অর্জ্জুন! সকল প্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার আশ্রয় লও। সেই সকল ধর্ম্ম পালন না করাতে তোমার যে পাপ হইবে, আমি তাহা হইতে তোমাকে মুক্ত করিব" ইত্যাদি।

এই দুই উক্তির সামঞ্জস্য কোথায়? এক স্থলে স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি, অন্যস্থলে উহা ত্যাগের জন্য অভয়দান! তবে কি অর্জ্জুনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানেরও মোহ বা বিষাদ উপস্থিত হইল? অর্জ্জুনের মোহ সারাইতে গিয়া নিজে মোহে পড়িয়া গেলেন কি?

মানুষ মানুষকে রক্ষা করিতে গিয়া ভুলে বা সেই বিপদে পড়িতে পারেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ ত' সমগ্র ভুল, মোহ বা বিষাদের অতীত। এই সকল দুর্ব্বলতা মায়ার কার্য্য। মনুষ্য মায়ার অধীন, শ্রীভগবান্ মায়াধীশ—মায়াতীত, সুতরাং ইহা শ্রীভগবানের ভুল নহে; তবে কি?

প্রত্যেক মনুষ্যের ধর্ম্ম 'স্ব' ও 'পর' ভেদে দুই প্রকার। এই 'স্ব' ও 'পর' কি?—তাহাই আমরা প্রথমে আলোচনা করিব।

প্রত্যেক মনুষ্যের দুইটী রূপ, একটী 'স্ব' ও দ্বিতীয়টী 'পর'। মনুষ্যের স্বরূপ 'জীব' বা 'আত্মা' বা 'দেহী'—ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বিভিন্ন দেহে প্রবেশ করিলেও ইহার রূপের পরিবর্ত্তন হয় না, নিত্যকাল একই ভাবে থাকেন। এই জীব বা আত্মা যখন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণময়ী মায়ার অধীন হয়, তখন মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ একটা সূক্ষ্ম দেহ, ও মাটী, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত একটী স্থূল দেহ প্রাপ্ত হন। এই প্রকার দেহপ্রাপ্ত জীবকে বদ্ধজীব বলে। এই বদ্ধজীব মায়ার অধীনতায় যখন সত্ত্বগুণের পরিচয় দেয় অর্থাৎ শমদমাদি ক্রিয়া করে, তখন ব্রাহ্মণ বলা হয়। যখন সত্ত্ব ও রজো গুণের মিশ্রিত পরিচয় দেয় অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্য করে, তখন তাহাকে ক্ষত্রিয়; যখন রজঃ ও তমো গুণের পরিচয় দেয়, অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য করে, তখন বৈশ্য; আর যখন তমোগুণের পরিচয় দেয় অর্থাৎ বিপ্রাদি অপর তিনজাতির সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকে, তখন তাহাকে শূদ্র বলা হয়। এইরূপ গুণের পরিচায়ক কর্ম্মদ্বারাই জাতি নির্ণয় করিতে হইবে,—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ জীব বদ্ধ হইয়াই যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করুক্ না কেন, দেখিবে সে যে সকল কর্ম্ম করিতেছে, তাহা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনের কোন্‌টীর পরিচয় দিতেছে। যাহাতে যে গুণের পরিচয় পাইবে, তাহাকে সেই গুণানুসারে বিভাগ করিবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিজাতির একটীর অন্তর্গত করিবে। শ্রীভগবান্ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে এই চারিটী প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি করিয়া রাখিলেন। যখন যিনি যে গুণান্বিত হইবেন, তখন তিনি সেই প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিবেন। অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি যেন পুরুষ-পরম্পরায় মৌরসী পাট্টার বলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই প্রকোষ্ঠগুলি তদ্রূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকে যেমন মৃত্যুকালে উইল করিয়া যান যে, 'যদিও উত্তরাধিকারিসূত্রে আমার পুত্রগণই আমার স্থাবর সম্পত্তির মালিক, তবুও আমার ইচ্ছা, আমার পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা সৎচরিত্র হইবেন, হরিনাম বিক্রয় করিবেন না, কিংবা কনককামিনী বা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টাযুক্ত হইবেন না, তাঁহারা আমার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন। যদি আমার পুত্রগণের মধ্যে কেহই এরূপ গুণসম্পন্ন না হন, তবে আমার দেশবাসীর মধ্যে প্রধান প্রধান দশ ব্যক্তি যাঁহাকে এইরূপ গুণশালী বোধ করিবেন, তিনিই সম্পত্তির মালিক হইবেন।' শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদানকালে এই কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণত্বরূপ সম্পত্তির মালিক হইতে হইবে, তাহা নহে, কিংবা ক্ষত্রিয়ের বংশে উৎপন্ন ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যের কুলে উৎপন্ন ব্যক্তি বৈশ্যত্ব ও শূদ্রকুলে উৎপন্ন ব্যক্তি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন, এমন নহে। জীব জন্মের পর, তাহার কর্ম্ম দেখিয়া তাহাতে যে গুণের পরিচয় পাইবে, তদনুসারে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ এবং ঐ জাতি-পরিচায়ক যে চিহ্ন, তদ্দ্বারা তাহাকে চিহ্নিত করিবে।

ইহা হইল; বদ্ধজাতির বিভাগ। ইহারই নাম বর্ণ, এই বর্ণানুসারে যাহার যে প্রকার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তাহার নামই 'স্বধর্ম্ম'। এক বর্ণের পরিচয় দিয়া অন্য বর্ণের কর্ম্ম করিলে তাহাকে 'পরধর্ম্ম' কহে। প্রত্যেক বদ্ধজীবকে শ্রীভগবান্ স্বধর্ম্ম পালন করিতে বলিতেছেন। এই স্বধর্ম্ম কি ভাবে অনুষ্ঠান করিলে 'স্বধর্ম্মই 'পরধর্ম্মে' পরিণত হইবে এবং আমরা সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার যোগ্য হইব, তাহা বুঝিতে পারিলেই আমরা শ্রীভগবানের অশেষ কল্যাণবাণীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

চতুঃষষ্টি বৈধ সাধন-ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এই শ্রীধাম-পরিক্রমা সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা গতিঃ স্থানে পরিক্রমা ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

জীব মাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব অর্থাৎ কৃষ্ণদাস। কিন্তু বর্ত্তমানে জীবের স্বরূপ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ও ব্যোম্-নির্ম্মিত স্থূলদেহ ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের নিত্য কৃষ্ণসেবনবৃত্তির স্ফূর্ত্তির অভাব দেখা যাইতেছে। এই জগতে আমরা জীবকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। শাস্ত্রোক্ত বিধিবাক্য অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র জড়দেহ-সুখলাভে ব্যস্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মী, জড়দেহ-সুখলাভে নিবৃত্ত থাকিয়া মনোনিগ্রহকারী জ্ঞানী, এবং অনিত্য দেহ ও মনোসুখান্বেষণে উদাসীন, পরন্তু নিত্য আত্মধর্ম্ম, পরমাত্ম-সেবায় ব্যগ্র ব্যক্তিগণ ভক্ত বলিয়া পরিচিত। বদ্ধজীবের দেহে ও মনে আত্মবুদ্ধিই নিত্য আত্মজ্ঞানোদয়ের অন্তরায়। জীবের সৌভাগ্য-বশতঃ যখন এই অনিত্যবুদ্ধির অবসান হয়, তখন অনিত্যবুদ্ধিমুক্ত সেই জীব নিজেকে কৃষ্ণের নিত্য দাস বলিয়া জানিতে পারেন। তখন তাহার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীতি হয়; এবং তিনি দেখেন যে, চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ তাঁহার আচরণীয়। সেই ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'পরিক্রমা' বলিয়া একটী সাধনাঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। মায়াবদ্ধ জীব যেমন নিজ গৃহকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে পরিক্রমা এবং সেই জড় গৃহাসক্তিতে গৃহমেধী হইয়া সংসারসাগরাবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকেন, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাভিলাষী জীব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ এবং লীলাক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া সেই ভগবন্মন্দির এবং তীর্থক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণাসক্তিক্রমে মায়ামুক্ত হইয়া জীবের নিত্য বসতিস্থল শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন এবং নিজ অভীষ্টদেবের সেবায় মগ্ন হন।

শ্রীধাম বলিলে শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্রসমূহকে লক্ষ্য করে। শ্রীধাম অপ্রাকৃত এবং তদীয়। জড়রাজ্যে অন্য দেশের সহিত ইহার তুলনা হয় হয় না। যদিও প্রাকৃত দৃষ্টিতে উভয়ের সমত্ব দৃষ্ট হয়, তথাপি সূক্ষ্ম বিচারে উভয়ের আকাশ-পাতাল-ভেদ দৃষ্ট হয়। এই ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত আর শ্রীধাম অপ্রাকৃত। শ্রীভগবান্ যখন ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া ধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হন, তখন আমরা জড়-বুদ্ধিতে তাঁহাকে আমাদের ন্যায় জড় শরীরধারী বলিয়া জানি; কিন্তু যখন আমাদের জড়বুদ্ধি হ্রাস

হয়, তখন আমরা শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী বুঝতে পারি—

অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতং মহেশ্বরং॥

অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে জড়দেহী বলিয়া জানে, কারণ তাহারা আমার পরম ভাব জানে না। সেইরূপ শ্রীধামসমূহ শ্রীভগবদভিন্ন; এবং নিত্যকাল অপ্রাকৃত স্বরূপ বিরাজমান। শ্রীভগবানের লীলাকালে শ্রীধামসমূহ এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন এবং মায়ার ভিতর আসিয়াও সর্ব্বদা মায়াতীত থাকেন।

শ্রীভাগবতে—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের ইহাই ভগবত্তা যে তিনি, ভক্ত বা শ্রীধাম প্রপঞ্চে আসিয়াও প্রাপঞ্চিক নহেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ অভিন্ন শ্রীব্রজধাম। ইহার নয়টী দ্বীপ একটী পদ্ম সদৃশ। চতুঃপার্শ্বে অষ্টদ্বীপ অষ্টপদ্মদল এবং মধ্যস্থানে কেন্দ্রস্থলে অন্তর্দ্বীপ ঐ পদ্মের মণিকর্ণিকা। শ্রীধাম বৃন্দাবন যেমন চতুরশীতি ক্রোশ, শ্রীনবদ্বীপ ধামও সেইরূপ ষোল ক্রোশ পরিমিত। ইহার আটটী দল অষ্ট সখী। এই সব শাস্ত্রবিচার ও ভজনানন্দি-মহাজন গণের নিকট হইতে আমরা শ্রীনবদ্বীপ ধামের চমৎকারিতার বিষয় জানিতে পারি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

অতএব ভাই সকল! শ্রীধামের ধূলিকণাসমূহও অপার্থিব। বহু বহু জন্মের ভগবদারাধনা ও সুকৃতিফলে শ্রীধামদর্শন লাভ হয়। কিন্তু প্রাকৃত দর্শনের কথা বলিতেছিনা—সেই দর্শন—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

আসুন্ আমার বন্ধু সকল! আমরা সকলে মিলিয়া সেই অপ্রাকৃত ধামের রজে একবার গড়াগড়ি দিয়া দুর্ল্লভ মানব জন্ম সফল করি। কিন্তু একটী কথা এই যে, কাহার সহিত গেলে শ্রীধাম দর্শন হইবে? বাহিরে ভক্তসাজ ও ভিতরে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান-কষায়যুক্ত নকল ভক্তসঙ্গে শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন হয় না—এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে কিছু দেখাইতে পারে না, সেইরূপ। তাই বলি আসুন! আমরা আজ বহু সুকৃতিফলে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ পাইতেছি। এই অবসর গ্রহণ করি। যদি হেলায় এই সুযোগ ত্যাগ করি, তবে আমরা আত্ম-বঞ্চক হইব।

আবার বলি—বাহিরে ভক্তসাজ দেখিয়া ভক্ত অনুমান করিবেন না। ভক্ত চিনিবার উপায় শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—কামিনী ও কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠালাভে যাঁহার যত্ন নাই, তিনিই ভক্ত। তাহা হইলে দেখুন্—বিচার করুন্—ভক্ত কাহারা। শ্রীধাম পরিক্রমা, শ্রীধামে বাস, শ্রীধাম দর্শন ত অনেকেই করেন, কিন্তু ঐ সকল কার্য্য করিয়াও যাঁহারা পুনরায় কামিনী, কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে ব্যস্ত হন, তাঁহাদের কি ধাম পরিক্রমা বা বাস বা দর্শন হয়?—একথা বিচার করুন্। ফলের দ্বারাই কারণ অনুমিত হয়। দিব্য দর্শন হইলে জড় দর্শন থাকিতে পারে না।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

গত ৭ই ও ৮ই মাঘ মেদিনীপুর জেলান্তর্গত গেঁয়োখালির সন্নিকট মাধবানন্দপুর গ্রামে শ্রীমাধবানন্দ জীউর মন্দিরে শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস পঞ্চরাত্রাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত করুণাকর ব্রহ্মচারী মহাশয়দ্বয় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের আহ্বানে গমন করিয়া তথায় 'নিত্য সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সমাগত বহু শ্রোতা বক্তৃতা শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

গত ৬ই হইতে ৯ই মাঘ পর্য্যন্ত চারিদিবস কাল শ্রীলপরমহংস ঠাকুরের আনুগত্যে স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয়, আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়প্রমুখ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার সভ্যবৃন্দ সাঁওতাল পরগণান্তর্গত মুর্গামুণ্ডা-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বাবুলাল রাম মহাশয়ের আমন্ত্রণে ও আগ্রহাতিশয্যে মধুপুর (ই, আই, আর) ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী মৌজুড়ী গ্রামে শ্রীজানকীবল্লভ, লক্ষ্মণ ও মহাবীর জীউর অর্চ্চা বিগ্রহের প্রকট-মহোৎসব উপলক্ষে গমন করিয়া অবস্থান করেন। ৮ই মাঘ তারিখে প্রদোষকালে একটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবুলাল রাম মহাশয়ের একটী পঞ্চবর্ষবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র হঠাৎ ক্রীড়া করিতে করিতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়। কিন্তু জানকীবল্লভ জীউর কি কৃপা! অল্পক্ষণ মধ্যেই শিশুটী অক্ষত ও নির্দ্দগ্ধ-শরীরে হাসিতে হাসিতে অগ্নিকুণ্ড হইতে উথিত হয়। যদিও তথাকার অধিবাসিবৃন্দ সকলেই রামভক্ত, তথাপি সকলেই এবং উপস্থিত আমন্ত্রিত বিভিন্ন দেশীয় রামাৎ সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় পণ্ডিত পরমশ্রদ্ধা সহকারে পরমহংসঠাকুরের শ্রীমুখ-কীর্ত্তিত শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা শ্রবণে ও উপদেশামৃতপানে সাতিশয় আনন্দ লাভ করেন ও আকৃষ্ট হ'ন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বাবুলাল রাম মহাশয়, তাঁহার অনুজবৃন্দ এবং তদীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত হংসরাজ তেওয়ারী মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও সেবাপ্রযত্নে ভক্তগণ কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ না করিয়া উক্ত দিবস-চতুষ্টয় হরিকথামোদে যাপন করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এতদুপলক্ষে মধুপুর ষ্টেশন-সমীপবর্ত্তী স্থানীয় শ্রীরামসীতার মন্দিরের মোহান্ত মহারাজের আদর যত্নে এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দাস বাবাজীর বিবিধ সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা দর্শনে ও শিষ্ট আলাপে ভক্তবৃন্দ পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

রামাৎ সম্প্রদায়ের ভক্তগণের ললাটে শ্বেত-পুণ্ড্র রেখাদ্বয়ের মধ্যভাগে যে রক্তবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়, উহা শাক্তগণের ন্যায় রক্ত চন্দন বা সিন্দুর-রেখা নহে, উহা শ্রীলক্ষ্মী বা জানকী দেবীর স্মারক তিলক—হরিদ্রার সহিত সোহাগা মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন ভক্তের ললাটে ঐ রক্ত রেখাটী দৃষ্ট হয় না, গৌড়ীয়দের ন্যায় তাঁহাদের ললাটে শ্বেত পুণ্ড্র রেখাদ্বয় দৃষ্ট হয়। তাঁহারা রামাৎ সম্প্রদায়ভুক্ত মহাত্মা তনতুলসীদাস প্রবর্ত্তিত শাখান্তর্গত। এই তন তুলসীদাস হইতে শিষ্য-পরম্পরায় অষ্টম অধস্তন

ব্যক্তি অদ্যাপি মুঙ্গেরের সমীপবর্ত্তী এক স্থানে ঐশাখার মূল মঠে মোহান্তরূপে বাস করিতেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সহজ ভজন :—শ্রীহট্টহবিগঞ্জের অন্তর্গত আন্দাশা গ্রামে সহজিয়া মত বৈষ্ণব ধর্ম্মানুমোদিত কি না—এসম্বন্ধে আলোচনার্থ গতমাসে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র দেব প্রণীত শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দতত্ত্ব কৈরবচন্দ্রিকা গ্রন্থে সহজিয়া মতের বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ লিখিত হওয়ায় ব্রজনাথ মাষ্টার নামক জনৈক ব্যক্তি বিচার সভা আহ্বান করেন। হবিগঞ্জ হাইস্কুলের সুযোগ্য শিক্ষক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বিশ্বাস বি, টি, সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। চতুঃপার্শ্বস্থ অনেক গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ ও ভদ্র মহোদয়গণ সভায় উপস্থিত হন। সহজিয়াগণ শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র গোস্বামী এবং দাস নামধারী অপরিচিত এক ব্যক্তিকে পক্ষ সমর্থনার্থ আনয়ন করেন। অপর পক্ষে স্বয়ং যোগেন্দ্র বাবু ও হবিগঞ্জ গৌরগোবিন্দ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি উপস্থিত হন। উভয় দলে বিচার আরম্ভ হয়। সহজিয়াগণ কোন প্রকারেই আপন মত সমর্থন করিতে পারেন নাই। পরিশেষে ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম নহে, স্বমুখে স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয়, সহজিয়া মত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্গত নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। পরিশেষে যথারীতি সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

—আনন্দবাজার (১১।১০।২৯)

ঢাকা প্রকাশ—"নীচ যদি উচ্চভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে" কথাটা আমাদের গৌড়দেশে বহুল প্রচলিত। 'হাতি চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার' প্রভৃতি কিম্বদন্তীরও অভাব নাই। 'Beneath notice' কথাটাও অনেক সময় শুনিতে ভাল।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও আমরা পরচর্চ্চকের অধমা গতির কথা শুনি। 'পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্নগর্হয়েৎ' ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের কথা হইতেও জানা যায়, প্রজল্প বা গ্রাম্য বিষয় কথা সৎসমাজের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু যদি ঐ সকল বাক্য একমাত্র উপেক্ষাযোগ্য হয় এবং তাহার বিষময় ফল জগতে বহুল প্রচারিত হয় বা তাহার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে ভগবদিচ্ছাক্রমে গুণ্ডার অত্যাচারে জগতে সাধুগণের সাধুতার আদর্শ ক্ষীণ হইয়া পড়ে বা উৎকর্ষলাভে দুর্ভাগ্য জগৎ বঞ্চিত হয় মাত্র।

বিষয়ী গ্রাম্য কথার প্রচার লইয়াই দিন যাপন করে, তাহাকে তাহার মঙ্গলের জন্য সৎপথে আনিবার প্রেমচেষ্টা তাহার ভাল না লাগিলেও হিতৈষিগণের সদিচ্ছা বাধা দিয়া ভোগী বিষয়ীর গুণ্ডামি বৃদ্ধি করা উচিত নহে।

'ঢাকাপ্রকাশ' নামক পত্র মুকুন্দ বাবু প্রচার করেন। তিনি তালুকদার ও আপনাকে শৌক্র ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান করেন। সম্প্রতি তাঁহার 'প্রকাশ' পত্রে পরচর্চ্চা ও দুর্জ্জনোচিত গালাগালি দেখিয়া আমরা বিস্মিত। সহযোগী ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারা নিজের ওজনটা ভুলিয়া গিয়া একদিন শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে আসিয়া নির্ম্মৎসর সাধুগণকেই গালিগালাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং শাস্ত্রীয় কথা শুনিয়া সম্পাদক মহাশয় আখেরি নিজ মঙ্গল সংগ্রহের পরিবর্ত্তে সাধুনিন্দা করিয়া ফেলেন। সাধুনিন্দা ফলে তাঁহার দলে যে সকল লোক যোগদান করেন, সেই "নিন্দা-রহিত"

তাঁহারাই আবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের গ্রন্থগুলি পর্য্যন্ত লুটপাট্ করিয়া লইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া যাঁহারা নিরীহ প্রচারকের শাস্ত্রগ্রন্থরাজী লুট্ করেন, মহাভারত ছিঁড়িয়া ফেলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের অসম্মান করেন, তাঁহারাই আবার বলেন, তাঁহারা নির্ব্বিবাদী—পরচর্চ্চক নহেন। তাঁহাদের অসম্মান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া মুকুন্দ বাবু শ্রীমঠে গিয়া জীবমঙ্গলকারী শাস্ত্রবাণীকে দুর্জ্জন-মুখচপেটিকা মনে করেন, সেই মুকুন্দ বাবুদের 'প্রকাশ' পত্রকে আমরা কুবিষয় ব্যতীত অন্য কিছু বলিতে পারিলাম না। যাঁহারা বেদ-বিস্তার পঞ্চরাত্রের অসম্মান করাইবার উদ্দেশে মূর্খতার আদর্শকে পাণ্ডিত্য বলিয়া প্রচার করেন ও তাঁহাদের দ্বারা পঞ্চরাত্রের অবৈদিকতা প্রমাণে ব্যস্ত, তাঁহাদের ফাজলামি বা পরচর্চ্চাকে আমরা নির্ব্বিষয় বলিতে পারি না। যাঁহারা প্রতিবাদের নামে সভা ধ্বংস করিতে ব্যাকুল, তাঁহাদের মুখে শ্রীমহাভারত, সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ দ্বারা জীবকুল প্রতারিত হইতেছেন এই উক্তি অসম্ভব নহে। যাঁহারা বাজসনেয়ী শাখার কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রকে অসম্মান করিবার জন্য পঞ্চরাত্রকে অবৈদিক বলিবার ধৃষ্টতা করেন, আমরা তাঁহাদের সৌজন্য সম্বন্ধে একমত হইতে পারি না। যাঁহারা বেদের একায়ন শাখার চত্বারিংশ সংস্কারকে বেদবিরোধী নিরীশ্বর বাদ হইতে পৃথক মনে করিয়া পঞ্চরাত্রের দূষণে ব্যস্ত, তাঁহাদিগকে আমরা আদর করিতে পারি না। যাঁহারা কাশ্মীরাগমকে কলঙ্কিত করিতে ব্যগ্র, তাঁহাদিগের দ্বারা বেদশাস্ত্রের অপব্যবহার হইবে, সাধুগণের অসম্মান হইবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বেদ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চরাত্র প্রতারক নহেন। যাঁহারা প্রতারণা করিবার জন্য তাদৃশ শাস্ত্রকে প্রতারক বলেন, তাঁহারা কে?—তাঁহাদের স্বরূপ সকলের জানা আবশ্যক—ইহাই আমাদের নৈবেদ্য।

মায়াবাদী শ্রীঅপ্যয় দীক্ষিতের ন্যায় বৈষ্ণববিরোধী পণ্ডিতের পরিমল ভাষ্য যেরূপ বৈদান্তিক শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ বিখণ্ডিত করিয়া প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে স্বীয় কীর্ত্তিজ্যোতিঃ জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব ক্ষীণপ্রভ না হইতে হইতে পঞ্চরাত্র-বিরোধবাদী অবৈষ্ণবগণ কেন দর্প-পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিবার কুবাসনা করেন, বুঝা যায় না। শাস্ত্রদর্শনরহিত কথককে পাঞ্চরাত্র বৈদিকমত গর্হণের জন্য দাঁড় করাইতে গিয়া যদি মুকুন্দ বাবু স্বীয় খর্ব্বদৃষ্টি ও দুর্ব্বলতার পরিচয় দেন, তাহাতে তাঁহার দ্বারা ঢাকাবাসীর কি মঙ্গল হইবে, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বকালে অসভ্য ভাষায় বাদপ্রতিবাদ প্রচলিত ছিল। মুকুন্দ বাবু সেইগুলি কেন পুনঃ পুনঃ আবাহন করিয়া জগতে জঞ্জাল আনয়ন করিতেছেন, আমরা বুঝি নাই। মুকুন্দ বাবুর গর্ব্বমূলা একচেটিয়া মনগড়া ব্রাহ্মণতা কিছু প্রকৃত ব্রাহ্মণসমাজ আদর করিবেন না। তাঁহারা শাস্ত্রকে সম্মান করিতে জানেন। মুকুন্দ বাবু সাধু-নিন্দাকে শাস্ত্র বলিয়া ভ্রম করিতেছেন, আর খলস্বভাবের অনুগমনে শ্রীমদ্ভাগবত-নিন্দা তাঁহার ন্যায় সাধুর হৃদয়ে ও মুখে শোভা পায় না।

আমরা মুকুন্দ বাবুর দলকে ও তাঁহার ভ্রমদৃষ্টিকে অনায়াসেই উপেক্ষা করিতে পারি সত্য, কিন্তু আমরা 'নিরভিমানী হইয়া অন্যে দিবে মান' শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে এ কথা শুনিয়া অবধি তাঁহাদের উপেক্ষা না করিয়া তাঁহাদের কথায় চিরদিন ভ্রান্তি

প্রদর্শন করিয়া সম্মান করিবার জন্যই প্রস্তুত আছি। মুকুন্দ বাবুর জানা উচিত, তাহা পরচর্চ্চা নহে। মুকুন্দ বাবু যদি স্বীয় শাস্ত্রবিচার-দুর্ব্বলতাকে বহুমানন না করিয়া সাধুনিন্দায় সর্ব্বাগ্রে প্রবর্ত্তিত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অকর্ম্মণ্য দম্ভকে আমরা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। আমরা তাঁহাদের আলোচনা করিতে গিয়া বিষয়ীর সজ্জায় তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে যাইতাম না। কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া জীবমাত্রের কথা শুনিতে গিয়া আমরা সময় নষ্ট করি সত্য, কিন্তু তাহা তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই করিতে হয়। মঙ্গলের নামে ব্যবসায়ী চিকিৎসক চিকিৎসার বিনিময়ে স্বীয় ইন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া লইতেছে, কিন্তু আমরা মুকুন্দ বাবুর ন্যায় ব্যক্তিগণের নিকট নিজের কোন স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কথা প্রত্যুত্তরে বলি নাই, তিনি ইহা বিশেষরূপে মনে রাখিবেন।

পরমুখে কটুভাষা সহিতে না পার।
তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর॥

ভারতীয়।

শ্রীমতী বেসাণ্ট :—গত মঙ্গলবার মনোমোহন থিয়েটার গৃহে ডাক্তার শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট "স্বরাজ কি এবং তাহা কি প্রকারে লাভ হয়?" এই বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালও স্বরাজ সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। গত সোমবার এলফ্রেড থিয়েটার গৃহে শ্রীমতী 'জগদ্গুরু' ও তাহাকে জানিবার উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বাঙ্গালা কাউন্সিল নির্ব্বাচন :—স্যার রাধাচরণ পাল বাহাদুরের মৃত্যুতে দুই জন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি কাউন্সিল-নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন— ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস। ডাক্তার সার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বয়ং ডাক্তার ব্যানার্জ্জির নির্ব্বাচনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ভোটসংগ্রহ ফলে ডাক্তার ব্যানার্জ্জিই কাউন্সিলের সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

কলিকাতায় নূতন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার :— পরলোকগত রাধাচরণ পাল মহাশয়ের মৃত্যুতে তৎপুত্র শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পাল বি, এ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট সংগ্রহ করিয়া মিউনিসিপ্যাল কমিশনার পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মাননীয় মধুসূদন দাস :—বিহার উড়িষ্যার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয় আগামী বৎসরে বিনা বেতনে কাজ করিবেন বলিয়াছেন।

মামুদাবাদের রাজা :—যুক্ত প্রদেশের এক্সিকিউটিব কাউন্সিলের সদস্য মামুদাবাদের রাজা সাহেব নাকি বিনা বেতনে সদস্যের কার্য্য করিবেন।

লর্ড সিংহ :—"বেঙ্গলী"তে প্রকাশ, লর্ড সিংহ বেশ সুস্থ আছেন এবং এবার তিনি নাকি পুনরায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিবেন। সংবাদ সত্য হইলে ভারতীয় হাইকোর্টে এই প্রথম লর্ড ব্যারিষ্টার বক্তৃতা দিবেন।

আলীগড় জাতীয় বিদ্যামন্দির :—আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী আলীগড় মুসলমান জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাৎসরিক কনভোকেশন হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার হাকিম আজমল খাঁন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রদানকারী মহোদয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে ডাক্তার রায়:—সার প্রফুল্ল চন্দ্র সাস্তাহার বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণনগরে নবনির্ম্মিত নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েসন হলটী খুলিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া তদুপলক্ষে একটী সুশিক্ষামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন।

বাঙ্গালায় সংক্রামক ব্যাধি :—গত ১৩ই তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, অসানসোল, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, পাবনা, চট্টগ্রাম, হাওড়া, ঢাকা এবং মৈমনসিংহে গত সপ্তাহ অপেক্ষা এ সপ্তাহে সংক্রামক ব্যাধির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ২৪ পরগণা, কলিকাতা, যশোহর, খুলনা, বগুরা, মালদহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ত্রিপুরায় সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। নদীয়া একরূপই আছে।

লর্ড লিটন :—গত ১৯শে তারিখে বঙ্গের লাট বাহাদুর স্পেশাল ট্রেণে বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় রওনা হইয়া দ্বিপ্রহরে আসিয়া পৌছিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ :—আসামের নেতা শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার চন্দ মহাশয় অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিয়া ওকালতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নববর্ষ হইতে পুনরায় তিনি ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন।

পরলোকে শশীভূষণ :—ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ও ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার দেওয়ান সাহেব রায় শশীভূষণ দত্ত বাহাদুর গত ১২ই তারিখ শুক্রবারে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অমায়িকতা, জনপ্রিয়তা ও দয়ালুতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। ইদানীন্তন তিনিই শান্তিপুর বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত অধিবাসীবর্গের মধ্যে একমাত্র রায় বাহাদুর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমরা তাঁহার শোককাতর পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

নূতন ডি, এস্ সি :—কলিকাতার বিজ্ঞান-কলেজের অঙ্ক শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ সেন এম্, এস্ সি কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিণ্ডেকেট কর্ত্তৃক ডি, এস্ সি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতী সরলা দেবীর বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন :—হিন্দী "নবজীবন" পত্রে প্রকাশ, গত ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। অন্ততঃ এক বৎসর কাল তিনি এই ধর্ম্ম পালন করিবেন। এ বিষয়ে নাকি মহাত্মা গান্ধী ও ও তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত রামভুজ দত্ত চৌধুরী উভয়েরই মত আছে।

বিদ্যালয় ভস্মীভূত :—বিক্রমপুরের সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল ও স্বর্ণগ্রাম রাধানাথ হাই স্কুল এই দুইটী প্রসিদ্ধ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক সহস্র টাকা বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

ভারতে নূতন বড়লাট :—জনরব যে, লর্ড রিডিং শীঘ্রই ভারত পরিত্যাগ করিবেন, কারণ তাঁহার সহিত ভারত সচীবের ইদানীন্তন বড় একটা বনিবনাও হইতেছিল না। প্রকাশ, তৎ-পরিবর্ত্তে বিগত মহাসমরে বৃটিসের প্রধান সেনাপতি জেনারেল লর্ড হেগ্‌, ভারতের নূতন বড়লাট হইবেন। তিনি নাকি এই পদ পাইতে একান্ত ইচ্ছুক। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভারতীয় শাসন-ধারা কোন্ দিকে চালিত হইবে, তাহা অনুমান করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য নহে।

মহাত্মা গান্ধী :—ইতঃপূর্ব্বে জেলে মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্য ভাল নহে বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছিল, সে সংবাদ পাইয়া গত ১৯শে তারিখে শ্রীযুক্ত কেলকার জারবেদা জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জানিয়াছেন যে মহাত্মা সুস্থই আছেন এবং তাঁহার অসুস্থতার গুজব ঠিক নহে। শ্রীমতী গান্ধী শীঘ্রই জেলে মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

ভারতীয় মহিলা ব্যারিষ্টার :—বোম্বাইয়ের মিঃ আর দেশী টাটার কন্যা কুমারী মেথন টাটা আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া এক্ষণে ইংলণ্ডে ওকালতী করিবেন।

টেলিফোঁ সংক্রান্ত নূতন আইন :—প্রকাশ, এবার যিনি যতবার যন্ত্রটী ব্যবহার করিবেন, ততবার তাঁহাকে তজ্জন্য একটা নির্দ্ধারিত মূল্য দিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে টেলিফোন ব্যবহারকারিগণের বার্ষিক খরচ খুব বেশী পড়িবে। অপর লোকেরও প্রয়োজনীয় বিষয়ে সংবাদ আদান প্রদানে বিশেষ বাধা হইবে।

পরলোকে নীলরতন :—গত ১৪ই তারিখে "বীরভূমবাসী"র সম্পাদক, চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংগ্রহকর্ত্তা, বহুদর্শী শিক্ষক নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোককাতার পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

পাটনায় দেশবন্ধু :—শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু দাশ মহাশয় পাটনায় ডুমরাও মহারাজার মোকদ্দমা পরিচালন করিতেছেন। প্রকাশ, ঐ কার্য্যের জন্য পূর্ব্বে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন বলিয়া ঐ মাম্‌লা চালাইতে তিনি ন্যায়তঃ বাধ্য। আদালতে "প্রাকটীস্" আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব রটিয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তিনি তাঁহার মতের আদৌ কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। তিনি এই সপ্তাহের মধ্যেই বোম্বাই যাত্রা করিবেন।

ট্রাম ধর্ম্মঘট :—ট্রাম ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে, তবে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর সম্মুখে ড্রাইভারের দাঁড়াইবার স্থান সমেত সবটুকু জায়গাই বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তারের জালে বেড়া দেওয়া হইয়াছে। কোথাও কোন প্রকার গণ্ডগোল হয় নাই। সকল লাইনেই ট্রাম চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বৈদেশিক।

জার্ম্মাণীর অসহযোগ ব্রত:—জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র তীব্রভাবে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইয়াছে। এমন কি চরমপন্থী সোসিয়ালিষ্টগণও এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে। ফরাসীদের ব্যবহারে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের শক্তি একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। জনসাধারণ এখনও গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিতেছে।

ফরাসীর রূঢ় অধিকার করিবার বিরুদ্ধে সিনেটর বোরা তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। মিঃ লয়েড জর্জ্জও সেই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ইহার ফলে জার্ম্মাণগণ প্রকাশ্য যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এদিকে ফরাসীগণও জানাইয়াছে যে, যাহাই ঘটুক না কেন, তাহারা পূর্ব্বের নীতিরই অনুসরণ করিবে। কাজেই ঘোরতর যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা।

ফরাসী এই প্রকার হুমকী ও ধরপাকড়ে জার্ম্মাণগণ একটুও দমে নাই। তাহারা নিজেদের মত চলিবেই। হার কুনো বার্লিনের ট্রেড ইউনিয়নের সহিত পরামর্শ করিয়া চাঁদা তুলিয়া দুঃখ শ্রমজীবীদের সাহায্যের চেষ্টা করিতেছেন।

রূঢ় প্রদেশের যে সমস্ত জেলা ফরাসীগণ অধিকার করিয়াছে, উহাতে রেল কর্ম্মচারীগণ নানা খনির শ্রমিকগণ এবং ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। জার্ম্মাণীর অর্থসচিব ডাঃ হার্ম্মিস আদেশ দিয়াছেন যে, জার্ম্মাণ ছাড়া আর কাহাকেও যেন শুল্ক বা কয়লা ইত্যাদি দেওয়া না হয়।

ফরাসী হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, জেনারল লুডেনডর্ফ মানষ্টার নামক স্থান পরিদর্শন করিতেছেন জার্ম্মাণীর চালচালনও নাকি আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসীগণ নাকি রাইনতীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে সমস্ত জার্ম্মাণকে তাড়াইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছে।

একটী বে-সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে, মানষ্টারে জার্ম্মাণগণ সৈন্য পরিচালনা করিতেছে। তবে এই সংবাদ ঠিক কিনা বলা যায় না। পঁয়কেয়ার এবং জেনারেল ফোস্ এইজন্য পরামর্শ করিতেছেন।

চোখ রাঙ্গাইয়া বিশেষ কিছু হইতেছে না দেখিয়া মিঃ পঁয়কেয়ার এবং বার্থো উভয়ে মিলিয়া নাকি স্থির: করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণগণকে ক্ষতিপূরণ করিতে দুই বৎসর সময় দেওয়া হইবে এবং এই মর্ম্মে একটি চুক্তিপত্র নাকি ক্ষতিপূরণ কমিশনে প্রেরিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় ইটালীও সায় দিয়াছে।

লণ্ডনের সরকারী মহলে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ইংলণ্ডের মত—যথা পূর্ব্বং তথা পরং আছে। পূর্ব্ববৎ ইংলণ্ড ফরাসীকেও সাহায্য করিবে না, জার্ম্মাণীকেও আক্রমণ করিবে না।

ফরাসীর জাতীয়দল বলিতেছে যে, রূঢ়কে একটি আশ্রিত ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করা হউক; কিন্তু ইটালী উহার ঘোর বিরোধী। ইটালী, ফরাসী ও ইংলণ্ডকে জানাইয়া দিয়াছে যে, এই নীতি অনুসরণ করিলে মহা বিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

লসেন বৈঠক:—লসেন বৈঠকে মিত্রশক্তিগণ তাঁহাদের সন্ধিপত্রের খসড়া প্রস্তুত করিতে খুব ব্যস্ত। প্রকাশ, খুব শীঘ্রই এই সন্ধিপত্র তুর্কী

প্রতিনিধিগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া মিত্রশক্তি-গণের প্রতিনিধিগণ লসেন পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন। তুর্কী প্রতিনিধিদিগকে সন্ধিপত্রের আবশ্যকীয় কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী থাকিবে মাত্র। "ষ্টেটস্‌ম্যানের" বিশেষ খবরে প্রকাশ, তুরস্কের মসুল অধিকারের দাবীর বিচারের ভার লীগ্ অব নেশনের উপর ন্যস্ত করা হইবে। ইহাতে ইস্‌মেত পাশা নাকি স্বীকৃত হইয়াছেন। এ দিকে মুদানিয়ার সর্ত্তভঙ্গ করিয়া গ্রীকগণ পশ্চিম থ্রেসে সৈন্য চালনা করিতেছে বলিয়া তুর্কী কর্ত্তৃপক্ষ অভিযোগ করিয়াছেন।

আমেরিকায় স্ত্রী স্বাধীনতা :—আমেরিকার মহিলাগণ সর্ব্ববিষয়েই পুরুষগণের সমকক্ষ হইতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ৬৭৮টী কার্য্য বিভাগের মধ্যে ৩৩টী বাদে আর সকলগুলিই মহিলাদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ১৭৩৮ জন আইন ব্যবসায়ে, ১৭৮৭ জন পৌরোহিত্যে, ১৪৬১৭ জন শিল্পকার্য্যে, ৭২১৯ জন সাধারণ চিকিৎসা কার্য্যে, ১৮২৯ জন দন্তচিকিৎসা কার্য্যে, ১১১৭ জন পূর্ত্ত ও বাস্তু বিভাগে নিযুক্তা আছেন।

আদর্শের দ্বন্দ্ব :—বিগত ১৯শে তারিখে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটী অব আর্ট গৃহে ভারতীয়গণের সমক্ষে লর্ড রোণাল্ড্‌সে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল আদর্শের দ্বন্দ্ব ও ভারতীয় অসন্তোষের কারণ। এই বক্তৃতাতে লর্ড রোণাল্ড্‌সে বলেন যে, ইংলণ্ডকে দুইটী বিষয়ে ভারতীয়গণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে। প্রথমতঃ ইংলণ্ড ভারতীয় সভ্যতা বিনষ্ট করিতে চায় না, দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে এমন জিনিষ আছে, যাহা ভারতীয়গণ গ্রহণ করিতে পারে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড রোণাল্ড্‌সে সার জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের একটী জীবন্ত বিগ্রহ এবং তিনি নিজে এই বিগ্রহের একজন পূজক।

এই সভাতে ভাইকাউণ্ট পীলও উপস্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সবই খারাপ, তিনি এই ধারণার প্রতিবাদ করেন।

পরলোকে অধ্যাপক রিজ্ ডেভিড্‌স্ :—বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক রিজ্ ডেভিড্‌স্ গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ও তৎপত্নী প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

অধ্যাপক ডিলিটসে :—প্রাচীন এসিয়ার ঐতিহ্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক ফ্রেডারিক ডিলিট্‌সে কিছুদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন।

অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি :—বিখ্যাত প্রাচ্য তত্ত্ববিদ্ ফরাসী অধ্যাপক ডাক্তার সিলভ্যাঁ স্বীয় পত্নী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচীকে সঙ্গে লইয়া জাপানের রাজধানী টোকীও সহরে গমন করিয়া তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বৌদ্ধ সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও আধুনিক ভারতের উন্নতির বিশেষ পক্ষপাতী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২০শে মাঘ, ১৩২৯ | ২৪শ সংখ্যা

পূজাধিকার।

বিজ্ঞবর রায় অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর এম্, বি, ই, মহাশয় যে ভক্তিধর্ম্ম অনুমোদন করেন, তাহার বংশ-পরম্পরাগত প্রচারক গোস্বামিসন্তান-পরিচায়কাজ্ঞ ব্যবসায়িগণ কিছু কিছু প্রাকৃত অর্থের বিনিময়ে শূদ্রাদি জাতিতে দীক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল ও পক্ক অন্ন নৈবেদ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। যে সকল বস্তু বিষ্ণুনৈবেদ্য নহে, তাহার সম্বন্ধে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বিচারে স্পর্শ-দোষাদি গ্রহণ করিবার প্রথা তাঁহারা ভগবদুচ্ছিষ্টেও প্রবর্ত্তিত করেন, ইহাতে পরমার্থ বাধাপ্রাপ্ত হয়। জগদীশ-নৈবেদ্য এবং ইতর বস্তু, যাহা অন্য দেবতা বা মনুষ্যের ভোগ্য বলিয়া বিচারিত হয়, এতদুভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বৈষম্য করেন না। যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা যদি জলাচরণীয় জাতি না হন, অথবা পক্কান্ন-স্পর্শে অধিকার না পান, এবং তাঁহাদিগের স্পৃষ্ট জল ও পক্কান্ন, স্পর্শ-বিচারে গ্রহণযোগ্য না হইলেও তাহার সহিত বিষ্ণুনৈবেদ্যের সমান বিচার প্রযুক্ত হইলে শূদ্রাদির দীক্ষা প্রকারান্তরে অস্বীকৃত হয়। কিন্তু তাদৃশ স্পর্শবিচার দীক্ষাপ্রদানকালে অর্থলাভের আকর্ষণে চাপা পড়িয়া যায়। দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অর্চ্চন করিবেন কিন্তু তাঁহারা অর্চ্চনের ষোড়শোপচারের অন্তর্গত নৈবেদ্য ও পানীয়ের কথা ভুলিয়া যান। যদিও তাঁহাদের কোন কোন সময় মনে হয় যে, শিষ্যকে দীক্ষাপ্রদান হেতু এই সকল অধিকার দেওয়া হইল, তথাপি পরমার্থ-বিরোধী সমাজের অন্তরালে বাস করায় পারমার্থিক ব্যবহার সাহস করিয়া প্রকাশ্যে চলন করা তাঁহাদের সামর্থ্যের অতীত। দীক্ষা-ব্যবসায়িগণ যদি পরমার্থ-

শাস্ত্র আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অপারমার্থিক সমাজে থাকা ঘটে না। সুতরাং তাঁহারা বাধ্য হইয়া সমাজকে বহুমানন করিতে গিয়া পরমার্থকে চিরদিনের মত জলাঞ্জলী দেন। কেবলমাত্র যে পরমার্থ নষ্ট করেন এরূপ নহে, পরমার্থের বিকৃতি সাধন করিতে গিয়া সমাজই পরমার্থের শিরোভাগে অবস্থিত স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সমাজে বাস করিতে না পারিলে, সমাজে নিন্দিত হইয়া বাস করিতে হইলে তাঁহাদের পরমার্থানুশীলন বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাঁহারা শতবার পরমার্থানুশীলন নষ্ট করিতে পারেন, 'কিন্তু সমাজ পরমার্থ-বিরোধী' এই কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহারা যে সমাজে বাস করেন, সেই সমাজ পরমার্থবিহীন বা ধর্ম্মহীন। সুতরাং ধর্ম্মানুশীলন অপেক্ষা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যই তাদৃশ সমাজ পোষণ করেন। গাঙ্গুলি মহাশয় এখন বিচার করিতে পারেন, যে সকল ব্যক্তি কপটতা করিয়া অর্থলোভে শূদ্রাদিকে দীক্ষাদান করিয়া তাহাদিগকে পূজার অধিকার দিতে অসমর্থ ও তাহাদিগের পূজার নৈবেদ্য-গ্রহণে অসমর্থ, তাঁহারা কি প্রকারে পরমার্থের আলোচনা করিবেন অথবা প্রকৃত হরিকথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবেন?

আর যদি তাঁহাদের শূদ্রকে দীক্ষা দিয়া পূজায় অধিকার না দেওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাকে চিরদিন পতিত রাখিয়া পাপরাজ্যে উন্নতি করিতে বলা হয় ও ভগবানকে না খাওয়াইয়া খাইতে বলা হয়, তবে গুরুদেবকে ও বৈষ্ণবদিগকে না খাওয়াইয়া নিজে অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করিয়া শূদ্রমাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিলেই বা তাহার কি হইল, আমরা বুঝিতে পারি না। কোন্ লোভে আকৃষ্ট হইয়া মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেতর জাতিকে দীক্ষা দিলেন এবং দীক্ষা দিবার পর পূজায় অধিকার দিলেন না? পূজায় অধিকার দিতে গেলে তাঁহার নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া পতিত হইতে হয়—কেন চিন্তা করিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে সেইরূপ অপকর্ম্ম করিতে অসমর্থ হইয়া কপটতাকে ধর্ম্ম বলিয়া কেন প্রচার করিলেন? এই সকলের সামঞ্জস্য একবারও কি গাঙ্গুলী মহাশয় চিন্তা করিয়াছেন? গোস্বামিসন্তান যদি শূদ্রকে দীক্ষা দিয়া পরমার্থের অনুরোধে গোপনে শূদ্রের স্পৃষ্ট বা উচ্ছিষ্টকে প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই শূদ্রকে শূদ্র জানিবার পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব জ্ঞান করা হয়। যদি নিষ্কপটচিত্তে তাঁহাকে বৈষ্ণব জ্ঞান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রকাশ্যে শূদ্র বলিয়া কেন নিন্দা করেন? এবং নিজের কপটতা প্রচার করিয়া কেন নিজের ধর্ম্মহানির ব্যবস্থা করেন? কপট শূদ্রকে গোপনে 'বৈষ্ণব' আখ্যা দিয়া তাহার নিকট হইতে অগুরু অর্থ প্রভৃতি আদায় করিয়া লওয়াই কি ধর্ম্ম? তাহার প্রদত্ত বিষ্ণু-নির্ম্মাল্য বা পানীয় গ্রহণ করিলে গোস্বামিসন্তানের জাতি যায়, আবার গ্রহণ না করিলে তাঁহার শিষ্য যায়, অর্থ যায় এবং হরিভজন যায়; এখন উপায় কি?

শূদ্র শিষ্যের নিকটে যে অর্থলাভ হয়, সেই অর্থ বিষ্ণুপ্রীতি-কামনায় ব্যয়িত হইলে ভোগ আসিয়া গোস্বামি সন্তানকে আমাদিগের ন্যায় কষ্টে ফেলিয়া দেয় না। সুতরাং যে সকল গোস্বামি-সন্তানের শূদ্র শিষ্যকে পূজায় অধিকার দিবার শক্তি নাই, তাঁহারা যেন নিজভোগ-কামনায় জননী শূদ্রের কাঞ্চনকে আবাহন করিতে ব্যস্ত না হন। ভোগপিপাসা অত্যন্ত প্রবল থাকিলেই শূদ্র হইতে অবৈধ উপায়ে সুবর্ণ সংগ্রহের চেষ্টা গুরুব্যবসায়ীকে

পাপ-পঙ্কে ডুবাইয়া দেয়। সেই ভোগের হস্ত হইতে নিবৃত্ত হওয়া কি পরমার্থ-বিরোধী গুরুর কর্ত্তব্য নহে? অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত হইলেই জীব ভোগে উন্মত্ত হয়। অর্থোপার্জ্জন ছাড়িলেও জীব পরমার্থ-বিরোধী হইয়া পড়ে। সুতরাং গুরুব্যবসায়ী গোস্বামিসন্তান-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ জনগণের হস্তে পরমার্থ-ধর্ম্ম কিরূপ ভাবে ব্যভিচারের পথে চলিতেছে, তাহাই আমরা গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁহার সম্প্রদায়কে শত শত কাকুর সহিত নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে অনুরোধ করিতেছি। গাঙ্গুলী মহাশয় শাস্ত্রীয় যুক্তি ও সৎপরামর্শের দ্বারা আমাদের সন্দেহ বিদূরিত করুন্। আরও দুইটী বিষয় আমরা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ সম্পর্কে গাঙ্গুলী মহাশয় এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ভক্ত-সম্প্রদায়কে বারান্তরে জানাইব।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

এ বৎসর বড়দিনের সময় করাচী নগরীতে "অল্ ইণ্ডিয়া বাহাই কন্‌ভেন্‌সনের" তৃতীয় সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। এই সঙ্ঘ বলেন যে, সার্ব্বজনীন শান্তি, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও ভাষার বিশ্বৈকব্যাপিতা স্থাপিত হউক্। যাবতীয় জাতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের পরস্পর ভেদনীতি সমতা লাভ করুক্। বিশ্ব-বৈষ্ণবগণের বিচারের ইহা একটী আংশিক বিকাশ মাত্র। যে বিশেষধর্ম্ম পরস্পর শান্তি বাধা দিয়া উৎপত্তি লাভ করে, তাহা জগতে আদরণীয় নহে। তবে নির্ব্বিশেষ-বাদ বা উচ্চাবচ-বিভাগের শান্তিময় তাৎপর্য্যও আছে। যেখানে বিচিত্রতায় বা বিশেষে শান্তি বিনষ্ট না, হয়, তাদৃশ বৈকুণ্ঠ প্রতীতিতে নির্ব্বিশিষ্ট হইবার আবশ্যক নাই। নির্ব্বিশিষ্ট প্রতীতিতে যে বিশ্বজনীন ভাবের সৌন্দর্য্য প্রচারিত হয় তাহা বিশিষ্ট বিচারকগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাত্র। কেবলাদ্বৈতবাদী যে নির্ব্বিশেষ মত প্রচার করেন, তাহার পার্থিব যন্ত্রণাময় কর্ম্মভূমিতেই উপযোগিতা আছে। বৈকুণ্ঠে ঐ প্রকার উপযোগিতা না থাকায় ভোগপর জড়বিচার লইয়া বৈকুণ্ঠ-হনন-প্রথা কখনই আদরণীয় নহে। জাতীয় ভোগগত বৈষম্য অনর্থ উপস্থিত করে সত্য, কিন্তু তাহাতে বিচিত্রতা আছে। আর নির্ব্বিশেষ বিচারে নিত্যজগতের বৈচিত্র্য বলপূর্ব্বক অস্বীকৃত হইতেছে। বৈকুণ্ঠ কিছু জড়ভূমিসদৃশ নহে যে জড়ের হেয়তা অবৈধভাবে বৈকুণ্ঠে আরোপ করিবার ধৃষ্টতা সম্পাদন করিয়া জীবকে এখানে পাঠান হইয়াছে।

গত ১১ই হইতে ১৪ই মাঘ দিবসচতুষ্টয় স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বর্দ্ধমান জেলার রাজবাঁধ ই, আই, রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী আমলাজোড়া ও ভৈরবপুর গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন-মুখে সমাগত বহু শ্রোতৃবৃন্দকে অপার আনন্দ দান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সেবকগণ অর্থের বিনিময়ে জড়ীয় ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশ্যে জীবের নিত্য ধর্ম্মের কথা প্রচার করেন না।

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হীরালাল বিশ্বাস মহাশয় বিগত ১লা কার্ত্তিক তারিখে প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত মথুরাপুর আসাননগরে বাস করিতেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনীভূত সম্বন্ধ ছিল। এই ভক্তের অভাবে অনেকে দুঃখিত হইয়াছেন।

কুলিয়া নবদ্বীপে বসন্ত গান উৎসবকালে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্মিলনী হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয় প্রভৃতি যোগদান করেন। নবদ্বীপে বসন্ত গান-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সভায় যোগদান করিয়াছেন। তবে আমরা বলি অনর্থযুক্ত অবস্থায় অধিকার অতিক্রমপূর্ব্বক কোন কার্য্যই করা উচিত নহে—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাঽপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

হরিণসকল গীত শ্রবণ করিয়া ব্যাধ দ্বারা হত হন। ভোগ্যা রমণীর হাবভাব-দর্শনে উদ্ধত যুবকের হৃদয় আকৃষ্ট হয় এবং ধর্ম্মের ছলনায় কৃষ্ণগীতি শ্রবণের উপলক্ষণে কামুকগণের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি অযথা উদ্ঘাটিত হয়। সেজন্য মুক্ত পুরুষগণেরই হরিলীলা-শ্রবণ বিহিত। আর বদ্ধজীবগণের সাধন-ভক্তিতে শ্রীনামকীর্ত্তনই শ্রেয়ঃ।

কেহ কেহ বলেন, 'শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থগুলি ও সাধুমাত্রেই অসৎ কথার নিন্দা করেন—আদর করেন না; আবার "গৌড়ীয়" সে সকল কথারই অনুগমন করেন, তাহাতে আমাদের উপর "গৌড়ীয়ে"র কটাক্ষ হইয়া যায়; আমাদের নিন্দা বাদ দিলে "গৌড়ীয়ে"র সকল কথাই শিরোধার্য্য।' তদুত্তরে "গৌড়ীয়" বলেন যে, অপ্রিয়সত্য(দোষ) রূপক্ষত ঢাকিয়া রাখিলে কিছু দিন পরে উহাই গ্যাংগ্রিণে পরিণত হয়। সুতরাং চিকিৎসককে অস্ত্রোপচার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মুখপ্রিয় বস্তু ঔষধের নামে দিবার জন্য অনুরোধ করিলে আময়গ্রস্তের ব্যাধির উপশম হয় না।

আমরা যদি পাপিষ্ঠ না হই, মিথ্যাবাদী না হই, কপটী না হই, তাহা হইলে পাপের দণ্ড, মিথ্যাবাদীর নিন্দা, কপটীর ধূর্ত্ততা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। সুতরাং আমরা সাবধান হইলে অভক্তের দোষসমূহ আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান করিতে আসিয়াছেন। ইনি ঠিক রাধাকুণ্ড-ফেরত ভদ্রলোকটীর মত নহেন। শ্রীমাথুর মণ্ডল ও শ্রীগৌড় মণ্ডল অভিন্ন, তাহাতে ভেদ বুদ্ধি করিতে নাই। শ্রীরাধাকুণ্ডে বিষয়কার্য্য করিতে পারিলেই যে শ্রীধাম নবদ্বীপের বিরোধী হইতে হইবে, এরূপ নহে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার কয়েকজন প্রচারক সম্প্রতি কুলিয়ায় সমাগত বসন্ত গীত-শ্রবণকারী ভক্তগণের নিকট শুদ্ধহরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। কুলিয়া নবদ্বীপের রাণীঘাটের ধর্ম্মশালার পার্শ্বস্থিত রাস্তার অপর পারে তাঁহারা অবস্থান করিতেছেন।

অনাত্ম জ্ঞান।

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।"
(চৈঃ চঃ)

দেহে আত্মবুদ্ধিই আমাদের প্রধান ভ্রম। আমরা যখন ভগবৎ-সাম্মুখ্য বর্জ্জন করিয়া ভোগবুদ্ধি আবাহনপূর্ব্বক আমাদের তটস্থ অধিকারের অপ-

ব্যবহার ও মায়ার বশ্যতা স্বীকার করি, তখনই আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। তখন 'আমি কে?' তাহা ভুলিয়া অনাত্ম-বস্তুতে আত্মবোধ করিয়া বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করি। এই বিবর্ত্তের আশ্রয়েই আমাদের যাবতীয় ক্লেশরাশি। প্রথমে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে আত্মবুদ্ধি করিয়া 'সমস্ত তত্ত্বই আমাদের মনোবলের আয়ত্ত' এই অহংকার আমাদের প্রবল হয়, তাহাতে আমরা আম্নায়-পারম্পর্য্যক্রমে প্রাপ্ত অপৌরুষেয় জ্ঞানকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অক্ষজ জ্ঞানেরই অধিক সমাদর করিয়া যুক্তিবাদী হইয়া দাঁড়াই বা আরোহপন্থী হইয়া উঠি। অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান অর্থাৎ অবতরণ-মার্গ বা অবরোহ-পন্থা আমাদিগের প্রীতিকর থাকে না, গুর্ব্বজ্ঞাই আমাদের তখন কৃত্য হইয়া পড়ে। মনের নেতৃত্বে আমরা বিভোর হইয়া গুরু লঙ্ঘন করিতে করিতে ভগবদ্বৈমুখ্য-বর্দ্ধনশীল হইয়া ভগবদ্বিস্মৃতি লাভকরি বা নরক প্রাপ্ত হই, ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি অমঙ্গল হইতে পারে? ক্রমশঃ ভগবৎ-সান্নিধ্য হইতে যত বিচ্যুত হইতে থাকি, ততই আমাদের চিত্ত চিৎ হইতে অচিৎ বা জড়ে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকে। ক্রমে দেহাত্মবুদ্ধিই প্রবল হয়। তখন দেহেই আমিত্ব আরোপ করিয়া দেহ-সম্পর্কেই সমস্ত আপন পর বিচার করিতে বসি। যাহারা আমাদের দেহের তুষ্টি সাধন করিতে পারে, তাহারাই আমাদের প্রিয়; যাহারা তাহা করে না, তাহাদিগের প্রতি আমরা উদাসীন, আর যাহারা এই দেহের কোনরূপ অসুবিধা সংঘটন করে, তাহারা আমাদের শত্রু—এই ধারণাই বলবতী হয়। তখন আমরা বিচার করি না যে, এই যে দেহরূপী আমি, ইহার সারবত্তা কতটুকু, ইহার স্থায়িত্ব কতক্ষণের, ইহার পরিণাম কি, ইহার গঠনে কি? তখন এই পাঞ্চভৌতিক দেহ অনিত্য সুখের নিলয় দেখিয়া আমরা দিশে-হারা হইয়া পড়ি, আমরা তাহারই সেবায় সকল সময় নিয়োগ করিয়া আমাদের নিত্য মঙ্গলের কথায় উদাসীন হইয়া যাই! এই দেহ এখন এরূপ আছে, কয়েক বৎসর মধ্যে ইহার বিকৃতি সাধিত হইবে—শিথিল চর্ম্ম, পলিত কেশ, গলিত দন্ত আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ দেহের অস্থায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও আমরা তাহাতে কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত হই না! প্রত্যহ শত শত ব্যক্তির দেহাত্যয় দেখিয়াও দেহের ভঙ্গুরত্ব সম্বন্ধে নিরন্তর প্রমাণ পাইয়াও আমরা দেহকে 'আমি' জ্ঞান করা ছাড়িতে পারি না—আমাদিগের ন্যায় গোথর বা বুদ্ধিহীন ভারবাহী গর্দ্দভ আর কে হইতে পারে? প্রাণবিচ্যুত শত শত দেহকে দুর্গন্ধ-আবাস দেখিয়া, শৃগাল-শকুনির ভক্ষ্যে পরিণত জানিয়াও আমাদের কি কোন জ্ঞানোদয় হইতেছে—আমরা কি দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতেছি? বরং দার্শনিক সাজিয়া দেহ-তত্ত্বের ভাবুক হইয়া দেহকেই সকল পুরুষার্থের ক্ষেত্র মানিয়া তাহারই সেবায় উত্তরোত্তর যত্নপর হই।

মনোরূপী সূক্ষ্ম ও বাহ্যে স্থূল দেহে 'আমি' বুদ্ধি যত দিন না আমাদিগকে ত্যাগ করিবে, যতদিন না আত্মজ্ঞানী নিরন্তর ভগবৎ-সেবাতৎপর সাধু মহাপুরুষেরর চরণাশ্রয়ে আমাদের এই দুই প্রকার দেহাত্ম-বুদ্ধির হাত হইতে অবসর না পাই, ততদিন নরকবাসীই থাকিয়া যাইব, আমরা নিজেদেরই মঙ্গল-লাভে যত্ন করিতে উৎসাহবিশিষ্ট হইব না।

ভবঘুরের উক্তি।

ওহে, ব্রহ্মচারি ভায়া, মঠ খালি খালি দেখ্ছি যে? ঠাকুর মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধামে গিয়াছেন, সন্নিসী ব্রহ্মচারী ক'জন রাঢ়ে প্রচারে, আর অপরাধ-ভঞ্জনের পাট কুলিয়া নবদ্বীপে জন কয়েক, ভিন্ন ভিন্ন মঠে আর সব, তাই এখানকার মঠ যেন

খালি খালি, বটে? আরে ভাই, ভাল কথা, সেই জেঁকো দাদা-মশায়ের গল্প জান না? পাড়ার ছেলেরা একদিন দাদামশাইকে রাস্তায় পেয়ে ক্ষ্যাপাতে লাগ্‌ল, 'ওরে, জানিস্‌, এই ত মাঘ মাসের শীতে মোষের শিং কাঁপে, আর এই ত পানা-ভরা ডোবার কন্‌কনে জল, আর এই ত' ভোরের কন্‌কনে ঠাণ্ডা,—এখনি যদি বলা যায়, তা'হোলে দাদামশাই দেরি না কোরে ডোবায় ডুব দিতে রাজি।' দাদা মশাই আর দ্বিরুক্তি না কোরে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'গামছা আছে?' তখনই উপযুক্ত নাতিরা প্রস্তুত। 'আছে বৈকি দাদামশাই, এই যে, নিন্‌।' দাদা মশাই বিনা বাক্যব্যয়ে কাপড় ছেড়ে গামছাটী পোরে শীতে হি হি কর্ত্তে কর্ত্তে পানাডোবার জলে ডুব্‌। ওঠ্‌বার সময় কেঁপে আকুল! হাঁটু দুটো ঠোকাঠুকি লাগ্‌ছে, গায়ের লোম সব খাড়া হোয়ে উঠেছে, দুপাটি দাঁত ঠক্‌ ঠক্‌ করছে! দাদামশাই বেঁকেচুরে 'দ'টা হোয়ে গ্যাছেন! একজন বল্‌লে 'ওঃ দাদামশায়ের বড় শীত লেগেছে!' এই কথাটা দাদা মশায়ের বড় গায়ে লাগ্‌ল। যে বাহাদুরির জন্যে এত কষ্ট, তাই হাত ছাড়া? তাই দাদামশাই মুখ দিয়ে কথা না বেরুলেও অতি কষ্টে সাতবার দাঁত দিয়ে জিভ্‌ কেটে বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'না না না না হে হে হে না না, কাঁ কা কা কা কা পি পি পি বটে টে টে, শী শী শীত লা লা লাগে গে গেনা।' আর একদিন দাদামশাইকে নিয়ে ছেলেরা ব্যাড়াতে ব্যাড়াতে ছাখে, একজনের বারান্দার ছাদের নীচে এক ভীমরুলের চাক। দেখেই বল্‌ছে, 'এখুনি যদি বলা যায়, দাদামশাই ঐ ভীমরুলের চাক ভাঙ্গতে পারেন।' শুনেই বাহাদুর দাদামশাই আর বাজে কথা না কোরে গম্ভীরভাবে বল্লেন, 'মই আছে?' অমনি একটু সময় যেতে না যেতেই মই হাজির। দাদমশাই তো উঠে চাকে খোঁচা। খোঁচা যেই দোয়া, আর দাদামশাই যান কোথা? সাতদিকে সাতষট্টিটা ভীমরুল তার গায়ে মাথায় হুল ফুটিয়েছে। দাদা মশাইত' জ্বালার চোটে ছট্‌পট্‌। আর একটু হোলে মই থেকে ঘুরে পোড়ে য'ান আর কি! ছেলেগুলোও কাছে যেতে পাচ্ছেনা। দাদামশায়ের আশে পাশে এমন পঞ্চাশটা ভীমরুল, কতক কামড়াচ্ছে, কতক বোঁ বোঁ কোরে আশে পাশে ঘুর্‌ছে। নেমে ত' দাদা মশাই উঃ আঃ কর্ত্তে কর্ত্তে ছেলেগুলোর কাছে হাজির। ছেলেগুলোবল্‌তে লাগ্‌লে 'আহা, দাদা মশায়ের গা-মাথা সব ফুলিয়ে দেছে।' এবারেও বাহাদুর দাদা মশাই হার মান্‌বার পাত্র ন'ন। ছেলেদের কাছে এসেই উঃ আঃ থামিয়ে ফেলেছেন, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাম্‌ড়ে দম খাচ্ছেন। ঐ কথা শুনে' গম্ভীরস্বরে বল্‌লেন, 'ফোলে বটে, জ্বলে না।' সেই রকম এখনকার ভাগবত-পাঠক প্রভুদেরও জবাব পাওয়া যায়। তাঁদের যদি জিগ্‌গেস করা যায়, 'হাঁ প্রভু' পয়সা নিয়ে ভাগবত পাঠ কর্লে কি পরমার্থ হয়? আপনাদের ঐ ফুরণ-খাটা পাঠটা কেমন?' আগে তাঁরা স্পষ্টই বল্‌তেন 'আমাদের ঐ বৃত্তি, নইলে আমাদের সংসার চল্‌বে কি কোরে?' এখন লোকে তোমাদের কথা শুনে' তোমাদের দেখান শাস্ত্রে দেখে' এ জবাবে আর ভোলে না। তাই প্রভুরাও জবাব পাল্‌টেছেন—'আমরা পয়সা নিই বটে, ফুরণ করি না, যে যা' শ্রদ্ধা কোরে দেয়, তাই নিই।' প্রভুদের মতলব—এই কথা শুনলে বোধ হয় লোকে বল্‌বে যে, না ভাগবত-পাঠ ওঁদের ব্যবসা নয়। কিন্তু

এমনি মজার ব্যাপার যে, যেখানে কম সুরের অঙ্ক আছে, প্রভুরা সেখানে পাঠে নারাজ—'সময় নেই' বোলে উড়িয়ে দেন। প্রভুরা যা' পাঠ করেন, নিজেরা যদি তা ভাল কোরে শুনতেন, তা হ'লে আর তাঁদের ভাড়াটে পাঠক হোয়ে পরমার্থ-পথ হোতে সরে' দাঁড়াতে হোত না। দণ্ডবৎ ভায়া, আজ এই পর্য্যন্ত।

নিজ পরিচয়।

আমরা নিজ পরিচয় দিতে গিয়া তিন প্রকারে পরিচয় দিয়া থাকি। যখন স্থূল শরীরের পরিচয়ে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি, তখন স্থূল শরীরটা যেরূপভাবে পাইয়াছি সেই স্থূল ভাবই পরিচয়ের বিষয় হয়। আবার স্থূলের অভ্যন্তরে অপ্রকাশিত হইয়া যে বৃত্ত বা স্বভাব অন্তর্নিহিত থাকে, তাহার পরিচয় দিতে আরম্ভ করি—ইহাই আমাদের দ্বিতীয় জন্ম বা সূক্ষ্মবৃত্তগত পরিচয়। আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয় ব্যতীত আমাদের আত্মগত পরিচয় আছে। আত্মগত পরিচয় সূক্ষ্মাবৃত হইলেই বৃত্তগত জন্ম এবং সূক্ষ্মাবৃত জীবের স্থূল ভূমিকায় দৃশ্য জগতের বস্তু-অভিমানেই স্থূল-সূক্ষ্মাবৃত শৌক্র জন্ম।

বদ্ধজীবমাত্রেই শৌক্রজন্ম লাভ করেন। যে সকল শৌক্রজীবের স্থূল শরীর স্ব স্ব অন্তর্নিহিত বৃত্ত বা স্বভাবে অপরাপর শৌক্রজাত জীবের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহাদেরই সংস্কার আবশ্যক হয়। যাহার সংস্কার আবশ্যক হয় না, তাহারা সংস্কারহীন শূদ্র এবং যাঁহারা বৃত্তগত পরিচয়ের উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তাঁহাদের সমাজ বাল্যকাল হইতেই সংস্কার প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে দ্বিজাতি করান। ইহাই বালকের উপনয়ন। আর ব্যক্তিবিশেষের বয়ঃ-প্রাপ্তিতে ন্যূনাধিক বৃত্তগত স্বভাব পরিস্ফুট হইয়া লক্ষণ দ্বারা যে বৃত্ত-পরিচয়ে উপনীত হইবার ব্যবস্থা, তাহা অস্ফুটবৃত্ত বালকের উপনয়নমাত্র নহে। এরূপ বৃত্তগত পরিচয় কালে কালে পরিবর্ত্তিত হয়। দ্বিজ সংস্কাররহিত হইলে শূদ্রতা লাভ করেন, দ্বিজ বণিক্ বাণিজ্য-বিনিময়াদি পরিত্যাগ করিলে সমাজরক্ষণ, শাসন, করগ্রহণ প্রভৃতি স্বভাবদ্বারা ক্ষত্রিয় হন এবং দ্বিজ ক্ষত্রিয় নিজ বংশগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাপন, যাজন, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি স্বভাব দ্বারা ব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় হন, বণিক্-স্বভাব স্বীকার করিয়া বৈশ্য হন; ক্ষত্রিয় ও বণিক্-স্বভাব গ্রহণ করিয়া বৈশ্য হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবিধ দ্বিজাতি ভৃতক হইয়া শূদ্রতা লাভ করেন। ভৃতক শূদ্র ভৃত্য-স্বভাব ছাড়িয়া দ্বিজ-স্বভাব গ্রহণ করিলে দ্বিজ হইতে পারেন এবং সংস্কার গ্রহণ করেন। 'অষ্টবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন' এই প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণতা ব্রাহ্মণের শুভানুধ্যায়ী স্থূল শরীরগত সমাজের অভিলাষমাত্র। অনেক সময়ে সেই অভিলাষ ভবিষ্যতে পূরণ না হইতেও পারে। কিন্তু গুণকর্ম্মদ্বারা ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব পরিস্ফুট হয়, তখন গুণকর্ম্মদর্শী বিজ্ঞ আচার্য্য লক্ষণদ্বারা বর্ণনির্ণয়-বিচার পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শৌক্র-পরিচয়ের প্রস্তাবিত বর্ণদ্বারা ব্যক্তিবিশেষের বর্ণ বিধান করেন না। তাঁহার স্থূল শরীরের বয়ঃকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে 'বলিয়া গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ,

অন্নপ্রাশন, চৌড়, কর্ণবেধ মন্ত্র দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে পরাঙ্মুখ হন এবং মূর্খতাবশে তত্তৎ সংস্কারোচিত চিহ্নাদি-ধারণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। বয়োব্যবস্থাকাল অতিক্রান্ত হইলেও তত্তদ্বৃত্ত-যোগ্যতা লক্ষিত হইবার পরেও সংস্কার-চিহ্নাদি দেওয়া হইবে না বলিয়া মিথ্যা ওজর আপত্তি উত্থাপন করেন। বৃত্তবিচার অনেক স্থলে না হওয়ায় উপনীত দ্বিজকে ভৃতকের কার্য্য করিতে দেখা যায়। ভৃতকের কার্য্য দোষাবহ কি গুণাবহ, তাহার বিচার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতেও দেখা যায়। ভৃতককার্য্যে নিপুণ মন্ত্রজীবী, ভাগবত-জীবী অর্চ্চন-জীবী দেবল শাস্ত্রালোচনার ভার বহন করিয়াও ভৃতককার্য্যের দোষ বুঝিতে পারেন না ও তাদৃশ শূদ্রোচিত ব্যবসা অবাধে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া মূর্খের চক্ষে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ভ্রান্তি উৎপন্ন করেন। বেদের অনুশাসন না মানিয়া স্মৃতির বিধি উৎপাদিত করিয়া স্বীয় কথা গোপনপূর্ব্বক উচ্চ দ্বিজাতি হইতে নামিয়া আসিয়া সংস্কারহীন শূদ্র বা ভৃতক হইতে লজ্জা বোধ করেন। আর প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তির লক্ষণসমূহ দেখিয়া শুনিয়াও নীচ স্বার্থাবলম্বনে সত্যের অমর্য্যাদায় সিদ্ধহস্ত হন—ইহারই নাম কলিকাল বা সত্য-বিপর্য্যয়ের ভূমিকা। বৃত্ত বা স্বভাব-দর্শনে বর্ণ নির্দ্দেশ করিতেও উপনয়ন-সংস্কার আবশ্যক। তাহা অষ্টবর্ষ প্রভৃতি কালের দ্বারা আবদ্ধ নহে। যেরূপ প্রাপ্তবৃত্ত ব্যক্তির শৌক্র বালক সন্তানকে জ্ঞানের অভ্যুদয়ে অষ্টম-বর্ষেই উপনয়ন প্রদত্ত হইবার ব্যবস্থা, সেরূপ বৃত্তবিচারক্রমে যে কোনকালে বাজসনেয়ি-শাখার কাত্যায়ন সূত্রানুসারে সংস্কার-প্রদানের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। তবে শৌক্র-পদ্ধতিতে বর্ষের বিচার অবশ্যই গ্রহণীয়। শৌক্রজন্ম বা সাবিত্র্য-জন্মের ন্যায় ব্রাহ্মণের তৃতীয় জন্ম আছে। উহাই দৈক্ষ জন্ম। আর অবরোহ-বাদাবলম্বনে দৈক্ষের উত্তরকালে সাবিত্র্য-বিধানের ব্যবস্থা বেদের শাখা-বিশেষেই দেখিতে পাওয়া যায়। নিজ নিজ শাখার কথা অপরশাখানিপুণের প্রতিবাদের বিষয় হওয়া উচিত নহে—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। একায়ন শাখা-বিরোধী শ্রীঅপ্যয়দীক্ষিতাদির কুমত বিশিষ্টভাবে কাশ্মীরাগম-বিচারেই খণ্ডিত আছে।

।মদ্ভাগবত।

একদা মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কাল-প্রভাবে মনুষ্যগণের দেহ, শক্তি, ওজঃ, তেজ, বল ও আয়ুর খর্ব্বতা এবং ঈশ্বরে ও ধর্ম্মে বিশ্বাসহীনতা ও দুর্ভাগ্যদ্যোতক ভাব পরিদর্শন করিয়া, সকল বর্ণ ও আশ্রমের মঙ্গল কি উপায়ে বিধান করা যাইতে পারে, এরূপ চিন্তা করতঃ পরিশেষে দয়া-পরতন্ত্র হইয়া তাহাদের উপকারার্থে প্রথমতঃ বেদকে ঋক্, সাম যজুঃ, ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। তৎপরে স্ত্রী ও শূদ্রের বেদে অধিকার নাই বুঝিয়া পঞ্চম বেদ মহাভারত প্রণয়ন করিলেন। কিন্তু এত করিয়াও ভগবান্ বেদব্যাস হৃদয়ে তুষ্টিলাভে সমর্থ হইলেন না।

একদিন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাসদেব অতিক্ষুণ্ণ-মনে সরস্বতীর পুণ্যতটে উপবেশন করতঃ হৃদয়স্থ অপ্রসন্নতার হেতু চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন্—"আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদ, অগ্নি ও গুরুজনের যথোচিত সৎকার করিয়াছি এবং ভারত-রচনাচ্ছলে

বেদব্যাস বলিলেন—"ভগবন্, আপনি বর্ণনা করিলেন, সে সমস্তই আমাতে আছে, সত্য; কিন্তু তথাপি আমার চিত্ত কোনও ক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতেছে না। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনিই আমার অসন্তোষের কারণ নিরূপণ করুন্।"

তাঁহার বাক্যাবসানে দেবর্ষি নারদ উত্তর করিলেন, "হে তপোধন! আপনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষের বিষয় যেরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন, সেইরূপ বিস্তৃতভাবে ভগবানের নির্ম্মল যশোরাশি কীর্ত্তন করেন নাই, এই জন্যই আপনার চিত্তের প্রসন্নতা ঘটিতেছে না। যাহাতে জগৎপাবনী হরিকথা বর্ণিত না হয়, সে বাক্য যতই কেন মনোহর হউক্ না, পরমহংসগণ তাহাকে বায়স-তীর্থ মনে করেন, অর্থাৎ যেমন বিচিত্র-অন্নাদিযুক্ত উচ্ছিষ্টগর্ত্তে বায়সগণই আনন্দে ক্রীড়া করে, মানস-সরোবরস্থ পদ্মবনবিলাসী হংসগণ তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাকে, সেইরূপ যে পরমহংসগণ স্বকীয় মানস-সরোবরে অবস্থিত হরিপাদপদ্মের মধুর রস আস্বাদন করেন, তাঁহারা হরিকথা-বিরহিত বিচিত্র বাক্যেও ঘৃণা প্রদর্শনই করিয়া থাকেন। যাহাতে হরিলীলা বর্ণিত হয়, সেই কথায় রচনা-চাতুর্য্য না থাকিলেও তাহা পবিত্র এবং তাহাই প্রকৃত মানবজীবনের দুরিতাপহ বাক্য-প্রয়োগ বলিয়া স্বীকার্য্য। এই জন্যই সাধুগণ, বক্তা থাকিলে তাঁহার মুখে সেই কথা শ্রবণ করেন; শ্রোতা থাকিলে সেই কথা বর্ণন করেন; এবং বক্তা ও শ্রোতার অভাবে তাহা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অনাদি বিষয়-বাসনার দ্বারা আক্ষিপ্ত-চিত্ত কামী মানবগণকে ধর্ম্ম সাধন উদ্দেশ্যে অতীব নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে দিয়া আপনি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্যই করিয়াছেন। কারণ, যাঁহার বাক্যের উপর ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ব্যবস্থা নির্ণয় হইয়াছে, সাধারণ লোকে কখনই তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার অন্যথাচরণে সমর্থ হয় না। যদিও নিবৃত্তিমার্গে জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির বিষয় আপনি বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি-পূর্ব্বক তাদৃশ নিষ্কাম ধর্ম্মালোচনার দ্বারা কেবল বিবেকী ব্যক্তিগণই সেই অনন্ত ও অপার বিশ্ব-ব্যাপী ভগবানের নিরুপাধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব পারমার্থিকবুদ্ধিহীন ভোগাভিলাষী প্রবৃত্তি-নিরত অনন্যোপায় জনগণের উদ্ধারের জন্য ভগবান্ বাসুদেবের লীলা বর্ণন করুন্।"

"স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়াও যদি শ্রীহরির চরণকমলে চিত্ত অর্পণ করা যায়, এবং এমন কি, ভক্তির অপরিণত অবস্থায় ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ হইতে না হইতেই, যদি পদস্খলিত, বিপদ্‌গ্রস্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া যায়, তথাপি কোনও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা নাই। কণামাত্র ভগবৎ-প্রেম হৃদয়ে ধারণা করিয়া, যে কোনও অবস্থায় (যোনিতে) জীব গমন করুক্, কখনই অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য হইয়া কেবল স্বধর্ম্ম প্রতিপালন-দ্বারা কে কবে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন?

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কোঽবার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

[ভাঃ ১স্কঃ ৫অঃ ১৭ শ্লো]

অতএব ঊর্দ্ধ ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত এবং অধঃ স্থাবর লোক পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিলেও যে ভগবানের ভক্তিসুখ নিতান্ত দুর্লভ, বিবেকী ব্যক্তিগণ যেন তল্লাভের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন করেন। সামান্য বিষয়-সুখের জন্য কোনও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন নাই। কারণ, সঞ্চিত কর্ম্মের ভোগাবসানে দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বত্র বিষয়-সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি কোনও কারণ বশতঃ নিকৃষ্ট যোনিতে উৎপন্ন হইলেও কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় আর সংসারে প্রবেশ করেন না। কারণ, হরিপাদপদ্মের মকরন্দরস একবার আস্বাদন করিয়া তিনি আর ভুলিতে পরেন না—নিরন্তর সেই সুখই স্মরণ করিতে থাকেন। অতএব যাহাতে হরিভক্তির সঞ্চার হয়, সেই হরিকথা আপনি সবিস্তর বর্ণন করুন, তাহা হইলে আপনার চিত্ত প্রসন্ন হইবে। এই বলিয়া দেবর্ষি, মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক, বীণা বাজাইয়া হরি-গুণ গান করিতে করিতে, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস ও সরস্বতী নদীর পশ্চিম তীরে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া, সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক নারদের উপদেশানুসারে ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ভক্তিপ্রভাবে তাঁহার মন যখন নির্ম্মল ও নিশ্চল হইল, তখন তিনি সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর শ্রীহরিই বিদ্যাশক্তি দ্বারা অবিদ্যাকে পরিচালিত করিতেছেন; জীবাত্মা স্বয়ং ত্রিগুণাতীত হইয়াও সেই অবিদ্যার বশে বিমোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাশ্রিত কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিলেই এই অবিদ্যাজনিত অনর্থ হইতে জীব উপশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হন।

এইরূপে মহর্ষি এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অনভিজ্ঞ জনগণের দুঃখ-প্রশমনের সোপানস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন—যাহা শ্রবণ করিলে, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে অবিরলধারে প্রেমের আবির্ভাব হয়, এবং জীবের শোক, মোহ ও ভয় নিবারিত হইয়া যায়। সেই সাত্বত-সংহিতা রচনা ও সংশোধন করিয়া মহর্ষি প্রথমে আপন পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবত—

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তি-নিরতং মুনিম্॥

[ভাঃ ১স্কঃ ৭ অঃ ৮ শ্লোক]

এই শ্রীমদ্ভাগবত-সংহিতা রচনা করিয়া ব্যাস-দেব ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। পিতা অতি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু সামগ্রী লাভ করিলে কেবল স্বয়ং ভোজনেই তৃপ্তি অনুভব করেন না, প্রিয় পুত্রকে ভোজন করাইয়া অধিকতর প্রসন্ন হন। এখানে ব্যাসদেবও অপূর্ব্ব আনন্দ-লাভে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ গ্রন্থ রচনা করিয়া ভক্তির স্রোত প্রসারিত করিলেন এবং নিস্তরঙ্গ, স্তিমিত ও গম্ভীর জলধির ন্যায় বিষয়বাসনারহিত ব্রহ্মানন্দপূর্ণ শুকহৃদয়ে প্রবাহিত করিয়া শান্তচিত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইবার পর এবং রাজা পরীক্ষিৎ কৃত নিগ্রহের পূর্ব্বে, স্বীয় অধিকার আরম্ভকালে কলি এত প্রবল হইয়াছিলেন যে, ধার্ম্মিক শাস্ত্রদর্শীগণেরও অধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। এমন কি, ব্যাসচিত্তেও অপ্রসন্নতার উদয় হয়। নারদ যখন উপদেশচ্ছলে

ব্যাসদেবকে তিরস্কার করেন, তখন স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"আপনি ধর্ম্মের উপদেশ দিতে গিয়া, অধর্ম্ম-কার্য্য পশুহিংসাদির উপদেশ-প্রদানে জীবের অসৎ প্রবৃত্তিরই প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহাতে বরং অনিষ্টই করা হইয়াছে; এক্ষণে ইহার সংশোধন করা অতীব দুরূহ।" ব্যাসদেব আপন পুত্র শুকদেবকে এই ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়া এবং পরে নিজে প্রসন্নচিত্ত ও কৃতার্থম্মন্য হইয়া সমধিক হৃদয়োচ্ছ্বাসে জগতের লোককে সাদরে বলিয়া গিয়াছেন—

"নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥
[ভাঃ ১স্কঃ ১অঃ ৩ শ্লোক]

যাঁহাদের রসবোধ আছে এবং রসের তারতম্য বুঝিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহাদিগকে আমি বলিতেছি যে, তোমরা এই ভাগবতরূপ ফল পান কর। ইহা যে-সে বৃক্ষের ফল নহে, বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল। কল্পতরুর ফল স্বভাবতঃই সুস্বাদুতর, তাহাতে যদি শুক(পক্ষীর)মুখভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে সুস্বাদুতম হইয়া থাকে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই ভাগবতও একে বেদরূপ কল্পতরুর ফল, তাহাতে আবার শুকদেব (ঋষির) মুখ হইতে বিগলিত হইয়াছে। ফল যদি উচ্চ স্থান হইতে একেবারে ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইলে খণ্ডিত হইয়া যায়, রসেরও অধিকাংশ বিনষ্ট হয়। তাই বলিতেছি, এফল একেবারে ভূতলে পতিত হয় নাই। ইহা পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠ-ধামে ছিল, তথা হইতে ভগবান্-নারায়ণ ব্রহ্মাকে প্রদান করেন; ব্রহ্মা নারদকে দেন; নারদের নিকট হইতে আমি প্রাপ্ত হই। কিন্তু পিতার স্বধর্ম্ম এই যে, উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য পাইলে তাহা পুত্রের মুখে তুলিয়া দিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন, তাই আমিও আমার পুত্র শ্রীশুকদেবের মুখে ইহা তুলিয়া দিয়াছিলাম; তাহার পর তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যাদি দ্বারা ক্রমশঃ ভূতলে আসিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং ইহা অখণ্ডই আছে—সমগ্র রসপরিপূর্ণই আছে; বিশেষতঃ ইহা যখন আমি আমার একমাত্র পুত্রকে খাইতে দিয়াছিলাম, তখন ইহা কুফল ভাবিয়া পান করিতে কেহ সন্দেহ করিও না। কল্পতরুর ফলে যেমন অমৃতময় দ্রব থাকে, এ ফলেও তদ্রূপ অমৃতময় অর্থাৎ পরমানন্দরূপ দ্রব্য আছে, অন্য ফলের ত্বক্, অষ্টি (খোসা-আঁটী)—প্রভৃতি অনেক হেয়াংশ থাকে, এ ফলের তাহা নাই; ইহা কেবলই রস। তাই তোমাদিগকে ইহা ('ভক্ষণ' করিতে না বলিয়া) 'পান' করিতে বলিতেছি; তোমরা ইহার সকল অংশই পান কর। রস যদি ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহা ধূলি-শোষিত হইয়া যায়, সেই জন্যই ইহাকে ফল বলিতেছি। আবার, কেবল 'ফল' বলিলে তাহাতে ত্বক্, অষ্টি প্রভৃতি হেয় অংশ থাকা সম্ভব; কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও হেয় অংশ নাই বলিয়া ইহাকে 'রস'ও বলিতেছি। অতএব ইহাকে ফলাকার কেবল রস বলিয়াই জানিবে। ইহা একবার পান করিয়াই, অথবা তৃপ্তিলাভ অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াই পরিত্যাগ করিও না—ইহা অনিরুদ্ধই পান করিবে এবং মোক্ষলাভের পরও পান করিবে। একথা বলাই বাহুল্য; যেহেতু তাহা না করিয়া তোমরা থাকিতেও পারিবে না; কারণ, হরিকথামৃতের এমনই গুণ যে, তাহা একবার পান করিলে তৃপ্তি হয় না;

পুনঃ পুনঃ পান করিতেই ইচ্ছা হইয়া থাকে। তাই শৌনকাদি ঋষিগণ সূত গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যৎ শৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥

আমরা উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথায় তৃপ্তিলাভ করিতেছি না ; অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছার বিরতি ঘটিতেছে না। যেহেতু সেই হরিকথা রসজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রবণ করিলে পদে পদে স্বাদু বোধ করেন অর্থাৎ প্রতিক্ষণে তাঁহারা নূতন নূতন সুস্বাদ অনুভব করিয়া থাকেন। আবার মুক্তিলাভ করিয়াও নারদাদি মুনিগণ হরিকথা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই—ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণো হরিঃ॥

হরির গুণই এইরূপ যে, আত্মজ্ঞানরত ও দেহাভিমানশূন্য মুনিগণও তাঁহার প্রতি নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন।

(অহো !) পরম আনন্দের বিষয় এই যে, ঈদৃশ দুর্লভ ফল আজি ভূমণ্ডলে তোমাদের সুলভ হইয়াছে !!

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কলির জীবের প্রতি করুণা করিয়া নবদ্বীপে শচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজে অধিকাংশ সময়ই নিজ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে প্রায়ই বলিতেন,—তোমরা বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভাগবত অর্থাৎ ভক্তিরস-পাত্র (শুদ্ধভক্ত) কিংবা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের সঙ্গ কর। এই দুইয়ের সঙ্গলাভই শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ লাভের একমাত্র উপায়।

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত বড় ভক্তিরসপাত্র॥"

বিবিধ সাধন-ভক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ একটী শ্রেষ্ঠ সাধন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

এক জাতীয় বাসনা দ্বারা স্নিগ্ধ অথচ আপনা-হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত অভিন্ন-ভগবত্তত্ত্ব—ইহা জীব-বিশেষের প্রস্তুত নহে। ইহা আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে প্রকটিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বাঞ্ছা—এই কৈতবচতুষ্টয়-শূন্য পরম ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানপ্রদ। ইহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ? যথা—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥
(ভাঃ ১ স্কঃ ১ অঃ ২ শ্লোক)

১৮০০০ শ্লোকপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সমস্ত বেদ-ইতিহাসের সার হইতে সমুদ্ধৃত। শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তস'র বলিয়া বলা যায়। ভাগবতের রসামৃত-তৃপ্ত পুরুষের অন্য কোনও শাস্ত্রে রতি হয় না।

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভগবতাভিধঃ।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং ॥
সর্ব্ব-বেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ ॥
কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদ শাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥
অতএব ভাগবতে এই তিন কয়।
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনময় ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫ পঃ)

জড়বিদ্যায় পারঙ্গত হইয়া টীকা ব্যাখ্যা করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনাদ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন করা ও করান যায় না। জড়বস্তু প্রাকৃত চেষ্টায় লভ্য, কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু স্বয়ংপ্রকাশ হেতু আনুগত্যভাবেই প্রাপ্য। শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু জড়রসের গ্রন্থ নহে—

প্রভু কহে কেনে কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ ॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতিশ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪ প)

অতএব যাঁহার বক্তা মহাযোগী শুকদেব গোস্বামী ও সুত গোস্বামী, এবং যাঁহার শ্রোতা রাজা পরীক্ষিৎ (যাঁহার মৃত্যুমুখে পতিত হইতে কেবল মাত্র সাত দিনমাত্র বাকি ছিল) ও শৌনকাদি-ঋষিগণ এবং যাহা বেদব্যাসের শেষ জীবনের লিখিত ও আদরের বস্তু, সেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি যে বেদ, উপনিষদ্, অষ্টাদশপুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, মহাভারত এবং গীতা প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয়, এবং ইহা যে প্রত্যেক ব্যক্তির পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব—

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাঃ শ্রীমদ্ভাগবতং সদা ॥

ভারতীয়

ভারতবাসী এম্ এস্ সি:—লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় মিঃ এস্ এন্ সেনকে পদার্থ বিদ্যায় এম্ এস্ সি উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এই উপাধি তাঁহার ঊর্দ্ধতর বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণার ফল। সাউথ্ কেন্‌সিংটনে মেটিয়োরোলজিকেল কার্য্যালয়ে তিনিই একমাত্র ভারতবাসী।

হাই কমিসনার:—মিঃ ডি, এম্ দালাল সি, আই ই, ভারতের বড় লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক হাই কমিসনার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনিই প্রথম ভারতবাসীরূপে উক্ত পদবী লাভ করিয়াছেন।

বড়লাট:—আগামী ১৭ই হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বড়লাট বাহাদুর ভূপাল পরিদর্শন করিবেন।

মথুরায় হাসপাতাল:—মথুরায় সংক্রামক রোগীদের জন্য একটা হাসপাতাল করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে। মথুরা বোর্ড ইহার ভার লইয়াছেন।

নূতন দিল্লী :—নূতন দিল্লী সহর নির্ম্মাণে ভারত গবর্ণমেণ্টের এপর্য্যন্ত মোট ২ কোটী পাউণ্ড বা ৩০ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। সহরটী শেষ করিতে মোট ৮ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড বা ১২৯ কোটী টাকা ব্যয় হইবে।

তুলার চাষ :—দিল্লী ব্যবস্থাপক সভায় তুলার চাষ সম্বন্ধে যে বিল পেশ হইয়াছে, তাহাতে ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত প্রত্যেক গাঁইট তুলার জন্য ।০ আনা করিয়া সেস্ ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ঐ ভাবে সরকারের বৎসরে ৯ লক্ষ টাকা আয় বাড়ান হইবে

ডক্টর অব্ ল :—রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয় সার রেজিনাল্ড্ ক্র্যাডককে ডক্টর অব্ ল উপাধি প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা :—ভারতহিতৈষী মিঃ এণ্ড্রুজ সাহেব উত্তরবঙ্গ বন্যাপীড়িত স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রত্যহ শত শত কৃষক বীজ ও চাষের সরঞ্জামের জন্য, রিলিফ কেন্দ্রগুলিতে আসিতেছে। যদি সময় মত তাহাদিগকে বীজ ও চাষ করিবার জন্য হালগরু সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইবার প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান। গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইলে রিলিফ-কমিটির হস্তে যে অর্থ থাকিবে, তাহা খাদ্য বিতরণের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত নহে, কাজেই রিলিফ কমিটি বিশেষ সাহায্য করিয়া উঠিতে পারিবেন না। স্থানীয় জমীদারেরাও বর্ত্তমান বর্ষে খাজনা না পাওয়ায় ধার করিয়া সরকারী খাজনা দিয়াছেন। নিজেদের সরঞ্জামী খরচার জন্যও অনেককে ঋণ করিতে হইতেছে। অতএব জমীদারগণ যে প্রজাকে দাদন দিতে পারেন, এ সম্ভাবনা একেবারেই নাই। এমতাবস্থায় ভবিষ্যতের দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে এণ্ড্রুজ সাহেব গবর্ণমেণ্টকে অন্ততঃপক্ষে দশলক্ষ টাকা প্রজাদিগকে কর্জ্জ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এবার বন্যার ফলে জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, অতএব প্রজারা দাদনের টাকা পরিশোধ করিতে পারিবে। যদি জমীগুলি চাষের অভাবে পতিত থাকে, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। যাঁহারা মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়া বন্যাপীড়িত নরনারীদের মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা ভবিষ্যতের এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় বিধান নিশ্চয়ই করিবেন। দেশের ছোটবড় সকলকেই আমরা এণ্ড্রুজ সাহেবের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

স্যর শিবস্বামী আয়ার :—বিগত আন্তর্জাতিক সভার অধিবেশনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি মিঃ পি, এস, শিবস্বামী আয়ার ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। গত ২৬শে তারিখ বোম্বাইয়ে এক সভায় উক্ত দেশসমূহের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি এক বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি ভারতবাসীদিগকে বিপদসঙ্কুল কার্য্যে যোগদান করিতে ও ক্রীড়াপ্রিয় হইতে উপদেশ দেন। তিনি অন্যান্য দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত ভারতবাসীদের অবস্থার তুলনা করেন। তিনি বলেন, অন্যান্য দেশে বাণিজ্য, শিল্প ও সাহিত্য-চর্চ্চার স্থান প্রথম

এবং রাজনীতি উহাদের আনুসঙ্গিক। আর আমাদের দেশে রাজনীতি বাগ্‌যুদ্ধেই প্রবল। শিল্পবাণিজ্যের দিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টিই নাই। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের মোটেই জ্ঞান নাই। ইহা দূর করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। অবশেষে তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য দেশে রেলওয়ে বিভাগ নিজেদের হাতে নিতে ও মদ্যপান নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা কিরূপে উক্ত বিষয়ে কৃত-কার্য্য হন, তাহা দেখিবার জন্য আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি :—গত ২৯শে তারিখে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর সার উইলিয়ম ম্যারিস ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঐ প্রদেশের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিগণকে মুক্তি দেওয়া হইবে। কেবল একজন লোক হত্যার জন্য প্ররোচিত করিবার অপরাধে অপরাধী বলিয়া তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে না।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটী :—নূতন ব্যবস্থা অনুসারে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর নূতন নির্ব্বাচন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ; সম্প্রতি ৭৫ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। শ্রীমতী নাইডু, শ্রীমতী গোখেল, শ্রীমতী হুজকিন্‌শন ও কুমারী লোটেওয়ালা কমিশনর পদ-প্রার্থিনী হইয়াছেন।

ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন :—গত রবিবার বোম্বাই ন্যাশনাল ইউনিয়ন দেশবন্ধু দাশ, হাকিম আজমল খাঁ ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাগণকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সর্দার গৃহে এই ভোজ দেওয়া হয়। প্রায় ৫০ জন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি ভূমিতে উপবেশন করিয়া নিরামিষ আহার করিয়াছিলেন। এই ভোজে মাদ্রাজের প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণগণও মুসলমান, পার্শী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে বসিয়া আহারাদি করেন।

বৈদেশিক

সম্রাটের উপর আক্রমণ :—গত সোমবার সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এবং সম্রাজ্ঞী মেরী বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে সেণ্ট পংসার্গে উপস্থিত হইলে একটি খঞ্জ সৈনিক তাহার যষ্টি দিয়া সম্রাটকে আক্রমণ করিতে উঠে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পাগলা গারদে রাখিয়া দিয়াছে।

ইংরেজ ফরাসীতে বিবাদ :—সোমবার একটী সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছিল যে, ইংরাজগণ কোলন হইতে তাঁহাদের সৈন্য অপসারিত করিয়া লইবেন। পরের সংবাদে প্রকাশ যে, এ সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইংরেজগণ সৈন্য সরাইবেন না। এদিকে ফরাসী এই প্রকার কার্য্যে জন্য ইংরেজগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেছেন। বিলাতের সংবাদপত্র-গুলি অধিকাংশই এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেছেন যে, ফরাসী যে প্রকার কার্য্য করিতেছে, তাহাতে মাত্র ক্ষতিপূরণ আদায় করা তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় না। অধিককাল পর্য্যন্ত রূঢ় অবরোধ করিয়া রাখিবার তাহাদের কোন আবশ্যক নাই। ইহাতে সমগ্র ইউরোপের শান্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। কাজেই এখন ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য হইতেছে ফরাসীকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলা।

সংবাদপত্রের বিবরণ হইতে প্রকাশ যে, সমগ্র রূঢ় প্রদেশের রেলকর্ম্মচারীগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। কোলনের জার্ম্মাণ রেলকর্ম্মচারীগণ কাজ বন্ধ করাতে সেখানকার ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ রেল চালাইতেছেন।

ক্ষতিপূরণ সমস্যা স্থির করিয়াছেন যে জার্ম্মাণীকে এখন ৯১৫০০০০০০৲ টাকা দিতে হইবে। জার্ম্মাণী স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে যে, এখন তাহারা কিছুই দিতে পারিবে না। ফরাসীর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ তাহারা সমগ্র দেশে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি ঘোষণা করিবার জন্য আয়োজন করিতেছে।

গত সোমবার ব্যাভিরিয়ায় যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার কথা উঠিয়াছিল, প্রকাশ যে, সেরূপ কিছুই হয় নাই।

আন্তর্জ্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশান সম্প্রতি তাঁহাদের একটী সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে জার্ম্মাণী যাহাতে ফরাসীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে।

ছোট আঁতাতের মন্ত্রিগণ শীঘ্রই বেলগ্রেড কিম্বা বুখারেষ্টে বৈঠক করিয়া বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নূতন ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছেন। ফরাসী রূঢ় অধিকার করিয়া এই বৈঠকের সম্মুখে কুদৃষ্টান্ত উপস্থিত করিল। ব্যাপার যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অনতিবিলম্বে আবার মহাযুদ্ধের সূচনা হইয়া উঠিতেছে।

লসেনে পণ্ডশ্রম:—লসেন বৈঠকের কাজ এক এক করিয়া বন্ধ হইয়া আসিতেছে। গ্যালিপলির কবর সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া লর্ড কার্জ্জন এবং ইসমিদ পাশার খুব বাগবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ইসমিদ পাশা এক চুলও নড়িবার নহে।

লসেন বৈঠকের অবস্থা সুবিধাজনক নয় দেখিয়া সকলে যাহার যাহার পথ ধরিয়াছে। কনষ্টান্টিনোপলস্থ ইংরেজগণ সহর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এদিকে মরিজা অঞ্চলে গ্রীক ঘাঁটিওয়ালাদিগের সহিত তুর্কী ঘাঁটিওয়ালাদিগের প্রায়ই সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে।

কামালপাশা সমগ্র তুরস্ক সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। প্রকাশ যে, তিনি স্মার্ণায় পৌঁছিলে এ্যাঙ্গোরা হইতে তার গেল যে, তাঁহাকে অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। তিনি এ্যাঙ্গোরাভিমুখে ফিরিয়াছেন। প্রকাশ যে, একটী শিক্ষক সম্মীলনীতে কামালপাশা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে এখন আর তুরস্কের হারেম প্রথা বহাল রাখা উচিত নহে। পুরুষদিগের ন্যায় মেয়েদেরও এখন বাহিরের কাজে লাগিতে হইবে।

মসুল সংক্রান্ত ব্যাপারের বিচার জাতিসঙ্ঘই নাকি করিবেন। এইজন্য তাঁহাদের বৈঠক বসিবার কথা আছে। এদিকে মসুলের ইংরেজ হাই কমিশনার বিলাতে জানাইয়াছেন যে, অবিলম্বে নূতন ইংরাজসৈন্য প্রেরণ করা আবশ্যক। কারণ মসুলের সীমান্তাধিবাসিগণ নাকি আক্রমণের আয়োজন করিতেছে। ইংরেজ কর্ম্মচারীটী একথা বলিতে ছাড়েন নাই যে, তুর্কীগণের প্ররোচনায় নাকি ইহারা এই প্রকার আক্রমণের আয়োজন করিতেছে।

ফ্রান্সের "ম্যাটীন" নামক সংবাদপত্র জানাইতেছেন যে, তুরস্ক এবং রুশিয়ার মধ্যে মৈত্রীভাব স্থাপিত হইয়াছে। তুরস্কের সাহায্যের জন্য থ্রেস এবং মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে রুশিয়া সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৭শে মাঘ, ১৩২৯ | ২৫শ সংখ্যা

বংশ-প্রণালী।

বিজ্ঞবর রায় অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর এম, বি, ই, মহাশয় এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের ধারণা শৌক্রবংশ-প্রণালীই ভক্তিধারা-সংরক্ষণের একমাত্র অবলম্বন। বড় বৈষ্ণবের শৌক্রপুত্র বড়-বৈষ্ণব হইবে, মধ্যম বৈষ্ণবের শৌক্রপুত্র মধ্যম বৈষ্ণব এবং কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শৌক্রপুত্র কনিষ্ঠ হইবে। শৌক্রপুত্রে পিতার ভজনপ্রবৃত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে—এই ধারণা সকল ক্ষেত্রে ফলবতী হয় না। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পুত্র বলরাম ও তাঁহার মধুসূদন নামক চতুর্থ পুত্রের সন্তান রাধামোহন তো আচার্য্য-প্রভুর ন্যায় ভজনপ্রবৃত্তি লাভ করেন নাই। অতুলনীয় আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরের পাংক্তেয় ব্রাহ্মণ হার যে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন, প্রপৌত্র রাধামোহন তাহা বিপর্য্যস্ত করিবার উদ্দেশে বন্দ্যঘাটীয় হরিহরাত্মজ রঘুনন্দন স্মার্ত্তপ্রবরের মতানুবর্ত্তিতাকেই বহুমানন করিলেন। আবার 'শ্রীঅদ্বৈতসন্তান' পরিচয় দিয়া বর্ত্তমান কালে জনৈক কথক মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া আপনাকে প্রচার করিতে গিয়া পঞ্চরাত্র-দূষণে প্রবৃত্ত হইলেন, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পরমার্থবিদ্বেষকেই ভক্তগণের আদর্শ সমাজ বলিয়া প্রচলন করিবার প্রবৃত্তি দেখাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরমার্থবিরোধী স্মার্ত্তের কুপ্রবৃত্তি-দমনের জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনা করিবার জন্য শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আদেশ করিলেন, আর শ্রীঅদ্বৈতের অধস্তন পরিচয়ে পরিচিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-বিদ্বেষের চরমপন্থা গ্রহণ করিতে গিয়া অদ্বৈতবংশ ভক্তিধর্ম্মের চির-দিন কি ভীষণ প্রতিকূল আচরণ করিয়া আসিতেছেন! শ্রীমহাপ্রভু ব্যভিচার-রহিত কেবলা হরিভক্তিই জীবের একমাত্র কল্যাণের পথ বলিয়া উপদেশ

করিলেন, কালে তাঁহার অনুগত গৃহস্থগণের অধস্তনগণ প্রভুর বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিলেন! শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর অর্দ্ধশতাব্দী যাইতে না যাইতে বঙ্গদেশে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য পরমার্থবিরোধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তার জন্য রাধামোহন প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্য-সন্তানগণ কিরূপ ভক্তিপথের বিরোধী হইলেন, তাহা আমরা বিস্তারিতভাবে ক্রমশঃ আলোচনা করিব। শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থ দিন দিন বৈষ্ণবাখ্য সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইল। আচার্য্য-সন্তানগণের গৃহেও পুনরায় পরমার্থপ্রতিকূল স্মার্ত্তাচার প্রবল হইল। শৌক্রবিধান, পরমার্থ-বিচারের স্থান ন্যূনাধিক বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লইল। এই প্রতিকূলবিধানের বিষময়-ফলে আজ বৈষ্ণবের শুদ্ধাচার বিপন্ন হইয়াছে। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করা দূরে যাক্, উদ্ধারকারী পারমার্থিক সমাজের প্রতিকূলে ভূতকপাঠকাদির শৌক্রমর্য্যাদা গাঙ্গুলী মহাশয় প্রভৃতি সামাজিকগণেরও পৃষ্ট-পোষণের বিষয়বিশেষে পর্য্যবসিত হইতে চলিল! কলিযুগ বিবাদ-যুগ, সুতরাং সত্যের সহিত মতদ্বৈধ হওয়া কিছু বিচিত্র নহে!

বংশ বলিলে স্মার্ত্ত যেরূপ গৃহধর্ম্মকেই লক্ষ্য করেন, পরমার্থী তদ্রূপ গুরু-পারম্পর্য্যকেই উদ্দেশ করিয়া থাকেন। পরমার্থি-সমাজে চিরদিনই পারমার্থিক বংশের কথা প্রচলিত আছে। গুরুপ্রণালী বা পরম্পরা, বংশ বা ধারা নির্ণয়ের একমাত্র পন্থা বলিয়া পারমার্থিক জগতে চিরদিনই স্বীকৃত। গাঙ্গুলী মহাশয়ের সম্প্রদায়ে তাহা উৎপাটিত হইতে দেখিয়া আমারা শঙ্কিত হইতেছি। চারিসম্প্রদায়ের গুরু-পারম্পর্য্য যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে শৌক্রবংশ-প্রণালী কিছু বৈষ্ণবসমাজের আলোচ্য বিষয় নহে। তবে কেন এই নব-প্রবর্ত্তিত ধারণা পরমার্থিকগণের সহিত বিরোধের উদ্দেশে আবিষ্কৃত হইল? বংশ-প্রণালীকে পারমার্থিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত করিবার দুর্ব্বাসনা কয়েক শতাব্দী হইতে মূর্খ অনভিজ্ঞ-সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাই বলিয়া ঐ প্রকার অবৈধ ধারণা শুদ্ধভক্তি-প্রচারের বিষয় হইতে পারে না।

ভজনের পরিমাণ অনুসারেই ভক্তিরাজ্যে উৎকর্ষাপকর্ষত্ব নিরূপিত হয়, তাহা উৎসাদিত করিয়া শৌক্রধারায় যোগ্যতার আরোপ কিরূপ শোভনীয়, তাহা সুধীমাত্রেরই আলোচ্য বিষয়। শৌক্রধারায় অযোগ্যসন্তানগণকে পরিত্যাগের বিধান আছে, শিষ্য-পারম্পর্য্যে অযোগ্য সন্তানগণকেও পরিত্যাগের কথা আছে, সুতরাং শৌক্র-পারম্পর্য্য বা শিষ্য-পারম্পর্য্য দ্বারাই ভক্তি পরিমিত হয় না, একথাও অবিসংবাদিত সত্য। যোগ্যতাই তাদৃশ নিরূপণের একমাত্র পন্থা।

ভাষায় বেশ অধিকার আছে, ভাল গায়ক, সুমিষ্ট ইন্দ্রিয়তর্পণময় বাক্যবিন্যাস করিতে সমর্থ, অঙ্গভঙ্গীদ্বারা লোক-রঞ্জতাপটু এরূপ শৌক্রবংশ-পারম্পর্য্যদ্বারা স্ফীত ব্যক্তিই যে প্রচুর পরিমাণে ভক্তিমান্, তাহা না হইতে পারে। তাদৃশ নিপুণতা দ্রবিণ-সংগ্রহে বিশেষ সামর্থ্য দেখাইলেও তাদৃশ অর্থ ভক্তির পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না। বেশী পয়সা রোজগার করিতে পটু ব্যক্তিই যে শাস্ত্রবিৎ পরমভাগবত হইবেন, এরূপ নহে। কপট দৈন্য পাণ্ডিত্য জাহির করিতে বা পয়সা আনিতে সমর্থ বটে, কিন্তু তাহা ভক্তির বিরোধী বিষয় মাত্র। "পণ্ডিত কুলীন মানীর বড় অভিমান। দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।" "জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভি-

মেধসানন্দঃ পুমান্‌। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ স্বামকিঞ্চন-গোচরম্‌॥" প্রভৃতি আলোচনা করিলেই গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁহার আশ্রিতগণ সত্য বিষয়টী উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা বারান্তরে পঞ্চম বিষয়টীর অবতারণা করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্ত্তিত দেখিতে বাসনা করি।

আর কেন?

আর কেন দুষ্ট মন রয়েছ ভুলিয়া?
মোহ-ঘোরে অন্ধ আঁখি গেল না খুলিয়া?
আর কেন মাংসপিণ্ডে কর আত্মজ্ঞান?
তার সূত্রে মাংসপিণ্ডে আত্মীয় সম্মান!
আর কেন জড়রূপে দেখ পূজ্য দেবে?
জলমাত্রে তীর্থস্থানে লাভ কিবা সেবে?
আর কেন ভক্তবরে নাহি কর রতি?
আর্য্য নিজ-পূজ্য তীর্থ-বোধে দৃঢ় মতি?
আর কেন গোখরের বুদ্ধি নাহি ত্যজ?
যারা মোহে প'ড়ে মিছা জড়সুখে মজ?
আর কেন অর্চ্চ্য দেবে শিলাবুদ্ধি কর?
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবে মর্ত্ত্য বুদ্ধি ধর?
আর কেন বিপ্রগুরু বৈষ্ণব-প্রধানে
জাতিবুদ্ধি অপরাধ কর দৃপ্তজ্ঞানে?
আর কেন কলিমল-বিধৌতকারণ
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে কর নীর-জ্ঞান?
আর কেন সর্ব্বপাপনাশন ঔষধি
শ্রীবিষ্ণু-শ্রীনাম-মন্ত্রে শব্দসাম্য-বুদ্ধি?
আর কেন সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সমান
অন্য দেব-দেবীগণ করিছ রে জ্ঞান?
এই সব কুবুদ্ধি যা'র নারকী সে জন।
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ফুকারিয়া কন॥

ঠাকুর মশাই।

হিরণ্যনগরে কামিনীকান্ত নন্দী নামে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর ব্যবসায় ছিল। তিনি ধর্ম্মরত বলিয়া তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিপত্তি-বিশিষ্ট। তিনি উপদেশ পাইয়া শিখিয়াছেন যে, গুরুই কর্ণধার, গুরুসেবা ভিন্ন জীবের আর অন্য গতি নাই, গুরু-চরণাশ্রয় করিলেই লোকে ধার্ম্মিক হইতে পারে। কিন্তু তিনি আরও উপদেশ পাইয়াছেন যে, যাহারা বংশানুক্রমে গুরুগিরি করিয়া আসিতেছে, তাহাদেরই গুরুগিরির একচেটে কারবার, আর কাহারও এ কারবার করিবার অধিকার নাই। তাহারা লোক ভাল হউক, মন্দ হউক, কেহ যেন বিচার না করে, বিচার করিলেই নরক! এই সকল শুনিয়া শিখিয়া তিনি তাঁহার গুরুর(?) এক রক্ষিতারও অর্থাদি প্রদান দ্বারা অনেক সেবা করিতেন।

একদিন ঘটনাক্রমে তাহার গৃহে একটী ব্যাপার ঘটিল। তাঁহার পঞ্চমবর্ষবয়স্ক পুত্র সজনীকান্ত একটী দধিভাণ্ডে দধি আছে, এই মনে করিয়া খানিকটা চুণ খাইতে গিয়া ঠোঁট, মুখ, জিভ্‌ হাজাইয়া বড় কষ্ট পাইতেছিল। কামিনীকান্তকে সংবাদ দিলে তিনি অন্যকার্য্য সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া গৃহে আসিয়া দেখেন, অনেক লোক জন তাঁহার পুত্রের শুশ্রূষায় ব্যস্ত,—কেহ তৈল দিয়া মুখ ধোয়াইতেছে, কেহ অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছে। সেদিন তাঁহার গুরুবরও তাঁহার গৃহে উপস্থিত।

তিনিও বেশ ব্যস্ততা দেখাইতেছেন। ক্রমে সেই ব্যাপার লইয়া বেশ একটা জনতা তাঁহার চারিদিকে জমিয়া গেল। ইহার মধ্যে নানা রকমের লোক ছিল, নানা ভাবের কথাও চলিতেছিল। একজন ঐ গুরুবরকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ঠাকুর মশাই, এই দুধের বালক না জানিয়া দইএর ভাঁড়ে দই আছে মনে কোরে চূণ পেয়েছে বোলে ও'র এত সাজা কেন?" ঠাকুর মশাই তখন গম্ভীরভাবে হুঁকা ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"জাননা হে, দ্রব্যগুণ ফলিবেই ফলিবে। ছোট ছেলে সাপ না চিনিলেও সাপে কামড়াইলে সে মরিবেই।" টেঁাট-কাটা লোকটী তখন আবার প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা বেশ, ঠাকুর মশাই, ভাল মনে করিয়া যদি আমরা চোরের সঙ্গে কিছুদিন ঘুরি, তাহা হইলে কি ফল হয়?" গুরুদেব গম্ভীরস্বরে হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন—তা'তে কি সন্দেহ, চোর হবে?" "আচ্ছা ভাল, আর এক কথা ঠাকুর মশাই, যদি কেউ মাতালদের সঙ্গে মেশে, তা হ'লে সেও কি মাতাল হবে?" গুরুদেব একটু বিরক্তি-স্বরে বলিলেন—"তুমি এসব বাজে কথা কেন জিজ্ঞেস করছ? এ কে না জানে? মাতাল হবে না ত' কি হবে?" সে লোকটাও যেন একটু থতমত খাইয়া বলিল, "তাই বলছি, ঠাকুর মশাই। আপনাদের কাছে নইলে আর কোথায় জিজ্ঞেস করব? আর একটী কথা, ঠাকুর মশাই, যদি অনুমতি করেন ত' জিজ্ঞেস করি।" গুরু ঠাকুর মনে কল্লেন, "ভাল, আর একটা যদি শিষ্যই পাওয়া যায়, মন্দ কি?" তিনি আদেশ করিলেন, "আচ্ছা, বল।" তখন লোকটা নন্দীমশাইকে বেশ করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "আচ্ছা, প্রভু, যদি কেউ আপনার মত মাগী-রাখা গুরু চেলা—"কথা শেষ হইতে না হইতে গুরুঠাকুর ত' চটে' টাই। "অকাল কুষ্মাণ্ড, দাম্ভিক, নাস্তিক বেটা! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? হায় হায়, সংসার গোল কি? গুরু-লঘু-বিচার নেই? যে স্থানে অপমান, সে স্থানে একদণ্ড থাকতে নেই। ওহে কামিনি, আমি আর থাকব না।" কামিনীর এক বিপদের উপর আর এক বিপদ। এদিকে পুত্রের জন্য ব্যস্ত, আবার তাহার উপর গুরু ক্রোধান্বিত,—এখন উপায়? সে লোকটার উপর একটু ক্রুদ্ধ হইলেন, দেখেন সে এই ফাঁকে চলিয়া গিয়াছে। "আজ্ঞে, প্রভু! অপরাধ মার্জ্জনা করুন, কি কল্লে আপনার সন্তোষ হয়, বলুন।" গুরু ত' তাই চান। "আচ্ছা, যদি তোমার ঐ ছোট মা'র নামে ঐ বাড়ীখানা লিখে' দাও, ভাল, নইলে এখনি অভিসম্পাত করব।" পাঠক পাঠিকা ছোটমা কে, বুঝিয়াছেন ত'? এই সময় চারিদিকে কানাঘুসা হইতে লাগিল, 'হীরেন্দ্র ছোকরা ঠিক ধরেছে। নন্দী মশাই কি জানি কি ভুলেই পড়েছেন। আবার এই দেখুন এই ব্যাপার। নন্দীমশাইয়ের জ্ঞান হোল কিনা জানা নেই। তিনি বল্লেন 'আচ্ছা বুঝি বলে' আবার পুত্রের চিকিৎসায় মন দিলেন। ইহার পর আমরা আর কোন সংবাদ পাই নাই।

"এ কেমন পাগল!"

(চতুর্দ্দশ রজনী)

লাইন ছাড়িয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র পাগলকে একটি গান ধরিতে শুনিতে পাইলাম। এমন সময় তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলে পাছে গানটি বন্ধ হইয়া যায়, এই ভয়ে আমি

আর অগ্রসর না হইয়া ঐ স্থানে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। পাগলের গানে বন মুখরিত। পাগল গাহিতেছেন :—

প্রভু হে! তুয়াপদে এ মিনতি মোর।
তুয়াপদ পল্লব, তাজত মরু মন,
বিষম বিষয়ে ভেল মোর॥
উঠয়িতে তাকত, পুন নাহি মিলই,
অনুদিন করহুঁ হুতাশ।
দীনজন-নাথ, তুঁহু কহায়সি,
তুঁহার চরণ মম আশ॥
ঐছন দীনজন, কাঁহা নাহি মিলই,
তুহুঁ মোরে কর পরসাদ।
তুয়া জন সঙ্গে, তুয়া কথা রঙ্গে,
ছাড়হুঁ সকল পরমাদ॥
তুয়া ধাম মাহে, তুয়া নাম গাওত,
গোঁয়ায়বুঁ দিবানিশি কাল।
তুয়া পদ ছায়া, পরম সুশীতল,
মাগে এ দীন ছাওয়াল॥

পাগলের হৃদয়ে গভীর আবেগ। আবার সেই আবেগের উপর তাঁহার ভগবদ্দত্ত সুললিত কণ্ঠ। উভয়ে মিলিয়া যেন সোণায় সোহাগা হইয়াছে। গানটি শ্রোতার হৃদয় অধিকার করিতে যে কতদূর শক্তি ধরিয়াছিল, তাহা সহৃদয় পাঠকগণ, আপনারা যদি কেহ তথায় উপস্থিত থাকিতেন, তবে তাহা বুঝিতে পারিতেন। আমি একাকী সেই বৃক্ষটীর তলে বসিয়া শুনিতে শুনিতে, আমার হৃদয়ে শ্রীহরি-ভজনের জন্য এরূপ একটি আবেগ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এই সুদুর্লভ মনুষ্যজনমের একমাত্র উদ্দেশ্য যে শ্রীহরিভজন, সেই হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া অসার অনিত্য বিষয় লইয়া প্রমত্ত আছি বলিয়া এরূপ কষ্ট উপস্থিত হইল, যে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না, কিছুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলাম। সে ক্রন্দনও অতি সুমধুর। পাগলের প্রত্যেক গানটিই যেন কোন এক দিব্য স্থান হইতে নামিয়া আসিয়া পাগলের শ্রীমুখ দিয়া নিঃসৃত হয়। তাই যেন এত সুমধুর, শ্রোতার হৃদয়ে কার্য্য করিতেও এত শক্তিসম্পন্ন। এই জন্যই বোধ হয়, শাস্ত্র সাধুসঙ্গের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অনন্তর চক্ষু মুছিয়া নিকটে গিয়া পাগলকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম এবং উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, দীক্ষা কাহাকে বলে?"

পাগল বলিলেন,—"হরিদাস, দীক্ষা কাহাকে বলে, বলিতেছি শুন —

'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥'

যাহা হইতে দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিন্ময়জ্ঞান বা অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান লাভ হয়, এবং পাপের সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে পাপ-প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহাকেই পণ্ডিতগণ দীক্ষা বলিয়া থাকেন।

অতি ভাগ্যবান্ জনই সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদেশ এবং উপদেশ অনুসারে সাধন ভজন করিতে করিতে দিব্যজ্ঞান-লাভে এবং হৃদয় হইতে পাপবীজ সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হন। তথা-কথিত গুরুগণ যাহারা নিজেরাই সদ্‌গুরু কাহাকে বলে জানেন না, সদ্‌গুরুর দর্শন বা তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণত' অনেক দূরের কথা, কোন শাস্ত্র পর্য্যন্ত পড়েন নাই, অথবা

আংশিক শাস্ত্র পাঠ করিলেও শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় বুঝেন নাই, অথবা ভোগধারণায় বুঝিলেও নিজে আদৌ শ্রীহরিভজন-তৎপর নহেন, অত্যন্ত বিষয়াভি-নিবিষ্টচিত্ত, এবং শিষ্যগণকে ফাঁকি দিয়া নিজের লৌকিক স্বার্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত ভণ্ডামিযুক্ত,—তাঁহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে কখনই দিব্যজ্ঞান-লাভ ও হৃদয়ের অসৎপ্রবৃত্তি-নাশ হইবে না। বরং এরূপ গুরুরূপধারী অগুরু বা লঘুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে শিষ্য ক্রমশঃ সেই লঘুর সঙ্গদোষে লঘুতর হইয়া যান,—

"অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।"

অর্থাৎ এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে যেমন উভয়েই মহা-বিপদগ্রস্ত হয়, সেইরূপ ইহারা উভয়েই কঠিন ভোগরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া মহাযন্ত্রণা ভোগ করে। এই সব গুরুনামধারী অগুরুগণ হইতে পরমার্থ-অন্বেষণকারী জনের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। ইহারা নিজেরাই অন্ধ, অপর অন্ধকে পথ কিরূপে দেখাইবে! ইহারা সাধারণতঃ লৌকিক ভোগপরস্বার্থ-সিদ্ধির লোভে বা স্নেহবশতঃ শিষ্য করিয়া থাকেন। তাই ইঁহাদিগের কবল হইতে কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে রক্ষাকরণ-মানসে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্নীয়াদদীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তদ্দেবতা শাপ আপতেৎ॥"

অর্থাৎ স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন, এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লাভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রে অন্যত্র দৃষ্ট হয়—

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

অর্থাৎ যে গুরু স্বার্থনাশ-ভয়ে অন্যায়রূপে শাস্ত্রের কু-ব্যাখ্যা করেন, এবং যে শিষ্য সেই কদর্থ অন্যায়রূপে শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অক্ষয় কাল পর্য্যন্ত মহানরকে বাস করেন। শাস্ত্র এইরূপ বহু স্থানে এই সমস্ত গুরু-নামধারী বিষয়-পিপাসু অগুরু হিরণ্যকশিপুর গ্রাস হইতে শ্রদ্ধাবান্ জনকে সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। বিষ্ণু-স্মৃতি বলেন—

"পরিচর্য্যা-যশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্গুরুর্নহি।"

অর্থাৎ পরিচর্য্যা বা সেবা-প্রাপ্তির আশায় অথবা বহু শিষ্য করিয়া খ্যাতি-লাভের আশায় যিনি শিষ্য করেন, তিনি গুরু নন। তাঁহার নিকট হইতে কখনও দীক্ষা গ্রহণ করিবেনা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, তবে গুরুর লক্ষণ কি? কিরূপ গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে, এই মহান্ ভব-সমুদ্র পার হইতে পারা যায়, কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করিলে আমি কৃতার্থ হইব।"

তখন তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হরিদাস, বিষ্ণুস্মৃতি বলেন—

"কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়-সংচ্ছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ॥"

অর্থাৎ গুরু হইবেন কৃপার সমুদ্র,—শিষ্য ত নির্ব্বোধ এবং শাসনযোগ্য, সে যদি নির্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবেন না, যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হইবে, তাহাই করিবেন। শিষ্য কোন অন্যায় করিলে, গুরু যদি অভিশাপ করিয়া বসেন, তাহা হইলে সে গুরু গুরুই নন। গুরু কৃপাময়,

তিনি শিষ্যের মঙ্গল চিন্তাই করিবেন। গুরু কখনও শিষ্যের নিকট হইতে কিছু লাভের প্রত্যাশা রাখিবেন না। কারণ, গুরুর কোন অভাব থাকিতে পারে না, যিনি শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কি কোন অভাব থাকিতে পারে? শিষ্যের নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করিলে গুরু পতিত হইয়া যান। এতৎসম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বে এক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছি। গুরু সমস্ত জীবেরই উপকার করিয়া থাকেন। তিনি স্পৃহাশূন্য—গুরুর হৃদয়ে পার্থিব কোন বস্তুর জন্যই স্পৃহা থাকিতে পারে না। কারণ, শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করায় তাহার হৃদয়-গ্রন্থিসমূহ থাকিতে পারে না।

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিস্তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

গুরু সর্ব্ববিষয়েই সিদ্ধ; কারণ, তিনি ভগবদ্ভক্ত বলিয়া যখন শ্রীভগবানকেই বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহার আর অসিদ্ধি কি আছে? তিনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ—সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ না হইলে শাস্ত্রোক্তিদ্বারা তিনি শিষ্যের হৃদয়ের গ্রন্থি ছেদন করিতে পারিবেন না, তাই তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতা আবশ্যক। তিনি শিষ্যের সর্ব্বসংশয়-ছেদনকারী—

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।"

সাধুগুরুজনের কর্ত্তব্যই হইতেছে শিষ্যের হৃদয়-গ্রন্থিগুলি শাস্ত্রের উক্তিদ্বারা ছেদন করা। তিনি অনলস অর্থাৎ গুরু কখনও আলস্যপরায়ণ হন না। তিনি সর্ব্বদাই শিষ্যের ও জগতের হিতের নিমিত্ত যত্ন করিতে তৎপরতাবিশিষ্ট। এই সকল গুণ যাঁহাতে পূর্ণরূপে বিরাজ করে. তিনিই গুরু-পদবাচ্য; তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তর সাধন ভজন করিতে থাকিলে দিব্যজ্ঞান লাভ ঘটে এবং অন্তঃকরণের পাপ-বীজ নষ্ট হয়। অনুপযুক্ত লৌকিক বা কৌলিক, গৃহমেধী, স্বার্থান্ধ এবং মোহান্ধ ব্যক্তির নিকট দীক্ষা-গ্রহণে সে ফল ফলে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্॥"

অর্থাৎ এই অনিত্য দেহ ও মনের ধর্ম্ম যে অনিত্য ভুক্তি ও মুক্তি, তৎপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে করিতে এই সুদুর্ল্লভ মানুষ জন্মটী কাটাইয়া দেওয়া উচিত নয়। শ্রীভগবদ্ভজন অত্যাবশ্যক, এই জ্ঞান হইলে, প্রত্যেকেই উত্তমমঙ্গল-জিজ্ঞাসু হইয়া সদ্‌গুরুর নিকট প্রপন্ন অর্থাৎ একান্ত শরণাগত হইবেন। সদ্‌গুরু কে?—যিনি শব্দশাস্ত্র অর্থাৎ বেদ-পারঙ্গত হইয়াছেন এবং পরব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়াছেন অর্থাৎ নিরন্তর শ্রীহরিকে ভজন করিতেছেন। মুহূর্ত্তের তরেও গুরুর বিষয়-সেবা সম্ভবপর নয়। কারণ, যাঁহার চিত্তই হরিময়, বিষয়ের অনুধাবন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শ্রুতি বলেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

অর্থাৎ অপ্রাকৃত অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর নিকট সমিৎপাণি হইয়া অভিগমন করিতে হইবে। শ্রোত্রিয় শব্দের অর্থ—সর্ব্বশাস্ত্রমূল বেদে পারঙ্গত। যদি বল, গুরুর বেদজ্ঞ হইবার আবশ্যক কি?—তাহার উত্তর এই যে, বিদ্ ধাতু লোট্ হি প্রত্যয়ে 'বেদ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহার অর্থ 'জান,' শ্রীভগবান্ বদ্ধজীবগণকে আদেশ করিতেছেন, "হে জীব, তোমরা সকলে আমাকে জান। আমি ঋষিগণের দ্বারা যে বেদশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি,

তাহা বিশেষরূপে পাঠ বা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ সাধন ভজন করিতে করিতে আমাকে তোমরা জ্ঞাত হও।" যিনি সেই বেদ-অনভিজ্ঞ, তিনি কিরূপে শ্রীভগবানকে জানিবেন? শ্রীভগবানকে যিনি জানেন না, তিনি কিরূপে গুরু হইবেন? পুনশ্চ, গুরু বেদজ্ঞ না হইলে শিষ্যের সংশয়াদি কিরূপে ছেদন করিবেন? শিষ্যের সংশয়সমূহ ছিন্ন করিতে হইলে শাস্ত্রের কীর্ত্তন আবশ্যক।

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।"

অর্থাৎ সাধু-গুরুগণই শিষ্যের হৃদয়ের গাঁটগুলি বা সংশয়গুলি শাস্ত্রোক্তিদ্বারা ছেদন করিয়া থাকেন। শিষ্যের কুসংস্কারগুলি যদি গুরু ছেদন করিয়া না দেন, তবে কিরূপে শিষ্যের শ্রীহরিভজনের উপযোগী হৃদয়লাভ ঘটিবে?

যদি বল, গুরু বেদজ্ঞ হইলেই হইল, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার আবশ্যক কি?—তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, গুরু যদি বেদজ্ঞ হইয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীহরি-ভজনপর না হইলেন, কেবল মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার সেবায় থাকিয়া আপনাকে বেদজ্ঞ মনে করিলেন তাহা হইতে তাহার গুরুত্ব কোথায় রহিল? প্রকৃত পক্ষে বেদজ্ঞ হইলে কি কেহ শ্রীহরির ভজনপর না হইয়া থাকিতে পারেন? বেদজ্ঞ আখ্যাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি শ্রীহরির ভজনপর না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি প্রকৃত পক্ষে বেদজ্ঞ নন, কেবল সাধারণ লোককে ধোঁকা দিয়া নিজ স্বার্থ-সংগ্রহে তৎপর। এইরূপ লোক অতি ভয়ঙ্কর। বেদপাঠ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য না করিলে বেদজ্ঞ হওয়া যায় না। গুরুর প্রধান লক্ষণ হইল শ্রীমদ্ভগবদ্ভজনপরতা এবং গৌণ লক্ষণ হইল শিষ্যের বন্ধন ছেদন করিতে শক্ত হইবার নিমিত্ত বেদজ্ঞতা। উভয় গুণই প্রকৃত সদ্‌গুরুর থাকিবেই। এই প্রকার সদ্‌গুরুর নিকট অভিগমন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বা সর্ব্বান্তঃকরণে গমন করিতে হইবে। কোনরূপ পিছুটান বা অসৎ বুদ্ধি লইয়া গেলে চলিবে না। গুরু যখন যাহা বলিবেন, সমস্তই তৎক্ষণাৎ পালন করিতে হইবে। সর্ব্বাত্মাদ্বারা তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে গুরুর নিকট যাওয়া হয় না। আরুণি তাহার দৃষ্টান্ত।

সমিৎপাণি হইয়া গুরুর নিকট যাওয়া আবশ্যক। শুধু হাতে গেলে চলিবে না। সমিৎ শব্দের অর্থ—যজ্ঞীয় উপকরণাদি। যজ্ঞীয় উপকরণাদির কি আবশ্যক?—না,—যিনি দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত গুরুর নিকট যাইবেন, তিনি যে জাতিই হউন না কেন, তাঁহাকে গুরুর স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার করিতে হইলে, তাঁহাকে গুরু উচ্চ করিয়া স্বজাতীয় করিয়া লইবেন অর্থাৎ যজ্ঞাদি করিয়া উপনয়ন-সংস্কার দানপূর্ব্বক তাঁহাকে দ্বিজ করিয়া লইবেন। তাঁহাকে দ্বিজ না করিয়া যদি গুরু তাহার সহিত মন্ত্রাদি আদান প্রদান করেন, তবে গুরুর পাতিত্য অবশ্যম্ভাবী। উপনয়ন-সংস্কার শব্দের অর্থ,—যে সংস্কার দ্বারা গুরু শিষ্যকে আত্মসমীপে আনয়ন করেন, তাহাকে উপনয়ন সংস্কার বলে। এই সংস্কারের সময় মানবককে অর্থাৎ শিষ্য হইতে ইচ্ছুক জনকে বেদসমীপে যাইবার নিমিত্ত পবিত্রতা দেওয়া হয়, এবং তাহার চিহ্ন-স্বরূপ শিষ্যের গলদেশে পবিত্রতা-সূত্র অর্থাৎ 'পৈতা' দেওয়া হয়। এই সংস্কার এবং দীক্ষাযজ্ঞ করিতে যে যোগ্যতা বা যজ্ঞোপকরণ আবশ্যক, তাহার উপকরণাদি শিষ্যের হস্তে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

শিষ্য এইরূপে পবিত্রতা ও পরে দীক্ষা লাভ করিয়া ক্রমশঃ শ্রীগুরুর আদেশ অনুসারে সাধন ভজন করিতে করিতে পরা ভক্তিলাভ করিয়া উপশান্ত হন। কলিকালের জন্য শাস্ত্র……”

হঠাৎ পাগল চুপ করিলেন। চুপ করিয়া চক্ষু মুদিয়া কি যেন কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং পরে অন্তরে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন বলিয়া অনুমিত হইল। কয়েকবার আমি, “ঠাকুর, ঠাকুর” বলিয়া ডাকিলাম, কিন্তু কোন সাড়া পাইলাম না। রাত্রি অধিক হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম। পথে যাইতে যাইতে পাগলের আকস্মিক ঐরূপ ভাব-গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহাশয় সেদিন কুলিয়া নবদ্বীপ “পড়ুয়া মা তলায়” স্বীয় ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সকল বিভিন্ন শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করেন। তাঁহার বাক্যে অনেকে প্রাচীন নবদ্বীপের সুপ্রাচীন ভূমির সন্ধান পাইয়াছেন। সাধারণ অনভিজ্ঞ জনগণকে মোহজালে ফেলিবার জন্য মৎলবী লোকগণ যে সত্য আবরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বীয় ভোগ-ভূমিকা কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশাই দেখা যায়। তাহার ফলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান ও ঐতিহাসিক সত্য আবরণ করিবার প্রয়াস একটী এবং অপরটী জগৎকে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ছলনায় ইন্দ্রিয়তর্পণরত রাখিবার প্রয়াস। এই উভয় কার্য্যই যে নিন্দনীয়, তাঁহা শুদ্ধভক্তির প্রচারক স্বামিপাদ বিদ্বৎসমাজে প্রচার করিয়া সত্য স্থাপন করিতেছেন। ইহাতে কপটি সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি হইতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত সপ্তাহে দাঁইহাটে বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে স্বীয় প্রতিভাপূর্ণ সুললিত বাণীবিলাস দ্বারা শ্রোতৃবর্গের বিস্ময় উৎপন্ন করিয়াছিলেন। স্বামিপাদের প্রতি দাঁইহাটবাসি সাধুগণের প্রীতিময় আকর্ষণই সুপ্রচারের নিদর্শন।

শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার মহান্ত শ্রীমৎ ললিতাপ্রিয় দাস বাবাজী মহারাজ বিগত ভাদ্রমাসে শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সমাধিস্থ হন। সম্প্রতি তাঁহার সেই সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ফাল্গুনমাসেই তাঁহার সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কতিপয় অনিবার্য্য কারণ বশতঃ শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকার যথাকালে প্রচারকার্য্য বিলম্ব হইয়াছে। চতুর্বিংশ বর্ষের শেষ চারিসংখ্যা মুদ্রিত হইতেছে পাঠক ও গ্রাহকবর্গ কিছু দিনের মধ্যে উহা প্রাপ্ত হইবেন—আমরা অবগত হইয়াছি। শ্রীপত্রিকায় জন্য শুদ্ধভক্তগণের উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক।

‘গৌড়ীয়’ পত্র অতি অল্পদিনের মধ্যে শুদ্ধভক্তগণের আন্তরিক প্রীতি-আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। পাঠকের সংখ্যা যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে অচিরেই ‘গৌড়ীয়’ সমগ্র গৌড়বাসিগণের একমাত্র পরমার্থালোচনার কেন্দ্র হইতেছেন। এই

সংখ্যায় এই বর্ষের অর্দ্ধেক গত হওয়ায় প্রকাশিত প্রবন্ধনিচয়ের সূচী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। এক্ষণে প্রচারিত ২৫ সংখ্যা প্রথম বর্ষের সূচী-সম্বলিত পুর্ব্বাঙ্ক একত্রে স্থায়ীভাবে বাঁধাইয়া রাখিতে পারিবেন।

পথ্য-বিধান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্যাধি-বিশেষে বিশেষ বিশেষ পথ্য,

জ্বরে পথ্য।

জ্বর রোগে পথ্য প্রদান করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কারণ আমরা অধিকাংশ রোগীতেই দেখিতে পাই যে, রোগীর ক্ষুধা মন্দীভূত হইয়াছে, তাহার আদৌ আহারে ইচ্ছা নাই ও খাদ্যদ্রব্য দর্শন করিলে বা তাহার গন্ধে বিবমিষা উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন কখন এরূপও দৃষ্ট হয় যে, রোগীর আহারে সম্পূর্ণ বা প্রবল ইচ্ছা রহিয়াছে, এবং যে কোন খাদ্য তাহাকে প্রদান করা হয়, তৎসমস্তই রুচি-পূর্ব্বক খাইতে পারে এবং তদ্দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া লয়, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই ভুক্ত পদার্থ-সকল বমন করিয়া ফেলে। যে স্থানে ভুক্ত পদার্থগুলি সম্পূর্ণ উঠিয়া না যায়, উহার সমুদয় বা কিয়দংশ উদর মধ্যে থাকিয়া যায়, তথায় ইহারই ফলে রোগীকে বিস্তর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পরিপাক-শক্তির অভাব বা মন্দাবস্থা হেতু ঐ সকল ভুক্ত দ্রব্য দীর্ঘকাল পাকস্থলীতে বা অন্ত্র মধ্যে অবস্থান করায় উদরাধ্মান, বিবমিষা মুখে দুর্গন্ধ এবং এমন এক প্রকার অসহনীয় অবস্থা উপস্থিত হয় যে, বোধ হয় যেন উদর মধ্যে কিছু রহিয়াছে, উহা বাহির হইয়া না গেলে কোন প্রকারেই শান্তি নাই; অথবা কখন কখন এরূপ অসহনীয় শিরঃপীড়া জন্মিয়া যায় যে, তাহাতে রোগী একেবারে ম্রীয়মাণ হইয়া থাকে। মস্তক ভার, বিদ্ধনবৎ বেদনা অথবা দপ্ দপানি, ও শিরঃপীড়ায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। ভুক্ত-দ্রব্য পরিমাণে অল্প বা লঘুপাক হইলে বরং যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে, কিন্তু মাত্রাতিরেক হইলে এই সকল যন্ত্রণা হইতে কোন প্রকারেই অব্যাহতি পাওয়া যায় না। খাদ্যগুলি জীর্ণ হইয়া গেলে এই সমস্ত উপসর্গ না হইতে পারে। কিন্তু জ্বরের আতিশয্য হওয়া অধিকতর সম্ভাবনা; এবং সহজ জ্বর ক্রমে দুরারোগ্য অবস্থায় পরিণত হইয়া পড়ে।

যে পদার্থ ভক্ষণ করিলে শরীরে বল সঞ্চার হইয়া এক সময়ে জীবন রক্ষার প্রধান সহায় হইয়াছিল, সেই দ্রব্যই ভক্ষণ করিয়া এক্ষণে বল-ক্ষয় হইয়া জীবন নাশের হেতুভূত বিষবৎ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি? স্থূলতঃ দেখিতে গেলে, ক্ষুধাহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু কেন এই ক্ষুধাহীনতা জন্মে? শারীরিক ক্ষয়পূরণের প্রার্থনাই প্রতিসংজ্ঞা যদি ক্ষুধা বলিয়া আখ্যাত হয়, তবে অনুক্ষণ শরীরক্ষয় সত্ত্বেও এরূপ ঘটে কেন? এই ক্ষতি অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। এই বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, শরীরের সংবাদবাহী স্নায়ুদিগের ক্রিয়া-বৈগুণ্যই ইহার প্রধান হেতু। আমাদিগের শরীরের সর্ব্বত্রই দুই প্রকার স্নায়ু বিদ্যমান আছে, এক প্রকার স্নায়ুদ্বারা স্থানীয় ঘটনার সংবাদ মস্তিষ্কে

নীত হয়। অপর প্রকার স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্ক হইতে তৎপ্রতীকার-আদেশ কার্য্যকরী স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। এখানে শরীরক্ষয়জনিত দৌর্ব্বল্যের সংবাদ মস্তিষ্কে উপস্থিত হইলেও কার্য্যকরী স্থান পাকস্থলীতে ঐ সংবাদ উপস্থিত হয় না বলিয়াই ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, এবং তদ্ধেতু পাকযন্ত্রের নিষ্ক্রিয়াবস্থা সংঘটিত হইয়া পড়ে, সুতরাং এমতাবস্থায় যাহা কিছু ভক্ষণ করা যায়, তৎসমুদয় শরীর-কার্য্যের উপযোগী অবস্থায় পরিণত হইতে পারে না। এই সকল পদার্থ পাকস্থলীতে থাকিয়া বিবিধ যন্ত্রণার কারণীভূত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি প্রত্যেক বিষয়েই আমাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্য করিতেছেন। এই সমুদয় দ্রব্য পাকস্থলীতে থাকিয়া উৎসেচন (Fermentation) ক্রিয়া-প্রভাবে তাহা হইতে বায়ু উৎপত্ত হইয়া যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া স্বভাবতঃই বমনক্রিয়া দ্বারা পাকস্থলী হইতে বহির্গত হইয়া যায়। যে স্থলে প্রকৃতির এই ক্রিয়া বলবতী হয় না, তথায় ঐ সকল পদার্থ যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে।

জ্বরবশতঃই যে স্নায়ুসকলের উল্লিখিত অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা নিশ্চিত, এবং এরূপ হইলে পরিপাক যন্ত্র হইতে পরিপাককরণোপযোগী নিস্রবসকলও নিঃসৃত হইতে পারে না, অথবা এরূপ মৃদুভাবে উহা নিঃসৃত হইতে থাকে যে, তদ্দ্বারা পরিপাক কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় উহারা পাকস্থলীতে থাকিয়া কেবল যন্ত্রণাদায়কই হইয়া থাকে।

প্রত্যেক ব্যাধিরই দুইটী করিয়া কারণ দেখা যায়। একটী কারণ নিয়ত শরীরে বর্ত্তমান থাকে এবং অপর কারণটী ঐ শরীরস্থ কারণটিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। যতক্ষণ বা যতকাল পর্য্যন্ত উহা উত্তেজিত না হয়, তত কাল ব্যাধি জন্মাইতে পারে না। যে কারণটী শরীরে বর্ত্তমান থাকে, উহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ এবং যেটী উহাকে উত্তেজিত করিয়া ব্যাধি-জননোপযোগী করে, তাহাকে উত্তেজক কারণ বলে। জ্বর রোগে ম্যালেরিয়া বিষ এবং টাইফয়েড আদি রোগ-বীজাণুসকল উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ এবং আহার-বিহারাদির আতিশয্য বা অনিয়মিততা হেতু শারীরিক নিস্রবসমূহের স্বল্পতা এবং শরীরস্থ রসাদির বিকৃতাবস্থাই উহার উত্তেজক কারণ। এই সকল দূষিত রসাদি নিঃসৃত হইয়া যে পর্য্যন্ত উহারা সাম্যাবস্থায় না আইসে, সে পর্য্যন্ত আহার্য্য পদার্থের দ্বারা ঐ সকল দূষিত পদার্থের সহিত নূতন রসাদি সংযোগ করার প্রকৃতির অভিপ্রেত নহে বলিয়াই ক্ষুধার মন্দীভূত অবস্থা সমানীত হইয়া থাকে। এমত স্থলে, অযথা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া খাদ্য দ্রব্যাদির দ্বারা উহাদিগের বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলে, যন্ত্রণা লাঘব হওয়া দূরে থাক্, আতিশয্যই হইয়া পড়ে।

জ্বরে খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিলে, এই সকল কষ্টদায়ক অবস্থা সমুপস্থিত হইয়া থাকে, এবং অনেক সময় এতদ্দ্বারা জ্বরের আতিশয্য ঘটিয়া থাকে; বিশেষতঃ জ্বরে ক্ষুধা অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া সকলেই আহারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। অনাহার বশতঃ শরীরের বর্দ্ধিত রসাদি যত হ্রাসের দিকে অগ্রসর হয়, জ্বরহেতু শারীরিক কষ্টও তত লাঘব হইয়া শরীর সচ্ছন্দ ভাব ধারণ করে। এই জন্যই সাধারণ জনগণের মধ্যে একটী প্রবাদ

আছে "জ্বর পর না খাইতে পাইলেই পলাইয়া যায়।" এই বাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়াই জ্বর হইলে লোকে অনাহার ব্রত অবলম্বন করে। সাধারণ লোকের মুখেই যে এই প্রবাদ বাক্য শ্রুত হওয়া যায় তাহা নহে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানাভিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি-গণেরও মুখে শ্রুত হওয়া যায় "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং।" অর্থাৎ জ্বরের প্রথমাবস্থায় আহারের প্রয়োজন নাই। উপবাসই পথ্য। এই প্রকার প্রবাদ-বাক্য যে কেবল আমাদিগের দেশেই প্রচলিত আছে তাহা নহে, এক সময়ে পাশ্চাত্য দেশেও এই প্রকার প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল, তাহারা বলিত—"stuff a cold and starve a fever." অর্থাৎ সর্দ্দী হইলে ভোরপুর খাও এবং জ্বর হইলে উপবাস দাও। এই সকল আলোচনা করিলে দেখা যায় জ্বরে লঙ্ঘন দেওয়া সর্ব্ববাদী-সম্মত। এই সকল প্রবাদ বাক্যের মূলে যে কোন সত্য নাই, তাহা মনে করা যাইতে পারে না। আমরা এই বিষয়ে উপরে যেরূপ আলোচনা করিয়াছি তাহা দ্বারাই ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। জ্বরের প্রথমাবস্থা উপবাস যে সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় তাহা নিশ্চিত।

জ্বর হইলে যে আহার করা নিষিদ্ধ, ক্ষুধা-হীনতাই তাহার প্রকৃতি-প্রদত্ত আদেশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে জ্বরগ্রস্ত রোগীতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দরিদ্রদিগের জ্বর হইলে অর্থের অপ্রতুলতা হেতু সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণে বঞ্চিত হয়, সুতরাং প্রাকৃতিক শক্তিরই উপর তাহাকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। ক্ষুধা না থাকায় কিছুমাত্র আহার করে না, যখন জ্বর অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন আহার করিতে ইচ্ছা জন্মে ও রুচিপূর্ব্বক আহার করিয়া শান্তি লাভ করে। ফলতঃ ক্ষুধা হইলেই ইহারা বুঝিতে পারে যে তাহার জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। এই সকল জ্বরাক্রান্তগণের মধ্যে এরূপও দৃষ্ট হয় যে, রোগী তাহার ক্ষুধার বিষয় যথার্থরূপে বুঝিতে না পারিয়া লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মন্দীভূত ক্ষুধার উপর আহার করিয়া জ্বরের প্রাখর্য্য ঘটাইয়া ফেলিয়াছে। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে যে, জ্বরাবস্থায় যে পর্য্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, সে পর্য্যন্ত আহার করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা নহে, এবং ইহা যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিকূল কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা নিশ্চিত। প্রাকৃতিক শক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করাই সুচিকিৎসকের কার্য্য।

জ্বর হইলে রোগীর আহারে ইচ্ছা থাকে না বলিয়া সে কিছুই ভক্ষণ করিতে চাহে না সুতরাং রোগী প্রতিক্ষণই খাদ্যদ্রব্যের অভাবজনিত দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে থাকে। ইহার উপর ব্যাধিজনিত দৌর্ব্বল্য যোগ হওয়ায় রোগীকে শীঘ্রই অবসন্ন (prostrate) করিয়া ফেলে; এই কারণেই অধুনাতন সময়ে জ্বরগ্রস্ত রোগীকে আহার প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া জ্বর রোগীকে পথ্য প্রদান করিতে আর কেহ বিরত থাকেন না, প্রথম হইতেই পথ্যের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় জ্বরের প্রথমাবস্থায় রোগীর অবস্থানুসারে আহার্য্যদানের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত পরামর্শ। রোগীর অবস্থা বুঝিবার

দোষে এবং অবিবেচনাপূর্ব্বক রোগীকে পথ্য-প্রদানে বিরত হইলে, অনেক সময়ে আমাদিগকে অতীব অনুতপ্ত হইতে হয়। একজন চিকিৎসক আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন "আহা! যদি আহারের ব্যবস্থা করিয়া চলিতাম, তাহা হইলে এই সুতীক্ষ্ণ শোকধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিত না।" ডাঃ গ্রেভ্‌স্ (Dr. Graves) বলেন "মৃত্যুর পর খাদ্যদ্রব্যের প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করি না, আমি রোগীকে খাওয়াইতে চাহি।" রোগীকে পুষ্টিকর পথ্য প্রদান করা বিষয়ে নূতনত্ব কিছুই নাই, বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহা প্রচলিত আছে। হিপক্রেটিস তাঁহার ট্রিটিজ অন্ দি ম্যানেজমেণ্ট অব একিউট্ ডিজিজ নামক পুস্তকে এই বিষয়ে এমন সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন যে, জ্বরে ব্রাণ্ডি ও বার্লি (যবমণ্ড) দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এবং যবমণ্ড (Barley gruel) কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়। তাহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ,
এইচ, এল্, এম্, এস্,

ভারতীয়

বাঙ্গালায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা —বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ যে, গত ১৯২০ সনে বাঙ্গলায় ১॥০ লক্ষ লোক, ১৯২১ সনে ৪৫ হাজার লোক মারা গিয়াছে। ১৯২২ সনের মৃত্যু-সংখ্যা এখনও বাহির হয় নাই।

গান্ধীপুত্রের জরিমাণা :—গত শুক্রবার ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ খোন্দকার শ্রীযুক্ত এচ, এম্ গান্ধীকে একখানি ট্যাক্সির ভাড়া না দেওয়ার দরুণ ১৫৲ জরিমাণা করেন, অন্যথা ৫ দিন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। উপস্থিত একজন শিখ ট্যাক্সির মালীক তৎক্ষণাৎ জরিমাণার টাকা প্রদান করেন। একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকও ১০০৲র একখানা নোট দেন। কিন্তু অনাবশ্যক-বোধে তাঁহার নোট ফেরত দেওয়া হয়।

কলিকাতায় দিনে ভীষণ ডাকাতির সংবাদ :—প্রকাশ, গত শুক্রবার এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর দারোয়ান ২৫০০০৲ টাকার নোট লইয়া কলিকাতার রাজা উড্‌মণ্ট্ ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল, অমনি পার্শ্বস্থ একটা সরু গলি হইতে দুইটা গুণ্ডা আসিয়া নোটগুলি কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে। পুলিস তদন্ত করে জানিয়াছে যে ঘটনা একেবারে মিথ্যা। দারোয়ানই ঐ টাকা তছরূপ করিয়াছে।

মহারাণী ইন্দিরা :—গত শুক্রবার কুচবিহারের মহারাণী ইন্দিরা কন্যাদ্বয় ও নাবালক পুত্র ও মৃত মহারাজের ভস্মসহ হাওড়ায় আসিয়াছেন। গত বুধবার তাঁহারা কুচবিহার গমন করিয়াছেন।

লর্ড লিটন :—গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে লর্ড লিটন চিল্কা অঞ্চলে শীকার করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাহিনী :—আপাততঃ এক-শত জন ছাত্র লইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাহিনী গঠন করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ—সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য বিষয়ে বি, এ পরীক্ষা গ্রহণের অনুমতি পাইয়াছেন।

রাজা প্যারীমোহনের স্মৃতিরক্ষা :—গত শনিবার কলিকাতা ডালহাউসী ইনষ্টিটিউটে রাজা প্যারীমোহনের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের এক সভা হইয়াছিল। লর্ড লিটন সভাপতি হন। বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শোকপ্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে উহা মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়। তৎপর মিঃ কটন তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিলে মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী তজ্জন্য একটী কমিটী গঠন করিবার প্রস্তাব করেন। কমিটীতে মহারাজ নন্দী (সভাপতি), রাজা হৃষীকেশ লাহা (কোষাধ্যক্ষ), বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহারাজা, মহারাজা ঠাকুর, সার রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি, সার নীলরতন সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট লোক থাকিবেন।

ভোটাধিকারে বঙ্গনারী :—গত শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে কয়েকজন গণ্যমান্য মহিলার এক প্রতিনিধি বাঙ্গলার লাট লর্ড লিটনের নিকট বঙ্গীয় মহিলা যাঁহাতে ভোটে অধিকার পান, তজ্জন্য এক আবেদন পত্র উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। গবর্ণর তাঁহাদিগের দাবীর সমর্থন করিলেও আইনের ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

লাহোরে লরেন্স প্রতিমূর্ত্তি :—লাহোর সহরের প্রধান রাস্তা মল্ রোডে লর্ড লরেন্সের একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। তাহার নীচে এই মর্ম্মে লেখা আছে—"আপনারা কলম, না তরবারির দ্বারা শাসিত হইবেন?" লর্ড লরেন্সই পাঞ্জাবকে ইংরাজাধিকারে আনয়ন করেন। মূর্ত্তিটীকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য জন সাধারণ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সাহায্যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উহা সরাইবেন না, মিউনিসিপ্যালিটীও নাছোড়-বান্দা। আজ পর্য্যন্ত উহার জের চলিতেছে।

কারামুক্ত শ্যামসুন্দর :—গত সোমবার "সার্ভেণ্ট" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

দেশবন্ধু দাশ :—বোম্বাই অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত দাশ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সকল অনুষ্ঠানেই দৃঢ়ভাবে বাধা দিবার জন্য বলিয়াছেন, তাহাতে অহিংস ভাব থাকুক, বা না থাকুক। গত বৃহস্পতিবার তিনি বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

মহারাণী সীতাদেবী :—"বিহার এড্‌ভোকেট" প্রকাশ, টিকারীর মহারাজকুমার একজন য়ুরোপীয় মহিলাকে ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল সীতা দেবী সম্প্রতি তিনি রাজকুমারের নামে গয়ার সবজজের আদালতে ৫০,০০০ টাকার দাবী করিয়া মামলা রুজু করিয়াছেন।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে মহিলা :—বোম্বাই করপোরেশনে মিসেস্ হ্যারি হজ্‌কিন্সন্, এবং মিসেস্ সরোজিনী নাইডু, মিসেস্ গোখেল ও কুমারী লোটেওয়ালা এই তিনজন ভারতীয় মহিলা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

আমেরিকান্ ভ্রমণকারী :—সম্প্রতি আমেরিকা হইতে ৪০০ ভ্রমণকারী ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করিয়া রেঙ্গুণে আসিয়া তথা হইতে কলিকাতা হইয়া বোম্বাই পরিদর্শন করিতে যাইবেন।

বৈদেশিক।

লসেন বৈঠক ভাঙ্গিল :—গত আড়াই মাস কাল এত আলোচনা ও কথাবার্ত্তার পর শেষ মুহূর্ত্তে সেই সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়া গেল, ইহাতে সকলেই নিরাশ ও বিস্মিত হইয়াছেন।

ইসমেৎ পাশা বলেন যে, তিনি বৈঠক শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না এবং সরকারী আদেশের প্রতীক্ষায় আছেন।

লর্ড কার্জ্জন লসেন হইতে ফিরিয়া গিয়া সেইদিনই সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন।

আঙ্গোরা গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক যাবতীয় যুদ্ধ জাহাজসমূহকে স্মার্ণা পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

১ম খণ্ড শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই ফাল্গুন ১৩২৯ ২৬শ সংখ্যা

গৌর-ভজন।

গৌরভজন করিতে হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত একটু পরিচয় করিতে হয়। 'ভজন' শব্দে সেবাকেই লক্ষ্য করে। সেব্য বস্তুর পরিচয়ের অভাবে অপর বস্তুর সেবা হইয়া পড়ে; সেজন্যই বেদ, সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটী বিষয়ের আবাহন করিয়াছেন।

বস্তুবিষয়ক অভিজ্ঞানই সেই বস্তুর সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ। ভক্তের ভজনে ভগবান্‌ই সম্বন্ধ। ভগবান্, ভজন ও ভক্ত সম্বন্ধজ্ঞান রহিত হইয়া অবস্থান করেন না। যেখানে সম্বন্ধ ভগবান্ নহেন, তথায় ভক্ত ও ভক্তি নাই। ভোগময় বিচার তর্কের আবাহন করে। যেখানে ভক্তের ইন্দ্রিয় অনিত্য জড় নশ্বর ভোগে ব্যস্ত, তথায় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গৌরসুন্দরের স্বরূপ বদ্ধজীবের নেত্রে অদৃশ্য। বদ্ধজীবের ভোগের অন্যতম নশ্বর বস্তু-প্রতীতি গৌরসুন্দরে সংবদ্ধ হইলে গৌরাঙ্গকে ভোগ্যজ্ঞান করা হয়—ইহা ভজনের নিতান্ত বিরোধী। ভজনের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা নশ্বর ভোগময়ী ধারণামাত্র শোভনীয় নহে। গৌরভক্ত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিয়া যাঁহারা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণমাত্র সার জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গকে ভজনীয় বস্তু জানিবার প্রতিকূলে নিজ নশ্বর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ গঠিত গৌর কল্পনা করেন মাত্র, তাহাতে শ্রীগৌরভজন হওয়া দূরে থাকুক্, অনর্থময় বিষয়গ্রহণ মাত্র হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—ভগবদ্বস্তু অধোক্ষজ।

'অধোক্ষজ' শব্দে ইহাই বুঝায় যে, যিনি জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত বস্তু অর্থাৎ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগের বস্তুমাত্র নহেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভের কয়েকস্থানেই বলিয়াছেন, 'অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ'। যেখানে

'অধোক্ষজ' শব্দে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষিত হন, তথায় গৌরসুন্দর আমাদের ভোগ্য বস্তু নহেন। অপর ভাষায় বলিতে গেলে, গৌরের রূপ জড়ের রূপ নহে। আমাদের নশ্বর স্থূল ইন্দ্রিয় জড়ের রূপভোগে বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ জন্য ব্যস্ত হয়—তাহাতে কৃষ্ণবিস্মৃতি হয় মাত্র। শ্রীগৌরহরির অপূর্ব্বরূপ আর কিছুই নয়—উঁহার দর্শনে আমাদের ভোগ-প্রতীতির উদ্রেক হওয়া দূরে যাক্‌, ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা নিত্যকালের জন্য থামিয়া যায়। গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহাতে শ্রীরায় রামানন্দপ্রমুখ ভক্তগণের সেবনীয় বস্তু-বিজ্ঞান উচ্ছ্বলিত হয়, নদীয়া-নাগরীগণের জড় ভোগবাসনা প্রদীপ্ত হয় না। নাগরীগণ জড়ভোগময়ী ধারণার তাৎকালিক বশবর্ত্তিতায় কামরিপু-চরিতার্থতার জন্য জড় নাগর অন্বেষণ করেন। তাহাতে উত্তরোত্তর জড়কাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবকে হরিভজন হইতে বিষয়ভোগে প্রমত্ত করায়। অহৈতুক নির্ম্মল প্রেম তথায় তিরোহিত হইয়া নিজেন্দ্রিয়প্রীতি-তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হয়। আমরা গেলাম নিজের নিঃশ্রেয়ঃ-লাভের জন্য, গমনপথে রিপুহস্তে পতিত হইয়া নিত্যকালের জন্য নিত্য ভজন ধ্বংস করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে ভোগের আবাহন করিয়া বসিলাম! গেলাম শ্রীজগদ্গুরু-দেবের চরণপ্রান্তে পূজা করিবার জন্য, পড়িলাম ভোগ-গর্ত্তে! নর্ত্তকীদিগের নৃত্যগীতাদি যেরূপ ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দুর্ব্বল জীবকে মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত করে, আমাদিগকেও গৌরভজন করিবার নামে নাগরীর ভোগ পিপাসা গ্রাস করিয়া ফেলে।

গৌরহরি ভোগের বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি পূজার বস্তু—কৃষ্ণোন্মুখ জীবের ভজনের বস্তু। বিষয়ভোগস্পৃহারত ব্যক্তিগণ কামাদি রিপুষট্‌কের বশবর্ত্তী হইয়া যে দৃশ্য ভোগময় জগতে বিচরণ করেন, গৌরভজনের ছলনায়ও আমাদের তাদৃশ জড়েন্দ্রিয়পরায়ণতাই বৃদ্ধি লাভ করে। জড়ভোগ-রত আমরা; আমাদের পতি, পত্নী, পুত্র, প্রভু, ভৃত্য ভোগের বস্তু; গৌরাঙ্গ তাদৃশ অনিত্য, অজ্ঞানময় ও নিরানন্দের আধারমাত্র নহেন। তিনি নদীয়ার নাগরীর ভোগের বস্তু নহেন বলিয়াই নিজ স্বরূপ প্রকট করাইয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি তাঁহাকেও জড় ভোগের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে নাগর বলিয়া খাড়া করি এবং আমরা ভোক্তা রমণী-সজ্জায় নাগরী বলিয়া অভিমান করি, তাহা হইলে উঁহা ভজন না বলিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণ নামে অভিধান করাই আমাদের পক্ষে সত্যপ্রিয়তা। অবশ্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিকূলে ভক্তিহীন জড়েন্দ্রিয়-ভোগপ্রবণা শক্তি-উপাসনা তো অনেকদিন হইতেই আছে। শ্রীগৌরসুন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গৌরভক্তি কলঙ্কিত করিবার উদ্দেশে গৌরকে জড়ের রূপ, জড়ের গুণ, জড়ের ক্রিয়ায় সজ্জিত করিয়া ক্ষণকালের জন্য নিজের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির কল্পনাকে ভজন বলিয়া প্রচার করিতে যাওয়া কি আমাদের গৌরবিদ্বেষ মাত্র নহে? গৌরের নাম তো জড়বস্তুর সংজ্ঞাবিশেষ নহে, গৌরের রূপ তো দৃশ্য জড়বস্তুর অন্যতম নহে, গৌরের গুণ তো প্রাকৃত নশ্বর গুণমাত্রের অন্যতম নহে এবং গৌরলীলা তো ইন্দ্রিয়পরায়ণের ভজন-ছলনামাত্র নহে। শ্রীগৌরহরির নাম কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরহরির রূপ গৌর, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, নিত্য গৌররূপ বলিয়া কৃষ্ণেতরত্ব নহেন, তিনি মহা-বদান্য অর্থাৎ নির্ব্বোধের প্রতিও তিনি অসামান্য কৃপাবিশিষ্ট অর্থাৎ কোন কৃষ্ণ কর্ম্মের black actএর অনিত্যতা, অজ্ঞান-নিরানন্দরূপ অবরতা তাঁহাতে অবৈধতাকে আরোপ করিতে গেলে তিনি সেই আবরণ হইতে

বদ্ধজীবকে কৃপা-বিতরণে মুক্ত করেন। তাঁহাকে অবৈধ জড়ভোগ-তাড়নায় নাগর বলিতে নাই। নাগরীভাবে তাঁহার ভজন-সাধনের কল্পিত আবাহন কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল পথমাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় শুদ্ধভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত প্রভুগণদ্বারা, শ্রীসনাতন-রূপ প্রমুখ গোস্বামিষট্‌কের দ্বারা, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীদ্বারা, শ্রীগদাধর নরহরি প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তদ্বারা, চতুঃষষ্টি মহান্তদ্বারা, জড়ভোগ-মিশ্র অনর্থময় সাধনকালের ভক্তির অনুষ্ঠানে সিদ্ধি-কালের ভক্তির অনুষ্ঠান অবৈধভাবে সংমিশ্রণে কতই না বাধা দিয়াছেন! কিন্তু আমরা অপরাধী তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়বিশিষ্ট অনর্থময় জীব সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে জড়বস্তুবিশেষ মনে করিয়া তাঁহাকে জড়-সম্ভোগের মূর্ত্তিমান বিগ্রহরূপে গড়িতে যাইতেছি! ইহা অপেক্ষা আর আমাদের শ্রীগৌরবিদ্বেষ কি হইতে পারে? তাঁহাকে জগদাচার্য্য মুখে বলিয়া জড় কুভোগ-রাজ্যে দুরাচার নাগর বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে যাই বলিয়াই মৃত অক্ষয়কুমার দত্ত, সংস্কৃত 'ভক্তমাল'-লেখক চন্দ্র দত্ত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় ক্ষীণ সমালোচক ও খৃষ্টানদিগের সাময়িক পত্র-প্রচারাখ্য প্রবন্ধাদিতে শ্রীগৌর-বিগ্রহকে অবৈধ প্রচারক মাত্র বলিয়া সজ্জিত করায়। বাস্তবিক শ্রীগৌরসুন্দর কি কোন দুরাচার অভিনয় নিজ লীলায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে আমরা দুঃসাহসিকতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অবৈধ ভোগ্য নাগর বলিতে যাই? পরস্ত্রী-প্রেক্ষণপর পরস্ত্রী-চিন্তনপর, অবৈধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সাগররূপে শ্রীগৌর-ভক্তগণ কোন দিনই তাঁহাকে কুকর্ম্মরত বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তবে নবদ্বীপ-নাগরীবাদ কে উদ্ভাবন করিল, কোন্ সময় এই দুর্নীতি ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিল, কাহারাই বা এই দুর্নীতিকে অনর্থময় কালে ধর্ম্মের সাধন-ভজন বলিয়া চালাইতে আরম্ভ করিল? 'ঠাকুর নরহরির সহিত কি এই ভজন সাধনবিরোধী অবৈধ অনুষ্ঠানের কোন সম্বন্ধ আছে?' প্রশ্ন হইলে আমরা বলিতে চাই, যাঁহারা ঠাকুরের 'ভজনামৃত' দেখিয়াছেন, তাঁহাদের এরূপ ভ্রম হইতে পারে না। সিদ্ধ চৈতন্যদাস এই অবৈধ অনুষ্ঠানকে ভজন বলিয়া চালাইয়াছিলেন কি না, তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তগণ বলেন, কতিপয় অবৈধ দুর্নীতিপরচিত্ত ব্যক্তি চৈতন্যদাসের ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাধক চৈতন্যদাস বলিতে গিয়া স্বীয় কুনীতি-পুষ্ট চঞ্চল প্রতীতিদ্বারা নিজ ধারণায় সদনুষ্ঠানকে বিকৃত করিয়াছেন মাত্র। চিড়িয়া কুঞ্জের সিদ্ধ কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে এই নদীয়া-নাগরীভজনের কথা অন্যায়পূর্ব্বক আরোপ করা সত্যবিরুদ্ধ মাত্র। চৈতন্যদাসের অলৌকিক ভাব বুঝিতে না পারিয়া আমরা যদি তাঁহাকে নদীয়া-নাগরীর দৌরাত্ম্যপূর্ণ অবৈধ সাধক শ্রেণীভুক্ত করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধ ব্যতীত আমরা আর কিছুই করিলাম না। ছাগল-হারাণ বুদ্ধির রামায়ণের কথক ঠাকুরের দাড়ি-সঞ্চালন দেখিয়া ও পাঠ-শ্রবণের মত মহদৎ বৈষ্ণবগণের চরিত্র অনর্থময় আমি বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজ কুবুদ্ধিপুষ্ট ভাবের সংযোজন করা আদরণীয় নহে। যাঁহারা গৌরসুন্দরের দাসগণের অলৌকিক চেষ্টা নিজের জড় ভোগময় ভাবের অনুভবজ্ঞানে বুঝিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদিগকে আমরা নির্ব্বোধ বলিয়া স্থির করিলে আর গৌরকথার অনুশীলন করিতে বলিতাম না। তাঁহারা নির্ব্বোধ নহেন বলিয়াই নদীয়া-নাগরী বাদের দুর্গন্ধ তাঁহাদিগকে বিজড়িত না করিতে পারে এবং তাদৃশ সাধন-ভজন

শুদ্ধভক্তির আদৌ অনুমোদিত নহে বলিয়া জানাইয়া দিবার জন্ম সভা-সমিতি পত্রিকাদিতে আলোচনারূপ কৃষ্ণানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ছিল ও আছে। ইহা পরচর্চ্চা নহে, আচার্য্য বা গুরুসেবা। এই আচার্য্যসেবা-রহিত হইলে বদ্ধজীব পরমার্থ-বিষয়ে নির্ব্বোধ হইয়া পড়েন। দুঃসঙ্গপ্রভাবে শুদ্ধভক্তি হইতে বিচ্যুত হইবার কুচেষ্টাই জীবকে গৌরভক্ত হইতে দেয় না। শ্রীগৌরহরি মহাবদান্য বলিয়া কালে কালে ভক্তিবিরোধী সিদ্ধান্তের হস্ত হইতে কুবিষয়-ভোগ-মত্ত তর্কানিষ্ঠ ভক্তিরহিত গৌরভক্ত প্রতিষ্ঠাকামী জনগণকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নিজজনসমূহ প্রেরণ করেন। যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় সেই কালে ভগবান্ এবং ভক্তগণ আসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং জীবকুলের দুর্ব্বাসনা-গঠিত ভজন-ছলনা হইতে নির্ব্বোধ অশিক্ষিতগণকে উদ্ধার করেন। সত্যসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষদুষ্ট কোন কথাই শ্রীদামোদর স্বরূপ গৌড়ীয়গণের মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হইতে দেন নাই। শুদ্ধ গৌরভক্তগণ সেই গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীদামোদর স্বরূপের সিদ্ধান্ত, ছয় গোস্বামীর সিদ্ধান্ত, অতুলনীয় গ্রন্থ শ্রীচরিতামৃত হইতে পাইতে পারিবেন। শুদ্ধভক্ত শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নদীয়ানাগরী-মতের অকর্ম্মণ্যতা-নিরূপণের যে সূত্র দিয়াছেন, তাহা যাঁহাদের আলোচ্য বিষয় হয় না, তাহারা শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে, তাহার সন্ধান কখনই পাইবেন না। হরিভজন বদ্ধজীবের মনগড়া অনুষ্ঠান মাত্র নহে। যাহারা ভগবদ্ভজন না করিয়া অন্য জড় ধারণার সহিত হরিভজনকেও ভোগময় অনুষ্ঠান মনে করেন, তাঁহারাই ভক্তিযাজনের নামে নদীয়ানাগরী-বাদ অন্যায়পূর্ব্বক ভক্তিপথের অন্তর্গত বলিয়া চালাইতে থাকিবেন।

ভক্তিতীর্থ।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগ মহাত্মা ভক্তি-তীর্থ মহোদয় আর ইহজগতে নাই! তিনি গত ২২শে মাঘ সোমবার বেলা ৬৷৷০ ঘটিকারসময় মেদিনী-পুর জেলার অন্তর্গত সদর মহকুমার সাউরী নামক গ্রামে স্বীয় প্রপন্নাশ্রমে দেহরক্ষা করিয়াছেন। এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার হাঁপানি রোগের ক্লেশ উপস্থিত হয়, পরে ঐ আময় আর এক সময়ও প্রবল হইয়াছিল। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-দিবসে সাউরী প্রপন্নাশ্রমে তিনি সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন। পূর্ণিমা দিবসে তাঁহার হাঁপরোগ প্রবল-ভাবে দেখা যায়। বহুশিষ্যগোষ্ঠী-পরিবৃত হইয়া শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের মধ্যেই ভক্তিতীর্থ মহাশয় স্বধামে বিজয় করিয়াছেন। ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের সহস্রাধিক শিষ্য আজ তাঁহার অভাবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। বিগত পরশ্ব তাঁহার বিজয়-মহোৎসব সাউরী প্রপন্নাশ্রমে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

ভক্তিতীর্থ মহাশয়কে মেদিনীপুরবাসী অনেকেই শুদ্ধভক্ত বলিয়া জানেন। ইনি যে কেবলমাত্র শুদ্ধভক্ত এরূপ নহেন; সংকীর্ত্তন, কলাবিদ্যা ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্রেও তাঁহার বিপুল অধিকার ছিল। তিনি শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র পঞ্চাশপ্রকার বিভিন্ন সুরে গান করিতে পারিতেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রেই তাঁহার নিপুণতার প্রশংসা

আমরা অনেকের মুখেই শুনিয়াছি। নানাবিধ গীতির প্রকারভেদ তাঁহার কলাবিদ্যার বিপুল অধিকার বিজ্ঞাপিত করে। কলোয়াতী, মনোহর-সাহী প্রভৃতি নানাপ্রকার গানে তাঁহার অধিকার অতুলনীয় ছিল। স্বধাম-গমনকালে তাঁহার বয়ঃক্রম সাড়ে আটাশ বৎসর হইয়াছিল। সাউরীতেই তাঁহার জন্মস্থান। তিনি অবস্থাপন্ন ভূম্যধিকারীর সন্তান থাকিয়া পরমসুখে চিরদিন লালিত-পালিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। চিকিৎসা-বিদ্যায়ও তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল।

তিনি অনেকগুলি গীতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'হরিনামামৃতসিন্ধু' ও 'সিন্ধুর বিন্দু' শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদঠাকুরের অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার 'রসতত্ত্ব-গীতাবলী' গ্রন্থও শুদ্ধ-বৈষ্ণবসমাজ ব্যতীত সাধারণ বৈষ্ণবসমাজে আদর-লাভ করিয়াছে। এই দুইখানি গ্রন্থ ব্যতীত তাঁহার 'সেবা-সম্বন্ধ' নামে আর একখানি কবিতাগ্রন্থও আছে। তাহাও বৃন্দাবনবাসী কেশীঘাটস্থ ভক্তগণের আদরের বস্তু হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, ভক্তিতীর্থ মহাশয়কে অনেক সময় আদর করিতেন। এমন কি, তাঁহাকে শ্রীপুরুষোত্তমে নিজের নিকট রাখিয়া ভজনের রহস্য শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকবার অনুমতি করিয়াছিলেন। নানাকারণে তাঁহার সেই সুযোগ না ঘটিলেও অনেক সময় তিনি শ্রীমায়াপুরে উৎসবকালীন শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গলাভ করেন। ইংরাজী ১৮৯১ সালে তিনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। পরে অনেকবার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের উপদেশ লাভ করিয়া হরিভজনে অগ্রসর হইবার সুযোগ পান। ঠাকুর মহাশয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যেকালে শ্রীনামহট্ট প্রচারে জীবের কল্যাণ-সাধনের ব্রতী হন, তৎকালে কিছুদিন এই ভক্তবর তাঁহার রামজীবনপুর প্রচারাভিযানে সঙ্গে ছিলেন। ভক্তিতীর্থ মহাশয় নিজভবনে ঠাকুর মহাশয়কে প্রেমসেবায় বাধ্য করিয়া ঐ প্রদেশে প্রচারোপলক্ষে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের গুরুভক্তি অতুলনীয়। শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অলৌকিক অনুরাগ ছিল। ঠাকুর মহাশয়ের কথায় তিনি যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতেন, সেরূপ আনন্দ তাঁহার আর কিছুতেই হইত না। শ্রীমন্নবদ্বীপ শ্রীগৌর-সুন্দরের-জন্ম ভিটায় শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের জন্য ভক্তিতীর্থ মহাশয় মেদিনীপুর জেলার বহু গ্রামে বহু দিবস ভ্রমণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত ন্যূনাধিক পাঁচ-শত মুদ্রা শ্রীমন্দিরের কার্য্যে লাগিয়াছিল।

শ্রীমদ্ভক্তিতীর্থ মহাশয় গৃহস্থ বৈষ্ণব জীবনের যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান কালে অত্যন্ত বিরল। তাঁহার গৃহস্থ বৈষ্ণবো-চিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ বাস্তবিকই আদর্শ-রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার গৃহকে 'প্রপন্নাশ্রম' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রপন্নাশ্রমে শ্রীমদ্ভক্তিতীর্থ মহাশয় একটী আদর্শ ভগবৎ-সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার শুদ্ধভক্তিময় জীবন অনুসরণ করিয়া মেদিনীপুরবাসী অনেকেই কৃতার্থ হইয়াছেন। এমন কি, তাঁহার আদর্শ বৈষ্ণব-চরিত্র ও গৃহস্থ ভক্তোচিত ক্রিয়া-কলাপ অনুসরণ করিবার জন্য এক

সময়ে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহাশয় তাঁহার তাৎকালিক অনুগ শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মচারীকে সাউরীতে বৈষ্ণবোচিত অনুষ্ঠান শিখিবার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু উক্ত পদ্মনাভদাস সেই আদেশ পালন করিতে বিমুখ হইয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের চরণে অপরাধ করিয়া বৈষ্ণব-অপরাধ ক্রমে প্রাচীন কুলিয়া নগরীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস নামে বেষ গ্রহণ করিয়া বাস করিতেছে। শুদ্ধ-ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে এরূপ দুর্গতিই ঘটে! কৃষ্ণচৈতন্যদাস বৈষ্ণববিদ্বেষ-ফলে গৃহস্থ বৈষ্ণবগণকে অনাদর করিতে শিখিয়া আজ একটী অ'তবাড়ী ধর্ম্মকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের 'রসতত্ত্বগীতা-বলী'র 'বিবৃতি'তে ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের অনেক অনুগ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে অপর সাধারণ মিশ্রবৈষ্ণবের সহিত সমজ্ঞান করায় কোন ভক্তের হৃদয়ে আঘাত লাগে। তাহাতে তিনি ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের নিকটে সেই বিবৃতির কথা উল্লেখ করেন এবং সেই প্রকার ভাষা-পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিতীর্থ মহাশয় উহা স্বীকার করেন, তথাপি সেই সমালোচক ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধার অভাব প্রদর্শন করেন। ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হওয়ায় তৎফলে কোমল-শ্রদ্ধ সমালোচকের বৈষ্ণবে ভক্তি দিন দিন হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীঠাকুর যে সময়ে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন সেইকালে ভক্তি-তীর্থ মহাশয় স্বীয় অনুগত অনেকগুলি ভক্তকে পরি-ক্রমায় যোগদান করিতে অবসর দিয়া স্বীয় গুরুদেবের মনোহভীষ্ট আংশিকভাবে পূরণ করিয়াছিলেন। ভক্তি-তীর্থ মহাশয় অনেক সময়ে স্বীয় প্রভুর অনুসরণ করিতে চেষ্টাবিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় কার্য্যের গতিকে তাহা সুসম্পন্ন করিবার অবসর পান নাই। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ-কমলে তাঁহার যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাহা তদীয় রসতত্ত্বগীতাবলীর প্রথম গীতিতে সুষ্ঠু ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তি-তীর্থ মহাশয়ের কয়েকটী অনুগ এক সময়ে শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি ক্ষীণশ্রদ্ধ হন, তাহা জানিতে পারিয়া 'শ্রীমদ্ভক্তিতীর্থ মহাশয় একটী কবিতা নিজ গৃহদ্বারে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দেন; তাহার ভাব এই যে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-বিমুখ জনের ভক্তিতীর্থ মুখ দর্শন করেন না।' ইহা পাঠ করিয়া তাঁহার বিপথগামী কতিপয় শিষ্য বিশেষ সাবধান হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীঠাকুর ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্। সেই সৌহার্দ্দ জ্ঞাপন করিবার জন্য, ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে তিনি অনিমন্ত্রিত হইয়াও ন্যূনাধিক পঁচিশ ত্রিশটী ভক্ত সমভিব্যাহারে উপস্থিত হন ও দিনত্রয় হরিকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে যাপন করেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-কালে ভক্তিতীর্থ মহাশয় প্রায় প্রতি বৎসরই শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে শিষ্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইতেন।

তাঁহার ব্যক্তিগত বৈষ্ণবাচারের আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি আশৈশব সুখে লালিত পালিত হইয়াও শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের সাক্ষাৎকারলাভের পর কোন প্রকার পাদুকা ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার বিনয়-নম্র মিষ্টবাক্যে জগৎ সন্তুষ্ট ছিল। নিতান্ত

দীনহীনের ন্যায় তিনি কালযাপন করিতেন এবং বৈষ্ণব-বিভূষণে সর্ব্বদা অলঙ্কৃত ছিলেন। শুদ্ধভক্তি-প্রচারে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এক সময়ে তিনি ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীঠাকুর শ্রীহরি-নাম-প্রচার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রচার-বিষয়ে শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ এই যে, "শ্রীভগ-বানের কথা জগতের প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে পাত্রাপাত্রের যোগ্যতা বিবেচনা না করিয়া দেওয়া হউক্। ভগবানের রূপ, গুণ ও লীলা-বিষয়িণী কথায় অনর্থযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা না থাকায় তাহা-দিগের নিকট ঐ সকল কথা কীর্ত্তন করা উচিত নহে। অনর্থের অপগমে স্বতঃসিদ্ধ নাম, ভগবদ্রূপ, হরিগুণ ও হরিলীলা অভিন্নরূপে প্রকটিত হইবেন। কৃত্রিমভাবে চিন্ময়রূপ,গুণ ও চিন্ময়ী লীলা জড়ভোগের অন্যতম বলিয়া প্রচার করা সুবিধেয় নহে।" শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, "যাহারা নিষ্কপটচিত্ত তাহাদিগের নিকটই হরিকথা যত্নপূর্ব্বক প্রচার করিতে হইবে। অশ্রদ্দধানের নিকট হরিকথা প্রচারিত হওয়া উচিত নহে ও হইতে পারেনা। যাহাদিগের নিকট প্রচার করিতে হইবে, তাহাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি অপনোদন করিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া হরিনাম দিতে গেলেও তাহারা নামকে মায়িকবস্তু জ্ঞান করিয়া হরিসেবা করিবে না। সুতরাং অসৎ ব্যক্তিকে আদর্শ হরিভক্ত বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ মনে করেন যে, অনভিজ্ঞ জনকে প্রথমতঃ সত্য বাক্য বুঝিতে না দিয়া সৎসম্প্রদায়ে প্রবেশ করাইয়া, পরে তাহার শোধন করিবেন, তাহা হইলে তাদৃশ প্রচার কখনই আদরণীয় নহে। মহাজনগণ প্রচারের প্রথম মুখেই দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করেন এবং দুঃসঙ্গ-বর্জ্জিত হইলে তাঁহাকে হরিভক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন।" ভক্তিতীর্থ মহাশয় ইদানীন্তন নিজগ্রামে ও রামজীবনপুরে স্বগোষ্ঠী-পরিবৃত হইয়া ভজনাদি করিতেন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জগতের যাবতীয় ব্যক্তির নিকট হরিনাম-প্রচারে ব্যস্ত আছেন। নামের শ্রবণ হইলেই জীবমাত্রেই অনর্থ-মুক্ত হইবেন, এই ধারণা তাঁহার প্রবল। অনর্থমুক্ত হইলেই শুদ্ধভক্ত শ্রীগৌরলীলায় প্রবিষ্ট হন। শ্রীগৌরলীলায় প্রবেশ আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন। এই কীর্ত্তনে সকলেরই অধিকার আছে। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর বলেন, নামাপরাধ ও নামাভাস শ্রীনামকীর্ত্তন নহে। নামকীর্ত্তনের ফলে কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হন। নামাপরাধফলে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম লাভ অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনায় অপূরণ ঘটে; নামাভাসে মুক্তি হয়, মুক্ত হইলে জীব শুদ্ধহরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারেন। যিনি শ্রীহরিনাম শ্রবণ করেন, শ্রীনাম-মহিমা শ্রবণ করেন, শ্রীনামতত্ত্ব অবগত হন, তিনিই নামীর শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীলীলায় প্রবেশলাভ করিতে পারেন। যাহারা শ্রীনাম শ্রবণ করে নাই, নামাপরাধ ও নামাভাসকে শ্রীনাম বলিয়া ভ্রমে পতিত হন, তাহারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য হইয়া জীবে দয়া করিতে গিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন করেন। শ্রীনাম শ্রুত হইলেই জীব অনর্থের নিবৃত্তিক্রমে অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, লীলাময় হন; সুতরাং বহির্ম্মুখের নিকট কৃষ্ণনাম ও নামমহিমা প্রভৃতি প্রচারই শ্রীগৌরভজন। নিজের উশৃঙ্খল বৃত্তিদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে গড়িতে গেলে—শিব গড়িতে গিয়া বিকরে নর গঠন হইয়া যায়। ভোগপর নর পুত্রকে নররূপে গঠন করেন সত্য, কিন্তু ভগবান্

সেরূপে গঠিত হইতে পারেন না—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

শুদ্ধভক্ত স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীসীতানাথ ভক্তিতীর্থ, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-কল্পবৃক্ষের একটী প্রধান শাখা। সেই শাখায় শুদ্ধভক্তি দিন দিন সমৃদ্ধি লাভ করুক্।

'এ কেমন পাগল!'

(পঞ্চদশ রজনী)

আজ পূর্ণিমা! পশ্চিম গগনে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইতে না হইতেই, পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রদেব প্রকাণ্ড একটা থালার মত উদিত হইয়াছেন। সূর্য্যদেব অস্তগত হইলে চন্দ্রমা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্র আকার ধারণ করতঃ অতি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রূপ গ্রহণপূর্ব্বক জগৎকে মধুর রজত-কিরণ ধারায় উদ্ভাসিত ও প্রফুল্লিত করিয়া তুলিলেন।

এ কি! এ কি!! চারিদিকে হরিধ্বনি উঠিয়া সহরটিকে মুখরিত করিতেছে কেন? এত সংকীর্ত্তনের দল চারিদিকে মহানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে সহরটাকে তোলপাড় করিতেছে কেন? এত লোক গামছা ও কাপড় লইয়া বুড়ীগঙ্গার দিকে চলিতেছে কেন? ও কি—চন্দ্রদেবের খানিকটা অংশ কি হইল? আজ বুঝি চন্দ্রগ্রহণ, তাই বুঝি রাহু চন্দ্রদেবকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে? রাহু! রাহু! চন্দ্রদেবকে আর গ্রাস করিস্ না রাহু! যে টুকু গ্রাস করিয়াছিস্ তাহাতেই জগৎ অন্ধকার হইয়াছে! না, না, রাহু, তুই প্রত্যহ চন্দ্রদেবকে গ্রাস করিস্। তুই চন্দ্রদেবকে গ্রাস করিতেছিস্, বলিয়া, জগৎ আজ হরিকীর্ত্তনে মত্ত। এ সহরে এমন আনন্দ আমি এতদিন লাভ করি নাই।

ঐ যে একদল লোক কেমন সুন্দর হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে আমার দিকেই আসিতেছে। আহা, নিশানগুলি কি সুন্দর! কি সুন্দর বড় বড় অক্ষরে তাহাতে হরিনাম লেখা! কত শঙ্খ, কত ঘণ্টা, কত খোল, কত করতাল, কি সুন্দর বাদ্য, কেমন সুন্দর স্বরে শ্রীহরিকীর্ত্তন! মনপ্রাণ যেন কাড়িয়া লয়! আরে এ কে,—এ যে বনমালিদাস। বনমালিদাসই মোহড়া কীর্ত্তন করিতেছে। ছোক্‌রা অতি ভাল মানুষ। শ্রীহরিসংকীর্ত্তনে তাহার খুব আনন্দ। আমাকে খুব ভালবাসে। আমি পালাই, নচেৎ আমাকে দেখিলে দলের মধ্যে টানিয়া লইবে—পাগলের নিকট যাওয়া হইবে না।

আমি একটু দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কি জানি কেন, প্রাণটা খুব প্রফুল্ল বোধ হইতে লাগিল। ঢাকা সহরকে আজ গোলা বলিয়া বোধ হইল। মায়াচ্ছন্ন ঢাকা সহর আজ যেন মায়ামুক্ত হইয়া মুক্তকুলের উপাস্য শ্রীহরিকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়াছে। সহরটী যদি বারমাস এইরূপ শ্রীহরিকীর্ত্তনে প্রমত্ত থাকিত, আহা, তাহা হইলে কি সুখের হইত! ধন্য ঢাকাবাসী, ধন্য তোমরা যেহেতু তোমরা শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতেছ। তোমাদের চরণে কোটি নমস্কার।

ক্রমশঃ যাইয়া পাগলকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। পাগল উচ্চ করিয়া সুললিত স্বরে শ্রীনামকীর্ত্তন করিতেছেন। ঢাকা সহরের অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় পূর্ব্ব হইতেই কিছু ভগবদ্ভাবাপন্ন হইয়াছিল, তদুপরি পাগলের সুমধুর শ্রীনামকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে আমার সমস্ত দেহ যেন

শ্রবণ হইতে লাগিল। অতঃপর পাগল শ্রীনাম-কীর্ত্তন সমাপনপূর্ব্বক আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ, ঠাকুর, ভালই আছি। চিত্তে কোন অশান্তি নাই, দেহও সুস্থ আছে। আজ চন্দ্রগ্রহণ, ঢাকা-সহরটা শ্রীহরি-ধ্বনি ও শ্রীহরিকীর্ত্তনে মুখরিত। সহরটার আজ অপূর্ব্বভাব দর্শন করিয়া আসিলাম।

পাগল বলিলেন,—"বাবা, হরিদাস, গ্রহণদিবস অতি পুণ্যময়। এই দিবস গ্রহণারম্ভ ও গ্রহণ-মোক্ষ উভয়কালে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। গ্রহণকালে ব্রাহ্মণকে গো, স্বর্ণ, ফল প্রভৃতি দান করিলেও বহুপুণ্য সঞ্চিত হইতে পারে। এই সব পুণ্যফলে জীব বহুদিন পর্য্যন্ত স্বর্গে মহাসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। তুমি বাবা, গ্রহণের দিন কিছুই ত করিলে না?"

আমি বলিলাম,—"না ঠাকুর, আমি আপনার নিকট আসিতে আরম্ভ করিয়া অবধি কাহারও সঙ্গে মিশি না। সকালে উঠিয়া শৌচাদি শেষ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালনকরতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ আরম্ভ করি। প্রায় ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত গীতা পাঠ করি। পরে স্নান ও আহারাদি করিয়া আফিসে যাই। আফিস হইতে বাটী ফিরিয়া কিছু জলযোগ করি, পরে আপনার নিকট চলিয়া আসি। আপনার নিকট হইতে বাটী যাইয়া আহারাদি করিয়া যতক্ষণ না ঘুম আইসে, ততক্ষণ পুনরায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে থাকি। ঘুম আসিলে ঘুমাইয়া পড়ি। পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের সহিত সহিত বাজে কথায় কাল কাটাইতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। সেই কারণে আমি জানিতে পারি নাই যে আজ চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলাম না বলিয়া আমি স্নানাদির জন্য আর উদ্যোগ করিলাম না। আর সন্ধ্যা হইলেই, আমার যেন কেমন একটা নেশা হইয়া গিয়াছে—আমি আপনার নিকট না আসিয়া থাকিতে পারি না।"

পাগল বলিলেন,—"বেশ বাবা, বেশ, তুমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দুবেলা পাঠ কর শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। ঐ গীতাতেই আছে:—

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

অর্থাৎ পুণ্য কর্ম্মসকল করিয়া যে সমস্ত জীব স্বর্গলোকে সুখভোগার্থ গমন করেন, তাঁহাদের পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে, আবার তাহারা এই ত্রিতাপময় ইহধামে আগমন করতঃ আগেকার মতই ত্রিতাপ ভোগ করিতে থাকেন। সুতরাং ঐ সব অনিত্য ফলপ্রদ পুণ্য কর্ম্মে সুধী ব্যক্তির চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। সুধীগণ নিত্যমঙ্গল-লাভের জন্যই যত্ন করিয়া থাকেন—যে মঙ্গললাভ করিলে পুনরায় এই ত্রিতাপময় ধরাধামে আসিয়া বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, নিত্যকালের নিমিত্ত নিত্যা-নন্দে মত্ত থাকিতে পারা যায়। এই নিত্য মঙ্গল লাভের উপায় হইল—শাস্ত্রে যে চৌষট্টি প্রকার সাধনভক্ত্যঙ্গ আছে, তাহাই। এই চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমটিই হইল—"আদৌ গুরু-পদাশ্রয়ঃ", অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে সদ্‌গুরুপদে আশ্রয় লাভ করিতে হয়, তবে অন্যান্য সাধন-ভক্তির অঙ্গসকল পালনে গুরুকৃপায় অধিকার জন্মে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, চৌষট্টি প্রকার সাধন-ভক্তির অঙ্গ কি কি?"

পাগল বলিলেন,—"বাবা, চৌষট্টিপ্রকার সাধন ভক্ত্যঙ্গের কথা তোমাকে পরে বলিব। ঐ চৌষট্টি প্রকার অঙ্গের মধ্যে নবধা সাধন-ভক্তিই সর্ব্ব-প্রধান; তাহা এই:—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥"

অর্থাৎ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় গ্রহণ করতঃ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধে শ্রবণ করিতে হয়, সেই শ্রুত বিষয় অপর শ্রদ্ধাবানের নিকট কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। অন্য সময়ে শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ, বিষ্ণু-বিগ্রহের পদসেবা, অর্চ্চন করা, তৎসমক্ষে বন্দনা করা, দাস্যভাব, কখনও সখ্যভাব অবলম্বনপূর্ব্বক আত্ম-নিবেদন করণীয়। শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়ে এইরূপে ভাগ্যবান্ জীব ক্রমশঃ সাধন ভজন করিতে করিতে স্বরূপে অবস্থান করতঃ নিত্যানন্দময় বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া পরম নিত্য শ্রীভগবানের অতি উপাদেয় নিত্য সেবায় নিযুক্ত হইয়া নিত্যকালের জন্য নিত্যানন্দে মগ্ন হন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন ঠাকুর, গুরু-পদাশ্রয় না করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানকে ভক্তি করিলে কি ভগবানকে পাওয়া যায় না?"

পাগল বলিলেন,—"হরিদাস, শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তীচ্ছু জীবমাত্রকেই শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন—"হে জীব, তোমার নিজের বুদ্ধি কতটুকু? তোমার বুদ্ধি অতিশয় ক্ষুদ্র। সেই ক্ষুদ্র বুদ্ধির বড়াই করিও না। যদি বাস্তবিক শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য তোমার অন্তঃকরণ কাঁদিয়া থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে নিজের সমস্ত অহঙ্কারকে জলাঞ্জলি দিয়া সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় গ্রহণ কর এবং তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী সাধন ভজন করিতে থাকে। তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে; নচেৎ—

"শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদিপঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

অর্থাৎ যদি তুমি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত বিধিসকল অবহেলা করিয়া ঐকান্তিকী হরিভক্তি লাভ করিয়াছ মনে করিয়া থাক, তবে তাহা তোমার উৎপাতসদৃশ হইয়াছে জানিতে হইবে অর্থাৎ কিছুই হয় নাই। ঐ সমস্ত শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ সর্ব্বাগ্রে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় গ্রহণের উপদেশ করিয়াছেন প্রকৃত সিদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ জীবগণের মঙ্গলের জন্য ঐ সমস্ত বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক জীব নিজের নিজের রুচি এবং ইচ্ছামত ভোগধারণায় নদীয়া-নাগরী প্রভৃতি পরিচয়ে হরিভক্তি দেখাইলেই যদি শ্রীভগবানকে লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে আর তাঁহারা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া বহু-শাস্ত্র এবং সেই সকল শাস্ত্রে নানরূপ বিধি জীবগণের পরম মঙ্গললাভের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন না, এবং ঐ সকল বিধি অনুযায়ী অগ্রসর না হইলে জীবগণের যে পরম মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা আদৌ নাই, তাহাও পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করিতেন না।

আরও দেখ, অ আ ক খ শিখিতে হইলে, বা যে কোন একটী কাজ শিখিতে হইলে এক একটি গুরুর আবশ্যক হইতেছে। এ সমস্তই ত' অতি তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপার। আর এই মহা-ভবসমুদ্র পার হইবার জন্য এবং অপার্থিব পরম মঙ্গলস্বরূপ পরম নিত্য অতি উপাদেয় শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন ভজন শিক্ষা করিতে গুরু লাগিবে না, নিজেরাই যা মন চায়, তাই করিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, মূর্খের মত এরূপ বুদ্ধি কি যুক্তি-যুক্ত, বাবা?"

আমি বলিলাম,—"না, ঠাকুর। আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার কৃপায় আমার সন্দেহ বিগত হইয়াছে।"

পাগল বলিলেন,—"সিদ্ধ মহাত্মগণ, জীবের ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া নানা-

রূপে নানাস্থানে শাস্ত্রে সর্ব্বাগ্রে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় না করিলে জীব কিরূপে জানিবে—সে কে, ভজন কাহাকে বলে, কিরূপে ভজন করিতে হয়, শ্রীভগবত্তত্ত্ব কি, কেন শ্রীভগবানের ভজন আবশ্যক ইত্যাদি। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সাহায্য না লইয়া যদি অন্ধজন নিকৃষ্ট অপরিচিত স্থানে যাইতে আরম্ভ করে, তবে কূপাদিতে পতিত হইয়া তাহার যেরূপ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ অন্ধ আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত ভবসাগর পার হইবার পথে অগ্রসর হইতে এবং পরম গম্ভীরতত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন-ভজন পথে গমন করিতে যদি সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় গ্রহণ না করি, তবে সদ্‌গুরুকে অবহেলা করায় অপরাধহেতু আমরা বিপন্নই হইয়া থাকি। আমাদের ভজন সাধন সমস্তই বিফল হইয়া যায়। সুতরাং বাবা, যদি তোমার অন্তঃকরণ শ্রীভগবানের জন্য কাঁদিয়া থাকে, তবে ঐ সমস্ত দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর। শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন :—

> নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
> স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
> মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং
> নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-স্পর্শাভিলাষিণী বুদ্ধিই সংসাররূপ অনর্থের নিবৃত্তিকারক। কিন্তু গৃহব্রত বদ্ধজীবকুল যতক্ষণ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষিক্ত না হন, ততক্ষণ তাহাদের বুদ্ধি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে মহতের শরণাপন্ন না হইলে অর্থাৎ মহৎকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তৎসমীপে সাধন ভজনাদি শিক্ষা না করিলে কখনই শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না।

ভক্তরাজ ভরত রহূগণ রাজাকে উপদেশ করিয়াছিলেন :—

> রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
> ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
> ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-
> র্বিনা মহৎপাদরজোভিষেকম্॥

অর্থাৎ হে রহূগণ, মহতের পদরজে অভিষিক্ত না হইলে অর্থাৎ সাধুর নিকট নিজের সমস্ত জড়ীয় অহঙ্কার এবং বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা শিক্ষাদি গ্রহণ না করিলে, প্রাকৃত তপস্যা অর্থাৎ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন দ্বারা, সংসারগ্রহণদ্বারা, বেদপাঠ বা ব্রহ্মচর্যাদ্বারা, গৃহধর্ম্ম পালনদ্বারা এবং জল, অগ্নি বা সূর্য্যপূজার দ্বারা সংসার-ক্ষয় ও মঙ্গল লাভ হয় না। মোটের উপর কথা এই যে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ না করিয়া জীবের মনগড়া সাধনদ্বারা পরম মঙ্গল-লাভের আশা বাতুলতা মাত্র। সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ না করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহই শ্রীভগবানকে পান নাই, কেহ পাইবেনও না। ইহা মহা সত্য কথা।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পাগল ঠাকুর গাহিতে লাগিলেন :—

> "বৃথা আড়ম্বর করো নারে মন।
> ভাব নিরঞ্জন সদা ভজ গুরুর শ্রীচরণ॥
> ভজন সাধন পথে একমাত্র গুরু বল।
> গুরু বিনে সাধন পথে গমনে জেনো বিফল॥
> গুরু-বিনে কৌপীন পরে, সাজিলে তিলক মালায়।
> লোকে সাধক বলে বলুক, সাধুরা ভুলে না তায়॥

শত শত জন্ম তার সাজিয়ে বিফলে যায়।
পরে সেই সাজা তার শাজা হয়ে ঘটায়
ঘোর অধঃপতন॥"

মহাভাগ্যবান্ শ্রীগৌড়ীয়ের পাঠকমহোদয়গণ, আপনাদের শ্রীচরণে আমার এই বিনীত নিবেদন, আপনারাই বিচার করিয়া বলুন—"এ কেমন পাগল।"

গুরু নিন্দা।

দশ নামাপরাধের মধ্যে গুরুকে অবজ্ঞা তৃতীয় নামাপরাধরূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। গুরুতত্ত্ব-বিচারে পরমকারুণিক ভুবনপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌর-হরি শ্রীমুখে আদেশ করিয়াছেন "সেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।" যিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবা-রত, স্বীয় জড় ভোগবাসনা যাঁহার আদৌ নাই, যিনি নাম নামী অভিন্ন জানিয়া নিরন্তর নামপরায়ণ ও নাম-মাহাত্ম্য শিক্ষা দেন, তিনিই সদ্‌গুরু। বেদে সদ্‌গুরুর নির্ণয়ে বলিয়াছেন "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।" অর্থাৎ যিনি সম্যক্ বেদশাস্ত্রের প্রতি-পাদ্য তত্ত্ব শ্রীভগবানের একান্তনিষ্ঠাযুক্ত, যিনি অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই একমাত্র তত্ত্ববস্তু বলিয়া জানেন, ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্ বলিতে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেই অবগত হইয়া নিয়ত তাঁহারই চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন, তিনিই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু "শাব্দে পরে চ নিষ্ণাত" অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম শ্রীনামতত্ত্বে প্রবীণ, তিনি শ্রীনামকে নামী হইতে অভিন্ন জানিয়া নামাশ্রয়ই জীবের একমাত্র গতি—এই শিক্ষা দেন। অকিঞ্চন কৃষ্ণৈকশরণ সাধু মহাপুরুষই গুরুরূপে বরণীয়। কৃষ্ণসেবা-বিমুখ সংসারকুশল গুরুনামধারী ভদ্রলোকগুলি অযথা গুরুর আসন ধরিয়া টানাটানি করিয়া গুরুর অবজ্ঞারূপ তৃতীয় অপরাধ নিরন্তর করিতেছেন। তাহারা সদ্‌গুরু নহেন। আর যাঁহারা যোগ-জ্ঞানই চরম বলিয়া নামাশ্রয়কে অবর স্থান প্রদান করিতেছেন বা কেবলমাত্র উপায়রূপে দর্শন করিতেছেন, তাঁহারাও সদ্‌গুরু-বাচ্য হইতে পারেন না। যাঁহারা এই সকলকে বহু মানন করিয়া নামদাতা গুরুর প্রতি অসূয়াযুক্ত হয়েন, তাঁহারা গুর্ব্ববজ্ঞা-অপরাধে অপরাধী। আর যাঁহারা নিজের জ্ঞান যথেষ্ট জানিয়া বা পরমার্থ নিরর্থক ভাবিয়া বা অন্য যে কোন কারণে নামাশ্রয়ী সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে বিরত থাকেন, তাঁহারা গুর্ব্ববজ্ঞাকারী নামাপরাধী—তাঁহা-দের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ। বেদে "তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরু-মেবাভিগচ্ছেৎ" এই বিধি উপদেশ করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই সুরে বলিয়াছেন "তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত।" এই সংসার-সমুদ্রে নরতনুরূপ ভেলার একমাত্র গুরুই কর্ণধার। এই কর্ণধার ছাড়িয়া ভেলায় উঠিলে আমরা কি তট পাইবার আশা করিতে পারি?

যাঁহারা জাতিমদে মত্ত হইয়াও অবর কুলোৎ-পন্ন শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণদীক্ষাশিক্ষাদি করিতে পরাঙ্মুখ, তাঁহাদের অপরাধের ইয়ত্তা নাই। জাতি লইয়া সমাজ, কিন্তু পরমার্থ সমাজিক ব্যাপার নহে। পরমার্থে ব্যক্তিগত গুণ-বিচারই প্রবল। এস্থলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

স্মরণীয়। জাতিমদান্ধ ব্যক্তি গুর্ব্ববজ্ঞা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই কুন্তীদেবী

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।

নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥"

জাতিমদান্ধ, ধনগর্ব্বিত, পাণ্ডিত্যদৃপ্ত ও সৌন্দর্য্যস্ফীত ব্যক্তির হরিভজন হয় না, যেহেতু সে গুর্ব্ববজ্ঞাকারী।

আর যাঁহারা গুরু-পারম্পর্য্যবিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বমনঃকল্পিত আচার প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারা গুর্ব্ববজ্ঞাকারী; যেমন, সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজীর শিষ্য-প্রশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার অনাচরিত, শুদ্ধবৈষ্ণবের জুগুপ্সিত পন্থা অবলম্বন-পূর্ব্বক যাঁহারা রসাভাসযুক্ত ছড়া গানকে শ্রীতারকব্রহ্ম নামের পরিবর্ত্তে জপ করেন বা করিতে উপদেশ দেন তাঁহারা গুর্ব্ববজ্ঞাকারী। শাস্ত্রোক্ত বিধি, মহাজনানুমোদিত প্রণালী লঙ্ঘন করিয়া 'একটা নূতন কিছু কর'র দল গুরু-অনুবর্ত্তনের নামে গুরুনিন্দা করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করেন মাত্র। তাঁহাদিগকে বুঝাইলে কোনমতে বুঝিতে চাহিতেছেন না, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য! আর না হইবে বা কেন?—অপরাধের লক্ষণই হরিভজন হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া যাওয়া। শাস্ত্রকার ইঁহাদিগকে ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু অপরাধীর সঙ্গক্রমে ইঁহারা সেগুলি দেখেন না, বা দেখিলেও তাঁহারা যে শাস্ত্র-নিষেধের লঙ্ঘীতব্য, তাহা বুঝিতে চা'ন না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।

ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলং॥"

ইঁহারা যেন কত ভাবের ভাবুক, যেন ভাবে গদ-গদ! কৃত্রিমভাবের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে তৎপর হইয়া হরিভজনের পথ ত্যাগ করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে রকমারি উপাসনা চালান হইতেছে, তাহাও এই গুরুনিন্দার ফল। অসাধুকে গুরুত্বে বরণ করিলে তাহাই গুরুনিন্দা।

সাধু-গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া তিনি ভ্রান্ত, এরূপ ধারণাই গুরুনিন্দা। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ।"

গুরু অপেক্ষা হাম বুঝ্‌দার লোকগুলির কোনরূপ মঙ্গলের আশা নাই। কেননা, অধিরোহবাদীর নিত্য সত্যবস্তুর উপলব্ধিতে অধিকার নাই। তাঁহারা নিজ অক্ষজ জ্ঞানদ্বারা নিত্য তত্ত্ব বস্তুর অভিভাব্যতা স্বীকার করিয়া তাহা হইতে দূরে পতিত হইতে থাকেন। হরিভক্ত অধিরোহবাদী বা অধিরোহমার্গাবলম্বী নহেন; তিনি জাগতিক জ্ঞান বা পার্থিব অভিজ্ঞতার জেতা উপলব্ধি করিয়া অবরোহমার্গাবলম্বনে সদ্‌গুরু-প্রণালীতে নিত্য-সত্য শ্রীভগবন্নারায়ণ হইতে প্রাপ্ত হ'ন; তাঁহার গুরুতে অবিশ্বাস নাই, তিনি গুরুনিন্দা-পাপে লিপ্ত হ'ন না। এরূপ হরিভক্তের আনুগত্যই আমাদের একমাত্র করণীয়-গুরুনিন্দাকারীর আনুগত্যে আমাদের সমূহ অমঙ্গল।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

ধানবাদে কতিপয় ভক্তের উদ্যোগে অনেক পূর্ব্বে তথায় একটী শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু নানা গণ্ডগোলে এতদিন তথায় কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গত ১৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীভগবদিচ্ছায় এবং তত্রস্থ ভক্ত-মণ্ডলীর উদ্যোগে মহা-সমারোহে তথায় শ্রীশ্রীরাধা-

মাধব যুগলবিগ্রহ ও পরমবৈষ্ণব শ্রীশিব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সংবাদটি ভক্তমাত্রেরই আনন্দ দায়ক। সাধারণ মন্দিরগুলির ন্যায় তথায় কেবল মাত্র ঘণ্টা-বাজান সম্বল না হইয়া সদ্ধর্ম্মানুশীলনের কেন্দ্রস্বরূপ হইলে অধিকতর আনন্দের বিষয় হইবে।

চাঁপাহাটীর সুপ্রাচীন সেবা শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির-সংস্কারকার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইল। সেই নূতন শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহযুগল ১৫ই ফাল্গুন পুনরায় বিরাজ করিবেন। সেই কালে তথায় বার্ষিক সম্মিলনী হইতেছে।

শ্রীনবদ্বীপ ধামের দ্বীপসমূহে আগামী ১০ই ফাল্গুন হইতে ১৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত নয় দিবসকাল পরিক্রমা-মহোৎসব হইবে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার আহ্বান-পত্র নিম্নে মুদ্রিত হইল। ১৯শে ফাল্গুন হইতে ২১শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত তিনদিবস শ্রীমায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে। শ্রীধাম প্রচারিণী সভার আহ্বান-পত্রও এতৎসহ প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ।

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির।

১লা মাঘ, ৪৩৬ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদং—

আগামী ১৯শে ফাল্গুন ৩রা মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মিলন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, নামকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও অতিথিসেবা যাত্রামহোৎসব প্রতিদিন হইবে। রবিবার ২০শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে ৩॥০ টার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সদাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। ১০ই ফাল্গুন হইতে ১৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

সম্পাদক—
শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ
যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
(এম্ এ, বি এল্)

সজ্জনকিঙ্কর
শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ
(রায়বাহাদুর)
সম্পাদক।

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, বামুনপুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে এবং উহার যথারীতি হিসাব সভার পত্রে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর।
৫ই ফাল্গুন ১৩২৯।

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকেয়ং—

আগামী ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে নয়দিবসকাল নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাবাচস্পতি)
শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্, এ,)
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ, বি, এল্,)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদকত্রয়।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, চাঁদকাজির সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ১৩ই ফাল্গুন ২৫শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর, গদখালীর চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর) ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গজেন্দ্রডাঙ্গা) ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, শুক্রবার।

১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

ভারতীয়

ডাঃ রায়ের বক্তৃতা :—আলীগড়ের ন্যাসন্যাল মসলিম ইউনিভারসিটীর দ্বিতীয় কনভোকেসনে রসায়ণাচার্য্য ডাঃ রায় নিমন্ত্রিত বক্তৃরূপে মুসলমানদিগের সভ্যতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা, হিন্দু-মুসলমানের একতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়া স্বদেশ-হিতৈষিতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

নূতন ডি, এস্ সি :—কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায় এম্, এস্ সি একটী বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া ডি, এস্ সি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি :—কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এ বৎসর উক্ত বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

কীর্ত্তনবিরোধী সার্জ্জেণ্ট :—নারায়ণগঞ্জের কীর্ত্তন বিরোধী সেই সার্জ্জেণ্ট মিঃ উড্ম্যান্ স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দে মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় উকিল বাবু মোকদ্দমা তুলিয়া লইয়াছেন।

ভারতসরকারের নূতন অর্থসচিব :—প্রকাশ, বর্ত্তমান অর্থসচিব মিঃ কুক্ ছুটি লইলে তৎস্থলে মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কার্য্য করিবেন।

মিঃ শাস্ত্রী :—মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় গত মঙ্গলবার কলিকাতায় আগমন করিয়া "রোটারি ক্লাবে" সম্প্রদায়গত প্রতিনিধি-প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা :—আগামী ৫ই মার্চ্চ হইতে ম্যাট্রিকিউলেশন, ১৯শে মার্চ্চ হইতে ইণ্টারমিডেয়েট, ৮ই মার্চ্চ হইতে বি, এ এবং ১৯শে মার্চ্চ হইতে বি, এস্ সি পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট :—ভারতীয় মহিলা এসো-সিয়েসনের অন্যতম সেক্রেটারী, "স্ত্রীধর্ম্ম" পত্রের সম্পাদিকা "ভারতে নারী জাপান শীর্ষক ইংরাজী গ্রন্থ-প্রণেত্রী" শ্রীমতী মার্গারেট, ই, কাজিন্স্ মাদ্রাজের সৈয়দাপেট অঞ্চলের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিযুক্তা হইয়াছেন। ভারতে মহিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট এই প্রথম।

বাঙ্গালায় নূতন হাসপাতাল :—গত সপ্তাহে শুক্রবার সার সুরেন্দ্রনাথ ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন যে গত ১৯২২ সনে বাঙ্গলা দেশে মোট ৬৩টা নূতন হাসপাতাল খোলা হইয়াছে।

বৈদেশিক।

সম্রাটের দৌহিত্র :—রাজকুমারী মেরী একটী পুত্রসন্তান লাভ করিয়াছেন।

সম্রাট-পুত্রের বিবাহ:—সম্রাটের মধ্যম পুত্র ডিউক্ অব্ ইয়র্কের বিবাহ অনুষ্ঠান আগামী ২৬শে এপ্রিল ওয়েষ্ট মিনিষ্টার অ্যাবিতে সম্পন্ন হইবে বলিয়া ঠিক হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই ফাল্গুন ১৩২৯ | ২৭শ সংখ্যা

শ্রীগৌর-জন্মোৎসব।

বাঙ্গালাদেশে একটা কথা আছে, "শারদীয়া পূজার দিন বৎসরের দিন"—এই কথাটী যাঁহারা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগের। আর যাঁহারা সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদিগের বৎসরের দিন শ্রীগৌরজন্ম-তিথি ফাল্গুনীপূর্ণিমা। সকাম শিশু শারদীয়া পূজার দিন গণনা করে, নিষ্কাম বর্ষীয়ান্ বৃদ্ধ শ্রীগৌরহরির জন্মদিনের প্রতীক্ষা করেন। শারদীয়া পূজার দিনে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ, শ্রীগৌরহরির জন্মদিনে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। শারদীয়া পূজায় দেবীর নিকট বর-প্রার্থনা, ধন-প্রার্থনা, যশঃ-প্রার্থনা, শত্রুবিজয়-প্রার্থনা; শ্রীগৌরহরির নিকট তাদৃশ কামনায় লোলজিহ্বার তাণ্ডব নৃত্য কিছুই নাই। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা আমরা পড়ি—"শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।" সকাম গৃহস্থগণ খোলাবেচা শ্রীধরকে বলেন—'তুমি নারায়ণকে এত করিয়া দিনরাত্র ডাক, নারায়ণ তোমার ঘরের খড় পর্য্যন্ত দেন না। উদরের জ্বালায় রাত্রে ঘুম না হওয়ায় তুমি চীৎকার করিয়া হরিনাম কর। আমাদের উপাসনা সেরূপ নহে। দেবীর কৃপায় আমরা ভদ্রলোক হইয়া খাসে-জলে দিন কাটাই। আমাদের সকলদিকেই লাভ। আমরা ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীবান্। তোমরা গৌর ভজন করিতে গিয়া পৃথিবীতে থাকার সময় অভাবে এত কষ্ট পাইলে। আর মরণের পরে তোমাদের স্বর্গসুখাদির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র কষ্ট পাওয়া। তোমাদের নদীয়াচাঁদ ঘরে থাকার কালে অন্নবস্ত্রের দারিদ্র্যে কতই না দুঃখ ভোগ করিলেন, আবার তাঁর উপর সন্ন্যাস! তেমোদের ঠাকুরের

ধনে-পুত্রে, লক্ষ্মীকান্ত নিজেরই নাই সেই কাঙ্গাল ঠাকুর আমার কি করিয়া তোমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ-পিপাসা পূরণ করিবেন?'—শ্রীধর বলিলেন—'জন্মে জন্মে আমার এইরূপ দরিদ্রতা থাকুক, আর জন্মে জন্মে শচীর দুলাল আমার প্রভু থাকুক; জন্মে জন্মে আমার ঘরের চালে খড় না থাকুক, জন্মে জন্মে যেন আমার ক্ষুৎপিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকুক; কিন্তু জন্মে জন্মে যেন আমি দ্রৌপদীর ন্যায় বলিতে পারি যে বিপদপাত আমার নিত্য সহচর হউক, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ আমার স্মৃতি-পথে থাকিবেন।' শ্রীধর বলিলেন—'আমার ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মে ধিক্', সার্ব্বভৌম বলিলেন—'আমার পাণ্ডিত্যকে ধিক্' প্রতাপরুদ্র বলিলেন—'আমার ঐশ্বর্য্যকে ধিক্', শ্রীল দাস গোস্বামী বলিলেন—'আমার ইন্দ্রিয়তর্পণকে ধিক্' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, রূপ, আভি-জাত্যকে ধিক্, প্রতিষ্ঠাকে ধিক্, সৌন্দর্য্যাভোগকে ধিক্,—আমি যেন কাঙ্গাল হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ছাড়িয়া দিয়া পথের ভিখারী গোরার চরণ-সম্বল করিতে পারি। বৈকুণ্ঠের কমলাদেবী গৌরহরির ঐশ্বর্য্য দেখিতে না পাইয়া নিজের গৃহে চলিয়া গেলেন। সেখানে শেষশায়ীর অহি তাঁহার রত্নাকর-গৃহ হইল। ভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌর-নারায়ণের হরিসেবার ঈশ্বরী সহচরী হইলেন। আবার তাঁহার অনুগত জনকে ভক্তির স্বরূপ প্রদর্শন করাইবার জন্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন গৌর-নারায়ণ সংসারের সুখসৌভাগ্যরূপ ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্ হইয়া পথের ভিক্ষুক হইলেন। নীলাদেবী যাঁহাকে কামনার জগৎ 'দুর্গা' বলেন, তিনিও শ্রীগৌরহরির নদীয়া হইতে চলিয়া যাইবার দিনে অনাথিনী হইলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীধাম দুর্গাদেবী বিপ্রলম্ভরসময়মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে হৃদয়ের প্রভুরূপে পাইয়া সেবা করিলেন, আবার প্রভু মাথুরবিরহিণী গোপীগণের লীলতা, ভজনের নিত্যাঙ্গ জানাইবার জন্য দেবীত্রয়কে শ্রীধামে রাখিয়া কৃষ্ণান্বেষণরূপ বিপ্রলম্ভরসসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

এস ভাই, সেই শচীদুলালের আবির্ভাব-দিনে আমরা ব্রজেন্দ্রনন্দন-বৃষভানুসুতাকে দোলায় আরোহণ করাইয়া যোগপীঠে সেই অপ্রাকৃত মিলিততনুদ্বয়ের সেবায় নিযুক্ত হই।

দুলিতে দুলিতে, ব্রজেন্দ্রনন্দন,
আইলা শচীর ঘরে।
ভানুসুতা-সাথ, সর্ব্বগোপীনাথ,
দুলাল নামটী ধরে॥
শচীর দুলাল, ব্রজের রাখাল,
গৌড়ীয়-জীবন হয়ে।
নিজ পূজাবিধি, সকলি শিখান,
নিজের কাঙ্গাল লয়ে॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা, সন্নিকট অতি,
গোরার জনম-দিন।
গোরাকানু, দুই ব্রজগৌড়বন
কোন দিন নহে ভিন্॥

ভাই গৌড়ীয়! তোমার ভাই গৌড়ীয় তোমাকে আজ দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া তোমার দু'টী পায় পড়িয়া শত শত কাকুর সহিত নিবেদন করিতেছে যে, তুমি তোমার অগৌড়ীয় স্বভাব সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিয়া গৌড়ীয়গণের উপাস্য শচীদুলালের পদানুসরণ কর—তুমি প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌড়ীয় হইতে পারিবে। গৌড়ীয়ের উপাস্য শ্রীগৌরহরি গৌড়ীয়রাজেন্দ্রসভা-বিভূষণমণি প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি :ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥

ভাই গৌড়ীয়, তুমি যে নিত্যবস্তু! তোমার কেন অনিত্য ধারণা এত প্রবল? পরমপবিত্র গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া জগদ্‌গুরু গৌড়ীয়ের প্রভু শ্রীশচীদুলালের উপাসক হইয়া তুমি আবার স্থানবিশেষকে গৌড়দেশ বল কেন? তুমি যে গৌড়ের অধিবাসী, সে গৌড়ের সহিত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ-নগরাদির ভেদ নাই; তবে হরিভজন ছাড়িয়া পরমপবিত্র গৌড়দেশকে দেশ-বিশেষ মনে করিয়া অন্য দেশের নাম গৌড়দেশ না বলিয়া ইতর দেশ বলিতেছ,—ইহাই তোমার হরিবিমুখতা। ভাই গৌড়ীয়, তুমি ত শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের মুখে শুনিয়াছ :—

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি ত' অপ্রাকৃত চিন্তামণি-ধাম! তুমি ত সেই গৌড়মণ্ডলের অধিবাসী—তুমি ত ব্রজবাসী, তোমার আবার কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া অন্য নশ্বর কার্য্য পড়িয়া গেল কেন? পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিবর্গ! ভাই, তোমরা সকলেই বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয়, তোমাদের সহিত গৌড়ীয় আমরা, আমাদের দেশগত পার্থক্য নাই। আমাদের ব্রজমণ্ডলে নিত্যবাসস্থান বুঝিয়া লইতে পারিলে আমাদের দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। নিজেকে গৌড়ীয় বলিয়া দিব্য জ্ঞানের উদয়ই আমাদের দীক্ষা, আমরা গৌড়ীয় হইতে পারিলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর সহিত ভোগময় কলহে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবক বলিয়া আপনাদিগকে বুঝিতে পারিলে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে গ্রাস করিবে না। আমরা গৌড়ীয় হইতে পারিলে মায়াবাদের কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিষময়দন্তদ্বয় আমাদিগকে বিষদংশনে জর্জ্জরিত করিতে পারিবে না, ভোগ-পিপাসা আমাদিগকে মত্ত করিতে পারিবে না, আমরা জড়ভোগে মত্ত হইব না, আমরা বহ্বীশ্বর-বাদী হইব না, আমরা কাল্পনিক একেশ্বর-বাদী হইব না, আমরা নিত্যসত্য নিরস্তকুহকের সেবায় নিত্যকাল অবস্থিত থাকিব। আমরা গৌড়ীয়,—আমরা ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, ম্লেচ্ছ অন্ত্যজ নহি; আমরা সন্ন্যাসী নহি, বানপ্রস্থ নহি, গৃহস্থ নহি, ব্রহ্মচারী নহি; যথেচ্ছাচারী নহি; আমরা ধনী নহি, নির্ধন নহি, মধ্যবিত্ত নহি; আমরা বঙ্গগৌড়বাসী নহি, উৎকলগৌড়বাসী নহি, মৈথিল গৌড়বাসী নহি, মধ্যগৌড়দেশবাসী নহি, কান্যকুব্জ-গৌড়বাসী নহি, সারস্বত-গৌড়বাসী নহি,—আমরা আন্ধ্রদ্রাবিড়ীয় নহি, আমরা মহারাষ্ট্রীয় দ্রাবিড়ীয় নহি, আমরা কেরলদ্রাবিড়ীয় নহি; আমরা ইংলণ্ডের অধিবাসী নহি, ফ্রান্সের অধিবাসী নহি, জার্ম্মাণীর অধিবাসী নহি, মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী নহি, জাপানের অধিবাসী নহি, পোলাণ্ডের অধিবাসী নহি, আমরা কামস্কাট্‌কার অধিবাসী নহি, প্রিটোরিয়ার অধিবাসী নহি,—আমাদের জাতীয় জীবন এরূপ কোন জড়ীয় দেশে আবদ্ধ নহে, ভোগময়ক্ষেত্রে আবদ্ধ নহে—আমরা গৌড়ীয়—নিত্য কৃষ্ণদাস। আমাদিগের সহিত কাহাদেরও বিরোধ নাই, ঘনিষ্ঠতাও নাই। গৌড়ীয় কৃষ্ণদাসগণ কোন নশ্বর দেশবাসী, অগৌড়ীয়-পরিচিত দেশবাসীর সহিত মিত্রতা বা শত্রুতা করেন না, কোন প্রাকৃত পণ্ডিত বা মূর্খের সহিত বিরোধ করেন না। কোন

আভিজাত্য-প্রতিষ্ঠাদির বশবর্ত্তী ব্যক্তির কৃপাপ্রার্থী হন না;—তাঁহারা সর্ব্বজনাদৃত প্রেমধর্ম্মের যাজক, তাঁহারা গৌরাঙ্গের দাস। তাঁহাদের স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়, অপর স্থূল বা সূক্ষ্মের সহিত বিবাদপ্রিয় নহে—গৌড়ীয়গণ নিত্যসত্যের উপাসক। সেই গৌড়ীয়গণ গৌরনাগরী-বাদের প্রশ্রয়দাতা নহেন, আউল ধর্ম্মের, বাউল ধর্ম্মের, নেড়া ধর্ম্মের, কর্ত্তাভজা ধর্ম্মের, দরবেশ ধর্ম্মের, সাঁই ধর্ম্মের, অতিবাড়ী ধর্ম্মের, স্মার্ত্ত ধর্ম্মের, জাতি-গোসাঞি ধর্ম্মের দালাল নহেন—ঐগুলিকে গৌড়ীয় ধর্ম্ম বলিয়া চালাইবার পক্ষপাতী নহেন। গৌড়ীয়গণের উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর প্রাগুক্ত ধর্ম্মসকলের ধার্ম্মিকগণের উপাস্য নহেন—তিনি কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ নিরুপাধিক গৌড়ীয়ের নিত্য উপাস্য বস্তু। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ব্যতীত গৌড়ীয়ের আর অন্য কার্য্য নাই। কিন্তু যাঁহারা অগৌড়ীয়ের চিত্তবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে গৌড়ীয়-অভিমানে গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামীর হিংসা করেন, তাহাদিগের ব্যবহারকে আমরা গৌড়ীয়জনোচিত বলিতে পারি না। তাঁহারা যে দিন শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাব-দিবসের সেবা করিতে পারিবেন, সেই দিনই তাঁহাদিগকে প্রকৃত কৃষ্ণদাস শ্রীরূপানুগ পরমোদার শ্রীগুরুদেব বলিয়া জানিতে পারিব। কাম-ক্রোধ হিংসা-মৎসরতা যেখানে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয়, সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমের কোন চিহ্নই আমরা দেখিতে পাই না। প্রেমের অভাব কিছু প্রেম নহে, ইন্দ্রিয়তর্পণ কখনই 'প্রেম' শব্দ বাচ্য হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা না করিলে কৃষ্ণ প্রীতির স্বরূপ আমাদের ন্যায় অগৌড়ীয়ের ধারণার বিষয় হয় না। দলাদলী, জড়ভোগপরতা আমাদিগকে কখনই শ্রীগৌরাঙ্গের নির্ম্মল পাদনখশোভা দেখিতে দিবে না। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী গৌড়ীয়ের যে পরিচয় দিয়াছেন, শ্রীগৌরজন্মদিনে আমরা উহাই পুনঃ পুনঃ গান করিতেছি :—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

ভবঘুরের উক্তি।

ভায়া, দণ্ডবৎ। মধ্যে এখানে ছিলুম না, সব ভাল ত'? ঠাকুর মশাই বুঝি তোমাদের মূল মঠে? বাঙ্গলার দিকে দিকে তোমাদের লোক ঘুরছে, পরিক্রমা না, কি, হ'বে, তা'র জন্যে সব আয়োজন চলছে। ভাল ভাল। কিন্তু এদিকে কিছু খবর শুনছ কি? মধ্যে একটা ছোট গল্প বলে' রাখি। একজন বাবু গোয়ালাকে বলছেন—'ব্যাটা কেবল দুধে জল ঢালে।' গয়লা তাড়াতাড়ি জবাব দিচ্ছে—'সেটী বলবেন না, বাবু; এমন কথাটী কেউ বলতে পারে না; আমার কোন খদ্দের আমার দুধকে মন্দ বলে না, কেবল আপনার মুখেই ঐ কথা।' 'সে কি রে ব্যাটা, কেবল আমিই বলি? আর সেই রবিবারে বিজয় বাবুর বাড়ীতে মার খেতে খেতে বেঁচে গেলি, দুধ একেবারে জল দিয়েছিলি।' 'আজ্ঞা হাঁ, ঐ একদিন আমি ঘরে ছিলুম না, আমার ছেলে কি ক'রেছিল, জানতুম না। সেদিন বাবুরা একটু চ'টেছিলেন বটে।' 'একটু? ব্যাটা, আমি না থাকলে মার খেয়ে- প্রাণ যেত, বলে কিনা—একটু! আর দু'তিন দিন আগে চাটুয্যে মশাই তোর কেঁড়ে উলটে ফেলে দেন, বলেন,

তাঁরই পুকুরের জল নিয়ে গিয়ে তাঁকে দুধ বোলে দিতে এয়েছিস্, সে কথা মনে নেই বুঝি?' 'আজ্ঞে, আজ্ঞে, ঐ আর একদিন বটে; সে দিন সেটাকে খালি কেঁড়ে বোলে পুকুরে ধুতে গিয়ে খানিক জল ঢুকতেই দেখি, দুধ আছে। তা' সেটাকে আর ফেলে দোব? এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজার। তাই ঠাকুর মশাই রাগ ক'রেছিলেন, এটা ভুলে গেছ্‌লুম বটে।'—'ব্যাটা' আর কটা শুনতে চাস্ বল্? দিন কুড়ি আগে সাতকড়ি বাবুদের বাড়ী কি হয়েছিল?' 'আজ্ঞে, আজ্ঞে সে আর এক দিন বটে; তা'বাবু, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল ত' সমান হয় না। সব দিন একভাব রাখ্‌তে পারি না। পাঁচ জনকে নিয়ে ঘর করি। ছেলে পিলে সব এক রকম—এক একদিন দুধ খারাপ কোরে রাখে। তা' আপনার জন্যে আলাদা কোরে আনি। আপনি কিছু বল্‌তে পার্‌বেন না।' 'ব্যাটা বলে কিরে? রোজ যে তোর সঙ্গে দু'বেলা বকাবকি করতে হয়?' 'আজ্ঞে, তা' বক্‌বেন বই কি, বাবু, —আপনারাই মা বাপ। কখনও বক্‌বেন, কখনও আদর কোরে খেতে দেবেন। আপনারা বক্‌লেন বোলেই কি আমাদের গায়ে ফোস্কা পোড়ে গেল?—আমি তেমন লোক নই যে আপনাদের কথায় রাগ কর্‌ব'—এই বল্‌তে বল্‌তে সে ত' চল্‌ল। রাস্তায় পড়ে' আবার সেই কথা! 'এমন কথাটী আজ পর্য্যন্ত কেউ বল্‌তে পারেনি যে পাঁচু গয়লা দুধে জল দেয়; কেন? গয়লার কি আর ধর্ম্ম নেই? এখনও সুর্য্যি উঠ্‌ছে, চাঁদ উঠ্‌ছে। দুধে জল দিয়ে কি নরকে যাব? আমাদের বংশে উটী হবার জো নেই।' এই আস্ফালন কর্ত্তে কর্ত্তে সে সাধুত্বের দোহাই দিয়া চলিতে লাগিল। ঘটনা হ'য়েছে কি জান, ভায়া? তোমাদের নবদ্বীপে, এই যা'কে তোমরা কুলিয়া বল, যেখানে সব প্রভুরা ঠাকুর বাড়ীর আকারে জমিদারী খুলেছেন, সেখানকার ঐ রকম সব চেয়ে বড় প্রভু জমিদারের কাছ থেকে মিউনিসিপ্যালিটী ট্যাক্স দাওয়া কোরেছেন। তিনিও মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তাদের একজন। দলাদলির ফেরে এবার তাঁর কাছে ট্যাক্স চাওয়া হোয়েছে। তিনি জবাব দিয়েছেন, 'এ সাধারণের ঠাকুর বাড়ী—তাই ট্যাক্স দিতে হয় না'। অপর পক্ষ জেরা ধরেছেন—'তুমি ভেট্ নিয়ে বড়লোক হোয়ে গ্যাছ, বড় অট্টালিকা তৈরি কোরেছ, ভারি ভারি জড়োয়া গয়নার কাঁড়ি কিনেছ, আরও কত বড়-মানষি করছ—তোমার কিসের সাধারণের ঠাকুরবাড়ী? এ তোমার নিজ সম্পত্তি, নইলে যে আসে সে ঠাকুর দেখ্‌তে পায়না কেন?' প্রভু বল্‌ছেন—'আমি ভেট্ টেট্ নিইনা, যে আসে সেই ঢোকে।' 'না, যে আসে সে ঢোকে না। আমার বন্ধুর ভায়ের কাছে আর বছরে জবরদস্তি কোরে ভেট আদায় কোরে নিয়েছ, সাক্ষী দেওয়াতে পারি।' 'সে আর বছরের কথা ছেড়ে দাও, এ বছরে আমার এখানে ভেটের বন্দোবস্ত নেই।'—'বন্দোবস্ত নেই? এই গেল গানের সময় দরোয়ান রেখে বিনা ভেট্-ওয়ালা লোককে তাড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে। এমন কি, ও-পারের নিষ্কিঞ্চন এক বাবাজীকে পর্য্যন্ত আটকান হোয়েছে। ভেট নেওয়া হয়নি কি রকম?' 'হাঁ—ঐ গানটার সময়ে অনেক লোকের ভিড় হয়, তাই সকলকে ঢুক্‌তে দিতে পারা যায় নি বটে, নইলে এক রকম ভেট তুলেই দেওয়া হোয়েছে'। 'এক রকমের কথা নয়, ভেট নেওয়া হয় কিনা?' 'না, ভেট কেন নেওয়া হবে?' 'কেন হবে? গানের পরেও তোমার লোককে সেদিন কয়েকটী স্ত্রীলোকের কাছে ভেট আদায় কর্ত্তে আমার ভাই দেখেছে।' 'সে ভেট নয়, ভেট নয়। ঠাকুর-সেবার জন্যে ভিক্ষা। আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ভিক্ষায় অধিকার আছে।

কিনা ?' 'জোর কোরে ভিক্ষা না দিলে ঠাকুর-বাড়ী ঢুকতে পাবে না—তা'র নাম বুঝি ভিক্ষা ? ডাকাতির নাম ভিক্ষা !' 'তা হোক্, ভেট নিই—একথা কেউ বলতে পারবে না। হাঁ, ঐ যে কটা দেখালেন, ওতে আমার লোকজন কি করেছে, জানি না, নইলে আমি ভেট তুলেই দিয়িছি। ভেট নিয়ে কি আমি বিগ্রহ-ব্যবসায়ীর নরকে যাব—অব্রাহ্মণ হব ? ছি ছি ! আমি ব্রাহ্মণ হোয়ে কি ভেট নিয়ে ঠাকুরসেবা করব ? তাতে কি ঠাকুরের সেবা হয়, না, ঠাকুরকে দিয়ে সেবা করিয়ে নেওয়া হয় ? আমরা কি আর সেটা বুঝিনি ?' এ বোলে গয়লার মত গলাবাজি জিতেছেন কিনা, সে খবর এখনও পাইনি। ভায়া, তোমরা যদি তোমাদের অপরাধ-ভঞ্জনের পাট থেকে কোন খবর পাও, আনিয়ে রেখ—ভবঘুরের তাই মিষ্টান্ন। আমার খবরই খাবার। আহা, এ দেশের পণ্ডিতরা কত বড় বুদ্ধিমান্! তাঁরা 'সন্দেশ' মানে কোরেছেন খবর। বা ! বা ! বা ! চমৎকার বুদ্ধি ! বুদ্ধির বলিহারি যাই ! আমি খবর পেলে সন্দেশ ফেলে ছুটি। আমার এই খবর খবর বাই, তার দরুণ হেথা সেথা ছুটি, তাই আমার নাম 'ভবঘুরে'। ভায়া, নমস্কার। দেখি কোথা সন্দেশ পাই !

চরিতামৃত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি একটী উপাদেয় বস্তু; ইহা যে আমাদের সকলের পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই শাস্ত্র বা গ্রন্থখানির লেখক মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। ইনি প্রথম জীবনে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশে গৃহ পরিত্যাগ করতঃ শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করেন এবং মহাপ্রভুর পারিষদ ছয় গোস্বামীর নিকট ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব ও গৌরতত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ও গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক ভজন তত্ত্ব আলোচনা করেন। পরে শেষ জীবন শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে ভজন-সাধনে অতিবাহিত করেন। তাঁহার এই শেষ জীবনেই তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বক্ষ্যমাণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া ভক্তগণকে উপহার দিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি তিনশত বৎসরেরও অধিক হইল রচিত হইয়াছে। যথা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য ২০ পরিচ্ছেদে—

> শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
> সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥

সিন্ধু ৭, অগ্নি ৩, বাণ ৫ ও ইন্দু ১, অর্থাৎ ১৫৩৭ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে রবিবারে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে এই গ্রন্থ পূর্ণ হয়। কেহ কেহ বলেন, এই তারিখ লিপিকারের; ইহার পূর্ব্বেই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

কবিরাজ গোস্বামীর বয়স যখন ৮০ বৎসর, তখন বৃন্দাবনবাসী সমস্ত বৈষ্ণব ইঁহাকে শাস্ত্রে অতি পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও শুদ্ধ-বৈষ্ণব এবং ভজনশীল জানিয়া শ্রীচৈতন্যের লীলা-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন; প্রথমে তিনি লিখিতে অসামর্থ্য জানাইয়া অস্বীকার করেন। পরে বৈষ্ণববৃন্দের অত্যন্ত অনুরোধে ও সাংসারিক মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি করুণা করিয়া শ্রীরাধামদনমোহনের নিকট আদেশ লইয়া কতিপয় বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া বেদ, পুরাণ, উপ-পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র, আগম, শ্রীমদ্ভাগবত,

উপনিষদ্, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, হরিভক্তিবিলাস, ব্রহ্ম-সংহিতা, পদাবলী প্রভৃতি মন্থন করিয়া এই অমৃত অর্থাৎ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি উত্তোলন অর্থাৎ প্রণয়ন করিয়া ভক্তগণকে ভেট দিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে—

বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাম আজ্ঞা মাগিবারে॥
দর্শন করিয়া কৈনু চরণ বন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারি করেন সেবন॥

প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল।
গোসাঞিদাস আনি মোরে আজ্ঞা-মালা দিল॥
আজ্ঞা-মালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাহাই করিল তবে গ্রন্থের আরম্ভ॥

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনমোহন সে লিখায়।
কাষ্ঠের পুতলী যৈছে কুহকে নাচায়॥

মুর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস।
বৈষ্ণব-আজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস॥"

(চৈঃ চৈঃ আদি ৮ম পরিঃ)

চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার
তিঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইঁহা বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥
যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে
ইতর জনে নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে॥

নাহি কাঁহা সবিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ
সহজ বস্তু করি বিবরণ।
যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাহা হয়ে আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন॥
যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেই
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত॥
ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইহা শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি
কেন না বুঝিবে সর্ব্বজন॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করোঁ মস্তকে ভূষণ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দো তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু- কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পরিঃ)

এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি কিরূপ বিরক্ত, বৈদান্তিক শাস্ত্রজ্ঞ

ও সংস্কৃতে কিরূপ পণ্ডিত, রসজ্ঞ ও কিরূপ ভগবদ্ভক্ত এবং বিজ্ঞ ভজনশীল শুদ্ধবৈষ্ণব কবি ছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে বর্ত্তমান সময়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি সকল শাস্ত্রমধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বিতরণ করিতেছেন এবং কৃষ্ণদাসের অতুলনীয় মহিমার পরিচয় দিতেছেন। যে সময়ে তিনি গ্রন্থখানি রচনা করেন, সে সময়ে ছাপাখানা ছিল না ও কাগজও ভাল পাওয়া যাইত না; অনেক পুঁথি তাল-পত্রেই লেখা হইত। বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, উপপুরাণ, উপনিষদ্, মহাভারত, রামায়ণ, গীতা, পাণিনি ব্যাকরণ, বিশ্ব-অমর-কোষ, সামুদ্রিক, পুরুদশী, উজ্জ্বলনীলমণি, একাদশী তত্ত্ব. কাব্যপ্রকাশ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ, গীতগোবিন্দ, গৌতমীয় তন্ত্র, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, জগন্নাথবল্লভ নাটক, দানকেলি কৌমুদী, নারদ পঞ্চরাত্র নাটক চন্দ্রিকা, পদ্যাবলী, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, বিশ্বপ্রকাশ, বীরচরিত, বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ব্রহ্মসংহিতা বৈষ্ণবতোষণী, বেদান্তদর্শন, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভক্তিসন্দর্ভ, ভাবার্থদীপিকা, ভাগবতসন্দর্ভ, মলমাসতত্ত্ব, মনুসংহিতা, রঘুবংশ, স্বরূপগোস্বামীর কড়চা, লঘুভাগবতামৃত, স্তবমালা, সাহিত্যদর্পণ, হরিভক্তিবিলাস, হরিভক্তিসুধোদয় ও অন্যান্য বহু শাস্ত্র, কাব্য ও ইতিহাস প্রভৃতি হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া উপযুক্ত স্থানে প্রমাণ প্রয়োগ করা যে কিরূপ শিক্ষিত বিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ও শক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ভক্তের আবশ্যক, তাহা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তদ্ব্যতিরেকে যে সকল শাস্ত্র ও গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সকল শাস্ত্র ও গ্রন্থ তাঁহার ভাল করিয়া অধ্যয়ন না থাকিলেই বা তিনি কেমন করিয়া এরূপ সুষ্ঠুভাবে মীমাংসামুখে উদ্ধৃত করিতে পারেন। ফলকথা, তিনি বেদ-পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রের সারাংশ, এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে সকল বড় বড় নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক ও আলঙ্কারিক পণ্ডিত, সন্ন্যাসী ও পাষণ্ডী প্রভৃতির সহিত বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়া যে সকল সুমীমাংসা উদ্ভাবিত হইয়াছিল তাহা এবং ছয় গোস্বামীর নিকট শিক্ষা করিয়া ও শ্রবণ করিয়া এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত খানিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাস যেমন বেদ-পুরাণ প্রভৃতির সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে হরিলীলাপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, পরে ছয় গোস্বামী গৌরাঙ্গদেবের উপদেশানুসারে এবং তাঁহার শক্তিসঞ্চারে ও অলৌকিক কৃপায় শক্তিসম্পন্ন হইয়া বেদপুরাণাদি শাস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি হইতে সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন, সেইরূপ জীবের প্রতি করুণা করিয়া বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের অনুরোধে শ্রীরাধামদনমোহনের আদেশ লইয়া লোকাতীত শক্তিসম্পন্ন হইয়া পুনরায় বেদ, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিভক্তিবিলাস ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সারোদ্ধার করিয়া সকলের সহজ বোধের জন্য অমূল্যরত্নসদৃশ করিয়া এই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন; অর্থাৎ মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীরামকৃষ্ণবৎ শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন,

আগর ছয় গোস্বামী ঘনক্ষীরাব্ধিসদৃশ বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করেন এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ সর্ব্বশেষে অমৃতার্ণববৎ এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়ন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যথা—

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতং॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২ পরিঃ)

ভক্তগণ আনন্দের সহিত নিত্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি বারংবার শ্রবণ করুন, বারংবার গান করুন, এবং বারংবার চিন্তা করুন।

তিনি যে কিরূপ বিনয়ী ও নম্র ছিলেন, তাঁহার এই গ্রন্থখানি পরিসমাপ্তির কালে তিনি তাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পড়িলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারি-শেষামৃত মোরে কিছু দিল।
ততকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেল॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি॥
তৈছে আমি এককণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ লীলার বিস্তার॥
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ-পুতলি সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধবধির।
হস্ত হালে মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ-পীড়া-ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সবার চরণ-কৃপা শুভের কারণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হয় শ্রম॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

কাহারও মতে কবিশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তগণ তাঁহার 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন; আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ভব-মহাব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার উপায়স্বরূপ এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে তাঁহার 'কবিরাজ' উপাধি দিয়াছিলেন। আমি এখানে এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তিনি যে ভব-মহাব্যাধির কবিরাজ ছিলেন এবং তাঁহার রচিত এই গ্রন্থখানি নিত্য পাঠ করিলে, কি শ্রবণ করিলে মানব, যে এই ভব-মহাব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। তাই বৈষ্ণব কবি ঠাকুর নরোত্তম অতি দুঃখের সহিত লিখিয়া গিয়াছেন:—

"গৌরগোবিন্দ-লীলা শুনিলে গলয়ে শিলা,
না ডুবিল তাহে মোর চিত।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যে রচিল চৈতন্য-চরিত॥
তাঁহার ভক্তের সঙ্গ, তাঁর সঙ্গ যাঁর সঙ্গ,
তার সঙ্গে নৈল কেন বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঁয়াইনু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমের দাস॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতখানি যে কি অপূর্ব্ব আস্বাদ্য বস্তু, তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। যিনি কখনও রসগোল্লা খান নাই, তাঁহাকে 'রসগোল্লা' 'রসগোল্লা' বলিলে তিনি রসগোল্লার আস্বাদন কিছুই অনুভব করিতে পারেন না; অনুভব করিতে হইলে রসগোল্লা খাওয়া আবশ্যক, খাইলে পরে রসগোল্লার আস্বাদন যে কিরূপ তাহা অনুভূত হইবে। তাই বলি, যদি এই অমৃতের (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের) আস্বাদন কেহ অনুভব করিতে বাসনা করেন, তবে একবার পাঠ করিয়া, কি শ্রবণ করিয়া দেখুন যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতখানি কি মধুর উপাদেয় বস্তু—জগতে কত দুর্লভ! বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থখানি যে নিঃশ্রেয়স-প্রার্থী ভজনপরায়ণ জীবমাত্রের নিত্য শ্রবণ বা পাঠ করা কর্ত্তব্য—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহা বাস্তবিকই জীবনের নিত্য-সহচর।

জয় কৃষ্ণদাস জয়, কবিরাজ মহাশয়,
সুকবি পণ্ডিত অগ্রগণ্য।
অপার অসীমগুণ, ভক্তিশাস্ত্রে সুনিপুণ,
যাহা সবে গায় পুনঃ পুনঃ।
চৈতন্যলীলায় ব্যাস, কবি বৃন্দাবনদাস,
যাহা কিছু রাখিল বর্ণিতে।
সেই সব কৃষ্ণদাস, করিলেন পরকাশ,
যাহা হৈল ব্যক্ত এ জগতে॥
প্রতি পয়ারে পয়ারে, ভাবামৃত সদা ক্ষরে,
ভক্তগণ করে তাহা পান।
কাব্য নাটক কত, পুরাণাদি শত শত,
যাহা পড়িলেন অগণন॥
শাস্ত্রসিন্ধু মথি কত, চৈতন্যচরিতামৃত;
লিখে কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
পাষণ্ডী নাস্তিকাসুর, লভে ভক্তি পরচুর,
নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ॥
শাস্ত্র পরমাণ দেখি, স্থির হৈলা সবা আঁখি
যুক্তিতে পরাস্ত সবে হয়।
কামদেব মূঢ়মতি, কি হবে তাহার গতি,
চরণে রাখহ মহাশয়॥

শ্রীকামদেবদাস অধিকারী

পথ্য-বিধান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জ্বর-রোগে পথ্য (আহার) প্রদান করা হিপক্রেটিসের সম্পূর্ণ অভিমত হইলেও লোকে পূর্ব্ববৎ উপবাসেরই পক্ষপাতী রহিল। অনন্তর বহু দিবস পরে এই ধারণা অন্তর্হিত হইয়া গেল। কারণ, পরবর্ত্তী লোকেরা যে পর্য্যন্ত না বুঝিতে পারিয়াছিল যে, প্রদাহ অথবা জ্বরের উত্তাপ হ্রাস করা অনাহার দ্বারা সম্ভবিতে পারে না, সে পর্য্যন্ত তাহারা উপবাসই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছিল। ফরাসী বৈদ্যেরা এই প্রথার চরম সীমায় উঠিয়াছিল, তাহারা রোগীকে সম্পূর্ণ উপবাসের উপর নির্ভর করিয়া রাখিত। অনন্তর ডাক্তার গ্রেভ যখন দেখাইলেন যে, জ্বর আরোগ্য করিতে হইলে রোগীকে আহার প্রদান করা অতি আবশ্যক, তখন ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল অর্থাৎ এই সময় হইতে জ্বর-রোগীকে আহার দানের উপকারিতার বিষয় লোকের মনে স্থান পাইতে লাগিল। তথাপি উপযুক্তভাবে বা পার্থক্য বিবেচনা করিয়া আহার প্রদান করা বিবেচিত হইত না। জ্বর-রোগে আহার প্রদান বিষয়ে চেম্বার্সের উক্তি এই, "জ্বরগ্রস্ত রোগীদিগের দৈনিক পরিপোষণের প্রধান কৌশল এই, তাহাদিগকে যে খাদ্য দিতে হইবে, তাহা

তরল পদার্থ হইবে, ঐ সকল পদার্থ সহজে দ্রবনীয় হওয়া প্রয়োজন এবং উহা আকারেও তরল হওয়া উচিত এবং পুনঃ পুনঃ ও প্রায় অবিচ্ছেদভাবে দিতে হইবে।" জ্বরে আহার দেওয়ার বিষয়ে প্রত্যেককে অবশ্যই এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে হয়। যে খাদ্য দেওয়া হইবে তাহা অবশ্যই 'পুনঃ পুনঃ, প্রায় অবিচ্ছেদভাবে'; ইহা এরূপ তরল হইবে যে তাহা চর্ব্বণের কোন আবশ্যক নাই, রোগীর পরিপাক-শক্তি যতটুকু চাহে, কেবল ততটুকুই ভক্ষণ করিবে; অর্থাৎ পরিপাক-শক্তির অবস্থা অনুসারে ভক্ষণ করিবে; যে সকল পদার্থ রোগীকে ভক্ষণার্থ দেওয়া হইবে, উহারা অত্যন্ত পুষ্টিকর গুণবিশিষ্ট ও তরল আকারের হওয়া প্রয়োজন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে আরও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এই যে, ঐ সকল পদার্থ যেন পাচক রসে সহজেই দ্রব হইয়া যায়, এবং তত্রস্থ (পাকযন্ত্রস্থ) বাহিকা (vessels) এবং গ্রন্থি (gland) দ্বারা অনায়াসে শোষিত হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইলে আমরা বুঝিতে পারি, জ্বর-রোগে অতরল খাদ্য (solid food) এবং এক সময়ে অধিক পরিমাণে ভক্ষণ কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে।

জ্বরাক্রান্ত রোগীগণের আহারেচ্ছা থাকে না বটে, কিন্তু ইহাদিগের পানেচ্ছা অতি বলবতী হইয়া উঠে, আহারেচ্ছা যেমন দেহক্ষয়ের সংবাদ, পানেচ্ছাও সেইরূপ শরীরের জলাভাবের সংবাদ। কোনও কারণে শরীরের জলীয়াংশের অভাব ঘটিলেই পিপাসা দ্বারা তৎসংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে এবং জলপানদ্বারা ঐ অনটন পূর্ণ করি। জ্বরের উষ্ণতাই শরীরস্থ জলাভাব ঘটনের প্রধান কারণ। আর্দ্র বস্ত্রাদি বা অপর কোন জলময় পদার্থ উষ্ণতা প্রাপ্ত হইলে যেমন তন্মধ্যস্থ জল বাষ্পাকারে উদগত হইয়া যায়, জ্বরপ্রভাবে শরীর উষ্ণ হইলেও সেইরূপ তৎস্থ জল বাষ্পাকারে বা ঘর্ম্মাকারে নির্গত হইয়া পড়ে; এই অভাব পূরণ-করণার্থই, পিপাসার উদ্রেক হয়। কখন কখন এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, তালু আদি পিপাসা-উদ্রেকের স্থান জ্বরপ্রভাবে বিশুষ্ক হইয়া গেলেও পিপাসার উদ্রেক হয়, এতদবস্থায় জলপানদ্বারা উপকার না হইয়া অপকারই হইতে দেখা যায়। তৎপ্রতি-কারণ এই যে, জ্বর রোগে নিস্রবণ ক্রিয়ার হ্রাস হওয়াতে পীত জল দেহমধ্যে আবদ্ধ হইয়া তন্মধ্যস্থ দূষিত রসাদি বন্ধন করিয়া দেয়, সুতরাং তজ্জনিত কুফল অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। এই অহিতাচারের ফলে কাশি, শোথ, শারীরিক বেদনা প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব জ্বরগ্রস্ত রোগীদিগকে আহার প্রদান করা যেমন বিবেচনার প্রয়োজন, তাহাদিগকে পানীয়প্রদান বিষয়েও সেইরূপ বিচক্ষণতার আবশ্যক।

জ্বর রোগে পিপাসার আধিক্য দেখিয়া ইহা স্বতঃই অনুমিত হইতে থাকে যে, প্রকৃতি যেন সামান্য শীতল তরল পদার্থের জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছে। আমরা প্রকৃতির এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করিলে অনেক সময় বিপন্ন হইয়া পড়ি, সামান্য আকারের জ্বরও কঠিন আকারে পরিণত হইয়া থাকে। জ্বরসমূহের চিকিৎসায়, রোগীকে সুশীতল নির্ম্মল জল পান করিতে দেওয়াই চিকিৎসকের প্রাধান্যলাভের প্রধান উপায় এতদ্দ্বারা শরীরস্থ দূষিত রসাদি তরল হইয়া বহির্নিঃসরণের সাহায্য প্রাপ্ত হয়, গাঢ় মূত্র তরল হইয়া তৎস্থ ইউরিক এসিড সকলকে নিঃসৃত করিয়া দেয়; এবং রক্তস্থ দূষিত পদার্থসকল ঘর্ম্ম সহকারে বহির্গত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়। জ্বরোত্তাপ বশতঃ রক্তের জলীয়াংশের কিয়দংশ ঘর্ম্মাকারে বহির্গত হইয়া গেলে তাহার যে গাঢ়তা জন্মে, তৎপান

দ্বারা উহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্চলনের সুগম হইয়া পাকে। জ্বররোগে জলপান করিতে দেওয়ার এই সকল মহদুপকারিতার বিষয় স্মরণ করিয়া অবাধে জল পান করিতে দেওয়াই শ্রেয়। ইহাতে কার্পণ্য প্রকাশ করা কোন প্রকারেই উচিত নহে।

দুগ্ধ জ্বররোগে আক্রান্ত রোগীদিগের সর্ব্ব প্রধান খাদ্য। শরীর পোষণার্থ যে সমুদয় পদার্থের প্রয়োজন, তৎসমস্তই ইহাতে যথোচিত পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ডাঃ রাডক (E. H. Ruddock, M. D., L. R. C. P., M. R. C. S., L. M. &c) বলেন—"It is the sheet anchor in enteric fever" অর্থাৎ সান্নিপাত জ্বরে দুগ্ধ পান করাইলে রোগীর মৃত্যু হয় না। কারণ ইহা sheet anchor তুল্য। বাত্যাহত জাহাজের অগ্রবর্ত্তী লঙ্গর নিক্ষেপ করিলে যেমন প্রবল বায়ুও তাহাকে দূরে অপসারিত করিতে পারে না, সান্নিপাতিক জ্বরে দুগ্ধ পান করিলেও সেইরূপ, ভীষণ ব্যাধি রোগীর জীবন-বায়ু বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় না। প্রতি ঘণ্টায় দুই বা আড়াই আউন্স, অথবা প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর চারি কিম্বা পাঁচ আউন্স প্রদত্ত হইলেই সুন্দররূপে পোষণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, রোগীকে দুগ্ধপানের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ইহা রোগীর পাকাশয়ে সহ্য হইতেছে কিনা। যদি পাকস্থলীর অম্লহেতু উহা কঠিন পিণ্ডবৎ অবস্থায় পরিণত হয় অথবা বমন হইয়া যায়, তাহা হইলে উহা দ্বারা কোন উপকারেরই সম্ভাবনা নাই। এই অহিতকর কার্য্য-নিবারণোদ্দেশে দুগ্ধের সহিত সামান্য পরিমাণ লাইম ওয়াটার অর্থাৎ চূণের জল অথবা সোডাওয়াটার (সোডার জল) মিশ্রিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

বিহারী দাস জ্যোতিভূর্ষণ এচ্. এল্. এম্ এস্

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন :— শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে আগামী ১৯শে ফাল্গুন তারিখে গৌড়ীয়ের প্রকাশ বন্ধ রহিল। আগামী ২৬শে ফাল্গুন হইতে আবার গৌড়ীয় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ

ভারতীয়।

মিউনিসিপ্যালটীতে মহিলা :—কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে মেয়েদের ভোটের অধিকার লইয়া সেদিন বাঙ্গলা-মজলিশের আসর বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ককেশ, অশীতিপর বৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ মেয়েদের হইয়া খুব লড়িয়াছিলেন, আর অধিকাংশ ছোকরা সদস্যই মেয়েদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বপক্ষে ও বিপক্ষে পাল্লা ঠিক সমান সমান দাঁড়াইয়াছিল; শেষে অধ্যক্ষ কটন সাহেবের ভোটে মেয়েদের দল জিতিয়া গেলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মজলিশের যে সব সদস্য কথায় কথায় সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার বুলি আওড়ান, তাঁহারা অনেকেই মেয়েদের ভোট দেওয়ার বিরুদ্ধে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

উড়োজাহাজ মেলা :—গতকল্য হ্যালিডে পার্কে শান্তি-পুণ্যাহ উপলক্ষে যে সভা হইয়াছিল, তাহা শেষ হওয়ার পর হ্যালিডে পার্কে উড়োজাহাজ-

মেলা-কমিটীর তত্ত্বাবধানে একটি সভা হয়। প্রায় ১৪।১৫ ফুট উচ্চ একটি খদ্দরের এরোপ্লান সভাস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছিল। একজন স্বেচ্ছাসেবক উহার উপর উপবেশন করিয়া একটি ছোট কামান হইতে বোমা এবং বাজী ইত্যাদি দেখাইতেছিলেন। মৌলানা করিম সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নীলামে জাহাজটীর ১১০০৲ দর উঠিয়াছিল।

'সার্ভেন্ট' মানহানি মামলা :—জোড়াবাগানের ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে 'সার্ভেন্ট' মানহানীর মামলায় পুনর্বিচার হইয়াছে। গত শনিবার উহার তারিখ ছিল। কতকক্ষণ উভয় পক্ষের উকীলের বাদবিতণ্ডার পর আগামী ২রা মার্চ্চ তারিখে পুনরায় উহার দিন পড়িয়াছে।

রাধাচরণ-শোকসভা :—গত শনিবার বৈকালে ডালহৌসী ইনষ্টিটিউটে পরলোকগত রাধাচরণ পাল মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাতে বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি, মিঃ এইচ, ই, কটন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, স্বর্গীয় রাধাচরণের নানা সদ্‌গুণের কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন এবং রাধাচরণের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ জোন্‌স্, অধ্যাপক এস্, সি মুখার্জ্জি, মিঃ ফেল্‌প্‌স্ প্রভৃতি সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হয় এবং মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মিঃ লেস্‌লী প্রভৃতিকে লইয়া এই উদ্দেশ্যে একটী কমিটি গঠিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

লাহোরে শ্যামের যুবরাজ :—শ্যামদেশের যুবরাজ বিস্থা এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী লাহোরে গমন করিয়াছেন। তথায় তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

অসহযোগ-দলাদলীর মীমাংসা-সভা :—গত শনিবার অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে কলিকাতার বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদিগের একটী সভা হইয়া গিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং বর্ত্তমানের দুইটী ভিন্ন দলের মধ্যে মতানৈক্য সম্বন্ধে একটা কিছু মিটমাট করা যায় কি না, সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। দেশবন্ধু দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কংগ্রেসের উভয় দলের লোক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়, সুরেন্দ্রনাথ রায়, বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী-প্রমুখ অনেকেই এই সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুত ব্যোমকেশ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি :—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৬ই তারিখের অধিবেশনে সদস্য ও দর্শকের স্থান উভয়ই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কারণ সেদিন শ্রীযুত যমনাদাস দ্বারকাদাস প্রস্তাব করেন—এই সভার মতে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করাই ভারতের স্বার্থের বিশেষ অনুকূল। ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদন ক্রমে ভারত-গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে এই নীতি অবলম্বন করিতে পারেন। শ্রীযুত দ্বারকাদাস এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় বলেন, ব্যবস্থাপক সভায় এপর্য্যন্ত কত প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, তাহার

মধ্যে বর্ত্তমান প্রস্তাবই সবচেয়ে গুরুতর। পরলোকগত গোখলের কথায় চলিতে গেলে সরকারের ভারতীয় অর্থনীতি ব্রিটিশ-শাসনের কলঙ্কস্বরূপ, কারণ উহার ফলে ভারত একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। উহার ধন-সম্পত্তি অপরে শুষিয়া লইয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ল্যাঙ্কাশায়ার যাহা বলিত, ভারত-সরকারও তাহারই অনুসরণ করিতেন। ভারতে ইহার বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলন হয়, তাহারই ফলে অর্থনৈতিক কমিশন বসিয়াছিল। কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে অনেকে অবাধ বাণিজ্যনীতির পরিপোষক থাকিলেও এখানে সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সংরক্ষণ-নীতিই ভারতের পক্ষে প্রকৃষ্টতম। তিনি বলেন, শিল্প-কলা ভারতে বহুকাল হইতেই বর্ত্তমান। ভারত শিল্পজাত দ্রব্যাদির জন্য চিরকাল পরের মুখাপেক্ষী ছিল না। এখনও যদি সরকারের বর্ত্তমানে আচরিত পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে ভারত অনতিবিলম্বে শিল্প সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। সরকারের অনুসৃত নীতির দোষেই এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানাদির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন জোটে না।

ইহার পরেই বাণিজ্যসচিব মিষ্টার ইনেস্ প্রস্তাব করেন—সরকারের অবলম্বিত অর্থনীতি এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত যাহাতে ভারতের শিল্পাদির প্রসার লাভ হইতে পারে। তবে সরকার যে রাজস্বের জন্য আমদানী রপ্তানী ও আবগারী বিভাগের উপর অনেকটা নির্ভর করে, এই সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিবার সময় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সংরক্ষণনীতি প্রবর্ত্তন করিবার সময় দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কমিসনের প্রস্তাবগুলি কি ভাবে কার্য্যে পরিণত করা যায়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনজন সদস্য লইয়া আপাততঃ এক বৎসরের জন্য একটি ট্যারিফ বোর্ড গঠন করা হইবে। বোর্ডে একজন সরকারী সদস্য থাকিবেন।

কর্ম্মচারী-সমিতিতে দেশবন্ধু :—গত শনিবার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে কর্ম্মচারী-সমিতির একটী অধিবেশনে দেশবন্ধু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি বহুদিন হইতেই উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। নাগপুর এবং গয়া—উভয় কংগ্রেসেরই এই সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তিনি গয়াতে সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, শ্রমিকদিগকে শোষণ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা স্বরাজ চাহিতেছি না। ব্যবস্থাপক সভাতে শ্রমিকদের সদস্য প্রেরণ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব উপস্থিত হইলে দেশবন্ধু বলেন যে, তিনি বিশেষ নির্ব্বাচনের বিরোধী; কেননা, উহা হইতে কিছুদিন পর উকীল ডাক্তার প্রভৃতি ব্যবসায়িগণও ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার চাহিতে পারেন। মোটের উপর, পৃথক নির্ব্বাচনের তিনি পক্ষপাতী নহেন। সভাতে মিঃ দায়ুদ, মুজিবর রহমান, গিরীন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতিও বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

পীর বাদসা মিঞা :—গত সপ্তাহে বরিশালের পটুয়াখালী মহকুমার হাজার হাজার মুসলমানদের পীর বাদসা মিঞা কংগ্রেস কার্য্যোপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। বহু লোক সমবেত হইয়া তাঁহাকে

অভ্যর্থনা করেন। এক বিরাট জনসভায় মৌলানা সাহেব কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালী বুঝাইয়া দেন। পটুয়াখালী মহকুমার অধীনে ৩৪ লক্ষ মুসলমানের বাস। মৌলানা সাহেবের গমনে তাহাদের মধ্যে এক অসাধারণ ভাব উপস্থিত হইয়াছে। মৌলানা, সাহেব স্থানীয় বিদ্যালয়ের জন্য মহকুমা হইতে একশত চৌত্রিশ টাকা উঠাইয়া দেন। তিনি বরিশাল জেলায় দুই মাস থাকিবেন।

ডাঃ রায়ের ভ্রমণ :—কলিকাতার বিশেষ কাজ থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রকে চাঁদপুরের অধিবাসীগণ ছাড়ে নাই। গত শনিবার তিনি স্থানীয় জাতীয় বালিকাবিদ্যালয় এবং আরও কয়েকটী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যান। ঐ দিন অপরাহ্ণে শ্রীযুত হরদয়াল নাগের নেতৃত্বে একটী বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। ডাক্তার রায় সভায় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে উদ্দেশ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি এবং খদ্দর সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর স্থানীয় মহিলাদিগের একটী সভায় তিনি বক্তৃতা দেন। সেখানে সমবেত মহিলাবৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন যে চরকা কাটাকে তাঁহারা যেন একটী ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া ভাবেন এবং যে সময়টুকু তাঁহারা গল্পগুজব নষ্ট করেন, অন্ততঃ সেই সময়টুকুর জন্যও যেন তাঁহারা চরকা কাটেন।

কলিকাতায় বিশ্বভ্রমণকারীর দল :—নরওয়ে এবং সুইডেন হইতে ২০ জন বিশ্বভ্রমণকারী গত রবিবার কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা গ্র্যাণ্ড হোটেলে অবস্থান করিতেছেন।

লালা দুনীচাঁদের অসুস্থতা :—লালা দুনীচাঁদের সহধর্ম্মিণী ও পুত্র ইতিমধ্যে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে লালাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঠাণ্ডা লাগার দরুণ লালাজীর জ্বর হইয়াছে। তাঁহাকে জেলের ডাক্তার দেখিতেছেন।

মিউনিসিপ্যালিটী-অভিনন্দন :—গত ১৭ই তারিখে এলাহাবাদের মিউনিসিপ্যালিটী স্থির করিয়াছেন যে হাকিম আজমল খাঁন এবং দেশবন্ধু এলাহাবাদে গমন করিলে তাঁহাদিগকে মিউনিসিপ্যালিটীর তরফ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হইবে।

শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী :—গত ১৭ই তারিখে শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী প্রচারকার্য্য এবং তিলক-স্বরাজ্য তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য বাঙ্গালোরে গমন করিয়াছেন।

ভিক্ষু উত্তমের বৈঠক :—ব্রহ্মদেশের যে সমস্ত মডারেট কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন, আগামী সপ্তাহে পেগুতে তাঁহাদের একটী সভা হইবে। এদিকে উহার প্রতিবাদস্বরূপ রেঙ্গুণে ভিক্ষু উত্তম ও চিৎলেঙ্গ দুইজনে মিলিয়া আর একটী বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন।

সিংহলে ধর্ম্মঘট :—সিংহলে প্রায় ১২ শত রেল কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট কারখানায় প্রায় ৭ শত লোক উহাতে যোগদান করিয়াছে। বেতনবৃদ্ধির দাবীই এই ধর্ম্মঘটের কারণ।

জেলে উৎপীড়ন :—ডেরাগাজীখান জেলের কয়েদী সর্দার খড়্গা সিংহ, সর্দার যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি শ্রদ্ধাস্পদ নেতাদের প্রতি নাকি পুলিশ নানা উৎপীড়ন করিতেছে। তাহাদিগকে নির্জ্জন কারাবাসে রাখা হইয়াছে এবং কারাদণ্ড-কাল আরও ৯ মাস করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঝঙ্ জেলে একজন শিখ 'সৎশ্রীআকাল' ধ্বনি করিয়াছিল, এজন্য তাহার এক বৎসর কারাদণ্ড বৃদ্ধি হইয়াছে।

বৈদেশিক

জার্ম্মাণীর যুদ্ধাশঙ্কা:—রূঢ়ের অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। উচ্চপদস্থ জার্ম্মাণ রাজকর্ম্মচারীদিগকে গ্রেপ্তার করা ও শাস্তি দেওয়ায় স্থানীয় জার্ম্মাণগণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। খবর পাওয়া যাইতেছে যে আয়ার্লণ্ডের ন্যায় জার্ম্মাণগণও এখন হইতে গরিলা যুদ্ধনীতি অনুসরণ করিবে। হার হ্যাভেলণ্টন্ এবং হার সিকারের কারাদণ্ডের সংবাদ শ্রবণ করিয়া এসেনের অধিবাসী বৃন্দের অনেকে অশ্রুপাত করিয়াছে। এদিকে হার কুনো বার্লিনে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী ফরাসীর এই কার্য্যে এই ভাবে বাধা দিবেই।

ফরাসিগণ উচ্চপদস্থ জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীদিগের উপর নিতান্ত বর্ব্বরোচিত ব্যবহার করিতেছে। এসেনের বার্গোমাষ্টারকে দুইবৎসরের কারাদণ্ড এবং এক কোটী মার্কের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ওলারহোসেনের বৈদ্যুতিক কারখানার জনৈক ডিরেক্টারকেও এই ভাবে দণ্ডিত করিয়াছে।

ফরাসী ও বেলজিয়ানদিগের নিজেদের ঘরের অবস্থাও ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। প্রকাশ যে, ২২০০০জন ফরাসী শ্রমজীবী কয়লার খনির কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। প্রায় ১৫,০০০জন বেলজিয়ান্ শ্রমজীবীও এই পথের অনুসরণ করিয়াছে।

ইংরেজাধিকৃত স্থানের মধ্যে যাতায়াত করিবার অনুমতি লইয়া ফরাসী ও ইংরেজ গোপন আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে যতদূর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, আগাইয়া পিছাইয়া একটা মিটমাটের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিলাতের দুই একখানি সংবাদ পত্র মত প্রকাশ করিয়াছে যে, ফরাসী নানাপ্রকার অছিলা করিয়া তাহার রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে।

তুর্কী সংবাদ :—রয়টারের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের খবরে প্রকাশ যে, ইসমিদ পাশা কনষ্টাণ্টিনোপলে পৌঁছিয়াছেন। সেখানে সার চার্লস হ্যারিংটন এবং এম, পেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিয়াছেন যে যাহাতে প্রকৃত সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত হয়, সেজন্য তিনি বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন। শীতকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই এসম্বন্ধে যাহা হয় একটা কিছু স্থির হইয়া যাইবে। ইহার পূর্ব্ব দিনের খবরে প্রকাশ যে, অ্যাঙ্গোরার নরম ও চরম-পন্থীদিগের মধ্যে লসেন সন্ধি লইয়া বেশ একটু মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, অ্যাঙ্গোরা এসেম্ব্লী নূতন সন্ধিপত্রের খসড়া তৈয়ারী করিবেন।

আয়ার্লণ্ডে শান্তির —একদল নিরপেক্ষ লোক আয়ার্লণ্ডে শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা গণতন্ত্রীদল এবং ফ্রিষ্টেট গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, এক মাসকাল কোন পক্ষই কোনরূপ আক্রমণ, বিচার প্রভৃতি কোন প্রকার কার্য্য করিতে পারিবে না। এক মাস পরে সন্ধিতে যাহা হয় দেখিয়া পরে যে যাহা হয় করিবে। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এ সম্বন্ধে যাহা হয় উভয় পক্ষকে উত্তর বার কথা ছিল। এ দিকে প্রেসিডেণ্ট কসগ্রেভ্ খুব ধমক দিয়া বলিয়াছেন যে এখন ফ্রিষ্টেট গবর্ণমেণ্ট নূতন উদ্যমে দমন-নীতি অবলম্বন করিবে। ভবিষ্যতে মিটমাটের কোন কথাই শোনা হইবে না। এদিকে গণতন্ত্রীদল তাহাদের কার্য্য করিয়াই যাইতেছে। সে দিনও মিণ্টের ব্রায়নের বিস্তীর্ণ প্রাসাদ তাহারা ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের কয়েক জন নাকি গবর্ণমেণ্টের কাছে ধরা পড়িয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ফাল্গুন ১৩২৯ ২৮শ সংখ্যা

ধান্য ও শ্যামা।

ধান ও শ্যামা এই দুই প্রকার গাছের অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু ধানগাছ হইতে ফলকালে ধান পাওয়া যায় এবং শ্যামা-গাছ হইতে ফলকালে শ্যামাগাছের বীজ পাওয়া যায়। ধান হইতে চাউল উৎপন্ন হয়। চাউল বিষ্ণুনৈবেদ্যে লাগে। নৈবেদ্য-প্রসাদ বৈষ্ণবের শরীরকে পুষ্ট করিয়া হরিভজনের উপযোগী করায়। শ্যামাঘাস ধানগাছের সহিত একত্র উৎপত্তি লাভ করিলেও ধানগাছের উপকারের জন্য সেই গুলিকে প্রথমমুখে অপসারিত করিতে হয়। শ্যামাগাছের উচ্ছেদ সাধন না করিলে ধান্যক্ষেত্রের সমৃদ্ধি হয় না। যদি ধান্যক্ষেত্রে শ্যামা প্রবল হইয়া যায় এবং উপযুক্ত সময়ে নিড়াইয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ধান্যরোপণকারীর অভীষ্টসিদ্ধি-লাভে ব্যাঘাত ঘটে। শ্যামাগাছ বড় হইয়া ধান-গাছের ক্ষতি করে আবার শ্যামার বীজ প্রপক্ব হইয়া ভবিষ্যতে ধান্যক্ষেত্রের ভূমিকে পুনরায় বিপৎসঙ্কুল করে। শ্যামার প্রপক্ব বীজ ভূমিতে পড়িয়া থাকায় পরবর্ষে ধান্যের আবাদকালে শ্যামার অনেকগুলি গাছ হয়। যে কৃষক ধান্য-লাভের আশা করেন তিনি ধান্য রোপণ করিবার অব্যবহিত পরেই শ্যামাগুলিকে উৎপাটিত করিবেন, না করিলে শ্যামার বীজ ভূমিতে পড়িয়া শ্যামা-গাছের উৎপত্তি করাইবে। কৃষকের পরিশ্রম ও খরচ বাড়িয়া যাইবে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কার্য্যারম্ভ, ও কার্য্যে প্রবৃত্তির পূর্ব্বে সাবধান হওয়াই আবশ্যক। যিনি সতর্কতায় অমনোযোগ করেন, তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির বড়ই ব্যাঘাত হয়। শ্যামাঘাসের বীজ ভগবন্নৈবেদ্যে লাগে না এবং তাদৃশ দ্রব্য বৈষ্ণবগণের ভজনের অনুকূল নহে। হরিগুরুবৈষ্ণবের জন্য

যাবতীয় সৃষ্টি। সুতরাং ধান্যের উৎকর্ষ-সাধন আবশ্যক ও শ্যামাগাছের উৎসাদন সর্ব্বতোভাবে ভজনের অনুকূল।

শ্রীগৌরসুন্দর ভোগাসক্ত জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে হরিকীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধজীবের চরম কল্যাণ লাভের জন্য হরিভজনের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নির্ম্মল সেবার স্বরূপ আবৃত করিবার জন্য বিমুখ জীবের বিমোহিনী শক্তি অবিদ্যা শ্রীগৌরসুন্দর হইতে প্রকট লাভ করিয়া বদ্ধজীবকে গৌরসেবার নামে শ্রীগৌরাঙ্গকে পার্থিব ভোগের বস্তু মনে করাইয়া সেবার পরিবর্ত্তে শ্রীগৌরাঙ্গের উপর প্রভুত্ব করে। কৃষক যেরূপ অনভিজ্ঞ হইলে শ্যামাঘাসকে ধানগাছ মনে করে, কৃষক যেরূপ ক্ষীণদৃষ্টি হইলে শ্যামার পরিবর্ত্তে ধানগাছের উৎপাটন করে, সেইরূপ জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইলে বিবর্ত্ত বা ভ্রমে পতিত হন। তিনি তখন সত্যবস্তু বুঝিতে না পারিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া ধারণা করেন। সত্যবস্তুকে অসত্য বলিয়া ভ্রম হইলে অভীষ্টলাভ ঘটে না, কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়। যাঁহারা অভিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ হইয়া কার্য্যনিপুণ, তাঁহাদিগের আনুগত্যই একমাত্র সিদ্ধির কারণ। অন্যথা অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতা আমাদিগের কোন সুবিধা করিতে দেয় না। অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া জীব কৃষ্ণবিমুখ হন। অবতারবাদ-আশ্রয়েই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। কৃষ্ণোন্মুখ জীবগণই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানেন। মন্দভাগ্য বদ্ধজীব অধিরোহ-বাদীকে গুরু বলিয়া স্থাপন করেন। তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, কণ্টকাকীর্ণ পথেই চলিতে হয়। অধিরোহ-বাদী গুরুর শিষ্য অধিরোহপ্রথা অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুভক্তি হইতে অচিরেই বিচ্যুত হন। অধিরোহ-বাদের রুচিক্রমে প্রথম-মুখেই শ্রীগুরুদেব ভ্রান্ত। 'আমাকেই গুরুদেবকে দুরস্ত করিতে হইবে' এই বিচার প্রবল হয়। অধিরোহ-বাদের গুরু তখন বিষম সঙ্কটে পড়েন। ভগবদ্ভক্তিতে অধিরোহ-বাদের কোন আশঙ্কাই নাই। সেখানে বিষ্ণু বা অবতার-বাদ প্রবল।

নিরস্তকুহক সত্যবস্তু পরমেশ্বরের সেবায় শ্রীবৈষ্ণব গুরু অধিষ্ঠিত। অধিরোহবাদের কুহক বা মায়া সেখানে যাইতে পারে না। তবে বৈষ্ণবের গুরুগিরি করিবার প্রার্থী অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া আপনাকে অবতারবাদী বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া যে ন্যায়রহিত উক্তি করেন এবং যে শিষ্য অন্যায়পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করেন, তাহারা উভয়েই অচ্যুত গোত্র হইতে চ্যুত হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে হরিবিমুখ হইয়া যান—বংশপরম্পরাগত শ্যামাঘাসের বীজধারা সংরক্ষণ করেন মাত্র। শ্যামাঘাসের উত্তরোত্তর উন্নতি-ক্রমে ধান্যক্ষেত্র আর ধান উৎপন্ন করিতে পারে না। ভক্তির পথ কলিহত বুদ্ধিতে অধিরোহ-বাদের অধীন হইয়া পড়ে, তাদৃশ ভক্তিকে 'মিছাভক্তি' শব্দে মহাজনগণ বলিয়া থাকেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত 'সব্যলীক ভগবদাশ্রয়', গীতা 'সকামোপাসনা' বেদান্ত 'কর্ম্মবাদ' প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করেন।

অধিরোহবাদে গুরু করিবার প্রথা থাকিলেও তাহা অবিদ্যাজনিত অর্থাৎ তাহা সত্য নহে—পরিবর্ত্তন-যোগ্য। অধিরোহবাদ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনময়। অধিরোহপ্রথায় যিনি গুরু হন তিনি পূর্ব্বগুরুদিগের কথিত সত্যবস্তুকে বিকৃত করেন, কেননা পরিবর্ত্তনই তাহার স্বভাব! অধিরোহবাদে গুরু অনিত্য, শিষ্যও

অনিত্য এবং তাঁহাদের উপদেশও অনিত্য। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐ সম্বন্ধ অনিত্য অর্থাৎ কালপ্রভাবে সেই সম্বন্ধ নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইবে ইহা তাঁহারাও জানেন। নিত্যসত্য ঐরূপ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে অবিদ্যামুক্ত নিরস্তকুহক সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়াছেন, যাহা ব্রহ্মা দেবর্ষিকে অবিমিশ্র-ভাবে নিত্যকাল প্রদান করিতেছেন, যাহা নারদ শ্রীব্যাসকে দিয়াছেন, শ্রীব্যাস যাহা নিত্যকাল শ্রীমধ্বমুনিকে দিতেছেন, শ্রীমধ্বমুনি যাহা শ্রীঈশ্বরপুরী এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রমুখ ঈশ্বরবস্তুতে প্রদান-লীলার অভিনয় করিতেছেন—শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রকৃত গুরুদেব যে নিত্যসত্যে সর্ব্বদা অবস্থিত, তাহার মধ্যে কোন বিবর্ত্ত বা ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা নাই—ইহাই অবতার-বিচার, ইহা অধিরোহের প্রতিকূল। অবতারবাদী বৈষ্ণবগণ নিত্যসত্যের আশ্রিত। অধিরোহবাদী প্রাকৃত বীরগণ নিজ নিজ পূর্ব্বগুরুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন মাত্র। তাঁহারা নিত্যসত্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞার ছলনায় যাঁহারা অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া হরিকীর্ত্তনের নামে জড়ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহারা 'বৈষ্ণব'শব্দবাচ্য নহে—প্রকৃত প্রস্তাবে কপটী বা মিছাভক্ত। তাঁহারা যাহা কিছু প্রচার করেন, তাহা 'ভক্তি'শব্দ বাচ্য নহে বা ভক্তিপ্রচার নহে। অনভিজ্ঞ সমাজকে ভ্রমপথে লইয়া যাইতে সকল অবৈষ্ণবেরই অধিকার আছে। শুদ্ধবিষ্ণুভক্ত তাদৃশ দৌরাত্ম্যের প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা পূর্ব্ব মহাজনের সকল কথাই নিজের আচরণ বলিয়া জানেন। যেখানে পূর্ব্ব মহাজনের আচরণ উল্লঙ্ঘিত হইয়া ভোগপিপাসা প্রবল হইয়াছে, তথায় হরিবিমুখতামাত্র অবস্থান করে। শ্যামাঘাসকে যদি আমরা ধানগাছ মনে করি এবং ধানগাছকে যদি আমরা শ্যামাঘাস মনে করি, তাহা হইলে আমাদের হরিসেবার পরিবর্ত্তে হরিদ্বারা অবিদ্যার সেবা করাইয়া লওয়া হয়।

প্রচার-উদ্দেশে অবতারবাদের প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা কিছু প্রচারিত হয় তাহা কলিজনোচিত। আমরা তাদৃশ প্রচারের পক্ষপাতী নহি। অসংখ্য অধিরোহবাদী জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আবাহন করিবেন। তাহাকে আমরা শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান বলিব না। তাহা বিষয়কথা বা গ্রাম্যকথা নামে দৃঢ়রূপে জানিব। শাস্ত্র-গুরু ও বাক্যই আমাদের অবলম্বন হউক। আমরা শাস্ত্র ও গুরুর নিকটই মাধুকরী করিব। ভোগপর নিকট মাধুকরী করিব না।

"এ কেমন পাগল!"

(ষোড়শ রজনী)

চন্দ্রদেব আজিও প্রায় গতকল্যকার মতই উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ ও মনোহর কিরণ দান করিয়া জগৎ আলোকিত ও আনন্দিত করিতেছেন। কিন্তু সহরের অবস্থা আর গতকল্যকার মত নাই, সম্পূর্ণ বিপরীত। গতকল্য সহরটি শ্রীহরিধ্বনি, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন এবং খোল, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতির বাদ্যে মুখরিত ছিল, কিন্তু অদ্য আর সে সব কিছুই নাই। ঢাকা পুনরায় যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত লোক পূর্ব্বেকার মতই বিষয়-কোলাহলে সহরটি গম্ গম্ করিয়া তুলিয়াছে।

আমি ঢাকার এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনসম্বন্ধে মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে গিয়া পাগলকে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করিলাম। কিছুক্ষণ পরে বলিলাম,—"ঠাকুর, আমার একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে, কৃপাপূর্ব্বক অনুমতি করিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি।"

পাগল বলিলেন,—"বিলক্ষণ, হরিদাস, অনুমতির জন্য আবার অপেক্ষা কেন করিতেছ? বল, বাবা, তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, যদি কোন লোক পূর্ব্বে কোন গুরুকে বরণ করিয়া থাকেন এবং পরে সেই গুরুর গুরুত্বে সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ত্যাগপূর্ব্বক অপর সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা-শিক্ষাদি গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার পূর্ব্বগুরু ত্যাগজন্য অপরাধ হয় কিনা, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের যে আদেশ আছে, কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করিয়া এ অধীনকে কৃতার্থ করুন্।"

পাগলঠাকুর বলিলেন,—"বাবা হরিদাস, শাস্ত্র বলেন—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য-বিবেকহীন, শ্রীহরিভজনভ্রষ্ট, বিশৃঙ্খল গুরুকে পরিত্যাগ করাই বিধি। এইরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় না লইলে, শিষ্যের কোনরূপ মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রে অন্যত্র দৃষ্ট হয়—

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

অর্থাৎ যদি স্বার্থনাশভয়ে অন্যায়রূপে শাস্ত্রের কুব্যাখ্যাকারী গুরুকে শিষ্য ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করেন, তবে অক্ষয়কাল পর্য্যন্ত সেই গুরুর সহিত শিষ্য ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকেন। পুনশ্চ শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"গুরুর্ন স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।"

অর্থাৎ যিনি উপস্থিত মৃত্যু হইতে শিষ্যকে রক্ষা না করেন তিনি গুরুই নহেন। পরম মঙ্গললাভেচ্ছু শিষ্য অবশ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, উপস্থিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ—এমন সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, উপস্থিত-মৃত্যু কি?"

পাগল ঠাকুর বলিলেন,—"জীবসমূহ যে শ্রীভগবানকে ভুলিয়া অনিত্য পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বকের অনিত্য তৃপ্তি-সাধনে সর্ব্বদা তৎপর রহিয়াছে, ইহাকেই জীবগণের উপস্থিত-মৃত্যু কহা যায়। শাস্ত্র বলেন—

"কুরঙ্গ-পতঙ্গ-মাতঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনাঃ
হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥"

অর্থাৎ কুরঙ্গ ব্যাধের বাঁশীর রব শুনিয়া কর্ণের তৃপ্তি সাধন করিবার নিমিত্ত, যেদিক হইতে বাঁশীর সুস্বর আসে সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ব্যাধের সন্নিহিত হইলে, তাহার তীরের আঘাতে প্রাণত্যাগ করে।

পতঙ্গ চক্ষুর তৃপ্তি সাধনে তৎপর হইয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নির রূপ দর্শন করিতে করিতে তাহার ভিতর পতিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।

মাতঙ্গ ত্বগেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির নিমিত্ত হস্তিনীর স্পর্শসুখ-লালসায় ব্যাধকর্তৃক শিক্ষিত হস্তিনীর নিকট যায় এবং তৎকর্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলে ব্যাধ-কর্তৃক শস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারায়।

ভৃঙ্গ জিহ্বার লালসায় মধুপানে মত্ততা-হেতু পাখনায় মধু লাগাইয়া ফেলে এবং আর উড়িতে না পারিয়া সেই মধুর মধ্যেই মরিয়া থাকে।

মীন অর্থাৎ মৎস্য চারের গন্ধে উন্মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ চারের অন্বেষণ করিতে করিতে বড়শীতে আটকাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তাহা হইলেই দেখ বাবা, হরিণ কর্ণের, পতঙ্গ চক্ষুর, মাতঙ্গ ত্বকের, মক্ষিকা জিহ্বার এবং মৎস্য নাসিকার তৃপ্তিসাধন করিতে গিয়া প্রাণ হারাইতেছে। ইহাদের মধ্যে এক এক শ্রেণীর জীব এক একটি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তাহা হইলে, যে সমস্ত মানব ঐ পাঁচ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে সর্ব্বদা তৎপর, তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ, একবার চিন্তা করিয়া দেখ ত' বাবা? তাহাদের মৃত্যু কি অতি সন্নিকট নয়? সেই উপস্থিত মৃত্যু হইতে যিনি শিষ্যকে রক্ষা করিতে না পারেন, তাহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া কি লাভ বল ত' বাবা? সেই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, পুনরায় বলি—

গুরুর্ন স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।

যিনি দিব্যজ্ঞান দান করিয়া শিষ্যকে ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়সেবারূপ উপস্থিত মৃত্যু হইতে উদ্ধার করতঃ শ্রীভগবদ্ভজনে নিযুক্ত করিতে না পারেন, তিনি সদ্গুরু নন, তাহাকে অবশ্য পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা হরিভজনেচ্ছু জনমাত্রেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কিন্তু বাবা, আর এক কথা। যদি কোন শিষ্য নিজের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সদ্গুরু ত্যাগ করতঃ নিজের পছন্দমত কোন অসদ্গুরু গ্রহণ করেন, কিংবা এক সদ্গুরু ত্যাগ করিয়া অপর সদ্গুরু গ্রহণ করেন, তবে তাহার মহা-অপরাধ হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।"

অর্থাৎ "হে জীব, সদ্গুরুকে আমার সদৃশ জানিবে। কখনও আমা অপেক্ষা ছোট মনে করিবে না। আমিই গুরুরূপে জীবোদ্ধার-কার্য্য করিয়া থাকি।" সুতরাং সেই গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া অপর সৎ বা অসৎ গুরু গ্রহণ করায়, ফলতঃ শ্রীভগবানের আদেশ অমান্য এবং গুরুরূপী ভগবানের অবমাননাহেতু তাঁহাকেই অপমান করা হয়, তাহাতে যে মহা-অপরাধ হয়, শ্রীভগবান্ স্বয়ংও তাহা ক্ষমা করেন না। যতক্ষণ না সেই জীব পুনরায় তাঁহার পূর্ব্বগুরুর শরণাপন্ন হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, ততক্ষণ: তাহার অপরাধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং তিনি ভজনপথে অগ্রসরও হইতে পারেন না। সুতরাং এ বিষয়ে শ্রীহরিভজনকারীর খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক। তুমি বাবা, পূর্ব্বে কোন গুরু করিয়াছ কি?"

আমি বলিলাম,—"না ঠাকুর, অদ্যাপি দীক্ষা গ্রহণ করি নাই। আমার মাতাঠাকুরাণী যখন আমাদের কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তিনি আমাকেও দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু কুলগুরুর প্রতি তাঁহার ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া আমার হৃদয়ে কিছু শ্রদ্ধার অভাব ছিল, তাই আমি তখন দীক্ষা লই নাই।"

তখন পাগল বলিলেন,—"বেশ বাবা, বেশ; হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক না হইলে দীক্ষা না গ্রহণ করাই ভাল। গুরু কি আর যে সে হইতে পারেন? গুরু সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ। নরোত্তম ঠাকুরের একটী পদ আছে—।"

এই বলিয়া তিনি একটি গান ধরিলেন—

"নিতাই-পদকমল, কোটীচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাই-পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যা, কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিতাই পদ পাসরিয়ে,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতায়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ভজ তাঁর চরণ দুখানি॥
নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই, মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥"

গানটী গাহিতে গাহিতে পাগলের দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া কি জানি কেন, আমারও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। পাঠক মহোদয়গণ, আমার খুব বিশ্বাস, আপনারাও সেখানে উপস্থিত থাকিলে, নিশ্চয়ই কোনমতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না এবং বুঝিতে পারিতেন, সে কেমন পাগল।

তৃতীয় জন্ম।

অনেকের নিকট 'তৃতীয় জন্ম' নূতন কথা হইলেও শাস্ত্রে ইহার প্রচুর প্রয়োগ আছে। ভার্গবীয় মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীতীগণ অধ্যয়ন করিয়াছেন—"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জি-বন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥" উপনীত দ্বিজ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদীক্ষায় বেদ-শ্রবণ (সম্বন্ধজ্ঞান) হইতে তৃতীয় জন্ম লাভ করেন। প্রথমে মাতাপিতা হইতে উৎপত্তি লাভপূর্ব্বক যথাবিধি সাবিত্র্য সংস্কার হইলে, আচার্য্য পিতা ও গায়ত্রী মাতা হইতে জাত হওয়ায় দ্বিতীয় জন্ম। আর দ্বিজ দীক্ষিত অবস্থায় ভগবৎসেবায় অধিকার পাইলে, গুরু পিতা ও মন্ত্রদীক্ষা মাতা হইতে তৃতীয় জন্ম। এইরূপে অধিরোহ-মার্গে প্রথমে শারীর জন্ম, দ্বিতীয় মানস ও তৃতীয় অনুষ্ঠানিক জন্ম এই ত্রিবিধ জন্ম পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই ত্রিবিধ জন্মকে যথাক্রমে শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্ম বলিয়াছেন—"কিং জন্মভিস্ত্রিভি র্বেহ শৌক্র-সাবিত্র্যযাজ্ঞিকৈঃ।" "ধিগ্ জন্মনস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাং" (১০।৩১)—শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন "ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্র্যং দৈক্ষ্য-মিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। শুক্রসম্বন্ধি জন্ম বিশুদ্ধ-মাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ। সাবিত্র্যমুপনয়নেন যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া।" বিশুদ্ধ মাতাপিতাজাত বলিতে "ব্রাহ্মণাদ্-ব্রাহ্মণ্যাং জাতঃ" ইহাই বুঝায়। ব্রহ্মা হইতে যিনি স্বীয় বংশপ্রণালী অবিচ্ছেদে দশসংস্কারকৃৎ পিতৃ-পুরুষগণের নির্দ্দেশ করিতে পারেন, আর বংশে কুত্রাপি অসবর্ণ বিবাহ হয় নাই বা প্রত্যেক গর্ভাধানকালে তদুপযোগী সংস্কার অব্যাহত হইয়া আসিতেছে ইহাও নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তিনিই শৌক্র ব্রাহ্মণ। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" এই শ্রুতিবচন বা "গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপ-নয়নম্" এ স্মৃতিবচন-নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিতে এইরূপ শৌক্র ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেবল যাঁহারা কয়েক-পুরুষ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগের

সন্তানবর্গকে লক্ষ্য করে না, অথবা যাঁহাদের কুলে অসবর্ণ বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল, অথবা যাহাদের বংশে একটী মাত্র গর্ভাধান বা অন্য সংস্কার অসিদ্ধ বা অসম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগকেও লক্ষ্য করে না। "কয়েক পুরুষ ব্রাহ্মণ" অর্থে যাহারা অন্তবর্ণোদ্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ও বেদানুগ শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে বৃত্ত-ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যেমন ক্ষত্রিয় গর্গের পুত্র শিনি হইতে গার্গ্য ব্রাহ্মণগণ, মুদগল রাজহইতে মৌদগল্য ব্রাহ্মণগণ, উর্ব্বশী-গর্ভজাত মিত্র-তনয় মহর্ষি বশিষ্ঠ হইতে বাশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, এরূপ অসংখ্য বংশ বিদ্যমান—তাঁহারা বিশুদ্ধ শৌক্র ব্রাহ্মণ না হইলেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের মূল ভিত্তি বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা যতদিন অটুট থাকিবে, ততদিন তাঁহাদের ব্রাহ্মণোচিত সম্মান অব্যাহত থাকিবে। যদি কোন শৌক্রব্রাহ্মণ বা বৃত্ত-ব্রাহ্মণের অধস্তনগণ ব্রাহ্মণের লক্ষণোপেত না হন, তবে তাঁহারা উভয়েই সমভাবে পতিত। মহাভারত বন পর্ব্ব ২১৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, "ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু। দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ॥" এ সকল শাস্ত্র-নির্দেশানুসারে কলিকালে নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ শৌক্র ব্রাহ্মণ কাহারা ও কাহারা নহে, ইহার নির্ণয় নাই। সুতরাং অধিরোহপাদ-বিচারে যথার্থ দ্বিজ ও ত্রিজের পরিচয় একান্ত দুর্ল্লভ। কিন্তু যাহারা-বেদানুগ আগমাশ্রয় করিয়া অবরোহ বা অবতার মার্গে গুরুপরম্পরাগত প্রণালীতে অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা আগমোক্ত উপায়ে সংস্কার-লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন। কলিকালে তদ্ভিন্ন শুদ্ধত্বের আর কোন উপায় নাই। "অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥" সুতরাং সকল ব্রাহ্মণেরই এখন সাত্বত আগম, তন্ত্র বা পঞ্চরাত্র-বিধি অনুসারেই ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, অন্যথা নহে; যেহেতু শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন যে কলিজাত ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ—শৌক্র-পারম্পর্য্যের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না, অতএব তাঁহার অশুদ্ধ অবস্থায় শ্রৌত-বিধি অনুসারে সাবিত্র্য সংস্কার হইতেই পারে না, তিনি দ্বিজই হইতে পারেন না, ত্রিজ ত' দূরের কথা। বেদানুগ সাত্বত আগম-পন্থায় অশুদ্ধ অবস্থাতেই দীক্ষাদ্বারা শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, অন্য উপায়ে শুদ্ধির ব্যবস্থা হইতেই পারে না। যিনি যে কুলেই জাত হইয়া থাকুন না কেন, তথা-কথিত ব্রাহ্মণ-বংশোৎপন্ন বা অবরকুলোৎপন্ন ব্যক্তিকে শুদ্ধ হইতে হইলে কলিতে প্রথমে বৈদিক পঞ্চরাত্রোক্ত বিধি অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্বের অধিকার সংগ্রহ-পূর্ব্বক সাবিত্র্য সংস্কারের চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন, "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং।" নরমাত্রেরই যথার্থ বৈদিক পঞ্চরাত্রোক্ত বিধিমতে বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ হইলে দ্বিজত্ব সাধিত হয় ও তখনই তদুচিত উপনয়ন-সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়ে। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ নিত্যশুদ্ধ পরমহংসগণ বর্ণাশ্রমাতীতত্ব—তাঁহাদিগকে আর নূতন করিয়া করিয়া শুদ্ধ হইতে হয় না; সুতরাং তাঁহারা উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ নাও করিতে পারেন। তা' বলিয়া তাঁহাদের ত্রিজত্বের অভাব নাই। তাঁহারা ব্রাহ্মণের গুরু—ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের দাস। তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রাহ্মণাবর—এরূপ বলিলে বৈষ্ণবাচার্য্য বিপ্রবরকে শূদ্রবুদ্ধিকারীর ন্যায় অনন্ত নিরয়বাসই প্রাপ্যফল হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বে 'হংস' বলিয়া একবর্ণ ছিল, পরে গুণবৃত্তিবিচারে চতুর্ব্বর্ণবিধান চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট

হইয়াছে,—প্রথমে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্ট হয় নাই। অবশ্য চাতুর্ব্বর্ণ্য ও চতুর্ব্বর্ণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুধীগণ এ কথা ভাল করিয়া বিচার করিবেন। ঐ ভাবে চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তনের পর বিশুদ্ধভাবে পিতা হইতে পুত্রে বর্ণ সঞ্চারিত হইবারও প্রণালী স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইহারই নাম শৌক্রবর্ণ। কিন্তু শৌক্র প্রণালীই বর্ণনির্ণয়ের একমাত্র পন্থা নহে—ইহা শাস্ত্রদর্শী প্রত্যেকেই জানেন। তিনি অবশ্যই জানেন যে, ঋষভদেবের একশত পুত্রের মধ্যে একাশী জন ব্রাহ্মণ, নয়জন ক্ষত্রিয় এবং নয়জন বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, গৃৎসমদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণপুত্র ব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপুত্র ছিল, ক্ষত্রিয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি, পুষ্করারুণী ব্রাহ্মণ হ'ন, অজমীঢ়রাজের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ জাত হ'ন; আরও কতশত উদাহরণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীশ্রীরামানুজ-আচার্য্যপ্রভুর গুরু শঠকোপ দাস শূদ্রকুলজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ ছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীল রঘুনন্দনবংশে, শ্রীহরিহোড়বংশ প্রভৃতিতে আজও দ্বিজসংস্কার অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই দীক্ষাবিধান-সিদ্ধ পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা অভিজ্ঞ ব্যক্তি চিরদিন স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

হরিসভা।

(প্রেরিত পত্র)

পূর্ব্ববঙ্গে হরিসভা নামে অনেকগুলি অনুষ্ঠান বিদ্যমান আছে। ইহারা সকলেই পরমার্থ-প্রচারের কেন্দ্রভূমি বলিয়া পরিচয় দেয়। ত্রিপুরা জিলার আশীকাটী গ্রামস্থ শ্রীশ্রীল চিদানন্দ-শ্যামসুন্দর হরিসভা তাহার অন্যতম। বিগত ১২ই মাঘ হইতে ২৩শে মাঘ পর্য্যন্ত উহার দশমবার্ষিক উৎসব-কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে। উৎসবাঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তির সময়োচিত সেবা, নারদীয় ও বৈয়াসকি কীর্ত্তনমুখে শ্রীভগবন্নামগুণাদির বিস্তার, শুদ্ধভক্তিরূপ আত্মার নিত্যধর্ম্ম প্রচার ও মহামহোৎসব প্রভৃতি কার্য্যে কতিপয় দিবস মহানন্দে অতিবাহিত করা হইয়াছে। কিঞ্চিৎ তত্ত্ববিচারকল্পে মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় আলোচ্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই বিষয় আলোচনার জন্য একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। বলা বাহুল্য, এ অঞ্চলে শুদ্ধভক্তির কথা অতি অল্পই শ্রুত হয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাময় অক্ষজ বিচারে পারমার্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে যাওয়াই যেন আধুনিক তত্ত্বচিন্তার প্রকৃতিগত লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরমার্থচিন্তায় এতদূর অবসন্নতা ও অবাস্থ্য উপস্থিত হইয়াছে যে, প্রকৃত সত্য বা তত্ত্বনামে সম্ভটী কোথায় পড়িয়া রহিল সেদিকে দৃক্‌পাত করিবার প্রবৃত্তি বা অবসর যেন কাহারও নাই, অথচ ধর্ম্মপ্রচারের ঘটা চাকচিক্যময় বাক্যবিন্যাসের মধ্য দিয়া প্রতি হরিসভাতেই জীবন্তমূর্ত্তিতে নিত্য বিরাজমান! বেদবাণীতে পূর্ণ অনাস্থা স্থাপনপূর্ব্বক প্রমত্ত মনের অভিনব কল্পনা-বলে যাহা অনায়াসে ধর্ম্ম বলিয়া মিলিয়া যাইতেছে—তথাকথিত ধর্ম্মনামে যে ব্যাপারের সহিত ইন্দ্রিয়তোষণ-ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা সুযোগ আছে—তাহাই পরম আদরে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতেছে! অনিত্য ধর্ম্মের ছলনায় আমরা চিন্তাহীন গতানুগতিক হইয়া পরমার্থ হারাইতে বসিয়াছি—ফলে বহির্ম্মুখজন

পুর্থাতনয়ের কার্যাভার অযথা বৃদ্ধি পাইতেছে! অত্রত্য হরিসভাগুলির শুভানুধ্যায়ী মাত্রেই সত্যের অনুরোধে অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, তাঁহারা বিবর্ত্তবাদের মহাঘূর্ণিতে পড়িয়া নিকলচিত্তে অনিত্য মনোধর্ম্মকে নিত্য আত্মধর্ম্মের স্থলাভিষিক্ত করিয়া কেবল নশ্বরেরই চর্চ্চা করিয়া চলিয়াছি মাত্র—সত্যের সন্ধান এখনও বহু দূরে। যাহা হউক, মনোধর্ম্ম বা নিরীশ্বরতার প্রাবল্যে আত্মধর্ম্ম বা ঈশ্বরতা লাভ-স্পৃহা ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া শ্রীহরিসভা ধর্ম্মদ্বয়ের স্বরূপ—একের মালিন্য, অপরের ঔজ্জ্বল্য—প্রদর্শন-মানসে একটু চেষ্টার আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে কতিপয় আত্মধর্ম্মীর শুভাগমনে সভার উদ্দেশ্য অনেকটা সাধিত হইয়াছে। সমাগত শুদ্ধভক্তমূর্ত্তিগণের নাম শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ দাসাধিকারী বি, এ, ও শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী। শ্রীযুক্ত ভক্তিবিজয় মহাশয় সম্মিলনীর আচার্য্যরূপে বৃত হন। সভার অন্যান্য কার্য্যের অবসানে তিনি প্রায় চারিঘণ্টা কাল বেদবাক্য-অবলম্বনে স্বীয় স্বভাবসুলভ চিত্তা-কর্ষিণী ভাষায় মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ—মানবের মন নিত্যপরিবর্ত্তনশীল—মনটী মুহূর্ত্তে মরে, আবার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জন্মায়—সুতরাং উহার ধর্ম্মও অনিত্য, দুঃখদ—ভোগপিপাসাসঙ্কুল জ্ঞান ও কর্ম্ম-চেষ্টাময়, পক্ষান্তরে আত্মা বা জীব নিত্যস্থিতিশীল, সুতরাং তাহার ধর্ম্মও নিত্য, চির-আনন্দপ্রদ—শ্রীভগবানে ভক্তি বা সেবাময়। তাঁহার ভাব ও ভাষায় সমুপস্থিত জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সুদীর্ঘকাল শ্রবণানন্দে বিভোর ছিলেন। সভাভঙ্গের পর অনেকেই বলিলেন, অনেক নূতন কথা শুনিলাম—আবার কেহ কেহ বা Alexander and the Robber এর গল্পে দিগ্বিজয়ীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন Let me reflect ("আচ্ছা, ভাবিয়া দেখা যাউক")। এখন দীর্ঘকালের পাকা সংস্কারের পাষাণে আঘাত করিয়া ভক্তমুখের কথা-কয়টীর কি গতি হয়, শ্রীগৌরহরিই জানেন!

ভবঘুরের উক্তি।

ভায়া হে, মঠে তোমরা এই ক'জন মাত্র? দেখ্‌ছি, তোমাদের বারমাসে তের পার্ব্বণ। আজ মায়াপুরে ধামপরিক্রমা, জন্মোৎসব নিয়ে একপক্ষ, কাল পুরুষোত্তম মঠে মাসভোর উৎসব, আর ক'দিন পরেই এই কল্‌কাতায় একমাস ধোরে হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার। তার পরেই ত' ঢাকার মঠে বিরাট ব্যাপার, আরও কতগুলি। এই সেদিন নবদ্বীপ কুলিয়ায় অপরাধভঞ্জনের পাটে তোমরা কত কারখানাই না কল্লে। কিন্তু সাবধান ভায়া, তোমরা যত প্রচার কর্চ্ছ, খল লোকগুলি ততই তোমাদের দুশ্‌মন্ হোয়ে দাঁড়াচ্ছে। দাঁড়াইবেই ত'! তা'দের একচেটে রাজত্বি তোমাদের প্রচারের চোটে লণ্ড ভণ্ড, তারা যে বেশ রাগ কর্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে খলের একটা গল্প বলি;—গল্পটা কথক ভায়াদের কাছে শোনা। 'একজন তার প্রতিবেশীদের বড় হিংসে কর্‌তো। তারা দুবেলা খেয়ে আঁচায়, এ যেন তা'র সহ্য হোত না। সে অনেক ভেবে চিন্তে তপস্যা আরম্ভ কোরে দিলে, শিবের আরাধনা। শিব আশুতোষ, কিছু দিন পরেই তার সাম্‌নে হাজির। 'কি খবর?' 'আজ্ঞে প্রভু, আমায় একটী বর দিতে হ'বে।'

'কি বর ?' 'আজ্ঞে, এই আমার যখনই যা ইচ্ছে হবে, তাই যেন হয়।' 'আচ্ছা তথাস্তু, কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার প্রতিবেশীদের তার দুনো হবে।' আজ্ঞে, তা'হোলে কি হোল, ঠাকুর ?' 'তা বললে কি হবে, আমার কথা নিস্ফল হবে না।' বেচারা ত' নাচার। মনে করলে, 'আমার এক গোলা ধান হোক্।' হোল, আর আর সকলের সঙ্গে সঙ্গে দু'গোলা কোরে ধান হোল। কি মুস্কিল! বেচারা ইচ্ছে করলে—'আমার সব চেয়ে একখানা ভাল বাড়ী হোক্।' তাই হোল, এমন বাড়ী আর সে তল্লাটে ছিল না। কিন্তু হোলে কি হবে? সকলের আবার তেমনি দু'খানা কোরে হয়ে গেল। এ ত' কি বিষম দায় হোল দেখ্তে পাই! বেচারার ত' ভারি বিপদ্। তখন তা'র ইচ্ছে হোল, তার একখানি ঘোড়ার গাড়ী হয়। তাও হোল। সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও দু-দুখানি কোরে গাড়ী হোয়ে গেল। তার মনে আর সুখ কিছুতেই হয় না। তার চাই অপরের চেয়ে বেশী, কিন্তু তার হোয়ে যাচ্ছে তাদের চেয়ে কম। সুখ হবে কি কোরে? সুখ ত' আর আমার যা' দরকার তা' আছে—তা'তে নয়! আমার মত আর কারও নাই, তবে ত'? বেচারা ত' নিজের ফুঁ-দেওয়া আগুনে নিজেই জলে পুড়ে মরচে। এমন সময় একবুদ্ধি করল। 'আমার যদি এক চোখ কাণা হয় ত' সকলেরই দু'চোখ কাণা হবে।' এই ভেবে সে তাই চাইলে, 'ঠাকুর যেন আমার এক চোখ থাকে।' ঠাকুর তাই করলে, কিন্তু অপর লোকগুলোর কিছুই হোল না. কেননা তাদের ওর দুনো থাকা চাইত',—ও'র এক চোখ রইল, তাদের দু'চোখ রইল। এই রকমে সে নাস্তা-নাবুদ হোয়ে মরনে মরেই রইল। তার সুখী হওয়া আর হোল না!' তেমনি সব ভায়াদের হোয়ে দাঁড়িয়েছে! তোমরা নাম প্রচার কর্চ্ছ, ধাম প্রচার কর্চ্ছ, তাদের অসহ্য হোয়ে দাঁড়িয়েছে, সবাই জুটে পুটে এক অসৎ লোককে বাবাজী খাড়া কোরে তাকে নতুন নবদ্বীপ খুঁড়তে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাতে তোমাদের প্রচারের ব্যাঘাত না হোয়ে আরও বেশী সুবিধেই হোয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন কংস জরাসন্ধ থেকে কৃষ্ণলীলার পুষ্টি হোয়েছে, না? এও তেমনি। একটা আধটা অসুর দাঁড়ান চাই বৈকি? তোমাদের পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে দু' একবছর ৩০।৪০ টা লোক নিয়ে নাকি পরিক্রমার মতও কোরেছে শুনতে পাই, তারই মধ্যে সে বছর কি শয়তানির জন্যে, বেলপুকুর বোলে যে এক ব্রাহ্মণসমাজের বর্দ্ধিষ্ট গণ্ডগ্রাম আছে, সেখানে মার খেয়ে এল। এদিকে তোমাদের পবিত্র বাবাজী মহাত্ম সন্নিসীর সঙ্গে সঙ্গে হাজার দেড় হাজার লোকে নির্ব্বিঘ্নে বেশ ন'দিন কোরে ফি বছর পরিক্রমা কোরে আস্‌ছে। আর যাত্রীদের ঐ ন'দিন খাওয়া, থাকা, নদীপার—এই সবের খরচের জন্যে তোমাদের বিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার পক্ষ থেকে চারদিকে দাতা ভক্ত লোকেদের কাছে চাল, দাল, আলু, টাকা ভিক্ষা কোরে আনা হয় দেখে সেও একটা পরিক্রমার ছল কোরে, কি খানিকটা মাটী খুঁড়ে রামসীতার মন্দির বার করবার ছলে বিশ পঁচিশ টাকা খরচ কোরে অনভিজ্ঞ লোকগুলিকে ঠকিয়ে দিব্বি মজা কোরে খাচ্ছে দাচ্ছে, আর তিন্ তিনটে পরস্ত্রী পুষ্‌ছে। পরিচয়ে তারা তার কেউ নয়। লোকের কাছে 'আমি খুব ভক্ত, আমি এক শুদ্ধ বাবাজী' পরিচয় দিয়ে যাঁরা দুনিয়ার বুদ্ধি ধর্ত্তেন তাঁদেরও ওপর চতুরালি করছে। বা—বাজী দুনিয়ার চালাকিটা ধরে ভাল। কিন্তু যে সব লোক তা'তে ভোলেন তাঁরা ভক্ত-অভক্ত বিচারের প্রণালীই জানেন না।

যাই হোক্ ভাই, জোনাকি দেখে আগুনের ভয় লোক কতক্ষণ করে? জোনাকির নাজে আলোর কথা পিগ্‌গিরই লোকে টের পেয়ে যায়। এও তাই, যাঁরা দু'একবার লোকটার কাছে ঠোকেছেন, তার এলাকার জমিটমি নিয়ে ঘর তৈরি পর্য্যন্ত করেছিলেন, তাঁদের কারও কারও লেখা চিঠি পর্য্যন্ত আমার কাছে আছে, দরকার মনে কর ত, এনে দেখাব—কি ভয়ঙ্কর, কি শয়তানির কথা তাঁরা সাধারণে প্রচার কর্ত্তে তৈরি হোয়েছেন! দেখ ভায়া, তোমাদের কাছে শুনি, বাবাজীর মত সম্মানের কথা আর নাই—সংসারের ভোগ ছেড়ে যিনি কেবল হরিভজনেই মত্ত, তিনিই বাবাজী। পোষাকে ত' বাবাজী হয় না! কিন্তু বাবাজীর পোষাকে এই রকম সব ভণ্ডদের জন্তে বাবাজী নামের, বাবাজীর বেষের আর কদর নাই, বাবাজীর চেহারা দেখ্‌লেই তাই নব্যদল যাতাজীর খবর নেয়। আর একদিকে তোমাদের কাগজ পোড়ে কি মঠে দু' একদিন এসে যাঁরা বাবাজীর সম্মান জেনেছেন, তাঁদের কেউ কেউ বাবাজী দেখ্‌লেই গোলে যান—তার ওপর ম্যাপ ক্যাপ দেখ্‌লে ত' আর কথাই নেই, বলেন—এসব মহাপুরুষ। ব্যবসাক্ষেত্রে কত লোক চালাচ্চেন. লোক দেখে মনের কথা ধোয়ে কাজ হাঁসিল করেছে, আর তাঁদের সব বুদ্ধি হত হয় ঐ ভণ্ড বাবাজীদের ফাঁদে। ভায়া হে, দুনিয়ার বুদ্ধি ঐ রকমই, দুনিয়ার বুদ্ধিটাই আসল কাজের বেলা বোকামী। ভায়া হে, আমার যেটুকু দুনিয়ার বুদ্ধি আছে, সেটুকু নষ্ট কোরে তোমা-দের ঐ বোকামি যদি আমাকে শেখাতে পার 'ত' তোরে যাই। রাগ কোরনা, দাদা, না তোমরাই বা রাগ কর্‌বে কেন—দুনিয়ার চালাক লোকগুলা তোমাদের বোকা মনে করে। মনে করে,—'এঁরা সংসারের বিয়ে-থা পয়সাকড়ি নাম-যশ এসব ছেড়ে অনর্থক কি কর্চ্চেন, কে জানে! এঁদের আমাদের মত বুদ্ধি পাকা নয়, বেশ গুছিয়ে ঘর সংসার কর্‌বার ক্ষমতা নেই, লেখাপড়া শিখ্‌লে কি হ'বে—ক্ষমতার অভাবেই এরা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্নিসী হোয়ে যায়। আমাদের খুব ক্ষমতা, তাই আমরা জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, বড় ব্যবসাদার, জমিদার, ডাক্তার, উকীল।' কিন্তু আমি বুঝিছি, দুনিয়ার কাজে তোমাদের মত হোয়ে আসল কাজ হরিভজন করাটাই যথার্থ চতুরালী; কিন্তু ভাই, কি করি, দুনিয়ার বুদ্ধি ত' ছাড়্‌ছেনা। সেই ভালুকে ধরা লোকটা যেমন বলেছিল না—'আমি ত' ছাড়্‌ছি, কম্বল (ভালুক) আমাকে ছাড়্‌ছে না'—আমারও ঠিক সেই গতি। আমি দুনিয়ার বুদ্ধি ছেড়ে হরি-প্রেমে মাতোয়ারা—পাগল হোতে চাই, কিন্তু সংসারের বুদ্ধি ত' আমায় ছাড়্‌ছে না! ভায়া হে, তোমরা একটু বোলে কোয়ে যদি ঠাকুর মশায়ের দয়া চেয়ে দিতে পার, তবেই আশা, নইলে ভাই, আবার বলি, আমি যে ভবঘুরে, সেই ভবঘুরে!

প্রচার-প্রসঙ্গ।

শ্রীরামপুর হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী মহাশয় ২০।২।২৩ তারিখে লিখিয়াছেন:—

"* * * 'গৌড়ীয়' পত্রখানির সমধিক প্রচার কামনা করি। উহাতে জাতিবর্ণ-বিষয়ক তত্ত্ব অতীব মনোরম হইতেছে। প্রচারকগণ দেশের অশেষ কল্যাণ করিতেছেন।"

বিগত ধামপরিক্রমা-উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামিদ্বয় রাঢ়দেশে বহুস্থানে গান, বক্তৃতা ও ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুদ্ধহরিকথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারফলে রাঢ়দেশের বহু লোক এবার পরিক্রমায় যোগদান করিয়া জীবন নয়ন সার্থক করিয়াছিলেন।

উক্ত সন্ন্যাসিদ্বয় ব্যতীত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বনচারী ও হরিদাস বনচারীপ্রমুখ বানপ্রস্থগণ এবং শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারীপ্রমুখ গুরুসেবাব্রত ব্রহ্মচারিগণ পরিক্রমার আনুকূল্যসংগ্রহের জন্য প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া ধামসহ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদের সেবা-প্রচেষ্টা ও গুরুসেবা সত্য সত্যই আদর্শস্থল।

পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস সীমন্তদ্বীপের অন্তর্গত বেলপুকুরে অবস্থানকালে অপরাহ্ণে বাজারে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের চেষ্টায় একটী নাতিবৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীমদ্ তীর্থ ও ভারতী স্বামিদ্বয় ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় মহোদয়গণ শ্রীধাম ও নববিধা ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপিত শ্রীরাধাগোবিন্দকে পুরোদেশে রাখিয়া কোলদ্বীপ পরিক্রমা হয়। সেই দিন সন্ধ্যাকালে স্থানীয় পোড়ামা-তলায় একটী বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে স্বামিদ্বয় হরিভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঋতুদ্বীপান্তর্গত চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটি গ্রামে শ্রীগৌরগদাধর শ্রীবিগ্রহদ্বয় নববেশে নবনির্ম্মিত মন্দিরে অর্চ্চিত হইতেছেন। মন্দিররক্ষক শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অকৃত্রিম সেবাপ্রচেষ্টা ও অর্থসাহায্য এবং বিরক্ত শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদদাস বাবাজী মহারাজের সুনিপুণ তত্ত্বাবধানফলেই এত শীঘ্র তাহা সম্পাদিত হইয়াছে। পরিক্রমা উপলক্ষে শ্রীপাদ ভারতীস্বামী মহারাজের অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরস্বরে বক্তৃতাফলে শ্রীমন্দির-সাহায্য বাবদ উপস্থিত যাত্রিগণ ১২০৲ সাহায্য প্রদান করিয়া ব্রহ্মচারিমহাশয়কে ঋণভার হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত করেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীপাদ সন্ন্যাসিদ্বয়, ভক্তিবিজয়, ক্ষীরোদ বাবু ও গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ মহাশয় হরিভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গৌড়ীয়ের অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বভাবসুলভ মনোহর সুরে একটী শরণাগতিবিষয়ক গান করেন।

মামগাছীতে গত বৎসরের ন্যায় পরলোকগত নকুলেশ্বর সাহার নির্জ্জন বাড়ীতে প্রসাদ-সেবার ব্যবস্থা হয়। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা একটী নাতিবৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামিদ্বয় ও ভক্তিবিজয় গৃহ ও ধামসেবা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

উৎসবান্তে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" রীতি অনুসারে গোলোকগত শ্রীল প্রিয়দাস বাবাজীর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ-সমাপ্তি উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য মঠে তদীয় বিরহ-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্ম-মহোৎসব।

গত ১০ই ফাল্গুন হইতে ১৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত নয়দিবসকাল সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সুদূর আসামের উত্তর-সীমা হইতে উৎকলদেশের দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিরাট ভূভাগের স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে শত শত অধিবাসী নয়নে দারুণ দর্শন- কর্ণে আকুল শ্রবণ-লালসা এবং প্রাণে গভীর সাধুসঙ্গ-বাসনা লইয়া, আবেগ-পুলক-বিহ্বলহৃদয়ে এই বিরাট পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। বাস্তবিকই গৌরজন-সঙ্গে, গৌরকথা-প্রসঙ্গে, গৌরনাম-কীর্ত্তনে, গৌর-ধামের রজে একবার গড়াগড়ি দিয়া জীবন নয়ন সার্থক করিবার মত প্রলোভনীয় বস্তু বুঝি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পক্ষে আর কিছুই নাই! পরিক্রমার সেই অদ্ভুত নয়না-ভিরাম দৃশ্য যে কিরূপ, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। গজরাজ-পৃষ্ঠোপরি বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল মূর্ত্তি, পশ্চাতে বিরাট সঙ্কীর্ত্তনসম্প্রদায়ে শত শত মিলিত কণ্ঠোত্থিত ব্যোম-বিদারী সুগম্ভীর হরিনাম-রোল, তৎসহ বহু মৃদঙ্গ ও করতালের যুগপৎ বাদ্যধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের বিচিত্র ভঙ্গিমাযুক্ত নৃত্য, আর শত শত উর্দ্ধপ্রসারিত করধৃত গুরুবৈষ্ণববর্গের নামাঙ্কিত সুচারু পতাকারাজি —সমাগত জনসঙ্ঘের হৃদয়ে কি যে অপূর্ব্ব ভাব-ধারা ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপর সাধারণের ধারণার অতীত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হায়, এমন সাক্ষাৎ কৃষ্ণরসতিস্থল বৈকুণ্ঠ-পরিক্রমণ ছাড়িয়া—ভক্তরাজ অম্বরীষের ন্যায় "পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পদানুসর্পণে" অর্থাৎ স্বীয় পদদ্বয় শ্রীহরির ক্ষেত্রানুগমনে নিযুক্ত না করিয়া যাহারা ভোক্তা সাজিয়া বিষয় বা গৃহের চতুঃপার্শ্বে পরিক্রমণ করিতে ব্যস্ত হইয়া ছুটে, তাহাদিগের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্ম-ভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ" অর্থাৎ যে সকল মানব শ্রীহরির ক্ষেত্র বা ধামসমূহ অনুগমন অর্থাৎ পরিক্রমণ করে না, তাহাদিগের পদদ্বয়ে স্থাবর বৃক্ষের ন্যায় চেতনধর্ম্মের বিকাশ না হওয়ায় অচিৎভোগহেতু আচ্ছাদিত-চেতন হইয়া স্বীয় [illegible]াগোরই সাক্ষ্য প্রদান করে মাত্র! পক্ষান্তরে, যাহারা বহুজন্মের সুকৃতিফলে শ্রীধাম পরিক্রমণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও শাস্ত্র বলেন—"সংসার-মরুকান্তার-নিস্তারকরণক্ষমৌ। শ্লাঘ্যৌ তাবেব চরণৌ যৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ॥" অর্থাৎ যে পদদ্বয় হরির তীর্থে গমন করে, তাহারা জীবকে সংসার-মরুর ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ, সেই পদদ্বয় বহন করার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

বস্তুতঃ সঙ্কীর্ত্তনমুখে এই শ্রীধামপরিক্রমা এক মহাযজ্ঞবিশেষ। বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্য নিত্য গৌরদাসগণ এই মহাযজ্ঞের হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা, শ্রীগৌরানুরাগই এই যজ্ঞের হুতাশন, বিষয়-সম্ভোগরূপ গৃহবাস-কামই ইহার বলি, গৌরজনসঙ্গই ইহার হব্য, গৌরের আচরিত ও প্রচারিত পরম সত্যের সঙ্কীর্ত্তনই ইহার মন্ত্র, প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাই এই যজ্ঞের সমিধ, আর আত্ম-সমর্পণই ইহার একমাত্র দক্ষিণা। নিত্যকাল এই যজ্ঞের ঋত্বিক্‌গণ স্বীয় গৌরানুরাগরূপ দিব্য সম্বন্ধ-জ্ঞানানলশিখা প্রজ্জ্বালিত করিয়া অনন্তমুখে সঞ্চারিত রাখেন। সেই পূত হোমানলশিখার সংস্পর্শে গৌরসেবা-বিমুখ দুর্ভাগ্য জীবগণের হৃদয়ের জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত পুঞ্জীভূত কল্মষকৈতবমলরাশি বিধৌত ও নীরাজিত

হইলেই তাঁহারা সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া অনর্থ-নিবৃত্তিক্রমে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুক্ষণ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি দ্বারা গৌরসুন্দরের পূজা করিতে ব্যস্ত হয়। এই দুর্লভ সুযোগ প্রদান করিবার নিমিত্তই—অচিৎ বিষয়-সম্ভোগে সুপ্তচেতন জীবগণকে সেই গৌর ও গৌরনিজজন বৈষ্ণব ঠাকুরের প্রসাদ বিতরণ করিবার জন্যই—প্রতিবর্ষে ভিক্ষাবৃত্তি-সম্বল, অনিকেত নিষ্কিঞ্চন গৌরদাসগণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানবাসী আপামর সর্ব্ব-সাধারণকে এই গৌরধাম পরিক্রমার এরূপ সনির্ব্বন্ধ আহ্বান করেন। স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার একাধারে অপূর্ব্ব সম্মিলন তাঁহাদের এই অক্রম হরিসেবা-কার্য্যেই একমাত্র দৃষ্ট হয়।

এই পরিক্রমা-ব্যাপারে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বিটু প্রমুখ বেলপুকুরবাসী ভদ্রসন্তানগণ দ্বিতীয় দিবসে যাত্রিগণের প্রসাদ সেবার ব্যয়ভার বহন করিয়া, মহেশগঞ্জ ষ্টেটের সুযোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অতিথি-বৎসল শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয়ের সৌজন্য ও আতিথ্যে, বর্দ্ধমান কাইগ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার ধর্ম্ম-প্রাণ শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ বসু মহাশয় তাঁহার বৃহৎকায় হস্তীটাকে ঠাকুরের পরিক্রমা-কার্য্যে প্রদান ও নানা-ভাবে সাহায্য করায়, ঝাউগাছির ধার্ম্মিক জমিদার শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা মহাশয়ের সুযোগ্য তনয় অমায়িক উদারহৃদয় যুবক শ্রীমান্ ভোলানাথ সাহা মহাশয়ের যত্নে ও সৌজন্যে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা তাঁহাদিগকে, এবং অন্যান্য যে যে সব মহাত্মা অর্থ তণ্ডুল, আলু প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা এই ভগবদ্ধাম-পরি-ক্রমা কার্য্যে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেকেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ করুক—শ্রীগৌর-ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

পরিশেষে দুইটী দুঃখের কথা উল্লেখ না করিয়া পরিক্রমার কথা শেষ করিতে পারিলাম না। পরিক্রমাকালে বহুদূর হইতে সমাগত যাত্রিগণের সংখ্যাবাহুল্যহেতু স্থায়ী আশ্রয়াভাবে এবার বড়ই ক্লেশ হইয়াছে। এখনও মধ্য, জহ্নু ও রুদ্রদ্বীপে ছত্রনির্ম্মাণ বাকী আছে।

আমরা সহৃদয় গৌরভক্ত ধনিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

আর একটী গভীর পরিতাপের, কেবল পরিতাপ নয়, সমগ্র বঙ্গবাসীর পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর বিষয় এই যে, যিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজকর্ত্তৃক অদ্যাপি শ্রীবেদব্যাসরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন, বঙ্গভাষার পয়ার ছন্দে শ্রীগৌর-লীলার আদি প্রামাণিক মহাকাব্য-প্রণেতা সেই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্মভূমি আজ অনাদৃত ও অবহেলিত হইয়া জনবিহীন হইয়া ব্যালব্যাঘ্র-শ্বাপদের সচ্ছন্দ ক্রীড়াস্থলে পরিণত! আর যিনি কৃষ্ণবিমুখ জীবকুলের দুর্গতি-দর্শনে অতি কাতর-কণ্ঠে প্রভু গৌরসুন্দরের নিকট চরাচর বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীর সমস্ত পাপ গ্রহণ করিয়া নিজের অনন্তনিরয়বাস ও তাহাদের সকলের উদ্ধার কামনা করিয়াছিলেন, সৃষ্টির ইতিহাসে অদ্যাবধি যাঁহার জীবহিতৈষিণার তুলনা নিতান্ত বিরল, সেই শ্রীল বাসুদেব দত্তঠাকুরের অর্চ্চিত শ্রীমূর্ত্তিও আজ সেবার অভাবে আমাদিগেরই ভগবদ্বৈমুখ্যের সাক্ষ্যরূপে দণ্ডায়মান! যে কাল পর্য্যন্ত না তাঁহাদের সেবার ঔজ্জ্বল্য সাধিত হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীর লজ্জা রাখিবার আর স্থান নাই। গৌরভক্ত-পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষ বিত্তশালিগণ বিত্তশাঠ্য ছাড়িয়া দিয়া এদিকে একবার নয়ন উন্মীলন করিবেন কি?

এইরূপে নয়দিবসকাল নবদ্বীপ-পরিক্রমার পর ১৯শে ফাল্গুন হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব পরম সমারোহে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আদর্শ গুরুদাস শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভাগবতরত্ন মহোদয়ের অতুলনীয় অধ্যক্ষতা ও সম্পাদন-নৈপুণ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অধিকতরসংখ্যক লোক এবার নির্বিঘ্নে মহাপ্রসাদ-সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় দীর্ঘ দ্বাদশ দিবস ব্যাপী মহোৎসবে কোন দিনই কোন যাত্রীরই শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার অসুখ বা অসাচ্ছন্দ্য-বোধ হয় নাই।

শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার

দ্বাত্রিংশৎ সাধারণ অধিবেশন।

বিগত ১লা বিষ্ণু ৪৩৭ ২০শে ফাল্গুন ১৩২৯ রবিবার সন্ধ্যা ৬৷৹ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীমায়াপুর যোগপীঠের নাট মন্দিরে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভার দ্বাত্রিংশৎ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়।

উপস্থিত

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ

১। ত্রিদণ্ডী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ স্বামী
২। „ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামী
৩। শ্রীযুক্ত আচার্য্যত্রিক কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
৪। „ আচার্য্য পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন
৫। „ মুকুন্দবিনোদ দাস বাবাজী মহারাজ
৬। „ নরহরিদাস ব্রহ্মচারী
৭। „ অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয়
৮। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ
৯। „ নিমানন্দ দাস অধিকারী বি, এ,
১০। „ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ
১১। „ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ
১২। „ হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ,
১৩। „ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি
১৪। „ বিষ্ণুদাস অধিকারী ভক্তিসিন্ধু
১৫। „ হরিদাস বনচারী
১৬। „ শ্রীনাথদাস বনচারী
১৭। „ অনন্তবাসুদেব দাস ব্রহ্মচারী বি এ
১৮। „ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী
১৯। „ চন্দ্রনাথ গাঙ্গুল
২০। „ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী
২১। „ রাধাবল্লভ দাস বনচারী
২২। „ ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ
২৩। „ বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম
২৪। „ হরিবিনোদ দাস অধিকারী
২৫। „ আচার্য্যদাস শঙ্করাত্রাচার্য্য
২৬। „ পিয়ারীমোহনদাস ব্রহ্মচারী
২৭। „ মদনমোহনদাস অধিকারী
২৮। „ নিত্যানন্দ দাস অধিকারী
২৯। „ যজ্ঞেশ্বরদাস অধিকারী
৩০। „ জনার্দ্দনদাস অধিকারী
৩১। „ নেপালচন্দ্র দত্ত
৩২। „ মতিলাল ঘোষ
৩৩। „ রাজেন্দ্রনাথ বসু
৩৪। „ ভুজঙ্গভূষণ মিত্র
৩৫। „ করুণাকর ব্রহ্মচারী
৩৬। „ কলিবৈরিদাস অধিকারী প্রভৃতি বহু ভক্ত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীপাদের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি এল্, মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে নিম্নলিখিত ভক্তগণ শ্রীসভার সভ্য হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাদিগকে নূতন সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হউক—

১। শ্রীযুত নিমানন্দ দাস অধিকারী বি এ গোয়ালপাড়া (আসাম)
২। ,, অবিদ্যাহরণ দাস অধিকারী, কলিকাতা
৩। ,, রাজেন্দ্র নাথ বসু, খুলনা
৪। ,, নেপাল চন্দ্র দত্ত খুলনা

অতঃপর শ্রীযুত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বি এ, মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুত ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ স্বামী মহোদয়ের অনুমোদনে এবং শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত স্বধামগত ভক্ত মহোদয়গণের বিরহ জন্য সভা হইতে শোকপ্রকাশ করা হয়—

১। শ্রীবাধারমণদাস অধিকারী
২। শ্রীললিতাপ্রিয়দাস বাবাজী
৩। শ্রীসীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত করুণাকর ব্রহ্মচারী এবং শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে নিম্নলিখিত ভক্তগণকে সভা হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক—

১। শুদ্ধভক্তিপ্রচার ও ভিক্ষা কার্য্যে অমিত যত্নের জন্য শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহাশয় ও শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহাশয়।

২। ভিক্ষা ও সেবাকার্য্যের জন্য শ্রীযুত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত শ্রীনাথদাস বনচারী ও শ্রীযুত হরিদাস বনচারী।

৩। চাঁপাহাটী-শ্রীমন্দির সংস্কারকার্য্যে অমিত যত্নের জন্য শ্রীযুত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুত মুকুন্দবিনোদদাস বাবাজী মহাশয়দ্বয়।

৪। সেবাকার্য্যের জন্য শ্রীযুত গৌরদাস ব্রহ্মচারী।

৫। মঠরক্ষা, মঠ-পরিচালন ও সেবাকার্য্যের সম্পাদন-দক্ষতার জন্য শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়।

৬। গৌড়ীয় পত্রিকার প্রকাশকার্য্যে অমিত যত্ন ও উৎসাহের জন্য শ্রীযুত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বি, এ মহাশয়।

৭। গৌড়ীয় পত্রিকার জন্য অর্থসাহায্য এবং কয়লা-ভিক্ষাকার্য্যে সহায়তার জন্য শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ মহাশয়।

৮। ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে অবৈষ্ণব মত নিরসনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তি-প্রচারকার্য্যের জন্য শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিজয় ও শ্রীযুত সুন্দরানন্দ দাসাধিকারী মহাশয়দ্বয়।

শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা মন্দিরনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয়বহন জন্য শ্রীযুত মদনমোহনদাস অধিকারী মহাশয়।

অনন্তর সভাপতি মহোদয়ের আদেশে শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীধাম পরিক্রমা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিলে পর শ্রীযুত করুণাকর ব্রহ্মচারী মহাশয় বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা ও শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। তদনন্তর শ্রীযুত নিমানন্দদাস অধিকারী বি, এ, মহোদয় প্রচারকার্য্যের প্রণালী-ভেদ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামীপাদ গুরুভক্তি ও গুর্ব্বানুগত্যের আবশ্যকতা এবং গুর্ব্ববজ্ঞা-অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে রাত্রি ১০ঘটিকায় সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩রা চৈত্র, ১৩২৯। ২৯শ সংখ্যা

অবৈধ সাধন।

বিজ্ঞবর রায় অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ সি, ই, মহাশয়ের এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের চারি প্রকার বৈধীভক্তির প্রতিকূল ধারণা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে পঞ্চম অবৈধ বিশ্বাসের প্রতিকূলে কয়েকটী কথা আমরা সকাতরে নিবেদন করিতেছি। গাঙ্গুলী মহাশয় আচার্য্যের মাদক দ্রব্য গ্রহণ, শিষ্যের পাপরাশিকে তাহার জীবিকা জানিয়া আচার্য্য কর্ত্তৃক তাহার অনুমোদন ও পোষণ; শিষ্যের দুশ্চরিত্রতার সাহায্যকরণ ও ভাগবতাদির কদর্থ করিয়া শিষ্যের ইন্দ্রিয়তর্পণ মুখ্য ও গৌণ ভাবে প্রশ্রয় দিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন।

অনেকের ধারণা, সাধু বা আচার্য্য গঞ্জিকা, তামাক প্রভৃতির ধূম্রপান করিয়া একাগ্র ভাবে হরি সাধন করিতে সমর্থ হন, আর কতকগুলির ধারণা, তামাক, গঞ্জিকা প্রভৃতির ধূম্রপান না, করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না,—রসিক ভাবুকদিগের চিত্ত বিনোদন করা যায় না। কৃষক মজুর প্রভৃতি যেরূপ তামাকের ধূম্রপান করিয়া পরিশ্রমের লাঘব করে, ভাগবতের পাঠকেরও মুহুর্মুহু তাদৃশ ধূম্রপান না করিলে মস্তক চালনা অসম্ভব। কিন্তু শাস্ত্র ও গুরুবর্গ বলিয়া থাকেন উহা কদভ্যাস মাত্র। আচার্য্যের আদর্শ, তাঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ অনুগমন করেন, সুতরাং মাদক দ্রব্য ও ধূম্রপানাদি আদর্শ চরিত্র আচার্য্যে সম্ভবপর হয় না। গাঙ্গুলী মহাশয় উহাকে প্রেমের চিহ্ন কি করিয়া বলিতে পারেন, আমরা বুঝিতে পারি না। 'শ্রীকৃষ্ণের' সম্পাদক ক্ষীরোদ বাবু কোন মাদকদ্রব্যেরই পক্ষপাতী নহেন। ক্ষীরোদ বাবুর ন্যায়, এম্ বি, ই, মহাশয় তাম্বূল ও অন্যান্য ধূম্রযাত্রাদি আচার্য্য জীবনে আবশ্যক নহে, স্বীকার করিলেই তাঁহাদের অনেকটা শান্তি আসে। আচার্য্যকে

দেখিয়া মাদকদ্রব্যসেবিগণ নেশা করা ভজনের অঙ্গ বলিয়া চালাইতে থাকে, তাহার ফলে আচার্য্য ও শিষ্যবর্গের অতিরিক্ত ক্রোধ ও অপ্রাকৃত ধর্ম্মে বিশ্বাসচ্যুতি ঘটে। পরমার্থ-বিহীন জনগণই হরিসেবার পরিবর্ত্তে মাদক দ্রব্যের দাস্য করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"মাদক সেবন দ্বারা জগতে যে কত প্রকার অনর্থ হয়, তাহা বলা যায় না। সমস্ত পাপই মাদক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, অহিফেন, তামাক ও গুবাক মাদক দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন মাদক চিত্তকে উগ্র করিয়া স্বাস্থ্য হইতে চ্যুত করে। অহিফেন চিত্তকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া পশুচিত্তের ন্যায় করিয়া ফেলে। তামাক তন্দ্রভয়বর্ত্তী ভাবকে অবলম্বন করাইয়া মানব প্রকৃতিকে জড়ীভূত করতঃ অধীন করিয়া লয়। মাদক সেবন অত্যন্ত ভয়ানক পাপ। মানবগণের উচিত যে, চিকিৎসকের সরল আদেশ ব্যতীত মাদকের নিকটেও না যান।"

আচার্য্য যদি শিষ্যের মুখাপেক্ষী হন, তাহা হইলে সঙ্গপ্রভাবে তিনিও সদাচার ছাড়িয়া দিতে সুযোগ পাইবেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিজে আচরণ করিয়া জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, যে সকল অলৌকিক আচরণ জগৎকে দেখাইয়াছেন, তাহা মূর্খ লোক সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে ভ্রম করিয়াছে মাত্র। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আচরণকে নিজের আচরণ মনে করিয়া যাহারা তাঁহার চরণে অপরাধী হয়, তাহারা আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়ে মাত্র। অকজ্ঞ জ্ঞানে শ্রীনিত্যানন্দ দর্শন করিতে গিয়া রাজস ও তামসী ভাবের আচরণকে হরিভক্তি বলিয়া চালাইতে চা'ন। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ কোন দিন মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অনুগত জনকে নেশাখোর করান নাই, শিষ্যের পাপরাশিকে নিজের জীবিকার উপায় বলিয়া প্রচার করেন নাই। গোস্বামি-যট্‌ক জীবিকার্জ্জনের জন্য শিষ্যের পাপপ্রবৃত্তকে ধর্ম্মের সাধন বলিয়া জানান নাই, পরিবারবর্গের পোষণের জন্য শিষ্যের দুরাচারকে ধর্ম্মের অনুকূল সাধক বলিয়া প্রচার করেন নাই, তবে কেন আজকাল সেইরূপ অবৈধ ধারণা জগতে প্রসারিত হইতেছে? রায় বাহাদুর কি আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া নিজ মত সমর্থন করিতে পারিবেন? যে আচার্য্য মুখ্য ও গৌণ ভাবে অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া শিষ্যের দুষ্কার্য্য স্মৃতিবিহিত বলিয়া ব্যবস্থা দেন, পঞ্চোপাসনারূপ মায়াবাদ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া শিষ্যের মনস্তুষ্টি করেন, ব্যভিচার দোষ দুষ্ট শিষ্যগণ অবৈধ যোষিৎ সঙ্গে প্রমত্ত থাকাকালে তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য উহাও ভক্তির অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিজের পাপ-বৃত্তি প্রভাবে কুকর্ম্ম পরায়ণ হন, তাঁহার এই সকল ব্যবহার কোন সজ্জনসমাজই বহু মানন করিবেন না। তবে কেন গাঙ্গুলী মহাশয় এই শ্রেণীর লোককে আচার্য্য স্থানে স্থাপন করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে রাসলীলা শুনাইবেন? রাসলীলা শ্রবণকারীর যোগ্যতাকে প্রাকৃত লাম্পট্যের সহিত সমান মনে করিয়া সুনীতিপরায়ণ ধার্ম্মিক সম্প্রদায়কে নিত্যকালের জন্য হরিসেবাবিমুখ করা কি শোভনীয়? যাঁহারা ইন্দ্রিয় তর্পণকারী শ্রোতৃবর্গের নিকট রাসলীলার পাঠ অভিনয় প্রদর্শন করেন ও রাসলীলাকে প্রাকৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে জড়েন্দ্রিয় তর্পণে নিযুক্ত

করেন। তাদৃশ কার্য্যের বিনিময়ে অর্জ্জিত অর্থ আচার্য্য পাঠককে কোথায় লইয়া যায়, তাহা কি একবার সরল প্রাণে চিন্তা করিয়াছেন? ধনিগণের ইন্দ্রিয় তোষণকারী ভৃত্যসম্প্রদায়ের অনুগমনে যদি আচার্য্যগণ আপনাদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সাধারণের প্রিয় হইতে পারেন সত্য এবং আপনাদিগকে ঐ প্রকার ঘৃণিত করাইতেও পারেন, কিন্তু তদ্দ্বারা কিরূপ হরিসেবা হইল, গাঙ্গুলী মহাশয় কি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন? তিনি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রতিকূলে যে সকল চেষ্টার পৃষ্ঠপোষণ কার্য্য করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা এই পাঁচটী প্রবন্ধে অনেক কথা তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিয়াছি। শ্রীমধ্বাচার্য্যের শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের বিরুদ্ধে আয়োজন করিতে যাওয়া কোন সাধুহৃদয় ব্যক্তিই অনুমোদন করেন না, তবে কেন গাঙ্গুলী মহাশয় ভক্তিপ্রতি-কূল সভায় প্রাধান্য লইয়াছিলেন, ভক্তিপ্রতিকূল সাময়িক পত্র প্রকাশের ভার লইতেছেন আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কই ক্ষীরোদ বাবু ত' এখন পর্য্যন্ত ভক্তিপ্রতিকূল কার্য্যের অনুমোদন করেন না? তবে, রায় বাহাদুর কেন ভক্তিমান্ পরিচয়ে পরিচিত হইয়া শুদ্ধভক্তির প্রতিকূলে শেষ জীবনে দণ্ডায়মান হইবেন? তাঁহার ত' কোন পার্থিব অভাব নাই। পরমোচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার অধিকতর আভি-জাত্য মর্য্যাদা সংগ্রহ করিবার ত' কিছুই নাই। উচ্চ রাজকর্ম্ম করিয়া তিনি ত' প্রভূত জাগতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি ত' আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন বৈষ্ণবদাস মাত্র নহেন,—তিনি রায় বাহাদুর ও এম, বি, ই। তিনি প্রবীণ ও বিনয় নম্রতাবিভূষিত, সুতরাং তাঁহার বৈষ্ণবজন হিতকর কার্য্যে সমধিক সহানুভূতি আছে, আমরা জানি; তবে ভক্তিপ্রতিকূল সম্প্রদায়কে তিনি কেন সম্মানন করেন, তাহা আমরা জানি না। তাঁহার সাময়িক পত্রখানির বিজ্ঞাপনে যে কথা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি অবরোহ-বাদ বা বিষ্ণুভক্তির সাধন স্বীকার করেন না। প্রবন্ধান্তরে আমরা সেই সকল কথা তাঁহার আলোচনার জন্য সগৌরবে উপস্থাপিত করিব।

বৈজ ব্রাহ্মণ।

মুক্তিকোপনিষদে যে অষ্টোত্তরশত উপনিষদের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে ষট্‌ত্রিংশৎ উপনিষদের নাম ব্রজ সূচিকোপনিষদ্। কথিত আছে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই উপনিষদের একখানা সুবিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ব্রজসূচিকশ্রুতে এরূপ লিখিত আছে—

"তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিৎ আত্মানং অদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মি-ষড়্ভাবেত্যাদি সর্ব্বদোষ রহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পং অশেষ কল্পাধারং অশেষ ভূতান্তর্যা-মিত্বেন বর্ত্তমানং, অন্তর্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতং অখণ্ডা-নন্দ স্বভাবং অপ্রমেয়ং অনুভবৈকবেদ্যং অপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদি দোষ রহিতঃ শমদমাদি সম্পন্নঃ ভাবমাৎসর্য্য তৃষ্ণাশামোহাদি রহিতঃ দম্ভাহঙ্কা-রাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে এবমুক্ত লক্ষণঃ যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহাসানাং অভিপ্রায়ঃ। অন্যথাহি ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধির্নাস্ত্যেব।

অর্থাৎ "জীব, দেহ, জাতি জ্ঞান কর্ম্ম ও ধার্ম্মিক ইহাদের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মণ নহে—এই প্রশ্নে ইহারা কেহই ব্রাহ্মণ নহে প্রমাণীকৃত হইলে, ব্রাহ্মণ কে—তাহা শ্রুতি স্বয়ং নিরূপন করিতেছেন। যে কেহ পরমাত্মাকে অদ্বিতীয় জাতিগুণ ক্রিয়াহীন ষড়ূর্ম্মি, ষড়্ভাব ইত্যাদি সর্ব্বদোষরহিত, সত্যজ্ঞানানন্দ স্বরূপ, স্বয়ং নির্ব্বিকল্প, অশেষ কল্যাধার, অশেষ প্রাণীর অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান, আকাশের ন্যায় অন্তর্ব্বাহ্য অনুস্যূত, অখণ্ড আনন্দ স্বভাব সম্পন্ন, অপ্রমেয়, অনুভবৈক বেদ্য এবং অপরোক্ষ প্রকাশময় জানিয়া করতলস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় সাক্ষাৎ অপরোক্ষীকরণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া কামরাগাদি দোষশূন্য শমদমাদি বিশিষ্ট, ভাব-মাৎসর্য্য তৃষ্ণাশারহিত, এবং দম্ভ অহঙ্কারাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট হইয়া বাস করেন, এরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট যিনি তিনিই ব্রাহ্মণ ইহাই শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস ও পুরাণাদির অভিপ্রায়, অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব, সিদ্ধ হয় না।

এই শ্রুতিবাক্য লঙ্ঘন করিয়া বেদ বিরুদ্ধ মত প্রচারবাসনায় পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজাখ্য সম্প্রদায় তাঁহাদিগের প্রতিনিধি জাতিগোস্বামিদিগের দ্বারা বিগত কার্ত্তিক মাসের ৩০শে তারিখে, ঢাকানগরীতে এক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের পরিচালকগণের প্রতি এই প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু উত্তর শ্রবণ করা দূরে থাক্, তাঁহারা যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ীয় পত্রে কিয়ৎপরিমাণে সমালোচিত হইয়াছে। অনেকে তাহার ধারাবাহিক সমালোচনার প্রার্থনা করা এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জাতি গোস্বামিদিগের প্রশ্ন।

প্রশ্নকর্ত্তা বিষ্ণু ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত সমাজ লাঞ্ছিত কয়েকটা জাতিগোস্বামি; উত্তরদাতা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের ভাগবত ব্রাহ্মণগণ।

অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত ইতি শ্রুতিবাক্যঘটক ব্রাহ্মণপদং কীদৃশার্থকং? গৌণং "একত্রদ্বয়ং" রীত্যা বিভিন্নসংসর্গেণ তপঃ শ্রুতি যোনি বিশিষ্টং বৈজং বা। তত্রাদ্যে সর্ব্বজ্ঞাতিরিক্তানামর্ব্বাগদৃশামতীন্দ্রিয়াণাং শিষ্যান্তর্বর্তিগুণানাং প্রত্যক্ষেণ নিশ্চেতুমশক্যত্বাৎ, অনুমানাত্মক প্রমাণেন চ সন্দিগ্ধ প্রামাণ্যকেন তত্ত্ব-নির্ণয়াসম্ভবাৎ সামগ্র্যাভাবেন শাব্দস্যাপি তথাত্বাৎ সর্ব্বথৈব গুণানামনবধারণাদ্ যোগ্যতানিশ্চয়াভাবেন শাব্দবোধানুপপত্তেস্তদনন্তরং উপনয়ন-প্রবৃত্ত্যা সম্ভবে নানুষ্ঠান লক্ষণাপ্রমাণ্যাপত্তি। দ্বিতীয়ে তপআদীনাং স্বাধ্যায়াধ্যয়নান্তর ভাবি তদনুষ্ঠান সাপেক্ষত্বয়াষ্টমবর্ষে তদসম্ভবে নাযোগ্যত্বাৎ। তৃতীয়েত্বায়াতং মার্গেন।

এই প্রশ্নে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিতে চান যে তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

ভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—চাতুর্ব্বর্ণ্যংময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো যজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥"

এই শ্রীগীতা ও ভাগবত বাক্য জাতি গোস্বামী ও তাঁহাদের প্রতিপালক বিকৃত বর্ণাশ্রমস্থিত স্মার্ত্ত সমাজ বিচার দ্বারা স্বীকার করিতে উন্মুখ নহেন। ইহাদের বিচারের মূল্য কতটুকু, আমরা ক্রমশঃ তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতেছি; কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা বলিতে চাই যে, তাঁহারা শ্রুতির অনুগত স্মৃতি ও পুরাণ মানেন না। সুতরাং শ্রুতির প্রকৃত অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া যে বিশৃঙ্খলতা আবাহন করেন, তাহা উৎপাতের লক্ষণ মাত্র। সামবেদীয় ছান্দোগ্য চতুর্থ প্রপাঠক চতুর্থ খণ্ডে যে উপনয়ন বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অষ্টবর্ষ হইতে ষোড়ষ বর্ষের মধ্যে বালকের উপনয়ন ব্যতীত সার্ব্বকালীন উপনয়নেরই ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। বৈদিক

কর্ম্মিগণ পণ্ডিত সাবিত্রিক ষোড়শবর্ষোত্তীর্ণ বালকের উপনয়ন বিধানে সম্মত নহেন। কিন্তু জ্ঞানী ও উপাসকগণ কর্ম্মীর বিচার পরিহার পূর্ব্বক বেদের কর্ম্মাতিরিক্ত অপর শাখার অনুগমন করেন। পরোক্ষবাদী কর্ম্মিগণ অপরোক্ষ জ্ঞান বা অধোক্ষজ সেবার ধারণা করিতে অসমর্থ সেই জন্য বেদশাস্ত্রকে তাঁহারা নৈষ্কর্ম্ম্য ও অপরোক্ষ বৃত্তির লক্ষ্য বস্তু মনে করিতে পারেন না। তাঁহাদের বৈজ ব্রাহ্মণতাই সম্বল। গীতা বলেন,—'ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্ম সংঙ্গিনাং। বেদাঙ্গ শাস্ত্রকে বেদের সহিত অভিন্নজ্ঞানে ষড়ঙ্গ মধ্যে দুই প্রকার অঙ্গ সাহায্যে অপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকেই বেদপুরুষের সহিত অভিন্নজ্ঞান করেন। বর্ষ প্রভৃতি গণনা ও কালগত ধারণা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অন্তর্গত গৃহ্যাদি সূত্র কল্প শাস্ত্রের অন্তর্গত। বেদের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন কল্প শাস্ত্রের ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের পৃথক ধারা অবস্থিত। একটী নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম শাখা বেদের অসংখ্য শাখার সহিত বিভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। কল্প শাস্ত্রে বাজসনেয় কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রে বসন নিরূপণে কাষায় বস্ত্রের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। বেদের একায়ন শাখায় অপর কল্পশাস্ত্রে বসন-নিরূপণে কাষায় বস্ত্র নিরস্ত হইয়াছে। বেদের এক শাখা অপর শাখাকে গর্হণ করেন না, পরন্তু সম্মানই করিয়া থাকেন। কিন্তু অনভিজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ড রত ব্যক্তিগণ বেদের অন্যান্য শাখাকে মূঢ়তামূলে নিন্দা করিয়া থাকেন। বৈজ প্রথাই ব্রাহ্মণ নিরূপণের একমাত্র প্রথা নহে। কাশ্মীরাগমে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। অপ্যয় দীক্ষিতাদি একায়নাদি শাখার কোন সন্ধান না পাইয়া বৈষ্ণবরাজ যামুনাচার্য্যের প্রতি অবজ্ঞামূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অপ্যয়দীক্ষিত আস্তিক্য বুদ্ধিহীন কুতর্করত পণ্ডিত মাত্র। তিনি বৈদিক ত্রিদণ্ডের বিরোধী ও ভাগবতগণের অব্রাহ্মণতা স্থাপনে যত্নবান হইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। শারীরক ভাষ্যের কল্পতরু পরিমলটীকায় তিনি যে সকল দুরন্ততার পরিচয় দিয়াছেন, বল্লভ কুলের অধস্তন পুরুষোত্তম মহারাজ তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়াছেন, সেইগুলি ধীরচিত্তে অনুধাবন করিলেই দীক্ষিত বৈষ্ণবগণকে অব্রাহ্মণ বলিবার পিপাসা নিত্যকালের জন্য সম্পূর্ণ অস্তমিত হইবে। অদীক্ষিত দ্বিজগণ তৃতীয় জন্মের অভাবে সাবিত্র্য জন্মের মাহাত্ম্যকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করেন, মন্ত্রের লঙ্ঘন হেতুই তাঁহারা সাবিত্র্যাধিকার হইতেও চ্যুত হইয়া পড়েন। একায়ন শাখার বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ অনভিজ্ঞের বিচারে চ্যুত গোত্রিয় ব্রাহ্মণ নহেন—তাঁহারা বিষ্ণু সন্তান।

সাধারণ ভাষায় দুইটা কথা প্রচলিত আছে ব্রহ্মার সংসারভুক্ত জনগণ বিষ্ণুভক্তিরহিত হইয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া আপনাদিগকে 'সকাম বৈজ ব্রাহ্মণ' বলেন ও কর্ম্মকাণ্ডীয় দশ সংস্কার গ্রহণ করেন। বিষ্ণু সন্তানগণ বাজসনেয় কাত্যায়ন গৃহ্য সূত্রানুসারে সংস্কার গ্রহণ করিয়াও কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হন না।

বৈজ ব্রাহ্মণতাস্থাপনকারীগণের প্রতিকূলে মাধ্ব গৌড়ীয়গণের কোনও আপত্তি নাই, তবে বৈজ প্রথায় কোনরূপ মল প্রবেশ না করে ইহাই দ্রষ্টব্য। বৈজ প্রথায় উপনয়ন-সংস্কার লাভ করিবার পর সংস্কার বিষয়ক স্মৃতিশাস্ত্রের গর্হণ ও উল্লঙ্ঘন বৈজ প্রথাকে বিকৃত করে মাত্র। মাধ্ব-

গৌড়ীয়গণ বলেন, ভার্গবীয় মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বম্ আশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

এই আদেশের ব্যভিচার করিয়া কিরূপে উপনয়ন সংস্কার লাভ হইতে পারে? বৈজ প্রথাই যদি ব্রাহ্মণের উপনয়নের কারণ হয় তাহা হইলে সামবেদ কি জন্য বৈজ পন্থা পরিহার পূর্ব্বক উপনয়নের ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করিলেন?

বৈজ ব্রাহ্মণোপনয়ন পন্থার অনুকূলে বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র বর্ত্তমান, কতিপয় গৃহ্যাদি কল্প সূত্রও আছে, ইহা মাধ্বগৌড়ীয়গণ বিশেষরূপে জানেন ও তাহা অস্বীকার ও করেন না, সুতরাং অধিরোহ-বাদী বৈদিকগণকে গুণকর্ম্ম বৃত্ত লক্ষণ স্বভাব প্রভৃতির উল্লঙ্ঘন জন্য বেদবিরোধী বলিয়াই জানেন. প্রবন্ধান্তরে আমরা বৈজ সম্প্রদায়ের গুণ ও বৃত্তের নিরসন প্রয়াস যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য তাহা জানাইব।

গুরু পূজা।

অনাদি কাল হইতে জৈব-জগতে দুইটী বিভিন্ন মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে দেখা যায়—একটী ভগবানের নিত্য অস্তিত্বে বিশ্বাসমূলক আস্তিক্যবাদ বা তত্ত্ববাদ, অপরটী ভগবানের নিত্য অস্তিত্বে অবিশ্বাসমূলক নাস্তিক্যবাদ বা মায়াবাদ। প্রথম মতটী তত্ত্ববস্তুর ঈশ্বরতা বা সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং তাহার মূলাশ্রয়ত্ব এবং শক্তির তদ্বশ্যতা স্বীকার করিয়া তত্ত্ববস্তুর আনুগত্য বা কৃপা অবলম্বন করেন—অপর কথায় এই মতের পোষকগণ ভক্তি বা উপাসনা মার্গের পথিক বা নিত্য সনাতন আত্মধর্ম্মের যাজক; অপরমতটী শক্তিরই প্রাধান্য বা মুখ্যত্ব স্বীকার করিয়া শক্তিমান তত্ত্ববস্তুর নিরপেক্ষতা অস্বীকার করেন। এই মতের পোষকগণ তাঁহাদের মতের চালকরূপে বাহ্যেন্দ্রিয়পতি অন্তঃকরণ বা মনকেই নির্দ্দেশ করেন। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় আম্নায় পারম্পর্য্য স্বীকার করেন, সুতরাং অবরোহ-পথের পথিক, শেষোক্তটী স্বীয় ইন্দ্রিয়জ বিচারকেই কেন্দ্রস্থল করিয়া আম্নায়-পরম্পরার আবশ্যকতা বা নিত্য অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, সুতরাং অধিরোহ-পথের পথিক। বেদান্তের ভাষায় প্রথমটী প্রত্যক্‌পন্থা বা বিদ্বৎ-প্রতীতি, দ্বিতীয়টী পরাক্‌-পন্থা বা অবিদ্বৎ-প্রতীতির অনুগমন কারী, ভাগবতের ভাষায় প্রথমটী ভগবদুন্মুখ, দ্বিতীয়টী ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, এবং গীতার ভাষায় প্রথমটী দৈব ও দ্বিতীয় আসুর সর্গ নামে অভিহিত। নিঃশ্রেয়, চরম কল্যাণ বা পরমপদ-লাভের জন্য প্রযত্নশীল দিব্যসূরিগণের চরিত-কথায় দেখা যায় যে, যাঁহারা প্রথমোক্ত পথে অনুগমন করিয়াছেন, তাহারাই কেবল উহাতে সফল কাম এবং কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আর শেষোক্ত পথের পথিক-গণের ইতিহাস কেবল যে গভীর ব্যর্থতাসূচক, তাহা নহে, পরন্তু উহা তাঁহাদের স্বস্থান হইতে বিচ্যুতি বা অধঃপাতের স্পষ্ট সাক্ষ্যরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিরস্তকুহক প্রোজ্ঝিত-কৈতব নিত্য সত্যের উপাসক মহাজনের অনুগমন করিয়া সৎসম্প্রদায়ের সেবা করেন। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের নশ্বর ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা বা অসামর্থ্য প্রতিপাদেপদে প্রতিমুহূর্ত্তে দৃশ্য জড় অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি-বিষয়েই বাধা দেয়, আর উহারা যে ইন্দ্রিয়ের অদৃশ্য, অগোচর ভগবান্ অচ্যুত অধোক্ষজের অন্বেষণে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থতা আবাহন করিবে, তাহা অস্বীকার করিলে সত্যেরই অপলাপ করা হয় মাত্র,

তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্যই জীবের পক্ষে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তৎসেব্য নির্দ্দেশ তত্ত্বের আনুগত্যের ব্যবস্থা শাস্ত্রে ও মহাজন চরিতে দৃষ্ট হয়।

(ক্রমশ)

"এ কেমন পাগল!"

(সপ্তদশ রজনী)

সূর্য্যদেব পশ্চিমগগণে অস্তমিতপ্রায়। দিক্ সমূহ লোহিত, হরিদ্রা, ধূম্র, শুভ্র প্রভৃতি নানাবর্ণের অম্বর পরিধান করিয়া চারিদিকে শোভা বিস্তার করিতেছেন। পক্ষিগণ প্রতিযোগিতা করিয়া বিভু-গুণগানে প্রমত্ত হইয়াছে। বিচিত্রবর্ণের সজ্জায় সজ্জিত প্রকৃতিদেবী সীমন্তে সিন্দুর পরিয়া সুরঞ্জিত বরণডালি হস্তে উপাস্য দেবের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে যেন তাঁহাকে বরণ করিতেছেন। কবি-গণের এ দৃশ্য হৃদয়মনোহারী। প্রকৃতিদেবীর এরূপ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য প্রত্যহ দেখা যায় না।

'প্রকৃতিদেবীই যখন এত সুন্দর, না জানি তাঁহার উপাস্যদেব আরও কত সুন্দর। বোধ হয় একবার তাঁহাকে দেখিলে আর তাঁহাকে কেহ নয়নছাড়া করিতে চাহে না। এইরূপ কত কি ভাবিতে ভাবিতে আর প্রকৃতিদেবীর উপাস্যদেবকে মনে মনে শত শত নমস্কার করিতে করিতে যাইয়া পাগলঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। পাগলঠাকুর নামানন্দে বিভোর।

কিছুক্ষণ পরে সুযোগ পাইয়া আমি পাগল-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, লোকমুখে শুনিতে পাই যে গুরু যাহাই হউন না কেন, শিষ্য ভাল হইলেই হইল এবং এই কথার সাপক্ষে তাহারা সাধুবাক্য বলিয়া একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাহা এই:—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

কিন্তু আপনার উপদেশের সহিত এই কথার কোন ঐক্য দেখি না। কৃপা করিয়া এই বিষয়ে আমার যে সন্দেহ আছে তাহা বিদূরিত করুন।"

পাগলঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"বাবা হরিদাস, তোমার প্রশ্নগুলি অতি সুন্দর। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার বেশ আনন্দ বোধ হয়। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কৃপাবারি তোমার শিরে অজস্রধারায় বর্ষিত হউক্। দেখ বাবা, গুরু শব্দের অর্থ হইল —যাহা লঘু নহে, অর্থাৎ যাহা ভারী অর্থাৎ যিনি ভগবজ্জ্ঞানে বিশেষ অধিকারী। লঘুকে যদি ভারী বল, তাহা হইলে ভুল হয় না কি? "গুরু যাহাই হউন না" এ কথার অর্থ কি? অর্থাৎ গুরু লঘু হইলেও কি তাহাকে গুরু বলা চলে। কখনই না। গুরু নিত্যকালই গুরু। তিনি কখনও লঘু হইতে পারেন না। গুরু যদি লঘু হইয়া যান তবে তাহার গুরুত্ব কোথায়? সুতরাং যে গুরু লঘু হইবার যোগ্য তিনি গুরুই নন।

পুনরায় দেখ বাবা, "শিষ্য ভাল হইলেই হইল" একথার অর্থ কি? শিষ্য শব্দের অর্থ—যিনি শাসন যোগ্য, অর্থাৎ যাহার অনর্থ আছে, এবং যিনি শ্রীগুরুর শাসনের দ্বারা অনর্থমুক্ত হইবেন। শিষ্য যদি অনর্থমুক্তই থাকেন, তবে তিনি আবার গুরুর শাসনযোগ্য হইবেন কেন? তিনি ত তখন নিজেই গুরু হইবেন।

তবে সাধুবাক্য বলিয়া যে ঐ কথাটা প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ এই যে, শিষ্যের গুরুর ক্রিয়া

কলাপ সব বুঝিবার সামর্থ্য নাই। একটি সাধুবাক্য আছে :—

"বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।"

সুতরাং শিষ্য যতই বুদ্ধিমান্ হউন না কেন, তিনি গুরুর ক্রিয়াকলাপ যে সবই বুঝিতে পারিবেন, এরূপ নয়। যদি পারেন, তাহা হইলে ত তিনি নিজেই গুরুর গুরু হইয়া যান। গুরুর ক্রিয়াকলাপ সমস্তই গুরুত্বপ্রযুক্ত শিষ্যের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। গুরুতে কখনও অবোধের মত মন্দকর্ম্ম সম্ভবে না। গুরু মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া একটি কার্য্য করিলেন, কিন্তু তাহা শিষ্যের অনর্থযুক্ত চক্ষে খারাপ লাগিল। তাই বলিয়া শিষ্য যদি গুরুকে অসৎ বলিয়া অনুমান করিয়া বসেন, তবে শিষ্যের মহা অপরাধ হইবে। সুতরাং অবোধ শিষ্য গুরুর মহৎকার্য্য আপাত-দৃষ্টিতে খারাপ দেখিয়া, যাহাতে গুরুর দোষদর্শন করতঃ তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া না বসেন, সেইজন্যই সাবধান করিবার নিমিত্ত ঐরূপ একটি বাক্য সাধুবাক্য বলিয়া প্রচলিত আছে। তাই বলিয়া ঐ কথাটার অর্থ এরূপ নয় যে গুরুর আমার মত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির লালসায় অতি নিন্দনীয় কার্য্য মদিরাপানগৃহে গমন সম্ভবপর হইতে পারে। গুরু নামধারী বদ্‌লোকেরাই ঐ বাক্যের সুযোগ লইয়া নিজেদের বদ্‌মায়েসীর সমর্থন করতঃ বোকা শিষ্যের মাথায় হাত বুলাইয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকেন। গুরুতে কি কখনও কোন দোষ স্পর্শিতে পারে; গুরু কি যে সে বস্তু, বাবা?"

আমি বলিলাম,—"ঠাকুর গত পরশ্বের পূর্ব্ব দিবস আপনি গুরুর স্বরূপ বলিতে বলিতে হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। তৎসম্বন্ধে যদি আরও কিছু এ অধমকে উপদেশ করিবার মত থাকে, তবে কৃপা করিয়া উপদেশ করতঃ কৃতার্থ করুন।"

পাগল ঠাকুর বলিলেন,—"বাবা হরিদাস, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বয়ং জীবগণকে উপদেশ করিতেছেন,—"হে জীব, গুরুকে আমার সদৃশ জানিবে, কখনও আমা অপেক্ষা হীন মনে করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়, তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধি করিবে না। শাস্ত্রের অন্যত্র দৃষ্ট হয় :—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

অর্থাৎ গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেবতা, গুরুই মহেশ্বর এবং গুরুই পরমব্রহ্ম। শ্রীগুরুতে আর শ্রীভগবানে অভেদ। শ্রীভগবানই জীবোদ্ধারের নিমিত্ত কৃপা পরবশ হইয়া গুরুরূপে এই ধরাধামে আগমন করেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে :—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে॥
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষা গুরুকেত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে॥

অর্থাৎ শাস্ত্রে গুরুকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। গুরু প্রধানতঃ দুই প্রকার যথা, দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু আবার দ্বিবিধ যথা :—অন্তর্যামী চৈত্য গুরু এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ মহান্ত গুরু। জীবের সহিত কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয় না বলিয়া কৃষ্ণ জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বুদ্ধি উদয় করাইবার জন্য

অন্তর্যামী চৈত্ত্য শিক্ষাগুরুরূপে জীবের অন্তরে বাস করেন এবং বাহিরে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মহান্ত অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু। দীক্ষা গুরু যিনি মন্ত্র দীক্ষা দেন। দীক্ষাগুরুও মহান্ত গুরুর মত শিক্ষাদান করিলে তিনি দীক্ষা এবং শিক্ষা গুরু উভয়ই হইয়া থাকেন। শিক্ষা গুরু অনেক হইতে পারেন কিন্তু দীক্ষা গুরু এক। যাঁহার নিকট হইতে শ্রীভগবজ্ জ্ঞান লাভ করা যায়, তিনিই শিক্ষাগুরু।

এই সকল গুরুর কার্য্য হইল,—শিষ্যের হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীকৃত করিয়া শিষ্যকে দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত অধোক্ষজ সেবাজ্ঞান দান করা; তাই শ্রীগুরু প্রণামে উক্ত আছে :—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অর্থাৎ যিনি শিষ্যের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দেন এবং জ্ঞানাঞ্জনরূপ শলাকা দ্বারা শিষ্যের শ্রীভগবদ্দর্শনোপযোগী দিব্য চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার। যিনি এইরূপে শিষ্যের অজ্ঞান নাশ করিতে না পারেন, তিনিত আর গুরু নন, তাহাকে নমস্কার করিয়া কি লাভ বলত হরিদাস?

দেখ বাবা, সমস্ত শাস্ত্রই এক তারে গাথা। যিনি সেই তার ধরিতে পারেন তাঁহার নিকট সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। এই তার ধরিতে হইলে সদ্‌গুরুর আবশ্যক। সদ্‌গুরুর নিকট হইতেই সেই তারের সন্ধান পাওয়া যায়। গুরু যে সে হইতে পারে না। যে সে গুরু হইয়া জগৎকে এত অধঃপাতিত করিয়া ফেলিয়াছে। সদ্‌গুরুতে আর শ্রীভগবানে কোন প্রভেদ নাই। শ্রীভগবানই যখন গুরুরূপে ইহধামে আসিয়া থাকেন, তখন যিনি সদ্‌গুরু হইবেন, তাহাতে কি কখনও কোনরূপ দোষ থাকিতে পারে? কখনই না। তিনি নির্দ্দোষ। তাঁহার কি অজ্ঞান বা মোহ বা সংসার থাকিতে পারে? কখন না, তিনি ত সাধারণ মনুষ্যের মত মায়াবদ্ধ মনুষ্য নন। তিনি যে শিষ্যের প্রভু।

জীবোদ্ধার করিতে কেবলমাত্র এই সকল গুরুগণই পারেন। অসৎ কদাচারী লৌকিক বা কৌলিক গুরুকে গুরু করিয়া জীবের কোন সুবিধা হয় না। কিন্তু নির্ব্বোধ লোক তাহাদিগকেই গুরুরূপে বরণ করিয়া নানা অসুবিধার মধ্যে পতিত হইতেছে। ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। তাই আজ জগতের এতদূর অধঃপতন।"

অনন্তর পাগলঠাকুর গাহিলেন :—

দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
বুদ্ধিমান সৎগুরুপদাশ্রয় করে॥
সংসার জলধিমাঝে গুরু কর্ণধার।
তাঁহার কৃপায় জীব হয় মায়া পার॥
গুরুকৃষ্ণরূপ হন শ্রীমুখ বচনে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করে ভাগ্যবানে॥
গুরু কৃপাবলে জীব পায় দিব্যজ্ঞান।
দিব্যজ্ঞান বলে তার ছাড়য়ে অজ্ঞান॥
অজ্ঞান হইলে দূর স্ব স্বরূপ জ্ঞানে।
কৃষ্ণসেবা করে সদা শ্রীগুরু স্মরণে॥
অন্তরঙ্গ সেবা লভে শ্রীগুরু কৃপায়।
বৃন্দাবনধাম লভি সিদ্ধদেহে রয়॥
হেন সে করুণাময় শ্রীগুরু করুণা।
না লভিল যেই, ভোগে ত্রিতাপ যাতনা॥

আত্মঘাতী হয় সেই বৃথা জন্ম তার।
আত্মার আত্মা হরি না ভজে পামর॥
স্থূল লিঙ্গদেহে সেই আত্মবুদ্ধি করে।
আমার আমার বলি ভ্রময়ে সংসারে॥
নিজ পর ভ্রমে ভ্রমি সেই অভাজন।
দুরন্ত তমসি মাঝে করয়ে ভ্রমণ।

বকাসুর।

সর্ব্বলোক-পাল ভগবান্ আজ বৎস-পালকরূপে বৃন্দাবনে লীলা করিতেছেন। লীলাময় ভগবানের লীলাই প্রধান বিশেষতঃ নরলীলা সেই লীলাসমূহের সর্ব্বোত্তম অভিনয়—"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার স্বরূপ।"

একদা প্রাতঃকালে ব্রজরাজনন্দন রাম ও কৃষ্ণ অন্যান্য ব্রজবালকদিগের সঙ্গে নিজ নিজ গো, গোবৎস প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া গোচারণে বহির্গত হইলেন। প্রভাতে তাঁহাদিগের সেই অপরূপ রূপ, দর্শনকারী ব্যতীত অন্যে বর্ণন করিতে অক্ষম। প্রাতঃকালীয় ভোজ্য দ্রব্য নিজ নিজ ঝুলিতে রাখিয়া ভক্তগণের হৃদয় প্রাণ নাচাইয়া আমাদের বালকরূপী ভগবান্ বিবিধ ভঙ্গীসহকারে নাচিতে নাচিতে নিজ বাল্যলীলায় মগ্ন হইলেন। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ বিস্তার পূর্ব্বক উচ্চাকাশে উঠিতে লাগিলেন। আমাদিগের ব্রজ রাখালবৃন্দও পিপাসার্ত্ত হইয়া চারণ-ভূমি-নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়ে উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বীয় গোবৎস কুলকে জলপান করাইয়া নিজেরাও পিপাসার অপনোদন করিলেন। এমন সময় তাঁহারা জলসমীপে নিশ্চলভাবে অবস্থিত জন্তু বিশেষকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ঐ প্রাণীর জীবনীশক্তির কোন চিহ্ন না পাওয়ায় তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতেছেন অমনি বজ্র পতনে গিরিশৃঙ্গপতনের ন্যায় শব্দে সকলে চমকিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ বৃহদাকার পক্ষী তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া অতর্কিতভাবে স্বীয় চঞ্চুদ্বারা বালক-বন্ধু কৃষ্ণচন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। হায়, হায়, সরলচিত্ত বালকবর্গের বিশ্বাস নষ্ট করিয়া আজ কংসচর দুর্দ্দান্ত অসুর বকরূপ ধারণ করিয়া প্রাণহীন ইন্দ্রিয়বর্গের ন্যায় বালকদিগকে অচেতন করিল! এক রাম ব্যতীত সকলেই সংজ্ঞাহীন হইলেন।

এদিকে কৃষ্ণচন্দ্রকে গ্রাস করিয়া পাপপরায়ণ অসুর কংসদ্বিট্‌কে হত্যা করিয়াছি ভাবিয়া কতই না আনন্দিত হইতেছিল। কিন্তু জীব ভাবে এক, ভগবান করেন অন্য। অল্পক্ষণ পরেই অসুরের তালুদেশ প্রদীপ্ত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইতেছে বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে অসহনীয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নিজ প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সে শিশুরূপী ভগবানকে অক্ষতাবস্থায় ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইল। নিজের ইষ্টলাভে অপারগ হওয়ায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পুনরায় সে যেমন অসুর বিনাশীকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল, অমনি নিজ বয়স্যগণের আনন্দোৎপাদন করিয়া আমাদিগের বালকপ্রাণ ভগবান তৃণখণ্ডের ন্যায় অবলীলাক্রমে ঐ বৃহৎ বকাসুরের চঞ্চু ধারণ পূর্ব্বক শূন্যে নিক্ষেপ করিলেন—উচ্চদেশ হইতে পতনের সঙ্গে সঙ্গে মায়াবী অসুর ভবলীলা শেষ করিল। তখন চারিদিকে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। দেববৃন্দ শূন্যে থাকিয়া দুন্দুভিশব্দে প্রভুর জয় ঘোষণা করিলেন এবং পারিজাত পুষ্প বরিষণে

ইষ্টদেবের অভ্যর্থনা করিলেন। আমাদিগের ব্রজ রাখালগণও পুনর্জীবন পাইলেন।

চলিত কথায় বলে—"বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ!" বক, পক্ষীবিশেষ। ইহারা জলাশয়ের নিকটে খুব শান্ত ভাবে অবস্থান করিতে থাকে—উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে নিকটে মৎস্যকুল আগমন করিলে তাহাদিগকে প্রাণে মারিয়া নিজের উদর পূর্ত্তি। নির্ব্বোধ মৎস্যকুল কিন্তু তাহার এই প্রকার পর-প্রাণনাশক উদ্দেশ্য না জানিয়া ধীরভাবে অবস্থিত ধার্ম্মিকবরকে স্থাবর জ্ঞান করে কিন্তু হায়, অবশেষে সরল বিশ্বাসের ফলে নিজেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু জীবন হারায়।

প্রিয় পাঠকবর্গ! আমরাও কিন্তু ঐ সরলপ্রাণ মৎস্যকুলের ন্যায়, বাহ্যে সাধুবেশে সজ্জিত কপট বৈরাগ্যের অভিনয়কারী ব্যক্তিগণকে বিশ্বাস করিয়া সংসার হইতে উদ্ধার হইল বলিয়া আশাকরি কিন্তু পরিণামে নিজেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হই। ভাই সকল! আমরা স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রাণ! ধর্ম্মের নামে আমরা সবই ভুলিয়া যাই। ধর্ম্ম যেন আমাদের মজ্জাগত সম্পত্তি। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া আমরা পাগল। কিন্তু কই প্রকৃত ধর্ম্ম লাভত আমাদের হইতেছে না। বেশধারী সাধুর সংখ্যাও আমাদের দেশে অনেক পথে, ঘাটে, বাজারে, নগরে, গ্রামে, যেখানে যাই সেই খানেই সাধু! কেহ বা বেশ লইয়া সাধু, কেহ বা, মুখের বোলে সাধু। সাধু, সাধু, সাধু—সর্ব্বত্রই সাধু! ভাই সকল, এত সাধু যে দেশে, সে দেশের লোকের আবার অভাব কিসের? না, ভাই সকল, আমরা যাঁকে তাঁকে সাধু বলিতে নারাজ। আমাদের সেই মর্কটের কথা মনে পড়ে। মর্কট খুব সাধু—গৃহাসক্তশূন্য, দিগম্বর। এত বৈরাগ্যের আবরণ থাকাসত্ত্বেও সে কিন্তু ভোগী। কেননা কিসে পরের দ্রব্য ধূর্ত্ততা সহকারে গ্রহণ করিয়া নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিব ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। সেই অসদুদ্দেশ্য থাকা হেতু তাহার বাহিরের বিরাগের বেশেও সে লোকের ঘৃণার পাত্র। তাই বলিতেছিলাম, হৃদয়ে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশার ভার লইয়া বাহিরে আমরা যতই সাধুর বেশ ধরি না কেন, আমরা বকাসুর। কেন না কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্যবৃত্তি তাহার পরিবর্ত্তে ভোগবৃত্তি বা সেবাবৃত্তির ধ্বংসই আমাদের অসুরবৃত্তি। এই বকাসুরবৃত্তিই ধর্ম্মকাপট্য; ইহাই ধর্ম্মজগতে পরম প্রতিবন্ধক। কপটীর ন্যায় সমাজের, দেশের, দশের, ব্যক্তিগত ক্ষতিকারক দ্বিতীয় নাই। আজ এই কপটীর হস্তে পড়িয়া ধর্ম্মজগতের বালক আমরা কতই না বিপজ্জালে জড়িত হইতেছি তাহা সুধীগণ অবগত আছেন। নেড়া বেলবৃক্ষের তলায় যাইয়া বেলের আঘাতে মর্ম্মাহত হইয়া যেমন পুনরায় বেলবৃক্ষের তলায় যায় না. সেইরূপ বুদ্ধিমান্ আমরা,—আমরাও বাহিরের বেশ দেখিয়া যাঁকে তাঁকে সাধু বলিয়া নিজের সর্ব্বস্ব হারাইব না। কপটী নিজেও হরিসেবা করিবে না, অপরকেও হরিসেবা হইতে বঞ্চিত করিবে। এই কপটীর কাপট্য প্রকাশ জন্য বৈষ্ণব ঠাকুর গাহিয়াছেন:—

"কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।"

"গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥
লোক দেখান গোরাভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥"

হে জীবপ্রভু গৌরচন্দ্র! আমরা তোমার নিত্য দাস, তুমি আমাদের নিত্য প্রভু। প্রভো! একদিন না তুমি আমাদেরই দুর্দ্দশা দর্শনে স্বীয় স্বভাব সুলভ করুণাবশে গোলোক ছাড়িয়া এই মর্ত্ত্যধামে ভিখারীর বেশে আমাদিগের দ্বারে আসিয়া গাইয়াছিলে—

"জীব জাগ, জীব জাগ, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে?" তোমার সেই ভুবন মোহন সন্ন্যাসী বেশ দর্শনে ভাগ্যবান্ জীব সকল কপট-মনুষ্যরূপধৃক্ তোমাকে নিজ প্রভু বলিয়া চিনিতে পারিয়া অসার সংসারের তুচ্ছ ইন্দ্রিয় তর্পণের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তোমার ঐ রাতুল চরণে নিজের নিজত্ব বিকাইয়াছিল? আজ আবার এ কি ভাব প্রভো। তোমার নাম লইয়া,—যে নামে অপরাধের বিচার নাই; যে নাম গ্রহণ মাত্রে সর্ব্বাঙ্গ আউলিয়া যায়, জীব তোমারই প্রেমে মাতোয়ারা হয়—সেই পতিতপাবন নামের দোহাই দিয়া আজ সমাজে কত না কপটীর দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? তাহারা নিজেরা ত' অধঃপাতে যাইতেছে অধিকন্তু সরল আমরা, অনভিজ্ঞ আমরা, ত্রিতাপ তাপে জর্জ্জরিত আমরা তোমার সেবা প্রার্থী আমরা, আমাদিগকে কুপথে লইয়া যাইতেছে। প্রভো! আজ তোমারই পতিত জীব সকল ভণ্ডের হাতে, বিশ্বাসঘাতকের হাতে পড়িয়া ভক্তিমার্গ হইতে কতই না দুরে পড়িতেছে? প্রভো! তুমিই নাকি তাদের চুরি ধরিবে? কই প্রভো! সে কখন? আমাদের বিলম্ব সহ্য হইতেছে না প্রভো! হয় তুমি নিজে আবার সেই জগৎ মাতান বেশে আসিয়া তোমারই জগৎকে মাতাইয়া লও অথবা তোমার অভিন্ন নিজজনকে দিয়া তোমারই জীবকে শত্রু হস্ত হইতে মুক্তকর। হে গৌরকৃষ্ণ! তুমি বকাসুরকে বধ না করিলে আর কে করিবে প্রভো! আমরা ত' ধর্ম্ম জগতে বালক? আমরা ত' নিঃশক্তিক্। হে শক্তিমন্। তোমার সর্ব্বশক্তির একটুকু শক্তি দেখাইয়া আমাদিগকে কৃপা কর প্রভো! প্রভো! তুমি আমাদের,—আমরা তোমারই।

পথ্যবিধান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডাঃ ওয়ালেস বিটি (Dr. Walless Bettee M. D. &c.) মহাশয় এণ্টেরিক ফিভারের (সান্নিপাতিক বা বাতশ্লেষ্মা জ্বর) চিকিৎসা সম্বন্ধে এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, (১) সান্নিপাতিক জ্বরের অধিকাংশ রোগীকে (যদিও সকল স্থলে নহে) একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দুগ্ধ পথ্য দ্বারা চিকিৎসা করিলে, উত্তমরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে দুগ্ধ প্রদান করা যায়, তাহার পরিমাণ প্রতিদিন তিন পাইণ্টের (প্রায় দেড় সের) অধিক না হয়। (২) এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দুগ্ধ পথ্য দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করিলে, ডায়ারিয়া অর্থাৎ উদরাময় হেমরেজ অর্থাৎ রক্তস্রাব, উইণ্ড অর্থাৎ বায়ু বশতঃ উদর স্ফীতি, স্লিপলেসনেস অর্থাৎ নিদ্রা-হীনতা, ডিলিরিয়ম অর্থাৎ প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ সকল অতি সহজেই দমিত হইয়া থাকে। যে সকল স্থলে ভ্রমবশতঃ দুগ্ধ পথ্য না দিয়া অপর পথ্য দ্বারা চিকিৎসা করা যায়, তথায় ব্যাধি সহজে আরোগ্য হইতে চাহে না, এমন কি আরোগ্যোন্মুখ ব্যাধির পুনরায় নূতন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, অনেকে এই নব পরিবর্ত্তনকে রিল্যাপস অর্থাৎ পুনরাক্রমণ কহে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, পথ্যের ভ্রমই ইহার

সর্ব্ব প্রধান কারণ। যদি ডায়রিয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সিদ্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এবং যদি দুগ্ধ বমন হইয়া যায় অথবা দধিবৎ হইয়া মলের সহিত নির্গত হয়, তাহা হইলে হোয়ে* প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হোয়ে প্রয়োগ করাই যদি সুব্যবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে, দুগ্ধের এলবিউমিনেট কেজিনের (ছানার) স্থানে বিস্কুট অথবা বিক্জুস উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ কেবল মাত্র হোয়ে দ্বারা পোষণ ক্রিয়া সম্যক্‌রূপ নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। যেখানে দেখা যায় রোগী আবশ্যক পরিমাণ দুগ্ধ সেবন করিতে অসমর্থ হইতেছে, তথায় উহার সহিত বিকটা যোগ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। এরূপে দুগ্ধ প্রয়োগ করিলে উহা দ্বারা কেবল যে পোষণ ক্রিয়ারই আধিক্য হয় তাহা নহে, উহা ষ্টিমিউল্যাণ্ট অর্থাৎ উত্তেজকের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। জ্বর রোগে বার্লি প্রভৃতি খাদ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি দুইটা আপত্য করেন; প্রথম যেহেতু তাহারা উদরাধ্মান বা জ্বর বৃদ্ধি করিতে পারে, এবং রোগোপসমকালে প্রদত্ত হইলে ইরাপসন অর্থাৎ ব্রণ বাহির হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু তাহারা উদরাময় জন্মাইয়া রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করিতে পারে। এণ্টেরিক ফিভারগ্রস্ত রোগীদিগকে অণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না ইহারা যে অণ্ড পরিপাক করিতে পারে তদ্বিষয়ে তিনি সন্দিহান হন। তাঁহার মতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুই তিন বার দুগ্ধ সেবনই প্রচুর। রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে এই পরিমাণের কিছু তারতম্য করা আবশ্যক। তৃতীয় সপ্তাহের শেষে যখন ক্ষত জন্মে, তখন এই পরিমাণের হ্রাস করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। রোগীকে অপরিমিত আহার প্রদান করাও যুক্তিসিদ্ধ নহে, যেহেতু তাহা করিলে রোগীর উদরাময় এবং উদরের অপরবিধ গোল-যোগ সংঘটিত হইতে পারে।

জ্বররোগে হোয়ে অতিশয় তৃপ্তিপ্রদ এবং আনন্দ দায়ক পানীয়; এবং টক ঘোলও ঘৃণার যোগ্য নহে, ইহাও যেমন তৃপ্তিকর তেমনই পোষকগুণ বিশিষ্ট। ভাবপ্রকাশ নামক গ্রন্থেও বিষম জ্বরে তক্র প্রয়োগের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

অরুচৌ স্রোতসাং রোধে তক্রং স্যাদমৃতোপমং।
তত্তু হিস্তিগরচ্ছর্দ্দি প্রসেক বিষমজ্বরান।

অরুচী এবং নিস্রব সকলের রোধ হইলে তক্র প্রয়োগ দ্বারা অমৃতকল্প ফল লব্ধ হইয়া থাকে, এবং বিষ, বমন, মুখ হইতে জল পতন ও বিষম জ্বর বিনষ্ট করিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও জ্বরে দুগ্ধ প্রদান বিষয়ে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তরুণ জ্বরে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে বলে। ভাব প্রকাশ গ্রন্থে একস্থানে দুগ্ধের গুণের বিষয়ে উল্লিখিত আছে—

জীর্ণজ্বরে মনোরোগে শোষ মূর্চ্ছা ভ্রমেষুচ।
গর্ভস্রাবেচ সততং হিতং মুনিবরৈঃ স্মৃতং ॥

জীর্ণ জ্বরে, মানস রোগে, যক্ষা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগে দুগ্ধ হিতফল দায়ক, মুনিবরদিগের দ্বারা এই আর এক স্থানে দৃষ্ট হয়—

জ্বর সমস্ত রোগানাং শান্তিকৃদ্‌ সেবিনাং সদা।

যাহারা দুগ্ধ সেবন করে, দুগ্ধ তাহাদিগের জ্বর এবং সমস্ত রোগেরই শান্তি কারক হয়।

বৈদ্যক নামক গ্রন্থে দুগ্ধের গুণের বিষয়ে এই-রূপ উল্লিখিত হইয়াছে দৃষ্ট হয়—

জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমং।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবং॥

জীর্ণজ্বর শ্লেষ্মা ঘটিত পীড়া কৃশতা প্রভৃতি ব্যাধিতে দুগ্ধ অমৃত তুল্য উপকার করে এবং তরুণ রোগে দুগ্ধপান করিলে মনুষ্যকে বিষবৎ বিনাশ করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র জ্বর রোগে দুগ্ধ দানের পক্ষপাতী হইলেও নবজ্বরে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা নাই বলিতেছে। তরুণ জ্বরে দুগ্ধ পান করিলে তাহা অপকারক হইয়া থাকে। কি নিমিত্ত এই অপকার সংঘটিত হয়, তদনুসন্ধান করিতে হইলে জ্বর ও দুগ্ধ উভয়েরই বিষয় আলোচনা করিতে হয়। দুগ্ধের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাতে শরীর পোষণোপযোগী যাবতীয় পদার্থই প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে এবং ইহার প্রায় সর্ব্বাংশই শরীরে শোষিত হইয়া যায় ও তদুপাদান সকলকে বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। এই বর্দ্ধন কার্য্যও অযথা ভাবে সম্পাদিত হয় না, শরীরস্থ রক্ত রসাদি সকলই তুল্যদল পুষ্ট হইয়া থাকে। জ্বরের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, জ্বর প্রভাবে নিস্রাবক যন্ত্র সমূহের ক্রিয়া হ্রাস হইয়া পড়ে, তদ্দ্বারা দেহস্থ রসাদি বহিঃনিসৃত হইতে না পারিয়া স্থানে স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে। জ্বর হইলে হস্ত পদ ও কোষ্ঠ্যাদি স্থানে যে বেদনা ও কামড়ানি অনুভূত হয় তাহা এই নিস্রাবরোধেরই ফলভিন্ন আর কিছুই নহে। চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন যে, বমন ও বিরেচন ক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল আবদ্ধ রসাদি বহির্গত হইয়া না গেলে শারীরিক যন্ত্রণা কোন প্রকারেই উপশম হয় না। এই সকল বহিষ্করণোদ্দেশেই সুচিকিৎসক গণ জ্বরগ্রস্ত রোগীদিগকে বিরেচক ও বমন কারক ঔষধ প্রদান করেন। ইহার ফলও তাঁহারা প্রতি নিয়তই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, শরীরস্থ যে সকল পদার্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য এত চেষ্টা করা যায়, তাহাদিগকে বাহির করা দূরে থাক, যদি তাহাদিগের সংখ্যা বা পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তজ্জনিত কুফল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যে সুদূর পরাহত, তাহা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি অনুধাবন করিতে না পারিবেন? এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি তাহাই হইল, তবে সান্নিপাতাদি জ্বরে দুগ্ধ দ্বারা অপকার হয় না কেন? তদুত্তর সহজ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তাহার উত্তর দিয়াছে—

জীর্ণ জ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমং।

সান্নিপাত জ্বরে শরীরের যে অবস্থা ঘটে তাহা তাহার জীর্ণাবস্থা নহে? জীর্ণ কাহাকে বলে? এক খানা ঘর যখন নূতন প্রস্তুত করা যায়, তখন তাহা দেখিতে সুন্দর ও বেশ দৃঢ় বলিয়া মনে হয়, চাল খানাও খড় দিয়া একহস্ত পুরু করিয়া ছাওয়া হয়, তাহার পর বর্ষাদি ঋতু ও জল বায়ু প্রভাবে যখন তাহার উপাদান সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহার (ঘরের) সে শ্রী থাকে না। চালখান এক হস্ত পুরু করিয়া ছাওয়া ছিল এখন চারি বা দুই আঙ্গুলে দাঁড়াইয়াছে। ছাওনির বাতাগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, একটু জোরে বায়ু বহিলে দুলিতে থাকে। এ অবস্থায় ঘর খানা কি জীর্ণ হইয়াছে বলিব না? মনুষ্য সম্বন্ধেও তাহাই যে কমনীয়কান্তি বিশিষ্ট স্থূল দেহ একদিন নয়ন তৃপ্তিকর ছিল, এখন ব্যাধি প্রভাবে অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে। ছুটাছুটী যাহার আনন্দ দায়ক ছিল, এখন নড়িয়া শয়ন করিতেও কষ্ট হইতেছে। এ অবস্থা কি মানব দেহের জীর্ণাবস্থা নহে? অতএব

নব জ্বরে যে দুগ্ধের অপকারক ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং জীর্ণ জ্বরে উহা অমৃত সম তাহা নিশ্চিত। আয়ুর্ব্বেদের ঐ উক্তি অমূলক নহে অতীব সত্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এইরূপ বহু সত্য তথ্য লিখিত আছে যাহা অদ্যাপি আমাদিগের কেহ উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ
এইচ্, এল্, এম, এস,।

ভারতীয়।

বারদোল:—কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর সংলগ্ন মাঠে আগামী ১৪ই চৈত্র হইতে প্রায় ৮।১০ দিন স্থায়ী বারদোল মেলা বসিবে। এস্থলে বারটী বিভিন্ন স্থানের শ্রীবিগ্রহ এই সময়ে রাজবাড়ীতে আগমন করেন এবং এই জন্যই ইহাকে বারদোল মেলা বলে।

সন্ন্যাসীবেশী সাক্ষাৎ কলি:—সুরবালা নামে একটী বিধবার মৃত্যুসম্পর্কে অভয়ানন্দ স্বামী নামক জনৈক সন্ন্যাসী চুঁচুঁড়ায় গ্রেপ্তার হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ উক্ত সন্ন্যাসী সুরবালাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিত এবং ক্রমে তাহাকে লইয়া কলিকাতা আসে। সেখানে প্রায় ছয় মাসকাল আত্মীয় স্বজনের অগোচরে ঐ সন্ন্যাসী সুরবালাকে লইয়া স্বামী স্ত্রীর মত বাস করে। পরে ঐ বালিকাটী অন্তঃস্বত্বা হইলে তাহার ভ্রূণ নষ্ট করিতে চেষ্টা করায় বালিকাটী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

এই সব ভণ্ড-সন্ন্যাসীর কৃত কার্য্যের কুফলে আজকাল সত্য সত্য নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসীদিগকেও লোকে আর বিশ্বাস করিতে পারে না। যে সকল ত্যাগী মহাপুরুষই গৃহস্থ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম চর্চ্চার এক মাত্র উপদেশক এবং সহায় আজ তাঁহাদের বেশ লইয়া কত নারকী যে এইরূপ নরক যাত্রার অভিনয় করিতেছে তাহার ইয়ত্ত্বা করা যায় না।

দধি ভোজনে বিপত্তি:—ত্রিপুরা আবাদপুরের কোনও মুসলমানের বাড়ীতে একটী ভোজে দধি খাইয়া প্রায় ৬০ জন লোক কলেরায় মারা গিয়াছে। যে নৌকায় করিয়া ঐ দধি আনা হইয়াছিল উহাতে একজন কলেরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি থাকাই এই বিপত্তির কারণ।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ:—গত রবিবারে কলিকাতার দক্ষিণস্থ যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধান কলেজগৃহের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে। আর্ট কলেজটীর আর এখন অস্তিত্ব নাই তবে টেকনিক্যাল কলেজটীতে বর্ত্তমানে প্রায় সাড়ে ছয় শতের উপর ছাত্র আছে। এই কলেজ উপলক্ষে অনেক বদান্য ব্যক্তি বহু অর্থ দান করিয়াছেন উহার আনুমানিক বার্ষিক আয় প্রায় ষাট্ হাজার টাকা।

ভারত সীমান্ত সংবাদ:—চট্টগ্রামের দৈনিক "জ্যোতি":তে শ্রীযুক্ত নজির আহম্মদের পত্রে জানা যায় খুব গুজব যে ছয়লক্ষ আফগান ভারত সীমান্ত আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়া আছে। ভারতের ন্যায় উর্ব্বর ক্ষেত্রেই এইরূপ আজগুবি গুজব সহজে জন্মগ্রহণ করে।

বুদ্ধমন্দির ভস্মীভূত:—ব্রহ্মের অন্তর্গত মাণ্ডালে নামক স্থানে কতকগুলি বুদ্ধ মন্দির আগুন লাগিয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রায় ৭০,০০০, টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

বিধবার আত্মহত্যা :—ট্রিঙ্কোমালীর একজন তামিল অধিবাসী নিউমোনিয়া রোগে মারা যায়। তাহার বিধবা পত্নী শোক-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া একটী কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

বেলগেছিয়ার পুল :—কলিকাতা চিৎপুর খালের বেলগেছিয়ার নিকটস্থ সুবৃহৎ পুলটী অখণ্ড অবস্থায় অতি অল্পকালের মধ্যে প্রায় ত্রিশহাত দূরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পড়দহে উৎসব :—আগামী ৯ই চৈত্র শুক্রবার হইতে ১১ই চৈত্র অবধি শ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরে বাৎসরিক উৎসব হইবে।

সৎসাহসী যুবক :—যশোহর নন্দনপুর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী ভৈরব নদে কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে পিলে সহ একখানি নৌকা ডুবি হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু নামে এক যুবক একটী বালককে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া মজ্জমান নৌকা হইতে উদ্ধার করেন।

শ্রীমন্দির সংস্কার :—বর্দ্ধমান সহর নবদ্বীপ হইতে ৩মাইল দূরে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চাঁপাহাটী সমুদ্রগড় গ্রামে প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে দ্বিজ বাণীনাথ ব্রহ্মচারী স্থাপিত শ্রীগৌরগদাধর শ্রীমন্দির অযত্নে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া সেবাটী প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। সম্প্রতি সাধারণ আনুকুল্যে কয়েকজন ভগবদ্ভক্তের চেষ্টায় শ্রীমন্দিরটী পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছেন। কিন্তু মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যে সংগৃহীত আনুকূল্য বাদে প্রায় চারিশত টাকার উপর ধার হইয়াছে। উদ্‌যোগকারী ভক্তগণ আনুকূল্যের জন্য অনেক স্থানে পত্র লিখিয়াছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেকেই এ বিষয় মনোযোগ দেন নাই। সামান্য ২।৪ টাকা করিয়া দিলেও সহজে এই কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়া যাইত কিন্তু বাংলার সমস্ত রাজা মহারাজা ও জমীদারগণকে এ বিষয় বিশেষ ভাবে পত্রলেখা স্বত্বেও তাহাদের কেহই এ বিষয়ে কোন মনোযোগ দেন নাই। এ বিষয়ে সকলের একটু সদয় দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়।

বৈদেশিক।

মাদক নিবারণ :—আমেরিকায় কানাডা প্রদেশে মাদক দ্রব্য প্রেরণ নিবারণ করিতে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। যে সব লোক ইহার ব্যবসায় চালাইত তাহাদের ৩৫ জনকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ২০০জনকে শীঘ্রই দূর করা হইবে।

চীন মন্ত্রীসভা :—সম্প্রতি চীন মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছে। উ পি ফুর একটী অসঙ্গত প্রস্তাবে মতান্তরই এই গোলমাল আনয়ন করিয়াছে।

বালক সম্পাদক :—টি, এইচ, সার্প নামক একটি বালক আমেরিকায় বোষ্টন সহরে দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা করে। বার বৎসর বয়সেই সে দুইখানি পত্রিকার সম্পাদক।

জর্ম্মান ও ফরাসী :—রুঢ় লইয়া গণ্ডগোলের উভয় পক্ষে একটা মীমাংসার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। দেখি পাশ্চাত্য জগতের রক্ত-পিপাসা এবার শান্ত হয় কি দিন দিন বর্দ্ধিত হয়?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১০ই চৈত্র, ১৩২৯। | ৩০শ সংখ্যা

প্রচারে ভ্রান্তি।

বিজ্ঞবর রায় অক্ষয় ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর এম, বি, ই, মহাশয় যে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতে বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছেন তাহাকে শ্রীগৌরাঙ্গমহামণ্ডলের মুখপত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং সেই মহামণ্ডল শ্রীধাম নবদ্বীপস্থিত শিক্ষিত-ভক্তমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত। গৌর-গুণমুগ্ধ গোস্বামী ভূস্বামী এই মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞাপনে প্রচারিত হইয়াছে। যে মহামণ্ডলের ইহা মুখপত্র সেই মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা-কারক গোস্বামী ভূস্বামী শিক্ষিত-ভক্তমণ্ডলী জানিয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটী যদি নিরস্তকুহক সত্যের দ্বারা পুষ্ট হয় তাহা হইলে এরূপ হরিজন সমাজ-হিতকর অনুষ্ঠানে শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবাপরায়ণ ভক্তগণ বিশেষ লাভবান হইবেন, নতুবা তাঁহাদের উচ্চ আশা হিমালয় পর্ব্বতের শিখর হইতে ভবজলধির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইবে। প্রকাশক মহাশয়ের বৈষ্ণব-সমাজের অহিতকারিণী পাঁচটী বিষয় আমরা পৃথক্ আলোচনা করিয়াছি। গাঙ্গুলী মহাশয় শ্রীশুদ্ধভক্তিপ্রচারে বাধা দিতে গিয়া যে সকল মতবাদ পোষণ করেন তাহার ন্যূনাধিক কোন কথা সাময়িক মুখপত্রে প্রচারিত হইলে বৈষ্ণব-সমাজের মুখে কালিমা প্রদত্ত হইবে। শুদ্ধভক্তির অনাদর করা কিছু মহামণ্ডলের মুখপত্রের কার্য্য নহে। অভক্তিকালিমা গণ্ডদেশে মাখাইয়া গৌরাঙ্গ-মহামণ্ডলের মুখপত্র বাহির হওয়া শোভনীয় নহে।

প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন এই মুখপত্রে থাকিবে না কেবল যাহা বৈষ্ণবের শুনিতেও নাই কহিতেও নাই গ্রাম্যকথা গ্রাম্যবার্ত্তা এবং রাজনৈতিক আলোচনা। তবে বিজ্ঞাপনের হার প্রথম ছয় মাসের

জন্ম পূর্ণ একপৃষ্ঠা দশ টাকা, অর্দ্ধপৃষ্ঠা ছয় টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৪৲ টাকা, কভার ১৬৲ টাকা, সুতরাং কোন গ্রাম্যকথা গ্রাম্যবার্ত্তা প্রভৃতি বিজ্ঞাপনে স্থান পাইবে না। মণ্ডলের মুখপত্রের পাঠক গ্রাম্যকথা ও গ্রাম্যবার্ত্তা প্রভৃতি ভাল বাসেন না। যাঁহারা গ্রামে বাস করেন তাঁহাদের কোন কথাই বিজ্ঞাপনে স্থান পাইবে না। স্থান পাইবে কেবল নাগরিক-গণের কথা ও বার্ত্তা। আবার রাজনৈতিক কথা নাগরিকগণের কথা বার্ত্তা হইতে বাদ দিলে কি থাকে আমরা তাহাই ভাবিতেছি। আর গ্রাম্য শব্দের অর্থ প্রাকৃত স্ত্রী পুরুষ ঘটিত কথা ধরিলে বনবাসীর কথা ও ব্রজের কথা ইহাতে থাকিবে আশা করা যায়। বনবাসীগণ ও ব্রজবাসীগণ এই সাময়িক পত্রের বিজ্ঞাপনদাতা। এখন কথা হইতেছে ব্রজবাসী বা বনবাসিগণ কোথা হইতে বিজ্ঞাপনের হার চালাইবার টাকা পাইবেন।

পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবতদর্শনাচার্য্য, ভগবৎ সন্দর্ভ ও ভক্তিসন্দর্ভের ব্যাখ্যা ও অনুবাদের সংমার্জ্জক ও পরিপোষক। তবে আমরা উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তে সংমার্জ্জনী প্রভৃতি দেখি নাই। শ্রীযুক্ত আশুতোষ হাটী মহাশয় চন্দ্রামৃতের অনুবাদ করিবেন। ব্যাখ্যা করিবেন সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয়। অবশ্য সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয়কে অনেকেই চিনেন। ইনিই সেই শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী যিনি গাঙ্গুলী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণ-ব্রাহ্মণতা স্থাপন করিতে অগ্রণী হইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণ গোস্বামীর প্রসার বৃদ্ধির জন্য আচার ও আচার্য্য নামক প্রবন্ধে নিজের স্বকপোল কল্পিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয়ই স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রভাবে শুদ্ধভক্তসমাজে মৎস্যাদি ভোজনের অনুমোদন করিয়াছিলেন। ভক্তরাজ শ্রীযামুনাচার্য্যের প্রতিকূলে ভাগবতগণ ব্রাহ্মণ নহেন, বৈষ্ণব্রাহ্মণ-তাই একমাত্র ব্রাহ্মণতা, গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণতা হইতে পারে না প্রভৃতি বেদ ও পঞ্চরাত্র বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়ের পাঠক-বর্গ এবং আচার ও আচার্য্যের পাঠকবর্গ তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি পূর্ব্ব হইতেই জানেন। শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয় গৌরাঙ্গলীলামৃতের লেখক। বিদ্বদ্ বল্লভ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় মহাশয় আমাদিগের অধিক পরিচিত নহেন, ইঁহারা সকলেই গ্রাম্যবার্ত্তা ও গ্রাম্যকথা হইতে মুক্ত হইয়া বনের কথা ও নগরের কথা অথবা কৃষ্ণকথা গানে ব্রতী হইয়াছেন। যে এগারটী সম্পাদক এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন তাঁহারা কেহই গ্রাম্যকথা ও গ্রাম্যবার্ত্তা প্রভৃতি ও বাজে বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সম্পাদন করিবেন না। ইঁহারা সকলেই বানপ্রস্থ বা মুক্তপুরুষ, সুতরাং শ্রীযুক্ত সহায়নারায়ণ পাল মহাশয়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয়দিগের নিকট গ্রাম্য-বার্ত্তা-বিরত সংযত সুধীমণ্ডলী অনেক আশা করেন। আরও কতিপয় গ্রাম্যবার্ত্তায় উদাসীন গোস্বামী ভূস্বামী শিক্ষিত ভক্তমণ্ডলী ও রাজ্যাধিপতি "ভক্ত স্বামীগণ" গাঙ্গুলীমহাশয়ের ভাবীআশার স্তম্ভ-স্বরূপ কার্য্য করিবেন। এতদ্ ব্যতীত মণ্ডলের সংশ্লিষ্ট লেখকের যে তালিকা দেখা গেল তাহাতে অনেক পরিচিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণও রায় বাহাদুরের কৃষ্ণানুশীলনের সহায়। এই সাময়িক পত্রের বার্ষিক মূল্য রাজ সংস্করণ ৬৲ টাকা।

গৌরাঙ্গ সেবক প্রভৃতি এই শ্রেণীর সাময়িক পত্র থাকিতে গাঙ্গুলী মহাশয় সকল বিষয়কার্য্য

হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর প্রকাশক-সূত্রে একখানি গ্রাম্যবার্ত্তারহিত সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। এই সাময়িক পত্রের লাভ লোকসানের ফল কে কে পাইবেন তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। সাধারণ ব্যবসায়ীগণ নিজের হিসাবে কাগজাদি প্রকাশ করিয়া তাহার লভ্যাংশ স্বীয় উদরভরণ, স্ত্রীপুত্রাদি পরিপোষণ ও কনক সঞ্চয়াদি কার্য্যে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মণ্ডলের মুখপত্র হওয়ায় তাহা মণ্ডলই পাইবেন বুঝা যায়। মণ্ডলের সাময়িক পত্র প্রকাশকারী গাঙ্গুলী মহাশয়ের ইহাতে কোন উপার্জ্জন নাই বা প্রতিষ্ঠার আশাও নাই। তবে তিনি কেন শুদ্ধভক্তির প্রতিকূলে এতগুলি ভক্তি-পথের পথিককে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পর কর্ম্মরসায়ন একখানি সাময়িক পত্রের লেখকরূপে স্থাপন করিলেন। যাহা হউক গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই ভক্তির অনুষ্ঠানের দ্বারা আমরা এই বুঝিলাম যে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণ পত্রের প্রতিযোগীরূপে ইহা প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ পত্রের লাভ লোকসানের মালিক ক্ষীরোদ বাবু আর এই মণ্ডলের লাভ লোকসানের মালিক "শিক্ষিত" ভক্ত-মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত মহামণ্ডল। সুতরাং মহামণ্ডল ভৃতকের কার্য্য করিয়া গৌরভক্তি উল্লঙ্ঘন করেন নাই। এই পত্রের প্রচার কল্পে বোধ করি কোন ভৃতক ভৃতি লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হন নাই। যদি ইহার মধ্যে কাহারও ভৃতির ব্যবস্থা থাকে অথবা প্রতিষ্ঠাশার দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে তাদৃশ বেতন বৈষ্ণব সমাজ কেন বহন করিবেন?

পরিশেষে গৌরাঙ্গ মহামণ্ডলের গঠন প্রণালীতে কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর অঙ্গ বাদ স্বীকৃত হইতে পারে না আমরা জানি। শ্রীগৌর-বিরোধী-মণ্ডলী ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ প্রত্যক্ষ-বাদী। কিন্তু শ্রীগৌর সুন্দরের শিক্ষায় অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত ভোগময়ী ধারণা স্থান পায় নাই। আমাদের আশঙ্কা হয় ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-দৃপ্ত অসংখ্য গুরুনামধারী লেখকবর্গ অধোক্ষজের লীলা বর্ণনে অদ্বয় জ্ঞানে জঞ্জাল উপস্থিত না করেন। আম্নায় পারম্পর্য্যেই অদ্বয় জ্ঞান গৌরনাম্নে প্রতিষ্ঠিত। আশঙ্কা হয় অসংখ্য লব্ধ-প্রতিষ্ঠ নাগরিকগণ নিরস্তকুহক সত্যের পরিবর্ত্তে স্ব স্ব ভোগময়ী বৃত্তিকেই মহামণ্ডলের কার্য্যরূপে পরিণত না করেন। ঐরূপ কার্য্য করিবার পরিবর্ত্তে "আদৌ গুরু পদাশ্রয়ঃ" এই ভক্তের বৃত্তিটী উল্লঙ্ঘিত না হয়। সদ্গুরুদ্রোহী পঞ্চোপাসনারত সমাজ যদি বৈষ্ণবদাসগণের গুরুর কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে জগতে যে কিরূপ বিপত্তি উপস্থাপিত হইবে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বৈষ্ণবগুরুর শিষ্য পাওয়ার পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবের গুরু হইবার জন্য লক্ষ লক্ষ সাহিত্যিক হরিভক্তির উৎসাদন কার্য্যে ব্রতী হইবেন। ইহা লক্ষ্য করিয়াই ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীগুরুদেব গৌরভক্তাগ্রেণী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গাহিয়াছেন। কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরী বর্গাঃ। শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটীরুদ্ধাঃ। হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি। চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

ধাম সেবা।

প্রাপঞ্চিক জগতে ধাম ও ধামের অধিকারী স্বতন্ত্র তত্ত্ব। কিন্তু অপ্রাকৃত তত্ত্ব শ্রীভগবানের স্বরূপবৈভব ধাম ও তিনি স্বয়ং অভিন্নতত্ত্ব। তাঁহার

নাম, রূপ গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য বা তদ্রূপবৈভব, ধাম, পার্ষদভক্ত, লীলোপকরণ—সকলই একতত্ত্ব। যেই নাম; সেই নামী; রূপ ও রূপী, গুণ ও গুণী, লীলা ও লীলাময়, ধাম ও ধামী একই তত্ত্ব, অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের এগুলির পরস্পরের মধ্যে লীলাবৈচিত্র্য ব্যতীত কোন পার্থক্য নাই। তাই তদ্ধাম বৃন্দাবন নবদ্বীপ ও তিনি একই বস্তু। যদি কেহ কায়মনোবাক্যে ধামসেবা করিতে পারেন তিনি ধন্য, কেননা তিনি শ্রীভগবানের সেবা করেন, তাহাই তাঁহার স্বরূপধর্ম্ম, তাঁহাকে আর স্বরূপ-বিকৃতির তাড়নায় মায়ার সেবায় দিন কাটাইতে হয় না, মায়ার নফর হইতে, মায়ার দূত ষড়্‌রিপুর ও ষড়্‌বেগের অধীন হইতে, জাগতিক জড়ভোগের মত্ততায় ব্যস্ত হইতে তাঁহার চিত্ত আর প্রধাবিত হয় না। তিনি নিষ্কিঞ্চন, নিরহঙ্কার, মমতাবুদ্ধিশূন্য ভগবদ্দাস। একজন ধামসেবা করিতেছেন, অথচ ভগবৎসেবা-তৎপর না হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত আছেন এরূপ বলিলে "সোনার পাথর বাটীর" ন্যায় অসমঞ্জস উক্তি হইয়া যায়। যদি দেখা যায় কেহ ধামসেবা করিতেছেন, অথচ স্বীয় জড় ইন্দ্রিয় সেবায় ব্যস্ত, সেখানে বুঝিতে হইবে তিনি ধামসেবা করেন না, ধামকেই ইন্দ্রিয় সেবার সামগ্রী করিয়া বসিয়া আছেন। এরূপ কপটব্যক্তিকে কেহ যেন ভক্ত মনে করিয়া তাহার সঙ্গ না করেন, কেননা তাহাতে অসৎসঙ্গ হইয়া যাইবে, কিন্তু অসৎসঙ্গ ত্যাগ না হইলে বৈষ্ণবাচারের আরম্ভই হইল না। শ্রীমদ্ভাগবত বজ্র-নির্ঘোষে বহির্মুখ জীবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, রে জীব, দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সজ্জনের সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন, কেননা সাধুগণ নিরপেক্ষ তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া প্রিয়বাক্য বলিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহারা উক্তিদ্বারা শ্রোতার বিষয়াসক্তিরূপ হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করিয়া সুচিকিৎসকের ন্যায় পরিণাম-মঙ্গল আপাত-ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সাধু কাহারও মনের মত কথা বলিয়া প্রীতিভাজন হইবার যত্ন করেন না, কপট সমন্বয়বাদিরূপে উদারতার প্রশংসাপ্রাপ্তি তাঁহার উচ্চাভিলাষ বলিয়া মনে হয় না। তিনি জিজ্ঞাসু অজিজ্ঞাসু প্রত্যেককেই অমঙ্গলের পথ বর্জ্জন পূর্ব্বক মঙ্গলের পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন, ইহাতে লোকে তাঁহার সম্বন্ধে কি ধারণা করিবে, না করিবে, তিনি তাহার অপেক্ষা রাখেন না। এরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত যিনি ধামসেবা করেন, তাঁহারই যথার্থ ধামসেবা, নচেৎ সকলই বিড়ম্বনা।

ধামসেবার আকারে অনেক অবান্তর উদ্দেশ্য প্রণোদিত কপট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা যায়। স্বীয় ভক্তাগ্রণীদিগের সাহায্যে গুপ্ত শ্রীবৃন্দাবন ধামকে প্রকাশিত করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তনে পার্ষদভক্তচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর ভগবৎ প্রেরণায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থলীগুলি প্রকাশ করিয়া আধুনিক যুগে ধামসেবার আদর্শ স্থাপন পূর্ব্বক মানববৃন্দের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া সকলের গুরু হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার অনুবর্ত্তনে পরমহংসপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি মহারাজ কয়েক বৎসর যাবৎ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করাইয়া ধামসেবার প্রকরণ শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহারই আদেশে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ; গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সকলের ধামসেবার

পথ সুগম করিয়া দিয়া ধামসেবার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। ইহাতে অসূয়াম্বিতচিত্ত ব্যক্তির বিশেষ ক্ষোভের উদয় হইয়াছে।

শেষোক্ত প্রকারের ব্যক্তিগণ মনে করেন যে ধামদর্শন ও ভৌগলিকস্থান বুঝি একই ধরণের। কিন্তু বেচারাগণ ভুলিয়া যান যে শ্রীধাম অপ্রাকৃত বস্তু, এবং "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত গ্রাম, নগর, দেশাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। যতদিন ইন্দ্রিয়দ্বারে ভোগবুদ্ধি প্রবল থাকিবে ততদিন অপ্রাকৃত তত্ত্ব শ্রীনবদ্বীপ-বৃন্দাবনাদি ধামের উপলব্ধি হইবে না। নিজ চক্ষুতে মায়াজালের আবরণ থাকায় যাহা কিছু দেখা যায় সবই যেন জালে ঢাকা। আমরা ধাম দেখি না, মায়ার জাল দেখিয়া তাহাকেই ধাম মনে করি, শ্রীধাম ও ভৌগোলিক স্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। মনে হয় ভোগদ্বার ইন্দ্রিয় সহযোগে স্থানের জ্ঞান যেরূপ উপলব্ধ হয়, চক্ষু কর্ণ মননের সহযোগে ধামেরও সেইরূপ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু এরূপ ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। যাঁহারা যথার্থ ভগবদ্ভক্ত মহীয়ান্ সাধু, তাঁহাদের যদি কৃপা হয়, তবে শ্রীধাম নিজে দর্শন দিলে শ্রীধামদর্শনের সৌভাগ্য জীব প্রাপ্ত হন, নচেৎ নহে। এস্থলে উপনিষদের "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেনলভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং-স্বাং" এই উক্তি পরমাত্মতত্ত্বাভিন্ন শ্রীধাম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যাঁহাকে ধাম নিজে কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন, তিনিই দেখিবেন, অন্যে নহে।

শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ভগবৎ প্রেরণায়, শ্রীধামদর্শনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ও তাঁহার অনুগমনে অবরোহমার্গ আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তগণ শ্রীধামের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন। সাহিত্যিকের চক্ষু, প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণা; ঐতিহাসিকের প্রযত্ন, ভৌগোলিকের বিচার—এ সমস্তই শ্রীধাম দর্শনে পরাঙ্মুখ। তাহা হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবোচিত জীবে দয়া দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, রাজ-সরকারের কাগজপত্র ও মানচিত্র দর্শনের সুযোগ ও যোগ্যতা, প্রত্নতত্ত্বের বিচার প্রভৃতি আরোহ-মার্গের অস্ত্রগুলিও প্রয়োগ দ্বারা তদবলম্বী জনগণের নিকটও শ্রীধাম-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে সাধারণ লুপ্তস্থান উদ্ধারের জন্য তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল; বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায় অন্তর্দৃষ্টি এ সকলই তাঁহার অলৌকিক পরিমাণে ছিল। অথচ সেগুলি তাঁহার অবলম্বন ছিল না, তাঁহার অবলম্বন ভক্তের অবলম্বন, "যমেবৈষবৃণুতে" অনুসারে ভগবদানুগত্যই তাঁহার অবলম্বন ছিল। তাঁহার যে সকল জাগতিক মনীষা প্রভৃতি দেখা যাইত সেগুলিকে তিনি অপ্রাকৃত অনুভূতি ভক্তিচক্ষুর অনুগত করিয়া ধামদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আনুগত্যরহিত মনীষা কেবল ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার বিলাসভূমি মাত্র। গুপ্তধাম উদ্ঘাটনে তিনি ভগবৎ প্রেরণাক্রমেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ নিমিত্ত শ্রীধামসেবার ভাণ করেন নাই। হীন-চরিত্র ব্যক্তি পণ্ডিতের সজ্জায় বিরক্তের বেশে অধিরোহপ্রণালী মাত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার স্পর্দ্ধা করিতেছে দেখিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে ভক্তদ্বেষী, ভগবদ্বেষী জ্ঞানে

তাহাদের সঙ্গ হইতে বিরত থাকেন, সাধারণ ভদ্রলোকও তাহাদিগকে গৃহিবাউল বা নেড়ানেড়ীগণের দলের বলিয়া জানিতে পারায় তাহাদিগকে দূরে রাখিতেছেন, তবে অনভিজ্ঞ কেহ কেহ তাহাদিগকে বেষের সম্মান দিয়া প্রশ্রয় দিতেছেন বটে। যদি কপট, লোক বঞ্চকব্যক্তিগণের ধামসেবার ভাণ দেখিয়া সুবিজ্ঞ সুধী প্রতারিত হ'ন না। তাহাদের প্রশ্রয়-দাতার মধ্যে অনেকে তাহার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনবগত কেহ কেহ অর্ব্বাচীন, আর কয়েকজন তাঁহারই সহিত কাপট্যব্রতে ব্রতী হইয়া তাহার সহিত কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে তৎপর। ইহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া কৃপালু সাধু সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিতেছেন "ততো দুঃসঙ্গ মুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" 'ভাইসব, সাবধান, কপটের, ভণ্ডের ফেরে পড়িয়া যেন আত্মসর্ব্বনাশ সাধন করিও না।' নচেৎ লোকচরিত্র সমালোচনা তাঁহার বৃত্তি নহে।

ভবঘুরের উক্তি।

কোথায় হে, ভাই সব? এই যে একে একে সব এসে জুটেছ দেখতে পাই। ভাল, ভাল। বেশ পরিক্রমা উৎসব কোরে সব এলে, ভাই। আচ্ছা তখন কি তোমাদের এই ভবঘুরে লোকটাকে মনে ছিল? ছিলনা কেমন? আমি কিন্তু যেখানেই যাই তোমাদের ভুলি না। তোমাদের পরিক্রমার কথাও শুনলুম। কোন কোন জমিদার রাজা রাণী প্রভৃতি কাঁটা, মাটীর ডেলা এই সব ভেঙ্গে ভেঙ্গে শুদ্ধভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে বরাবর পায়ে হেঁটে হেঁটে শ্রীধাম পরিক্রমা ক'রলেন। যাঁদের লোকে কখনও পায়ে হাটতে দেখেনি, মস্ত জমিদারী, যাঁদের কুলের মস্ত গৌরব তাঁহারা এইরূপ কার্য্য কোরেছেন শুনে আমি ত' অবাক্। আমার মত ছেঁড়া লোকও অতটা কষ্ট করতে রাজি নয়, আর তাঁহারা এত কষ্ট কোরে সাধু সঙ্গে এই পরিক্রমাটী করলেন, ধন্য তাঁদের ভক্তি। তাঁদের এই ব্যাপার লোকের শেখবার জিনিষ। আমার মত হতচ্ছাড়াগুল' হাঁটবার ভয়ে পরিক্রমার সবটায় যোগই দিতে পারে না তাই ভগবান্ আমাদের শেখাবার জন্যেই ঐরূপ লোকদের পরিক্রমায় আনিয়েছিলেন। তোমাদের মত সাধুদের সঙ্গের এমনি মহিমা হে, ভাই। আমি বোকা বুঝেও বুঝি না। আর নাকি এক কথা শুনলুম। পরিক্রমার পথে কোন বিদ্যানগরের ঠাকুরবাড়ী আছে তা'র বুড়ো সেবাইৎটি নাকি বোলেছেন, আমি ঐ নদের গোঁসাইদের মত' ভেট আদায় কোরে দালান কোটা দিয়ে মাগীদের সেবা কর্ত্তে পারিও নি, পার্ব্বও না। অথচ তা'র ধুরন্ধর ভাগনে মশায়ের মৎলব নদের গোঁসাইদের মত একটা হোয়ে যাওয়া, আর এখন থেকেই তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্কন্ধে নিজেকে আর স্ত্রী পুত্রকে চাপিয়ে দিয়েছেন! এরই নাম বুঝি নরাণাং মাতুলক্রমঃ। যাক্, আমার অত কথার দরকার নেই। তবে আর যে এক কথা শুনলুম, তাতে না হেসেও থাকতে পারি না। সে দিন পরিক্রমা আর উৎসব ফেরৎ কয়মূর্ত্তি কাল্নায় শ্রীলগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট দর্শনে গিয়া তাঁরই এগার পুরুষ নীচের পরিচয়ে পরিচিত এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করেন। সেই সূত্রে তিনি বলেন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রচারে কোন দরকার নেই, তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, মানুষ

কি করিতে পারে? তাঁর ভগবন্নির্ভরতা কত দেখ। তাঁর এই মত যে, যেমন আছ থাক, থাক খাও দাও, পয়সা কড়ি সংগ্রহ কোরে দশের মধ্যে একজন হও, সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ কর। সেবার কাজ আপ্‌সে হোয়ে যাবে, জীব যখন নিত্য কৃষ্ণদাস, তখন সে যখন যাহা করিতেছে তাহাই কৃষ্ণসেবা। কিন্তু ভাই তোমাদের ত' এ রকম মত নয়, তোমরা ত' সকলকে শেখাচ্ছ কীর্ত্তন বা প্রচারই হরিভজনের মূল সূত্র। তোমরা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশ সকলকে বোঝাচ্ছ। কি জানি ভাই কোন কথা শুনব? এঁদের নাকি বংশে সব ভক্তি বাঁধা। আমি ত' অনেক দিন আগেই বোলেছিলুম ভাই যে এঁদের মতটাই আমার ভাল লাগে। খাও দাও সুখে থাক, আর লোকের কাছে ভক্ত নামে জাহির হও। তোমাদের অনেক কথা শুন্‌ছি বটে, কিন্তু ঘুরে ফিরে আমার মতটাই ভাল লাগ্‌ছে, নইলে ত' এতদিন তোমাদেরই একজন হোয়ে যেতুম. ঐ ভোগের আশা ছাড়তে পাচ্ছিনা বোলেই ত' যত গণ্ডগোল। আমার দশা কেমন জান, তোমাদের পরিক্রমায় যে এক চোরের কথা শুন্‌লুম তার মত। সে নাকি পরিক্রমায়ও আসে, চুরিও করে, তার মৎলব এই যে পাপটাপ কোরে বছরান্তে একবার সাধু সঙ্গে ঘুরলেই তাকে সবাই ভাল বোলে জান্‌বে, তাকে কেউ অবিশ্বাস করবে না, চুরির সুবিধে হ'বে। আমিও তোমাদের সঙ্গে মিশ্‌ছি, লোকে আমাকে ধার্ম্মিক বোলে জানুক, আর আমি লোককে ভোগা দিয়ে অর্থ, স্ত্রীলোক আর মান পেতে থাকি। এতে হয় কি জান? যারা আমাকে চেনে, হাড়হদ্দ জানে, তারা তোমাদের মাঝে আমাকে দেখে মনে করে তোমরাও বুঝি আমার মত ভণ্ড, এই মনে কোরে তাদের অপরাধ হয়। পুরাণের একটা উপাখ্যান মনে পড়্‌ল ভাই। সেই মাণ্ডব্য ঋষির কথা। তিনি ত' বিঘোরে তপস্যা কচ্ছেন। রাজবাড়ীতে চুরি কোরে চোরগুলো তাড়া পেয়ে বনের ভিতর ঢুকে দেখে ঋষি চোখ্‌ বুজে বোসে আছেন। তারাও তাঁর চারধারে সব চোখ বুজে বোসে গেল। এ ধারে চৌকিদার সব চার ধারে খুঁজে খুঁজে একদল সেই বনের ভেতরে সেইখানে ঢুকে দেখে কতকগুলো লোক চোখ বুজে বোসে আছে, আর মধ্যে মধ্যে পিট্‌ পিট্‌ কোরে চাচ্ছে। তাই দেখে শুনে চৌকীদারের মনে খট্‌কা লাগ্‌ল। তাদের একজন যেমনি বোলে উঠেছে ঐই রে। অমনি একজন কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বোলে ফেলেছে দোহাই জমাদার, আমরা চোর নই, রেখি, রেখি। এই আর যায় কোথা সব পিটমোড়া বাঁধা পড়্‌ল। মাণ্ডব্য ঠাকুরটীও বাদ গেলেন না। বরং তাতেও তাঁর চোখ্‌ খুল্‌লো না দেখে তারা ঠাওরালে— ওরে এইটে পালের গোদা, জোরে বাঁধ, জোরে বাঁধ। তাই বলি, ভাই! আমাদের দোষে বুঝি বা লোকে তোমাদের রোষে। কিন্তু ভাই তোমাদের এমনি জীবে দয়া, তোমরা কাকেও বাদ দাও না। পাপী তাপী যে আসে সকলকেই উপদেশ দাও, তাতে যে যা' বলে বলুক, তোমরা ভয় কর না। তা' যদি করতে, তা' হ'লে আমার আসা অনেক দিন বন্ধ হ'ত। এরই নাম বৈষ্ণবের নিরপেক্ষতা। আর ভাই একটা কথা শুন্‌লুম, শুনে ভারি কষ্ট হ'ল। প্রভুর কথা সব বল্‌তে গেলে অনেক রূঢ় কথাও কথার মুখে বেরোয়। যেমন একজন নূতন বিয়ে কোরে যদি সাধুর কাছে যায়, তখন সাধুর কথায় ত' তা'র মনোরঞ্জন

হ'বে না। সাধু ত' মনের ব্যাসঙ্গ কাটাবার কথাই বল্‌বেন, বেশ কোরে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর, ভগবানের সেবার দরকার নেই কিংবা তাতেই ভগবানের সেবা হোয়ে যাবে এত' আর সাধু বল্‌বেন না। সাধুর উপদেশ হ'বে, "গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম। কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥ সংসার সংসার করি মিছে গেল কাল। লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥" ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব উপদেশ ত' তখন তার ভাল লাগ্‌বে না। কিন্তু এটা যদি আশা করা যায়, ইচ্ছা করা যায় বা চেষ্টা করা যায় যে সাধু সংসারীর মনের মত কথা বলুন, তা' হ'লে ত' প্রচার বন্ধ করে দিতে হয়। এই কথা নিয়ে নাকি কেউ কেউ বিরক্ত হোয়ে ঘরে ফিরেছেন। সাধুর প্রচারের ভঙ্গীতে অসন্তুষ্ট হোয়ে সাধু সঙ্গ থেকে দূরে ঘরে ফেরা বুদ্ধিটা যেন আমারই মত। বুঝি না, ভাই, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ। তবে আমার সামান্য বুদ্ধিতে এইটুকু আসে যে সত্যি সত্যি সাধুকে নিজের মত আন্‌বার যত্ন না করাই বোধ হয় ভাল। তবে আমার মতের দামই বা কত, শোনেই বা কে? দণ্ডবৎ ভায়া। ঠাকুর-মশাই কবে আস্‌ছেন, অনেক: দিন তাঁর চরণ দর্শন করিনি। এই খান থেকে তাঁর চরণে কোটী কোটী দণ্ডবৎ।

শ্রীভাগবত মণিমালা।

(১)

সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ যতোভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

অতি নিরমল শুদ্ধা ভকতি,
যাহা হ'তে আসি উদয় হয়;
তাহাই জীবের পরম ধরম,
অপর কিছুই ভকতি নয়।

চরমে নিজের সুখ-আশা রাখি,
যে কোন কার্য্য করনা ভাই,
অবর ধরম আখ্যা তাহার,
বেদে ও শাস্ত্রে লিখিত তাই।

কৃষ্ণ মোদের হৃদয়-নাথ
যখনই আমরা ভুলিয়া যাই,
তখনই মায়ার মোহন-মূরতি,
ভোগের আবেশে দেখিতে পাই।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত
আপাত-মধুর সুখ-ভোগ-আশা
আপনা হারায়ে সদা ছুটে যাই
মিটিবার তরে সে ভোগ পিপাসা।

সে হরি-ধামের জড়-ছায়া মায়া,
(জীব) তাহার কবলে বিপদাপন্ন;
খেদে দুখে আর মরম-জ্বালায়
সদাকাল তাই অপরসন্ন।

হরিজন যদি জীবে দয়া করি,
দেন সে শুদ্ধা ভকতি বিন্দু;
(তখন) তমো রাশি নাশি ভাসিয়া উঠিবে
প্রেমের ঠাকুর মোহন ইন্দু॥

(ক্রমশঃ)

পরিক্রমা বিবরণ।

(প্রেরিত)

চিন্ময়ধাম শ্রীনবদ্বীপ যাঁহারা প্রাকৃত চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা এই ধামের সনাতন সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন ও মনের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, এবং যাঁহারা অপ্রাকৃত চক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা দেবতাগণের লীলাস্থলগুলির এবং শ্রীশ্রীমন্নিমাইচাঁদের অপার মাধুরিমাময় বিহার স্থানগুলির অসীম সৌন্দর্য্য এবং ভক্তগণের নিবসতি স্থানের যে সকল স্মৃতিচিহ্ন মাত্র রহিয়াছে তাহা সন্দর্শন করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন এবং আপনাকে কৃতকৃতার্থম্মন্য বোধ করিয়াছেন। যাঁহারা ভক্তিভাবে শ্রীনবদ্বীপ ধাম দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা পরম ভাগ্যবান। সকলের ভাগ্যে এই ধাম দর্শনের সুযোগ সংঘটিত হয় না। আমি অতি দীনহীন দুরাচারী হইলেও গৌরপরায়ণ ভাগবতগণের সঙ্গে ধামদর্শনের সুযোগ পাইয়া আপনাকে অতি ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপার করুণা-বলেই যে বৈষ্ণবগণের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে পারিয়াছিলাম তাহা নিশ্চয় বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ সেই সকল জগন্মান্য মহাভাগবতগণ যখন মাদৃশ দুরাচারীকে তাঁহাদিগের অনুগমনে অধিকার দিয়াছিলেন, তখন ইহা গুরুকৃপা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যাহারা দুর্ভাগ্যবশে শ্রীধাম পরিক্রমার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই তাঁহাদিগের জন্য বিশেষতঃ ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম সতত স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে বলিয়া এই পরিক্রমা-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। সুশৃঙ্খলে ইহা সম্পন্ন হইবে কি না তাহা জানিনা, তবে আমার প্রতি শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপার করুণা আছে বলিয়াই লেখনি ধারণ করিয়াছি।

শ্রীধাম পরিক্রমেচ্ছু ভক্তগণ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমন্নিমাই চাঁদের মাতৃস্বসার গৃহে সমবেত হইতে ছিলেন। শিশু, বালক, যুবক প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি কত লোক যে এই পরিক্রমাকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক গণনা করিতে পারি নাই। সকলে এই স্থানে একত্র হইলে, ১০ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ভক্তগণ মধ্যাহ্নে প্রসাদ আস্বাদনের আনন্দ উপভোগ করিয়া অপরাহ্নে পরিক্রমা কার্য্যে বহির্গত হইলেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি মহারাজ অগ্রবর্ত্তী হইলেন, তৎপশ্চাতে উভয় পার্শ্বে ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ এবং ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীভক্তি বিবেকভারতী, আচার্য্যত্রিক কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী এবং পরমানন্দ ব্রহ্মচারী তৎপশ্চাৎ অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী, মদনমোহন দাসাধিকারী, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, গৌরদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইতেছেন, এরূপ বহু সংখ্যক ব্রহ্মচারী অনুগমন করিতে লাগিলেন। হরিদাস মুনি উচ্চকণ্ঠে সেই প্রাণ মাতোয়ারা গান ধরিলেন "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" চতুর্দিকস্থ জনসঙ্ঘের কণ্ঠ হইতেও গীত হইতে লাগল "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" দূরবর্ত্তী

প্রান্তরেও প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই অমৃতবর্ষী ধ্বনি গগণমণ্ডল ভেদ করিয়া আকাশে ধ্বনিত হইতে লাগিল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে যেমন সকল বস্তুকেই স্বাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে, হরিদাস মুনির সুললিত স্বরও সেইরূপ গ্রামবাসীগণকে তদাভিমুখে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই হেতু বশতঃই আমরা যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই সঙ্ঘের পুষ্টি বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিল। ইহাদিগের পশ্চাতে বহু সংখ্যক ভক্ত সমুৎসুক চিত্তে অগ্রসর হইতেছেন। তৎপশ্চাতে অসংখ্য স্ত্রীলোক সানন্দ মনে নাম গান করিতে করিতে অনুগমন করিতেছেন। বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই স্ব স্ব গৃহ সংসার পিতা পুত্র পতি ভুলিয়া এই সঙ্ঘের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য সুষমাময় ভাব কুত্রাপি কখনও আমার নয়ন পথে পতিত হয় নাই।

এইরূপ আনন্দলহরীতে অভিষিক্ত হইতে হইতে পশ্চিমাভিমুখে কিয়দ্দূর আসিলে শ্রীপাদ গোস্বামী মহারাজ আমাদিগের বামদিকে এক সুবিস্তীর্ণ পুষ্করিণী আকার খাদ দর্শন করাইয়া কহিলেন ইহারই নাম পৃথুকুণ্ড অধুনা বল্লালদিঘি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সত্যযুগে শক্ত্যাবেশ অবতার মহারাজা পৃথু পৃথিবীর উচ্চ নীচ কাটিয়া সমতল করিবার জন্য এইস্থানে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। কর্ম্মচারীরা যখন মৃত্তিকা কাটিতে আরম্ভ করিল তখন মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে মহাজ্যোতির্ম্ময় প্রভা উত্থিত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া তাঁহারা মহারাজকে এতদ্বিষয় বিজ্ঞাপন করিল। রাজা আসিয়া এই জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন অনন্তর তিনি ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন ইহা জ্যোতির্ম্ময় শ্রীনবদ্বীপধাম এবং স্থানের মাহাত্ম্য গুপ্ত রাখিবার জন্য ঐ স্থানে কুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞানুসারে ঐ স্থানে কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া উহার নাম রাখিলেন পৃথুকুণ্ড। নবদ্বীপবাসী সকলেই উহা পৃথুকুণ্ড বলিয়া অবগত হইল। গ্রামবাসীগণ ঐ কুণ্ডের নির্ম্মল জল পান করিয়া অতিশয় উপকৃত হইতে লাগিল। অনন্তর লক্ষ্মণ সেন পিতৃপুরুষের উদ্ধারকল্পে ঐ স্থানে এক সুবিস্তীর্ণ দীঘিকা খনন করাইলেন। আবার বল্লাল সেন রাজা হইলে ঐ দীর্ঘিকা বল্লাল দীঘিকা নামে খ্যাত হইল। এখান হইতে বল্লাল সেনের আবাস গৃহের চিহ্নস্বরূপ উচ্চ ভূমি খণ্ড দেখাইলেন।

পৃথুকুণ্ড দর্শন করিয়া আমরা কিছুদূর আগমন করিলে শ্রীপাদ আমাদিগকে অদ্বৈতভবন দর্শন করাইলেন। এই স্থানেই সীতানাথ অদ্বৈতচন্দ্র কৃষ্ণের পূজা করিয়াছিলেন এবং হুঙ্কার করিয়া আমার গৌরচন্দ্রকে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ভক্তিভরে প্রণত হইলেন। ভক্তগণ সকলেই প্রণাম করিয়া প্রেমভরে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ নৃত্য গীতের পর এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা পুনরায় গমন করিতে লাগিলাম।

এখান হইতে অত্যল্পদূর আসিলেই শ্রীপাদ আমাদিগকে শ্রীবাসঅঙ্গন দেখাইয়া তন্মধ্যে লইয়া গেলেন এবং গৌর, নিতাই, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাস দর্শন করাইয়া বলিলেন ইহাই পঞ্চতত্ত্ব, জীবের একমাত্র আরাধ্য এবং পরিত্রাণের কারণ। এই পঞ্চতত্ত্বই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিদান স্বরূপ। ইহা ভিন্ন জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন তত্ত্ব নাই।

এইরূপ লীলাকথা :ভক্তগণকে শ্রবণ করাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে, সকল ভক্তই ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু ভক্তিবিবেকভারতী ও ভক্তিপ্রদীপতীর্থ ঠাকুরদ্বয় প্রেমভরে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। হরিদাস মুনি, মুকুন্দবিনোদ বাবাজী ও অন্যান্য বহু সংখ্যক গৌরগতপ্রাণ পরম ভাগবত উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ নৃত্য ও কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদনের পর আমরা শ্রীবাস অঙ্গন হইতে পথে বাহির হইলাম। নৃত্য কীর্ত্তনের বিরাম নাই। পথে যাইতে যাইতে যে অপূর্ব্ব নৃত্য ও কীর্ত্তনানন্দ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম।

এই প্রকারে নর্ত্তন কীর্ত্তনের বিমলানন্দে ভাসিতে ভাসিতে আমরা কিছু দক্ষিণ পশ্চিমে কিয়দ্দূর আগমন করিলে. শ্রীপাদ আমাদিগকে জগন্নাথ মিশ্রের বাটী দেখাইয়া তন্মধ্যে লইয়া গেলেন। আহা কি অভাবনীয় দৃশ্য, জ্যোতির্ম্ময়রূপ, অলৌকিক নয়নতৃপ্তিকরভাব, ভক্তের পরমারাধ্য, আমার প্রাণবল্লভ গৌরসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়ার হস্তধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। আমরা সংসারী; এই সংসারের মধ্য দিয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রেমরস আস্বাদন করাইবার জন্য তিনি সংসারী সাজিয়াছেন—গৃহী হইয়াছেন। সকলেই ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন কেহ কেহ গড়াগড়ি দিয়া শ্রীঅঙ্গনের ধুলা দেহে ম্রক্ষণ করিতে লাগিলেন। পার্শ্বে ঐ ভুবনভুলান, নয়নরঞ্জক, মন হরণকারী শ্রীশ্রী-রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি, দেখিলেই আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়, কাজ কর্ম্ম, বিষয় সম্পত্তি, সুখ ঐশ্বর্য্য, পিতা, পুত্র, শ্বশ্রু পতি কিছুই মনে থাকে না। মনে হয় ঐ পীযূষবর্ষী কমনীয় কনক কান্তির চরণপ্রান্তে থাকিয়া সংসারের ত্রিতাপ আমার শান্তি করি। সকলে ভক্তিভরে প্রণাম ও গড়াগড়ি দিয়া মনের আবেগ দূর করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীপাদ আমাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান দর্শন করাইলেন এখানেও অপূর্ব্ব দৃশ্য। যে নিম্ববৃক্ষতলে গৌরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, উহা বংশ রক্ষা করিয়া বৈকুণ্ঠারোহন করিয়াছেন। সেই বংশধর নিম্ব বৃক্ষ এখনও বিরাজ করিতেছেন, তাহারই তলে সূতিকাগৃহ। কি অলৌকিক দৃশ্য! পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া নয়ন প্রেমরসে প্লাবিত হইতে থাকে। মিশ্র মহারাজ তদ্গত চিত্তে মালা জপ করিতেছেন; পার্শ্বে নিমাইচাঁদ শায়িত, সম্মুখে শচী মাতা খোকার দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, যেন সেই কমনীয় কান্তি ভুবনমোহন জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিয়া নয়ন মন ভুলিতে পারিতেছে না—দেখার শেষ হইতেছে না, রূপে নয়ন মন আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। এই অলৌকিক অভাবনীয় দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া সকলে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন এবং প্রেমাশ্রুনীরে পরিপ্লুত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য ও নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তিবিবেক ভারতী ঠাকুরের নয়ন তৃপ্তিকর প্রচণ্ড নৃত্য ও হরিদাস মুনির সুললিত নাম গান আমার চিত্তপটে এখনও প্রতিভাত হইতেছে।

ভক্তগণ :কিয়ৎকাল এইরূপ প্রাণতোষিণী আনন্দ আস্বাদন করিলে পর, শ্রীপাদ গোস্বামী মহারাজ শ্রীমন্দিরের বারেন্দায় যাইয়া অন্তর্দ্বীপের কথা পাঠ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীমদনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মচারী ঠাকুর সুললিত কণ্ঠে বিশুদ্ধ তান লয় সমন্বিত স্বরে পাঠ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর এমনই শ্রবণরঞ্জক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে শ্রোতৃবৃন্দ জড়বৎ স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান

ছিল। অনন্তর ভক্তিবিবেকভারতী ঠাকুর প্রভুর অন্ম কথাগুলি এমনই গুরুগম্ভীর ভাবে পাঠ করিতে লাগিলেন যে, শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই প্রেমাশ্রু বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইঁহাদিগের মুখ নিসৃত সুমধুর স্বরলহরী আমার হৃদয়ে এখনও তরঙ্গায়িত হইতেছে। পাঠ শেষ হইলে সকলে প্রেম পূরিত হৃদয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মিশ্র মহারাজের আবাসগৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ।

হাটখোলায় নাম প্রচার:—বিগত ২রা চৈত্র শুক্রবার কলিকাতা হাটখোলায় আড়তদার পটীর মধ্যে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় স্বামী ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ জীবের নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ভারতী মহারাজের হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই পরম পরিতোষ লাভ করেন।

রাঢ়দেশে নাম প্রচার:—সম্প্রতি স্বামী ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ রাঢ়দেশে বর্দ্ধমান জেলার নানাস্থানে শ্রীহরিনাম প্রচারোদ্দেশে ভ্রমণ করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের দ্বারদেশে দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীধামপরিক্রমার মহান্ত শ্রীমৎ ললিতাপ্রিয় দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তাঁহার অপ্রকট মহোৎসবও সে দিবস পরম সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সমাধি মন্দিরের অপূর্ব্ব শোভা দর্শকের হরিসেবায় অভিলাষ প্রতি মুহূর্ত্তেই বর্দ্ধন করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

ঢাকায় শ্রীমদনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় মহাশয় গীতার কথা ও হরিসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীনাম প্রচার করিয়াছেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক গোলাপলাল ঘোষ মহোদয়ের স্বধামগমনোৎসবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইবে।

হাবড়া ডোম্‌জোড়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়:—চিকাগো শহরের ডাক্তার নর্ম্ম্যান ফষ্টার দীর্ঘজীবন লাভের বারোটি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; তিনি বলেন, এই উপায়ে থাকিলে মানুষ অন্ততঃ নব্বই বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে কাটাইতে পারে—

(১) অতি ভোজন করিবে না (২) অতিরিক্ত পান করিবে না, বিশেষ মদ্য প্রভৃতি, (৩) অতিরিক্ত পরিশ্রম বা একাদিক্রমে দীর্ঘসময় যাবৎ পরিশ্রম করিবে না (৪) অতি অল্প পরিশ্রমও করিবে না, এবং বরং বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিবে তথাপি অলসভাবে কালযাপন করিবে না; (৫) সেই সকল কার্য্যই করিবে, যাহাতে সাধারণের হিত হয়, অন্যান্য কার্য্যধ্বংসকারী (৬) তৎপরিমাণ সময় নিদ্রা যাইবে যাহা বহুদর্শিতার ফলে তোমার পক্ষে উপযোগী বলিয়া মনে করিবে। (৭) বিশ্রাম করিতে হয় বলিয়াই কর্ম্মে ক্ষান্ত দিবে না, কিন্তু নূতন বলসঞ্চয়ের জন্য দিবে (৮) সর্ব্বদাই দৌড় ঝাপ করিবে না

(৯) আরামের জন্ম বসন ভূষণ পরিবে, সখের জন্ম নয় (১০) বিরক্তির কারণ হইতে দূরে থাকিবে কারণ ইহা শরীর এবং মন উভয়কেই দুর্ব্বল করে। (১১) সাদাসিদে ভাবে জীবন ধারণের যাহা কিছু অন্তরায় হইবে তাহা হইতে দূরে থাকিবে। (১২) উপরোক্ত উপায়গুলিকে জীবন-ধারণের মূলমন্ত্র এবং ভিত্তিস্বরূপ করিবে। (স্বরাজ)

দেশী ও বিলাতী রং।

দেশী ও বিলাতী রং—ভারতের পূর্ব্ব প্রচলিত পাকা রংএর পরিবর্ত্তে ইদানীং বিলাতী অল্পকাল স্থায়ী রং সমূহের চলন বাড়িয়াছে। বেশীর ভাগ বিলাতী রংএ রঞ্জিত বস্ত্র ক্রয় করিয়া জলে ধৌত করিলেই এক চতুর্থাংশ রং ধুইয়া বস্ত্রখণ্ড ফিকাবর্ণ হইবে। তৎপরে রজকালয়ে ধৌত হইয়া আসিলে পূর্ব্ববস্ত্র বলিয়া চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। এমন কি ঊর্ণতন্তু কৌষেয় বসন, লোমজ, কার্পাস—যাহাই হউক না কেন অধিক রৌদ্র, নিহার, বর্ষার জল পাইলেও রং চটিয়া শুভ্র বসনে পরিণত হয়। বর্ত্তমানাবস্থায় আমাদিগকে এইরূপ ভ্রমান্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ভাল মন্দ নির্ব্বাচনের শক্তি আমাদের একেবারেই নাই। দেশজ দ্রব্যের বেলাতে আমরা বেশী রকম অন্ধ। দেশীয় দ্রব্য যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অতি সুলভ হয় তথাপি আমরা তাহার আদর করিতে জানি না, একান্ত-পক্ষে দেশজাত দ্রব্য একবার বৈদেশিকের হস্ত দিয়া ঘুরিয়া আসিলেও কতকটা তৃপ্তি অনুভব করি। সর্ব্বশেষে না হয় বিদেশীর প্রদত্ত একটা সার্টিফিকেট দেখা চাই। নতুবা মনে ধোকা থাকিয়া যায়।

এই দেখুন "কালী" অর্থাৎ কাল কালী লাল কালী ইত্যাদি যে কালীতে আমরা এক্ষণে পত্র ও দলিলাদি লিপিবদ্ধ করিয়া ভ্রান্ত ধারণা বশে চিরস্থায়ী অথবা বহুবর্ষস্থায়ী বিবেচনায় মস্তিষ্ক স্থির করিয়া পুত্র পৌত্রের জন্ম যত্নে রাখিয়া যাইতেছি, উহার দশা অর্দ্ধ শতাব্দী পরে কি শোচনীয় হইবে, তাহা এখনও বুঝিতেছি না, ইদানীং প্রচলিত মসীতে লিখিত দলিল দস্তাবেজাদির লেখা হয়ত পরিষ্কার কিন্তু উঠিয়া গিয়া সাদা কাগজখানি মাত্র পড়িয়া থাকিবে।

বহু বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক ও মৌলবীগণ অলক্তরাগরঞ্জিত যে সকল কবচ ও দোয়া তাবিজে ভূর্জ্জপত্রে, তালপত্রে, বা কাগজে লিখিয়া মাদুলী পদকাদি মধ্যে পুরিয়া দিয়াছেন, কিম্বা অধ্যাপক ও মুন্সীদিগের হস্তলিখিত পুরাতন গ্রন্থাদি দেখিলে উহা যে অচিরকালের লিখিত নহে, ইহা কখনই বুঝা যাইবে না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের হস্ত-লিখিত মনসার গীত, রামায়ণ, কবিকঙ্কণচণ্ডী, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদির পাতি ইত্যাদি অনেকের গৃহেই আছে উহা তৎকাল প্রচলিত ভূষা কালীতে লিখিত হইলেও দেখিতে যেন অত্যল্পকাল মধ্যেই লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ কোন কোন খানির ৭০।৮০ বা ১০০ বৎসর গত হইয়া গিয়াছে, অথচ এখনও অবিকৃত অবস্থাতেই আছে। কালী সর্ব্বসাধারণেরই আবশ্যক তজ্জন্য ইহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম। আমরা বাল্যকালে হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, টৌরিফল কুচিত

করিয়া কয়েক খণ্ড লৌহসহ জলে ২।৪ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া শেষে অগ্নিতে পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া অল্পমাত্র হিরাকসের গুড়া মিশাইয়া পুনরায় জল দিয়া লইতাম, তাহাতে কালী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইত এবং চারি পয়সা খরচে দুই পাইট বোতল কালী প্রস্তুত হইত এবং স্থায়ীত্ব সম্বন্ধেও কোন সন্দেহের কারণ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে বিলাতী অনুকরণে বটী, চাকতি, গুড়া, তরল নানারূপে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, ও স্থায়ীত্ব বিষয় কতদূর তাহাও দেখা যাইতেছে।

এক্ষণে আমাদের পূর্ব্বপ্রচলিত পাকা উদ্ভিদজাত রংএর পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে যে খনিজ অতি অপদার্থ অস্থায়ী কাঁচা রং প্রচলিত হইয়াছে তাহাই বিবৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বে এ দেশের উৎপন্ন বৃক্ষের কাষ্ঠ, ত্বক, ফল মূল, পুষ্প বৃন্ত, শিকড় প্রভৃতি দ্রব্য রঞ্জন শিল্পে ব্যবহার হইত। তাহার রংও যেমন চিরস্থায়ী ছিল, রঞ্জিত বস্ত্র প্রভৃতির বহুস্থায়ীত্ব পক্ষেও সেইরূপ সহায়ক ছিল, কোন কালেও তাহার রং ধ্বংস হইত না! অথচ উদ্ভিদজাত রং শরীরের পক্ষে কোন অনিষ্ট কর নহে, পক্ষান্তরে খনিজ রংএ স্বাস্থ্য হানিকর পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

আমরা কয়েকটী রঞ্জক উদ্ভিদের নাম প্রদান করিলাম। বর্ত্তমান সময়ে রঞ্জন বিদ্যাবিশারদ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সকল দেখিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন ও কার্য্যোপযোগী করিয়া পুনরায় ব্যবহারে আনিতে পারিলে দেশের প্রভূত উপকার সাধন ও কৃষিকার্য্যেরও কিছু প্রসার বৃদ্ধি হইতে পারে।

বাবলার ছাল, গরাণ গাছের ছাল, বকম কাষ্ঠ, আচ ফুলের শিকড়, কুসুম ফুল, হরীতকী, বয়েড়া, আমলকী, টৌরি, নল, লাক্ষা, শেফালিকা ফুলের বৃন্ত, হরিদ্রা, জাফরাণ, নটকান ফুলের বীজ ইত্যাদি পদার্থে পূর্ব্বকালে বস্ত্রাদির রঞ্জন কার্য্য সমাহিত হইত।

উপরোক্ত ত্বক কাষ্ঠ ও ফল সমূহের দ্বারা চর্ম্ম ও বস্ত্র রঞ্জন কার্য্য উত্তমরূপে ও সুলভে সম্পাদন হইতে পারে, বাবলার ছাল, হরীতকী, বয়েড়া ও আমলকী দ্বারা উত্তম পাকা কাল আলপাকার ন্যায় রং হয়। উহাতে চর্ম্ম ও বস্ত্র উভয়ই রঞ্জিত হইতে পারে। গরাণ কাষ্ঠের ছালে চর্ম্ম রঞ্জন হয়, ইহাতে বাদামী রং ভাল হইবে। বকম কাষ্ঠ ও আচফুলের শিকড়ে বস্ত্র লোহিত রং কুসুম ফুলের কুসুম্ভী রং হইবে, ইহাতে বস্ত্র রঞ্জন হয়, নীলে নীল বস্ত্র প্রস্তুত হয়, লাক্ষা দ্বারা অলক্তক সদৃশ রং ও বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইবে, শেফালিকা পুষ্প বৃন্তে হরিদ্রাভ রক্তবর্ণ ও বস্ত্র রঞ্জনে ব্যবহার্য্য হরিদ্রার হরিদ্রাবর্ণ ও জাফরাণে তদপেক্ষা একটু ঘোর ও রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ রং দৃষ্ট হয়, নটকান বীজে গেরিমাটী ভূম্রবর্ণ উৎপন্ন ও প্রতিফলিত হয়, ইহাও বস্ত্র রঞ্জনের উপযোগী।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

(স্বরাজ)

স্বতীশ্ন

মিঃ কে, সি, দে :—প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর মিঃ ল্যাং একবৎসরের ছুটি লওয়ায়, মিঃ কিরণচন্দ্র দে তাঁহার স্থানে অস্থায়ী কমিশনর ও বঙ্গীয় লাট সভার সদস্য হইলেন।

কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়:—এই বিদ্যালয় হইতে এ বৎসর একটি বালক উচ্চপ্রাইমারি, আর একটি বালক নিম্নপ্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কলারশিপ পাইয়াছে, এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের মহোপকার সাধন করিতেছে।

পুলিসের কলঙ্ক:—নোয়াখালীর ইনসিওরেন্স চুরির মামলায় পুলিশের বিরুদ্ধে অনেক কলঙ্ক বাহির হইয়াছে। একজন ইনস্পেক্টর ও ৩জন কনেষ্টবল অভিযুক্ত হইয়াছে।

গৃহশিল্পে আগাখাঁ:—মাননীয় আগা খাঁ মান্দ্রাজে একজন প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন—কোন কোন বিষয়ে এবং গৃহ শিল্প হিসাবে চরকার প্রচার হওয়া উচিত।

কুমার শিবশেখরেশ্বরের স্পষ্টবাদিতা:—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় বলিয়াছেন যে আমরা যে আশা করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকিয়াছিলাম তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। দেশবাসীর কোনও কাজই আমরা করিতে পারি নাই বা মন্ত্রিগণও দেশের কোনও কাজেই লাগেন নাই।

মানহানি:—কলিকাতার নব প্রকাশিত 'শিশির' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মিত্রের বিরুদ্ধে, অলইণ্ডিয়া এক্জিবিসনের সেক্রেটারী কলিকাতা পুলিশ আদালতে মানহানির মামলা রুজু করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর নামে শমন জারির আদেশ দিয়াছেন।

মামা ভাগনের মামলার আপিল:—সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁহার মাতুল শরচ্চন্দ্র রুদ্রের নামে শ্রীরামপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বলিয়া নালিশ করে যে, তাহার মামা তাহাকে সপরিবারে গুলি করিয়া মারিবার ভয় দেখাইয়াছেন। শ্রীরামপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সন্তোষের ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায় দুইমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। হুগলির দায়রা জজের নিকট আপিল হইয়াছিল। জজ বাহাদুর নিম্ন আদালতের ঐ দণ্ড নাকচ করিয়া, জরিমানার টাকা আপিলকারিকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

বর্ণ বৈষম্য বিল:—এতদিন ধরিয়া যে বর্ণ বৈষম্য আইন কাউন্সিল অব ষ্টেটের আলোচ্য ও বিবেচনাধীন ছিল, তাহা কতিপয় মেম্বারের সামান্য সামান্য মন্তব্যযুক্ত ভাবে কিছু কিছু কাট ছাঁট হইয়া পাশ হইয়া গিয়াছে।

ভারত সম্রাটের জন্মদিন:—আগামী ২রা জুন, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার আমাদের সম্রাট মহোদয়ের জন্মদিন। ঐ দিন সাধারণ ছুটির দিন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

জেলাবোর্ডের অধীনে, আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রসার—যশোহরের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সর্ব্বপ্রথমে, দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় খুলিয়াছিলেন, আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে বর্দ্ধমান জেলাবোর্ডও এক বা ততোধিক দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় খুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

কারাবাসীর অনশন:—'বম্বে ক্রনিকেল' সংবাদ পত্রে প্রকাশ কেরাণা খিলাফৎ কমিটীর সম্পাদক মৌঃ মহম্মদ আবদুল রহমান বোম্বাই জেলে ২০দিন অনাহারে আছেন। শেষের ৪।৫ দিন নাকি তাঁহার

অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে।

শিকারে মৃত্যু :—কুচবিহার মহারাজের অনারারি দেহরক্ষী লেপ্টেনেণ্ট ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী মহাশয় শিকার করিতে গিয়া বন্দুকের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

পোষ্টেল স্পেশ্যাল ট্রেন বন্ধ :—১৯২৩ সালের ৫ই এপ্রিল হইতে হাওড়া বোম্বাই স্পেশাল ট্রেণের চলাচল বন্ধ হইবে এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় যে বোম্বাই মেল ট্রেণ কলিকাতা হইতে রওণা হয় তাহাতেই বিলাতী ডাক প্রেরিত হইবে। ব্যয় সঙ্কোচই এতাদৃশ ব্যবস্থার মূলীভূত কারণ।

দিনাজপুর সংবাদ :—উপস্থিত দিনাজপুরে গ্রীষ্মের প্রকোপ দেখা দিয়াছে তৎসঙ্গে ব্যারামের উপদ্রবও বাড়িয়াছে। উক্ত জেলায় ১৫টী নূতন ডাক্তার খানা হইবার কথা ছিল কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রী নাকি উহা নামঞ্জুর করিয়াছেন।

সোণার আংটী বিতরণ :—ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া ত্রিপুরা জেলার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট ইতিমধ্যে একটী সভা করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস প্রেসিডেণ্টকে সোনার আংটী দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। বোর্ডের পদগ্রহণে অতঃপর লোকে লোলুপ হইবে কি?

সৈন্য সংখ্যা কম :—ভারতের বৃটিশ পদাতিক সৈন্য সংখ্যা কমাইবার নাকি একটী প্রস্তাব চলিতেছে; তাহাতে সামরিক বিভাগ আপত্তি করিতেছেন। কারণ তাঁহারা বলেন এ দেশের বৃটীশ সৈন্য সংখ্যা কমাইতে গেলে বিলাতের রিজার্ভ সৈন্যসংখ্যা বাড়াইতে হয় তাহাতে খরচ আরও বাড়িয়া যায়। কাজেই এরূপ প্রস্তাব নিষ্প্রয়োজন।

বৈদেশিক।

দূত নিবাস প্রতিষ্ঠা :—প্যারী নগরীর সংবাদে প্রকাশ যে, কাবুলে ফরাসী দূতের নিয়োগ সম্বন্ধে ফরাসী মন্ত্রীসভা মঞ্জুর করিয়াছেন। আফগানিস্থানের আমীর মহোদয়ও তাঁহার শ্বশুর মহাশয়কে প্যারী নগরীর কাবুল রাজদূত নিয়োগ করিয়াছেন।

পাট ব্যবসায়ীর ক্ষতি :—লণ্ডনের তারের সংবাদে প্রকাশ, যে ডণ্ডী সহরের পাটকল গুলির শ্রমিক-দিগের সহিত ব্যবসায়িগণের মতানৈক্য ঘটায়, শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে—ফলে, পাটের ব্যবসায় একদম বন্ধ।

বিলাতের মদ্য ব্যবসায়ীর জন্য নূতন আইন :—বিলাতে সাধারণ মদের দোকানদারগণ ১৮ বৎসরের অনধিক যুবকগণকে মদ্য বিক্রয় করিতে পারিবেন বলিয়া যে আইনের নূতন খসড়া হইয়াছিল, তাহা হাউস অব্ কমন্সে লেডি এষ্টর কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক আইন প্রসঙ্গে যোগদান এই প্রথম।

কয়লার ভাগাভাগি :—এসেনের তারের খবরে জানা যায় যে, ফরাসী ও বেলজিয়ানগণ পরস্পর সমানাংশে লুণ্ঠিত কয়লা ভাগ করিয়া লইতে সম্মত হইয়াছেন। রুড় হইতে হল্যাণ্ড পর্য্যন্ত কয়লা বোঝাই গাড়ীর রাস্তা বন্ধ হইয়াছে। হল্যাণ্ড ও জার্ম্মাণিক, ফরাসী ও বেলজিয়ানগণকে কয়লার ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করিতেছেন এ বিষয়ের মীমাংসার জন্য প্যারী, ব্রাসেলস্ এবং হেগ বন্দরের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

১ম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৭ই চৈত্র, ১৩২৯। { ৩১শ সংখ্যা

ভাগবত শ্রবণ।

ভাগবত অর্থে 'ভগবানের।' ভাগবত বলিতে গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত ভাগবত বুঝায়। যে গ্রন্থ রাজে শ্রীভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা পরিকর বৈশিষ্ট্যের সম্যক্ আলোচনা হইয়াছে তিনিই গ্রন্থ ভাগবত। আর যিনি অনন্য চিন্তায় অনন্য চেষ্টায় শ্রীভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া নিরন্তর গ্রন্থ ভাগবতের আস্বাদ ল'ন তিনি ভক্ত-ভাগবত। উভয় ভাগবতই তদীয় তত্ত্ব, তত্ত্বতঃ স্বয়ং শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। সুতরাং ভাগবত শ্রবণ আমাদের বিষয় কর্ম্মের মধ্যে অন্যতম এক ব্যাপার হইতে পারে না। ভাগবত পাঠ ও ভাগবত শ্রবণ দ্বারা আমরা ভগবানের সেবা করিতে পারি। সেবাবুদ্ধির অভাবে পাঠ ও শ্রবণে ফলবিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। ভাগবত না হইলে কেহ ভাগবত কীর্ত্তনে যোগ্য হইতে পারেন না, তাহার অভিনয় করিতে গেলে তাহা বিষয়কর্ম্মই হইয়া যায়। ভাগবতের নিকট ভাগবত শ্রবণ না করিলে তাহাও বিষয়ীর সঙ্গ হইতে ভাগবতের ছলনায় বিষয়-ভোগ চেষ্টাই বর্দ্ধন করে, ভাগবত শ্রবণ হয় না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ এই যে, "যাহ পড় ভাগবত বৈষ্ণবের স্থানে।" অবৈষ্ণবের নিকট ভাগবত শ্রবণ করিলে ভাগবত শ্রবণ হয় না তাহার পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণবের চিন্তাস্রোত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশাধিকার পায়। তখন আমরা ভাগবত দাস হইতে না পারিয়া অবৈষ্ণবের আনুগত্যে মায়াবাদী বিষয়ী হইয়া যই, আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রশিরোমণি। ভাগবতরসামৃত-তৃপ্ত পুরুষ ভিন্ন অন্যে ইহার কি মর্ম্ম বুঝিবে! তাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থরাজে শ্রীপাদ রূপগোস্বামি প্রভু চতুঃষষ্ঠি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে রসিক-জনের সহিত ভাগবতাস্বাদন ভক্তি সাধনোপায়

বলিয়াছেন। এখন রসিক কে? যদি রসিক ভিন্ন অপরের সহিত ভাগবতালোচনা করিতে কেহ যা'ন, তাঁহার ভাগবতরসাস্বাদন কিরূপে সম্ভব পর হইতে পারে? আজকাল রসিক বলিতে গেলে আমরা বুঝি যাঁহারা শ্লীলতাবর্জ্জিত হইয়া নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের বিষয় আলাপ করিতে অত্যন্ত আনন্দ পা'ন, সভ্য সমাজের শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া বাক্যে বা লেখনীতে স্ব স্ব কামজ ভাবের প্রকাশ দ্বারা শ্রোতা বা পাঠকের তাহার উদ্দীপনে প্রয়াস পা'ন তাঁহারাই আজ আমাদের অধঃপতনের দিনে রসিক আখ্যা পাইয়া থাকেন। আজকাল বলিয়া ইহা দু'দশ বৎসরের কথা নহে, আজ চুইশতাব্দী বা সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী গত সমাজের এইরূপ প্রবণতা হইয়াছে। প্রাচীন কালে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-কথা একমাত্র ভক্তোত্তম-গণেরই আলোচ্য ছিল। সাধারণ শিক্ষিত ভদ্র লোকে উহার মধ্যে প্রবেশাধিকার না পাইয়া দাম্ভিকতাবশে তদাধার গৃহরূপ গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ-গুলির অযথা বলপূর্ব্বক দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া বিকৃত ভাবে রসাস্বাদের জন্য ব্যস্ত হ'ন নাই। শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়, শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীবিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি রসাকরগুলির ভাণ্ডার লুণ্ঠনে কেহ অযথা সাহস প্রকাশ করেন নাই। এ ভাণ্ডারের রসরাশি আস্বাদনের যোগ্যতা অতি উচ্চ অধিকার। সকলের সে অধিকার না থাকায় রসচর্চ্চা অত্যন্ত নিভৃত ছিল, সাধারণ লোকের উপাসনার মধ্যে রসের প্রাদুর্ভাব ছিল না। যে সকল রসশাস্ত্রের উল্লেখ, হইল উহাতে উজ্জ্বল রসের বিলাস। সেই উজ্জ্বল রস অপ্রাকৃত বা প্রকৃতি রাজ্যের অতীত তত্ত্ব।" "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" সেই অপ্রাকৃত রস আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়, প্রাকৃত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের আধিপত্য থাকিতে উপলব্ধ হইতে পারেন না। আমাদের প্রাকৃত চেষ্টা সমূহ লইয়া অধিরোহমার্গাশ্রয়ে যদি আমরা অপ্রাকৃত রস লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করি, তাহা হইলে উহা দ্বারা আমাদের প্রাকৃত রসেরই আলোচনা হইবে, তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যবর্দ্ধনই আমাদের লভ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার উদাহরণ আমরা সাতিশয় দুঃখের সহিত সুধী পাঠকবর্গকে নিবেদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি যে, প্রাকৃত দর্শনে অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের আলাপ করিতে গিয়া কাব্যরসাস্বাদপর ব্যক্তিগণ শ্রীপাদ বিদ্যাপতি, শ্রীপাদ চণ্ডীদাস শ্রীপাদ জয়দেবের নামে নানারূপ কুৎসা রটনা করিতেও পশ্চাৎপদ হ'ন না। তাঁহাদের বিশ্বাস যাঁহারা জড়রসে মগ্ন নহেন তাঁহারা কিরূপে ঐরূপ রসগ্রন্থ রচনা করিতে পারেন? আবার কাহারও কাহারও পাষণ্ডতা এত অধিক যে চরম ঔদার্য্যাবতার বিগ্রহ স্বয়ং অবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও অচিন্ত্য, অবাচ্য, অকথ্য কথার প্রস্তাব করিয়া তাহারা স্ব স্ব ও অনুগত ব্যক্তির অনন্ত রৌরব আবাহন করিয়া বসিয়াছে। হায়, হায়, মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি জীবের কি দুর্ভাগ্য যে ঐ সকল দুরাত্মার কল্পনা বাস্তব রস বিজড়িত হইয়া নিজ নিত্য মঙ্গলের পথ রোধ করিয়া বসে। অযথা অনধিকার কালে রসমাধুর্য্য দেখিতে গিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা। আরব্য উপন্যাসে যেরূপ রাজকুমার অপ্সরাগণের নিষেধবাণী উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিষিদ্ধ গৃহ উদ্‌ঘাটন করিয়া পক্ষিরাজ অশ্ব দেখিতে পায় ও তাহার অযথা ব্যবহার করিতে গিয়া স্বীয় দুর্ভাগ্য আনয়ন করিয়াছিলেন অনধিকারীর রস ভাণ্ডারে হস্তক্ষেপও ঠিক তদ্রূপ আমাদের দুর্ভাগ্য লক্ষণ।

যতদিন না বঙ্গীয় সমাজ রস শাস্ত্র ব্যবসায়ীর কবল

হইতে মুক্ত না হইবে, যতদিন না সমাজ হইতে বেতন-ভোগী ভাগবতোপজীবীর সমাদর বিদূরিত হইবে, যতদিন ভাগবত শ্রবণব্যপদেশে স্ব স্ব ইন্দ্রিয় রসায়ন সম্পদের অনুশীলনের বস্তু থাকিবে, ততদিন শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া রহিবে। বেতনভোগিগণ বা "চুক্তি" করিয়া না লইলেও বেতন আশায় ভাগবতপাঠিগণ ভাগবত পাঠ করেন না, তাঁহাদের মুখে ভাগবত উচ্চারিত হইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ তাহা অর্থ বিনিময়ে আদান প্রদানের বস্তু নহে, অর্থলোলুপের ভাগবতাধিকার নাই, সুতরাং অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার মুখে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া তাহার লোক রঞ্জনের ক্ষমতার প্রশংসা করাও যা, আর যাত্রা থিয়েটার শুনিয়া বাহবা দেওয়াও তাই। ইহার সহিত ভাগবত শ্রবণের ফল প্রেমোদয়ের সহিত কোন সাক্ষাৎকার নাই।

অনেকে অর্থ বিনিময়ে ভাগবত পাঠ না করিলেও তাঁহাদের ভাগবতালোচনা পূতনার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিষরক্ত প্রদানের স্থায়। তাঁহারা ভাগবতের প্রচ্ছন্ন শত্রু। তাঁহারা পাণ্ডিত্য জাল বিস্তার করিয়া ভাগবতার্থ আচ্ছাদন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের স্ব স্ব মত পোষক ব্যাখ্যা করিয়া মায়াবাদ প্রচারই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ইহাদের মধ্যেও বেতনভোগী আছে, অথবা কেহ কেহ সাধারণতঃ অপাপ ও থাকিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের নিকট ভাগবত শ্রবণে আমাদের কত সৌভাগ্য অঙ্কুরিত প্রেমবীজ নাশ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী করিয়া তুলে। একপক্ষে এই সকল পণ্ডিতাভিমানী মায়াবাদিগণের অপরপক্ষে বেতনলোলুপ অনধিকার রসা-লাপী পাঠকগণের নিকট ভাগবত শ্রবণ নিষেধ করিয়া পরমকরুণাকর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আমার ন্যায় জীবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"। আমরা কিন্তু তাঁহার সেই আদেশবাণী উল্লঙ্ঘন করিয়া কি অধঃপাতেই না যাইতেছি এস্থলে দেবানন্দ পণ্ডিতের আখ্যান আমাদের বহুবার আলোচ্য। পাঠকগণ আকর গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে রসের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাদৃশ রসলাভ যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাই রসিক শব্দ বাচ্য। নতুবা প্রাকৃত সহজিয়াগণ আপনাদিগকে ললনামোহন রসিক বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করেন এবং তাদৃশ পরিচয়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নরকের পথে চলেন এবং আপনাদিগকে ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয় তর্পণে অযোগ্যতা হইতে মুক্ত মনে করেন তাহা তাহাদের ভ্রম মাত্র। উহা সহজিয়াদিগের আদর্শ হইতে পারে কিন্তু অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম হইতে সুদূরে অবস্থিত। প্রাকৃত রসিকগণ বলেন যাঁহারা ব্যভিচারে প্রমত্ত না হইয়া রস লাভের জন্য জড়ে সংযত মাত্র, তাঁহাদের জড় ইন্দ্রিয় তর্পণে অধিকার না থাকায় জড় রসের উপলব্ধি ঘটে না সুতরাং তাহারা শাস্ত রসের অবৈষ্ণব মাত্র কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রস শব্দের বিকৃত অর্থ করায় প্রাকৃত সহজিয়া একরূপ ভ্রমে পতিত। রসের সংজ্ঞায় আমরা দেখিতে পাই যে—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসোমতঃ॥

আবার ব্যভিচারীর পাষণ্ডতায় বঞ্চিত হইয়া

দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণে যোগ্যতা দেখাইতে গিয়া নিত্যকালের জন্য প্রাকৃত অক্ষজ ভোগের ভোক্তা হইয়া পড়েন।

"এ কেমন পাগল"

অষ্টাদশ রজনী।

সকাল হইতেই আজ কখনও ঝর্ ঝর্ করিয়া কখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, হুড় হুড় করিয়া মেঘ ডাকিতেছে, গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া বাজ্ পড়িতেছে, চিড়িক্ চিড়িক্ করিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, সন্ সন্ করিয়া বায়ু বহিতেছে। বড় দুর্য্যোগ। তাই ভাবনা হইতে লাগিল—'আজ বুঝি আর পাগল ঠাকুরের নিকট যাইতে পারিব না, তাঁহার সুমধুর উপদেশ শুনিয়া হৃদয় ও কর্ণের আবেগ ও পিপিসার উপশম করিতে পারিব না, কেনই বা আজ দেবগণ আমার প্রতি এত বিরূপ হইলেন, গত কল্য আকাশের অবস্থা কত সুন্দর ছিল, আজ বা কি হইল, এতদূর পরিবর্ত্তন, হায় এ জগৎ আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তনশীল হে ভগবন্, এ অধমের হৃদয়ের পিপাসা কি হৃদয়ে থাকিয়াই যন্ত্রণা দিবে। আমার প্রাণ যে পাগলময় হইয়া গিয়াছে। পাগলের শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁহার প্রাণমাতোয়ারা করা উপদেশ সুধা পান না করিয়া কিরূপে উপর্য্যুপরি দুইটা দিন কাটাই। ঠাকুর। এ দীনের প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষ কর ঠাকুর।'

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরের পর হইতেই দক্ষিণ হইতে বাতাস বহিতে লাগিল, আকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতে লাগিল, বৃষ্টি থামিয়া গেল, মেঘের নাদ, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমকানি সমস্তই অন্তর্হিত হইল। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমাকাশে সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন, চারিদিক মেঘান্তরিত প্রখর সূর্য্যরশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল। আমিও হৃদয়ে যে কি আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম, তাহা প্রকাশ করা কঠিন। কিছুক্ষণ পরে রওনা হইয়া পাগল ঠাকুরের নিকট চলিলাম। চলিতে চলিতে পাগল ঠাকুরকে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম এবং তাঁহার শ্রীচরণের ধূলি লইয়া মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলাম।

অনন্তর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, আজ চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বে আপনি বেদ বিহিত দীক্ষাদান পদ্ধতি বলিয়া অবশেষে কলিকালের নিমিত্ত শাস্ত্রোপদিষ্ট দীক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে এ অধীনকে উপদেশ আরম্ভ করিতে না করিতেই হঠাৎ চুপ্ করিয়া গিয়াছিলেন। অদ্য কৃপা পূর্ব্বক সে সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া এ দীনের হৃদয়পিপাসা মিটাইয়া কৃতার্থ করুন।"

দীনদয়াল পাগল ঠাকুর তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন.— "বাবা হরিদাস, তোমার যেমন স্মৃতিশক্তি তেমনি তোমার সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন। তুমি নিশ্চয়ই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছ। তাঁহার কৃপাব্যতিরেকে কাহারও এরূপভাবে শাস্ত্রোপদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লাভের জন্য আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহ দৃষ্ট হয় না এবং আপাতমধুর বিষয়-ব্যাপার ছাড়িয়া এতৎ সম্বন্ধে মস্তিষ্ককে এতদূর আলোড়িত করিবারও অবসর ঘটে না। বাবা, তুমিই ধন্য। বর্ষার বারিধারার ন্যায় শ্রীভগবানের কৃপাবারিধারায় তুমি স্নাত হও। পরম মঙ্গলময়

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের আদেশ পালনে এ দাস সদাই উদ্যোগী আছে।

বাবা, তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে 'মানবের বর্ণ-ভেদ ও তাহার ত্রিবিধ জন্ম' সম্বন্ধে তোমাকে শ্রবণ করিতে হইবে। অদ্য 'মানবের বর্ণভেদ' সম্বন্ধেই তোমাকে বলিতেছি। মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

সৃষ্টির প্রথমে মানবগণের মধ্যে কোনরূপ বর্ণভেদ ছিল না। মহাভারত বলিতেছেন :—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাংসর্ব্বব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥"

অর্থাৎ অতি পুরাকালে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট সমগ্র জগতই ব্রাহ্মণময় ছিল। মানবগণের মধ্যে বর্ণগত কোন বিভেদ ছিল না। পরে তাহাদের রুচির অনুকূলে কর্ম্মবিভাগ দ্বারা বর্ণভেদ নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন:—

"আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্ মে হৃদয়াত্রয়ী।
বিপ্র ক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, সত্যযুগের আদিতে নরগণের হংস নামে একমাত্র বর্ণ ছিল। হে মহাভাগ, ত্রেতাযুগের প্রথমে আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে বেদত্রয়ের আবির্ভাব হয় এবং আমার বিরাট্ ব্রহ্মরূপের মুখ, বাহু, উরু ও পদদেশ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিজ নিজ আচার ও স্বভাব ভেদে উৎপন্ন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতগীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুযায়ী আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র দৃষ্ট হয় :—

"গুণৈঃ বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।"

অর্থাৎ গুণ এবং কর্ম্মাদির বিভাগানুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ নিরূপিত হইয়া থাকে।

যে যে কর্ম্ম ও স্বভাবভেদে বর্ণ চতুষ্টয় নিরূপণ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যে আদেশ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ যথা :—

"শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥"

অর্থাৎ শম, দম, তপ, শুদ্ধাচার, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মতা এবং সত্য এই একাদশটি গুণসম্পন্ন মানবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।

ক্ষত্রিয় লক্ষণ যথা :—

শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥"

অর্থাৎ শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ এবং সত্য এই দশটি গুণযুক্ত মানবকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিবে।

বৈশ্য লক্ষণ যথা :—

"দেব গুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গ পরিপোষণং।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণং॥"

অর্থাৎ দেবতা, গুরু ও শ্রীভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গ পরিপোষণ, আস্তিক্য, উদ্যম ও শিল্পনৈপুণ্য এই সাতটি গুণসমন্বিত জনকে বৈশ্য বলিয়া জানিবে।

এবং শূদ্র লক্ষণ যথা :—

"শূদ্রস্য সন্নতি শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞোহস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণং ॥"

অর্থাৎ সাধুদিগকে প্রণতি, শুদ্ধাচার প্রভুর নিষ্কপট সেবা, মন্ত্রহীনতা, যজ্ঞহীনতা, অচৌর্য্য, সত্য এবং গো বিপ্রের রক্ষা এই আটটি গুণপেত নরগণকে শূদ্র বলিয়া জানিবে।

যদি কোন লোক উপরিউক্ত কোন বর্ণের গুণযুক্ত না হন, তবে তাহাকে ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ বলিয়া জানিতে হইবে।

অতঃপর এই সকল কথিত লক্ষণ দ্বারাই বর্ণ নিরূপণ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অন্য উপায়ে অর্থাৎ শৌক্রপদ্ধতিক্রমে বর্ণনিরূপণ নিতান্ত অন্যায়, এই ধারণা দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন :—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতি বর্ণ নির্ণায়ক যে সমস্ত লক্ষণ বলিলাম, সেই সমস্ত লক্ষণযুক্ত মানব, যে কোন গৃহে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, লক্ষণ অনুসারে তাহার বর্ণ নিরূপণ করিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গৃহে যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রস্বভাবসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহার লক্ষণ অনুযায়ী বর্ণনিরূপণ কর্ত্তব্য এবং শূদ্রের গৃহে যদি অন্য ত্রিবর্ণের লক্ষণোপেত লোকের জন্ম হইয়া থাকে, তবে তাহারও বর্ণ-নিরূপণ তাহার লক্ষণ অনুসারেই করিতে হইবে। এইরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ঘরে জাত নরগণেরও বর্ণ নিরূপণ কর্ত্তব্য। 'বিনির্দ্দিশেৎ' শব্দটি বিধিলিংএর প্রয়োগ। সুতরাং ঐ সকল লক্ষণানুসারে বর্ণ নিরূপণ না করিলে অর্থাৎ ঐ সকল বিধি লঙ্ঘন করিলে বর্ণনিরূপণকারী আচার্য্যের প্রত্যবায় হইবে এবং তজ্জন্য আচার্য্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন।

সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ পূর্ণরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সেই যুগে হংস নামে একমাত্র বর্ণই ছিল। সকল মানবই তখন পূর্ণরূপে ধর্ম্মপ্রাণ থাকিয়া শ্রীহরিভজনতৎপর ছিলেন, সুতরাং সকলেই ব্রাহ্মণের শুরু হংসোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাই নরগণের শ্রীহরিভজন ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি না থাকায় বর্ণনিরূপণের আবশ্যকতা হয় নাই। পরে ত্রেতাযুগ আসিয়া উপস্থিত হইলে ত্রিপাদ ধর্ম্মের সহিত একপাদ অধর্ম্ম আসিয়া মিশ্রিত হইল, এবং কতকগুলি লোকের শ্রীহরিভজনবৃত্তি কমিয়া গিয়া কর্ম্মজগতের প্রতি লক্ষ্য পড়ায় তাহাদের স্ব স্ব গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী বর্ণনিরূপণের আবশ্যকতা হইয়া পড়িল। সুতরাং এই সময় হইতেই বর্ণবিভাগ আরম্ভ হইল। দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের সহিত দ্বিপাদ অধর্ম্মের সংযোগ হইল। কাজে কাজেই তখনও বিশেষরূপে বর্ণবিভাগ চলিতে লাগিল। বর্ত্তমান কলিযুগে একপাদ ধর্ম্ম এবং ত্রিপাদ অধর্ম্ম একত্র মিলিত হইয়াছে। সুতরাং এ যুগে অধর্ম্মেরই প্রকোপ বেশী।

তাই গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণ নির্ণয় সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন হইয়াছে। এখন আর গুণ ও কর্ম্মের আদর নাই। সদাচার্য্যের অভাব হইয়া পড়িয়াছে এবং লোকের বৃত্তি প্রায় সম্পূর্ণ ভগবদ্বহির্ম্মুখ হওয়ায়, শাস্ত্রোপদেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, শাস্ত্রাদেশপালনে উপেক্ষা, পাপাচরণ, শাঠ্য, কুটিলতা প্রভৃতি অধর্ম্মের সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধর্ম্মের প্রকোপে ধর্ম্ম ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে বসিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এখন আর বেদ পাঠ করেন না, সামগান

করেন না, শ্রীহরিসাধনা করেন না, এবং অন্যান্য বর্ণত্রয়কে উপদেশ দান পূর্ব্বক ক্রমশঃ শ্রীহরিভজনোন্মুখও করেন না। ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয় বৃত্তি ছাড়িয়াছেন, বৈশ্যগণ বৈশ্যবৃত্তি ছাড়িয়াছেন, শূদ্রও তাহার স্ববৃত্তি ছাড়িয়াছেন, সকলেই ম্লেচ্ছ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অনিত্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ ন্যায়তঃ হউক আর অন্যায়তঃ হউক প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাদের দাসত্ব অবলম্বন করিয়াছেন। হায় কলি! তুমি কত না শক্তি ধর। এই কলির সম্বন্ধে তোমাকে আগামী কল্য শ্রীমদ্ভাগবতের একটী গল্প বলিব। অদ্য রাত্র অনেক হইতে চলিল। একটু শ্রীহরিনাম করা যাউক।"

এই বলিয়া তিনি গাহিতে লাগিলেন:—

গায় গোরাচাঁদ মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
গৃহে থাক বনে থাক, সদা হরি বলে ডাক,
সুখে দুখে ভুল নাক, বদনে হরিনাম কররে।
মায়াজালে বদ্ধ হয়ে, আছ মিছে কায লয়ে,
এখনও চেতন পেয়ে, রাধা মাধব নাম বলরে।
জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ
গুরুসেবকোপদেশ, একবার নামরসে মাতরে॥

পাদ পশু।

যে সকল জন্তুর চারিটী পা আছে, লোকে সাধারণতঃ তাহাদিগকেই পশু বলে। যথা, গো, মেষ, মহিষ, গর্দ্দভ, শূকর ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল প্রাণীর দুইটী পা আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিকেও নীতি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ পশু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা নীতি শাস্ত্রে,—

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনং চ
সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাং।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

অর্থ,—

এ জগতে নিদ্রা, ভয়, ভোজন মৈথুন।
পশু আর নরে ইহা সাধারণ গুণ॥
ধর্ম্মেই মনুষ্য হয় পশু হ'তে ভিন্ন।
ধর্ম্ম না থাকিলে নর পশু মধ্যে গণ্য॥

আরও যথা—তত্রৈব—

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং যস্যৈ কোঽপি ন বিদ্যতে।
অজাগল স্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকং॥

অর্থ,—

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারিটীই চাই।
চারিটীর মধ্যে যার কোনটীই নাই॥
ছাগলের গলদেশে স্তনের মতন।
সে জন জনম লাভ করে অকারণ॥

অতএব নীতি শাস্ত্রকারদিগের মতে যে সকল মনুষ্য ধর্ম্মাদি হীন তাহারাও পশু তুল্য। এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে মনুষ্যের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মাদিপ্রার্থী বা অধিকারী তাহারাই মনুষ্য নামে অভিহিত বাকী সকল মনুষ্যই পশু মধ্যে গণ্য। আবার যে সকল মনুষ্য ধর্ম্মাদি চতুর্বর্গের আশা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারা ভগবানের সেবা করিতেছেন। তাঁহারাই মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত মনুষ্য নামে অভিহিত। কারণ শাস্ত্রে ধর্ম্মাদি চতুর্বর্গ কৈতব নামে উক্ত আছে যথা—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥

তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
(চৈঃ চঃ অ ১ম)

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১স্ক, ১অ ২য় শ্লোকে)

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং। শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্তৃক চতুঃ শ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি কৈতব শূন্য, পরম ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব বস্তু তত্ত্ব জ্ঞান প্রদ। ইহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছা মাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ আদি ১ম)

সৌনক ঋষি সূতগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন যে যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণোনীত উত্তমঃ শ্লোক বার্ত্তয়া॥
(ভা ২-৩-১৭)

দেখুন! দিবাকরের গমনাগমনে মনুষ্যের জীবন প্রতি নিয়তই বৃথায় অতিবাহিত হইতেছে; কেবল হরি কথায় যে মুহূর্ত্ত ব্যয় হয় তাহাই সফল। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়। প্রতিদিন কত সময় বৃথায় অতিবাহিত হইয়া শেষ দিন যে নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, কয়জন লোক তাহার গণনা করে! অধিকাংশ ব্যক্তিই ঘোর বিষয়ের কুহকে পড়িয়া স্ত্রী পুত্রাদি স্বজনবর্গকে আমার চিরসাথী মনে করিয়া এবং নিজ জড়দেহে আমি বুদ্ধি করিয়া কেবল বৃথা সময় অতিবাহিত করিতেছে এবং যেমন এক একটী দিন গত হইতেছে অমনি মনে করিতেছে আমার বয়ঃক্রম বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আমি প্রবীণতা লাভ করিতেছি। আবার সূর্য্যের উদয়াস্তানুসারে দিন, মাস, বৎসর, ইত্যাদি ক্রমে লোকের আয়ুঃক্ষয় পাইতেছে এবং তাহারা ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে তাহা এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিতেছে না। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রাণ, সর্ব্বদাই হরি কথায় রত থাকেন, তাঁহাদের আয়ুঃ কখনই ক্ষয় হয় না, এবং তাঁহারা মৃত্যু মুখে অগ্রসর হন না। তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। এজন্য সূর্য্য তাঁহাদের আয়ুঃক্ষয় করিতে সমর্থ হন না। অতএব যাঁহারা মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে একান্ত ইচ্ছুক তাঁহাদের হরি কথার আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং নশ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥
(ভাঃ ২-৩-১৮)

তরু সকল কি জীবন ধারণ করে না, ভস্ত্রা (কর্ম্মকারের যাঁতা) কি শ্বাস ফেলে না? গ্রামের অন্যান্য পশুরা কি খায় না ও মলমূত্র ত্যাগ করে না? প্রাণ ধারণ করতঃ বহুকাল জীবিত থাকিলে ও স্ত্রী সম্ভোগাদির দ্বারা প্রীতি হইলেই যে জীবন সার্থক হয় এমত নহে; তাহা হইলে বৃক্ষ ভস্ত্রা ও গ্রাম্য পশু বানরাদিকে অধিক কৃতার্থ স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ কেবল দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকাই যদি মনুষ্য জন্মের সার্থকতা

হয়; তবে বৃক্ষ অপেক্ষা মানব শ্রেষ্ঠ কিসে? কারণ কতশত মহীরুহ কত শতাব্দী জীবিত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; সুতরাং সেই সকল মহীরুহকেও মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যদি প্রশ্বাস পরিত্যাগ করাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা হয়, তাহা হইলে ভস্ত্রায় ও মনুষ্যে পার্থক্য কি? কর্ম্মকারের যাঁতাও ত শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে। কিংবা যদি খাওয়া ও মলমূত্র ত্যাগ করাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয় তবে অন্যান্য গ্রাম্য পশু ও মানবে প্রভেদ কি? "অন্যান্য" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, হরি কথায় পরাঙ্মুখ মনুষ্য সকল দ্বিপদ পশু বলিয়া গণ্য; সেই দ্বিপদ পশুরা যেমন আহার গ্রহণ ও মলমূত্র বিসর্জ্জন করিতে পারে, চতুষ্পদ পশুরাও সেইরূপ সকলই করিয়া থাকে; তবে আর দ্বিপাদ পশুতে ও চতুষ্পদ পশুতে প্রভেদ রহিল কোথায়?

শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ
ন যৎ কর্ণ-পথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥

(ভাঃ ২-৩-১৯)

যে ব্যক্তি ভবরোগ বিনাসন বাসুদেবের নামটী পর্য্যন্ত কর্ণকুহরে স্থান দেয় নাই, তাদৃশ ভোগাসক্ত মানবকে কুকুর, শূকর উষ্ট্র ও গর্দ্দভ, এই চারি জনে একাধারে চারি পশুর কর্ম্ম করিতে অবলোকন করিয়া আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পশু বোধে সম্মান করিয়া থাকে। অর্থাৎ গ্রাম্য পশুগণও কামান্ধ অবিবেকী মানব অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। কুকুর, বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ এই পশু চতুষ্টয় বিষয় লোলুপ মানবকে দর্শন করিয়া যেন প্রসন্ন বদনে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক মনে মনে বলিয়া থাকে,

হে নরগণ। তোমরাই সার্থক জীবন! আমরা পশু জাতি হইয়াও অন্য একটী পশুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিলাম না; কিন্তু তোমরা আমাদিগের প্রত্যেকের ধর্ম্ম অকারণ ক্রোধ, অমেধ্য ভোজন, ভারবহন ও স্ত্রী-চরণ সেবন প্রভৃতি স্বায়ত্তীকৃত পাশব ধর্ম্ম অনায়াসে আনন্দের সহিত অবলম্বন করিয়াছ; এবং আত্মধর্ম্ম মনুষ্যত্বের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপও কখনও করনা! অতএব পশুর মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ।

তাই বলি এই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যদি ইহার সার্থকতা সম্পাদনের বাসনা থাকে তবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই হরি কথায় রত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণপদ্মে কায়মনোবাক্যে অনন্যভাবে শরণ লইয়া এই দুঃখসঙ্কুল সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রাখিতে পারিলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি করা হয় এবং ইহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত না থাকিলে সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিই নিরর্থক বলিয়া জানিবে।

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥

(ভাঃ ২-৩-২০)

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা শ্রবণ করে না, তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় বৃথা গর্ত্ত মাত্র। যে কখন হরিগুণ কীর্ত্তন করে নাই তাহার জিহ্বা ভেক জিহ্বা সদৃশ দুষ্টা (অনিষ্টকারী) জানিতে হইবে। ভাবার্থ—কোনও গৃহে গর্ত্ত থাকিলে তাহাদের কোনওটাতে মূষিক ও কোনওটাতে সর্প প্রবেশ করে। সুতরাং

পাইয়া সেই মূষিক গৃহস্থের বহুমূল্য বস্ত্রাদি কাটিয়া নষ্ট করে এবং সর্পও দংশন করিয়া প্রাণান্ত ঘটায়। সেইরূপ যে কর্ণে হরি কথা প্রবেশ না করে সেই কর্ণ দুইটী এই দেহরূপ গৃহের গর্ত্ত স্বরূপ। তাহাদের একটীতে নাস্তিক, মায়াবাদী প্রভৃতি কুলোকের (অভক্তের) কু-উপদেশ স্বরূপ মূষিক প্রবেশ করিয়া জীবে দয়া, নামে বিশ্বাস, ভগবানে ভক্তি প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রাদি নষ্ট করিয়া দেয়। এবং অন্যটীতে বৈষয়িক কথা ও গ্রাম্যবার্ত্তারূপ ভুজঙ্গিনী প্রবেশ করিয়া কালক্রমে কালের গ্রাসে নিক্ষেপ করে। তারপর জিহ্বার কথা,—জিহ্বার দ্বারা চর্ব্বনের সাহায্য হয় ও ভোজ্য বস্তুর স্বাদ অনুভূত হয়। ভেক কিন্তু ভক্ষ্য দ্রব্য গিলিয়া খায়। সুতরাং তাহার জিহ্বা চর্ব্বনে ও আস্বাদ গ্রহণে সহায়তা করে না। তবে ঐ জিহ্বার সাহায্যে সে একপ্রকার বিকট শব্দ করিয়া থাকে। সে শব্দে কাহারও কর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না বরং বিরক্তিই হয়। সুতরাং তাহা তাহাদের নিজের বা অন্যের কোনও উপকারেই আইসে না বরং তাহা নিজের ক্ষতি করিয়া থাকে ক্ষুধার্ত্ত সর্প সেই শব্দের অনুসরণে গিয়া তাহাকে গ্রাস করে। সেইরূপ যাহার জিহ্বা হরিকথা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বৈষয়িক কথা বার্ত্তাতেই রত থাকে যমদূতেরা আসিয়া তাহাকে কাল পাশে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। যেহেতু যমরাজ স্বীয় কিঙ্করগণকে সেইরূপই আদেশ করিয়াছেন যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

তে দেবসিদ্ধ পরিগীত পবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎ প্রপন্নাঃ।
তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে॥

(ভাঃ ৬-৩-২৭)

অতএব যাঁহারা পরম পুরুষ ভগবানেরই একান্ত শরণাগত এবং একাগ্রতা সহকারে সেই পরম দেবেই চিত্ত সন্নিবিষ্ট রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু; দেবতা এবং সিদ্ধ পুরুষগণও সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে পুত্রগণ ভগবানের গদার দ্বারা তাঁহারা যখন চিররক্ষিত, তখন দেখো যেন তোমরা কখন তাঁহাদের সমীপে গমন করিও না। কারণ তাঁহাদের প্রতি দণ্ড বিধানে আমি বা ব্রহ্মাদি দেবতাগণও কখনও সমর্থ হন না। এমনকি আমাদের নিয়ন্তা সাক্ষাৎ কালও তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে কদাপি সমর্থ হন না।

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ
পাদারবিন্দ মকরন্দ রসাদজস্রং।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ
র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধ তৃষ্ণান্॥

(ভাঃ ৬-৩-১৮)

ভগবানের সেবা করা ব্যতীত, যাঁহাদের আর কোনও লক্ষ্যই নাই এবং যাঁহারা সেবা সুখের স্বরূপ বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাদৃশ পরম বিবেকী পরমহংসগণের সেবিত মোক্ষদাতা ভগবানের পদারবিন্দের মকরন্দ-রসে সম্পূর্ণ বিমুখ এবং নিরয় গমনের প্রধান পথ স্বরূপ গৃহ ক্ষেত্রাদি বিশিষ্ট সংসার রসে একান্ত নিবিষ্ট চিত্ত তাদৃশ অসদভিসন্ধি বিশিষ্ট দুষ্ট দুর্বিনীত ব্যক্তিগণকেই কেবল দণ্ডের দ্বারা সুশিক্ষিত করিবার উপলক্ষে আমার সংযমনীপুরে স্বচ্ছন্দে আনয়ন কর।

জিহ্বা ন বক্তি ভগবৎ গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দং।

কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত বিষ্ণুকৃত্যান্॥
(ভাঃ ৬-৩-২৯)

যাহাদের জিহ্বা কখন ভগবন্নাম গুণাদির কীর্ত্তন করে নাই, যাহাদের চিত্ত ভগবচ্চরণারবিন্দের চিন্তা কখন করে নাই এবং যাহাদের মস্তক অবনত হইয়া "কৃষ্ণায় নম" বলিয়া একদিনও প্রণত হয় নাই তাদৃশ অবশ্য কর্ত্তব্য ভগবদ্ভজনে সম্পূর্ণ বিমুখ নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণকেই এই যমালয়ে দণ্ডের জন্য আনয়ন কর।

সুতরাং যে সকল ব্যক্তি সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম বহুপুণ্য ফলে লাভ করিয়াও ভগবানের শ্রীচরণ সেবা না করে অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামরূপ গুণ লীলাদিতে চিত্ত অর্পণ না করে তিনিই পশু অর্থাৎ দ্বিপাদ পশু বা নৃপশু। তাহার আর চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ হইতে নিস্তার নাই। তুই বলি ভাইসকল যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে অহর্নিশি শ্রীহরিনামে মত্ত থাকিয়া অতি দুর্লভ মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সাধন করতঃ সকলে আমরা কৃতান্তের চক্ষে ধূলা দিয়া অনায়াসে এই ভব সমুদ্র পারে যাই। জীব মাত্রেই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং মনুষ্য, পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গাদি যাবতীয় প্রাণীই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, এবং কৃষ্ণ সেবাই প্রত্যেক জীবের স্বরূপগত কার্য্য। অতএব যে সকল জীব কৃষ্ণের সেবা না করিয়া মায়ার সেবা করতঃ কেবল আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, মল, মূত্র ত্যাগাদি কার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করে, নিজ প্রভু শ্রীহরির সেবা করে না। তাহাদিগকে পশু বলে। মনুষ্য দেহ শ্রেষ্ঠ কেন? তাহার উত্তর এই যে কেবল মনুষ্যদেহেই হরি ভজন সম্ভব। তাই মনুষ্যজীবনই অতি দুর্লভ। এবং এই দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়াও যিনি হরিভজন না করিয়া পশুর মত কেবল আহার নিদ্রাদিতে জীবন অতিবাহিত করে, সেই জনই প্রকৃত পশু। বাহ্যিক আকারটি মনুষ্য হইলে কিবা আসে যায়? যে কোন যোনিতেই জন্ম হউক না কেন, যিনি কৃষ্ণভজন করেন তিনিই সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ভক্তনামে অভিহিত; বাকী সকলকে অভক্ত বা পশু বলা যায়। তাহারা যথার্থ মনুষ্য নামের অযোগ্য। সুতরাং যে সকল মনুষ্য কৃষ্ণভজনে বিমুখ তাহারাই নৃপশু বা দ্বিপাদ পশু নামে খ্যাত। প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পূজ্য হইয়াছিলেন। হনুমান বানরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও জগৎপূজ্য হইয়াছেন গুহক চণ্ডাল ও হরিদাস যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও জগদ্বন্দ্য হইয়াছেন

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনং।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

ব্যাধের আচরণ কি ছিল, ধ্রুবের বয়ঃক্রম কি ছিল, গজেন্দ্রের বিদ্যা কি ছিল সুদামা বিপ্রের ধন কি ছিল, বিদুর মহাশয়ের কি বংশ গৌরব ছিল, এবং যাদবপতি উগ্রসেনেরই বা কি পরাক্রম ছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন, অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হয়েন সদাচারাদি গুণ সকল দ্বারা কখন পরিতোষ লাভ করেন না। পশু শব্দের প্রকৃত অর্থ অজ্ঞ বা মূর্খ। যে জীবটী আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ নিজে শ্রীভগবানের নিত্যদাস এই জ্ঞান লাভ না করিয়া কেবল নশ্বর জড় দেহে আত্ম বুদ্ধি করতঃ শ্রীহরির চরণ সেবা না করে সেই জীবটীকেই পশু বলা যায়। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি হরিভজন না করিয়া কেবল স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া অসার সংসারে উন্মত্ত হইয়া থাকে তাহারাই যথার্থ পশু।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে একমাত্র মনুষ্য সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবার মনুষ্য সকলের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ মনুষ্য নামে অভিহিত। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যে ১৯শ পরিচ্ছেদে—

এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেকভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচরভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর।
বেদ নিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদ মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্ম নিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে এক দুর্লভ কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলে অশান্ত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

হে মহামুনে, কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে নারায়ণ পরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ।

দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লভিয়া সংসারে।
মায়া পাশে বদ্ধ হয়ে সদা ঘুরে মরে॥
পুত্র কলত্রাদির ভরণে সদা ব্যস্ত।
নাহি ভাবে কবে আয়ু সূর্য্য যাবে অস্ত॥
খাওয়া পরা ধনার্জ্জন এই চিন্তা সার।
চিন্তেনা তরিবে কিসে এভব সংসার॥
দেহে আত্ম জ্ঞান করি নিজে ভোক্তা সাজি।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে কভু নাহি হয় রাজি॥
পাইয়া দুর্লভ জন্ম কৃষ্ণ যে না ভজে।
সেইত নৃপশু, পড়ি রৌরবেতে মজে॥
তাই বলি মায়া মোহ ছাড়ি সর্ব্বজন।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সদা করুন যতন॥
তাহা হ'লে অনায়াসে যাবে বৃন্দাবন।
কৃতার্থ হইবে কৃষ্ণ করি দরশন॥
পুনর্ব্বার এ সংসারে হবেনা আসিতে।
কৃষ্ণভক্তি চির শান্তি লভিবেন চিত্তে॥

ভবঘুরের উক্তি

ভায়াহে, দুনিয়ার ভাবটা এখন কি রকম? সেদিন তোমাদের ভারতী মহারাজ যে হাটখোলার হরি সভায় বক্তৃতা দিলেন তা'তে রকম রকম লোকের রকমারি ভাব দেখে আমি আর না হেসে থাক্‌তে পারিনি। সিন্দুর দাও, আতর দাও ভবি ভোলবার নয়—তাই দেখ্‌লুম আমাদের ঐ জন্মগত গোঁসাই গোবিন্দ প্রভুদের। ভায়াহে মাঝে একটা গল্প শুনে রাখ। গল্প শোনে একেবারে মিথ্যে মনে করো না। নিধুবাবুর নাম জান? আর তোমরা শুক্‌নো শাক্‌না লোক দুনিয়ার কোন রসের খোঁজই রাখ না, অপ্রাকৃত রস অপ্রাকৃত রস কোরেই তোমরা অস্থির, কি জানি সে আবার কি রকম? আমরা ত' বুঝি—সন্দেশ রসগোল্লা রাবড়ী চাটুনীর রস, আর থাক্ সে আর বোলে কি হ'বে—সে রসের সন্ধান তো পেলেই না, আজন্ম ব্রহ্মচারীই থেকে গেলে—

আমি বলছিলুম আদিরসের কথা, যে রসের একজন ভাণ্ডারী ঐ যাঁ'র নাম বলছিলুম সেই নিধু বাবু। তার টপ্পা শুনে বুড়োর পর্য্যন্ত প্রাণে বান ডেকে যায়। অমিশ্রি তোমরা এদের জড় রসিক ফড় রসিক কত কি বল। কিন্তু ভায়াহে, নিধুর টপ্পা শুন্‌লে মনটা যেন গুর্‌ গুর্‌ কর্‌তে থাকে। তখন তোমাদের ঐ সব শাস্ত্রের কথা, সাধুর কথা—মন থেকে যেন চেঁচে বেরিয়ে যায়। আমরা সাধারণ লোক, এদেরই রসিক বলি, বরং তোমাদেরই বেরসিক বোলে আমরা উড়িয়ে দিই। যাক্ নিধুকে দুনিয়ার বুদ্ধিওয়ালা সকলে রসিক নিধু বোলেই জানে, তোমরা বল আর না বল। শুধু আমরা কেন ভাই। অনেক ভক্ত, যাদের রসিক ভক্ত বোলে লোকজনের মাঝে বেশ খাতির জমা আছে, তারাত' নিধুর টপ্পা শুন্‌লে লাফিয়ে উঠে, চোকবুজে আহা আহা কোরেত' সেচারারা আকুল হোয়ে ওঠে, তারা এই নিধুর চেলা, আবার কারও কারও এমনি কসরৎ যে হু হু কোরে চোখের জল ফেল্‌তে থাকে। ভণ্ডই হোক্ আর যাই হোক্। ভায়া, তারা আছে এক রকম বেশ। এদিকে নায়কনায়িকার রসে ডগমগ, অথচ ভাবুক ভক্ত বোলে জাহির হোয়ে বেশ—ঐ তোমরা কি বল—কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা ভোরপুর জুটিয়ে নিয়ে তোফা আছে রে ভায়া তোফা আছে মেয়ে মহলে তা'দের ত, একচেটে জমজমা আর তোমরা পুঁথি পত্র পোড়ে প্রাকৃত অপ্রাকৃত সেবা ভোগত্যাগযুক্ত ফল্গু এই সব বিচার ক'রে কটা লোককেই বা সন্তুষ্ট কর্ত্তে পার? হাঁ! সেই নিধুবাবুর কথা কোচ্ছিল। সেই রসিক—খুড়ি—তোমাদের কাছে আর তাঁকে রসিক বলব না—রংদার বলি কেমন?—সেই রংদার নিধুর রং তামাসা হাড়ে হাড়ে ঢুকেছিল। আমি এখন তার মরণের গল্পটা বলি। সাতক্ষীরের বড় জমিদারদের নাম শুনছ ত'। এই নিধু এঁদেরই একজন, নাম উমানাথ বাবু, তাঁর মোসাহেব—বয়স্তই বলি—ছিল। লোকটা যখন মরে তখন সে উমানাথ বাবুরই বাড়ী। মরবার একটু আগে উমানাথবাবু জিগ্‌গেস কর্চ্ছেন, ওরে নিধু কি খাবি? নিধুর তখন হোয়ে এসেছে, তবু স্বভাব কি ছাড়ে, রং তামাসায় তার প্রাণটা ভোরপুর, যতক্ষণ থাকে সে তা ছাড়্‌তে পার্‌বে কেন? মর্‌তে মর্‌তে চোক ফোক ঘুরিয়ে মুখ ফুক বাঁকিয়ে অতি কষ্টে স্পষ্ট ইসারা ইঙ্গিতে আধ আধ কথায় জবাব না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না—এই গো গো গো টা ডু ডু ডু চার খা খা খা খা বি (গোটাছচার খাবি)। এই বোলেই নিধুবাবু শেষ খাবি খেয়ে চক্ষু বুজ্‌লেন—সব সাঙ্গ হোল। তাই বলি এ অবস্থাতেও নিধুর রসিকতা—খুড়ি—রং তামাসা হেঁয়ালির ঘোর কাটেনি। তাইতো লোকে বলেগো যে স্বভাব যায় না মোলে। তা' গোঁসাই গোবিন্দ প্রভুদের আর দোষ কি বল? তারা চিরকালটা লোকের মাথায় পা চাপিয়ে খাচ্ছে দাচ্ছে, দড়মার্দ্দি কচ্ছে, ভোগের ভুষ্টিনাশ কর্‌ছে। আর তারা তোমাদের গলাবাজীতে অমনি সব ছেড়ে ছুড়ে, সত্যি সত্যি ভদ্রলোক হোয়ে ভাড়াটে-গিরি ছেড়ে দিয়ে যথার্থ ভক্ত হোয়ে যাবে? এ যদি ভাই তোমরা আশা কর তাহ'লে বলতে হয় তোমরা দুনিয়াটা এখনও ভাল কোরে বোঝনি। এঁরা ত' ভক্ত হবার জন্যে গোঁসাই কুলে জন্মাননি। ভক্তি পথ থেকে একেবারে ছুটী নিয়ে তবে ওদের কুলে ঢুক্‌তে হয়। তবে যদি বল, পরলোকগত শ্যামলাল প্রভু কি

ছিলেন না? ও বাবা তাকি বলতে পারি, তিনি কেমন জান, যেমন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ মহারাজ। ওরকম দুএকজন হোলে ত' আর সকলের পরিচয় গেল না। তাঁর মত পণ্ডিত আর ভক্ত দেখতে পেলে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ি। তাই তোমাদের চরণে গড়াগড়ি দিচ্ছি হে। নইলে তাঁর নামে যে বিকিয়ে যাচ্ছে—ঐ যে তোমাদের সম্পাদক মহাশয় এর ছাত্র—তাঁকে মাথায় তুলে ঐ বোকা লোকগুলর মত হোয়ে যাব। যে তোমাদের কথা একটু কাণ পেতে শোনে সে আর ততটা বোকা থাকে না! হাঁ কি কথা ভুলেছিলুম—হাঁ হাঁ সেই বক্তৃতার কথা। সেই বক্তৃতার সময় কোন কোন ঐ হাটখোলা সভার সভ্যদের মাইনের চাকর ভাড়াটে প্রভু খানিকক্ষণ হাজির ছিলেন। কিন্তু মজার কথা যেই যথার্থ ভক্ত পূজার কথা আরম্ভ হোল, অমনি প্রভুর অন্তর্দ্ধান সঙ্গে আরও তিন জন প্রভুর সম্মান রাখলেন। এঁরা ঠাউরেছিলেন হুড় হুড় কোরে এঁদের সঙ্গে সব শ্রোতা উঠে গিয়ে বক্তৃতা পণ্ড কোরে দেবেন, কিন্তু তা আর হোল না। সত্য কথা শুনলে লোকের চোখ কাণ ফুটতে থাকে। সকলেই সত্যি কথা কাণপুরে শুনতে লাগল। অবিশ্যি দু এক জায়গায় দু এক জনে একটু ব্যাজার ব্যাজার ভাব দেখাচ্ছিল। এক জায়গায় একজন বলছে আচ্ছা গোঁসাই প্রভুরা ভাড়াটে হোন আর যাই হোন্ ওঁদের সে কথার দরকার কি? কাছে ছিলেন একজন যুবক। চট্‌কোরে বলে দিলেন —মশাই আপনি বলেন কি? যাঁদের কথা বলছেন ওঁদেরই গুণে আজ যথার্থ বৈষ্ণবতার আদর নাই, বৈষ্ণবতা নামে যত ভেজাল চল্‌ছে, ওঁদের গুণের কথা সকলের কাণে পৌছে দেওয়া ওদের আচার চোখের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে চোখ ফুটিয়ে দেওয়া এখনকার সমাজে একান্ত দরকার হোয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে সন্ন্যাসী ঠাকুর যা বলছেন এতেও কি লোকের চেতন হোচ্ছে, চাই চাবুক। চাবুকের মত না লাগলে লোকের হুঁস হোচ্ছে না। আরও ঢের বেশী কড়া চাই। আর এক স্থানে এক ভদ্র লোক আওড়াচ্ছেন—হাঁ কথা ত' বেশ, কিন্তু যে রকম গুরুর কথা এরা বলেন তা' মেলে কই তাই সাধারণ গুরুকেই গুরু বোলে মানতে হয়। টক্‌কোরে এর জবাবে আর একজন বলে উঠলেন, বাঃ বেশ বিচার ত' মশাই! দই দরকার, পাওয়া যাচ্ছে না, কি করা যায় চুণের গোলাটায় চুণটাকে ঠিক দইএর মত দেখাচ্ছে, তবে দই মনে কোরে তাই যদি খাওয়া যায় কেমন মজাটা হবে মশাই। তার চেয়ে চুণ না খাওয়াটাই ভাল নয়। না, বললেন দই যখন পাওয়া যাচ্ছে না; তখন দইএর মত যা' হোক্ একটা চাইত', তা' ঐটে দইয়ের মত, ঐ খাওয়া যাক্। যিনি খাচ্ছেন খান, ফলপান, বুদ্ধিমান তা বোলে তা'র মত চুন খেয়ে চিবমুখ গলা হারাবেননা। বাইরে এসে শুনি একমূর্ত্তি চোটে চাঁই, কি খবর? না, মশাই, এঁরা সব আমার প্রভুদের কেন নিন্দা করেন, গোস্বামীর নিন্দা কি সহ্য করা যায়। তখনই তিন জবাব পেলেন—মশাই ঠিক ব'লেছেন গোস্বামীর নিন্দার মত গর্হিত কাজ আর জগতে নাই। তা' আপনি কোথায় গোস্বামীর নিন্দা শুনলেন? যারা নিজের পরিচয়ে গোসাই বলে তাঁরা ত' গোস্বামী নয়—"আমি ত বৈষ্ণব এবুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয়

দুষিবে হইব নিরয়গামী"। তবে মশাই গোস্বামীর নিন্দা কোথায় হোল? যথার্থ বৈষ্ণবই গোস্বামী, জিতেন্দ্রিয়, তাঁর নিন্দা কি সাধুজনে করে, মশাই? এটা বিচার কল্লেন না। আর নিন্দা কি এদের ব্যবসায়? তা ত' নয়, গর্হিত আচরণ দেখ্‌লে এঁরা পরীবাদ করেন বটে, সেটা লোককে সতর্ক করিয়া যাহাতে তারা যথার্থ সাধুর পদাশ্রয় করিতে পারেন তাহারই জন্য, তাহাই ত' প্রচার মশাই। এই রকম অনেক ধরণের কথা শুনলুম্ ভাই, তোমরা বক্তৃতা শুনতেই মত্ত ছিলে। এ সব খোঁজ ত' রাখনা। এখন আস ভাই। ঠাকুর মশায়ের শ্রীচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ। দণ্ডবৎ ভায়া।

ভারতীয়।

সার আশুতোষের অবকাশ গ্রহণ:—আমরা শুনিতেছি যে সার্ আশুতোষ নাকি হাইকোর্টের ছুটীর পরই কর্ম্মত্যাগ করিয়া আগামী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে প্রতিযোগিতা করিবেন এবং যাহাতে লিবারল পার্টীর লোক সমূহ ঐ সভাতে নির্ব্বাচিত হয় তাহার চেষ্টা করিবেন।

শ্রাদ্ধবাসর:—'অমৃতবাজার পত্রিকার' সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপাল ঘোষ মহাশয়ের নবগতা পত্নীর শ্রাদ্ধ তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলকান্ত ঘোষ গত ১৩ই চৈত্র শাস্ত্র আচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। গতকল্য ২টী ষোড়শ দান এবং ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ইত্যাদিকে বিদায় দিয়াছেন।

এই কার্য্যে মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতী রায় তর্কতীর্থ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতায় হরতাল:— ১৮ই মার্চ্চ কলিকাতায় সম্পূর্ণ হরতাল হইয়াছিল। রাস্তায় কয়েকখানি মোটর এবং ট্রামগাড়ী ছাড়া আর গাড়ী চলিতে দেখা যায় না। রেল ষ্টেশনের পীড়িত ব্যক্তি বা মেয়েছেলেদের যাতায়াতের অসুবিধা দূর করিবার জন্য কংগ্রেস হইতে কয়েকটী মোটর গাড়ীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একজন শ্বেতাঙ্গ মেডিকেল কলেজ হইতে তাঁহার পীড়িতা স্ত্রীকে গাড়ীর অভাবে বাসায় লইয়া যাইতে না পারিয়া কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে তাঁহার অসুবিধার কথা অবগত করান। ফলে স্বেচ্ছাসেবকগণ তৎক্ষণাৎ একটী মোটরগাড়ী করিয়া তাঁহাদিগকে বাসায় পৌঁছাইয়া দেন।

সন্ন্যাসীবেশী কলি:—ইতিপূর্ব্বে এতৎসম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আরও কিছু জানিবার আছে। স্বামীর নাম ভৈরবানন্দ পূর্ব্বনাম কেদারনাথ সিংহ এবং স্ত্রীলোকটীর নাম সত্যবালা। স্বামীর নাম ৺ভোলানাথ ধর। বেথুয়াডহরী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমাদার শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ পাল চৌধুরী মহাশয় যুবতীর মাতুল।

অদ্ভুত অভিযোগ:—লাহোরের জাতীয় দলের মুখপত্র "বন্দে মাতরমের" নাম পাঠকবর্গের অনেকেরই জানা আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই পত্রিকার বিরুদ্ধে একদফা রাজদ্রোহাপরাধের মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আর এক নূতন রকমের অভিযোগে এই পত্রিকার উদ্যোক্তাগণকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রকার অভিযোগের কথা এই প্রথম শোনা গেল। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারানুসারে এইবার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে দুই জন আসামীর বিচার হইয়া গিয়াছে আর দুই জনের বিচার এখনও বাকি। যাঁহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে তাঁহাদিগের এক জনের দুই শত টাকা এবং অন্য জনের এক শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

দাসপ্রথাও নরবলি :—শুনা যায় যে নাগারা নাকি অনেক বৃটিশ প্রজাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসরূপে বিক্রয় করে। ইদানিন্তন ঐ প্রথা নিবারণের জন্য সরকার হইতে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ঐ সমস্ত দাসের কেহ কেহ কফিল জাতীয় স্ত্রীলোক দিগকে বিবাহ করিয়া সেই দেশেই বাস করিতেছে। একজন পুরুষ ও একজন বালিকাকে নরবলির জন্য রাখা হইয়াছিল। কর্ণেল রিচ্ নাকি তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। নাগারা ঐরূপে প্রত্যেক বৎসর সুবিধা পাইলে ২৫।৩০টী পর্য্যন্ত নরবলি দিয়া থাকে।

বৈদেশিক।

ভীষণ বিস্ফোরণ :—গণতন্ত্রীগণ ডবলিনে খেলা-ধুলা বন্ধ করিবার আদেশ জারী করায় দেশে সকলেই সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাস করিতেছে। একটী থিয়েটারের সম্মুখে সেদিন খেলা হইতেছিল এমন সময়ে তাহার নিকটে একটা মাইন ফাটীয়া একটী বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহাতে দুইজন শিশুর প্রাণনাশ হইয়াছে।

জাহাজ জলমগ্ন :—ব্রুসেলসের খবরে প্রকাশ বৃটিশ জাহাজ মারভেলী জলমগ্ন হইয়াছে এবং তজ্জন্য ১২ জন নাবিক প্রাণ হারাইয়াছে।

কুকুর রূপী কলি বা সাক্ষাৎ কেরেস্তা :—মুর্শিদাবাদে একটী কাল রংএর পাগ্‌লা কুকুর যাহাকে তাহাকে কামড়াইতেছে। ফলে দুই এক জনের মৃত্যুও ঘটিয়াছে এই দেখিয়া সাধারণ লোকে উহাকে সাক্ষাৎ কলি বা কেরেস্তা বলিয়া অভিহিত করিতেছে।

ব্রিটিশ অধিকৃত স্থানের মধ্য দিয়া রেলপথে সেনা চালন :—রাইন অঞ্চলের ব্রিটিশ সেনার অধিনায়ক, জেনারাল গডলের কোঁলোন্তে সসৈন্যে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা ছিল। ফরাসী সেনানী জেনারল পেয়োঁর সহিত ফরাসীদের ব্রিটিশাধিকৃত স্থানের রেলপথের মধ্য দিয়া যে সমস্ত সর্ত্তে চুক্তি হইয়াছিল, তৎসম্পর্কিত প্রথম প্রস্তাবের কাগজ পত্র লইয়া জেনারেল গডলে লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। ৯ই মার্চ্চের লণ্ডনে তারের সংবাদে প্রকাশ, এখনও এ সম্বন্ধে পাকা চুক্তিপত্র তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই।

ভূমিকম্প :—রুমানিয়ার রাজধানী আরাজাভো নগরে সম্প্রতি ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। সহরের প্রায় সমস্ত গৃহই ভূপতিত হইয়াছে কত লোক মরিয়াছে বা আহত হইয়াছে তাহার তালিকা এখনও পাওয়া যায় নাই।

জাহাজ সংঘর্ষ :—সিঙ্গাপুরের সংবাদে প্রকাশ যে সিঙ্গাপুর হইতে ৬৫ মাইল দূরে একখানা শ্যামদেশীয় জাহাজের সহিত 'রাণী কৌণ্টন' নামক একখানা বৃটীশ জাহাজের সংঘর্ষ হইয়াছে। ফলে বৃটীশ জাহাজ খানির ৩১জন নাবিক সমুদ্র মধ্যে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে।

মাতৃ ভাষার আদর :—মহানগরী কনষ্টান্টি নোপলের সংবাদে প্রকাশ আঙ্গোরা গভর্ণমেণ্ট দেশ মধ্যে এই আদেশ জারী করিয়াছেন যে এখন হইতে সমস্ত মহাজনী, ব্যবসাদার প্রভৃতি তাহাদের দপ্তর তুর্কী ভাষায় রাখিবেন এবং সমস্ত কার্য্যাদিই তুর্কী ভাষায় চলিবে।

রেল দুর্ঘটনা :—ফ্রিমাসিনে সৈন্যের ট্রেনের সহিত মালগাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া ৪৩ জন ফরাসী সৈনিক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর বিমান বাহিনী :—'ডেইলিমেল' পত্রিকায় প্রকাশ, জার্ম্মাণরা নাকি ষ্টকহলম্ হইতে পেট্রোগ্রাড, মস্কো ও ওডেসা পর্য্যন্ত ৩০০০ মাইল লম্বা একটি বিমানপোতবর্ত্ম খুলিবার চেষ্টায় আছে। জার্ম্মাণীতে তৈয়ারী বিশাল বিমানপোতগুলি জার্ম্মাণদের দ্বারাই এই পথে চলাচল করিবে। আপাততঃ বাণিজ্যের জন্য ইহা করা হইলেও, হঠাৎ যুদ্ধ বাধিলে এগুলিকে উক্ত কার্য্যে অবিলম্বে নিযুক্ত করা যাইবে। রুশিয়ার কর্তৃপক্ষ ও জার্ম্মাণীর বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩২৯। | ৩৬শ সংখ্যা

মঠ কি ?

যেখানে শুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য জীবগণ শ্রীগুরু-পদাশ্রয় করেন সেই স্থানকে মঠ কহে। কর্ম্মিগণ শ্রীশাক্যসিংহ গৌতমের আশ্রয়ে কতিপয় আনুষ্ঠানিক কর্ম্মমঠ স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই সকল মঠে কর্ম্মপদ্ধতির আদর এবং অনুষ্ঠানবিরত শ্রমণগণ বাস করিতেন। শাক্যসিংহের উদয়কালের বহুপূর্ব্বে বনবাসী ঋষিগণের আশ্রয়ে ব্রাহ্মণ-বটুগণ বেদশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখাধ্যয়নের জন্য বাস করিতেন। ক্রমশঃ তাদৃশ আশ্রমগুলি কর্ম্মপদ্ধতি মতে দেবালয়ে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে যে, বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামবাস রাজস, ক্রীড়াগৃহ বা আথ্ড়াবাড়ী তামস এবং ভগবদ্‌গৃহ নির্গুণ। কর্ম্মিগণ যে কালে গুণরহিত হইয়া নির্গুণ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত বিগ্রহের সেবন করেন সেই সময়ে তাঁহাদের আর বহ্বীশ্বরবাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় না। কর্ম্মি-মঠ, দেবালয় ও শ্রমণগণের আবাস-স্থলীভেদে দ্বিবিধ,—এই জন্যই ব্রাহ্মণগণ গুরুমঠে বাস করায় দেবশর্ম্মা নামে অভিহিত হন এবং বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ শ্রমণ শব্দে অভিহিত। বৈদিকানুষ্ঠানপর কর্ম্মিগণ, বৌদ্ধশ্রমণগণের সহিত পার্থক্য স্থাপন বাসনায় গুরুগৃহ, দেবালয়ে বাস করায় দেবশর্ম্মণ হইতেন আর বৌদ্ধগণ বেদবিরোধী হইয়া উদাসীন জীবনে অবস্থিত হইলেও তাঁহারা নাস্তিক শ্রমণ নামে অভিহিত হইতেন। কর্ম্মিমঠে বেদশাস্ত্র এবং কোথাও কোথাও বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র পঠন পাঠনাদি চলিত।

কর্ম্মি-সন্ন্যাসীগণ নানাস্থানে ভ্রমণপরায়ণ হওয়ায় তাঁহাদের বহ্বীশ্বরবাদের দেবমন্দিরগুলি ক্রমশঃই অনাদৃত হইয়া কালের করাল গর্ভে নিপতিত হয়। সেই কালে নৈষ্কর্ম্যবাদিগণের নালন্দা মঠাদি বহু

নাস্তিক ছাত্রের আশ্রয় স্থল হইয়াছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে ভারতের চতুর্দ্দিকে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার প্রচারিত মত সংরক্ষণের জন্য চারিটী মঠ স্থাপন করেন। কাল-প্রভাবে তাহাও ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছে। এই জ্ঞানী মঠগুলিতে বেদান্ত শাস্ত্রের অনুশীলনধারা অবলম্বন করিয়া পঠন পাঠনাদির কথা ভারতের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে প্রমাণ দিবে। শঙ্করের পরবর্ত্তী কালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জ্ঞানী মঠ স্থাপিত হইয়াছে. তথায় বহু বিষয়-বিরক্ত যতীন্দ্রগণ অধ্যাপনা কার্য্যে স্ব স্ব জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। শৃঙ্গেরীপুরে যে প্রসিদ্ধ শঙ্করমঠ আছে, তাহা হিন্দু-জন-সাধারণ বিশেষ গৌরব-চক্ষুদ্বারা সন্দর্শন করেন। দ্বারকা মঠ বা সারদাপীঠেও জ্ঞানীমঠ-গৌরব ন্যূনাধিক সংরক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সমুদ্রকূলে শ্রীপুরুষোত্তমেও ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধনমঠ এক সময়ে বিলুপ্ত হইলেও বর্ত্তমান কালে তাহার প্রাচীন প্রভার আলোক বিকিরণে পশ্চাদপদ নহে। জ্যোতির্ম্মঠ বা জোষিং মঠ আজ তিন চারিশত বৎসর হইতে এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানীমঠগুলির অধিষ্ঠানই ভারতীয় জ্ঞানকাণ্ডের প্রাচীন স্তম্ভ সদৃশ।

কর্ম্মী ও জ্ঞানীগণের মঠ ব্যতীত ভক্তিপথের কতিপয় প্রাচীন মঠ অদ্যাপিও বেদের উপাসনা কাণ্ডের কীর্ত্তিবহন করিতেছেন। শ্রীরামানুজীয় ত্রিদণ্ডি মঠ সমূহ, একদণ্ডী উড়ুপীস্থ শ্রীমাধ্বমঠ সমূহ; পঞ্চনদ প্রদেশে কাস্থুরে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের মঠ ও শ্রীনিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের কতিপয় মঠ আজও বৈদিকমত পোষণোদ্দেশে ভজনকারীর আশ্রয়রূপে সমাজের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-গণের শ্রীবৃন্দাবনস্থিত শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের মঠত্রয়; বৈদেশিক বৈরিতায় ক্ষুণ্ণ হইলেও পূর্ব্ব সমুদ্রোপকূলে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শাখার শ্রীরাধাকান্ত মঠ, শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখার গঙ্গা-মাতা মঠ, শ্রীশ্যামানন্দ শাখার কুঞ্জমঠ প্রভৃতি পূর্ব্ব গৌরবের দীপ সমূহ নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছে। মঠ সমূহ বৈদিক গৌরব, শাস্ত্রীয় গৌরব, আনুষ্ঠানিক গৌরব ন্যূনাধিক বিপন্ন হইলেও প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হইলেও মঠের নাম মাত্র কালের সাগরে একেবারেই ভাসিয়া যায় নাই। গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গ গৌড়ীয়ের মুখপত্রে কতিপয় মঠাদির বিবরণ পাঠ করিয়া থাকেন। যাহাতে প্রাচীন মঠগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শিক্ষামন্দির সমূহের পুনরায় বিজয় বৈজয়ন্তী শোভিত হইতে পারে তৎপক্ষে নির্ব্যলীক সাধুগণের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

ভক্তিমঠের অধিবাসিগণ কিছু পণ্য দ্রব্য বিক্রেতা বিপণিপতি নহেন। তাঁহারা ঠিকাদার বা চুক্তিদার নহেন, তাঁহারা ভৃতকাধ্যাপক নহেন, তাঁহারা পুস্তকবিক্রেতা নহেন, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী আত্মীয় স্বজনের পরিপোষ্টা নহেন। তাঁহাদের অর্জ্জনের বৃত্তি ভিক্ষা। এবং সেই ভিক্ষা দ্বারা তাঁহারা কেবলমাত্র নিজেদের উদর ভরণ, আত্মীয় স্বজনের উদরভরণ, বিলাসসৌষ্ঠবের ব্যয় নির্ব্বাহ প্রভৃতি হরিভজনের প্রতিকূল কার্য্যে কোন অর্থই ব্যয় করেন না। বিভিন্ন আশ্রমের বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তি হইলেও মঠ সেবার ভিক্ষালব্ধ অর্থ অবান্তর কার্য্যে ব্যয়ের পক্ষপাতী নহেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদের নানাপ্রকারে শ্রমলব্ধ অর্জ্জিত অর্থ মঠের সেবা-কার্য্যেই ব্যয়িত হইতেছে। মঠের

আনুকূল্য দাতৃবর্গের এইরূপ বিচার হওয়া কর্ত্তব্য যে, মঠসেবকগণ অনেকেই সর্ব্বস্ব এবং কেহ কেহ কায়মনোবাক্যের অপেক্ষাকৃত অধিকাংশই হরি-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সমগ্র জগতের নিকট হইতে আংশিক আনুকূল্য গ্রহণ করিতেছেন মাত্র। আনুকূল্যদাতৃগণ, মঠকে দোকান এবং মঠসেবক-গণকে তাঁহাদের ঠিকাদার বা ভৃত্য জ্ঞান না করিয়া, সত্য সত্য হরিগুরুবৈষ্ণবসেবোদ্দেশ্যে হরিসেবার সাহায্য করেন ইহাই প্রার্থনীয়। ইহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় হইবে না। সাধারণ সৎকার্য্যবোধেও তাঁহাদের প্রদত্ত ভিক্ষা জগৎপাতার, সমাজনিয়ন্তার সেবায় নিযুক্ত হইলে তাহাতেও তাঁহারা শতগুণ ফললাভ করিবেন।

"এ কেমন পাগল"

উনবিংশ রজনী

আজ রবিবার অফিসে যাই নাই। একটু এধার ওধার ঘুরিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাগলঠাকুরের নিকট যাইব মনে করিয়া, অনেক বেলা থাকিতে বাসার বাহির হইয়া পড়িলাম। ষ্টেশনের দিকে চলিতেছি, পথে দেখি, একটি ছোট বালক একটি গলিতদন্ত পলিতকেশ অন্ধের যষ্টিধারণ করিয়া লইয়া বেড়াইতেছে এবং কোন ভদ্রলোক দেখিলে অমনি তাহার নিকট অন্ধটিকে লইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ অন্ধটি সেই ভদ্রলোককে পাইয়া সাগ্রহে বলিতেছে,—"বাবা, আমি বৃদ্ধ, তাতে অন্ধ, কিছুই দেখিতে পাই না, আজ তিন দিন হইল এই বালক ও আমি কিছুই খাই নাই, আপনারা কৃপা করিয়া একটি করিয়া পয়সা দিন, কিছু খাইয়া এই বালকের ও আমার প্রাণ বাঁচাই।" আমাকেও দেখিয়া ঐরূপে আমার নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। অন্ধের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয়ে বড় বাজিল। আমি তাহাকে দুইটি পয়সা দিলাম। পয়সা দুইটি হাতে পাইবামাত্র সে দুই হাত তুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

চলিতে চলিতে ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানেও দেখি একটি খঞ্জ একধারে লাঠিভর দিয়া ভদ্রলোকের পিছু পিছু যাইতেছে আর বলিতেছে,—"বাবা আমি খোঁড়া মানুষ, উপায়ের ক্ষমতা নাই। দয়া করিয়া আপনারা একটি করিয়া পয়সা আমাকে দিলে, আমার কষ্টের একটু লাঘব হয়। আজ দুই দিন আমার পেটে অন্ন পড়ে নাই। চলিতে পারিতেছি না।" এই বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। চিত্রখানি দেখিয়া আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তাহাকেও দুইটি পয়সা দিলাম। সেও হাত তুলিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিল।

একটু পরে দেখি একটি বাক্‌শক্তি বিহীন বামন মনুষ্য বাবুলোকের পেছু পেছু ছুটিতেছে আর গোঁ গাঁ শব্দ করিয়া কি বলিতেছে, কিছুই বুঝা যায় না। তবে অনুমানে বুঝিলাম সেও ভিক্ষা চাহিতেছে আমারও কাছে আসিয়া সে ঐরূপে গোঁ গাঁ শব্দ করিতে লাগিল। আমি তাহাকে একটি পয়সা দিলাম সে অমনি আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া গাঁ গাঁ হাঁ হাঁ করিতে করিতে ঘাড় নাড়িয়া কি যেন বলিল। আমি মনে করিলাম, সেও বোধ হয় খুসী হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার দেখিলাম, গলিত কুষ্ঠ একটি স্ত্রীলোক। তাহার পরনে ছেঁড়া, সাততালি দেওয়া অতিশয় মলিন একখানা নাতিবৃহৎ নেকড়া। ষ্টেশন হইতে বাহির হইবার পথে, আর একখানি ছেঁড়া ক্ষুদ্র, মলিন নেকড়া সম্মুখে পাতিয়া বসিয়া আছে। তাহার উপর তিনটি আধলা। তাহার হস্ত-পদের অঙ্গুলি একটিও নাই। সমস্ত খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। দুইটি পা হইতে বড় বড় পোকা পিপিলিকার সারি দিয়া বাহিয়া চলিতেছে। মুখে কথা নাই লোক দেখিলে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতেছে ও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার অত কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লাগিল। চক্ষুতেও জল আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে হইতে লাগিল,—'উঃ, মৃত্যুও এত কষ্ট অপেক্ষা লক্ষাধিকগুণ শ্রেয়ঃ।' তাহাকে একটি দুয়ানি ফেলিয়া দিয়া ক্ষিপ্রপদে ষ্টেশন হইতে ফিরিলাম। না জানি ষ্টেশনের চারিধারে আরও কতলোক কত নূতন নূতন ধরণের কষ্টে 'হা হতোস্মি' করিতেছে।

পথে যাইতে যাইতে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম,—হে ভগবান্, তুমি না দয়াময়, এই কি তোমার দয়ার পরিচয় ঠাকুর? ইহাদিগকে এত কষ্ট দিলে, তোমাকে কে আর দয়াময় বলিবে হরি?' আবার ভাবিতে লাগিলাম, —'না না হরি, পাগলের নিকট শুনিয়াছি, তুমিত জীবগণকে কষ্ট দাও না, জীবগণই নিজ নিজ কৃত অসৎ কর্ম্মের ফলভোগ করে। জীবগণ তোমাকে ভুলিয়া, দেহাত্মবুদ্ধি করিয়া, জ্ঞানহীনভাবে অন্যায়রূপে স্বার্থ সাধন করিতে গিয়া যে পাপ অর্জ্জন করিয়া বসে, তাহারই ফলে, ইহজন্মে বা পরজন্মে, তাহারা নানারূপ কষ্ট পায়। মনে নিজস্বরূপকে শ্রীভগবদ্দাস এবুদ্ধি না করিয়া অনিত্যদেহে আত্মবুদ্ধি করে বলিয়া, মনের কষ্ট পায় এবং অপর দেহধারী জীবের উপর অন্যায়রূপে অত্যাচার করিয়া স্বার্থ সাধন করে বলিয়া দেহের কষ্ট পায়। এই সমস্ত তাহারই দৃষ্টান্ত। আহা, ইহাদিগকে সৎবুদ্ধিদান করিয়া শ্রীহরিভজনোন্মুখ করিতে পারিলে, ইহাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হয় এবং জন্মজন্মান্তরভোগ ও ঐরূপে কষ্টভোগ ইহাদিগকে আর করিতে হয় না। আমি বা অন্য দুদশ জনে দুই চারিটী করিয়া পয়সা দিলে বা কিছু আহার্য্য দিলে ইহাদিগের ক্ষণিক কিঞ্চিৎ উপকার করা হয় সত্য কিন্তু তাহাতে তাহাদের কষ্টের সম্পূর্ণ বিরাম হয় না বা কর্ম্মচক্রের ভীষণ আবর্ত্ত হইতে তাহাদের নিস্তার লাভ ঘটে না এবং নিত্যমঙ্গলও লাভের সম্ভাবনা হয় না।'

কখনও মনে হইতে লাগিল,—'হায়, আমি মনে করিতাম, আমার মত দুঃখী বুঝি আর এ জগতে নাই। আমার টাকার অভাব, পয়সার অভাব, জামা কাপড়ের অভাব,—কতই না অভাব। কিন্তু ইহাদিগকে দেখিলে সমস্ত অভাবই পূর্ণ হইয়া যায়। মনে হয়, আমি কতই না সুখী, আমার হস্ত আছে, পদ আছে, চক্ষু আছে, জিহ্বা আছে. পরনেও একখানা কাপড় আছে, গায়েও যেমন তেমন একটা জামা আছে, বন্ধু বান্ধব আছে, আত্মীয় স্বজন আছে, সবই আছে, দুই বেলা দুইটা খাইতেও পাইতেছি। ইহাদিগের কষ্টের সহিত তুলনায় আমার কষ্ট কষ্টই নয়। আমি আর আমার কষ্টের কথা ভাবিব না। এখন হইতে পাগল ঠাকুরের উপদেশ অনুসারে দয়াময় শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারই জন্য ভজন সাধন আরম্ভ করিব, যাহাতে পরিণামে কর্ম্ম চক্রে পড়িয়া এইরূপে নানাপ্রকার কষ্টের মধ্যে পতিত না হই এবং স্বরূপে

অবস্থান করতঃ নিত্যানন্দময় শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের রাঙ্গা শ্রীচরণযুগলের নিত্যসেবায় নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত হইতে পারি।'

এইরূপ কত কি ভাবিতে ভাবিতে পাগল ঠাকুরকে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, গতকল্য আপনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটি উপাখ্যান আমাকে বলিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অদ্য কৃপা করিয়া বলিয়া এ দাসকে কৃত-কৃতার্থ করুন।"

পাগল ঠাকুর আমাকে কৃপা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সুতরাং তিনি বলিলেন,—"বাবা হরিদাস, বলিতেছি, শুন :—

দ্বাপরের শেষে পরমভাগবত মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্ব সময়ে, তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করণান্তর মহাবীর পরীক্ষিৎ মহারাজ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি যে পথ বাহিয়া চলিয়াছেন, সেই পথের কিয়দ্দূর অগ্রভাগে পার্শ্বস্থিত একটি বৃক্ষতলে এক পদবিচরণকারী বৃষরূপী ধর্ম্ম ও বৎসহারা জননীর ন্যায় অশ্রুপূর্ণ লোচনা ক্ষীণাঙ্গিনী গাভীরূপধারিণী পৃথিবী পরস্পর নিজ নিজ দুঃখ প্রকাশ করতঃ এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন :—

ধর্ম্ম কহিতেছেন,—'হে মাতঃ বসুন্ধরে, আপনার শারীরিক কোন অসুস্থতা হইয়াছে কি? অথবা মানসিক কোন দুঃখে কাতরা হইয়াছেন? কিংবা দূরস্থিত কোন বন্ধুর জন্য শোকাকুলা হইয়াছেন? হে মাতঃ, আমার মনে হয় আমাকে এক-পাদ-যুক্ত দেখিয়াই আপনি শোক করিতেছেন অথবা পরিণামে শূদ্রের উপভোগ্যা হইবেন বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন কিংবা পূর্ব্বের ন্যায় যজ্ঞানুষ্ঠান না হওয়ায় দেবগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন বা দেবরাজ ইন্দ্র বারি-বর্ষণ করিতেছেন না বলিয়া প্রজাগণের জন্য শোকাকুলা হইয়াছেন। কি হইয়াছে বলুন। হে মাতঃ, বেদ-বাক্যরূপ সরস্বতী কুকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ কুলে অবস্থান করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণ-ভক্তিহীন রাজকুলে ব্রাহ্মণগণ দাসত্ব করিতেছেন, এই জন্যই কি আপনি কাতরা হইয়াছেন? অথবা কলিহত রাজকুলের জন্য এবং নিষিদ্ধ আহার, পান, স্নান, অস্থানে বসতি এবং স্ত্রীসঙ্গে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত জীবকুলের জন্য দুঃখিত হইয়াছেন? হে মাতঃ পৃথিবী, আপনার দুরন্ত ভার হরণ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ শ্রীহরি সম্প্রতি কার্য্যাদি শেষ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন, মোক্ষ হইতেও অধিক আনন্দ দায়ক তাঁহার সেই লীলা স্মরণ করিয়া এবং তাহা হইতে বিরহিতা হইয়া শোক করিতেছেন কি? অথবা দেবগণেরও প্রার্থনীয় আপনার সৌভাগ্য কাল কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ায় আপনি কাতরা হইয়াছেন? হে মাতঃ বসুন্ধরে বলুন, আপনার কি হইয়াছে, যাহা দ্বারা আপনি এতদূর শোকাকুলা হইয়াছেন?"

তখন পৃথিবী বলিলেন,—"হে ধর্ম্ম, আপনি যে যে প্রশ্ন করিলেন, সে সমস্ত বিষয় আপনিই অবগত আছেন। সর্ব্বগুণাশ্রয় শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এবং পাপাত্মা কলি কর্ত্তৃক অভিভূত মনুষ্য গণের নিমিত্ত এবং আপনার তপ, শৌচ, দয়া ও সত্য এই পদ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটির চতুর্থাংশের তৃতীয়াংশ ভগ্ন হওয়ায় একপদে বিচরণ করিতে দেখিয়াই আমি এত কাতরা হইয়াছি।"

এমন সময় রাজবেশধারী পাপাত্মা কলি দণ্ড হস্তে কোথা হইতে আসিয়া তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। কলির পীড়নে অস্থির হইয়া ধবল বর্ণের বৃষটি মূত্রত্যাগ করিতে করিতে কম্পিত কলেবরে একপদে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং ক্ষুধার্ত্তা ক্ষীণা গাভীটি দুঃখিতান্তকরণে অশ্রুপূর্ণলোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। মণিমাণিক্য খচিত

রথে আরোহণ পূর্ব্বক দিগ্বিজয়ে বহির্গত মহারাজ পরীক্ষিৎ এমন সময় সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্তই দেখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নটের ন্যায় রাজ বেশধারী শূদ্রাধম কলিকে বধের নিমিত্ত তীক্ষ্ণ অসি ধারণ করিয়া বৃষটিকে প্রথমে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে ধর্ম্ম, সত্যযুগে আপনার তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য এই পদ চতুষ্টয় অত্যন্ত সবল ছিল। অধর্ম্মের অমুদয়, অহঙ্কার, বিষয়াসক্তি ও মত্ততা প্রভৃতির প্রকোপে আপনার এক একটি পদের চতুর্থাংশের একাংশমাত্র বিদ্যমান্ রহিয়াছে, সুতরাং আপনি এক পদবিহারী হইয়াছেন। এক্ষণে কলি অবশিষ্ট পদটিও ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব অধর্ম্ম কলিকে আমি এখনই বধ করিয়া আপনার ত্রিপাদ উদ্ধার করিতে যত্নবান্ হইতেছি।"

পরে গাভীটিকে কহিলেন,—"হে মাতর্ধরিত্রি, আপনাকেও পাপাত্মা কলি অতিশয় পীড়ন করিতেছে। এই দেখুন, আমি এখনই তাহাকে বধ করিয়া আপনার দুঃখ অপসারিত করিতেছি।"

এইরূপে উভয়কে সান্ত্বনা করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ, পাপাত্মা কলিকে বধের নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিলেন। দুরাত্মা কলি অতিশয় ভীত হইয়া মহারাজের চরণে প্রণত হইল। কলিকে ভীত ও শরণাগত দেখিয়া মহারাজ আর তাহাকে বিনাশ করিলেন না, বলিলেন—"হে দুরাত্মন্, তুমি পাপের প্রশ্রয়দাতা, সুতরাং তুমি কখনই আমার রাজ্যমধ্যে স্থান পাইবে না। তুমি রাজদেহে অবস্থান করিলে অধর্ম্ম, লোভ, অসত্য, চৌর্য্য, দৌর্জ্জন্য, স্বধর্ম্মত্যাগ, অলক্ষ্মী, কাপট্য, কলহ, দম্ভ প্রভৃতি রাজ্যমধ্যে বৃদ্ধি পায়। যদি প্রাণের নিমিত্ত এত ভয় হইয়া থাকে তবে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার রাজত্ব হইতে বহির্গত হইয়া যাও।"

তখন কলি যম সদৃশ মহারাজ পরীক্ষিৎকে দর্শন করিয়া কম্পান্বিত কলেবরে বলিতে লাগিলেন,—"হে মহারাজ, আপনার আদেশ অনুসারে আমি যেখানেই বাস করিতে ইচ্ছা করি, সেই খানেই আপনাকে ভীষণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে দেখিতে পাই। অতএব হে ধার্ম্মিক প্রবর, যেখানে আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক স্থির চিত্তে বাস করিতে পারি, সেইরূপ স্থান আপনিই আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিন।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ কে জানত বাবা?—যিনি বিশেষরূপে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে পরীক্ষা করিয়া অধর্ম্মকে বিতাড়িত করতঃ ধর্ম্মস্থাপন করেন তিনিই মহারাজ পরীক্ষিৎ। মহারাজ ত কিছুতেই কোন স্থান দিতে স্বীকৃত নন। কলি অনেক কান্নাকাটি করিলে পর তাহাকে যে যে স্থান দিলেন শুন:—

"অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অমূনি পঞ্চস্থানানিহ্যধর্ম্ম-প্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ॥"

অর্থাৎ মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিতেছেন,—"হে দুরাত্মন্, যেহেতু তুমি আমার শরণাগত, তোমাকে আমি চারিটি স্থান দিতেছি,—যে স্থানে কপটতায় অর্থ সংগ্রহ জুয়াখেলা বা পাশা ক্রীড়া হইবে, যে স্থানে গাঁজা, তামাক ধূম্রযাত্রা মদ্যাদি পানক্রিয়া চলিবে, যে স্থানে স্ত্রী সম্বন্ধীয় পাপাচরণ এবং যে স্থানে পশুবধাদি কুকর্ম্ম হইবে, সেই সেই স্থান তোমাকে দেওয়া গেল। সাবধান, যেন

তদতিরিক্ত কোন স্থানে তোমার প্রবেশ কথা শুনিতে না পাই, পাইলে বিশেষরূপ শাস্তি পাইবে।”

কলি দেখিল, মহারাজ প্রকৃতপক্ষে তাহাকে কোন স্থানই দিলেন না, যেহেতু ধার্ম্মিকপ্রবর মহারাজের রাজত্বে সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ এবং ঐ সমস্ত পাপাচরণ হইতে বিরত। তাই সে পুনরায় করযোড়ে মহারাজের নিকট আরও কিছু ভিক্ষা চাহিলে মহারাজ বলিলেন,—“কলি, তোমাকে পুনরায় জাতরূপ দান করিলাম, আর কোন স্থান পাইবে না।” এই বলিয়া মহারাজ চলিয়া গেলেন। জাতরূপ কাহাকে বলে জানত বাবা।”

আমি বলিলাম,—“না ঠাকুর, কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিন।”

তখন পাগল ঠাকুর বলিলেন,—“জাতরূপ শব্দের অর্থ,—স্বর্ণ বা টাকা। সেই জাতরূপ হইতে পাঁচটি ব্যাপারের সৃষ্টি হইল যথা,—“অনৃত বা মিথ্যা কথা, মদ বা মত্ততা, কাম বা বাসনা, রজ বা অহঙ্কার এবং বৈর বা শত্রুতা।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“ঠাকুর, টাকা হইতে অনৃত, মদ, কাম, রজ ও বৈরের সৃষ্টি কিরূপে হইল বুঝিতে পারিলাম না। কৃপা করিয়া বুঝাইয়া বলুন।”

তখন তিনি বলিলেন,—“কেন বাবা, এতো সহজ কথা। টাকার জন্য লোকে অনৃত বা মিথ্যা কথা বলে না কি? ইহাই অনৃতের উদাহরণ। টাকা থাকিলে লোকের ‘হাম্ বড়া’ ভাব, ‘হামরা বহুত রূপেয়া হ্যায়,’ ‘হাম্ সব করনে শক্তা’ ইত্যাদিভাব থাকে না কি? ইহাই মত্ততা। টাকা থাকিলেই লোকে নিজ বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, বেশ্যালয়ে গমন, কদর্য্য ভক্ষণাদি করে না কি? ইহাই কামের উদাহরণ। টাকা থাকিলেই লোকে অপর ধনীর প্রতি হিংসা করিয়া মোকদ্দমা, মারামারি বা যুদ্ধাদি করে না কি? ইহাই রজের ক্রিয়া। টাকা থাকিলেই ধনীর বৈর অর্থাৎ চোর ডাকাইতের ভয় থাকে না কি?”

আমি বলিলাম,—“ঠাকুর, আপনার কৃপায় আমি এতদ্বিষয় বুঝিয়াছি। উপাখ্যানটির বাকী অংশটুকু বলুন।”

পাগল ঠাকুর বলিলেন,—“হাঁ, তখন হইতে মহারাজ পরীক্ষিতের আদেশানুসারে, কলি দ্যূত, পান, স্ত্রী সংসর্গ, পশুবধ এবং স্বর্ণ এই পাঁচটি স্থানেই বাস করিয়া আসিতেছে। এই জন্য যাঁহারা উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ পাঁচটি বিষয়ে আসক্ত হন না।

মহারাজ পরীক্ষিৎ যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ততদিন কলি সভয়ে বাস করিতে লাগিল এবং তাঁহার রাজত্বে তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য, ধর্ম্মের এই চারিটি পদ পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্ব অবসানে ধর্ম্মের পুনরায় প্রায় চারিপদই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এখনত পূর্ণ কলি-কাল। কলিই পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পাপাচরণগুলি সমস্ত বর্ণের মধ্যে বিশেষরূপে আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বল, ক্ষত্রিয় বল, বৈশ্য বল, শূদ্র বল, সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন এবং ধর্ম্মের ভানে ঐ সমস্ত পাপাচরণগুলি চালাইতেছেন। ত্রেতা ও দ্বাপরের মত আর গুণ ও কর্ম্মের আদর নাই এবং তদনুসারে বর্ণ-বিভাগও হয় না। অধর্ম্ম ও বিকর্ম্মের আদর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। দেখ বাবা, বর্ণ ও আশ্রম-বিভাগ

কেবল মাত্র শ্রীহরি ভজনের জন্যই। যদি শ্রীহরি ভজনই কলির প্রভাবে লুপ্ত হইতে বসিল, তবে আর বর্ণ ও আশ্রমের প্রতি জীবগণের লক্ষ্য থাকিবে কেন? তাই, নানা কারণে, শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পাহি ব্রাহ্মণাঃ কলি সম্ভবাঃ।"

অর্থাৎ কলিকালে ব্রাহ্মণগণ অশুদ্ধ এবং শূদ্র কল্প। ব্রাহ্মণগণই যদি অশুদ্ধ এবং শূদ্রকল্প হইলেন, তবে আর অন্যান্য বর্ণের স্থান কোথায় বলত বাবা? তাহারাত আরও পতিত হইয়া ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হইয়াছেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা নিজেরা শ্রীহরি-ভজন-তৎপর থাকিয়া উন্নত অবস্থা লাভ করতঃ অন্যান্য ত্রিবর্ণকে শ্রীহরি-ভজনের দিকে চালিত করিবেন, তাঁহারাই যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অশুদ্ধও পতিত হইয়া যান, তবে অন্যান্য বর্ণ আর কিরূপে উন্নত হইবে? আদর্শই যদি খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলে উন্নতি আর কিরূপে সম্ভবপর?"

এই বলিয়া পাগল ঠাকুর চুপ করিলেন। আমি মনে মনে তাহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি এমন সময় তিনি একটি গান ধরিলেন। গানটি এই :—

বড় দুঃখে প্রাণ কাঁদিছে আমার।
নাহি নিজ ভাব, কলির প্রভাব,
যে দিকে চাহি হেরি অনিবার ॥ (১)
শুদ্ধ বিপ্রগণ, না দেখি এখন,
মস্ত-মাংস-রত হেরি অনুক্ষণ।
কেহ দ্যূত প্রিয়, কেহ মদ্যাসক্ত,
কেহ বেশ্যাসক্ত হেরি পাপাচার ॥ (২)
ব্রাহ্মণ বলিয়া, দিয়া পরিচয়,
পর হিংসা সদা করে অতিশয়।
ব্রাহ্মণের কার্য্য, শ্রীহরি ভজন,
কিছু নাহি পাই দেখিতে তাহার ॥ (৩)
সদা মত্ত থাকে, জাতি অভিমানে,
ভক্ত বিপ্রগণে শূদ্র করি মানে।
বুঝিতে না পারে, অক্ষজ গেয়ানে,
কৃষ্ণ ভক্ত হয় পূজ্য সবাকার ॥ (৪)
জীবের স্বরূপ, নিত্য কৃষ্ণ দাস
যেই বুঝিয়াছে, নহে মায়াদাস।
সেইত ব্রাহ্মণ, কভু নহে অন্য,
শাস্ত্রেতে তাহার আছয়ে প্রচার ॥ (৫)
এখনত কলির, আছে বহু দিন,
তাই ভাবি আমি ব'সে অনুদিন।
পরে কত হবে, বুঝিতেছি এবে,
ম্লেচ্ছ মত হবে ব্রাহ্মণ আচার ॥ (৬)
কলির প্রভাব, হবে চারিধার,
ধরমের স্থান না রহিবে আর।
মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কলহ যন্ত্রণা,
পূর্ণ হবে ধরা বুঝেছি এ বার ॥

চিন্ময় স্বদেশ।

একদা একটী শিষ্য তাঁহার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,! "প্রভো! দেশের অনেকেই স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতেছেন। কিন্তু কৈ আমিত কিছুই করিতে পারিতেছি না? আপনি আমাকে কেবল শ্রীভগবানের নাম দিবানিশি গ্রহণ করিতে এবং সেই নাম (হরেকৃষ্ণ নাম অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর) জগতের প্রত্যেক জীবের কাছে প্রচার

করিতে আদেশ দিয়াছেন; ইহাতে কেমন করিয়া স্বদেশের উন্নতি হইবে এ অধিনকে কৃপা করিয়া তাহা বলুন।" গুরুদেব বলিলেন—"বৎস! স্বদেশ বলিতে তুমি কি বুঝিয়াছ, তাহা আমাকে বল।" শিষ্য বলিলেন—"মানব যে স্থানে মাতৃকুক্ষি হইতে মুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, প্রথম নিশ্বাসে যে স্থানের বায়ু গ্রহণ পূর্ব্বক জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং যে স্থানের জল, বায়ু, উত্তাপ, আলোক ও খাদ্য দ্রব্যে তাহার প্রথম জীবন রক্ষিত ও সুখে অতিবাহিত হয় উহাই তাহার জন্মভূমি এবং সেই জন্মভূমিটী যে দেশের অন্তর্গত সেই দেশকেই তাহার স্বদেশ বলে। অতএব দেখ বৎস! স্বদেশ বলিয়া ইহজগতে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই; কারণ এখন যে ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার স্বদেশ এখন ভারতবর্ষ কিন্তু মৃত্যুর পরে হয়ত সেই ব্যক্তিই আবার বিলাতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। তখন বিলাতই তাহার স্বদেশ হইবে। পুনরায় মৃত্যুর পর আমেরিকার কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিতে পারে সেই সময় সেই দেশটীই তাহার স্বদেশ হইবে। মানবদেহ অবলম্বন করিয়াই যে প্রত্যেকবার জন্ম গ্রহণ করিবে তাহারও কোনও স্থিরতা নাই। যথা পদ্ম পুরাণে—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্র সংখ্যকা পক্ষিণাং দশলক্ষকং॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥

জীব, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার স্বদেশ কোথায়? পশুর গোঁয়াড় ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানই তাহার স্বদেশ। পক্ষী যে স্থানে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে সেই স্থানটী ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানটীই তাহার পক্ষে স্বদেশ। বিষ্ঠাগর্ত্তের কৃমির পক্ষে বিষ্ঠাগর্ত্তই স্বদেশ। এইরূপ প্রত্যেক জীব যখন যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে যে স্থানে বাস করিয়া থাকে তাহার পক্ষে সেই স্থানটীই তাহার স্বদেশ। শিষ্য বলিলেন—"তবে লোকে কোনও একটী বিশেষ স্থানকে স্বদেশ বলিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিবার জন্য চেষ্টা করে কেন? কেহ বিদ্যালয়, কেহ অতিথিশালা, কেহ দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন কেহ বা দরিদ্রে ধনদান ইত্যাদি দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতেছেন।" গুরুদেব বলিলেন—"বৎস দর্শন দুই প্রকার অক্ষজ বা অচিদ্দর্শন বা জড়দর্শন এবং অধোক্ষজ বা চিদ্দর্শন। যে সকল ব্যক্তি জড়দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া এই নশ্বর জড় জগতের কোনও একটী বিশেষ স্থানকে তাহার নিত্য আদিম আবাসস্থল বা স্বদেশ মনে করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না যে এই দৃশ্যমান জড় জগতের উন্নতি নিত্যস্থায়ী নহে, অতি অল্প দিবসের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। সম্মুখে অনন্তকাল বর্ত্তমান। যে উন্নতি কেবল দুইশত কি চারিশত কি হাজার বৎসরের জন্য স্থায়ী তাহাও অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নহে। তবে কি আমরা স্বদেশের উন্নতি সাধনে একেবারে বিরত থাকিব? তাহা কখনই নহে। সমস্ত পৃথিবীই যখন আমাদের জন্মিবার ও থাকিবার আবাসস্থল তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে এই বিশ্ব সংসার সমস্তই আমাদের স্বদেশ।" শিষ্য বলিলেন—"প্রভো! যদি জগতের সমস্ত উন্নতিই কালে নষ্ট হইয়া যায়, তবে কি কেবল আমরাই এখানে চিরকাল বাস করিব?" গুরুদেব বলিলেন—"বৎস, তুমি ঠিক ধরিয়াছ; এই দৃশ্যমান জড়জগৎ আমাদের থাকিবার প্রকৃত

আবাসস্থল বা স্বদেশ নহে ; ইহাই আমাদের বিদেশ। জড় দেহে যতদিন অহং বুদ্ধি থাকিবে, ততদিনই বদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া জাগতিক কোনও না কোনও স্থানকে স্বদেশ এবং বাকী স্থানগুলিকে বিদেশ বলিয়া মনে করে। বদ্ধজীবের মধ্যেও যাঁহারা সমস্ত পৃথিবীকে স্বদেশ মনে করেন, তাঁহারাও যে পর্য্যন্ত না জড়জগতের উন্নতির অনিত্যতা অনুভব করেন, সে পর্য্যন্ত তাহারাও মায়ার দাসত্ব করিয়া থাকেন, হরি ভজনের অধিকারী হইতে পারেন না। যাঁহারা সদ্‌গুরু পদাশ্রয় লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন যে জীবমাত্রেই নিত্য কৃষ্ণদাস এবং বৈকুণ্ঠ ধামই তাহার (জীবের) স্বদেশ, কৃষ্ণ সেবাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। তবে নিজ প্রভু কৃষ্ণকে ভুলিয়াই এই সংসাররূপ বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন আর বৃথা মায়ামুগ্ধ হইয়া সাংসারিক উন্নতির চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত না করিয়া কেবল শ্রীভগবানের নামরূপ তরি অবলম্বন করিয়া স্বদেশ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে যাওয়াই জীবের কর্ত্তব্য। ভগবানের শ্রীচরণে একান্ত আশ্রয় ব্যতীত মায়াকে জয় করা জীবের পক্ষে বড়ই কঠিন কথা। গীতাতে—দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। এই ত্রিগুণময়ী মায়া অত্যন্ত কষ্টে পার হওয়া যায় আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন তিনিই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন। শিষ্য বলিলেন—"নীতি শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, 'জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সি' অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ। আবার স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশের প্রাকৃতিক শোভা সমৃদ্ধি শতগুণে অধিক হইলেও তাহা তাহার (স্বদেশবাসীর) নিকট সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। বিদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সমধিক সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-রক্ষাদির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, রাজ্য শাসনের সুপ্রণালী প্রভৃতি সকলি তাহার নিকট অশান্তিপ্রদ বোধ হয়। "গুরুদেব বলিলেন—" যে ব্যক্তি বিদেশে বাস করে, সে ব্যক্তি বিদেশের প্রাকৃতিক বস্তুতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু কোনও কারণ বশতঃ যে সময়ে স্বদেশের কথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হয় তখন আর বিদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে বা কোন দ্রব্যে তাহার আর আনন্দ উৎপাদন করিতে পারে না; সর্ব্বদাই তাহার মনে হয় কতক্ষণে স্বদেশে গিয়া প্রাণ জুড়াই। আরও বলিয়া থাকে যথা—

পড়িল বাড়ীর কথা মনে।
কবে আমি যাব বাড়ী, বিদেশ প্রবাস ছাড়ি,
নেহারিব ভাই ভগ্নি গণে॥
পিতা মাতা আছেন যথায়।
সেই সুখময় স্থান, দেখিবারে চাহে প্রাণ,
কবে হায়! যাইব সেথায়॥
কবে মোর হইবে সে দিন।
আহা যদি পাখা পাই, এখনি উড়িয়া যাই,
কিন্তু হায়! আমি পরাধীন॥

সেইরূপ যখন কোনও মায়ামুগ্ধ জীব সাধু সঙ্গে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারে যে শ্রীভগবানকে ভুলিয়াই তাহার এই দুঃখময় সংসারে আগমন হইয়াছে তখনই তাহার স্বদেশ অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ধামে যাইতে ইচ্ছা হয়। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্য ২০ পরিচ্ছেদে।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

শিষ্য বলিলেন—"জন্মভূমি ও জননী স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন?" গুরুদেব বলিলেন—"জন্মভূমি বা স্বদেশ অর্থাৎ জীবের স্বদেশ বা নিত্য আদি বাসস্থান; স্বর্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কারণ স্বর্গ হইতে জীবের পতন হয় এবং সে স্থানেও সুখ দুঃখ উভয়ই বর্ত্তমান। জীবের স্বর্গ হইতে পতনের কিছু পূর্ব্ব হইতে আবার ধরাধামে আসিতে হইবে বলিয়া মনে বড়ই চিন্তা ও দুঃখ হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে যথা—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গ লোকং বিশালং
ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥
(গীতা ৯ অঃ ২১ শ্লো)

অর্থাৎ বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমন করে। এইরূপ কাম কামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। স্বদেশই জীবের সুখের স্থান, সুতরাং যাহারা স্বদেশবাসী তাহারাই সুখী। যথা মহাভারতে—

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যোনরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী স বারিচর মোদতে॥

অর্থাৎ

দিবাশেষে যদি শাক পাক করি খায়।
কিন্তু আর নাহি যদি থাকে ঋণ দায়।
স্বদেশ হইতে যদি দূরে নাহি রয়।
এ সংসারে সেই সুখী জানিবে নিশ্চয়॥

সেইরূপ যাঁহারা সংসাররূপ বিদেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামরূপ স্বদেশে গিয়া তথায় নিত্য-কাল বাস করিয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন এবং স্বজন অর্থাৎ ভক্তবৃন্দের সহিত কৃষ্ণকথার প্রেমানন্দে ভাসিয়া যান তাঁহারাই যথার্থ সুখী। তাঁহাদিগকে দুঃখ কদাপি স্পর্শ করে না।

শিষ্য পুনরায় বলিলেন—

"আমাদের স্বদেশ বা নিত্য আবাস স্থান অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি, কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।"—গুরুদেব বলিলেন—"বৎস! বৈকুণ্ঠ শব্দের অর্থ কুণ্ঠারহিত অর্থাৎ যাহা অতি সুখময় স্থান; এই স্থানের বর্ণনা করিতে বাক্যও পরাভূত হয়, মন তথায় অগ্রসর হইতে পারে না অর্থাৎ সেই ধাম বাক্য ও মনের অগোচর। কেবল সাধু গুরুর কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ হইলে ভগবদ কৃপায় এই ধাম অপ্রাকৃত চক্ষুতে দৃষ্ট হয়। তথাপি তোমায় কিঞ্চিৎ আভাষ দিতেছি যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

চিন্তামণিময় ভূমি চিন্তামণি ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী চরণ ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষ লতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্প ফল বিনা কেহ না মাগে অন্যধন॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে॥
সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত।
সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ জ্যোতি স্বাদ্য যাহা মূর্ত্তিমান॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণ বংশী করে যাহা প্রিয় সখী কাজ॥

জীবে হরিনাম বিতরণ এবং তাহাকে তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা তাহার হরিপদে রতি উৎপাদন করিয়া দেওয়াই যথার্থ জীবে দয়া। যাঁহারা, স্বদেশবাসী এমন কি বিশ্ববাসী জীবগণকে, কেবল হরিভজন করিতে উপদেশ দেন এবং সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া এই কথাই প্রচার করিয়া বেড়ান তাঁহারাই যথার্থ স্বদেশানুরাগী এবং যথার্থ দয়ালু। এই জন্য পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কলিপাবনাবতার গৌরহরি নিজে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া এবং নিজে আচরণ করিয়া অর্থাৎ জীবের দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করিয়া দেখাইলেন যে কেমন করিয়া স্বদেশের উপকার করিতে হয়, কেমন করিয়া বিশ্ববাসী জীবের প্রতি দয়া করিতে হয় এবং কলিতে জীবের প্রধান সাধন কি? কোনও সময়ে তিনি তাঁহার প্রিয়ভক্ত সনাতনগোস্বামীকে জীবগণকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশে বলিয়া ছিলেন যথা—"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।

ইহা বই ধর্ম্ম নাহি শুন সনাতন॥"

তাই বলিতেছি—

কেন বৃথা ভ্রম জীব! পড়িয়া বিদেশে।
গুরু পদাশ্রয় করি চল নিজ দেশে॥

একাকী নারিবে যেতে, চল গুরুর সঙ্গেতে,
চিন্ময় গোলোক ধাম অতি মনোহর।
চির শান্তি লভে জীব যাহার ভিতর॥

ভজনীয় নিত্যতত্ত্ব, সেথাই এক শ্রীকৃষ্ণ,
লক্ষ্মী ব্রজ সুন্দরী স্বরূপাকান্তাগণ।
পরম পুরুষ কান্ত কৃষ্ণ বর্ত্তমান॥

বৃক্ষ শ্রেণী আছে যত, কল্পতরু রূপে কত,
শোভা করিয়াছে তাহা না যায় বর্ণন।
তাহে চিন্তামণি রত্ন পূর্ণ অঙ্গন॥

সুস্বাদু অমৃত যাহা, তথায় পানীয় তাহা,
পরস্পরের কথাই সঙ্গীত তথাকার।
চন্দ্র সূর্য্য সমুজ্জ্বল তথা অনিবার॥

পূর্ণচন্দ্র অবিরত, নিত্যবাস প্রকাশিত,
এধাম তমের পর, তম অসংস্পৃষ্ট।
এই ধামে ভোগ্য সব একা ভোক্তা কৃষ্ণ॥

মায়াতীত চিদ্ধাম, জ্যোতির্ম্ময় অনুপম,
কভু নাহি মায়াজাত কালের বিক্রম।
কভু দুঃখ কভু সুখ নাহি হেন ক্রম॥

চল অনুরাগ ভরে, স্বদেশ বৈকুণ্ঠ পুরে,
নিত্যকাল প্রেমানন্দে রহিবে মগন।
হরিনাম বিনা সেথা নাহি অন্য ধন॥

বল সবে প্রাণখুলে, একবার বাহুতুলে,
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ভবঘুরের ডাক।

ওহে ব্রহ্মচারী ভায়া, দণ্ডবৎ দণ্ডবৎ। আজ বড় ব্যস্ত, বেশী কথার সময় নেই। দণ্ডবৎ, দণ্ডবৎ। আজ আর ভেতরে যাব না, ঠাকুরমশাইকে এইখান থেকেই দণ্ডবৎ দিলুম। আমার বড় কাজ পোড়ে গ্যাছে, ভাই। ঠাকুর মশাই বোলেছেন, মানুষের তিনটী কর্ত্তব্য, তাই আমি কর্ত্তে ছুটেছি, তাই সময় নেই, দণ্ডবৎ ভাই দণ্ডবৎ। তবে যদি জিগ্গেস কল্লে কি কর্ত্তে ছুটেছি, তবেইতো আবার বল্‌তে হয়। কর্ত্তব্য তিনটি এই—"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন"। এই শুনেই আমি এই তিনটী কাজের জন্তে ছুটোছুটী কোরে সাধুর উপদেশ পালছি, এই কোরেই সাধু হোয়ে

বাঁ'ব। জিবে দয়াটা আমার বরাবরই আছে। ভাল ভাল জিনিব পেলেই জিবে দিই। এই ধর আবার-খাবো-সন্দেশ, স্পঞ্জি রসগোল্লা, মোটা সরের রাব্‌ড়ী, আলুবখরার চাট্‌নি—আর বল্‌তে পাচ্ছিনা ভাই, জিবটা বড় দয়া চাইছে—এখনি আমার জিবে দয়া কর্ত্তে হবে। যাক্‌,—এ আমার বরাবরই আছে, তবে সাধুমুখে শুনে আরও আমার তাঁ'তে উৎসাহ লেগে গ্যাছে। যেখানে যত নিমন্ত্রণের কথা শুনতে পাচ্ছি, সুবিধা পেলেই সেইখানে গিয়ে জিবে দয়া করি, এতে আর ফাঁক যায় না। দেখনা আমিও একজন পাকা বোষ্টম্ হলুম বোলে আর নামে রুচি—তাও আমার বরাবরই আছে, তবে এখন আরও উঠে পোড়ে লেগেছি—কিসে আমাকে লোকে বেশ ভক্ত বলে, পণ্ডিত বলে তারই চেষ্টাতে অবিরত ঘুরছি। এটা সহজে বড় হোচ্ছেনা—কিন্তু আমার নামে খুব রুচি হোয়েছে, কিসে আমার নাম হয়, কিসে সবাই আমার খেতাব দেয়, সুনাম করে তা'র জন্যে আমি শশব্যস্ত। টোলে টোলে ঘুর্‌চি যদি আমায় একটা উপাধি দেয়, সভায় সভায় যাচ্ছি কিসে নাম বেরোয়, কিসে একজন হোমরা চোমরাও হোয়ে পড়ি। কিন্তু লোকগুল, এমনি বোকা যে সহজে আমায় একটা কেও কেটা হোতে দেবে না। তা হোক্ আমিও ছাড়্‌ছি না। তবে ভাই যতই চেষ্টা করি রায় বাহাদুর, এম এ পি আর এস ডি এস্‌সি এম বি ই এসব গুল'ত আর পাব না। তবে সাহিত্যাম্বুধি, এক্ টি, এস, তত্ত্বচূড়ামণি, সিদ্ধান্তরত্ন এই সবের মত দু একটা পেলেই হয়, মনে কচ্ছি কেষ্টনগরে কোথায় একটা টাইটেলের কারখানা খুলেছে, দুই একটা টাকা দিলেই পাওয়া যায় সেইখান থেকে আনাব। আমার টাইটেল পেলেই ত' হবে না একটা কাগজ কাগজের সম্পাদক কম্পাদক না হোলে হোচ্ছেনা। তাই একটা দল বল বেঁধে যা' তা' দিয়ে কাগজ গুছিয়ে ছাপাব মনে কচ্ছি। কিন্তু মুস্কিলের কথা কাগজের দাম আর ছাপার খরচ পাই কোথা? এই সব ধান্দায় ছুটোছুটি করছি ভাই আই নয়ন' সেই. ভবঘুরে নামটা ঘোচাতে হবে, গোঁফখুড়ি ভদ্রলোক হোয়ে বস্‌তে হ'বে। আর যে বাকী আছে—বৈষ্ণব সেবন—তাও চেষ্টা দেখ্‌তে হ'বে। বৈষ্ণব সেবন বল্‌তে আমি কি বুঝি জান ভায়া—হাঃ হাঃ এই পেশাদারী সব ঠাকুর বাড়ীতে যেমন বিগ্রহসেবা, কিনা বিগ্রহকে দরওয়াজের মত খাড়া কোরে রেখে তাকে দিয়ে রোজগার করিয়ে নিয়ে নিজের গিন্নীর ছেলে পিলের সেবা করিয়ে দেওয়া, তেম'নি বৈষ্ণবকে খাটিয়ে সেবা লোওয়া, আর যদি তা হয়: আরও ভাল ছাগীর দুগ্ধ বল্‌লে যেমন ছাগদুগ্ধ তেমনি যদি বৈষ্ণবসেবন কথাটার মানে ভাঙ্গা যায় তা হোলে হয় বড় মন্দ নয়। যা'ক ভাই আসৎ কথা হোচ্ছে যে আমি এই তিনটের জন্য বড় ব্যস্ত, সাধুর কাছে যাই আমি একটা উপদেশত' নিতে হয়, তাই ভাই আমার ছুটোছুটি। তবে এলুম তো একটা গল্প বোলে যাই। একছিল তাঁতি, বড় গরীব। তার তাঁত গ্যাছে ভেঙ্গে। তাই সে বনে গ্যাছে কাঠ কাট্‌তে তাঁত তৈরি করবে। একটা শিশুগাছ কাট্‌তে যেমনি কুড়ুলটা উঠিয়েছে, গাছে ছিল এক বেহ্ম দোত্যি, সে বোলে উঠেছে ওঁরে কাঁটিস্‌নি কাঁটিস্‌নি এখাঁনে আঁমি বঁড় সুঁখে আঁছি। তাঁতির ছিল খুব ভরসা, সে সাহসে বুক বেঁধে বল্লে, তা আমি কি করব, আমার সংসারে বউ ছেলে না খেয়ে মরে, আমি তাঁত বানাব কি দিয়ে? তুমি

ঠাকুর অত্ত গাছে চোলে যাও, যাও শিগ্ গির যাও। বেহ্মদোত্তি বল্লে তোঁর ভরসা পেঁপে আঁমি বড় খুসি হোঁয়েছি। তোঁর কিঁ চাই বল, তাঁই পাঁবি; গাঁছটা কাঁটিস্ নি। তাঁতি ভেবে বোল্লে, তা' ঠাকুর আমি বউকে জিগ্গেস না কোরে বল্তে পারি না, তুমি যদি বল ত' আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসি। আঁচ্ছা তাঁই ভাঁল। আনন্দে তাঁতি দিশে হারা, পড়ে ত' ওঠে পোড়ে বাড়ীতে হাজির। আ মরণ, কৈ কাঠ কৈ? দুর পাগ্ লি, কাঠ কি হ'বে, রাতারাতি বরাত ফিচ্ছে, কি চাইব? তখন তাঁতি সব কথা খুলে বোল্লে। তখন তাঁতিনী গম্ভীর ভাবে সুবুদ্ধি দিলে—দ্যাখ তুমি একলা রোজ একখানা কাপড় তৈরি কর মাত্র। তোমার যদি আর দুটো হাত, আর একটা মাথা হয়, তা হোলে রোজ দু'খানা কোরে কাপড় বুন্তে পারবে, আর আমাদের দুঃখ্ খু থাক্ বে না। হাঁ হাঁ সেই ভাল, সাধে তোকে জিগ্ গেস কর্তে এলুম, একথা আমার মাথাতেই আসেনি। বোলেই ছুট। কোথাগো বেহ্ম-দোত্যি ঠাকুর আমার আর একটা মাথা আর দুটো হাত চাই। বল্তে বল্তে তাই হোল। তাঁতি তো বাড়ী এল। তাঁতিনী দেখেই ওরে বাবারে বোলেই মূর্চ্ছা। চারদিকে সোর গোল পোড়ে গ্যাল। দুর থেকে দেখেই রাক্কস রাক্কস রব উঠে গেল। চারিদিক থেকে সব কুড়ুল বঁটি কাটারি যা'র যেখানে যা' ছিল সব নিয়ে এসে তাঁতি ভায়াকে ভ বাল করল। কি জানি ভাই জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবনের এই ব্যবস্থা কোরে শেষ আমারও তাঁতি ভায়ার মত দশা হয় কি না। এরকম বুদ্ধিটা আমি গোঁসাই গোবিন্দ প্রভু আর তাদের কুটুম্বদের কাণ্ড কারখানা থেকে শিখে নিয়েছি, এত আর তাঁতিনীর দেওয়া বুদ্ধি নয়। তা ভাই দণ্ডবৎ। যাই দেখি জিবে দয়ার বড় দরকার হোয়েছে।

প্রচার প্রসঙ্গ।

গত ১০ই চৈত্র শনিবার কলিকাতা ৩৮।১ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট ভবনে গোলোকগত শ্রীরাধা-রমণ দাস অধিকারী মহাশয়ের প্রথম বার্ষিক বিরহ মহোৎসবোপলক্ষে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কীর্ত্তনমুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ পাঠ শ্রবণে পরমানন্দ পাইয়াছেন।

গত রবিবারে কলিকাতায় হাটখোলার পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা-মুখে শুদ্ধ হরিভক্তির কথা প্রচার হইয়াছেন। উপস্থিত গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ স্বামীজীর সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়া আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার সুবিজ্ঞ সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল মহাশয়ের সুমধুর কণ্ঠে গীত শ্রীশ্রীহরিনাম শ্রবণে সকলেই বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন।

গত সোমবার রাত্রে ত্রিদণ্ডি স্বামী মহোদয় বাগ্ বাজারের সুবিখ্যাত ধনপতি শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু দত্ত (জে, বি, ডি) মহাশয়ের ভবনে শুদ্ধ হরিভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডি স্বামী মহোদয় গত মঙ্গলবার রাত্রে বৌবাজারের সুবিখ্যাত জুয়েলার শ্রীযুক্ত বি, সরকার

এণ্ড সন্স্ মহাশয়দের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

গত বুধবারে কালীঘাট পতিতুণ্ডুলেনবাসী সুবিজ্ঞ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বংশধর মিশ্র মহাশয়ের ভবনে স্বামীজি মহোদয় বহু শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনমুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তৎপর দিবস হাটখোলায় ৮১নং শোভাবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু ভক্তি প্রদীপতীর্থ স্বামীজী প্রায় পক্ষাধিক কাল হইল কাটোয়ায় শুভাগমন করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছেন ও স্থানে স্থানে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত এই পবিত্র ধর্ম্মে ভয়ানক গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে এবং ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার অনাচার ব্যভিচার প্রচলিত হইয়াছে। অনাচারাদি বর্জ্জন করিয়া কাটোয়ার জনসাধারণ যাহাতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের মর্ম্ম কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে, ত্রিদণ্ডী ভক্তি-প্রদীপ মহাশয় সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। ৪।৫ দিন হইতে পুরাতন মেছুয়াবাজার অঙ্গনে প্রতি সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার শিক্ষায় ও উপদেশে কাটোয়াবাসী বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেছে। তিনি ইতিমধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় প্রায় ৪৫টী মৌজায় বিশুদ্ধ চৈতন্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করি।

কাটোয়া হইতে "প্রসূন" পত্রিকায় ৯ই চৈত্র তারিখে প্রকাশিত।

ভারতীয়।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস:—গত ২৪শে তারিখ হইতে লাহোরের ব্রাড্‌ল হলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে একশতেরও অধিক ডেলিগেট সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন হইতে প্রতিনিধিগণও সভাতে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত যোশী, মিঃ ম্যরেনো, স্বামী দীনানন্দ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীমতী নাইডু, বাই আম্মা ও শ্রীযুক্ত সাস্তানম প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও সভাতে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত যোশীর প্রস্তাব মত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ... বক্তৃতায় বিশদ ভাবে এদেশে ... মজুর ... দলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন এবং এই বিষয়ে কংগ্রেস নেতাগণকে মনোযোগ দিতে আহ্বান করেন। দেশের শতকরা ৯৮ জন লোক শ্রমিক শ্রেণীর। কাজেই তাহাদের মঙ্গলেই দেশের মঙ্গল। দেশবন্ধু তাঁহার অভিভাষণে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। আমরা বারান্তরে তাহা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিব।

অন্ধ্রে খদ্দর-ব্যাঙ্ক:—অন্ধ্র-প্রাদেশিক-রাষ্ট্র সমিতি সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে, সমগ্র অন্ধ্রদেশে সমবায় পদ্ধতি অনুসারে খদ্দর উৎপাদন এবং প্রচলন করিবার জন্য প্রাদেশিক-রাষ্ট্রীয়-সমিতির পক্ষ হইতে একটী ব্যাঙ্ক খোলা হইবে।

জীবন্ত সমাধি:—বোম্বায়ে মণ্ডভী অঞ্চলে একটী গৃহ পতিত হইয়া ১৩ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ভগ্ন গৃহস্তূপের ভিতর হইতে ইহাদিগের মৃত দেহ বাহির করা হইয়াছে।

যশোহর প্রদর্শনী:—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন সময়ে বিগত ৩০শে মার্চ্চ হইতে যশোহর শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। যাঁহারা ষ্টল ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, ষ্টলের নির্ম্মাণ খরচ বাবদ ৫৲ টাকা অথবা প্রদর্শনী কমিটীর

নিকট বিস্তৃত বিবরণসহ পত্র দিলে তাঁহারা ভাড়াটিয়াদের আহারের ব্যবস্থা করিবেন। প্রতিদিন ১৲ হিসাবে খোরাকী।

সেক্রেটারী, একজিবিসন কমিটি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স।

গ্রন্থাগার :—আগামী মাসে সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ৺মতিলাল গোস্বামীর নামে স্বগ্রাম যশোহর নলদীতে একটি লাইব্রেরী ও সাধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করিবেন, এজন্য সাহিত্যিক মহাশয় নিজের অট্টালিকার দুইটি প্রকোষ্ঠ, নিজের আলমারী চেয়ার, টেবিল, ও অসংখ্য পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই উৎসর্গ করিয়াছেন।

ইউরোপ যাত্রা :—বৈদ্য-শাস্ত্র পীঠের (ন্যাশনাল আয়ুর্ব্বেদিক কলেজ, ৬৪নং বলরাম দে ষ্ট্রীট) ফিজিয়লজির অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্র, এম্-বি, মহাশয় ধাত্রীবিদ্যায় উন্নততর জ্ঞান ও রেডিয়াম বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য ২৫শে মার্চ্চ রবিবার মাদ্রাজ মেলে ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রগণ কলেজগৃহে তাঁহার বিদায় সম্বর্দ্ধনার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিল।

"হিন্দুর" অষ্টম সম্পাদক গ্রেপ্তার :—হায়দ্রাবাদের (সিন্ধু) "হিন্দু" পত্রিকার প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম সম্পাদক পর্য্যন্ত কারাদণ্ডগ্রস্ত হইয়াছেন। দামনাল নামক গ্রামে একটী বক্তৃতা দিবার অপরাধে অষ্টম সম্পাদক ডাঃ চৈতরামকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আগামী ৩০শে মার্চ্চ তাঁহার বিচার আরম্ভ হইবে। ডাঃ চৈতরাম একবার এক বৎসরের জন্য স্বরাজ আশ্রমে বাস করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে মুক্ত হইয়াছিলেন।

চৈতন্য লাইব্রেরী :—কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ চৈতন্য লাইব্রেরীর সাহায্যার্থ ৬৫০৲ দান করিয়াছেন।

বৈদেশিক।

রুঢ়ে সমাজতন্ত্রীদের সমরায়োজন :—জার্ম্মাণীর খবরে প্রকাশ, কম্যুনিষ্ট বা সমাজতন্ত্রীদলের উৎপাত ক্রমেই বাড়িতেছে। সমগ্র রুঢ় জেলায় নাকি তাহারা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। প্রায় ৩০০০ লোক কিছু কিছু অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রাস্তায় কুচ-কাওয়াজ করিয়াছিল। তাহারা ৯টি সরকারী গাড়ী আক্রমণ করিয়া সেখানকার অস্ত্রাদি দখল করে। এই ব্যাপারে ৭ জন লোক আহত হইয়াছে।

তুর্কী-সমস্যা :—মিত্রশক্তিগণের প্রতিনিধি দল তুরস্কের নূতন সন্ধির প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন শীঘ্রই তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবেন।

আদান যে মিত্রশক্তিগণের হাই কমিশনার দিগের সহিত প্রস্তাবিত বিদেশীগণের উপর প্রযুজ্য ট্যাক্স সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ আমেরিকান্ ও ইটালিয়ান্ ইনসিওরেন্স কোম্পানী গুলি বরং কারবার গুটাইবে, তবুও তুর্কীর এ ব্যবস্থায় রাজী হইবে না। আদানসে আরও বলিয়াছেন যে মিত্রশক্তিগণ তুরস্কের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিতে বড় বেশী দেরী করিয়া ফেলিতেছেন উহার ফল অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িতে পারে।

আয়র্লণ্ডে শান্তির সম্ভাবনা :—কর্ক হইতে বিশ্বস্তসূত্রে নাকি জানিতে পারা গিয়াছে যে আর্চ্চ বিশপ ক্যাসেল প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে শান্তির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, গণতন্ত্রী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ উহাতে রাজী হইবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ এই সপ্তাহের শেষ ভাগেই উহার ফলাফল ঘোষণা করা হইবে। পোপের প্রতিনিধি মন্‌সিনর লুজিও মহাশয় শান্তিস্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা বৈশাখ, ১৩২৯। { ৩৩শ সংখ্যা

আছে অধিকার।

আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষবাদের যুক্তি লইয়া অধোক্ষজ সেবাকে বিপন্ন করি। আমি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব গঠিত একটী পাষণ্ড অধম তর্কনিষ্ঠ ক্ষুদ্রজীব। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি বিশিষ্ট ভক্তগণকে গুরু বলিয়া স্বীকার করি না। পাপিষ্ঠশোধনে ভগবদ্ভক্তের অধিকার নাই, দুর্বৃত্তগণের যথেচ্ছাচারিতায় ভক্তবিদ্বেষীর অধিকার আছে এরূপ বলিতে গেলেই আমাদিগকে ভক্তি-রাজ্য হইতে নিতান্ত শিশুতেও তাড়াইয়া দিবে। অক্ষজ বাদের দুষ্প্রবৃত্তমূলে শ্রীগৌরভক্তের ছলনায় ভক্ত নামে যে ১৩টী গৌর-বিদ্বেষীদল গৌরভক্ত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করেন তাহাদের সহিত কোন মনুষ্যের, কোন ভক্তের, কোন সাধুর সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে, এ কথা সকল শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। হামবড়া হইয়া আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি সাধুকে নদীয়া-নাগরী বলিয়া বুঝিয়া লইব, ইহাই প্রণিপাতের অভাব, সেবার অভাব ও ভক্তির অপলাপ মাত্র। সেব্য বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ভজন করাকেই গৌর-ভজন বলে, সেব্য-বস্তুর সহিত কলহ করিয়া স্বেচ্ছাচারিণীর তাঁহাকে ব্যভিচারী-নাগর প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার অপ্রীতি উৎপন্ন করাকে ভক্তির পরিবর্ত্তে ভোগ বলে। যেখানে ভক্তি নাই, ভক্তির নামে কল্পির ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ছলনা আছে, সেখানেই ভোগের আবাহন ও শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সংগ্রাম। ভোগী দলের যে তালিকা পূর্ব্ব মহাজনগণ দিয়াছেন তাহাতেও আমরা জানিতে পারি যে গৌরভক্তের গৌর-বিদ্বেষির সহিত প্রণয় করিতে নাই ও তাহাদের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তি লোক প্রতারণার জন্য গৌরভক্তির

নামে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয় তাহাদিগকে কোন গৌর-ভক্ত ভক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করেন না, গৌর-বিদ্বেষী বলিয়াই জানেন। শ্রীগৌরভক্তগণের কথা দূরে যাক্, সাধারণ নীতি-পরায়ণ সামাজিকগণও চরিত্রহীন সম্প্রদায়গুলিকে আদৌ আদর করেন না। ইহারা শ্রীগৌরের কলঙ্ক ও গৌরভক্তগণের বিদ্বেষী মাত্র, ইহাদের বুদ্ধির দোষে শ্রীগৌরসুন্দর চরিত্রহীন প্রচারক বলিয়া জগতের নিকট তাহারা যে গৌরভক্তির ঘৃণিত চিত্র প্রদর্শন করিতেছে তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই তাহাদিগকে নীতিরহিত অভদ্র ভাবের প্রশ্রয়-দাতা বলিয়া জানেন। এমন কি ভাটকৃজীবী মন্ত্রজীবী, ভৃতক অধ্যাপক দেবলগণও কৃষ্ণভক্তির ছলনায় এই অপসম্প্রদায়গুলিকে গৌরভক্তশ্রেণী হইতে বিতাড়িত করেন। "আউল বাউল কর্ত্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই, সহজিয়া সখীভেকী স্মার্ত্ত জাতগোসাঞী অতিবাড়ী গোপীছাড়ি গৌরাঙ্গনাগরী। তোতা কহে ত্রয়োদশের সঙ্গ নাহি করি।" পাঠান্তরে "এ দশেরও" আছে।

এই তেরটী অপসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যদি গৌর ভজন বলিয়া নিজ নিজ গৌর-বিদ্বেষ চালাইতে চা'ন তাহা হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজনগণ তাহাদিগের ভ্রম চতুষ্টয় মঙ্গলের জন্য তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। আউল বাউল নদীয়া নাগরীগণ যদি নিজ নিজ ব্যভিচারের পূতিগন্ধ শ্রীগৌর সুন্দরের সৌগন্ধ যুক্ত অঙ্গে মাখাইবার ধৃষ্টতা করেন সেইরূপ বেয়াদবি কখনই গৌরভক্ত গৌড়ীয় আদর করেন না। গৌড়ীয় গৌরভক্তের দাস, সুতরাং যাঁহারা ভজনের নামে নদীয়া-নাগরী হইয়া গৌর বিদ্বেষ করিবেন তাহাদিগকেই তাহাদের অসচ্চেষ্টা হইতে নির্ম্মুক্ত করিবেন। গৌরাঙ্গের ভক্ত সজ্জায় মায়াবাদী বঙ্গদেশীয় কবি যখন অতাত্ত্বিক প্রত্যক্ষবাদকে অধোক্ষজ সেবা বলিয়াই চালাইবার চাতুরি করিয়াছিল তখনই গৌড়ীয়ের ঈশ্বর শ্রীদামোদর স্বরূপ তাহাকে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। আজ যদি নদীয়া-নাগরী বা গৌর-নাগরীগণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কামজ ব্যভিচারকে ভজনের প্রণালী বলিয়া চালাইতে চান তাহা হইলে সেই গৌড়ীয়ের ঈশ্বর শ্রীদামোদর স্বরূপের ভৃত্যবর্গ তাহাকে বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত ও রসাভাস দোষ-দুষ্ট জানিয়া বৈষ্ণব-সভা হইতে তাড়াইয়া দিবেন।

ভোগ ও মোক্ষবাদিগণকে নিরুৎসাহিত করিবার জন্য শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভুক্তি ও মুক্তি স্পৃহাকে পিশাচী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে আচার্য্যের গৌরবৃদ্ধি হইয়াছে। ভোগী ও ত্যাগিদলের শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর এই কথায় অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। ভগবানের আচার্য্যদাসের বা আচার্য্যের অধিকার নাই বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। নদীয়া-নাগরী দল একটু ভক্তিযুক্ত হইয়া অধিকার কাহার আছে দেখিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেই তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে শ্রীগৌরের চরিত্রবান্ নিজজনগণেরই নদীয়া-নাগরীর চেষ্টায় দোষ আছে দেখাইবার নিত্য অধিকার আছে। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন :—

> এতেক ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
> হেন নাহি যারে না চালয়ে নানারূপে ॥
> সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
> স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ ॥
> এই মত চাপল্য করেন সবা সনে।
> সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে ॥

শ্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥

শ্রীগৌরসুন্দরের পবিত্র ভক্তগণ যদি গৌরাঙ্গকে চরিত্রহীন সাজাইতে কাহাকেও দেখেন তবে নিশ্চয়ই সভাসমিতি ও সাময়িক পত্রে তাহাদের অবৈধ আচরণের কথা ও গৌরবিদ্বেষের কথায় ঢাক ঢোল বাজাইয়া দিবেন। এইরূপে প্রচ্ছন্ন গৌর-শত্রুগণকে গৌরভক্ত বলিয়া কপটতা করিতে বাধা দিবেন নতুবা ব্যভিচার আসিয়া গৌড়ীয়-ভাগবত-সমাজকে নরকের পথে লইয়া যাইবে। নরকের পথকে তৃণাদপি সুনীচতা ছায়ায় সুশীতল গৌরভজন বলিয়া নির্বোধ ঠকাইবার প্রয়াস শাস্ত্রের আলোকে উদ্ঘাটিত করিলে সত্যালোকবিরোধী কাটীগণের ক্লেশের কারণ হয় সত্য কিন্তু তাই বলিয়াই ভজন শব্দের ছলনায় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া সৎসমাজকে কলঙ্কিত করা কাহারও কর্তব্য নহে। গৌর-নাগরীর কুভজন-দৌরাত্ম্য অন্যের আলোচ্য বিষয় নহে বলিয়া নির্বোধ ঠকাইতে গেলে কি আমাদের মত শঠকে লোকে তৃণাদপি সুনীচ জানিবে? কখনই নয়। আউল বাউলগণ গৌরনাগরী ভজনপ্রণালী তাঁহারা নিজের বলিতে পারেন তাঁহাদের নিজস্ব বস্তু বলিতে পারেন তাহাতে গৌরাঙ্গের ভক্তগণের কোন অধিকার নাই কিন্তু গৌরভক্তগণ কি এতই নির্দ্দয়, জীবে দয়ারহিত যে পাপ-পঙ্ককে ক্ষীরবোধে গ্রহণকারী নির্ব্বোধ জনগণের মঙ্গল বিধান করিতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ থাকিবেন। আত্মহত্যাকারী নিমজ্জমান ব্যক্তি যদি বলেন জলে ডুবিয়া মরিতে বাধা দিতে কাহারও অধিকার নাই তাহা হইলে কি জীবে দয়ানয় গৌড়ীয় তাঁহাকে আত্মহত্যাপরাধ হইতে রক্ষা করিবেন না? শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বিলাপ কুসুমাঞ্জলীতে লিখিয়াছেন:—

বৈরাগ্য যুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

আমি দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলাম, দর্শনাভাবে জড়রসে প্রবৃত্ত থাকায় তাহা হইতে বিরত হইয়া ভক্তিরস পানে বিমুখ ছিলাম পরদুঃখকাতর দয়ার সাগর শ্রীসনাতন গোস্বামী আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত কৃষ্ণেতরবস্তুতে বিরাগবিশিষ্ট হরিভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন সেই প্রভুকেই আমি আশ্রয় গ্রহণ করি। আর আজকালকার বাউল আউল মত বহুমানন করিয়া নদীয়ানাগরী তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শে ভ্রান্ত হইয়া বলিতেছেন পরদুঃখদুঃখী সনাতনাশ্রিত শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায় তোমরা রঘুনাথের ছায় আমাদিগকে ভাবিও না, আমরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য গৌরাঙ্গকে পারকীয়রসের নাগর সাজাইয়া তৃণাদপি সুনীচভাবের পোষণ করিব তোমাদের কথা সহ্য করিতে পারিব না তোমাদিগকে গালাগালি দিয়াও তরোরপি সহিষ্ণুতা দেখাইব, তোমাদিগের অসম্মান করিব, অবৈষ্ণব বলিব নির্ব্বোধ বলিব তোমরা আমাদের কলঙ্কের কথা ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা লোকের নিকট প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে লজ্জা দিও না, আমরা কামোপহত কলির জীব। কৃষ্ণভজনের বিকৃতি আউল বাউল-দিগের সম্ভোগবাদই আমাদের গৌরকৃষ্ণ ভজন গৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভরসাশ্রয়ে হরিসুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট ভজনের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। বাউল সহজিয়ারা যে ধারায় কৃষ্ণভজনের নামে

নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণকে হরিভজন বলিয়া চালাইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-গর্ত্তে মজিয়া আছে আমরাও সেই সেই বিচার অবলম্বন করিয়া কামকে প্রেম বলিয়া চালাইব। তোমরা বাধা দিতে আসিলে তোমাদিগকে গালিগালাজ করিয়া আমরা প্রেমিক বলিয়া পরিচিত থাকিব। ভোগী হইয়া আমরা গৌরভক্ত নামে প্রচারিত হইতে চাহি। তোমরা আমাদের শিক্ষক নও। শ্রীগৌরপার্ষদগণ কেহই আমাদের শিক্ষক হইবার উপযুক্ত নহে। আমরা আমাদের কার্য্য চালাইবার উপযোগী করিয়া ঠাকুর নরহরিকে, সিদ্ধচৈতন্যদাসকে এবং শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীকে নাগরী-ভজার মহাজন বলিয়া দাঁড় করাইয়াছি সুতরাং শ্রীগৌরভক্তগণকে গালাগালি দিতে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না।

আমাদের প্রাণকে সখীর ভেকই ধর্ম্মের সাধন, গৌর নাগরী কল্পনা করিয়া গৌরকে ব্যভিচারী প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে আমাদের আনন্দ হয় না, আবার শুদ্ধভক্ত তোমরা যদি সভা সমিতি করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বল তাহা হইলে আমাদের ভোগময় নির্জ্জন সাধন-ভজনের আলোচনা করিবার তোমাদের অধিকার নাই আমরা উচ্চৈঃস্বরে বলিব। তোমরা যখন গৌরদাস বা বৈষ্ণবদাস বলিয়া পরিচয় দাও তখন আমাদের শিক্ষা দিতে যাওয়া তোমাদের উচিত নয়। আমরা গৌরেরও উপাস্য সেবাপ্রভু। তোমাদের মত গৌরদাসানুদাসকে আমরা আদৌ গণনা করি না। গৌরকে ভোগ করাই আমাদের কার্য্য। তোমাদের গৌরসেবা করা কার্য্য হইলে গৌরের প্রভু আমরা আমাদেরও সেবা করিতে তোমরা বাধ্য। তোমাদের পরচর্চ্চা একটী ভজনের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যের সাধন-ভজন লইয়া চর্চ্চা করা কাহারও উচিত নহে। যদি বল তোমরা গৌরের নিজের সুতরাং তোমাদের গৌরকে আমাদের ন্যায় বিরোধী সম্প্রদায় ভৃত্য বস্তু কাম পরিতৃপ্তির যন্ত্র করিয়া তুলিতেছে সেজন্য জগতের লোককে গৌরের সহিত শত্রুতা করিতে তোমাদের বাধা দিবার অধিকার আছে আমরা তাহা স্বীকার করিব না। আমরা যাহা করি না কেন তোমরা গৌরভক্ত হইলেই বা তোমরা বলিবার কে? ইনি শুদ্ধ উনি অশুদ্ধ ইনি পতিত উনি পাষণ্ড এ সকল কথা বৈষ্ণবের মুখে শোভা পায় না। বৈষ্ণব যাবতীয় পাষণ্ড, অশুদ্ধ, পতিত জীবকে নিত্যকাল নিজ নিজ ভোগের বস্তুকে ভজন বলিয়া চালাইতে দেন এবং যাবতীয় পাষণ্ড অশুদ্ধ পতিত জীবের মঙ্গল বিধান করা বৈষ্ণবের কোষ্ঠীতে লেখে না। তবে কেন তোমরা বুদ্ধিমান্ হইয়া নাগরীদলের ভোগময়ী অভক্তিকে ভক্তি নামে চালাইতে বাধা দিতেছ।

বৈষ্ণব আপনাকে নীচ পতিত ও অধম সর্ব্বদা মনে করিবেন তাহা হইলেই গৌরনাগরীদল কুরুচির পথে অবাধে বিচরণ করিবার সাহিত্য প্রবল ভাবে প্রচার করিতে পারিবেন। স্বয়ং নিত্যানন্দ যখন বলিয়াছেন "পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায় শুনিয়া আইনু মুই পাতকী হেথায়" এবং আমরা নদীয়া-নাগরী যখন নিতাই চাঁদকে তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিত্যকাল পাতকী বলিয়াই জানিয়াছি তখন আর তাঁহার সেবকানুসেবক সজ্জায় তোমরা বৈষ্ণবগণ আমাদিগের চক্ষে কোন ছার? খবরদার নদীয়া-নাগরীর দুষ্কর্ম্মের কথা তোমরা মুখে আনিতে পারিবে না। তোমরা যখন বলিতেছ শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ নরহরি প্রভৃতি তোমাদের গুরুবর্গ

শুদ্ধভক্ত এবং নদীয়া-নাগরীর কল্পনাকারী জনগণ অশুদ্ধভক্ত তাহা হইলে কি করিয়া তোমরা ভক্ত শব্দ বাচ্য হইবে, তোমাদের মনে যখন শুদ্ধ ভক্তের প্রতিই আদর এবং তদনুগমনই ধর্ম্ম তখন আমরা নাগরীদল জীবাধম আমরা আমাদের বুদ্ধির অগম্য গৌরভক্তগণ।

কতকগুলি অভক্ত কতিপয় জাল গান ও কবিতা লিখিয়া কিছুদিন হইল নাগরীবাদ উদ্ভাবনা করিয়াছে। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাস ও শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর ন্যায় মহাজনকে নদীয়া নাগরীর উদ্ভাবনাকারী মহাজন দাঁড় করাইয়াছে বলিয়া কি তাদৃশ ভক্তিবিরোধী রুচির বশবর্ত্তী হইয়া কোন গৌরভক্ত সদ্ধর্ম্ম ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইবেন। দুই চারিটী ধর্ম্মবিরোধী কথাটী ভক্তির স্বরূপ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া মহতের নামে স্বীয় অভক্তির তাণ্ডবলাস্য প্রচার করিয়াছে দেখিয়া কোন গৌরভক্ত যেন কোনক্রমেই অন্যায় পথ গ্রহণ না করেন ইহা সহৃদয় ভ্রাতৃপ্রেমবহনকারী ভক্তের স্বাভাবিক অনুরোধ। তাহাতে অসতের ব্যবসা নষ্ট হইয়া যায়, অসতের ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেলে নিজের জেদ বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় ভক্তিবিরোধী মতকে গৌরভক্তি বলিয়া প্রচলন প্রয়াস আমরা আদর করি না। সত্য কথা বলায় শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শুদ্ধভক্ত নহেন আর মিথ্যা কাল্পনিক কথা প্রচারে ভক্ত হইলেন নদীয়া-নাগরী বা গৌর নাগরী। কলি সাক্ষাৎ আসিলেও এরূপ দুঃসাহসিক বাক্য মুখে আনিতে পারে না।

মাধুকরী।

মাধুকরি, নমি তোমা অবনত শিরে,
তোমা সেবা অধিকার মোরে কি মিলিবে।
নিষ্কম সে নিরপেক্ষ তোমার কিঙ্করে,
সংসার-বিকার তার কি আর করিবে॥

মধুকরবৃত্তিভেদে প্রতি ফুলে ফুলে
মধু করে আহরণ বিন্দু বিন্দু করে'।
ভজনপ্রবীণ সাধু সেই মত বুলে
অল্প অল্প কণা লয়ে প্রতি ঘরে ঘরে॥

বিষয়ীর সঙ্গ ইথে নাহি স্পর্শে তার,
মুখ ভিক্ষালাভে যেন অপেক্ষা করয়।
নির্লিপ্ত সে নিষ্কিঞ্চন শ্রীকৃষ্ণ সেবায়,
অপেক্ষা না রাখে কারো সদানন্দে রয়॥

ভোগের কণিকা মাত্র যা'র হৃদে নাই,
তারি মাধুকরী সাজে অন্যে নাহি ভায়।
মান অপমান দ্বিধাবুদ্ধি নাই,
রোষ প্রত্যাখ্যানে তোষ দানে নাহি তায়॥

সদা কৃষ্ণনামরত নির্দ্বন্দ্ব জগতে
মাধুকরী-সেবী নিরপেক্ষ মহাজন।
তাঁহার পদাঠি লাভে লোভ হয় চিতে,
নহে ভক্তি, হেতু তা'র প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন॥

হায় হায় প্রতিষ্ঠাশা শ্বপচরমণী,
কবে সে ত্যজিবে মোরে গুরুকৃপাবলে।
কবে মম টুটে যাবে কনক কামিনী,
মাধুকরী অধিকার তবে যদি মিলে॥

সংসারে আবদ্ধকীট নরাধম আমি,
মাধুকরী সেবাছল আনয়ে প্রতিষ্ঠা।
হায় হায় এ জগতে কত যে ঠকামি
করি আমি, লাভ মোর নরকের বিষ্ঠা॥

স্বীয় অধিকারে নিষ্ঠা সেই সে উত্তম,
অধিকার উল্লঙ্ঘিয়া কপট আচার,
প্রতিষ্ঠা তাহার নাম, অহঙ্কারভ্রম,
অনন্ত রৌরববাস প্রাপ্য ফল তা'র॥

যাহা তাহা মাধুকরী নামে প্রচারিয়া,
শুদ্ধমাধুকরী-সেবা দূরে পরিহরি।
বৈষ্ণবাপরাধ বোঝা শিরেতে ধরিয়া
কিবা লাভ হবে বল প্রতিষ্ঠা আহরি॥

হায় হায় একি মোর হ'ল বুদ্ধি নাশ,
মাধুকরী দেবী নামে অবজ্ঞা খ্যাপন।
গৃহমেধী মাধুকরী সেবা করে আশ
মুখে শুধু, প্রতারণা কাপট্য বন্ধন॥

মাধুকরীসেবা যেবা চায় অধিকার,
লউ সে কৌপীনবাস সাধুগুরু পাশে।
কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা বৃত্তি হউ তার,
তবে ত' সাজিবে মাধুকরী কৃষ্ণদাসে॥

ভক্তিহীনে মাধুকরী অপব্যবহার।
পঞ্চোপাসকের কেন মাধুকরী স্পৃহা?
পঞ্চমাঝে সমন্বয় প্রয়াস তাহার।
ইথে নাই ঐকান্তিক বৈষ্ণবের ঈহা॥

"এ কেমন পাগল"

বিংশ রজনী

উঃ, কি প্রাণমাতোয়ারা কণ্ঠে প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া, পাগল ঠাকুর শ্রীহরিনামমাহাত্ম্য মধুপানে বিভোর হইয়াছেন। পাঠকমহোদয়গণ, আপনারাও শুনুন ঐ যে পাগল গাহিতেছেন :—

জয় জয় হরি নাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর আকার।
নিজজনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার॥
জয় হরি কৃষ্ণনাম, জগজন সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি গায় ভরিয়া বদন॥
ওহে কৃষ্ণ নামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে॥
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি অন্য প্রতিকার॥
তব স্বল্প স্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গ-ভঙ্গ হয় অনায়াসে।
শ্রীগুরু সেবক কয়, জয় হরিনাম জয়,
পড়ে থাকি তুয়া পদ আশে॥

বনের বৃক্ষকুলও পাগলের ভাবে ভাবিত হইয়া নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দভাবে পাগলের গানাবশেষ

পানে প্রমত্ত। শুষ্ক পত্রের উপর দিয়া হাঁটিলে পাছে বৃক্ষকুল আমার উপর বিরক্ত হয়, এই ভয়ে, আমিও তাহাদের সহিত যোগদান করিয়া নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দভাবে পাগলের পানাবশেষ পানে মহানন্দে নিযুক্ত হইলাম। শ্রীনাম কীর্ত্তনে যে অপার সুধা আছে তাহা পাগলের কৃপায় পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু নাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তনেও যে এত সুধা বর্ত্তমান, তাহা পূর্ব্বে কখনও আমি এরূপভাবে অনুভব করিতে পারি নাই। ধন্য পাগল, ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য তোমার শ্রীনাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। আর তোমার এই অযোগ্য দাসও ধন্য, যেহেতু সে তোমার শ্রীমুখে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার ভাগ্য লাভ করিয়াছে। পাঠক মহোদয়গণ, আপনারাও ধন্য, যেহেতু আপনারাও পাগলের শ্রীমুখ বিগলিত শ্রীনাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন। আপনারা কৃপা করিয়া এ অধমকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন সে যাবজ্জীবন আপনাদের নিকট পাগলের গুণ প্রাণ খুলিয়া কীর্ত্তন করিতে পারে।

অতঃপর পাগল ঠাকুরের কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে, আমি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম; এবং তাঁহার পরমপবিত্র আশ্রমস্থিত ধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলাম। পাগলঠাকুর ভাবেই বিভোর। সুতরাং আমি আর সামান্য প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় পাগলঠাকুর স্বয়ংই আমাকে বলিলেন,—"হরিদাস তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে বল, ইতস্ততঃ করিও না।"

আমি পাগলঠাকুরের অন্তর্য্যামিত্ব দর্শনে বিস্মিত এবং আমার প্রতি তাঁহার অপার করুণা দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লিত হইলাম এবং মনে মনে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, অধুনা গুণ ও কর্ম্মের বিচার না করিয়া বংশ পরম্পরায় যে ব্রাহ্মণ হওয়া পদ্ধতিটা চলিতেছে, সেটা কি কিছুই নয়? শাস্ত্রে কি এরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই? যদি না থাকে তবে এরূপ পদ্ধতি কেন ও কখন হইতে চলিল, কৃপা করিয়া বলুন?"

পাগলঠাকুর বলিলেন,—"বেশ প্রশ্ন করিয়াছ বাবা। বলিতেছি শুন:—ত্রেতায় ও দ্বাপরে প্রকৃত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হইতে বাধ্য হইতেন। কারণ, তখন ব্রাহ্মণ বালকগণ অষ্টমবর্ষে উপনীত হইবামাত্র উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া পিতা কর্ত্তৃক গুরুগৃহে প্রেরিত হইতেন। গুরু তাহাদিগকে বেদাদি শাস্ত্রপাঠে নিযুক্ত করিতেন এবং সদুপদেশ ও সদাচার শিক্ষা দিতে থাকিতেন। সুতরাং শৈশবে সাধু পিতা মাতার শিক্ষাগুণে এবং বাল্যকালে সদ্‌গুরুর শিক্ষা প্রভাবে ও বেদপাঠ মাহাত্ম্যে, তাহাদের হৃদয়ে এরূপ একটি সুসংস্কার পড়িয়া যাইত যে, সে সংস্কার প্রভাবে তাহারা ব্রাহ্মণোচিত সদ্‌বৃত্তিই লাভ করিতেন, অন্যান্য বৃত্তি তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিত না। তবে সকল নিয়মেরই যেরূপ দুই একটি ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ কদাচিৎ দুই একটি ব্রাহ্মণ বালক পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার প্রভাবে বর্ত্তমান জন্মে অতদূর উন্নত হইতে অশক্ত হইলে, গুরুই তাহাদের বৃত্তি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, বৃত্তির লক্ষণ অনুসারে তাহাদের নিম্নবর্ণত্ব নিরূপণ করিয়া দিতেন। মোটের উপর প্রায় সকল ব্রাহ্মণ বালকই ব্রাহ্মণত্ব

লাভ করিতেন। তাহারা ঐ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মের ভাগ্য লাভ করায়, সৎগুরুর সঙ্গ ও বেদ পাঠাদি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন এবং কাজে কাজেই কদাচিৎ দুই একজন ব্যতীত প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণোচিত আচার ও গুণ সম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণই হইতেন, অন্যবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। তাই, 'ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন' এরূপ একটি ধারণা ক্রমশঃ মানবগণের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল।

আরও শুন, বাবা,—পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ বংশের শুদ্ধত্ব রক্ষণের জন্য, শাস্ত্রোপদিষ্ট কতকগুলি কঠোর নিয়ম সহ কোন মতে অষ্টচত্বারিংশ কোন মতে দশবিধ সংস্কার যথারীতি পালন করিতেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, দশবিধি সংস্কার কি কি এবং কোন কোন সময়ে সেই গুলি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কৃত হইত, কৃপা করিয়া বলুন।"

পাগল ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"(১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম্ম, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমাবর্ত্তন এবং (১০) বিবাহ এই দশটি সংস্কার ইহাদিগকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায় যথা:—প্রথম তিনটিকে গার্ভসংস্কার বলে। গর্ভের পূর্ব্বে এবং গর্ভকালে ঐ তিনটি পালনীয়। তৎপরবর্ত্তী তিনটিকে শৈশবসংস্কার বলে। এই গুলি শৈশবে করণীয়। সপ্তম ও অষ্টম এই দুইটিকে কৈশোর সংস্কার বলে এই দুইটি কিশোর কালে পালনীয়। এবং শেষোক্ত দুইটি যৌবন সংস্কার। ইহা যৌবন কালে পাল্য।

বেদানুগ স্মৃতি গ্রন্থে, ঐ সব সংস্কারগুলি যেরূপ ভাবে প্রতিপালিত হইলে বংশের শুদ্ধত্ব রক্ষা হয়, তাহা বহুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়া লিপিবদ্ধ আছে। পূর্ব্বকালে ঐরূপ নিয়মানুসারেই ব্রাহ্মণগণ উক্ত সংস্কারাদি গ্রহণ করিয়া বংশের গৌরব রক্ষা করিতেন।

সংস্কার গুলির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর:—

(১) গর্ভাধান সংস্কারে পিতার গর্ভাধানযোগ্যতা মাতার গর্ভগ্রহণ যোগ্যতা, তদুপযোগী বিশুদ্ধ সময় গণনা দ্বারা নিশ্চয় করিয়া এবং জনক জননীর চিত্ত যাহাতে পশুভাবাপন্ন না হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব ভাবাশ্রয়ে গর্ভাধান ক্রিয়াটি হয়, তজ্জন্য শ্রীনারায়ণ পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করণান্তর সংযত চিত্তে ঐ কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে হইত। প্রত্যেকবার গর্ভাধান সময়েই এই সমস্ত নিয়ম বিশেষভাবে প্রতিপালিত হইত। এতদ্দ্বারা ফলে গাঢ় সত্ত্বগুণ সম্পন্ন কুলতিলক পুত্রের জন্ম হইয়া থাকিত।

(২) পুংসবন সংস্কার গর্ভের তৃতীয় মাসের দশদিনের মধ্যে নির্ব্বাহিত হইত। ইহা কৃত হইলে পুত্রসন্তানোৎপত্তির সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এ সময়ে অন্যান্য যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালিত হইত তদ্দ্বারা গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনাও থাকিত না।

(৩) সীমোন্তন্নয়ন সংস্কার বা গর্ভিণীর সিঁথির সিন্দুর তুলিয়া দেওয়া সংস্কার গর্ভের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে কৃত হইত। এই সংস্কারে অন্যান্য যে সকল নিয়ম প্রতিপালিত হইত তদ্দ্বারা সুস্বভাব সুপুত্র লাভের সম্ভাবনা হইত।

(৪) জাতকর্ম্ম-সংস্কার যথারীতি কৃত হইলে, পুত্রের সত্ত্বগুণ মেধা ও ধারণাশক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কৃত হইত।

(৫) নামকরণ-সংস্কার, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশ রাত্রি শত রাত্রি বা বর্ষপূর্ণ হইলে কৃত হইত। এই সংস্কারে শাস্ত্রে জাত পুত্রের ভগবৎ দাস্যপর নাম রাখিবার ব্যবস্থা ছিল, কারণ সন্তানের ভগবদ্দাস্যপর নাম রাখিলে তাহার পিতা-মাতার এবং আত্মীয় স্বজনের অশেষ মঙ্গল হয়।

(৬) অন্নপ্রাশন-সংস্কার পুত্রের ৬ষ্ঠ ও ৮ম এবং কন্যার ৫ম ও ৭ম মাসে হইত। এই সংস্কারে রীতিমত শ্রীভগবৎপূজাদি করণান্তর তৎপ্রসাদ শিশুর বদনে ও মস্তকে দিবার ব্যবস্থা ছিল। এতৎফলে পুত্র বা কন্যা হরিভক্ত হইতেন।

(৭) চূড়াকরণ-সংস্কারে শিশুর গর্ভস্থিত মস্তকের কেশরাশি মুণ্ডন পূর্ব্বক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইত।

(৮) উপনয়ন-সংস্কার, গর্ভাধান বা ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে গণনা করিয়া অষ্টমবর্ষে কৃত হইত। এই সংস্কারের পরই গুরুগৃহে গমন পূর্ব্বক গুরুর নিকট বালকের বেদপাঠ, সদাচার ও সৎশিক্ষা লাভ করিতে হইত। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুত্রই অষ্টমবর্ষে উপনীত হইতেন। বেদরহিত ব্রাহ্মণের পুত্রের অষ্টমবর্ষে উপনয়নাধিকার ছিল না।

(৯) সমাবর্ত্তন-সংস্কারে গুরুর গৃহে থাকিয়া রীতিমত বেদপাঠ, সদাচার ও সৎশিক্ষাদি লাভ করতঃ শমদমাদি গুণসম্পন্ন হইলে পর, গুরুর আজ্ঞানুযায়ী বালক গৃহে ফিরিতেন।

(১০) বিবাহসংস্কার যৌবন অবস্থাতেই সম্পন্ন হইত। ২৪ বৎসরে মানবের পূর্ণ যৌবনত্ব লাভ হয়। সুতরাং তাহার পরেই এই সংস্কার বিধেয়। শ্রুতিতে আছে:—"পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা" "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" অর্থাৎ সৎপুত্র লাভের জন্য বিবাহ কর্ত্তব্য এবং স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী জানিয়া তাহার সহিত ধর্ম্ম আচরণ করণীয় অন্যথা অর্থাৎ স্ত্রীকে কামবৃত্তি চরিতার্থের নিমিত্ত বলিয়া জানিতে হইবে না। বেদজ্ঞ, সুশিক্ষিত এবং গুরু কৃপায় শমদমাদি গুণ সম্পন্ন যুবক গুরু আজ্ঞায় সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক এই সংস্কার গ্রহণ করিতেন। গুরু আজ্ঞা না করিলে যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাস করিতেন অথবা তদাজ্ঞায় সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন।

এই সমস্ত সংস্কার ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই সকল যথানিয়ম পালন দ্বারা বংশধরগণ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হইয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বই লাভ করিতেন। সুতরাং বংশের শুদ্ধত্ব রক্ষিত হইত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মণগণ অনেকেই বর্ত্তমানে গুণ ও কর্ম্ম হারাইয়াছেন এবং বংশের শুদ্ধত্বরক্ষণে কঠোর বিধিসহ পূর্ব্বোক্ত যে সকল সংস্কারাদি পালন আবশ্যক তৎপালন-পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। দুই চারিটি সংস্কার যদিও এখনও পালিত হইতেছে, কিন্তু তাহা নাম মাত্র। সুতরাং কার্য্যতঃ তাহা দ্বারা কোন ফলোদয় হইতেছে না কাজেই ব্রাহ্মণগণ একূল ওকূল দুই কূলই হারাইয়াছেন এবং ফলে তাহাদের শূদ্রত্বই লাভ ঘটিয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারিবে একমাত্র ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি হারাইয়াই, তাহাদিগের এতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন

"অশুদ্ধাঃ শূদ্র কল্পাহি ব্রাহ্মণা কলি সম্ভবাঃ।"

অর্থাৎ এই নানাকারণে কলিকালের ব্রাহ্মণগণ শূদ্রকল্প।

তবে যদি কেহ ঐ পতিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি লাভ করতঃ শুদ্ধ হইতে পারেন, তবে তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং তিনিই বংশের গৌরব-রক্ষাকারী। নচেৎ 'ঢাল নাই তলোয়ার নাই, আদ্দিরাম সদ্দার' যেমন কোন

কাজেরই নয়, সেইরূপ বংশের শুদ্ধত্ব রক্ষণের নিমিত্ত যে বিধিগুলি পালন আবশ্যক, তাহা পালন করিব না এবং ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি শমদমাদি গুণযুক্ত হইয়া শ্রীহরিভজন, তাহাও করিব না, তথাপি আমি ব্রাহ্মণ রহিব, তাহা কি হয় বাবা? এতো আর গায়ের জোরের কথা নয়। য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ এই ভাগবত বচনের আজ কাল আদর কমিয়াছে।

সুতরাং আমি আর অধিক বলিতে চাই না, তুমি নিজে নিজেই বুঝ বাবা যে, অধুনা প্রচলিত বংশ পরম্পরায় ব্রাহ্মণ হওয়া পদ্ধতিটা কিরূপ এবং তাহা শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে কিনা। কলির প্রারম্ভ হইতেই এইরূপ বিশৃঙ্খলতা চলিয়া আসিতেছে। এতদ্দ্বারা জগতের যে কতদূর অমঙ্গল হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

তখন আমি বলিলাম,—ঠাকুর, আমার সন্দেহ বিগত হইয়াছে। কিন্তু অধুনা যে সমস্ত মানব ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করিতেছেন, তাহারা অব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন হইলেও ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছেন এবং অন্যান্য নিম্নকুলোদ্ভব জনগণ ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হইলেও অব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইতেছেন, ইহাতে নিশ্চয়ই ধর্ম্মজগতে এবং সমাজে নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। তাই বোধ হয়, পূর্ব্বের ন্যায় আধুনিক ব্রাহ্মণগণকে কেহ আর ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান দিতে প্রস্তুত নহে।"

পাগল ঠাকুর বলিলেন,—"হাঁ বাবা ঠিক বলিয়াছ বৃত্তিই ব্রাহ্মণতার মূল ভিত্তি। পূর্ব্বে মুনি ঋষিগণ বৃত্তি অনুসারেই ব্রাহ্মণতা নির্দ্দেশ করিতেন এবং ব্রাহ্মণবংশধরগণ যতকাল পর্য্যন্ত সেই ব্রাহ্মণ বৃত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন ততদিন তাঁহারাও ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইতেন। কারণ সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণপুত্র সদাচারসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। তবে কদাচিৎ দুই একজন অন্যবর্ণের আচার সম্পন্ন হইয়া অন্যবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু যখন হইতে প্রকৃত ব্রাহ্মণের বংশধরগণ দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মণবৃত্তি ত্যাগ করিলেন, তখন আর সাধারণে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান দিতে স্বীকৃত হইবে কেন? আর বিশেষতঃ অধুনা কলিকাল। কলির প্রকোপ সর্ব্বত্রই প্রাকপত্তি লাভ করিয়াছে। তাই ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়া শূদ্রাচার সম্পন্ন হইয়া এবং বংশের শুদ্ধত্ব রক্ষণেও উদাসীন হইয়া কেবল মাত্র লুপ্ত শুদ্ধি বংশের গৌরবে অশাস্ত্রীয়ভাবে ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইতেছেন এবং অন্যান্য বর্ণ তথা কথিত ব্রাহ্মণগণের অত্যন্ত গর্হিত আদর্শ দেখিয়া উন্নত হইতে পারিতেছেন না। পূর্ব্বের ন্যায় গুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইবার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকায়, ব্রাহ্মণবংশধরগণও উন্নত হইয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেছেন না।

তবে আর এক কথা। ঐ ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রকৃত আচার্য্যের অভাব ছিল না। তাঁহারা সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে শ্রীহরিভজনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্ ছিলেন। তাই তখন কোনরূপ অসুবিধার কথা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে আচার্য্যের অভাব হইয়া পড়িয়াছে এবং লোকসমূহ পরমার্থানুগ সমাজ হইতে চ্যুত হইয়া এতদূর ভগবদ্বহির্ম্মুখী হইয়া পড়িয়াছে এবং এতদূর আসুরিক প্রবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিতেছে যে সদাচার্য্য আসিয়া তাহাদের নিকট ক্রন্দন করিলেও তাহারা তাঁহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না বরং বিরক্তি প্রকাশ করতঃ তাহার উপর অত্যাচারাদি করিতে প্রবৃত্ত হন।

সুতরাং বর্ত্তমানে সমাজ সংস্থাপন ও সমাজ সংস্কার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অসৎ সমাজকে আর প্রশ্রয় না দিয়া পূর্ব্ববৎ পারমার্থিকরূপে পরিণত করিতে পারিলেই জগতের মঙ্গল হইবে নচেৎ সমূহ অমঙ্গল। হায়, অধর্ম্মের বিনাশকারী এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনকারী শ্রীভগবান কবে কৃপাপূর্ব্বক গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবসমাজকে পুনরায় পরমার্থানুগ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন। আমার বোধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবদ্ভক্তগণের চিত্ত যখন ঐ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন অদূরভবিষ্যতে সেরূপ শুভসময় উপস্থিত হইতে পারে।" অনন্তর পাগল ঠাকুর চুপ করিলেন। আমিও তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিলাম এবং মনে মনে বলিলাম—শাস্ত্র জ্ঞানে এতদূর পারদর্শী হইয়াও যিনি পাগলামী করেন, বুঝিতে পারি না,—'সে কেমন পাগল।'

বিষ্ণু স্মরণ।

ভক্তির নবধা লক্ষণের তৃতীয় অঙ্গ স্মরণ। প্রথম দুই অঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তন কিছুদিন পূর্ব্বে এই সকল স্তম্ভে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে স্মরণ বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। অবশ্য বিষ্ণুর স্মরণই ভক্ত্যঙ্গ, কৃষ্ণেতর অন্য কোন বস্তুর স্মরণ দ্বারা ভক্তি সাধিত হইতে পারে না। নিরন্তর বিষ্ণুর স্মরণ করিতে থাকিলে আর কোন বিধি নিষেধের সংবাদ রাখিতে হয় না। বিষ্ণু-স্মরণ-মুখে যাহা কিছু করা যায়, যাহা কিছু বলা যায়, যাহা কিছু চিন্তা করা যায়, সকলই বিধির অনুমোদিত। বিষ্ণুস্মরণকারী কখনও অবৈধ ক্রিয়া, উক্তি বা মননের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাই শাস্ত্র উচ্চ নিনাদে মূল বিধি প্রবর্ত্তন করিতেছেন,

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই যে বিষ্ণুর স্মরণ, ইহা কি প্রকার? ইহা কি চোখ বুজিয়া শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণের ধ্যান করিয়া থাকিতে হইবে, না অন্য কিছু। কৈ আমিত, চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে সমর্থ কেন হইতেছি না? তবে কি প্রথমে অষ্টাঙ্গ যোগের সাহায্যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, না তাহা না করিলেও অন্য উপায় আছে। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার ও পাইবার পূর্ব্বে একটী মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে 'আমার কি আবশ্যক'। আমার যদি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই প্রাপ্য ফল হয়, যদি ভক্তিই চরমফলরূপে স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক বোধ-রাহিত্য হইলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপ স্থলে আমরা পতঞ্জলি ঋষির আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক নানারূপ কসরতে জীবনপাত করিতে পারি, অথবা তাঁহারই নির্দ্দেশমত তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ান্তর ঈশ্বরপ্রণিধান তাহাও করিতে পারি। এই মতে বিষ্ণুস্মরণকে একটী উপায় মাত্র স্বীকার করা হইয়াছে। ইহার উপেয়ত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় নিত্যত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। যদি এই বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক কেহ মনে করেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদমহারাজ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকল্পে চিত্ত-নিরোধ জন্য বিষ্ণুর স্মরণ পন্থা বিধান করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার বিচার সমীচীন নহে। তাঁহার এই উপদেশ যে বিষ্ণুস্মরণই জীবের নিত্যস্বরূপ, যেখানে বিষ্ণুস্মরণ নাই সেখানে জীব স্বরূপ-ভ্রষ্ট, আবার সে স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবে, তাহার এরূপ যোগ্যতাও আছে। সেই নিমিত্ত "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ" এই শাস্ত্রাদেশ। "সতত" বলিলে কালের ব্যবধান

তিরোহিত হইয়াছে, বিষ্ণুস্মরণের নিতান্ত প্রথাপিত হইয়াছে। তায় "বিষ্ণোঃ স্মরণং" বলাতে অবিষ্ণু বিষয়ের স্মরণকালে আমরা স্বরূপভ্রান্ত এইটী উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই স্বরূপ ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়? উপায় অন্য কিছুই করিতে হইবে না। ভক্তিধর্ম্মের এমনই চমৎকারিতা যে এখানে যাহাই উপায় তাহাই উপেয়, পরম কারুণিক ভগবান্ তাঁহাকে পাইবার পথ কত সুগম করিয়া দিয়াছেন, তথাপি আমরা তদ্রূপ হইবার জন্য আদৌ যত্ন করি না। "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস" যিনি যে টুকু কৃষ্ণসেবার জন্য যত্ন করেন, তিনি সেই পরিমাণে কৃষ্ণস্মরণক্ষম। যিনি গোখরের ন্যায় এই শোণিতাস্থিময় দেহটাকে আমি বুদ্ধি না করিয়া এবং তাহার সম্বন্ধে জগতের ভোগ্যবস্তুতে আমার বুদ্ধি না করিয়া কৃষ্ণদাসরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন ও সেই সম্বন্ধে কৃষ্ণ আমার সেব্য ও তাঁহার সেবোপকরণ সমূহ আমার ভোগ্য নহে, তদ্দ্বারাই কৃষ্ণসেবা করিতে হইবে এইরূপ বুদ্ধি প্রবল করিতে পারিয়াছেন তিনিই ধন্য। পরমকারুণিকাবতার স্বয়ং অবতারী ভগবান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ কৃষ্ণস্মৃতির চরম আদর্শ জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন, "কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলী বদন।" এই যে তাঁহার বাণী এই যে স্মৃতি ইহার বিরাম ছিল না। সর্ব্বদাই তিনি কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি যখনই যাহা কিছু করিতেন, তাহার সকলই কৃষ্ণস্মৃতিময়। তবে আমরা বদ্ধজীব আমাদের ঐরূপ অবস্থা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে এই প্রশ্ন সমঞ্জস। এতৎকল্পে আমাদের সাধু গুরু-পদাশ্রয় সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। "আমি কৃষ্ণদাস এই জ্ঞানের বীজ আমাদের শ্রীগুরুদেব চিত্তে বপন করিয়া দিবেন। ক্রমে তাঁহার সঙ্গ ক্রমে তাঁহার উপদেশ লাভ করিতে করিতে তাঁহার আদর্শে বল লাভ করিতে করিতে ঐ বীজ হইতে ক্রমে অঙ্কুরোদ্গম ক্রমে কলেবর বৃদ্ধি—এইরূপে সম্বন্ধ জ্ঞান পুষ্ট হইতে থাকে। যেখানে এই সম্বন্ধ জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, সেখানে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ হয় নাই জানিতে হইবে। গুরু সদ্গুরু না হইলে যথার্থ সদ্গুরু পাদাশ্রয় জন্য যত্ন করিতে হইবে, আর তিনি সদ্গুরু হইলে তাঁহার চরণে দৃঢ়া রতি করিয়া সম্যক্ আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। সদ্গুরু শিষ্যের কৃষ্ণসেবাবুদ্ধির উন্মেষে সহায়তা করেন। তিনি ভক্তির ক্রম শিক্ষা দেন, যাহাতে শিষ্য কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাময় হইতে পারেন, শিষ্যের যোগ্যতা বিচারে তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া শিষ্যকে সেই পথে পরিচালিত করেন। শিষ্যের কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে সেই ভোগময়ী প্রবৃত্তি একেবারে উৎসাদিত করিয়া হরিসেবা বোধ করাইয়া দেন।

"স্বরূপে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ।"

এই শাস্ত্রনির্দেশানুসারে তাহার সকল কার্য্যই কৃষ্ণসম্বন্ধ করিয়া দেন। যখন শিষ্য নিজ ভোগ-পিপাসা ছাড়িয়া তাহা করিতে সমর্থ হ'ন তখন তাঁহার কর্ম্মবন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতে পরে খুলিয়া যায়, তখন তিনি বিষ্ণু-স্মরণ ভিন্ন আর কিছু করিতে পারেন না। তিনি হল-চালনা করিতে যাইতেছেন, কেন—তাঁহার সেব্যতত্ত্ব হরি-দাসগণের কৃষ্ণসেবার জন্য তণ্ডুল সংগ্রহ করিতে হইবে, তিনি বাণিজ্য করিতে যাইতেছেন, কেন—তাঁহার প্রভু কৃষ্ণভক্তগণের মঠরক্ষা জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে; তিনি রাজ সরকারের কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, কেন—তাঁহার পূজ্য গুরুদাসগণ নিরুদ্বেগে

গুরুসেবা করিতে পারেন এজন্য তাঁহাদিগকে অর্থার্জন চিন্তা হইতে ছুটী দিবার জন্য। এরূপ চিন্তা প্রণোদিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কৃষ্ণার্থে অখিল সেবার ব্যাঘাত হয় না, সুতরাং বিষ্ণুস্মরণের নৈরন্তর্য্য অক্ষুণ্ণই থাকে। লোকদৃষ্টিতে এগুলি বিষয় কর্ম্ম হইলেও এই গুলিই বিষ্ণুস্মরণের সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়, আর বুদ্ধি ভেদে এই গুলিই জীবের বন্ধন-কারণ, বিষ্ণুবিস্মৃতির নিদান।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বিষ্ণু স্মরণ স্থলে বলিয়াছেন, "নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ।" যদি কেহ নাম-গ্রহণ ত্যাগ করিয়া বলেন আমি রাত্রি দিন স্মরণে থাকি, আমাকে নাম করিতে হয় না, তাহা হইলে তাঁহার উক্তির মধ্যে সত্যের অনুসন্ধানে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। কলিতে কীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া স্মরণ হয় না। এই জন্যই গোস্বামিপাদ স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ দিয়াছেন "যদন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা স্বসংযোগেনৈবেত্যুক্তং। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি।" যে প্রকার ভক্ত্যঙ্গ সাধিত হউক না কেন তাহার সহিত কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সহযোগ না থাকিলে এই বিবদমান কলিযুগে তাহার স্ফূর্ত্তি হয় না।

বিষ্ণুর স্মরণ নামাদি সম্বন্ধভেদে বহুবিধ। নাম রূপ গুণ লীলা পরিকরবৈশিষ্ট প্রভৃতির স্মরণ ক্রম সাপেক্ষ। শ্রবণ সম্বন্ধে শ্রীগোস্বামিপাদের যে উপদেশ বিবৃত হইয়াছে তাহা কীর্ত্তন ও স্মরণ সম্বন্ধেও বিশেষ উপযোগী। তিনি স্বয়ং তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—"এবং কীর্ত্তন স্মরণয়োশ্চজ্ঞেয়ং"। প্রথম নামের স্মরণ দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ অন্তঃকরণেই রূপস্মরণে তাহার উদয়যোগ্যতা হয়। রূপের উদয়ে গুণের স্ফুরণ সম্পন্ন হয়, গুণের স্ফুরণ সম্পন্ন হইলে পরিকরবৈশিষ্ট সহযোগে তদ্বৈশিষ্ট সাধিত হয়। তাহার পর নাম রূপ গুণ পরিকর সমূহ সম্যক্ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলে লীলার স্ফূর্ত্তি সুষ্ঠু হয়; ইহাই সাধনক্রম। এই ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা অপক্ব অবস্থাতেই এমন কি অন্তঃকরণ শুদ্ধির পূর্ব্বেই লীলা-স্মরণের জন্য ব্যস্ত হয় তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়ভোগকে বিষ্ণু ভ্রান্তিতে কিসের লীলা স্মরণ করে, তাহা গোস্বামিচরণাশ্রিত সুধীই বুঝিতে পারেন। অজাতরুচি অবস্থায় শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণলীলা নায়ক নায়িকার ব্যবহাররূপে প্রতীত হইয়া আমাদের বন্ধনযোগ্য দশাকে আরও দৃঢ়ীভূত করিয়া দেয়। কোথায় হৃদ্রোগ কাম দূরীভূত হইবে, না সেস্থলে তাহার বহুগুণে প্রাদুর্ভাব বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং লীলা-স্মরণই আমাদের আদর্শ হইলেও তাহা সিদ্ধ-অবস্থার কৃত্য জানিতে হইবে। সাধক অবস্থায় লীলা-স্মরণ করিতে যাওয়া দুর্ভাগ্য, আর তাহার উপদেশ দেওয়া ধৃষ্টতা। সদ্গুরু কখনও ক্রম উল্লঙ্ঘনের উপদেশ দেন না। দীক্ষা হইতে না হইতেই সিদ্ধ-প্রণালী প্রভৃতির অপব্যবহার করেন না। এঁচোড়ে পাকা গুরু নামধারী সংসারের পথিকগুলি গুরুগিরি চালাইবার জন্য সিদ্ধের ভাণ করিয়া নরকে যাইতে যাইতে কতকগুলি নিরীহ লোককে টানিয়া লইয়া চলে। সাধু সাবধান, কপটের প্রতারণায় পড়িয়া কেহ প্রথমে লীলা স্মরণের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। কাহার কত জন্মের পরে সে অধিকার হইবে কে বলিতে পারে?

শ্রীগোস্বামিপাদ স্মরণের ধারাভেদ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণং। সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারে মনোধারণং ধারণা। বিশেষতো রূপাদি চিন্তনং ধ্যানং। অমৃতধারাবদন বচ্ছিন্নং তদ্ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ। ধ্যেয় মাত্র স্ফুরণং

সমাধিরিতি। কচিল্লীলাদি যুক্তেচ তস্মিন্ অস্যা স্ফূর্ত্তি সমাধিঃ স্যাৎ।" স্মরণের এই ক্রম বিচারে আমাদের লক্ষ্য শেষোক্ত সমাধিতেই আবদ্ধ হওয়া উচিত। ধ্যেয়তত্ত্ব শ্রীবিষ্ণুর স্ফূর্ত্তি হওয়া তদিতর মায়িক কোন তত্ত্বের যেন ভোগময়ী স্ফূর্ত্তি না হয় এই বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। সকল বস্তুই তাঁহাতে নির্ব্বন্ধ করিতে পারিলে সকল বস্তু দর্শনে তাঁহারই স্মৃতি অবিক্ষুব্ধ থাকিবে, তখন যাহা যাহা নেত্র পড়ে ইষ্টদেব মূর্ত্তি আমাদের চিত্ত অধিকার করিবে। বন দর্শনে বৃন্দাবন উদ্দীপিত হইবে, গিরিদর্শনে ভগবল্লীলাস্থলী গোবর্দ্ধন স্ফূর্ত্তি হইবে নদী দেখিলে কালিন্দীর দর্শন স্মৃতি-পটে উঠিবে। সাধকাবস্থায় আমরা বলিব, হায় আমাদের কবে সেদিন হইবে?

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায়ের শৃণ্বত শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্ব চেষ্টিতং। নাতিদীর্ঘকালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি চতুর্থ শ্লোকটীকায় লিখিয়াছেন,—সোঽপি স্মরণ প্রযত্নঃ শ্রবণকীর্ত্তনবতো ভক্তস্য নাবশ্যক ইত্যাহ। শৃণ্বত ইতি স্বপ্রযত্নং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রবিশতীতি। শ্রবণকীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতম্। শ্রবণ ও কীর্ত্তন রহিত হইয়া স্মরণের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান হইতে পারে না ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন-শিক্ষার নিগূঢ় রহস্য মূর্খ সম্প্রদায় ভজনের নামে যে কীর্ত্তন রহিত হইয়া কৃত্রিম স্মরণাদিতে প্রমত্ত হন তদ্দ্বারা ভজনে প্রবিষ্ট না হইয়া কুযোগী বৈষ্ণব দ্বারা প্রতারিত হন মাত্র!

ভবঘুরের উক্তি।

ওহে ভায়া, তোমরা আছ মন্দ নয়। তোমাদের কয় মূর্ত্তিকে এখন বেশ পথে ঘাটে দেখা যায়। কা'রও হাতে বাক্স, কা'রও হাতে গৌড়ীয়, কা'রও হাতে চাঁদার খাতা। সবাই সেবার কাজে ব্যস্ত। মঠে এসে দেখি, তোমরা ব্যাকরণ বেদ বেদান্ত গীতা ভাগবত গোস্বামীগ্রন্থ আলোচনা করছ, আবার তারই মধ্যে ভোগরাগের জন্য কেউ আমার করছ, কেউ রান্নাশালে ব্যস্ত, কেউবা পূজো নিয়ে আছে। তোমাদের সংসারের কোন চিন্তা নেই, ছেলের অসুখের জন্যে ভাবতে হয় না, গিন্নীর মুখভারে দুনিয়াটাকে খালি খালি মনে করতে হয় না, ভাইকে ভাগ্নেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সম্বন্ধীর বিয়ের তত্ত্বের জন্যে ছুটোছুটিটাও করতে হয় না। নানা রকমে, যে যে কাজের যোগ্য সেই কাজ কোরে সারা দিনরাত একটা না একটা হরিসেবার কাজে তোমাদের প্রত্যেকেই ব্যস্ত, দ্বেষ নেই, হিংসা নেই, বড় সুন্দর জীবন তোমাদের। আবার তায় পরমহংস ঠাকুর মহাশয় আর সন্ন্যাসীরা এখানে, কেবল হরিকথা শুনে প্রাণমন ভোরপুর করছ, দুনিয়াটা যে দুঃখের আগার, এ তোমরা জানই না বোলে বোধ হয়। কিন্তু তোমরা সংবাদ রাখ না, এমন আনন্দে তোমরা জীবন কাটাচ্ছ দেখে অনেক লোকের হিংসা হয়। তারা মনে করে সকলেই কেন তাদের মত বিয়ে থা কোরে ছেলেপিলে নিয়ে সংসারে জলেপুড়ে মরবে না? কেউ মনে করে ওরা কেন পবিত্র জীবন কাটাবে, আমাদের মত ভণ্ড হোয়ে এমন ধর্ম্মের নামে পাপ করবে না?

ওদের পবিত্র চরিত্র দেখে যে আমাদের লোকে ভণ্ড বোলে চিনে ফেলছে। এই রকম দুনিয়ায় নানা রকমের লোকে নানা কাজে ঘুরছে, নানা কথা ভাবছে, আর ঘুরে ফিরে দুঃখের গর্ত্তে পড়ছে। ভায়াহে, একটা খবর আছে। একখানি নূতন মাসিক কাগজ বেরুচ্চে, শুনেছ? তা'র মতলব নাকি ভক্তিধর্ম্ম প্রচার। যে সব লোক তা'র ভেতর দেখলুম, তা'তে এ গোকা দুনিয়ায় কাগজটা কাটবে ভাল, সব গালভরা নাম। কিন্তু ভাই ভক্তির কথা কতক থাকলেও ওঁদের কা'র কতটা—ঐ তোমরা কি বল—হাঁ হাঁ ঐকান্তিকী ভক্তি—তা যে কতটা আছে সেইটেই দেখবার জিনিষ। ওর ভেতর পাঁচ দেবতা, পাঁচ কেন তেত্রিশ কোটীর পূজো কে কে না করেন তা'ত এখনও খবর পাইনি। তা' একমাত্র ভগবানেরই যদি সেবা না হ'ল তাহ'লে ও' কি রকম ভক্তির কাগজ কে জানে? কাগজখানি দেখতে শুনতে বেশ পরিষ্কার। আর সব নাম জাদা সাহিত্যিক বটে। সাহিত্যের কাগজ হোলে তোমাদের কাণে কথাটা তুলতুমই না, তবে নাকি ভক্তির কাগজ বোলে জাহির, তাই যেন কেমন কেমন ঠেক্‌চে। সম্পাদক নাকি একজন প্রফেসার। সেত' হ'ল কিন্তু তিনি কি যথার্থ বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষিত, আর দীক্ষিতের সব আচার পালন করেন, না তিনি কাম্যকর্ম্মের পক্ষপাতী হোয়ে মনসা মাকালের দ্বার ধরেন? যদি তা' হয় তা' হ'লে ভক্তির কাগজ চালাতে যাওয়াটা তাঁর ভাল হয়নি। সম্পাদক মহাশয়ের নাম দেখে মনে হোল কাগজের উদ্যোগওয়ালারা রাজা মহারাজের কৃপাপ্রার্থী, তাঁরা সম্পাদক মহাশয়ের শালগ্রাম পূজায় যোগ্যতা আসতে পারে এ কথা স্বীকার কর্ত্তেই নারাজ, আর হঠাৎ যে তাঁকে সম্পাদকের ভার দিলেন এটা যেমন কেমন কেমন! এতটা উদারতা কিসের লক্ষণ, ভায়া?

ভায়া, আর একটা কথা। সব পাড়ায় শুনতে পাচ্ছি, তোমাদের নামে সাড়া পোড়ে গ্যাছে। যেখানে যাই তোমাদের কথা। তোমরা নাকি চারদিকে খুব কীর্ত্তন পাঠ প্রচার কোরে বেড়াচ্ছ, ক্রমে লোকের একটু একটু চোখ ফুটছে। তাইতে আবার মন্তর ব্যবসায়ীরা উঠে পোড়ে লেগেছে, আর মনে মনে করছে, এ সব আমাদের ফসলের ক্ষেত, এরা বুঝি সব বেহাৎ করে দেয়। নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হোলেই বোলছে অমুক আমার শিষ্য, অমুক আমার জ্যেঠা মশাইয়ের, অমুক আমার পিসতুতো ভাইয়ের শ্বশুরের, অমুক আমার দাদা শ্বশুরের মাতুল বংশের শিষ্য, এই পরিচয় দিতে দিতে দেশের যত নামজাদা লোকের লিষ্ট প্রায় শেষ কোরে দেয়, মানে কিনা তুমিও আমার কলে পড়। ভায়া, ভবঘুরের রোগত' জান একটা গল্প মনে পোড়ে গেল। সুন্দরবনে একজন কৃষাণ বসেছে। লোকের ধান কাটে, ফি এগার আঁটি ধানে সে এক আঁটি পায়। এইতে তার সংসার বেশ স্বচ্ছল। এখন সাধ হোয়েছে একঘর বড় গোছের চাষীর মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়েটি দেয়। ঘটক লাগিয়েছে, একজন ছেলেটাকে দেখতেও এসেছে। বিবাহ পত্র স্থাখাতেত হবে। হবু বেয়াইকে মাঠে নিয়ে গিয়ে সমস্ত ধান দেখাচ্ছে, আর বলছে—এই ছাখ বেয়াই কত ধান দেখ, এ সবের এগার ভাগের ভাগ তার আমি অংশীদার, তোমার মেয়ের কোন কষ্ট হ'বে না। এরাও তাই চায়। আমরা এত নামজাদা লোকের কর্ণধার, তোমরাও কাণটা আমার হাতে দাও, এই আর কি। তা যা'ক, ভাই, যা'র কাণ শক্ত সে ওদের হাতে কাণ দিক্‌, আমরা দেখে দেখে হেসে বেড়াই, আর তোমরা সামাল সামাল বোলে হেঁকে বেড়াও। এখন চলতি, ভাই। ঠাকুর মশাইকে দণ্ডবৎ। দণ্ডবৎ ভায়া, আজ এই পর্য্যন্ত।

ভারতীয়।

ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদে মিঃ বি, এন্, বসু:—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার সার আশুতোষ মুখার্জ্জির কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় সেই পদে মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু নিযুক্ত হইয়াছেন।

মতভেদ :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মধ্যে যে মতভেদ সূচক পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তাহাতে ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেন্সেলার সার অশুতোষ নিজের পদোচিত মর্য্যাদা ও তেজস্বীতা রক্ষা করিয়া প্রকাশ্যভাবে অনেক কথাই বলিয়াছেন। ইহা হইতেও জানা যায় যে ক্ষাত্র নীতি বৈশ্য নীতি ও শূদ্রনীতি চিরদিনই বেদবিদ্যার অধীন।

লবণ কর বৃদ্ধি :—লবণের উপর মণ করা ২৷৷০ হিসাবে অতিরিক্ত ট্যাক্‌স্ বসিয়াছে। গত ২৯শে মার্চ্চ বড়লাট লর্ড রেডিং বিলপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ময়দার কলে আগুন :—গত ২৮শে মার্চ্চ তারিখ কানপুরের ময়দারকলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

শিশুর গহনা চুরি :—আপার চিৎপুর রোডস্থ মনীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির একটী মেয়ে রাস্তায় খেলা করিতেছিল। ইত্যবসরে ৩টী লোক তাহার গা হইতে একছড়া নেক্‌লেস্ লইবার চেষ্টা করে কিন্তু পুলিশ কর্ত্তৃক তখনই একটী ধৃত হইয়াছে।

নারায়ন গঞ্জে দস্যুর ভীষণ অত্যাচার :—কয়েকদিন হইল রাধাবল্লভ পোদ্দার নামক একটি লোক ১২০০০৲ টাকার তোড়া সহ মৈমনসিং হইতে নারায়ণগঞ্জে ফিরিতেছিল। সেই সময় কয়েকটা লোক তাহাকে ধরিয়া নিয়া যায় ও ৪ দিন যাবৎ কিছু খাইতে না দিয়া আটক করিয়া রাখে, পরে লোকটা ৪র্থ দিবস অজ্ঞান হইয়া পড়ায় তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া তাহাকে রেলওয়ে লাইনের উপর ফেলিয়া দেয়, লোকটীকে নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। এদিকে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ষ্টীমারে অগ্নিকাণ্ড :—সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ওসাকা মারু নামক একখানি জাপানী জাহাজে আগুন লাগিয়া বিস্তর চাল ও পাট পুড়িয়া গিয়াছে।

দুর্গের ভিতর চুরি :—ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে সার্জেন্ট মেজর জনষ্টনের ৫০০৲ টাকা চুরি গিয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে চোরের সাহসকে ধন্যবাদ দিতে হইবে।

চোর গ্রেপ্তার :—গত ২৮শে মার্চ্চ বড়বাজারের পুলিশ ৩৬০০ টাকা মূল্যের কাপড়সহ ৪টি চোর গ্রেপ্তার করিয়াছে। আসামীদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে জলপ্লাবন :—বোম্বাই সহরের তালসা মেইন জলের পাইপ ফাটিয়া রাস্তা, ঘাট, ঘর, দুয়ার, সব প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আরও তিনবার নাকি পাইপ ফাটিয়া ঐরূপ ঘটিয়াছে।

জলপাইগুড়িতে অগ্নিকাণ্ড :—গত ১৫ই চৈত্র বৈকালে জলপাইগুড়ির বিখ্যাত ইনষ্টিটিউসন অগ্নিযোগে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। বহু চেষ্টার ফলে মাত্র লাইব্রেরীর ঘরখানা রক্ষা পাইয়াছিল। প্রায় ১৫০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

মন্ত্রীর মৃত্যু :—আসামের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী রায় বাহাদুর ঘনশ্যাম বরুয়া বহুদিন যাবৎ ব্যারামে ভুগিতেছিলেন, গত ২৬শে মার্চ্চ তারিখ শিলংএ তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সম্প্রতি শিক্ষা সচিব তাহার কার্য্য চালাইতেছেন।

বোম্বাইয়ে মানুষ শীকার :—বোম্বাইয়ে মহীশূরের অন্তর্গত খোরাবপুরে রাজকুমার দেশরাজ একটি ব্যাঘ্রকে গুলি করিলে গুলিটি লক্ষ্যচ্যুত হইয়া ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত ৩টি লোকের গায়ে লাগে। ফলে তার ১টি মারা গিয়াছে ও দুটি আহত হইয়াছে।

চুরি :—সার ষ্টুয়ার্ট হগ মার্কেটের মেসার্স গ্র্যাভালরাই এণ্ড কোং পুলিশে জানাইয়াছেন যে তাহার ঘর হইতে প্রায় ১০০০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি চুরি গিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও রাজপুতগণ :—স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সাহায্যে বহু রাজপুত মুসলমান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই নবজাত হিন্দুর সংখ্যা নাকি ৬৫০০ হইয়াছে। আরও হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পোষ্টকার্ড জাল :—পোষ্টকার্ড জাল হইয়াছে বলিয়া রংপুরের সংবাদে প্রকাশ হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট রিপ্লাই পোষ্টকার্ডের উপর নাকি এখন পর্য্যন্ত অর্দ্ধ আনার মোহর দিয়া বিক্রয় হয় নাই তাই, হঠাৎ ঐরূপ পোষ্টকার্ড পাওয়ায় জাল বলিয়া ধরা পড়ে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে!

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই বৈশাখ, | ৩৭শ সংখ্যা

সেবা।

যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ
শ্রীচরণারবিন্দম্।

শ্রীগুরুদেবাষ্টকং—শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।

যিনি ভগবৎ সেবায় সতত যুক্ত এবং ভক্তদিগকে সেই সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন আমি সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি।

সেবকই সেবার কথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। সেবাবিমুখ জনের পক্ষে তাহা অসম্ভব অথবা তদ্রূপ কীর্ত্তন অনুভূতিহীন বাক্যবিন্যাস মাত্র। সেবাবিমুখজনকে সেবোন্মুখ করিবার জন্য শ্রীগুরুদেব প্রপঞ্চে প্রকটিত মূর্ত্তিমন্ত সেবকবিগ্রহ। তদীয় শ্রীমুখগলিত কীর্ত্তন চিত্তদর্পণমার্জ্জনকারী অতি মলিন জনেরও অনর্থ নিবারণ করিতে সমর্থ শ্রীগৌরসুন্দরের এই আশ্বাসবাণী হৃদয়ে ধারণা করিয়া সেই শ্রুতকীর্ত্তনের অনুবাদে কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইতেছি।

আমরা বহুস্থানে 'সেবা' শব্দটীর উল্লেখ পাইয়া থাকি। জগতে পিতৃমাতৃ-সেবা, দরিদ্রসেবা জনসেবা, স্বদেশ-সেবা প্রভৃতি মহৎকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। পারমার্থিক শাস্ত্রেও গুরুসেবা বৈষ্ণবসেবা, ভক্তসেবা, হরিসেবার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভুক্তি এবং নিরিন্দ্রিয়-সিদ্ধি বা মুক্তিলাভ। পারমার্থিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য জীবের স্বরূপগত সেবা-লাভ। ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে মাতাপিতার সেবা বা দরিদ্র-সেবাদির বহু ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ইত্যাদি। যাহারা অত্যন্ত দেহাসক্ত নিজ দেহটাকেই যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া পাকা করিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে যদি ভগিবাস্তে

আরও অধিকতর দেহসুখ বা স্বর্গাদিরূপ ভুক্তি লাভের আশায় প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের অতি সঙ্কীর্ণ ভাবের কথঞ্চিৎ লাঘব করা যায় সেই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু ইহাই জীবের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বা লক্ষীভূত বস্তু হইতে পারে না। মনে করুন এক ব্যক্তি পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে পশুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে, আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ, নিদ্রা, ভয় এবং ইন্দ্রিয়-তোষণ সে তাহাতেই ব্যস্ত, এমনকি সে পশ্বাদির ন্যায় পরহিংসা পরপীড়ন করিয়াও ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে বিরত হয় না, পশ্বাদি ইতর প্রাণী যেমন জনক জননী হইতে দেহলাভ করিয়া তাহাদের যত্নে লালিত পালিত হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিলেই নিজ নিজ জনকজননীকে ভুলিয়া যায় মানবও যখন ঐরূপ হইয়া পড়ে তখন ধর্ম্মশাস্ত্র তাহার নিকট আসিয়া বলিয়া থাকেন তুমি যাঁহাদের নিকট হইতে দেহলাভ করিয়াছ যাঁহাদের যত্নে পুষ্ট হইয়াছ যাঁহারা প্রাণপণ দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিয়াও তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত তাঁহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ বিধানের জন্য তোমার কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে সেই সব কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হইয়া তুমি যদি কেবল নিজ দেহারামী হইয়া পড় তবে তোমার প্রত্যবায় হইবে অর্থাৎ তুমিও পশুতুল্য হইয়া পড়িবে। আবার যাঁহারা জনক জননী বা নিজ কুটুম্ববর্গের স্বাচ্ছন্দ-বিধানেই একমাত্র রত হইয়া গৃহে অবস্থান করিতেছেন এবং অপর গৃহস্থ ব্যক্তিকে বা অপরের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতেছেন তখন ধর্ম্মশাস্ত্র আবার তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—কেবল নিজ কুটুম্বতে আসক্ত হইও না, প্রতিবেশীকে সাহায্য কর অতিথিকে সেবা কর, স্বদেশ-বাসীতে প্রীতি কর, দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর ইত্যাদি। এই সকল সদনুষ্ঠান না করিলে তোমার পরলোকে কষ্ট পাইতে হইবে আর এই সকলে রত থাকিলে তোমার পরলোকে স্বর্গবাস, বহু অর্থলাভ অথবা নীরোগশরীর লাভ হইবে। তখন সেই কুটুম্বাসক্ত, গৃহাসক্ত ও দেহাসক্ত জীবগণের কেহ কেহ ভবিষ্যৎ জীবনের দুঃখ ভয়ে ভীত হইয়া ও ফলশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যদি একটু অতিথিসেবা করিয়া বা দরিদ্র সেবা করিয়া এত কষ্ট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় অপিচ এখান হইতে কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ স্বর্গসুখ বহু কাল ধরিয়া ভোগ করা যায় তবে এ সোজা পথ ছাড়ে কে? এরূপ সেবামূলে ভয় ও ভুক্তি নিহিত,—এখানে প্রাণের স্বাভাবিক অনুরাগ নাই অর্থাৎ এরূপ সেবায় ভুক্তিরূপ স্বার্থ জড়িত।

ইহাদের অপেক্ষা যাহারা অধিক বিচারশীল তাহারা ভাবিয়া দেখিলেন যে স্বর্গসুখ যতই রমণীয় হউক না কেন তাহাও ত নশ্বর,—স্বর্গ হইতেও ত পতন হয়,—ভুক্তিকামীরা

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। শ্রীগীতা ৯।২১

সেই প্রার্থিত বিপুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। অতএব ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে ভুক্তি বা ভোগ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। দেহে আত্মবুদ্ধি বা ভোগবুদ্ধি নিবন্ধন মানবের চিত্ত কলুষিত হইয়াছে। অবিশুদ্ধ চিত্তে তাহার ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। চিত্তশুদ্ধি

হইলে ভ্রম বিদূরিত হইবে 'আমিই ব্রহ্ম এইরূপ অনুভূতি হইবে। তাহারা বলেন চিত্তশুদ্ধির বহুবিধ উপায় তন্মধ্যে পরসেবা একটী। আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ অনুভূত হইলে জীবরূপ উপাধি থাকিবে না সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব, ত্রিতাপরূপ ভ্রমও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইবে। এইরূপ যুক্তির প্রতিকূলে অনেক বলিবার আছে কিন্তু তাহা এই প্রবন্ধের বিষয় নহে কেবল চিত্তশুদ্ধির উপায়স্বরূপ ইহাদের সেবা-কার্য্যে কতদূর প্রকৃত-সেবা তাহা প্রদর্শন করাই এখানকার আলোচ্য বিষয়। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে বাহিরে নিঃস্বার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহাদের সেবামূলে মুক্তিরূপ কৈতব বা স্বার্থ লুক্কায়িত আছে। কারণ ইহাদের নিকট 'সেবা' চিত্তশুদ্ধির বা মুক্তির উপায় মাত্র। মুক্তিলাভ হইলে যখন সকলই ব্রহ্ম বলিয়া অনুভূত হইবে সব একাকার হইয়া যাইবে, তখন কে কাহাকে সেবা করিবে? ইহাদের সেবার সঙ্গে পান্থপরিচয়। সেবা মুক্তিরূপ উপেয়কে দিয়া বিদায় গ্রহণ করে সুতরাং এই সেবার নিত্যত্ব নাই। ইহাদের ধারণায় জগৎটা মিথ্যা তবে একটা ব্যবহারিক সত্য (Phenomenal truth) আছে কিন্তু পারমার্থিক (Real eternal truth) সত্য নহে। সুতরাং সেবা প্রভৃতিও ব্যবহারিক ভাণ মাত্র কারণ পরমার্থতঃ ত সকলেই ব্রহ্ম—সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগত কল্পনা মাত্র ব্রহ্মের 'ত অভাব নাই তখন কে কাহাকে সেবা করিবে, যে সেবা করা হয় তাহাত ব্যবহারিক সেবা! অতএব সেবা অনিত্য ব্যবহারিক ভাণ। ভাণ এই অর্থে যাহা পারমার্থিক নহে তাহাই ত ভ্রম। আবার ইহাদের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ বা শিষ্য যে গুরুকে সেবা করিবেন তাহাও ব্যবহারিক কারণ পরমার্থতঃ

"নবন্ধুর্নমিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ
শিবোঽহং শিবোঽহং"
—নির্ব্বাণষটক্

ভাষা কটু হইয়া পড়ে কিন্তু সোজা ভাষায় বলিতে গেলে যখন পরমার্থতঃ বা স্বরূপজ্ঞানে গুরুও নাই শিষ্যও নাই তখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বা বিরূপজ্ঞান থাকা কালে শিষ্য যে গুরুর সেবা করেন তাহা অনিত্য, স্বার্থমূলক, কপটতা বা একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। সেবার নিত্যতা ও অনিত্যতা বিচার করাই আমাদের উদ্দেশ্য কাহাকেও আক্রমণ করিবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা আমাদের নাই। সুতরাং এখানেও সেবার পারমার্থিক সত্যতার অভাব হেতু, চিত্তশুদ্ধি বা মুক্তিরূপ স্বার্থের একটা উপায়স্বরূপ সেবা অনিত্য ও স্বার্থ-বিজড়িত। কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্র সেবার নিত্যতা, প্রফুল্লতা, নিঃস্বার্থতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর এই সেবার সম্পূর্ণ উৎকর্ষ জগজ্জীবের নিকট প্রকট করিয়াছেন। বেদ বলেন—সূরিগণ নিত্যকাল বিষ্ণুর পরমপদের সেবা করিতেছেন ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। সুতরাং সেবা নিত্য—সেব্য বিষ্ণুর পরম-পদ-নিত্য-সেবক সূরিগণও নিত্য। এই সেবামূলে কোনও কামনা নাই, হেতু নাই বা কপটতা নাই। সেবার উদ্দেশ্যে সেবা, সেবা লাভের জন্য সেবা আবার সেবা লাভ করিয়াও সেবা। সেবা ছাড়া আর কিছুই নাই। আত্মারাম-মুনিগণ সর্ব্ববন্ধমুক্ত হইয়াও নিত্যকাল এই সেবা করেন। সনক সনন্দন, সনাতন সনৎকুমার ও শুকদেবাদির ন্যায় মুনিগণও সেবাসা[illegible] আকৃষ্ট হইয়া সেবাতে নিযুক্ত হইয়া পড়েন। এখানে সেবার সঙ্গে পান্থপরিচয় নহে সেবার সঙ্গে

নিত্য সম্বন্ধ সেবাই নিত্যবৃত্তি সেবাই আত্মবৃত্তি সেবাই জীবাত্ম সেবারাহিত্য বা সেবাবিমুখতাই জীবের বদ্ধাবস্থা। সেবার উন্মেষ বা প্রাকট্যই জীবের মুক্তাবস্থা সহজ অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নিত্য অবস্থা সুস্থাবস্থা স্বরূপ অবস্থা। এখানে সেবা উপায় ও উপেয় সাধন ও সাধ্য। যাহা প্রকৃত সেবা তাহা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ। সেখানে ভুক্তি বা মুক্তিবাঞ্ছারূপ কৈতব বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সেখানে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। সেই সেবার মূলে আনুগত্য। আনুগত্যই সেবার মূল মন্ত্র। বাস্তব সত্য—যে সত্য ত্রিকাল সত্য যে সত্য বহিঃপ্রজ্ঞার বিষয়ীভূত নহে কিন্তু আনুগত্য বা তদাশ্রয়া বুদ্ধির গোচরীভূত সেই পরম সত্যে আনুগত্যই সেবা। এই সেবা প্রত্যেক জীবের সহজবৃত্তি, নিত্যবৃত্তি বা এক কথায় জৈব-ধর্ম্ম। দাহিকা শক্তিকে বাদ দিলে যেমন আগুন বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না সেবাকে বাদ দিলেও তেমন জীবনের বা জীব-আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়। আবার সাগরের দিকে গঙ্গার গতি যেমন স্বাভাবিক ও অপ্রতিহতা বা হেতুরহিতা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার সেবা-বৃত্তিও সেই প্রকার স্বাভাবিক, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। যেমন যতদিন সাগর থাকিবে ততকাল গঙ্গাও তাহাতে প্রবাহিতা হইতে থাকিবে শুদ্ধ জীব ও ভগবানেও সেই প্রকার সেবাবৃত্তি নিত্যসম্বন্ধযুক্ত। ভুক্তি-কামীগণের যেমন বহুবিধ সেব্য আছে এখানে তাহা নহে এখানে সেব্য মাত্র অদ্বয়জ্ঞান একজন আর বাকী যাহা কিছু সব অন্য একজনেরই সেবক সুতরাং সেবক বাদ দিয়া পরমাত্মা কাল্পনিক ক্ষণভঙ্গুর সেব্য বা ভোগ্য নহেন।

কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।"

চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব সেবক, সেব্য একজন—
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥

চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ।

সুতরাং এ সেবাতে কাড়াকাড়ি মারামারি নাই—যদিকিছু থাকিয়া থাকে তাহাতে সেব্যের সেবা উদ্দেশ্যে মাত্র,—এখানে পরস্পর ভেদ নাই থাকিবেই বা কি প্রকারে যেখানে সকলের উদ্দেশ্যই একজনের সেবাবিধান! সেইখানেই ভেদ যেখানে অনেক সেব্য সেবক সাজিয়া রহিয়াছে। জগতে এই ভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত এই সেবার কথা গাহিয়াছেন,—ভাগবতগণ এই সেবা আচার করিয়া প্রচার করিতেছেন—ব্রজ গোপীগণ এই সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন।

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

—শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম সেবাবিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥

বৈকুণ্ঠ বাস, ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি, ভগবানের স্বরূপতা, নৈকট্য লাভ, সাযুজ্য বা অভেদ গতি সেবাপ্রার্থী কিছুই গ্রহণ করেন না। যেহেতু তাঁহাদের সেবা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা নাই। এই সেবা অপ্রতিহত জগতে এমন কোনও প্রলোভনের বস্তু নাই যাহা সেবককে নিমিষার্দ্ধের জন্যও এই সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে। এই সেবা অহৈতুকী, কারণ সেব্য সুখতাৎপর্য্যই এই সেবার একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধন অবস্থায় যে সেবার প্রকার দেখা

যায় তাহাও নিত্যসিদ্ধ সেবা লাভের জন্যই,—অন্য উদ্দেশ্যে নহে।

এই প্রকার সেবকের অনুরাগ এত দৃঢ় যে—

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্ম-সুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥

চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

এই সেবার আরও মাধুর্য্য এই যে—

"প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।"

চৈঃ চঃ।

প্রীতির বিষয় যে একমাত্র সেব্য বস্তু তাঁহার যে আনন্দ তাহাই প্রীতির আশ্রয় যে সেবকগণ তাঁহাদেরই আনন্দ।

ইহার আরও উৎকর্ষ এই যে—

যদি নিজ প্রেমানন্দে (কৃষ্ণ) সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে॥

চৈঃ চঃ

সেব্য বস্তুকে চামর ব্যজন করিবার সময় কোনও সেবকের অত্যন্ত প্রেমানন্দ উপস্থিত হওয়াতে দেহে জড়তা বা চক্ষে আনন্দাশ্রুর উদ্গার হইয়াছে কিন্তু সেবক নিজপ্রেমানন্দ প্রেমাস্পদের সেবার বিঘ্নকর জানিয়া ঐরূপ আনন্দের প্রতি মহাক্রোধ করেন ও উহাকে বিতাড়িত করিয়া দেন।

এই সেবা পাইবার জন্য শ্রীল নরোত্তমঠাকুর জীবের হইয়া ক্রন্দন করিয়াছেন :—

"কেমনে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার॥"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সেবামূলেই "আনুগত্য"। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি ও তাঁহাদের কৃপাই সেবা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যেখানে শ্রীগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা নাই সেখানে সেবা নাই সেবার ছলে বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে প্রণিপাত বা আত্মনিবেদন ব্যতীত সেবা পাওয়া যায় না। শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন—'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'

'আমার সেবা হইতে আমার ভক্তের সেবা বড়।'

শুদ্ধ ভক্তগণ নিত্যকাল সেবা করিতেছেন সুতরাং তাঁহারাই অপরকে সেবার অধিকার দিতে পারেন। যেমন ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া যায় না তদ্রূপ ভক্তের সেবা বাদদিয়া শ্রীভগবানের সেবা পাওয়া যায় না। দুর্ব্বাসার ন্যায় অভক্ত-বাদিগণ ব্রহ্ম-চর্য্য তপস্যা, অভিজাত্যাদি মূলে অম্বরীষের ন্যায় শ্রীভগবানের সেবককে বাদ দিয়া শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভে যত্ন করিলেও শ্রীভগবান বলিয়া থাকেন :—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইবদ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈ ভক্ত জনপ্রিয়ঃ।

ভাঃ ৯ম।

আমরা নিজেকে নিজে যত বড়ই সেবক মনে করি না কেন ভক্তবিদ্বেষ বা ভক্তসেবা ছাড়িয়া দিয়া আমরা ভগবানের সেবা পাইতে পারি না। যাহারা অর্দ্ধকুক্কুটী জরতী ন্যায় অবলম্বন করিয়া ভক্ত সেবা ছাড়িয়া ভগবানকে পূজিতে যান তাহারা ভণ্ড, কপট মাত্র।

একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধ কুক্কুটীর ন্যায় তোমার প্রমাণ॥
একমানি আর না মানি এই মত ভণ্ড॥

চৈঃ চঃ আদি ৫ম।

বৈষ্ণব অপরাধরূপ মত্তহস্তী ভক্তিলতা-বীজকে উপড়াইয়া দেয়। এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয়

বলিলেন শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতিই একমাত্র সেবা প্রাপ্তির কারণ।

আনুগত্য ব্যতীত নববিধা ভক্তি বা সেবার কোনটাই যাজন করা যায় না। আনুগত্য ব্যতীত ভক্ত্যঙ্গ গুলি "লোকদেখান গোরা ভজা।" এজন্যই শ্রীপ্রহ্লাদ মহাজের উক্তি

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রীধর পাদ,—বিষ্ণৌ ভক্তিঃ ক্রিয়তে সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত নতু কৃতা সতী পশ্চাদর্পেত তদুত্তমধীতং মন্যে।

অতএব আনুগত্যই সেবা ধর্ম্মের মূল। ঐ আনুগত্য, সাধন ও সিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই নিত্য। এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সিদ্ধ সেবার কথায় গাহিয়াছেন।

"আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥"
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥

সখীর অনুগা হইয়া
সেবা সুখ নিব চাইয়া
সখীর ইঙ্গিত হবে
এসব আনিয়া কবে
যোগাইব ললিতার কছে।

প্রাকৃত জগতেও আমরা দেখিতে পাই কোনও গৃহপতির বিশ্বস্ত ও পুরাতন ভৃত্য তাহার মনিবের সেবার কোন সময়ে কি দরকার তিনি কোন্ জিনিষটা ভালবাসেন কোন জিনিষ তাহার অপ্রীতিকর ইত্যাদি যেমন জানে বাহিরের লোকের তাহা জানা নাই সুতরাং অপর লোকের যদি উক্ত গৃহপতির সেবা করা প্রয়োজন হয়, তবে উক্ত বিশ্বস্ত ও পুরাতন ভৃত্যের নিকট অনুগত হইয়া সেবা শিক্ষা দরকার। এজন্য নিত্য চিন্ময় রাজ্যেও দেখা যায় যাঁহারা স্বরূপগত দাস্যরসে ভগবানের সেবাভিলাষী তাঁহারা রক্তক, পত্রক, চিত্রক প্রভৃতি নিত্যদাসগণের আনুগত্যে সেবা-প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা সখ্যরসে সেবা-প্রার্থী তাঁহারা শ্রীদাম, সুদাম, অর্জ্জুন, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি নিত্য-সখাগণের আনুগত্যে সেবা-ভিক্ষা করেন। আবার যাঁহারা বৎসলরসে শ্রীভগবানের সেবা করিতে চান তাঁহারা নন্দ, যশোদা প্রভৃতি নিত্য বৎসলরসের রসিকগণের আজ্ঞায় সেবায় প্রবৃত্ত হন। আর যাঁহারা মধুররসে শ্রীভগবানের সেবাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা সখীবৃন্দের অনুগত হইয়া সেবায় নিযুক্ত হন। অতএব আনুগত্যই সেবার প্রাণ। অধিক কি আনুগত্যই সেবা।

বলদেব-তত্ত্ব নিত্যানন্দ প্রভু বা মূলসঙ্কর্ষণ তদীয় দ্বিতীয়স্বরূপগত মহাসঙ্কর্ষণ এবং কলাস্বরূপে কারণা-ব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করেন।

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূলসঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন।

অতএব শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব শ্রীগুরুদেব মূর্তিমন্ত সেবকবিগ্রহ। তিনি সর্ব্বদা সেবাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্ব জীবকে সেবায় নিযুক্ত করিতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণপতি, তিনি কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইয়াও জগতে সেবা শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণ-সেবক বিগ্রহ রূপে সকলকে তাঁহার প্রাণপতির সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তিনি সেবা-বিমুখ জীবকে সেবোন্মুখ করিবার জন্য কত প্রকারে না চেষ্টা করিয়া থাকেন! কিন্তু গুরুনামধারী বহির্থমানী গৃহব্রতগণ নিজেরাই ভগবৎ-সেবা-বিমুখ নিজ

ইন্দ্রিয়প্রীতিতে রত সুতরাং তাহারা জীবকে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের সেবাতেই লাগাইয়া থাকে। শিষ্যের অর্থ, বিত্ত, কায়া, মন ও বাক্য স্বসুখভোগার্থে নিযুক্ত করিয়া থাকে। আর সদ্‌গুরু যিনি তিনি বলেন দাও কৃষ্ণ-সেবায় সর্ব্বস্ব দাও—

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

অতএব যিনি এই মায়ার করাল-কবল হইতে নিস্তার পাইয়া সর্ব্বানর্থমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিত্যসেবা-প্রয়াসী তাহার সর্ব্বপ্রযত্নে সদ্‌গুরুর সেবাই একমাত্র উপায়।

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
শ্রীচরিতামৃত।

এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন :—
ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা
আশ্রয় লইয়া সেবে সেই কৃষ্ণ ভক্তি লভে
ইত্যাদি।

জড়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবা এসব ত আধ্যাত্মিক কথা ইহাদ্বারা জীবের ত কোনও চাক্ষুষ সেবা হয় না। জীব না খাইয়া মরিয়া যাইতেছে কৃষ্ণ-সেবার উপদেশ দিলে কি হইবে? জীবের শারীরিক মানসিক অভাব মোচনকল্পে সেবা করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত। এই সকল প্রত্যক্ষবাদীদের কথায় জগৎ মুগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু কেহ ভাবিয়া দেখেন না যে এইরূপ সেবা চিরকাল ধরিয়া করিলেও কি কেহ কাহারও অভাব মোচন করিতে পারেন বা পারিয়াছেন? যতদিন জীব ভগবদ্‌-সেবা-বিমুখ থাকিবে ততদিন তাহার অভাব শোক ভয় থাকিবেই। শত চেষ্টা করিয়াও এই বিশ্বতোভয় হইতে জীবকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আজ অন্নের অভাব, কাল বস্ত্রের অভাব, অন্নবস্ত্রের অভাব দূরীভূত হইলে শারীরিক মানসিক অশান্তি! জীব নিয়ত ত্রিতাপে ক্লিষ্ট! সেইজন্য সর্ব্বদর্শী সাধুগণ জীবের মূল ক্লেশ দূর করিয়া একাধারে ভগবৎ-সেবা ও জীব-সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেবাবিমুখ জীবের নিকট ভগবদ্‌-সেবার বাণী প্রচার করিয়া জীব-সেবা ও তৎসঙ্গে ভগবৎ সেবা করেন। ভগবান হইতে অভিন্ন বস্তু শ্রীমহাপ্রসাদ দানে জীবের সেবা করিয়া থাকেন। এই শ্রীমহাপ্রসাদদ্বারা জীবের সর্ব্ববিধ ক্লেশ দূর হয়। তাঁহাদের মত মহাবদান্য, উদার চরিত্র আর কে? আমরা যেমন কোনও সুমিষ্ট ফল প্রাপ্ত হইলে তাহা আস্বাদন করিয়া আমাদের কোনও প্রিয়তম জনের নিমিত্ত রাখিয়া দিই তদ্রূপ সাধুগণও সেবারূপ অমৃত ফলের স্বাদ পাইয়া সেই সুস্বাদু ফল সর্ব্বজীবে আস্বাদন করাইবার জন্য ব্রতী হন। সুতরাং সেবা-ব্রত সাধুদিগের জীব-সেবা সমগ্রভাবে জীব-সেবা। কর্ম্মীদিগের ন্যায় আংশিক ভাবে জীবের দেহ বা মনের উপর সাময়িক দয়া প্রকাশ নহে। আচার্য্যগণ জগতে কিরূপ নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন! ইহারা জীবের দুঃখে কত অশ্রুপাত করিয়াছেন; সেবা বিমুখকে সেবোন্মুখ করিতে যাইয়া রক্তাক্ত কলেবর হইয়াছেন তবুও তাহাদিগকে সেবোন্মুখ করিতে ছাড়েন নাই। সেবার দৃঢ়তা শিখাইবার জন্য বাইশ হাজারে বেত্রাঘাত সহ্য করিয়াছেন, সাক্ষাৎ মায়াদেবী পর্য্যন্ত যথার্থ সেবককে প্রলুব্ধ করিতে সমর্থা নহেন দেখাইয়াছেন; শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ক্রন্দন করিয়াছেন :—

জীবের পাপ লঞা মুক্তি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥

তরুমূলে জল সেচন করিলেই সকল পল্লব, শাখা, প্রশাখা, ফলপুষ্প সমৃদ্ধ ও সতেজ হয়,—প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলেই সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সতেজ থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ সেবায়ই সর্ব্বজীবের সেবা সাধিত হয়। দুষ্কৃতি সম্পন্ন প্রত্যক্ষ-বাদীগণ দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাতে বিশ্বাস না করিয়া অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কেবল মায়িক দেহ ও মনের পুষ্টি ও তুষ্টির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহা-দিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন:—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায়, ন বিরাগায় কল্পতে
নতীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নোঽপি মৃতোহি সঃ।

যাহার কর্ম্মসকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে, ধর্ম্ম বিরাগের উদ্দেশ্যে আবার বৈরাগ্য তীর্থপাদ শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত নয় সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত অতএব শ্রীভগবানের সেবাই চরম লক্ষ্য। 'প্রীয়তে অমলয়া ভক্ত্যা হরেরন্যাৎ বিড়ম্বনং' হরি একমাত্র অমলা ভক্তির দ্বারা প্রীত হন তাহা ছাড়া অন্য সকলই বিড়ম্বনা মাত্র।

যথার্থ সেবকের লক্ষণ এই যে বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থা উপস্থিত হইলেও তিনি সেবা পরিত্যাগ করেন না। সেবা ছাড়া তিনি মাংসপিণ্ড বাহক মাত্র হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন না। সেবা ছাড়া অন্যত্র থাকিতে পারেন না। আমাদের সেবার কতটুকু দৃঢ়তা হইয়াছে তাহা পরীক্ষার্থ শ্রীভগবান আমাদের নিকট নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা আনিয়া উপস্থিত করিতে পারেন কিন্তু যথার্থ সেবকের সেই প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা সেবার উৎসাহ আরও দ্বিগুণতর বাড়িয়া যায় আর সেবা-বিমুখ ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, ভগবানের সেবা ছাড়িয়া মায়ার সেবাই ভাল। কিন্তু সে জানে না যে মায়ার কবলে পতিত জীবের অবস্থা কি?

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গেতে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

কিন্তু নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও যথার্থ-সেবক বলিয়া থাকেন হে ভগবন্,

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত পরম সুখ।
সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥

যাহার প্রকৃত সেবা বুদ্ধি উদিত হইয়াছে, তিনি নিজেকে ভগবদ্দাস ব্যতীত অন্য কিছু অভিমান করিতে পারেন না। সেবকের একমাত্র অভিমান এই যে তিনি সেবক অথবা তিনি সেবক হইতে পারিলেন না কারণ—

প্রেমের স্বভাব এই প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥

সেবকের জড় জগতের কোনও অভিমান নাই। তিনি পূর্ব্বজীবনের সমস্ত জড়ীয় অভিমান ভুলিয়া যান।

পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু এখন
সেবাসুখ পেয়ে মনে'

শরণাগতি

শ্রীল রঘুনাথ দাস, শ্রীল রূপসনাতন, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি জীবকে সেবা শিক্ষা দিবার জন্য কিরূপ আদর্শ লীলা রাখিয়া গিয়াছেন! তাঁহারা ঐশ্বর্য্য, সম্পদ ও প্রতিষ্ঠায় সে সময়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যখন জগতে সেবকের আদর্শ দেখাইলেন তখন তাঁহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস সমস্ত ভুলিয়া তাঁহারা

শুদ্ধ কৃষ্ণদাস ব্যতীত নিজেকে আর কিছু এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবেন নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যে লালিত পালিত হইয়াও তাঁহারা কেহ সারাদিন পরে এক দোনা পরিমিত ঘোল কেহ বা শুষ্ক চানা রুটি কেহ বা এক তরুমূলে ক্রমাগত দুই দিবস পর্য্যন্ত বাস করিতেন না। হায় আমরা কবে সেই জগদ্গুরু-বৃন্দের আদর্শ অনুসরণ করিয়া সেবানন্দ লাভ করিব? কবে সেবানন্দে মজিয়া জড়ীয় অভিমান—জড়দেহের স্মৃতি সব ভুলিয়া যাইব? হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া সেবাময় জীবন যাপন করিব? এমন দিন আমার কবে হইবে?

দর্শকের আক্ষেপ।

ঐরে ঐরে দ্যাখ্ কি ভীষণ পাপ।
যা'র লাগি সহে জীব এতেক ত্রিতাপ॥
বগুদের ভণ্ডামিটা জমেছেরে ভাল,
প্রতাপ বেড়েছে তারি, হায় কলিকাল!
নদীয়ায় গোরাচাঁদ করিল কীর্ত্তন,
অপ্রাকৃত ধাম নিত্য তিঁহো বৃন্দাবন।
সেই ধামে যদি পাপী কত পাপ করে,
ধর্ম্মধ্বজী শঠ বৈসে প্রবঞ্চনা তরে।
কেহ বা বিগ্রহ লঞা করিছে ব্যবসা,
না আসিহ না দেখিহ, নহে দেও পয়সা।
হায় হায় গৌরনিধি কৃপা অবতার,
তোমা দেখাইতে কড়ি চাহে কি প্রকার?
তুমি কি কড়িতে কিনি বিকিবার ধন?
বণিক করেছে তাই মূল্য নিরূপণ!
তোমায় বিগ্রহ দেখি সেবা-বুদ্ধি যাঁ'র,
তোমা সেবা লাগি চিত্ত মত্ত হ'বে তাঁ'র।
জোর করি মূল্য লবে তোমা, দেখিবারে,
পণ্যদ্রব্যরূপে দেখে কেবল তোমারে।
পতিত দেখিয়া তা'রে কৃপা কর, প্রভু!
আর যেন হেন পাপ নাহি করে কভু!
আর দেখ গোদাসের লাম্পট্য প্রবল,
লয়েছে গোঁসাই নাম গুরু-সাজা দল।
হায়, হায়, কোথা সেই প্রকৃত গোঁসাই,
ইন্দ্রিয় সুদান্ত, যা'র ষড়বেগ নাই।
তাঁহার লইয়া নাম ইন্দ্রিয় বুলায়,
গোঁসাইগোবিন্দ গুরু সাজিয়া বেড়ায়।
বলে বংশগতনাম পেয়েছি সে ভাল,
তুমি কেন ধরে' দিয়ে ঘটাও জঞ্জাল।
কেহ বা নূতন বাড়ী ফাঁদিয়া বসেছে,
নদে'তে নূতন গোঁসাই সাজিয়া চলেছে।
গড়েছে ঠাকুর বাড়ী ব্যবসার তরে,
রেখেছে বাব্‌রী চুল শিষ্য ধরিবারে।
হায়, হায়, নবদ্বীপ! কিবা খেলা তব?
ধর্ম্ম নামে কারবার লাম্পট্য বৈভব,
তোমার বক্ষের'পরে পাষণ্ড বিলাস,
যতেক অসৎ আসি নদে' করে বাস!
এই জন্য বুঝি নিজ কেন্দ্র অন্তর্দ্বীপ,
গঙ্গাজলে ভাসাইলে, নিভাইলে দীপ।
অন্তরাল করিলে সে যোগপীঠ ধাম,
যথা জন্মেছিল প্রভু গৌর গুণধাম;
অচ্ছেদ্য তুলসী বনে রাখিলে নিশান,
মায়াপুরে বসাইলে যবন কৃষাণ।
অজ্ঞমূর্খবাটপাড়ে দেখেও না দেখে,
এমনি ছাইলে মায়া তাহাদের চোখে।
কোলদ্বীপ প্রান্তে এবে বসালে নগর,
যতেক গৌরাঙ্গ বলে এই প্রভু-ঘর।

আবার নূতন মায়াপুরেতে প্রতীপ,
নয়ামায়াপুর স্থাপে খুঁড়ে কোলদ্বীপ।
আর এক লীলা নদে' ভাল দেখাইলে,
পুরুষ রমণী-সাজে নারী সহ মিলে।
গোয়ালার মেয়ে আমি গোপের ঘরণী,
আমারে দেখিয়া লাজ বাস' কেন, ধনি!
গুম্ফ রেখা নাকে দেখ নাসাতে নোলক,
আমা মত সেবা সাজে তাহারি গোলোক!
হায়, হায়, সখীভেকী কি খেলা খেলায়,
তবুত' বর্ব্বর মরে তাহার মেলায়।
ঘরের ঘরণী এনে তা'র কোলে স্থাপে,
স্ত্রৈণ সে নারীর দাস, উদ্ধারয়ে বাপে।
শাস্ত্রে হেন দেখি নাই ভজনের প্রথা,
মহাজন আচরণে না শুনি এ কথা।
নবীন মতেতে জড় রসের ভজনে,
দেশ মজে' গেল আজ কলির তর্জ্জনে।
হায়, নদে' তব বক্ষে বসি এত পাপ!
ধর্ম্মনামে সঞ্চিতেছে সকল প্রতাপ!
কি জানি তোমার কথা, কে জানিতে পারে,
কিবা তব ইচ্ছা, হয় সিদ্ধ কি প্রকারে?
নবসৃষ্টি তীর্থ নামে আছে এক আর,
গোপনে গর্ভের মুক্তি স্থান অবীরার।
ল'য়েছে মায়ের নাম, লোকে টাকা দেয়,
কনককামিনী যশ একাধারে হয়।
এই কিরে নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য!
এই কিরে ভাগবতে গূঢ় মর্ম্ম অর্থ?
ধন্যরে ভাটকভোগি! তুমি সব পার,
একত্র লভিলে অর্থ যশ ব্যভিচার।
ছাগশিশু করে তব আনন্দবর্দ্ধন,
তুমিরে ভাগবতবক্তা, দেশের মরণ!
ভাল সে সেধেছ গলা, তাহার ছাঁদনি,
মূর্খ দাম দিয়ে শোনে তোমার কাঁদনি।
হা, হা নদে' তোমা' হৃদে এত অত্যাচার,
নাম অপরাধ রোলে ভরা চারিধার।
রসাভাস ছড়া গানে বিদীর্ণ গগন,
মারয়াড়ি দেখে সুখে নারীর নর্ত্তন।
বাবাজী মাতাজী সব যত ন্যাড়ানেড়ী,
ধর্ম্মনামে নদে' বসে' পাপে বাড়াবাড়ি।
এইমাত্র ভাগ্য মানি শ্রীশ্রীমায়াপুরে,
এসব ভণ্ডামি নাই ধর্ম্ম নাম ধরে'।
শুদ্ধ সেবাবুদ্ধি ল'য়ে তিষ্ঠে শুদ্ধভক্ত,
গুরু গৌর রাধাকৃষ্ণ সেবা অনুরক্ত।
অদূরে প্রাচীন কাজী সমাধির পাট,
দৃঢ়রূপে সাক্ষ্য দেয় গৌরাঙ্গের নাট।
ধামদ্বেষী ভক্তদ্বেষী অসাধু দুর্জ্জন,
সরল বিশ্বাসীজনে করে প্রতারণ।
নূতন নদীয়া গড়ে মোহান্ধ হইয়া,
মহান্ত হইতে কনককামিনী সেবিয়া।
ভাগ্যবান্ মায়াপুরে ভজে মন দিয়া,
ভকতিবিনোদ পদে আশ্রয় লইয়া।

"এ কেমন পাগল"

একবিংশ রজনী

পাঠকমহোদয়গণ, একবার আপনারা আমার ভাগ্যটা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি। এরূপ পাগলের সঙ্গলাভ করা মহাভাগ্যের কথা নয় কি? আপনারা যাহাই বলুন, আমি কিন্তু নিজেকে মহা-ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেছি। জানি না, আমার ভাগ্য দেখিয়া আপনাদের ঈর্ষা হয় কিনা।

আমার খুব বিশ্বাস, নিশ্চয়ই আপনাদের হৃদয়েও পাগল-ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন লাভের নিমিত্ত ন্যূনাধিক ভাবে হতাশময়ী একটা পিপাসা বিরাজ করিতেছে। আপনাদের সকলেরই সে পিপাসা আমি মিটাইতে পারিব বলিয়া আশা করি না। তবে যদি আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি বলে জগদ্‌গুরু পাগলের শ্রীচরণ দর্শন লাভের জন্য নিতান্ত উদগ্রীব হইয়া থাকেন, তবে শ্রীভগবদিচ্ছায় তাহা মিটিলেও মিটিতে পারে। আপনাদিগের মধ্যে দুই এক জনেরও সে আশা মিটিলে, পাগলের কথা আপনাদিগের নিকট বলিতে আমাকে যে শ্রম স্বীকার করিতে হইতেছে, তাহা সার্থক মনে করিব।

অদ্যও সন্ধ্যা ঘোর হইলে পাগল ঠাকুরের শ্রীচরণ প্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। পাগল ঠাকুর পূর্ব্ববৎ ভাবেই বিভোর আছেন। তাঁহার মূর্ত্তিখানি দেখিলেও হৃদয় পবিত্র হইয়া যায়। কিছুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সেই পরম পবিত্র শ্রীমূর্ত্তিখানি দর্শন করিতেছি, এমন সময় মহাজনোক্তি বৈষ্ণব-গুণ-কীর্ত্তনাত্মক একটী বাক্য আমার মনে পড়িল এবং বাক্যটির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলাম বাক্যটি এই :—

"গঙ্গার পরশ হ'লে, পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর, এই তোমার গুণ॥"

কিছুক্ষণ পরে অবসর বুঝিয়া পাগল ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র, বৃত্তি অনুসারে বর্ণ নির্দ্দেশের আদেশ করিয়াছেন তাহা আপনার অনুগ্রহে অবগত হইয়াছি। এখন কৃপা করিয়া বলুন, অন্যান্য শাস্ত্রেও কি তদ্রূপ কোন আদেশ আছে এবং মহাজনেরাও কি তদ্রূপ কোন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন?"

পাগল ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বাবা, শাস্ত্র পাঠ কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে কত শাস্ত্র কত স্থানে সেরূপ আদেশ করিয়াছেন এবং মহাজনের জীবনী পাঠ কর তাহা হইলে দেখিবে কত মহাজন ঐ সকল শাস্ত্রাদেশ নিজেরা পালন করিয়াছেন এবং জীবগণকে সে সকল পালন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, অন্যান্য শাস্ত্রের আদেশ এবং মহাজনের উপদেশ সম্বন্ধে, আমার যাহা মনে আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর :—

শ্রীমহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবে :—

"এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥"

অর্থাৎ শিব পার্ব্বতীকে উপদেশ করিতেছেন,— হে দেবি, পূর্ব্ব কথিত কর্ম্মফল প্রভাবে অতি নিম্নকুলোদ্ভব শূদ্রও ইহজন্মে আগম সম্পন্ন হইয়া অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ করিলে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকেন। শৌক্র জন্মের দ্বারা অথবা সম্বন্ধজ্ঞান রহিত বেদাধ্যয়ন দ্বারা কিম্বা আধস্তনিক শৌক্র পারম্পর্য্যক্রমে, ব্রাহ্মণ হইয়া চিরদিন ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করা যায় না। ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার একমাত্র কারণ বৃত্তি বা স্বভাব বা প্রকৃতি। স্বভাবানুসারেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা হইয়া থাকে শূদ্রও ব্রাহ্মণ বৃত্তিতে স্থিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে উক্ত অধ্যায়ে অন্যত্র দৃষ্ট হয় :—

"ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ।
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্য ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতেবৈর্ব্বে বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥"

অর্থাৎ এস্থলে পার্ব্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'হে দেব, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই ত্রিবর্ণ কোন বৃত্তি বিশিষ্ট হইলে, ইহজন্মেই স্বভাবক্রমে ব্রাহ্মণতা লাভ করিতে পারেন, তাহা বলুন।' তদুত্তরে মহাদেব বলিলেন,—'হে দেবি, শূদ্র যদি ব্রাহ্মাণচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্ম বৃত্তিতে জীবন যাপন করেন এবং শূদ্রাচার ও শূদ্র বৃত্তি ত্যাগ করেন তবে তিনি ইহজন্মেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন এবং বৈশ্যও যদি তাহার বৃত্তি ত্যাগ করতঃ ক্ষাত্র-বৃত্তি গ্রহণ করেন, তবে তিনিও ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নিজ নিজ বৃত্তি ও আচার ত্যাগ করতঃ উচ্চ ব্রাহ্মণবৃত্তি ও ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইলেই, তাঁহারা ইহজন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন।) যে শূদ্রে সৎস্বভাব ও সদাচার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-স্বভাব এবং ব্রাহ্মণাচার দৃষ্ট হইবে, তাহাকে দ্বিজাতিগণের মধ্যে বিশিষ্ট জানিতে হইবে, ইহাই আমার ধারণা।'

ঐ মহাভারতেই বনপর্ব্বে ২১৫ অধ্যায়ে দেখিবে:—ব্রাহ্মণোব্যাধায়—

সাম্প্রতঞ্চমতোমেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু।
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশোভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মেচ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহম্মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-ব্যাধকে বলিতেছেন,—'হে ব্যাধ, তুমি সম্প্রতি আমার মতে ব্রাহ্মণ, ইহাতে কোন সংশয় নাই। কারণ যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক এবং কুকর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া পতনীয় পাপকর্ম্মে অবস্থিত, সে শূদ্রসম এবং যে শূদ্র দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সত্য এবং ধর্ম্মে সতত উদ্যমবিশিষ্ট, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কারণ একমাত্র বৃত্তি দ্বারাই ব্রাহ্মণতা বিনির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।'

মহাভারতে বনপর্ব্বের ১৮০ অধ্যায় পাঠ করিলে জানিতে পারিবে,—

"যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈ তন্নভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির সর্পদেহধারী নহুষকে কহিলেন,—'হে সর্প, যাহাতে ব্রাহ্মণলক্ষণ যথা,—সত্য, দান, অক্রোধ, অহিংসা, অনিষ্ঠুরতা এবং পাপে ঘৃণা ইত্যাদি বৃত্তি দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ এবং যাহাতে ঐ সব গুণ নাই তিনি ব্রাহ্মণবেশে থাকিলেও অর্থাৎ উপবীতাদি গ্রহণ করিলেও, তাহাকে শূদ্র বলিয়া বিনির্দ্দেশ করিবে।'

ছান্দোগ্য উপনিষদে মাধ্বভাষ্যধৃত সামসংহিতা-বাক্য আছে:—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥"

সত্যকাম কে জানত বাবা?"

আমি বলিলাম,—"না ঠাকুর।"

পাগলঠাকুর বলিলেন,—"সত্যকামের ইতিবৃত্ত তোমাকে বলিতেছি শুন:—জবালা নামক এক দাসী যৌবনকালে বিচরণ করিতে করিতে সত্যকামকে আত্মজরূপে প্রাপ্ত হন। সত্যকাম ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীহরিভজন করিবার উদ্দেশ্যে মহর্ষি হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গমন করিলে, মহর্ষি তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। সত্যকাম গোত্র বলিতে না পারায় ঋষিকর্ত্তৃক মাতার নিকট

প্রেরিত হইলেন। মাতার নিকট গিয়া সত্যকাম গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে, মাতা বলিলেন,—'বৎস্য, যৌবনকালে বিচরণ করিতে করিতে, আমি তোমায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তুমি কোন গোত্রীয় তাহা আমি জানি না।' সত্যকাম আসিয়া বহু মুনিঋষিপরিবেষ্টিত মহর্ষি গৌতমকে সেই কথা অবিচলিত চিত্তে বলিলেন। মহর্ষি তাহার আশ্চর্য্য সরলতাগুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করিলেন এবং তদুচিত সংস্কারাদি দ্বারা চিহ্নিত করিলেন।

সামবেদীয় বজ্রসূচিকোপনিষদেও উক্ত আছে :—

"তর্হি কো ব্রাহ্মণো নাম॥ যঃ কশ্চিৎ......... কামরাগাদি দোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্ন ভাবমাৎসর্য্য-তৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধির্নাস্ত্যেব।"

অর্থাৎ তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যিনি কাম, রাগ, প্রভৃতি দোষরহিত, সমদমাদি গুণসম্পন্ন, ভাব মৎসরতা বা হিংসা, তৃষ্ণা বা লোভ, আশা ও মোহাদি রহিত এবং দম্ভ, অহঙ্কারাদি যাহার চিত্তে বর্ত্তমান নাই, এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিই, ব্রাহ্মণ, ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হয় না।

মহাত্মা নীলকণ্ঠ ব্রাহ্মণ বিনির্দ্দেশ বিষয়ে বলিয়াছেন :—

"শূদ্রলক্ষকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি। নাপি ব্রাহ্মণলক্ষশমাদিকং শূদ্রেঽস্তি।—শূদ্রোঽপি শমাদ্যু-পেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।"

অর্থাৎ শূদ্রলক্ষণ কামাদি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণে নাই এবং ব্রাহ্মণ লক্ষণ শমাদি অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষা উপরতি প্রভৃতি শূদ্রে নাই। শূদ্র শম-দমাদি গুণসম্পন্ন হইলে তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ কামাদিযুক্ত হইলে, সে নিশ্চয়ই শূদ্র।

শ্রুতিতে আছে :—

"ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণা স্মো বয়মব্রাহ্মণাবেতি।"

এই শ্রুতিমন্ত্রটি মহাত্মা নীলকণ্ঠ উদ্ধার করিয়া নিজের ব্রাহ্মণোচিত দীনতা করিয়া বলিয়াছিলেন,—আমরা জানি না, আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত গুণ আমাদিগের আছে কিনা জানি না, সুতরাং আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ কিরূপে বলিব।

পরমহংস মহাত্মা শ্রীধরস্বামী কহিয়াছেন :—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিতি। যদন্যত্র যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতি নিমিত্তেন।"

অর্থাৎ শমদমাদি বৃত্তি দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বিনির্দ্দেশ করা প্রধান ব্যবহার। বংশাদি বিচারে ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিতে নাই। যদি ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন নরে শমদমাদি গুণ বর্ত্তমান না থাকে এবং অন্য বংশোৎপন্ন জনে ঐ সমস্ত গুণ পরিলক্ষিত হয়, তবে তথায় বংশবিচার না করিয়া বৃত্তিমূলে বর্ণ-নিরূপণ অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ শমাদিগুণহীন ব্রাহ্মণবংশোৎপন্নজনকে অব্রাহ্মণ এবং তদ্ তদ্ গুণ যুক্ত অন্য বংশোৎপন্নজনকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অবশ্য বিনির্দ্দেশ করিবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু কহিয়াছেন :—

যোঽনধীত্যদ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।

উত্তমাদুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনাং হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্।
যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে॥
সপাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকাঃ।
যথা কাষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।"

অর্থাৎ যিনি উপনয়ন সংস্কার লাভ করতঃ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যান্য বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই সবংশে শীঘ্রই শূদ্রতা লাভ করেন। উত্তম ব্যক্তি যদি আরও উত্তম গুণ প্রাপ্ত হইয়া এবং হীন যদি হীনতা বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, তবে তাহারা উভয়েই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণতা লাভ করেন কিন্তু বিপরীত হইতে অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তি যদি হীনতাগ্রহণ এবং অধমজন যদি হীনতা ত্যাগ না করেন, তবে উভয়েই শূদ্র থাকিয়া যান। যিনি হীন স্বভাবযুক্ত হইয়া, সাধুর নিকটে অন্যরূপ অর্থাৎ নিজেকে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তিনি পাপীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং আত্মবঞ্চক। কাষ্ঠের হস্তী এবং চর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগপুত্তলি যেমন কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নয়, সেইরূপ, যে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করেন নাই, তিনি নির্গুণ এবং কোন কাজেরই নন।

এইরূপ শত শত উদাহরণ আছে বাবা। আমার কি আর সব মনে আছে। এই সমস্ত উদাহরণ হইতে তুমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছ যে একমাত্র বৃত্তি বা গুণই ব্রাহ্মণতার মূল ভিত্তি। আরও দেখ, যে সমস্ত শাস্ত্র ও মহাজনের আদেশ তোমাকে বলিলাম, সে সকলেতেই বিধিলিঙের প্রয়োগ আছে। বিধিলিঙের প্রয়োগ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ঐরূপ পালন না করিলে সাধু ও শাস্ত্রের নিকট অপরাধ হইবে এবং অপরাধকারী প্রায়শ্চিত্তাধীন হইবেন।

কিন্তু অধুনা ঐ সমস্ত বিধি আদৌ প্রতিপালিত হইতেছেনা এবং অযোগ্য ব্রাহ্মণবংশধরগণ ব্রাহ্মণ অভিমানে প্রমত্ত হইয়া অন্যান্য ত্রিবর্ণের মস্তকে নিঃসঙ্কোচে পা তুলিয়া দিয়া মহাসুখে কামিনী কাঞ্চনভোগে প্রমত্ত হইয়াছেন। মূর্খ তাঁহারা মনে করিতেছেন যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। শ্রীহরি-ভজনোচিত বৃত্তিই যে ব্রাহ্মণতার মূল কারণ, শাস্ত্রজ্ঞান অভাবে তাহা জানিতে পারিতেছেন না। হায়, ধিক্ তাহাদের বংশগৌরবে, ধিক্ তাহাদের ব্রাহ্মণত্বে, ধিক্ তাহাদের বর্ণ অভিমানে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পাগলঠাকুর গাহিতে লাগিলেন :—

মনরে কেন আর বর্ণ অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'য়ে যমদূতে যাবে লয়ে,
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর'
তাতে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুইজনে, দণ্ড পাব এক সনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান॥
তবে কেন অভিমান, ল'য়ে তুচ্ছ বর্ণ মান,
মরণ অবধি যার মান।
উচ্চ বর্ণপদ ধরি, বর্ণান্তরে ঘৃণা করি,
নরকের না কর সন্ধান॥
সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান॥

তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথাশক্তি,
সোনায় সোহাগা পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, সর্ব্বলাভ ইহামুত্র,
(শ্রীগুরু) সেবক করিবে স্তুতিগান॥

পাঠক মহোদয়গণ, পাগল ত আমায় বাদ্ করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং আমি আর কিছু বলিতে চাই না, আপনারাই বলুন—"এ কেমন পাগল ?"

ভবঘুরের উক্তি।

ভায়া হে মঠ ত' গুলজার। সহরময় হৈ চৈ পোড়ে গ্যাছে! নাগাৎ সেই ভবানীপুর, এদিকে শ্যামবাজার বাগবাজার তোমাদের লোক ঘুরছে। এখানে পাঠ, ওখানে কীর্ত্তন, সেখানে বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, মহোৎসব। বাহিরে সব দেখে চারদিক যেন রমরম কর্‌ছে। কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখ্‌লে কেবল অপ্রাকৃত তত্ত্ব, অধোক্ষজজ্ঞান, আত্মা বা অরে, বিক্রীড়িতং ব্রজবধূ, ভূমিরাপোনলো, উৎপত্ত্যাসম্ভবাৎ, শ্রীজীবপাদ কি বলছেন, কোথায় অপ্রয় দীক্ষিত নিরসন, শক্তি পরিণাম, এই সব বেদ-বেদান্ত ভাগবত গীতা টীকা-ভাষ্য নানা কথার আলোচনা হচ্ছে, আবার একদিকে ভজনানন্দী বাবাজী হরেকৃষ্ণ নামে চারিদিক মুখরিত কচ্ছেন। মঠে এসে এসে আমিও তোমাদের অনেক কথা শিখে ফেলেছি। পরমহংস-ঠাকুরের কাছে গেলেই হয় শাস্ত্রকথা, নয় ভজন-মাহাত্ম্য, সেবার আলোচনা এইসব। ত্রিদণ্ড ধোরে সন্ন্যিসীরা এ পাড়া ও পাড়া প্রচারে · ব্রহ্মচারীরা ভিক্ষায়, পাঠে। আবার নাকি তোমাদের মঠ কল্‌কাতায় বাড়্‌ছে। তা' হ'লেই হোয়েছে। 'একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব সহায়। এই এক মঠেই যেখানে যত কপটী ফপটী ছিল, সব শশব্যস্ত হ'য়ে দল বাঁধছে। প্যাঁচা সূর্য্য দেখ্‌লে যেমন করে আর কি। আবার মঠ হলে চারদিকে একেবারে ছটফট্‌ লাগিয়ে দেবে। আর সোজা-সুজি লোকগুলি হরি-কথা শোনার আরও অবসর পাবে। আরে ভাই, ভাল কথা, এক শুভ খবর। খবর বল্‌তে গিয়ে সেই এক ধার্ম্মিকের কথা মনে পোড়ে গ্যাল। যদি বল কেন খবরটা প্রথমে শুনতে যতটা ভাল, কাযে তা' না হোতে পারে। বক-ধার্ম্মিক যেমন পুকুরের পাড়ে, ঠিক জলের ধারে চুপকোরে দাঁড়িয়ে থাকে —যেন ধ্যান করচে, নড়েও না চড়েও না। যেন সে গভীর ভাবে মগ্ন, এ দুনিয়ার কথা তা'র যেন মনেই নাই, ভগবানের চিন্তায় যেন মন প্রাণ সমর্পণ কোরে বিভোর হোয়ে আছে। কিন্তু তার এই নির্লিপ্তভাব দেখে, কি তাকে একটা অচল জিনিষ মনে কোরে যেই একটী মাছ ঘুরতে ঘুরতে তা'র গম্ভীর মাঝে এসে পোড়েছে, অমনি ঋষিঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ, অমনি কপাস্ কোরে জল থেকে মাছটী ধোরে নিয়ে তার স্বর্গ পাওয়ার বন্দোবস্ত কোরে দিলেন। আহা মাছটার কি সৌভাগ্যি—সাধুসেবায় জীবন দিয়ে তার অক্ষয়পুণ্য হোয়ে গ্যাল। তাই হোয়েছে আজ ঢাটক পাঠকদের শ্রোতার দশা। তাদের মনে করে দেওয়া হয় ভাড়াটে ভাগবত পাঠককে যে যত দিতে পার্ব্বে তা'র তত সুবিধে হ'বে। জুয়াচুরি বাটপাড়ি কোরে পয়সা রোজগার কর, আর পাঠকের গিন্নীর গয়না গড়িয়ে দাও, সব পাপ ঘুচবে অর্থাৎ সংসার ভোগ চালাতে কোন অসুবিধা হ'বে না। হায় হায় কালাপাহাড়, কালাপাহাড়াদের হাতে ভগবানের বিগ্রহের যে দশা দেখ্‌তে হোয়েছিল, আর এখনকার পাঠকদের হাতে সাক্ষাৎ ভগবদ্ বস্তু শ্রীমদ্ভাগবতের সেই দশা। আর পয়সা

ফিরে পাঠশোনাদলের ঐ মাছের দশা। তা' ভাই, তোমাদের প্রচারে ফল ধোরেছে। কোন কোন বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতী আর পেসাদারী পাঠ শুন্‌তে রাজী ন'ন্। তাতে কি হোয়েছে জান, কোন কোন পাঠক স্থানবিশেষে বিনা পয়সায় পাঠের বন্দোবস্তের জন্ত ব্যস্ত হোয়ে উঠেছে। মৎলব ভাগবতের নাম কোরে কাণে একটু কাব্য-রস প্রবেশ করিয়ে দিতে পারলেই হল্, তা'র পরে নানা কর্ম্মকাণ্ডের দান ধ্যানের কথা তুলে দু'চার হাজার বা'র কোরে নোব। ধন্য কৌশল পাঠক দাদা, ধন্য বুদ্ধি! তবে যদি তোমার চারের মাছ তোমাতে বক-ধার্ম্মিকের ভাব ধর্‌তে পারে, তা' হোলে কত দূর সুবিধে হ'বে বল্‌তে পারি না। তা' জায়গায় জায়গায় হোটে আস্‌তে হ'বে বৈকি। কেউ যখন বুঝবেন যে তাঁর কাছে পয়সা নিতে না চাইলেও যা'র ভাগবত পড়া পয়সা নিয়েই গিন্নীর সেবা হয়, অলঙ্কার হয় তা'র মুখে ভাগবত পাঠ হয় না। বিজ্ঞাপন দেবার জন্তে যদিও কোথাও সে বিনা পয়সায় পাঠ করে, তবু তা'র পাঠ শুনে অপরাধ সঞ্চয় কর্‌তে নেই। ঘরের পয়সা খরচ কোরে জেনে শুনে কে দাদা অপরাধ কিন্‌তে যাবে। তবে সকলে ত' আর বুদ্ধিমান্ নয়, দুনিয়ার বুদ্ধি থাক্‌লেই ত' আর বুদ্ধিমান্ বলা যায় না। যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। এরকম চতুর একটী ভক্তকেও তুমি ঠকাতে পার্ব্বেনা। যদি সত্যি সত্যি বিনা পয়সায় পাঠ করতে চাও আগে পাঠ কোরে যত পয়সা কামিয়েছ সব হরি সেবার জন্তে যথার্থ বৈষ্ণবের হাতে-ন্যস্ত কোরে দাও, নিজের হাতে রেখনা, তোমার হাতে ও পয়সা থাকতে তুমি হরিভজন কর্‌তে পারবে না, ও যে গুরুবৃত্তি নয় ভাই। যদি তুমি যথার্থ ভাগবত আচার স্বীকার কোরে ভাগবত পাঠ কর্‌তে পার, শুদ্ধ ভক্তগণ তোমায় বিশেষ আদর কর্‌বেন, ভগবান্ আর ভক্তে আত্মসমর্পণ কর ভাই, তাঁরা তোমার ভরণের ভার নেবেন, আর আমাদের মা তোমার সহধর্ম্মিণী, তুমি যথার্থ ধর্ম্ম পথে চল্‌লে তিনিও তাই কর্‌বেন. তাঁর জন্তে তোমায় ভাবতে হ'বেনা, ভাই। একবার কর্ত্তাহং ভাব ছেড়ে সত্যি সত্যি ভাগবত পড়ার আসরে নেবে পড় দেখি, দেখ্‌বে কত আরাম, কত তৃপ্তি, কত শান্তি, যথার্থ আনন্দের অধিকারী হোয়ে পড়্‌বে। এস, ভাই এস শুদ্ধ ভক্তের চরণে আর অপরাধ কোরো না, নিজের মঙ্গল চাও, যারা তোমার মুখ চেয়ে থাকে তা'দেরও যথার্থ মঙ্গলের পথ দেখিয়ে দাও, তাদের সাধু সঙ্গ করিয়ে দিয়ে যথার্থ বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুর কাজ কর। তখন দেখ্‌বে এই ভবঘুরে তোমার পায়েও দণ্ডবৎ দেবার জন্তে ব্যস্ত হ'বে। ভায়াহে, আজ প্রাণের আবেগে অনেক কথা বল্‌লুম। এই আবেগটা স্থায়ী হ'লে যে বেঁচে যাই, ভাই। এইটুকু কি তোমরা পরমহংসঠাকুরের পাদপদ্মে আমার হোয়ে জানাতে পার না। নইলে যাত্রাদলের ম্যাড্‌সিনের মত মাঝে মাঝে আবেগ এসে কি লাভ, ও'ত' খাঁটী জিনিষ নয়। ভগবানের আর ভক্তের সেবার জন্তে কবে আমার প্রাণ কাঁদবে! এমন দিন কি আমার হ'বে, ভাই? তোমরা আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার সুমতি হয়, যেন এই ভবে ঘোরার রোগটা আমার কেটে যায়, যেন কার জন্তে ঘুরে মরি এই ভুলটা আমার ভেঙ্গে যায়। নইলে তোমাদের সঙ্গে শুধু মোৎসব খেয়েই দিন কাটালুম, কাজের কাজ কিছু হোল না। আসি ভাই, এখনও ত' আমি তোমাদের মঠে থাক্‌বার যোগ্য হইনি, কবে যে হ'ব, আর হ'ব কি না হ'ব তাও বল্‌তে পারি না। আশাও কম। চল মন দেখি এখন তুই কোন দিকে ঘোরাস্। দণ্ডবৎ, ভায়া, ঠাকুর মশায়ের চরণে কোটী কোটী দণ্ডবৎ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৩০। | ৩৫শ সংখ্যা

শ্রীধরস্বামী

শ্রীধর টীকাকার বলিয়া যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহার সহিত অন্যের উপমা হয় না। শ্রীধর কোন্ গ্রন্থের টীকাকার এই প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় যে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সুবোধিনী টীকাকার, শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবার্থদীপিকা টীকাকার ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণের আত্মপ্রকাশ টীকাকার। গীতা, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ এই তিনখানিই ভক্তিশাস্ত্র, সাত্বত শাস্ত্র ও বেদান্ত শাস্ত্র। গীতাশাস্ত্রের অভক্তিপর ব্যাখ্যাতা দুই চারিজন হইয়াছেন কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত লইয়া বা শ্রীবিষ্ণুপুরাণ লইয়া অভক্ত সম্প্রদায় টানাটানি করেন নাই।

শ্রীধর তুর্য্যাশ্রমস্থ সন্ন্যাসী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণ অনেকেই ত্রিদণ্ডী। শ্রীমধ্বমুনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইয়াও একদণ্ডী। তাঁহারই অষ্টাদশ অধস্তন পরিচয় দিয়া গৌড়ীয়গণের সেব্য শ্রীবিশ্বম্ভরও একদণ্ডী সন্ন্যাসী। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত পার্ষদগণ সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। শ্রীগৌরসুন্দরের কতিপয় মিত্র একদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তদাশ্রিত জনগণ সকলেই বৈদিক ত্রিদণ্ডের অনুবর্ত্তী। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে নানা স্থানে ত্রিদণ্ডের কথাই উল্লিখিত আছে।

ত্রিদণ্ডি যতি শ্রীমদ্বল্লভ, শ্রীধর স্বামীপাদকে অদ্বৈত বাদের পরিপোষক বলিয়া স্থির করায় শ্রীগৌরসুন্দর তাহা অনুমোদন করেন নাই। যে স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান এবং প্রাচীন টীকাকার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে কেবলাদ্বৈতপন্থী বলা সমীচীন নহে এ কথা শ্রীগৌরহরি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন। যেকালে শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীমদ্ভাগবতের সুবোধিনী টীকা রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইয়া অনু-

মোদন লাভ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ-রাজের মধ্যে অন্ত্য তৃতীয় পরিচ্ছেদে এরূপ বর্ণিত আছে।

ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তার ব্যাখ্যান বচন॥ ১০৭।
সেই ব্যাখ্যা করে যাহা যেই পড়ে মানি।
একবাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি॥ ১০৮।
প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যে জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥ ১০৯।
প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুইগুণ যাঁহা তাঁহা নাহি গর্ব্ব পর্ব্বত॥ ১২৫॥
শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধর স্বামী নাহি মান এত গর্ব্ব ধর॥ ১২৬॥
শ্রীধর স্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥ ১২৭॥
শ্রীধর উপরে অর্থ যে কিছু লিখিবে।
অর্থ ব্যস্ত লিখন সেই লোকে না মানিবে॥ ১২৮॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ॥ ১২৯॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্॥ ১৩০॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীধর স্বামীকে অনুমোদন করিয়াছেন সেই টীকাকারই অপরাপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের সম্মানের পাত্র। শ্রীজীবপাদ শ্রীমদ্ভাগবত টীকা ক্রমসন্দর্ভ প্রারম্ভে শ্রীধরস্বামীর কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই:—

শ্রীভাগবত নিধ্যর্থা টীকাদৃষ্টিরদায়ি যৈঃ।
শ্রীধরস্বামিপাদাংস্তান্ বন্দে ভক্ত্যেকরক্ষকান্॥
স্বামিপাদৈর্ন যদ্ব্যক্তং যদ্ব্যক্তং চাস্ফুটং ক্বচিৎ॥
তত্র তত্র যে বিজ্ঞেয়ঃ সন্দর্ভঃ ক্রমনামকঃ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদও টীকাপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন:—

টীকাং স্বাম্যনুকম্পিতোঽহং বিদধে সারার্থ সন্দর্শিনীম্।

শ্রীধর স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া ভাগবত পাঠ করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীচক্রবর্ত্তীঠাকুর মহাশয় শ্রীধরের আনুগত্যেই শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ানুকূল টীকাদ্বয় রচনা করেন। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহাকে ভক্তি-পথের একমাত্র রক্ষক বলিয়া সমলঙ্কৃত করিয়াছেন।

টীকার শ্রীধর স্বামী ব্রজবিহার প্রভৃতি কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার রচিত কয়েকটী শ্লোক শ্রীরূপগোস্বামীপাদের পদ্যাবলীতেও সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীধরের অজামিলোপাখ্যান টীকায় শ্রীনামের মহিমাবর্ণনেও তাঁহার নির্ম্মলা শুদ্ধাভক্তির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অদ্বৈত-পন্থী শঙ্কর সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট ছিলেন বলিয়া শ্রীরাধারমণ দাস গোস্বামী দীপিকাদীপন প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত এ বিষয়ে নানাপ্রকার মত উপস্থাপিত হইয়াছে। কেহ বলেন তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্য এবং ত্রিদণ্ডী যতি। শ্রীবিষ্ণুস্বামির রচিত কতিপয় শ্লোক তাঁহার ভাগবত টীকার মধ্যেই ১।১।৬ এবং ৩।১২।৩ উভয় স্থানেই উল্লিখিত দেখা যায় এবং তাহাই শ্রীচরিতামৃতাদি গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার গুরুভ্রাতার নাম শ্রীলক্ষ্মীধর যতি। এই লক্ষ্মীধরের রচিত কয়েকটী পদ্য পদ্যাবলীতে স্থান পাইয়াছে। শ্রীলক্ষ্মীধর শ্রীনামকৌমুদী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীনাম-কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থের

প্রমাণ বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্ত অনুগমন করিয়া শ্রীধর যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাশয় কেবলাদ্বৈত সিদ্ধান্ত বিচারসাম্য দর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শনে দৃষ্টি করিলে শ্রীধরকে কেবলমাত্র মায়াবাদী মনে করিতেন না। শ্রীধর শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাতা সুতরাং ভক্তগণের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার শুদ্ধাদ্বৈত বিচারকে মায়াবাদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে গেলে অপরাধ হয় ইহাই শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি একদণ্ডী সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী নহেন বলিয়াই অপর মাধবমতাবলম্বিগণ তাঁহার আদর করেন নাই। শ্রীধরকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের আচার্য্য জানিতে পারিলে শ্রীবল্লভভট্ট মহাশয় কখনই তাঁহার মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেন না। ইদানীন্তন কেহ কেহ ভট্ট বল্লভাচার্য্যকে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের অভিনব আচার্য্য বলিয়াই স্বীকার করেন।

শ্রীধর স্বামী শ্রীপরমানন্দ নামক যতির শিষ্য এবং তাঁহার মতানুবর্ত্তী। মায়াবাদিগণ গুরু পরম্পরার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা অধিরোহবাদী এবং অধোক্ষজ সেবার বিরোধী। শ্রীধর স্বামী সেরূপ নহেন তিনি অবরোহবাদী এবং আম্নায় গুরুপারম্পর্য্যের পক্ষপাতী সুতরাং বৈষ্ণব। শ্রীধর ভাবার্থদীপিকা শেষে লিখিয়াছেন তিনি শ্রীগুরুদেব পরমানন্দ স্বামীর মতানুবর্ত্তী হইয়াই টীকা রচনা করিয়াছেন, নিজের পাণ্ডিত্য প্রচারাভিমানে প্রমত্ত হন নাই। মায়াবাদিগণের গুরুদাস্ত এই প্রকার হইতে পারে না।

পরমানন্দ পাদাব্জভৃঙ্গশ্রীঃ শ্রীধরোঽকরোৎ।
শ্রীমতাং পরমানন্দনৃহরিঃ সদ্গুরুঃ স্বয়ম্॥
বিবৃতং তন্মতেনেদং ন তু মন্মতিবৈভবাৎ।

গীতার সুবোধিনী টীকায় শ্রীধর লিখিয়াছেন :—

পরমানন্দ পাদাব্জভৃঙ্গ শ্রীধরেণাধুনা।
শ্রীধরস্বামি যতিনা কৃতা গীতা সুবোধিনী॥

শ্রীগোপালভট্ট পরিবার শ্রীগোপীনাথাশ্রয় স্বধাম প্রাপ্ত শ্রীরাধারমণ দাস গোস্বামী দীপিকাদীপনের প্রারম্ভে শ্রীধরের ঐতিহ্য বিষয়ে এরূপ লিখিয়াছেন :—

শ্রীধরঃ খলু স্বপাণ্ডিত্যেন দিশো বিজিত্য গৃহমাগচ্ছন্ মার্গে বহূন্ পাটচ্চরান্ দদর্শ। দৃষ্ট্বা চ ভীতঃ স্বগার্হস্থ্য উপাস্যং রামং নেত্রে নিমীল্য রক্ষার্থং ধ্যাতবান্। তৎক্ষণমেব ধনুর্ব্বাণ-ধরঃ শ্রীরামঃ পাটচ্চরাণামভিমুখে বহুভয়মাবিশ্চকার। ভীতাস্তে শ্রীধরস্য পাদয়োঃ পতিত্বা নিবেদিতবন্তঃ বিপ্র, ত্বৎসবিধে দূর্ব্বাদলঃ শ্যামঃ কশ্চিদ্বালো বাণৈর্নো বিধ্যতি পাহি পাহি ইতি। তচ্ছ্রুত্বা শ্রীধরো মনসি দুঃখিতঃ পরামমর্শ হন্ত মম ধনার্থং মৎপ্রভুঃ শ্রমং চকারেতি। ততো নির্ব্বিন্ন সর্ব্বং ত্যক্ত্বা কাশ্যামাগত্য দণ্ডং গৃহীত্বা পরমানন্দস্বামিনঃ সকাশাৎ নৃসিংহমন্ত্রং জগ্রাহ ইতি অতএব আদৌ রামায় নতিঃ পশ্চান্নৃসিংহাশ্রয়ণং ততঃ শ্রীমদ্ভাগবতাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বং নির্ণীয় কৃষ্ণোপাসনাং স্বীচকারেতি। শ্রীভাগবতেতু সর্ব্বত্র ভক্তেরেব বৈশিষ্ট্যং ক্বচিন্মুক্ত্যাদি-বর্ণনং তু শঙ্করসম্প্রদায়ানুরোধাদেব বস্তুতস্তু শেষ-নারায়ণীয়সম্প্রদায়ানুকূলেন।

মাধুকরী।

মধুকর অর্থে ভ্রমর। ভ্রমরের বৃত্তিকে মাধুকরী কহে। ভ্রমর যেমন স্বাধীনভাবে নানাপুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া নিজ উদরপূর্ত্তি করে তদ্রূপ নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ কাহাকেও উদ্বেগ না দিয়া স্বতন্ত্র ভাবে নানাস্থান হইতে ভিক্ষাসংগ্রহপূর্ব্বক স্বচ্ছ-

যোগ্য দেহ রক্ষা করেন। মধুকর যেমন বিবিধ পুষ্প হইতে মধুই আহরণ করিয়া থাকে তদ্রূপ সাধুগণও অতি বিষয়ী মলিনজনের নিকট হইতেও সাক্ষাৎ মহাপ্রসাদ বুদ্ধিতে ভিক্ষা গ্রাস সংগ্রহ করেন। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অপরে মাধুকরী গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন। যাহার কিছুমাত্র কিঞ্চনতা আছে অর্থাৎ জগতে জন্ম (জাতিমদ), ঐশ্বর্য্য (ধনমদ) শ্রুত (বিদ্যামদ) বা শ্রীর (রূপমদের) গৌরব আছে তাহার মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন সম্ভবপর নহে। কারণ জাতিমদ থাকিলে 'শ্বপচ গৃহ' হইতে মাগিয়া খাওয়া যায় না। ধনমদ থাকিলে লজ্জা অভিমান আসিয়া প্রাণ আলোড়ন করিয়া দেয়। বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের গৌরব থাকিলে 'লোকে আমায় ছোট বলিবে' এইরূপ ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। সৌন্দর্য্যগৌরব থাকিলে, আমার রূপ নষ্ট হইয়া যাইবে, প্রভৃতি নানাবিধ আশঙ্কা থাকে। অতএব নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণই মাধুকরী গ্রহণের অধিকারী। এই গেল একদিকের কথা। আবার অনেক সময় দেখা যায় যেমন অনেকেই ভৌম বৃন্দাবনে গিয়া একটা প্রথা বা নিয়মের অনুরোধে ডালরুটি বুদ্ধি লইয়া একদিন কি দুইদিন মাধুকরী মাগিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ প্রতিষ্ঠাশার বশবর্ত্তী হইয়া নিষ্কিঞ্চনের ভান করিয়া মাধুকরী মাগিতে প্রবৃত্ত হন—কিন্তু প্রাণে প্রাণে সমাজের ভয় বা জাত্যাভিমান প্রভৃতি লুক্কায়িত থাকে। মুখে সকলকে ব্রজবাসী বলিলেও মাধুকরী মাগিবার সময় ব্রজবাসীতে জাতিবিচার করিতে কুণ্ঠিত হন না। শুদ্ধ ভক্তগণ ইঁহাদের কপটতা ধরিয়া ফেলেন। এইজন্যই শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য গাহিয়াছেন—

"ধনজন পুত্রদারে এসব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥"—প্রার্থনা।

ধনজন স্ত্রীপুত্রের অপেক্ষা থাকা পর্য্যন্ত একান্ত হওয়া যায় না। শ্রীভগবানে ঐকান্তিক মতি বিশিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত দেহ, দ্রবিণ, সুহৃদের জন্য ভয়, শোক, স্পৃহা, লোভ, আমি ও আমার এই সব অসদবগ্রহ পরিহার করা যায় না। সুতরাং তাহার পক্ষে বৃন্দাবনে বাস অসম্ভব। অবিশুদ্ধ বিষয়াসক্ত মনে চিন্ময় বৃন্দাবন-বাস হয় না। সেবোন্মুখতা না আসিলে চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি হয় না। সুতরাং সে বৃন্দাবনে বাস ছলনায় মায়িক রাজ্যেই বাস করে। তাই ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন শ্রীভগবানে একান্ত হইয়া জড়ীয় সমস্ত দুঃখ ও শোক বিশেষ-ভাবে পরিহার করিয়া ব্রজ-বাস লাভ ঘটিলেই মাধুকরী মাগা যায়। পুনরায় শ্রীলঠাকুর মহাশয় জীবকে সাবধান করতঃ বলিতেছেন :—

ত্যজিয়া শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ।
ষড়-রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥

আমরা শ্রীভাগবতে দেখিতে পাই হিরণ্যকশিপুর রাজত্বে প্রহ্লাদ নানাবিধ ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন। প্রহ্লাদ বা প্রকৃষ্ট আহ্লাদ বা আনন্দের উদয়ে হিরণ্যকশিপুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সোজা কথায় "যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম। যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম"।

হিরণ্য অর্থে সুবর্ণ বা কনক, কশিপু অর্থে উত্তম শয্যা বা ভোগসম্ভার। যে কাল পর্য্যন্ত জীব ভোগোন্মুখ থাকে সেকাল পর্য্যন্ত তাহার অপ্রাকৃত

প্রেম আস্বাদন করা সুদূরপরাহত। যাহারা ভোগবুদ্ধি থাকা কালে ব্রজজনের নির্ম্মল অপ্রাকৃত ভজন রসের মাধুরী আস্বাদন করিতে অগ্রসর হন তাহারা অপ্রাকৃত রস হইতে চিরতরে বঞ্চিত হন॥ মধুকর যেমন কাচাচ্ছাদিত মধুপূর্ণ ভাণ্ডের আবরণের উপর বসিয়া মধুর সুমিষ্ট আস্বাদ না পাইয়া বঞ্চিত হয় মাত্র তদ্রূপ নিষ্কিঞ্চন অভিন্ন ব্রজজন গৌর-জনের চরণ আশ্রয় না করিয়া যাহারা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ সকিঞ্চন বিষয়-রসিকগণের নিকট ব্রজের অপ্রাকৃত মধুর রসের আস্বাদন পাইবার জন্য ধাবমান হন তাহাদের দশাও ঐরূপই হইয়া থাকে। কাচ ভেদ করিয়া মধুভাণ্ড হইতে মধুর আস্বাদন ত তাহাদের ভাগ্যে ঘটেই না অধিকন্তু ব্রজ-জনের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। শয়নসুখের স্পৃহা ও ষড়্‌-রস-ভোজন স্পৃহা এই দুইটীই বদ্ধজীবের অধিক বলবতী। এই জন্যই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন :—

> মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
> মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাং।
> অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
> পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাং॥
> ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
> দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
> অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা
> স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন—"শাস্ত্রে দেখা যায় ত্রিবিধভাবে শ্রীকৃষ্ণে জীবের মতি হইয়া থাকে। পরতঃ অর্থাৎ গুরূপদেশ-প্রভাবে, স্বতঃ—নিজে নিজে শাস্ত্রাধ্যয়নাদি দ্বারা, মিথঃ—পরস্পর শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদির সাহায্যে। কিন্তু ভবাদৃশ ব্যক্তির কথা ত দূরেই থাকুক (কারণ আপনি কনক কামিনী উভয়েই রত) যাহারা 'গৃহব্রত' অর্থাৎ গৃহকেই ব্রত বা সঙ্কল্প করিয়াছে গৃহচেষ্টা, গৃহসুখ, গৃহপালনই কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলেও ব্রত উদ্‌যাপন-কারীদের ন্যায় যাহাদের করণীয় বস্তু হইয়াছে তাহাদের মতি শ্রীকৃষ্ণে কিছুতেই হইবে না। ইহারা যদি কোটী জন্মও শ্রবণকীর্ত্তন করে, সহস্র সহস্র শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, শত শত গুরূপদেশ লাভও করে তথাপি কোনও মূর্খ নাবিক যেমন নঙ্গর ফেলিয়া রাখিয়া বহু পরিশ্রমে দাঁড় বাহিয়াও তাহার নৌকাকে গন্তব্য পথে লইতে পারে না কেবল পরিশ্রম মাত্রই সার হয় তদ্রূপ গৃহব্রত-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগেরও ঐরূপ দশা হইয়া থাকে। কারণ ইহারা অদান্ত-গো বা গোদাস। ইহাদের জড়-জগতে বহুবিধ প্রতিষ্ঠা থাকিলেও ইহাদের ইন্দ্রিয়-সকল অশান্ত। সুতরাং সেই অশান্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের চর্ব্বিত নিষ্পিষ্ট সংসারে প্রবেশ করে। যে সংসার চর্ব্বন করিয়া পূর্ব্ব-গামীগণ কোনও রস না পাইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন উষ্ট্রের ন্যায় রক্তাক্তজিহ্ব হইয়াছেন কেবল নিজ মুখনির্গত রক্তের স্বাদে প্রলুব্ধ হইয়াছেন মাত্র,—যাহারা অশান্ত ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক চালিত হয় তাহারা আবার রসাস্বাদ পাইবে মনে করিয়া; ঐরূপ চর্ব্বিত সংসারকে পুনরায় চর্ব্বন করিতে প্রয়াসী হন সুতরাং তাহারা অন্ধতামিস্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। তখন হিরণ্য-কশিপু বলিলেন—"ওরে মূঢ়, ইন্দ্রাদি দেবতাগণও আমার চরণ পূজা করিয়া থাকে—জগতে আমার ন্যায় শ্রদ্ধাস্পদ কে আছে? তার উপর আমি তোর পিতা তোর আরও পূজনীয় তুই আমাকে এ সব কথা বলিতেছিস্! তোর গুরু ষণ্ডামর্ক

স্বনামধন্য সর্ব্ব-পূজনীয় শুক্রাচার্য্যের শিষ্য। তাঁহারা মহাবিদ্বান্। সমস্ত বেদ বেদান্ত তাঁহাদের করতলগত তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য জানেন, তাঁহারা সিদ্ধান্তের রত্নস্বরূপ আর তুই কি না একটা সামান্য বালক তাঁহাদের সিদ্ধান্তও সৎ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেছিস্ না? তখন প্রহ্লাদ মহারাজ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—তাঁহারা বিদ্বান হইলে কি হইবে, শুক্রাচার্য্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিষ্য হইলেই বা কি হইবে? কারণ তাঁহারা নিজ স্বরূপই অবগত নহেন সুতরাই নিজ স্বরূপের অর্থ বা প্রয়োজনরূপা গতি বিষ্ণুর বিষয় কিরূপে জানিবে? তাঁহাদের সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব বা গোড়ায় গলদ। তাঁহারা প্রয়োজনের কথা কি বলিবেন বা জানিবেন? তবে তাঁহারা অনর্থরূপা গতি ভোগময় স্বর্গাদির বিষয় বেশ জানেন। কোন্ আচার করিলে পুণ্য লাভ হয় এ সব স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ বেশ তাঁহাদের নিকট পাওয়া যাইতে পারে। যেহেতু তাঁহারা দুরাশয় বহির্ম্মুখকেই অর্থ বলিয়া বরণ করিতে থাকেন। অতএব যাহারা নিজেরাই স্বরূপজ্ঞ নহে তাহাদের শিষ্যেরা আর কি জানিবে? অন্ধ কি আর এক অন্ধকে একটা মনগড়া পথের কথা বলিয়া দিতে পারে না? কিন্তু সে পথ অনুসরণ করিলে যেরূপ অন্ধকার গর্ত্তে পতিত হইতে হয় তদ্রূপ ইহাদের শিষ্যগণও বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জু যাহাতে ব্রাহ্মণাদি-নাম-স্বরূপ বিস্তর দাম আছে তাহাতেই বদ্ধ হইয়া অন্ধ কর্ম্মমার্গে পতিত হয়। সুতরাং ব্রজজনের ভজনানন্দ, ব্রজের অপ্রাকৃত সেবাসুখ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা জীবের একমাত্র প্রাপ্য বস্তু এবং তাহা পরম মঙ্গলপ্রদ ও নিখিল অনর্থ-বিনাশী। বেদবাক্য দ্বারা এইরূপ জ্ঞান হইলেও গৃহমেধি-পুরুষগণের মতি তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ভগবৎ পাদারবিন্দে যুক্ত হয় না যাবৎ কাল পর্য্যন্ত না তাহারা সে সকল নিষ্কিঞ্চন সাধুপুরুষ যাঁহারা ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন পূর্ব্বক ত্যক্ত-পুত্রাকলত্রাভিলাষ হইয়াছেন এবং যাঁহারা কর্ম্ম-জ্ঞানাদিতে স্পৃহা পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধ নির্ম্মলা ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন এইরূপ মহাপুরুষগণের চরণরজে অভিষিক্ত না হয়। সুতরাং মাধুকরী বা ব্রজজনের সেবানন্দ বা ভজনানন্দের অভিলাষ করিলে শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অনুগত হইতে হইবে। এই সব নিষ্কিঞ্চন গৌরজনে জাতি-বিচার করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে কোটি কোটি জন্ম অধমযোনিতে পচিয়া মরিতে হইবে।

দৈন্য।

বৈষ্ণবতা সাধনে দৈন্যই সর্ব্বপ্রধান গুণ। হৃদয়ে দৈন্য না থাকিলে ভগবৎসেবায় মন সম্যক্ নিয়োজিত হইতে পারে না। ভোগ-প্রবৃত্তি আমাদের চিত্তে দৈন্যের অন্তরায়। দৈন্য অর্থে ভোগপ্রবৃত্তির অভাব জানিতে হইবে। "দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্। পণ্ডিত কুলীন মানীর বড় অভিমান।" এস্থলে বাহিরের দৈন্য অর্থাৎ সংসারে অর্থার্জ্জনের অযোগ্যতা বা অক্ষমতা দৈন্য বলিয়া কথিত হয় নাই। তোমার অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক, তুমি কুলীনবংশে জাত হও আর নাই হও, তোমার লৌকিক পাণ্ডিত্যের সুলভতা বা অভাব হউক তোমার চিত্তে জড় অভিমান থাকিবার কোন্ বাধা নাই। অনেক পর্ণকুটীরবাসীর নিকট কি শুন নাই—আমরা গরীব বটে, কিন্তু আমরা খুব ভাল লোক, আমরা ছোট

নহি; হীনবংশোদ্ভব কি বলে না—আমাদের উচ্চ বংশে জন্ম হয় নাই বটে, কিন্তু উচ্চ বংশের সকল গুণ আমাদের আছে, দেখ কত কুলীন ব্রাহ্মণ আমাদের তাঁবেদার;—মূর্খের কি দম্ভ নাই—আমরা লেখাপড়া শিখিনাই বটে কিন্তু আমাদের মত বুদ্ধি অনেক পণ্ডিতের নাই; অসম্মানিত ব্যক্তি কি আক্ষেপ করে না,—লোকে আমাদের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিল না? সুতরাং দেখা যায় যে, নির্ধন অপণ্ডিত অকুলীন ও মর্য্যাদাহীন হইলেই যে তাহার চিত্ত যথার্থ দীন হইয়াছে তাহা নহে। ইহাদের হৃদয়ে যথেষ্ট ভোগবৃত্তি বর্ত্তমান, ধন, পাণ্ডিত্য, বংশগৌরব ও জাগতিক সম্মানের অভাবে ইহারা সর্ব্বদা ম্রিয়মান ও সর্ব্বদাই ইহারা স্বপ্রাধান্য খ্যাপনের জন্য যত্নপর, সুতরাং দেখিতে ইহারা দীন হইলেও ইহাদের চিত্তে দীনতা স্থান পায় নাই, ইহারা নিরভিমান হইতে পারে নাই, জড়কে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়া তথায় ভগবানের আসন পাতিতে পারে নাই, তাহারা ভগবানের কৃপালাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই, অর্থাৎ শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপাবারি সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হইলেও তাহাদের ঊষর চিত্তক্ষেত্রে তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। সুতরাং ইহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে বাহিরের দৈন্য আর ভক্তি অধিষ্ঠানের জন্য আবশ্যক দৈন্য একবস্তু নহে। তবে জাগতিক ভোগোপকরণ গুলি হরিভক্তিপথে অনেকস্থলেই একান্ত বাধা হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের অধিকারী অপেক্ষা যাঁহাদের সেগুলি নাই তাঁহাদের তৎপথে চলিবার অনেক সুযোগ আছে বলিতে হইবে। সেই নিমিত্তই কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট চির বিপদ প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন, "জন্মৈশ্বর্য্য শ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন গোচরম্॥" যাহাদের বংশ গৌরব আছে, যাহাদের ঐশ্বর্য্য আছে, যাহাদের পাণ্ডিত্য আছে, যাহাদের সৌন্দর্য্য আছে, তাহাদের অত্যন্ত অহঙ্কার। এই অহঙ্কারমদে দৃপ্ত হইয়া তাহারা ভোগমার্গে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের চিত্তে ভগবদ্‌চিন্তার স্থল নাই, ভগবৎ কথা শ্রবণের অবসর তাহাদের নাই, ভগবৎ সেবা কার্য্যে মনোনিবেশের যোগ্যতা তাহাদের লুপ্ত না হইলেও সুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ভগবানের নাম গ্রহণের যোগ্য নহে। এরূপ অভিমান দৃপ্ত কেহ যদি ভগবানের নাম গ্রহণ বা শ্রবণ করিতেছে দেখা যায়, বুঝিতে হইবে তাহার অবান্তর কোন উদ্দেশ্য আছে, তাই সেবার ভাণ করিতেছে মাত্র। বাহিরে কপট দৈন্য দেখাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে দৈন্য স্থান পায় নাই। দৈন্য ও নিষ্কিঞ্চনতা একই কথা। ইহ জগতে আমার আমার সব যাহার আছে, তাহার চিত্তে দৈন্য স্থান পায় না, যাহা দেখা যায় তাহা কপটতা মাত্র,—দৈন্য দেখাইয়া সাধু নাম কিনিয়া সম্ভ্রম পাইবার জন্য। সুধী পাঠকবর্গ যেখানে দৈন্য দেখিবেন, সেইখানেই এই পরীক্ষাটী করিবেন। যদি দেখেন কাঁহারও সময় নিরন্তর হরিসেবা কার্য্যে নিয়োজিত, যিনি শ্রীনামোচ্চারণ ও সেবা-পর আচরণ দ্বারা নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিতেছেন, যাঁহার বিন্দু মাত্র কাল জড়জগতের কোন স্বীয় ভোগপর বা দেহাত্মবুদ্ধিতে, আত্মীয়-জন-ভোগপর কার্য্যে ব্যয়িত হয় না যিনি ঐহিক কোন সম্মানের জন্য লালায়িত নহেন, যিনি জীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানিয়া সম্মান দিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারই চিত্ত যথার্থ দীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বহু ঐশ্বর্য্যদ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও তিনিই দীন, আভিজাত্য তাঁহার সর্ব্বোচ্চ হইলেও তিনিই দীন, পাণ্ডিত্য অদ্বিতীয় হইলেও তিনিই দীন, তিনিই ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত। তিনি

নিরন্তর হরিকীর্ত্তনে মগ্ন আছেন। তিনি সর্ব্বগুণে গুণী হইয়াও প্রতিষ্ঠা-রাক্ষসীর হস্তমুক্ত, যথার্থ অবনি হৃদয়। আর তিনি বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুতাময় ক্ষমাগুণ বিশিষ্ট ও জীবে দয়া-সম্পন্ন। তিনিই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশ সম্যক্ পালন করিয়া থাকেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এই "তৃণাদপি সুনীচ" ভাব শুধু হাত যোড় করিয়া কাঁচুমাঁচু করিলেই পাওয়া যায় না। গুরু বৈষ্ণবে বিশ্বাস না হইলে যথার্থ দৈন্যের উদয় হয় না। নামাপরাধীর সঙ্গ করিয়া দুঃসঙ্গ প্রভাবে নিজের সর্ব্বনাশ আনয়ন করাকে "দৈন্য" বলে না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" এই উপদেশরত্ন প্রদান করিতেন না এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষিজনে উপেক্ষার ব্যবস্থাও দিতেন না। যেখানে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বিদ্বেষ ঘোষিত হয়, "সেখানে আজ্ঞে তা বৈকি আজ্ঞে মশাই যা' বলেন" এই ভাবের দৈন্যোক্তিই ঐ বিদ্বেষের পোষকতা করিয়া আমাদিগকে উপেক্ষার পাত্র করিয়া তুলে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয়-পত্র না দেওয়ায় কি শ্রীজীব গোস্বামীপাদের বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের অভাব হইয়াছিল? না, শ্রীশ্রীব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দদ্বেষিজন সম্বন্ধে "তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে", লিখিয়া বৈষ্ণবতা হারাইয়াছিলেন? হায়, হায়, এরূপ পাষণ্ডও বিরল নহে যাহারা তাহাই বলে। তাহারা আরও দেখায় শ্রীল রূপসনাতন প্রভুদ্বয় শ্রীজীব প্রভুকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাতে নিশ্চয়ই বৈষ্ণবতার ন্যূনতা ছিল এরূপ ধৃষ্টতাও প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। হায় হায় ষড়্ গোস্বামি প্রভুর কাহারও যে ঊনতা ছিল পাষণ্ডগণের একথা বলিতেও জিহ্বা দ্বিধা হয় না? এই ব্যবহারের মধ্যে যে কত সুষ্ঠু বিচার রহিয়াছে তাহা অনুধাবন করিবার জন্য সাধুগুরু পাদাশ্রয় না করিয়া কেবল আমি বিচারক, আমি যথার্থ গোস্বামী গুরু এই দাম্ভিকতা পোষণ করিয়া তাহারা কি ভয়ানক নরকই না আবাহন করিতেছে! হায় হায় আমার যেন ওরূপ দুর্ব্বুদ্ধি না হয়।

মজার সংসার।

ভায়া হে, অত ব্যস্ত হ'য়ে কোথা যাচ্ছ? বলি আমি যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার আশায় আছি, তাকি তুমি একবারও ভাবছো না? যাহ'ক ভায়া, কলিকালের মাহাত্ম্যটা তোমরাই দেখেছ।

না ভাই রাম, আমি ব্যস্ততা বশতঃ তোমাকে দেখ্‌তে পাইনি, তাই নিজের মনে নিজের কাজে চলে যাচ্ছি। সে যাক্, ভাই কেমন আছ?

রাম—ভাই যদু, আমি বড় বেশী ভাল নই। সংসারের জ্বালায় জ্বর জ্বর হয়ে যাচ্ছি। বলি ভায়া, আমাদের মত লোকের সংসারে দুখ বই সুখ নাই। সুখ হ'চ্ছে রাজা, মহারাজার জমীদারদিগের। দেখনা যদু, ওপাড়ার ভোলানাথ বাবু জমীদারের সংসারের সুখ কত! একমুখে সে সুখের কথা বলা যায় না।

যদু—কি হে ভায়া, সে কি প্রকার? বলনা একবার শুনি।

রাম—দেখ যদু, প্রথমতঃ ভোলানাথ বাবু জমীদার, লেখাপড়াও বেশ জানেন—বি, এ পাশ। রূপবানও বটে। তারপর আর এক কথা, মানুষের একটী বিবাহ হওয়া কঠিন, তাহার একটী নয়

ছটী নয়, পাঁচটী স্ত্রী অধিকন্তু স্ত্রীগুলি সাক্ষাৎ অপ্সরা। ধনে, মানে, মনের সুখে ভোলানাথ বাবু বেশ আছেন। কেমন হে ভায়া, বলত কেমন সুখ?

যত্ন—ভাই, যদি অসন্তুষ্ট না হও তবে দু'একটী কথা বলি। দেখ, আমারও ঐ প্রকারের ধারণা প্রথম জীবনে ছিল, পরে সংসারের বিচিত্রতা মনোযোগ সহকারে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে, সংসারে আদৌ সুখ নাই—আছে, সুখের আকারে অনন্ত দুঃখ। তাই, ভাই বল্‌ছি ওরূপ হা হুতাশ করো না।

রাম—ভাই যত্ন, সংসারে ঐরূপ কতকগুলি বাঁধা বোল আছে, আরও বিশেষতঃ তুমি সকল সময়েই শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ নিয়ে থাক, তাইতে তোমার মুখে ঐরূপ কথা শোভা পাচ্ছে। আমরা ভাই শাস্ত্রের ধার ধারিনা। সাম্‌নে যা দেখ্‌তে পাই, তাই বিশ্বাস করি নচেৎ কোন কথাই আমোলে আনি না।

যত্ন—বলি ভাই, কবে থেকে এরূপ প্রত্যক্ষবাদী হয়েছ? আচ্ছা ভাই, কলের জল ত খুব পরিষ্কার বলে বড়াই কর। অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা দিয়ে দেখ্‌লে কি দেখা যায় বলতো? তখন অসংখ্য কীটাণু দেখ্‌তে পাওনা কি? বলি প্রত্যক্ষবাদ কোথা?

রাম—ভাই যত্ন, তোমার অত মারপেচের কথা শুনতে চাই না। আচ্ছা আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাও ভোলানাথ-বাবু সুখী কিনা?

যত্ন—আচ্ছা, ভোলানাথ বাবুর সহিত আমার খুব বন্ধুত্ব আছে। চল ভাই চল, আজ তোমার চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটাই। কেমন রাজী আছ ত?

রাম—হাঁ ভাই, আমি এখনই প্রস্তুত। বলি ভাই, আমার উপর রাগ করোনা। আমাকে দেখিয়ে দিলে আমার মনের ধাঁধাঁ মিটে যাবে।

যত্ন—ভাই রাম, আর যেতে হ'লো না। ঐ আমাদের ভোলানাথ বাবু কি যেন ভাবতে ভাবতে এদিকে আসছেন। বেশ ভালই হয়েছে, এখনি তুমি দেখবে যে সংসারে সংই সার। চল, আমরা একটু এগিয়ে পড়ি।

রাম—তুমি ভাই সামনে চল, আমি তোমার পিছু পিছু আসছি।

যত্ন—নমস্কার ভোলানাথ বাবু, কেমন আছেন? আজ অত বিমর্ষভাব দেখছি কেন?

ভোলানাথ—কিহে, আজ আমার নূতনভাবে সম্বোধন দেখছি যে,—তোমার ভাব বোঝাই দায়। বলি যত্ন কেমন আছ? আমার মনটা ভাই বড় খারাপ। বলি ও ভদ্রলোকটী কে?

যত্ন—কেন ভাই কি হয়েছে? উনি আমার একটী বিশেষ বন্ধু উঁহার নাম রামচন্দ্র ঘোষ।

ভোলা—ভাই, তুমি শাস্ত্র খুব পড়েছ ত, তবুও কি হয়েছে জিজ্ঞাসা কর্‌ছো কেন? তুমি জানই ত যে, যার যত ভোগের জিনিস আছে, সে ততই ভোগী। আবার ভোগ করে সুখ পাওয়া দূরের কথা সে তত দুঃখী। ভোগে মানুষকে আশাপাশে বেঁধে অশান্তিতে ডুবিয়ে দেয়। ভোগে সুখ নাই—অতৃপ্তি—অতৃপ্তি।

যত্ন—কেন ভাই, আর ঠাট্টা কর্‌ছো কেন? তোমার ত কোন অভাব দেখছি না। বাপু আমাদিগকে ভোগা দিচ্ছ নাকি?

ভোলা—ভাই যত্ন, তুমি ত আমার ব্যবহার জান। তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌বো কেন? সত্য কথাই ত বলছি।

যত্ন—না ভাই, আমি এখনও বিশ্বাস করছি না। বল ত কি হয়েছে।

ভোলা—ভায়া বলতে আর কি—তুমি ত জান যে, সংসারে সুখের জন্য যা আবশ্যক আমার কোনটারও অভাব নাই। কিন্তু ভাই তোমার কাছে সরল ভাবে বলতে পারি যে আমার আদৌ সুখ নাই। প্রথমতঃ জমিদারী রক্ষার জন্য আমার সব সময়ে ভাবনা হয়, পাছে নষ্ট হয়, এই চিন্তায় আমি অনেক সময় ব্যাকুল হইয়া পড়ি। অর্থই আমাদের সব অনর্থের মূল। অর্থ আমাদিগকে সুখ দেয় এই চিন্তা আমাদের প্রবল, কিন্তু ভাই সে যে কি সুখ দেয় তাহা আর বলতে নাই—সুখের আকারে অশান্তিরাশি। ভাই সে যে কি অশান্তি, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। যাক্ ভাই, তার পর শোন, সংসারী আমরা, আমরা সংসারের অতুল সুখ ভোগের জন্য বিবাহাদি করি—পরিণামে কতই না সুখ পাব এই আশা, তা ভাই, আমি এবার সেটা বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌তে পারছি। তোমরা ত ভাই জান যে আমার পাঁচটী স্ত্রী। বাহির থেকে তোমরা আমার সুখের কথা কতই না বলাবলি কর। তা ভাই, আজ যখন মনের কথা জানতে চেয়েছ, তখন ভাল করিয়া শোন। আমরা ত প্রথম জীবনে একাকী থাকি। তখন আমার নিজের জন্য যা কিছু করি, নিজের মত অভাবটা দূর করতে চেষ্টা করি। পরে আরও বেশী সুখী হ'ব বলে আর একটী জীবকে আমার সঙ্গী করি। লাভের মধ্যে এই হয়, যে আগে আমি একা ছিলাম অভাবও একজনের মত ছিল, এখন সঙ্গী পাইয়া দুই জনের মত অভাব মিটাইবার জন্য ব্যাকুল হ'তে হয়। তখন একজনের চিন্তা থাকে, শেষে দুই জনের চিন্তা আসিয়া মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আবার একটী সন্তান হ'লে তিন জনের চিন্তা এসে মনকে অধিকার ক'রে বসে। এইরূপে বংশ বা জনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তাভারও বাড়্‌তে থাকে। হায়, গেলাম সুখের জন্য শেষে সুখ ত পেলামই না, বরং দুঃখে জর জর হয়ে হা, হুতাশই সার হ'ল। এখন আমার দিকটা দেখ—আমার ত ভাই পাঁচটী স্ত্রী ও আমি নিজে একজন এই ছয়টার চিন্তাত আমার প্রধান তা ছাড়া অন্য লোকজনের চিন্তাও আমাকে সর্ব্বদাই ব্যাকুল করছে। দেখ ভাই, আমি একা বেশ ছিলুম। এখন পাঁচটী স্ত্রী এসে আমাকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত করছে। আমার ভাই মুহূর্ত্তের তরে শান্তি নাই। একটি স্ত্রী সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী। সে সর্ব্বদাই ভাল ভাল জিনিস দেখ্‌বার জন্য কতই না আবদার করে। তা আবার একটা জিনিস পেলেও শান্তি নাই, অমনি আর একটা ভাল জিনিস পাবার প্রার্থনা, দিলে ত রক্ষা নচেৎ মুস্কিল। তাকে সান্ত্বনা দিতে আমি অপারগ হয়ে পড়েছি। আর একজন ভাল শব্দ শুন্‌তে ভালবাসেন। তাকে ভাল ভাল বাদ্য যন্ত্রের বাজ্‌না, পাখীর রব, গায়কের গান না শুনাইলে চ'টে লাল হন। হয়ত আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে তিন দিন উপবাসী রইলেন। তাকে খুসী কোর্‌বার জন্য আমাকে ব্যস্ত হ'তে হয়। অপরটী সুগন্ধের পক্ষপাতী। যেখানে যত প্রকার সুগন্ধ জিনিসের সন্ধান পান, তাকে সেগুলি এনে দিতে হ'বে, নচেৎ ত বুঝ্‌ছো ভাই। চতুর্থটি ভাল ভাল খাবার খেতে ব্যস্ত। একটী জিনিস ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তৈয়ারী করিয়া কিরূপ আস্বাদ পাওয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুরই বা কিরূপ স্বাদ এই লইয়া তিনি ব্যস্ত। তা আবার বাছাবাছি নাই মেধ্য অমেধ্য নাই কেবল দেহি, দেহি বোল। সর্ব্বদা তিনি খাবার লইয়া আছেন।

আর শেষের জনের কথা আর কি বল্‌বো! তিনি নিজের দেহ সুখে ব্যস্ত। কি ভাবের শয্যায় শুইলে, কিরূপ বসন ভূষণ পরিলে, অপরের অঙ্গ স্পর্শেই বা কত সুখ পাওয়া যায়—এই ভাবে বিভোর। এইরূপ ভাবে ভাই, আমায় পাঁচজনকে ভোগ করা দূরে থাক্‌, পাঁচজনের চাকুরী কর্‌তে হয়। আবার ভাই বিশেষ কথা শোন। ওহে যদু, সে আর সভাব নয়। এই পাঁচজন যদি বেশ শান্ত হয়ে বাস করে একে একে আবদার করে তা হলে ত একরকম পারা যায়। তাদের ব্যবহারটা ভাই বড়ই অসহ্য হয়ে উঠেছে। একজনের আব্‌দার শেষ হ'তে না হ'তে আর একজনের আব্‌দার, আবার আর একজনের এইরূপ করে আমাকে যে কি ভাবে চল্‌তে হচ্ছে তা ভাই মুখের ভাষায় বল্‌তে পারি না। ভাই, আমাকে তোমরা খুব সুখী বলিয়া জান কিন্তু সুখ যে কি, তা'র সন্ধান আমি পাইনি। এমন কি সুখ ব'লে সংসারে কোন কথা আছে তাও আমি বিশ্বাস করি না। ভাই, লোকে ঘুমাইয়া পড়িলে সব চিন্তা ভুলে যায়, আমার রাত্রে ঘুম নাই—যদিও বা ঘুম হয় অমনি ঘুমের ঘোরে খাটুনি। ভাই, আমি পাঁচটী স্ত্রীর ভোগ্য দ্রব্য যোগাইতে যোগাইতে আমার নিজের নিজত্ব হারিয়েছি। আমার বিন্দুমাত্র অবসর নাই। আমার মত লোকের বেঁচে থাকার চেয়ে মরা ভাল। ভাই, আমার কি এ বিপদ্‌ থেকে উদ্ধার হওয়ার পথ নাই? ভাই, আমি বড়ই অশান্তিতে আছি—যাই ভাই, আর আমার থাকার যো নাই। আমি আমার স্ত্রীকে সুখী করিবার জন্য ওপাড়ার নন্দ বাবুকে ডাক্‌তে যাচ্ছি—নন্দবাবু নাকি খুব ভাল গান গাইতে জানেন।

যদু—ভাই ভোলা, তোমাকে আর বাধা দিতে চাইনা। তোমার সঙ্গে অন্য সময় দেখা কর্‌বো। আমরাও ব্যস্ত আছি নমস্কার।

রাম—বাপ্‌রে বাপ্‌! ভাই যদু তুমি কি অন্তর্যামী, দেখ্‌ছি তুমি যা বলেছিলে তাই হাতে হাতে ফলে গেল। হায়, হায়, আমি অবাক্‌ হ'য়ে গেছি। বাহির থেকে আমরা ভোলানাথ বাবুকে কত সুখী মনে করেছিলাম এখন দেখ্‌ছি আমরা যে আমরা—আমাদের কিছুই নাই তবুও আমরা খুব সুখী। ভাই, আমার মস্ত ধাঁধাঁ মিটে গেল, আর আমি হা, হুতাশ কর্‌বো না। এখন দেখছি তোমার জীবনটা ভাল। তুমিই বুদ্ধিমান। তুমি আগে থেকে বুঝে সার বস্তু ধরে বসেছ। সংসারে সংই সার একথা আমার বেশ জ্ঞান হ'ল।

যদু—ভাই রাম, দেখ্‌তে থাকো—সংসার বড়ই মজার। দুনিয়ার মত মজার স্থান আর নাই। তোমার সঙ্গে অন্য সময় আমি দেখা কর্‌বো। আমি বড় ব্যস্ত আছি। তবে আসি ভাই।

(ক্রমশঃ)

মৎসরতা।

মৎসরতার ন্যায় মানবের আর শত্রু নাই। মৎসরতা মনুষ্যকে মনুষ্যত্ববর্জ্জিত করিয়া পশুবৃত্তি—না, না, পশুরও বুঝি চিত্তবৃত্তি ভাল—পিশাচের ন্যায় চিত্ত বিশিষ্ট করে। মৎসরতা বশে লোকে অপরের শ্রী দেখিতে পারে না। নিজের কোন লাভ না থাকিলেও অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত, বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত করিবার প্রয়াসই তাহার বৃত্তি, এমন কি তৎকল্পে নিজে কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতেও বিরত হয় না। যাহারা "নিজের নাক [illegible]

পারের মর্য্যাদাভঙ্গ করিতে প্রস্তুত তাহারা এই শ্রেণীর লোক। মৎসরতাবৃত্তি শ্রীহরিসেবাবুদ্ধিকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। মৎসর ব্যক্তি কখনও হরিগুরুবৈষ্ণবদাস হইবার যত্ন করে না। ষড়্‌রিপুর মধ্যে এই রিপুই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। আরগুলিকে সংযত করিয়া তাহাদের বিষয় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে হরিসেবা কার্য্যে নিয়োজিত করা যায়, কিন্তু মৎসরতার কখনও সে সৌভাগ্য হয় না। মৎসরতা সমূলে উৎপাটিত করিয়া হৃদয়ক্ষেত্র নির্ম্মৎসর করিতে না পারিলে ভক্তিদেবীর অধিষ্ঠান, অধিষ্ঠান কেন—কিছুমাত্র প্রবেশও অসম্ভব। কামকে কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণ দ্বারা ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে, ক্রোধকে ভক্তদ্বেষিজনে ও ভক্তিনাশক অপরাধে প্রয়োগ করাই তাহার যথার্থ ব্যবহার, সাধুসঙ্গে হরিকথার আলোচনাতে লোভই আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে উপযোগী, অচিৎ বস্তুবিষয়ে বুদ্ধি-লোপ রূপ মোহই আমাদের চিদ্বৃত্তি পরিস্ফুরণের সহায়তা করে এবং ভগৈশ্বর্য্যাশ্রিতশ্রীর মদ দূরে পরিহার করিয়া হরিরস-মদিরার মদে উন্মত্ত হওয়াই জীবের একমাত্র নিঃশ্রেয়স। সুতরাং অপব্যবহারে এই পাঁচটী বৃত্তি রিপু হইলেও সুযোগ্য প্রয়োগে ইহারাই সর্ব্বোত্তম মিত্র।

কিন্তু মৎসরতা কখনও জীবের বন্ধু হইবার যোগ্য হইতে পারে না। ভক্তিবৃত্তির বীজ মৎসর ক্ষেত্রে কখনও অঙ্কুরিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, বপন মাত্রই নাশ প্রাপ্ত হয়। ভাগবত ধর্ম্ম একমাত্র নির্ম্মৎসরচিত্তেই অনুশীলন যোগ্য, তাই এই ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত কৈতব এবং নির্ম্মৎসর সাধুগণের আচরিত বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকেই জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ ব্যাসদেব মুনি বিবৃত করিয়াছেন।

আমাদের সাধুসঙ্গই কর্ত্তব্য, নির্ম্মৎসরতাই সাধুত্বের প্রধান লক্ষণ। যেখানে মৎসরতার পূতি-গন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে সাধুগিরির ভণ্ডামি যতই প্রগাঢ় হউক না কেন, বুদ্ধিমান্ জন সে পথ বর্জ্জন পূর্ব্বক যথার্থ নির্ম্মৎসর সাধুরই চরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যায় কেহ কেহ আচার্য্যের আসন বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া শিষ্যকে যথার্থ সাধুর বিরুদ্ধে মৎসরতা পোষণ করিতে উপদেশ দেয়, যাহাতে প্রকৃত সাধুর উপদেশ স্বীয় শিষ্যবর্গের কর্ণগোচর না হয় তাহার জন্য নানা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধনাম প্রচারে বাধা দেয়, প্রকৃত সাধু যাহাতে ঐ আচার্য্যবেশীর আক্রান্ত নগরে অধিকক্ষণ "তিষ্ঠাতে" না পারে তৎকল্পে সে শিষ্যের প্রতি আদেশ দেয় উঁহাদিগকে আশ্রয় দিও না, এখান হইতে জ্বালাতন হইয়া অভুক্ত অবস্থায়ই এ নগর ছাড়িয়া যায়, আর কখনও না আসে তাহারই ব্যবস্থা কর ইত্যাদি। ইঁহাদের মধ্যে কেহ বুদ্ধিমান্ থাকিলে তথাকথিত আচার্য্যের দুষ্টামি ধরিয়া ফেলেন ও যথার্থ সাধুরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেশীদিনের কথা নয় ঢাকা নগরীতে মাত্র সার্দ্ধ-দ্বিবৎসর পূর্ব্বে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সন্ন্যাসি বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারিভক্ত কয়েক মূর্ত্তিকে তথাকথিত এক আচার্য্য এইরূপেই বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহার শিষ্যটী শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ বলিয়া গুরুর (?) আদেশ পালন না করিয়াও তাহার কারসাজি বুঝিয়া লঘুজ্ঞানে তাহাকে বর্জ্জন-পূর্ব্বক তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ নগরে কয়েকজন আচার্য্যত্বব্যবসায়ীর চেষ্টা কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাদের মৎসরতাকে জগৎসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদের উপদেশাবলীর ফল্গুতা ও

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণের সাধুত্ব জন-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। ইহাতে মৎসরগণ নূতন নূতন উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধুবৈষ্ণবের বিদ্বেষসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, অসাধুর বুদ্ধিই এই। ইহাদের প্রচার্য্য বিষয় এই যে জগতে সুখের আশায় ঘর বাঁধিয়া সকলে তাহাদের মত ভাল করিয়া গৃহব্রত ধর্ম্ম পালন করুক, আর তাহাদিগকে স্বোপার্জ্জিত অর্থে পুষ্ট করিতে থাকুক, যাঁহারা ত্যাগের বার্ত্তা, যুক্তবৈরাগ্যের কথা প্রচার করিতে প্রয়াসী তাহাদিগকে ফল্গুবৈরাগীরূপে স্থাপন করিয়া যাহাতে গৃহমেধিধর্ম্মই যুক্তবৈরাগ্যরূপে প্রচলিত হয় —কেন না লোকের মনের কথাত' আর লোক-সমাজে প্রকাশ পায় না —এই জন্যই কতকগুলি সমৎসরবঞ্চক সমবেত হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর যথার্থ ধর্ম্ম উৎসাদিত করিতে যত্ন করিতেছে, এবং ভোগের দৌরাত্ম্যকেই তন্নামে প্রচার করিয়া গৌরবিদ্বেষ করিতেছে। সরল চিত্ত ব্যক্তিগণ সাবধান হইয়া তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন না করিলে বঞ্চিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে হরিগুরুবৈষ্ণব বিদ্বেষরূপ ঘোর নরকে পতিত হইবেন। তাঁহারা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।" তা' বলিয়া এ কথা আমাদের প্রচার্য্য নয় যে গৃহস্থবৈষ্ণবগণের বৈরাগ্য নাই, আমরা ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ স্মরণ রাখিয়াছি—"গৃহে বা বনেতে থাক হা গৌরাঙ্গ বলে ডাক।" যাঁহারা গৌরাঙ্গকে ডাকিতে জানেন, ডাকার মত ডাকিতে পারেন, প্রাণে প্রাণে ডাকিতে শিখিয়াছেন তাঁহাদের বৈরাগ্যের সীমা নাই, তাঁহাদের ভোগ বুদ্ধি সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। ইহারই নাম যুক্তবৈরাগ্য, তা' গৃহেই থাকা হউক আর বনেই থাকা হউক। কিন্তু গৃহীবাউল হইয়া গেলে, ঘরপাগলামিতে জোরপুর হইয়া ত্যাগীর বেষকে অসম্মান করিতে থাকিলে তাহা যুক্ত-বৈরাগ্য নহে এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। তথাকথিত গৃহস্থের অধিকাংশই যথার্থ গৃহস্থ নহেন, গৃহব্রতী, ঘর-পাগলা ইহাদের যুক্ত বৈরাগ্য নাই। কপটবৈরাগ্য বা মর্কটবৈরাগ্য বহুমাননের বস্তু না হইলেও হরিভজনে কৃষ্ণের বস্তুতে বৈরাগ্য একান্ত আবশ্যক, কেননা ভোগ ও সেবা পরস্পর অসমঞ্জস। কে কোথায় বেষের অসম্মান করিতেছে, অতএব বেষ মাত্রেই ঘৃণা, এরূপ বিচার নিরপেক্ষ নহে। আমি বেষ গ্রহণের যোগ্য নই, বেষ গ্রহণ করিতে পারি নাই, আর বেষধারী সন্ন্যাসী পরিচয়ে পরিচিতগণের মধ্যে অনেকেই ভণ্ড, পাপাচারী বলিয়া যেখানে বেষ দেখিব, সে স্থলেই অসূয়া করিব এরূপ বুদ্ধি মৎসরতা প্রসূত, ইহা ত্যাগ করা আবশ্যক। আমার ন্যায় সকলে গৃহি-বাউল হইয়া ঘর-পাগলামি করুক এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করার ন্যায় সঙ্কীর্ণতা আর কি হইতে পারে? তবে একথা বলা যাইতে পারে বেষ দেখিলেই আমরা যেন প্রতারিত না হই "গেরুয়া পরা" মাত্রই কিছু সন্ন্যাসী নহে। কিন্তু বৈধ সন্ন্যাসীর গৈরিকধারণ অসম্ভব নহে। সুতরাং গৈরিকবসনের প্রতি বীতরাগ না হইয়া তাহার অপব্যবহারকেই ঘৃণা করা উচিত। নচেৎ গৃহস্থ দেখিলেই, কি সন্ন্যাসী দেখিলেই লাঞ্ছনা করিব এরূপ মৎসরতা অন্তর হইতে দূরীভূত না হইলে আমাদের হরিভজন আরব্ধ হইল না।

ভবঘুরের উক্তি।

কোথা হে ব্রহ্মচারী ভায়া। মঠে আজকাল খবর কি? একটা গল্প বোলে রাখি, সেটা বোধ হয় তুমি জান। ঐ যে হে পাড়াগাঁ থেকে বেয়াই মশায় ফুলশয্যের তত্ত্ব পেয়ে সহরের বেয়াই মশাইকে পত্তর লিখ্ছেন—আপনার প্রেরিত সব দ্রব্য অতি উত্তম হইয়াছে। তবে যে দীর্ঘাকার শ্বেতবর্ণের কি মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছিলেন, তাহার নাম জানি না, উহা তত উত্তম হয় নাই, উহা আর কখনও পাঠাইবেন না, উহাতে মিষ্টতা আদৌ নাই।—মিষ্টান্নটা আর কিছুই নহে মোমবাতি। সহরের বেয়াই মেয়ে জামায়ের ঘরে জ্বালবার জন্যে মোমবাতি পাঠাইয়াছেন, বেয়ানঠাকরুণ নতুন ধরনের খাবার মনে করে আড়ালে নিয়ে তা'তে কামড় দিয়েই বেয়াইএর শ্রাদ্ধ আরম্ভ, বেয়াই শুনে গিন্নীর প্রসাদ পেয়ে ভাবেন তাইত' বটে। কোনে বউ ঘোমটার ভেতর থেকে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছে—কিন্তু মুখ ফুটে ত' কিছু বল্‌তে পারে না। তা'র ফলে ঐ চিঠি। তোমাদের সন্নিসীদের হাতে ত্রিদণ্ড দেখে বাঙ্গলাদেশে অনেকের ঐ দশা। ওটা' কি? ঠ্যাঙ্গাড়ে লাঠি না কি? দেখ্‌ছি ত গেরুয়া পরা লোক, হাতে গেরুয়া জড়ান ও লাঠির মত ওটা কি? আর ওটাই বা সঙ্গে সঙ্গে রাখেন কেন? আর বিষ্ণুমন্দিরের সামনে গড় করবার আগে ওটা তিনবার ঠক্ ঠক্ কোরে ঠোকে কেন? এই কটা কেন আর কিন্ত কথা এ' ও'কে জিগ্‌গেস্ করে, ও' তা'কে জিগ্‌গেস্ করে, জবাব বড় কেউ দিতে পারে না। কোন কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের বাড়ীতেও ঐ দণ্ডের পরিচয় দিতে হয়। হায়রে ভাই দেশের এমনি দুর্দ্দশা! দণ্ডী না হ'লে সন্নিসী হোতে পারে না এ কথা জানা নেই, সন্নিসী হোতে হোলে কৌপীন নিতে হয়, কৌপীনের ওপর আর কাছা দিতে নেই তাও জানে না। বাঙ্গলাদেশের ঠাকুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণ তীর্থ সরস্বতী ভারতী পুরী কি কোরে হয় এই ভেবে কেউ বা আকুল। হায়, হায়, ভাই, আমাদের দেশে শাস্ত্রের জ্ঞান, আর ত্যাগীর সদাচারের খবর এত কম! দেখে শুনে মনে হয় ভবঘুরে শুধু আমি একা নই, ঐ যে বুদ্ধিমান্ নামে নামজাদা ধুরন্ধর ওঁদেরও জ্ঞান আমারই মত। তবে আমি ওঁদের চেয়ে একটু ভাল। আমি জানি না—এ টুকু আমি বুঝি। কিন্তু ধুরন্ধরেরা জানেনও না, আর তাঁদের জানার বাইরে যে অনন্ত জ্ঞান পোড়ে রোয়েছে এ কথা তাঁরা স্বীকার কর্ত্তে রাজি ন'ন। আমার মনে হয় তাঁদের পণ্ডিতমূর্খ নামে ডাকি, কিন্তু ভাই কে সাধ কোরে আগুনে হাত দেবে, এখুনি ভবঘুরের নামে ডিফ্যামেশন ওয়ারাণ্ট্ বেরুবে।

দুনিয়াটা আজকাল তাই হোয়ে দাঁড়িয়েছে, ভাই। তুলসীদাসের সেই দোঁহাটা মনে পোড়ে গ্যাল—সাচ্চা কহে ত' মারে লাঠা ঝুটা জগৎ ভুলাই। সত্যি কথা বল্‌তে গেলেই লোক বিরক্ত। যদি বলা যায় ওহে ভাই ও পাড়ার খুব সাবধানে চল্‌বে, ওপাড়ায় অনেক গুণ্ডো—অমনি হয়ত একমূর্ত্তি বোলে উঠ্‌বেন হা হা হা কর কি কর কি ওটা পরচর্চ্চা হোয়ে গ্যাল। নাও কথা। গেলুম তোমার ভালর জন্যে তোমায় সাবধান কর্ত্তে, আর তুমি উল্‌টো বুঝে গ্যালে? তাই তুলসীদাস আক্ষেপ করেছেন—দস্ত কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ লাগে আওর হাসি। আয়ে বা

অতটা ভালমন্দ মুড়ি মিশ্রি আসল নকল সব সমন্বয় কর্ত্তে গেলে' প্রচারত' বন্ধ হোয়ে যায়। প্রচার মানে কিসের প্রচার? সত্যধর্ম্মের প্রচার; তা' যদি হয় তা হোলে তা'তে অসত্য নিরাস কর্ত্তে হ'বে ত। যদি কীর্ত্তন করা যায়, ভাই হরি বল। সেই শুনে একজন যদি হরির অর্থ চুরি করি করে। তা হ'লে কি তা'কে নিষেধ কর্ত্তে হ'বে না যে, ওহে চুরি করা ছাড়, চোরের সঙ্গ ছাড়, তবে তোমার হরি বলা হ'বে, নইলে তোমার হরিনাম হবে না। নাম অপরাধ হোয়ে যাবে। কোন সমন্বয়কারী ভদ্রলোক বলে উঠবেন— আহা হা করেন কি করেন কি হরি বলতে বলুন, হরি বলতে বলুন, চুরি কর্ত্তে বারণ করবেন না, চোরের সঙ্গ ছাড়তে বলবেন না, ওতে নিন্দা হোয়ে যাবে। শুধু নাম প্রচার করুন, কেবল নাম প্রচার করুন, যে যা' করছে করুক, সেই ভাল; সব ভাল, কাকেও মন্দ বলবেন না। একজন ডাক্তার না জেনে ডাক্তার সেজে সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা করছে করুক, কাকেও বোলে কাজ নেই সে ডাক্তারি জানে না, হাতুড়ে। বললে নিন্দে হোয়ে যাবে। জীবে দয়া কর, নিন্দা কোর না, তা'তে লোকটা মরে মরুক তবু জীবে দয়া হবে, নিন্দাত' করা হোল না। ভায়া হে লোকের এই রকম ভাব দেখে শুনে আমি নিরাশ। কাকেও ভাল কথা বলতে ভয় হয়, কি জানি ভাই উপদেশ দিতে গেলে কোপ আরও বাড়তে পারে। এটা কার লক্ষণ ভাই। দেশে প্রায় এই রকমই লোক। এতে তোমাদের প্রচার চলবে কি রকম কোরে? তাই বলি ভাই ভবঘুরে শুধু আমি একা নই, বোধ হয় দেশশুদ্ধ লোকই ভবঘুরে। এখন আসি ভাই। দণ্ডবৎ ভায়া। দেখে শুনে ভবঘুরে। লোকের দুঃখে আঁখি ঝরে। ভাল কথা ভাই জিগগেস কর্ত্তে ভুলে গেলুম। সে দিন উৎসবে তোমাদের মঠে পুষ্পান্ন, মালপো, দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানার ছড়াছড়ি প্রসাদ পেয়ে আমি খুব জিভে দয়া করতে পেয়েছিলুম, ওরকম জিভে দয়া পেলে আমি তোমাদের মঠে বেশ থাকতে পারি। মঠে রোজ উৎসব হ'তে পারে না ভাই? তা' হোলে দেখবে ভবঘুরে তোমাদের কেনা গোলাম।

প্রচার প্রসঙ্গ।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সম্প্রতি রাঢ় দেশে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। কয়েকজন ভক্তসহ তিনি দাঁইহাট কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও ইষ্টগোষ্ঠি সহযোগে স্থানীয় ধর্ম্মপ্রাণ ভদ্র মণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ কয়েকদিবস পূর্ব্বে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ভিন্ন ভিন্ন দিনে শ্যামবাজার নলিন সরকারষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায় মহাশয়ের গৃহে ও মোহনলাল ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের ভক্ত্যুন্মেষের সহায়তা করিয়াছিলেন।

শ্রীসভার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ কালীঘাট পতিতুণ্ড লেন নিবাসী উকীল শ্রীযুক্ত বংশীধর বিষ্ণু মহাশয়ের ভবনে, মাণিকতলা মেন রোডবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের আলয়ে, রামবাগানবাসী উকীল শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে এবং নলিন সরকার ষ্ট্রীটে ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের চন্দ্রশেখর আচার্য্যভবনে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের মন্দির মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রায় তিন হাত পত্তন গাঁথা শেষ হইয়াছে। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীর্ভ মন্দিরের চারিটীকোণে চারি সম্প্রদায়ের চারিটী মন্দির নির্ম্মাণ হইতেছে। বহরমগঞ্জ নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মদন মোহন দাসাধিকারী এই শ্রীমন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। শ্রীমত মুকুন্দ বিনোদ দাস বাবাজি মহাশয় স্বয়ং মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাস অধিকারী ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিক মহাশয় মন্দির নির্ম্মাণে উপদেশ দিতেছেন। আশা করা যায় তিনমাসের মধ্যে শ্রীমন্দির গঠন কার্য্য সম্পন্ন হইবে। শ্রীচৈতন্য মঠের ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিক, ভাগবতরত্ন মহাশয় ও শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয় সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতেছেন।

পরিক্রমার বিবরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মিশ্রাবাস পরিত্যাগের পর আমরা ঠিক পশ্চিম মুখী হইয়া মুনি ঠাকুরের সেই প্রাণস্পর্শী কীর্ত্তনানন্দ এবং ভারতী ঠাকুরের সেই নয়ন তৃপ্তিকর নর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলাম। এখান হইতে শ্রীপাদ গোস্বামী মহারাজ আমাদিগকে বৃদ্ধ শিবের ঘাট এবং কিয়দ্দূর আসিয়া গৌরসুন্দরের নিজের ঘাট দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন এসকল এখন গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছে। আমার গৌরহরি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া এই ঘাটে ভাগীরথীতে প্রাণ ভরিয়া ক্রীড়া করিতেন। কখনও সন্তরণ দিতেন, কখনও কাহারও গায়ে জল ছড়াইয়া দিতেন কখনও কাহারও পূজার পুষ্প লইয়া পলায়ন করিতেন, কখনও কাহারও নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতেন। আমার প্রাণগৌর এই ঘাটেই বালসুলভ চপলতা প্রদর্শন করাইতেন। গৌরচাঁদের এই সকল অদ্ভুত লীলা-কথা সকলকে জানাইলে দিলে, ভক্তগণ প্রেমভরে উদ্দণ্ড নৃত্য ও প্রাণ ভরিয়া উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তনানন্দের পর সকলে ভক্তি-ভরে নমস্কার করিলেন, মহাপ্রভুর এই সকল লীলাস্থলী দর্শন করিয়া ভক্তগণ যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আস্বাদন করিতেছিলেন তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

এইরূপ কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া কিছুদূর উত্তরাভিমুখে আসিলে, শ্রীপাদ, ভক্তমণ্ডলীকে দেখাই-লেন,—এই স্থানে মাধাইয়ের ঘাট ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিলে, মাধাই স্বহস্তে কুদাল ধরিয়া এই স্থানে ঘাট নির্ম্মান করিয়াছিলেন। এই ঘাটের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া নিরন্তর হরিনামামৃত পান করিতেন, এখন সেই ঘাট গঙ্গা গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তথাপি মাধাইয়ের ঘাট বলিয়া এই স্থান খ্যাতিলাভ করিতেছে। ভক্তগণ এই অদ্ভুত লীলাকথা শ্রবণ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত — সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব

১ম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৩০ ৩৭শ সংখ্যা

কমিনা।

'উচ্চ' ও 'নীচ' এই সংস্কৃত শব্দদ্বয় বৈদেশিক ভাষায় 'কাদিম্' ও 'কমিনা' শব্দে কথিত হয়। 'বড়' ও 'ছোট' এই দুইটী পরিমাণের জ্ঞাপক। মায়ার রাজ্যেই ইহার মিতি হয়। বৈকুণ্ঠে এই মাপের বড় ছোট নাই।

জন্যই শুদ্ধজীব মাত্রেই কৃষ্ণদাস। দাস্যের পরিমাণ িক রাজ্যের ন্যায় বড় ছোট ভাল মন্দ প্রকাশ করিয়া সা মৎসরতা প্রভৃতি অনিত্য মায়িক ভাবের সৃষ্টি য় না। যাহারা বৈকুণ্ঠ রাজ্যকে বা শুদ্ধজীবগণকে চারের মাপে বড় ছোট মনে করে, ভজনের আধিক্য ও ন্যায় যাহাদের ভেদ দৃষ্টি নাই, তাহারাই পারমার্থিকের য বিচারে অবর বা নীচ। এই কমিনার বিচার মার্থিক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে রূপে এরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হ "যে নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য। সৎকুল- নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।"

সংসারে কৃতিপুরুষের সন্তান পিতার গৌরব অনেক স্থলে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন, আবার পিতৃমহত্ব সন্তান দ্বারাই উজ্জ্বলীকৃত হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যদি বংশে একটী কনিষ্ঠ ভাগবত জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ ও পরবর্ত্তী তিনপুরুষ উচ্চতা লাভ করেন। মধ্যমাধিকারে জন্ম লাভ করিলে ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষ এবং নিম্ন চতুর্দ্দশ পুরুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। মহাভাগবত জন্মগ্রহণ করিলে শত পুরুষ ঊর্দ্ধে এবং শত পুরুষ নিম্নে সেই শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদার অধিকারী হন। যিনি ভগবদ্ভজনহীন হইয়া উচ্চের সন্তান বলিয়া অহঙ্কার করেন তাঁহাকে লোকে অসতের সন্তান বলিয়াই দর্শন করে। বংশের মুখোজ্জ্বলকারী বা কুলাঙ্গার বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া জীবের নিজের সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করে। উচ্চের সন্তান স্বয়ং নীচ হইতে পারেন, কিন্তু উচ্চের পিতাকে কেহ 'নীচ' বলিয়া সংজ্ঞা দেয় না। যে পিতৃত্বের ফলে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ, সমাজের কল্যাণ বিধান করেন, সেই পিতাকে নীচ-কর্ম্মা বলা যায় না। মনু বলেন—যিনি বেদপাঠরূপ ব্রাহ্মণধর্ম্ম ছাড়িয়া দেন এবং

অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তিনি উচ্চ ব্রহ্মজকুল হইতে সম্ভই নীচ হইয়া যান। সেই নীচের পুত্রের উপনয়নাদি-সংস্কার বিহিত নহে। যে কালে বংশে বিষ্ণুভক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেন, সেই কালে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কলঙ্ক অপনোদিত হয়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াই সমাজে মোকাদিম্ ও কমিনা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

জীবের বাহ্য পরিচয়ে বড় ছোট বিচার আছে। বৈকুণ্ঠ দর্শনে জীবের সমস্ত সর্ব্বশাস্ত্রে বিগীত হয়। আপনাকে জানিতে না পারিয়া যাঁহারা স্থূল ও সূক্ষ্ম বিবিধ আবরণকেই 'আমি' বলিয়া সনাক্ত করেন, তাঁহাদের মুখনির্গলিত কমিনা-নির্ব্বাচন ভ্রমপূর্ণ হয়। কমিনাগণই আপনাদিগকে মোকাদিম্ সাজাইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার লইয়াই শ্রেষ্ঠতা ও অবরতার বিচার হয়। নিরীশ্বর অনাত্মবাদী কর্ম্মকাণ্ড আবাহন করিয়া বেদতাৎপর্য্যকে অহংকারে বিষয় করিয়া তুলে, শুদ্ধ বর্ণাশ্রমকে মূর্খতার ব্যপদেশে বিকৃতভাবাপন্ন করে। জগতে অবুঝের সংখ্যাই বেশী; সুতরাং তাহাদিগের গলা-বাজীতে অনেক নীচ উচ্চ হইয়া পড়ে এবং অনেক উচ্চাবস্থিত মহৎ উচ্চস্থান পাওয়া দূরে থাক্ নীচের সুনীচ স্তরেও স্থাপিত হয়। আত্মহিংসক, বন্ধুহিংসক, স্বদেশহিংসক, প্রাণিহিংসক পরদ্রোহে নিপুণ হইয়া অনেক সময় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির হিংসা করে। কখনও মৎস্য, অণ্ড প্রভৃতি পরহিংসাদ্বারা নিজের ক্ষুদ্রপ্রাণ ধারণ করে এবং বাহ্য শরীর পুষ্ট করে। কখনও মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিতে গিয়া তাম্বুলাদি হইতে ধূম্রযাত্রা ও আসবাদি-পানে অগ্রসর হয়, এগুলি নিশ্চয়ই মহতের বৃত্তি নহে, সভ্যতার অনুমোদিত নহে বা ব্রহ্মজ্ঞানের আদর্শ নহে।

সনাতন ধর্ম্মের নামে আজকাল অনেক প্রকার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা চলিতেছে। কিন্তু সেগুলি সনাতন ধর্ম্ম নহে। বিকৃত বর্ণাশ্রমকে 'আমায় ছাঁড়ে ছোঁলা' সম্প্রদায় সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে গিয়া যে সমাজের বিষ করিতেছেন, তাহার বিষময় ফল আমাদিগকে আর চোক ফুটাইয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না। বর্ণধর্ম্মবিচারে দুই প্রকার পদ্ধতি গৃহীত হয়। সাধারণতঃ মূর্খ লোক বৃত্ত বিচারে অযোগ্য হওয়ায় স্থূল পদ্ধতিমতে শৌক্র অধস্তনকেই তত্তৎবর্ণ নির্দ্দেশ করেন। ইহা পুরোহিত সম্প্রদায়ের অবিমৃষ্যকারিতার ফল মাত্র। যদি পুরোহিতগণ প্রকৃত প্রস্তাবে বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতেন, তাহাহইলে শৌক্রবিচার অবলম্বন করিয়া থামকে চিঠি বলিয়া ভ্রম করিতেন না অচিৎকে চিৎ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেন না। গিল্টিকে আসল বলা, চূণের গোলাকে দুধ বলা, তাল গাছ-শূন্য পুষ্করিণীকে তালপুকুর বলা, তালগাছযুক্ত পুকুরকে বেলপুকুর বলার আদর করিতেন না। জড় হইতে চিৎ উৎপন্ন হয়, এরূপ প্রত্যক্ষবাদের আবাহন করিতে সকল বেদ বেদান্ত তারস্বরে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু কালের কি মহিমা! ব্রহ্মবস্তুকে কারণরূপে স্বীকার না করিয়া ব্রহ্মেতর মায়াশক্তিকে ভোগবুদ্ধিবলে আদিপুরুষ রূপে সাজান এবং বস্তুভ্রান্তির আরোপ অবাধে হইতে চলিল! যাহারা পশু বস্তুকে পরিমিত করিয়া তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম করে এবং তাদৃশ ব্রহ্মকে মায়াশক্তিজাত বলিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা বৈকুণ্ঠ বস্তু বৈষ্ণবকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিতেও পরাঙ্মুখ হয়। এরূপ ব্রহ্মবাদিগুলিকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ 'প্রকৃতিবাদী' বা 'মায়াবাদী' বলিয়াছেন এবং 'নাস্তিক জড়হেতুবাদী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৃহতের সন্তান আত্মদর্শী ঋষিগণ মায়াজাত ক্ষুদ্রগণ বৃহৎ নহেন। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইলে মায়াজাত—পরিচয়ে অব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য ব্যস্ত হন না। বৃহৎ বস্তুকে মায়া অধীন করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ যোগী যখন ভগবানের ভজন করেন, তখনই তিনি উচ্চ এবং অচ্যুত-সন্তান। ব্রহ্ম বা বেদই তাঁহার আশ্রয়। তিনিই ব্রাহ্মণ। আর নিজেকে ভগবদ্ভজনের অযোগ্য জানিলেই পরমাত্মার সহিত জড়ের যোগ-প্রয়াস ও ভোগের সহিত ভজনের ভ্রান্তি আসিয়া তাহাকে মায়াবাদী অজ্ঞজ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া স্থাপন করে।

বদ্ধজীব কখনও স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া নিজের অহঙ্কার করে, কখনও বা লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আপনাকে 'কমিনা' মনে করে। ভগবদ্বৈমুখ্যই এই উচ্চাবচ-দর্শনের কারণ। এই জন্যই অণুচিৎগণ সমধর্ম্মা, অর্থাৎ সকলেই জীবাত্মা বা ব্রাহ্মণ। যেখানে বৈষম্য উপস্থিত, সেই স্থলেই সত্যপ্রিয়তার অভাব ও ক্রুরতার মূর্ত্তিমান্ অধিষ্ঠান। আমরা পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে যুক্তবিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীগীতা পাঠ করিতে অনুরোধ করি—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

বাহ্য জগৎ ব্রহ্ম নহে। উহা মায়া-রচিত। মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেই ব্রাহ্মণতা।

পাদসেবন।

নবধা ভক্ত্যঙ্গের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ 'গৌড়ীয়ে'র স্তম্ভে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে পাদসেবার অবসর আসিয়াছে।

আমাদের "বিষ্ণোঃ পাদসেবনং" করিতে হইবে, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ এই উপদেশ করিতেছেন। সুতরাং প্রহ্লাদ মহারাজ বৈচিত্র্যবর্জ্জিত চিন্মাত্রবাদী ছিলেন না, তিনি শ্রীবিষ্ণুর চিদ্বিগ্রহে আস্থাবান্ ছিলেন। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" এই উপনিষদুক্ত বিশেষণে জড়বৈচিত্র্যই নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের জড় আকার আছে—এরূপ ধারণা অযৌক্তিক, কিন্তু এ উক্তিতে নিত্য চিন্ময়রূপের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই। শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" জড়ধারণাময় চিত্ত লইয়া ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া আরোহপন্থিগণ জড়বিলক্ষণ ভগবৎ-স্বরূপকে জড়ীয় নিরাকার বলিয়া সংজ্ঞিত করেন, কিন্তু তাঁহারা জড়বিধ্বংসী চিন্ময় রাজ্যের সংবাদ পান না, পরন্তু জড়রাজ্যের পারে এক সাম্য নিরাকার রাজ্যে নীত হয়েন। ভগবত্তত্ত্ব এ জগতের কোন বস্তুবিশেষের ন্যায় নহে, আর আমিও জগদন্তর্গত কোন তত্ত্বের ধারণা করিতে পারিতেছি না, সুতরাং তিনি আকারশূন্য এক তত্ত্ব—এরূপ বিচারপ্রণালী সমীচীন নহে; ইহা কূপমণ্ডূকের বিচার। গুরুদাস অবরোহমার্গাশ্রয়ী ভক্তের বিচার এত সঙ্কীর্ণ নহে। তিনি জানেন, চিজ্জগতের অস্তিত্ব আছে, তাহাতে বৈচিত্র্য ও বিলাস নিত্যকাল বর্ত্তমান। অপ্রাকৃত হইলেই যে শুধু নিরাকার এরূপ ধারণা কেবল জড়বিচারের অনুগ। জড়জগতের বিচিত্রতার সহিত চিন্ময়বৈচিত্র্যের সাদৃশ্য আছে। একটী নশ্বর হেয়, অপরটী নিত্য চমৎকার, পরন্তু জড় ও চিৎ একই প্রতীতিবিশিষ্ট নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যাহারা মাত্র সাধনমার্গে অবস্থিত, যাঁহাদের এখনও চিদ্রূপের স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তাঁহারা কিরূপে বিষ্ণুর পাদসেবা বা পরিচর্য্যা করিবেন? পাদসেবা বলিতে পরিচর্য্যা বুঝায়। ভক্তির আধিক্য বুঝাইবার জন্যই 'পাদ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, অত্যন্ত সমাদরের সহিত সেবা করিতে হইবে—এইটাই বক্তব্য। অতি সমাদরের সহিত শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাদ্ভগবদ্বিগ্রহজ্ঞানে দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজ্যা, ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, মথুরাদি ভগবত্তীর্থস্থানসমূহে গমনও এই পাদসেবার অন্তর্গত। শ্রীজীব গোস্বামিপাদকৃত ক্রমসন্দর্ভের পাঠকগণের ইহা অজ্ঞাত নাই। আর তদীয়ভক্ত পরম ভাগবত মহাপুরুষদিগের সেবাদ্বারাও বিষ্ণুর পাদসেবা সুষ্ঠুরূপে হইয়া থাকে, কেননা ভক্তসেবা ব্যতীত কেহ বিষ্ণুসেবার অধিকার পাইতে পারেন না—"ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা"—শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। ভগবৎসেবার অধিকার পাইতে হইলে তপস্যা যজ্ঞ, দান, সন্ন্যাস, বর্ণাশ্রম, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি অবলম্বনীয় নহে। একমাত্র মহতের সেবাতেই আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধিরূপ ভগবৎসেবায় অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে মহৎসেবা উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণুসেবার প্রবৃত্তি

হইতেছে দেখা যায়, সেখানে প্রকৃতি-সেবার উৎপাতই প্রবল। পরিকরাদির সেবাতেই প্রভুর সেবা হইয়া থাকে। তুলসী গঙ্গাসেবাও ভগবৎসেবার অঙ্গ। তবে যেখানে তদীয় তত্ত্ববুদ্ধি না করিয়া স্বতন্ত্র দেবদেবী বুদ্ধি লইয়া সেবার চেষ্টা করা হয়, সেখানে ভগবৎসেবা হয় না, সেখানে আত্মসেবাই হইয়া থাকে।

"সেবা স্মরণসিদ্ধার্থা" শ্রীজীব পাদের এই উক্তি অনুসারে আমি জানিতে পারি—সেবাদ্বারা হরিস্মৃতি আমাদের হৃদয়ে সদা জাগরূক থাকে। হস্তদ্বারা হরি-মন্দিরমার্জ্জন, মনকে কৃষ্ণপদারবিন্দে সমর্পণ, বাক্যকে ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তনে নিয়োগ, কর্ণদ্বারা ভগবৎকথা শ্রবণ, নয়নদ্বারা ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন, অঙ্গদ্বারা ভক্ত ও ভগবদ্বিগ্রহের চরণস্পর্শ, নাসিকাসহযোগে ভগবৎপাদপদ্ম তুলসীর ঘ্রাণ, রসনাদ্বারা ভগবৎপ্রসাদ-সেবা, চরণদ্বারা ভগবত্তীর্থ ভ্রমণ, মস্তকদ্বারা ভক্ত ও ভগবানের পাদবন্দন—এইরূপে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ভগবান্ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করাই পরিচর্য্যা। ইহাতে নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি হয়। সর্ব্বদা এইরূপ পরিচর্য্যা লইয়া থাকিতে পারিলে বিষ্ণু-স্মরণের কোন ব্যাঘাত হয় না। এইরূপ বিষ্ণুপরিচর্য্যায় আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়োগ করিয়া রাখিলে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সেবা করিতে পায় না, ইন্দ্রিয়পতি মনও কুবিষয়ে মত্ত না হইয়া ভগবৎস্মরণে নিয়ত নিয়োজিত থাকে। নচেৎ সেবাকার্য্যে অবহেলা করিয়া আমরা যদি কেবল স্মরণের জন্য যত্ন করি, তাহাতে আমাদের চিরাভ্যস্ত ইন্দ্রিয়ভোগপর বিষয়স্মৃতিই প্রবল হইতে থাকিবে, বিষ্ণু-স্মরণ হইতে আমরা চ্যুত হইয়া যাইব। যাঁহারা নিজ ভোগবুদ্ধি পরিহার করিয়া সেব্যের উদ্দেশে সর্ব্বদা গুরু-সেবাপর থাকিয়া তন্নির্দেশে বিশেষ বিশেষ সেবাকার্য্য সাধন করিতে থাকেন, তাঁহারাই পাদসেবনের অধিকারী, অন্যে নহে। সাধুগুরুচরণাশ্রয় এই পাদসেবনের দ্বার-স্বরূপ। তাহার পূর্ব্বে পাদসেবার ক্রিয়াসমূহ ভাণ মাত্র, তাহাতে বিষয়েরই আবাহন হইয়া যায়, তাহার প্রমাণ বিগ্রহব্যবসায়ী যেবল ব্রাহ্মণগণ। তাহারা সাধুগুরুপাদাশ্রয় করে নাই, কৌলিক প্রথানুসারে হরিবিমুখতাবশতঃ লঘুকে গুরুরূপে খাড়া করিয়া দিয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে দীক্ষিত বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু দীক্ষা হয় নাই, হইলে সাক্ষাদ্ভগবত্তনু শ্রীবিগ্রহকে কখনও নিজ উপার্জ্জনের ভোগপর যন্ত্রবিশেষ মনে করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় দেহের, স্ত্রীপুত্রাদির সেবা করাইয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইত না। সাধুগণ সাবধান, ইহাদের আদর্শে যেন আপনারা নিরয়-বর্ত্মানুসন্ধানে ব্যস্ত হইবেন না। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার ইন্দ্রিয়ভোগপরতা ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর পাদসেবনে রতি জন্মে, তাহা হইলেই বিষ্ণুপাদ-সেবনে তিনি অধিকার দিবেন, তিনিই একমাত্র মালিক।

প্রচার-প্রসঙ্গ।

বিগত ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃতদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিপদ বনচারী, শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার কতিপয় ভক্ত ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে গমন করেন। কিছুদিন ঢাকায় প্রচার করিবার পর তাঁহারা বিক্রমপুর পরগণায় প্রচার-কার্য্যে বাহির হন। তাঁহারা প্রথমে আবদুল্লাপুর, পানাম, মিরকাদিম কমলাঘাটা, নগরকসবা, রিকাবিবাজার গোপালনগর প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন। তৎপর তাঁহারা মুন্সিগঞ্জ, সেরাজাবাজ, বাঘিয়া, তথা হইতে দিঘির পাড়, রাজাবাড়ী, তথা হইতে বিদ্গাঁও পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন মুখে নারায়ণগঞ্জের অপরপারে মদনগঞ্জে প্রচারানন্তর ঢাকায় ফিরিয়া আসেন। তৎপর পুনরায় তাঁহারা লৌহজঙ্গে প্রচার করিতে যান। লৌহজঙ্গে প্রচারানন্তর তাঁহারা গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিগত বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কয়েকজন ভক্ত সহ কাটোয়া অঞ্চলে প্রচারে গমন করেন। তাঁহারা শ্রীগোপালপুর গ্রামে কতিপয় দিবস অবস্থানপূর্ব্বক মারুট, নৌয়োল প্রভৃতি নিকটস্থ গ্রামসমূহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পাঠও কীর্ত্তন ফলে স্থানীয় আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।

সম্প্রতি খবর আসিয়াছে, শ্রীযুক্ত হরিদাস বনচারী বর্দ্ধমান সহরে চকবাজারে অবস্থান করিয়া ভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। একমাস পূর্ব্বে তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারি অঞ্চলে কতিপয় ভক্তসহ প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্ত ভাগবতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছেন। এই গ্রন্থের প্রচার হইলে শ্রীচৈতন্ত ভাগবতের অভাব বিদূরিত হইবে।

—০—

বিগত শ্রীগৌরজন্মোৎসব কালে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে 'শরণাগতি' গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্য কোন গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ অদ্যাবধি হয় নাই।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত 'শ্রীচৈতন্ত-শিক্ষামৃত' নামক গ্রন্থরাজের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিই বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিরাজ্যের প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

—০—

শ্রীচৈতন্ত মঠের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমন্দিরের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন আচার্য্যচতুষ্টয়ের মন্দিরগুলির দ্বারদেশ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ সমাধা হইয়া ঊর্দ্ধে উন্নীত হইতেছে। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির অষ্টকোণ-সমন্বিত প্রায় আটহাত বর্গপরিমিত অভ্যন্তরবিশিষ্ট। ইহারই বিদিক্‌গুলিতে চতুষ্কোণময় চারি সম্প্রদায়ের চারিটী পূর্ব্বতন ও মধ্যযুগীয় আচার্য্যমূর্ত্তি বিরাজ করিবেন।

—০—

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব নিকটবর্ত্তী। তদুপলক্ষে শুদ্ধভক্তগণ উৎকল দেশে শ্রীনাম-প্রচারে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। উৎকলের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এইবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন প্রচারিত হইবার সুযোগ হইতেছে।

—০—

নারদ চরিত।

নারদমুনি তাঁহার স্নেহের শিষ্য ব্যাসদেবকে এই আত্মচরিত বলেন। "আমি পূর্ব্বজন্মে এক দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলাম। মা বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগের দাসী ছিলেন। একবার বর্ষাকালে বৈষ্ণবেরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিয়া একসঙ্গে বাস করিতে ইচ্ছা করিলে আমার মা আমাকে তাঁহাদের সেবার কাজে রাখিয়া দিলেন। আমি তখন খুব ছেলে-মানুষ ছিলাম। কিন্তু খেলা-ধূলার দিকে মন না দিয়া সুশীল বালকের মত তাঁহাদের অনুগত হইয়া সেবা করিতে লাগিলাম। এজন্ত তাঁহারাও আমাকে খুব স্নেহ ও দয়া করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে আমি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলাম। এইরূপ করাতে আমার চিত্তের মলিনতা যেন কাটিয়া গেল। সেইদিন হইতে রোজই তাঁহাদের পাত্রের অবশেষ খাইতাম। ক্রমশঃই আমার চিত্ত

ভক্ত হইল ও তাঁহাদের ধর্ম্মে রুচি হইতে লাগিল। তাঁহারা রোজই কৃষ্ণকথা বলিতেন। আমি সেই সকল শুনিতে পাইতাম। শুনিতে শুনিতে আমার ভগবানে মতি হইল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, আমিও ভগবানের নিত্য-সেবক। সেবকের সেবা করাই ধর্ম্ম। আমি ভগবানেরই অংশ। ভগবান্ নিত্যবস্তু সুতরাং আমিও নিত্যবস্তু। কিন্তু আমাদের যে শরীরটা দেখিতে পাই তাহা বদলাইয়া যায়। এই শরীরটা মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটা জিনিষের তৈয়ারী। কিছু দিন পরেই নষ্ট হইয়া যায় ও প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হয়। আমাদের মন বুদ্ধি-গুলাও সর্ব্বদা চঞ্চল। সুতরাং আমি এই সব পরিবর্ত্তনশীল বস্তু নহি কারণ আমি নিত্যবস্তুর অংশ। আমি আত্মা বা শুদ্ধজীব। শুদ্ধজীব যখন তাহার প্রভু শ্রীভগবানকে ভুলিয়া নানা কামনা করে তখনই তাহার এই শরীর-প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু যাহার সাধুসঙ্গপ্রভাবে সৌভাগ্যের উদয় হয় তিনি শরীরকে নিজ ভোগে না লাগাইয়া ইহাদ্বারা শ্রীভগবান ও ভক্তের সেবা করেন। মনকে শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মে নিয়োগ করেন। বর্ষা ও শরৎকালের চার মাস বৈষ্ণব-গণের মুখে ভগবানের নির্ম্মল যশ পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তি জাগিয়া উঠিল। আমি ভক্তিমান্, বিনয়ী, শ্রদ্ধাযুক্ত ও শান্ত হইয়া তাঁহাদের আদেশমত সেবা করিতে লাগিলাম। চারিমাস পরে ব্রতপালন শেষ হইলে তাঁহারা যখন চলিয়া যাইবেন তখন তাঁহারা শ্রীভগবানের মুখ্যগলিত অতি গুহ্যজ্ঞানের কথা দয়া করিয়া আমাকে বলিলেন। এই জ্ঞানের দ্বারা আমি ভগবানের মায়াশক্তির কার্য্য জানিতে পারিয়াছি। এই সংসারে যাহারা দেহধারী, তাহারা কতই না তাপে জর্জ্জরিত হইতেছে। কিন্তু এই তাপ দূর করিবার একমাত্র মহৌষধ ভগবানের উদ্দেশ্যে যাবতীয় কার্য্য-অনুষ্ঠান। যেমন, ঘি খাইয়া যদি কাহারও অসুখ হয় তখন যে ঘি খাওয়াতে অসুখ জন্মিয়াছে ঐরূপ পুনরায় কেবল ঘি খাইলে অসুখ সারে না, বরং অসুখ আরও বাড়ে; কিন্তু যদি ঐ ঘিকে অন্য জিনিষের দ্বারা ভাবনা দিয়া নেওয়া হয় এবং তাহা খাওয়া হয় তবেই অসুখ সারিয়া থাকে। সেই রকম যে সকল কাজ করিলে মানুষের বাসনা বাড়ে বা সংসার বন্ধন হয়, আবার সেই সকল কাজই ভগ-বানের প্রীতির জন্য করিলে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় ও ভগবানে ভক্তি হয়। ভগবানের সেবা-উদ্দেশ্যে যে কিছু কর্ম্ম তাহাই ভক্তি। ভগবানের নির্ম্মল গুণসকল মনে প্রাণে কীর্ত্তন করিলেই পণ্ডিতসকলের জ্ঞানলাভের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যে সকল জীব দুঃখে বারে বারে কষ্ট পাইতেছে তাহাদের হরিকীর্ত্তন ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

আমি আমার মার একমাত্র ছেলে ছিলাম। আমার মা একে স্ত্রীজাতি, অবোধ, তাহাতে আবার অন্যের দাসী। আমাকে ভাল করিয়া মানুষ করে, খাইতে পরিতে সর্ব্বদা দেয় এইরূপ ইচ্ছা থাকিলেও অপরের অধীন হইয়া কিছু করিতে পারিতেন না। কাজে কাজেই অন্য গতি না দেখিয়া আমার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। আমার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। আমার দিক্ দেশ কাল এই সব বিষয়ে কিছু জ্ঞান হয় নাই। কিন্তু "মার স্নেহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদাই মনে ভাবিতাম, তাঁর কবে মৃত্যু হইবে? এই আশায় ছিলাম, এমন সময় একদিন রাত্রে মা দুগ্ধ-দোহনের জন্য ঘর হইতে বাহিরে গেলে হঠাৎ একটা সাপের গায়ে মার পা লাগাতে সাপটা কামড়াইল ও মার মৃত্যু হইল। আমি তখন মনে করিলাম যে এইটা শ্রীভগবানের অনুগ্রহ। কারণ, ভগবান তাহার ভক্তের সেবার বিঘ্নসকল দূর করিয়া মঙ্গল করিয়া থাকেন।

তদা তদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ।
অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাং॥

ভাঃ ১।৬।১০

আমি তখন উত্তর দিকে চলিয়া গেলাম। যাওয়ার সময় কত বড় বড় সহর, রাজধানী, গ্রাম, রত্নের খনি, ফুলের বাগান, বন, সুন্দর সুন্দর পাহাড়, বড় বড় গাছ, পরিষ্কার জলপূর্ণ পুকুর চারিদিকে পাখীরা কত মধুর রব করিতেছে, ভ্রমরগুলি গুন্ গুন্ করিয়া ফুলের মধু

নিভেছে ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। এইরূপ যাইতে যাইতে এক বড় বনের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। এত নিবিড় বন যে পথ পাওয়া যায় না—তার মধ্যে আবার কত সাপ, শেয়াল প্রভৃতি হিংস্র জন্তু এদিক ওদিক বেড়াইতেছে। অনেক হাঁটাতে বড় ক্লান্তি বোধ হইয়াছিল। ক্ষুধাতৃষ্ণাও খুব লাগিয়াছিল। এক নদীতে স্নান ও জলপান করিয়া কিছু বিশ্রাম করিলাম। সে বনে একটী মানুষের চিহ্ন পর্যান্তও নাই। আমি একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে বসিয়া সাধুরা আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন সেইরূপ ভাবে ভগবানের চরণকমল চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভক্তির সহিত ভগবানের চরণ ধ্যান করিতে করিতে আমার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, গায়ে পুলক হইতে লাগিল—তখন আমি শ্রীভগবানের অপরূপ রূপ দেখিয়া আনন্দে বাহিরের সকলজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম—কেবল ভগবানকে দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে রূপ আর দেখিতে পাইলাম না। আমি পাগলের মত হইয়া অজ্ঞজ্ঞানে সেই মনোমোহন অধোক্ষজরূপ দেখিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই আর দেখা গেল না। ভগবান্‌কে সাজার চেষ্টা করিয়া কেহ দেখিতে পায় না; তিনি যাকে দয়া করিয়া দেখা দেন সেই দেখিতে পায়। তখন আমাকে কে যেন খুব মধুর ও গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—"নারদ! এই জন্মে তুমি আর আমার দেখা পাইবে না। যাহাদের হৃদয়ে নানা কামনা আছে, এইরূপ কুযোগীরা একবারও আমার দেখা পায় না। তুমি কুযোগী নও—আমার সেবা করাই তোমার উদ্দেশ্য, তুমি কুযোগীদের মত কেবল নিজ স্বার্থ সিদ্ধি চাও না, তাই একবার মাত্র আমার দর্শন পাইলে। তোমাকে যে একবার দেখা দিলাম তাহার কারণ এই যে ইহাতে আমার প্রতি তোমার আরও অনুরাগ বাড়িবে। জাতরতি ভক্তদিগকে সাধকদেহে আমি একবার দেখা দিয়া থাকি—ইহাতে তাহাদের অনুরাগ বাড়িতে থাকে। তুমি আরও কিছুকাল সাধুগণের সেবা করিয়া আমাতে মতি দৃঢ় কর। তখন এই দেহ সংসার ছাড়িয়া আমার পার্ষদত্ব লাভ করিবে। আমাতে একবার শুদ্ধভক্তি জন্মিলে ও আমার সেবালাভ করিলে কখনও আমার সহিত বিচ্ছেদ হইবে না। আমার অনুগ্রহে প্রলয়ের পরও আমার সেবা পাইবে।" ভগবানের এই আদেশ মাথায় লইয়া আমিও কোন লজ্জা না করিয়া তাঁহার নামকীর্ত্তন করিতে করিতে পৃথিবীতে বেড়াইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার হাড়মাংসের দেহটা ছাড়িয়া অধোক্ষজ-সেবাপযোগী শুদ্ধ ভাগবতী তনু লাভ করিলাম। প্রত্যেক জীবেরই এরূপ চিন্ময় দেহ আছে। জীব যখন ভগবানের সেবা ছাড়া আর বিন্দুমাত্রও কিছু চায় না তখন ভগবান্ তাঁহারই অংশ শুদ্ধজীবের নিকট এই চিন্ময় দেহ প্রকাশিত করিয়া নিত্য সেবায় নিযুক্ত করেন। কল্পান্তে ভগবান্ যখন এই বিশ্ব সংহার করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহার নিঃশ্বাস যোগে তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। আবার প্রলয়ের পরে যখন তিনি যোগ-নিদ্রা হইতে উঠিলেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন আমিও উৎপন্ন হইলাম। সেই সময় হইতে আমি অখণ্ডজ্ঞান ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া কোনও বাধা না পাইয়া ত্রিলোকের সব জায়গায় বিচরণ করি। শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করিবামাত্র খুব ভালবাসার লোককে ডাকিলে সে যেমন অমনি সব ছাড়িয়া চলিয়া আসে, তিনিও সেই রকম আমার কাছে আসিয়া দেখা দেন। আমি খুব ভাল রকমে বুঝিয়াছি ও বিশেষ ভাবে দেখিয়াছি যে হরিকীর্ত্তন ব্যতীত বিষয়ভোগে আতুর জীবগণের ভবসিন্ধু তরিবার আর অন্য কোনও উপায় নাই বা হইতে পারে না।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১।৬।৩৫

যাহাদের চিত্ত পুনঃ পুনঃ কাম লোভাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে এইরূপ ব্যক্তিদের আত্মা ভগবানের সেবা দ্বারা

যে প্রকার সুপ্রসাদ লাভ করে, যমনিয়ম প্রভৃতি যোগপথে কিংবা অন্য উপায়ে সেইরূপ শান্তি লাভ করিতে পারে না।"

শ্রীনারদের এই আত্মচরিত হইতে সুবোধ ব্যক্তি কি শিক্ষা করিবেন ?

(১) ভগবানের ভক্ত বাহ্যদর্শনে নীচকুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীভগবানের অতি প্রিয়তম হইতে ও জগৎ পাবন করিতে পারেন।

(২) নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের অনুগত বুদ্ধিতে সেবাই ভগবানে মতি হইবার একমাত্র উপায়।

(৩) সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ ভজন।

(৪) হরিসেবার অনুকূলে কার্য্যই ভক্তি ও সংসার-নাশের উপায়।

(৫) জগতে জননী পূজনীয় এবং স্বর্গ হইতেও প্রিয় বস্তু হইলেও সর্ব্বগুরু সর্ব্বেশ্বর ভগবানের সেবার প্রতিবন্ধক হইলে জননীর আসক্তি পর্য্যন্ত ছেদন করা কর্ত্তব্য।

(৬) যাহাদের স্বর্গ-কামনা, মুক্তি-কামনা, সিদ্ধি-কামনা থাকে, এই সকল কুযোগিগণ সাক্ষাৎ ভগবানের দেখা পান না।

(৭) হরিকীর্ত্তনই সর্ব্ব জীবের ধর্ম্ম। তাহা ছাড়া আত্মা আর কিছুতেই শান্তি পাইতে পারে না।

—০—

ভবঘুরের উক্তি।

তারা কে, আর তোমাদের সঙ্গে কথা কওয়া হোল না। যে কথাটী কইব, আর তোমরা দেশময় রাষ্ট্র কোরে দেবে, আমার দেশে দেশে টেঁকা দায়। যেখানে যাই ঐ এক ভবঘুরের কথা। গোঁসাই গোবিন্দ দাদারা আর তাদের চেলারা, চামড়ার বড়াইওয়ালা যত ভণ্ডগুলো, ভাড়াটে কথক পাঠক ভায়ারা ত' আমাকে এলো পাথাড়ী গালাগাল দিচ্ছে। ট্রামে যাওয়া ঐ আমার কথা, ট্রেণে চল ঐ সেখানেও আমি, মজলিস বোসেছে সেখানে এই শর্ম্মা, বাজারের মাঝে পাঁচজন জমেছে আর অমনি ভবঘুরে—কেনরে বাবা আমি কি একটা কেওকেটা, এত সব আমার কথা কেন ? আমি কি কারও পাকা ধানে মই দিয়েছি ? ভণ্ডামিগুলো লোকের দেখ্তে পারি না, আর কেউ ওসব শোন্‌বার নেই তাই আমি তোমাদের কাছে এসে বলি, আর তোমাদের ভাল এক কাগজ বেরিয়েছে, তাইতে দাও চাপিয়ে, আর অমনি বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা পশ্চিম সব দেশের লোক আমার মনের কথাটী জেনে গেল। তাই বলি তোমাদের কাছে আর আমার মুখ খুল্‌তে ইচ্ছে করে না। কিন্তু কেমন আবার চুপ ক'রেও থাক্‌তে পারি না। আচ্ছা, তোমাদের খবরের কাগজ ভরাবার আর কথা খুঁজে পাও না, আমার এই পাগলের হাবিজাবি গুলো পর্য্যন্ত তুলে দাও ? আমি কখনও জান্‌তুম না আমার কথাও ছাপা হোয়ে বেরুবে। তোমরা আমার দেশ শুদ্ধু লোকের কাছে জাহির কোরে দিলে। আমার বেরোনো দায়। তবে তারা কথা একেবারে না কোয়ে থাক্‌তেই পারি না। আজ আর কিছু নয়, শুধু একটা গল্প বোলে যাই। 'এক ছিল বামুনসন্তান, তার ছিল এক সখ। সখ আর কিছুই নয়, সে একটা পণ্ডিত নাম কিনে দশের মধ্যে একজন হয়। কিন্তু ছিল না তার পেটে একেবারে ক অক্ষরের আঁকড়িটী পর্য্যন্ত। তাই সে মনের দুঃখে ঘুরে বেড়ায়। একদিন তার মাথায় এক বুদ্ধি এল। মনে করলে বাবা নাম খাতির যশ কুল মান—এ সব আর কিছুই নয় শুধু বড় লোকের নেক নজর। তার সাক্ষী দেখন এই কুলীনগুলো। গুণের সঙ্গে কাহারও খোঁজ নেই—এক গুণ কেবল দশ বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ শ' বিয়ে। বল্লাল সেন ভারি দবাদবাওলা রাজা ছিল, বোলে গ্যাল এই এই কুলীন কাপ—অমনি দেশ শুদ্ধু তাই মেনে নিয়ে এখনও সেই হুকুম মাথায় বোয়ে নিয়ে আসছে। অথচ যদি খুঁজে স্তাখ ভাই, দেখ্‌বে কুলীনগুলো যত নির্গুণ আর নষ্ট এতটা আর কেউ নয়, আর দুনিয়া খানাকে যেন সরার মত স্তাখে, সাধু লোকের অবমান কোরে নরকে যায়, দণ্ডদাতার কাছে ত' কুলীনের খাতির নেই যে,—ওগো

ামি ছ' বেগের দাস বেগের ব্যাটা, আমার কাছ ক্লাস াকিট—তা' চল্‌বে না বাবা। তা হোলেও এখানে কিন্তু াখ, এখনও সেই বাপ্পাভার আমলের কথা. তা'র জোর ানও চল্‌ছে ত'। মানুষের কাছে বড়লোকের খাতির মনি বেশী, তারা যে জিনিষটা গোড়ে তার সেটা গড়্ ড়্ কোরে চলে অনেক দিন। আমাকেও দেখ্‌তে পাই, ড় লোকের আশ্রয় নিতে হ'বে। নইলে হোচ্ছে না। ই মনে কোরে সেত' রোজ কেষ্টচন্দ্র রাজার সভায় যায় ায় আসে। অনেকদিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাজার জর একদিন তা'র উপর পড়্‌ল। জিগ্‌গেস করলেন, াপনি রোজ আসেন আর যান, কোন কথা পাড়েন না, াপনার কি অভাব বলুন দেখি?' 'আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, যার ঢের যজমান আছে, তা'দের পুজো কোরে আমার শ দিন চোলে যাচ্ছে, একটা কিন্তু আমার ভারি দুঃখু। াই মহারাজকে জানাতে এলুম, মহারাজ সকলের মনোরথ ূর্ণ করেন, আমারও কোরে দিতে হ'বে।' 'কি আপনার থা বলুন, সমাজে কি আপনাকে ঠেকো রেখেছে?—বলুন া'র ব্যবস্থা করি।' 'আজ্ঞে মহারাজ' আমি বড় মুখ্‌খু, াই আমার দুখ্‌খু।' 'আপনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন, াপনার মূর্খতা দূর হবে।' 'আজ্ঞে মহারাজের কাছে ামি এতদিন পরে ওকথা শুন্‌তে আশা করিনি, হারাজের কৃপা হোলেই আমি পণ্ডিত হোতে পারি।' তা কি হয় ঠাকুর? আমরা ইচ্ছে করলে ধন দিয়ে লোককে বড় কোরে দিতে পারি, নীচকে উঁচু মর্য্যাদা দিয়ে সমাজে বড় কোরে নিতে পারি—কিন্তু বিদ্যা ত' ত সহজ জিনিষ নয় যে ইচ্ছে কোরলেই মুঠো মুঠো দেওয়া যায়।' সভায় ছিল গোপাল ভাঁড়— মনি বোলে উঠ্‌ল, 'বলেন কি মহারাজ, আপনি না ারেন কি? আপনার সভা থেকে যাচক কিছু না য়ে ফিরবে, এ আমি দেখ্‌তে পার্ব্ব না।' সভা দ্ধ সকলে গোপালের দিকে অবাক্ হোয়ে চেয়ে াইল, মনে করে, গোপাল যখন উঠেছে তখন একটা ব্যবস্থা হবেই। মহারাজ বল্‌লেন—'গোপাল, বোস বোস; এ তোমার ভাঁড়ামির কথা নয়, পাণ্ডিত্যের কথা হোচ্ছে, যাতে তোমার সম্পর্ক নেই তা'তে মিছি মিছি গণ্ডগোল কোরে সময় নষ্ট করো না। ব্রাহ্মণ যদি ইচ্ছা করেন রাজচতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করুন, তার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাক্।' 'কি ঠাকুর, মহারাজ যা' বল্লেন তাতে তুমি রাজি?' 'তা' তা' তা' এ বয়সে আর আমি লেখা পড়া করতে পারব না। মহারাজ সব পারেন, আমায় উনি পণ্ডিত কোরে নিলেই আমি পণ্ডিত হই।' 'তা' হয় না ঠাকুর, তা' হয় না। লোকে তা মানবে কেন, আর আমিই বা নিরক্ষরকে পণ্ডিত খ্যাতি দিই কি কোরে?' গোপাল বল্‌লে 'মহারাজ, যদি অভয় দেন ত' নিবেদন করি। এই হাতীর চোখ্ ছটো খুব ছোট, নিজে কত বড় তা' দেখ্‌তে পায় না। মহারাজ, আপনার অসাধারণ ক্ষমতার কথা এখন থাক্, যদি আমাকে হুকুম দান ত' আমি এই বামুনকে পণ্ডিত তৈরি কোরে নিতে পারি।' সভার অধ্যাপক-মহলে একটা হাসির রোল পোড়ে গ্যাল। মহারাজ হাসতে হাসতে বল্‌লেন 'ভাল ভাল তাই হোক্, তুমি এবার থেকে টোল খুলে পড়াতে আরম্ভ কর, গোপাল।' 'আজ্ঞে মহারাজের যখন আদেশ হোয়েছে, এখন এই একছাত্র থেকেই আমার নাম বেরিয়ে যাবে। চল ঠাকুর, কে তোমায় পণ্ডিত না বলে আমি একবার দেখি! কিন্তু দ্যাখ আমি যা' বলব তাই কর্ত্তে হবে, নইলে হবে না। যখন তোমায় কেউ পণ্ডিত বল্‌বে, তুমি রেগে মারতে যা'বে, আরও বল্‌বে, আরও রেগে যাবে। তার পরে আর আর ব্যবস্থাগুল' আমি কোরে দেব।' এই বোলে দুজনে পথ দিয়ে যেতে যেতে গোপাল একটা স্তাংটা ছেলেকে ডেকে চুপি চুপি বলে দিলে—এই, একটা মজা দেখ্‌বি? ঐ বামুনটা খ্যাপা! ওকে, 'ও-পণ্ডিত কোথা যা'ন' বল্‌লেই খেপে যাবে—সে ভারি মজা, মা-মাঃ ব'লেই ভাখ্‌না।' ছেলে পিলে তাই ত' চায়। সে নাচ্‌তে

নাচ্‌তে বামুনের সাম্‌নে গিয়ে 'ও পণ্ডিত কোথা যান, ও পণ্ডিত কোথা যান'—এই যাই বলা, বামুনের রাগ ছাখে কে—'ব্যাটা আঁটকুড়ির পুত্‌ উচ্ছোন্ন যা, উচ্ছোন্ন যা।' ছেলেটাও নেচে নেচে বলে 'ও পণ্ডিত কোথা যা'ন?' আর বামুন তা'কে ছুটে মারতে যায়। এই দেখে দেশের ছেলে সব জড় হোল—আর 'ও পণ্ডিত কোথা যা'ন, ও পণ্ডিত কোথা যা'ন?' গোপাল বোলে দিয়েছে এই রকম এক বছর কর্তে হবে। বামুন তাই করে। ছেলে ছোক্‌রা যোয়ান সবাই বামুনকে খ্যাপায়। কেউ কেউ ভারিখ্যি লোক বামুনকে বলে 'পণ্ডিত মশাই, আপনি রাগেন কেন?' বামুনের মনে তখন বেশ আহ্লাদ, 'দেখুন না মশাই, আমাকে যেন পাগল পেয়েছে।' 'আপনি পাগলের মত করেন তাই পায়।' এ রকম কিছুদিন যায়। ছেলেগুলোও খ্যাপায়, আর দোকানি পসারি ভদ্রলোক সকলেই বামুনকে পণ্ডিত মশাই বল্‌তে শুরু কোরেছে। গোপাল একদিন ডেকে বোল্লে 'পণ্ডিত মশাই' আর খেপ্‌বেন না। ছেলেগুলো খ্যাপাতে এলে চুপ কোরে চোলে যাবেন, তা হোলেই আপনার 'পণ্ডিত' খেতাব হোয়ে গ্যাল।' কাজে হোলও তাই। গোপাল একদিন তাকে সভায় নিয়ে গিয়ে মহারাজকে ছাখালে, 'দেখুন মহারাজ, আপনার গোলাম বামুনকে পণ্ডিত বানিয়েছে। অধ্যাপকেরা শামুকের ভেতর থেকে নস্যি নাকে গুঁজে বল্লে, 'আসুন ত' মশায়, দেখি আপনি কোন্‌ শাস্ত্র অধ্যয়ন কোরেছেন? গোপাল বল্লে 'ভট্টাচার্য্য মশায়, আমার বেয়াদবি মাপ কর্ব্বেন, আমার টোলের ছাত্র আপনাদের কাছে কি পরীক্ষা দেবে, চলুন সহরে চলুন, উনি কত বড় পণ্ডিত হোয়েছেন দেখ্‌বেন।' তখন একজন সরকার সঙ্গে দিয়ে বামুনকে পাঠিয়ে দিলে। খানিক পরে দুজনে ফিরে এলে সরকার বল্লে 'যেখানে যাই বামুনকে সবাই 'পণ্ডিত মশাই' 'পণ্ডিত মশাই' বোলে খাতির কর্‌ছে।' মহারাজ আপনার নাম রেখেছি কি না দেখুন! এখন আমাকে যেন কেউ মুখ্‌খু না বলে।' রাজা ত' হেসে খুন। গোপালকে বেশ বখ্‌শিশ দিলেন, বামুনকেও কিছু অর্থ দিয়ে বিদেয় কল্লেন।' ভায়া হে, এতো কিছুদিন আগের কথা। এ রকম ঘটনা এই তোমাদের এখানেই দেখেছি। তোমাদের এখানে আসে যায়, কথা শোনে কথা শোনে—শুন্‌তে শুন্‌তে তোমাদের সঙ্গে হেথা যায় সেথা যায়, কথা কপ্‌চায়, আচার করে না—ঝপ্‌ কোরে প্রচারক হরিসেবক কত কি খেতাব নিয়ে প্রতারকগিরি কর্‌ছে, নিজে শ্রীগুরুচরণে শরণ না নিয়ে শরণ দিতে বোসেছে, আর এখন দল বেঁধে একটা কেওকেটা হবার সন্ধানে ফির্‌ছে, দিন কতক পরে কত লোক জড় ক'রে পা দিয়ে ভগবান দেখাবার ফিকিরে ঘুর্‌বে। 'ধন্য কলিযুগ, তেরি তামাসা দুঃখ লাগে আওর হাসি।' জগৎটা আজকাল এই রকমই হোয়েছে। দুভায়ে একটু বিবাদ হোলে অমনি একজন আর একজনকে বংশ তুলে গাল দেয়, এ সব লোকও তাই। নিজের মন বাঁকা বোলে কোন কোন ভক্তের সঙ্গে একটু গরমিল হোলেই ভক্তের ঠাকুরের মাথায় বাড়ি। তাতে নিজের কি সুবিধে হোলো না হোলো এটা দেখ্‌লে না—এ সব লোক ভণ্ডামিতে নামে কেন? ভায়া, কিছু বল্‌ব না মনে করেছিলুম, কিন্তু অনেক কথা বেরিয়ে গ্যাল, দোহাই তোমার, এ সব যেন ছাপিও না, তা হোলে আমার ওপর সব খেপে যাবে। দণ্ডবৎ ভায়া। ঠাকুর মশায়ের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। এখন তবে আসি।

গৌড়ীয়।

(প্রাপ্ত পত্র)

তোড়কোনা গ্রামে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম; তিনি "গৌড়ীয়" তিন খণ্ড আমায় দেখিতে দিয়াছিলেন;

তিনি যদি না দিতেন তাহা হইলে "গৌড়ীয়" দেখিতে পাইতাম না এবং উল্টাডিঙ্গির ভক্তবৃন্দের সহিতও আলাপ হইত না। তজ্জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। পরে পুস্তক ক্রয় করিতে কলিকাতায় গমন করিয়াছিলাম, তথায় পূজ্যপাদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের উল্টাডিঙ্গির মঠে গমন করিয়াছিলাম। ক্রমে নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় হইয়া আসিল; তাহাতে উক্ত মঠের অধ্যক্ষ পরম ভাগবত আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় পরিক্রমায় যাইবার জন্য অনুরোধ করেন এবং তিনিই আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা! তিনি আমায় লইয়া না গেলে প্রকৃত নবদ্বীপ ধাম দর্শন হইত না। তজ্জন্য তাঁহাকেও শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। পূর্ব্বে কয়েকবার নবদ্বীপ গিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা যে প্রকৃত নবদ্বীপের প্রতিবিম্ব তাহা জানিতাম না। তখন "মায়াপুর" নামই শুনিতাম, কিন্তু এক্ষণ নবদ্বীপ ধাম দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। এই ধাম দর্শন করিলে ইহা যে প্রকৃত নবদ্বীপ, তাহা যেন কেহ বলিয়া দেয়। বৃক্ষতলে শচীদেবীর কোলে মহাপ্রভু শয়ন করিয়া আছেন, নিকটেই পিতা মিশ্র মহাশয় বসিয়া আছেন; অন্যত্র শ্রীবাস-অঙ্গন, স্থানটী বড়ই মনোরম—নবীনতার কুঞ্জ। অন্যত্র শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর টুলপাঠী; অন্যত্র কাজীর অট্টালিকা, তথায় তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণও বর্ত্তমান; যে কাজী মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের খোল ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল এক্ষণও "খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা" তথায় বর্ত্তমান। প্রতিবিম্ব-নবদ্বীপে এ সমুদায়ের কিছুই নাই; নামমাত্র শ্রীবাস-অঙ্গন আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত শ্রীবাস-অঙ্গন দর্শন করিলে ইহাকে নকল বলিয়া অনুমান হয়। প্রতিবিম্ব-নবদ্বীপে প্রত্যেক ঠাকুর বাড়ীতে ভেট না দিলে দর্শন পাওয়া যায় না। সোনার গৌরাঙ্গের বাটীতে একটি গোস্বামিপ্রভু (?) আছেন, তিনি বলেন ... [illegible]

গৌরসুন্দর ও নিত্যানন্দ অযাচিতভাবে নাম বিতরণ করিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে গেলে পয়সা না দিলে দেখা দেন না। হায় নিতাই! তুমি কি তথায় অবস্থান করিতেছ? কখনই নহে, তাহা হইলে তোমার নামে যে কলঙ্ক হইবে। তুমি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এই শ্রীধাম মায়াপুরে তোমার প্রকৃত স্থানে আছ। এই প্রকৃত-নবদ্বীপে ভেটের প্রথা ত নাই, অপিতু মহাপ্রসাদ-বিতরণেরও ব্যবস্থাও আছে। বিতরণ নামে নহে; উদর-পূর্ত্তি—এত অপরিমিত দ্রব্য যে কত পাত্রাবশেষও থাকে। অন্ন, লুচি, দধি, মিষ্টান্ন, পায়স, অপর্য্যাপ্ত ব্যঞ্জন! নিজের বাটীতেও এরূপ পাওয়া যায় না। নয় দিন পরিক্রমায় প্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি! প্রতি বেলায় ৩৫০।৪০০ যাত্রীদিগকে অপর্য্যাপ্তভাবে প্রসাদ-দান! অত খরচ যে কে যোগাইতেছে, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না! পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সম্বল ত এক দণ্ড! কিন্তু কি তাঁহার ক্ষমতা! তাঁহাকে দর্শন করিলেই শ্রীগোরাচাঁদ বলিয়া মনে হয় ও তাঁহার চরণে মস্তক লুটাইতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু তিনি তাহা দেন না! দুঃখের বিষয়, তিনি প্রণামের প্রতিদান করেন! তাঁহার জীবে দয়া দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়! পরিক্রমার নয় দিন তিনি যাত্রীদিগের সহিত পদব্রজে গমন করিয়া মহাপ্রভু কোথায় কি করিয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া লইয়া যান। ধর্ম্মবিষয়ের কোন সন্দেহ থাকিলে তাহা মীমাংসা করিয়া দেন—তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য! এরূপ মহানুভাব ব্যক্তি কি ভেটের ব্যবস্থা করিতে পারেন? তিনি কি মৃত্তিকা-বিকার অর্থের জন্য গোস্বামী-জীর (?) মত অর্দ্ধচন্দ্র দিতে পারেন? লক্ষ্মী ত তাঁহার দাসী! তাঁহার নিকট—

"অর্থঃ পাদরজোপমং"

—শান্তিশতক

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলেই প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়।

কারণ তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। নয়টি দ্বীপে এক একটি মঠ হইয়া তাহাতে বিগ্রহ স্থাপিত হইয়া সেবার ব্যবস্থা হইয়াছে—এক্ষণও ঠাকুরবাটী প্রস্তুত হইতেছে। মহাপ্রভু তাঁহাকে দিয়া আরও অনেক কার্য্য করাইয়া লইবেন, সুতরাং তাঁহার দীর্ঘজীবন আবশ্যক। নয়দিন পরিক্রমার পর মায়াপুরে প্রত্যাগমন করিয়া তিন দিন মহোৎসব—তাহাতে যে কত যাত্রী প্রসাদ পান তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত আচার্য্যত্রিক মহাশয়ের এই দ্বাদশ দিন, যাত্রীদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া মহাপ্রসাদ দিবার ব্যবস্থায় অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি সকলের উদর পূর্ণ হইলে মহাপ্রসাদ পাইতেন। তাঁহার কৃপায় কয়দিন যে কি আনন্দে গেল, তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিলাম না। ধন্য মহাপ্রভুর এ অধমে দয়া যে তাঁহার প্রকৃত স্থানগুলি দেখাইয়া দিলেন! সেই স্থানগুলি দর্শন করিলেই প্রাণে শান্তি আসে; কিন্তু প্রতিবিম্ব-নবদ্বীপের শ্রীবাস-অঙ্গন প্রভৃতি দর্শন করিলে প্রাণে অশান্তি আসে, এখন বুঝিতেছি, ঐ অমাহুর্যীক বৃত্তি ভেট লইবার জন্য; কারণ, যাহারা ভেট গ্রহণ করেন তাঁহাদের হৃদয়ও অর্থচিন্তাপূর্ণ সুতরাং অশান্তিময়। এক টাকা অন্ত রাজ্যে চলে না, সে টাকার জন্য গৌরনিতাইকে দেখিতে দিবে না! হায়রে! মানব হৃদয়! চিরজীবন অশান্তি ভোগ করিয়া অন্যকেও অশান্তি প্রদান করিলে! হায়! ভেটসংগ্রহ-কারিগণ! যখন ভবধাম ছাড়িবে, তখন এক পুঁটুলি টাকা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইও! হায়! কাচ-বিনিময়ে চিন্তামণি বিক্রয় করিলে! ইহাপেক্ষা দুর্ভাগ্য ও অধমজীবন আর কি হইতে পারে?

নয়দিন পরিক্রমায় স্থানে স্থানে ভারতী মহাশয়, ভক্তি-প্রদীপ ও ভক্তিবিজয় মহাশয়গণের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য; বক্তৃতা অনেক শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু বৈষ্ণবহৃদয় এরূপ কোথাও দেখি নাই! গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের বিনয় দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি; তাঁহার মাতৃদেবীকেও দেখিয়াছি, প্রণাম করিতে গেলে তিনি মহাবিপদে পড়েন! তেমন মাতার এরূপ পুত্র না হইবেন কেন?

"গৌড়ীয়" প্রথম দেখিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম, কারণ আজ কাল সাপ্তাহিক পত্রিকা কলিকাতায় ত ফেলাফেলি কিন্তু প্রথম হইতে পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম প্রথম হইতে "শ্রীকৃষ্ণ" পাঠ করিতে অধিক সময় লাগে নাই—কারণ, মস্তিষ্ক-চালনের মত কোন প্রবন্ধ নাই কিন্তু "গৌড়ীয়ে"র কোন কোন প্রবন্ধ পাঠ করিতে মস্তিষ্ক বিশেষ চালিত করিতে হইয়াছে। "গীতার" পাঠ করিতে করিতে যদি সামান্য অন্যমনস্ক হওয়া যায়, তাহা হইলে যেরূপ গোলমাল হইয়া গিয়া পুনরায় প্রথম হইতে পাঠ করিতে হয়, "গৌড়ীয়ে"র কোন কোন প্রবন্ধে আমার তদ্রূপ সময় লাগিয়াছিল! সুতরাং প্রথম হইতে পাঠ করিতে "শ্রীকৃষ্ণ" অপেক্ষা অধিক সময় লাগিয়াছে এরূপ উপাদেয়পূর্ণ সাপ্তাহিক পত্রিকা কোথাও দেখি নাই! বহিরঙ্গ সংবাদগুলি পাঠ না করিলেও ইহাতে অনেক সারপূর্ণ প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়া থাকে। হায়! এরূপ পত্রিকা পাঠ না করিয়া মনুষ্যপদধারী জীব কেন কুসিদ্ধান্তপূর্ণ পত্রিকা দ্বিগুণ মূল্য দিয়া কেবল বৃথা গল্প পাঠ করিয়া দুর্লভ মানব-জীবন নষ্ট করে, তাহা বুঝিতে পারি না! আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন—ইহা পশুর ধর্ম্ম, মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া এরূপ দুর্লভ মানব দেহ—চৌরাশী লক্ষ জন্মের পর প্রাপ্ত মানবদেহ লাভ করিয়া কি কেবল বৃথা গল্পে তাহাকে ব্যয় করা কর্ত্তব্য?

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোক-বার্ত্তয়া॥

শ্রীভাগবতে ২।৩।১৭

অর্থাৎ, সূর্য্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্ত হইয়া সকল মানবেরই জীবন বৃথা হরণ করিতেছেন; কিন্তু যে ব্যক্তি হরিকথায় কাল যাপন করেন, তাঁহার আয়ু বৃথা নষ্ট হয় না।

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে॥

ঐ ঐ ১৮

তরুগণ কি জীবন ধারণ করে না? কামারদের জাঁতা কি শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে না? গ্রাম্য পশুসকল কি তৃণ ভোজন এবং স্ত্রীসঙ্গ করে না? (সুতরাং কেবল আহার বিহার করা মর্ত্ত্য লোকের জীবনের ফল নহে; কেবল আহার বিহার করিলে নরাকার পশু ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?)

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥

ঐ ঐ ১৯

যাহার কর্ণপথে কখনও শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রবেশ করেন নাই, পণ্ডিতগণ তাহাকে কুকুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকেন। [অবজ্ঞাস্পদ বলিয়া কুকুর, অমেধ্যভোজনপ্রিয় বলিয়া গ্রাম্য শূকর, কণ্টকভোজনেও আনন্দের ন্যায় দুঃখপ্রদ বিষয়ে রত বলিয়া উষ্ট্র এবং স্ত্রী কর্ত্তৃক পদতাড়িত ও ভারবাহী বলিয়া গর্দ্দভের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে]; কিন্তু এই জন্তুগণ তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহারা এইরূপ মনুষ্যের স্তব করিতেছে; কারণ, তাহাদের এই সকল গুণের মধ্যে এক একটা আছে, কিন্তু উপরিউক্ত নরাকার পশুতে চারিটি গুণই বর্ত্তমান; সুতরাং তাহারা প্রকৃত পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহারা নরাকার পশুগণের স্তব করে।

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত! ন চোপগায়ত্যুরুগায়-গাথাঃ॥

ঐ ঐ ২০

শৌনক কহিলেন, হে সূত! যে মনুষ্য কৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে তাহার দুইটি কর্ণরন্ধ্র বৃথা ছিদ্রের মত এবং যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা গান না করে তাহার দুষ্টা জিহ্বা ভেকজিহ্বার তুল্য।

ইহা পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ও কহিয়াছেন, যথা—

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হইল অকারণে॥

শ্রীচরিতামৃতে-মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদঃ।

আজকাল সাধারণ লোকে বৃথা উপন্যাস পাঠ করিয়া দুর্লভ মানব জীবন যে বৃথায় অতিবাহিত করেন তাহা একবার চিন্তাও করেন না। জীব যখন জননী-জঠরে থাকে তখন ভগবানকে এই বলিয়া স্তব করে—

তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্য
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ॥

শ্রীভাগবতে ৩।৩১।২১

অর্থাৎ, তজ্জন্য আমি ব্যাকুল না হইয়া এই স্থানেই থাকিয়া সুহৃৎস্বরূপ আত্মদ্বারা অর্থাৎ সারথিরূপ বুদ্ধিযোগে সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিব, যাহাতে নানাগর্ভবাসরূপ এই দুঃখ আমার না হয়। আমি ভগবান্ বিষ্ণুর পদদ্বয় হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিয়াছি (উহাই আমার সাধন-সামগ্রী)।

অন্যত্র— পূর্ব্বযোনিসহস্রাণি দৃষ্ট্বা চৈব ততো ময়া।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাস্তনাঃ॥
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মচৈব পুনঃ পুনঃ।
যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥
একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ।
অহো দুঃখোদধৌ মগ্ন ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎপ্রপদ্যে মহেশ্বরম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তি-প্রদায়কম্॥

যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ প্রপদ্যে নারায়ণম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তি-প্রদায়কম্॥

গর্ভোপনিষদ্ ৩।

অর্থাৎ আমি ইতিপূর্ব্বে সহস্র সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিয়াছি এবং নানাপ্রকার স্তন পান করিয়াছি; এমন কি, পুনঃ পুনঃ কুক্কুরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদিগের ভক্ষ্য বস্তু ভোজন করিয়াছি; আমি পুনঃ পুনঃ জন্মিয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি। আমি পরিজন-পালনের জন্য যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, এখন একাকী সেই সকল কর্ম্মফলে দগ্ধ হইতেছি; যাহাদের জন্য পাপ করিলাম, তাহারা ফল ভোগ করিয়া গমন করিয়াছে; আমি একণে দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়া কোন প্রতিকারের উপায় দেখিতেছি না। যদি একবার এই যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে অশুভক্ষয়কারী মুক্তিফলপ্রদ মহেশ্বরের সেবা করিব; যদি এই গর্ভ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে অশুভক্ষয়কারী মুক্তিফলপ্রদ নারায়ণের শরণাপন্ন হইব।

জীব গর্ভে অবস্থান কালে ভগবানকে যে সমুদায় স্তব করিয়াছিল তাহা বিস্মৃত হইয়া পুনরায় গর্ভ-প্রবেশ না করিয়া কোথায় ভগবানের শরণাপন্ন হইবে, তাঁহার গুণগান করিবে, তাঁহার লীলাপাঠ করিবে, না, বৃথা গল্প পাঠ করিয়া সময়াতিপাত করিয়া থাকে। সে ভাবে না যে 'আমি কে এবং কি জন্য সংসারে আসিয়াছি।' অধুনাতন সময়ে উপন্যাস-পাঠ এত সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে মাসিক পত্রের সম্পাদকগণও অর্থলোভে কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস তাঁহাদের পত্রিকায় স্থান দেন। কুরুচিপূর্ণ ভুরি ভুরি উপন্যাসও আজকাল মুদ্রিত ও বিক্রীত হইতেছে, তাহাতে পাঠক ও পাঠিকার হৃদয় কুরুচিপূর্ণ হইতেছে। এই দুঃখে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'শাস্ত্রপ্রকাশে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"সে (পাশ্চাত্য) দেশের লেখকগণের ন্যায় আমাদের সমাজে দুই একজন মাননীয়া শ্রেষ্ঠা লেখিকা ব্যতীত সমুদায় ঔপন্যাসিকগণ অসংযত নব্য যুবকগণের যৌবন-লালসা-তৃপ্তির হোমানলে আদিরসপ্রধান উপন্যাসের ইন্ধন যোগাইতেছেন; সমুদায় পুস্তকাগার উপন্যাসে পূর্ণ। উপন্যাস-লেখকগণের স্ব স্ব পুস্তক প্রচলনের চেষ্টা দেখিলে মনে করুণা এবং মুখে হাসির সঞ্চার হয়। উপন্যাসের পৃষ্ঠায় নগ্ন নারীচিত্র অধিক কি, বঙ্গদেশীয় প্রধান মাসিকপত্রের সম্পাদকগণও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়া উপন্যাসলেখকগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইতে বসিয়াছেন। এখন সমাজের যে কোন স্ত্রীশিক্ষার্থীর মন্দির কর, দেখিবে— কেবল দুর্নীতি নরকের নগ্নমূর্ত্তি।"

পুনরায় তিনি এক স্থানে শাস্ত্রপ্রকাশকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

"উপন্যাস বন্যাবিধ্বস্ত দিকহারা যুবকের ধ্রুবতারা।"

তিনি কেবল ধর্ম্মপুস্তকই লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন—কোন ও কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস লেখেন নাই। তিনি উপন্যাস-লেখকগণ হইতে না হয় কম অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু পরলোকে ও দৃষ্টি রাখিয়াছেন। এই সমুদায় উপন্যাস পাঠ করিতে করিতে সংস্কারবশতঃ মৃত্যুকালে উপন্যাসপাত্রের কোন নায়ক-নায়িকার চিন্তা মনে হইবে। সুতরাং সেই চিন্তানুযায়ী জড়ভরতের মৃত্যুকালে মৃগশাবক-চিন্তায় মৃগীগর্ভে জন্মগ্রহণের ন্যায় সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

গীতা ৮।৬

ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন যে, 'হে কৌন্তেয়! মৃত্যুসময়ে যেরূপ চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করা যায়, তদনুরূপ জন্ম হইয়া থাকে।'

অন্যত্র—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥

পঞ্চদশী-ধ্যানদীপে ১৩৭

অন্যত্র—

যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং মনোবিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়া-রচিতেষু দেহ্যসৌ প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে।

শ্রীভাগবতে [illegible]

অর্থাৎ, দেহের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি সময়ে বিবিধ বিকারাত্মক মন ফলাভিমুখ কর্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া, মায়াকর্তৃক নানা দেহরূপে বিরচিত পঞ্চ মহাভূতগণের মধ্যে যে যে দেহে অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট হয়, সেই সেই দেহই আমি এইরূপ বোধ করিয়া জীব দেহ ও মনের সহিত সেই দেহে জন্মগ্রহণ করে। তজ্জন্য পরমভাগবত প্রহ্লাদ মহাশয় দৈত্যবালকগণকে বলিয়াছিলেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তি বাল্যকালেই ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিবেন, কারণ মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, তাহাও অনিশ্চিত, কিন্তু অর্থদ, কারণ এই মনুষ্য-দেহে সাধনবলে যে কোন লোকে যাইতে পারা যায়।

সুতরাং বাল্যকালে ভগবচ্চিন্তা করিলে অভ্যাস ও সংস্কার-বশতঃ মৃত্যুকালে ভগবানকে চিন্তা করিতে পারিবে; কিন্তু চিরকাল উপন্যাসপাঠে মনকে রত করিলে মৃত্যুর সময়ে সেই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা মনে উদয় হইবে। 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় যদিও বহির্ম্মুখ সংবাদ থাকে বটে, তথাপি ইহাতে অনেক ধর্ম্মবিষয় প্রবন্ধ থাকে—তাহা পাঠ করিলে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের সার্থকতা সম্পাদন হইয়া থাকে। ইহার এক একটি প্রবন্ধেই ইহার মূল্য উঠিয়া যায়।

আমার একটী বন্ধুকে ইহার দুই তিন খণ্ড পাঠাইতে বলিয়াছিলাম; শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বাবু আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু বন্ধুর সহিত একদিন দেখা করিতে গিয়াছিলাম—তাহাতে তিনি কহিলেন "গৌড়ীয়"-পাঠের সময় নাই।" তিনি অনেকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা গ্রহণ করেন—পয়সারও দুঃখ নাই, কারণ নিজে ডাক্তার; কিন্তু 'গৌড়ীয়'-পাঠে সময় পাইলেন না! কি পরিতাপ!

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন,
আকুই, বর্দ্ধমান।

ভারতীয়:

বিদ্যাসাগর বাটী নিলামে:—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র পরলোকগত নারায়ণচন্দ্রের ৬৫০০০, ঋণের দায়ে বাঙ্গালার বহুস্মৃতি-জড়িত কলিকাতা বাদুড় বাগানের বিদ্যাসাগর বাটী আগামী ৩০শে যে নিলামে উঠিবে। অন্য কোন সভ্য দেশে কি এরূপ হইতে পারিত?

যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রিদ্বয়ের পদত্যাগ:—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার স্যার ক্লড্ ডি লা ফস্ শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত চিন্তামণির অনুমতি না লইয়া পণ্ডিত জগৎনারায়ণ গর্টুর নামে এক মানহানির মামলা রুজু করেন। শিক্ষামন্ত্রী ইহাতে আপত্তি করিয়া গবর্ণরের নিকট পত্র লিখেন। গবর্ণর তদুত্তরে জানান যে, স্যার ক্লডের আদালতের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না এবং এই মামলায় সরকারের অনুমতি গ্রহণের তত বেশী আবশ্যক নাই। ইহাতে অপমান বোধ করিয়া উভয় মন্ত্রীই পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। সরকারও তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

—০—

কেনিয়া সমস্যায় শাস্ত্রী :—বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা কেনিয়া-প্রবাসী ভারতীয়গণের দুরবস্থা ও অভিযোগের বিষয় জানাইবার জন্য গত ২৩শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে একদল ভারতীয় প্রতিনিধি লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুত শাস্ত্রী বলেন, কেনিয়ায় অপরের অপেক্ষা ভারতবাসীরা ন্যায়তঃ বিশেষ অধিকার পাইবার দাবী করিতে পারে। ভারতবাসীরা বৃটিশের সম অংশীদাররূপেই তথায় থাকিতে চাহে—তাঁহাদিগকে সেই অধিকার নিশ্চয়ই দেওয়া কর্ত্তব্য।

এলায়েন্স ব্যাঙ্কে লাল বাতি :—গত ২৭ শে এপ্রিল সুপ্রসিদ্ধ এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব্ সিমলা দেউলিয়া হওয়ায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কটি উঠিয়া যাওয়ায় বহু লোকের সারাজীবনের সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ পুনঃপ্রাপ্তির আশা চিরতরে বিলীন হইল এবং ফলে, বহুলোক দারিদ্র্যদশায় উপনীত হইল। বহুলোকের সর্ব্বনাশ হওয়ায় তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষগণ বলেন, ক্রমাগত ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় এবং লোকেরা জমার টাকা অতি মাত্রায় তুলিয়া লওয়ায় তাঁহারা ব্যাঙ্ক তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। যাহা হউক, যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়াছিলেন, তাহারা যাহাতে একেবারে বঞ্চিত না হন, তজ্জন্য চেষ্টা হইতেছে। গত জানুয়ারী মাসে ব্যাঙ্কের রক্ষার্থ শেষ চেষ্টা করিবার জন্য ডিরেক্টর বোর্ডের চ্যায়ারম্যান স্যার ডেভিড্ ইউল বিলাত যাত্রা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রকাশ, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া উহার হিসাব পত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবে।

আকালী বন্দীগণের মুক্তি :—সম্প্রতি পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট এক কমিউনিক প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, যেহেতু অমৃতসরে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গার সময় আকালিরা গবর্ণমেন্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, তজ্জন্য সরকার গুরু-কা-বাগ হাঙ্গামায় দণ্ডিত প্রায় ১৪০০ আকালী কয়েদীকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

বঙ্গোপসাগরে ভীষণ ঝাড়া :—গত শনিবারে বঙ্গোপসাগরে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। যাচাগাভী নামক জাহাজখানা ডুবিয়া গিয়াছে। বরিশালের দক্ষিণ অঞ্চলে জলপ্লাবন হইয়াছে। বহু শস্যাদি নষ্ট হইয়াছে।

চৌরীচৌরা আপীলের রায় :—পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে, চৌরীচৌরার দাঙ্গার ফলে নিম্ন আদালতে ১৭০ জনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল। গত ৩০ এপ্রিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার গ্রীমউড্ মায়ার্স এবং মিঃ পিগট ঐ মামলায় আপীলের রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ১৭০ জনের মধ্যে ১৯ জনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বহাল, ১১০ জনের দ্বীপান্তর বাস, তন্মধ্যে আবার ১৪ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসাজ্ঞা ব্যতীত ১৯ জনের ৮ বৎসর, ৫৭ জনের ৫ বৎসর ও ২০ জনের ৩ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর বাসের জন্য গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন। ৩৮ জন আসামী মুক্তি পাইয়াছে।

বৈদেশিক

প্রধান মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের গুজব :—প্রকাশ, বিলাতের ল্যাণ্ড্ উইচ্ ক্লাবে একটী বক্তৃতায় মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন যে এখন রাজনৈতিক গণ্ডগোল খুব বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তিগত হিংসায় বশবর্ত্তী হইয়া রাজনীতিজ্ঞগণ শ্রমিকদলের নেতা মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া সোসালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

১ম খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৭, শনিবার | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ | ৩৮শ সংখ্যা

গৌড়ীয়ের ধর্ম্ম

শ্রীগৌড়ীয়গণ বস্তু অভিন্ন-শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর গৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন, তাদৃশ শিক্ষাই গৌড়ীয়গণ অনুগমন করেন মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর কী আচরণ করিয়াছেন ও কী শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা তাহা বিভিন্ন অক্ষজ-জ্ঞানের চশমাদ্বারা দেখিতে গিয়া নানাপ্রকার দর্শন করি এবং দৃষ্ট বস্তুর অভিজ্ঞতাক্রমে নিজ নিজ মত প্রকাশ করি। আমরা বহুদ্রষ্টা বহুপ্রকার মত প্রকাশ করায় আমাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। এই মত প্রকাশ করিতে যাওয়াই ইন্দ্রিয়জ্ঞানাবলম্বনে প্রভুত্ব অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবারাহিত্য। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আমাদের ন্যায় অক্ষজ-জ্ঞানিগণকে সেবক বলিয়া গ্রহণ করেন না, পরন্তু ভোগ প্রদান করিয়া বিড়ম্বিত করেন মাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শক্তি মায়া আমাদিগকে অক্ষজ-জ্ঞানের প্রভু সাজাইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করাইয়া শ্রীগৌরভক্তি হইতে অনন্তকালের জন্য অপসারিত করে। আমরা 'শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তি' 'বৈষ্ণবসঙ্গিনী' 'বিষ্ণুপ্রিয়া' 'গৌরাঙ্গ-সেবক' 'মাধুকরী' পত্রিকার লেখক হই না কেন, নানাপ্রকার কাম্য গুরু ও আচার্য্য হই না কেন, নানাপ্রকারে লোকরঞ্জক হইতে গিয়া পাঠক ও শ্রবণকারীদিগের তোষামোদ করি না কেন, অনিত্য ইন্দ্রিয়দ্বারা সুখ-দুঃখের ভোগী হইলে তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ও তদীয় নিজজন-গণ আমাদের প্রতি কখনই প্রসন্ন হইবেন না। ঐ সকল কৃত্য আমাদের ভোগপর প্রত্যক্ষ বিচারে গৌর-ভক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও বিশুদ্ধ অধোক্ষজসেব্য গৌরাঙ্গের বিদ্বেষ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শ্রীগৌর-ভক্তের চরণে অপরাধ করিতে গিয়া আমরা গৌড়ীয় নামে অভিহিত হইতে গিয়া গৌড়ীয়ের উপদেশাবলী

ও প্রবন্ধাদিতে দোষ দেখিতে পাই। এই দোষ দেখার চক্ষু, আস্বাদনের জিহ্বা, দুই কার্য্যের জন্য আমাদিগকে প্রকৃত গৌড়ীয়ের নিত্য দাস্য করিতে দেয় না। গৌড়ীয় গৌরভক্ত আচার্য্যগণ ভ্রমে পতিত, তাঁহাদিগের আচরণ শ্রীগৌরাঙ্গের অভিপ্রেত নহে এবং আমার অক্ষজজ্ঞানলব্ধ সাংসারিক চিন্তাময় ব্যক্তিই তাঁহাদিগের শিক্ষক হউক'—এইরূপ বিচার আমার যতদিন প্রবল থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি আত্মার অবিমিশ্র বৃত্তি ভক্তি এবং তাহার স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইব না। যখন আমি বুঝিব যে, আমার ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি দোষচতুষ্টয় আমাকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তখনই আমি শ্রীগৌড়ীয় আচার্য্যের আদর করিতে শিখিব, তখনই আমি শ্রীগৌড়ীয় আচার্য্যের চরণে নিত্যকালের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়া হরিবিমুখতা বা অজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিব। দিব্য-জ্ঞানদাতা শাস্ত্র ও গুরুগণকে কোনও প্রকারে অবজ্ঞা করিব না। সেই শুভদিন উদিত হইলে আমার অহঙ্কারপূর্ণ ভোগপিপাসা ও অজ্ঞান তিরো-হিত হইয়া আমাকে ঐ ভোগময় বিচার হইতে মুক্ত করিবে। তখনই আমি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবৈষ্ণ-বের নিকট পাঠ করি[illegible]।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

'অধোক্ষজের সেবা' বলিলে আমি ইহাই বুঝি যে, আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপলব্ধ ভোগের দ্রব্য কৃষ্ণ নহে এবং আমার ভোগের বৃত্তি কৃষ্ণভক্তি নহে। আমি যাহা কিছু দেখিব, শুনিব, ঘ্রাণ লইব, আহার করিব, স্পর্শ করিব, বা চিন্তা করিব, সকলগুলিই আমাকে ইন্দ্রিয় তর্পণ করাইয়া কৃষ্ণসেবা হইতে চ্যুত করাইয়া মায়ার ভোক্তা করাইবে। সেজন্য আমি বারংবার আমার নিজেন্দ্রিয়দ্বারা প্রতারিত হইয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানলব্ধ বিষয়কে কৃষ্ণ বলিয়া ভুল করিব না। আমার ভোগের তৃপ্তির জন্য কৃষ্ণভক্ত, মহাজন, গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবের দোষ দেখিতে অগ্রসর হইয়া আমার কোন লাভ নাই—এই সত্য বুঝিতে পারিব। এই দিব্যজ্ঞানে শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস হইলেই আমি শুদ্ধভক্তের শ্রীচরণাশ্রয় করিব। তখন আর আমি গৌড়ীয়ের ধর্ম্ম বলিয়া যে সকল ভোগের আবাহন করিয়াছিলাম, তৎসমুদায় বুঝিতে পারিয়া সেগুলিকে ভয়ঙ্কর বিপত্তিজনক বলিয়া জ্ঞান করিব। তখনই শ্রীগৌড়ীয়ের উপদেশকে আমার মঙ্গলের একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিব। যাহারা আমাকে [illegible] গৌড়ীয়ের [illegible] পথগামী করিয়াছিল, তাহাদিগের [illegible] সম্বন্ধ শ্রদ্ধা থাকিবে না। তাহা-[illegible] গ্রন্থপাঠ বসেবা প্রভৃতি সকল ক্রিয়াগুলিকেই নিজ নিজ [illegible] আবাহন জানিয়া আমি ভোগ হইতে অবসর [illegible] করিব। অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা [illegible]—আমি গৌর-নাগরী—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ শ্রীগৌরসেবা নহে, জানিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর বলিয়া প্রতিপন্ন করিব না। প্রাকৃত পারকীয় গৌরনাগরী-অভিমানকারিগণ নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, জানিতে পারিয়া "শ্রীভক্তি-বিনোদকে তদাশ্রয়নন্দ" বুঝিতে পারিব এবং ঐ ইন্দ্রিয়ভোগ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্মের প্রতিকূল ভাব বলিয়া দৃঢ়ভাবে জানিতে পারিব।

'আমার ভোগের জন্য—ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য, সেবাগ্রহণ-ছলনায় শ্রীগৌরাঙ্গ লম্পট হইবেন, আমার নাগাল পাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ আমার মত কামাতুর, মূর্খ, দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট না হইলে আমার

ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা হয় না, সেজন্য শ্রীগৌরাঙ্গ যখন পরমেশ্বর, তখন তিনি আমার কামতৃপ্তির যন্ত্র কেন না হইবেন—এরূপ বিচার গৌড়ীয়ের নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীগৌড়ীয় আচার্য্যের সহিত আমার নিজের সমবুদ্ধি করিতে যাওয়া বিষম ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিতে পারিলেই, আমি অধোক্ষজ সেবা বুঝিতে পারিব—তাঁহাকে আমার নিত্যপ্রভু বলিয়া জানিতে পারিব। গৌড়ীয় আচার্য্য আমার মত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-ফলাকাঙ্ক্ষী জীব নহেন বুঝিতে পারিলেই আমি গৌড়ীয় হইতে পারিব। অগৌড়ীয় আমি অক্ষজবাদী, গৌড়ীয় গুরু অধোক্ষজ-সেবক শ্রীমদ্ভাগবত। তখন [illegible] ভাগবত গান করিতে করিতে আমার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি উদিত হইবে—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো
বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।
তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া
তদক্ষরমধিগম্যতে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমি অধোক্ষজ-সেবা-বিদ্যায় দীক্ষিত হইব।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজ অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়িয়া দিয়া হৃষীকেশের কৃপাভিক্ষু হইব।

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশং
অস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

এই মন্ত্রদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে—

"এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ"

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভক্তিধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া গৌড়ীয় বেদবক্তা ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায়—

"আমি এইরূপে [illegible] পথে চলিব গো,"

এই বলিয়া পুনরায় 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' মন্ত্র গান করিতে থাকিব।

পরীক্ষিৎ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যুর ঔরসে বিরাটকুমারী উত্তরার গর্ভে একটি ছেলে হয়, তাহার নাম পরীক্ষিৎ। ছেলেটী যখন মায়ের পেটে ছিল তখন অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষার গুরু দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে গর্ভস্থ শিশুটিকে রক্ষা করেন। বিষ্ণুকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া বালকের নাম 'বিষ্ণুরাত' রাখা হইল। ইনি মাতৃগর্ভে আক্রান্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন বলিয়া 'পরীক্ষিৎ' নামেও অভিহিত হন।

পরীক্ষিৎ রাজা হইয়া একদিন মৃগয়া করিতে করিতে খুবই ক্লান্ত হইলেন। নিকটে কোনও জলাশয় দেখিতে না পাইয়া শমীক মুনির আশ্রমে জলপানার্থ প্রবেশ করিলেন। মুনি তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। সুতরাং রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না। রাজা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আশ্রম হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় একটা মরা সাপ দেখিতে পাইলেন ও সেটা লইয়া গিয়া মুনির স্কন্ধে ঝুলাইয়া দিলেন। শমীক মুনির ছেলে শৃঙ্গী এই কথা শুনিতে পাইয়া রাগে অগ্নিমূর্তি হইল ও এই বলিয়া শাপ দিল—'যে আমার পিতার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহাকে আজ হইতে সপ্তমদিনে তক্ষকসর্প দংশন করিবে।' মুনির ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বালককে তিরস্কার করিলেন। 'পরীক্ষিৎ—রাজা, অতিথি, তার উপর আবার ভগবানের ভক্ত, সুতরাং তাঁহাকে শাপ দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে'।

এদিকে পরীক্ষিৎও রাজধানীতে ফিরিয়া নিজের অন্যায় আচরণ স্মরণপূর্বক নিজকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এমন সময় শমীক মুনির এক শিষ্য আসিয়া রাজাকে জানাইলেন যে মুনিপুত্রের শাপে রাজার সপ্তম দিনে মৃত্যু হইবে। রাজা মৃত্যুসংবাদে একটুও দুঃখিত হইলেন না। পূর্বেই তিনি সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন। যে সংসারে ভক্ত ও ভগবানের সেবা আছে সেই সংসারেই আনন্দ বিরাজমান, নতুবা সংসারে বাস করা বৃথা। রাজার স্বর্গের প্রতিও আস্থা ছিল না। কারণ, স্বর্গেও চিরশান্তি নাই—স্বর্গসুখভোগের নির্দিষ্টকাল সমাপ্ত হইলে দেবতাদের পর্যন্ত স্বর্গ হইতে পতন হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের সেবা একবার লাভ হইলে সে আনন্দের আর শেষ নাই—প্রতিপদে আনন্দ বাড়িতে থাকে। সুতরাং রাজা এখন সংসার ও স্বর্গভোগের আশা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবালাভ-প্রয়াসী হইলেন এবং গঙ্গাতীরে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিলেন। এই কথা শুনিয়া অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, ভৃগু, পরাশর, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, গৌতম, অগস্ত্য, বেদব্যাস, নারদ প্রভৃতি বহুবিধ মুনিঋষি শিষ্যগণসহ তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার কার্যে অনুমোদন করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার মৃত্যুকাল খুব নিকটবর্তী, অতএব আমার পক্ষে কোন্ কার্য সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হইবে, তাহা উপদেশ করিতে আজ্ঞা হয়।" এই কথার উত্তরে এক একজন মুনি এক একপ্রকার কার্যের উপদেশ করিলেন। কেহ বলিলেন, যাগযজ্ঞ, কেহ বলিলেন, অষ্টাঙ্গ যোগ, কেহ তপস্যা, কেহ দান—এইরূপ যাঁহার মনে যেটা ভাল বোধ হইল, তিনি সেইটিই করিতে উপদেশ করিলেন। রাজা কাহার কথা শুনিবেন, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এমন সময় পাগলের প্রায় উলঙ্গ একটি ষোল বছরের ছেলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পাছে পাছে কতকগুলি বালক ছিল ছুটিতেছিল ও নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিতেছিল। মুনিরা তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন; রাজাও তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিলেন। ইহা দেখিয়া বালকগুলি সব পলাইয়া গেল। এই পাগল আর কেহই নহে, ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী। ইনি সকল ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিলেন এইজন্য ইহাকে

'গোস্বামী' বলা হয়। ইনি সকল বর্ণ ও আশ্রমের অতীত বলিয়া 'পরমহংস' বা 'অবধূত' বলিয়া কথিত হন। পরীক্ষিৎ পূর্ব্বের ন্যায় শুকদেব গোস্বামীকে জীবের পরম মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শুকদেব বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ, আপনি যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা সকলেরই জানা উচিত। গৃহাসক্ত লোকদিগের অনেক বিষয় জানিবার আছে, কিন্তু তাহারা ভাবতত্ত্বের কথা একবারও চিন্তা করে না। ইহারা দিনের বেলাটা অর্থ-রোজগার ও কুটুম্ব-পালন এবং রাত্রে নিদ্রা ও বিলাসে কাটাইয়া দেয়। এইরূপে তাহাদের পরমায়ু চলিয়া যাইতে থাকে। ইহারা কি নির্ব্বোধ!—চোখের সম্মুখে পিতা পিতামহ প্রভৃতির মৃত্যু দেখিয়াও বুঝিতে পারে না যে, তাহাদেরও মরিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজের ও সর্ব্বজীবের পরম মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাত্মা ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ ব্যতীত আর অন্য কোনও উপায় নাই। যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহারাও হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনে আনন্দ লাভ করেন। আজ আপনার নিকট যে কথা বলিতেছি, ইহা শ্রীভগবানের সম্মুখের কথা—ইহাকে 'ভাগবত' বলে। আমি আমার পিতার নিকট হইতে এই কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম। আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম, কিন্তু ভগবানের কথা আমার চিত্তকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছে। আপনার সাত দিন মাত্র পরমায়ু আছে, এজন্য ভাবিবার কিছু নাই। খট্বাঙ্গ রাজা তাঁহার আয়ুর মুহূর্ত্তকালমাত্র বাকী আছে জানিয়া ভগবানের চরণে শরণ লইয়া শান্তি পাইয়াছিলেন। বহু লক্ষ জন্মের পর কোনও ভাগ্যফলে দৈবযোগে মনুষ্য জন্ম হয়। মানুষের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারাই ভগবানের কথা শ্রবণ করেন। যাহারা নির্ব্বোধ তাহারা শ্রীভগবানের সেবায় মন না দিয়া নানা কামনার পরবশ হয় ও কামদাতা দেবতাবৃন্দের আরাধনা করে। যাহারা ভগবানের অহৈতুকী সেবা ছাড়া আর কিছুই চান না, তাহারাই ঐকান্তিক ভক্তিযোগে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের পদে শরণ গ্রহণ করেন। সূর্য্য এক একদিন অস্ত যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আয়ু ক্ষয় হইতে থাকে। যিনি হরিকথায় দিন অতিবাহিত করেন তাঁহার আয়ুরই সার্থকতা। কেবল বাঁচিয়া থাকা, শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা ও নেওয়া, খাওয়া দাওয়া শোওয়া কি মানুষের কাজ?—বড় বড় গাছগুলিও কত দিন বাঁচিয়া থাকে, কামারের হাপরও শ্বাস প্রশ্বাস বহন করে, গ্রাম্য পশুরাও ঘাস খায়, ইন্দ্রিয় তর্পণ করে। শূকরের কাছে বিষ্ঠা যেমন উপাদেয়, মানুষের কাছে ভাল ভাল খাবারও তেমনই উপাদেয়। পশু-পক্ষীরাও নানাস্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য কুড়াইয়া আনিয়া নিজ নিজ শাবকদিগকে লালন পালন করে। যাহারা ভগবদ্বিমুখ তাহারা কুকুরের ন্যায় ঘৃণ্য জীবন যাপন করে, শূকরের ন্যায় কুখাদ্য গ্রহণ করে, রক্তাক্ত-জিহ্ব উষ্ট্রের ন্যায় সংসারে প্রপীড়িত হইয়াও সংসারের আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে না, গর্দ্দভের ন্যায় অপরের জন্য পরিশ্রম করিয়া থাকে, কিন্তু নিজে প্রকৃত বস্তুর আস্বাদ পায় না। যাহার কর্ণে হরিকথা প্রবেশ না করে তাহার কর্ণ-দুইটী কাণা-কড়ির ছিদ্রের মত। শ্রীভগবান্‌ই আমাদের ইন্দ্রিয়পতি। সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়পতির সেবা করাই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। যে জিহ্বা হরির গুণ গান না করে সেই জিহ্বা অসতী ও ভেকের জিহ্বার

মত কলরব করিয়া স্বীয় ভৃত্য ডাকিয়া আনে মাত্র। মণিমুক্তা-খচিত মুকুটশোভিত মস্তকও যদি ভগবানের ও ভক্তের চরণে প্রণত না হয়, তবে তাহাও মুটের ন্যায় ভার বহন করে মাত্র। যে হস্ত বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াও ভগবানের মন্দির মার্জ্জনা না করে, তাহা মড়ার হাতের মত। ময়ূরপুচ্ছে চোখ দাগা থাকে কিন্তু তাহা দিয়া যেমন দেখা যায় না, তদ্রূপ যে চক্ষু দিয়া ভগবানের রূপ দর্শন না করে তাহার চক্ষু ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়। যিঁ যাহারা হরিমন্দিরে গমন না করেন তাহার পদদ্বয় স্থাবর বৃক্ষের ন্যায়। যাহার হরিগুণ শ্রবণে হৃদয় না গলে, তাহার অন্তঃকরণও পাষাণবৎ কঠিন। সুতরাং দুর্লভ মনুষ্যজীবনে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীহরির সেবাই পরম মঙ্গলপ্রদ ও একমাত্র কৃত্য।" পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবের কথা শ্রবণ করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন।

সাধুর মতলব।

আমরা পোষাক দেখিয়া সাধু ঠিক করি। সাধুর পোষাক অনেক রকম। গৃহস্থের মত কাপড়চোপড় পরিয়া সঙ্গে সঙ্গে কিছু ধার্ম্মিকের চিহ্ন ধারণ করা এবং ভাল ভাল কথা বলা, ইঁহাদিগকে গৃহী সাধু বলে। আর এক রকম সাধু আছেন, তাঁহাদিগকে ত্যাগী সাধু বলে। ইঁহারা গৃহস্থের পোষাক ত্যাগ করিয়া গৈরিক কাপড় পরেন, জটা রাখেন, রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করেন, গায়ে ছাই মাখেন। আর এক রকম সাধু আছেন, তাঁহারা কাপড় পরেন, বা তাহা না পরিয়া পরমহংসের শুভ্র বসন পরেন, মাথা মুড়ান, শিখা রাখেন, বা অশিখ থাকেন, হরিমন্দির তিলকে ভূষিত হন, গলায় তুলসী ধারণ করেন। এইরূপ অনেক সাধু দেখিতে পাই।

একটী কথা আছে "ভেকে ভিখ মিলে"। মানুষ যখন পরিশ্রম করিয়া খাইতে পারিতে পায় না, তখন কেহ কেহ ভিখ পাইবার জন্য বেশ পরিয়া সাধু সাজেন [illegible] তীর্থ ভিখারী আমরা প্রতিদিন ঘরে বসিয়া হাজার হাজার দেখিতে পাই। কিন্তু দেখিতে [illegible] ইঁহাদিগেরই মত, সত্য সত্য সাধু মানুষের দু' দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান।

এক শ্রেণীর সাধু গুলি গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া ভিক্ষা [illegible] কাকুতি মিনতি করে, আশীর্ব্বাদ করে বা নিরাশ হইয়া অ[illegible] দেয়। তাহারা উদরের চিন্তায় অস্থির, [illegible] ভাবিবার [illegible]। ইহাই সাধুর বেশধারী অসাধুর মতলব।

যাঁহারা যথার্থই সাধু তাঁহাদিগের অপর নাম 'সৎ'। 'সৎ' বলিলে আমরা সাধারণতঃ ভাল লোক মনে করি—সত্য কথা বলে, ভিখারী দেখিলে পয়সা দেয়, গুরুজনকে মান্য দেয়, মাথা উঁচু করিয়া কথা কয় না, কাহাকেও রূঢ় কথা বলে না ইহাকেই সাধারণ সাধু বলে। কিন্তু সাধারণ লোকের বিচার শাস্ত্রের বিচার পৃথক। শাস্ত্রে—যিনি চিরকাল এক অবস্থায় আছেন, যিনি এমন কর্ম্ম করেন না, যাহা বদলাইয়া যায় এমন জিনিষ লইয়া যিনি ব্যস্ত হন না, যাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং যিনি ভগবান ছাড়া আর সকল জিনিষকে অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বা পরিবর্ত্তনশীল মনে করিয়া তাহা ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হন না তাঁহাকে সাধু বা সৎ বলিতেছেন।

এই দুই প্রকার সাধুর বিষয় আলোচনা করিলে

আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে, যাহাকে নকল সাধু বলি, তাহা একটা পরিবর্তনশীল মাংসপিণ্ড—আকার মানুষের, উপরে কতকগুলি আশ্রমের পরিচায়ক চিহ্ন। এই সাধুর মতলব ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা বিনাশ্রমে বিনাব্যয়ে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া। কিন্তু শাস্ত্র লোকের মাকড়ে দুটি নয়নের জন্য কতকগুলি বেশ পরান এই মাংসপিণ্ডকে 'সৎ' বা সাধু বলেন নাই। 'সৎ' বস্তু একমাত্র ভগবান—তিনি সৎ অর্থাৎ নিত্যকাল একই রূপে আছেন, কেহ তাঁহার সত্তা লোপ করিতে বা নষ্ট করিতে পারে না। 'জীব' তাঁহার অণু অংশ বলিয়া জীবও সৎ। এই জীব নিত্যরূপে থাকিতে পারে—কখনও কিছুমাত্র বিকৃত বা রূপান্তরিত হন না। জীবের এই তত্ত্বটি যে জীব ভুলিয়া যান, তিনি নিজেকে অ-সৎ বোধ করেন—অর্থাৎ জীবের আশ্রয় দেহটীকে জীব মনে করিয়া সেই দেহটীরই সুখের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু যিনি বোধ করেন, তিনি যে দেহটীকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাহা তিনি নহেন—তিনি সৎ—ভগবানের সেবাকারী অণু অংশ, তাঁহাকেই শাস্ত্রে সৎ বা সাধু বলিয়াছেন। আমরা সৎ বা সাধু বলিলে এই বোধসম্পন্ন জীবকেই বুঝি। এই জীবের মতলব ভিন্নপ্রকার।

এই সাধুর আগমনে গৃহস্থের চিত্তে আহ্লাদের সঞ্চার হয়, দূর দেশ হইতে দীর্ঘকাল পরে পিতার আগমনে পিতার অদর্শন-ক্লিষ্ট পুত্রের যে প্রকার আনন্দ উছলিয়া উঠে, সাধুর দর্শনে সাধুর সঙ্গ-লাভে, যাহারা ভগবানের সেবা বা ভজন ছাড়িয়া সংসারের তাপে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহারা পরম আত্মীয়-লাভের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং নিজের দুঃখের কথা বলিয়া তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সাধুর মতলব যাহা গৃহস্থ তাহাই চাহিয়া বসে।

সাধুর উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে তিনি দেখিতে পান, জীব নিজেকে অসাধু বা অসৎ বোধ করিয়া কতই না ক্লেশ ভোগ করিতেছে—তিনি তাঁহার এই ক্লেশের মূল-উৎপাটনে যত্নশীল! জীবের এই দুঃখ শুধু এই এক জন্মের নহে, লক্ষ লক্ষ জন্ম সে ভোগ করিতেছে। কি করিলে জীবের এই ক্লেশ দূর হইবে, তাহার ব্যবস্থাও ভগবান নিজে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'জীবে দয়া করিতে হইলে তুমি আমার নামে রুচিবিশিষ্ট হও।' যে জিনিষে আমাদের রুচি জন্মে, তাহা আমরা ত্যাগ করিতে কষ্টবোধ করি। সুতরাং, যাঁহারা সৎ, তাঁহারা ভগবানের নাম কীর্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না, এবং এই নামকীর্তন দ্বারা তিনি অপর অসৎ-বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবকে সৎ-বুদ্ধিবিশিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং সাধুর মতলব—"জীবে দয়া—নামে রুচি।"

বাজারে নকল নোট চলে বলিয়া কি আসল নোটের সন্ধান নাই? কিংবা নকল নোট বাজারে আছে বলিয়া কি আমরা আসল নোট গ্রহণ করিব না? কিংবা আসল নোটকেও নকলের দলে ফেলিয়া নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইব?'—আমরা এমন বোকা নহি। এই নকল বা চালাকীর দিনেও বাজারে আমরা আসলকে পরীক্ষা করিয়া যত্নের সহিত গ্রহণ করিব, নকলকে দূরে রাখিব এবং নকল-প্রদাতাকে বিচারালয়ে প্রেরণ করিব—যাহাতে নকলের প্রসার বৃদ্ধি না পায়।

দুই মতলবের মধ্যে এইরূপ একটী বড়

মতলব। তাঁহারা মেকীর লক্ষণ ঢেঁড়রা পিটাইয়া সকলকে বলিয়া বেড়ান এবং সকলকে সাবধান করেন। যাহারা নিজেরা মেকী বা নকল, তাহারা সাধুর এই মতলবকে 'নিন্দা' আখ্যা প্রদান করিয়া অন্ধকারের আড়ালে থাকিয়া গলাবাজি করিয়া বেড়ান। তাই সাধুর কথা—

"সাধু সাবধান"

—০—

শ্রীগুরু-চরণে

(কবে) রুদ্ধ হৃদয়-কবাট খুলিয়া
(তাতে) তোমার আসন পাতিব।
(কবে) সংসারসুখ-বাসনা ভুলিয়া
(গুরো) তোমা'-সেবাসুখে মাতিব।
(কবে) জড় আকাঙ্ক্ষাসমূহ ফেলিয়া
(নাথ !) অপ্রাকৃত আশা পোষিব।
(কবে) ঐ শ্রীচরণে আমারে ফেলিয়া
(প্রভো) তব যশ বিশ্বে ঘোষিব॥
(কবে) নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যজিয়া
(তব) দাস বলি' নিজে জানিব।
(কবে) তব চরণযুগল ভজিয়া
(মম) জীবন সার্থক মানিব॥
(কবে) ভোক্তার সজ্জা সমূলে ছাড়িয়া
(নাথ !) তব যশোনাম জপিব।
(কবে) বিষয় হ'তে মনটি কাড়িয়া
(প্রভো) তোমার চরণে সঁপিব॥
(কবে) হেমকামিনী-লোভ তেয়াগিয়া
(নিজ) প্রতিষ্ঠা আর না মাগিব।
(কবে) মায়া-পিশাচী-কবলে না গিয়া
(আমি) মোহঘুম হ'তে জাগিব॥
(কবে) প্রাকৃতবুদ্ধ্যে তোমা' না দেখিয়া
(প্রভো) তোমাতে অসূয়া ছাড়িব।

(কবে) তব করম-কলাপ দেখিয়া
(তোমা') মর্ত্ত্যবুদ্ধি নাহি করিব॥
(কবে) শরণাপত্তি চরণে লভিয়া
(ভব) সংসার-যাতনা নাশিব।
(কবে) তোমার নফর-বেশেতে শোভিয়া
(পরা) নির্বৃত্তি-সাগরে ভাসিব॥
(কবে) দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ ত্যজিয়া
(দেহ) আবরণমাত্র বুঝিব।
(কবে) দেহ-স্বজন-মোহে না মজিয়া
(নিত্য) নিজজন ভক্তে খুঁজিব॥
(কবে) অসাধু-সঙ্গ দূরে উৎসর্জ্জিয়া
(শুদ্ধ) সাধুসঙ্গরত হইব।
(কবে) লোকব্যবহার সকল বর্জ্জিয়া
(তব) সেবক-শরণ লইব॥
(কবে) তোমার নিদেশে প্রবুদ্ধ হইয়া
(পূত) মাধুকরী-বৃত্তি সাধিব।
(কবে) তোমার ঘরে কুকুর রহিয়া
(সদা) নির্ম্মল আনন্দে কাঁদিব॥
(কবে) সেবাধিকার যাইবে বাড়িয়া
(জড়) আলস্য দূরেতে ত্যজিব।
(কবে) ভোগবাসনা একান্ত ছাড়িয়া
(সদা) হরেকৃষ্ণনাম ভজিব॥
(কবে) সাধূপদেশ শ্রবণ করিয়া
(হেয়) গ্রাম্যবার্ত্তা-চর্চ্চা ছাড়িব।
(কবে) শ্রুতবিষয় কীর্ত্তন করিয়া
(ক্রমে) শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমে বাড়িব॥
(কবে) গৌরনিতাই-চরণ ভজিয়া
(মম) জনমসার্থক করিব।
(কবে) শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রণয়ে মজিয়া
(নিত্য) বৃন্দাবনধামে চলিব॥

কূপের চক্ষু।

আমরা জানি, মনুষ্য, পশু, পক্ষী কতকগুলি প্রাণীর দেহে চক্ষু আছে। যে জন্তু বা শরীরের চক্ষু মুদ্রিত তাহাকে অন্ধ বলে। কিন্তু কূপের আবার চক্ষু হয় কেমন করিয়া?

গল্প পড়িয়া জানা যায়, সিরাজদ্দৌলা নামে বাঙ্গালা দেশের এক নবাব একটী জানালাশূন্য ছোট ঘরে অনেকগুলি ইংরাজকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘরে বাতাস ও আলো উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় ভিতরকার লোকগুলির প্রায় সকলেই মরিয়া যায়। এই ঘরটীর নাম 'অন্ধকূপ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমাদের বাড়ীতেও যে সকল ঘরে আলো বাতাস ভালরূপে খেলা করে না, তাহাকে অন্ধকূপ বলে। এই সকল অন্ধকূপের গায়ে দরজা জানালা কম থাকে, অর্থাৎ বাহিরের আলো ও বাতাস ভিতরে ঢুকিবার সুবিধা পায় না। দরজা জানালাকে ঘরের চক্ষু বলে।

কূপ দুই প্রকারের। কতকগুলি খুব গভীর, প্রশস্ত, যাহাতে নামিবার ও খাড়া হইতে উঠিবার সুবন্দোবস্ত আছে, সেগুলিকে শুধু কূপ বা ইন্দারা বলে। কিন্তু যে কুয়াতে এই সকল ব্যবস্থা নাই, উহাকে অন্ধকূপ বলে। লোকে অন্ধকূপকে বড় ভয় করে।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে গৃহকে 'অন্ধকূপ' বলা হইয়াছে। এই গৃহরূপ অন্ধকূপে যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিবেন, শাস্ত্র সত্য কি মিথ্যা বলিয়াছেন।

'গৃহ' বলিলে আমরা বুঝি, ঘর বাড়ী এবং তাহাতে যাহা যাহা থাকে। এই গৃহের জানালা দরজা খুব বড় হইতে পারে, উহাতে আলো বাতাসের ছড়াছড়ি হইলেও উহাকে অন্ধকূপ বলা হয়। যে সকল গৃহের অন্ধকূপ নাম হওয়া উচিত, সেগুলি লোকে নিঃশঙ্ক হইয়া অনেক সময় ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু যেগুলিকে অন্ধকূপ বলা চলে না—বরং যাহাতে বিলাস দ্রব্যের কোন অভাব নাই, যেখানে ধনরত্ন প্রচুর পরিমাণে লুক্কায়িত আছে—যেখানে পিতা মাতা, স্ত্রী, স্বামী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি বন্ধু-বান্ধবের অবস্থান, সেই গৃহকেই সর্ব্বপ্রধান অন্ধকূপ বলা হইয়াছে। কারণ, এখানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা নিজ শরীরটাকে 'আমি' এবং সেই শরীরের সম্পর্কে পিতা, মাতা, পুত্র প্রভৃতি ও ঘর, টাকা-কড়ি, আসবাব পত্র প্রভৃতিকে 'আমার' বুদ্ধি করিয়া দিনরাত্র বিষম উদ্বেগে দিন যাপন করেন। যাঁহারা এইভাবে গৃহে বাস করেন, তাঁহাদিগের নিকট সেই গৃহ 'অন্ধকূপ'।

অন্ধকূপে পড়িলে যেমন আলোর মুখ দেখা যায় না—সাপ ব্যাঙের আক্রমণের ভয়ে ভীত হইতে হয়—ক্রমশঃ শরীর অবশ হইয়া যায় এবং উঠিয়া পুনরায় আলো দেখিবার ও ভূমিতে বিচরণ করিবার আশা থাকে না, এইরূপ যাহারা 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি লইয়া গৃহে বাস করেন, তাহারা সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিয়াও অন্ধকূপে বাস করেন, শাস্ত্রে এই কথা বলেন।

ভবঘুরের উক্তি।

দণ্ডবৎ ভায়া, মঠের সংবাদ কি? সম্প্রতি আমি এক সংবাদ এনেছি, শোন। সেদিন তোমাদের একটা গল্প বোলে গেছলুম, সেই মুখখু বামুনকে মুখখু গোপালভাঁড় পণ্ডিত কোরে দিয়েছিল। এবার আর মুখখু টুকখুক কথা নয়, এ এক বাদশাহের বিশ্বাসের কথা। আর এ সেকেলে গল্পও নয়, একেবারে আজকালকার এক সত্যি ঘটনার কথা বলছি। তার আগে একটা গল্পের কথা মনে পোড়ে গেল, বোলে ফেলি। সে অনেককালের কথা, সে সময় রেল হয়নি, আর দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ছোট বড় সকলেরই ঘরে অন্নের অভাব. জমিদারের ভাণ্ডারে অন্ন নেই। লোকজন সব হাহাকার কর্‌ছে। আর জমিদারও নিজের আসনে। তার মনে পোড়ে গেল, আচ্ছা এত যে ধন-দৌলৎ মণিমাণিক্য জমালুম, সেগুলি কি আমাদের খাওয়াতে পারে না? এই কথা তার মনে হোতেই তিনি তোষাখানায় ছুটলেন, খুলে দেখলেন, সব যেখানকার যা ঠিক সাজান রয়েছে। সেই ঘরময় খুঁজে দেখলেন কোন খাবার জিনিষ পাওয়া যায় কিনা? কিন্তু খাবার কোথায়? কেবল ধন দৌলৎ রত্ন সোণা। দুটো একটা মুখে ফেলেও দেখ্‌লেন, কিন্তু সে ত খাওয়া যায় না, চিবুতে গেলেই দাঁতে লাগে, গেলা যায় না। এই অবস্থায় তিনি বিরক্ত হোয়ে ধন রত্ন সোণা সব বাইরে এনে ছড়াতে লাগ্‌লেন। চারিদিকে ছড়াছড়ি, লোকজন সব যাচ্ছে, আসছে, কেউ আর নেয় না, পায়ে মাড়ামাড়ি, ছড়াছড়ি, কারুই লক্ষ্য নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই। হায়রে, যার জন্যে লোকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে, আজ তার এই দুর্দশা। আজ খাবার জিনিষের অভাবে লোকের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, এখন আর ধন-দৌলতের দিকে কারও নজরও নেই। এমনি মজা, ধন-দৌলতে ঝোঁক মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তেমনি দুনিয়ার যত কিছু পাণ্ডিত্য, সব দুয়ো, তাতে যদি লোকের আসল মঙ্গল হরিভজন না হয়, তার কোন মূল্য নেই। এই কথা সেদিন আমাদের কুলিয়া সহর নবদ্বীপে কতকগুলি ভক্ত লোক বোলে ফেলেছিলেন। সেখানে হরিসভা বোলে যে দু' আনা ভেটের ঠাকুর বাড়ী আছে, সেখানে একজন খুব বিদ্বান্ বক্তৃতা করেন। লোকগুলি তাঁরই গ্রামের। তাঁর বক্তৃতা শুনে তারা দুজনে নূতন চড়ার সমাধিকুঞ্জে এসে বলাবলি কচ্ছে, ওগো হরিসভার ঐ লোকটা দেখ্‌তে মোসলমানের মত, গালভরা দাড়ি, আর হরিসভায় কি শঙ্কর শঙ্কর কোরে বক্তৃতা দিলে, তা'তে না আছে কৃষ্ণ কথা, হরিনাম— ওসব কথা ভক্তির উল্টো উল্টো, হরিসভায় ওসব কি কথা হোলো আমরা শুনে অবাক্। সেখানে ছিলেন সেই গ্রামেরই একজন। তিনি তাঁদের বল্লেন, আপনারা কি ঐ ব্যক্তিকে চিনতে পারেন নি? ওযে আপনাদেরই পাড়ার কানাই সরকার। অ্যাঁ, ওকি কানাই সরকার? সে ঐ অমন দাড়ি রেখে মোসলমান সেজেছে কেন? আর সে ত' বড় ভাল ছেলে, সে হরিভজনের কোন কথাই বল্লে না? ওগো তা' না বলুক, ওর ঐ বক্তৃতা নাকি খুব বড় পণ্ডিতের মত বল হোয়েছে? আর ওর কত মান, খাতির, জমজমা! তা' হোক্, ও পণ্ডিত হোয়ে লাভ কি?

যদি হরিনামই মুখ দিয়ে না বেরুলো, যদি ভক্তের পূজাই সে না জান্‌লে, ও বিদ্যের মুখে ছাই! তাই বলি ভাই, এই মা কয়টীর মুখে কি সত্য কথাই বেরুল! তোমরা যা' বল, এও তো ঠিক সেই কথা। স্ত্রীলোকে যে কথা বোঝে, পণ্ডিতে তা বোঝে না! তবে ভাই, ভক্তের যদি দয়া হয়, তবে বিদ্বানেরও সৌভাগ্য হোয়ে ভক্তির কথা বুঝতে পারবেন, নইলে যতই কেহ পড়ুন, যতই বৈষ্ণবশাস্ত্র ঘাঁটুন, এর আগে কিছুকেই কেহই জীবের প্রকৃত মঙ্গলের রাস্তা খুঁজে পাবেন না—ঘুরে ফিরে সেই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা! আর ভাই এককথা, সেদিন এক মহাপুরুষ এক ঠাকুর বাড়ীতে সভায় উপদেশ দেন যে মাছ মাংস খেলে হরিভজন হয় না। তা'তে সেখানকার স্কুলের হেডমাষ্টার সকাল হোলেই স্কুলে ছেলেদের মাঝে তার এই কথায় মস্করা কোরে বলেন—"কালিন্দী যমুনার ঘাটে কৃষ্ণচন্দ্র পাঁঠা কাটে, নিতাই ধরে ঠ্যাঙ্।" কতবড় দাম্ভিকতা! এই রকম ধুরন্ধরের হাতে স্কুলের তিন চারশ' হিন্দুবালকের শিক্ষার ভার ন্যস্ত! হায়, হায়, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁর এ সকল দুরাচারের প্রতিকারের যত্ন করেন না কেন? আবার তাঁর বাহাদুরি এই, তিনি সম্প্রতি বৈষ্ণবী দীক্ষালাভের পালা কোরে সেই দিনই ধূমধামে ছাগোৎসব কোরেছিলেন! হায়রে—ভাই, আজ কাল আমাদের দেশে এই রকম শিক্ষা হোচ্ছে! এই হেডমাষ্টারের কথা শুনে সেই শিয়াল পণ্ডিতের কথা মনে পোড়ে গেল। শিয়াল পণ্ডিত কুমীরের ছানা পড়াবে বোলে গর্ত্তে সাতটী বাচ্ছা নিয়ে এল, তাদের সাত দিনে পণ্ডিত কোরে দেবে এই কড়ার। প্রথম দিনে একটী খেয়ে ফেল্‌লে। কুমীর তার পর দিনে ছানা দেখ্‌তে এল, সে এক এক কোরে ছটি ছানা দেখালে, আর শেষেরটীকে আর একবার দেখালে। কুমীর সন্তুষ্ট হোয়ে চোলে গেল। পরের দিন আর একটী উদরসাৎ! কুমীর এলে পাঁচটী দেখালে, শেষেরটীকে আর দুবার। এই এক একদিন একএকটী খায়, আর গুণতির বেলায় সাতটা গুণে দেয়। শেষ দিন একটাকে সাতবার দেখিয়ে শেষে তাকে খেয়ে ফেলে পালিয়ে গেল। এ সব শিক্ষকও সেই রকম ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন। আর ছেলে কেলাসে উঠ্‌ছে দেখে বাপ-মা বেশ খুসী হোচ্ছেন। ছেলে যে এদিকে ঝরঝরে হোয়ে যাচ্ছে, সে খবর নেই, ছেলে বেঘোরে মারা যাক্, লেখাপড়া ত' হোল! নাম হোল আজকাল ইংরিজী শিখে ছেলে খারাপ হোয়ে যায়। ভায়া হে, শুধু ছেলের মাষ্টারের এই রকম অত্যাচার হোলেও বা রক্ষে ছিল! ছেলের বাপের মাষ্টারের আরও দাম্ভিকতা। গুরুনাম ধোরে এক একটি কালান্তক যম সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেবল সাধ্‌রেন্তের মাথা খাওয়াই তাদের বৃত্তি। হায় রে, এই শিয়াল পণ্ডিতদের হাত থেকে কবে আমাদের দেশ ছাড়ান পাবে, তাই ভাবি। গোসাই, প্রভু, দেবশর্ম্মা সব এক এক মূর্ত্তি এসে পয়সা লুটে নিয়ে যাচ্ছে, রসের ভজন বোলে বদ্‌চাল ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, পণ্ডিতা বোলে শাস্ত্রের কদর্থ ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, আর সাধ্‌রেন্ত-গুলো ভাব্‌ছে, তারা উদ্ধার হোয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উদ্ধার হোয়ে যাচ্ছে কোথা? ঐ শিয়াল পণ্ডিতের সর্ব্বগ্রাসী পেটে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে—না ভায়া, এই পর্য্যন্ত; আর বল্‌ব না, 'নরক' কথাটা উচ্চারণ কল্লেই যদি কেউ শুনে

আমায় মেরে বসে, ভাই ভাই, চেপে গেলুম। এখন চল্লুম ভাই, ঠাকুর মহাশয়ের চরণে সহস্রকোটী প্রণাম। ভায়া, আমার গতি কি করলে? আমার কথাটা যেন ভুলো না। দণ্ডবৎ

—•—

প্রচার-প্রসঙ্গ।

গত সপ্তাহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দদাস অধিকারী বি, এ, শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার কতিপয় ভক্ত সর্বভিলায়াতে ১৪২ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে শ্রীচরিতামৃত-পাঠ ও নামকীর্তন-গান মুখে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন

——

দিন দুই পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী পুনরায় কাশবাগান ট্যাঙ্ক লেন—নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ভবনে শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন গান করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর পরমানন্দ বিধান করিয়াছেন। মিত্র মহাশয়ের সরলতা ও সৌজন্যে প্রচারকবৃন্দ বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।

——

জোড়াবাগানের প্রসিদ্ধ ধনকুবের পরলোকগত অক্ষয়কুমার ঘোষ মহাশয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মল্লিক মহাশয় আগ্রহাতিশয্য-ফলে

ত্রিদণ্ডিস্বামী মহোদয় গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রমুখ কতিপয় ভক্ত সহ তদীয় ভবনে গমন করিয়া শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও শুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিস্ময় ও আনন্দ বর্দ্ধন করেন। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের মনোহর কীর্ত্তন গানে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত প্রমুখ গণ্যমান্য ভদ্রব্যক্তিগণ সাতিশয় চমৎকৃত হন।

——

গত রবিবার ধান্যকুড়িয়ার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ধনকুবের শ্রীযুক্ত রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুরের আমন্ত্রণ-ফলে ত্রিদণ্ডিস্বামী তীর্থ মহোদয়প্রমুখ কতিপয় ভক্ত ধান্যকুড়িয়ায় গমন করিয়া পরলোকগত পরম ভাগবত উপেন্দ্র নাথ সাউ মহাশয়ের শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর শ্রীমন্দিরে দুইদিন অবস্থান পূর্ব্বক বক্তৃতা ও নাম কীর্ত্তন ও শুদ্ধ হরিকথা-আলাপ মুখে প্রচার করেন। স্বামীজীর হৃদয়-স্পর্শিনী বক্তৃতাফলে উপস্থিত আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই চমৎকৃত ও আনন্দিত হন এবং হর্ষভরে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিয়াছিলেন। উপেন বাবুর বিধবা সাধ্বী হরিভক্তিপরায়ণা ভক্তিমতী পত্নী ও পুত্রের আদর-আপ্যায়ন এবং রায়বাহাদুরের সেবা-যত্নে প্রচারক বৃন্দ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

——

ভারতীয়।

শোকসংবাদ :—গত ৩১শে বৈশাখ সোমবার স্যর নারায়ণ গণেশচন্দ্র বারকর ৬৮ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস রোগে বোম্বাই নগরীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের উজ্জ্বলরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া প্রথমে বিচারপতি, পরে অস্থায়িভাবে প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি ১৯০৯ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার ছিলেন। ১৯১৩ সাল হইতে ইন্দোর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন, পরে নূতন সংস্কার আইন-প্রচলনে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় সভাপতিপদে নিযুক্ত হন ও তাহার সাফল্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ও প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক ছিলেন। তাঁহার স্থান পূর্ণ হইবার আশা নাই। আমরা তাঁহার বিরহ-কাতর শোকগ্রস্ত পরিবারকে আমাদের গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি।

—•—

কেরোসিনে আত্মহত্যা :— বহরমপুরের "প্রতিকার" বলিতেছেন, স্থানীয় ফৌজদারী আদালতের জনৈক কর্ম্মচারীর অল্পবয়স্কা বিধবা ভ্রাতৃবধূ কাপড়ে কেরোসিন লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। মেয়েটি কিন্তু তাহার মৃত্যুকালীন একেবারে ডাক্তারকে অন্যরূপ কথাই বলিয়াছে।

স্বরাজ্যদলের সভাত্যাগ :—বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত দেশবন্ধুর সভায় প্রবেশ সম্বন্ধে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায়, ফলে দেশবন্ধু তাঁহার দলবলসহ সভা পরিত্যাগ করেন।

—•—

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা :—গত জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদে যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে, তাহার ফল বাহির হইয়াছে। মোট নয়জন উত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে চারিজন বাঙ্গালী।

—•—

ভুবনেশ্বরে অগ্নিকাণ্ড :—প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর তীর্থের নিকটবর্ত্তী কপিলেশ্বর গ্রামে গত ৭ই মে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রায় দুই হাজার গ্রামবাসী নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। কণিকার রাজা বিপন্নদের সাহায্যার্থ পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন।

—•—

কৃষ্ণকুমার বাবুর বিপদ :—সঞ্জীবনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে মোটর দুর্ঘটনার ফলে আহত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছেন। ভারতীয় সম্পাদকসঙ্ঘের সভাপতিরূপে তিনি বৃদ্ধ বয়সে উহার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার শীঘ্র আময় হইতে মুক্তি প্রার্থনীয়।

নূতন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট :—ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের অস্থায়ী অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মিষ্টার টি, জে, ওয়াই, রক্সবার্গ কলিকাতার নূতন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ র হুইলে আগামী ১লা জুন হইতে মাসের ছুটি লইয়াছেন।

রাহাজানি :—সিদ্ধু উড়িয়া নামক জনৈক ব্যক্তি কলিকাতার রাহাজানি করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার প্রতি দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কালাপাহাড়ী কাণ্ড :—সম্প্রতি কে বা কাহারা গভীর রাত্রে রাণাঘাটের সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমার অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করিয়া তাহার কেশগুচ্ছ পোড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

চট্টগ্রামের জ্যোতিঃ পত্রের ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদকতায় চট্টগ্রাম হইতে "বর্ত্তমান ভারত" নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতেছে। আমরা নবীন সহযোগীর সাফল্য কামনা করি।

পুণার এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৬ই মে সন্ধ্যার সময় ডেকন সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। পরলোকগত স্যর নারায়ণ চন্দ্রভারকরের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করিয়া এই সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সমবেত জনমণ্ডলী এই প্রস্তাব গ্রহণের সময় দাঁড়াইয়াছিলেন।

আগামী ৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ৩নং কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে, স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ হলে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সভায় বিবাহে পণপ্রথা দূরীকরণ, সমাজমধ্যে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার, বিভিন্ন কায়স্থ শাখার মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান, এবং ক্ষত্রিয়োচিত বৈদিক সংস্কার ** প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইবে। এই সভায় বঙ্গের সকল শ্রেণীর কায়স্থবৃন্দের যোগদান অবশ্য

সন্ন্যাসীর জরিমানা

ভিক্ষা করাইয়া আদায়

গত শুক্রবার নান্দিনা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে দুইজন পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসীকে বিনা টিকিটে রেলে যাতায়াতের জন্য ধৃত করিয়া জামালপুর চালান দেওয়া হয়। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের অপরাধের জন্য প্রত্যেককে ৬৲ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ জরিমানার টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাদের চিমটা ও কম্বল নীলাম দ্বারা জরিমানার টাকা আদায় করিবার জন্য হুকুম হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত জিনিষের মূল্য নীলামে ১৲ টাকার অধিক না হওয়ায় তাঁহাদিগকে ঐ রাত্রে হাজতে রাখিয়া পরদিন পুলিশ দ্বারা ভিক্ষা করাইয়া জরিমানার টাকা আদায় করা হইয়াছে। যাহা হউক, সন্ন্যাসিদ্বয় মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস

কাউন্সিল-বয়কট প্রস্তাব স্থগিত

গত ১৮ই মে অপরাহ্ণে লাহোরে শ্রীযুক্ত সন্তানমের সভাপতিত্বে পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৪৫ জন সদস্য সভায় যোগ দিয়াছিলেন।

ডাঃ সত্যপাল প্রস্তাব করেন—পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্যের জন্য অদূর ভবিষ্যতে কোনও প্রকারের আইন অমান্য করাই সম্ভব হইবে না। ওদিকে কংগ্রেসের মানসম্ভ্রম ও শক্তি বজায় রাখা এবং কংগ্রেসে সকল সম্প্রদায়ের রাজনীতিকদের মধ্যে একতাবিধান প্রয়োজন। সেই জন্য এই কংগ্রেস কমিটী নিখিলভারত কমিটীকে অনুরোধ করিতেছেন, গয়া কংগ্রেসের কাউন্সিল-বয়কট প্রস্তাবটি তাঁহারা স্থগিত রাখুন অথবা প্রদেশগুলিকে ঐ বয়কট প্রস্তাব স্থগিত রাখা না রাখার ক্ষমতা দেওয়া হউক

ডাঃ গোপীচাঁদ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

একজন সদস্য এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, প্রস্তাবটি বিধিসঙ্গত নহে। সভাপতি তাঁহার সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়েন। অতঃপর অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনার পর প্রস্তাবটী সম্বন্ধে ভোট লওয়া হয়। ১৭ জন পক্ষে ও ১৩ জন বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রায় বার জন সদস্য নিরপেক্ষ ছিলেন।

অসহযোগব্যবস্থা হইতে অন্যান্য বয়কটগুলিও বাদ দিবার উদ্দেশ্যে একজন একটী সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছিলেন; তাহা টিকে নাই।

গবর্ণর গত ১৫ই তারিখে দার্জিলিঙ্গ ঘুমের বৌদ্ধ মঠের উদ্বোধন করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে রাজদ্রোহ

"নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতি"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ১৬ই মে বেলা ১০ ঘটিকার সময় তাঁহার বাড়ীতে ১২৪ (ক) ধারায় ধৃত হইয়াছেন। তাঁহার বিচারের দিন ২৫শে মে ধার্য্য হইয়াছে। তিনি নদীয়া জেলার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মত ত্যাগী অক্লান্তকর্ম্মী বিরল। তিনি কারাদুঃখে স্বদেশসেবায় পুরস্কার গ্রহণ করিয়া লইয়া

বৈদেশিক

সম্রাটের ইটালী ভ্রমণ:—আমাদিগের সম্রাট ইটালীতে গমন করিয়া রোমের প্রধান ধর্ম্মযাজক পোপ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ইটালীবাসী অতি সমারোহে ও পরম আনন্দে ইংলণ্ডেশ্বর ও ইংলণ্ডেশ্বরীকে সম্বর্দ্ধনা ও অভ্যর্থনা করিয়াছেন। এই ভ্রমণফলে ইংলণ্ড ও ইটালীর মধ্যে সখ্যবন্ধন দৃঢ়তর হইল।

—০—

লসেন সভায় অভিযোগ:—গুণ্ডার হস্তে সভায় রুষপ্রতিনিধি ভরোস্কি প্রাণ হারাইয়াছেন। সভায় তুর্কী প্রতিনিধি ইসমেৎপাশা ব্যতীত আর কেহ দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। বলশেভিকগণ, শুনিতেছি, ইহার প্রতিশোধ লইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ

প্রথম খণ্ড । গৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ । ৪০শ সংখ্যা

শক্তি-সঞ্চার ।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি যে বস্তুতে তাঁহার যে শক্তি সঞ্চার করেন, সেই ভগবৎশক্তির কণায় বললাভ করিয়া সেই বস্তু সেই শক্তিদ্বারা তাঁহারই সেবা করিতে সমর্থ হন। তিনিই শক্তির প্রস্রবণ, আকর বা মূল আশ্রয়। তিনি শক্তিমান্ হইয়াও শক্তির সহিত যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। শক্তিমান্ অলঙ্কার শাস্ত্রের কথিত 'বিষয়' শব্দ-বাচ্য এবং শক্তি 'আশ্রয়' শব্দ-বাচ্য। বিষয় ও আশ্রয়ে যে বিশেষ আছে, তাহাতে শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্ন। আবার শক্তি-বিচ্যুত শক্তিমান শব্দের অধিষ্ঠান জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বৃত্তিত্রয়ের অগম্য। এই ত্রিবিধ সমন্বয়ে প্রাকৃত দৃশ্যজগৎ বিজ্ঞতার অভাবেই প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। আবার, কাহারও মতে পূর্ণজ্ঞানেই নির্ব্বাণ লাভ করে; [illegible] নাই তাহা [illegible] এই নির্ব্বিশেষ ভাব কেবলজ্ঞান-নিষ্ঠ সম্প্রদায়ে আদর লাভ করিয়াছে। এজন্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বলেন, ব্রহ্ম বিশেষ-নিষ্ঠ, পরমাত্মা বিশেষণ-নিষ্ঠ এবং ভগবান্ বিশিষ্ট-নিষ্ঠ। বিশিষ্টনিষ্ঠার অনুশীলনে আমরা তত্ত্ববস্তুকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে শক্তিমান্ এবং বিশেষ-গুলিকে শক্তি বলি। অপ্রকটিত বিশেষগুলি বিশেষ্যেরই বিশেষণ। জড় বিশেষগুলি পরমাত্মার বাহ্য বিশেষণ, চিদ্বিশেষ অন্তর্যামিত্ব অন্তর্বিশেষণ। এইরূপ বিশেষণভূষিত হইলেও কেবল মাত্র পূর্ণ চিদ্বিশেষ-বিলাসের পরিচয় না দেওয়ায় তিনি ভগবৎপ্রতীতির শুদ্ধত্ব, পূর্ণত্ব, মুক্তত্ব ও নিত্যত্ব হইতে পৃথক্। ভগবৎশক্তি অখণ্ড ও সম্যগ্। পরমাত্মায় লক্ষিত শক্তি খণ্ডিত ও ব্রহ্মে লক্ষিত

শক্তিবর্গলক্ষণ শক্তিধর্মাতিরিক্ত হওয়ায় অসম্যক্ ও কেবলজ্ঞানগম্য।

বেদে সেই শক্তিকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। সম্বিৎ বা জ্ঞানশক্তি, সন্ধিনী বা বল-শক্তি ও হ্লাদিনী বা ক্রিয়াশক্তি। যাঁহাতে গোলোকে বাস্তববিজ্ঞানে বল ও ক্রিয়াশক্তি স্বভাবক্রমে অপরিলক্ষিত, সে বিগ্রহই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। গোলোকে যে বিগ্রহে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি অলক্ষিত, সে বিগ্রহই তত্ত্বপ্রকাশ বলদেব। গোলোকে যে বিগ্রহে স্বয়ংরূপ জ্ঞান ও তত্ত্বপ্রকাশ বল লক্ষিত হয় না, তথায় ক্রিয়া বা হ্লাদিনী বিরাজমানা।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম, অংশবৈভব পরমাত্মা এবং অংশী ভগবান। অংশী ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া, অন্তরঙ্গা শক্তি তদ্রূপবৈভব ও তটস্থা শক্তি জীব।

তত্ত্বপ্রকাশ বলদেবের চিৎশক্তি জীবজগৎ, অচিৎশক্তি জড়জগৎ এবং স্বয়ংপ্রকাশ ঈশ্বর।

হ্লাদিনী মহাভাবস্বরূপিণী বার্ষভানবী, কায়ব্যূহ পরব্যোমস্থ লক্ষ্মীগণ এবং হরিবিমুখিনী শচী উমাদি দেবীগণ।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বদ্ধজীবের কর্ম্মভূমি রচনা করিয়াছেন। চিৎশক্তি জীব অসংখ্য অণুচিৎ বলিয়া তদ্রূপবৈভব বিস্মৃত হইয়া সেই কর্ম্মভূমিতে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ যোগ্যতায় অণুচিৎ বা স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের বিভুচিৎ দয়াময় হইয়াও ব্যাঘাত করেন না। যদি ঈশ্বর বস্তু অণুচিতের স্বতন্ত্রতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে তাহাকে আর চিন্ময় বা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বিশিষ্ট বলা হইত না—মায়া-প্রসূত নশ্বর জড় নামে অভিধান করাই সঙ্গত হইত। এই স্বতন্ত্রতা-বলে তটস্থা-শক্তিসম্পন্ন অণুচিৎ জীব মায়িক বদ্ধধর্ম্মের আবাহন করিয়া মায়াদ্বারা সম্যক্‌রূপে মূঢ়তা লাভ করিতে সমর্থ। আবার স্বতন্ত্রতা-ক্রমে ঈশোন্মুখী সেবা তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্দীপিতা হইলে তিনিই কৃপা-শক্তিবলে নিত্য স্বভাবে অবস্থিত হন।

ভগবান গৌরহরি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও ঈশোন্মুখ শ্রীগুরুদেবের লীলাভিনয় করিতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তিনি জীবের অলৌকিক যোগ্যতার পুনঃ প্রাপ্তির কথা স্বীয় লীলায় ও ভক্তগণের চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন।

প্রয়াগে যে সময়ে শ্রীভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট শ্রীরূপ গোস্বামী সকল দুঃসঙ্গ-পরিহারলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীরূপগোস্বামীতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধারী, গৌররূপধারী, মহাবদান্য-গুণধারী এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলাময় কৃষ্ণের নিকট বাহ্য জগতের সকল অহমিকা ছাড়িয়া দিয়া নমস্কার করিয়াছিলেন। সেই চতুর্দ্দশ ভুবনপতি, ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ও বৈকুণ্ঠসমূহের পতি, সকল গুরুর গুরু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া দশ দিবস কাল লোকাতীত শুদ্ধাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তির উপদেশ করেন। অন্তেবাসী শ্রীরূপ গোস্বামীকে এই উপদেশের মধ্যে জড়ীয় ভোগময় কুতর্ক আবাহন করিতে দেখা যায় না—তিনি কেবল-নিরস্তকুহক, বাস্তবজ্ঞানময় অবিসংবাদিত সত্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ শ্রদ্ধধান মুনিগণ অবিমিশ্র জ্ঞান ও ভগবদিতর বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া স্বরূপ, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্ত্যাত্মক পরমাত্মাকে আত্মবৃত্তিদ্বারা এবং শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত আম্নায়বাক্যশ্রবণে তদনুসরণে প্রেমাঞ্জন-

স্ফুরিত সেবাময়ী-দৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেইরূপ শ্রীরূপপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥"

শ্রীভগবানের মায়াশক্তি যেকালে ঈশ-সেবায় উদাসীন জীবের উপর প্রবলতা লাভ করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন, সেই সময় জীব আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মায়িক কর্ত্তা মনে করে। অথবা তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি যেকালে জীবের চৈতন্য-ধর্ম্মে সঞ্চারিত হইয়া জীবের কর্ম্মফল ভোগের নশ্বরতা বা ফল্গুতা উপলব্ধি করাইয়া সেবোন্মুখতা সম্পাদন করে, তখনই মুক্তভাবে ভগবান নিত্যকৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার জন্য নিরস্তকুহক বাস্তব জ্ঞানের উপদেষ্টা গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। মায়াশক্তির অন্ধকারজালে সম্পূর্ণ বললাভ করিয়া জীবের হরিবিমুখতা-ধর্ম্ম অভ্যাসিতরূপে প্রকাশমান হইলে জীব গুণত্রয়কেই নিজের শক্তি বলিয়া মনে ভ্রম করে। আবার শ্রীগুরুদেবের ও ভক্তের নিকট ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি লাভ করিয়া নিত্য বৈকুণ্ঠ বস্তুতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন। অধোক্ষজ-সেবায় মায়াশক্তির প্রাধান্য নাই। অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারাই বহিরঙ্গা শক্তি বদ্ধজীবকে বিমোহিত করে। জীবের অস্মিতায় ফলভোগ-বুদ্ধি তিরোহিত না হইলে গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদলাভ ঘটে না। চিদ্বিলাস-শক্তি সঞ্চারিত না হইলে বদ্ধজীব ভ্রমক্রমে ব্রহ্মে বিলীন হইবার অসচ্চেষ্টা পোষণ করে।

কপটতা।

অন্তরে বাহিরে সম-ব্যবহার বা মনে মুখে এক না থাকাকে সাধারণ ভাষায় 'কপটতা' বলে। শব্দান্তরে ইহাকে কৈতব, অলীকতা, কুটিনাটী, কুহক প্রভৃতিও বলা হয়। শুদ্ধভক্তি নিরস্তকুহক, কৈতবনির্ম্মুক্ত, পরম সত্য, নিত্য, জৈবধর্ম্ম। সুতরাং কপটতার লেশমাত্র থাকিলেও শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথমে শ্রীব্যাসদেব শিষ্যবর্গসহ নিরস্তকুহক পরম সত্যের ধ্যান করিতেছেন—

"নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি"।

দ্বিতীয় শ্লোকে ভাগবত-ধর্ম্মের স্বরূপ বলিতেছেন—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র"।

অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মে ফলাভিসন্ধিরূপ কপটতার লেশমাত্রও নাই। সুতরাং যাঁহারা বৈয়াসিক-সাধু বা শুদ্ধভাগবতসম্প্রদায় তাঁহারা এই কপটতাশূন্য শুদ্ধভক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিবে

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে ব্যতিরেকভাবে শুদ্ধভক্তির ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করিতে গিয়া সংক্ষেপে কৈতব বা কপটতার প্রকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥"

ভগবজ্জ্ঞানই সূর্য্যালোকস্বরূপ। সূর্য্যালোকে যেমন দ্রষ্টা দৃশ্যবস্তু সূর্য্যদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে নিজকে ও যাবতীয় জীববৃন্দকে দেখিতে পান, তদ্রূপ

ভগবত্‌জ্ঞানলাভে শুদ্ধজীব নিজ শুদ্ধজৈবস্বরূপ, ভগবৎস্বরূপ ও অনন্তকোটী জীবের স্বরূপ দর্শন করেন। ইহাই অদ্বয়-জ্ঞান। এই অদ্বয়জ্ঞানাভাবই মায়া বা অন্ধকার।

"কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া অন্ধকার।
যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার"।

এই অজ্ঞান-অন্ধকার বা মায়িক প্রতীতিই কৈতব বা কপটতা। চিৎবিলাসের হেয় প্রতিফলন অচিৎবিলাস মায়াবৈচিত্র্য। এই মায়াবৈচিত্র্য-হেতু কপটতাও বহুবিধ প্রকারে লক্ষিত হয়। কপটতা বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা—

(১) ধর্ম্মবাঞ্ছা—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম মনোভোগ্য পুণ্য বা স্বর্গাদি ভুক্তি-কামনাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় ধর্ম্মবাঞ্ছা বলে। জীবমাত্রেই ভগবানের দাস। শুদ্ধাবস্থায় জীবের কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত অন্য কোনও অভিমান থাকিতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণদাস জীব নিত্য কৃষ্ণসেবা তৎপর থাকিবেন— ইহাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। জীব যখন তাহা ভুলিয়া নিজকে দেহ ও মন বলিয়া ধারণা করে তখন ভোগস্পৃহাদ্বারা পরিচালিত হইয়া ইহলোকে দেহসুখ ও পরলোকে স্বর্গাদি-লাভের জন্য দান ধ্যান, পূজা প্রভৃতি বিবিধ পুণ্য অনুষ্ঠান করে অথবা নানা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া তত্তৎফলদাতৃ দেবতাবৃন্দের আরাধনায় নিযুক্ত হয়।

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ"।
গীতা

কিন্তু "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্"। অর্থাৎ ভগবৎসেবা ব্যতীত অল্পবুদ্ধি জনবৃন্দ অন্যান্য দেবতাদের পূজা নশ্বর ফলদান করে মাত্র। স্বর্গাদি-প্রাপ্তিও অকিঞ্চিৎকর, কারণ—

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"।

কেহ কেহ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া নিত্য চিন্তামণি কৃষ্ণনামের নিকট পুণ্য কামনা করিয়া থাকে। আবার নামের মাহাত্ম্যে পাপের ক্ষয়, পীড়া আরোগ্যাদি করাইয়া নিতে প্রস্তুত হয়।

(২) অর্থবাঞ্ছা—দ্বিতীয় প্রকার কপটতা। যাহারা ভগবৎসমীপে স্বরূপ-জ্ঞানাভাববশতঃ নশ্বর ধন-দেহ ও সূক্ষ্ম-মনোভোগ্য অর্থাদি কামনা করিয়া থাকে তাহারা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষম্য। ইহাদের ভক্তচরণে অপরাধ না থাকিলেও সাধুসঙ্গ প্রভাবে সুবুদ্ধির উদয় হইতে পারে ও তখন নিত্যসেবা-লাভের প্রয়াস করিতে পারে। ধ্রুব রাজ্য-সিংহাসনপ্রার্থী হইয়াও নারদের সঙ্গগুণে ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জড়ীয় ধনের অকিঞ্চিৎ-করত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং আপনাকে অপ্রাকৃত সেবকজ্ঞানে শ্রীভগবানের সেবাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু আর এক প্রকার অর্থকামী কপট আছে তাহাদের নিস্তার নাই, কারণ, তাহারা ভগবদ্ভক্তচরণে অপরাধী। তাহারা ভগবানকে সেবা না করিয়া ভগবানের দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লয়। ইহারা শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া তাহা নিজের ভোগে লাগাইয়া থাকে। ইহারা এতদূর কপট যে, কোনও শুদ্ধভক্ত কপটতা ধরিয়া দিলেও তাহা স্বীকার করে না। 'আমরা ঠিকই করিতেছি' এরূপ বলিয়া থাকে। ইহারা (১) ভগবানের অভিন্নতত্ত্ব শ্রীভাগবত পড়িয়া অর্থ রোজকার করে অথবা ভাগবত ছাপাইয়া তাহার লাভ হইতে বিমুখ শরীর ও আত্মীয় পোষণ করে,(২)

ভগবন্নামরূপ মন্ত্র দীক্ষা দিয়া বা মন্ত্রের দালালি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে ও তদ্দ্বারা নিজের ভোগ্য স্ত্রীপুত্র-পরিপালন, ইন্দ্রিয়-তোষণ ও পাপাচারের অবৈধ কার্য্যের সম্পাদন করে, (৩) নিজ ভোগের জন্য নামগান, বক্তৃতা, প্রবন্ধ রচনা করিয়া অর্থ লয়, (৪) নামাপরাধকেই নাম বলিয়া চালাইতে চেষ্টা ও শুদ্ধ হরিগুরুবৈষ্ণব নিন্দা করে, (৫) কর্ম্মসাম্যমনস্ক, অন্ত ইন্দ্রিয়-তোষণকেই ভজন বলিয়া প্রচার করে ও উহাই ভোগময় [illegible] বলে বলে, (৬) শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময় লীলাকে নায়ক নায়িকার জড়রতির স্থায় প্রাকৃত বিচার না করিয়া যথা তথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে ও তাহার সাহায্যে অর্থ সঞ্চয় করে, (৭) কামাতুর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা কাম-বিকারকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলিয়া চালাইয়া লইয়াছে ও দেখাইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে তৎপর হইয়া থাকে, (৮) ভগবদ্বিগ্রহ দেখাইয়া অর্থ গ্রহণ করে ও তদ্দ্বারা নিজ স্ত্রী-পুত্রাদির ভোগের জন্য সুরম্য প্রাসাদ ও নানাবিধ ভোগোপকরণ প্রস্তুত করে। ইহারা বঞ্চক। প্রথমতঃ, ইঁহাদের ভগবানের সহিত কপটতা। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের জীবের সহিত কপটতা। কারণ, ইহারা বিপ্রলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া নিজেদের অবৈধ আচরণ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া কোমলশ্রদ্ধ জীবের নিকট সপ্রমাণ করিতে গিয়া উহাদিগকে নিরস্তকুহক সত্য-বস্তুর সন্ধান হইতে বঞ্চিত করে। লেজ-কাটা শেয়াল যেমন অপর শৃগালদিগকেও লেজ কাটিবার উপদেশ দেয় তদ্রূপ ইহারাও নিজে বঞ্চিত হইয়া অপরকে বঞ্চনা করিতে চায়। সুতরাং এই অর্থকামিরা অত্যন্ত কপট।

(৩) কামবাঞ্ছা তৃতীয় প্রকার কপটতা। কাম বা কামনা বহুবিধ। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাশারূপ কামনা হইতে ভক্তি বা প্রেম-ধর্ম্মের নাম করিয়া বহু কপট অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। তোতারামদাস বাবাজি নামক একজন প্রাচীন বৈষ্ণব এ কপট সম্প্রদায়ের একটী তালিকা দিয়া তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঁই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে ত্রয়োদশের সঙ্গ নাহি করি॥

আউল, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় কামিনী-লাভের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ অবৈধ আচরণকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মহাজনের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ শুদ্ধ-জীবের কৃষ্ণানুশীলনরূপ অপ্রাকৃত সহজ জৈবধর্ম্মকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তোষণরূপ কপটতার সহিত সমজ্ঞান করিতেছে। ছন্দসংযুক্ত আদিরসাত্মক সঙ্গীতাদি-শ্রবণে কামপ্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের দেহে নানা প্রকার কাম বিকার প্রকাশিত হয়। সহজিয়াগণ প্রতিষ্ঠাশার বশে এই সকল কপট বা কৃত্রিম লক্ষণকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের সহিত সমজ্ঞান করিতেছে। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ জানেন—

"লোক-দেখান গোরা-ভজা তিলকমাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি"।

সখীভেকীর দল প্রাকৃত জড় দেহকে সখী সাজাইয়া কামিনীসম্ভাষণের ফাঁদ পাতিয়াছে। জাত-গোসাঁই-গণ—শাস্ত্রকথিত ষড়বেগজয়ী গো (ইন্দ্রিয়)-স্বামী (প্রভু) আখ্যা জগতের নিকট চাপা দিয়া নিজ-দিগকে গোস্বামীর ছেলে (?) (যেমন সোনার

পাথর বাটী) গোস্বামী বলিয়া জাহির করিতেছে। গুণগত গোস্বামিত্বকে জাতিগত করিয়া তুলিয়াছে। জাতিবাড়ী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাশা ও ভোগের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধপথ হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াও নিজমতকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বলিয়া প্রচার করিয়া কপটতার পরিচয় দিয়াছে। চূড়াধারী নিজেরাই মোহনচূড়াধারণ করিয়া কৃষ্ণ সাজিয়া কপটতার অভিনয় করিতেছে। ভুক্তি-কামী গৌরনাগরীগণ গৌরাবতারের তত্ত্ব ও সেবার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া রাধাভাবে বিভাবিত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে নাগর বলিয়া কল্পনা করিতেছে। রূপানুগশুদ্ধভক্তগণ ও গৌরপার্ষদগণ কখনও এরূপ আবরণের প্রশ্রয় দেন নাই। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বাক্য—

"অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে॥"

যদি গৌরাঙ্গসুন্দর "সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে" তাহা হইলে গোপীদিগের বা সেবকের 'প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ' এই ন্যায়ানুসারে নাগরীগণও সেব্যের সুখ হইবে জানিয়া—গৌরকে নাগরভাবে দেখিতে পারে না। ভুক্তিকামী কপট গৌরনাগরীগণের কুবিচারে এ সকল কথা প্রবেশ করে না। কারণ, অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।

(৪) মোক্ষবাঞ্ছা চতুর্থ প্রকার কপটতা। ভাগবত ও তদনুগ শাস্ত্র ইহাকে কপটতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কপটতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুক্তিকামিদের বাহাদুরী ভুক্তিকামিদের নিকট। কিন্তু মুক্তিকামিগণ প্রচ্ছন্ন ভুক্তিকামী। বরং ভুক্তিকামিগণ কিয়ৎ পরিমাণে সরল, কিন্তু মুক্তিকামিগণ সর্ব্বাপেক্ষা কপট। মুক্তিরূপ স্বার্থ বা কপটতারূপ ব্যবধান থাকাতে তাহাদের অহৈতুকী সেবা নাই। পূতনাদির কৃষ্ণবিনাশ-চেষ্টা ইহারই উদাহরণ। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণে কোনও কপটতার লেশমাত্র নাই। তাহারা সেবার পরিবর্ত্তে ভগবানের নিকট ধন, জন ও মোক্ষ কিছুই চাহে না। "মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি"—'আমার কোটী কোটী জন্ম হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন আমি অহৈতুকী সেবা পাই, আমার কুম্ভীপাক নরকে গিয়াও ভগবানের যদি সুখ হয় হউক, আমাদের দেখা না দিয়া যদি ভগবানের সুখ হয় হউক।' কারণ, সেব্য-বস্তুর আনন্দেই সেবকের আনন্দ। সুতরাং একমাত্র সেবা ধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্মই কপটতাশূন্য জীবের নিত্য ধর্ম্ম। সম্বন্ধজ্ঞান ও ভক্তিধর্ম্মের স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব হেতুই কেহ কেহ মর্কট বৈরাগী হয়, কেহ কপট দৈন্য দেখাইয়া মিছা-ভক্ত হইয়া পড়ে, কেহ আত্মসুখ খুঁজিতে খুঁজিতে নিজস্বরূপকে নির্ব্বিশেষতায় লয় করে, কেহ আবার ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ নিরাকার কল্পনা করিয়া কৃষ্ণভোগ্য বস্তুকে নিজ ভোগে লাগাইবার সুবিধা করিয়া লয়। কেহ ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় করে, কেহ "অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে, ভ্রমিয়ে বুলয়ে ঘরে ঘরে" কিন্তু রূপানুগ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আনুগত্যে বলিয়া থাকেন—

অয়ে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটীভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা কথম্ দহস্যাত্মনমপি মাং।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বাগিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক-লিখিত 'বিরাগে'র উক্তিতে

বৈষ্ণবতার ভানে কাপট্য অপসারিত হইয়াছে—

দৃষ্টং সর্ব্বমিদং মনোবচনয়োরুদ্দেশ্য তচ্চেষ্টয়ো
বৈজাত্যৈক বিসংস্থুলং কলিমলশ্রেণীকৃতম্লানিতঃ।
কৃষ্ণঃ কীর্ত্তয়তস্তথাস্য ভজতঃ সাক্ষাৎ সরোমোদ্‌গমান্
নাম্না ভজ্ঞবয়োঃ সমান্ বক এবা বাঞ্ছায়সে নৈষ্কর্ম্য

অত্যাহার

ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত সাধকের ছয়টী দোষ অবশ্য বর্জ্জনীয়। ব্রজরসের ভাণ্ডারী গৌড়ীয়ের আরাধ্য দেব শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু স্বরচিত উপদেশামৃত পুস্তিকায় এসম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন,—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥"

এই ছয় দোষ থাকা-কালে ভক্তিসাধন সর্ব্বদা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাবৎকাল সাধক কোন রূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রগাঢ় রতি-বিশিষ্ট হইয়া ও সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া এই ছয় দোষ নিরাশ করিতে হইবে। স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিয়া ইহাদের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া দুষ্কর। যিনি শ্রীগুরুকৃপা-লাভে সমর্থ হইয়াছেন তিনি অনায়াসে ইহাদিগকে বর্জ্জন করিতে পারেন। যাহারা এগুলি ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা নিষ্কপটে সাধুগুরুপাদাশ্রয় করেন নাই জানিতে হইবে, তাঁহাদের ভক্তিমার্গে সম্যক্ শ্রদ্ধার অভাব আছে। নচেৎ শ্রদ্ধার উদয়ে সাধুসঙ্গে ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যাইত। ভজনক্রিয়া আরম্ভ হইলে এই অনর্থগুলি আর থাকিত না, নিবৃত্ত হইত। ষড়্‌দোষ থাকিতে ভজন সুষ্ঠু হয় না, ভজন সুষ্ঠু হইলে ষড়্‌দোষ থাকে না। ভজন সৌষ্ঠব ও ষড়্‌দোষ নাশ পরস্পর সাপেক্ষ। দৃঢ় করিয়া সাধু-গুরুর চরণপদ্ম ধরিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে,এ দোষগুলি যাইতেছে কিনা? যদি আছে দেখা যায়, তবে সাধু-গুরু-পদে রতি আরও দৃঢ় করিতে হইবে—ইহাই ষড়্‌দোষ-ত্যাগের উপায়। ষড়্‌দোষ ত্যাগ করিতে-করিতে ভজনপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রথম দোষ অত্যাহার। ভোজনপ্রিয় ব্যক্তি ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার জিহ্বা-বেগ ও উদরবেগ অত্যন্ত প্রবল। সে তাহার সমস্ত চিত্ত এই দুই বেগের দাস্যে নিয়োজিত করিয়াছে, সুতরাং সে আর কৃষ্ণদাস্য করিবার অবসর কোথায় পাইবে? সে অর্চ্চন করিবার যোগ্য নহে। যখনই সে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সেবার জন্য কোন উপাদেয় দ্রব্য সংগ্রহ করিবে, তখনই সে তাহার নিজ জিহ্বার বশ হইয়া তাহার আহারের জন্য লালায়িত হইবে। তাহা সে ঠাকুরমন্দিরে লইয়া গেলেও তদ্দ্বারা সে আর ভগবৎসেবা করিতে পাইল না, সে কেবল স্বীয় ইন্দ্রিয় সেবার জন্যই তন্মনস্ক, আর বিগ্রহ-সেবায় সে মনোনিবেশ করিতে পারিল না, তাহার অর্চ্চন হইল না। লোকের নিকট সে নিয়ম রক্ষা করিল বটে, কিন্তু অর্চ্চন হইল না, সে ভক্তির অঙ্গ-সাধনে পরাঙ্মুখ হইল। আবার যদিও বা কোন গতিকে সেযাত্রা সে রক্ষা পায়, কিন্তু বৈষ্ণবগণকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিবার কালে তাহার লোভ অত্যন্ত বলবান হয়। তখন সে কেবল

নিজের কম পড়িবে এই চিন্তায় আকুল। 'বুঝিবা বৈষ্ণবগণ সমস্ত প্রসাদ পাইয়া ফেলিবেন, বুঝি তাহার জন্য কিছু থাকিবে না, বা অতি অল্পই থাকিবে, সে বুঝি উদর পূর্ণ করিয়া সুস্বাদু প্রসাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইবে' সর্ব্বদা এইরূপ আশঙ্কা তাহার মনকে উদ্বেলিত করায় সে বৈষ্ণবসেবায় সুখ পাইল না। তাহার ভক্তির অঙ্গ সাধন হইল না। সে নিজের সেবার জন্যই ব্যস্ত, হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবাতে তাহার রুচি হইতেই পারে না, সুতরাং তাহার ভক্তি নষ্ট হয়। যেটুকু সে করে, সে কেবল লোককে দেখাইয়া ভক্ত সাজিবার জন্য কপটতা মাত্র; মূলে তাহার আদৌ ভক্তি নাই; আহার-সংগ্রহে অকৃতকার্য্য হইলে আহার-প্রদাতার হরিভক্তিতে সন্দিগ্ধ হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রকাশ্যে ও গোপনে হিংসাই ভজন হইয়া দাঁড়ায়।

কিরূপে এই দোষের পরিহার হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই প্রবন্ধের মুখবন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহারই আবৃত্তি করিতে হয়, অর্থাৎ সাধুগুরু-চরণে প্রপন্ন হইয়া সরল অন্তঃকরণে ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিলেই ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কৃত্রিম ভাবে আহারের পরিমাণাদি কমাইবার প্রয়াসে কোনও ফলোদয় হয় না। তদ্দ্বারা জিহ্বাবেগ বা উদর-বেগ কোনটীই প্রশমিত হয় না। যদৃচ্ছাক্রমে আগত প্রসাদকে যথার্থই বিষ্ণুবস্তু-জ্ঞানে নিজভোগ্য বস্তুজ্ঞান না করিয়া উপভোগ করিলে প্রসাদ-সেবা হয়—আহার্য্য ভোগ হয় না। প্রসাদ সেবা করিলে জিহ্বোদর-বেগের লাম্পট্য আর থাকে না, তদ্দ্বারাই আমাদের ভক্তিবৃত্তি উন্নতি লাভ করে। যিনি প্রসাদ সেবন করেন, তিনি উপাদেয়-আস্বাদন গ্রহণে ইন্দ্রিয়তর্পণজনিত জড়ানন্দে বিভোর হন না, তবে ভগবান্ উত্তম আস্বাদ করিয়াছেন, এই জ্ঞানে সেবকোচিত অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করেন। আর কৃত্রিমভাবে পরিমাণাদি কমাইলে তাহাতেও পরমার্থচ্যুতি ঘটে। চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতমাঙ্গ 'যাবন্নির্বাহ-প্রতিগ্রহ'বিবৃতিস্থলে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—

"অধিকো ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।"

অত্যাহার যেমন দোষ, অত্যল্পাহারও তাহাই। নরতনু ভজনের মূল। এই শরীর অনর্থক নষ্ট করাতে ভজন-সমৃদ্ধি হয় না, বরং ভজনের-উপায় স্বরূপ এই শরীরকে নিরর্থক ক্লিষ্ট করিয়া ভজনের বাধাই করা হয়। সুতরাং প্রসাদগ্রহণের মাত্রার অত্যল্পতা-সাধন বা পুষ্টিকর ও মস্তিষ্ক-পোষক প্রসাদী বস্তুর বর্জ্জনে ভক্তিসাধনের প্রতিকূলতা-চরণ জানিয়া তাহা হইতে বিরত হওয়া উচিত।

আর 'আহার' অর্থে আহরণও বুঝিতে হইবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুর সংগ্রহেও ভক্তিহানি হয়। কৃষ্ণের সংসার-নির্ব্বাহজন্য যে পরিমাণে যে যে বস্তুর আবশ্যক তাহার সংগ্রহ দ্বারা কৃষ্ণসেবা করায় ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তদতিরিক্ত দ্রব্য-সংগ্রহ সঞ্চয়শীলতার পরিচায়ক। সঞ্চয়শীলতা ভক্তির অনুকূল নহে। তাহাতে ভগবচ্চরণে শরণাগতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ভক্তি শরণাগতিমূলা। ইহাদ্বারা অহংকর্ত্তৃত্বাভিমান বর্দ্ধিত হইয়া ভক্তিবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে। সুতরাং অত্যাহরণ একটী প্রধান দোষ। আবার অল্পাহরণও সেইরূপ। অর্চ্চনাধিকারী ব্যক্তি অর্চ্চন জন্য আবশ্যকীয় সকল বস্তুর আহরণ না করিলে তাহাতে আলস্য-দোষ হয়। ভক্তিমার্গে আলস্য

বা উৎসাহের অভাব একটী প্রধান দোষ। গুণ-বর্ণনে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রভু উৎসাহের প্রথম স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ইহা দ্বারা উচ্চাধিকারীর বাহ্যক্রিয়ার সঙ্কোচের অনুকরণ-জনিত অধিকার-উল্লঙ্ঘন-দোষ ঘটিয়া যায়, সুতরাং এস্থলেও "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ" এই উপদেশ পালনীয়।

মূলকথা, যুক্ত বৈরাগ্যই হরিভক্তির সহায়। অত্যধিক উপভোগ করিলে তাহা ভোগ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণে পর্য্যবসিত হয়, শুদ্ধভক্তি বর্জ্জিত হয়, ভক্তি হ্রাস হয়, আবার অত্যল্প-গ্রহণে ফল্গু বৈরাগ্য হয়, তাহাতেও ভক্তিসাধনের অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং অনাসক্তভাবে বিষয়সমূহকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত করিয়া যথা যোগ্যরূপে গ্রহণই ভক্তিবৃত্তির উন্মেষক।

ভবঘুরের উক্তি

ব্রহ্মচারী ভায়া হে, কেজায় রকম, তোমাদের ভবঘুরে বেশী ঘুরতে পাচ্ছেনা, তত খবরও আনতে পাচ্ছেনা। তারে ভাই ভালই বল, আর মন্দই বল। তবে যতদূর বুঝছি, ব্যাপার গুরুতর। বৈষ্ণব অপরাধের ফল আবও বৈষ্ণব অপরাধ। ক্রমেই বাড়তে থাকে। কেমন ভাই, ঠিক কথা কিনা? সাধুমহাজনকে নিন্দা করে' ক্রমে সাধুর ওপর আক্রোশ কোরে তাঁর ওপর মানুষে পারে না এমন ঘোর শত্রুতা! তাতেও কাজ হাঁসিল না করতে পেরে এখন সাধুকে দরবারে বিপদে ফেল্বার চেষ্টা। তবে সেটা এখনও ফুটে বেরোয়নি, কেবল ষড়যন্ত্রই হোচ্ছে। এ সেই 'এখনও ধেনু পেটে, এখনও পেট থেকে বেরোয়নি'। বুঝলে না, ভায়া? তবে গল্পটাই বলি। জামাই যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ী, চাষাভূষো জামাই, পুরুৎ এয়েছে তাকে সভ্যতা শেখাতে। শেখাচ্ছে—বাপুহে, বাপের জায়গায় বলবে পিতামশাই, অসুখের জায়গায় বলবে পীড়া, গরুর জায়গায় বলবে ধেনু। জামাই বলছে, ও পুরুৎঠাকুর, আর পারিবনা, ঐ তিনটে কথাই শিখি, কি বললে?—বাপের জায়গায় হবে ধেনু, গরুর জায়গায় পীড়া, আর একটা কি বললে, ওঠাকুর? নাহে না, বাপ ধেনু ধেনু নয়, পিতা। ওঃ বাপ পিতে, বাপ পিতে। বাপ পিতে, কেমন গো ঠাকুর মশাই? নাহে না পিতা পিতা—তা। হাঁ হাঁ বুঝিছি, বাপ হোল কি বললে গো ঠাকুর? তা হে তা তা। হাঁ হাঁ হাঁ তা, বাপ হোলো পি—তা এই বলছি পিতা। পিতা কেমন গো ঠাকুর মশাই? হাঁ হাঁ পিতা পিতা। আচ্ছা বাপ তো পিতা হোল, ধেনু তবে কার জায়গায়? গরুর জায়গায় হে। ওঃ গরু হোল ধেনু, গরু ধেনু। বাপ পিতে না, না, না, পিতা, গরু ধেনু গরু ধেনু। আর একটা কি গো পুরুৎ ঠাকুর? ওহে অসুখের জায়গায় পীড়া। কি বললে পীড়ে না, না, না, না, না, পী—ড়া। ঐ গো ঠাকুর মশাই পী—ড়া, পীড়া। অসুখ হোল পীড়া। এই বলছি গো পুরোহিত ঠাকুর! বাপ পিতা গরু ধেনু অসুখ পীড়া—এই হোয়েছে। আর একটী কথা হে বাপু। আবার কি গো ঠাকুর? তা বল, বল, বলগো, গরু ধেনু, বল বল আর কি বল। খবর বলতে সংবাদ। কি বল্লে সং—বাদ,

সং—বাদ! খবর বল্তে সংবাদ। আমি ন্যাকাপড়া শিখেছি গো পুরুৎ ঠাকুর! বাপ পি—তা, অসুখ পী—ড়া, গরু ধেনু, খবর সংবাদ। আমি এবার ন্যাকাপড়া শিখেছি। জামাইবাবু ত এই ন্যাকাপড়া নিয়ে শ্বশুরবাটী গাচ্ছিব। শ্বশুর জিগ্গেস কল্লে—বাড়ীর খবর কি হে বাপু? আঁ আঁ খবর, সংবাদ? হাঁ—সংবাদ ভাল না, তত ভাল নয়, পিতে মা না পিতা মশাইএর পী পী পীড়া। একজন প্রতিবাসী কাছে ছিল। সে বল্লে, মোড়লের জামাইটীর বেশ ভদ্দর লোকের মতন কথা। জামাই আহ্লাদে দিশে-হারা হোয়ে বোলে উঠ্লে—তবু ধেনু এখনও পেটে, এখনও ধেনু বাহির করি নি।' ভায়া হে, এখনও "নিত্যকৃষ্ণ দাস" ভায়াদের পেটে কি ধেনু আছে, কে জানে? তবে ভায়াদের এটা জানা ভাল যে এই চামড়ার বড়াইটা নিত্যকৃষ্ণদাসের লক্ষণ নয়, তার গরবে দশদিক অন্ধকার দেখে' এরকম শয়তানির আড়ালে নিজের মঙ্গলের পথ একেবারে বন্ধ করাটা একেবারে বোকামির কায। এই সেই জোলাদের চাঁই এর মত বুদ্ধির পরিচয় বইত নয়। ওটা না করা ভাল। সোজাসুজি নিজের মঙ্গলের পথ খুঁজে নোয়াই চতুরালী। কি, অমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রোয়েছ কেন? চাঁই এর গল্পটা শুনবে? এ সেই খোয়ে বন্ধনের গল্প ত' সবাই জানে। এক ছিল জোলাদের ছেলে। সকালে উঠে খিদে পেয়েছে। মা, খই খাব, খই খাব মা চারটী খই এনে বল্লে ধর। ছেলেটা ছিল এক খুঁটীর পাশে দাঁড়ায়ে। সে খুঁটির এধারে এক হাত, ওধারে একহাত দিয়ে আঁজলা পেতে খই নিয়েছে। এখন মুস্কিল। হাত বেরোয় না, খইও ফেলে পারে না। মা দেখে ত' কেঁদে আকুল। চেঁচিয়ে অনেক জোলা জড় কর্লে। শেষে সাব্যস্ত হোল, ছেলেটার হাত কেটে তবে এ দায় এড়াতে হবে। চারিদিকে কান্নাকাটি পোড়ে গ্যাল। চাঁইকে খবর দেওয়া হোল। চাঁই মশাই এসে জোলাদের বুদ্ধি দেখে' রেগে অস্থির। ব্যাটারা সব জোলা তো জোলা। কেনরে বাপ, ছেলের হাত কাটতে হবে কেন? হাত কাটলে ত' ছেলে মরেই গ্যাল। খুঁটিটা কাটলেই ছেলে রক্ষে পায়, এ বুদ্ধি কারও হয়নি? চার দিকে চাঁই মশায়ের বুদ্ধিতে ধন্য ধন্য পোড়ে গ্যাল। সকলে বুদ্ধি দেখে অবাক্। খুঁটি কাটার আয়োজন হোতে লাগ্ল। এর মধ্যে এক ব্রাহ্মণ ঐ পথে যেতে যেতে হট্টগোল শুনে ব্যাপার কি জানতে গিয়ে চাঁই মশায়ের বুদ্ধির কেরামতি শুনলেন। কষ্টে সৃষ্টে ভিড় ঠেলে ছেলেটার কাছে গিয়ে যেই খুঁটি কাট্বার জন্যে একটা লোক দা উঠিয়েছে, অমনি ব্রাহ্মণ ছেলেটার গালে ধাঁই কোরে এক চড়। চড় খেয়েই ছেলেটা কেঁদে গালে হাত, খই গ্যাল পোড়ে, ছেলে খালাস। তখন সব বামুনের সঙ্গে ঝগড়া,—কেন ঠাকুর তুমি আমাদের ছেলে মারলে? তুমি মারবার কে?

কেউ বা যদি বল্লে, তা'হোক্ বামুন মেরেছে, মেরেছে, খুঁটি ত' বেঁচে গ্যাছে, ভাল হোয়েছে, আর সবাই খাপ্পা হোয়ে সেই লোকটীর উপর রুকে তাকে এই মারতে যায় তো এই মারে। বামুন বেগতিক দেখে এই ফাঁকে যঃ পলায়তে স জীবতি ভেবে ঝাঁ কোরে সোরে পড়েছেন। তার পর ঠিক হোল—নাঃ, ও ঠিক হয়নি, চাঁই যা বোলেছে তাই কর্ত্তে হবে। এই ঠিক কোরে ছেলেটার হাত আবার খুঁটির এধার ওধার দিয়ে

খই গুল' কুড়িয়ে তাইতে ভোরে. যে 'গুল' হাওয়ায় উড়ে গিয়েছিল, সে গুল ঘণ্টা খানেক ধোরে খুঁজে পেতে এনে হাতে দিয়ে খ টিকাটা হোল তবে মঞ্জুর। ভায়াহে, চামড়ার বড়াই-ওয়ালা ভায়ারা তাদের চাঁয়ের বুদ্ধির কর্ম্মতি মানতে নারাজ — তাতে নিজের সর্ব্বনাশ হোচ্ছে তা' হোক্। ধন্য এলেম, ভাই, ধন্য আক্কেল! আক্কেলের গুণেই বীরজননী ভারতের আজ এই দুর্দ্দশা! ভায়াহে, তবে আজ এই পর্য্যন্ত। সকলের চরণে দণ্ডবৎ।

পাষণ্ড-দলন।

কি ভীষণ! কি ভীষণ! কি ভীষণ শঠজাল!
পাষণ্ড-তাণ্ডব দেখ! অহো! ভয়ঙ্কর!
বৈষ্ণব প্রচারে পণ্ড দেখে' স্বার্থরাশি
পাষণ্ড পশিল হায় বৈষ্ণবের দলে,
দুর্দ্দান্ত অসুর যথা কংস-প্রেরণায়
মিলিল গোপাল সনে কৃষ্ণ নাশিবারে,
যথা বা বকের স্বসা ছদ্মবেশ ল'য়ে
বিষমাখা স্তন্য দিল কৃষ্ণচন্দ্রমুখে।
প্রচারের মূল কেন্দ্র ধ্বংস করিবারে
সতত যতন, নাহি মহাপাপে ভয়।
ভক্তিদ্বেষী বহুকাল জগতে প্রবল,
ভক্তদ্বেষ একমাত্র বৃত্তি তাহাদের।
পুরাকালে ভক্ত পুত্র নাশিবার লাগি
কত ষড়যন্ত্র ক'রেছিল হিরণ্যকশিপু!
ঐতিহ্যে শুনেছি আর রামানুজাচার্য্য
শিষ্যভাবে সেবেছিল যাদবপ্রকাশে,
ফেলেছিল নেত্রবারি গুরু-কলেবরে
তাঁর মুখে ভগবান্ কপিমুখ শুনে,
সেই হ'তে শিষ্য-দ্রোহ করে নষ্টগুরু,
কত যত্ন রামানুজে নাশিবারতরে।

শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রসাদ সবা সনে চলে,
অতিবাড়ি সনে কেহ কভু নাহি পায় ;
মহাপ্রভু দ্রোহ করে' অতিবাড়িগণ
চিরদিন অপাঙ্‌ক্তেয় বৈষ্ণব-সমাজে।
পাষণ্ডদলন লাগি ফেরে সাধুবর,
পাষণ্ডের বক্ষে সদা শেলসম বাজে।
আভিজাত্য-দম্ভে দৃপ্ত অসুরের দল
পাঠাইল চর শুদ্ধবৈষ্ণবের স্থানে ;
নাগগণ যথা ছোঁড়া গরুড়ে প্রেরয়।
বৈষ্ণবের বেশে চর বৈষ্ণব-সমাজে
ফেরে ঘোরে, কপটতা-চাল চালে কত!
শেষে যবে সাধুনাশে প্রয়াস তাহার
প্রকাশ পাইল, সবে তাহারে জানিল
নিজরূপে সবে তার সঙ্গ ত্যজে দূরে,
শিখিগণ যথা ত্যজে দর্পী বায়সেরে।
প্রচারক সাজিল গো যত প্রতারক,
শিষ্ট-লোক নষ্ট করা বৃত্তি তাহাদের।
ভক্তিবৃত্তি দেখে যা'র, তা'র সাথ লয়.
ভক্তদ্বেষে পূর্ণ তা'র চিত্তবৃত্তি করে,
ভক্তিবৃত্তিটুকু নাশ পায় তার ফলে।
পাষণ্ডের দলবৃদ্ধি হয় এইরূপে।
তাই বলি, ভাই সব, সদা সাবধান!
ভক্তবেশে ফেরে ওই পাষণ্ড গোঁয়ার।
কেহ পুনঃ বেশ নাহি লয় দম্ভভরে,
ফেরায় নিরীহ জনে ভক্তিমার্গ হ'তে!
বলে, 'আমি প্রচারক, শুন মোর কথা,
মোর কাছে কৃষ্ণকথা সবে শুনে যাও।
কৃষ্ণসেবা কিছু নয়, ভোগমাত্র সার,
অর্থরাশি লুটে সেব গৃহিণী-চরণ,
তা'হলে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইবে সবার।

আমার আদর্শে সবে কৃষ্ণ সেবা কর,
গৃহিণীর মন রাখ উপহার দিয়ে,
এই ছাড়া কৃষ্ণসেবা আর কিছু নয়।"
হাহা প্রভু! কবে তুমি করিবে দলন
এই যে পাষণ্ডীদল ভক্ত ভক্তি-দ্বেষী,
কবে জড়দম্ভরাশি সব ঘুচে যাবে,
কবে ভক্তি-স্নেহে চিত্ত সরস হইবে,
কবে ভক্তগণে পূজা করিতে শিখিবে,
পাষণ্ডীরা দূরে যাবে, গাবে ভক্তদাস !

কপিল-দেবহূতি-সংবাদ।

ভগবান্ কপিল দেব মাতার নিকট কামিপুরুষগণের কি গতি হয় তাহা বলিতে লাগিলেন— "মা, যাহারা ভগবান্ হরির সেবা করে না তাহাদের মন কামনায় পূর্ণ। মা, তুমি আকাশে মেঘ দেখিয়া থাকিবে, মেঘগুলি বাতাসের দ্বারা কি প্রকারে চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, সেই প্রকার কামী লোকেরাও কালের দ্বারা ঐরূপ হইয়া থাকে। ইহারা কত কষ্ট স্বীকার, টাকা পয়সা রোজগার করে, কিন্তু একদিন কাল আসিয়া সব নষ্ট করিয়া দেয়। ইহারা দেহকেই 'আমি' মনে করে ও যাহাদের সহিত দেহের সম্বন্ধ আছে (যথা স্ত্রী পুত্র, ঘর, বাড়ী খেত খোলা, টাকা পয়সা), তাহাদিগকেই চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করে। তাহারা কেবল জন্মমৃত্যুতে ঘুরিতে থাকে এবং পশু, পক্ষী বা মানুষ যখন যে দেহই পাউক না কেন তাহা পাইয়াই খাওয়া দাওয়া থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ করেনা—তাহাকেই সুখ মনে করে সুতরাং তাহাদের মতি ভগবানে যায় না। তাহারা মায়াতে এরূপ মোহিত যে যখন নরক প্রাপ্ত হয় তখন নরকের মধ্যেই স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি পাইয়া তাহাতেই ডুবিয়া থাকিতে চাহে— তাহা হইতে কেহ আনিতে চাহিলেও আসিতে চায় না। মা, যাহারা ভগবানের ভক্তের সঙ্গ করে না, তাহাদের সেবা করে না, কেবল কুটুম্ব-সেবারই আসক্ত থাকে, আমার আরাধনা করে না, তাহাদের এই দশা হয়। দেহ, স্ত্রী, পুত্র, ঘর, পশু, টাকা পয়সা বন্ধু বান্ধবে তাহাদের হৃদয় সর্ব্বদা মজিয়া থাকাতে তাহারা 'আমি খুব ভাল আছি' মনে করে। আর কি করিয়া ছেলে মেয়ের বিবাহ দিব, কি করিয়া স্ত্রী পুত্রদিগকে খাওয়াইব—এই চিন্তায় সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে সুতরাং তাহারা দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়।

স দহ্যমান-সর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা।
করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥
ভাঃ ৩।৩০।৭

আবার স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নির্জ্জনে রঙ্গরস, কলভাষী ছোট ছোট ছেলে-পেলেদের আধ-আধ কথা শুনিয়া ও আলাপ করিয়া নিজেকে সুখী মনে

করে। আর যে গৃহবাসে কেবল কপটতা, 'কিসে অন্যের ধন আমার হইবে' এইরূপ ভাব, আর যাহাতে কত রকম দুঃখ—তাহাতেই আসক্ত হইয়া কিভাবে দুঃখ করিবে কেবল তাহারই চেষ্টায় থাকে। সে গাধার মত পরিশ্রম করিয়া কত লোককে ঠকাইয়া, কত পাটোয়ারী প্যাচ খেলিয়া এমন লোকেদের জন্য টাকা রোজগার করে, যাহাদের পোষণে নিজে অধোগতি পায়। নিজের কপালে ত এত কষ্টের টাকা ভোগ করা এত দুর্ঘট যে, পোষ্যবর্গকে খাওয়াইয়া যদি কিছু অবশেষ থাকে, তাহাই খাইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে। পরে যদি কখনও জীবিকা বা রোজগারের পথ বন্ধ হইয়া যায়—তখন আবার অন্যরকম রোজগারের উপায় খুঁজিতে থাকে; কিন্তু যখন কোনও উপায় খুঁজিয়া পায় না, তখন আবার অন্য ধনে লোভ করে। মন্দভাগ্য থাকা হেতু যখন টাকা রোজগারের সব চেষ্টাই বিফল হয়, তখন অতি দীন ও লক্ষ্মীছাড়া হইয়া স্ত্রীপুত্র-প্রতিপালন করিতে না পারিয়া দুরন্ত চিন্তায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে। যখন ঐ পুরুষের এইরূপ অবস্থা হয় তখন তাহার স্ত্রী,ছেলে-পেলে প্রভৃতি পোষ্যবর্গেরা, যেমন চাষার বলদ বৃদ্ধ হইলে তাহাকে আর খাইতে দেয় না, সর্ব্বদা তাড়া করে,তাহারাও তাহাকে সেইরূপই করিয়া থাকে। কিন্তু তখনও ঐ ব্যক্তি ভগবানের দিকে মতি যায় না—পূর্ব্ব পোষ্যবর্গের গালি ও কটু কথা শুনিয়া ঐঘরেই কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। পোষ্যবর্গের আহার-সময় উপস্থিত হইলে,না দিলে না হয় এইরূপ অবজ্ঞা করিয়া যেমন কুকুরকে কিছু ফেলিয়া দেওয়া হয়, তদ্রূপ কিছু দিয়া যায়। কম খাইয়া রোগে ভুগিয়া মরণের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, বায়ুর প্রকোপ হেতু চোখ বাহির হইয়া পড়ে, কফ আসিয়া গলাতে আটকায়, তখন নিঃশ্বাস ফেলিতে ও কাসিতেও খুব কষ্টবোধ হয়, কণ্ঠে ঘুর ঘুর শব্দ হয়। এই অবস্থায় শুইয়া থাকে। শোকাকুল আত্মীয়-স্বজনের কেহ কেহ হে পিতা,হে বন্ধু প্রভৃতি বলিয়া বারে বারে ডাকিলেও সে অবশ হইয়া কিছুই উত্তর দিতে পারে না। প্রাণবায়ু বাহির হওয়ার সময় যমদূতদিগকে দেখিয়া ভয়ে চক্ষু দিয়া জল ও মল মূত্র ত্যাগ করিয়া দেয়। মৃত্যুর পর সে কত যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহারও আর শেষই নাই। এক এক বাসনার ফলে এক একটী দেহ পাইয়া কত অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে। মা, এখানেই স্বর্গ,এখানেই নরক। সুন্দরী স্ত্রী, ধনদৌলত, আতর গোলাপ প্রভৃতি ভোগ করিতে কাহাকেও দেখা যায়, আবার কাহাকেও নানা-কষ্ট পাইতে দেখা যায়। পশু, পক্ষীরা কতই না কষ্ট পাইয়া থাকে।

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ॥

কিন্তু ভোগের ফলে আবার নরক। ভোগেও দুঃখ মিশ্রিত থাকে,আবার কিছু দিনেই শেষ হইয়া যায়। সুতরাং যাহারা গৃহব্রত হইয়া কুটুম্ব ভরণ করে, তাহাদের লাভের মধ্যে এই হয়, এই খানেই কুটুম্বদিগকে ফেলিয়া যাইতে হয় ও পরলোকে নানা যোনি ভ্রমণ করিতে হয়।

ভারতীয়

মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ

প্রায় ৫ সের ওজনে কম (তারের খবর)

শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধি সেদিন যারবেদা জেলে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী কস্তুরী বাই আশ্রমের কয়েকটী মেয়ে সহিত মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস ঘরে মহাত্মাজীকে লইয়া আসা হয় এবং সেখানে তাঁহার সহিত শ্রীমতী কস্তুরী বাই কথাবার্ত্তা বলেন। অসুখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মাজী বলেন যে, বর্ত্তমান মাসের (মে) প্রথম ভাগে তাঁহার পেটের গণ্ডগোল হয়। তিনি কতকটা ক্যাষ্টর অয়েল খান। কিন্তু তাহাতে কোন সুফল না হইয়া বরঞ্চ পেটে খুব বেশী রকম ব্যাথা হয়। তিন দিন পর্য্যন্ত এই ব্যাথা খুব জোরের সহিত চলে। ডাক্তার আমাশয় বলিয়া সন্দেহ করিয়া ছয়টী ইন্‌জেক্‌শন্ করেন। এই ব্যাথ্যার জন্য তাঁহার জ্বর হয়। ডাক্তারের উপদেশ মত তিনি কয়েক দিনের জন্য চরকাকাটা এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকারের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ডাক্তার এবং অন্যান্য ব্যবস্থা ভাল রকমই করা হইয়াছে। তাঁহাকে সিভিল ব্যারাকে রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার ঘরের সামনে যথেষ্ট খোলা জায়গা আছে। বর্ত্তমানে তিনি মাত্র ফল ও দুধ খাইতেছেন; রুটী খাওয়া এখনও আরম্ভ করেন নাই। পূর্ব্বের অপেক্ষা তাঁহার শরীরের ওজন একটু বাড়িয়াছে বটে, তবে এখনও প্রায় ৫ সের ওজনে কম আছে।

বিদ্যাসাগর বাটী

গত শনিবার আদালতে বিদ্যাসাগর বাটী নীলামে উঠিলে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটী ৭২০০০্ টাকায় কিনিয়া রাখিয়াছেন। জনসাধারণ এখন চাঁদা তুলিয়া এই টাকা পরিশোধ করিয়া এই গৃহে কোন সদনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বৈদেশিক

কেনায়া-সমস্যা

(তারের খবর)

রয়টার নাকি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, কেনায়ায় সাধারণ নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করা যায় কিনা, তাহার আলোচনা চলিতেছে। ভারতে উক্ত প্রথা তেমন সন্তোষজনক হয় নাই বলিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিগণ উহার প্রতিবাদ করিতেছেন। কেনায়ার আগমন সম্বন্ধে নিষেধ-বিধি নাকি শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয়, উভয় সম্প্রদায়ের উপরই প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এ প্রস্তাবে নাকি কেহই সন্তুষ্ট নয়।

শ্রীযুত শাস্ত্রী এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বহু দিনের উপেক্ষায় কেনায়া প্রশ্ন নিতান্ত জটিল হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না হইলে ইহা হইতেই ভবিষ্যৎ অনর্থের সৃষ্টি হইবে।

বিলাতে নূতন মন্ত্রি-সভা

(তারের খবর)

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বিলাতের বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী—মিঃ ষ্ট্যান্‌লি বল্ডউইন, কাউন্‌সিলের প্রেসিডেন্ট—মার্কুইস্ স্যালিস ব্যারি,লর্ড চান্‌সেলর—ভাইকাউন্ট কেভ,রাজস্বসচিব—মিঃ রেজিনাল্ড ম্যাক্‌কেনা,হোম সেক্রেটারী—মিঃ ডবলিউ, সি, ব্রিজম্যান, পররাষ্ট্র সচিব—মার্কুইস কার্জ্জন,উপনিবেশ সচিব—ডিউক অব ডেভনশায়ার, ভারত সচিব—ভাইকাউন্ট পিল, সমর সচিব—আর্ল অব ডার্বি, স্কটলণ্ডের সেক্রেটারী—ভাইকাউন্ট নোভার, লর্ড প্রিভিসিল—লর্ড রবার্ট সিসিল, প্রেসিডেন্ট বোর্ড অব ট্রেড—সার ফিলিম লয়েড গ্রিম,স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী—মিষ্টার উড,কৃষিবিভাগের মন্ত্রী—সার মণ্টেগু বার্লো, ল্যাঙ্কেষ্টারের চান্সেলর—মিঃ ডেভিডসন, বিমানপোত বিভাগের মন্ত্রী—সার স্যামুয়েল হোর, রাজস্ব সেক্রেটারী—সার জন্‌সন্ হিক্‌স্।

বুলগেরিয়ায় বিপ্লব

প্রধান মন্ত্রীর পলায়ন

বুখারেষ্টের খবরে প্রকাশ, বুলগেরিয়ার বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী এম, ষ্টাম্বুলস্কির প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ হওয়াতে তিনি পলায়ন করেন। বহুবিপ্লববাদী নিহত হইয়াছে। এ সম্পর্কে বহুলোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

রুঢ়ের অবস্থা

(তারের খবর)

রুঢ় কম্যুনিষ্ট দলের দাঙ্গাহাঙ্গামা পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। ফরাসীরা এ সব ব্যাপারে মোটেই হস্তক্ষেপ করিতেছে না। অধিকাংশ দোকানপাটই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে সব দোকান খোলা আছে, উহার সবখানেই কম্যুনিষ্ট প্রহরী বিদ্যমান। রুঢ় সহর কম্যুনিষ্টদের হাতে রহিয়াছে।

বোচামে দমকল বিভাগের সঙ্গে কেম্যুনিষ্টদলের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। দমকলের লোকগন জল ছিটাইয়া দাঙ্গাকারীদিগকে নিবৃত্ত করিতে অসমর্থ হইলে, তাহারা অবশেষে বাধ্য হইয়া গুলী চালায়।

এসেনেও কম্যুনিষ্ট হাঙ্গামা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সেখানেও বহু দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে।

জার্ম্মান-গবর্ণমেণ্ট রুঢ়ে শান্তিস্থাপনার্থ পুলিশ-প্রহরী প্রেরণের জন্য ফরাসীদের অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। তাঁহাদের এ প্রার্থনা বোধ হয় গ্রাহ্য হইবে না।

চীনে আন্তর্জ্জাতিক সামরিক কমিশন নিয়োগ

(তারের খবর)

চীনের সামরিক অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী, ইটালীয়ান ও জাপানী প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত একটী কমিশন সায়ো-চুয়াং গমন করিবেন। চীন গবর্ণমেণ্টকেও একজন সামরিক প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

Printed and Published by Benode Bihari Brahmachari

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

(মাসিক পত্রিকা)

সম্পাদক ও লেখক—শ্রীগৌরাঙ্গদাস গণ।

অগ্রিম ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ২।৵০ প্রতি সংখ্যা ৶০ তিন আনা মাত্র।

এই শ্রীপত্রিকার ১।২।৩ সংখ্যা শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমার দিন হইতে প্রকাশিত হইতেছেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকার" অভাব পূর্ণ করিবার জন্য গৌরভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে এই শ্রীপত্রিকা নব-কলেবরে প্রকাশিত হইলেন। গৌরভক্তগণের মধ্যে গৌর-কথা কহিবার, শুনিবার ও লিখিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই শ্রীপত্রিকার উদ্ভব ও আবির্ভাব। শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্ম প্রচার ও শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-মধু বণ্টন, ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

পুঃ অগ্রিম ভিক্ষা ২।৵০ "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" অফিস, বুড়াশিবতলা শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ামন্দির নবদ্বীপ অথবা ৭নং বীডন ষ্ট্রীট কলিকাতায় কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরিতব্য।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা

বিশ্বের অর্থাৎ সমস্ত জগতের জীবমাত্রেরই মধ্যে আত্মা আছেন এবং সকল আত্মাই এক, সকল আত্মার গুণ এক, স্বভাব এক, ক্রিয়া এক। এই আত্মার ক্রিয়াকে ভজন, উপাসনা, সেবা বা ভক্তি বলে—ইহারই নাম আত্মধর্ম্ম। এই আত্মধর্ম্মের অপর এক নাম বৈষ্ণবতা। যিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই বিষ্ণু। সুতরাং যাঁহারা বিষ্ণু ভজন করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সমস্ত দেশে সমস্ত বংশেই দেহধারণ করিতে পারেন। দেশ বা বংশের পার্থক্যে বৈষ্ণবতা অর্থাৎ বিষ্ণু-ভজনের পার্থক্য হয় না। বিষ্ণু বা ভগবান্ বা পরমেশ্বর যখন একজন, এবং আত্মা বা জীব যখন একই স্বভাববিশিষ্ট, তখন আত্মাই পরমেশ্বরের ভজন করেন, সুতরাং সেই ভজন সকল আত্মারই একপ্রকার হইবে। বিশ্বে এই আত্ম-ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই সভা নিত্যকাল অধিষ্ঠিত আছেন। চারিটী সাত্বত সম্প্রদায়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত; বস্তুতঃ যিনি আপনাকে নিত্যবিষ্ণুদাস বা বৈষ্ণব বলিয়া জানেন, তিনিই এই সভার সভ্য। শ্রীচৈতন্তের প্রকটলীলায় তদীয় প্রিয়তম সেবক শ্রীল রূপসনাতন এই সভার পাত্ররাজ ছিলেন। তাঁহাদের অপ্রকটকালে তৎসেবক শ্রীলজীবপাদ পাত্ররাজরূপে আরাধ্য, প্রিয়তম শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিদ্বারা সেবা করিয়াছিলেন। তৎপর কালে-কালে বহু বৈষ্ণবাচার্য্য প্রকটিত হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর অপার কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক এই সাত্বত সভা কলিকাতার এক পল্লীতে প্রকটিত করিয়া-ছিলেন; তিনি স্বয়ং ইহার পাত্ররাজ হইয়াও সম্পাদকরূপে আজীবন সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটের পর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই সভার পাত্ররাজরূপে বিদ্যমান আছেন। সমাজে ঈশ্বরবিশ্বাস বা ভগবদ্ভজনের নামে যে সকল কপটতামূলক অসদাচারের পঙ্কিল স্রোত চলিতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করিয়া সমাজবক্ষে নিরুপাধি শুদ্ধবিষ্ণুভক্তির নির্ম্মল স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেওয়াই এই সভার উদ্দেশ্য। মোট কথা, জীবসমাজকে সনাতন আত্মধর্ম্ম বা পরমেশ্বর একল বিষ্ণুর সেবায় প্রবর্ত্তিত করাই এই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। এতদুদ্দেশে এই সভার কীর্ত্তন-প্রচার, অধ্যয়ন—অধ্যাপন, লুপ্ত তীর্থ ও শ্রীপাট সমূহের উদ্ধার প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ আছে। বিস্তৃত সংবাদের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন,

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

শ্রীসজ্জন-তোষণী।

(চতুর্বিংশবর্ষের ৯।১০ম সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে)

শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ধারণার অনুকূলে শুদ্ধভক্তিমূলক পারমহংস্য-ধর্ম্মের বিষয় এই পত্রিকায় লিখিত হইতেছে। ইহাতে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডি যতীশ্বর-কৃত "সঙ্গীত মাধব" সম্পূর্ণ প্রকাশিত। অষ্টাদশ বর্ষ হইতে ত্রয়োবিংশ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের প্রকাশিত খণ্ডগুলি ৭৲ সাত টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

জোতিষ গ্রন্থ

জ্যোতিস্তত্ত্বম্	২॥০
রবিচন্দ্র স্পষ্ট (পাশ্চাত্য)	।০
আর্য্য সিদ্ধান্তঃ	১৲
সিদ্ধান্তশিরোমণিঃ গ্রহগণিতাধ্যায়	২॥০
ঐ গোলাধ্যায়	১৲

শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড,

কলিকাতা

কালির ট্যাবলেট।

১২ গ্রোস অর্থাৎ ১৭২৮টী ব্ল্যাক কালির ট্যাবলেটের মূল্য ১॥০ মাত্র।

বেঙ্গল ইঙ্ক ফ্যাক্টারী,

৯।১০ বি রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

R. K. Basak's

CABINET FIRM.

Johnson Road, Dacca.

Furniture of every description always kept ready for sale and made to order. Inspection and trial order solicited.

গৌড়ীয়ের নিয়মাবলী।

গ্রাহকের জ্ঞাতব্য ঃ—পূর্ব্ব-প্রচারিত সংখ্যা কাহারও আবশ্যক হইলে, কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক্‌ভাবে লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হয় নূতন গ্রাহক বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে এক বর্ষ কালের জন্ম পঞ্চাশখানি কাগজ পাইবেন।

ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বা কোন বিষয় জানিতে হইলে সর্ব্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। প্রেরিত কাগজের ঠিকানার বামপার্শ্বে গ্রাহকনম্বর লেখা থাকে। পত্রোত্তরপ্রার্থী রিপ্লাইকার্ড লিখিবেন। প্রকৃতি-জন-পাঠ্য প্রবন্ধাদির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

লেখকগণ দয়া করিয়া প্রবন্ধের নকল রাখিয়া প্রবন্ধ গৌড়ীয়-আফিসে সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন মনোনীত হইলে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

প্রথম খণ্ড { শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ } ৪০শ সংখ্যা

শক্তি-সঞ্চার ।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি যে বস্তুতে তাঁহার যে শক্তি সঞ্চার করেন, সেই ভগবৎশক্তির কণায় বললাভ করিয়া সেই বস্তু সেই শক্তিদ্বারা তাঁহারই সেবা করিতে সমর্থ হয়। তিনিই শক্তির প্রস্রবণ, আকর বা মূল আশ্রয়। তিনি শক্তিমান্ হইলেও শক্তির সহিত যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। শক্তিমান্ অলঙ্কার শাস্ত্রের কথিত 'বিষয়' শব্দ-বাচ্য এবং শক্তি 'আশ্রয়' শব্দ-বাচ্য। বিষয় ও আশ্রয়ে যে বিশেষ আছে, তাহাতে শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্ন। আবার শক্তি-বিচ্যুত শক্তিমান্ শব্দের অধিষ্ঠান জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বৃত্তিত্রয়ের অগম্য। এই ত্রিবিধ সমন্বয়ে প্রাকৃত দৃশ্যজগৎ বিজ্ঞতার অভাবেই প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। আবার, কাহারও মতে পূর্ণজ্ঞানেই নির্ব্বাণ লাভ করে; তখন আর কে কাহাকে কোন বৃত্তি দ্বারা জানিবে? এই নির্ব্বিশিষ্ট ভাব কেবলজ্ঞান-নিষ্ঠ সম্প্রদায়ে আদর লাভ করিয়াছে। এজন্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বলেন, ব্রহ্ম বিশেষ্য-নিষ্ঠ, পরমাত্মা বিশেষণ-নিষ্ঠ এবং ভগবান্ বিশিষ্ট-নিষ্ঠ। বিশিষ্টনিষ্ঠার অন্তরালে আমরা তত্ত্ববস্তুকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে শক্তিমান্ এবং বিশেষ-গুলিকে শক্তি বলি। অপ্রকটিত বিশেষগুলি বিশেষ্যেরই বিশেষণ। জড় বিশেষগুলি পরমাত্মার বাহ্য বিশেষণ, চিদ্বিশেষ অন্তর্য্যামিত্ব অন্তর্বিশেষণ। এইরূপ বিশেষণভূষিত হইলেও কেবল মাত্র পূর্ণ চিদ্বিশেষ-বিলাসের পরিচয় না দেওয়ায় তিনি ভগবৎপ্রতীতির শুদ্ধত্ব, পূর্ণত্ব, মুক্তত্ব ও নিত্যত্ব হইতে পৃথক্। ভগবৎশক্তি অখণ্ড ও সম্যগ্। পরমাত্মায় লক্ষিত শক্তি খণ্ডিত ও ব্রহ্মে লক্ষিত

শক্তিবর্গলক্ষণ শক্তিধর্ম্মাতিরিক্ত হওয়ায় অসম্যক্ ও কেবলজ্ঞানগম্য।

বেদে সেই শক্তিকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। সম্বিৎ বা জ্ঞানশক্তি, সন্ধিনী বা বল-শক্তি ও হ্লাদিনী বা ক্রিয়াশক্তি। যাঁহাতে গোলোকে বাস্তববিজ্ঞানে বল ও ক্রিয়াশক্তি স্বভাবক্রমে অপরিলক্ষিত, সে বিগ্রহই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। গোলোকে যে বিগ্রহে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি অলক্ষিত, সে বিগ্রহই তত্ত্বপ্রকাশ বলদেব। গোলোকে যে বিগ্রহে স্বয়ংরূপ জ্ঞান ও তত্ত্বপ্রকাশ বল লক্ষিত হয় না, তথায় ক্রিয়া বা হ্লাদিনী বিরাজমানা।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম, অংশবৈভব পরমাত্মা এবং অঙ্গী ভগবান। অঙ্গী ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া, অন্তরঙ্গা শক্তি তদ্রূপবৈভব ও তটস্থা শক্তি জীব।

তত্ত্বপ্রকাশ বলদেবের চিৎশক্তি জীবজগৎ, অচিৎশক্তি জড়জগৎ এবং স্বয়ংপ্রকাশ ঈশ্বর।

হ্লাদিনী মহাভাবস্বরূপিণী বার্ষভানবী, কায়ব্যূহ পরব্যোমস্থ লক্ষ্মীগণ এবং হরিবিমুখিনী শচী উমাদি দেবীগণ।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বদ্ধজীবের কর্ম্মভূমি রচনা করিয়াছেন। চিৎশক্তি জীব অসংখ্য অণুচিৎ বলিয়া তদ্রূপবৈভব বিস্মৃত হইয়া সেই কর্ম্মভূমিতে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ যোগ্যতায় অণুচিৎ বা স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের বিভুচিৎ দয়াময় হইয়াও ব্যাঘাত করেন না যদি ঈশ্বর বস্তু অণুচিতের স্বতন্ত্রতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আর চিন্ময় বা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বিশিষ্ট বলা হইত না—মায়া-প্রসূত নশ্বর জড় নামে অভিধান করাই সঙ্গত হইত। এই স্বতন্ত্রতা-বশে তটস্থা-শক্তিসম্পন্ন অণুচিৎ জীব মায়িক বদ্ধধর্ম্মের আবাহন করিয়া মায়াদ্বারা সম্যক্‌রূপে মূঢ়তা লাভ করিতে সমর্থ। আবার স্বতন্ত্রতা-ক্রমে ঈশোন্মুখী সেবা তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্দীপিতা হইলে তিনিই কৃপা-শক্তিবলে নিত্য স্বভাবে অবস্থিত হন।

ভগবান গৌরহরি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও ঈশোন্মুখ শ্রীগুরুদেবের লীলাভিনয় করিতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তিনি জগতে অলৌকিক যোগ্যতার পুনঃ প্রাপ্তির কথা স্বীয় লীলায় ও ভক্তগণের চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন।

প্রয়াগে যে সময়ে শ্রীভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট শ্রীরূপ গোস্বামী সকল দুঃসঙ্গ পরিহারবলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীরূপগোস্বামীতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধারী, গৌররূপধারী, মহাবদান্য-গুণধারী এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলাময় কৃষ্ণের নিকট বাহ্য জগতের সকল অস্মিকা ছাড়িয়া দিয়া নমস্কার করিয়াছিলেন। সেই চতুর্দ্দশ ভুবনপতি, ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ও বৈকুণ্ঠসমূহের পতি, সকল গুরুর গুরু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া দশ দিবস কাল লোকাতীত শুদ্ধাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তির উপ-দেশ করেন। অন্তেবাসী শ্রীরূপ গোস্বামীকে এই উপদেশের মধ্যে জড়ীয় ভোগময় দুঃখকে আবাহন করিতে দেখা যায় না—তিনি কেবল-নিরস্তকুহক, বাস্তবজ্ঞানময় অবিসংবাদিত সত্য শ্রবণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ শ্রদ্দধান মুনিগণ অবিমিশ্র জ্ঞান ও ভগবদিতর বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া স্বরূপ, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্ত্যাত্মক পরমাত্মাকে আত্মবৃত্তিদ্বারা এবং শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত আম্নায়বাক্যশ্রবণে তদনুসরণে প্রেমাঞ্জন-

চ্ছুরিত সেবাময়ী-দৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেইরূপ শ্রীরূপপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া।"

শ্রীভগবানের মায়াশক্তি যেকালে কৃষ্ণ-সেবায় উদাসীন জীবের উপর প্রবলতা লাভ করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন, সেই সময় জীব আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মায়িক বস্তুভাব মনে করে। আর অথবা তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি যেকালে জীবের চৈতন্য-ধর্ম্মে সঞ্চারিত হইয়া জীবের কর্ম্মফল ভোগের নশ্বরতা বা ফল্গুতা উপলব্ধি করাইয়া সেবোন্মুখতা সম্পাদন করে, তখনই মুক্তজীবে ভগবানের নিত্যকৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার জন্য নিরস্তকুহক বাস্তব জ্ঞানের উপদেষ্টা গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'ন। মায়াশক্তির অল্পকালস্থায়ী অসম্পূর্ণ বললাভ করিয়া জীবের হরিবিমুখতা-ধর্ম্ম অভ্যাগতরূপে প্রকাশমান হইলে জীব গুণত্রয়কেই নিজের শক্তি বলিয়া মনে ভ্রম করে। আবার শ্রীগুরুদেব ও কৃষ্ণের নিকট ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি লাভ করিয়া নিত্য বৈকুণ্ঠ বস্তুতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন। অধোক্ষজ-সেবায় মায়াশক্তির প্রাধান্য নাই। অক্ষজ-জ্ঞানের দ্বারাই বহিরঙ্গা শক্তি বদ্ধজীবকে বিমোহিত করে। জীবের অস্মিতায় ফলভোগ-বুদ্ধি তিরোহিত না হইলে গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদলাভ ঘটে না। চিদ্বিলাস শক্তি সঞ্চারিত না হইলে বদ্ধজীব প্রকারান্তরে ব্রহ্মে বিলীন হইবার অসচ্চেষ্টা পোষণ করে।

কপটতা।

অন্তরে বাহিরে সম-ব্যবহার বা মনে মুখে এক না থাকাকে সাধারণ ভাষায় 'কপটতা' বলে। শব্দান্তরে ইহাকে কৈতব, অলীকতা, কুটিনাটী, কুহক প্রভৃতিও বলা হয়। শুদ্ধভক্তি নিরস্ত কুহক, কৈতবনির্ম্মুক্ত, পরম সত্য, নিত্য, জৈবধর্ম্ম। সুতরাং কপটতার লেশমাত্র থাকিলেও শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথমে শ্রীব্যাসদেব শিষ্যবর্গসহ নিরস্তকুহক পরম সত্যের ধ্যান করিতেছেন—

"নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি"।

দ্বিতীয় শ্লোকে ভাগবত-ধর্ম্মের স্বরূপ বলিতেছেন—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র"।

অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মে ফলাভিসন্ধিরূপ কপটতার লেশমাত্রও নাই। সুতরাং যাঁহারা বৈয়াসিক-মাধ্ব বা শুদ্ধভাগবতসম্প্রদায় তাঁহারা এই কপটতাশূন্য শুদ্ধভক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতের প্রারম্ভে ব্যতিরেকভাবে শুদ্ধভক্তির ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করিতে গিয়া সূত্ররূপে কৈতব বা কপটতার প্রকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"অজ্ঞান [illegible] এর নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অ[illegible]
তার ম[illegible] বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥"

ভগবজ্জ্ঞানই সূর্য্যালোকস্বরূপ। সূর্য্যালোকে যেমন দ্রষ্টা দৃশ্যবস্তুসূর্য্যদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে নিজকে ও যাবতীয় জীববৃন্দকে দেখিতে পান, তদ্রূপ

ভগবজ্জ্ঞানলাভে শুদ্ধজীব নিজ শুদ্ধজৈবস্বরূপ, ভগবৎস্বরূপ ও অনন্তকোটী জীবের স্বরূপ দর্শন করেন। ইহাই অদ্বয়-জ্ঞান। এই অদ্বয়জ্ঞানাভাবই মায়া বা অন্ধকার।

"কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া অন্ধকার।
যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার"॥

এই অজ্ঞান-অন্ধকার বা মায়িক প্রতীতিই কৈতব বা কপটতা। চিৎবিলাসের হেয় প্রতিফলন অচিৎবিলাস মায়াবৈচিত্র্য। এই মায়াবৈচিত্র্যহেতু কপটতারও বহুবিধ প্রকার লক্ষিত হয়। কপটতা বহুবিধ হইলেও স্থূলতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা—

(১) ধর্ম্মবাঞ্ছা—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম মনোভোগ্য পুণ্য বা স্বর্গাদি ভুক্তি-কামনাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় ধর্ম্মবাঞ্ছা বলে। জীবমাত্রেই ভগবানের দাস। শুদ্ধাবস্থায় জীবের কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত অন্য কোনও অভিমান থাকিতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণদাস জীব নিত্য কৃষ্ণসেবা-তৎপর থাকিবেন—ইহাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জীব যখন তাহা ভুলিয়া নিজকে দেহ ও মন বলিয়া ধারণা করে তখন ভোগস্পৃহাদ্বারা পরিচালিত হইয়া ইহলোকে দেহসুখ ও পরলোকে স্বর্গাদি-লাভের জন্য দান ধ্যান, পূজা প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে অথবা নানা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া তত্তৎফলদাতৃ দেবতাবৃন্দের আরাধনায় নিযুক্ত হয়।

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ"।
গীতা

কিন্তু "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্"। অর্থাৎ ভগবৎসেবা ব্যতীত অল্পবুদ্ধি জনকর্ত্তৃক অন্যান্য দেবতাদের পূজা নশ্বর ফলদান করে মাত্র। স্বর্গাদি-প্রাপ্তিও অকিঞ্চিৎকর, কারণ—

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"।

কেহ কেহ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া নিত্য চিন্তামণি কৃষ্ণনামের নিকট পুণ্য কামনা করিয়া থাকে। আবার নামের সাহায্যে পাপের ক্ষয়, পীড়া আরোগ্যাদি করাইয়া নিতে প্রস্তুত হয়।

(২) অর্থবাঞ্ছা—দ্বিতীয় প্রকার কপটতা। যাহারা ভগবৎসমীপে স্বরূপ-জ্ঞানাভাববশতঃ নশ্বর স্থূল-দেহ ও সূক্ষ্ম-মনোভোগ্য অর্থাদি কামনা করিয়া থাকে তাহারা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষন্তব্য। ইহাদের ভক্তচরণে অপরাধ না থাকিলেও সাধুসঙ্গ-প্রভাবে সুবুদ্ধির উদয় হইতে পারে ও তখন নিত্যসেবা-লাভের প্রয়াস করিতে পারে। ধ্রুব রাজ্য-সিংহাসনপ্রার্থী হইয়াও নারদের সঙ্গগুণে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জড়ীয় ধনের অকিঞ্চিৎ-করত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং আপনাকে অপ্রাকৃত সেবকজ্ঞানে শ্রীভগবানের সেবাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু আর এক প্রকার অর্থকামী কপট আছে তাহাদের নিস্তার নাই, কারণ, তাহারা ভগবচ্চরণে অপরাধী। তাহারা ভগবানকে সেবা না করিয়া ভগবানের দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লয়। ইহারা শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া তাহা নিজের ভোগে লাগাইয়া থাকে। ইহারা এতদূর কপট যে, কোনও শুদ্ধভক্ত কপটতা ধরিয়া দিলেও তাহা স্বীকার করে না। 'আমরা ঠিকই করিতেছি' এরূপ বলিয়া থাকে। ইহারা (১) ভগবানের অভিন্নতত্ত্ব শ্রীভাগবত পড়িয়া অর্থ রোজকার করে অথবা ভাগবত ছাপাইয়া তাহার লাভ হইতে বিমুখ শরীর ও আত্মীয় পোষণ করে,(২).

ভগবন্নামরূপ মন্ত্র দীক্ষা দিয়া বা মন্ত্রের দালালি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে ও তদ্দ্বারা নিজের ভোগ্য স্ত্রীপুত্র-পরিপালন, ইন্দ্রিয়-তোষণ, ও পাল্যবর্গের অবৈধ কার্য্যের সহায়তা করে, (৩) নিজ ভোগ জন্য নামগান, বক্তৃতা, প্রবন্ধ রচনা করিয়া অর্থ লয়, (৪) নামাপরাধেই নাম বলিয়া চালাইতে চায় ও হরিগুরুবৈষ্ণব নিন্দা করে, (৫) কর্ণরসায়নরূপ জড় ইন্দ্রিয়-তোষণকেই ভজন বলিয়া জাহির করে ও উহাই ভোগময় বর্ণাশ্রম মনে করে, (৬)শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময় লীলাকে নায়ক নায়িকার জড়রতির ন্যায় পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যথা তথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে ও তাহার সাহায্যে অর্থ সঞ্চয় করে, (৭) কামাতুর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বা কামবিকারকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলিয়া জাহির করিয়া দশা পাইয়াছে দেখাইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে তৎপর হইয়া থাকে, (৮) ভগবদ্বিগ্রহ দেখাইয়া অর্থ গ্রহণ করে ও তদ্দ্বারা নিজ ও স্ত্রী-পুত্রাদির ভোগের জন্য সুরম্য প্রাসাদ ও নানাবিধ ভোগোপকরণ প্রস্তুত করে। ইহারা বণিক্ প্রথমতঃ, ইহাদের ভগবানের সহিত কপটতা দ্বিতীয়তঃ ইহাদের জীবের সহিত কপটতা। কারণ, ইহারা বিপ্রলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া নিজেদের অবৈধ আচরণ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া কোমলশ্রদ্ধ জীবের নিকট সপ্রমাণ করিতে গিয়া উহাদিগকে নিরস্তকুহক সত্য-ধর্ম্মের সন্ধান হইতে বঞ্চিত করে। লেজকাটা শেয়াল যেমন অপর শৃগালদিগকেও লেজ কাটিবার উপদেশ দেয় তদ্রূপ ইহারাও নিজে বঞ্চিত হইয়া অপরকে বঞ্চনা করিতে চায়। সুতরাং এই অর্থকামিরা অত্যন্ত কপট।

(৩) কামবাঞ্ছা তৃতীয় প্রকার কপটতা। কাম বা কামনা বহুবিধ। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাশারূপ কামনা হইতে ভক্তি বা প্রেম-ধর্ম্মের নাম করিয়া বহু কপট অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। তোতারামদাস বাবাজি নামক একজন প্রাচীন বৈষ্ণব ঐ কপট সম্প্রদায়ের একটী তালিকা দিয়া তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে ত্রয়োদশের সঙ্গ নাহি করি॥

আউল, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় কামিনী-লাভের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ অবৈধ আচরণকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মহাজনের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ শুদ্ধজীবের কৃষ্ণাকৃষ্টিরূপ অপ্রাকৃত সহজ জৈবধর্ম্মকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তোষণরূপ কপটতার সহিত সমজ্ঞান করিতেছে। ছন্দসংযুক্ত আদিরসাত্মক সঙ্গীতাদি-শ্রবণে কামপ্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের দেহে নানা প্রকার কাম-বিকার প্রকাশিত হয়। সহজিয়াগণ প্রতিষ্ঠাশার বশে এই সকল কপট বা কৃত্রিম লক্ষণকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের সহিত সমজ্ঞান করিতেছে। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ জানেন—

"লোক-দেখান গোরা-ভজা তিলকমাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি"॥

সখীভেকীর দল প্রাকৃত জড় দেহকে সখী সাজাইয়া কমিনীসম্ভাষণের ফাঁদ পাতিয়াছে। জাত-গোসাইগণ—শাস্ত্রকথিত ষড়বেগজয়ী গো (ইন্দ্রিয়)-স্বামী (প্রভু) আখ্যা জগতের নিকট চাপা দিয়া নিজদিগকে গোস্বামীর ছেলে (?) (যেমন সোনার

পাথর বাটী) গোস্বামী বলিয়া জাহির করিতেছে। গুণগত গোস্বামিত্বকে জাতিগত করিয়া তুলিয়াছে। অতিবাড়ী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাশা ও ভোগের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধপথ হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াও নিজমতকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বলিয়া প্রচার করিয়া কপটতার পরিচয় দিয়াছে। চূড়াধারী নিজেরাই মোহনচূড়াধারণ করিয়া কৃষ্ণ সাজিয়া কপটতার অভিনয় করিতেছে। ভুক্তি-কামী গৌরনাগরীগণ গৌরাবতারের তত্ত্ব ও সেবার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া রাধাভাবে বিভাবিত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে নাগর বলিয়া কল্পনা করিতেছে। রূপানুগশুদ্ধভক্তগণ ও গৌরপার্ষদগণ কখনও এরূপ আচরণের প্রশ্রয় দেন নাই। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বাক্য—

"অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে॥"

যদি গৌরাঙ্গসুন্দর "সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে" তাহা হইলে গোপীদিগের বা সেবকের 'প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ' এই ন্যায়ানুসারে নাগরীগণও সেব্যের সুখ হইবে জানিয়া—গৌরকে নাগরভাবে দেখিতে পারে না। ভুক্তিকামী কপট গৌরনাগরীগণের কুবিচারে এ সকল কথা প্রবেশ করে না। কারণ, অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।

(৪) মোক্ষবাঞ্ছা চতুর্থ প্রকার কপটতা। ভাগবত ও তদনুগ শাস্ত্র ইহাকে কপটতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কপটতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুক্তিকামিদের বাহাদুরী ভুক্তিকামিদের নিকট। কিন্তু মুক্তিকামিগণ প্রচ্ছন্ন ভুক্তিকামী। বরং ভুক্তিকামিগণ কিয়ৎ পরিমাণে সরল, কিন্তু মুক্তিকামিগণ সর্ব্বাপেক্ষা কপট। মুক্তিরূপ স্বার্থ বা কপটতারূপ ব্যবধান থাকাতে তাহাদের অহৈতুকী সেবা নাই। পূতনাদির কৃষ্ণবিনাশ-চেষ্টা ইহারই উদাহরণ; কিন্তু শুদ্ধভক্তগণে কোনও কপটতার লেশমাত্র নাই। তাহারা সেবার পরিবর্ত্তে ভগবানের নিকট ধন, জন ও মোক্ষ কিছুই চাহে না। "মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-রহৈতুকী ত্বয়ি"—'আমার কোটী কোটী জন্ম হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন আমি অহৈতুকী সেবা পাই, আমার কুম্ভীপাক নরকে গিয়াও ভগবানের যদি সুখ হয় হউক, আমাদের দেখা না দিয়া যদি ভগবানের সুখ হয় হউক।' কারণ, সেব্য-বস্তুর আনন্দেই সেবকের আনন্দ। সুতরাং একমাত্র সেবা ধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্মই কপটতাশূন্য জীবের নিত্য ধর্ম্ম। সম্বন্ধজ্ঞান ও ভক্তিধর্ম্মের স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব হেতুই কেহ কেহ মর্কট বৈরাগী হয়, কেহ কপট দৈন্য দেখাইয়া মিছা-ভক্ত হইয়া পড়ে, কেহ আত্মসুখ খুজিতে খুজিতে নিজস্বরূপকে নির্ব্বি-শেষতায় লয় করে, কেহ আবার ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ নিরাকার কল্পনা করিয়া কৃষ্ণভোগ্য বস্তুকে নিজ ভোগে লাগাইবার সুবিধা করিয়া লয়। কেহ ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় করে, কেহ "অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে, ভ্রমিয়ে বুলয়ে ঘরে ঘরে" কিন্তু রূপানুগ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আনুগত্যে বলিয়া থাকেন—

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটীভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা কথমু দহসাত্মানমপি মাং।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বাগিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক-লিখিত 'বিরাগে'র উক্তিতে

বৈষ্ণবতার ভানে কাপট্য অপসারিত হইয়াছে—
দৃষ্টং সর্ব্বমিদং মনোবচনয়োরুদ্দেশ্য তচ্চেষ্টয়ো
বৈজাত্যৈক বিসংষ্ঠুলং কলিমলশ্রেণীকৃতম্লানিতঃ।
কৃষ্ণং কীর্ত্তয়তস্তথাহ্ভজতঃ সাশ্রূন্ সরোমোদ্গমান্
বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমান্ বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্॥

অত্যাহার।

ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত সাধকের ছয়টী দোষ অবশ্য বর্জ্জনীয়। ব্রজরসের ভাণ্ডারী গৌড়ীয়ের আরাধ্য দেব শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু স্বরচিত উপদেশামৃত পুস্তিকায় এসম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন,—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥"

এই ছয় দোষ থাকা-কালে ভক্তিসাধন সর্ব্বদা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাবৎকাল সাধক কোন রূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রগাঢ় রতি-বিশিষ্ট হইয়া ও সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া এই ছয় দোষ নিরাশ করিতে হইবে। স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিয়া ইঁহাদের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া দুষ্কর। যিনি শ্রীগুরুকৃপা-লাভে সমর্থ হইয়াছেন তিনি অনায়াসে ইঁহাদিগকে বর্জ্জন করিতে পারেন। যাঁহারা এগুলি ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা নিষ্কপটে সাধুগুরুপাদাশ্রয় করেন নাই জানিতে হইবে, তাঁহাদের ভক্তিমার্গে সম্যক্ শ্রদ্ধার অভাব আছে। নচেৎ শ্রদ্ধার উদয়ে সাধুসঙ্গে ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যাইত। ভজনক্রিয়া আরম্ভ হইলে এই অনর্থগুলি আর থাকিত না, নিবৃত্ত হইত। ষড়্দোষ থাকিতে ভজন সুষ্ঠু হয় না, ভজন সুষ্ঠু হইলে ষড়্দোষ থাকে না। ভজন সৌষ্ঠব ও ষড়্দোষ নাশ পরস্পর সাপেক্ষ। দৃঢ় করিয়া সাধু-গুরুর চরণপদ্ম ধরিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে,এ দোষগুলি যাইতেছে কিনা? যদি আছে দেখা যায়, তবে সাধু-গুরু-পদে রতি আরও দৃঢ় করিতে হইবে—ইহাই ষড়্দোষ-ত্যাগের উপায়। ষড়্দোষ ত্যাগ করিতে-করিতে ভজনপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রথম দোষ অত্যাহার। ভোজনপ্রিয় ব্যক্তি ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার জিহ্বা-বেগ ও উদরবেগ অত্যন্ত প্রবল। সে তাহার সমস্ত চিত্ত এই দুই বেগের দাস্যে নিয়োজিত করিয়াছে, সুতরাং সে আর কৃষ্ণদাস্য কারবার অবসর কোথায় পাইবে? সে অর্চ্চন করিবার যোগ্য নহে। যখনই সে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ-সেবার জন্য কোন উপাদেয় দ্রব্য সংগ্রহ করিবে, তখনই সে তাহার নিজ জিহ্বার বশ হইয়া তাহার আহারের জন্য লালায়িত হইবে। তাহা সে ঠাকুরমন্দিরে লইয়া গেলেও তদ্দ্বারা সে আর ভগবৎসেবা করিতে পাইল না, সে কেবল স্বীয় ইন্দ্রিয়-সেবার জন্যই তন্মনস্ক, আর বিগ্রহ-সেবায় সে মনোনিবেশ করিতে পারিল না, তাহার অর্চ্চন হইল না। লোকের নিকট সে নিয়ম রক্ষা করিল বটে, কিন্তু অর্চ্চন হইল না, সে ভক্তির অঙ্গ-সাধনে পরাঙ্মুখ হইল। আবার যদিও বা কোন গতিকে সেবাত্রা সে রক্ষা পায়, কিন্তু বৈষ্ণবগণকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিবার কালে তাহার লোভ অত্যন্ত বলবান হয়। তখন সে কেবল

নিজের কম পড়িবে এই চিন্তায় আকুল। 'বুঝিবা বৈষ্ণবগণ সমস্ত প্রসাদ পাইয়া ফেলিবেন, বুঝি তাহার জন্য কিছু থাকিবে না, বা অতি স্বল্পই থাকিবে, সে বুঝি উদর পূর্ণ করিয়া সুস্বাদু প্রসাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইবে' সর্ব্বদা এইরূপ আশঙ্কা তাহার মনকে উদ্বেলিত করায় সে বৈষ্ণবসেবায় সুখ পাইল না। তাহার ভক্তির অঙ্গ সাধন হইল না। সে নিজের সেবার জনাই ব্যস্ত, হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবাতে তাহার রতি হইতেই পারে না, সুতরাং তাহার ভক্তি নষ্ট হয়। যেটুকু সে করে, সে কেবল লোককে দেখাইয়া ভক্ত সাজিবার জন্য কপটতা মাত্র; মূলে তাহার আদৌ ভক্তি নাই। আহার-সংগ্রহে অকৃতকার্য্য হইলে আহার-প্রদাতার হরিভক্তিতে সন্দিগ্ধ হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রকাশ্যে ও গোপনে হিংসাই ভজন হইয়া দাঁড়ায়।

কিরূপে এই দোষের পরিহার হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই প্রসঙ্গের মুখবন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহারই আবৃত্তি করিতে হয়, অর্থাৎ সাধুগুরু-চরণে প্রপন্ন হইয়া সরল অন্তঃকরণে ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিলেই ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া। কৃত্রিম ভাবে আহারের পরিমাণাদি কমাইবার প্রয়াসে কোনও ফলোদয় হয় না। তদ্দ্বারা জিহ্বাবেগ বা উদর-বেগ কোনটাই প্রশমিত হয় না। যদৃচ্ছাক্রমে আগত প্রসাদকে যথার্থই বিষ্ণুবস্তু-জ্ঞানে নিজভোগ্য বস্তুজ্ঞান না করিয়া উপভোগ করিলে প্রসাদ-সেবা হয়—আহার্য্য ভোগ হয় না। প্রসাদ সেবা করিলে জিহ্বোদর-বেগের লাম্পট্য আর থাকে না, তদ্দ্বারাই আমাদের ভক্তিবৃত্তি উন্নতি লাভ করে। যিনি প্রসাদ সেবন করেন, তিনি উপাদেয়-আস্বাদন-গ্রহণে ইন্দ্রিয়তর্পণজনিত জড়ানন্দে বিভোর হন না, তবে ভগবান্ উত্তম আস্বাদ করিয়াছেন, এই জ্ঞানে সেবকোচিত অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করেন। আর কৃত্রিমভাবে পরিমাণাদি কমাইলে তাহাতেও পরমার্থচ্যুতি ঘটে। চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতমাঙ্গ 'যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ'বিবৃতিস্থলে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—

"আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।"

অত্যাহার যেমন দোষ, অত্যল্পাহারও তাহাই। নরতনু ভজনের মূল। এই শরীর অনর্থক নষ্ট করাতে ভজন-সমৃদ্ধি হয় না, বরং ভজনের-উপায় স্বরূপ এই শরীরকে নিরর্থক ক্লিষ্ট করিয়া ভজনের ব্যাঘাতই করা হয়। সুতরাং প্রসাদগ্রহণের মাত্রার অল্পতা-সাধন বা পুষ্টিকর ও মস্তিষ্ক-পোষক প্রসাদী বস্তুর বর্জ্জনে ভক্তিসাধনের প্রতিকূলতা-চরণ জানিয়া তাহা হইতে বিরত হওয়া উচিত।

আর 'আহার' অর্থে আহরণও বুঝিতে হইবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুর সংগ্রহেও ভক্তিহানি হয়। কৃষ্ণের সংসার-নির্ব্বাহজন্য যে পরিমাণে যে যে বস্তুর আবশ্যক তাহার সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণসেবা করায় ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তদতিরিক্ত দ্রব্য-সংগ্রহ সঞ্চয়শীলতার পরিচায়ক। সঞ্চয়শীলতা ভক্তির অনুকূল নহে। তাহাতে ভগবচ্চরণে শরণাগতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ভক্তি শরণাগতিমূলা। ইহাদ্বারা অহংকর্ত্তৃত্বাভিমান বর্দ্ধিত হইয়া ভক্তিবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে। সুতরাং অত্যাহরণ একটী প্রধান দোষ। আবার অল্পাহরণও সেইরূপ। অর্চ্চনাধিকারী ব্যক্তি অর্চ্চন জন্য আবশ্যকীয় সকল বস্তুর আহরণ না করিলে তাহাতে আলস্য-দোষ হয়। ভক্তিমার্গে আলস্য

বা উৎসাহের অভাব একটী প্রধান দোষ। গুণ-বর্ণনে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রভু উৎসাহের প্রথম স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ইহা দ্বারা উচ্চাধিকারীর বাহ্যক্রিয়ার সঙ্কোচের অনুকরণ-জনিত অধিকার-উল্লঙ্ঘন-দোষ ঘটিয়া যায়। সুতরা এস্থলেও "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ" এই উপদেশ পালনীয়।

মূলকথা, যুক্ত বৈরাগ্যই হরিভক্তির সহায়। অত্যধিক উপভোগ করিলে তাহা ভোগ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণে পর্য্যবসিত হয়, জড়াসক্তি বর্দ্ধিত হয়, ভক্তির হ্রাস , আবার অত্যল্প-গ্রহণে ফল্গু বৈরাগ্য হয়, তাহাতেও ভক্তিসাধনের অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। সুতরা অনাসক্তভাবে বিষয়সমূহকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত করিয়া যথা-যোগ্যরূপে গ্রহণই ভক্তিবৃত্তির উন্মেষক।

ভবঘুরের উক্তি।

ব্রহ্মচারী ভায়া হে, বেজায় রদ্দুর, তোমাদের ভবঘুরে বেশী ঘুরতে পাচ্ছেনা, তত খবরও আন্‌তে পাচ্ছেনা। তাতে ভাই ভালই বল, আর মন্দই বল। তবে যতদূর বুঝ্‌ছি, ব্যাপার গুরুতর। বৈষ্ণব অপরাধের ফল আরও বৈষ্ণব অপরাধ। ক্রমেই বাড়্‌তে থাকে। কেমন ভাই, ঠিক কথা কিনা? সাধুমহাজনকে নিন্দা করে' ক্রমে সাধুর ওপর আক্রোশ কোরে তাঁর ওপর মানুষে পারে না এমন ঘোর শত্রুতা! তাতেও কাজ হাঁসিল না কর্‌তে পেরে এখন সাধুকে দরবারে বিপদে ফেল্‌বার চেষ্টা। তবে সেটা এখনও ফুটে বেরোয়নি, কেবল ষড়যন্ত্রই হোচ্চে। এ সেই 'এখনও ধেনু পেটে, এখনও পেট থেকে বেরোয়নি'। বুঝ্‌লে না, ভায়া? তবে গল্পটাই বলি। জামাই যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ী, চাষাভূষো জামাই, পুরুৎ এয়েছে তাকে সভ্যতা শেখাতে। শেখাচ্ছে—বাপু হে, বাপের জায়গায় বল্‌বে পিতামশাই, অসুখের জায়গায় বল্‌বে পীড়া, গরুর জায়গায় বল্‌বে ধেনু। জামাই বল্‌ছে, ও পুরুৎঠাকুর, আর পারবনা, ঐ তিনটে কথাই শিখি, কি বল্‌লে?—বাপের জায়গায় হবে ধেনু, গরুর জায়গায় পীড়া, আর একটা কি বল্‌লে, ওঠাকুর? নাহে না, বাপ ধেনু ধেনু নয়, পিতা। ওঃ বাপ পিতে, বাপ পিতে। বাপ পিতে, কেমন গো ঠাকুর মশাই? নারে না, পিতা তা—তা। হাঁ হাঁ বুঝিছি, বাপ হোল পি—কি বল্‌লে গো ঠাকুর? তা হে তা তা। হাঁ হাঁ তা তা, বাপ হোলে পি—তা এই বল্‌ছি পিতা। পিতা কেমন গো ঠাকুর মশাই? হাঁ হাঁ পিতা পিতা। আচ্ছা বাপ তো পিতা হোল, ধেনু তবে কার জায়গায়? গরুর জায়গায় হে। ওঃ গরু হোল ধেনু, গরু ধেনু; বাপ পিতে না, না, না, পিতা, গরু ধেনু গরু ধেনু; আর একটা কি গো পুরুৎ ঠাকুর? ওহে অসুখের জায়গায় পীড়া। কি বল্‌লে পীড়ে না, না, না, না, না, পী—ড়া; ঐ গো ঠাকুর মশাই পী—ড়া, পীড়া; অসুখ হোল পীড়া। এই বল্‌ছি গো পুরোহিত ঠাকুর! বাপ পিতা গরু ধেনু অসুখ পীড়া—এই হোয়েছে। আর একটী কথা হে বাপু। আবার কি গো ঠাকুর? তা বল, বল, বলগো, গরু ধেনু, বল বল আর কি বল। খবর বল্‌তে সংবাদ। কি বল্লে সং—বাদ,

সং—বাদ! খবর বল্‌তে সংবাদ। আমি ন্যাকাপড়া শিখেছি গো পুরুৎ ঠাকুর! বাপ পি—তা, অসুখ পী—ড়া, গরু ধেনু, খবর সংবাদ। আমি এবার ন্যাকাপড়া শিখেছি। জামাইবাবু ত এই ন্যাকাপড়া নিয়ে শ্বশুরবাটী হাজির। শ্বশুর জিগ্‌গেস কল্লে—বাড়ীর খবর কি হে বাপু? অ্যাঁ অ্যাঁ খবর, সংবাদ? তা—সংবাদ ভাল না, ভত-ভাল নয়, পিতে না না পিতা মশাইএর পী পী পীড়া। একজন প্রতিবাসী কাছে ছিল। সে বল্লে, মোড়লের জামাইটীর বেশ ভদ্দর নোকের মতন কথা। জামাই আহ্লাদে দিশে-হারা হোয়ে বোলে উঠ্‌লে—তর্ ধেনু এখনও পেটে,এখনও ধেনু বাইর করি নি।' ভায়া হে, এখনও "নিত্যকৃষ্ণ দাস" ভায়াদের পেটে কি ধেনু আছে, কে জানে? তবে ভায়াদের এটা জানা ভাল যে এই চামড়ার বড়াইটা নিত্যকৃষ্ণদাসের লক্ষণ নয়, তার গরবে দশদিক অন্ধকার দেখে' এরকম শয়তানির আড়ালে নিজের মঙ্গলের পথ একেবারে বন্ধ করাটা একে-বারে বোকামির কায। এই সেই জোলাদের চাঁই এর মত বুদ্ধির পরিচয় বইত নয়। ওটা না করা ভাল। সোজাসুজি নিজের মঙ্গলের পথ খুঁজে নোয়াই চতুরালী। কি, অমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রোয়েছ কেন? চাঁই এর গল্পটা শুনবে? এ সেই খোয়ে বন্ধনের গল্প ত' সবাই জানে। এক ছিল জোলাদের ছেলে। সকালে উঠে খিদে পেয়েছে। মা, খই খাব, খই খাব। মা চারটী খই এনে বল্লে ধর। ছেলেটা ছিল এক খুঁটীর পাশে দাঁড়ায়ে। সে খুঁটির এধারে এক হাত, ওধারে একহাত দিয়ে আঁজলা পেতে খই নিয়েছে। এখন মুস্কিল। হাত বেরোয় না, খইও খেতে পারে না। মা দেখে ত' কেঁদে আকুল। চেঁচিয়ে অনেক জোলা জড় কর্‌লে। শেষে সাব্যস্ত হোল, ছেলেটার হাত কেটে তবে এ দায় এড়াতে হবে। চারিদিকে কান্নাকাটি পোড়ে গ্যাল। চাঁইকে খবর দেওয়া হোল। চাঁই মশাই এসে জোলাদের বুদ্ধি দেখে' রেগে অস্থির। ব্যাটারা সব জোলা তো জোলা। কেনরে বাবু, ছেলের হাত কাটতে হ'বে কেন? হাত কাটলে ত' ছেলে মরেই গ্যাল। খুঁটিটা কাট্‌লেই ছেলে রক্ষে পায়, এ বুদ্ধি কারও হয়নি? চার দিকে চাঁই মশায়ের বুদ্ধিতে ধন্য ধন্য পোড়ে গ্যাল। সকলে বুদ্ধি দেখে অবাক্। খুঁটি কাটার আয়োজন হোতে লাগ্‌ল। এর মধ্যে এক ব্রাহ্মণ ঐ পথে যেতে যেতে হট্টগোল শুনে ব্যাপার কি জান্‌তে গিয়ে চাঁই মশায়ের বুদ্ধির কেরামতি শুন্‌লেন। কষ্টে স্বষ্টে ভিঁড় ঠেলে ছেলে টার কাছে গিয়ে যেই খুঁটি কাট্‌বার জন্যে একটা লোক দা উঠিয়েছে, অমনি ব্রাহ্মণ ছেলেটার গালে ধাঁই কোরে এক চড়। চড় খেয়েই ছেলেটা কেঁদে গালে হাত, খই গ্যাল পোড়ে, ছেলে খালাস। তখন সব বামুনের সঙ্গে ঝগড়া,—কেন ঠাকুর তুমি আমাদের ছেলে মার্‌লে? তুমি মারবার কে?

কেউ বা যদি বল্‌লে, তা'হোক্ বামুন মেরেছে, মেরেছে, খুঁটি ত' বেঁচে গ্যাছে, ভাল হোয়েছে, আর সবাই খ্যাপ্পা হোয়ে সেই লোকটীর উপর রুকে তাকে এই মারতে যায় তো এই মারে। বামুন বেগতিক দেখে এই ফাঁকে যঃ পলায়তে স জীবতি ভেবে ঝাঁকোরে সোরে পড়েছেন। তার পর ঠিক হোল—নাঃ, ও ঠিক হয়নি, চাঁই যা বোলেছে তাই কর্ত্তে হবে। এই ঠিক কোরে ছেলেটার হাত আবার খুঁটির এধার ওধার দিয়ে

খই 'গুল' কুড়িয়ে তাইতে ভোরে. যে 'গুল' হাওয়ায় উড়ে গিয়েছিল, সে গুল ঘণ্টা খানেক ধোরে খুঁজে পেতে এনে হাতে দিয়ে খুঁটিকাটা হোল তবে মঞ্জুর! ভায়াহে, চামড়ার বড়াই-ওয়ালা ভায়ারা তাদের চাঁয়ের বদ্ধির কমতি মানতে নারাজ — তাতে নিজের সর্ব্বনাশ হোচ্ছে তা' হোক্। ধন্য এলেম, ভাই, ধন্য আক্কেল! আক্কেলের গুণেই বীরজননী ভারতের আজ এই দুদ্দশা! ভায়াহে, তবে আজ এই পর্য্যন্ত। সকলের চরণে দণ্ডবৎ।

পাষণ্ড-দলন।

কি ভীষণ! কি ভীষণ! কি ভীষণ শঠতাল!
পাষণ্ড-তাণ্ডব দেখ! অহো ভয়ঙ্কর!
বৈষ্ণব-প্রচারে পণ্ড দেখে' স্বার্থরাশি
পাষণ্ড পশিল হায় বৈষ্ণবের গণে,
প্রলম্ব অসুর যথা কংস-প্রেরণায়
মিলিল রাখাল সনে কৃষ্ণ নাশিবারে;
যথা বা বকের স্বসা মাতৃবেশ ল'য়ে
বিষমাখা স্তন্য দিল কৃষ্ণচন্দ্রমুখে!
প্রচারের মূল কেন্দ্র ধ্বংস করিবারে
সতত যতন, নাহি মহাপাপে ভয়।
ভক্তিদ্বেষী বহুকাল জগতে প্রবল,
ভক্তদ্বেষ একমাত্র বৃত্তি তাহাদের।
পুরাকালে ভক্ত পুত্র নাশিবার লাগি
কত ষড়যন্ত্র ক'রেছিল হিরণ্যকশিপু।
ঐতিহ্যে শুনেছি আর রামানুজাচার্য্য
শিষ্যভাবে সেবেছিল যাদবপ্রকাশে.
ফেলেছিল নেত্রবারি গুরু-কলেবরে
তাঁর মুখে ভগবান্ কপিমুখ শুনে,
সেই হ'তে শিষ্য-দ্রোহ করে নষ্টগুরু,
কত যত্ন রামানুজে নাশিবারতরে।

শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রসাদ সবা সনে চলে,
অতিবাড়ি সনে কেহ কভু নাহি পায় ;
মহাপ্রভু দ্রোহ করে' অতিবাড়িগণ
চিরদিন অপাঙ্‌ক্তেয় বৈষ্ণব-সমাজে।
পাষণ্ডদলন লাগি ফেরে সাধুবর,
পাষণ্ডের বক্ষে সদা শেলসম বাজে।
আভিজাত্য-দম্ভে দৃপ্ত অসুরের দল
পাঠাইল চর শুদ্ধবৈষ্ণবের স্থানে ;
নাগগণ যথা ঢোঁড়া গরুড়ে প্রেরয় ;
বৈষ্ণবের বেশে চর বৈষ্ণব-সমাজে
ফেরে ঘোরে, কপটতা-চাল চালে কত।
শেষে যবে সাধুনাশে প্রয়াস তাহার
প্রকাশ পাইল, সবে তাহারে জানিল
নিজরূপে সবে তার সঙ্গ ত্যজে দূরে,
শিখিগণ যথা তাড়ে দর্পী বায়সেরে।
প্রচারক সাজিল গো যত প্রতারক,
শিষ্ট-লোক নষ্ট করা বৃত্তি তাহাদের ;
ভক্তিবৃত্তি দেখে যা'র, তা'র সাথ লয়;
ভক্তদ্বেষে পূর্ণ তা'র চিত্তবৃত্তিকরে,
ভক্তিবৃত্তিটুকু নাশ পায় তার ফলে।
পাষণ্ডের দলবৃদ্ধি হয় এইরূপে।
তাই বলি, ভাই সব, সদা সাবধান !
ভক্তবেশে ফেরে ওই পাষণ্ড গোঁয়ার।
কেহ পুনঃ বেশ নাহি লয় দম্ভভরে,
ফেরায় নিরীহ জনে ভক্তিমার্গ হ'তে !
বলে, 'আমি প্রচারক, শুন মোর কথা,
মোর কাছে কৃষ্ণকথা সবে শুনে যাও।
কৃষ্ণসেবা কিছু নয়, ভোগমাত্র সার,
অর্থরাশি লুটে সেব গৃহিণী-চরণ,
তা'হলে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইবে সবার।

আমার আদর্শে সবে কৃষ্ণ সেবা কর,
গৃহিণীর মন রাখ উপহার দিয়ে,
এই ছাড়া কৃষ্ণসেবা আর কিছু নয়।'
হায় প্রভু! কবে তুমি করিবে দলন
এই সে পাষণ্ডীদল ভক্ত-ভক্তি-দ্বেষী,
কবে জড়দম্ভরাশি সব ঘুচে যাবে,
কবে ভক্তি-স্নেহে চিত্ত সরস হইবে,
কবে ভক্তজনে পূজা করিতে শিখিবে;
পাষণ্ডতা দূরে যাবে, হ'বে ভক্তদাস!

কপিল-দেবহূতি-সংবাদ।

ভগবান্ কপিল দেব মাতার নিকট কামিপুরুষগণের কি গতি হয় তাহা বলিতে লাগিলেন—"মা, যাহারা ভগবান্ হরির সেবা করে না তাহাদের মন কামনায় পূর্ণ। মা, তুমি আকাশে মেঘ দেখিয়া থাকিবে,মেঘগুলা বাতাসের দ্বারা কি প্রকারে চারি দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, সেই প্রকার কামী লোকেরাও কালের দ্বারা ঐরূপ হইয়া থাকে। ইহারা কত কষ্ট স্বীকার, টাকা পয়সা রোজগার করে, কিন্তু একদিন কাল আসিয়া সব নষ্ট করিয়া দেয়। ইহারা দেহকেই 'আমি'মনে করে ও যাহাদের সহিত দেহের সম্বন্ধ আছে (যথা স্ত্রী পুত্র, ঘর, বাড়ী খেত খোলা, টাকা পয়সা; তাহাদিগকেই চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করে। তাহারা কেবল জন্মমৃত্যুতে ঘুরিতে থাকে এবং পশু, পক্ষী বা মানুষ যখন যে দেহই পাউক না কেন তাহা পাইয়াই খাওয়া দাওয়া থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ করেনা—তাহাকেই সুখ মনে করে সুতরাং তাহাদের মতি ভগবানে যায় না। তাহারা মায়াতে এরূপ মোহিত যে যখন নরক প্রাপ্ত হয় তখন নরকের মধ্যেই স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি পাইয়া তাহাতেই ডুবিয়া থাকিতে চাহে—তাহা হইতে কেহ আনিতে চাহিলেও আসিতে চায় না। মা, যাহারা ভগবানের ভক্তের সঙ্গ করে না, তাহাদের সেবা করে না, কেবল কুটুম্ব-সেবারই আসক্ত থাকে, আমার আরাধনা করে না, তাহাদের এই দশা হয়। দেহ, স্ত্রী, পুত্র,ঘর, পশু, টাকা পয়সা বন্ধু বান্ধবে তাহাদের হৃদয় সর্ব্বদা মজিয়া থাকাতে তাহারা 'আমি খুব ভাল আছি' মনে করে। আর কি করিয়া ছেলে মেয়ের বিবাহ দিব,কি করিয়া স্ত্রী পুত্রদিগকে খাওয়াইব—এই চিন্তায় সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে সুতরাং তাহারা দুষ্কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়।

স দহ্যমান-সর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা।
করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ॥
ভাঃ ৩।৩০।৭

আবার স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নির্জ্জনে রঙ্গরস, কলভাষী ছোট ছোট ছেলে-পেলেদের আধ-আধ কথা শুনিয়া ও আলাপ করিয়া নিজেকে সুখী মনে

করে। আর যে গৃহবাসে কেবল কপটতা, 'কিসে অন্যের জন আমার হইবে' এইরূপ ভাব, আর যাহাতে কত রকম দুঃখ—তাহাতেই আসক্ত হইয়া কিভাবে দুঃখ করিবে কেবল তাহারই চেষ্টায় থাকে। সে গাধার মত পরিশ্রম করিয়া কত লোককে ঠকাইয়া, কত পাটোয়ারী প্যাচ খেলিয়া এমন লোকেদের জন্য টাকা রোজগার করে, যাহাদের পোষণে নিজে অধোগতি পায়। নিজের কপালে ত এত কষ্টের টাকা ভোগ করা এত দুর্ঘট যে, পোষ্যবর্গকে খাওয়াইয়া যদি কিছু অবশেষ থাকে, তাহাই খাইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে। পরে যদি কখনও জীবিকা বা রোজগারের পথ বন্ধ হইয়া যায়—তখন আবার অন্যরকম রোজগারের উপায় খুজিতে থাকে; কিন্তু যখন কোনও উপায় খুজিয়া পায় না, তখন আবার অন্য ধনে লোভ করে। মন্দভাগ্য থাকা হেতু যখন টাকা রোজগারের সব চেষ্টাই বিফল হয়, তখন অতি দীন ও লক্ষীছাড়া হইয়া স্ত্রীপুত্র-প্রতিপালন করিতে না পারিয়া দুরন্ত চিন্তায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে। যখন ঐ পুরুষের এইরূপ অবস্থা হয় তখন তাহার স্ত্রী,ছেলে-পেলে প্রভৃতি পোষ্যবর্গেরা, যেমন চাষার বলদ বৃদ্ধ হইলে তাহাকে আর খাইতে দেয় না, সর্ব্বদা তাড়া করে,তাহারাও তাহাকে সেইরূপই করিয়া থাকে। কিন্তু তখনও ঐ ব্যক্তি ভগবানের দিকে মতি যায় না—পূর্ব্ব পোষ্যবর্গের গালি ও কটু-কথা শুনিয়া ঐঘরেই কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। পোষ্যবর্গের আহার-সময় উপস্থিত হইলে,না দিলে না হয় এইরূপ অবজ্ঞা করিয়া যেমন কুকুরকে কিছু ফেলিয়া দেওয়া হয়, তদ্রূপ কিছু দিয়া যায়। কম খাইয়া রোগে ভুগিয়া মরণের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, বায়ুর প্রকোপ হেতু চোখ বাহির হইয়া পড়ে, কফ আসিয়া গলাতে আটকায়, তখন নিঃশ্বাস ফেলিতে ও কাসিতেও খুব কষ্টবোধ হয়, কণ্ঠে ঘুর ঘুর শব্দ হয়। এই অবস্থায় শুইয়া থাকে। শোকাকুল আত্মীয়-স্বজনের কেহ কেহ হে পিতা,হে বন্ধু প্রভৃতি বলিয়া বারে বারে ডাকিলেও সে অবশ হইয়া কিছুই উত্তর দিতে পারে না। প্রাণ-বায়ু বাহির হওয়ার সময় যমদূতদিগকে দেখিয়া ভয়ে চক্ষু দিয়া জল ও মল মূত্র ত্যাগ করিয়া দেয়। মৃত্যুর পর সে কত যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহারত আর শেষই নাই। এক এক বাসনার ফলে এক একটী দেহ পাইয়া কত অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে। মা, এখানেই স্বর্গ,এখানেই নরক। সুন্দরী স্ত্রী, ধন-দৌলৎ, আতর গোলাপ প্রভৃতি ভোগ করিতে কাহাকেও দেখা যায়, আবার কাহাকেও নানা-কষ্ট পাইতে দেখা যায়। পশু, পক্ষীরা কতই না কষ্ট পাইয়া থাকে।

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ॥

কিন্তু ভোগের ফলে আবার নরক। ভোগেও দুঃখ মিশ্রিত থাকে,আবার কিছু দিনেই শেষ হইয়া যায়। সুতরাং যাহারা গৃহব্রত হইয়া কুটুম্ব ভরণ করে, তাহাদের লাভের মধ্যে এই হয়, এই স্থানেই কুটুম্বদিগকে ফেলিয়া যাইতে হয় ও পর-লোকে নানা যোনি ভ্রমণ করিতে হয়।

ভারতীয়

মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ

প্রায় ৫ সের ওজনে কম (তারের খবর)

শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধি সেদিন যারবেদা জেলে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী কস্তুরী বাই আশ্রমের কয়েকটী মেয়ে সহিত মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস ঘরে মহাত্মাজীকে লইয়া আসা হয় এবং সেখানে তাঁহার সহিত শ্রীমতী কস্তুরী বাই কথাবার্ত্তা বলেন। অসুখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মাজী বলেন যে, বর্ত্তমান মাসের (মে) প্রথম ভাগে তাহার পেটের গণ্ডগোল হয়। তিনি কতকটা ক্যাষ্টর অয়েল খান। কিন্তু তাহাতে কোন সুফল না হইয়া বরঞ্চ পেটে খুব বেশী রকম ব্যাথা হয়। তিন দিন পর্য্যন্ত এই ব্যাখ্যা খুব জোরের সহিত চলে। ডাক্তার আমাশয় বলিয়া সন্দেহ করিয়া ছয়টী ইন্‌জেকশন্ করেন। এই ব্যাথ্যার জন্য তাঁহার জ্বর হয়। ডাক্তারের উপদেশ মত তিনি কয়েক দিনের জন্য চরকাকাটা এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকারের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ডাক্তার এবং অন্যান্য ব্যবস্থা ভাল রকমই করা হইয়াছে। তাঁহাকে সিভিল ব্যারাকে রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার ঘরের সামনে যথেষ্ট খোলা জায়গা আছে। বর্ত্তমানে তিনি মাত্র ফল ও দুধ খাইতেছেন; রুটী খাওয়া এখনও আরম্ভ করেন নাই। পূর্ব্বের অপেক্ষা তাঁহার শরীরের ওজন একটু বাড়িয়াছে বটে, তবে এখনও প্রায় ৫ সের ওজনে কম আছে।

বিদ্যাসাগর বাটী

শনিবার আদালতে বিদ্যাসাগর বাটী নীলামে উঠিলে ... ষ্টান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটী ১২০০০ টাকায় কিনিয়া রাখিয়াছেন। জনসাধারণ এখন চাঁদা তুলিয়া এই টাকা পরিশোধ করিয়া এই গৃহে কোন সদনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বৈদেশিক

কেনায়া-সমস্যা

(তারের খবর)

রয়টার নাকি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, কেনায়ায় সাধারণ নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করা যায় কিনা, তাহার আলোচনা চলিতেছে। ভারতে উক্ত প্রথা তেমন সন্তোষজনক হয় নাই বলিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিগণ উহার প্রতিবাদ করিতেছেন। কেনায়ার আগমন সম্বন্ধে নিষেধ-বিধি নাকি শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয়, উভয় সম্প্রদায়ের উপরই প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এ প্রস্তাবে নাকি কেহই সন্তুষ্ট নয়।

শ্রীযুত শাস্ত্রী এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বহু দিনের উপেক্ষায় কেনায়া প্রশ্ন নিতান্ত জটিল হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না হইলে ইহা হইতেই ভবিষ্যৎ অনর্থের সৃষ্টি হইবে।

বিলাতে নূতন মন্ত্রি-সভা

(তারের খবর)

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বিলাতের বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী—মিঃ ষ্ট্যান্‌লি বল্ডউইন, কাউন্‌সিলেরে প্রেসিডেন্ট—মার্কুইস্ স্যালিস ব্যারি, লর্ড চান্‌সেলর—ভাইকাউন্ট কেভ, রাজস্বসচিব—মিঃ রেজিনাল্ড ম্যাক্‌কেনা, হোম সেক্রেটারী—মিঃ ডবলিউ, সি, ব্রিজম্যান, পররাষ্ট্র সচিব—মার্কুইস কার্জ্জন, উপনিবেশ সচিব—ডিউক অব ডেভনশায়ার, ভারত সচিব—ভাইকাউন্ট পিল, সমর সচিব—আর্ল অব ডার্বি, স্কটলণ্ডের সেক্রেটারী—ভাইকাউন্ট নোভার, লর্ড প্রিভিসিল—লর্ড রবার্ট সিসিল, প্রেসিডেন্ট বোর্ড অব ট্রেড—সার ফিলিপ লয়েড গ্রিম, স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী—মিষ্টার উড, কৃষিবিভাগের মন্ত্রী—সার মণ্টেগু বার্লো, ল্যাঙ্কেষ্টারের চান্সেলর—মিঃ ডেভিডসন, বিমানপোত বিভাগের মন্ত্রী—সার স্যামুয়েল হোর, রাজস্ব সেক্রেটারী—সার জন্‌সন্ হিক্‌স্।

বুলগেরিয়ায় বিপ্লব

প্রধান মন্ত্রীর পলায়ন

বুখারেষ্টের খবরে প্রকাশ, বুলগেরিয়ায় বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী এম, ষ্টাম্বুলস্কির প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ হওয়াতে তিনি পলায়ন করেন। বহুবিপ্লববাদী নিহত হইয়াছে। এ সম্পর্কে বহুলোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

রুঢ়ের অবস্থা

(তারের খবর)

রুঢ় কম্যুনিষ্ট দলের দাঙ্গাহাঙ্গামা পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। ফরাসীরা এ সব ব্যাপারে মোটেই হস্তক্ষেপ করিতেছে না! অধিকাংশ দোকান-পাটই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে সব দোকান খোলা আছে, উহার সবখানেই কম্যুনিষ্ট প্রহরী বিদ্যমান। রুঢ় সহর কম্যুনিষ্টদের হাতে রহিয়াছে।

বোচামে দমকল বিভাগের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদলের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। দমকলের লোকজন জল ছিটাইয়া দাঙ্গাকারীদিগকে নিরস্ত করিতে অসমর্থ হইলে, তাহারা অবশেষে বাধ্য হইয়া গুলী চালায়।

এসেনেও কম্যুনিষ্ট হাঙ্গামা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সেখানেও বহু দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে।

জার্ম্মান-গবর্ণমেন্ট রুঢ়ে শান্তিস্থাপনার্থ পুলিশ-প্রহরী প্রেরণের জন্য ফরাসীদের অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। তাঁহাদের এ প্রার্থনা বোধ হয় গ্রাহ্য হইবে না।

চীনে আন্তর্জ্জাতিক সামরিক কমিশন নিয়োগ

(তারের খবর)

চীনের সামরিক অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী, ইটালীয়ান ও জাপানী প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত একটী কমিশন সায়ো-চুয়াং গমন করিবেন। চীন গবর্ণমেন্টকেও একজন সামরিক প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

Printed and Published by Benode Bihari Brahmachari

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

প্রথম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ { সংখ্যা

বর্ষ-পরীক্ষা

শাস্ত্র বলেন, নশ্বর রাজ্যে নামে মগ্ন প্রতীতিতে নরিস্তকুহক সত্যরূপ পরমেশ্বর স্বীয় নিত্য চিন্ময় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ধাম হইতে অবতরণ করেন। ভগবৎপার্ষদগণও নিত্য চিদানন্দ ধাম হইতে অধিরোহ-বাদিদিগের মঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। অধিরোহবাদিগণ নিজের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিকে সম্বল করিয়া উন্নত হইতে যত্ন করেন। যেকালে অক্ষজ-জ্ঞানবাদী অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান লইয়া উপস্থিত হন, তৎকালে তাঁহার চেষ্টাকে 'ভোগ' বলা হয়। ইহারই নামান্তর 'কর্ম্মবাদ'; ভগবদ্-ভক্তিধারা তাহার বিপরীত। ইহা উচ্চ হইতে নিম্নে নামিয়া আসে। যখন সত্য বস্তু, চিদ্ বস্তু ও আনন্দময় বস্তু নিত্য ধাম হইতে অনিত্য অচিৎ ও নিরানন্দ ধামে নামিয়া আসে, তখন কর্ম্মফল-ভোগী কর্ম্মবাদাবলম্বনে ভগবান্ বা ভক্তের সান্নিধ্যের সুযোগ পান। ভগবান্ বা ভক্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান-মত্ত কর্ম্মবাদীকে তাহার যোগ্যতানুসারে তাহার ভাষায় তাহার তাৎকালিক ব্যবহারের অনুকূলে নানাধিক সঙ্গ প্রদান করেন।

ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে গুরুগ্রহণ-বিচারে যে পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, গুরুকে শিষ্য এক বর্ষকাল পরীক্ষা করেন এবং গুরু ও শিষ্যকে এক বর্ষকাল তাদৃশ পরীক্ষা করেন। ইহাতে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয়যুক্ত অক্ষম শিষ্য তাঁহার নিজ অসম্পূর্ণ জ্ঞানদ্বারা স্বীয় গুরুদেবের পরীক্ষা কি প্রকারে করিবেন? এবং

গুরুদেবই বা কেন নিরস্তকুহক-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য শিষ্যকে পাইবার জন্য এক বৎসরকাল কর্ম্মবাদীর ন্যায় অন্ধকারে হাতড়াইবেন? অধোক্ষজ-সেবাপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব কেন অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত কর্ম্মবাদীর ন্যায় তাহাদের পথ অনুসরণ করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই জানা যায় যে, যে কালে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হ'ন, তৎকালে শিষ্য অধোক্ষজ-সেবা-নিরত শ্রীগুরুদেব নহেন। তাঁহার চেষ্টায় আমরা কিরূপে প্রথম হইতেই ভক্তি বৃত্তি—যাহা আত্মার নিত্যবৃত্তি—দেখিতে পাইব? শিষ্য অসংখ্য মলভোগময়ী চেষ্টার অন্যতম-জ্ঞানে শ্রীগুরুদেবকেও তাঁহারই মত একজন মনে করিয়া ভোগের চেষ্টায় মত্ত থাকেন। শিষ্য গুরুদেবকে তাঁহারই অক্ষজ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুবিশেষ বলিয়া মনে করেন। শিষ্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ভোগ্য বস্তুর অন্যতম মনে করিয়া গুরুর সহিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ভোগময়ী বুদ্ধি শ্রীগুরুদেবের সঙ্গক্রমে ক্ষীণতা লাভ করে। যখন শিষ্যের মলিনতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি শ্রীগুরুকৃপালাভে সমর্থ হন। শিষ্যের একবৎসর কাল অবস্থান-কাল তাহাকে বাস্তবিক শিষ্য হইবার উপযোগিতা প্রদান করে। তিনি ক্রমশঃ শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় অক্ষজ-জ্ঞানে দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ নিরস্তকুহক-সত্য নয়নে দেখিবার সুযোগ পা'ন। চিকিৎসকের অধীনে যে সময় রোগী আত্মসমর্পণ করেন, তখন তাহার রোগ প্রবল আছে, জানিতে হইবে। রোগ প্রবল থাকা কালে কখনই তাহাকে নীরোগ বলা যাইতে পারে না। যে কালে জীব কর্ম্মভূমিতে ভোক্তা হইয়া বিচরণ করেন, সে কালে দশদিকেই তিনি ভোগের প্রার্থনায় চতুর্দ্দশ ভুবনে ঘুরিয়া বেড়ান। সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন নিরস্তকুহক সত্য-প্রদাতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'ন, তখন শিষ্যব্রুব জীব তাঁহার এক বৎসর কাল সেবা-নিরত হইবার সুযোগ করিয়া লইবেন। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে শিষ্যের কর্ম্মময়ী ভোগ-চেষ্টা ক্রমশঃ ক্ষীণা হইলে তাঁহার শিষ্যব্রুব ধর্ম্ম শিষ্যত্বে পরিণত হয়। আর শ্রীগুরুদেব শিষ্য হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিষ্যের অধিকার বিচার করিয়া এক বৎসর অক্ষজ-অধিরোহ বাদীকে তাহার সঙ্গলাভ করাইবার সুযোগ দিয়া থাকেন। গাছের তলায় গিয়াই বৃক্ষোপরিস্থিত সমগ্র ফল লাভ হইয়াছে, মনে করিলে কিছু প্রকৃত প্রস্তাবে তাদৃশ ফল লাভ হয় না, সেরূপ শিষ্যব্রুব গুরুর শিষ্য হইয়াছেন, মনে করিলেই শিষ্য হইতে পারেন না। যেকালে শিষ্যব্রুব আপনাকে শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস জানেন, তখনই তাঁহার শিষ্যত্ব, নতুবা শিষ্যব্রুবত্ব হইতে পতন হইয়া অতিবাড়ি নামে উপসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যান। তখন শিষ্য নিজগুরুর শিষ্যত্ব লাভ করিতে না পারিয়া গুরুদ্রোহিতা করিয়া ফেলেন এবং তাহাকেই ধর্ম্ম নামে চালাইতে থাকেন। যদি কোন গুরুব্রুব অক্ষজ-কর্ম্মবাদীকে নিজ শিষ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তিনি অচিরেই স্বীয় গুরুত্ব বিনাশ করিয়া গুরুব্রুবত্বে স্থাপিত হইবেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মঙ্গল করিতে না পারিলে, দিব্যজ্ঞানে আলোকিত করিতে অসমর্থ হইলে, শিষ্যব্রুবের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে আর গুরুব্রুবত্বে স্থাপিত করিবেন না। তাহা হইলেই জানা যায় যে, গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই বর্ষকাল পরীক্ষা-বিধি কিছু গুরুশিষ্য-

সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। তাহার পরবর্ত্তী সময়েই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর দিব্যজ্ঞানে আলোকিত শিষ্য, গুরু হইতে প্রাপ্ত নিরস্তকুহক সত্যের প্রতি সন্দিহান হইতে পারেন না। ভক্তিশাস্ত্রেও অভক্ত শিষ্যব্রুবের এরূপ আচরণ ভক্তির অনুকূল বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

শুদ্ধ বিরাগ।

ইহ জগতে ভোগ ও ত্যাগের কথারই বহুল প্রচার হইয়াছে। জৈমিন্যাদি ঋষিগণ ইহকাল ও পরকালে ভোগলাভের জন্য পূর্ব্বমীমাংসাদি গ্রন্থে কর্ম্ম-কাণ্ড প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ ভোগ-যজ্ঞের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আরও আহুতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন; পাশ্চাত্য দেশেও মিল, এপিকিউরিয়াস্ প্রভৃতি জড়বাদিগণ ভারতীয় ভোগবাদের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিকে যেমন ভোগবাদের কথা খুব প্রসার লাভ করিয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের বুদ্ধি ঋক্, সাম ও যজু এই ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্য সমূহে জড়ীকৃত হইয়া সমাজের নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়াছে, প্রত্যেক স্ত্রী-আচারে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহাসক্ত পুরুষ দিগকে তদনুবর্ত্তনে নিবিষ্ট করিয়াছে, অপর দিকে তেমনি ভোগ-বিপরীত ফল্গুত্যাগের কথাও কৌপীনধারী ও গৈরিকধারিদের ভিতর দিয়া বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। অধিকাংশ লোকেরই এই বদ্ধমূল ধারণা যে, গৃহে থাকিতে হইলে কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের ভোগবাদরূপ ধর্ম্মের অনুসরণ তৎপর হইতে হইবে, আর সাধু সন্ন্যাসী হইলেই তাহাকে ভোগবিপরীত ফল্গুত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া 'জগৎ মিথ্যা,' 'অর্থং অনর্থং', কামিনী বাঘিনী' প্রভৃতি সর্ব্বদা চিন্তা করিতে হইবে এবং কুম্ভকাদি দ্বারা কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বার ক্রিয়া রোধ করিতে হইবে, ধ্যান দ্বারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে হইবে। বায়ু ভক্ষণ করিতে হইবে, জনহীন পাহাড় পর্ব্বতে বাস করিয়া মনে মনে কিছুই চিন্তা না করিতে চেষ্টা করিয়া প্রস্তরের ন্যায় বসিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু সিদ্ধান্তসার শ্রীগীতা ভোগবাদ ও ত্যাগবাদ উভয়কেই নিরাস করিয়া যুক্ত বৈরাগ্যই শ্রেয়ঃ—এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—

"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে।"
—গী ৯।২১

অর্থাৎ, কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিতগণ এইরূপে বেদত্রয় বিহিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কামনাপরবশহেতু সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন। পুনশ্চ, শ্রীগীতা ত্যাগবাদিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
নহি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই পুরুষ সিদ্ধি

লাভ করিতে পারে না, সে স্বভাব বশতঃ মনে মনে ভোগবাসনামূলে অলক্ষিত ভাবে ব্যবহারিক কর্ম্ম সকলও সম্পাদন করিতে থাকে। যাহার মনোধর্ম্ম অপগত হয় নাই, তাহার বাহিরে সংযম করিলে কি হইবে, অতএব সে ব্যক্তি মূঢ় ও মিথ্যাচার। সুতরাং ভোগে যে প্রকার মনোধর্ম্ম বর্ত্তমান, ত্যাগে ও তদ্রূপ।—এপিঠ ওপিঠ মাত্র ইহাই বিশেষ।

ত্যাগী প্রচ্ছন্ন-ভোগী। ভোগী নিত্য ভগবৎ সুখতৎপর না হইয়া স্বর্গাদি ভোগরূপ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা করিয়া কামকামী। ত্যাগী ও তদ্রূপ ভগবৎসুখতাৎপর্য্যকে কপটতার সহিত বাদ দিয়া মুমুক্ষারূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় বদ্ধ পরিকর। কিন্তু এরূপ ভোগ ও ত্যাগ সাত্বত শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট নহে। শ্রীগীতা বলেন—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করিলেই যে বিষয়-ভোগ-স্পৃহা দূর হয় তাহা নহে। কিন্তু সেবা-রূপ পরম রস লাভ হইলে স্বতঃই তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। যুক্তবৈরাগ্যই সাধকগণের পক্ষে সমীচীন। বিষ্ণুর সেবোদ্দেশ্যে কৃতকর্ম্মই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরাশান্তি লাভের উপায়। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ এই ;—

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথা যোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার॥

ভগবদ্ভক্তগণ জানেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥"

জগতের যাবতীয় বস্তুই ভগবানের সুতরাং নিত্য ভগবদ্ বস্তু মিথ্যা হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তগণ সেই বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ ও করেন না; আবার নিজে ভোক্তা সাজিয়া ভগবানের ভোগ্য বস্তুকে ভোগ ও করেন না। কিন্তু যাহার বস্তু তাঁহার ভোগে লাগাইয়া তাহারই ত্যক্ত বা উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন মাত্র। যেটী ভগবৎসুখতাৎপর্য্যের অনুকূল সেটী ভগবৎসেবার জন্য গ্রহণ করেন, আর বস্তুটী যে ভগবৎসুখতাৎপর্য্যের বিঘ্নকারী তাহাই ত্যাগ করেন। ভুক্তি বা মুক্তিকামীর ন্যায় তাহাদের ভোগ বা ত্যাগ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার জন্য নহে। তাঁহারা জানেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শ্রীহরি সেবায়, যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

এই জন্যই তাঁহারা ভগবানের সেবোপকরণ অর্থকে অনর্থ ও কামিনীকে বাঘিনী ভাবেন না। তাঁহারা বলেন—

"তোমার কনক, ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

তাঁহারা অর্থকে ভগবানের সেবায় লাগাইয়া

দেন, কামিনীকে নিজে ভোগ না করিয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

ভগবানই সমস্ত বিষয়ের ভোক্তা। তিনিই সম্বন্ধ। সুতরাং ভগবানের সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় সমূহ নিযুক্ত হইলেই যুক্তবৈরাগ্য সাধিত হয়। সুতরাং যুক্তবৈরাগী বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন না। লৌকিকীই হউক বা বৈদিকীই হউক সমস্ত কার্য্য হরিসেবানুকূলে করিয়া থাকেন। "সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদিতি।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

এই যুক্ত বৈরাগ্যের সূক্ষ্মতা ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভোগিগণ হরিসেবাপরায়ণ যুক্ত বৈরাগীকে নিজেদের মত ভোগ পরায়ণ মনে করে, হরি সেবানুকূল কার্য্য বা বিষয়কে মৎসরতা বশতঃ নিজ নিজ ভোগপর ক্রিয়া ও বিষয়ের সহিত সমজ্ঞান করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে। রায় রামানন্দকে "সংসারী" মনে করে, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে ভোগী বলিয়া ধারণা করে, শ্রীরূপ সনাতনের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা যথা গ্রন্থাদি রচনা, ভগবানের জন্য অভ্রভেদী সৌধাবলী নির্ম্মাণাদি ক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠাশার চেষ্টা বলিয়া নিষ্কিঞ্চন পরমহংস পুরুষদের চরণে অপরাধ করে। ভোগীরা জানিয়া রাখিয়াছে যাবতীয় ভোগের বস্তু তাহাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, সাধুসন্তদের বিষয় ত্যাগ তাহাদেরই ভোগের ইন্ধন যোগাইবার জন্য। কিন্তু সমস্ত ভোগের একচ্ছত্র সম্রাট্ একমাত্র ভগবান্ ও তদনুগ তদীয় উচ্ছিষ্ট ভোজী ভক্তবৃন্দ। এইজন্যই শ্রীভগবানের বাক্য—

"ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ।"

হে পদ্মযোনে আমি ভক্তের মুখেই রস আস্বাদন করি। সুতরাং ভগবানের ভক্তকেই সমস্ত বস্তু দিতে হইবে "তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথা হ্যহম্।" সুতরাং ভগবানের ভক্তকেই সমস্ত বস্তু দিতে হইবে। হায় ভোগী লোকগুলি কি মূর্খ! ইহারা ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের ভোগ্য দ্রব্য অপহরণ করিয়া চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছে আবার আস্তাকুড়ে পতিত মাতালের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছে "আমিই দুনিয়ার সম্রাট্, আমি এখন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট, আমার ভোগে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।" শ্রীগীতা এইজন্যই বলিয়াছেন—"স্তেন এব সঃ"। যাহারা ভগবানের দ্রব্য ভগবানকে দিতে কুণ্ঠিত তাহারা চোর।

অপর পক্ষে ফল্গু ত্যাগী মায়াবাদিগণ এই যুক্ত বৈরাগ্যের রহস্য না বুঝিয়া জগৎকে মায়াময় জ্ঞান করেন।

মায়াবাদিগণ কৃষ্ণেতর মন, মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব। যে ফল্গু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী সে না পারে কভু হৈতে বৈষ্ণব। কিন্তু

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

তিনিই জীবন্মুক্ত যিনি কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা পরায়ণ, তিনিই যুক্ত বৈরাগী যিনি কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগত্যাগী, তিনিই সাধু, ভক্ত ও প্রেমিক যিনি কৃষ্ণসেবা সুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট।

সমাজ ও ধর্ম্ম।

এই পৃথিবীতে মানবপ্রমুখ নানাবিধ জীবের বাস। জীবের স্থূলদেহ অচেতন-ভোগোপযোগী মন ও ইন্দ্রিয় নিচয় এবং চিদুপযোগী দেহী এই ত্রিবিধ ভূমিকায় জীবের অস্মিতা সিদ্ধ হয়। অপরাপর প্রাণি অপেক্ষা মানবগণের বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের দূরদর্শন, অভিজ্ঞতা পরস্পর বাক্যালাপের শক্তি ও উৎকৃষ্ট বিবেক আছে। মানব এই অপর প্রাণি অপেক্ষা বিশেষত্ব লাভ করিয়া নশ্বর ও নিত্যের বিচার করিতে সমর্থ হন। মানব নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানবের নিকট হইতে বাচনিক এবং লিখিত উপদেশাদি লাভ করিতে পারেন। পশুপ্রভৃতি তাহা করিতে পারে না।

জগতে নানাবিধ প্রাণীর মধ্যে মানবগণ যেরূপ সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করেন, বানর বিবরাদি পশু, কাকাদি খেচরগণ, অজ মহিষাদি প্রাণিগণও তদ্রূপ নিজ নিজ সমাজ স্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে সামাজিক বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানবগণের মধ্যে সভ্য অসভ্য ভেদে দ্বিবিধ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। সভ্য শিক্ষিত মানবের সমাজ অসভ্য অশিক্ষিত মানবের সমাজের সহিত সমপদবী লাভ করিতে পারে না। আবার শিক্ষিতাভিমানী সভ্য মানবসমাজের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদক্রমে সঙ্কীর্ণ ও প্রসারিত সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যসমাজে সামাজিকগণ কোথাও কর্ম্মবীরগণের মাহাত্ম্য কোথাও জ্ঞানবীরদিগের শ্রেষ্ঠতা কোথাও যোগবলীর সহিষ্ণুতা প্রভৃতি স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন, এজন্য সমাজ বিশেষের সহিত অপর সমাজের প্রতিযোগিতা এবং সময় সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতাও উপস্থিত হয়। এই সমাজগুলি সকলেই নিজ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ কাম্যভোগে উত্তরোত্তর সমাজের উন্নতি বিধান করেন। কামনাদ্বারা চালিত হইয়া একটী বা বহু ঈশ্বর কল্পনা করেন। তাঁহাদের বিচারমতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান তাঁহাদের কামনা পরিতৃপ্তির কাল্পনিক প্রদর্শমাত্র। আবার যাহারা লৌকিক জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া লোকাতীত জ্ঞানে নিরন্তর অবস্থান করেন তাহাদের সেব্য ঈশ্বর বস্তু ইন্দ্রিয়তর্পণপর কামিদিগের ধারণার সহিত তুল্য নহে। কামিগণ সমাজের অধীনে যে কাল্পনিক ঈশ্বরত্ব নির্ম্মাণ করেন, তাহার প্রকৃত অধিষ্ঠান অনেক সময় খুঁজিয়া না পাওয়ায় অনেকে নাস্তিক হইয়া পড়েন, কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে সন্দেহ পোষণ না করিয়া তাঁহার কর্তৃসত্তাগত নিত্য অধিষ্ঠানের উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে ব্যবহার উপযোগী সমাজের অধীন করিতে যান না। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে চালাইবার জন্য যে ঈশ্বরের কল্পনা, সেই ধর্ম্ম কখনই নিত্য নহে; কিন্তু যাঁহারা বাস্তব ঈশ্বর-সত্তার অধীনে এই প্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার অন্তর্গত সমাজ লোকব্যবহারের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে জানেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রীতি প্রবল হইয়া সমাজকে তদধীন বিচার করিবার শক্তি প্রকটিত হয়।

চীনদেশে আদি পুরুষ পাঙ্কু হইতে চীন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এসিয়া মাইনরে আদম হইতে

মানবজাতির সৃষ্টি হয় এবং ভারতবর্ষে ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণাদি প্রাণিসমূহ উদ্ভূত হইয়াছেন এরূপ বিভিন্ন সামাজিক বিশ্বাস জগতে পরিপুষ্ট হইতেছে। দেশকালপাত্রভেদে সমাজের গতিবিধি ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইতেছে কিন্তু ইহা নিত্য কালীয় সমাজ নহে। সমাজপতিরূপে পরমেশ্বর-বিগ্রহ অনন্তকালই অবস্থিত—এই কথাই অস্বীকার করিয়া অনিত্য সমাজে লৌকিক জ্ঞানে সামাজিক বিধিসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও লোককল্পিত বহ্বীশ্বরবাদ, কোথাও কৃত্রিম একেশ্বরবাদের অন্তরালে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়জজ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়া সমাজ স্থাপন কার্য্যে শোচনীয় ফলই উৎপাদন করিয়াছে। দেশ ভেদে প্রদেশ-ভেদে পাত্রভেদে শিক্ষাবৈষম্যে নানাবিধ সামাজিক আচার্য্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের প্রবর্ত্তকরূপে নিজ নিজ কর্ম্মতৎপরতা প্রচার করিয়াছেন। গড্ডলিকা প্রবাহ ন্যায় অবলম্বন করিয়া বহু অনুসরণকারী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে স্থানীয় আচার্য্যজ্ঞানে তাঁহাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শারীর বৃত্তিসমূহকে তদনুগামী করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। লৌকিক জ্ঞানে সমাজ বিধি পালন করাই লৌকিক আচার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে, দেশে বিদেশে নানাবিধ আচার্য্যের নানাবিধ সঙ্কীর্ণ সমাজ কোথাও বা মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়, কোথাও নাতিবিস্তৃত, কোথাও বা অসংখ্যালোকাদৃত সমাজ চলিতেছে। সামাজিক বিধি বহুমানন করিয়া আমরা সদাচার সম্পন্ন ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। এই সকল ধর্ম্ম ও সমাজ খণ্ডকালের অধীনে পরিবর্ত্তনশীল। এই সকল সমাজের অধীনে স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মনোজীবিগণ নিজ নিজ গন্তব্য পথ নিষ্কাষণ করতঃ হরিবৈমুখ্যসাধন করিয়া সনাতন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। তাৎকালিক ধর্ম্ম কিছু সনাতন ধর্ম্ম নহে। সমাজাধীন স্মার্ত্তগণ তত্তৎ সমাজের বিধিশাস্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র নামে অভিহিত করিয়া বিধির চালক স্মার্ত্ত নামে আপনাদিগকে সংজ্ঞিত করেন। আমরা বারান্তরে লৌকিক সমাজ ও পরমার্থ বিষয়ে ভেদ আলোচনা করিব।

ব্রাহ্মণ ব্রুব।

ব্রাহ্মণী বিপ্রের পুত্রকে ব্রাহ্মণ বলে। প্রজাপতি ব্রহ্মার অধস্তনকেও ব্রাহ্মণ বলে। 'ব্রহ্ম শব্দের অর্থ 'বেদ', সুতরাং বেদাধীতীও ব্রাহ্মণ। মহাভারত বলেন, সকল মনুষ্যই ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। সকলেই ব্রহ্মার সন্তান, সুতরাং ব্রাহ্মণ, কিন্তু শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র পালন না করিলে সাধারণ ব্রহ্মার সকল সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা হয় না। গৃহ্যসূত্র স্বয়ং বেদ না হইলেও বেদাঙ্গষট্‌কের অন্যতম কল্পশাস্ত্র সুতরাং কল্পশাস্ত্রবিহিত ব্যবহার পরিত্যাগে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণতা নাই। ভার্গবীয় মনুও বলিয়াছেন,—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

মহাভারতে জাতকর্ম্মাদি অষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কারের কথা নীলকণ্ঠটীকায় এরূপ লিখিত আছে —"জাতকর্ম্মাদিভিরষ্টাচত্বারিংশতা। যস্যৈতে অষ্টাচত্বারিংশৎসংস্কারাঃ স ব্রাহ্মণঃ সাযুজ্যতাং সরূপতাং গচ্ছতি ইতি স্মৃতিঃ।" মূল প্রমাণ, যথা—

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্ত সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥"
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্রুবের পুত্র ব্রাহ্মণ, এরূপ কথা কোন শাস্ত্রে নাই। ব্রাহ্মণব্রুব সম্বন্ধে মনুসংহিতা ৭ম অ ৮৫ শ্লোকে দানফলের পরিমাণ বিষয়ে অব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণব্রুব, অধীতবেদ ব্রাহ্মণ ও বেদপারগ ব্রাহ্মণভেদে এরূপ লিখিত আছে—

"সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে॥"

কুল্লুক ভট্ট টীকায়, লিখিয়াছেন—যো ব্রাহ্মণঃ ক্রিয়ারহিতঃ আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতি স ব্রাহ্মণব্রুবঃ।

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ১০৯ অধ্যায় 'ব্রাহ্মণব্রুব' সংজ্ঞানিরূপণে চারিটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়

"বিপ্রঃ সংস্কারযুক্তো ন নিত্যং সন্ধ্যাদিকর্ম্ম য়
নৈমিত্তিকন্তু নো কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুব উচ্যতে॥"
যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বসংস্কারৈর্দ্বিজস্তু নিয়মব্রতৈঃ।
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ন কুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥
গর্ভাধানাদিভির্যুক্তস্তথোপনয়নেন চ।
ন কর্ম্মকৃৎ ন চাধীতে স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥
"অধ্যাপয়তি নো শিষ্যান্নাধীতে বেদমুত্তমম্।
গর্ভাধানাদিসংস্কারৈর্যুতঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥"

যাঁহারা শাস্ত্রশাসন না শুনিয়া ব্রাহ্মণ পরিচয়ে বর্ণান্তরিত হন নাই, অথচ বর্ণান্তরিত হইবার সকল যোগ্যতালাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণব্রুব। মহাভারত মোক্ষধর্ম্ম ১৮৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥"
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্ত-বেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥
শূদ্রে চৈতদ্ ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥"

ব্রাহ্মণ নিরূপণ বিষয়ে দুই প্রকার পদ্ধতি গৃহীত হয়। ব্রাহ্মণের শৌক্র আধস্তনিক ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট অভিগমন করিলে তাঁহাকে গুরু বেদপাঠের উপযোগী জানিয়া কৌলিক রীতি অনুসারে বেদসমীপে আনয়ন করিবেন—ইহাই গোভিল কাত্যায়ন প্রভৃতি গৃহ্যসূত্রের মত। বাজসনেয়ীগণ এরূপ করিয়া থাকেন, কিন্তু একায়ন শাখীগণ সংস্কারত্রয়ের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াও যোগ্যশিষ্যকে আচার্য্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করান। শাখা ভেদে বিভিন্ন গৃহ্যোক্ত পদ্ধতির ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন। যাঁহারা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, শূদ্রবংশোদ্ভব কবষকে উপনীত করাইয়া ঋষিত্বে গণনা করা আচার্য্যের কৃত্য হইয়াছিল। আর যাঁহারা ছান্দোগ্য উপনিষদে জবালার ঐতিহ্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও "পৈতাং ন দিবেৎ" সম্প্রদায়ের সৎসরতা উপলব্ধি করিতে পারেন। কপটীগুলি নিজ নিজ স্বার্থে এরূপ অন্ধ যে তাহারা নিজে সুবিধা পাইয়া পরদ্রোহে পরমপ্রবীণ। বাঙ্গালা দেশে শৌক্রপদ্ধতি-মতে যে সংস্কার প্রদত্ত হয় এবং "পৈতাং দিবেৎ" সম্প্রদায় যাহা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া স্বায়ত্তীকৃত

করিতে বদ্ধপরিকর, তাহাদিগের সম্বন্ধে সে দিবস জনসমাকুল বাষ্পীয় যানের কক্ষবিশেষে আমরা যে গল্পটী শুনিয়াছি তাহা এই—

কোন কান্যকুব্জ শৌক্রকুলোদ্ভূত একটী পাঞ্জাবদেশীয় ব্রাহ্মণবলিতেছেন—'বঙ্গদেশে শৌক্রপদ্ধতিমতে যে ব্রাহ্মণতা চলিতেছে, তাহা আর কিছুই নয়। এই বাষ্পীয় যানের জনসমাকীর্ণ আরোহীগণের ন্যায়। যে আরোহী বলপূর্ব্বক দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক যানের ভিতর উঠিয়া পড়িতেছেন, তিনি অন্য আরোহীগণকে গাড়ীতে উঠিতে দিতে চান না। ব্রাহ্মণাচার পাঠ বিহীন হইয়া বেদ-রহিত নিরগ্নিক বিপ্রও আপনার সংস্কার গৌরবে স্ফীত হইয়া আপনাকে ব্রাহ্মণব্রুব বলিবার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়া যানে আরোহণোদ্যত স্বীয় ভ্রাতৃবর্গকে অবহেলা করিতেছেন, কেন না, তিনিই স্বয়ং যানারোহণ করিয়াছেন এবং উহাতে একমাত্র তাঁহারই যোগ্যতা বিদ্যমান।'

উপরিলিখিত কাহিনী শুনিয়া সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণের ইতিহাস উদ্ঘাটনে প্রবৃত্তি হইবে। নিরপেক্ষভাবে প্রাচীন ইতিহাসগুলি আলোচনা করিবার পর তাঁহারা অবৈষ্ণব বর্ণাশ্রমপদ্ধতির বর্ত্তমান পক্ষাঘাত ব্যাধি অবলোকনপূর্ব্বক দৈক্ষ্যসাবিত্র্য পদ্ধতিকেই বহুমানন করিতে শিখিবেন সন্দেহ নাই। দৈক্ষ্যসাবিত্র্য পদ্ধতির জনক শ্রীপাদ সনাতন ও তদধস্তন শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর জয় হউক। তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর জয় হউক্। তাঁহার রচিত 'সৎক্রিয়া সার দীপিকা' ও পরিশিষ্ট 'সংস্কার দীপিকা' শীঘ্রই সমগ্র জগতে" "পৈতাং ন দিবেৎ"সম্প্রদায়ের হৃৎকম্প উপস্থিত করুক। শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর 'সংস্কার চন্দ্রিকা' ভারতীয় দৈক্ষ সাবিত্র্য সম্প্রদায়ের গৃহ্যসূত্ররূপে পরিগণিত হউক। এত স্পষ্টরূপে ছান্দোগ্য পাঠানন্তরও "পৈতাং ন দিবেৎ" সম্প্রদায় কি বলেন?

"পৈতাং ন দিবেৎ" সম্প্রদায় হুঁকোর খোল ও নল্চি বাদ দিয়া হুঁকোয় তামাকু সেবন করিতে শিখিয়াছেন—এ ম্যাজিক দেখিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের ইন্দ্রজাল বিদ্যা বা চাতুরীর প্রশংসা করিতে হয়। শ্রীযুত কাশীভূষণ বিশ্বাস মহাশয় কি বলেন?

তিনি কি মহাভারত ও হরিভক্তি বিলাসে 'দীক্ষা বিধান কৃত্যে' পড়েন নাই?—"গর্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ কারয়েৎ।" এরূপ বহু বহু প্রমাণ তিনি দেখিয়াও দেখেন না কেন?

প্রচার-প্রসঙ্গ

সাধুজনপ্রিয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বোলপুরে শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়াছেন, সঙ্গিগণ সহ তিনি অধুনা ধানবাদ অঞ্চলে শ্রীনাম প্রচার করিতেছেন।

কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কতিপয় ভক্তসহ উত্তরপাড়ায় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্ মহাশয়ের ভবনে এবং আরও কয়েকটি স্থানে গমন করিয়া কীর্ত্তন মুখে হরিকথার উপদেশ দিয়াছেন।

নীহার বাবুর পুত্র শ্রীমান্ তুষাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ, ভক্ত পিতার অনুসরণ করিতেছেন। পিতা ও পুত্রের হরিজনোচিত সৌজন্য-দর্শনে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

সে দিবস যশোহর বকচরে শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কালে জনৈক জাতি-গোস্বামী ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতির কথা রুদ্র মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিয়া ফেলেন। তাঁহার মুখেই সরস্বতী দেবী ভাবিকালে ধর্ম্মের নামে পাপ-পোষণ কারিগণকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অচিরেই সুদর্শনচক্র দ্বারা ধ্বংস করিবেন, প্রকাশ করিয়াছেন। জাতি গোঁসাইর দল শুদ্ধভক্তি-প্রচারকে নিজ নিজ ব্যবসায়ের ক্ষতিকারক বলিয়া দেখিতেছেন। আমরা বলি, ঐরূপ ব্যবসায়িগণ ধর্ম্মবিক্রয় ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া বাস্তব জ্ঞান অনুসরণ করিয়া স্ব স্ব হিংসা-বৃত্তি পরিহার করুন।

যশোহরে ত্রিদণ্ডিস্বামী তীর্থ মহোদয় তত্রস্থ বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে দিবসত্রয় হরি কথা প্রচার করেন। তৎফলে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় একটী শাখা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন। আমরা যশোহরস্থ ভক্ত বিদ্বন্মণ্ডলীর এই সদনুষ্ঠানে সহৃদয় সহানুভূতি জানাইতেছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে যশোহর লোহাগড়ায় কয়েকটী মায়াবাদীর উদ্‌যোগে তথাকার কয়েকটী দোকানদারের উৎসাহে অশুদ্ধভাবে একটী সেবার পুনঃসংস্কার হইয়াছে। তাহাতে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের বাহ্যিক ঘণ্টা সঞ্চালন ও নৈবেদ্যদানাদি কার্য্য-সমূহের ব্যাঘাত নাই বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা অশ্রেষ্ঠের আচরণে শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা অবহেলিত হইতেছে মাত্র। মায়াবাদীগণ ভক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করায় যোষিৎসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তদ্বারা কৃষ্ণসেবা হইতে পারে বিশ্বাস করেন। ইহা তাঁহাদের অক্ষজজ্ঞানের বিড়ম্বনামাত্র। ইহাকে অধোক্ষজের সেবা বলা যায় না।

সেই জন্য কতিপয় ভক্ত হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া লোহাগড়াবাসীর কল্যাণকামনায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা হইতে কয়েক মূর্ত্তি শিক্ষিত ভক্তের উপদেশ পরামর্শ চাহিয়াছিলেন।

প্রয়াস।

"অত্যাহার" শীর্ষক প্রবন্ধে ভক্তিবিনাশকর ষড়্‌দোষ-প্রসঙ্গে "প্রয়াস" দ্বিতীয় দোষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে 'প্রয়াস' বলিতে অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্মকাণ্ড ও নির্ব্বেদ—জ্ঞানকাণ্ডে যে মানবের বিবিধ চেষ্টা, তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভক্ত্যঙ্গ-সাধনে যত্ন ও তৎপরতা কখন ভক্তিচ্যুতি-সংসাধক প্রয়াস মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। বরং ভক্ত্যঙ্গ সাধনে যে উৎসাহ একান্ত আবশ্যক, তদ্ব্যতিরিক্ত যে কিছু ক্রিয়া তাহা দোষ বলিয়া পরিত্যাজ্য।

তামসবৃত্তিবিশিষ্ট নরের বেদবিধিবিরুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতামূলক নানা চেষ্টা দেখা যায়। সেগুলি তাহাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আর্থিক ক্ষতি আনয়ন করিয়া দুষ্ক্রিয়া মধ্যে পরিগণিত। সেগুলিদ্বারা ঐহিক বা পারত্রিক কোন সুবিধাই দৃষ্ট হয় না! সেই সকল বৃত্তি অপরিণত উদ্দাম মস্তিষ্কের লাম্পট্য মাত্র। সংযমরূপ কেন্দ্রশক্তির অভাবই এই উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ। বদ্ধজীব নানা-

রূপ অসৎকামনার আবাহন করিয়াই এই দেবী-ধামের কারাগারে নিক্ষিপ্ত। কিন্তু যাঁহাদের সংযমশক্তি একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, তাঁহারা এই তমোবৃত্তির প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা ইহাকে সমূহ অনর্থের মূল জানিয়া সাবধানে প্রশমিত করিতে যত্নবান্ হয়েন। যখনই চিত্তে এক বাসনার আবির্ভাব হইল, অমনি তাহাকে প্রগ্রহমুক্ত করিয়া অভীপ্সিত ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতে দিলে জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। পশুদিগের মধ্যে এই ভাব প্রবল। তবে তাহাদের স্বভাবের সহিত কিছু কিছু সংযমের ভাব মিশ্রিত থাকায় তাহারা অনেকস্থলে অবৈধ মানব অপেক্ষা উন্নত বলিয়া মনে হয়। মানবের স্বভাবের সহিত কোন সংযম-রশ্মি নাই। তাহার বুদ্ধিবৃত্তিতে উহার স্থান। বুদ্ধিবৃত্তির যথাযোগ্য চালনাদ্বারা যদি দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলিকে বশে না রাখা যায়, তাহারা যে সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? উদ্দাম ইন্দ্রিয়গ্রাম কেবল কলির স্থানগুলিতেই বিচরণশীল। অধর্ম্মেই তাহাদের স্বাভাবিকী রতি। দ্যূত অর্থাৎ ক্রীড়াকৌতুক, গীত,বাদ্য প্রভৃতি, পান অর্থাৎ আসব, তাম্রকূট প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ও তাম্বূলাদি বিলাসোপকরণে ঘোরা রুচি, স্ত্রী অর্থাৎ অবৈধভাবে বিহার-বাসনা, সূনা অর্থাৎ মৎস্য মাংসাহারে অত্যধিক উৎসাহ—এইগুলি জগতে যত অনর্থের মূল। অন্যাভিলাষিগণ সর্ব্বদাই এই সকলের উদ্দেশে প্রয়াস করিয়া উন্মার্গগামী হয়, স্বীয় মঙ্গল চিন্তায় আদৌ মনোনিবেশের অবসর পায় না; যাঁহারা নিজ মঙ্গলের যত্ন করেন তাঁহাদিগকে নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বুদ্ধি, এমন কি, দুর্ভাগ্য পর্য্যন্ত বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এইসকল প্রয়াসী ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যজ্য।

রাজসিকবৃত্তিবিশিষ্ট কর্ম্মিগণের ভোগ-পর্য্যাবসান-চেষ্টাসমূহও জীবের ভক্তিবৃত্তির উচ্ছেদ করে। পুণ্যফলভোগ-কামনার বশবর্ত্তী লোক অনেক শুভকর্ম্মের আবাহনে যত্নশীল হয়। পুষ্করিণী, কূপ-খননদ্বারা সাধারণের জলাভাব দূরী-করণ, নিরন্নকে অন্নদান, তৃষিতকে পানীয়-দান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান, পীড়িতকে ঔষধ ও পথ্য-দান, আর্ত্তত্রাণ প্রভৃতি নানা লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া সামাজিক ক্লেশের অপনোদনে ব্যস্ত হয়। অন্যাভিলাষিগণের উচ্ছৃঙ্খলতার তুলনায় এগুলি খুব উচ্চ-অঙ্গের। উচ্ছৃঙ্খলের চেষ্টার ফল নরক, পুণ্যকর্ম্মের ফল ঐহিকজীবনে শ্রীবৃদ্ধি ও পারত্রিক মঙ্গল স্বর্গসুখভোগ। সুতরাং ইহাদের তুলনাকালে যে বলা যায় উভয়ের মধ্যে স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য, তাহা অতিরঞ্জিত নহে। কিন্তু অত্যুচ্চ গৌরীশঙ্কর হইতে দেখিলে সুবৃহৎ বটবৃক্ষ ও ক্ষুদ্র গুল্মমধ্যে যেমন উচ্চাবচ-পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না, উভয়ই অনুচ্চ, সেইরূপ ভক্তিমার্গ হইতে দেখিলে স্বর্গ ও নরকে বিশেষ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না, উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল, উহাদিগকে সুবর্ণ ও লৌহ শৃঙ্খলের সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে। স্বর্ণ ও লৌহ শৃঙ্খলের সৌন্দর্য্য ও মূল্য, পরিমাণে অনেক প্রভেদ থাকিলেও তদ্বদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে উভয়েই সমান ক্লেশকর। তাহার তখন উভয়ের মধ্যে মূল্যগত পার্থক্য দেখিবার অবসর হয় না। সে বন্ধনমুক্ত হইতেই ব্যস্ত হয়। ভক্তিযাজনেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেক সময় কর্ম্মীর প্রয়াস কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নাধিকারীগণ অর্চ্চনমার্গে আবদ্ধ থাকিয়া কর্ম্মজড় বুদ্ধিযোগে কর্ম্মাঙ্গের প্রয়াসেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের

ভক্তি শুদ্ধা নহে—কর্ম্মমিশ্রা। এই কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির আবাহনই অনেকে করিয়া থাকেন! তাঁহারা একেবারে কর্ম্মবশ না হইলেও তাঁহাদের কর্ম্মের ভাব প্রবল থাকায় ক্রমে তাঁহারা এই কর্ম্মভাবকে ভক্তিদ্বারা শুদ্ধ করিতে থাকেন। কর্ম্মভাব বিগত হইলে ক্রমে তাঁহারা শুদ্ধভক্তি-রাজ্যে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। ভক্তিপথে প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ না হইলে শুদ্ধা হয় না। শ্রীবিগ্রহমন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠা ও তৎপরিচালনে অপেক্ষা-ধর্ম্মযুক্ত হইলেও তাহা স্বয়ং শুদ্ধভক্তি নহে, তবে ক্রমে অপেক্ষা-ভাব কাটিয়া গেলে বিদ্ধভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া শুদ্ধভক্তির উৎপাদন করিতে পারে। তবে ভোগী যাঁহারা ঐ সকলের প্রতিষ্ঠা-পরিচালনাদির প্রয়াসকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত সময় ও চিন্তা নিযুক্ত করেন, শুদ্ধভক্তিলাভ তাঁহাদের পক্ষে সুদূরপরাহত কথা। সাধু-গুরু কর্ম্মের উপদেশ দেন না, তবে কর্ম্মভাবযুক্ত শিষ্যগণকে ক্রমে কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তির মধ্য দিয়া শুদ্ধভক্তির দিকে পরিচালিত করেন। ভক্তির সহিত মিশ্রণে ভক্তির পরিমাণের ক্রম বৃদ্ধি করিতে করিতে কর্ম্মভাব পরিশেষে বিদূরিত হয়। কিন্তু মঠাদি-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে প্রকৃষ্টকল্প করিয়া থাকা উচিত নহে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিপ্রভু চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের ত্রয়োদশ অঙ্গে মহারম্ভাদির উদ্যম-ত্যাগ উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে ভক্তির হানি হয়। নিরপেক্ষ ভক্ত নিরন্তর মানস সেবাদ্বারা ও নামকীর্ত্তনদ্বারা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে যাঁহারা নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই, তিনি তাঁহাদের কিছু কিছু প্রয়াসে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে কর্ম্মমিশ্র ভক্ত বলিয়া মনে করা উচিত নহে। যাঁহার যেরূপ প্রবৃত্তি থাকে, তাহাকে ক্রমে ভক্ত্যুন্মুখী করিয়া দেওয়াই সাধুগুরুর কার্য্য, সুতরাং তিনি কিছু কিছু মিশ্রভাবের প্রশ্রয় দেন। কিন্তু তাহাই উৎকৃষ্ট মার্গ বলিয়া অনুমোদন করেন না। তিনি সর্ব্বদাই এইরূপ মহারম্ভের প্রয়াস ত্যাগ করিতেই উপদেশ দেন, আর অনুগতগণকে কেবল কর্ম্মমার্গে বিচরণ করিতে দেন না, অনিত্য লোকহিতকর কর্ম্মাদিতে প্রমত্ত থাকিয়া ভক্তি-পথ হইতে বিচ্যুতির পোষকতা করেন না।

যাঁহাদের সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞান-প্রয়াসী। তাঁহারাও শুদ্ধা ভক্তিদেবীর সন্ধান পা'ন না। বিশুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদি প্রয়াসশূন্য ভক্তিযোগীই শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে সমর্থ। অষ্টাঙ্গ যোগাদির প্রয়াসও ভক্তির অন্তরায়। ভগবন্নামাশ্রয়ই ভক্তির মূল, নাম ও নামী অভিন্ন—এইসকল বিশ্বাসের অভাব জনিত যে কিছু ধারণা, তদুত্থ প্রয়াসমাত্রই ভক্তি-বৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলে। নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানীর যে প্রয়াস তাহার সহিত কিছু কিছু ভক্তির কথা থাকিলেও তাহা ভক্তি নহে, ভক্তির অভিনয় মাত্র। ভক্তি এস্থলে অনিত্য উপায়স্বরূপে গৃহীত হয়, ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় ইহাঁদের প্রয়াসসমূহ মায়াবাদদুষ্ট, ঈশ্বরবিশ্বাসবিরুদ্ধ। তবে যেখানে ভক্তিই প্রবলা, সেখানে কিছু কিছু জ্ঞানের ভাব থাকিলেও তাহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, ক্রমে সাধু-গুরূপদেশে তাহা শুদ্ধভক্তিতে পরিণত হইতে পারে। তবে জ্ঞানের প্রয়াসসমূহ ত্যাগ না করিলে শুদ্ধভক্তির প্রাপ্তি দুরাশা মাত্র। ভক্তগণ জ্ঞানের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া ভক্তিনতচিত্তে ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া থাকেন—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

ভগবান্ অজিত হইয়াও কর্ম্মজ্ঞান-প্রয়াসহীন ভক্তগণকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছেন,—ইহাই তাঁহার মহিমা। তিনি কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য।

ভারতীয়

হিন্দুর ধর্ম্মত্যাগ

"মোহাম্মদীতে" প্রকাশ যে শ্রীহট্ট জেলার শ্রীনলিনী প্রসাদ গোস্বামী, বরিশাল জেলার সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ঢাকা জেলার রামকুমার ধুপী মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

মুসলমান ক্রোড়পতির হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ:—পাঞ্জাবের বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী শ্রীযুত যামিনী মেটার বক্তৃতায় মুগ্ধ বর্ম্মা তিনামান্য অঞ্চলের গুলা খাঁ নামক মুসলমান ক্রোড়পতি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ নাকি ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন। মাদ্রাজের পোষ্ট মাষ্টার জর্জ্জ নাইডু নামক একজন খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহেন। গত ২০শে তারিখে উভয়কেই হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করা হইয়াছে। গুলাব খাঁর নাম বদলাইয়া ঠাকুর গুলাব সিং এবং জর্জ্জ নাইডুর নাম বদলাইয়া সুব্রহ্মণ্য নাইডু নাম রাখা হইয়াছে; ঠাকুর গুলাব সিং মহাশয় গুরুকুলের জন্য ১১০০৲ টাকা এবং শুদ্ধি আন্দোলনের জন্য ১২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। বহু গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, পঞ্চনদবাসী ও ব্রাহ্মণ ইহাদের হাতের মিষ্ট দ্রব্য খাইয়াছেন।

জেনারেল পোষ্টাফিসের চুরির মামলা

ম্যাকডোনাল্ড নামক একব্যক্তি পোষ্টাফিস হইতে ৯০,০০০৲ টাকা চুরি করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। বিচারে আসামীর প্রতি ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

খুলনায় রাজভক্তদের শোভাযাত্রা বন্ধ

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে স্থানীয় একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন ডি, এস, পি ও একজন আফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কতিপয় সরকারী আমলা ও পুলিশ কনেষ্টবল সহ এক শোভাযাত্রা বাহির করেন। প্রথমে তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কুঠিতে গমন করেন। পরে জজের বাঙ্গলায় গেলে মালী তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। তাঁহারা যে গান্ধিওয়ালা নন, রাজভক্ত, একথা বার বার বুঝাইলেও সাহেব তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। শোভাযাত্রা ফিরিয়া আসিবার পর সাহেবের চৈতন্য হইল। তিনি 'খুলনাবাসী'র সম্পাদককে লিখিয়া পাঠাইলেন, শোভাযাত্রার অর্থ তিনি মোটেই বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার অমনোযোগিতার দরুণই এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। সেজন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। হাকিমের নাম মিষ্টার এম, ও, কার্টার। তিনি সবে মাত্রই আই, সি, এস, হইয়া খুলনায় জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন।

দেশাইয়ের নূতন পদ

গুজব যে, শ্রীযুত বুলাভাই দেশাই সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার স্থানে বোম্বাই সরকারের একজি-কিউটিভ কাউন্সিলর নিযুক্ত হইয়াছেন।

ষ্টিমার লাইন

আই, জি, এন কোম্পানী ১লা জুন হইতে পাবনা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত ষ্টিমার সার্ভিস খুলিয়াছেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

কাশ্মীর সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ, শ্রীযুত জহরলাল নেহেরু নিখিল ভারত কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করাতে-নাকি এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের পদ পরিত্যাগ করিবেন।

শ্রীযুত বরদলুইয়ের মুক্তি

১৮ মাস কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করিয়া প্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুত এন্, সি, বরদলুই ৩রা জুন শ্রীহট্ট হইতে গৌহাটী পৌঁছিয়াছেন। ষ্টেশনে অনেকে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

শ্রীমতী বেসান্তের অসুস্থতা

শ্রীমতী বেসান্তের অবস্থা একটু ভাল। তবে এখনও নিরাময় হইবার মত অবস্থা হয় নাই।

শ্রীযুক্ত দাশ

গত সোমবার শ্রীযুক্ত দাশ ভেল্লোরে গমন করেন। তাঁহার যাত্রাকালে অনেকে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহারা নাকি সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশ মোটরযোগে ভ্রমণ করিবেন। মাদ্রাজের হোটেলওয়ালা সমিতি দাশ মহাশয়কে একটী অভিনন্দন পত্র ও একটি টাকার তোড়া প্রদান করিয়াছেন।

পর্ত্তুগীজ গবর্ণরের পদ বিলোপ

পর্ত্তুগীজ-গবর্ণমেণ্টের গেজেটে জানান হইয়াছে দমন ও ডিউর গবর্ণরের পদ তুলিয়া দেওয়া হইবে। এই বিষয় গোয়ার ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইবে। দশটী সহরের অধিবাসিগণ এবং দমনের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এ প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার সি কার্ণাগুজ বলিয়াছেন, ৪শত বৎসর পরে গবর্ণরের পদের বিলোপ সাধন ঘটিলে দমনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা হ্রাস পাইবে এবং গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট দমন ও ডিউকে সম্প্রতি যে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়াছেন, উহাও লুপ্ত হইবে।

পার্শীদের নূতন সমাধি-ব্যবস্থা

পার্শীদিগের সমাধিস্থান ও অগ্নিমন্দির নির্ম্মাণার্থ জনৈক কমিশনার প্রস্তাব করিয়াছেন বোম্বাইকর্পোরেশনের তরফ হইতে এক একর জমি প্রদান করা হউক। উক্ত কমিশনার এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় বলেন, মৃতদেহের যে কোনও প্রকার সৎ-কারের ব্যবস্থা না করিলে কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে সমাধির স্থান হওয়া অসম্ভব। কাজেই এ প্রকার প্রচেষ্টায় কর্পোরেশনের উৎসাহ দেওয়া

উচিত। পার্শী সম্প্রদায় এমন ভাবে মৃত দেহের সৎকারের ব্যবস্থা করিবেন—যাহাতে উহা লোকের চোখেও না পড়ে এবং লোকের স্বাস্থ্যেরও অনিষ্ট না করে।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত মোহিতকুমার ঘোষ, গুরুপ্রসাদ ঘোষ বৃত্তি লইয়া লণ্ডনে পড়িতে যান। সেখানকার বি, কম্, ডিগ্রী পরীক্ষায় সম্প্রতি তিনি উত্তীর্ণ য়াছেন। তিনি রেলওয়ে অর্থনীতি শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেন এবং লণ্ডন, মিডল্যাণ্ড ও স্কটিশ রেলওয়েগুলিতে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করেন। মোহিত বাবু, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের পুত্র

খুলনা জেলা রাষ্ট্রিয় সম্মিলনী সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্রের অভিভাষণ

"বিজ্ঞান-চর্চ্চা বিলম্বে হইতে পারে স্বরাজ বিলম্ব করিতে পারে না।"

গত ২রা জুন শনিবার খুলনা সহরে উক্ত জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হয়। রসায়ণাচার্য্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ রায় ঐ সম্মিলনী সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেস বিধিপত্রে সহি করিয়াছেন। প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা সকলকে জানাইয়া দেন। তাহার পর ডাঃ রায় তাঁহার অভিভাষণে দেশের কংগ্রেসও সম্বন্ধে বহু হিতকর কথা বলিয়া বলেন :—

"বিজ্ঞান চর্চ্চা উপস্থিত স্থগিত সম্ভব; কিন্তু স্বরাজ স্থগিত রাখা অসম্ভব।' (Science can afford to wait, but Swaraj cannot)।

মহিলা সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার

নাগপুরে মধ্যপ্রদেশবাসীরা জাতীয়পতাকার সম্মান রক্ষা করিবার জন্ম দলে দলে কারাগারে যাইতেছেন। গত ১লা জুন পর্য্যন্ত ৩২৫ জন জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রা করিয়া কারাদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। গুজরাট, মহারাষ্ট্র হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করিবার জন্ম নাগপুর যাত্রার আয়োজন করিতেছেন। জাতীয় পতাকা-ধারিণী মহিলা শ্রীমতী সুভদ্রাকুমারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল সম্প্রতি ছাড়িয়া, দেওয়া হইয়াছে।

বৈদেশিক

পার্লামেণ্টে অভিনেত্রী

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে সম্প্রতি যে উপনির্ব্বাচন হইয়াছে তাহাতে মিসেস ফিলিপসন নামে একজন অভিনেত্রী প্রতিযোগীদিগকে হারাইয়া পার্লামেণ্টের সভ্যপদে নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। তবে নেশান্যল লিবারেল দলের সদস্য কাপ্তেনের স্থানেই এই মহিলাটী নির্ব্বাচিতা হইলেন। মহিলাটী কনসারভেটীভ দলভুক্তা।

———

জার্ম্মণীর নূতন প্রস্তাব

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে জার্ম্মাণী যে নূতন সর্ত্ত দিবে তাহাতে ৪ বৎসরের জন্ত সময় দিবার জন্ত জার্ম্মাণী :প্রার্থনা করিবে। এই সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য জার্ম্মাণী যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। আপাততঃ জার্ম্মাণী বৎসরে ৩০ দফায় এক মিলিয়ার্ড স্বর্ণ মার্ক করিয়া ৩০ বিলিয়ার্ড স্বর্ণ মার্ক প্রদান করিবে। গত ২রা জুন তারিখে জার্ম্মাণীতে মার্কের মূল্য পাউণ্ডে সাড়ে তিন লক্ষ ছিল। এক বিলিয়ার্ড মার্কের মূল্য ৫ কোটী পাউণ্ড, সুতরাং জার্ম্মাণী বর্ত্তমান প্রস্তাবে দেড়শত কোটি পাউণ্ড দিতে রাজী হইল।

সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে মার্কের দর যে প্রকার কমিয়াছে তাহাতে রুশিয়ার রুবল মুদ্রা বাদ দিলে পৃথিবীর কোন দেশেই মুদ্রার মূল্য এত কমিয়া যায় নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে জিনিস ক্রয় বিক্রয়ের বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নূতন ট্যাক্স বসানেরও প্রস্তাব চলিতেছে।

জার্ম্মাণীর ক্ষতি পূরণের প্রস্তাব

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে যে নূতন প্রস্তাব করিবেন, তাহাতে জার্ম্মাণীর ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের সম্পত্তির কিয়দংশ জামিন স্বরূপ প্রদান করিতে রাজী হইয়াছেন। তবে ইহার পরিবর্ত্তে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট বিদেশী বাণিজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। রেলপথগুলিকেও কোম্পানীর অধীনে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং শ্রমিকদিগের কার্য্যের পরিমাণ দৈনিক ৮ ঘণ্টা করিয়া দিতে হইবে। শোস্যালিষ্ট দল এ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহারা মন্ত্রীসভাকে ধমকাইয়া দিয়াছে। এবার যেন মিটমাটের জন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়।

পারস্যে ভূমিকম্প

গত ২৬শে মে তারিখে পারস্যদেশে ভূমিকম্প হইয়া বহুলোক মারা গিয়াছে সম্প্রতি পারস্যসরকার পক্ষ হইতে যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে এই ভূমিকম্পে টারবেটী হায়দারি সহর এবং ১৪ মাইলের মধ্যে ৩০ টি গ্রাম ও অনেক পল্লী ধ্বংস হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে জনসাধারণকে সাহায্যের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর চেষ্টা

"অবজার্ভার" পত্রিকায় প্রকাশ,বর্ত্তমান ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার বল্ডউইন ফরাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, জার্ম্মাণীর অর্থ প্রদানের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহারা যেন বিশেষ বাড়াবাড়ি না করিয়া যুক্তিসঙ্গত মত গ্রহণ করেন।

আয়র্লণ্ডে সৈন্য হ্রাস

ডি ভেলেরা সম্প্রতি ফ্রিষ্টেট দলের সহিত যুদ্ধ স্থগিত রাখার জন্ত ঘোষণা করাতে ফ্রিষ্টেট গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান বৎসরের শেষ ভাগে আয়র্লণ্ডে সৈন্যদল ৪৯ হাজার হইতে ২৮ কি ৩০ হাজারে কমাইয়া দেওয়া হইবে।

আমেরিকায় মদ চলিল

ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার নিউইয়র্কে আইন হইয়াছিল যে কেহ মদ খাইলে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। সম্প্রতি নিউইয়ার্ক হইতে এই আইন বাতিল হইয়া গিয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ গবর্ণমেণ্ট দেশে মদ রহিত করিবার জন্ত ব্যবস্থা করিবে তাহা দেখিবার বিষয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

প্রথম খণ্ড { শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা আষাঢ়, ১৩৩০ } ৪২শ সংখ্যা

এক জাতি।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে 'হংস' নামে এক-মাত্র জাতির বাস ছিল। তাঁহারা স্বাধ্যায়-নিরত ব্রহ্মজ্ঞ, যোগী ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। হংসগণের মধ্যে যাঁহারা ভজনবলে, যোগবলে, ব্রহ্মজ্ঞান-প্রভাবে অপরাপর স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারাই হংসগণের দ্বারা 'পরম-হংস' শব্দে গৃহীত হইতেন। সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগনিরত ভারতীয়গণের মধ্যে ভাগবত পরম-হংসগণের কথা কয়েকস্থানে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। ভাগবত পরমহংসগণের সহিত ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগী পরমহংসের যে ভেদ আছে তাহা শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবৎ' শব্দে উদ্দিষ্ট অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুতত্ত্ব-আলোচনায় ব্যাপারটী পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' শব্দে অখণ্ড জ্ঞান বা পূর্ণ-চেতন, কেবল-চেতন, শুদ্ধ-চেতন নিত্য-চেতনের পরিমাণগত বৃহত্ত্ববাচক ও পুষ্টিকারক বুঝায়। 'ব্রহ্ম' শব্দ 'জীব' শব্দ হইতে যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন তাহা শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব ভগবান্ স্বীয় অনুগতজনের হৃদয়ে পূর্ণ বিকশিত করিয়াছেন। জীবের স্বরূপে তিনি অখণ্ড জ্ঞান নির্দ্দেশ করেন নাই। জীব স্বরূপে খণ্ডজ্ঞানময় বস্তু বলিয়া তাহার কোন সময় অখণ্ডজ্ঞানের অন্তর্গত পরিচয়, কখনও বা খণ্ডজ্ঞাতৃসূত্রে ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রান্তি এবং কখনও বা অব্রহ্ম বলিয়া ব্রহ্মের বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী জড়াভিমান। জড়াভিমানের আনুগত্য পরিহার করিলেই জীবের বৈষ্ণব বলিয়া অনুভূতি। তখন চিন্ময় স্বভাবক্রমে জড়াকাঙ্ক্ষা জড়াভাব তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। জীবের

ব্রহ্মজ্ঞানাভাবই তাঁহাকে অব্রহ্মজ্ঞ করিয়া তুলে। তিনি ব্রহ্মেতর বস্তু গ্রহণ করিয়া কোন সময়ে আপনাকে ব্রহ্মত্বে স্থাপন করিতে ব্যস্ত, কখনও বা দৃশ্য-জগতের বিবর্ত্তময় অনুভূতিতে ব্রহ্ম বলিতে উদ্‌গ্রীব, কখনও বা কামকামী হইয়া বিবর্ত্ত পরিহারপূর্ব্বক ভগবানের মায়াশক্তিকে ব্রহ্ম দর্শন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবিশিষ্ট। অবান্তরিকগণ নিত্যানন্দ গুরুর প্রতি অবজ্ঞা করিয়াই নিজ অক্ষজ-জ্ঞানবিকাশ-ফলে অধিরোহ-বাদ অবলম্বন করেন ও দৃশ্যজগতে বিচরণ করিয়াও আপনাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া অযথা শ্লাঘা করেন। ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়াও হংস, অপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্যাকারবিশেষ ব্রহ্মকে ভগবানের অসম্যগ্ আবির্ভাব বলিয়া সুস্পষ্টভাবে জানেন।

কতিপয় হংস মায়াশক্তি প্রচুর চিচ্ছক্তির অন্তর্যামিত্বময় বিশেষকে পরমাত্মা বলিয়া জানিয়া মায়াশক্তি-পরিণত দৃশ্যজগতের অনুশীলন হইতে বিযুক্ত হন। সেই বিয়োগ-সিদ্ধিই তাঁহাকে পরমাত্ম-যোগনিরত যোগী করিয়া তুলে। ব্রহ্মজ্ঞ স্বসিদ্ধিতে এবং যোগী নিজ সিদ্ধিকালে যে অবস্থা লাভ করেন, তাহা হইতে ভগবজ্জ্ঞান-লাভ ও ভগবানে ভক্তিযোগ তাঁহার পক্ষে সুদুরূহ নহে, বরং তাঁহাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিমাত্র। ভগবদ্‌ভক্ত বা ভাগবত-পরমহংস ব্রহ্মজ্ঞ হংস ও যোগী হংসের উৎকৃষ্ট উন্নতির পর মাত্র। ভক্ত বা ভাগবত-পরমহংস নিম্নে অবতরণ করিলে বা তত্তৎস্থানস্থিত দ্রষ্টার নিকট অব্রহ্মজ্ঞ বা কুযোগী নহেন। ভাগবত পরমহংস উৎকৃষ্ট যোগী ও পরমোন্নত ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহাকে যোগী বা ব্রহ্মজ্ঞ অপেক্ষা ন্যূন জ্ঞান করা উচিত নহে।

হংস ব্রহ্মজ্ঞ যেকালে নিজের হংসত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান বা সমস্ত পরিহার করিয়া নিজের ব্যক্তিগত গৃহোক্ত ব্যবহার গ্রহণ করেন এবং অপর হংসগণের মধ্যে স্বীয় পার্থক্য-স্থাপনে যত্নবান্ হন, সেইকালেই গুণ কর্ম্মবিভাগক্রমে চারিটী বর্ণ ও চারিটী আশ্রম পরিলক্ষিত হয়। সত্যযুগে হংস বর্ণ বা একবর্ণ মাত্র অবস্থিত ছিল; পরে ১৭২৮ গৌরবর্ষ অতীত হইলে হংসজাতির মধ্যে বর্ণ প্রবর্ত্তিত হয়। বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ এবং ভাবি উপযোগিতার সম্ভাবনা প্রভৃতির বিচারমুখেই এই বিভাগ কার্য্যে পরিণত হয়। সাধ্য ও সিদ্ধ বা বিবিৎসা ও বিদ্বৎ প্রণালীতে যে কাযাগত ভেদ আছে, তদ্দ্বারা দুই প্রকার বর্ণ ও আশ্রম নিরূপিত হইয়া থাকে। ভাবি উপযোগিতার সম্ভাবনা-বিচারে শৌক্রপদ্ধতিতে বর্ণনিরূপণ-প্রথা দেশে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; আবার বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ শৌক্রপদ্ধতিকে চিরদিনই পুষ্ট করিয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-লিখিত কবষের কথা, ছান্দোগ্য উপনিষৎ-লিখিত জাবালের কথা অনুশীলন করিলে আমাদের কেবল শৌক্র-পদ্ধতির বিচার স্তব্ধতা লাভ করে। শ্রীমন্মহাভারত, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে উভয় প্রকার প্রণালীনতেই বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগ উল্লিখিত করিয়াছেন। উহা যে একবার মাত্র ত্রেতা-প্রারম্ভে নিরূপিত হইয়া শৌক্র-পদ্ধতিমতে চিরদিন চলিবে এবং মূল প্রয়োজন বিনষ্ট হইয়া মাছিমারা কেরাণীগিরিই অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে —এরূপ কথা সত্যপ্রিয় ভারতীয় হংস জাতি স্বীকার করেন না। কল্পশাস্ত্র, গোভিল-কাত্যায়নাদি গৃহ্যসূত্র-সংকলিত বেদবাণীতে যে অষ্টবর্ষেই ব্রাহ্মণের উপনয়ন-বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সাধ্য, বিবিৎসোপ

বা প্রস্তাবমাত্র। হংস জাতি সকলেই সমান হইলেও যখন গৃহ্যোক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর বিধিগ্রহণ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাঁহারা ও তাঁহাদের অধস্তন ভাবী ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞাবিশিষ্ট বলিয়া প্রত্যাশিত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বা দ্বিজজাতিরই গৃহ্যোক্ত সংস্কার আবশ্যক। যাঁহারা সংস্কার-গ্রহণে অযোগ্য ও অসম্মত, ব্রহ্মজ্ঞ হইতে যাঁহাদের কোন প্রবৃত্তিই দেখা যায় না, তাঁহারা হংসজাতির মধ্যে সংস্কারবর্জ্জিত 'অদ্বিজ' বা 'শৌক্র' অধস্তন মাত্র। দ্বিজেরই গৃহ্যোক্ত বিধি পালনীয়। যাঁহারা পালন করিলেন, তাঁহাদের কুলগত প্রথানুসারে দ্বিজত্ব চলিতেছিল। যে হংস, দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক 'শূদ্র' শব্দে সংজ্ঞিত হইলেন, তাঁহারা নিজ নিজ আলস্যক্রমেই হউক বা বিদ্বেষে বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, স্ব-স্ব-স্বভাবে অবস্থিত থাকায় তাঁহাদের দ্বিজত্ব ঘটে নাই। তাঁহাদের বংশধরগণ যেকালে গৃহ্যোক্ত সংস্কারের পক্ষপাতী হইবেন, তখন তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্ত, স্বভাব বা লক্ষণে পুনরায় পরিদৃষ্ট হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

হংস জাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ, যোগী ও উপাসকের বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ চিরদিনই বর্ত্তমান আছে, থাকিবে এবং ছিল। সনাতনপ্রথা-মতে যখন বর্ণাশ্রম-বিভাগ প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল না, সেই-কালে হংসগণই ভাগবত পরমহংসতা লাভ করিতেন। নিম্নস্তরে কিঞ্চিদ্ভগবদনুশীলনরত যোগনিরত সম্প্রদায়ে ও তদূর্দ্ধস্তরে জ্ঞাননিরত ব্রহ্মজ্ঞ সম্প্রদায়েও পরমহংস দেখা যাইত। কিন্তু বিশ্বব্যাপী হংস-জাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ-ধর্ম্মও যখন ক্রমশঃ বিস্মৃতির অতল জলধি-গর্ভে ভাসিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, তখন নিরীশ্বর নাস্তিক্য-বাদের প্রসার আরম্ভ হইল—শ্রীগুরুদেবের বাক্য বিপর্য্যস্ত হইল, আম্নায়ের বেদের নিরস্তকুহক সত্যের অমর্য্যাদা হংসজাতির কতিপয়ের হৃদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় আচ্ছাদন করিল। তাঁহারা নিজ নিজ অক্ষজ-জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া সত্যের অনাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ একমাত্র হংসজাতি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

নাস্তিক।

'নাস্তিক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে দেখা যায়, নাস্তীতি মতিরস্য সঃ বা নাস্তি পরলোক ঈশ্বরো বেতি মতির্যস্য স এব নাস্তিকঃ, অর্থাৎ যিনি বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন বা যাঁহার মতে ভগবান্ ও পরলোক নাই, সে ব্যক্তিই 'নাস্তিক' শব্দবাচ্য। মনুসংহিতা (২।১১) বলেন :—

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥"

যে সকল দ্বিজ হেতুশাস্ত্র বা তর্ককে আশ্রয়-পূর্ব্বক ধর্ম্মমূল বেদ ও স্মৃতিকে অমান্য করে, সেই সকল বেদনিন্দক 'নাস্তিক' বলিয়া অভিহিত।

প্রত্যক্ষবাদের উপরই তর্কশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং নাস্তিকগণ প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষবাদিগণ বহিঃপ্রজ্ঞা (যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ বা মন) দ্বারা যাহা বিচার করিয়া উঠিতে পারেন, তাহাকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করেন। 'নাস্তিক' বলিতে আমরা সাধারণতঃ বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাক ইহাদিগকেই জানি। কারণ, ইহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। চার্ব্বাকের মতে আত্মা

বা পরকাল নাই। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"—মৃতদেহ পোড়াইলে ছাই হয়, সুতরাং ছাই কি আর জন্মিতে পারে? সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক—এই চারি শ্রেণীর বৌদ্ধকেই নাস্তিক বলিয়াছেন। ইহারা একমাত্র প্রত্যক্ষই স্বীকার করেন। ইহারা আত্মা স্বীকার না করিলেও জন্মপ্রবাহ স্বীকার করেন। চেতনত্ব বা সুখ-দুঃখের অনুভূতিই কষ্টের কারণ। সুতরাং অচিৎ বা চেতনা-রহিত হইয়া যাওয়াই জন্মপ্রবাহরূপ দুঃখ হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় বা নির্ব্বাণরূপ পরম পুরুষার্থ। উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন এই নানাবিধ মতবাদকে খণ্ডন করিয়া বাস্তব সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আবার, জীবকে পরম সত্য হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সূত্রকার ব্যাসদেব স্বয়ংই তাহার এক বিশদ অকৃত্রিম ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। যেখানে সূত্রকর্ত্তা ও ভাষ্যকর্ত্তা একই ব্যক্তি, সেখানে সূত্রের যথার্থ অর্থ বুঝিতে কোনও সন্দেহের কারণ হইতে পারে না। যথা—গারুড়ে

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"
"সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।"

ভাঃ—দ্বাদশে

এই অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপ্রথমেই বেদান্তের ২য় সূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পরম সত্য বাস্তব বস্তুকে ধ্যান করিতেছেন। পরমসত্য নিরস্ত-কুহক অধোক্ষজ বস্তু। অধোক্ষজ বস্তুর অর্থ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানং যেন", অর্থাৎ স্থূলেন্দ্রিয় বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অতীত বস্তুই অধোক্ষজ বস্তু। সুতরাং পরমসত্য বস্তুই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানাতীত বস্তু। এই অধোক্ষজ বস্তুকে যাহারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের দ্বারা মাপিয়া লইতে চাহেন, তাহারাই নাস্তিক। বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপিয়া লইতে যাওয়াই মায়ার ক্রিয়া বা নাস্তিকতা। এই জন্যই বৌদ্ধ নাস্তিক, জৈন নাস্তিক, চার্ব্বাক নাস্তিক; কিন্তু ইহারা ছাড়া আরও অনেক প্রচ্ছন্ন নাস্তিক আছেন। তাহাদের নাস্তিকতা আরও অধিক বেশী। যাহারা বুদ্ধিমান্ ও সত্যানুসন্ধিৎসু, তাহারা এ বিষয়ের নিরপেক্ষ আলোচনা করিবেন। মনোধর্ম্মের বশীভূত হইলে পরমসত্য-নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবেন না। আমরা নিরস্তকুহক পরমসত্যের ধ্যানকারী শ্রীব্যাসদেবের অনুগত জনের একটী পরম উপাদেয় গ্রন্থে এই শ্লোকটী দেখিতে পাই—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ।

বৌদ্ধগণ স্পষ্টভাবে বেদ না মানার জন্য নাস্তিক পদবী লাভ করিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদিগণ বেদকে আশ্রয় করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে নাস্তিক হইয়াছেন। যথা পাদ্মোত্তর খণ্ডে ২৫ অঃ ৭ম শ্লোক:—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

ঐ—৬২।২৩১ শ্লোক—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

বরাহে—

"এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠে বলিয়াছেন—

"আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥"

শঙ্করাবতার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য অক্ষজ জ্ঞান-বাদিদিগকে প্রতারিত করিবার জন্যই স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় অধোক্ষজ শ্রীভগবানের আদেশে বেদ-বিরুদ্ধ কল্পিত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। অক্ষজ-বাদিগণ বুঝিয়া বুঝিতে পারেন না যে, অধোক্ষজ বা বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপা যায় না। অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত বিচার প্রযুক্ত হইতে পারে না। এইজন্যই বেদ পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—

"নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া" "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ" ইত্যাদি। বিচার জড়ীয়, বিচার যখন ইহজগতের বস্তুরই সকল সময় যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না, তখন অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিবে কি প্রকারে? ইষ্টক খণ্ড পর্ব্বতের সহিত সংঘর্ষ করিতে গেলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু তদাশ্রয়া বুদ্ধি বা ভগবৎকৃপা বলেই ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞান সম্ভবপর।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ,"
"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়ং
প্রসাদ লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"
"তথৈব তত্ত্ব বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ,"
"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"

সূর্য্যালোকেই সূর্য্যদর্শন সম্ভব, বৈদ্যুতিক আলোক যতই প্রখর শক্তিসম্পন্ন হউক না কেন, সূর্য্য-দর্শন করাইতে পারে না। মায়াবাদ আর কিছুই নহে—প্রত্যক্ষবাদের চরম পরিণতি মাত্র। মায়াবাদী প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিচার করিয়া দেখিলেন, জগতের বস্তুমাত্রই নাম-রূপাত্মক বা বৈচিত্র্যময়। সুতরাং ব্রহ্ম বা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু নিশ্চয়ই জড়-বিপরীত বস্তু হইবেন অর্থাৎ নামরূপবিহীন নিরাকার নির্ব্বিশেষ মাত্র। জগতের বস্তুতে ভেদ বর্ত্তমান, সুতরাং ব্রহ্ম জড়-বিপরীত স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত। ইহাই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের দ্বারা পরম সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলেই কোনও না কোনও মতবাদে প্রবেশ করিতে হইবে। হয় চার্ব্বাকাদির ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ স্থূলদেহকেই যথাসর্ব্বস্ব সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবে ও তদ্বিচারমূলে নানা-বিধ যুক্তি প্রদর্শন করিবে, নতুবা পূর্ণশক্তিমান শ্রীভগবানের চিৎশক্তি অস্বীকার করিয়া জড়বিলক্ষণ নির্ব্বিশেষ-বাদ স্থাপন করিবে। এইজন্যই শ্রুতি বলেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

অর্থাৎ কেহ অবিদ্যা বা বেদ না মানিয়া অন্ধতমে প্রবিষ্ট হইতেছে, আবার কেহ অতিবিদ্যার জালে পড়িয়া মায়াতে প্রবিষ্ট হইতেছে। মায়াবাদ বেদ বিরুদ্ধ। কারণ বেদ ব্রহ্মের পরিচয়ে বলিতেছেন—

"পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ।"

এই বাক্যে শক্তির বৈচিত্র্য এবং "নিত্যো নিত্যানাং" চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্' এই বাক্যদ্বারা নিত্য-বস্তুর নানাত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই বাক্যদ্বারা

ঈশ্বরের অপাদান করণ ও অধিকরণ কারকত্ব বিচারিত হইয়াছে। যাহা বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী, তাহাই মহাবাক্য। স্তবনীয় পরমব্রহ্মের অবতার-স্বরূপ প্রণবই মহাবাক্য, কারণ তাহা বেদের সর্ব্ব-দেশ-ব্যাপক। "তত্ত্বমস্যাদি" বাক্য প্রাদেশিক; "অপাণিপাদ" শ্রুতি প্রাকৃত চরণাদিকেই নিষেধ করিয়াছেন।

"অপাণিপাদ" শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণিচরণ।
পুনঃ কহে, শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ।"

শ্রীচৈঃ চঃ

সুতরাং পূর্ণশক্তিসম্পন্ন ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিক্রমে তাঁহাতে যুগপৎ সমস্ত বিরোধী গুণ সকল থাকিতে পারে। তিনি যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। তাঁহাতে বিভুত্ব ও অণুত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা ও নরভাবতা, নির্লেপতা ও ভক্ত-কৃপালুতা প্রভৃতি অসংখ্য পরস্পর বিরোধি গুণ সকল একই সময়ে অতি সুন্দরভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে। ইহাই ভগবানের পূর্ণশক্তিমত্তার ও ভগবত্তার পরিচায়ক। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ বা আংশিক পরমাত্মস্বরূপ ভগবানেই ক্রোড়ীভূত। এই অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব ভগবানে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার কৃপা না পাইলে আর বুঝা যায় না। এই জন্যই শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের বাণী—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

যাঁহারা একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন, তাঁহারাই মায়াবাদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভগবানের কৃপা-বলে অধোক্ষজ-স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন। যেখানে প্রপত্তির অভাব বা 'নিজে বিচার দ্বারা অধোক্ষজ বস্তু বুঝিয়া লইব' এইরূপ নিজের কর্ত্তৃত্ব ও অহমিকা, সেখানেই পরম সাধ্য বস্তুর গুরুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজের অণুত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে—সেখানেই ভগবানে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা। সুতরাং —

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।"

শ্রীমদ্ভাগবত

অধোক্ষজ বস্তুতে প্রপত্তি, ভক্তি বা অব্যবহিত সেবাই আস্তিকতা বা জীবের পরম ধর্ম্ম।

প্রজল্প।

ভক্তিবিনাশক ষড়্‌দোষের প্রথম দোষ 'অত্যাহার' ও দ্বিতীয় দোষ 'প্রয়াস' পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে তৃতীয় দোষ 'প্রজল্প' সম্বন্ধে আলোচনা। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত সজ্জন বৈষ্ণবের ষড়্‌বিংশতি লক্ষণের অন্যতম গুণ এই যে তিনি মৌনী। তিনি বাক্‌শক্তির অপব্যবহার করিয়া জগতে নানা মতবাদের প্রবর্ত্তন করেন না। তিনি সংযতবাক্‌, জিতেন্দ্রিয়। বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে 'বাক্‌' এর উদ্বেগ সর্ব্বপ্রথমে। তাহাকে বশে না রাখিতে পারিলে ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিতে হয়। অদান্ত-গো বা অজিত-ইন্দ্রিয় আমাদিগকে মায়া-রাজ্যের অন্ধতামিস্রে প্রবেশ করাইয়া ভক্তির আলোক হইতে বঞ্চিত করে। বাক্যের বেগ প্রথমেই ভক্তিপথে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আমাদিগকে যথার্থ গোস্বামী বা জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের সেবা করিতে দেয় না। তাই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ "বাচোবেগ"কে ষড়্‌-বেগের প্রথমেই স্থান দিয়াছেন। বাক্যবেগ

প্রশমিত না হইলে ভক্তিমার্গে নিষ্ঠারই উদয় হয় নাই জানিতে হইবে! এই বাক্যবেগেরই নামান্তর প্রজল্প।

সজ্জন মৌনী॥ এই নিমিত্ত কেহ কেহ কৃত্রিমভাবে সজ্জনের এই লক্ষণোপেত গুণের সাধনে কিছুকাল যাপন করিয়া বাক্যবেগ প্রশমিত করিতে না পারিয়া তাহার তাড়নায় রাত্রিন্দিব নির্যাতন-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। তাঁহারা আদৌ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবেন না—এই ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক মানবকে যে ভগবান্‌ একটী বিশেষ দান করিয়াছেন, তাহার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া ফল্গু বৈরাগ্যের আবাহন করিয়া বসেন। ভগবৎ সেবার উপকরণগুলিকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে বর্জ্জন করিলে যথার্থ সজ্জন হওয়া যায় না। তবে শ্রীমদ্ভাগবত "মৌনী" শব্দের যথার্থ অর্থ কি বলিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। যিনি অযথা বাক্য প্রয়োগ করেন না, তিনিই মৌনী। সজ্জন ভগবৎ-সেবক, ভগবৎ-সেবাকল্পে তিনি যে বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহাতে তাঁহার মৌন-ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না। মৌনব্রতের খাতিরে কীর্ত্তন-ত্যাগ শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ নহে। শ্রবণ-কীর্ত্তনই ভক্তিসাধনের মূল—এ বিষয় সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে বিশেষ আদর পাইয়াছে। গৌড়ীয়াচার্য্য গোস্বামিবর্গ কীর্ত্তনকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, তবে কি কীর্ত্তন করিতে হইবে—তাহার জন্য শ্রবণের প্রয়োজন। কীর্ত্তন হইতে বিরত হওয়া জীবে দয়ার অভাবমাত্র, এরূপ নিষ্ঠুরতা কখনও সজ্জনের লক্ষণ হইতে পারে না। বাক্‌-শক্তির অপব্যবহার করিয়া মানবকে উদ্বেগ ও সাধু মহাত্মার আচরণে দোষারোপে মৌনভঙ্গ হয়, পরন্তু হরি-সেবাকল্পে ও কীর্ত্তনমুখে যে ভক্তির অনুকূল বাক্য-ব্যবহার ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের যে উপদেশ-প্রদান তাহাতে মৌনব্রত অটুট থাকে।

'প্রজল্প' অর্থে বৃথা বাক্য ব্যয়। যে কথা-ব্যবহারদ্বারা হরিসেবা সাধিত হয় না, তাহার বর্জ্জনই প্রজল্পত্যাগ। এই প্রজল্পত্যাগ বা বাক্‌ সংযম সাধুসঙ্গে অনায়াস-লব্ধ। দুঃসঙ্গে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার কথাই কর্ণরন্ধ্রদ্বারে আমাদের অন্তঃকরণে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাতে প্রজল্প উত্তরোত্তর প্রশ্রয় পাইয়া হরিকথার অবসর রাখে না। এইরূপে ভক্তিবিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সৎসঙ্গে আস্থাবান্‌ হইবার জন্য উপদেশ, যেহেতু সাধুগণ তাঁহাদের উক্তিদ্বারা আমাদের হৃদয়স্থ দুর্ব্বাসনা-গ্রন্থিনিচয় কৃপা করিয়া ছেদন করিয়া দেন, তাহাতেই আমাদের মঙ্গল।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্‌।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

সাধুসঙ্গে জড় বিষয়-কথার অবতারণা নাই। তাঁহারা নিরন্তর হরিকথামোদে কালক্ষেপ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ দ্বারা ভগবৎ-কথারই আলোচনা হয়। তাহাতে আমাদের হৃদয় ও কর্ণ যথার্থ আনন্দ লাভ করে, আর বিষয়-কথায় রুচি হয় না। সেই কথা শ্রবণ ও আলোচনা করিতে করিতে শীঘ্রই সংসার-নিবৃত্তির পথে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি হয়।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি

শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

এই ভাবেই আমাদের প্রজল্প-দোষের অবসান হইলে আমরা নিত্য মঙ্গলের পথ খুঁজিয়া পাই।

সৎসঙ্গে যেরূপ আমাদের বাক্‌সংযম শিক্ষা হয়, অসৎসঙ্গে ঠিক তার বিপরীত ফল প্রসব করে। তাহার ফলে আমাদের অন্যান্য সদ্‌গুণের সহিত মৌন-ধর্ম্মেরও লোপ-সাধন হয়। বিষয়ের নামান্তর যোষিৎ। ভোগাকাঙ্ক্ষা হরিসেবা-বিমুখ চেষ্টাই ভোগ বা বিষয়-গ্রহণ বিষয়ীর সঙ্গক্রমে বিষয় কথাই প্রাধান্য লাভ করে। জননী-সঙ্গ, ভগিনী ও দুহিতার সঙ্গ এবং পত্নীসঙ্গ পুরুষা-ভিমানীর উত্তরোত্তর স্ত্রীসঙ্গ। স্ত্রীসঙ্গী বলিতে পুত্র, ভ্রাতা, পিতা ও পতি বুঝায়। স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গে স্ত্রী-বিষয়েরই জল্পনা হইয়া আমাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত পদেপদে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু চ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ॥

তাহারা মূঢ়,অশান্ত, তাহাদের অবস্থা শোচনীয় কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গক্রমে কৃষ্ণবিদ্বেষ ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষও আমাদের আলোচ্য তত্ত্ব হইয়া আমা-দিগকে ঘোরতর নরকে পাতিত করে। বিষয়-কথা স্ত্রীবিষয় জল্পনাকে, মূল কথা, কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর সকল কথাকেই গ্রাম্য কথা বলে; ভগবদ্ভক্তি-সাধনেচ্ছু ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে গ্রাম্যকথা বর্জ্জন করিবেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদচূড়ামণি শ্রীল জগদানন্দ ঠাকুর তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে উচ্চকণ্ঠে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—"গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে,না শুনিবে কানে।" যাঁহারা এখনও নিরপেক্ষ ভক্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের কিছু কিছু লৌকিক ব্যবহার আছে। তাহার অপেক্ষায় বহির্ম্মুখ লোকের সহিত কিছু কিছু ক্রিয়া থাকিতে পারে। তদুপলক্ষে তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে হয়। তবে সাবধান থাকিতে হইবে যে, কৃষ্ণসেবার অনুকূলে যে পর্য্যন্ত আলাপ অবশ্য করণীয়, তাহাই করিতে হইবে। অনর্থক তাহাদিগের সহিত বাগাড়ম্বর জমকাইয়া কুটুম্বিতা করিবার আবশ্যকতা নাই, তাহা করিলেই প্রজল্প আসিয়া গেল, তাহা বর্জ্জন না করিলে হরিভক্তি ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকিবে। আর সাধনমার্গে প্রবৃত্ত, মহাশয় ব্যক্তিগণও পরস্পর মিলিত হইলে খুব সতর্ক হইবেন, যেন কেবল হরিকথা ও কৃষ্ণসেবার উপযোগী আবশ্যকীয় কথা ব্যতীত অন্য কথা না হয়—স্ব স্ব গৃহের কুটুম্বগণের কথা, পরিহাস কৌতুক প্রভৃতি অনাবশ্যক কথা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবার জন্য সাবধান থাকিতে হইবে। মূল কথা, অবিশ্রান্ত হরিকীর্ত্তন ও শ্রবণই প্রজল্প রোগের একমাত্র ঔষধ।

অনেক সময় সাবধানতা অবলম্বন করিলেই অতর্কিতভাবে,মিথোভাষণের মুখে বা ইষ্টগোষ্ঠীর ছলে অবান্তর কথা আসিয়া সভা অধিকার করিয়া বসিবার আয়োজন করে। তখন অন্য কর্ত্তব্য এই যে, কোন সাধকবিশেষের তাহা লক্ষীকৃত হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন যে প্রজল্প আসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং তাহাকে সমবেত চেষ্টায় বিদায় দিতে হইবে। এই নিমিত্তই সঙ্গ করিতে

গেলে বা ইষ্টগোষ্ঠীকালে উন্নত-অধিকারের ভক্ত-সঙ্গ একান্ত আবশ্যক। তিনি কদাচ প্রজল্পকে প্রশ্রয় দেন না। তাহার সমক্ষে প্রজল্পের আধিপত্যবিস্তার-সম্ভাবনা নাই। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "সজাতিয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।"

তবে প্রচারের মুখে লোকের সহজ-বোধগম্য হইবে বলিয়া সময়ে সময়ে পরমার্থতত্ত্ব-বক্তা বা লেখক মধ্যে মধ্যে যে লৌকিক উদাহরণ দেন বা ব্যঙ্গচ্ছলে অসদাচারের ঘৃণ্যত্ব লোকচক্ষে প্রতিভাত করিয়া তাহার বর্জ্জনের উপদেশ দেন ও তৎকল্পে সহায়তা করেন, তাহাকে প্রজল্প বলিয়া মনে করিয়া বা লোককে পরমার্থকথায় প্রণোদিত করিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত ভদ্রালাপে বা প্ররোচনা-মুখে কিছু কিছু অন্য কথার অবতারণা দেখিয়া সাধুকে প্রজল্প-দোষদুষ্ট-জ্ঞানে উপেক্ষা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হইয়া যায়। দর্শক বা সমালোচক যেন এইটী সর্ব্বদা স্মরণ-পথারূঢ় রাখিতে যত্ন করেন।

ভবঘুরের উক্তি।

নাঃ, আর হোয়ে উঠ্‌ল না, ভায়া। ভবঘুরে-গিরি আর পুষিয়ে উঠ্‌চে না। হয় রদ্দুরে চার-দিক্ খাঁ খাঁ কর্‌ছে, নয়ত ঝম্‌ঝমে বর্ষা। অন্ততঃ মাস দুই, ভাই, আমাকে খবর-খানা থেকে রেহাই দিতে হ'বে। এখন কইতে গেলে আমার কথাই কইতে হয়। আমি যে তোমাদের এখানে আসি যাই, আর অন্য অন্য জায়গায় ঘুরি, তা'তে ভাই আমার মন দুটো ভাবে আমাকে ভাগাভাগি করেছে। এখনও ভাই, বল্‌লে রাগ কোরো না, এখনও তোমাদের টানটার তত জোর দেখ্‌ছি না, ঐ আর পাঁচ জনের টানেই আমায় চরিয়ে নিয়ে ব্যাড়াচ্ছে। তোমরা বল, একেবারে সকলের সঙ্গ ছেড়ে তোমাদের সঙ্গে মিশ্‌তে, সেইটেই পেরে উঠ্‌ছিনা, আর তাতেই সব সংসারী লোকের ভাবটাই যেন কি হাতে জিত্‌ছে। তোমাদের একটা কথা মত বল্‌ব মনে কোরে তোড় জোড় কর্‌তে গিয়ে দেখি, ঐ ওদের সঙ্গে ভাবটাই বজায় হোয়েছে, আর তোমাদের কথাটা হার মেনে আড়ালে দাঁড়িয়ে ভ্যাবাচাকা মেরে আছে। এ সেই দু'ভায়ের ভাগাভাগির মত হোয়ে যাচ্ছে। দুই ছিল ভাই, বড়টার ছিল, বউ। বউটী বড় খল। ছোট ভাইটী বোকা। সে সংসারের কিছু জানে না। বিয়ে হবার কিছুদিন পরেই বউ বোয়ের যা কর্ম্ম, তাই কর্‌বার যত্ন আরম্ভ কোরে দিলে। গরু ঘর চাষ সব ভাগাভাগি হওয়া চাই। ক্রমে ক্রমে ভাগ আরম্ভ হোল। আগে ভাগ হোল ঘর। বউ বল্‌লে—ঘরের ওপরটা ছোটর, নীচেটা বড়র। ছোট বল্‌লে—আচ্ছা। সেই রাত্রেই জল, ছোট মটকার ওপরে থেকে ভিজে হাপুস, ওরা বেশ ঘরে আরামে রইল। সকালে উঠেই ছোটকে বল্‌ছে—ঠাকুরপো, তোমার ভাগটা ভাল কোরে সারাও, নইলে ভাল হবে না বল্‌ছি। সে বেচারা খড় দড়ি যোগাড় কোরে অনেক কষ্টে ঘর টর সেরে বল্‌ছে—বাবা, আচ্ছা ঠকিছি, এবারে আর কিছুরই ওপরটা নিচ্ছি নে। তার পরদিনে ধান কাটার পালা। সে সকালে ক্ষেতে গিয়ে বল্‌ছে—

এবার আর ঠক্‌চি নে দাদা, এবার আমি নীচেটা নোব। দাদা বল্‌ছে—আচ্ছা ভাই, তাই নাও। ধান কেটে বড় ভাই ধান নিয়ে গেল, ছোট ভায়ের রইল খড়। আর সকলে তাকে বোকা বলে' ঠাট্টা করতে লাগল। তখন সে বুঝ্‌লে ধানের গোড়া নিয়ে ঠকেছে। তার পর দিন আগের ভাগ' সে সকালেই বল্‌ছে—ভাই, আজ আমি গোড়া নোব না, ডগা নোব। আচ্ছা, বেশ। বড় আক মেড়ে গুড় করলে, ছোটর ডগায় কিছুই হোল না! এবার ছোট ভারি চটেছে, মনে মনে ঠাওরালে, এখন কিছুতেই ডগা নেবে না। এবার খেজুর গাছ ভাগ। গাছ কাটা হবে না, তবে রসের জন্যে চাঁচা হ'বে। ছোট মনে করলে, গোড়ার দিকটা নিলে গাছে না উঠেই চাঁচা হবে। দাদা, আমি গোড়া নোব, এবার ডগা নোব না। আচ্ছা ভাই, তাই নাও। বড় ভাই ডগা চেঁচে ভাঁড় বেঁধে রস পেতে লাগ্‌ল, ছোট কিছুই পেলে না। সে ভারি বিরক্ত হোল। সে বল্লে—এবার আলু ভাগ হবে, আমি ডগা নোব। তাই, তাই। তোর ডগা কেটে নিয়ে যা। সে একেবারে গোড়া হাপসে সব শাক কেটে নিলে। বড় মাটী খুঁড়ে আলুর কাঁড়ি করে ফেললে। ছোট রেগে বল্লে—হেলে গরু ভাগ হোক্, আমি গরুর পেছনটা নোব। বড় বল্লে—বেশ, আচ্ছা; তোর ভাগে গোবর-চনা পড়চে, সাফ কর্। আর সে গরুর কাঁধে জোয়াল দিয়ে ভুঁই চষ্‌তে লাগল। তখন ছোটর খটকা ভাঙ্‌ল, বল্লে—এবার গাই ভাগ হোক্, আমি সাম্‌নেটা নোব। বেশ ভাল কথা। তাই খাইয়ে গরু বাঁচিয়ে রাখ। জাব দে জল দে। পেছনের ভাগের দুধটুকু সব বড় আর বউ খায়। এই দেখে শুনে ছোট দেশ ছেড়ে বেরিয়ে গ্যাল।" আমারও দশা ঐ ছোটর মত হোয়েছে, ভাই! তোমাদের এখান থেকে শুনে গেলুম—সাধুসঙ্গ করতে হ'বে। শুনলুম, অমুক জায়গায় দুহাত ভুঁড়িওয়ালা এক সাধু এসেছে, জুটে গেলুম তা'র সঙ্গে। কল্‌কে টানা আর সাজা, বেশ চালান গেল। কিছুদিন পরে মনে হোল, এ সাধুসঙ্গে আমার উপকারটা হোল কি! তার পর শুনলুম, কৃষ্ণের সংসার কর্ত্তে হ'বে। আচ্ছা বেশ—নিয়ে ধং দোর কোরে বোলে রাখলুম এ কৃষ্ণের সংসার। ছেলে পিলে হোল। কেউ একটা কুটোটি নিলে বলি —এই কৃষ্ণের সংসারের কিছু নিও না। সাধু-বৈষ্ণবের সেবার জন্যে কিছু দেওয়া দরকার হোলে বলুম—এই কৃষ্ণের সংসারের জিনিষ দেই কি কোরে? - বোলে বোয়ের জন্যে ব্লাউজ, আর ছেলের জন্যে ট্রাইসিকল কিনে আনলুম, আর তাদের গাছে কুমড়ো দেখে বল্লুম—এই দাও, আমার কৃষ্ণের সংসারে লাগবে। তার পর যখন চমক্ ভাঙ্‌ল, দেখলুম—এ কি রকম কৃষ্ণের সংসার, এতো দেখি নিজের সংসারের চেয়ে বেশী। তার পর শুনলুম, কৃষ্ণের প্রসাদ পেলে মঙ্গল হয়। আচ্ছা বেশ। তোমাদের এখানে উৎসবে হাজির—দাও মালপো, দাও মতিচুর, দাও বাগবাজারের রসগোল্লা, দাও বৌবাজারের সন্দেশ! এই রকম যেখানে উৎসব শুনি, প্রসাদে রুচি হোয়েছে বোলে ছুটি। তারপর বুঝলুম, ও রকমে প্রসাদে বিশ্বাস হয় না। তারপর শুনলুম, নিরন্তর নাম করতে হয়। আচ্ছা, উঠ্‌লুম মহারাজের ঠাকুর বাড়ীতে, রাত্রিদিন মালা হাতে, চল্‌ছে

রাজা-উজীর-মারা কত কি! আর নিশ্চিন্ত দুই বেলা চমৎকার প্রসাদ! আবার তোমাদের এখানে এসে শুনি, শুতে হবে না। ছেড়ে দিলুম। আবার যদি বল, সংসার ছেড়ে দাও, তাতেও আছি, ভাই, যদি সংসারটা ভালরকম রীতিমত জোটে, তোমরা সব আমার খাতির কর। কিন্তু ভাই, নজর থাকবে আমার এখনও যাতে, তখনও তাতে। আমি যা করতে চাই, তাতেই ঠকি, তাতেই গোল! আমি যদি যাই প্রচারে, নজর—তাঁরা কি রকম আহারের জোগাড়টা করেন। আরও আমার কত বিদ্যা আছে।—সববিদ্যা আর কি তোমাকে বলুম যে ভাই? সময় সময় মাথা ঠাণ্ডা কোরে দেখি, আমি যা করতে গেলুম, তাতেই ভোগ, আমার দ্বারা সেবা আর হোল না। বোধ হয়, হবেই না! তবে যদি তোমরা বোলে কয়ে ঠাকুর মশায়ের একটু কৃপা পাইয়ে দিতে পার, তবেই যদি সুরাহা, নইলে আমার কোন আশা নেই! তাই বলি, ভাই, নিজের ধান্দাই মেটাতে পাচ্ছি না, আর পরের খবর কি আনব! মনটা সুস্থির হোক্,রোদ জল কি আমি মানি? তা' যদি না হ'বে, আমি ভবঘুরে নাম ধোরেছি কেন? যাই হোক্, ভাই, এখন আসি, দণ্ডবৎ। পরমহংস ঠাকুরের চরণে কোটী কোটী দণ্ডবৎ। কিন্তু এততেও কিছু হোচ্ছে না। মনের গাঁটটা কেটে দিতে পার?

শ্রীগুরুদেব

হৃদয়-দুয়ারে আখ রে চাহিয়া
কে বুঝি উঁকিটী মারিছে।
হিয়া-অন্তঃস্থলে আলোক ঝলকে
অন্ধতম বুঝি সরিছে॥
দেরে দেরে আরো কবাট উথাড়ি
মোহ-অন্ধকার ঘুচিবে
চিৎ-আলোকের আভাটী লাগিয়া
জড়ের কালিমা মুছিবে
দেরে দেরে হৃদে আসন পাতিয়া
যান্ জ্যোতিঃ বসিবে
উজলিবে তোর প্রাণ মন চিত
আঁধার আর না পশিবে॥
সেবার আলোকে বিশ্বটী ভাসিবে,
স্বরূপে দেখিবি সবারে।
ভেদিয়া জড়ের ভোগ আবরণ
ফুটিয়া তুলিবে সেবারে॥
অচিৎ দর্শন ঘুচিবে তখন
সেবার নয়ন ফুটিলে।
চিৎ-উদ্ভাসিত জগতে পশিবি
মায়িক বন্ধন টুটিলে॥
স্থূল-লিঙ্গদেহ ছাড়িবে বিক্রম
নিরমল আত্মা স্ফুরিবে।
সদা চিদানন্দে মগন থাকিয়া
জড় নিরানন্দ দুষিবে॥
স্থাবর জঙ্গমে ফিরালে নয়ন
ইষ্টদেব-মূর্ত্তি লখিবি।
সকলি করিবে কৃষ্ণ-উদ্দীপন
বনে বৃন্দাবন দেখিবি।

নদী-দরশনে কালিন্দী মানবি
ভাতিবে শৈলে গোবর্দ্ধন।
বিগ্রহ দেখিয়া স্ফুরিবে নয়নে
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
লোকের অপেক্ষা কিছু না রাখিবি
নাম-রস সদা পিয়বি।
হরিরসমদিরামদাতিমত্ত
হইয়ে ভূমে লুটায়বি॥
কীর্ত্তন-রসেতে হইয়া বিভোর
করিবি উদ্দণ্ড নর্ত্তন।
বাতুল বলিয়া লোকে উপেক্ষিবে,
লাজ ভয় মান কর্ত্তন।
বৃন্দাবন-জ্ঞানে নবদ্বীপে বসি
মাধুকরি করি খাইবি।
ঘরে ঘরে বুঝি নাম বিলায়বি
সদা পদরজ লইবি॥
আটটী প্রহর লীলার স্মরণ
নিষ্কপট চিতে করিবি।
অপ্রাকৃত রসে মগন থাকিয়া
প্রাকৃত কামে না ডরিবি॥
গৌর-নিত্যানন্দে নিত্য প্রভু জানি
দুঁহু ভক্তে সদা পূজিবি।
শ্রীরূপচরণে সদা রত থাকি
রাধাকৃষ্ণ-সেবা ভজিবি॥
নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন
ব্রজগোপীভাবে মজিবি।
জড় দেহে নারী-বেশে সখীভেকী
তাহারে যতনে ত্যজিবি॥
গৌরকৃষ্ণ দুঁহে অভেদ জানিয়া
যথাযোগ্যভাবে সেবিবি।
ঔদার্য্য-মাধুর্য্য নিত্য লীলা-ভেদ,
গৌরে নাগর না ভাবিবি॥
কেবা উঁকি দেয় হৃদয়-দুয়ারে
জ্যোতিষ্মান্ কে বট উনি?
শ্রীগুরুরূপেতে আপনি উদয়
বার্ষভানবী শাস্ত্রে শুনি॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের কতিপয় ভক্ত ত্রিপুরা জেলায় বোয়ালিয়া গ্রামে প্রচারে গিয়াছিলেন। তথায় প্রচারসূত্রে জনৈক শিষ্য-ব্যবসায়ী ভূতক পাঠক জাতি-গোসাইর সহিত সাক্ষাৎকার হয়। শিষ্যকে অভিশাপের ভয় দেখাইযা তাহার পরিশ্রমলব্ধ অর্থ স্বীয় ভোগের যন্ত্র স্ত্রী-পুত্রের ভোগ-বিলাসে ব্যয় করিবার জন্য বার্ষিকী আদায় এবং বংশানুক্রমে তাহাকে শূদ্রজ্ঞানে শূদ্রদীক্ষা প্রদান প্রভৃতি বেদাধ্যয়ন-বহির্ভূত ক্রিয়া দ্বারা তাদৃশ ব্রাহ্মণব্রুবগণ যে শ্রীমহাপ্রভুর এবং শাস্ত্র ও সদাচার-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন, প্রচারকগণ তাহা বুঝাইয়া দিলে, সেই জাতিগোসাই বৃথা আস্ফালন করিতে করিতে স্থান ত্যাগ করেন। পরে জানা গিয়াছে, তিনি কোলদ্বীপবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ পেশাদার পাঠকের আত্মীয়। এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে, যে দিন এই সব ব্যবসায়ীর অর্থশোষণ-বৃত্তি জনসাধারণ শীঘ্রই ধরিয়া ফেলিবে।

বৃন্দাবন হইতে পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় সহযোগী আনন্দবাজার পত্রিকায় "শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস-ভ্রমোচ্ছেদন" শীর্ষক

ক্রম-প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহে অনুবাদসহ শ্রীসনাতন গোস্বামীর "দিগ্‌দর্শিনী" নাম্নী টীকা প্রকাশ করিয়া যে কোন কুলে উৎপন্ন দীক্ষিত বৈষ্ণবের বিপ্রত্ব এবং তাঁহার শালগ্রামপূজার যোগ্যতায় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক ঔদার্য্য ও নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহা গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় ষড় গোস্বামীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগেরই পরিচয়। এই সুযোগে আমরা সহযোগীকেও আন্তরিক সহানুভূতি ও অভিনন্দন জানাইতেছি। এইরূপ প্রবন্ধ জগতে যতই প্রচারিত হইবে, ততই পরমার্থ-লিপ্সু জীবের মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই।

গত সপ্তাহে শ্যামবাজার মোহনলাল ষ্ট্রীট নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌তীর্থ মহোদয় শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়া সকলকেই পরমানন্দিত করিয়াছেন। পাঠান্তে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন- চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাবাবেশে উদ্দণ্ড নর্ত্তন-দর্শনে ক্রকণ বালকগণও পরম হর্ষভরে বাহু তুলিয়া হরি বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল।

তৎপর কলিকাতা ইটালী নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভবনেও তীর্থ-মহারাজ শ্রীচরিতামৃত পাঠ করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও অন্তে কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ের আদর আপ্যায়নে এবং গৌড়ীয় মঠে গ্রন্থসাহায্য-প্রতিশ্রুতি শ্রবণে উপস্থিত শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় প্রচারকবর্গ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রবোধবাবুর এতাদৃশী সদ্ব্যয়-চেষ্টা ও বিদ্যোৎসাহিতা বঙ্গের অন্যান্য বিত্তশালীগণের আদর্শ হউক, আমাদের এই বিনীত নিবেদন।

একদিন পরে পুনরায় শ্রীমদ্‌তীর্থস্বামী মহোদয় কলিকাতা বেনিয়াটোলা লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরিদাস বনচারী মহোদয় বালেশ্বর জেলায় শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি সুনহট্ট গ্রামে স্থানীয় ভক্তিপিপাসুগণের আহূত এক বৃহৎ সভায় 'সম্বন্ধতত্ত্ব' বিষয়ে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাগত বহু শ্রোতাকে চমৎকৃত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত যশোদাদুলালদাস অধিকারী প্রভৃতি শুদ্ধ-ভক্তগণের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

ভারতীয়

বাঙ্গলায় ডাকাতি

গত ১৯শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টী ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান, হুগলী, দিনাজপুর ও ঢাকায় একটী করিয়া, হাওড়া, মেদিনীপুর, বগুড়া ও ময়মনসিংহে ২টী করিয়া, রাজসাহী, রংপুর ও ত্রিপুরায় ৩টী করিয়া এবং ২৪ পরগণায় ৪টী ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নূতন আইন সম্বন্ধে আলোচনা

গত মঙ্গলবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নূতন বিল সম্বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রী এবং ভাইসচান্সেলারের মধ্যে যে চিঠিপত্র আদানপ্রদান হইয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচন

হইবার কথা ছিল। প্রথমেই শ্রীযুত কামিনীকুমার চন্দ বলেন যে এই নূতন বিল সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটি নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহাতে আসামের কোন লোক নাই। কাজেই এই কমিটীতে আসামের প্রতিনিধিগণকেও লইবার ব্যবস্থা করা হউক। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত চন্দের এই মতের সমর্থন করিয়া একটী সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উহা পাশ হইয়া যায়। শ্রীযুত চন্দ তাহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আসাম গবর্ণমেণ্ট এই নূতন বিলের বিরোধী।

অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙ্গিবার চেষ্টা

গত মঙ্গলবার কলিকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারের অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভটী ভাঙ্গিবার জন্য দার্জ্জিলিংএর বিখ্যাত জননায়ক শ্রীযুত দলবাহাদুর গিরির ভাগিনেয় শ্রীযুত লছমন গিরি একহাতে জাতীয় পতাকা ও অপর হস্তে একটা হাতুড়ি লইয়া উপস্থিত হন। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। শ্রীযুত লছমন গিরির বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। মাতৃভূমির সেবায় এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে তিনবার কারা যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রথমে বিলাতী মদের দোকানে পিকেটীং করিতে যাইয়া তাঁহার একবার জেল হয়। দ্বিতীয়বার বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-রাষ্ট্রীয়সমিতির আফিস হইতে গ্রেপ্তার হইয়া কারারুদ্ধ হন। তৃতীয়বার দার্জ্জিলিং-কংগ্রেস কমিটির তরফ হইতে মুষ্টি ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গত ৩রা মার্চ্চ তিনি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

রয়েল সার্ভিস কমিশন

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ রয়েল সার্ভিস কমিশনে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতির—লর্ড লি, সদস্য—সার রেজিনাল্ড ক্র্যাডক, সার সাইরিল জ্যাকশন, সার চিমনলাল শীতলবাদ, সার মহম্মদ হবিবুল্লা সাহেব, রায় বাহাদুর পণ্ডিত হরিকিষন কাউল, মিঃ ডি, পেরী টি, মিষ্টার ভুপেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক আর কুপলাণ্ড।

বকরইদে গো-হত্যা নিবারণের চেষ্টা

প্রকাশ যে কংগ্রেসের সম্পাদক ডাক্তার আনসারী ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর চেষ্টায় এলাহাবাদে ২৮শে জুন তারিখে ভারতের সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের এক বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে। আগামী বকরইদের সময় কি করা হইবে এবং কি করিয়া গো-হত্যা নিবারণ করা যায়, উক্ত বৈঠকে তাহার আলোচনা

শ্রীযুক্ত সপ্রুর বিলাত যাত্রা

ন্যাশন্যাল লিবারেল ফেডারেশনের তরফ হইতে আন্দোলন চালাইবার জন্য সার তেজ বাহাদুর সপ্রুকে বিলাতে প্রেরণ করা হইবে। পার্লামেণ্টে লবণ-শুল্ক সম্বন্ধে আলোচনার সময় তাঁহার উপস্থিতিতেও বিশেষ কাজ হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি

আগামী কংগ্রেসর সভাপতির জন্য বোম্বাই

কংগ্রেস কমিটী নিম্নলিখিত নেতাগণের নাম করিয়াছেন—মৌলনা মহম্মদ আলী, শ্রীযুত দেশপাণ্ডে, শ্রীযুত রাজগোপালাচারী; শ্রীযুত কেলকার এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তারপর মুল্শী সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে অনুমোদন করিয়া, অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য এবং তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের ব্যবস্থা জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়

শ্রীযুত গান্ধীর স্বাস্থ্য

কমশঃ ভাল হইতেছেন

এসোসিয়েটেড প্রেস খোঁজ লইয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীযুত গান্ধীর স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার শরীরের ওজনও একটু বাড়িয়াছে। তিনি প্রত্যহ তিন চার ঘণ্টা চরকা কাটিতেছেন, এবং সামান্য শারিরীক ব্যায়াম স্বরূপ সামান্য সময় তাঁতাস গম পিষিতেছেন। এমিটিন ইনজেকসানে তাঁহার সুফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ভাওয়াল কুমার রহস্য

ভাওয়াল কুমার রহস্য বর্দ্ধমানের জাল প্রতাপ চাঁদ রহস্তের মতই মর্ম্মস্পর্শী ও করুণ! ভাওয়াল কুমারের ব্যাপার এতদিন পরে আরও ঘোরাল হইয়া উঠিল। ভাওয়াল রাজপরিবারের গৃহ-চিকিৎসক ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষের নামে যে মানহানির নালিশ করিয়াছিলেন, তাহা ডিসমিস হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ "ফকির বেশে প্রাণের রাজা" এই নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। উহাতে লেখা ছিল যে, ভাওয়ালের কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ মরেন নাই, সন্ন্যাসীই প্রকৃত কুমার। তিনি আরও বলেন যে, ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত ও আরও কয়েকজন ষড়যন্ত্র করিয়া কুমারকে দার্জ্জিলিংএ বিষ খাওয়ান। তাঁহার ঠিক চিকিৎসা হয় নাই। কুমার মৃতপ্রায় হইলে তাঁহাকে শ্মশানে নেওয়া হয়, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে শবদেহ দাহ করা হয় না। পরে কুমার এক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক রক্ষিত হন! ডাঃ আশুতোষ দাসগুপ্ত বলেন যে, এ সমস্ত কথা মিথ্যা ও তাঁহার পক্ষে মানহানিকর। কিন্তু তাঁহার মোকদ্দমা টিকে নাই। বিচারক রায় দিয়াছেন, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ যে সব কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি বিশ্বাস করিবার মত যথেষ্ট কারণ তাঁহার পক্ষে ছিল, এবং তিনি কোন বিদ্বেষ বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াও এ সব কথা প্রচার করেন নাই। অতএব 'মানহানি' হয় নাই।

বিচারক আরও বলিয়াছেন যে, যে-সব সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে বোঝা যায় যে, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ ডাক্তারের পরামর্শে দার্জ্জিলিং যান নাই;—তাঁহার জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল এবংতাঁহার রীতিমত চিকিৎসা হয় নাই,—এরূপ মনে করিবারও কারণ আছে। বিচারকের রায় পড়িয়া আমাদেরও এই ধারণা হইয়াছে। এই রায়ের ফলে সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। ভাওয়ালের প্রজা, রাজ পরিবার, হিতৈষীবর্গ ও গবর্ণমেণ্ট কাহারও আর এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না!

বৈদেশিক

লালাজীর অসুস্থতা

প্রকাশ যে, লালা লাজপৎ রায় ক্ষয়রোগে ভুগিতেছেন। জেলনিয়ম অনুসারে এই সময়ে তাঁহারর মুক্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু কয়েকদিন পূর্ব্বে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী মুক্তিলাভের পক্ষে বিলম্ব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই জন্য তাঁহাকে আরও ৮ মাসকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। লেবার পার্টিকে অনুরোধ করা হইয়াছে, লালাজীর মুক্তিলাভের জন্য যেন চেষ্টা করা হয়। এই মর্ম্মে একটী তার আমেরিকাতেও প্রেরণ করা হইয়াছে।

শ্রীযুত রাজগোপালাচারী

শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী তারযোগে জানাইয়াছেন যে শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য কয়েকদিনের জন্য মহীশূরে তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট অবস্থান করিতেছেন। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মাদুরা অধিবেশনে তিনি যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

ফরাসীর একগুঁয়েমী

মিলন বুঝি ছিন্ন!

জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয় আলোচনা নূতন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ১১ই তারিখের অধিবেশনে উপস্থিত হইবার কথা। "অবজার্ভার" পত্রিকা বলিতেছে—নিষ্ক্রিয় প্রতিশোধ বন্ধ না করা পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবটা বিবেচনা করিয়া দেখিতেও ফরাসীরা রাজী নহে। ফরাসীরা যদি তাহাদের এ জেদ্ না ছাড়ে, তাহা হইলে ফরাসীর সঙ্গে ইংরেজের মিত্রতার বন্ধন ছিন্ন করিতেই হইবে। ব্যাপারটা যদি এরূপই দাঁড়ায়, তাহা ব্রিটেনকে নূতন কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিতে হইবে।

আমেরিকা ও ভারতবাসী

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের সুপ্রীমকোর্ট রায় দিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা কোন ক্রমেই আমেরিকার রাষ্ট্রীক বা প্রজা (Citizen) বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না; তাহারা কোন স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইবে না, ভোটের অধিকারও তাহাদের থাকিবে না। সুপ্রীমকোর্টের মতে ভারতবাসীরা ককেসিয়ান বা আর্য্যজাতি নয়, স্বাধীন শ্বেতজাতিও (Free white persons) নয়, অতএব তাহাদের অধিকার স্বীকার করা হয় নাই।

এই অপমানকর সিদ্ধান্তের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া আমেরিকা প্রবাসী ডাঃ সুধীন্দ্র বসু বলিয়াছেন—

"nAybody can take a slap at a nation wheu it is down and ont; but is India permanently out, just because she is now down?"

অর্থাৎ যখন কোন জাতি অধঃপতিত ও পরাজিত হয়, তখন সকলেই তাহাকে অপমান করিতে পারে! কিন্তু ভারতবর্ষ এখন পরাজিত ও অধঃপতিত বলিয়া কি চিরকালই তাহাই থাকিবে?

—"আনন্দবাজার"

সর্ব্বত্র সামরিক আইন

বুলগেরিয়ার সর্ব্বত্র সামরিক আইন জারী হইয়াছে। সৈন্যদল রাজধানী অধিকার এবং সোরিয়ার রাস্তা গুলিতে পাহারা দিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

প্রথম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই আষাঢ়, ১৩৩০ | ৪৩শ সংখ্যা

পরমার্থ জাতি।

এই পৃথিবীতে দুইপ্রকার মনুষ্য দেখা যায়। একপ্রকার মানব পূর্ণ ভগবদ্‌বিশ্বাসী, আর একপ্রকার কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত। একজনের বিচার—জীবের স্বরূপ লইয়া, আর এক জনের বিচার—বিরূপ লইয়া। শ্রীগীতা জীবাত্মার স্বরূপ-বিচারে বলেন :—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।"

আত্মা—নিত্যবস্তু, সর্ব্বযোনি ভ্রমণ করিয়াও স্থির, অচঞ্চল ও সনাতন। আত্মস্থ বা নিত্য-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ ভগবানের নিত্য সেবাই দৈব পুরুষদিগের অভিলষিত বস্তু। তাঁহাদের চেষ্টা, পরিবর্ত্তনশীল, অসৎ, স্থুলদেহের ও সূক্ষ্মদেহের ব্যাপারে নিযুক্ত না থাকিয়া সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তনশীল, সৎ, আত্ম-বিষয়েই প্রযুক্ত। ভগবদ্‌বিস্মৃতিক্রমেই এই বিরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ-ধারণ। গীতা শাস্ত্র আরও বলেন— 'এই স্থূল ও লিঙ্গ দেহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিলে বিরূপ বুদ্ধি নষ্ট না হইয়া আরও বাড়িতে থাকিবে। বিরূপের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে একমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হইতে হইবে—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

কিন্তু কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বুদ্ধি জৈমীর মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে বিজড়িত হইয়া কর্ম্মের ফলাবর্টাতেই নিযুক্ত। সুতরাং তাঁহারা দেহ-ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারেন না। আত্মবিচারের প্রয়াস দেখাইতে গিয়াও স্মার্ত্তগণ দেহ-বিচারই লইয়া আসেন।

পারমার্থিক রাজ্যেও তাঁহাদের দেহ-বিচার প্রবল হইয়া উঠে। এইরূপ বিচারের বশীভূত হইয়া তাঁহারা বিষ্ণুভক্তগণের জন্ম খুঁজিতে গিয়া তাঁহাদের জাতিবিচার লইয়া ব্যস্ত হন। এই সকল স্মার্ত্ত-বিচারের চশ্‌মা পরিয়া ভাগবত বস্তুসমূহের জন্মবিচার করিতে গেলে আমরাও বিষ্ণুপাদোদকে প্রাকৃত জল দেখিব, শালগ্রামে শিলা দেখিব, গোময়ে বিষ্ঠা দেখিব, শঙ্খে হাড় দেখিব, ভগবানের দেহকে হাড়মাসের থলি মনে করিব। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্ববস্তুতেই অপ্রাকৃত দর্শন করেন। কারণ, তাঁহারা সেবোন্মুখ। ভোগোন্মুখ দৃষ্টি জড়দর্শন, সেবোন্মুখ-নেত্রে চিন্ময় দর্শন। সুতরাং কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ বাহিরে জন্ম কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত। প্রাকৃত জাতি বা বর্ণ যোষিৎ-সঙ্গজ বস্তু মাত্র। ভগবদ্ভক্তের কোন প্রাকৃত জাতি নাই, কারণ তাঁহারা প্রাকৃত গুণময় জগতে অপ্রাকৃত নির্গুণ বস্তু। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ ভোগোন্মুখ মস্তিষ্কে এই সূক্ষ্ম বিচার ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীনারায়ণ গণ্ডকী শিলায় প্রকটিত হইয়া অর্চ্চারূপ ধারণ করিতে পারেন, বা অষ্টবিধা অর্চ্চামূর্ত্তিতে বিরাজিত হইতে পারেন, বৈষ্ণব অতিনীচকুলে উদ্ভূত হইতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীনারায়ণ শিলা নহেন বা মাটি, কাঠ, পাথর, লৌহ বা বালুকাও নহেন, অথবা বৈষ্ণব চামার, মেথর, গোয়ালা, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা প্রাকৃত ব্রাহ্মণও নহেন। রুইদাস কখনও চামার নহেন, ঝড়ু ঠাকুর ভূঁইমালী নহেন, গুহক চণ্ডাল নহেন, উদ্ধারণ ঠাকুর সুবর্ণ-বণিক নহেন, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ নহেন বা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রাকৃত ব্রাহ্মণও নহেন। তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠ বস্তু—এক একটী কুলকে পবিত্র করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ। ভক্ত বা বৈষ্ণব ভগবানের অভিন্ন-তনু। বৈষ্ণব অচ্যুত-গোত্রীয়। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন:—

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়॥"
—শ্রীচৈতন্যভাগবত ১০ অঃ মধ্য খণ্ড।

গুণবিহীন জাতি-ব্রাহ্মণের কথা তো অতি দূরের কথা, শমদমাদি গুণসম্পন্ন সগুণ ব্রাহ্মণ হইতেও ভগবদ্ভক্ত কোটী কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ—এমন কি, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইতেও ভগবদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রীয় বাক্য ও বিচারদ্বারা দেখান যাইতে পারে। যথা, গরুড় পুরাণে

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎ-কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।

শমদমাদি দ্বাদশ গুণসম্পন্ন বিপ্রও যদি অরবিন্দনাভ শ্রীভগবানের সেবা-বিমুখ হন, তবে তাঁহা হইতে ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালও বরিষ্ঠ। আবার ইহাও যেন কেহ মনে না করেন যে, ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব হইতে চণ্ডালকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব ছোট। জড় স্মার্ত্ত-বিচারের বশীভূত হইয়া অনেকে মৃন্ময়ী অর্চ্চাকে স্বর্ণ-প্রতিমা হইতে ন্যূনতর মনে করিয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করেন; 'মাটির গৌরাঙ্গ' 'সোণার গৌরাঙ্গ' নাম দিয়া থাকেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী অপেক্ষা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে ছোট মনে করিয়া উভয়ের চরণে অপরাধ করেন। অদ্বয়বস্তু ভগবানের ত্রিবিধ প্রতীতি; যথা চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ—

"অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥"
"ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয়-চিহ্ন॥"

ভগবানের অঙ্গকিরণ বা শক্তিমানের নিঃশক্তিক প্রতীতিই ব্রহ্মপ্রতীতি; জড়মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ভগবদংশানুভূতিই পরমাত্মানুভূতি। ব্রহ্ম ও পরমাত্মপ্রতীতিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া,ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পূর্ণবিকাশের সহিত সমগ্রদর্শনই ভগবদ্দর্শন। সুতরাং যিনি ভক্ত বা বৈষ্ণব,তিনি একাধারে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পরমাত্মবিৎ যোগী; অর্থাৎ যিনি লক্ষপতি, তিনি সহস্র ও শতমুদ্রারও অধিকারী। যেমন লক্ষপতিকে যদি বলা হয়, তোমার সহস্র টাকা নাই বা একশত টাকা নাই—তাহা যেমন বাতুলের প্রলাপবৎ,তদ্রূপ যদি ভগবদ্ভক্তকে বলা হয়, 'তুমি ভক্ত বা বৈষ্ণব বটে কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ নহ' তবে তাহাও তদ্রূপ হাস্যাস্পদ। জীব স্বরূপতঃ সকলেই ভগবদ্দাস। যথা, শ্রীচৈতন্য, চরিতামৃতে—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

"কেহ মানে, কেহ না মানে—সব তাঁর দাস।"

সকলেই যখন স্বরূপতঃ বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত, তখন সকলের স্বরূপেই ভগবদ্দাস্যের ক্রোড়ীভূত নিগুর্ণ-ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্ব অনুস্যূত আছে। যে সকল জীবের এই অন্তর্নিহিত দাস্য বৃত্তি ফুটিয়া উঠে, আচার্য্য তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করেন। সুতরাং বৈষ্ণবে সগুণ ব্রাহ্মণতা ত' অতি-নিম্নের কথা, নিগুর্ণ ব্রাহ্মণতারও অভাব নাই—পূর্ণভাবে বিরাজিত। নিগুর্ণ-ব্রাহ্মণতার চরম পরিণতিই বৈষ্ণবতা। এইজন্যই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—চৈঃ ভাঃমধ্য ১০ম—

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি-বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥"

ভগবদ্ভক্তগণ অনেক সময় স্বরূপের অপূর্ব্ব উপলব্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন,—যেমন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

"নিগুর্ণ অধম আমি সর্ব্বজাতি-বাহ্যকৃত।"

অথবা সনাতন গোস্বামিপ্রভু সর্ব্বোচ্চকুলে উদ্ভূত হইয়াও বলিয়াছেন :—

"নীচ জাতি নীচ-সঙ্গী পতিত অধম।"

অথবা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি।"

ভগবদ্ভক্তের এই সকল কথা প্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকে 'ইহারা নিজ নিজ নীচ জাতিদের পরিচয় স্বমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন—সুতরাং ইহারা নীচ জাতি' কিন্তু এই সকল জড়বুদ্ধিসম্পন্ন অপরাধী ব্যক্তিগণ ভগবানের স্বমুখের কথায় কর্ণপাত করে না—

"তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়।"

হিন্দুস্থানী ভক্ত তুলসীদাসজী তাঁহার দোঁহাতে বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব, কোই করত বিচার।
তুলসী কহে, হরি না ভজেত চারো চামার॥
হরি ভজে ত চারো জাত মিলকে এক হো যায়।
অষ্টধাতুসে পরশ লাগাওয়ে এক মলসে বিকায়॥"

যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাশ্চতস্রো জাতয়ো যথা।
স্বতন্ত্রা জাতিরেকা চ বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা॥"

চারি জাতির যে কেহই হউক না কেন, ভগবানকে ভজন না করিলে সে চামার। চামারেরা যেমন চামড়ার ব্যবসা করে, সেইরূপ জীব ভগবানকে ভুলিয়া হাড়মাসের থলিতে 'আমি' বুদ্ধি করে এবং দেহের ক্রিয়াতে আসক্ত হইয়া কর্ম্মজড় হইয়া

পড়ে। আর যদি হরিভজন করেন, তবে চারি বর্ণের সকলেই ভগবানের জাতি লাভ করে; যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে অষ্টধাতুর সর্ব্বধাতুই সোণা হইয়া যায়, তদ্রূপ। সুতরাং ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—নতুবা

"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিশাস্ত্রজপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং॥"

নিয়মাগ্রহ।

ভক্তিসোপানে আরোঢ়ুকাম সাধকের বর্জ্জনীয় ষড়্দোষের চতুর্থ দোষ 'নিয়মাগ্রহ'। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ইহার দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন—প্রথম অর্থ,নিয়মে আগ্রহ। কথাটী শুনিতে একটু বিস্ময়জনক। নিয়মে আগ্রহ না থাকিলে সাধন পুষ্ট হইবে কি উপায়ে? স্বয়ং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে আদেশ করিয়াছেন "ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।" নির্ব্বন্ধসহকারে নিয়মিতরূপে শ্রীতুলসী-মালায় সংখ্যা রাখিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে হইবে। ইহা কি নিয়মবর্জ্জনের আদেশ? আবার শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"
(ব্রহ্মযামল)

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিধির পালনই সর্ব্বতোভাবে করণীয়। অতএব নিয়ম-বর্জ্জনে কি ফলোদয়? 'তিলক-মালা-ধারণ, শৌচ, আচার-পালন প্রভৃতি কি নিয়ম নহে? এগুলি ত্যাগ করিয়া কি যথেচ্ছাচার হইতে হইবে?' এই প্রকারে অনেক পূর্ব্বপক্ষ কেহ কেহ করিতে পারেন। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া প্রণিধান করুন যে,এখানে'নিয়ম'অর্থে স্ব-স্ব অধিকারের অনুপযোগী নিয়ম-পালনে তৎপরতাই 'নিয়মাগ্রহ' বলিয়া নিন্দিত হইতেছে। যাঁহারা বৈধী ভক্তির অনুশীলন করেন, যাঁহাদের এখনও রাগমার্গে প্রবৃত্তি হয় নাই, তাঁহারা ভক্তি-সাধনের ক্রম-নিয়মাদি অবশ্য করিবেন। কিন্তু যিনি ভক্তিমার্গে বিচরণ-প্রয়াসী তিনি ভক্তির উচ্ছেদকর কোন নিয়মের বশবর্ত্তী হইলে তাঁহার ঈপ্সিতকার্য্যে ফলোদয় হইবে না। আমাদের যদি নিয়ম থাকে, প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা কাল ক্লাবে গিয়া মেম্বরদিগের সহিত নানাক্রীড়া কৌতুকে যাপন করিতে হইবে, নচেৎ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যাইবে না, আর যদি আপনি ভক্তিপথে প্রবৃত্ত হইয়াও ঐ নিয়মই বলবান্ রাখেন, তাহা হইলে আপনার ভক্তিবৃত্তির উন্নতি হইবে না,ক্রমে উহা হ্রাস পাইতে থাকিবে। এরূপ নিয়মাগ্রহ ভক্তি-বিনাশকর। যাঁহাদের কর্ম্মমার্গের অধিকার প্রবল, তাঁহাদের জন্য নানা স্মার্ত্তবিধি ও পুণ্যকর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তিত আছে। যতদিন না শ্রীহরিকথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধোদয় হয়, ততদিন কর্ম্ম-প্রবৃত্তিই প্রবল, তাহাতে নির্ব্বেদ আসে না। এই ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধার উদয় হইলেই কর্ম্মে নির্ব্বেদ আসে, আর কর্ম্মে রুচি থাকে না। তখন শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গই তাঁহাদের পালনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সে সময়েও যদি তাঁহাদের কর্ম্মাঙ্গের নিয়মেই অত্যধিক আদর থাকে, দয়া বলিয়া জীবের স্থূল দেহের সেবাদিতে যদি বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়, স্নানাদির

বিধি যদি হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাই পরিবর্জ্জনীয় নিন্দিত নিয়মাগ্রহ। উহা থাকিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আস্থা দৃঢ় হইবে না, ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠুভাবে পালিত হইবে না, সুতরাং ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিজন্য যেটুকু ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধা উদয়োন্মুখ হইয়াছে, অচিরেই তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভক্তিসাধকের কর্ম্মমার্গীয় নিয়মাগ্রহ সর্ব্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য। ভক্তগণে এরূপ নিয়মাগ্রহ দেখা যায় না। তাঁহাদের সমস্ত সদ্গুণই আছে। তাঁহারা যাহা করেন, তাহা কখনও উচ্ছৃঙ্খল কদর্য্যাচারগণের কার্য্যাবলীর ন্যায় সুষ্ঠুনীতিচ্যুত নহে, তবে তাঁহারা লৌকিক নৈতিক বিধির অধীনও নহেন। ভক্তির বর্দ্ধন-মানসে যদি স্থলবিশেষে লৌকিক নীতির মর্য্যাদা-হানি আবশ্যক হয়, তখন উহা লৌকিক নীতি বলিয়া উহার অপেক্ষা করিবেন না ভক্তি-মার্গের কথা কেন, সাধারণ ধর্ম্মমার্গেও দেখা যায়, স্থলে স্থলে লৌকিক নীতির সংরক্ষণ দুরূহ হইয়া পড়ে। একটী উদাহরণ দিলে বিষয়টী স্পষ্ট বোধ-গম্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উদাহরণটী পৌরাণিক—কতকগুলি দস্যু একটী পথিকের অনুসরণ করে। পথিকের নিকট যথেষ্ট অর্থ আছে, ইহাই তাহাদের ধারণা। ক্রমে সকলে বনপথে উপস্থিত। দস্যুগণ গ্রামে পথিকের অনুসরণমাত্র করিতেছিল,—বনে তাহাকে হত্যা করিবে, এই উদ্দেশ্য। কিন্তু বনপথে আসিয়া আর তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইল না। পথিকটী তাহাদের আকার ইঙ্গিত দেখিয়া সতর্ক হইয়াছে। সে এক মুনিকে দেখিয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া তাঁহারই কুটীরে আত্মগোপন করিয়া রহিল। দস্যুগণ মুনিকে সত্যবাদী বলিয়া জানিত। তাঁহাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি পথিকের সন্ধান জানেন কি না? মুনি মনে মনে বিচার করিলেন, 'সত্য একটী পরমধর্ম্ম, তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়া মহাপাপ। কিন্তু সত্য কি? সত্য জগতের অহিতকর কোন ব্যাপার? তাহা কখনই নহে। 'মিথ্যা' অর্থে আর কিছুই নহে,—কথা, বাক্য কার্য্য গোপন করিয়া লোককে প্রবঞ্চনা করা। দুর্বৃত্তগণের হস্ত হইতে নিরীহ নির্দ্দোষকে রক্ষা করা মিথ্যাচার নহে, তাহাই সত্য।' এই বিচার করিয়া, তিনি যেন জানেন না—ইঙ্গিতদ্বারা ইহাই জানাইলেন। ইহাতে তাঁহার সত্যধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটে নাই। একটী দুষ্ক্রিয়া ঘটিতে না দিয়া তিনি জগতের কল্যাণই করিয়াছিলেন। এখানে জগতের কল্যাণের জন্য একটী নীতি উল্লঙ্ঘিত হইল, তজ্জন্য ইহাতে অধর্ম্ম হয় নাই। শাস্ত্রেও কতকগুলি স্থান উল্লিখিত হইয়াছে—যেখানে "নানৃতং স্যাদ্ জুগুপ্সিতং।" ভক্তিমার্গে এই যুক্তির সারবত্তা আরও অধিক। গোস্বামিবর্গ তাঁহাদের আচরণে ইহা প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

রামকেলি গ্রামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুদ্বয়ের যখন কৃষ্ণেতর বিষয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, তখন শ্রীল রূপপ্রভু দেশে চলিয়া গিয়া শাস্ত্রালাপাদি করেন, আর শ্রীল সনাতনপ্রভু পীড়ার ছদ্ম বা ভাণ করিয়া গৃহে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতে থাকেন। 'ভাণ' লৌকিক ব্যবহারে নীতিবিগর্হিত। কিন্তু ভক্তি-সাধনের সহায় বলিয়া গৃহীত হওয়ায় ইহাতে গর্হিত কিছু নাই। ইহাতে জড়স্বার্থ নিহিত নাই। জড়স্বার্থসাধন-ব্যাপারেই লৌকিক নীতির স্থল।

আবার কারাগারে প্রেরিত হইলে তিনি শ্রীল রূপ-প্রভুর পত্রের পরামর্শমত প্রহরীকে উৎকোচ প্রদান করিয়া মুক্ত হইয়া প্রভুর অন্বেষণে বহির্গত হ'ন। উৎকোচপ্রদানও একটী লৌকিকনীতি-বিরুদ্ধ আচরণ। কিন্তু ভক্তিযাজনের জন্য তাহা বিগর্হিত হইল না। এই সকল স্থলে নীতির মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিয়া ভক্তিসাধনে শৈথিল্য করাই কৃষ্ণবহির্মুখতা-বর্দ্ধক নিয়মাগ্রহ। ইহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিতে হইবে। তবে নীতি-উল্লঙ্ঘন করিলেই ভক্তি হয় না, অকারণ নীতি-উল্লঙ্ঘনে পাপ স্পর্শ করে।

কর্ম্মাঙ্গের নিয়মাগ্রহ যেমন বর্জ্জনীয়, জ্ঞান ও যোগমার্গের নিয়মাগ্রহও সেইরূপ ভক্তির উচ্ছেদকর বলিয়া পরিত্যজ্য। কোন কোন ভক্তিমার্গাশ্রিত সাধকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা জ্ঞানমার্গোচিত ফল্গুবৈরাগ্যের পক্ষপাতী! যুক্তবৈরাগ্যের মর্ম্ম না বুঝিয়া হরিসম্বন্ধি-বস্তুত্যাগে ব্যস্ত হ'ন এবং অন্যেও তাহা দেখিতে চা'ন। এই নিয়মাগ্রহ ত্যাগ না করিলে তাঁহারা ভক্তি-পদবীতে আরোহণ করিতে সম[illegible] হইবেন না। আবার কেহ কেহ আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগাঙ্গের সহিত হরিনাম জপাদি করিতে চান। ইহাও যোগশাস্ত্র-বিহিত নিয়মের প্রতি আগ্রহ। নিয়মাগ্রহে শুদ্ধভক্তি-সাধনের কার্য্যকারিতার প্রতি সন্দেহ খ্যাপিত হয়, সুতরাং ভক্তিদেবী এই সকল বিশ্বাসহীনের প্রতি কৃপা-প্রকাশে কুণ্ঠিত হ'ন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, কেবল হরিকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতিতেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইতে পারে, তাঁহাদের ধারণা কর্ম্ম বা জ্ঞান বা যোগপ্রভৃতির সাহায্য না লইলে ভক্তিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে না। তাঁহারা শুদ্ধভক্তি-মাহাত্ম্যে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া নিজ নিজ দুর্ভাগ্য খ্যাপন করেন মাত্র। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ করুণা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চকণ্ঠে সতর্ক করিয়া দিতেছেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

আবার ভক্তিমার্গে নিম্নাধিকারের নিয়মে আগ্রহও বর্জ্জনীয়। যতদিন না রাগোদয় হয়, ততদিন বৈধমার্গই আশ্রয় করিতে হইবে। ব্রহ্ম যামল হইতে উদ্ধৃত শ্লো[illegible] বৈধীভক্তিকেই লক্ষ্য করে। রাগ উদিত হইলে বিধি স্বতঃই শিথিল হইয়া যায়। সেখানে রাগবিরুদ্ধ গৌরবসম্ভ্রমোত্থ বিধিসমূহ প্রবল রাখিলে রাগোদয়ে ব্যাঘাত হইয়া পড়ে,—ভক্তি কুণ্ঠিত হইয়া যায়। সুতরাং এরূপ নিয়মাগ্রহও আদরের বস্তু নহে।

'নিয়মাগ্রহে'র দ্বিতীয় অর্থ নিয়মের অগ্রহ বা অনঙ্গীকার। ব্রহ্মযামলোক্ত শ্লোকেই তাহার বিবৃতি। যে সকল সাধকের অনর্থ পুঞ্জীকৃত, তাঁহারা সময় সময় স্বীয় অধিকার উল্লঙ্ঘন করিয়া বৈধমার্গ অনুন্নতাধিকার জানিয়া তাহা হইতে অবসর গ্রহণ-পূর্ব্বক রাগমার্গের ভজন-প্রণালীর কৃত্রিম অনুকরণ-প্রবৃত্ত করেন। ইহা যথার্থ ঐকান্তিকী শুদ্ধা ভক্তি নহে, তাহার নকল মাত্র। এই সকল নকল রাগ উৎপাতের হেতুমূল। ভক্তি-সাধনে ক্রম-পর্য্যায় অবলম্বনীয়। যেখানে ক্রম-পর্য্যায় উল্লঙ্ঘিত, অর্থাৎ যেখানে ভাবের অনুকরণ হইতেছে, অথচ অনর্থ বা পাপ বর্ত্তমান, সেখানে ভক্তিদেবী উদিতা হন না। শুদ্ধভক্তির যে ঐকান্তিক ভাব, তাহা পূর্ব্ব মহাজন-কৃত পন্থা-অবলম্বনেই লভ্য হয়, রাগমার্গেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। পন্থান্তর সৃষ্টি করিলে সে ঐকান্তিক

ভাব পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানকালে সখীভেকীর দল স্ত্রীলোকের বসনভূষণ পরিধান ও নূতন ছড়া-গান মহামন্ত্র বলিয়া প্রবর্ত্তন করিয়া কদর্য্য পন্থা প্রচলন করিতেছে; তাহাতে কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের মহৎ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। এরূপ অনেক কদর্য্য পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কারকগণ ভুলিয়া যায় যে, রাগমার্গের ভজনেও ব্রজজনানুগমনের অপেক্ষা আছে। সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম, এই কথা লঙ্ঘন করিয়া এই সকল হঠাৎ-ভক্তসম্প্রদায় জগতে সমূহ অনর্থ সংঘটিত করিতেছে। আবার কেহ কেহ অন্যদিকে মালাতিলক-ধারণে অবজ্ঞা দেখাইয়া নিয়ম-গ্রহণে অরুচি দেখাইয়া ভক্তিদ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। সর্ব্বপ্রযত্নে এই উভয় প্রকার নিয়মাগ্রহ বর্জ্জন না করিলে ভক্তিদুর্গে প্রবেশ অসম্ভব।

কুলগুরু

আজ কাল পরমার্থপ্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রশ্ন হইয়াছে—"মহাশয়, কুলগুরু কি ত্যাগ করা যায়?" —তদুত্তরে বলা যায় যে, তিনটী বস্তু আমাদিগকে সৎসিদ্ধান্তে উপনীত করায়:—(১) বেদ বা ভক্তি-শাস্ত্র-প্রমাণ, (২) পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তমহাজনদিগের আচরণ, (৩) নিত্যানিত্য-বিবেক বা আত্মানাত্ম-বিচার। কেবল মনঃকল্পিত বিচারে ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু সেই বিচার যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও মহাজনদিগের আচার-পুষ্ট হয়, তবে তাহাই সৎসিদ্ধান্ত।

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করি ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশ—"
—(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)

(১) গুরুকরণ বিচারে বেদ বলেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।" অর্থাৎ ভগবানকে বিশেষভাবে জানিতে হইলে প্রধানতঃ ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ এবং গৌণতঃ বেদবিৎ গুরুর সন্নিধানে সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক গমন করিবে। তাহা হইলেই দেখা গেল, যিনি ভগবানের সেবা-তৎপর এবং শাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিৎ, তিনিই গুরু। আবার যিনি সেব্য ভগবৎ-সেবা-নিষ্ঠ, তাঁহার মায়ার বা ভোগ্য-বিষয়ের সেবা থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্বক্ষণই ভগবানের সেবাতে নিযুক্ত—এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভগবদিতর নশ্বর মায়িক বস্তুতে দৃষ্টিপাত করেন না; যিনি করেন তিনি গুরু (ভারি) নহেন, তিনি লঘু (হাল্কা) জিনিষ। শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বেদানুগ বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রে এবং বহু বহু সাত্বত পুরাণে অসদ্গুরু-ত্যাগের বিধি বিশেষভাবে লিখিত আছে—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগো এব বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ বাহ্যতঃ গুরু হইয়াও যদি তিনি বিষয়-ভোগে লিপ্ত থাকেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে অজ্ঞ এবং উন্মার্গ-গামী বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাহা হইলে তাহার অক্ষজ-জ্ঞানবশতঃ লঘুত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাহাকে ত্যাগ করা বিধেয়। আবার—

অবৈষ্ণবের অর্থাৎ যড়্‌বেগদাস; ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধি-কামীর উপদিষ্টমন্ত্রের সাধনে নরকলাভ হয়। পুনশ্চ বৈষ্ণবগুরু অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবাজ্ঞানবিশিষ্ট

নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের নিকটেই আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে।

শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু "ভক্তি-সন্দর্ভে" লিখিয়াছেন,—"পরমার্থ-গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।" ব্যবহারিক, কৌলিক, বা লৌকিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক সদ্গুরুর আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

(২) এই অযোগ্য-কুলগুরু-প্রথা বঙ্গদেশে ব্যবসায়িগণকর্ত্তৃক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বাচার্য্য বা মহাজনগণ কেহই বিষয়াসক্ত কুলগুরু স্বীকার করেন নাই। লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা-অভিনয়, লীলা দেখাইয়াছেন। শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু যতিরাজ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী বা মতান্তরে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থকে, শ্রীল অদ্বৈত প্রভু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীকে দীক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু যতিরাজ বৈষ্ণবত্রিদণ্ডী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী পূর্ব্বে রামানুজীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া একান্তভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা গ্রহণ করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর নিকট এবং শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। আবার শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ঠাকুর শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে গুরুপদে বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এইরূপে দেখা যায়, আচার্য্যগণ প্রায় সকলেই তথাকথিত অজ্ঞ কুলগুরু ত্যাগ করিয়া সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক লোকশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং কাহারও কৌলিক, লৌকিক গুরুর অপেক্ষায় বা মিথ্যা অভিশাপের ভয়ে চরম-কল্যাণপ্রদ পরমার্থ-রাজ্যের প্রবেশাধিকার হইতে বিচ্যুত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। সাধারণ বিচারেও দেখা যায় যে, নিজের বা প্রিয়তম আত্মীয়ের মুমূর্ষু অবস্থায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই পারিবারিক চিকিৎসকের অসামর্থ্য দেখিলে কৃতকর্ম্মা ও চিকিৎসানিপুণ কবিরাজকেই ডাকিয়া থাকেন। বাস্তবিক এক অন্ধ কখনও আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। যিনি গুরু নহেন (ন গুরুঃ স্যাদ্ অবৈষ্ণবঃ), তাঁহাকে আবার ত্যাগ কি? তাহা বাস্তবিক গুরুত্যাগ নয়, লঘু বস্তুরই ত্যাগ। অসৎসঙ্গ-ত্যাগ কখনও ত্যাগ নহে, পরন্তু তাহাই সদাচার; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বচন অগ্রাহ্য করিয়া—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী-বাড়ী যায়
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

শিষ্য-ব্যবসায়ী অনেক অযোগ্য ব্যক্তি বোকা শিষ্যদিগকে ঠকাইতেছে। নিত্যানন্দস্বরূপ সদ্গুরু প্রাকৃত-ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিপ্সাদি দোষযুক্ত মনুষ্য নহেন, সুতরাং তাঁহার কোনও অন্যায় আচরণ থাকিতে পারে না। শিষ্যের প্রাকৃত দৃষ্টি যদি ঐপ্রকার সদ্গুরুর কোনও অন্যায় আচরণ দেখিতে পায়, তাহা বাস্তবিক গুরুর দোষ নহে, শিষ্যেরই দৃষ্টির ভ্রম মাত্র। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য, কহিল তোমারে॥"

বাস্তবিক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কখনও মদিরা যবনী গ্রহণ করেন নাই বা করিতে পারেন না অথবা শ্রীরায়রামানন্দ কি শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কখনও বিষয়ী বা ভোগী হন নাই বা হইতে পারেন না। তাঁহারা কখনও ভোক্তার সজ্জায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেহ-মনের তৃপ্তি সাধন করেন নাই। পরন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজ হৃষীকেশেরই সেবা করিয়াছেন—তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত পরমহংস। কিন্তু প্রাকৃত লোকের অক্ষজ-দর্শনে যদি তাঁহাদের আচরণ ইন্দ্রিয়-তর্পণের ছলে অনুকরণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহা অক্ষজ-দ্রষ্টার দর্শনেরই দোষ, তাঁহাদের দোষ নাই বা হইতে পারে না। সুতরাং হরিবিমুখ বুদ্ধিতে তাঁহাদের ক্রিয়া-মুদ্রার বিচার করা ধৃষ্টতা বা দাম্ভিকতার চূড়ান্ত পরিচয়, কেননা, তাঁহারা চিরকালই নিখিল বর্ণাশ্রমী জীবগণের গুরু। কিন্তু তাই বলিয়া যিনি বাস্তবিক গুরু নহেন, ইন্দ্রিয়াধীন লঘুবস্তু বা প্রাকৃত বদ্ধজীব, সুতরাং অবধূত পুণ্ডরীক বা রামানন্দের মত পরমহংস নহেন, তাহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার করিতেই হইবে। মহাকুলজাত হইয়া সকলেই শুঁড়ী-বাড়ী গিয়া বা যড়্‌বেগলম্পট হইয়া নানাভোগ-বিলাসে মত্ত হইলেই যে তাহাদের এক এক মূর্ত্তি নিত্যানন্দ হইবেন—শাস্ত্রের এখন বিকৃত অর্থ বা অসদাচারের প্রকাশ্যে বা গোপনে পোষণ-চেষ্টা কোনপ্রকারেই কোন পরমার্থলিপ্সু নিষ্কপট ব্যক্তি করিবেন না বা করিতে পারেন না। নীলকণ্ঠের ন্যায় ঐশ্বর্য্য লাভ না করিয়া বিষপানের ন্যায় ঐ সকল অসৎ কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যক্তিগণের অসদাচরণ তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের শিষ্যবর্গকে নরকে লইয়া গিয়া মৃত্যুরই কারণ হয়। দেখিতে হইবে, তাঁহাদের বিষয়াসক্তি আদৌ ছিল কিংবা আছে কি না? আর তাঁহারা কতদূর কৃষ্ণৈকশরণ বা গৃহৈকশরণ॥ অতএব এই প্রমাণিত হইল যে ইন্দ্রিয়তর্পণশীল বদ্ধজীব কেবল জড় বিদ্যায় পণ্ডিত হইলেই বা উচ্চকুলে উদ্ভূত হইলেই গুরু হইতে পারেন না! কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবই গুরু। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

আর নিখিল জীবের একমাত্র বন্ধু পরমদয়াল গৌরসুন্দর সমস্ত শাস্ত্রের সার একটী মাত্র পদ্যেই বলিয়াছেন—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

এই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাকেই ভাগবত "শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং" বলিয়াছেন। তবে কুলগুরুর মধ্যেও যদি তাদৃশ বৃত্ত, লক্ষণ বা স্বভাব বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তিনিও 'সদ্গুরু' শব্দবাচ্য হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সদ্গুরুর মুখ্য লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করিয়া সমাজে এই যে অযোগ্যকুলগুরুকরণ-প্রথা প্রচলিত আছে, দেখা যায়, তাহা কামী প্রকৃতিজন-সমাজের দৌর্ব্বল্য-পোষণ-চেষ্টামাত্র, উহা কুযোগী ব্যবসায়ী স্মার্ত্তগণের স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধিমূলক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা কখনই ভগবদুন্মুখী চেষ্টা নহে।

শোক-শাতন।

(শ্রীসুষমাবালা দেবী)

আমরা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ বদ্ধজীব। পতি, পুত্র, কন্যা, গুরুজনবর্গ ও স্নেহভাজন আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া সংসারে বাস করি। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সংসারে বাস করিতে গেলেই সুখ-দুঃখের অনুভূতি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুর্ঘট। এই মুহূর্ত্তে আত্মীয়-স্বজনের মিলনে মনে হয়, আমরা কতই না আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছি, মনে মনে কাল্পনিক কতই না বৈচিত্র্যময় স্বপ্ন-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে চির-স্থির, শাশ্বত আবাসস্থল-জ্ঞানে তাহার মধুময়ী স্মৃতিতে বিভোর হইয়া আছি, কিন্তু কালের কঠোর হস্তের নিষ্পেষণে পরমুহূর্ত্তেই দেখি,সাজান সংসার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে — স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে। দেখি, বিধির নিদারুণ অভিশাপ-ফলে আমাদের সুখের মাদকতা-ময় বিলাসের স্থলে মর্ম্মন্তুদ দুঃখের অসহ্য ত্রিতাপ-জ্বালাময় রঙ্গ-ক্রীড়া-ভূমি মাত্র। এই যে সুখের পর দুঃখ; মিলনের পর বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদের পর মিলন, আনন্দের পর নিরানন্দ, নিরানন্দের পর আনন্দ,— আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলো— ইহা কি নিত্য, চির, স্থির, শাশ্বত, অথবা মেঘাবৃত দিবাকাশে রৌদ্র ও ছায়ার লুকাচুরির ন্যায় অনিত্য, ক্ষণিক, নশ্বর?—ইহা কি আমাদের স্বরূপের বা স্বাস্থ্যের অবস্থা, না বিরূপ বা অস্বাস্থ্যের অবস্থা? ইহার কারণ কি এবং ইহার শেষ কোথায়? এই সমস্যার সমাধান-স্বরূপ অন্য একটী ইতিহাসমূলক সত্য ঘটনা আমার প্রিয় ভগিনী গৌড়ীয়-পাঠিকা-গণকে উপহার প্রদান করিব। ঘটনা-কালও অনেক দিনের—প্রায় ৪২৫ বৎসর পূর্ব্বেকার। আর স্থানও আমাদের এই বঙ্গদেশেরই প্রাচীন শ্রীনবদ্বীপধামের শ্রীমায়াপুর পল্লীর এক বৈষ্ণব গৃহস্থের নিভৃত ভবন।

তখন কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রেমবন্যায় শ্রীনবদ্বীপ ভাসিয়া যাইতেছিল, শান্তিপুরও ডুবু-ডুবু হইয়াছিল। এমনই এক দিবস শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে সপার্ষদে উদ্দণ্ড কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া আছেন। ইতিমধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে হঠাৎ ক্রন্দন-রোল উত্থিত হইল। পণ্ডিতের একটি পুত্র পরলোক-গমনোদ্যত হইয়াছে। অন্তঃপুর-বাসিগণের ক্রন্দন-শ্রবণে শ্রীবাস পণ্ডিত ত্বরিতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তখন শ্রীগৌরৈকসর্ব্বস্ব পরম তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীবাস পণ্ডিত স্ত্রীলোকগণকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—'পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা সকলই ত তোমরা জান যে, কৃষ্ণনাম জীবনান্ত-কালে শ্রবণ করিলে মহাপাতকীও তদ্ধাম প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণও ভৃত্যভাবে যাঁহার গুণ নিরন্তর কীর্ত্তনে ধন্য হইতেছেন, সেই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন এক্ষণে এইস্থানে নৃত্য করিতেছেন। এই পুত্র মহাভাগ্যবান্, এমন সময়ে বৃথা শোকে মগ্ন হইয়া ক্রন্দন করিও না! এই শিশুতুল্য ভাগ্য পাইলে আমিই কৃতার্থ হইতাম! এক্ষণে তো ক্রন্দন করিয়া ঠাকুরের কীর্ত্তন-সুখে বিঘ্ন করিও না—এই আমার অনুরোধ। যদি তোমাদের শোক-কোলাহলে প্রভু কীর্ত্তন বন্ধ

করেন, তবে আমার এই ছার দেহ জাহ্নবী-সলিলে বিসর্জ্জন দিব।' এদিকে পুরনারীগণ প্রভুর কীর্ত্তন-সুখে বিঘ্ন জন্মিবে, এই চিন্তায় রোদন সংবরণ করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিলেন।

শ্রীমালিনী দেবী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সুখের জন্য নিজ পুত্রশোক বিস্মৃত হইলেন। শ্রীভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি থাকাতেই তিনি অম্লান-চিত্তে দারুণ পুত্রশোক নির্ব্বাপিত করিতে পারিয়াছিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর—মালিনী দেবীর সর্ব্বস্ব ধন নিমাই পণ্ডিত বলিতেছেন,—'আজ আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে কেন? পণ্ডিতের ঘরে আজ কি কোন দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে?' পণ্ডিত বলিলেন,—'প্রভো, যে গৃহে আপনি সাক্ষাৎ বিরাজিত, তথায় আবার দুঃখান্ধকার কোথায়?' কিন্তু অন্যান্য ভক্তগণ বলিলেন—'প্রভো, পণ্ডিতের পুত্র চারি দণ্ড রাত্রিসময়ে পরলোক গমন করিয়াছে। তাই, আপনার কীর্ত্তনানন্দ-ভঙ্গ হওয়ায় ভয়ে পণ্ডিত এ বিষয় প্রকাশ করেন নাই। প্রায় আড়াই প্রহর হইল, শিশুটীর মৃত্যু হইয়াছে; এক্ষণে আপনার অনুমতি পাইলেই উহার সৎকার-কার্য্য সম্পন্ন করি।' শ্রীগৌরসুন্দর মৃতশিশুটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীবাসের গৃহ ত্যাগ করিয়া কি জন্য যাইতেছ?' শিশু বলিল—'প্রভো, তোমার যেমন নির্ব্বন্ধ, ইহা অন্যথা করিবার শক্তি কাহারও নাই।' মৃত শিশু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় বাক্যালাপ করিতেছে—এই আশ্চর্য্য ঘটনা-দর্শনে ভক্তবৃন্দ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শিশু বলিল,—'প্রভো, এই দেহে যতদিন ভোগ নির্দ্ধারিত ছিল, ততদিন সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে নির্ব্বন্ধ ঘুচিয়াছে, নির্দ্ধারিত স্থানে যাইতে বাধ্য। এ দেহের সম্বন্ধ-লোপের জন্য আর এই গৃহে থাকিবার শক্তি নাই। কিন্তু পতিতপাবন প্রভো? এই কৃপা কর, যেন তোমাকে ভুলিয়া না যাই! প্রভো! কে কাহার পিতা, কে কাহার পুত্র সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম-ফলানুযায়ী ফল ভোগ করে মাত্র। যতদিন আমার ভাগ্য ছিল শ্রীবাসগৃহে ছিলাম, এক্ষণে অন্যত্র গমন করিতেছি। সপার্ষদে তোমার শ্রীচরণে আমার কোটী দণ্ডবৎ, আমার অপরাধ লইও না প্রভো!' মৃত শিশুমুখে এই অশ্রুতপূর্ব্ববাক্য-শ্রবণে ভক্তবৃন্দ আনন্দিত হইলেন—শ্রীবাস গোষ্ঠীসহ পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া গৌরপ্রেমরসার্ণবে আমগ্ন-চিত্তে প্রভুর অভয়পদ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'প্রভো! যেখানেই কেন জন্ম হউক্ না, তোমার অভয় চরণে যেন অচলা ভক্তি থাকে!' চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-বন্যায় 'শ্রীবাসভবনের শোকরাশি প্লাবিত হইয়া গেল। করুণাবতার শ্রীশচীনন্দন মধুরস্বরে বলিলেন—শ্রীবাস, শুন, সংসারের রীতি তুমি ত সকলই জান, তুমি পরম ভক্ত—তোমার এই সকল ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করা ত দূরের কথা, যে তোমাকে দর্শন করিতেছে তাহারও শোক-মোহ ঘটিবে না; তুমি দুঃখ করিও না; আমি ও নিত্যানন্দ দুই ছেলে তোমারই—আজ হইতে আমরা দুই ভাই তোমার প্রেমে বাঁধা রহিলাম।" পরম দয়াল গৌরসুন্দরের শ্রীমুখে এই অমিয়বাণী-শ্রবণেভক্তগণ আনন্দিত-হৃদয়ে জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শ্রীগৌরচন্দ্র সর্ব্বভক্তগণ সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীবাস-তনয়কে গঙ্গা-তীরে লইয়া চলিলেন এবং যথোচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পূতসলিলা জাহ্নবীতে স্নানপূর্ব্বক নিজালয়ে শুভাগমন করিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত পত্নীসহ শ্রীগৌর-প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া প্রাপঞ্চিক ত্রিতাপ সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের অসীম কৃপায় শ্রীমালিনী দেবী দিব্য দৃষ্টিলাভ করিয়া দেখিলেন—কে কাহার মাতা? কে কাহার পুত্র? এই হাড়-মাংসের জড়পিণ্ড দেহটাকেই 'আমি' 'আমার' এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিবশে আমরা শোকাভিভূত হই, কিন্তু জীবগণ স্বরূপে ত সকলেই কৃষ্ণদাস, সেই যে আত্মা তাহা জন্ম মৃত্যুর অধীন নহে। এই হাড়-মাংসের থলিটাই দুদিনে নষ্ট হইয়া যায়। আমরা স্বরূপ ভুলিয়া এই জড় দেহটাকেই 'আমি'বুদ্ধি করিয়া সঙ সাজিয়া বসিয়া আছি এবং সুখ-দুঃখ, জন্মমরণ-যাতনা ভুগিতেছি। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাবারি সর্ব্বক্ষণই প্রত্যেক জীবের প্রতি অজস্র ধারায় বর্ষিত হইতেছে। আমাদের সুকৃতিফলে আমরা শ্রীশ্রীসাধু-গুরুদেবের অভয়-চরণে যখন প্রপন্ন হই, তখনই আমাদের এই স্বরূপ-বিস্মৃতি হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব এবং শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় জীব তখনই সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া জন্মমরণমালা-ছেদনে সমর্থ হয় ও শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্য কৃষ্ণদাস্যে নিয়োজিত থাকে। শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত 'কল্যাণ-কল্পতরু' নামক অমূল্য গ্রন্থে প্রকাশিত একটী গীতিকা নিম্নে ভগিনী পাঠিকাগণকে উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

"দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥
সংসার সংসার করি মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজি-প্রায়।
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হলে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই হেরি পরি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি—এ দেহ ছাড়িব কোন দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত॥
হায়, হায়, নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন-বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
শৃগাল কুক্কুর সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি তার অনুগত।
সংসার, বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান।"

যাঁহার অপরিসীম-কৃপাবলে আমরা এই ভব-ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাই, সেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের অভয়-চরণে—আসুন আমার প্রিয়পাঠিকা ভগিনীবর্গ! আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগতা হইয়া কৃতার্থ হই।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহোৎসব অতি সন্নিকট-প্রায়। আগামী ১৩ই আষাঢ় হইতে ৭ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত মহোৎসব চলিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-সেবা-ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া এবৎসরও শুদ্ধভক্তবৃন্দ বর্ত্তমান কালের শুদ্ধভক্তি-স্রোত-প্রবাহের মূল উৎস শ্রীগৌরনিজজন নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-বিরহ-মহোৎসব তাঁহারই বিপ্রলম্ভময়ী ভজন-চেষ্টা অনুসরণ করিয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথে আগামী ২৯শে আষাঢ় শনিবার দিবসে সম্পন্ন করিবেন। আসুন ভক্তবৃন্দ, একবার আসুন, চলুন সেই শুদ্ধ ভক্তি-পীঠে—যে স্থানে শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের, নিত্যমুক্ত ভক্তবৃন্দসহ প্রকট-লীলার শেষার্দ্ধ যাপন করিয়া পরম সৌভাগ্যবান জীবকুলকে বিপ্রলম্ভ-ভজনের চূড়ান্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলার অভিনয় দেখাইয়াছেন। চলুন,আমরাও তাঁহার অনুসরণে আমাদের হৃদয়-গুণ্ডিচা হইতে অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ অথবা ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-স্পৃহারূপ যাবতীয় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছার ধূলি, কঙ্কর ময়লা প্রভৃতি অভদ্রনিচয় সম্মার্জ্জিত, পরিষ্কৃত ও বিধৌত করিয়া বিষয়-বাসনা-বিনির্ম্মুক্ত হৃদয়কে পরম স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাবিলাসী কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দবিহার-ক্ষেত্র করি এবং যাবতীয় সম্ভোগ-চেষ্টা পরিহার করিয়া বিশাল নীলাম্ভোধির স্বর্ণবালুকা-তীরে 'হা কৃষ্ণ', 'হা ব্রজেন্দ্রনন্দন,' 'হা মুরলিবদন' বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে গড়াগড়ি দিয়া জীবন সার্থক করি।

এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে গত সপ্তাহের পূর্ব্বে হইতেই শুদ্ধ প্রচারকবর্গ প্রচার-ভিক্ষাসূত্রে উৎকল প্রদেশের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া উৎকলবাসীর নিষ্কপট সহায়তায় শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন। আমরাও আশা করি, শ্রীগৌরপ্রিয় উৎকলবাসী ভক্তবৃন্দ প্রচারকগণকে যথোচিত ও যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিতে অর্থাৎ "জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণব-সেবনে" কৃপণতা প্রকাশ বা কুণ্ঠা বোধ করিবেন না।

গত সপ্তাহে শ্রীমদ্ তীর্থস্বামি মহোদয় উৎকল প্রদেশে প্রচার-পথে কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে হুগলী জেলান্তর্গত ময়ালবন্দীপুর গ্রামে প্রচার করিয়া স্থানীয় লোকদিগকে শুদ্ধহরিকথামৃত পান করাইয়াছেন।

কুলিয়া অপরাধ-ভঞ্জনের পাটের রক্ষক দামোদরদাস ব্রহ্মচারী মহাশয় অতিশয় পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক সহায়তায় রাঢ় দেশে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া গুরুভক্তির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলভাস্কর বাবু দামোদর দাস বর্ম্মণ (রাজাবাবু) আর ইহ জগতে নাই।

গত মঙ্গলবার রাত্রি ১টার পর তাঁহার আত্মা অমর ধামে স্বীয় আরাধ্যের সেবার উদ্দেশে প্রস্থান করিয়াছে! তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও শিষ্টাচার সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার বদান্যতা ভারতে বিখ্যাত ছিল। সর্ব্বোপরি, তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও অধিকার এবং মধুর হরিকথা-কীর্ত্তনালাপে আন্তরিক আগ্রহ আমাদিগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কলিকাতা শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের অগ্রণী হইয়াও কয়েক বারই তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবল্লভাচার্য্যের কথা আলোচনা করিয়া স্বীয় সাম্প্রদায়িক বৈভব-বিজ্ঞান প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়াছিলেন। গত বর্ষেও তিনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণ-দর্শনোপলক্ষে আগমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতকার করিয়া ত্রিদণ্ডী শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য স্বামীর সম্বন্ধে বহুক্ষণ সদালোচনা করেন এবং স্বীয় বৃহৎ গ্রন্থাগারের সাহায্য, স্বয়ং আর্থিক ও নানাভাবে আনুকূল্য-প্রদানে বিশেষভাবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'গৌড়ীয়ের' একজন বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন গ্রাহক ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমাদিগের আন্তরিক গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

ভারতীয়।

কক্সবাজারের ঝড়

কিছুদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রাম কক্সবাজারে যে ভীষণ ঝড় হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম রিলিফ কমিটী কক্সবাজার কার্য্যকরী সমিতির নিকট ২,৬৫০৲ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীগণের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ড এই কার্য্যে ২০০৲ টাকা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক সহ সাহায্যপ্রদান-কার্য্যের জন্য গিয়াছেন। বেঙ্গল রিলিফ কমিটি হইতেও সাহায্যের জন্য ৫০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

রাজকুমারী প্রতিভার পূর্ব্ব স্বামীর বিবাহ

কুচবেহারের রাজকুমারী প্রতিভাকে মিঃ লায়নেল ম্যাণ্ডার নামক জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক বিবাহ করিয়া পরে তালাক দেন। তিনি পুনরায় মিশ ক্যামলিন নামক অষ্ট্রেলিয়ার জনৈক বিখ্যাত সুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছেন।

বাই আম্মা ও বেগম মহম্মদআলির বক্তৃতা

বাই আম্মা ও বেগম মহম্মদ আলী প্রচারকার্য্যে আহম্মদনগরে উপস্থিত' হইয়াছেন। তাঁহারা কয়েকটী সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু মুসলমানের মিলন ও সত্বর স্বরাজলাভের জন্য সকলকে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিতে বলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, প্রয়োজন মত কাউন্সিল-বর্জ্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

দগ্ধ প্রদর্শনীর জের

কলিকাতা ছোট আদালতের ষষ্ঠ জজ আদালতে 'ডেলী নিউস্' কাগজের স্বত্বাধিকারী 'ইণ্ডিয়া পাব্লিশার্স লিমিটেড' উক্ত কাগজে একজিবিসানের বিজ্ঞাপন ছাপার জন্য প্রাপ্য টাকার বাবদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও কাশিমবাজারের মহারাজা এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল একজিবিসনসিণ্ডিকেটের' মেম্বরগণ ও সারকুলার রোডের মিঃ এ, সেন প্রমুখ সকলের নামে নালিশ করিয়া সব টাকা গায় খরচা ডিক্রী পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ তুতীকোরিনে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে শ্রীযুত অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি এই বুঝিতে পারিয়াছেন যে তিনি ভারতের মুক্তির চিন্তাতেই নিমগ্ন আছেন এবং তিনি একদিন ভারতকে এক নূতন বাণী প্রদান করিবার জন্য তাঁহার যোগাসন পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন।

হিন্দু মুসলমানে মিলনের চেষ্টা

পাঞ্জাবের কয়েকজন নেতা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। উপায় নির্দ্ধারণের জন্য গত ৯ই জুন দিল্লীসহরে সেখ মহম্মদ তকি সাহেবের নেতৃত্বে এক বৈঠক বসে। বৈঠকে কংগ্রেস ও খেলাফতের কর্ম্মিগণ এবং জমিয়েৎ উলেমা ও হিন্দু সভার প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন। সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি নানাপ্রকার বিদ্বেষমূলক মিথ্যাসংবাদ প্রচারের প্রতিবাদ করিবেন এবং যাহাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের কারণ দূর হয়, তৎপক্ষেও চেষ্টা করিবেন। মৌলনা আবদুল্লা অস্থায়ীভাবে এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সমিতির উদ্যম সফল হউক!

নূতন রেভেনিউ মেম্বর

মিঃ কে, সি, দে সি, আই, ই, আই, সি, এস, বাঙ্গালার রেভেনিউ বোর্ডের মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন।

—:০:—

ভারতীয় র‍্যাঙ্গলার

ক্যাম্বিজ ট্রাইপস পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ভারত বাসীগণ র‍্যাঙ্গলার হইয়াছেন—ডি, এস্ হেজমাদি (বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়), পি, কে, পাল (পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়), ডি, এন, সেন (পাটনা কলেজ)। এস, মিত্র ও ডি, পি, পেটাবলী সিনিয়র অপ্টাইমস্ হইয়াছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান।

মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক স্থায়িভাবে করপোরেসনের চেয়ারম্যান্ হইলেন। আগামী মিউনিসিপ্যাল বিল পাশ হইবার পূর্ব্বে তিনিই শেষে চেয়ারম্যান-পদ অলঙ্কৃত করিলেন তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছে।

বাবাজীর বেশে চোর

কয়েক দিন হয়, নবদ্বীপের স্বধামগত চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাজ বাড়ীতে শ্রীললিতা সখীর বন্ধুত্বসূত্রে এক বাবাজী কিছু দিন বাস করিয়া স্ত্রীবেশী সখীর প্রায় ২৩০০৲ মূল্যের অলঙ্কার ও নগদ টাকা লইয়া চম্পট দেয়। অলঙ্কার গুলি পাওয়া গিয়াছে এবং বিচার ফলে হাজতে যাইবার কালে নাকি তাহার কৌপীনের মধ্যে ১৩০০৲ টাকার নোট পাওয়া গিয়াছে! এই সব ইন্দ্রিয়াসক্ত ভণ্ড মর্কটগুলিই বৈষ্ণব ধর্ম্মে কলঙ্কস্বরূপ হইয়া গ্লানি উপস্থিত করিয়াছে।

নদীয়ার কর্ম্মী বিজয়লালঃ—শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় নদীয়া কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন প্রকাশ কয়েকটী সভায় রাজদ্রোহক মূলক বক্তৃতা করিবার অপরাধে তাহাকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে।

নাগপুর সত্যাগ্রহ

শেঠ যমুনালাল গ্রেপ্তার

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা শেঠ যমুনালাল বাজাজ এবং প্রচার-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ রাও দেশমুখ ও ভগবানদীনজি গত ১৭ই জুন অপরাহ্ণে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। উভয়কেই পুলিশের হেফাজতে রাখা হইয়াছে। বিচার চলিতেছে

বৈদেশিক।

আগ্নেয় গিরির বিস্ফুরণঃ—মাউণ্ট এট্‌না ইটালীর অন্তর্গত সিসিলি দ্বীপের একটী আগ্নেয়-গিরি। সম্প্রতি উহার ভীষণ বিস্ফুরণ হইয়া গিয়াছে। ফলে ৩০,০০০ লোক গৃহশূন্য হইয়াছে।

লবণ শুল্কে ভারত সচিব।

আর্ল উইণ্টারটন পার্লামেণ্ট মহাসভায় দাঁড়াইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষকে আমরা কখনও স্বায়ত্তশাসন দিই নাই, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে দিব, এমন কোন কথাও বল নাই। তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, অ্যাসেম্বলীর বহুমত বার বার অগ্রাহ্য করিয়া, কেবলমাত্র সার্টিফিকেটের জোরে লবণ শুল্ক চালাইয়া বড়লাট কিছুমাত্র অন্যায় করেন নাই; রিফর্ম্মের বিধি অনুসারে এ সমস্ত ক্ষমতাই তাঁর আছে। তিনি ইচ্ছা করিলেই যখন তখন সার্টিফিকেট প্রয়োগ করিতে পারেন।
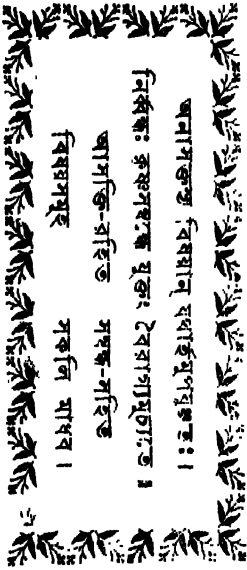
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥
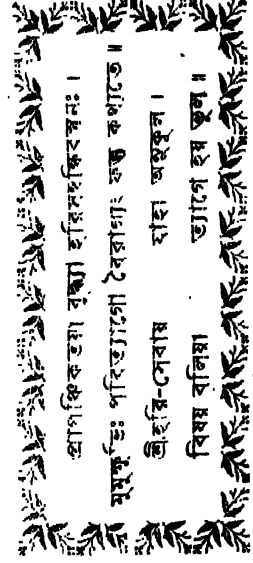
প্রথম খণ্ড) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৩০ (৪৪শ সংখ্যা

নাম।

অনেকেই বলিয়া থাকেন 'নাম নিলেই হইল ইহাতে আবার বিচার কি? "যিনি নামগ্রহণ করেন, তিনি ভিতরে যাহাই থাকুন না কেন, বা তাঁহার বাহ্য আচরণ যাহাই হউক না কেন, তাঁহার নাম-গ্রহণের ফল হবে না কেন কিন্তু শাস্ত্র বলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—আদি ৮ পঃ—

> কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
> কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
> এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপনাশ।
> প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।
> হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
> তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
> তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
> কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥

নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। নামাপরাধ কখনও নাম নহে। আর ব্যবধান রহিত নাম হইলে হেলায় শ্রদ্ধায় নিলেও ফল হয়। কিন্তু অনেকেই নামাপরাধকেই নাম বলিয়া ধারণা করেন। নামাপরাধ নিশার অন্ধকার-স্থানীয়—নামাভাস অরুণোদয়-স্থানীয় ও শুদ্ধ নাম নির্ম্মল সূর্য্যসদৃশ। নামাপরাধদ্বারা জাগতিক মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু নামের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ভগবৎ-প্রেম হইবে না।

বাহিরের কৃত্রিম অশ্রুপুলকাদি বিকারই কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ নহে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাগবতের "তদশ্মসারং হৃদয়ং" (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—'বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যৎ হৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি। কনিষ্ঠাধিকারিণাং এব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেপি

অশ্মসার-হৃদয়ত্বং নিন্দ্যম্॥" অর্থাৎ বাহিরে অশ্রুপুলক দেখা গেলেও যাহার হৃদয় শ্রীভগবানের সেবা বা প্রীতির জন্য ব্যাকুল না হয়, তাহা পাষাণবৎ কঠিন। সেইটী বাস্তবিক ভক্তি বা প্রেমের লক্ষণ নহে। কনিষ্ঠ অধিকারিগণের অর্থাৎ যাহাদের অধোক্ষজ শ্রীভগবানে ও অধোক্ষজ ভক্তে প্রাকৃত বুদ্ধি অপগত হয় নাই তাঁহাদের অশ্রুপুলকাদি হইলেও তাঁহাদের অধোক্ষজ-সেবা-বৃত্তি নাই বলিয়া ঐরূপ অশ্রুপুলকাদি নিন্দনীয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু আরও লিখিয়াছেন:—

নিসর্গপিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

অর্থাৎ জীবের নিসর্গবশতঃ পিচ্ছিল এবং কৃত্রিম অভ্যাসপরায়ণ নিজ অন্তঃকরণে যে সকল অশ্রুপুলকাদি চেষ্টা তাহা সত্ত্বাভাস ব্যতীতও কেবল রজস্তমোগুণাশ্রিত হইতে পারে। তাহা বাস্তবিক ভাবভক্তের শুদ্ধসত্ত্ব-বিকার লক্ষণ নহে,পরন্তু প্রাকৃত নশ্বর কামচেষ্টাময় ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ক্রিয়া বা ভাবাভাস মাত্র। নামাভাসে জড়মুক্তি হয়। নামাভাস নামউদয়ের পূর্ব্বাবস্থা। যেমন অরুণোদয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব অবস্থা, তদ্রূপ। যথা—

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥
হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয়নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে।
যেই মুক্তি না লয় সে কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

নামাভাসে কোনও অপরাধ নাই। কিন্তু শুদ্ধ নাম বা নামীর সহিত তখনও কোন সম্বন্ধ হয় নাই। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত নিরপরাধ হইলে নামে কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হয়। তাহাই প্রকৃত শুদ্ধনাম। নামাভাসে মুক্তি হইলে জীব জড়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হন এবং স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া স্বরূপের কার্য্য ভগবদ্দাস্যরূপ অভিধেয় ভক্তি বা সেবা যাজন করিতে থাকেন। এই সেবোন্মুখ বৃত্তির উদয়েই প্রকৃত নামের উদয় হয়। তখনই নামের চিন্ময় স্বরূপ দর্শন হয় ও নাম লইতেই প্রেম হয়। অধোক্ষজ-সেবোন্মুখতার অভাবে শ্রীভগবানের নাম হয় না। যাহা হয়, তাহা অক্ষজবাদিগণের বিমুখ চেষ্টা বা নামাপরাধ। যথা শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ ও লীলা একই বস্তুর বিভিন্ন স্ফূর্ত্তি। এই শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় যথা জিহ্বা, কর্ণ, চক্ষু প্রভৃতির গ্রাহ্য নহে, কিন্তু জীব যখন ভগবৎ-সেবোন্মুখ হন তখনই তাঁহার আত্মায় উদিত নামাদি স্বতঃই জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি পাইয়া বাহ্য জগতে প্রকটিত হন। ইঁহারা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের অভিন্নতত্ত্ব শ্রীনামের অবরোহবাদ স্বীকার করেন। শ্রীনাম প্রাকৃত জগতের বস্তু নহে। চিন্ময়বস্তু সেবোন্মুখ চিদাত্মায় উন্মেষিত হইলেই বাহ্য জগতে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে প্রকটিত হন। যথা—

"হৃদয় হৈতে বলে জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ"

এইজন্যই অধোক্ষজ-সেবাপরায়ণ সাধুগণের মুখনিঃসৃত নাম শ্রবণ করিলেই প্রকৃত নামের উদয় হইয়া থাকে। নতুবা অক্ষজজ্ঞানমত্ত সাধুনামধারী

অসাধু ব্যক্তিগণের মুখে শ্রুত নামাক্ষর নাম নহে। কারণ, তাহারা হয় অন্যাভিলাষী, না হয় ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী। তাহারা অধোক্ষজসেবা-বিমুখ বলিয়া নাম তাহাদের ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-সিদ্ধির উপায়স্বরূপ কিন্তু অধোক্ষজ-সেবালাভের উপায় ও উপেয় নহে। তাহারা আরোহবাদী, সুতরাং তাহাদের নামে অক্ষর-বুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহে কাষ্ঠপাথর-বুদ্ধি, শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দ প্রভু 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥"

নামের অক্ষর উচ্চারিত হইলেও তাহা নাম নহে। সুতরাং যাঁহার মুখে শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই প্রকৃত সাধু বা বৈষ্ণব; তিনিই সম্মানার্হ ও তাঁহার মুখ হইতেই নাম শ্রবণ করিতে হইবে। যথা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য ১৫শ পঃ) বৈষ্ণব-স্বরূপবর্ণনে বলিয়াছেন :—

এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥
অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেইত বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥

অতএব শুদ্ধনাম-ভজনপরায়ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব। নামছলে নামাপর ভজনপরায়ণ কখনও শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে। তাহার মুখে নাম-মন্ত্রাদি শ্রবণ নিষেধ। যথা হরিভক্তিবিলাসে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা নরকগামী হইতে হয়। পুনরায় বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণবগুরু হইতে সুষ্ঠুভাবে শুদ্ধ নামমন্ত্র গ্রহণ করিবে।

পুনশ্চ—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ

হরিকথা প্রকৃতপক্ষে অমৃতস্বরূপ হইলেও অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হইলে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে; যেমন দুগ্ধ সুখাদ্য হইলেও সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে প্রাণসংহার করিয়া থাকে। অতএব শুদ্ধ নামপরায়ণ বৈষ্ণবেরই পাদপদ্ম নিত্য সেব্য।

কীর্ত্তনে ঔদাসীন্য

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ
ভবৌষধাৎ শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে বলিয়াছিলেন যে, ইহজগতে তিন শ্রেণীর লোক আছেন — মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী। তন্মধ্যে যাঁহারা নিবৃত্ততর্ষ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত—যেমন নারদাদি ঋষিগণ, তাঁহারা নিশ্চয়ই হরিকথা গান করেন, যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারাও ভবরোগের ঔষধ জানিয়া হরিকথা সেবন করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহারাও কর্ণ ও মনের আনন্দপ্রদ বলিয়া হরিকথা শ্রবণ ও অনুশীলন করিয়া থাকেন। আমরা বিবিধ ক্লেশপূর্ণ সংসার-রোগে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া এতকাল যাতনা ভোগ করিলাম, যদি সৌভাগ্যক্রমে চিকিৎসকরাজ পরম দয়ালু অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীসুত গৌরহরি স্বয়ং আমাদের দুঃখ দেখিতে না পারিয়া অপূর্ব্ব হরিনামামৃতরূপ মহৌষধ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আর আমাদের ভয় কি? এখন

কোন্ নরাধম এই মহৌষধ-সেবনে পরাঙ্মুখ হইবে ? এই হরিনামামৃত পান করিলে কু-বাসনা অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বশতঃ জড়াসক্তিরূপ তৃষ্ণা দূরে পলায়ন করিবে। এই তৃষ্ণাই দুঃখদায়িনী ও সংসার স্রোতস্বতীর অনন্ত প্রবাহরূপিণী। এই তৃষ্ণাকে জয় করিতে পারিলে সংসারকে জয় করা যায়। এই তৃষ্ণা-জরা যে পর্য্যন্ত এই চিত্তকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে সে পর্য্যন্ত কিছুতেই শান্তি নাই। তৃণাদি হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লাভ করিলেও দুর্নিবার তৃষ্ণা রাক্ষসীর উদর-পূর্ত্তি হয় না। এই সংসারে বিষয়ী,মুমুক্ষু ও মুক্ত মনুষ্যসকলের মধ্যে ভগবন্নামবর্ণনে কৈ কাহারও ত' কখনও অনিচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় না। হরিনামই জীবের উপাস্য বস্তু, যেহেতু নাম ও নামী অর্থাৎ কৃষ্ণ অভিন্ন। বিষয়ী ব্যক্তি হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে ধন-জন গৃহাদি সকলের অনিত্যতা দিন দিন অনুভব করিয়া মুক্তি কামনা করে। মুমুক্ষু ব্যক্তিও হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে মুক্ত অবস্থা লাভ করে। মুক্ত পুরুষেরাও আবার হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণভজনে রত হন। এবং চরমে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মলাভ করিয়া কৃতার্থ হন। মুক্ত পুরুষগণের অনবরত প্রেমময় নাম শ্রবণে চিত্তপটে ভগবদ্ভাবের এমনই স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে যে, চিত্ত কখনও আনন্দহারা হয় না। তাদৃশ মুক্তপুরুষগণ উচ্চকণ্ঠে মুমুক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন—তোমরা আমাদের ন্যায় নাম-রসে নিমগ্ন হও, অনায়াসে এই ভব-দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। যাহারা নিতান্ত পশুহিংসক কিরাত অর্থাৎ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন, কেবল তাহারাই এই সুমধুর নামরসে বঞ্চিত হয়। জীবের আত্মা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ, তাদৃশ স্বীয় আত্মা স্বরূপ ঘোর অজ্ঞানে আবৃত করিয়া যাহারা অন্ধতম নরকে গমন করিতে উদ্যত,তাহারাই শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনে বঞ্চিত হয় এবং সেই সকল ব্যক্তিই কেবল হরিকথায় বিরক্ত হইয়া থাকে।

হিংসা

জীবহিংসা যে অতি নিকৃষ্ট বৃত্তি, ইহা একটু সদসদ্-বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করেন। একদিকে বেদ বলিতেছেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" অর্থাৎ প্রাণিমাত্রেরই হিংসা করিবে না। আবার অন্যদিকে যাহারা বেদ মানেন না বা নাস্তিক সম্প্রদায়েরও কেহ কেহ বলিতেছেন 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' ইত্যাদি। জৈনদিগের অহিংসার কথা কাহারও অবিদিত নাই। নিরীশ্বর নৈতিকগণও অহিংসা-ধর্ম্মের আদর করিয়া থাকেন। মনুসংহিতাদি স্মৃতিশাস্ত্রও প্রবৃত্তিমূলা হিংসা-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি-সাধনই শ্রেয়— ইহা উচ্চকণ্ঠে বলেন। "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" মনুসংহিতা আমিষভক্ষণ-বিচারে বলেনঃ—

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৫।১৫

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ ॥ ৫।৫১

স্ব-মাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
ততোঽন্যো নাস্ত্যপুণ্যকৃৎ ৫।৫২.

মাং স ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহং।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫।৫৫

মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্ট এই শেষোক্ত শ্লোকের টীকায় বলেন—'ইহলোকে যস্য মাংসমহমদ্মি পরলোকে মাং স ভক্ষয়িষ্যতীতি এতন্মাংসশব্দস্য নিরুক্তং পণ্ডিতাঃ প্রবদন্তি।'

অর্থাৎ যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে কেবলমাত্র সেই মাংসখাদক বলা হয়। কিন্তু যে মৎস্য ভক্ষণ করে, সে সর্ব্বমাংস-ভোজী অর্থাৎ তার মধ্যে বেদনিষিদ্ধ অমেধ্যও বাদ যায় না। সুতরাং সে অনার্য্য বা ভোগপরায়ণ জিহ্বোদর-লম্পট পদবাচ্য হয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, কেবল মৎস্য বা মাংস-খাদকই বুঝি ঘাতক, অন্য কেহ ঘাতক নহে। যেমন অনেকস্থলে দেখা যায় হিন্দু বিধবা-গণের কেহ কেহ মৎস্যাদি ভক্ষণ করেন না বটে, কিন্তু সন্তানগণের জন্য মৎস্যাদি রন্ধন বা পরিবেশন করিয়া থাকেন। কিন্তু মনু বলিতেছেন —

"অনুমোদনকারী, হতজীবের মাংস বিভাগকারী, হন্তা, ক্রেতা, বিক্রেতা, পাচক, পরিবেশক ও খাদক ইহারা সকলেই ঘাতকের মধ্যে গণ্য।

যে ব্যক্তি স্ব-মাংসকে পরমাংসের দ্বারা পুষ্ট করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইতে অধিক পাপী ব্যক্তি আর নাই।

আমি যাহার মাংস ইহকালে ভক্ষণ করিব, সে পরকালে আবার আমার মাংস খাইবে, ইহাই মাংসের মাংসত্ব—পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন।

কুল্লুক ভট্ট টীকায় বলেন যে, সংস্কৃত "মাং"শব্দের অর্থ "আমাকে" আর"সঃ" শব্দের অর্থ "সে" অর্থাৎ সে আমাকে পরকালে খাইবে। 'মাংস' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পণ্ডিতগণ এইরূপই করিয়া থাকেন। এই গেল নাস্তিক, নৈতিক ও স্মৃতির বিধান। বেদ ও ভগবদ্‌বিশ্বাসী ভাগবতগণও বলেন—যথা শ্রীনারদ বাক্য—

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাং।
ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনং॥

জীবহিংসা পশু-বৃত্তি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১৯ শ পঃ—

"কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তিমুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীবহিংসন।"

অর্থাৎ জীবহিংসা-প্রবৃত্তি একটী ভক্তিবিরোধী কর্ম্ম। ভক্তিলতার উপশাখা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সকল দোষ জন্মে, ইহা তাহার অন্যতম। বেদের "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি"দ্বারা পশুহিংসাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে যে প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মকাণ্ডে অর্থাৎ যজ্ঞাদিতে পশুবধের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা কেবল তামস ও রাজস ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার জন্য বেদের কৌশলজালমাত্র। কণ্টকদ্বারা কণ্টক খুলিয়া উভয় কণ্টকই ফেলিয়া দিতে হইবে, কিন্তু নির্ব্বোধ ব্যক্তি এক কণ্টক খুলিতে গিয়া আরও কণ্টক ফুটাইয়া বসে।

এইজন্যই ভাগবতগণের বিচার স্বতন্ত্র। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্য-উপাসক। তাঁহাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানই ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত। শ্রীভগবানের প্রীতি-তাৎপর্য্যের যাহা প্রতিকূল, তাঁহারা তাহাই ত্যাগ করেন ও যাহা অনুকূল, তাহা আনন্দের সহিত স্বীকার করেন। শ্রীভগবানের প্রীতিতেই তাঁহাদের প্রীতি। সুতরাং তাঁহাদের জীবহিংসা গ্রহণ-প্রণালী বৌদ্ধগণের "অহিংসা পরমধর্ম্মে"র ন্যায় নহে বা জৈনদিগের "খাটমল খিলান" প্রথা (অর্থাৎ জৈনগণ মানুষ ভাড়া করিয়া খাটে শোয়াইয়া মানুষের রক্ত ছারপোকাকে খাওয়াইয়া থাকে) ন্যায়ও নহে বা নৈতিকদিগের শুষ্ক ন্যায়-অন্যায়-বিচারের ন্যায় নহে, অথবা মুক্তিসিদ্ধি-কামীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে কিংবা কর্ম্মিগণের দেহধর্ম্ম বা

মনোধর্ম্মের ন্যায় নহে। মনোধর্ম্মিগণ অনেকে অনেক বিচার করেন; কারণ, মনোধর্ম্মের স্বভাবই—"এই ভাল, এই মন্দ"। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিবেন 'দেশ-কাল-ভেদে মানুষ বদলায়, সুতরাং শাস্ত্রও বদলায়। সেকেলে শাস্ত্র কি আর একালে চলে? তখন মানুষের পরমায়ু ছিল হাজার বৎসর, আর খাওয়া দাওয়া ভাল মিলিত।' কেহ বলিবে 'আমিষ না খাইলে চোখে কম দেখা যায়'। কেহ বলিবেন, 'আগে শরীর, তার পর ধর্ম্ম' "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"। কেহ বলিবেন, 'শাক-সবজীতে লিভারের দোষ হয়।' কেহ বলিবে, 'খাদ্য-পরিবর্ত্তন জন্য মাঝে মাঝে আমিষ ত্যাগ করা যাইতে পারে। আবার কেহ বলিবেন, 'আমিষ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর, কারণ, জীবজন্তুর ব্যারাম দেহে সংক্রামিত হইতে পারে।' আবার কেহ বলিবেন, 'মৎস্যের বীর্য্য বাঙ্গালীর ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত, সুতরাং আমিষ-ত্যাগ অহিতকর।' কেহ বলিবেন, নিরামিষ-ভোজনে জীবহিংসা নিবারিত হয়, অধিকন্তু সাত্ত্বিকভাব হৃদয়ে জাগরিত হয়।' আবার অমনি কেহ বলিয়া উঠিবেন, 'আজকাল পেটরোগা বাবাজীর দলের অভাব নাই। এখন চাই সিংহবিক্রম। সুতরাং যত পার, মৎস্য মাংস খাও। সিংহ মাংসভোজী হইয়াও একবারমাত্র স্ত্রী-সঙ্গম করে, আর চড়ুই পক্ষী সাত্ত্বিক আহার করিয়াও অতি অসংযত।" এইরূপ জগতে যে কত মনোধর্ম্মের প্রলাপ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাগবতগণ এইরূপ মনোধর্ম্মের দ্বারা কখনও চালিত হন না। তাঁহারা নিরস্তকুহক আত্মধর্ম্মের উপাসক। তাঁহারা জানেন, পরম সত্য—ত্রিকালেই সত্য। সেখানে দেশ-কাল-পাত্রের অধিকার নাই। যেখানে নিজের সুবিধা-অসুবিধা-বিচার, সেখানেই মনোধর্ম্ম। ভিন্ন ভিন্ন মনের ভিন্ন ভিন্ন বাসনা, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত। যেখানে ভগবৎ-প্রীতি-বিচার, সেখানে মনোধর্ম্ম নাই। সুতরাং ভাগবতগণ জানেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং॥"

অর্থাৎ জগতের যাহা কিছু সব ভগবৎ-সত্তায় সুতরাং ভগবদ্-উচ্ছিষ্টই গ্রহণ করিবে। ভোক্তা ভগবান সাজিয়া গ্রহণ করিবার লোভ করিও না।

যদি সমস্ত বস্তুই ভগবৎ-সত্তায় পূর্ণ হয়, তবেত সকলই চেতন। মৎস্য, ছাগল, ভেড়া, যে প্রকার চেতন, কুমড়া বা লাউএর, ডগাটাও সেই প্রকারই চেতন। এইজন্যই ভাগবতগণের বিচারে প্রাকৃত আমিষ বা নিরামিষ উভয়বস্তু-গ্রহণেই জীবহিংসা হয়। ভোগবৃত্তি লইয়া গৃহীত বস্তুমাত্রেই প্রকৃতিগুণ-জাত বলিয়া দর্শন হয়। একমাত্র ভগবৎ-প্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলেই বস্তুর নির্গুণতা উপলব্ধ হয়। সুতরাং ভোগিগণ নিজের সুবিধা বিচার করে ও তজ্জন্য জীবহিংসা-পাপে লিপ্ত হয়; আর ভগবৎ সত্তা দর্শন করিতে পাইয়া প্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া তদীয় বস্তুর সেবা বা সম্মান করেন, এই জন্যই তাহাদের সেবাবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। কেবল আহার্য্য বস্তু কেন, আমরা যাহা কিছু ভোক্তা সাজিয়া গ্রহণ করিতে যাই তাহাতেই জীবহিংসা হয়। ভগবৎপূজার উদ্দেশ্যে যে ফুল চয়ন করা হয়, তাহা দ্বারা আমাদের সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, আবার ফুলের তোড়া বাঁধিয়া টেবিলে রাখিয়া নিজে সৌরভ লইব—এই বুদ্ধিতে ফুল সংগৃহীত হইলে সেই ফুলচয়নক্রিয়াদ্বারাই জীবহিংসা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। এইরূপে ভগবৎসম্বন্ধবিমুখ হইয়া আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে কত কত জীবহিংসা করিতেছি। আমাদের প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে

কত শত জীবহিংসা হইতেছে, কিন্তু শ্রীভগবানের মন্দিরে বা শ্রীভগবানের সেবা-কার্য্য-উদ্দেশ্যে গমনাগমনে আমাদের সেবাই হয়। উদ্দেশ্য লইয়া কথা। যেমন লাঠি দ্বারা সর্প মারিলে লাঠিকে জীবহত্যা-পাপ স্পর্শ করে না, তদ্রূপ ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে জীব যন্ত্ররূপে যে যে কার্য্য করে, তাহাতে তাহার কোনও পাপে লিপ্ত হইতে হয়না, অধিকন্তু তাহাদ্বারা সেবা হয়। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন :—

স্বরর্গে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরাভবেৎ॥"

হে নারদ, শাস্ত্রে হরিকে উদ্দেশপূর্ব্বক যে সকল কার্য্যের বিধান আছে, তাহাই বৈধী ভক্তি। ইহারই প্রপক্ক অবস্থা প্রেমভক্তি।

শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাৎ মৎপ্রভাবতঃ॥

নৈতিক বিচারে যাহা পাপ বলিয়া বিবেচিত, তাহাও আমার ভগবৎ-সেবার জন্য কৃত হইলে ধর্ম্ম হয়। আর নৈতিক বিচারের পুণ্য বা ধর্ম্মও যদি আমাকে অনাদর পূর্ব্বক যাজন করা হয় তাহা ও আমার প্রভাবে পাপ হইয়া থাকে।

এখন একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন মৎস্য ছাগল ভেড়া বা বৃক্ষ লতা শাক শব্জী সকলেই জীব তবে কি যে কোন্ বস্তু ভগবানে নিবেদিত হইতে পারে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভগবৎ সুখতাৎপর্য্যতা বা ভগবৎ ইচ্ছা পূর্ত্তিরূপ আরাধনাই সেবা। সেবা নিজ ইচ্ছা মত হইবে না। সেব্যের ইচ্ছা বা প্রীতিতেই সেবকের প্রীতি। এইজন্যই পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে—"শাস্ত্রে বিহিতা হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া"—অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত হরি-উদ্দেশ্যে কার্য্যই ভক্তি। শাস্ত্র অর্থে শাসনবাক্য। শাস্ত্র বলেন যথা—হারীত স্মৃতিতে

নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে-ভক্ষেষপ্যজামহিষীক্ষীরং পঞ্চনখামৎস্যাশ্চ।

অর্থাৎ অভক্ষ্য দ্রব্য নৈবেদ্যে দিবেনা। ভক্ষ্য দ্রব্য মধ্যেও ছাগীদুগ্ধ মহিষীদুগ্ধ, পঞ্চনখজন্তু ও মৎস্য প্রদান করিবে না।

কূর্ম্ম পুরাণে—পলাণ্ডুং লশুনং শুক্রং নির্যাস-ঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ। অর্থাৎ পেঁয়াজ, রশুন, কাঞ্জি বা নির্যাস বর্জ্জন করিবে। যামলে—

যত্র মদ্যং তথা মাংসং তথা বৃন্তাকমূলকে।
নিবেদয়েন্নৈব তত্র হরেরৈকান্তিকী রতিঃ॥

যেস্থানে মদ্যমাংস, বার্ত্তাকু ও মূলক নিবেদিত হয়, সে স্থানে হরির ঐকান্তিকী প্রীতি নাই।

শ্রুতি বলিতেছেন জগতের যাবতীয় বস্তুই শ্রীভগবানের সেবার জন্য সৃষ্ট। তিনিই একমাত্র একচ্ছত্র ভোক্তা। আর সব ভোগ্য। সমস্ত বস্তুই বিভিন্নভাবে তাঁহাকে সেবা করিতেছে। যে বস্তু যে সেবার জন্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে, বিশুদ্ধ ভক্তগণ তাহা জানিয়া তাহাদের দ্বারা সেই সেই সেবা করিয়া লন। মৎস্যাদি জলপরিষ্কারাদি কার্য্যে থাকিয়া শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের সেবা করিতেছে। ছাগলাদির রোমদ্বারা পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে; ইহারা এইরূপেই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছে। চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতিতে এমন কোনও বস্তু নাই যাহা ভগবান ও ভক্তগণের সেবোপকরণ নহে।

জীবহিংসা বহুবিধ। প্রাণীহননমাত্রই জীবহিংসা এই প্রাণী হনন বহুপ্রকারে হইতে পারে। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গাদি দ্বারা জীবহিংসা হয়। আবার বৈধ স্ত্রীসঙ্গও যদিও শাস্ত্র বিধান (যথা—ঋতৌ ভার্য্যাং

উপেয়াৎ "অর্থাৎ ঋতুকালে মাত্র ভার্য্যাতে উপগত হইবে) উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বা শ্রীভগবানের সেবক কামনা ব্যতীত নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা 'পুত্রদ্বারা আমার উদ্ধার হইবে' ইত্যাদি অবান্তর কামনা থাকিলে তাহাও জীবহিংসা। অসময়ে পশ্বাদি স্ত্রীসঙ্গাদির দ্বারা রেতঃপাতক্রমে বহু বহু জীবাণু অযথা বিনষ্ট হয়। মোটকথা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামাত্রই কাম।

ভগবদ্ভক্তি প্রচারে কৃপণতা বা কুণ্ঠা প্রকাশ।

নাস্তিক সম্প্রদায় ও পাষণ্ডগণ কোমলশ্রদ্ধ জীবগণকে বিপথগামী করিয়া তাহাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবহিংসা পাপে লিপ্ত করিতেছে। ঐ সকল লোকদিগকে প্রশ্রয় দিলে জীবহিংসা করা হয়। পাষণ্ডীগণ ভক্তগণের ভজনে বিঘ্নোৎপাদন করিয়া থাকে। উহাদিগকে দমন করিয়া ভক্তগণের ভজনের সহায়তা না করিলে জীবহিংসা হয়। ভক্তদ্বেষিজনে তৃণাদপি সুনীচের ভাণ দেখাইয়া আলস্য বা কপটতা করিলে জীবহিংসা করা হয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের চরণ আশ্রয় করিলেই একমাত্র জীবহিংসা পাপ হইতে নিস্তার পাইয়া পরমানন্দময় সেবা লাভ পারেন। নতুবা পঞ্চসূনা যজ্ঞ "প্রভৃতি স্মৃতির প্রায়শ্চিত্তবিধান দ্বারা জীবহিংসা পাপ নিবারিত হইতে পারে না। ঐসব বিধান হস্তিস্নানবৎ। একমাত্র ভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় দ্বারাই সর্ব্বপাপমুক্ত হওয়া যায়। এই জন্যই প্রিয়তম অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের গুহ্যতম চরম উপদেশ—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"এ কেমন পাগল।"

(ত্রয়োবিংশ রজনী।)

পাঠক মহোদয়গণ, এ হতভাগা হরিদাসের কথা কি আপনাদের স্মরণ আছে? স্মরণ পথে না থাকিলেও, আশা করি, স্মরণ করিতে আপনাদিগকে অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। কারণ সেত আর বেশী দিনের কথা নয়। কিঞ্চিদধিক একমাস হইল আপনাদের সহিত আমার শেষ আলাপ হইয়া গিয়াছে। আমি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আপনাদের সেবা হইতে বঞ্চিত ছিলাম। আশা করি নিজগুণে কৃপা করিয়া আপনাদের এ অধম দাসের সেবা অকরণ জন্য যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

পূর্ব্বেকার মত অদ্যও সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পাগল ঠাকুরের শ্রীচরণ সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং সর্ব্বাঙ্গে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। পাগলঠাকুর উচ্চ করিয়া মন প্রাণহারী কণ্ঠে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। মধুর হইতেও সুমধুর সেই শ্রীনাম কীর্ত্তন, নিশ্চয়ই যে কোন পাষণ্ডের হৃদয়ে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের জন্য একটা লোভ উৎপন্ন করিয়া দিতে পারে। কিছুক্ষণ ধরিয়া শুনিতে শুনিতে আমারও হৃদয়ে একটা লোভ হইল এবং আমি পাগলের সহিত শ্রীনাম কীর্ত্তনে যোগদান করিলাম। পাগলঠাকুর অমনি উঠিয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। বনে আর কেহই ত নাই, সুতরাং আমার লজ্জারও কোন কারণ ছিলনা, তাই আমিও তাঁহার সহিত নৃত্য ও উচ্চ কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলাম। পাগলের সহিত সেইরূপ নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে আমি যেন কোন

আনন্দময় স্থানে গমন করিলাম, সে স্থানের দুঃখ ও অতিশয় আনন্দকর, বোধ করি সে জগতের অতি নিকৃষ্ট দুঃখও, এ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ অপেক্ষা অসংখ্যগুণে শ্রেয়ঃ।

কিছুক্ষণ পরে পাগল ঠাকুর চুপ করিয়া বসিলেন, আমিও বসিলাম। অনন্তর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর, আপনি পূর্ব্বে কয়েক দিন ধরিয়া সৎগুরুর যে সব লক্ষণ বলিয়াছিলেন, ঐরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন গুরু যদি ব্রাহ্মণ কুলে প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তবে অন্য কুলে প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া দীক্ষা শিক্ষাদি গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা, এ সম্বন্ধে আমার হৃদয়ের সন্দেহ নিরাস করিয়া কৃতার্থ করুন!"

পাগল ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"হরিদাস, বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। অনেক জীবের হৃদয়েই এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে এবং নিজেরা সে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া এবং জড় স্বার্থপর তথাকথিত পণ্ডিত বা গুরুসম্প্রদায়ের নিকট অন্যরূপ অসদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আত্মার একমাত্র বৃত্তি শ্রীহরি ভজনের দিকে অগ্রসর হইতে অপারগ হন। কিন্তু হরিদাস, শ্রীকলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপে জীবের মঙ্গলের জন্য যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অকপটভাবে বুঝিলেই সমস্ত সন্দেহ বিদুরিত হইয়া যায়। তাহা এই:—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ব বেত্তা সেই গুরু হয়॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হউক, সন্ন্যাসী হউক, শূদ্রই বা হউক না কেন, ভগবৎ তত্ত্ববিৎ হইলেই, তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ কুলে কোন গুরুত্ব আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ভগবৎতত্ত্ব বিদ্‌গণই ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইতেন; সুতরাং তাঁহারা গুরু হইবার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে, যখন সমাজ আর পরমার্থানুগ নাই এবং ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব হইলেই অব্রাহ্মণোচিত স্বভাব লাভ করিয়াও ব্রাহ্মণব্রুবের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হইতেছেন তখন সেই রূপ ব্রাহ্মণব্রুববংশধরকে গুরুকরণে কোনও মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই।

হরিদাস, আরও দেখ, যদি শ্রীহরিভজন করাই আবশ্যক হয়, এবং জড়ীয় কতকগুলি মান প্রতিপত্তি, কুলমর্য্যাদা বা অন্য কোন অবাস্তর উদ্দেশ্য ভজনীয় বস্তু না হয়, তবে সদ্‌গুরু যে কোন কুলোদ্ভব হউন না কেন, প্রাপ্ত হইবামাত্র ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সমীপে দীক্ষাদিশিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ, শ্রীভগবান্ গুরুরূপে যখন সৌভাগ্যবান্ বদ্ধজীবকুলকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এই ধরাধামে আগমন করেন, তখন তিনি যে শুধু ব্রাহ্মণকুলেই জন্ম গ্রহণ করিবেন অন্য কোন কুলে জন্ম লইবেন না, এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণব্রুবকুল ব্যতীত প্রকৃত ব্রাহ্মণ সকল কুলেই উদ্ভূত হন। যে কোন কুলোদ্ভব হউন না কেন, সৌভাগ্যবান্ জনেই প্রকৃত ব্রাহ্মণকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণকুলে জাত ব্যক্তিগণের মধ্যে সৌভাগ্যবান্‌জনের জন্ম অভাব হইলে এবং শূদ্র কুলোদ্ভব জনগণের মধ্যে সৌভাগ্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণ থাকিলে, শূদ্রের গৃহেই জন্ম লইয়া ব্রাহ্মণ থাকেন। সুতরাং যদি কেহ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ করিয়াছেন বলিয়া অনিত্য কুল মর্য্যাদাকেই ভজনীয় বস্তু বলিয়া আদর করিতে গিয়া, শূদ্রকুলোদ্ভব যথার্থ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাদিশিক্ষা লইতে সঙ্কোচ বা অপমান বোধ করিয়া, তৎসমীপে দীক্ষা-শিক্ষা প্রভৃতি গ্রহণ না করেন, তবে তিনিই ফাঁকিতে পড়িবেন।

তাহাতে সেই সদ্‌গুরুর বা অন্য কাহারও কোনরূপ লোকসানের সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে আমি আর অধিক বলিতে চাহি না। তুমি একটু স্থির-চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখ। তাহা হইলে তুমি নিজেই তোমার হৃদয়ে এতৎসম্পর্কে যে সমস্ত সন্দেহ আছে সমস্তই অপসারিত করিতে পারিবে। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগুরু ব্রাহ্মণরূপমাত্র নহেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা বিষ্ণুভক্ত।

আমি বলিলাম,—"ঠাকুর! আপনার কৃপায় এতৎসম্বন্ধে আমার সমস্ত সন্দেহ বিগত হইয়াছে। এখন কৃপা করিয়া দীক্ষা লইবার উপযুক্ত সময় কোন্‌টা আমাকে বলিয়া কৃতার্থ করুন।"

তখন পাগলঠাকুর পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"বাবা, তোমার এ প্রশ্নটিও অতি সুন্দর। বলিতেছি শুন! তত্ত্বসার গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :—

"দুর্লভে সদ্‌গুরূণাঞ্চ সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবাসরো মহান্‌।
গ্রামে বা যদি বাঽরণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্‌যদাদীক্ষা তদাজ্ঞয়া।
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তেতু সদ্‌গুরৌ॥"

অর্থাৎ জগতে সদ্‌গুরুই দুর্লভ। যদি কোন ভাগ্যে একবার তাঁহার সঙ্গলাভ ঘটিয়া উঠে এবং দীক্ষা গ্রহণেচ্ছুজনের আগ্রহাতিশয্যে যদি তিনি কৃপাপরবশ হইয়া কোন সময়ে দীক্ষা দিতে চান, তবে সেইটিই মহাসুযোগ এবং সেইটিই দীক্ষা-গ্রহণের প্রকৃষ্ট সময়। গ্রামে হউক, অরণ্যে হউক বা প্রান্তরে হউক, দিনে হউক বা রাত্রে হউক, যে কোন স্থানে এবং যে কোন সময়ে, যদি সৎগুরুর আগমন ঘটে এবং তাঁহার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, তাঁহার আজ্ঞানুরূপ তীর্থ, ব্রত, হোম, স্নান বা জপাদি কোন কর্ম্মই না করিয়া সেই স্থানে এবং সেই সময়েই দীক্ষা-গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মোটের উপর কথা এই যে সৎগুরুর প্রাপ্তিতে দীক্ষা-গ্রহণের ইচ্ছা থাকিলেই কোন বিধি অপেক্ষা না করিয়া দীক্ষা-গ্রহণ করা উচিত। কারণ সৎগুরু ইহ-জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। একবার তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, যদি কেহ দীক্ষা-গ্রহণের সুযোগ হারাইয়া ফেলেন, তবে—সেরূপ শুভ-সুযোগ ইহজন্মে তাহার পুনরায় না ও মিলিতে পারে এবং কর্ম্মচক্রের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া তাহার আরও কত শত জন্ম কাটিয়া যাইবে, তাহার ইয়ত্তা বা নিশ্চয়তা কিছুই নাই। সুতরাং হরিদাস, খুব সাবধান, বুঝিয়া-সুজিয়া সমস্ত করা কর্ত্তব্য। হেলায় এরূপ মহাসুযোগ কোনমতে হারান উচিত নহে।"

এই বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে গাহিতে লাগিলেন :——

গুরুদেব!

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ মানে স্পৃহাহীন॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ যথাযথ।
তবেত গাইব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হ'বে হত॥
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এজন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তি-বুদ্ধি-হীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥
যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

ভবঘুরের উক্তি।

ভায়া হে, এসব কিকথা শুনলুম। সখীভেকীদের খোঁপা কাটা গিয়েছিল কেন? তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমে ডগমগ। তাঁদের সাধনপ্রণালীই বা কি চমৎকার! একথা শাস্ত্রে লেখেনি, এ আচার কোন মহাজন দেখাননি। এভাব স্বয়ং মহাপ্রভুরও ওপর। মহাপ্রভু অনর্পিতচরী স্বভক্তি শ্রী দিয়ে দয়ার সাগর, আর ভাই তাঁরা অনর্পিতচরী রসের ধারা দেখিয়ে নিজ মহাপ্রভুর ওপর বাহাদুরী দেখিয়েছেন। আহা কি মধুরিমা! মহাপ্রভু আর তাঁর পার্ষদভক্ত-সব সিদ্ধদেহে গোপীভাবে ভজনপ্রণালী দেখিয়েছেন, অন্তরে স্ত্রীভাব ধরেছিলেন, বাইরে পারেন নি। কিন্তু সখীভেকীরা, আহা বলিহারি যাই, সকলকেই টপ্‌কেচেন, তাঁরা এই দেহে স্ত্রী হ'য়ে পোড়েছেন। বিশ্বাস না কর, দেখে এস। তুমি তাঁদের আড্ডায় ঢুকলেই বড় কোরে ঘোমটা টেনে তাঁরা তোমার আমার মত পুরুষের উপভোগ্যা জানিয়ে দেন, আহা কি ভাব! আবার কি মধুর স্বর! তারা কেমন চাপা আওয়াজে হাঁড়া গলাতে মিহি স্বরের ছাদন দিয়ে তোমায় জিজ্ঞেস কর্‍বেন—আপনি কাকে খুঁজচেন, আসুন, এ দীনাদের কুটীরে পদার্পণ করুন। আর থেকে থেকে সাড়ীর আড়াল থেকে গয়না দেখিয়ে দিদিমণিরা তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন যে তারা স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছু নন। তবে তুমি যদি সন্দেহের চোখে ছ্যাখো, তাহোলে হয়ত তাদের গোঁফদাড়ীতে খোঁচা খোঁচা চুল দেখ্‌তে পাবে,তা' তাতে কিছু মনে কোরনা, সকালে যেও তাও দেখতে পাবে না, ভোরেই সাফ। তবে মন্দলোক যে সব কথা রটায় তাতে মনে হয় দিদিমণিরা কাপড়-চোপড় চাল-চলনে ঢপে-ঢঙে বেশ স্ত্রী হোয়ে পড়েছেন, তবে পারেননি দেহটাতে আর মনটাতে। নইলে পোষাকে গয়নায় ধরবার জোটী নেই। হাঁ হাঁ কি কথায় কথা উঠল—খোঁপা—আর খোঁপায় তারা হুবাহুব মেয়েমানুষ। তারা পুরুষের কাছে সাজা মেয়ে, আর অন্তরঙ্গ মেয়েলোকের কাছে সাঁচ্যা পুরুষ। আহা কি ভাব, তাঁরা কোন সখীর অনুগত মঞ্জরী-টঞ্জরী নন, স্বয়ং এক একজন প্রধানা সখী। তাদের ভজনের প্রণালী চমৎকার। তোমাদের যদি উঁচু আশা হয় তো বড় জোর রূপমঞ্জরীর অনুগত দাসী হোয়ে রাধা-কৃষ্ণের সেবা করবে। এঁরা তা' নয়, সাক্ষাৎ রাধারাণীর প্রধানা সখী, বা—বা পায়া কত উঁচু! এমন সখী ভেকীদের খোঁপা কাটে গা! ওঃ। কি নিষ্ঠুর—কি নিষ্ঠুর। কি দোষে তাদের এমন হাল কল্লি বাপু! কিন্তু, দিদিমণিদের প্রেমতরঙ্গটী ঠিক কিশোরীর মত। তারা চির-কিশোরী গো—চির-কিশোরী। তারা কিন্তু দেহটায় কিশোরীর কান্তি ধোরে রাখতে পাচ্ছেন না, আর তাতো আগেই বলেছি, তারা দেহটায় আর মনটায় ছাড়া—কাপড়-চোপড় পোষাকে কিশোরী, কিশোরী না হোলে ত আর রাধার সখী হওয়া যায় না, তাই দিদিমণিরা পোষাক টোষাকে কিশোরী, দেহটা কিন্তু বাগ মান্‌ছে না। একবার মাতাপুরের ঠাকুরবাড়ীতে বাণীঘোষ বলাহাড়ী ভমন পাল দিগ্বিজয়পাকুই আদি কোরে মুকখুলোকগুল দিদিমণিদের মাহাত্ম্য না বুঝতে পেরে—ওঃ! কি অত্যাচার, —রমণীর ওপর পাশব অত্যাচার! এক দিদিমণিকে গ্রামশুদ্ধ লোক এসে পাঁচ সাতজনে পেড়ে ফেলে বলে কিনা—শা......, মেয়েমানুষ সেজে পুরুষের কাজ কোরে বস্‌লি। তোর খোঁপা কেটে মেয়ে গিরি ঘুচিয়ে দোব। এই বোলে ক'জনে জোর করে তার——আহা-হা, সাধের

বেণীর অপমান কোরে ভেড়ালোমকাটা কাঁচি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটে রেখে দিয়েছে। ওহো-হো কি নিষ্ঠুর,—কি নিষ্ঠুর! এ ঘটনা আজ দু' আড়াই বছরের কথা। ভায়া, আজ আমি ভারি-ব্যস্ত, এখন এই পর্য্যন্ত দণ্ডবৎ।

গত সোমবারে কলিকাতায় গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীযুক্তহরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ শ্রীল-গোপাল ভট্ট গোস্বামি রচিত শ্রীসৎক্রিয়াসার দীপিকা অনুসারে বিশ্রুত নামা স্মার্ত্ত শিরোমণি কলিকাতা পণ্ডিত সভার প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণা চরণ স্মৃতিতীর্থ মহোদয়ের পৌরহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কয়েকদিন হইল, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ ধানবাদ ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সুপারভাইজার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া উপস্থিত শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর পরমানন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ভক্তবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক ভগবৎ-সেবা প্রীতি দেখিয়া তত্রস্থ শুদ্ধভক্তগণ বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছেন।

—০০—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ মেদিনীপুর ঘাটাল অঞ্চলে গড়প্রতাপনগর, গম্ভীরনগর, নিমতলা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও বক্তৃতামুখে অনেক শুদ্ধ হরিভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন শ্রবণে স্থানীয় শ্রদ্ধাবান্ অধিবাসিবৃন্দের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

—০০—

কাশিমবাজারের মাননীয় বৈষ্ণব মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে অনেকদিন হইল বাস করিতেছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দর্শনান্তে তিনি শীঘ্রই স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ভারতীয়।

নাগপুরে সত্যাগ্রহ :—মহাত্মাজীর পত্নী সত্যাগ্রহ অফিস পরিদর্শনে নাগপুরে গিয়াছেন। সেখানে অনেক স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ছয় জন বঙ্গীয় যুবক ও আছেন।

ছেলেধরা :—কিছুদিন পূর্ব্বে পুণা নগরে যে ছেলেধরার আতঙ্ক হইয়াছিল তাহা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অংশেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ভুষোয়ালে এক ব্যক্তিকে সন্দেহ করিয়া স্থানীয় লোকগুলি গাছে বাঁধিয়া কঠিন প্রহার করে। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, বেচারা হাঁসপাতালে মারা গিয়াছে। সরকার শান্তি স্থাপনে ও আতঙ্ক দূরীকরণ জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

পদত্যাগ :—লবণকরের সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলে মুন্সী ঈশ্বর শরণ নাকি এসেম্ব্লীর সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন। আর মিঃ জে চৌধুরীর পদত্যাগ জন্য শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে চাঁদপুরে মাত্র একটি ভোট দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণর :—শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে সার জর্জ্জ লয়েডএর স্থলে কর্ণেল লেস্‌লি উইলসন বোম্বায়ের গবর্ণর হইবেন।

জেলে উপবাস :—পাঠক পাঠিকার বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বিজয় বাবু ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ছিলেন। তিনি দুই তিন দিন উপবাস করায় তদন্ত ফলে তিনি যাহাতে ভাল ব্যবহার পান বিচারক মহাশয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সাহিত্য সম্মেলন :—বিগত শনি রবিবারে নৈহাটীতে চতুর্দ্দশ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বসিয়া ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াও আমরা অন্যত্র বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ এই অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারি নাই, তজ্জন্য দুঃখিত আছি।

পিতা ও পুত্র—আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেনেট সভায় বিজ্ঞান কলেজ মেরামতের টাকার বজেট কমাইতে গিয়া পরাজিত হইয়াছেন। তবে আর কাহারও নিকট পরাজিত হ'ন নাই, পুত্র রমা প্রসাদ বাবুর নিকট—কেননা "সর্ব্বত্র বিজয়মিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।"

মহাত্মা ও দেশবন্ধু :—মহাত্মা গান্ধীর কাউন্সিল বর্জ্জনের পরিহারের উপদেশ দেওয়ায় শ্রীযুক্তচিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে প্রতিবাদ করিয়া সেদিন ভবানীপুর হরিশ পার্কে একটী সভা হইয়া গিয়াছে।

জীবন্ত কবর :—গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে কলিকাতা হেরিসন রোডের নিকট একটী মুসলমান বিদ্যালয়ের দ্বিতল ও ত্রিতল ছাদ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বহু বালকছাত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও আহত হইয়াছে। এরূপ ভীষণ ব্যাপার অভূতপূর্ব্ব।

নদীয়া ম্যাজিষ্ট্রেট :—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, লোকপ্রিয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে লাট মহোদয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অস্থায়ী সদস্য রূপে মনোনীত করিয়াছেন, এবং সিনিয়র ডেপুটী রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ বাহাদুর বগুড়ার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিশ্ব বিদ্যালয় :—ভাইস চ্যান্সেলর ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় রয়েল সার্বিস কমিশনের মেম্বররূপে শীঘ্রই বিলাত যাইতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহার কার্য্য করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

কারাধ্যক্ষ হত্যার চেষ্টা।—মং থিং মং নামে রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলের অধ্যক্ষের পাচক এক দিন রাত্রে কারাধ্যক্ষের গৃহে প্রবেশ করে এবং একখানি ছুরি দিয়া তাঁহাকে আঘাত করে। ফলে তাঁহার শরীরের কয়েক জায়গা কাটিয়া যায়। বিচারে তাহার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

চৌরী চওরা :—এই ব্যাপারে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত ১৯ জন বড় লাট মহোদয়ের নিকট করুণা ভিক্ষা করিয়াছিল। তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে!

মুসলমান কর্ত্তৃক কালীমূর্ত্তি ধ্বংস :—কোতয়ালী থানার অন্তর্গত চিড়াবাড়ী গ্রামের নিকটে বারয়ারী কালীপূজার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কালীমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া পূজার অন্যান্য আয়োজন সমস্ত ঠিক হইয়াছিল। পূজা অন্তে গান হইবে বলিয়া গানের দলও বায়না করিয়া আনা হইয়াছিল। গ্রামের কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান পূজামণ্ডপের নিকটে যাইয়া পূজার পূর্ব্বেই গান আরম্ভ করিতে বলে। উদ্যোগিগণ তাহাতে রাজী হন নাই। তাই দুর্ব্বৃত্তগণের সহিত বচসা আরব্ধ হয়; তাহার ফলে মুসলমানগণ কালী-প্রতিমা এবং পূজার আয়োজন সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলে। সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নালিশ হইয়া ৭জন আসামীর তলব হইয়াছে। ব্যাপার অতিশয় গুরুতর। ধর্ম্মের উপরে এরূপ গ্লানি এ অঞ্চলে এই নূতন। সত্য হইলে কঠোর দণ্ডের প্রয়োজন। ("রঙ্গপুর দর্পণ")

শৃঙ্গবিশিষ্ট নারী :—ইন্দোর রাজ্যের মূলহারগঞ্জ নামক স্থানের সরকারী ডাক্তার সংপ্রতি অস্ত্রোপচারের দ্বারা পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্কা ঠাকুরজাতীয় একটী স্ত্রীলোকের মস্তক হইতে একটী শৃঙ্গ দূরীভূত করিয়াছেন। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে এই শৃঙ্গটী উথিত হইয়া প্রায় ২॥০ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোগিনী বলিল যে প্রায় ৬ বৎসর ধরিয়া তাহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে একটা ক্ষুদ্র কোমল যন্ত্রণাহীন স্ফোটকের উদ্ভব হয়। ঐ স্ফোটকটীতে দুইবৎসর পূর্ব্বে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে ঐ স্ফোটকের কর্ত্তিত স্থান হইতেই এই শৃঙ্গটী জন্মিয়াছে। শৃঙ্গ কর্ত্তনকালে অস্ত্রোপচারে কোনও কষ্ট হয় নাই, কারণ শৃঙ্গটী অস্থির সহিত সংলগ্ন ছিল না।

হিতবাদী

ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী :—আগামী ৮ই জুলাই তারিখে নাগপুরে ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির একটী অধিবেশন হইবে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে উক্ত কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে কাউন্সিলে প্রবেশ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা নাকচ করাই এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য।

বাব্বর আকালী :—পঞ্জাবের বাব্বর আকালী শিখগণ অত্যাচার করিয়া ক্রমে ব্যাপার গুরুতর করিয়া তুলিতেছে। সেদিন কয়েকখানি এরোপ্লেন জলন্ধর অঞ্চলে শূন্যে ভ্রমণ করিয়া অধিবাসীদিগকে আশ্বস্ত ও অত্যাচারীদিগের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। আবার জলন্ধরের সেনাবল বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। শুনিতেছি যে বহু আকালী শিখকে বন্দী করা হইয়াছে।

কংগ্রেস সভাপতি।—কোকনদে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর বৈঠকে মৌলানা মহম্মদ আলীকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

সাহেবহত্যা :—খাইবার পাশে দুই জন আফগান মেজর অর ও এণ্ডার্সন সাহেবকে হত্যা করা অপরাধে ধৃত হইয়া জেলালাবাদ হইতে বিচার জন্য কাবুলে প্রেরিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র : দুঃখের বিষয় লোকহিতরত ডাক্তার স্যর প্রফুল্লচন্দ্র ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত। আশাকরি তিনি অচিরেই রোগমুক্ত হইয়া দেশবাসীর আনন্দ উৎপাদনে সমর্থ হইবেন।

দৈব-দুর্ব্বিপাক

দৈবের এতবড় নিষ্ঠুর লীলা কলিকাতা সহরে —কলিকাতা সহরে কেন, সমগ্র ভারতে শীঘ্র ঘটিয়াছে, এমন ঘটনা আমরা তো স্মরণে আনিতে পারিতেছি না। গত কল্য প্রায় বেলা তিনটার সময় যে মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য কালপুরুষের অঙ্গুলী হেলনে চকিতে অভিনীত হইয়া গেল,—তাহা বাঙ্গালীর সহস্র দুর্ভাগ্যের মধ্যে এক অতি ভয়াবহ করুণ ঘটনা!

পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকগণ,—মধ্যাহ্ন উপাসনা সমাপ্ত করিয়া, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল এতিমখানায় বসিয়া আছে,—এমন সময় প্রকাণ্ড অট্টালিকার দক্ষিণাংশ কাঁপিয়া উঠিল, সশব্দে অট্টালিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভীতি-বিহ্বল বালকগণ যাহারা এক-তালায় ছিল, রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইল আর যাহারা দোতালায় তেতালায় ছিল তাহারা আর বাহিরে আসিতে পারিল না—ভগ্নস্তূপের মধ্যে সমাধিস্থ হইল। অনাথ বালকগণের সর্ব্বশেষ প্রার্থনার আর্ত্তরোল খোদাতালার সমীপে পৌঁছিল কি না জানি না,—পরম করুণাময় ঈশ্বর পরলোকে কি ব্যবস্থা করিবেন জানি না, কিন্তু ইহলোকে মর্ত্ত্যের কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে যাহারা সর্ব্বস্বহারা হইয়া আসিয়াছিল মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ মাতার স্নেহ কোল পিতার আদর হইতে যাহারা চিরদিন বঞ্চিত সাধারণের দয়ার দানে যাহারা কোন মতে বাঁচিয়াছিল সেই মনুষ্যত্বের অস্ফুট প্রসূনগুলি সহসা কালের অনল ফুৎকারে ঝলসিয়া গেল! বাঁচিয়া থাকিবার মধ্যে যদি কিছু আনন্দ থাকে, 'মানুষ' হইবার মধ্যে যদি কিছু গৌরব থাকে, মনুষ্যের জীবনে যদি ঈশ্বরের মহিমা বিকাশের কোন অবসর থাকে—তবে তাহার কিছুই এই চিরদরিদ্র অনাথগণ পাইল না।

হিন্দু ও মুসলমান—মাড়োয়ারী ও খেলাফৎ স্বেচ্ছাসেবকগণ—কলিকাতার এয়ার ব্রিগেডের দেশীয় কর্ম্মচারিগণ বহুকষ্টে লোহার বিম, বরগা, ইট, দরজা, জানালা সরাইয়া একে একে জীবন্তে প্রোথিত সুকুমার শিশুদেহগুলি বাহির করিতে লাগিলেন—সহস্র সহস্র দর্শক মৌনমুখে কাতর নয়নে দেখিতে লাগিল। আর সঙ্গীহারা অনাথ-বালকেরা যাহারা অক্ষতদেহে বাঁচিয়াছিল,—ভীত কম্পিতদেহে ভীত-চকিত অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে—খেলার সাথী জীবনের সুখে দুঃখে সর্ব্ব প্রকারে জড়িত বান্ধবগণের ছিন্ন, পিষ্ট রুধিরাক্ত দেহগুলি দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পাষাণে বুক বাঁধিয়া "স্বর্গস্থ পরম পিতাকে"; ধন্যবাদ দিতে দিতে এ দৃশ্য আমরা দেখিলাম।

বাড়ীর উত্তরদিকের দোতালা ও তেতলার দেয়ালখানি সোজা দাঁড়াইয়াছিল—স্থানে স্থানে ফাটা পতনোন্মুখ: অনেকেই ভগ্নস্তূপ অপসারকারী কর্ম্মীদের দূরে সরিয়া থাকিবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহারা কেহ স্বেচ্ছাসেবক, কেহ মুটে, কেহ মজুর—তাহারা দরিদ্র দেশের জন-সাধারণ! তাহারা সভ্য ইউরোপবাসীর মতে অসভ্য ও বর্ব্বর!! এই পাশ্চাত্য-সভ্যতার মাপ-কাঠীতে বর্ব্বর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত 'কুলিরা' বলিল,—যাহারা এখনো জীবিত আছে, তাহাদের বাহির করিতে যদি প্রাণ যায়,—যাক্। একজনও নড়িল না। মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল—মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্যপালন করিতে লাগিল। বিপন্ন ও আর্ত্তের সেবায় আত্মোৎসর্গ—ভারত-বর্ষের জাতীয় চরিত্রের এই চিরন্তন বৈশিষ্ট্য—গর্ব্বে, গৌরবে শ্রদ্ধায় চাহিয়া দেখিলাম। এই নির্ভীক জাতি আজ বর্ব্বর বলিয়া উপেক্ষিত—পরাধীন!

যাহারা মরিল তাহারা মুসলমান অনাথ বালক,—ইহাদের জন্য কোন মাতা ধরণীতে লুটাইয়া আর্ত্তনাদ করিবে না, কোন পিতা বক্ষে করাঘাত করিবে না—কেবল আরও কতকগুলি অনাথ বালক সতীর্থগণের বিয়োগব্যথায় মুখ লুকাইয়া চোখের জল মুছিবে !!

সেই ভয়াবহ ধ্বংসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কত কথাই ভাবিলাম—মানুষের ক্ষুদ্রজ্ঞান কতটুকু পরিমাপ করিতে পারে। বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে কহিলাম—দৈব-দুর্ব্বিপাক !!

—আনন্দবাজার।

সৌকতালির সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ :—আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা শ্রীযুক্তা বাইআম্মা দৈনিক হামদামে লিখিতেছেন যে তিনি ও তাঁহার পুত্রবধূ রাজকোটে প্রায় এক সপ্তাহ বসিয়া থাকিয়াও সৌকত আলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। এমন কি জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার আবেদনের কোন উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নাই।

শ্বেতাঙ্গিনীর পদাঘাতে কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যু

কেপংএর জিং জং এষ্টেটের একজন ভারতীয় কুলির মৃত্যু উপলক্ষে কুয়ালা লামপুরে করোনারের আদালতে যে, তদন্ত হইয়া গিয়াছে তাহার এক বিবরণ টাইম্‌স অব মালয়ে বাহির হইয়াছে। ঘটনার দিন কুলিটী এষ্টেটের ম্যানেজারের বাঙ্গলোর সম্মুখে আগাছা পরিষ্কার করিতেছিল। এমন সময় ম্যানেজারের স্ত্রী কোন কারণে রাগান্বিত হইয়া তাহাকে পদাঘাত করেন। উহাতেই হতভাগ্য কুলির মৃত্যু হইয়াছে।

করোনার রায় দিয়াছেন :—

তদন্তে জানা গেল যে, প্লীহা ফাটিয়া রক্তপাত হওয়ায় লোকটীর মৃত্যু হইয়াছে।

প্যালেষ্টাইন সন্ধি।—প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে ইংরাজ ও আরবদিগের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, প্যালেষ্টাইনের আরব কংগ্রেস তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন

বৈদেশিক।

এৎনার অগ্ন্যুৎপাত :—সিসিলির এৎনা আগ্নেয় পর্ব্বতের ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে। এক্ষণে বিপদের আশঙ্কাও কমিতেছে।

যুক্ত রাজ্যে মদ :—আনন্দের কথা আমেরিকা যুক্তরাজ্যে মদের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে দুই খানি ব্রিটিশ জাহাজ মদ সমেত নিউইয়র্ক বন্দরে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছিল, সে মদ বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

লুসেন বৈঠক :—২৩ শে জুন তারিখে মিত্রশক্তি ও তুর্কীর এক বৈঠক বসিয়াছিল। বৈঠকে স্থির মীমাংসা কিছু হয় নাই।

ভূমিকম্প :—একপক্ষ পূর্ব্বে পারস্য দেশে একটী ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া ত্রিসহস্রাধিক লোক হত তদধিক আহত ও বহু সংখ্যক গৃহাদি শূন্য হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। পারস্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য সমিতির আয়োজন করিয়াছেন। এই ভূমিকম্পে প্রায় এক কোটী টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

উত্তর মেরু অভিযান। কাপ্তেন এমণ্ডসেন বিমান সাহায্যে উত্তরমেরু-অভিযানের সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। নরওয়ে গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে তাঁহার সাহায্যের জন্য জাহাজ এবং কয়েকখানি বিমান উত্তরমেরুর দিকে প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

প্রথম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে আষাঢ়, ১৩৩০ { ৪৫শ সংখ্যা

নাম ও নামী

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন আপনে শ্রীহরি"—এই পয়ারটী আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু সিদ্ধান্ত বাক্য ও শাস্ত্রানুগত বিচারদ্বারা হৃদয়ে দৃঢ়মূল না হইলে বিপরীত অক্ষজ যুক্তি আসিয়া আমাদিগকে প্রকৃত তত্ত্ব বস্তু হইতে বিচ্যুত করিয়া দিতে পারে এইজন্যই শ্রীচরিতামৃতে উপদেশ বাক্য এই—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

বস্তুর সংজ্ঞা বা যাহা বস্তুকে সম্যক্‌রূপে পরিচয় করাইয়া দিতে সমর্থ তাহাই বস্তুর নাম এবং যাহা সংজ্ঞিত বা পরিচিত হয় তাহাই নামী। জড় বস্তুর নাম হইতে বস্তু সর্ব্বদাই পৃথক্। যেমন 'আম্র' একটী বস্তুর নাম। 'আম্র'নামটী উচ্চারণ করিলেই বা ভাবিলেই আম্রবস্তুটীর মিষ্টস্বাদ জিহ্বায় আস্বাদিত হয় না। সুতরাং এখানে 'আম্র' এই নামটী হইতে আম্রের গুণ মিষ্টত্ব বা আম্রের ক্রিয়া পুষ্টিতুষ্টি বা আম্রের রূপ অর্থাৎ ইহার কোনও বিশেষ বর্ণ এক কথায় আম্রবস্তুটী পৃথক্। আবার যেমন কোনও একটী পুরুষের নাম "জ্যোতিৰ্ম্ময়"। এখানেও আমরা দেখিতে পাই "জ্যোতিৰ্ম্ময়" নামটী হইতে পুরুষ বা নামী পৃথক্। "জ্যোতিৰ্ম্ময়" নামটীই কিছু "পুরুষ" নহে। এখানে দেশকালের বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। "জ্যোতিৰ্ম্ময়" নাম দ্বারা যে বস্তু সূচিত হয় পুরুষে তাহা কখনও পূর্ণভাবে নাই। আবার 'জ্যোতির্ম্ময়' নামটি পুরুষ জন্মিবার পূর্ব্বেও ছিল না পরেও থাকিবে না। কিন্তু অপ্রাকৃত বা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের নামে ও শ্রীভগবানের কোনও ব্যবধান বা ভেদ নাই। অধোক্ষজ বস্তুর নামই সাক্ষাৎ সেই বস্তু। নামটী যেবস্তুর সূচক, নামটী পরিপূর্ণ সেই

বস্তুই, এক চুলও কম নহে। এই নাম পূর্ব্বে ছিল, এখন আছে এবং পরেও থাকিবে। প্রাকৃত বস্তুর মত কোন দেশও কাল বিশেষে সৃষ্ট হয় নাই ও বিনষ্ট হইবে না। জগতের বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া পরিচ্ছিন্ন বা সীমা-বিশিষ্ট কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তুর নাম রূপ গুণ ও লীলা ঔপাধিক জড়ীয় দেশ কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে উহা এক অদ্বয় বস্তু। যেমন প্রাকৃত দৃষ্টান্তে 'রাজা যাইতেছেন' বলিলে রাজা রাজদণ্ড, মুকুট,ছত্র, শরীর রক্ষক, সৈন্য সামন্ত সহিত গমন করিতেছেন বুঝায় তদ্রূপ শ্রীভগবৎ নামের সহিতই তাঁহার রূপ গুণ ও লীলা প্রকাশিত হন। প্রাকৃত রাজাতে এবং তাহার সাজ সজ্জাদিতে যেমন ভেদ রহিয়াছে, অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের ও তাঁহার নামগুণাদিতে সেরূপ ভেদ নাই। নাম ধাম রূপ গুণ ও লীলা অধোক্ষজ অদ্বয় বস্তুরই কায়বিস্তার। এইজন্যই বেদ বলিতেছেন :—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

আবার সাত্বতপুরাণ বলিতেছেন :——

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন :—

একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধা নির্ভূতমিত্যর্থঃ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অদ্বয় সচ্চিদানন্দ বস্তু। তাহার দুই প্রকার প্রকাশ—নামীরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ও নামরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে পরতত্ত্বের সর্ব্বশক্তিমত্তা বর্ণিত হইয়াছে। যিনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহাতে কোনও শক্তিরই অভাব নাই। জড়জগতে, জড়চিন্তায় বা জড় ব্যতিরেক জ্ঞানে যাহা অসম্ভব ও বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানে তাহাই আবার অতি সুন্দররূপে বিরাজিত থাকিয়া অধোক্ষজ-সেবকের নিকট প্রকাশিত হন। অতএব সেই অবিচিন্ত্য-শক্তিমান পুরুষ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে স্বকীয় দর্শন-প্রভাব দ্বারা কৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হন ও আহ্বয় প্রভাব দ্বারা কৃষ্ণনামে প্রকটিত হন। এইজন্যই নাম চিন্ময় বস্তু জড়ীয় অক্ষর মাত্র নহে। অক্ষরা-কৃতি শ্রীনাম চিদাত্মায় আবির্ভূত নামীর শাব্দিক অবতার। জড়জ্ঞানসম্পন্নব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে নিজ নিজ প্রাকৃত বিষয়ের সহিত সনজ্ঞান করে, আবার জড়-ব্যতিরেক-জ্ঞানাভিমানিমায়াবাদিগণ শ্রুতিঃসিদ্ধ ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিধারণায় অসমর্থ হইয়া পরা-শক্তিকে অস্বীকার পূর্ব্বক পরতত্ত্বের পূর্ণতা হানি করিবার চেষ্টাবিশিষ্ট হন।

নামদ্বিবিধ—গৌণ ও মুখ্য। যে সকল নাম সর্ব্বশক্তিমানের জড়জগতে প্রকাশিত বিশেষবিশেষ কোনও গুণের উদ্দেশ করে বা মায়িকগুণের ব্যতি-রেক ভাব প্রকাশ করে তাহা গৌণ নাম। আর যে সকল নাম মায়িক দেশ ও কালের অতীত চিজ্জগতে প্রকাশিত শ্রীভগবানের লীলাবৈচিত্র্য ক্রমে সর্ব্বভাবের—পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম পরিচয় প্রদান করে সে সকল নামই মুখ্য নাম। গৌণ নাম যথা—পাতা ধাতা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্বপতি ইত্যাদি বা ব্রহ্ম পরমাত্মা প্রভৃতি। এই সকল নাম, অনন্ত-শক্তিমান্ ভগবানের জড়জগতে প্রতিফলিত কোনও এক একটী বিশেষ শক্তিকে লক্ষ্য করিতেছে মাত্র। জড়জগতে প্রতিফলিত শক্তিকে অক্ষজদৃষ্টিতে দেখিয়া এক একজন ভগবানকে এক একটী বিশেষণে সংজ্ঞিত করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ জড়-ব্যতিরেক চিন্তা যোগে ভগবানকে নিঃশক্তিক কল্পনা করিয়া "ব্রহ্ম" প্রভৃতি নাম দিয়ে থাকে। এই সকল

নাম জড়সম্বন্ধ যুক্ত এবং এই সকল নাম চিন্ময় ভগবৎস্বরূপের প্রকাশক নহে। এই সকল গৌণ নামে পূর্ণমাত্রায় অক্ষজজ্ঞানগতচেষ্টায়— প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাযেই এই সকল গৌণনাম নামীর চিন্ময় স্বরূপ প্রকাশ করিতে অক্ষম। কিন্তু মুখ্যনাম ভগবানের নিত্য চিন্ময় অধোক্ষজ স্বরূপ প্রকাশক। সুতরাং মুখ্যনাম নামী হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। মুখ্যনাম যথা নারায়ণ, রাম, হরি, গোপাল, গোবিন্দ, কৃষ্ণ ইত্যাদি। 'নারায়ণ' বা 'রাম' নাম অদ্বয় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশক নাম। কিন্তু ঐশ্বর্য্যপ্রকাশক নাম নামীকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিলেও সম্ভ্রম বা গৌরব-হেতু নামকারীকে একটু দূরে রাখিয়া থাকে। পূর্ণ ঐশ্বর্য্যপ্রভাব যখন মাধুর্য্যপ্রভাবের ক্রোড়ীভূত হইয়া প্রীতির চরম উৎকর্ষ প্রকাশ করে তখনই পূর্ণমাধুর্য্যপ্রকাশক নামী কৃষ্ণ, গোবিন্দ প্রভৃতি নামে চিদাত্মায় প্রকটিত হন ও সেবোন্মুখ জিহ্বায় নৃত্য করিয়া বহির্জ্জগতে প্রকাশিত হন।

দেশভেদে ভাষাভেদে ধর্ম্মভেদে ও শাস্ত্রভেদে পরমেশ্বরের নামেরও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় যথা আল্লা গড্ প্রভৃতি। কৃষ্ণনামই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহার যুক্তি কি? ইহা কি সম্প্রদায়বিশেষের গোঁড়ামী? মূল বিচার এই যে যে নামটী পরতত্ত্বের সর্ব্বভাব সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত করিতে সমর্থ সেই নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সকলের উপাস্য হওয়া উচিত। আল্লা বলিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্বস্তুকে বুঝায়। বৃহৎ শব্দ দ্বারাই সর্ব্ব-চমৎকারিতার পূর্ণতা প্রকাশিত হয় না। অতি বৃহৎ ভাবে একপ্রকার চমৎকারিতা আবার তদ্ বিপরীত অতি সূক্ষ্মভাবে আর এক প্রকার চমৎকারিতা বিদ্যমান। নির্ব্বিশেষভাবে এক প্রকার চমৎকারিতা আবার সবিশেষভাবে আর একপ্রকার চমৎকারিতা। কৃষ্ণ বা গোবিন্দ নামে অচিন্ত্য বিরোধভঞ্জিকা শক্তিক্রমে অতি সুন্দরভাবে যুগপৎ অতি বৃহৎ ও অতি সূক্ষ্ম, নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভাব একই সময় বর্ত্তমান। আল্লা বা ব্রহ্ম বস্তুতে সম্ভ্রম ও গৌরবের প্রাচুর্য্য থাকা হেতু আল্লার অতি প্রিয়-সখা পয়গম্বরেও ঘনিষ্ঠ প্রীতির চরম আদর্শ দেখা যায় না। কিন্তু অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ ভাবটীতে সর্ব্ব অপ্রাকৃত চিন্ময়রসের চরম আদর্শ প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। এই প্রীতির চরম আদর্শে অধোক্ষজ সেবকগণ সখারূপে "কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ" "মাতারূপে হীনজ্ঞানে করে লালন পালন," "প্রিয়ারূপে মান করি করয়ে ভর্ৎসন"। আবার অবিচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে গোপীগণহৃদয়ে প্রাকৃত কামগন্ধ হীন অলৌকিক অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। এই কৃষ্ণ নামের মাধুরী যিনি আস্বাদন করিয়াছেন তিনিই জানেন প্রাকৃত বিচার দ্বারা বোঝান বা বুঝা যায় না। মূলকথা হইতে ভাষার পার্থক্য দ্বারা নামের তারতম্য বিচার হয় না। অপ্রাকৃত চিন্ময় সেবোন্মুখ আত্মায় প্রকাশিত ভগবানের চরম পরিপূর্ণ সর্ব্বতোমুখ ভাবটী যদি কোনও বিদেশীয় ভাষার সাহায্যেও জড়জগতে প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম। কৃষ্ণনামটীই যদি কোনও অধোক্ষজ সেবক মুখে দয়িত কাহ্ন কান কানাইয়া অন্য কোনও ভাষায় আর কোনও শব্দে উচ্চারিত হয় তাহাতে ফলের কোনও তারতম্য নাই।

এইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন :—"ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।" এ বিষয়ে শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ভাগবতের টীকায় আলোচনা করিয়াছেন। সাত্বত শাস্ত্রও এই জন্য সর্ব্বভাব প্রকাশক বলিয়া কৃষ্ণনামেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন :—

বিষ্ণোরেকৈক নামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতং।
তাদৃক্ নামসহস্রেণ রামনামসমং স্মৃতং॥
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎপ্রযচ্ছতি॥

কপিলের উপদেশ

চতুর্দ্দশ প্রজাপতি মনুনামে খ্যাত। তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনুই প্রথম। স্বায়ম্ভুব মনু তদীয় দেবহূতি নাম্নী কন্যা মহর্ষি কর্দ্দমকে সম্প্রদান করেন। দেবহূতির নয়টী কন্যা হয়। মহর্ষি কর্দ্দম বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে দেবহূতি মহর্ষির নিকট একটী প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। মহর্ষির অনুপস্থিতিতে দেবহূতি যাহাতে হরি-কথামৃত শ্রবণ করিতে পারেন এজন্য একটী পুত্র-প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে মহর্ষি কর্দ্দম দেবহূতিকে বলিলেন,—"আমার বরে শীঘ্রই তোমার গর্ভ আশ্রয় করিয়া ভগবান পৃথিবীতে প্রকট হইবেন।"

দেখিতে দেখিতে দেবহূতির ক্রোড়ে একটী অপরূপ-রূপ ও তেজ-সম্পন্ন পুত্রের আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা কর্দ্দম ঋষির আশ্রমে আসিয়া দেবহূতিকে বলিলেন,—"ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ইনি সাঙ্খ্যমত প্রচার করিবেন। জগতে ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিবেন।" নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিল অন্য ব্যক্তি।

ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া দেবহূতি একদিন নিজ পুত্রকে বলিলেন,—"বৎস! ব্রহ্মার মুখে শুনিয়াছি তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্। আমি এতদিন হরিবিমুখতারূপ ভোগে ডুবিয়া যাইতেছিলাম। তুমি আসিয়া আমাকে রক্ষা করিলে। আমি তোমার শরণাগত—আমার সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল কি প্রকারে হইবে তাহা বল।"

তখন কপিল বলিতে লাগিলেন,—"মা, ভগবানে ভক্তি ব্যতীত আত্যন্তিক মঙ্গলের আর দ্বিতীয় পথ নাই। আবার ভক্তি জন্ম-মূলই একমাত্র সাধুসঙ্গ। যে আসক্তি জীবের বন্ধনের কারণ তাহাই আবার সাধু-পুরুষে নিযুক্ত হইলে মুক্তি ও ভক্তি প্রদান করিয়া থাকে। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার সাধু চিনিব কি প্রকারে? সাধুর লক্ষণ তোমাকে বলিতেছি। লক্ষণ দুই প্রকার গৌণ ও মুখ্য। মুখ্য লক্ষণই আসল বস্তু। গৌণ লক্ষণগুলি মুখ্য লক্ষণের অনুগামী হইলেই সাধুর প্রকৃত সাধুত্বের পরিচয় প্রদান করে। গৌণ লক্ষণ সকল এই:—যথা সাধুগণ সহিষ্ণু অর্থাৎ জাগতিক মনোধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত নহেন,—অপরকে ভক্তিপথে লইয়া তাহার মঙ্গলবিধানে সতত ব্যস্ত। সকলকেই ভগবৎসম্বন্ধে দর্শন করেন বলিয়া সকলকেই আত্মীয় জ্ঞান করেন। সর্ব্বদা আত্ম-ধর্ম্মে অবস্থিত থাকা হেতু তাহারা শান্ত, নিষ্কপট ও সরল।

এখন মুখ্যলক্ষণ বলিতেছি— ভাঃ ৩।২৫।১০

ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং-কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াং।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥

সাধুর স্বরূপলক্ষণ এই যে তাঁহারা ভগবানে একান্ত শরণাগত। তাঁহারা অনন্যমনা হইয়া একমাত্র আমাতেই সুদৃঢ় ভক্তি করিয়া থাকেন। সুদৃঢ় ভক্তির লক্ষণই এই যে ভক্তি ছাড়া হরিতোষণের অন্য পথ নাই এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা শ্রদ্ধা এবং সেই ভক্তি ভুক্তি-মুক্তি-প্রদাতৃ দেবান্তরে প্রযুক্ত না হইয়া একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানেই নিযুক্ত হয় এবং সাধুগণ আমার প্রীতির জন্য সমস্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-কর্ম্মাদি ও আত্মীয়-স্বজনদিগকেও

পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারই প্রীতির জন্য অখিল চেষ্টাযুক্ত।

আমার প্রীতিই তাঁহাদের একমাত্র আরাধনার বস্তু। তাঁহারা সর্ব্বদাই আমার বিষয়ে যে কোনও কথা হউক না কেন তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাহারা সর্ব্বদাই আমারই সেবাতে ব্যস্ত সুতরাং সংসারের কোন বস্তুও তাঁহাদিগকে তাপ দিতে পারে না। মা আপনি যদি এইরূপ সাধুগণের অনুগত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা ও সঙ্গ করিতে পারেন তাহা হইলেই আপনার পরম মঙ্গল হইবে।"

তখন দেবহুতি বলিলেন,—"বৎস, আমি স্ত্রী-জাতি, অবলা ও নির্ব্বোধ। ভগবানের বিষয় অতি কঠিন। যাহাতে আমি বুঝিতে পারি এইরূপ সরলভাবে বল। ভগবানে ভক্তি কি? এবং আমার ন্যায় মূর্খ স্ত্রী-জাতি তাহা কি প্রকারে যাজন করিতে পারে?

কপিল বলিতে লাগিলেন—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাং।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরিয়সী॥

মা একমাত্র হরিই শুদ্ধসত্ত্ব। অন্যান্য দেবতারা নানা-গুণের বশীভূত। যেমন রজোগুণে ব্রহ্মা হরির আদেশে সৃষ্টিকার্য্য করেন, তমোগুণসঙ্গী রুদ্র ভগবানের আজ্ঞায় সংহারক্রিয়া করিয়া থাকেন ইত্যাদি। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান বিষ্ণুতে শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ জীবের যে স্বাভাবিক প্রীতি তাহাই ভক্তি,সাগরের দিকে গঙ্গার গতি যেরূপ স্বাভাবিক। যাঁহাদের ভক্তিবৃত্তির উদয় হইয়াছে তাহাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিও ভগবানের সেবার কার্য্য ছাড়া আর কিছুই করেনা। ভক্তেরা কখন ভগবৎ সেবা ব্যতীত আর কিছুতেই রতি করেন না। পরকাল বা ইহকালে কোনও সুখ কামনা, মুক্ত হওয়ার কামনা, ভগবানের সমান রূপ প্রাপ্তি, ভগবানের লোকপ্রাপ্তি, ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি, ভগবানের নিকটে অবস্থান বা ভগবানে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া এই সকল কামনার কোনও কামনা তাহাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু আমার শুদ্ধভক্ত না চাহিলেও তাহাদের কিছুরই অভাব থাকেনা। শুদ্ধভক্ত সেবার বিরোধী বলিয়া সাযুজ্য মুক্তিকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। মা এইরূপ সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তের ন্যায় পঞ্চরাত্র অনুসারে নাতি-হিংস্র হইয়া আমার পূজা করিবে। নাতিহিংস্র কাহাকে বলে তাহা বলিতেছি। ভগবান শুদ্ধসত্ত্ব অথাৎ নিগুর্ণ। প্রাণী হিংসা করিয়া পূজা করিলে তাহার প্রীতি হয় না। ভক্তের লক্ষণেও বলিয়াছি যাহাতে ভগবৎ প্রীতি হয় সেবক তাহাই করেন যাহাতে নিজের সুখ হইতে পারে বা নিজের কোনও প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে পারে এইরূপ ভাবে শুদ্ধভক্ত কখনও পূজা করেন না। কিন্তু কতকগুলি পাষণ্ড আছে তাহারা নিজেদের প্রাণীহিংসারূপ বিগর্হিত কর্ম্মকে কোনও প্রকারে সমর্থন করিবার জন্য শুদ্ধ ভক্তগণকে বলিয়া থাকে—কেন, তোমরা যে মন্দির মার্জ্জনা কর, শাক ফল ফুল পত্র কাটিয়া ভগবানকে ভোগ দেও তাহাতেও প্রাণীহিংসা হয় সুতরাং আমাদের কার্য্যও ঠিক। কিন্তু মাতঃ আমি সাক্ষাৎ ভগবান আমি স্বয়ং বলিতেছি ইহা এই সকল পাষণ্ড লোকদের কথা কখনও ঠিক নহে। এইরূপ অজ্ঞাতসারে দুর্ব্বার দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্ম জীব যদি ভগবানের কোনও সেবা কার্য্যে বিনষ্ট হইয়া পড়ে তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া আমার সেবার দোহাই দিয়া নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলে ইচ্ছা করিয়া নানাপ্রকার জীবহিংসা করিবে না।"

মাতঃ ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তব, বন্দনা সর্ব্বজীবে আমার অধিষ্ঠানবুদ্ধি সাধু ব্যক্তির সম্মান, অসাধুর সঙ্গত্যাগ, ধৈর্য্য বৈরাগ্য অনভিজ্ঞ লোকদিগকে ভগবানের বিষয় বলা, যাহারা অভিজ্ঞ তাহাদের সহিত বন্ধুতা, জীবতত্ত্ব ও ভগবৎতত্ত্ব শ্রবণ নামসংকীর্ত্তন, সরলতা ও সাধুসঙ্গে আমার কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই আমার সেবা পাওয়া যায়।

ভবঘুরের উক্তি।

শুনেছ ভায়া সহর নদীয়ার কথা, এক পেয়ারের চেলা, সখীভেকী তা'কে কৌপীন দিয়েছিলেন। বাবাজী বড় পেয়ারের, বোধ হয় ভেকের জন্যে মঞ্জরী যোগাড়ে তার হাত ছিল। বেচারা সেদিন গুরুদেবীর বাক্সথেকে গয়না আর প্রায় আড়াই হাজার টাকার নোট চুরি কোরে গুরুদেবীর দয়ায় এখন দায়রায়। বাবাজিনী তার শোকে এখন কেঁদে খুন। হাজতে তার কৌপীনের ভেতর থেকে প্রায় দেড় হাজার টাকার নোট বেরুল। আহা ভেকধারীর কি উপযুক্ত চেলা, বিরক্ত বাবাজীর কি অদ্ভুত বৈরাগ্য। বলিহারি কলির গুরুগিরী! বাঃ—বাঃ—যেমন গুরু তেমনি চেলা। ওদিকে এক সখী বাবাজীর গ্যাছল খোঁপা কাটা, এদিকে এই চালা বাবাজীর কৌপীনের ওপর পুলিশের জুলুম। হায়—হায়! এমন সাধু-মিলন কি আর হোতে আছে। হাজতে এই বাবাজীর সঙ্গে আর এক বাবাজীর শুভ-মিলন হোয়েছে, যেন সোণায়-সোহাগা। তিনি ছিলেন এক ঠাকুরবাড়ীর মহান্ত। ঠাকুরবাড়ীতে ছিল উৎসব। পাড়ার মেয়েরা এসে উৎসবের তরকারি আমন্নি ক'রছেন। তার ভেতর থেকে বাবাজী একজনকে সখীভাবে সঙ্গে নিয়ে উধাও। রাণা-ঘাটে পুলিশের লোক বাবাজীর ভজন মাহাত্ম্য না বুঝতে পেরে নদেয় চালান। উভয় ধুরন্ধর বাবাজীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। পরস্পর সাধুসঙ্গে রত। আহা-হা, এই সব বাবাজী মহাপ্রভুর ভক্তদের মুখোজ্জ্বল কচ্ছে। আর রামচন্দ্রপুরের চড়ার মাতাজীওয়ালা মাটি খোঁড়া বাবাজীরা জাল মায়াপুর করবার জন্যে উঠে পোড়ে লেগেছে, নইলে বড় গোছের এক মহান্ত হওয়া যায় না। যত মাড়োয়াড়ী ডেকে নিয়ে গোশালা বানাচ্ছে, আর নিজেরা দলশুদ্ধ তাদের মাথায় হাত বুলুচ্ছে। বাবাজীগিরীটা আজকাল বেশ সস্তা হোয়ে গ্যাছে, আর সস্তার তিন অবস্থা। ভায়াহে, তোমরা কি এই এঁচোড়েপাকা লোকগুল'র একটা ব্যবস্থা কোরে উঠতে পার না? আর ভায়াহে উদ্ধর্ম সেবক ভায়ার বড় অবস্থা খারাপ। তিনি কুণ্ডের মধ্যে পোড়ে থাকাতে যেখানে সেখানে যার তার গায়ে বিষ্ঠার গন্ধ পাচ্ছেন, তোমরা কি বেচারাকে তুলতে পারে না! বেচারার খেয়াল উঠেছে বাঙ্গালী বৈষ্ণব চায় না, চায় মানুষ। বাঃ—বাঃ! উদ্ধর্মসেবার চরম আর কি? ওঃ! বৈষ্ণব বিদ্বেষের এত মাহাত্ম্য! বেচারা উলোট পালোট করে যা' দু'টো হরিকথা বলতে বোসেছিল তা'র পুঁজি তোমাদের মঠের ভাণ্ডার থেকেই পেয়েছিল। এখন লোকে মানে না মানে ঘরে বোসে মোড়ল হোয়ে মনে মনে নিজেকে বাঙলার মালিক ভেবে বৈষ্ণব প্রণতি ছেড়ে দিয়ে বেচারা গোল্লায় গ্যাল। বলে ও সব কথা ঠাকুরের ভরে পেয়েছি। এ সেই মাদারের কথা মনে পোড়ে গ্যাল। কথাটা সত্যি ঘটনা, যাঁদের কথা বলছি, আমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয়

আছে। ব্রাহ্মণ বিধবার একমাত্র পুত্র শিবুর ভারি ব্যায়রাম। বাঁচে কি না বাঁচে। বাড়ী যশোর জেলায়, জমিদারী একটু আছে। গোমস্তাকে দিয়ে কবিরাজ ডাকিয়ে দুই হাতে হাজার টাকা কোরে দুটীতোড়া নিয়ে তাঁকে বললেন--শিবুর প্রাণ একদিকে আর এই দুই হাজার টাকা একদিকে। বাবা শিবুকে যদি এযাত্রা বাঁচাতে পার তবে এই টাকা তোমার। এখন তোলা রইল। কবিরাজ বেচারা খেয়ে না খেয়ে দিনরাত পরিশ্রম কোরে রোগীর শুশ্রূষাকোরে যখন তাকে খাড়া কোরে তুল্‌লে তখন ঠাক্‌রুণ বল্‌তে লাগলেন আহা মাদার বড় জাগ্রত দেবতা, যে দিন থেকে মাদারের দোর ধোরেছি, সেদিন থেকেই শিবু আমার হালুচালু। গোমস্তা শুনে কবিরাজকে বলিলেন, মশাই আপনার বরাত পুড়লো। যে জায়গায় মাদার বলে এক ফকিরের ডাঙ্গা আছে, লোকে সেখানে অনেক মানত আদি করে। গোমস্তার কথাই ফল্‌ল। অনেক ধস্তা ধস্তি সালেষির পর ঠাক্‌রুণ কবিরাজের মজুরি দরুণ পঁচিশটা টাকা দয়া করে দিলেন। ঐ সেবক ভায়ারও তাই হোয়েছে। মঠে হাঁটাহাঁটি ছুটোছুটি ত্যাখে কে: মঠের দোহাই দিয়ে নানারকমে কিসে দুপয়সা রোজগার হয়। এখন দাঁড়িয়ে গিয়েছে আর কি? মাদার বড় জাগ্রত। ঠাকুর আমার সঙ্গে কথা কয়। এসব কপট লোকগুল হরিসেবার ভাণ কোরে কেন আসে, সোজা সুজি মোক্তারের দালালি কর্‌লেইত' পারে। দণ্ডবৎ ভায়া। ঠাকুর মশায়ের কাছে আমার জন্যে একটু দয়া চেয়ো। তাঁর চরণে অগুন্‌তি দণ্ডবৎ। আজ এই পর্য্যন্ত।

মার্জ্জনী।

হৃদয় মন্দিরে হে হৃদয়নাথ
তব তরে আসন পেতেছি।
বড় আশা বুকে তোমারে বসাব,
তাই নাথ আবেশে মেতেছি॥
তোমার রাতুল চরণ-যুগল
ধুয়ে মুছে সদাই পূজিব।
প্রাণের আবেগে মানসে সেবিয়া
সেবা সুখে তোমার মজিব॥
শ্রীচরণপদ্মে ভক্তি-পুষ্প দিব,
কত শোভা তখন হইবে।
সাধ পূরাইয়া নীরাজিব তাহে,
প্রীতি-সেবা আমার লইবে॥
মন্দির প্রাঙ্গণ সর্ব্বদা নির্ম্মল,
পূত ধৌত রাখিয়া চলিব।
অন্য অভিলাষ ক্লেদ দূরে ফেলি
শ্রদ্ধাবারি যোগে পাখলিব॥
মন্দির দুয়ারে প্রহরী রাখিব
সাধুসঙ্গ, প্রতীপে তাড়িবে।
পঞ্চ উপাসনা যতনে ত্যজিব
তবে ভক্তিবৃত্তিটী বাড়িবে॥
মন্দির গম্ভীর মার্জ্জিত রাখিব,
যত মলা দূরে চালাইব।
কর্ম্ম-জ্ঞান মল সদা পরিহরি
সু-ভজন কর বুলাইব॥
আসন হইতে ঝাড়ি কুটী-নাটী,
পরিপাটী তাহারে করিব।
ভুক্তি-মুক্তি ধূলা বাড়িতে না দিব,
সদা নিষ্ঠা মার্জ্জনী ধরিব॥

রুচির প্রদীপ জ্বলিতে থাকিবে
অবিদ্যা অন্ধকার ভাসিবে।
আসক্তি ধূপেতে সুগন্ধ ছড়াবে,
আলস্য দুর্গন্ধি প্রণাশিবে॥
ভাবের নৈবেদ্য অর্পিবে তখন,
আর কিছু ভাল না লাগিবে।
প্রেমানন্দে পূর্ণ মন্দির আমার
তোমা পাদপূজায় থাকিবে॥
তোমারে সেবিলে রাধা-কৃষ্ণ সেবা
অধিকার ভবেত পাইব।
হে গুরো আমারে তোমা' করি লহ,
। কবে যাইব॥

কলি।

সে বহু প্রাচীনকালের কথা। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে গিয়া দেখিতে পাইলেন একটী রাজবেশধারী শূদ্র ব্যক্তি অযথা একটী গাভী ও একটী বৃষকে দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতেছে এবং তাহাতে উক্ত নিরীহ জীবদ্বয় অনাথের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে। কম্পিতকলেবর ঐ বৃষটী একপদে দাঁড়াইয়া মূত্র ত্যাগ এবং গাভীটী বৎসহারার ন্যায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছিল। রাজা পরীক্ষিৎ ইহা দর্শন করিয়া ঐ পাষণ্ড ব্যক্তিকে যথোচিত তিরস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"ওরে মূঢ়, অচিরেই তোর দণ্ডবিধান হইবে।" এই বলিয়া রাজা পরীক্ষিৎ বৃষ ও গাভীর দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন।

ঐ দুইটী প্রাণী আর কেহ নয়;—ধর্ম্মই বৃষের রূপ এবং পৃথিবীই গাভীর রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছিলেন।

অতঃপর বৃষরূপধারী ধর্ম্ম মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—"হে রাজন্! সুখ-দুঃখের কর্ত্তা কে এ বিষয়ে নানাজনের নানামত, কেহ বলে নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের কর্ত্তা, কেহ বলে গ্রহদেবতারাই সুখ-দুঃখের বিধাতা, কেহ বলে যে যেমন কর্ম্ম করে সে তেমন ফল ভোগ করে, আবার যাহাদের ভগবানে বিশ্বাস নাই তাহারা বলেন স্বভাব বা প্রকৃতিই সুখ-দুঃখের কারণ। আবার কেহ বলে পরমেশ্বরই সুখ-দুঃখের বিধানকর্ত্তা। কিন্তু ইহাদের সকলের মতই মনগড়া বলিয়া বোধ হয়। কেহই ঠিক তত্ত্ব জানে না। আপনি রাজা ও ঋষি সুতরাং সাত্ত্বতগণ সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আপনার অবিদিত নাই।"

তখন রাজা বলিতে লাগিলেন,—"হে ধর্ম্ম! শ্রীভগবানের সেবাতে নিযুক্ত থাকিলে জীব নিত্য আনন্দে মগ্ন থাকেন—ভগবানের সেবা বিমুখ হইলে ভোগবুদ্ধিবশতঃ জীব মনে কখনও সুখ কখনও বা দুঃখ কল্পনা করে। সত্যযুগে ভগবদারাধনা, সদাচার, দয়া ও সত্য এই চারিটী বস্তু থাকাতে তোমার চারিটী পদই বর্ত্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়, এখন কলিতে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও সৌন্দর্য্য অভিমান স্ত্রীলোকে আসক্তি, নেশার বশবর্ত্তিতা—এই তিনটী অধর্ম্ম কার্য্য দ্বারা তোমার তিনটী পদ ভগ্ন হইয়াছে। এই কলিতে "সত্য' মাত্র এই একটী পদ ছিল। তাহার উপরে তুমি কোনওরূপে দাঁড়াইয়াছিলে—তাহাও কলি "মিথ্যা" দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ

করিয়াছিলেন, কিন্তু এই পৃথিবীকে পুনরায় শূদ্র-রাজগণ ভোগ করিবে বোধ হয় ইহা মনে করিয়া পৃথিবীমাতা কাঁদিতেছেন।" এই বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ঐ রাজবেশধারী শূদ্র পাষণ্ড ব্যক্তিকে খড়্গদ্বারা মারিতে উদ্যত হইলেন।

ঐ পাষণ্ড ব্যক্তিটাই কলি। কলি তখন আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সকলেই জানেন কলি নানাবিধ দোষের আকর। কলিতে অশেষ গুণ-সম্পন্ন ভগবদ্ভজন পরায়ণ ব্রাহ্মণ দুর্লভ। তজ্জন্যই শাস্ত্রে বলেন—

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।"

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন ছাড়িয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের অধস্তনসূত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের অভাব লক্ষিত হইবে। তাঁহারা শূদ্রত্বলাভ করিয়াও কলিকালে এই শাস্ত্র বাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিবেন।

"শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহিষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনং॥"

ভাঃ ১২।৩।৩৮

ইহারা কেবল উদর পোষণের জন্য তিলকমালা ছাপ প্রভৃতি লোক দেখান তপস্যার চিহ্নগুলি ধারণ করিবেন এবং যে আসন ঊর্দ্ধরেতা ষড়্বেগ-বিজয়ী শুকদেব গোস্বামীর মত পরমহংস পুরুষগণ গ্রহণ করিতে সমর্থ এই কলিতে বহির্ধর্ম্মমানী অদান্তগো অধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ সেই আসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম বলিয়া ব্যবসার অবতারণ করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ কলি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মযোনিতে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবগণে মৎসরতা করিবে। তাহারা জানিবে না যে—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

কলিতে জগতের পরমগুরু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীঅচ্যুতকে পূজা না করিয়া বিভিন্ন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া নানা পাষণ্ড মত ও নানা পাষণ্ড পথ উদ্ভাবিত হইবে। যে হরিনাম অপরাধশূন্য হইয়া নিষ্কপটে একবারমাত্র যে কোনও অবস্থায় গ্রহণ করিলে উত্তমাগতি লাভ হয়, কলিতে জনগণ তাহা গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক হইবে। কেহ বা নামপরাধকেই নাম বলিয়া চালাইয়া নিজের কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার যোগাড় করিবে। এইরূপ বহু বহু দোষ থাকিলেও কলিতে একটী মহৎগুণ আছে—

কলেদোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

একমাত্র মহৎগুণ এই যে, যদি সত্য সত্য কৃষ্ণের কীর্ত্তন হয় তাহাহইলে ভোগময় মায়ার কীর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু, কৃষ্ণের কীর্ত্তনও অপ্রাকৃতবস্তু সেই অপ্রাকৃত বস্তু। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"—শ্রীকৃষ্ণে সেবা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে অপ্রাকৃত কীর্ত্তন স্বতঃই জীবের জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। সেই কীর্ত্তনে অন্য অভিলাষ যথা কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাশা, লাভ, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপরজ্ঞান, পাপ পুণ্যময় কর্ম্মাদিরূপ মায়িক আবরণ থাকে না, সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই কলিযুগে জীব সর্ব্ববন্ধ মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। বৈষ্ণবরাজর্ষি পরীক্ষিৎ পূর্ব্বেই এই সকল তত্ত্ব জানিয়া শরণাগত কলিকে প্রাণে একেবারে বিনাশ না করিয়া কৌশলজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে নির্য্যাতিত করিয়া রাখিলেন। মহারাজ বলিলেন "এটী আর্য্যাবর্ত্ত দেশ। এখানে গৌড়ীয়গণ নিত্যকাল যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেন। সুতরাং যথায় তথায় তুমি থাকিতে

পারিবে না। তোমাকে এই চারিটী স্থান দিতেছি তুমি সেইখানেই সর্ব্বদা থাকিবে—(১) দাবা তাস পাশা প্রভৃতি জুয়া খেলা (২) নেশা করা (৩) স্ত্রীসঙ্গ এবং (৪) প্রাণীবধ। তাস পাশা খেলাতে মিথ্যাকপটতা প্রভৃতি, নেশা করাতে তপস্যা নষ্ট, স্ত্রীলোকে শৌচ নষ্ট, প্রাণীহিংসাতে দয়ানাশ। এই চারিটী স্থান পাইয়াও কলির মন উঠিল না। কলি এমন একটী স্থান চাহিল যেখানে একই সময় এই সবগুলা অধর্ম্ম সমভাবে বিরাজিত আছে। তখন পরীক্ষিৎ কলিকে একতাল সোণা দিয়া বলিলেন এই সোণার মধ্যে তুমি সবই পাইবে। সোণাতে জুয়া খেলার মত্ততা, নেশা করার ইচ্ছা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের স্পৃহা ও প্রাণীহিংসা সবই আছে। এই সোণা হইতে আবার পাঁচটী বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে (১) মিথ্যাকথা (২) অহঙ্কার, (৩) কাম, (৪) হিংসা ও (৫) শত্রুতা। তখন হইতে কলি এই সকল স্থানে বাস করিতে লাগিল। সুতরাং যাঁহারা মঙ্গল চান তাঁহারা কখনও এই সকল গ্রহণ করিবেন না। বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল রাজা ও যিনি আচার্য্য বা গুরু তিনি কখনও ১ জুয়া খেলা ২ মদ গাঁজা তামাক পান প্রভৃতি নেশা করা ৩ স্ত্রীসঙ্গ ৪ প্রাণীহিংসা, অর্থাৎ, মৎস্য মাংস গ্রহণ, ও ৫ নিজের ভোগের জন্য কনকাদিগ্রহণ করিবেন না।

অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ॥
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥

ভাঃ ১।১৮।৪১

যাঁহার কনক আছে তিনি কনকের দ্বারা ভগবানের সেবা করিবেন। কামিনীকে নিজ ভোগ্য জ্ঞানের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের দ্বারা ভগবানের সেবা করাইবেন।

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

অর্চ্চন।

নবধা ভক্তির পঞ্চমাঙ্গ অর্চ্চন। অর্চ্চন বলিতে মন্ত্রাদি সহযোগে বিধি অনুসারে প্রয়োগপদ্ধতি ক্রমে শ্রীবিগ্রহের পূজা বুঝায়। অর্চ্চনকারী অবশ্য সাধু মন্ত্রগুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ভাগবতবিধানে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের একান্ত আবশ্যকত্ব স্বীকৃত না হইলেও এবং তদ্বিনা শ্রবণাদি নবধাভক্ত্যঙ্গের একটী মাত্রদ্বারা ও পুরুষার্থ প্রেমসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও শ্রীনারদাদির পন্থাবলম্বিগণ দীক্ষা-বিধানদ্বারা শ্রীগুরুচরণসম্পাদিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ বিশেষ স্থাপনে যত্নশীল হইয়া দীক্ষাগ্রহণ করিলে অবশ্যই অর্চ্চন করিতে হইবে। অর্চ্চন প্রভাবে আমাদের সেবাবুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়। সুতরাং ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত সেবকের অর্চ্চন অবশ্য করণীয়, সুতরাং দীক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য শ্রীনাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণে দীক্ষার অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা নাই—যথা, "দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে"। কিন্তু শুদ্ধনাম শ্রবণ কীর্ত্তক-গণের যোগ্যতালাভ পরিমার্জ্জিত সেবাবুদ্ধি সাপেক্ষ। সেইনিমিত্ত অর্চ্চন ও তজ্জন্য দীক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়। নির্ম্মলবুদ্ধি সেবোন্মুখ জীবের এক অঙ্গ সাধনে যথেষ্ট ভক্ত্যুন্নতি হয়। উদাহরণের অভাব নাই। যথা—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।

অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং
পরম্ ॥

পরীক্ষিৎ বিষ্ণুশ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শুকদেব কীর্ত্তনদ্বারা, প্রহ্লাদ স্মরণদ্বারা লক্ষ্মী পাদসেবা দ্বারা,পৃথু অর্চ্চনদ্বারা, অক্রূর বন্দনদ্বারা, হনুমান্ দাস্যদ্বারা, অর্জ্জুন সখ্যদ্বারা ও বলি আত্মনিবেদন দ্বারা সম্যক্ কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হইলেও এ সকল অনুরাগমার্গের কথা। কিন্তু বৈধমার্গে অর্চ্চনমার্গ অবশ্য অবলম্বনীয়। যাঁহারা সম্পত্তিমান্ গৃহস্থ, তাঁহাদের অর্চ্চনমার্গই প্রধান। তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবল স্মরণাদিতে নিষ্ঠা দেখাইতে গেলে বিত্তশাঠ্যই প্রকাশ পায়।

আর অপরকর্তৃক অর্চ্চন করান—যেমন ভৃতকদেবলদ্বারা বিগ্রহপূজা—ইহাতে ব্যবহারনিষ্ঠতার অভাবই পরিলক্ষিত হয়। উহা অশ্রদ্ধাময় বলিয়া হীন। কেহ কেহ বলেন গৃহস্থের দেবযজ্ঞাদি প্রয়োজন, তাহার অকরণে প্রত্যবায়। কিন্তু উহা শাখা পল্লবাদি সেকের ন্যায়। মূলসেক করিলে যেমন স্বতন্ত্র ভাবে পত্র, শিরা ও জলসেকের আবশ্যকতা নাই, মূলসেকেই বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি সাধিত হয়, সেইরূপ বিষ্ণুর অর্চ্চনে দেবতাপিতৃনৃভূতাপ্ত যজ্ঞ সাধিত হয়, স্বতন্ত্র ঐগুলি সাধনের অবশ্যক নাই। অতএব ঐ পঞ্চ ঋণ মুক্তি জন্য ভগবদর্চ্চন একান্ত আবশ্যক, অকরণে মহান্ দোষে। দীক্ষিতগণ অর্চ্চন না করিলে তাহাদের নরকপাত শোনা যায়। তবে অশক্তজনের প্রতি অগ্নিপুরাণানুযায়ী এই ব্যবস্থা—

"পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ ভক্তিতো হরিং।
শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্ যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ ॥

শ্রীপাদজীবগোস্বামী এখানে বলিয়াছেন "যোগোঽত্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ" অর্থাৎ অর্চ্চন। যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে হরির পূজাদর্শন করেন বা পূজিত হরিদর্শনে আনন্দ লাভ করেন, তিনি অর্চ্চনের ফললাভ করেন।

মন্ত্র ভগবন্নামাত্মক, তবে বিশেষ এই, মন্ত্র নমঃ শব্দাদিদ্বারা অলঙ্কৃত, ভগবান্ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক আহিত-শক্তি-বিশেষ এবং ভগবানের সহিত আত্মসম্বন্ধবিশেষ প্রতিপাদক। আবার কেবল নাম নিরপেক্ষ, পরমপুরুষার্থ প্রেমফলপর্য্যন্ত প্রদানে সমর্থ! সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে নাম হইতেই অর্থাৎ নামাত্মক বলিয়াই মন্ত্র অধিক সামর্থ্যযুক্ত হইলে দীক্ষাদির অপেক্ষা কোথায়? স্বরূপতঃ না থাকিলেও দেহাদিসম্বন্ধ জন্য স্বভাবতঃ কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের তত্তদ্দোষ সংকোচ নিমিত্ত ঋষি প্রভৃতি সাধুগণ কোথাও কোথাও অর্চ্চন মার্গে মর্য্যাদা স্থাপিত করিয়াছেন। তাহার উল্লঙ্ঘনে প্রায়শ্চিত্তাই দোষ হয়।

অর্চ্চন দ্বিবিধ, কেবল ও কর্ম্মমিশ্র। কেবলার্চ্চন নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাবান্ ভক্তদিগের পক্ষে। আর কর্ম্মমিশ্র তাঁহাদের পক্ষে যাহাদের শ্রদ্ধা যাদৃচ্ছিকভক্ত্যনুষ্ঠান লক্ষণ লক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী,কার্ত্তিকাদিব্রত, একাদশীব্রত অর্চ্চনের অন্তর্ভাব্য। অর্চ্চনমার্গে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ বর্জ্জনীয়। আশাকরি সেগুলি প্রবন্ধান্তরে বিবৃত হইবে। এই সকল অপরাধখণ্ডনের অনেক ব্যবস্থা আছে। সকলেরই মূলে আবার শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীকৃষ্ণের ও তুলস্যাদি কার্ষ্ণের অর্চ্চন।

অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে মানসপূজা বিহিত। পদ্মপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—"সাধারণং হি সর্ব্বেষাং মানসেজ্যা নৃণাং প্রিয়া।" "সন্ন্যাসিনাং মুমুক্ষূণাং মানসোপপদ্ধতিঃ পরম্।" (গৌতম)ইত্যাদি। বিশেষতঃ অষ্টধা প্রতিমার অন্যতমা মনোময়ী।

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেখ্যা লেপ্যা চ সৈকতা।
মণিময়ী মনোময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।"

যদি বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে মানস পূজার ও বিশেষ গৌরব আছে। এই মানস পূজাতেও ইষ্টে স্বারসিকী সেবা বিশেষ ভাবে কৃত হয়। পূজার উপচারসমূহ সমস্তই মানসিক, তবে মানসপূজায় একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মানসপূজার উৎকর্ষবিশেষ একটী উপদেশপূর্ণ উপাখ্যান দেখাযায়। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রতিষ্ঠানপুর নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দরিদ্র হইলেও নিজেকে কর্ম্মফলের ভাগী জানিয়া অক্ষুব্ধচিত্ত ছিলেন। তাঁহার চিত্তে দারিদ্র্য প্রযুক্ত কোনরূপ গ্লানি ছিলনা। সরল বুদ্ধি প্রযুক্ত তিনি চিত্তে শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! একসময়ে তিনি বিপ্রেন্দ্রগণের সভায় বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম মানসেও সিদ্ধ হয় শ্রবণ করিয়া তিনি দারিদ্র্যজনিত অভাবের কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। ভাবিলেন যদি মনে মনে পূজায় ভক্তি হয় তবে আমার অর্থ না থাকিলেও আমার অভাব কি? এইভাবে তিনি মানস পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি গোদাবরী স্নান করিয়া প্রশান্তান্তঃকরণে একাগ্রমনে মানসে অভিমত হরিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিজে কৌষেয় বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক রত্নস্বর্ণ ঘটে গঙ্গাদি সকল তীর্থের জল আহরণ পূর্ব্বক ও নানাপরিচর্য্যা দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মনোময় বিগ্রহের স্নান হইতে আরাত্রিক পর্য্যন্ত মহারাজোচিত উপচারে পূজা করিয়া প্রত্যহ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। এইরূপে বহুকাল মানস উপচারে পূজা করিতে করিতে একদা মনে মনে ঘৃত সহিত পরমান্ন পাক করিয়া স্বর্ণপাত্রে ভগবান্‌কে ভোগ দিতে তুলিলে ফুটন্ত পায়সে যেমনি দুইটী অঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট হইয়াছে অমনি অঙ্গুষ্ঠ দগ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন। সেই কষ্টে সমাধিভঙ্গ হইল তখন। বাহিরেও অঙ্গুষ্ঠপ্রদাহজনিতক্লেশে ক্লিষ্ট হইলেন। একাগ্রচিত্তে তন্মনস্ক হওয়ায় তাঁহার এই মানসী পূজার এতদূর মহিমা। এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া বৈকুণ্ঠে উপবিষ্ট বৈকুণ্ঠপতি হাসিলেন। তখন শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বিপ্রকে বিমান যোগে সন্নিধানে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে তদবস্থ দেখাইয়া যোগ্যতা নিমিত্ত স্বনিকটে রাখিলেন। ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য দেখিয়া বৈকুণ্ঠবাসী সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পাঠকপাঠিকাগণ আপনাদের মধ্যে যদি কেহ দীনাতিদীন থাকেন, তিনি যেন শ্রীহরির অর্চ্চন সম্বন্ধে উদাসীন না হন। হৃদয়মন্দিরে মনোময় বিগ্রহ স্থাপন করিয়া মনোময় উপচার সহযোগে শ্রীভগবানের পূজা করিতে পারিলে তাহা অপেক্ষা আর অন্য সৌভাগ্য হইতে পারে না। তিনি যখন যে অবস্থায় থাকুন না কেন তখনি তিনি শ্রীহরি পূজার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাঁহার দ্রব্যের অভাব নাই, শৌচের অভাব নাই, মন্দিরের অভাব নাই, ভোগরাগ পারিপাট্যের অভাব নাই—তিনি নিশ্চিন্ত মনে নির্ব্বিঘ্নে একান্তে শ্রীহরিপূজার উপযোগী দেহ মন পাইয়াছেন, তাহা যাহার নিকট পাওয়া গিয়াছে তাঁহারই প্রীত্যর্থে উৎসর্গীকৃত করিতে পারিলে তাঁহার আর বেশী ক্লেশ পাইতে হইবে না।

তবে সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক শ্রদ্ধাসহকারে সাধুসঙ্গ—সাধুগুরুপাদাশ্রয়। তাহা হইলেই সুষ্ঠুভজনক্রিয়া আরম্ভ হইবে। তৎপূর্ব্বে যে ভাবচেষ্টা তাহা "উৎপাতায়ৈবকল্পতে।"

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীপাদতীর্থ স্বামী মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বিএ প্রমুখ ভক্তগণ সহ কটকে শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিতেছেন। দেওয়ান বাহাদুর রায় শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র বাহাদুর এই শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া বৈষ্ণব জগতের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। স্থানীয় বার লাইব্রেরীতে একদিন উকীলবর্গের সহিত হরিকথার আলোচনা হয়। পরে কলেজের শ্রদ্ধাবান্ স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে, দেওয়ান বাহাদুরের বাটীতে, শ্রীগোপালজীর মন্দিরে ও অন্যান্য স্থানে সনাতন ধর্ম্ম, জীবের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দ্বারা শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন প্রচার হয়।

শ্রীপাদ ভারতীস্বামী মহারাজ বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীমঠে শ্রীপুরুষোত্তমে স্থানে স্থানে শুদ্ধ হরিনাম প্রচার করিতেছেন।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীপাদভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ভক্তগণ সহ পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সম্প্রতি উপস্থিত হইয়া সমবেত বহুব্যক্তিকে শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম উপদেশ করিতেছেন। মহোৎসব ব্যাপারে যোগদানার্থ সম্প্রতি ভক্ত ও অভ্যাগতবৃন্দের সুবিধা জন্য সমুদ্রকূলে সুবৃহৎ "পাথর কুটী" নামক অট্টালিকা গৃহীত হইয়াছে। মঠের সম্পর্কীয় পুরী যাত্রিগণের বিশেষ সুযোগ।

ভদ্রকে (উড়িষ্যা) শ্রীপাদ হরিদাস ব্রজবাসী মহোদয় স্থানে স্থানে শুদ্ধভক্তি মাহাত্ম্য ও তৎসাধন-প্রণালী বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন ও শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থার উন্মেষ করিতেছেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের কমলাপুর শাখায় শ্রীপাদ শ্রীনাথ ভট্টদেশিক প্রমুখ ভক্তগণ গত শ্রীস্নান পূর্ণিমা দিবসে শ্রীগোপালজীর উৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। অক্লান্তভাবে প্রসাদ বিতরণ ও শুদ্ধ হরি কীর্ত্তন এই উৎসবের মুখ্যাঙ্গ ছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ
জয়তঃ।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ।

ভক্তিকুটী, স্বর্গদ্বার, পুরী।
১২ই আষাঢ়, ১৩৩০।

যথাবিহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্ :—

আগামী ১৩ই আষাঢ় হইতে ৭ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বার্ষিক মহোৎসব হইবে। ২৯শে আষাঢ় শনিবার শ্রীমঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের নবম বার্ষিক বিরহ মহামহোৎসব হইবে। মহাশয় সবান্ধবে অনুগ্রহপূর্ব্বক মহোৎসবে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব।

শুদ্ধহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ
শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী
শ্রীপ্রিয়নাথ দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
ভক্তিসারঙ্গ।

ভারতীয়।

এসেম্ব্লি—লবণকর সম্পর্কে মিঃজে চৌধুরী পরিত্যক্ত সদস্য পদে চট্টগ্রামের মিঃ এস্ সি রায় চৌধুরী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ইউনিভার্সিটী বিল—নূতন কাউন্সিল গঠন পর্য্যন্ত এই বিল স্থগিত রহিল।

নাগপুর সত্যাগ্রহ—গত সোমবার পর্য্যন্ত ১০০৮ স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কারারুদ্ধ শেট যমুনালালের বিচার আগামী মঙ্গলবারে হইবে।

পরলোক—আইন সদস্য স্যর শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার ইহ লোক ত্যাগ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটী:—সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী এবং সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস পদত্যাগ করিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভারতীয় কমিটীর সভ্য পদও ত্যাগ করিয়াছেন।

সভাপতি—আগামী কংগ্রেসের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত মহাম্মদ আলির মনোনয়ন বঙ্গীয় ও যুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস কমিটি অনুমোদন করিয়াছেন।

মিঃ জে এফ ম্যাডান:—বিখ্যাৎ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বায়স্কোপ কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী ম্যাডান সাহেব আর ইহজগতে নাই। তিনি গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এই অদ্ভুত প্রতিভাশালী অধ্যবসায়শীল পার্শী মহোদয় মাত্র চারি টাকা বেতনে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া তিনি নানা ব্যবসায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া যথেষ্ট সম্মান অর্জ্জন করিয়া গেলেন।

মহীশূরে অয়্যারলেস্:—মার্কনি বেতার টেলিগ্রাফ কোং মহীশূরের মহারাজ বাহাদুরকে তার বিহীন টেলিফোন দেখাইয়াছেন। মহীশূর ও বাঙ্গালোর নগরদ্বয়ের মধ্যে কথোপকথন হইয়াছিল।

ব্যাঙ্ক মিলন:—স্থির হইয়াছে টাটা ব্যাঙ্ক ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক মিলিত হইবে।

মুক্তি:—মৌলনা মোহম্মদআলী ও ডাঃ কিচলু আগামী আগষ্টমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুক্ত হইবেন আশা করা যায়। মৌলনা সৌকতালি সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির নাই।

লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটী—গবর্ণমেণ্ট নোটিশজারি করিয়াছেন যে, বড় ও ছোটলাট ভিন্ন আর কাহাকেও সম্বর্দ্ধনা করিতে কোন মিউনিসিপ্যালিটী অর্থব্যয় করিবে না। তাহাতে লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটী স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা লাটদ্বয়েরও অভ্যর্থনা করিবেন না।

আর একখানি গৃহ পতন—গত শনিবার ইলিয়ট রোডের পুলিশ ফাঁড়ির বাড়ী পড়িয়াছে। কাহারও প্রাণের হানি হয় নাই, এই রক্ষা।

চরমনিয়া ব্যাপার—ডাকাতি তদন্ত কালে পুলিশ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল প্রকাশ। কিন্তু সরকারী ইস্তাহারে তাহার প্রতিবাদ হইয়াছে।

বৈদেশিক

প্রধান মন্ত্রীকে গুলি :— গত ২৭শে জুন সার্ভিয়ার প্রধান মন্ত্রী মোটরকারে যাইতে যাইতে বামহস্তে গুলির আঘাত পাইয়াছিলেন, তবে তাহাতে বিশেষ আহত হ'ন নাই। আক্রমণকারী ধৃত হইয়াছে, সে নাকি পাগলের ভাণ করিতেছে।

আবার অগ্ন্যুৎপাত :- এট্‌না আবার উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে, মান মন্দির যায় যায়।

অগ্নিকাণ্ড :- ভূতপূর্ব্ব চীন সম্রাটের প্রাসাদ ভস্মীভূত।

পার্লামেন্টে বিতর্ক :— গত ২৭শে জুন লর্ডসভায় আর্ল অব মিড্‌লটন ভারতে ইংরাজ সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করায় আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে সৈন্যদের সংখ্যা না কমাইয়া বরং ব্যয় সংক্ষেপের জন্য বেতনাদি কমান উচিত। লর্ডইঞ্চকেপ বলেন যে ভারতের উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত সামরিক ব্যয় চাপান অত্যন্ত অন্যায় হইবে। আর্ল অব ডার্বি বলেন যে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির উন্নতি হওয়ায়, সৈন্যের সংখ্যা কমাইলেই বল কম হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই। তিনি আরও বলেন যে সমস্ত পদেরই বেতন নিঃসন্দিগ্ধভাবে কমান যাইতে পারে।

যুদ্ধ— আবার বুঝি বাধে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী প্রত্যেকেই ব্যোমযানবাহিনী বাড়াইতেছেন। ফরাসী ইংলণ্ডের অনিচ্ছা প্রকাশ সত্ত্বেও ফরাসী জার্ম্মাণদিগের রূঢ় অধিকার করায় ইংলণ্ড চটিয়া গিয়াছেন। বুঝি বন্ধু বিগড়ায়।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের

উৎসবের আয় ব্যয় তালিকা।

১৩২৯ সাল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক মগরভঙ্গাদি হইতে সংগৃহীত	৩২৯/০
শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন কর্ত্তৃক কুয়ামারা হইতে সংগৃহীত	৪২॥০
শ্রীযুত মুকুন্দবিনোদ দাস বাবাজী কর্ত্তৃক কটক হইতে সংগৃহীত	৪২৲
শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী পাল	৩৪॥৵১০
শ্রীল হরিদাস ব্রজবাসী কর্ত্তৃক সংগৃহীত	৩৭৲
শ্রীযুত অতীন্দ্রিয় অধিকারী	৩০৲
শ্রীল মদনমোহন দাসাধিকারী	২৫৲
শ্রীযুত বিজয়চাঁদ সিংহ	২১৲
শ্রীযুক্তা সৌদামিনী ঘোষ	২১৲
শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ	২০৲
শ্রীল যজ্ঞেশ্বর অধিকারী	১৫৲
১০৲ টাকা হিসাবে ৬ জন	৬০৲
শ্রীযুত কামদেব অধিকারী, শ্রীযুত মহান্ত রাধাকৃষ্ণ দাস, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়, শ্রীগোপাল দাস আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুত মহান্ত রামকৃষ্ণ দাস, শ্রীযুত শচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্‌	
খুচরা ভিক্ষা	৭৸১০
রাণী মহোদয়া উত্তরপাড়া	৬॥০
৬৲ টাকা হিসাবে ২ জন	১২৲
শ্রীযুক্ত স্বপ্নেশ্বর ভোল, অনৈকা অজ্ঞাতনামস্ত্রীলোক	
৫৲ টাকা হিসাবে ৩ জন	১৫৲
এঞ্জিনিয়ার বাগচী সাহেব, রাজা দামোদর দাস বর্ম্মণ ও বাসুদেব বিদ্যাভূষণ দং	

৪৲ টাকা হিসাবে ৫ জন — ২০৲

শ্রীযুক্ত রমানাথ দাস, শ্রীসনৎকুমার বসু, শ্রীশশধর দত্ত, জনৈক মনিপুরী ভক্ত, শ্রীকরুণাকর ব্রহ্মচারী

শ্রীকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী সংগৃহীত — ৩৸১০

শ্রীযুক্ত কর্ণধর সাহা

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ গাঙ্গুলী সংগৃহীত

শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী

শ্রীসুবোধচন্দ্র বসু — ৩৲

শ্রীক্ষিতীশভূষণ রায় — ২৷৷৹

২৲ টাকা হিসাবে ১৩ জন — ২৬৲

শ্রীযুত অপ্রাকৃত দাসাধিকারী, শ্রীযুত নলিনাক্ষ সরকার, কে, পি, গাঙ্গুলী শ্রীতিনকড়ি নন্দী, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ঘোষ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীহরেকৃষ্ণ মহান্ত, চন্দননগরের জনৈক ভক্ত, দং হরিপদ দাস অধিকারী, গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ধরণীধর হালদার. হৃদয় চৈতন্য দাসাধিকারী, দং হরিপদ বনচারী

গুণ্ডিচাবাড়ী প্রণামী — ১৵৫

১৲ টাকা হিসাবে ৪৬ জন — ৪৬৲

শ্রীযুত নিশিকান্ত রায়, যোগেন্দ্রমোহন দাস, নিবারণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, গোকুল চন্দ্র দেব শর্ম্মা, শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী, নির্ম্মল কুমার বসু, বাসুদেব মেঘরাজ, বিজয় গোবিন্দ রায়, নলিনীনাথ সরকার, বিমলচন্দ্র রায়, এস্, কে, রায়, এস, মিশ্র, পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন পাইন, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সরোজিনীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, গিরিশ চন্দ্র সাহা, রেবতীমোহন সেন, জ্ঞানেন্দ্র নাথ সরকার, সুরবালা চৌধুরী, জগন্নাথ দাসাধিকারী, দং ভূপেন্দ্রনারায়ণ বসু, রাজকিশোর দাস, যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস, ধীরেন্দ্রনাথ রায়, যামিনীকান্ত পোদ্দার, উপেন্দ্রনাথ কর, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভ্রাগিষ্ট হল পুরী, বি, কে, মিশ্র, তারাপদ রায়, মুক্তিনাথ পাঠক, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ হালদার, আর, এম্, সাহা এণ্ড কোং, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ রায়, আত্মারাম মিশ্র, কেদারনাথ সাহা, সন্তোষকুমার মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষের ভগ্নি, শ্রীমতী সুরবালা দেবী, রাজা দামোদর বর্ম্মণের পুত্র, প্রতাপচন্দ্র রায়, শ্রীমতী সুষমাবালা দেবী, শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

খুচরা প্রণামী	৬১৸৶১০
হাওলাতি জমা	৩৪১৸৵১৫
মোট জমা	১২৩৪৷৵৹

ব্যয়ের তালিকা

মহাপ্রসাদাদি	৬৭৪৷১০
পাথেয়াদি	২১২৷১০
সিংহাসনাদি	৯৮৴১৫
গৃহ ভাড়াদি	১৮৬৷৷১০
বিবিধ খাতে	৫৬৷৴৫
নগত তহবিল	৬৷৴১০
মোট খরচ	১২৩৪৷৵৹

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন
শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার সম্পাদকত্রয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
ভক্তি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া তাহা ত্যাগে হয় ভুল॥

প্রথম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৩০ { ৪৬শ সংখ্যা

অপ্রকট তিথি।

আজ কলিপাবনাবতার ভুবনমঙ্গল মহাবদান্য আচার্য্যশিরোমণি স্বয়ং অবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ ভক্তদ্বয়ের অপ্রকট লীলার সূচক স্মৃতি দিবস। এক মূর্ত্তি পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শক্ত্যবতার শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, ভজনমার্গে যাঁহার অর্চ্চা শ্রীশ্রীগৌর বিগ্রহের সহিত সেবিত হইয়া শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে পরম চমৎকার প্রেমমাধুর্য্য বিস্তার করেন। শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় প্রকাশ করিয়াছেন যে শ্রীরাধারাণীই শ্রীগদাধর পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ, (১৪৭ শ্লোক)। দ্বিতীয় মূর্ত্তি আধুনিক কালের গোস্বামিমুখ্য ভক্তরাজ। যাঁহাদের অক্ষজ বিচারই সম্বল তাঁহারা ব্যাসচরণোপদেশ "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ" লঙ্ঘন করিয়া প্রকৃতির অতীত বিষয়েও স্ব স্ব জড়যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বলিবেন, আধুনিক যুগের ব্যক্তি চারি শতাব্দী পূর্ব্বের মহাপ্রভুর কিরূপে পার্ষদ ভক্ত হইলেন—ইহা আমরা জানি। তাঁহাদের সহিত বিরোধ না করিয়াই আমরা তাঁহাদের নিকট নিবেদন করি যে, পার্ষদ ভক্ত বলিতে কেবল যে শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের প্রপঞ্চে উদিতকালের মধ্যে যাঁহারা প্রকট হইয়াছিলেন তাঁহারা কেবল সেই

সেই দেহেই পার্ষদ হইতে পারেন, এরূপ কথা নহে। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতা উপনিষদে বলিয়াছেন,

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (৪।৭,৮)

ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন অথবা তদভিন্নতত্ত্ব তদ্ভাববৈভব নিত্যপরিকর গোলোকের নিত্য পার্ষদ ভক্তকে অবতীর্ণ করান যে সময়ের কথা হইতেছে সে প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে, সে সময় বৈষ্ণব পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কচিত একজন ভজনানন্দী শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন, শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য আদৌ ছিল না। আচার্য্যের অভাবে বৈষ্ণবক্রুবগণ নানা অসদাচার দুষ্ট হওয়ায় সাধারণ নৈতিকজীবনপুষ্ট ব্যক্তিগণের চক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত পরম চমৎকার অমল বৈষ্ণবধর্ম্ম অবজ্ঞা, এমন কি ঘৃণার সহিত দৃষ্ট হইতেছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে নানা আকারে ব্যভিচারের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। তথা কথিত আচার্য্য সন্তানগণও ঐ সকল লোষ্টোমের কর্ণধাররূপে ঐ স্রোতে তরী ভাসাইয়া অক্লেশে নরক-সিন্ধুতে যাইতেছিলেন। আর তাহাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মত বলিয়া জাহির করিয়া অপরাধ অর্জ্জনের চরম করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্য পঞ্চোপাসকগণ তাঁহাদের এই সকল কদাচার দেখিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ও তদীয় পার্ষদগণের চরণে তাঁহাদিগকে ঐ প্রকারের মনে করিয়া অপরাধরাশি পুঞ্জীকৃত করিতেছিলেন। পঞ্চাশীতি বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় জগতে উদিত হইয়া প্রকটকালে এই সকল দুর্ভাগ্য লোকের আর কোনও উপকার করুন আর না করুন, এপর্য্যন্ত করিয়াছেন যে, লোকে এখন বৈষ্ণবের সম্মান জানিয়াছে, বৈষ্ণব বলিতেই আর নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ করে না, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবমতের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, শুদ্ধ ভক্তির স্রোত আধুনিককালে প্রবাহিত করিয়াছেন। সেই স্রোত ক্রমেই যত অগ্রসর হইতেছে তত পুষ্টিলাভ করিতেছে। শুদ্ধ ভক্তির আদর দিন দিন বাড়িতেছে, নকল মত সমূহ লোকচক্ষে নিজ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতেছে, ক্রমে এগুলি নির্ম্মূল বা ক্ষীণমূল হইবে এরূপ আশার সঞ্চার সম্ভবপর হইতেছে।

আজ নয় বৎসর হইল উক্ত ঠাকুর মহাশয় নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার

প্রবর্ত্তিত নামহট্টের কার্য্য আজ যে ক্রমেই বর্দ্ধিতাকার হইতেছে, ইহাতে আশা হয় জীবগণের প্রতি তাঁহার আশীর্ব্বাদ একেবারে ব্যর্থ হয় নাই, হইতে পারে না।

তাঁহার চরিত্র বিচিত্র। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন যৌবনে বিদ্যার বিলাস লইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীর অশেষ শ্রদ্ধার ভাজন হইয়া তবে শ্রীহরিনাম অর্থাৎ নিজ নাম প্রচারে ব্রতী হয়েন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শ্রীল রায় রমানন্দ ও শ্রীল রূপসনাতন প্রভুর ন্যায় প্রপঞ্চে প্রকটকালে অলৌকিক মেধাযুক্ত ছাত্ররূপে, সমাজ সংস্কারকরূপে, আদি সাহিত্যিকরূপে, উন্নত রাজকর্ম্মচারীরূপে আত্ম পরিচয় দিয়াও অবশেষে কৃপাপূর্ব্বক সকলের নিকট যথার্থ পরিচয়ে পরিচিত হন। দুর্ব্বহ রাজকার্য্যের মধ্যেও তিনি ভক্তি প্রচার, বহু ভক্তিগ্রন্থাধ্যয়ন ও বিরচনের অবসর পাইয়া স্বীয় অলোকসামান্যত্ব জগতের সমক্ষে প্রতীয়মান করাইয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, সংস্কৃত বাঙ্গালা, ইংরাজীতে রচনার পারিপাট্য, কবিত্বশক্তি, নির্ভীকতা (যাহাকে এখন সৎসাহস বলা হয়), বক্তৃতাশক্তি প্রভৃতির জন্য তিনি ভক্তজীবন যাপন না করিলেও তাঁহার যশঃ সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িত। তবে তাঁহার ভজনের ও যথার্থ বৈষ্ণব ধর্ম্মের আচার ও প্রচারের খ্যাতিমাধুর্য্য এরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, যে তাহাতে তাহার লৌকিকগুণগুলি যেন অন্তরালে লুক্কায়িত। গৌড়ীয় ১ম খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যার পাঠকগণ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত ও সম্পাদিত ইংরাজী, বাঙ্গালা, ও সংস্কৃত প্রায় ৭০।৭২ খানি গ্রন্থের তালিকা পাইয়াছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ তাঁহাকে শ্রীশ্রীজীবের অবতার বলেন।

আজ সেই মহাপুরুষের বিরহ মহোৎসব। সাধারণ লোকে ভাবেন বৈষ্ণবগণ একি করে? বিরহে শোক হইবে, মহোৎসব হয় কিরূপে? তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন না যে, বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই। অপ্রাকৃত কলেবর কখনও প্রকটিত করেন, কখনও তাহা সংবৃত করেন। তাঁহারা আমাদের ন্যায় মায়া মুগ্ধ বদ্ধ জীব নহেন। তাঁহারা নিত্য মুক্ত পার্ষদ ভক্ত, প্রয়োজন বুঝিলে প্রপঞ্চে উদিত হ'ন, আবার অন্তর্হিত হ'ন। ভগবান্ ও ভক্তের লীলা সাধারণ মানবের গোচরীভূত হইতে পারে না। মায়াবৃত চক্ষু কিরূপে ভগবদ্ভাগবততত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে। সে দেখিবে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞান লইয়া সে বিচার তর্কে প্রবৃত্ত হইবে। সেত জানে না যে,

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপিতদ্গুণৈঃ।
নযুজ্যতে সদাত্মস্থো যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

ভগবত্তত্ত্ব ও ভক্ততত্ত্ব প্রকৃতিরাজ্যে আসিয়াও প্রাকৃত গুণে অভিভূত হন না। তাই বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবের তিরোধানে শোকক্লিষ্ট হ'ন না, কেননা প্রকট লীলার অবসান করিলেও বৈষ্ণব নিত্যতত্ত্ব, সুতরাং শোচ্য নহেন। তাই বৈষ্ণবের বিরহ মহোৎসব।

গত শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে যেখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার প্রকটকালের অষ্টাদশ বর্ষ হরিকথামোদে ও বিপ্রলম্ভরসে মগ্ন থাকিয়াছিলেন, সেই শ্রীশ্রীজগন্নাথধামে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে—যেখানে ঠাকুর মহাশয় প্রকটকালের অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহার প্রিয় ভজনকুটীতে—মহাসমারোহে মহামহোৎসব। বঙ্গ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা হইতে সমবেত ভক্তবৃন্দ ও বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রলোক আজ মহাপুরুষের স্মারক তিথির সম্মান করিয়া ধন্য হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। এখানে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সমবেত সমস্ত লোক শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের কথা শুনাইয়া সাধুচরিত্রে সকলের আস্থা আকর্ষণ করিতেছেন ও সকলকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করিয়া ভক্তের সঙ্গ দান করাইতেছেন।

আজ ঠাকুর মহাশয়ের অপর একটী প্রিয় ভজনস্থলী শ্রীধাম নবদ্বীপ গোদ্রুমদ্বীপে (স্বরূপগঞ্জে) শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে—যেখানে ঠাকুর মহাশয়ের সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছেন—কয়েকজন ভক্ত বিরহোৎসব করিতেছেন। এরূপ শত সহস্র স্থানে বৈষ্ণবপূজা হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি মহাপুরুষের সম্মান করিয়া ও তৎপরে সাধুসঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিয়া নিজ জীবনকে তাঁহার আদর্শে গঠিত করিতে পারি, যদি ভোগ বাঞ্ছা দূরে বর্জ্জন করিয়া একান্তঃকরণে নিকপট চিত্তে ভক্ত ও ভগবানের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারি, তবেই এই সকল উৎসবে যোগদান সার্থক, নচেৎ উৎসব ত' উৎসব, যে তিমিরে সে তিমিরে। ভক্তগণ আসুন সকলে সমস্বরে ভক্তবরের বন্দনা পাঠ করি—

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায়তে॥"

বন্দন।

বন্দন অর্চ্চনাঙ্গের ক্রোড়ীভূত হইলেও ইহা স্বতন্ত্রভাবে ষষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে যাঁহারা অর্চ্চনে অসমর্থ তাঁহারা যদি একান্ত অন্তঃকরণে সদৈন্যচিত্তে অকিঞ্চনভাবে স্বীয় জড়-অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়া ভগবদুদ্দেশে শ্রীবিগ্রহ সমক্ষে ও শুদ্ধভাগবতগণের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি দ্বারা স্তোত্র পাঠাদি করিয়া অহৈতুকী কৃপাভিক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভক্তানুকম্পায় ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধা ভক্তির লাভে সমর্থ হন। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান" এই উপদেশ ক্রমে ও মানদ-বৃত্তির অনুশীলন ক্রমে যে জীবমাত্রকে সম্মান প্রদান করণীয় তদর্থে স্বীয় অকিঞ্চনত্ব জ্ঞাপক নতি ও এই বন্দনে কিছু পার্থক্য আছে। বন্দনের

পাত্র বিচার আছে, সাধারণ সম্মান ও দর্শনের জন্য পাত্র বিচার করিবার আবশ্যক নাই। যাঁহাদের কৃপালাভই আমাদের নিঃশ্রেয়সমঙ্গল আনয়ন করিবে সেই শ্রীভগবান্ ও তদীয়তত্ত্ব ঐকান্তিক ভক্তগণের কৃপাই আমাদের প্রার্থনীয়। তাঁহাদিগের প্রতিই বন্দন প্রযোজ্য। হরি-গুরু-বৈষ্ণবই আমাদের বন্দনীয়তত্ত্ব। এখানে গুরু বলিতে যিনি বেদপ্রতিপাদ্যতত্ত্বে অভিজ্ঞ ও কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ, সুতরাং আমাদিগের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া যিনি সম্বন্ধজ্ঞান আলোকদানে আমাদিগকে যথার্থ চক্ষুষ্মান্ করিতে পারেন ও জীবের স্বরূপধর্ম্ম হরিসেবাতে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন তিনিই, নচেৎ অপর কেহ গুরু নহেন। লৌকিক গুরু, জনকজননী ও অন্যান্য আত্মীয়গণ হরিভজন নিরত না হইলে আমাদের বন্দনীয় হইতে পারেন না, এমন কি যে সকল দেবতা আমাদের হরি-ভজনের সহায় নহেন তাঁহারাও বন্দনীয় তত্ত্ব নহেন, তবে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিরোধী ও নিন্দক না হইলে তাঁহাদের অসম্মান করিবার আবশ্যকতা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে আমাদিগকে বন্দনাদি দ্বারা তাঁহাদের বিশিষ্ট সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা—

"গুরুর্ন সস্যাৎ স্বজনোন সস্যাৎ
পিতান সস্যাৎ জননীন সাস্যাৎ।
দৈবং নতৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ সস্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুং॥"

হরিবৈমুখ্যই আত্মবৃত্তি বিরোধি, সুতরাং তাহাই আমাদের মৃত্যু।

সাধারণতঃ অন্য দেব-দেবীর অভিগমন জড়-কামনামূলক, সুতরাং সেস্থলে তাঁহাদিগের বন্দন ভক্তিলাভের সহায় নহে, তাই পদ্মপুরাণ সাধকের নিষ্ঠা রক্ষার জন্য উপদেশ করিয়াছেন—

"বৈষ্ণবোনান্যবিবুধানর্চ্চয়েত্তাংশ্চ নোনমেৎ।
ন পশ্যেত্তান্ গায়েচ্চ ননিন্দেৎ ন স্মরেত্তথা॥"

এবং শ্রীসনৎকুমার সংহিতায় উপদিষ্ট হইয়াছে—

"অনন্যশরণো নিত্যং তথৈবানন্য সাধনঃ।
অনন্য সাধনার্থঞ্চ স্যাদনন্যপ্রয়োজনঃ॥
নান্যঞ্চ পূজয়েদ্দেবং ন নমেন্নস্মরেন্নচ।
ন পশ্যেন্ন চ গায়েচ্চ ন চ নিন্দেৎ কদাচন॥
নান্যোচ্ছিষ্টঞ্চ ভুঞ্জীত নান্যশেষঞ্চ ধারয়েৎ।
অবৈষ্ণবানাং সম্ভাষাবন্দনাদি বিবর্জ্জয়েৎ॥"

ইহাই ঐকান্তিকী ভক্তির বিধি।

অর্চ্চনে যেমন দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ বর্জ্জনীয়, বন্দনেও অসাবধনতা প্রযুক্ত সেইরূপ অপরাধ হইয়া পড়ে। বিষ্ণুস্মৃতি দৃষ্টে সেগুলি পরিহর্ত্তব্য। এক হস্তে নমস্কার করিলে, বস্ত্রাবৃত দেহে প্রণাম করিলে, দেহের অগ্রে, পশ্চাতে, বামভাগে, নিকটস্থ গর্ভমন্দিরে গিয়া প্রণাম করিলে অপরাধ হইয়া থাকে; এগুলি সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জনীয়।

প্রত্যহ প্রাতরুত্থান সময়ে গুরু, বৈষ্ণবের ও ভগবানের বন্দনাগীতি ও অবহিতভাবে তৎশ্রবণ প্রত্যেক বৈষ্ণবদাসের কর্ত্তব্য। প্রচীনকালের ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, ব্যাসাদির বন্দন এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তগণের অর্থাৎ শ্রীস্বরূপ রামানন্দের ষড় গোস্বামীবর্গের, পঞ্চতত্ত্বের, শ্রীল লোকনাথ, কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবনদাস, শিবানন্দাদি, নরোত্তম, আচার্য্য শ্রীনিবাস, চক্রবর্ত্তী, জগন্নাথদাস, ভক্তিবিনোদ, গৌরকিশোরদাস, দয়িতদাস প্রভৃতি ভাগবতোত্তমগণের নিত্য বন্দনা আবশ্যক। বৈষ্ণব-বন্দনা না করিয়া ভগবদ্বন্দনা হইতে পারে না, যেহেতু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন—

"ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।"

সুতরাং আমাদিগের গুরুবর্গের ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের

বন্দন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তবে যেন বৈষ্ণবের বন্দনস্থলে অবৈষ্ণবেরও বন্দন না করি, কেননা তাহাদের সঙ্গ হইয়া যাইবে ও তৎফলে আমাদের ভক্তিবৃত্তির হ্রাস হইবে। বন্দনের প্রণালী কবিরাজ গোস্বামী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ।
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণ-চৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ

সমালোচনা।

প্রশ্ন-চতুষ্টয়—মহিষাদল হইতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা। সঙ্কলয়িতা মহাশয় পুস্তিকার সহিত পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহাতে প্রশ্ন চারিটীর মীমাংসা চাহিয়াছেন। পুস্তিকার কভারের প্রথম ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের মাসিক পত্রিকা শ্রীসজ্জনতোষণী ও গৌড়ীয় পত্রের নিয়মিত গ্রাহক সঙ্কলয়িতা মহাশয়ের এই দুই সাময়িক পত্রে বহুবার এই শ্লোকগুলি দেখিবার অবসর হইয়াছে। কিন্তু তিনি শ্লোকগুলি উদ্ধার করিয়াও যে সম্পর্কে সেগুলি ব্যবহৃত সে সম্পর্ক উপেক্ষা করিয়া অবৈষ্ণব সঙ্গেরই বহুমানন করিতেছেন ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। তিনি—

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতি সামান্যাৎ সজাতি নরকং ধ্রুবং॥
অর্চ্চ্যেবিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষুনরমতি র্বৈষ্ণবেজাতিবুদ্ধি র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণো র্নাম্নিমন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দ সামান্যবুদ্ধি র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ
অপিচ—যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্মজন্মসেমহা রৌরবে ডুবি মরে॥

এই সকল শাস্ত্রবাক্য অবজ্ঞা করিয়া কেন তিনি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির প্রশ্রয় দিতেছেন বুঝিতে পারা যায় না! তিনি পুস্তিকার একস্থানে বলিয়াছেন, "এতদঞ্চলের প্রায় সকল জাতিই বৈষ্ণব গুরুর শিষ্যসন্তান।" বেশ কথা। বৈষ্ণব গুরুর শিষ্য কে? ইহার বিচার পড়িবার তিনি ত অনেক সুযোগ পাইয়াছেন। বৈষ্ণব গুরুর শিষ্য পারমার্থিক বা দৈক্ষ্যব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ হইতে পারেন না। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরু। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে পারে না। বর্ণাশ্রমের অতীত পরমহংস শিষ্যই বৈষ্ণব। যথার্থ ব্রাহ্মণের মুখ্য লক্ষণ "মন্নিষ্ঠা", ভগবদ্ভক্তি, ইহা অন্য কোন বর্ণের লক্ষণ বর্ণনে উক্ত হয় নাই। যাহারা প্রকৃত বৈষ্ণব গুরুর যথার্থ শিষ্যরূপ সন্তান তাঁহাদের অবশ্য "মন্নিষ্ঠা" আশা করা যায়, সুতরাং তাঁহাদের ব্রাহ্মণ লক্ষণ। তখন তাঁহারা মাহিষ্য হালি-কৈবর্ত্ত প্রভৃতি কেন হইতে যাইবেন? তিনি ত, বহুবার দেখিয়াছেন,—

"দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্ম সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্ম সম॥"
"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥"

এ সকল কথা কি শাস্ত্রেই আবদ্ধ থাকিবে! আচার্য্যের দ্বারা প্রচারিত হইবে না? শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ধর্ম্মধ্বজ পৌত্র রাধারমণ যেদিন হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্রের শরণাগত হ'ন, সেইদিন হইতেই বৈষ্ণব সদাচার ক্রমে ক্রমে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকার

প্রচলন ত প্রায় বন্ধ। এমন কি সঙ্কলয়িতা মহাশয়ের প্রদত্ত সংবাদে কিছুদিন পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম যে কে একজন বিদ্যারত্ন, যাঁর আসন পূর্ব্বে নিম্নে ছিল পরে উচ্চে উঠাইয়াছেন বলিয়া উত্থাসনী উপাধি নিজেই লইয়াছেন—যাহার অর্থ বোধ হয় "হঠাৎ বড়"—তিনি নাকি শ্রীসৎক্রিয়াসার দীপিকার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই নারাজ, যে হেতু বৈষ্ণব সদাচার প্রবর্ত্তিত হইলে এই সকল ব্রাহ্মণব্রুবের জড় স্বার্থের ক্ষতির সম্ভাবনা। হইলেও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সম ও অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে বহুল প্রচারিত যে সদাচার তাহার কিছু কিছু বাহ্যচিহ্ন এখনও যে বর্ত্তমান নাই গোপীবল্লভপুরে রসিকানন্দ প্রভুর, নবনী হোড়ের ও আরও কতকগুলি পরিবারে দীক্ষার পর উপবীত গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতৃব্য স্বধামগত হারাধন বসু মহাশয়ের কন্যার জামাতা উপবীতী ও তাঁহার বংশগত উপাধি গোস্বামী—আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি। তবে একথা সমীচীন নহে যে এইভাবে বংশানুক্রমে পারমার্থিক বা দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণতা পুত্র পৌত্রাদিতে গুণ নির্ব্বিশেষে সঞ্চারিত হইতে থাকুক, অথবা পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার দোহাই দিয়া কোন অশৌক্রদৈক্ষ্য ব্রাহ্মণের সন্তান শৌক্র ব্রাহ্মণের বা শৌক্রবর্ণান্তরের পরিবারে বিবাহাদি ক্রিয়া করিতে থাকুক। আর যে বংশ কয়টীর কথা বলা হইল, ইহারাও কোন বৈবাহিক সাঙ্কর্য্য সংঘটিত করেন নাই। যথা শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গোস্বামীগণ (?) করণের গৃহেই ক্রিয়া কলাপ করিতেছেন। বিবাহাদি *সামাজিক ক্রিয়ার সহিত পারমার্থিক অধিকারের কোন সম্পর্ক নাই।

সঙ্কলয়িতা মহাশয় দীক্ষা জনিত যথার্থ বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করুন, যাঁহারা তাঁহার মুখ চাহিয়া আছেন তাঁহাদিগকেও গ্রহণ করাইয়া তাঁহাদের যথার্থ উপকার সাধন করিয়া সকলে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীশ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা মতে চলুন, দেখিবেন তখন আর এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁহাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবদাসের অশৌচ নাই একথা তিনি কেন ভুলিয়া গিয়া মাহিষ্যের শূদ্রাশৌচ হইবে না বৈশ্যাশৌচ হইবে ভাবিয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিবেন! ইহাতে তিনি যেন প্রকাশ করিতেছেন তাঁহার বৈষ্ণবী দীক্ষা হয় নাই—আর ব্যবস্থাও ত তিনি জানেন—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

আর আমান্ন শব্দের অর্থের জন্য তিনি কেন ব্যস্ত হইতেছেন? বৈষ্ণব কখনও অপক্ব তণ্ডুল শ্রীভগবানে নিবেদন করেন না, তিনি "ইষ্টে সারসিকী সেবা" করিতে গিয়া ভগবানকে "কাঁচা চাউল" খাওয়াইতে ব্যস্ত হন না। স্মার্ত্তগণের সঙ্গ করিতে গেলেই এই সকল ঝামেলার মধ্যে পড়িয়া বিব্রত হইতে হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে শ্রাদ্ধ শ্রীভগবৎপ্রসাদ দিয়া করিতে হয়, সুতরাং তাহাই বা কিরূপে "কাঁচা চাউল" হইবে? আর প্রচেতার বচনকেই বা উড়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়া নিজের শূদ্রত্ব স্থাপনের প্রয়াসে কি লাভ? শূদ্রের যাহাই করণীয় হউক না কেন অসৎসঙ্গ জ্ঞানে অবৈষ্ণব স্মার্ত্তের সংসর্গত্যাগী বৈষ্ণবদাস দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণের তাহাতে কিছু আসে যায় না। বৈষ্ণব সদাচার স্বীকার করিলে সঙ্কলয়িতা মহাশয়ের এ গণ্ডগোলি চুকিয়া যাইবে। স্মার্ত্তের পদলেহী কখনও বৈষ্ণবাচার অক্ষুন্ন রাখিতে পারে না। তুলসীদাসের যে দোঁহাটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

"হরি না ভজেত, চারো চামার"

ঐটী বিশেষ স্মরণ রাখিতে হইবে। হরি ভজনের সহিত চামড়ার খবরের দরকার নাই। দেহের পরিচয়, মাহিষ্যাদি পরিচয়, সব চামড়ার পরিচয়। এই চামড়ার পরিচয়ে পরিচিত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া, চামারের বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া, সামাজিক নেতা এই প্রতিষ্ঠা রাক্ষসীর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, ঐ চামড়া ব্যবসায়ী নহেন এমন সদ্গুরু বৈষ্ণবের পাদাশ্রয় করিয়া হরিভক্তিবিলাসোক্ত বরাহ পুরাণ বচনানুসারে দশ সংস্কার স্বীকার-পূর্ব্বক (সাবিত্রী সংস্কার তাহার অন্তর্গত) যথার্থ বৈষ্ণবী দীক্ষার যোগ্য হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে হরি-ভজন করাই জীবের নিঃশ্রেয়স মঙ্গল। তদভাবে চামারগিরিই আমাদের সম্বল ও তৎসম্পর্কে গলা-বাজিই তাহার লাভ। বুদ্ধিমান্ তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া চরম কল্যাণের জন্য সাধু গুরু পদাশ্রয় করেন। তাঁহার নির্দেশে সদাচার গ্রহণ করেন।

সঙ্কলয়িতা মহাশয়ের বনিয়াদি প্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার ভরসা ও তাহাদের বিচারের একদেশ দর্শিতা ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শনে উৎসাহ দেখিয়া আমরা প্রীত হই। যে কয় বৎসর তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় হই-য়াছে সেই কাল যাবৎ বহুকাল প্রচলিত অশাস্ত্রীয় আচারগুলির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া প্রাণপণ যত্নে যুদ্ধের উদ্যম তাঁহার এ প্রাচীন বয়সে এত বৈষয়িক কর্ম্মের মধ্যেও আছে দেখিয়া আমরা যথার্থই আনন্দিত। তবে তিনি যদি এই উৎসাহ, এই নির্ভীকতা, এই বদ্ধপরিকরত্ব সাক্ষাৎ শ্রীশ্রী-মহাপ্রভুর সেবায়, সাধুনির্দেশানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার উপদেশ প্রচারে, বর্ণবিশেষের নেতৃত্বরূপ প্রতিষ্ঠা পরিবর্জ্জনে নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার নিজের, যাঁহাদের এ জীবনের কয়েকটা দিন আত্মীয় ও স্বজাতীয় বোধ করিতেছেন তাঁহাদের, তাঁহার দেশবাসীর যথার্থ উপকার সাধন করিয়া আমাদের ও সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়া শ্রীহরি সেবার আদর্শ রাখিতে পারিতেন। তাঁহাকে তটস্থভাবে আমাদের এই নিবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে আমরা অনুরোধ করি।

বৈরাগ্য।

(শ্রীপিয়ারীমোহন দাস ব্রহ্মচারী)

উপনিষদে বৈরাগ্যের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে।

যথা—যদহরেব বিরজেত
তদহরেব প্রব্রজেত।

অর্থাৎ যখনই সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইবে, তখনই গৃহত্যাগ করিবে। এ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন ঘটনা আছে, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

কোন সময়ে এক ধনীব্যক্তি আহিরীটোলার ঘাট হইতে বাঁধাঘাট যাইবেন বলিয়া ষ্টিমারের অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেই সময়ে সেই স্থানে কয়েকজন মাছওয়ালী পরস্পর পরস্পরকে বলিতে-ছিল যে,—বেলা যে গেল, পারে যাবে কখন। ঐ কথা শুনিয়া উক্ত ভদ্রলোকের সংসার-বিরাগ উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ভবপারে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন।

তাই বলিয়া কেহ কোন বেগের বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষণিকের জন্য বৈরাগ্য করিয়া না বসেন। তাহা হইলে তাঁহার কপটতা ধরা পড়িয়া যাইবে এবং যে গুরু ঐ ব্যক্তিকে বৈরাগের বেশ প্রদান করিবেন, গুরু ও শিষ্য উভয়েই নরকগামী হইবেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বিরাগীর বিষয় নাই। ইহা নিতান্ত অতাত্ত্বিক কথা। বিরাগ উদয় হইলেই যে বিষয় ত্যাগ হয় তাহা নহে। সাধক যে পর্য্যন্ত স্থূলদেহে অবস্থান করেন তৎকাল পর্য্যন্ত শরীর-নির্ব্বাহোপযোগী বিষয় সকল থাকে। দেহধারী মনুষ্যমাত্রেরই কিছু কিছু বিষয় আছে। সকল বিষয়ই কৃষ্ণসেবার অনুকূল হইতে পারে। সেবাপর বুদ্ধি লইয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করিলে তাহা ভোগ নহে। তাহাকেই যুক্ত-বৈরাগ্য কহে। যুক্তবৈরাগী বিষয়ী নহেন। যুক্ত-বৈরাগ্যের লক্ষণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তবৈরাগ্যমুচ্যতে।

এই তো গেল যুক্তবৈরাগ্যের কথা। এখন কিছু ফল্গু বৈরাগ্যের কথা আলোচনা করা যাউক। কৃষ্ণসেবায় যাহা অনুকূল, সেই বিষয়সমূহ ত্যাগই ফল্গু বৈরাগ্য। যথা—

শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

অসৎ সঙ্গই একমাত্র ত্যাগের বস্তু। সেই অসৎ-সঙ্গের সংজ্ঞায় শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ শ্রীদাস গোস্বামী প্রথমে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণসমীপে উপস্থিত হইলে, মহাপ্রভু বৈরাগীর কৃত্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলেন -

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্ত্তন।
শাক, পত্র, ফল, মূলে উদর ভরণ॥
গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥

বৈরাগ্যের জন্য পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন নাই। যাহার যতদূর ঈশসাম্মুখ্য হইয়াছে তাঁহার ততদূর বিষয়বিরাগ স্বাভাবিক। ঈশসাম্মুখ্য গুরু বৈষ্ণবের কৃপাসাপেক্ষ। এজন্য গুরু বৈষ্ণবের চরণে গললগ্নী-কৃতবাসে কৃপাভিক্ষা করিতেছি—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর—
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হোক দূর
আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
গুরু অভিমান ত্যজি॥
তোমার উচ্ছিষ্ট পদজল রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে সদা
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চরণে।

বরষের পর বরষ আসিল
তবস্মৃতি সুধা পিইব।
তোমার করুণা কেবল ভরসা,
চরণে অঞ্জলি দিইব॥

উর উর নাথ হৃদয়ে আমার,
পবিত্র উদয় তোমার।
করুণা নিঃসৃত জ্ঞানের আলোকে
নাশ অবিদ্যা অন্ধকার॥
শিখাও তোমারে করিতে ভকতি,
চরণে আত্মসমর্পণ।
মুছে যাক মোর পাপের কালিমা,
নিরমল চিত দর্পণ॥
বিষয় বন্ধন যাউক টুটিয়া,
ছুটুক ভোগের বাসনা।
সেবার প্রবৃত্তি উঠুক ফুটিয়া,
দূরে যাক্ মোক্ষ কামনা॥
গৌরাঙ্গ ভজনে অধিকার প্রভো
অহৈতুকী কৃপায় দাও।
অযোগ্য দাসরে উরু কৃপা করি,
তব চরণপ্রান্তে লও॥
রাধাকৃষ্ণলীলা অপ্রাকৃত তত্ত্বে
দাওহে প্রবেশে শকতি।
করম জ্ঞেয়ান সকল ত্যজিয়া,
সাধিব কেবল ভকতি॥
প্রচার গগনে ঘন অন্ধকার
দেখিয়া তুমিত আসিলে।
সদাচাররশ্মি চৌদিক ভরিল,
তাহাতে বিশ্ব উদ্ভাসিলে॥
তোমার আলোক আকাশ পূরিয়া
এখনো তো প্রভু রয়েছে।
কে বলে তুমি সে গিয়াছ চলিয়া,
দীপ্তির অভাব হ'য়েছে?
অই দেখ প্রভু কাপট্য উলুক
সুড়ঙ্গ বিবরে পশিছে।
বঞ্চকের দল করে ছুটাছুটি
আলোকে প্রমাদ বাসিছে॥
তোমার দীপতি শ্রীদয়িত দাসে
সব সঞ্চারিয়া গিয়াছে।
সেই প্রভা এবে দশমুখে ধায়,
আঁধার ছুটায়ে দিয়াছে॥
তাই প্রভো এবে তোমার বিরহে
শোকের বিষাদ নাহিক ত।
নিত্যলীলা মাঝে তোমার প্রবেশ
স্মারক উৎসবে মত্ত॥
উৎসবে আজি নাম রসে মাতি
সংসার যাতনা ভুলব।
চরণে প্রণমি কৃপা কর, যেন
সংসার বন্ধন খুলিব॥

প্রচার প্রসঙ্গ।

শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কটক হইতে ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের রাজধানী বারিপাদা সহরে বিগত সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উপনীত হইয়া হৃৎকর্ণ রসায়ন হরিকথা প্রচারে স্থানীয় জনবৃন্দের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেখানে জুবিলী লাইব্রেরী, স্থানীয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় গৃহে ও মহারাজ বাটীতে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন মুখে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীদামচন্দ্র ভঞ্জ দেও রাউথ রাও সাহেব শ্রীনাম প্রচারে সহায়তাকল্পে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া "জীবের দয়ার" আদর্শ স্থাপন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের নূতন শ্রীমন্দির অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন। মন্দিরের এরূপ গঠন প্রণালী আর কোথাও দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভক্ত শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাস অধিকারী মহাশয়ের,

সেবা প্রবৃত্তি। শ্রীমন্দির তাঁহার সেবা বৃত্তির নিত্য সাক্ষ্য প্রদান করিবে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থলী (প্রপঞ্চে প্রাকট্য ভূমিকা) শ্রীশ্রীনবদ্বীপে মায়াপুরে আরও অনেক কার্য্য বাকি। বিত্তশাঠ্য শূন্য উদার হৃদয়, যাঁহারা "কনকের দ্বারে সেবহ মাধব" এই উপদেশ মর্ম্মে স্থান দিয়াছেন, এইরূপ ধর্ম্মগত প্রাণ মহোদয়গণই একে একে সেই কার্য্যগুলির ভার-গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব জগতের শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাজন হইবেন। এ সৌভাগ্য সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নম।

স্বরূপগঞ্জ,

নদীয়া।

১৮ই আষাঢ়, ১৩৩০।

যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বকেয়ম্ :—

মহাত্মন্, আগামী ২৯শে আষাঢ় ১৪ই জুলাই শনিবার স্বরূপগঞ্জস্থ স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নবম (৯ম) বার্ষিক বিরহ মহামহোৎসব সম্পন্ন হইবে। সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে পরম আনন্দিত হইব। ইতি—

শুদ্ধহরিজন কিঙ্কর—

শ্রীকৃষ্ণকান্তি দাস (বাবাজী)।

শ্রীমাণিকলাল মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয়।

হিন্দুর দান :—মুসলমান এতিমখানার দুর্ঘটনা সম্পর্কে অনেক হিন্দু বদান্য ব্যক্তি বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় : দর্জ্জিপাড়ার স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয় ভাইস্ চ্যান্সেলর হইতেছেন। উপযুক্ত পাত্র।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট :—চিফ্ জষ্টিস্ সার গ্রিমূড মিয়ার্সের অবকাশকালে সার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক্টিং চিফ জষ্টিস্ হইয়াছেন। ইঁহার বাটী উত্তরপাড়ায়।

পরলোক :—গৌড়ীয় গ্রাহক বহু গুণসম্পন্ন লোকপ্রিয় ব্যারিয়া রাজষ্টেটের দেওয়ান কান্তিচন্দ্র বক্সী মহাশয় ৬১ বৎসর বয়সে বারাণসীক্ষেত্রে গত ৫ই আষাঢ় স্বধাম গমন করিয়াছেন। আশা করি তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয় শোকসন্তপ্ত পরিবারের সান্ত্বনাস্থল হইবেন।

পিতৃহত্যা :—জ্যোতিঃপত্রে প্রকাশ নয়াপাড়া গ্রামের ষষ্ঠীচরণ নমঃশূদ্র তাহার পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

স্ত্রীলোক ও বালিকা ব্যবসায় :—যাহারা ব্যভিচার করাইবার জন্য অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বালিকাদি সংগ্রহ করিয়া দিবে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য বিল পাশ হইয়াছে। আবার নাকি সেই বিলের খসড়া আসেম্ব্লির মেম্বরগণের মধ্যে বিলি হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ঐ বয়স ১৬ বৎসর করিয়া দেওয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঐরূপ বিল একটী পাশ হইয়াছে তাহাতে বয়সের নিম্ন সীমা পূর্ণ ২১ বৎসর। আমাদের দেশেও তাহাই করিয়া দিলে ক্ষতি কি? অবশ্য আইনে পাপ দূর হয় না, কিন্তু কতক দমন হইতে পারে।

নাভা ষ্টেট্‌ঃ—অন্যথা বে-আইনিভাবে পাতিয়ালা কোর্টকে বিপন্ন করিবার প্রয়াস জন্য ও তাঁহার স্বইচ্ছায় নাভার মহারাজ রাজ্য ত্যাগ করিবেন। তবে তাঁহার উপাধি থাকিবে ও পেন্সন পাইবেন। তাঁহার পুত্র সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে ষ্টেট পরিচালিত হইবে।

খদ্দর মেলা ঃ—এই সপ্তাহে ৩১।১ নয়ান চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে কেদার আশ্রমে একটী মেলা বসিল।

পদচ্যুতি ঃ—নার্দ্দার্ণ ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কথায় কথায় ভারতীয় ষ্টেশন মাষ্টারদিগকে ড্যাম্‌, নিগার প্রভৃতি মিষ্টবাক্য বলার জন্য প্রায় একশত ষ্টেশন মাষ্টার এজেণ্টের নিকট অভিযোগ করার ফলে তাঁহাদের মধ্যে ৮ জনের চাকরী গিয়াছে। চাকরের আবার মর্য্যাদা কি ?

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঃ—বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের উদ্বোধন কার্য্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় করিবেন। এমন উপযুক্ত পাত্র আর কে ?

আবার গৃহ পতন ঃ—বর্ষার ফলে গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার কলুটোলা ষ্ট্রীটে একখানি পুরাতন দ্বিতল গৃহের কিয়দংশ ধসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারিয়া গৃহের লোকগুলি পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত হয়। কোন লোক আহত বা হত হয় নাই।

হরতাল ঃ—বোম্বাই অঞ্চলে ভাণ্ডুর গ্রামকে ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়াতে তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ ভাণ্ডুরবাসীগণ গত ৪ মাস যাবত হরতাল করিয়া আসিতেছিল। এখন স্থির হইয়াছে যে ভাণ্ডুর গ্রামকে উক্ত সৈন্যাবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। গ্রামবাসীর ভাগ্য ভাল।

কর্ত্তব্যে অবহেলা ঃ ময়মনসিংহ হইতে বাহাদুরাবাদ অভিমুখে ট্রেণে মাঝামাঝি স্থানে স্ত্রীলোকের গাড়ী হইতে একটী ৯।১০ বৎসরের ও একটী ২ বৎসর বয়স্কা মেয়ে গাড়ী হইতে পড়িয়া যায়। এখন উহাদের মাতা ও অন্যান্য স্ত্রীলোক গাড়ী থামাইবার শিকল ধরিয়া টানাটানি করা সত্ত্বেও গাড়ী না থামায় চীৎকার করিতে থাকে। ঐ পার্শ্ববর্ত্তী গাড়ী হইতে প্রায় শতাধিক লোক নামিয়া পড়ে। তন্মধ্যে কয়েকজন লোক মেয়ে দুইটীকে আনিবার জন্য দৌড়াইয়া যায়। ইতিমধ্যে পুনরায় গাড়ী চলিতে আরম্ভ করে। বিশেষ পিড়াপিড়ি করায় পুনরায় গাড়ী থামে এবং মেয়ে দুইটীকে গাড়ীতে উঠান হয়। মেয়ে দুইটীর কোন অনিষ্ট হয় নাই। এইরূপ বিপদ সময়েও যদি গাড়ী না থামে তাহা হইলে যাত্রীদের কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। আশা করি, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া যাত্রীদের ঐ সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণে তৎপর হইবেন।

(শান্তি বার্ত্তা)

শিক্ষক সমিতি ঃ—২৫শে ও ২৬শে জুলাই ঢাকা সহরে বালিকাবিদ্যালয় শিক্ষকসমিতির ২য় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইবে। প্রবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় শিক্ষকসমিতির ও অভ্যর্থনা সমিতির বিশেষ আগ্রহে শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার দুরবস্থা

দূরীকরণ মানসে সভাপতিত্বে ব্রতী হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

হাসপাতালে মূল্য ;—গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে বিগত ১লা জানুয়ারী হইতে মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল, ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতাল ও প্রেসিডেন্সী হাঁসপাতালে রোগীর নিকট ঔষধের মূল্য লওয়া হইতেছিল। আদায় আশানুরূপ না হওয়ায় এই সকল হাঁসপাতালে বাহির হইতে আগত রোগীর নিকট মূল্য লওয়া বিগত শনিবার হইতে বন্ধ হইয়াছে। ভিতরের রোগীর ভাগ্য কবে ফিরিবে?

লালাজীর সহিত সাক্ষাৎ ; পাঞ্জাব চিফ সেক্রেটারীর অনুমতিক্রমে লালা লাজপৎ রায়ের সহিত মালব্যজী গত ২রা জুলাই অপরাহ্নে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় তিনি শুনিলেন, কোন কোন সর্ত্তে তাঁহাকে দেখা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তিনি সর্ত্তগুলি জানিতে পারেন নাই। জেলে পৌঁছিয়া তিনি সর্ত্তগুলি শুনিলেন, আরও শুনিলেন, লালা লাজপৎ রায় ঐ সব সর্ত্ত পালন করিয়া দেখা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। মালব্যজী ইহা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। লালাজীর সহিত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে নিম্নলিখিত সর্ত্তে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল :—

(১) জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাক্ষাতের সময় উপস্থিত থাকিবেন। (২) যদি তাঁহার মতে কথাবার্ত্তায় আপত্তিকর কিছু থাকে, তবে তিনি তাহা বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। (৩) জুলাই মাসের মধ্যে বন্দীর আত্মীয়দিগকে আর তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না। (৪) সাক্ষাতের সময় যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইতে পারিবে না। যদি তাহা হয়, তবে বন্দীকে আর ছয়মাস কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে দেওয়া হইবে না।

কলেজের পতনাশঙ্কা ;—সার সুরেন্দ্র নাথ নাকি ম্যাটিন এণ্ড কোম্পানীকে একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার পাঠাইয়া রিপন কলেজের বাড়ীটী পরীক্ষা করিবার জন্য একখানা চিঠি দিয়াছেন। সংবাদ যে বাড়ীর দেয়ালে স্থানে স্থানে ধ্বসিয়া পড়িবার চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

জাল সেটেল্‌মেণ্ট কর্ম্মচারী ;—শ্রীরামপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সুকুমার সেন ওরফে সারদারঞ্জন সেন নামক একব্যক্তি শেওড়াফুলিতে সেটেল্‌মেণ্ট কর্ম্মচারি সাজিয়া টাকা আদায় করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। সে তারকেশ্বরের মোহান্ত এবং সেওড়াফুলীর বহু লোকের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াছে। গ্রেপ্তারের পর আসামী হঠাৎ ওয়েষ্ট কোটের পকেট হইতে একটা জিনিষ বাহির করে। উহা চৌদ্দ আনা ওজনের আফিম। উহা তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। মোকদ্দমা চলিতেছে।

আসাম বেঙ্গল রেললাইন ভগ্ন ;—আসাম-বেঙ্গল রেলের ট্রাফিক ম্যানেজার জানাইয়াছেন যে, উক্ত রেল রাস্তায় কাটাখাল-লালাবাজার শাখা বন্যার জন্য কিছুদিন বন্ধ ছিল।

অল্‌ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী ;—উক্ত কমিটীর নাগপুর অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য বাঙ্গলা হইতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ গিয়াছেন, হরদয়াল নাগ, জে, এম, সেন গুপ্ত, সুভাষ বসু, বসন্ত মজুমদার, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত মদনজিৎ হেমপ্রভা মজুমদার, উর্ম্মিলা দেবী, মোহিনী দেবী, মুজিবার রহমান, সামসুদ্দিন আহাম্মদ, আহাম্মদ আলী, মৌলানা আবুল কাসাম আজাদ, সাতকড়িপতি রায়, প্রফুল্ল ঘোষ, শরৎকুমার ঘোষ, কান্তিলাল পারেক, তমিজুদ্দিন আহাম্মদ, নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারী-নির্য্যাতন ;—পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে মুসলমান গুণ্ডাগণ হিন্দুরমণীগণের উপর অত্যাচার করিতেছে বলিয়া প্রায় শুনা যাইতেছে। ইহা কি হিন্দুমুসলমানের প্রীতির লক্ষণ ? মুসলমান নেতৃবৃন্দ এদিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে বোধ হয় সামাজিক শাসনের ভয়ে এই সকল কুৎসিত কাণ্ড অনেক কমিবে। পশ্চিম বঙ্গেও স্ত্রীলোক বেইজ্জৎ হইতেছে। হিন্দু পশুও যথেষ্ট। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান যে ক্রমেই কাপুরুষতার চরমে উপস্থিত !

লাজপৎ দিন ;—গত রবিবার লালালাজপৎ রায়ের কারাগমন স্মৃতিকল্পে ভারতের স্থানে স্থানে সভাসমিতি হইয়াছিল। কলিকাতা মীর্জ্জাপুর পার্কে বিরাট সভার সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

আবার গৃহ পতন ;—বিগত শনিবার দর্মাহাটা ষ্ট্রীটে একটী পুরাতন বাড়ী পড়িয়াছে। একটী স্ত্রীলোক কিছু আঘাত পাইয়াছে ও তিনটী মহিষ হত হইয়াছে।

বৈদেশিক।

পার্লামেণ্টে ভারত কথা ;—গত ৫ই তারিখে পার্লামেণ্টে ইণ্ডিয়া আফিস ভোট সম্বন্ধে আলোচনার দিন ছিল। ঐ দিন মিঃ বরার্টস নামে একজন সদস্য লেজিসলেটিভ এসেমব্লীর প্রশংসা করেন এবং নিমককর সার্টিফিকেটের জোরে পাশ করা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

সুদানীয়া সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ ;—গত ৭ঠা জুলাই তারিখে পার্লামেণ্টে জনৈক সদস্য প্রকাশ করিয়াছেন যে তুর্কীরা সুদানীয়া সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া থে্রেসে কামান ইত্যাদি রাখিতেছে। অথচ পূর্ব্বে তাহারা বারম্বার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, তাহারা সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিবে না। যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ সর্ত্তগুলি ভঙ্গ না হয় তজ্জন্য কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ মিত্রশক্তিগণের প্রতিনিধিরা এখন হইতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

স্পেনে বিভ্রাট ;—সেনাপতির গবর্ণমেণ্টে আদেশ অমান্য ও মরক্কো-দুর্ঘটনা সংক্রান্ত আন্দোলন লইয়া স্পেনে এক রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা হইয়াছে, সেনাপতি এগুইলেরার পদচ্যুতির পরও তিনি পদত্যাগ করিতে সম্মত না হইয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ অমান্য করিয়াছেন। সৈন্যদল সেনাপতি এগুইলেরাকে সমর্থন করিতেছে।

ইরাকে চাঞ্চল্য ;—সেখ মাদী অল খালাসীও তাঁহার দুই পুত্রকে ইরাক হইতে নির্ব্বাসিত করায় উহার প্রতিবাদস্বরূপ কয়েক জন প্রসিদ্ধ মোল্লা ইরাক পরিত্যাগ করিয়া পারস্য সীমান্তে

উপনীত হইয়াছেন। এই কারণে তিহরাণে মোল্লাদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

মিশরের সংবাদ ;—মিশরে গত ৫ই তারিখে সামরিক আইন নাকচ করা হইয়াছে। যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হইবে এবং শীঘ্রই কোন কোন আসামী সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য মিশরবাসী ও ইংরাজ জজগণের দ্বারা একটী কমিটী বসিবে। জগলুল পাশাকেও মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে।

লুসেন বৈঠক ;- তুরস্কের সহিত শান্তির চুক্তি হইয়া গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক।

শাকসব্জীর উপকারিতা।

আমরা যাহা আজকাল জঙ্গল মনে করিয়া বাগান হইতে উঠাইয়া ফেলিয়া দিয়া থাকি এবং যাহা আবর্জ্জনারূপে নষ্ট হয়; এককালে মানুষের উহাই ছিল খাদ্য। এখন যাহা আমরা তরিতরকারী মনে করি বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল উদ্ভিদ ও আবর্জ্জনা সেবনে মানুষ প্রাণ ধারণ করিত তৎকালে সকল ঘাস ও লতা পাতা ছিল মানুষের একমাত্র খাদ্য, ক্রমে মানুষ অন্যান্য শাকসব্জির রস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিল এবং ফল মূল, বাদাম প্রভৃতি সেবন করিতে শিখিল। আমরা যখন শাকসব্জী সেবন করি তখন আমাদিগের এ কথা মনে রাখা উচিত।

আমরা অনেকেই মনে করিয়া থাকি যে আমরা কেবল শাকসব্জী সেবন করিয়া বাঁচিতে পারি না, ইহা নিতান্ত ভুল। আজকাল অতি অল্প সংখ্যক লোক বুঝিতে পারিয়াছেন যে পৃথিবীতে উৎপন্ন সবুজ বর্ণের শাকসব্জী সেবনে মানুষ শক্তি ও পুষ্টিলাভ করিতে সক্ষম এবং কেবল ইহা সেবনেই সুস্থ ও সবল শরীরে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যে সকল লতা পাতা, গুল্ম ও ঘাস আমরা দূর করিয়া ফেলি কেবল তাহাই সেবনে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি এবং সুস্থ শরীরে জীবন যাপন করিতে পারি।

দেশ বিদেশে সহস্র সহস্র লোক খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তখনও তাহারা ঘাস ও লতাপাতাগুলি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছে কিম্বা উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কেবল ঐ সকল জিনিষ সেবনেই তাহারা প্রাণ ধারণ করিতে পারিত। বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ হইলে বুভুক্ষিত ব্যক্তিগণ শাকসব্জী ফুরাইয়া গেলে বাঁশের পাতাও সেবন করিয়া থাকে। এই সকল পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য প্রদানকারী বস্তু বর্ত্তমান থাকা সত্বেও পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত প্রদেশেও এই সকল জিনিষের আদর নাই এবং সহস্র সহস্র লোক খাদ্যে যে সকল জিনিষ থাকা প্রয়োজন তাহার অভাবে রোগে কষ্ট পাইতেছে, এমন কি মৃত্যুমুখেও পতিত হইতেছে। অথচ যে সকল জিনিষ সেবন করিলে আমাদিগের প্রাণ বাঁচে আমরা তাহা পদদলিত করি ও নষ্ট করি।

প্রাণী জগতের বৃদ্ধি ও প্রাণ ধারণের জন্য যে একমাত্র খাদ্য আছে ও যাহা হইতে সকল প্রকার পুষ্টিকর দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা দুগ্ধ। এই দুগ্ধ আমরা গরু হইতে পাইয়া থাকি। কিন্তু গরু এই দুগ্ধ প্রস্তুত করার সামগ্রী কোথা হইতে সংগ্রহ করে? উহা যে সকল ঘাস ও লতা পাতা এবং সবুজ বর্ণের উদ্ভিদ সেবন করে তাহা হইতে দুগ্ধের সামগ্রী সংগ্রহ করে। গরু এই সকল ঘাসাদি সেবন করিয়া কেবল যে দুগ্ধকে পুষ্টিকর খাদ্যরূপে পরিণত করে তাহাই নহে কিন্তু সেই ঘাস হইতে

তাহার নিজের জীবন ধারণের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার সবই পায়, উহা হইতে তাহার রক্ত, মাংস ও তাহার হাড় হয়।

উদ্ভিদ সকল আমাদিগের পুষ্টির জন্য ও স্বাস্থ্যের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন সেই সকল জিনিষ আপন লতায় ও পাতায় সংগ্রহ করিয়া রাখে। প্রাণী কখন শাকসব্জী ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। আমরা বুঝিতে পারি না যে প্রায় সকল ঘাস এবং লতা পাতা যাহা গজায় তাহা আমাদিগের খাদ্য। এমনকি গাছের পাতা ও ছোট ছোট গাছের নরম ডালও সেবনে মানুষের উপকার হয়। চিকিৎসা শাস্ত্র কিছুকাল হইতে রহস্যপূর্ণ ভিটামিন, লবণ এবং দুষ্প্রাপ্য খাদ্য কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছে। যাহাদিগের স্কার্ভি নামক চর্ম্মরোগ হয় কিম্বা যাহাদিগের বেরি বেরি রোগ হয় তাহারা ত বেশ আহার করিতেছিল; তবে তাহাদিগের আহার্য্যের মধ্যে কোন জিনিষের অভাব হইল? যে সকল প্রাণী ঘাস ও লতাপাতা সেবন করিয়া জীবন ধারণ করে তাহাদিগের মধ্যে এরোগ নাই কেন এবং কেনইবা যাহারা মাংসই সেবন করে তাহাদিগের মধ্যে এই রোগ হইয়া থাকে?

কয়েক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যেসকল উদ্ভিদের আমরা পাতা সেবন করিয়া থাকি তাহাতে স্বাস্থ্যের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রায় সকলই আছে। অর্থাৎ যে সকল লবণ, ভিটামিন আদি পূর্ব্ব কথিত খাদ্যে নাই তাহা বাঁধাকপি, টক পালঙ্গ শাক প্রভৃতিতে বর্ত্তমান আছে এবং বাঁধাকপি, স্পিনার্ক শাক, মূলা প্রভৃতি মিশ্রিত খাদ্য খাইলে ঐ সকল রোগ নিশ্চয় হইবে না। বাঁশের মাইজ, উহার কচিপাতা, বন্য সরিষা, নানা প্রকার সামুদ্রিক উদ্ভিদ, জলা জমীর ঘাস, এবং অনেক প্রকার আবর্জ্জনা স্বরূপ লতাপাতার মধ্যে অতি স্বাস্থ্যপ্রদানকারী মূল্যবান পদার্থ রহিয়াছে। সত্য বলিতে কি প্রায় সকল ঘাসই খাদ্য। যখন চিতোর হইতে রাণা প্রতাপ বিদূরিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার খাদ্য দ্রব্য কিছুই ছিল না, জঙ্গলে তিনি ঘাসের রুটি তৈয়ার করিয়া সেবন করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন ও পরে চিতোর উদ্ধার করেন। ঘাসের বল ও স্বাস্থ্যরক্ষাকারি গুণ কম নহে।

সবুজ বর্ণের খাদ্য ও শাক সব্জীর সহিত পৃথিবীর আরকোন বস্তুর তুলনা করা যায় না। যে ব্যক্তি সবুজ বর্ণের খাদ্য সেবন করে তাহার কখন কোষ্ঠবদ্ধতা হইবে না অথবা অজীর্ণ, অম্ল, চর্ম্মরোগ অথবা অন্যান্য শত শত রোগ যাহা হজমের দোষে ঘটিয়া থাকে তাহা হইবে না।

লৌহ সেবনেই শক্তি হয়। কিচমিচে লৌহ অনেক পরিমাণ আছে, তাহা ছাড়া মূলা, স্পিনাক প্রভৃতি শাকে প্রায় দশগুণ অধিক লৌহ আছে এবং সেই সঙ্গে তাহাতে অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিনও আছে। স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য্য কোনটাই উত্তম ও শক্ত দন্ত ব্যতীত সম্ভব নহে আপনি যাহা সেবন করেন তাহাতে যে সকল নানা ধাতুর লবণ আছে তাহার উপরই দন্তের দৃঢ়তা প্রভৃতি নির্ভর করে। সবুজ বর্ণের শাক সব্জী ব্যতীত আর কোনও খাদ্যে নানা ধাতুর লবণ নাই। পাকস্থলীর গোলযোগ অধিকাংশ স্থলে অতি মাত্রায় অম্লের জন্য হয় অথবা শরীরে ক্ষারের ভাগ অল্প এবং অম্লের ভাগ অতিরিক্ত হওয়াতেই এই রোগ ঘটে। এই অবস্থায় অম্ল দূর করিবার জন্য আরও অধিক মাত্রায় ক্ষার উৎপাদনকারী খাদ্য সেবন করা উচিত যাহাতে শরীরে উভয়ের মাত্রা তুল্য হয়। টাটকা শাক সব্জীতে ক্ষার উৎপাদনকারী পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া আছে। (সঞ্জীবনী)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
হরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

খণ্ড ১ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩০ | ৪৭শ সংখ্যা

শরণাগতি

অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত বিভুচৈতন্য মায়াধীশ শ্রীভগবান। শুদ্ধজীব অণুচিৎ—অণুশক্তিযুক্ত তৎস্বরূপে মায়াবশযোগ্য বর্ত্তমান। প্রাকৃত দৃষ্টান্তে বিভুচৈতন্যকে যদি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের সহিত তুলনা করা যায়—অণুচিৎকে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বলা যাইতে পারে। বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড বাত্যা সংযোগে নির্ব্বাপিত হয় না, বরং বাত্যাকে নিজায়ত্ত করিয়া তৎসহ নানাবিধ ক্রীড়া করে, কিন্তু একটী পৃথক ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বাত্যা স্পর্শেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। ঐ পৃথক স্ফুলিঙ্গগুলি যদি আবার বৃহৎ অগ্নিরাশির সহিত যুক্ত হইয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডের পোষকতা রূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তখন ঐ ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গও বৃহতের আশ্রয়ে থাকার দরুন বৃহতের গুণে গুণান্বিত হয়। তখন আর ঐ স্ফুলিঙ্গ বাত্যার দ্বারা অভিভূত হয় না। সুতরাং অণুচৈতন্য মায়াবশযোগ্য জীব যখন বিভুচিৎ মায়াধীশ শ্রীভগবানের আশ্রয়ে থাকিয়া ভগবানের ক্রিয়ার পোষকতা বা সেবা করিতে থাকেন তখনই সে মায়াকে জয় করিয়া নিত্যানন্দ লাভের অধিকারী হয়।

ভগবানের মায়াশক্তি নির্ম্মিত জগৎ বহির্ম্মুখ বা ভগবদাশ্রয়ত্যাগী জীবের জন্য একটী কুহক সদৃশ। নানাবিধ কুহক দ্বারা প্রলোভিত করিয়া মায়াশক্তি বহির্ম্মুখ জীবকে এই ত্রিতাপপূর্ণ সংসার-কারাগারে নিক্ষেপ করে। ক্ষুদ্র মূষিক হইতে আরম্ভ করিয়া হিংস্র ব্যাঘ্র, সিংহ এমন কি বৃহৎ হস্তীও নিজ নিজ শত চেষ্টা সত্ত্বেও দুর্ভেদ্য লৌহকারাগার হইতে মুক্তি পাইতে পারে না—যাহা কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে কেবল তিনিই যদি কৃপা করিয়া খুলিয়া দেন তবেই তাহাদের মুক্তি সম্ভব। কারাগারে পতিত জন্তু যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া কত প্রকারেই না বহির্গমনের উপায় খুঁজিতে থাকে কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আমাদের পক্ষেও তদ্রূপ। ব্রহ্মা

হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত যাহাদের এই সংসার কারাগারের যন্ত্রণা একটুও অনুভূতিতে আসিয়াছে সকলেই এই কারাগার হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষে কত প্রকার চেষ্টা করিতেছে। কেহ যোগ, কেহ জ্ঞান, কেহ কর্ম্ম ইত্যাদি নিজ চেষ্টা-কৃত নানাবিধ উপায় দ্বারা সংসার-কারাগার হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। লৌহপিঞ্জরের ফাঁক দিয়া কোনও জন্তু হস্ত মুখ বা পদ প্রবেশ করাইয়া দিয়া যেমন ভাবিয়া থাকে এইবার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি মাথাটা বাহির হইলেই হয়, কেহ বা মস্তক একটু প্রবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া বলে—'এইবার আমি কারাগার মুক্ত' তদ্রূপ কোনও জীব নিজ নিজ চেষ্টাকৃত সাধনবলে অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন আমার মুক্ত হইবার অল্প বাকী আছে—আবার কেহ বলিতেছে "আমি মুক্ত হইয়া পড়িয়াছি।" কিন্তু ইহারা নিজেরা যাহাই ভাবুন না কেন ইহারা মুক্ত হইতে পারেন না বা পারিবেন না যে পর্য্যন্ত না যাহার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন একমাত্র তাঁহার শরণাগত না হইবেন। তিনি একমাত্র সর্ব্বতোভাবে শরণাগত জীবকেই কারগার হইতে মুক্ত করিবেন, অপর কেহই মুক্তি পাইতে পারিবেন না। এইজন্যই শ্রীগীতায় শ্রীভগবান স্বমুখে বলিতেছেন :—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥ ৭।১৪

আমার সত্বরজস্তমোগুণান্বিতা মায়া নিশ্চয়ই দুরতিক্রমা। যাঁহারা একমাত্র আমার ভগবৎস্বরূপের শরণাগত হন তাঁহারাই এই মায়ার হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে পারেন অর্থাৎ নিজ নিজ চেষ্টা সমন্বিত কর্ম্ম, জ্ঞান,যোগ বা অন্যদেবতাপ্রপত্তি দ্বারা ত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে না।

একদিকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি উপায় যেমন বদ্ধ বা মুমুক্ষু জীবকৃত চেষ্টা মাত্র, অপরদিকে দেবতাগণও আজ্ঞাপালক সেবক সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান স্বতন্ত্র পুরুষ নহেন বলিয়া মায়ার উপর তাঁহাদের পূর্ণ অধিকার নাই। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ উক্ত শ্লোকের 'মামেব" অর্থাৎ একমাত্র আমাকেই এই শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন "মাং সর্ব্বেশ্বরং মায়ানিয়ন্তারং স্বপ্রপন্নবাৎসল্যনীরধিং কৃষ্ণং যে তাদৃশ সৎপ্রসঙ্গাৎ প্রপদ্যন্তে শরণং গচ্ছন্তি তে এতামর্ণবমিবাপারাং মায়াং গোষ্পদোদকাঞ্জলিমিবাশ্রমেণ তরন্তি। তাং তীর্ত্বানন্দৈকরসং প্রসাদাভিমুখং স্বস্বামিনং মাং প্রাপ্নুবন্তীতি। মামেবেত্যেবকারো মদন্যেষাং বিধিরুদ্রাদীনাং প্রপত্ত্যা তস্যাস্তরণং নেত্যাহ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ। তমেব বিদিত্বেত্যাদ্যা। মুচুকুন্দং প্রতি দেবাশ্চ। বরং বৃনীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বর স্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ইতি। ঘণ্টাকর্ণং প্রতি শিবশ্চ। মুক্তি প্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয় ইতি॥

অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর, মায়াধীশ শরণাগতজন-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ আমাকে যাঁহারা সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে অবগত হইয়া আমার শরণ গ্রহণ করেন তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র গোষ্পদ অতিক্রম করার ন্যায় অনায়াসেই পার হইতে পারেন, এবং আমার কৃপায় আমার মায়াকে অতিক্রম করিয়া প্রসন্ন একমাত্র আনন্দের আকর মায়াধীশ আমাকে লাভ করেন। 'আমাকেই' এই শব্দ দ্বারা আমি ব্যতীত আমার আজ্ঞাপালক ব্রহ্মরুদ্রাদির শরণাগত হইলে মুক্ত হওয়া যাইবে না। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—একমাত্র পরতত্ত্বকে জানিতে পারিলেই, মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। দেবগণও মুচুকুন্দকে বলিয়াছিলেন—তুমি আমাদের নিকট বর গ্রহণ কর। আমরা মুক্তি দিতে পারিব না।

একমাত্র ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণুই মুক্তির অধিপতি। দেবাদিদেব শিবও ঘণ্টাকর্ণকে বলিয়াছেন—"সকল জীবের মুক্তিপ্রদাতা একমাত্র বিষ্ণুই এ বিষয়ে সংশয় নাই"

নিরপেক্ষ বিচারহীন লোক সকল যেন ইহাকে গোঁড়ামী মনে না করেন। উপনিষদাদি শ্রুতি, গীতাদি সাত্বত স্মৃতি, সাত্বত পুরাণ, সাত্বততন্ত্র সর্ব্বস্থানে একমাত্র শ্রীভগবানের শরণাগতির দ্বারাই এই মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে অন্য উপায়ে পারা যায় না—এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। সমগ্র শ্রীগীতাটী যদি সারগ্রাহী হইয়া বিচার করা যায় তবে দেখা যায় কর্ম্ম, জ্ঞান,যোগাদি জীবকৃত চেষ্টা সমূহের অবতারণা করিয়া শ্রীভগবান তৎ তৎ চেষ্টায় শরণাগতি উদ্দেশক না হইলে সকলই নিষ্ফল প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বশেষে পূর্ণ শরণাগতিই জীবের একমাত্র চরম কল্যাণপ্রদ তাহা স্বয়ং প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিয়াছেন—(১৮।৬৫,৬৬)

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

গীতার সর্ব্ব প্রথমেই অর্জ্জুন যখন ধর্ম্মবিমূঢ় চিত্ত হইয়া নিজ শ্রেয়োনির্ণয়ে অক্ষম হইলেন তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া বলিলেন—

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং সাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ২।৭

আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃস্কর; তাহাই আপনি আমাকে নিশ্চয় পূর্ব্বক বলুন। আমি আপনার শরণাগত শিষ্য। গীতার মধ্যেও শরণাপত্তি লক্ষণা শ্রদ্ধার কথা শ্রীভগবান—"শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। আবার কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানাদিরূপ বন্ধমুক্তির উপায় বিচার করিতে যাইয়া সকামকর্ম্মগত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী সাংখ্যজ্ঞানী অপেক্ষা যোগী আবার সর্ব্বপ্রকার যোগিগণের মধ্যে শরণাগত শ্রদ্ধাবান ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥
৭।৭৪।

ভগবান জ্ঞানীদের কথায় বলিতেছেন—জ্ঞান যদি মোক্ষাদি কৈতবরূপ কথায় শূন্য হইয়া সম্বন্ধ জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া ভক্তিবৃত্তির উদয় করায় তবেই জ্ঞানের সার্থকতা।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

জীব সকল অনেক জন্ম সাধনের ফলে জ্ঞানবান্ বা চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্যনিষ্ঠ হইবার প্রথমে জড়ত্যাগ কালীয় অদ্বৈতভাব আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করে। এইটীই বিপদের সময়। এই সময় যদি তাহার স্বরূপ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ প্রতিপত্তি না আসে তবেই বিপদের কথা। কিন্তু কোনও সুকৃতি ফলে যদি তিনি শরণাগত হন তখন তিনি সেবোন্মুখ বৃত্তিতে সকল বস্তুতেই বাসুদেব সম্বন্ধে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেইরূপ মহাত্মা বড়ই দুর্ল্লভ। শুক সনকসনাতনাদির ভাগবত জ্ঞান স্ফূর্ত্তিই ইহার উদাহরণ। ইঁহারা পূর্ব্বে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন কিন্তু শুদ্ধভক্ত ব্যাস ও নারদাদির সঙ্গে ভগবদ্ গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদের যখন শরণাপত্তিলক্ষণা শ্রদ্ধার উদয় হইল তখন তাহারা জ্ঞানকথায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যাহারা জ্ঞানালোচনা করিতে করিতে নিজদিগকে মুক্ত অভিমান করিয়া ভগবানের চরণ পাদপদ্মে শরণাগতি ছাড়িয়া দেন

তাঁহারা অতিকষ্টে শ্রেষ্ঠপদবীতে আরোহণ করিয়াও অধঃপতিত হন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।২।৩২

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদংঘ্রয়ঃ॥

অতএব শ্রুতি স্মৃতি সকলেই একবাক্যে শরণাগতিরই আদেশ করিয়াছেন এই শরণাগতি অণুচৈতন্য জীবের নিত্যধর্ম্ম এই নিত্যধর্ম্মে অবস্থিত হইলে আর পতনের আশঙ্কা নাই। এই জন্যই শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা বাক্য—

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। ৯।৩১

হে অর্জ্জুন আমার প্রতিজ্ঞা এই যে আমার অনন্য ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।

একমাত্র শরণাগত ভক্তই সংসার কারাগার হইতে মুক্ত হইবার প্রকৃত কৌশল জানেন আর কেহ জানেন না।

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
শ্রীগীতা ১০।১০

নামাপরাধ।

নাম চিন্ময় বস্তু। সেবোন্মুখ জীবের আত্মায় উদিত চিন্ময় নামই জড়জগতে সেবোন্মুখ জীবের জিহ্বাসাহায্যে অক্ষরাকারে প্রকাশিত হন। সুতরাং অক্ষরাত্মক নাম চিন্ময় নামের শাব্দিক অবতার ও নামী হইতে অভিন্ন। যথা ভগবৎ সন্দর্ভে—অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেনাবতারোঽয়মিতি। তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব" জীবের ভোগোন্মুখ বৃত্তিতে যখন নামাক্ষর-উচ্চারণ হয় তখন চিন্ময় জগৎ হইতে শ্রীনাম জড়জগতে অবতরণ করেন না। তাহা জড় রসনায় উদিত হইয়া জড় অক্ষরে জড়জগতেই প্রকাশিত থাকে। এইরূপ জড়নামাক্ষর সাহায্যে চিন্ময় জগতে আরোহণের চেষ্টা নিষ্ফল। অধোক্ষজ সেবোন্মুখ জীবের চিন্ময় নাম অবরোহবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আর অক্ষজ ভোগোন্মুখ জীবের নামাক্ষর যাহা কর্ণে নামের মত ধ্বনিত হইলেও আরোহবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভোগোন্মুখ বৃত্তি লইয়া অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত জীব যে নামাক্ষর উচ্চারণ করে তাহাই নামাপরাধ।

এই নামাপরাধ দশবিধ—শ্রীপদ্মপুরাণ এই অপরাধের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন—১ সতাং নিন্দা—সাধুজনের নিন্দা প্রথম অপরাধ। নিত্যসেবাধিষ্ঠিত সাধুগণের শ্রীমুখেই অভিন্ননামী নামরূপে জগতে প্রকাশিত হন। সুতরাং সাধুগণই শ্রীনামের প্রকাশক। যাহাদের হইতে এই নামরূপ অপ্রাকৃত বস্তু জগতে প্রকট দেখিতে পাই তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিলে কখনই নাম স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। এরূপ সাধুর শরণাগত হইয়া তাঁহাদের শ্রীমুখশ্রুত নামই উচ্চারণ করিতে হইবে। এই জন্যই সদ্‌গুরুর মুখশ্রুত নাম উচ্চারণে ফলোদয় হয়। কিন্তু অসাধু ব্যক্তিকে যদি সাধু বলিয়া ধরিয়া নিয়া নাম করা যায় ও বলা যায় পাছে সাধু নিন্দা হইয়া পড়ে এইজন্য অসাধুকেও বর্জ্জন করিব না—তবে অসৎসঙ্গ হওয়া দরুণ নামাপরাধই হইয়া থাকে। পাঁক গোলাকে ক্ষীর ভাবিয়া বা চূণ গোলাকে দধি বলিয়া ভক্ষণ করিলে নিজেরই সমূহ ক্ষতি। সুতরাং কৃষ্ণৈকশরণ সাধুর নিন্দা ত্যাগ করিতে হইবে আর অসাধু ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সেবোন্মুখ বৃত্তিতে হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে।

শিবাদিদেবতাকে ভগবান হইতে স্বতন্ত্র মনে করা দ্বিতীয় নামাপরাধ। শ্রীভগবানই একমাত্র

স্বতন্ত্র পুরুষ আর সকলেই তাঁহাতে অবস্থিত ও তাঁহারই আজ্ঞাকারী দাস। সুতরাং অন্যান্য দেবতাকে স্বতন্ত্র আরাধনার কোনই দরকার নাই। গাছের গোড়ায় জল দিলে শাখা প্রশাখা পল্লবাদি সকলই সতেজ থাকে। অন্যান্য দেবতার আরাধনার মূলেই সাক্ষাত শ্রীভগবানে অবিশ্বাস সূচিত হয়। শ্রুতিস্মৃতি একবাক্যে সকলেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রীভগবান যে নামী তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার নাম শ্রবণের চেষ্টা অপরাধ মাত্র। দ্বিতীয় অর্থ এই যে শিবস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলের আকর শ্রীভগবানের নাম রূপ গুণ ও লীলা ও তাঁহার নিত্য চিন্ময় বিগ্রহ একই বস্তু—যেমন সূর্য্য সূর্য্যমণ্ডল সূর্য্যরশ্মি একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-ইঁহাদিগকে জড় জ্ঞানে বা জড় ব্যতিরেক জ্ঞানে মায়িক মনে করিয়া পৃথক্ কল্পনা করিলে অপরাধ হয়।

গুরুতে মর্ত্ত্য বুদ্ধি তৃতীয় অপরাধ। যিনি সত্য সত্য শাস্ত্রলক্ষণোপেত সদ্‌গুরু ও নিত্য ভগবৎ সেবাপরায়ণ তাঁ প্রাকৃত মানুষের সহিত সমান জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। আবার অগুরু বা লঘু বস্তুকে গুরু মনে করিলে অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের দশা প্রাপ্ত হইতে হয়। অগুরুকে গুরু ভাবাও অপরাধ।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।"

শ্রুতিতে নাম মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে—সেই সকল ভাগকে নিন্দা করিয়া অপর ভাগের সম্মান দেখাইয়া নাম গ্রহণ করিলে নামাপরাধ হয়। এরূপ বিচারমূলে নামে নিত্য চিন্ময় বস্তু জ্ঞান নাই।

নামে অর্থবাদ পঞ্চম অপরাধ। "নামের যে সকল মাহাত্ম্য আছে তাহা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়—কেবল লোকদিগের ধর্ম্মের দিকে মতি করিবার জন্য নামের ফলশ্রুতি শাস্ত্রলিখিত হইয়াছে"—এইরূপ বিচার অপরাধ মূলক। কেহ কেহ আবার অক্ষজজ্ঞানে দৃপ্ত হইয়া ভোগোন্মুখ অবস্থায় নামাক্ষর মাত্রকেই নাম ভাবিয়া বলিয়া থাকে কোথায়! কত নাম লইতেছি কোনই ফলোদয় হয় না এসব শাস্ত্রের গোঁড়ামী মাত্র! এই সকল লোক নামাপরাধী। একদা এইরূপ নামাপরাধীর মুখে নামের অর্থবাদ শুনিতে পাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর শিষ্যবর্গ সহ সচেল গঙ্গাস্নান করিয়া নামাপরাধীর সঙ্গ বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

নামকে কল্পিত মনে করা ষষ্ঠ অপরাধ। মায়াবাদী জড় ব্যতিরেক জ্ঞানে পরতত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ নিরাকার নাম রূপাতীত কল্পনা করিয়া নিত্যচিন্ময় নামকেও জড়ীয় নামের সহিত সমজাতীয় ধারণা-পূর্ব্বক নামকে অনিত্য কল্পিত বস্তু মনে করে। আবার কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ ভগবানের নামকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া কর্ম্মের ফলটীকেই অধিক শক্তিসম্পন্ন মনে করিয়া থাকেন। এই উভয় শ্রেণীর লোকই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত। ইঁহারা নামাপরাধী। ইঁহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ ভক্তের মুখে নাম শ্রবণ করিয়া নাম গ্রহণ করা আবশ্যক।

নাম বলে পাপ বুদ্ধি সপ্তম অপরাধ। নামই যখন কোটীকোটী পাপ হরণ করে তখন পাপ করিতে থাকি একবার হরিনাম দ্বারাই তাহা দূর করাইয়া দিব। এইরূপ বিচারমূলে সেবা প্রবৃত্তিত আদৌ নাই; পক্ষান্তরে হরিনাম পাপস্খালন ও পুণ্যসঞ্চারের একটি যন্ত্র বিশেষ।

দান, ধ্যান, ব্রত, যজ্ঞ, ত্যাগ বা অন্য শুভ-ক্রিয়ার সহিত নামকে সমান ভাবা অষ্টম অপরাধ। দানধ্যানাদি জড় জগতের শুভক্রিয়া মূলে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নিহিত—কিন্তু শ্রীনাম কীর্ত্তনে সাক্ষাৎ অধোক্ষজ সেবা বর্ত্তমান।

অশ্রদ্ধধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ নবম অপরাধ। বালিশ অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নামে শ্রদ্ধা জন্মাইয়া নাম উপদেশ করা যাইতে পারে কিন্তু যাহাদের নামে বিশ্বাস নাই ও যাহারা কুতার্কিক এরূপ ব্যক্তিকে নামোপদেশ নাম অপরাধ। অর্থ লোভে বা প্রতিষ্ঠাশা বা কামিনী সংগ্রহের জন্য অনধিকারীকে নাম মন্ত্র দান নামাপরাধ।

আমি এই দেহ, ইহারা আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার এই আমার ঘরবাড়ী সম্পত্তি এইরূপভাব মনে পাকা রাখিয়া নাম গ্রহণ দশম অপরাধ। সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে নাম উদয় হইতে পারে না। নাম গ্রহণের পূর্ব্বেই সদ্‌গুরু প্রমুখাৎ 'জীব কে?' 'জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কি?' ইত্যাদি জানিয়া অভিধেয় 'নাম' গ্রহণ করিতে হয়। তৎপূর্ব্বে দেহে আসক্তি রাখিয়া নাম করিলে নামের মাহাত্ম্য অর্থাৎ নাম যে চিন্ময় বস্তু তাহা শুনিয়াও নামে রুচি হয় না। সেই নাম কীর্ত্তন কেবল প্রতিষ্ঠার জন্য বা ভুক্তি মুক্তি স্পৃহার জন্যই হইয়া থাকে। সুতরাং নামের চরম ফল যে কৃষ্ণপ্রেম তাহা লাভ হয় না কোটী কোটী জন্ম এইরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে নাম করিলেও ভগবৎ প্রেমলাভ হইবে না। যথা—
শ্রীচরিতামৃতে—

"কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন॥"

এই দশ বিধ অপরাধ শূন্য নামই শুদ্ধ নাম। এই শুদ্ধ নামই সেবোন্মুখ আত্মায় উচ্চারিত হইয়া বহির্জ্জগতে প্রকাশিত হন। শুদ্ধ নামে বর্ণশুদ্ধ বা বর্ণ ব্যবধানের কোনও বিচার নাই। যথা শ্রীপদ্মপুরাণে—

নামৈকংযস্তবাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়েত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণ জনতা লোভপাষণ্ড মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

অর্থাৎ—"হে বিপ্র একটীমাত্র হরিনাম যদি কাহারও জিহ্বায় উদিত হন বা স্মরণপথগত হন, অথবা কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করেন তবে অবশ্যই তাহাকে উদ্ধার করিবেন। নামের বর্ণ শুদ্ধই হউক বা অশুদ্ধই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু নাম যদি দেহাত্মবুদ্ধি, গৃহব্রত, অর্থৈষণা, জনৈষণা, লোভ, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ পাষণ্ডতার মধ্যে পতিত হয় তবে শীঘ্র ফলজনক হয় না। প্রতিবন্ধ দ্বিবিধ—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ক্ষুদ্রপ্রতিবন্ধকযুক্তনামে সাধুসঙ্গ প্রভাবে নামাভাস হয়। নামাভাস বিলম্বে বলবান হইতে পারে। কিন্তু বৃহৎ প্রতিবন্ধ যুক্ত উচ্চারিত নাম নামাপরাধ মাত্র। এই নামাপরাধ অতি গুরুতর। অন্যান্য অপরাধ নামের সাহায্যে বিদূরিত হয় কিন্তু নামাপরাধক্ষয়ের উপায় অতিকঠিন। অবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলে যদি কোনও দিন সেবাবৃত্তি উন্মেষিত হইয়া পড়ে তবেই নামাপরাধ ক্ষয় হয় যথা পাদ্মে—

নামাপরাধ যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্ত প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥

কিন্তু বহির্ম্মুখ ব্যক্তির পক্ষে অবিশ্রান্ত হরিনাম গ্রহণ করা সহজ নহে এবং নিজে চেষ্টা করিয়া অপরাধ বর্জ্জন করাও সম্ভব নহে। বহির্ম্মুখজীবের অজ্ঞাতসারে অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং নিত্যসেবাধিষ্ঠিত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সেবা করিতে করিতে আমাদের অপরাধ দূর হইয়া ক্রমে নামাভাস ও শুদ্ধনাম উদয় হইয়া থাকে। অতএব নামাপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধচিন্ময় নাম জিহ্বাতে উদয় করাইতে হইলে একমাত্র শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের পাদ-পদ্মই আমাদের নিত্য সেবা হওয়া উচিত।

চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাস

ইহ জগতে বিশ্বাস ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই মুহূর্ত্তকালও সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারে না। অতি দুগ্ধ পোষ্য সন্তান ও মাতাকে তাহার লালন ও রক্ষাকর্ত্রী জানিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতঃ নিরাপদে দিন দিন সেই মাতৃ কোলে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্ত্রী তাহার স্বামীকে পালন কর্ত্তা এবং জীবনের একমাত্র চিরসঙ্গী জানিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া অকুতোভয়ে চির-জীবন অতিবাহিত করে, আবার স্বামীও তাহার বনিতাকে সহধর্ম্মিণী ও গৃহিণী জানিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিয়া যথা সর্ব্বস্ব তাহার হস্তে অর্পণ করতঃ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। প্রজাগণ তাহাদের রাজাকে রক্ষাকর্ত্তা ও শান্তিরক্ষক ভাবিয়া এবং রাজাও প্রজাদিগকে তাঁহার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস না করিলে কেহই এ সংসারে নিরাপদে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিত না। আবার ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলেও অগ্রে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস ছাড়া ভগবানকে প্রাপ্তির কোনও আশা নাই। তাই সাধুগণ বলিয়া থাকেন—"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর" অর্থাৎ কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়, তর্কের দ্বারা তাঁহাকে কখনই পাওয়া যায় না। শাস্ত্রেও কথিত আছে যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ স্থায়িভাব লহর্য্যাং—৫১ শ্লোকঃ।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা নতাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং॥

অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব তাহাই অচিন্ত্য লক্ষণ। তর্ক প্রাকৃত, সুতরাং সে তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারেনা। অতএব অচিন্ত্যভাবসকলে তর্ক যোজনা করিবে না।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; তাঁহাকে কেহ প্রাকৃত চক্ষে দেখিতে পায় না। তিনি কেবল অপ্রাকৃত দিব্যনেত্রেই দৃষ্ট হন। জড় জগতে যেমন কোনও স্থানে যাইতে হইলে কোনও না কোনও ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই স্থানে একবারও গিয়াছেন তাহার নিকট পথ ঘাট সমস্ত জানিয়া লইতে হয় কিম্বা তাহাকে সঙ্গে লইতে হয় সেইরূপ অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে যাইতে হইলেও যাঁহারা সেই ধামে একবারও গিয়াছেন কিম্বা কোনও জানা লোকের (সাধুর) নিকট রাস্তা জানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদেরই সঙ্গে যাইতে হয় অর্থাৎ তাঁহাদেরই উপদেশ গ্রহণ করিয়া চলিতে হয়। নিজ অনুমান সাহায্যে কিম্বা যে ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ধামে যায় নাই বা ভগবদ্ধামে যাইবার রাস্তাও জানে নাই তাহার সাহায্যে কখনই সেই স্থানে যাইতে পারা যায় না। কারণ যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি অন্য একজন অন্ধ ব্যক্তিকে কোনও স্থানে লইয়া যাইতে পারে না; যাইলে উভয়েরই কূপ কিম্বা কোনও গর্ত্তমধ্যে পতিত হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ অপ্রাকৃত রাজ্যে যাইতে চেষ্টা করিলেও নিজ মন ও বুদ্ধির দ্বারা চালিত ব্যক্তিগণের ঘোর সংসারাবর্ত্তে পুনর্ব্বার পতন ভিন্ন অন্য কিছুরই আশা করা যায় না।

বিশ্বাস আবার দুই প্রকারের—এক চক্ষুষ্মান বা সত্য বিশ্বাস, অন্য অন্ধ বা ভ্রান্ত বিশ্বাস। সৎশাস্ত্র সদ্‌গুরু ও শুদ্ধ ভক্ত বা সাধুতে বিশ্বাস স্থাপনের নাম চক্ষুষ্মান্ বা সত্য বিশ্বাস। অসৎ শাস্ত্র (অভক্ত রচিত গ্রন্থ), অসদ্‌গুরু (শিষ্য বিত্তাপহারক গুরু বা কুলগুরু) ও অসাধুতে (মায়াবাদী, আউল বাউল

কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত অভক্তকে) বিশ্বাস করার নাম অন্ধ বা ভ্রান্ত বিশ্বাস। চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাসের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়! ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত অভক্তগণের নরকভোগ ব্যতীত ভগবান প্রাপ্তির আশা অতি বিরল। আজ কাল সদ্গুরু অতিশয় দুর্ল্লভ। অসদ্গুরু হাটে বাজারে ছড়াছড়ি। এই সব অসদ্গুরুর কুহকে পড়িয়া বহু কোমলশ্রদ্ধ নর নারী এখন ভগবদ্ বহির্ম্মুখ হইয়া নরকের পথে প্রায়ই গমন করিতেছে। তাই মহাজনগণ বলিয়া থাকেন —

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি ! শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

অর্থাৎ যাহারা শিষ্যের ধন হরিতে ইচ্ছা করে এরূপ গুরু জগতে অনেক মিলিবে ; কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহরণকারী কয়জন গুরু মিলে? সদ্গুরু শিষ্যকে কখন অধিরোহ পন্থায় যাইতে উপদেশ দেন না, অবরোহ পন্থাতেই কেবল যাইতে উপদেশ দেন অর্থাৎ ভগবান্ নারদকে, নারদ ব্যাস দেবকে ব্যাসদেব শুক দেবকে ইত্যাদি ক্রমে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন সদ্গুরু তাহাই তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। সুতরাং যিনি এই অবরোহ প্রণালীতে ভজন সাধন করেন এবং শিষ্যগণকেও এই প্রণালীতে ভজন সাধন করিতে উপদেশ দেন তিনিই সদ্গুরু ও তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপনের নামই চক্ষুষ্মান বিশ্বাস।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সদগুরুর লক্ষণে বলিয়াছেন—
যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

সাধু বা শুদ্ধভক্তে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে ভগবানকে মিলিবে না কারণ ভগবান্ ভক্তেরই ধন এবং ভক্তেরই অধীন। শুদ্ধভক্তের সেবা করা ও তাঁহার উপদেশ অনুসারে চলাই ভগবান্‌কে পাবার একমাত্র উপায়। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য ১৬শ পরিচ্ছেদে—

ভক্তপদধূলি আর ভক্ত পদজল।
ভক্তভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণ প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥

শ্রীকৃষ্ণে অনন্যশরণই সাধু বা শুদ্ধভক্তের লক্ষণ। ইহাকেই উত্তমা ভক্তি কহা যায়।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে উপদিষ্ট হইয়াছে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অনুকূল অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তি কহে, তবে এই অনুশীলন জ্ঞান ও কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত এবং অন্য বস্তুর প্রতি স্পৃহাশূন্য হওয়া আবশ্যক।

আজকাল অনেকে সাধু বা ভক্ত চিনিতে না পারিয়া আউল বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া দরবেশ, সাঁই, সখীভেকী, গৌরাঙ্গ নাগরী, প্রভৃতি অসৎ সম্প্রদায়ভুক্ত অভক্তের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের কুশিক্ষার উপর বিশ্বাস করিয়া কুপথে চলিয়া যাইতে এই সকল অভক্তের কথায় বিশ্বাস করার নামই অন্ধ বিশ্বাস। যে শাস্ত্রে ভাগবতধর্ম্মের বর্ণনা আছে এবং যে শাস্ত্রে আলোচনা করিলে জড়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ মানবগণ ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করে তাহাই সৎ শাস্ত্র। যথা—শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসূত্রের ও উপনিষদের বৈষ্ণব ভাষ্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীভগবদ্গীতা, শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, ইত্যাদি।

যাঁহার চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তিনি নাম নামী অভেদ দেখেন এবং তাঁহার শাস্ত্র বাক্যে অটল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল যথা—

কোন স্থানে একটী শুদ্ধভক্ত পাঠক (ভাড়াটিয়া নহে) শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি প্রতিদিন বৈকালে পাঠ করিতেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বহু শ্রোতা হরিকথা শ্রবণ মানসে তথায় আগমন করিত। একদিবস পাঠক মহাশয় নামের মাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিতে সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে গমন করিল এবং নিশাপতি দেখা দিল। তাঁহার কিয়ৎক্ষণ পরে পাঠক ঠাকুর সে দিনের মত পাঠ বন্ধ রাখিলেন।

একজন বৃদ্ধা প্রত্যহ সেখানে হরিকথা শ্রবণ করিতে আসিত। ফিরিয়া যাইবার সময় দেখিল নদীতে বন্যা হইয়াছে। পারে যাইবার কোনও উপায় নাই। পাটনী নৌকা লইয়া চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া শেষে ভাবিল—নামের গুণে গহন বনে মৃত তরু মুঞ্জরিত হয় পাষাণ গলিয়া যায়, ত্রেতাযুগে রামনামে পাষাণ জলে ভাসিয়াছিল এবং কপিপতি ভক্তরাজ হনুমান কেবল নামেরই মহিমায় সমুদ্রের পরপারে যাইতেন। তবে আমিও রাম নাম উচ্চারণ করিয়া এই সামান্য নদীপারে যাইতে পারিব না কি? অবশ্যই পারিব। আমি ত পাষাণ অপেক্ষা অতিশয় লঘু। এই ভাবিয়া সেই বৃদ্ধা "জয় রাম শ্রীরাম" বলিতে বলিতে জলে নামিল এবং জলের উপর হাঁটিয়া অনায়াসে নদী পার হইয়া গেল। তাহার একটু কাপড় ও ভিজিল না।

সে পরপারে পৌছিল, আর একটী লোক পূর্ব্ব-পারে উপস্থিত হইল, এবং পারের নৌকা নাই দেখিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ বাছা! তুমি কি প্রকারে পার হইলে? বৃদ্ধা বলিল—তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? সে বলিল—ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলাম, তথা হইতে আসিতেছি। বৃদ্ধা কহিল—তবে পারের জন্য চিন্তা করিতেছ কেন? তথায় ত নামের মাহাত্ম্য শুনিয়া এলে। নামের বলে পার হয়ে এস না? আমিও নামের বলেই পার হয়ে এসেছি। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া লোকটী ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নদীর জলে নামিল এবং যত অধিক জলে নামিতে লাগিল তত কাপড় গুটাইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ যখন আরও অধিক জলে পড়িল তখন বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ও মাগি! নামের গুণে পার হইতে পারছি কৈ? ক্রমশঃ যে ডুবন জলে পড়িলাম।"

বৃদ্ধা বলিল বাপু! আমি দেখ ছি তুমি ভগবা-নের নাম ও করিতেছ এবং কাপড়ও তুলিতেছ! আমি কেবল নামই উচ্চারণ করিয়াছিলাম, কাপড় তুলি নাই। তাহাতেই পার হয়ে এসেছি। আমার কাপড়ও ভিজে নাই। ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে এ সামান্য নদী কি, দুস্তর ভব-সাগরও অনায়াসে পার হ'তে পারা যায়। সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধাবলে, সেই শ্রদ্ধাই পুষ্ট হইলে নামাপরাধ দূর হয়, তখন প্রকৃত অপ্রাকৃত নাম জিহ্বায় নৃত্য করে, তখনই নামীর উদয়। অহং কর্ত্তারূপ ভোগের ধারণা লইয়া ওরূপ আধা বিশ্বাস কল্লে—(নামও বলিব এবং কাপড়ও তুলিব এরূপ করিলে) নাম অপরাধ থাকে, নামের উদয় হয় না, তাই গোষ্পদেও ডুবে মর্ত্তে হয়। এই বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল। লোকটা অতল জলে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

বৃদ্ধার এই উপদেশ গ্রহণ করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি কাহারও এই দুস্তর

ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, তবে আসুন দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত অনবরত হরিনাম করিতে থাকি, কারণ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কলিহত জীবকুলের উদ্ধার নিমিত্ত নিজ ভক্তগণকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন একমাত্র শ্রীহরির নাম হইতেই সর্ব্বসিদ্ধ হইবে। যথা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশানুসারে আমরা যদি অবিরত শ্রীনাম বদনে উচ্চারণ করি তবে শ্রীনামের গুণে আমরা অনায়াসে এই ভবসমুদ্র পার হইয়া যাইব। ভগবানের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিলে তিনিই আমাদিগকে পারে লইয়া যাইবেন। আমাদিগকে নিজস্ব জানিয়া তিনি অবশ্যই মায়া কবল হইতে রক্ষা করিবেন। এই ঘোর সংসার সাগরে আর হাবুডুবু খাইতে হইবে না—এ অতল জল হইতে উদ্ধার করিয়া লইবেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ না করিয়া হরি বলি আর কাপড়ও তুলি অর্থাৎ মুখে হরি বলিয়া মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রত্যেক কাজে আপন পুরুষত্ব প্রকাশ করিতে যাই তাহা হইলে আমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর না করিলে এবং তাঁহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে তিনি আমাদের দিকে চাহিবেন কেন? প্রহ্লাদ অটল বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান তাঁহাকে পদে পদে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনলে, হস্তিপদতলে অস্ত্রাঘাত, গিরিপাত, সর্পদংশন, বিষান্নভোজন, সাগরজলে, কিছুতেই তিনি ব্যাকুল হয়েন নাই এবং কিছুতেই আত্মরক্ষার চেষ্টাও পান নাই। কেবল সর্ব্ব ভয়-হারী হরিতেই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়াছিলেন। তাই ভগবানও তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে সমর্থ হন নাই এবং তাঁহাকে উদ্ধার না করিয়া থাকিতেও পারেন নাই।

হায়! সে বিশ্বাস আমরা কোথায় পাইব। হে ভগবন্! আমরা তোমার নিত্য দাস, তুমি আমাদের নিত্য প্রভু। আমরা বিষয়-বিষে বিমুগ্ধ, বিদ্যাবুদ্ধি বিহীন, এই বিশাল বিষম ভবার্ণবে পড়িয়া বিপন্ন। তুমি বিশেষ দয়া প্রকাশে সে বিশ্বাস বিতরণ করিয়া এ অকৃতি অধম নিজ কিঙ্করগণকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর।

"এ কেমন পাগল।"

(চতুর্ব্বিংশ রজনী।)

গত রাত্রে পাগলঠাকুরের সহিত নৃত্য ও শ্রীহরি-নামকীর্ত্তন করিয়া এবং তাহার শ্রীমুখের অমিয়-মাখা তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া অবধি, অনতিবিলম্বে তাঁহার নিকট দীক্ষাদি গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিভজন আরম্ভ করিবার নিমিত্ত, আমার হৃদয়ে প্রবল একটা পিপাসা উপস্থিত হইয়াছে। গতরাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই। নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে এবং তন্দ্রাবস্থায় পাগলঠাকুর ও শ্রীভগবানের সম্বন্ধে বহু প্রকার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিশা প্রভাত হইয়া গিয়াছে। অদ্যও সকাল হইতে সারাদিবস সংসার এবং আপীসের কর্ম্মে আদৌ মন লাগিতে

ছিল না। সর্ব্বদাই মনে হইতেছিল,--"হায়, পাগলঠাকুর কি কৃপাপূর্ব্বক দীক্ষাদান করিয়া এ অধমকে শিষ্যত্বে বরণ করিবেন! আমি ত মহা-পাপী, আমার ত কোন গুণই নাই! পাগল-ঠাকুরের মত মহতের কৃপা পাইবার যোগ্যতা ত আমার কিছুই নাই! হায়, এ সুদুর্ল্লভ মানব-জীবনটা বৃথাই ব্যয়িত করিয়া ফেলিলাম! শ্রীহরি-ভজন ত দূরের কথা, এ জীবনে শ্রীহরিভক্তের মহৎ গুণেরও আদর করিতে শিখিলাম না! হায়, শত ধিক আমার এই পশুবৎ নরজীবনে! আমার মরণই শ্রেয়ঃ।"

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তায় চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। আপীসের কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া একখানি কাগজ লইয়া মনের দুঃখ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। লিখিতে লিখিতে দেখি তাহা একটি গীতে পরিণত হইয়াছে। মনে মনে গীতটি অনেক-ক্ষণ ধরিয়া গাহিলাম। গাহিতে গাহিতে চিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাকুল হইল। পাঠকমহোদয়-গণ, গানটি শুনিলে আপনারা কথঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারিবেন যে, সে দিন আমার চিত্তের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কৃপাপূর্ব্বক একবার শুনুন :-

"আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥
নিজ সুখলাগি, পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর সুখে দুখী, সদা মিথ্যা ভাষী,
পরদুঃখ সুখকর॥
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভ পরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা গর্ব্ব বিভূষণ॥
নিদ্রালস্য হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভ হত সদা কামী॥
এহেন দুর্জ্জন, সজ্জন বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
শুভ কার্য্য শূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জরজর॥
এবে হরিদাস, উপায় বিহীন,
তাতে দীন অকিঞ্চন।
পাগলঠাকুর, তোমার চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন॥

বেলা পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে আপীস হইতে বাটী আসিয়াই, পাগলঠাকুরের শ্রীচরণ সমীপে যাইব বলিয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় যাইতে যাইতে ঐ গানটিই গাহিতে গাহিতে চলিলাম। প্রাণে নিদারুণ ব্যথা। মনে মনে স্থির করিলাম, 'পাগলঠাকুর যদি কৃপাপূর্ব্বক দীক্ষাদান করিয়া, এ অধমকে শিষ্যত্বে বরণ করিতে স্বীকৃত না হন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, অদ্য রাত্রেই ঐ বুড়াগঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিব। যদি মনুষ্যজন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীহরিভজনই না হইল, তবে এ তুচ্ছ জীবনে আর কি কাজ।'

এইরূপ আবেগপূর্ণ হৃদয়ে চলিতে চলিতে পাগলঠাকুরের শ্রীচরণ সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার শ্রীচরণ-যুগল ধরিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া রহিলাম। পাগলঠাকুর অন্তর্য্যামী। তিনি আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিলেন। আমাকে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া প্রেমাশ্রু নয়নে আমাকে

উঠাইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন,—"হরিদাস, তুমিই ধন্য, শ্রীহরিভক্তি লাভের নিমিত্ত তোমার হৃদয় যতদূর ব্যাকুল হইয়াছে, হরিদাস, আমার হৃদয়ে সেরূপ আবেগের শতাংশের একাংশও নাই। আমার জীবন বৃথায়ই গেল। হরিদাস, তাই হো'ক। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হো'ক। আগামী কল্য দিন স্থির করা গেল : ঐ দিন পুণ্যময় রথযাত্রার দিবস। তোমার আপীসেরও ছুটী আছে। আমি কোথায়ও যাইব না। তুমি বেলা দশটার মধ্যে এই দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া এখানে উপস্থিত হইবে :—

১। অজিন। ২। মেখলা। ৩। বিল্ব-কাষ্ঠ। ৪। গব্যঘৃত। ৫। বালী। ৬। কুশ। ৭। পবিত্রসূত্র। ৮। ত্রিকণ্ঠী তুলসী মালিকা। ৯। সর্পপুচ্ছবৎ (একধার মোটা ও অপরধার ক্রমশঃ সরু) একছড়া তুলসী কাষ্ঠনির্ম্মিত জপ-মালিকা। ১০। অগ্নি। ১১। কোশাকুশী। ১২। তাম্রটাট। ১৩। পুষ্প। ১৪। চন্দন। ১৫। তুলসী। ১৬। গোপী-মৃত্তিকা। ১৭। গঙ্গাজল। ১৮। নৈবেদ্য। ১৯। গেরুয়া রঞ্জিত ধুতি ও চাদর।

বাবা, তোমার পুরানাম কি ?"

আমি বলিলাম,—"ঠাকুর, আমার পুরানাম শ্রীহরিদাস সাহা। আমরা জাতিতে সৌ লোক।"

পাগলঠাকুর বলিলেন,—"বেশ বাবা বেশ, তোমার বিবাহ হইয়াছে কি ?"

আমি বলিলাম,—"হাঁ ঠাকুর, হইয়াছে।"

পাগলঠাকুর বলিলেন,—"তবে বাবা, তোমাকে গেরুয়ারঞ্জিত ধুতি ও চাদর আনিতে হইবে না। বর্ত্তমানে তুমি গৃহস্থ আশ্রমেই থাকিবে। পরিষ্কার সাদা ধুতি ও চাদর আনিলেই চলিবে।

আর এক কথা বাবা, অদ্য রাত্রে সংযম করিয়া থাকিও। সামান্য কিছু ফল-মূল বা একটু দুগ্ধ পান করিয়া থাকিও। আগামী কল্য দীক্ষাকার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ করিও না। প্রাতঃকালে কথিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ-পূর্ব্বক নরসুন্দর দ্বারা মস্তক মুণ্ডনাদি ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া স্নানাদি করতঃ পবিত্র হইয়া দ্রব্যগুলি সহ বেলা ১০টার ভিতরেই আমার নিকট আগমন করিবে।"

আমি বলিলাম,—"হাঁ ঠাকুর, যথা আজ্ঞা সমস্তই পালন করিব। অধুনা আমার হৃদয়ে একটি প্রশ্নের উদয় হইতেছে। অনুমতি করিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি।"

পাগলঠাকুর বলিলেন,—"নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা কর, বাবা। দ্বিধা কেন বোধ করিতেছ ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"অন্তর শুদ্ধ হইলেই ত হইল, বাহিরের বেশাদি গ্রহণের কি আবশ্যকতা আছে ?"

পাগলঠাকুর বলিলেন,—"আছে বৈকি, বাবা। খুব আছে। পাদ্মোত্তরখণ্ডে আছে :—

"তাপাদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা কর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতো হি সঃ॥"

অর্থাৎ যিনি তাপাদি পঞ্চসংস্কার গ্রহণ করেন, নয় প্রকার অর্চ্চন ক্রিয়া করেন এবং অর্থ-পঞ্চক জ্ঞাত আছেন, তিনিই মহাভাগবত। তোমারও ত বাবা মহাভাগবতের দাসত্ব করিতে করিতে ক্রমশঃ মহা-ভাগবত হইতে হইবে। সুতরাং তোমাকেও মহাভাগবতের আচার শাস্ত্রাদেশ অনুযায়ী ক্রমশঃ অভ্যাস করিয়া লইতে হইবে। শাস্ত্রের আদেশ তোমাকে ত পালন করিতেই হইবে। নির্বোধ শিশুকে যেমত পিতা শাসনদ্বারা সৎপথে চালিত করেন, সেইরূপ শাস্ত্রও অবোধ আমাদিগকে উপযুক্ত বিধির বাধ্য করিয়া শাসন-করতঃ শুদ্ধ করিয়া লইয়া থাকেন। তাই তাহার নাম শাস্ত্র। শাস্ত্রবিধি না

হলে আমাদের উন্নতির আশা বৃথা। আরও দেখ বাবা, বাহিরের বেশাদি মনের উপর অনেক ক্রিয়া করে। তুমি তরবারী, বন্দুক প্রভৃতি লইয়া বীরের বেশ গ্রহণ করিয়া দেখ, তোমার মন গরম হইয়া উঠিবে। আবার গরীব ভিখারীর বেশ লইয়া দেখ, মন অন্যরূপ হইবে। সেইরূপ যথাশাস্ত্র সাধুর বেশ পরিধান করিলে, মনে সৎপ্রবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে।"

আমি বলিলাম, "ঠাকুর, অনেকে আবার সাধুবেশ পরিধান করিয়া, কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় তর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়া থাকে। তজ্জন্য বর্ত্তমানে সাধুর বেশটাই ঘৃণার্হ হইয়া দাড়াইয়াছে।"

পাগল ঠাকুর কহিলেন,—"ভাল কথা, বাবা, সাধুর বেশ গ্রহণপূর্ব্বক অনেক অসৎ ধর্ম্মধ্বজী শঠলোকেরা সেই বেশের সুযোগ লইয়া বহুবিধ পাপাচরণ করে, সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি বেশটা নিন্দনীয় হইবে, না সেই সকল অসৎলোকের অসদাচরণ গুলি নিন্দার্হ হইবে? সাধুর বেশটার নিন্দনীয় বস্তু নহে, বাবা, তাহা যে উপাসকের সদ্‌বৃত্তি উদয়ের সহায়ক এবং উপাসনার অঙ্গবিশেষ। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ বেশগ্রহণে উদাসীন হইলে ভজনের বিঘ্ন উপস্থিত হয়।"

এই বলিয়া তিনি এই গানটি গাহিলেন:—

"মন তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চকপায়,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা॥
সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি জানি তুমি আত্ম শুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান॥
না নিলে তিলকমালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥
পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার বুদ্ধি ধরি।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রমদৃষ্টি করি॥
ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি, ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাতে তোমার বিরাগ।
মহাজন পথে দোষ দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি না পেলে কবে
ভেদান্তে বা কি হবে উপায়॥"

অনন্তর আমি বলিলাম,—"ঠাকুর, বেশাদি গ্রহণ যে অত্যাবশ্যক, তাহা আমি বুঝিয়াছি। এখন কৃপা করিয়া বলুন,—তাপাদি পঞ্চসংস্কার, নববিধ অর্চ্চন ক্রিয়া ও অর্থপঞ্চক কি কি?

পাগল ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"হরিদাস, তাপাদি পঞ্চসংস্কার যথা:—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥"

অর্থাৎ (১) দেহে তপ্ত বা শীতল মুদ্রাধারণ, (২) ললাটে ঊর্দ্ধ্ব পুণ্ড্রধারণ, (৩) পিতৃদত্তনাম শ্রীকৃষ্ণদাসপর না হইলে শ্রীকৃষ্ণদাসপর নামগ্রহণ (৪) শ্রীগুরুদেবের নিকট যথাশাস্ত্র মন্ত্র গ্রহণ, এবং (৫) তৎসমীপে যথাবিধি দীক্ষাগ্রহণ। এই পাঁচটিকে পঞ্চ সংস্কার কহে। ইহারা পরম ঐকান্তিকতার হেতু।

নববিধ অর্চ্চন ক্রিয়া যথা:—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥"

অর্থাৎ (১) শ্রীগুরুদেবের নিকট শাস্ত্র ও শ্রীভগবদ্বিষয়াদি শ্রবণ, (২) অপর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির নিকট তদ্বিষয় কীর্ত্তন, (৩) মনের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ,

(৪) শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহের পাদসেবন, (৫) তাঁহাদের অর্চ্চন, (৬) তাঁহাদের নিকট বন্দনা (৭) তাঁহাদিগের দাসত্ব (৮) তাঁহাদিগের সহিত সখ্য এবং তাঁহাদিগের নিকট আত্মনিবেদন। এই নয়টিকে নববিধ অর্চ্চন ক্রিয়া বলে।

অর্থপঞ্চক যথা :—

(১) ধর্ম্মঃ (২) অর্থঃ (৩) কামঃ (৪) মোক্ষঃ এবং (৫) ভক্তিঃ। অথবা—

(১) অনাত্মা, (২) আত্মা, (৩) পরমাত্মা, (৪) পরমেশ্বর এবং (৫) ভক্ত। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে এই সকল তত্ত্ব বিষয় জ্ঞাত হইতে হয়।

অনন্তর পাগল ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমিও কিছুকাল তাঁহার সহিত শ্রীনামকীর্ত্তন করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম, আর মনে মনে বলিতে লাগিলাম, 'ধন্য পাগল, ধন্য তোমার শাস্ত্রজ্ঞান। একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে তোমাকে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিতে হয় না। শাস্ত্র যেন তোমার জিহ্বাগ্রে বাস করিতেছেন। ধন্য ঠাকুর তুমি, তুমিই প্রকৃত সদ্গুরু এবং আমিও ধন্য যেহেতু আগামীকল্য আমি তোমার মত সদ্গুরুর শিষ্যত্বে বৃত হইব। এতদিনে আমি তোমার কৃপায় একটু আধটু বুঝিতেছি,— "তুমি কেমন পাগল।"

প্রচার প্রসঙ্গ।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পঠিত হইতেছেন। সঙ্গে শ্রীনামকীর্ত্তনও হইয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তগণসহ অন্যান্য ভদ্রলোক শ্রবণাঙ্গ ভক্তি সাধন করিতেছেন। সকলের উপস্থিত প্রার্থনীয়

গত শনিবারে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বহু সম্ভ্রান্ত ভক্ত মহিলা ও ভদ্রমহোদয় এবং সাধারণ লোক—প্রায় দশ বার সহস্র—শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। অহোরাত্র হরিকীর্ত্তনে সমস্ত স্বর্গদ্বার মুখরিত হইয়াছিল। সমবেত জনমণ্ডলী পরমহংস ঠাকুর ও সন্ন্যাসিব্রহ্মচারিবর্গের হরিকথা উপদেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

তৎপরে একাম্রকানন শ্রীভুবনেশ্বরে ও কিছু প্রচার কার্য্য হইয়াছে।

ঐ শনিবারে স্বরূপগঞ্জ নদীয়া শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জে বহু ভক্ত সমবেত হইয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের বিরহমহামহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

ভারতীয়।

শেঠ যমুনালাল বাজাজঃ—সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালন জন্য শেঠজীর ১৮ মাস সশ্রম কারাবাস ও ৩০০০৲ জরিমানা তদভাবে আর সাড়ে চার মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। নীলকণ্ঠরাও দেশমুখ ভগবান দীন ও আবেদালী ইহারাও এই সূত্রে ঐ পরিমাণ দণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছেন। তৎকালে (১০ই জুলাই) দেশবন্ধু ও উর্ম্মিলাদেবী আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলঃ—রায় বাহাদুর ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এম-এ এম ডি পি এচ ডি মহোদয় কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কার করিয়া মানবের অত্যন্ত উপকার করিয়াছেন।

বোম্বাই গবর্ণর ঃ—বোধ হয় কর্ণেল লেস্‌লি উইলসন, স্যরজর্জ লয়েডের পর গবর্ণর হইবেন।

কংগ্রেস ঃ—নাগপুরে গত সোমবার নিখিল ভারতবাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে আগষ্টমাসে বোম্বায়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইবে। কলিকাতা হইতেও আহ্বান হইয়াছে। সভাপতি স্থির হইয়াছেন মৌলনা আবুল কালাম আজাদ।

অস্থায়ীঃ—শ্রীযুক্ত এডভোকেট জেনারেল এস, আর দাসের বিদায়কালে কাজ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বি, এল, মিত্র বঙ্গদেশের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

যমুনালালের বিশেষ ব্যবস্থায় অস্বীকার— শুনা গেল যে শ্রীযুক্ত শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও দেশমুখ তাঁহাদের প্রতি সরকারের অনুমোদিত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

বৌবাজারের হত্যাকাণ্ড ঃ—গত রবিবার রাত্রে কলেজ ষ্ট্রীটের ঘোষ ব্রাদার্সের জহরতের দোকানে যে একজন দারোয়ান খুন হইয়াছে তৎসম্পর্কে বৌবাজার পুলিশ সুবোধচন্দ্র মল্লিক নামক একজন বাঙ্গালী যুবককে সন্দেহে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আর একজন বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গান্ধি প্রীতি ঃ—মহাত্মা গান্ধির মুক্তির জন্য এসেমব্লীতে প্রস্তাব হইয়াছিল প্রস্তাবটী ভোটে উঠিলে ভোটে পরাজিত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ২২জন এবং বিপক্ষে ৪০ জন ভোটে ছিলেন। শেষ দলের অনেকে আমাদের দেশ বাসী।

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। এবার সর্ব্বসমেত ১৮৭৬৮ জন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল। উহার মধ্যে ১৩,৮৪৯ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম বিভাগে ৭,৫৮৪ দ্বিতীয় বিভাগে ৫,১৮৫ ও তৃতীয় বিভাগে ১০৮১ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৩২০৩ জন ছাত্র আই, এ, পরীক্ষা দিয়াছিল। উহার মধ্যে প্রথম বিভাগে ৬৫৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৯২৭ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৩২৬ জন অর্থাৎ একুনে ১৯০৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। আই এস্‌সিতে ২৬৭৩ জন পরীক্ষা দিয়াছিল। তাহার মধ্যে ১১০৩ জন প্রথম বিভাগে, ৬৮১ দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১৩৬ জন তৃতীয় বিভাগে অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ৩৯১৪ জন আই, এস্ সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বি, এস, সি পরীক্ষায় সর্ব্বসমেত ৭৪৯ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্সে ২১ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৭৬ জন এবং বিশেষ বিভাগে ১৪৪ জন এবং সাধারণ বিভাগে ২২৮ জন সর্ব্বসমেত ৫৭৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বি, এ পরীক্ষায় ফল সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। শতকরা হিসাবে বি, এস সি পরীক্ষায় প্রায় শতকরা ৭৫ জন ম্যাট্রিকুলেশনে প্রায় ৭৩ জন এবং আই, এতে প্রায় ৬৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য বারের অপেক্ষা এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যার অল্পতা বিশেষ ভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে।

বিশেষ কংগ্রেসের তারিখ ঃ—আগামী ১৯শে এবং ২০শে আগষ্ট কাশীতে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইবে বলিয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কংগ্রেসের সাধারণ সেক্রেটারীর নিকট তারযোগে কংগ্রেসের তারিখ ১০ই আগষ্টের আগে অথবা ২৫শে আগষ্টের পরে নির্দ্ধারিত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বৈদেশিকী

চীনে অরাজকতা—চীনে দস্যুদলের বড় উপদ্রব হইয়াছে। ট্রেণ বন্ধ পর্য্যন্ত করিয়া লোক লইয়া গিয়া তাহাদের মুক্তির মূল্য লইতেছে। ইটালী মন্ত্রীকে পর্য্যন্ত প্রাণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের সেনা বল প্রচুর।

পারস্যে ইংরাজ বিরাগ—ইরাক হতে সেখ মাদির নির্বাসন সংবাদ অধিবাসিবৃন্দ বিরক্ত হইয়া সভাসমিতি করিতেছে
ইংরাজ নৌজাহাজের আগমন বন্ধ হইয়াছে।

রূঢ়ে রূঢ়তা—জার্ম্মাণী বিগত মহাযুদ্ধকালে ফ্রান্সকে যেরূপ নির্য্যাতন করিয়াছিল, ফ্রান্সও ক্ষতিপূরণ আদায়চ্ছলে কড়ায়গণ্ডায় বাকিয়া সুদসমেত তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে। হেন অত্যাচার নাই, যাহা যুদ্ধদাবানলদগ্ধ, দুর্ভিক্ষপীড়িত রূঢ়বাসিগণকে সহ্য করিতে না হইয়াছে। এখন আর যুদ্ধোদ্যত জার্ম্মাণীর দাম্ভিকতা নাই, এখন সে দুর্ব্বল অস্ত্র প্রতিরোধ ব্রত অবলম্বন করিয়া জিতিতে যাইতেছে। তাহার ব্যবসা বন্ধ হওয়াতে ইউরোপের চারিদিকে টনক পড়িয়াছে। ইংলণ্ড একদেশ মধ্যস্থতায় নামিয়াছে।

ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরের লোক সংখ্যা—লণ্ডনে প্রায় ৭৫ লক্ষ, বার্লিনে ৪০ লক্ষ, প্যারীতে ৩০ লক্ষ, ভায়েনায় ২০ লক্ষ, কনষ্টান্টিনোপলে ১০ লক্ষ।

কেনায়া সমস্যা:—মিঃ ধনবন্ত রায় ভোগাৎরায় দেশাই নামক একজন কেনায়া প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতিনিধি জানাইয়াছেন যে, তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, কেনায়া ব্যাপারের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। সকল বিষয়েই ভারতবাসীদের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টকে ভারতীয়দিগের অধিকার-রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

পুসিফুটের ভারত-প্রীতি:—জনৈক পত্রপ্রতিনিধির নিকট আমেরিকার মাদকদ্রব্য নিবারণের প্রসিদ্ধ আন্দোলনকারী মিঃ পুসিফুট জনসন বলেন যে, ভারতই মাদক দ্রব্য নিবারণের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। যখন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বর্ব্বর ছিলেন তখন হইতেই ভারত মিতাচারের বাণী ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে মাদক দ্রব্য রোধ করিয়া আমরা আংশিক ভাবে সেই বাণী পালন করিতেছি। ভারতকে আমি কিছুই নূতন কথা শিখাইতে পারি না। বরং আমি বলি যে ভারত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে বাণী প্রচার করিতেছে আজ জগৎ তাহারই এক অংশ শিক্ষা করিতেছে। (আনন্দবাজার) ভারতবাসী নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে কবে শিখিবে।

বালক বি, এ:—নিউইয়র্কের অধ্যাপক হার্ডির চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র মাঃ ই, আর, হার্ডি সম্প্রতি পিতামাতার সঙ্গে ইংলণ্ডের প্লাইমাউথ সহরে আসিয়াছেন। এই বালক বাল্যের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতেই গ্রাজুয়েটের উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং এই বয়সেই ১৪টি ভাষায় কথা কহিতে পারেন। ইনি বিলাতে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া আর একবৎসর বিদ্যাভ্যাসের পর আমেরিকায় এপিসকোপাল চার্চ্চের ধর্ম্মযাজকের কার্য্যে যোগ দিবেন। (সোণার বাংলা)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

প্রথম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৩০ { ৪৮শ সংখ্যা

কলির বিক্রম।

ধন্য কলি! তোমা দেখি প্রভাব বিস্তর!
তোমার কবল হ'তে জীব উদ্ধারিতে
প্রভু মোর অবতীর্ণ নদীয়ার নাথ,
নিরন্তর পরিষদ ভক্তেরে প্রেরয়!
তথাপি তোমার দম্ভ অটুট অক্ষয়
তোমার প্রতাপ ক্রমে বাড়িছে প্রচুর।
ঘরে ঘরে সাজিয়াছে প্রভু অবতার;
কেহ নাকি হইয়াছে মহা মহা প্রভু,—
হিরণ্যকশিপু বুঝি এত ধৃষ্ট নহে,—
বলিতেছে মহাপ্রভু নহেত' সম্পূর,
এবেত' উদয় পূর্ণ মহা মহা প্রভু।
হাধিক, হাধিক, জীবে এত দাম্ভিকতা!
ভগবদ্বিদ্বেষ তার এতই প্রবল!
প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষী এই প্রভুর প্রচারে,
ভক্তিপথ বলে' রটে অহং ব্রহ্মভাব—
এ হ'তে ভক্তির পথে কণ্টক না হয়,
বুদ্ধিমান্ সযতনে ত্যজে সঙ্গ তা'র।
কৃষ্ণের প্রকাশ গুরু এই শাস্ত্র বাণী;
তিঁহো সে মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ, ভেদ নাহি বাসি।
তা'বলি' যতেক গুরু সবে কৃষ্ণ হয়,
বিষয়-বিগ্রহ সবে—অদ্ভুত মীমাংসা;
চৈতন্যের দাস গুরু, ইহা আবরিল,
শ্রীচৈতন্য অসম্পূর্ণ করিছে প্রচার!
এ হ'তে রাবণ কুম্ভকর্ণ ঢের ভাল,
জরাসন্ধ শিশুপাল কংস মহাবলী,
প্রকাশ্য বৈরিতা করে, জীবে সাবধান।

এ হ'তে ভীষণ এবে প্রচ্ছন্ন অরাতি,
চুপে চুপে টানিতেছে প্রভুর আসন,
অসতর্ক জীবকুল বুঝিয়া না বুঝে,
পড়ে সে কবলে তার অতর্কিত রূপে।
কলি অবতার এই, প্রচুর বিক্রম,
ধীবরের প্রায় জাল ফেলে' বসে' আছে,
পড়িছে অসংখ্য মীন তাহার ভিতর।
শুনা যায় বঙ্গদেশে হয়েছে উদয়
দুচারিটী অবতার কলির ভীষণ
গ্রাসিবারে জীবকুল ধর্ম্মধ্বজী বেশে।
ধন্য কলি চতুরালি, বলিহারি যাই,
জীবেরে তোমার দাস করে'ছ সে ভাল,
ভক্তনামে যত সব পাষণ্ডের দল।
সাবধান সাবধান সাধুজন যত,
কদাপি না পড় যেন এদের ছলনে,
দৃঢ় করি ধর ভাই সাধু গুরু পায়
শ্রীচৈতন্য দাস বলি অভিমান যার,
নিষ্কিঞ্চন মহাজন ভক্তি ধর্ম্মে স্থিত,
অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র করেনা লঙ্ঘন,
বেদানুগশাস্ত্রে শ্রদ্ধা প্রচুর যাঁহার,
নিজমন গড়া মত জাহির না করে,
প্রভু আনুগত্য বিনা মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্রমতে গুরু সেই. আর সব ভুয়ো।
তাঁহার চরণে পড়, কি করিবে কলি,
তাই সাধু সাবধান সাবধান বলি॥

প্রচার।

প্রচার বলিতে আর দুইটী তত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে মনে উদিত হয় প্রচারক ও প্রচার্য্য বিষয়। আমরা এক একটী বিষয় পৃথক পৃথক আলোচনা ক'রব। পাঠক-পাঠিকাগণের কিছু কৃপা ও সময় ভিক্ষা করি, তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক একটু অবহিত চিত্তে পাঠ করিবেন।

প্রথমে প্রচার্য্য বিষয়ের আলোচনা হউক। যিনি যে বিষয় বহুমানন করেন তিনি তাঁহারই কথা শতমুখে বলিতে ভালবাসেন। তাঁহার তাহাতেই চিত্তের প্রফুল্লতা। যিনি বিদ্যোৎসাহী, তিনি সকলকেই শিক্ষিত হইবার উপদেশ দেন ও সর্ব্ব প্রযত্নে শিক্ষার বিস্তৃতি জন্য চেষ্টা করেন। যিনি গোসেবা জীবনের ব্রত করিয়াছেন তিনি সকলকেই গোসেবায় প্রবর্ত্তিত করেন ও তৎকল্পে সাহায্য সংগ্রহ করেন। যিনি নাট্যামোদী, জগতের লোক সকল তাঁহার মত নাটকাভিনয়মত্ত নহে বলিয়া জনগণকে নীরস বা বিরস বলিয়া অবজ্ঞা করিতে প্রস্তুত ও সুবিধা পাইলেই নাট্যলীলার উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করিতে তৎপর। মাদক-সেবী ভোগী মাদক সেবার প্রচারে মনোযোগী, মাদক বিরোধী সদাচার ব্যক্তি মাদক নিবারণী সভার সভ্য। এই-রূপ সর্ব্বত্র। অসৎ লোকের অসৎবৃত্তিই প্রচার্য্য, সাধুর সাধুতাই প্রচার্য্য বিষয়। ভোগকামী কর্ম্মীর প্রচার্য্য বিষয় দান ব্রত প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গ, অহং গ্রহোপাসক মায়াবাদীর প্রচারের বিষয় শিবোঽহং শিবোঽহং। সেইরূপ শুদ্ধভক্তের প্রচার্য্য বিষয় শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি। এখন দেখিতে হইবে জগতে সর্ব্বোত্তম প্রচার্য্য বিষয় কি? অবশ্য একথা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, জীবের নিঃশ্রেয়স মঙ্গললাভই একান্ত আবশ্যক, সুতরাং ঐ চরম কল্যাণের কথাই উৎকৃষ্ট প্রচার্য্য-তত্ত্ব। এক্ষণে এই নিঃশ্রেয়স কল্যাণ কি তাহাই বিচার্য্য হইয়া পড়িল। পরে যাহা হয় ঘটিবে এখন সুখভোগ করি, "মজা লুটি" যাহাদের এই বুদ্ধি তাঁহাদিগকে হাতে হাতে কষ্ট পাইতে হয়, কাজেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেদিকে গমন করেন না। যাঁহারা

সৎকর্ম্ম করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিলে ইহকালেও সৌভাগ্য, পরকালেও স্বর্গসুখ জানিয়া পুণ্যলাভে যত্ন করেন, তাঁহারা ভোগদ্বারা পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পুনরায় ক্লেশের আবর্ত্তে পতিত হ'ন,তাহাতে নিত্যসুখের সন্ধান পাওয়া যায় না, দুঃখই তাহার চরম ফল—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সৎকর্ম্মে নিত্যসুখ না দেখিতে পাইয়া আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি জন্য নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানাশ্রয়ে ফল্গু বৈরাগ্য করেন, তাঁহাদের তজ্জনিত অশেষ ক্লেশ স্বীকার ও পরে "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ"—অধঃপতন হয়, আবার জড়াভিনিবেশ সঞ্জাত হয়। এই সকল প্রণালীতে নিত্য মঙ্গলের আশা কিছুমাত্র নাই। একমাত্র নিষ্কিঞ্চনা ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তিই আমাদের নিত্যমঙ্গল, কেন না নির্ম্মল বৃত্তিতে জীবের উহাই স্বরূপ, আর ইহা সর্ব্ব স্বীকৃত তথ্য যে স্বরূপাবস্থানেই প্রত্যেকের অবিমিশ্র আনন্দ। সুতরাং নিষ্কিঞ্চনা শুদ্ধাভক্তি প্রচার্য্য বিষয় হওয়া উচিত। ভক্তির নামে যাঁহারা কর্ম্মের ও নির্ভেদ জ্ঞানের মিশ্রণ আবাহন করেন, অর্থাৎ যাঁহারা পঞ্চোপাসনামূলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের আশ্রয় ল'ন, তাঁহারা কিরূপে নিত্যমঙ্গলের পথ পাইলেন? কিন্তু কি ক্ষোভের বিষয় আর অনেক ভক্তাভিমানী পঞ্চোপাসনায় প্রশ্রয় দিয়া শাস্ত্রজ্ঞানাভাবের অথবা শাস্ত্রে অবিশ্বাস ও কপটতারই পরিচয় দিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার দল বাঁধিয়া "দলে ভারির" গৌরব করেন। মাতালদিগের সঙ্গে মাদক বিরত ব্যক্তির লাঞ্ছনা অবশ্যম্ভাবিনী, সেইরূপ পঞ্চোপাসকের সমাজে নিষ্কিঞ্চন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তির প্রচারও সেইরূপ ক্লেশসাধ্য।

শুদ্ধভক্তির প্রচারককে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিবার জন্য বুক বাঁধিতে হয়। জগাই মাধাই উদ্ধার করিতে নিত্যানন্দ প্রভুকে "কলসীর কাণার" আঘাত খাইতে হইয়াছিল। আর পঞ্চোপাসক নিজেকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেন, এমন কি ভক্তাখ্যা ধারণ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না,তাঁহার নিকট শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রচার আরও অধিক বিপজ্জনক।

প্রচারকের আর একটী বিশেষত্ব, তাঁহাকে প্রচার্য্য সদাচার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া আচার দ্বারা প্রচার করিতে হইবে। স্বয়ং শাস্ত্রবিহিত ভক্তোচিত সদাচার ও বৈষ্ণবদাসের চিহ্নাদি ধারণে উদাসীন অথবা বিদ্বেষী থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেবার কোনও অঙ্গপালন না করিয়া শতদল পুষ্টি ও নানাপ্রকারে স্ত্রীসেবার জন্য অর্থ সংগ্রহ মানসে নিজে নিজে "সেবক" উপাধি লইয়া তদভিমানে সেই সেবা ধর্ম্মের প্রচারক হইয়া পড়া অতিধৃষ্ট ব্যক্তির কার্য্য। প্রচারকের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত, "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" নচেৎ নামে প্রচারক, কার্য্যে প্রতারক হইয়া ফল নাই।

প্রচার অন্বয়মুখে ও ব্যতিরেক ভাবে করণীয়, জীবকে ভক্তির ক্রম শিক্ষা দিয়া সাধুগুরু পাদাশ্রয় করাইয়া দেওয়া বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুরূপী প্রচারকের যেমন কর্ত্তব্য, আবার অসৎসঙ্গ বর্জ্জনের উপদেশ অসাধুর লক্ষণ সম্যগ্‌ভাবে বিবৃত করিয়া অসাধু চিনাইয়া দিয়া তাহার সঙ্গত্যাগ করানই সাধু প্রচারকের ধর্ম্ম। নিরপেক্ষভাবে সাধুগুরু মুখে শ্রুত শাস্ত্রানুমোদিত উপদেশগুলি প্রচার করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে কাহারও বিরাগভাজন হইবার ভয়ে, এমন কি জীবন নাশের আশঙ্কা সত্ত্বেও সাধু প্রচারক প্রচারে বিরত হ'ন না। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব, জীবে দয়াই তাঁহার কৃত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কনককামিনী প্রতিষ্ঠাশায় প্রচার করিতে গেলে প্রচারক ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন

ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কথা প্রচার করিতে বসেন। এরূপ প্রচারককে প্রতারক জানিয়া সকলে সাবধান থাকিবেন।

দাস্য।

জীবের স্বরূপে ভগবদ্দাস্য নিত্য। সেই স্বরূপ বিস্মৃতিতেই আমাদের বদ্ধতা। সুতরাং ভগবদ্দাস্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলেই আমাদের বদ্ধতা দূর হইবে। দাস্যের পরিবর্ত্তে আমরা মায়ারাজ্যে প্রভু হইয়া বসিয়াছি, ইহাতেই যত গণ্ডগোল। এই প্রভুত্বের খোলসটী ছাড়িয়া দিলে তবে আমাদের স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে, তখন আমরা মুক্ত অবস্থায় নিত্যকৃষ্ণসেবায় নিত্যানন্দ লাভ করিতে থাকিব। কখনও জড় ভোক্তৃরূপে, কখনও বা জড়নিরসন-পূর্ব্বক অহংব্রহ্মভাবে আমরা আমাদের স্বরূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বিদ্রোহী থাকি তাহাই আমাদের স্বরূপ এই ভ্রম করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আমি বুদ্ধির পরিচয় দিই। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলিয়া গেল। সে কারণে মায়া ফাঁস গলায় বাঁধিল।" এই ফাঁস না কাটাইতে পারিলে আর আমাদের উপায় নাই।

কিন্তু "মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধুগুরু কৃপাবিনা নাহিক উপায়।" সাধুগুরু তিনি যিনি নিজে মায়ার অতীত তত্ত্ব। মায়ার অধীন ব্যক্তি কখনও অন্যকে মায়া পারে লইয়া যাইতে সমর্থ নহেন। সাধুগুরুর চরণাশ্রয়ে তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারিলে তবে বদ্ধতা নষ্ট হইবে। তিনি নিজ চরিত্রের আদর্শ দ্বারা আমাদিগকে শ্রীভগবচ্চরণে প্রপত্তি শিক্ষা দেন, একমাত্র এই প্রপত্তিই আমাদের মায়া কবল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে গীতায় বলিয়াছেন, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" অন্যত্র (শ্রীমদ্ভগবতে)

> "যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
> সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
> তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
> নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

শ্বশিবাভক্ষ্য এই চর্ম্মমাংসের থলি দেহটাকে যাহারা আমি বা তৎসম্পর্কে মমত্ববুদ্ধি না করিয়া নিষ্কপটচিত্তে সর্ব্বাত্মদ্বারা শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিতে পারেন, তাঁহারাই কেবল তাঁহার দয়া প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন, অন্যে নহে। এই যে সর্ব্বস্বসমর্পণমূলা শরণাপত্তি ইহা গুরুকৃপাসাপেক্ষ। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সাধুগুরু সেবা আবশ্যক। ইহাই ভগবদ্দাস্য। তাঁহার দাসের দাসের দাস হইলেই আমরা তাঁহারই অধীন ভৃত্য।

নবধা ভক্ত্যঙ্গ সমস্তই দাস্যের অন্তর্গত, তবে "দাস্য" উহাদেরই অন্যতমরূপে বিশেষ ভাবে কেন উল্লিখিত হইল এই প্রশ্নের উদয় স্বাভাবিক। ভগবদ্দাস ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদির কি প্রয়োজন? এখানে বুঝিতে হইবে যে "জীবনিত্যকৃষ্ণদাস" বলিতে জীব ভোক্তৃতত্ত্ব নহে, একমাত্র শ্রীভগবান্ই ভোক্তা। জীবের স্বরূপে ভগবৎসেবাই নিত্য বর্ত্তমান, যেখানে তাহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে স্বরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত দ্বারা আবৃত। উদাহরণরূপে আমরা দেখিতে পাই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্তভাবে সেবা করেন, তাঁহাদের আদৌ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা নাই। তবে তাঁহাদের দাস্য স্বরূপগত হইলেও তাঁহাদের রসকে দাস্যরস বলা যায় না, অথচ দাস্যরসের

ক্রিয়া পরিচর্য্যা তাঁহাদের মধুররসের অন্তর্গত। এই পরিচর্য্যাই নবধা ভক্ত্যঙ্গের সপ্তমাঙ্গ। হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ, যথাকালে তত্ত্বদর্পণ, আদেশানুবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ দাস্য। আমি ভগবদ্দাস এই বুদ্ধি প্রবল রাখিয়া তাঁহার ও তদীয়ের সেবাই একমাত্র কৃত্য এই কালে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত হওয়াই দাস্য। ইতিহাস সমুচ্চয়ে লক্ষণ এরূপ উক্ত হইয়াছে—

জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ॥

যিনি আমি কৃষ্ণদাস এই বুদ্ধি স্থিরা করিতে পারিয়াছেন তিনিই লোকপাবন। শান্তরসেও এই ভগবন্নিষ্ঠা প্রবল, শান্ত ভক্ত ও ভগবান্ প্রভু, জীব দাস বলিয়া জানেন,তবে তাঁহাতে কৃষ্ণে মমতার অস্ফুরণ জন্য পূর্ণ দাস্যরস হইতে কিঞ্চিদূন ভাব আছে। দাস্যে মমত্বের আগমে পরিচর্য্যারূপ ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়। ভক্ত অম্বরীষরাজের মাহাত্ম্য দর্শনে দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবদ্দাসগণের কোন বিভূতি অপ্রাপ্য থাকে না।

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলা।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥

(ভা ৯।৫)

ভবঘুরের উক্তি।

ওহে ব্রহ্মচারি ভায়ারা, বলি এসেছ না কি! ক'দিন খবর নিয়ে নিয়ে গেছি। তোমরা সব পুরীতে ভারি উৎসবে ব্যস্ত। সম্পাদক মশায় ছিলেন বটে, তবে তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে ভরসা করিনি। বলি ভায়া,বছরের মধ্যে চার জায়গায় মাস মাসব্যাপী উৎসব, আর বাকি আটটা মাস আর আটটা মঠে উৎসব চালাতে পার না? তা' হোলে আমি সস্ত্রীক তোমাদের মঠে মঠেই ঘুরি। আর খাবার ভাবনা ভাবতে হয় না। এমন হোলে আমি বেশ হরিভজন কর্ত্তে পারি। তবে ভাই, তোমরা যা' বোঝ, হরিভজন বলতে খাটতে হয়, ওটা আমি ভাই পেরে উঠবো না। যত বল, রাত্রি দিন মালা হাতে রাখতে পারব, হরিনাম করি আর না করি। হাঁ ভাই ভাল কথা, এর মধ্যে একটা মজার বিচার করে এসেছি। সে দিন রেলে একজায়গা থেকে আসছিলুম, দেখা হ'ল এক জাতি গোসাঁই-ভক্তের সঙ্গে। কথা হোতে হোতে তোমাদের কথা উঠল। আমি তখন বললুম যে দেখুন আপনারা শিষ্যের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে নিজের আর স্ত্রী পুত্রের ভোগে লাগিয়ে দেন, শাস্ত্র পাঠের ব্যবসা করেন—এ সব আপনাদের উচিত নয়। তিনি জবাব দিলেন, আপনারা ওসব দেখেন কেন, আমাদের সদাচার গুলো দেখেন না কেন? আমরা সকালে উঠেই স্নান কোরে ভাল রঙের সুঠাম তিলক কোরে রীতিমত ঠাকুর ঘরে পূজা দিয়ে থাকি, কোথাও যেতে গেলে সাম্‌নে তুলসী রেখে চলি, হুঁকোতে গঙ্গা জল ছাড়া অন্যজল ভরি না, যা'র তা'র হাতে প্রসাদ নিইনা—এসব সদাচার না দেখে কেবল আমাদের গুরুর রোজগার দেখেন, এই আপনাদের বড় সঙ্কীর্ণতা। তখন আমার এক মজার গল্প মনে পড়ে গ্যাল। সেটা বল্লুম। এক ভটচাজ্জি মশাই গঙ্গা-স্নান কোরে একটা বোতল বগলে কোরে তার ওপর নামাবলী দিয়ে ঢেকে ছাতা আড়াল দিয়ে বাড়ী চলেছেন। পড়াতো পড়া এক মাতালের সাম্‌নে। সে জিগগেস্ কর্‌লে, ও ঠাকুর, বগলে ওকি? ঠাকুর চটেছে। বলিলেন—ওকী ওকী?

ওটার দিকে নজর কেন. বাবু।—না তাই বল্‌ছি, বলি ঢেকে ঢুকে আড়াল কোরে অত সন্তর্পণে নিয়ে যাচ্ছেন, বলি জিনিষটা কি?—জিনিষটা কি? জিনিষটা কি? কেবল ঐটাই দেখছ, আর কত কি দেখতে পাচ্ছনা। সকাল না হোতেহোতেই গঙ্গাস্নান করে যাচ্ছি. এটা দেখতে পাচ্ছনা?—বলি ওটা কী চক্ চক্ করছে,ঠাকুর মশাই। বোতল নাকি?—বোতল নাকি, বোতল নাকি? বোতল ছাড়া তোমার আর নজরে কিছু ঠেক্‌ছেনা? এই ছাখ, কত বড় শিখা, কটা বামুনের আছে, এই ছাখ গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা কপালে, কটাবামুন আজ কাল এমন আচার করে; এই ছাখ মালা, কটা বামুনের আছে তাই জিগগেসা করি? এসব হোলনা, কেবল বগলে ওটা কি? আড়াল দেওয়া কেন? নামাবলী গায়ে রয়েছে সেটা দেখলে না, তা'র ভেতরে বোতল সেইটেতেই নজর পড়ল? তোমার বড় ছোট নজর। নজর বেশ উঁচু কর হে, উঁচু কর। লোকের ভাল গুণটাই দেখতে হয়, গোপনে কে কি করে, তা' দেখতে নেই।—আজ্ঞে তা বই কি, ঠাকুর মশাই, তা' বৈকি! তবে জিগগেস করি, আপনি যদি আমাদেরই দলের, তবে এত গোপন কেন, ভট্টাচার্জ্জ মশাই?—আমাদের দলের, আমাদের দলের! গোপন না কল্লে যজমান থাকবে কেন? আর মালের ভাগীদার জুটে যাবে যে? যাও ওসব ছেড়ে দাও, উঁচু নজর কর, আমার সদাচার দেখে আমায় খাতির করো। —এই গল্প বোলে বল্লুম—আপনারা সদাচারটা বল্‌তে এইগুল যদি বোঝেন তা হোলে আমরা নাচার। শুধু বাহিরের ভড়ংকেই যদি আচার বলেন, কপটতাই যদি সদাচার হয়, তাহোলে আপনারা ঐ সদাচার নিয়ে গোঁসায়ের সঙ্গে পঞ্চব্যাখ্যানে যা'ন। গৌড়ীয় মঠের ভক্তরা চা'ন ভেতর সাফ। যাঁর ভেতর পরিষ্কার রাখা দরকার বোলে ঠিক হোয়ে গ্যাছে, তাঁর বাহিরের আচার সাজে। নইলে আপনাদের সদাচার আর সাহেবদের সদাচার একই রকমের, কেবল বার সাফ কুটীনাটী। ছাখ ভাই, কি বল্‌তে কি বোলে ফেলে এলুম নাতো? আমি কথা যা' বুঝিছি তাই বোলেছি। আর এক মজা হে ভাই। তোমরা ও ছিলে পুরীতে, খবর ত রাখনা। সাহিত্যিক গোঁসাই এক সাপ্তাহিক কাগজে লেলো মাতাল সেজে রখো কথা কোয়ে ছ্যাপলামিটা করেছেন মন্দ নয়। লেলো মুরগীকে রাম নাম পড়াচ্ছে, ব্রাহ্মণ ক্রবেরা যেহেতু শূদ্র হয়ে পইতে পরেছে—তা' কথা মন্দ কি? সত্যিই তো, শূদ্র কেন পইতে পরবে? কি বল ভাই? তবে ব্রাহ্মণ পইতে পরবেনই। লেলোর মোটা বুদ্ধিতে একথাটা বুঝতে পারে না। ঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভু পৈতা দেখিয়েছিলেন বোলে ক্রবের পেটোয়া লেলো খ্যাপা যদি চটে তা হোলে আর উপায় নেই। লেলোর লেলোগিরি আর ঘুচবে না। লেলো কেলোর মৎলব হরিদাস ঠাকুর বা দাস গোস্বামী প্রভুকেও ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কিছু বলা। আচ্ছা ভাই তাহোলে লেলোর অনন্ত নরক ছাড়া আর কোন গতি হবে কি? ভায়াহে বড় ব্যস্ত। তোমাদের ঠাকুরের চরণে দণ্ডবৎ। দণ্ডবৎ ভায়া।

—০:::০—

"এ কেমন পাগল!"

(পঞ্চবিংশ রজনী।)

পাঠক মহোদয়গণ, একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি, চিনিতে পারেন কিনা? আমার মাথায় আর সেরূপ সুন্দর কোকড়ান চুল নাই, এক সময়ে যে চুল কোকড়াইয়া মস্তকের

শোভাবিস্তার করিত আমাকে কতই না বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। পরনে সেরূপ সূক্ষ্ম পাড়ওয়ালা বাহারে ধুতি নাই, গায়ে সেরূপ ফুরফুরে পাঞ্জাবী ও উড়ানী নাই, পায়ে পাম্‌সু এবং হাতেও সেরূপ সুন্দর চিকন্ ছড়ী নাই। মস্তক চুলশূন্য হইয়াছে, পরনে মোটা দেশী অল্পমূল্যের সাদাধুতী, গাত্রেও একটি মাত্র মোটা অল্পমূল্যের চাদর, পা খালি, হস্তে শ্রীহরিনামের জপমালিকা, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক এবং গলদেশে ত্রিকণ্ঠি তুলসী-মালিকা ও দীক্ষা বিধানের অপরিহার্য্য চিহ্ন আর আর শোভা পাইতেছে। হঠাৎ কেহ আর আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না।

অদ্য দ্বিপ্রহরের মধ্যেই যথাবিধি আমার দীক্ষা-কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। পাগল ঠাকুর দীক্ষা-কালে আমাকে গুরুমন্ত্র, গুরুগায়ত্রী, গৌরাঙ্গমন্ত্র গৌরগায়ত্রী, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র কামবীজ, কামগায়ত্রী ও শ্রীহরি নাম মহামন্ত্র ও পঞ্চনাম দান করিয়া ত্রিসন্ধ্যা প্রথম প্রথম পাঁচটি ১০৮ বার করিয়া জপ এবং শেষোক্তটি সর্ব্বক্ষণ জপ ও কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। কোথায় পাইলেন জানি না, তিনি আমাকে অতিসুন্দর, মনোপ্রাণহারী একটী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মূর্ত্তি দান করিয়া প্রত্যহ যথা-বিধি পূজা, আরাত্রিকাদি এবং ভোগরাগাদি দ্বারা তাহাদের সেবা করিতে বলিয়াছেন এবং দাস বুদ্ধিতে তাহাদিগকে নিবেদিত বস্তু প্রসাদবোধে গ্রহণদ্বারা জীবনধারণপূর্ব্বক যাবজ্জীবন তাহাদের সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমার নাম রাখিয়াছেন—শ্রীহরি শরণ দাসাধিকারী।

আমি নিজে অদ্য ধন্য হইয়াছি এবং নিজেকে খুব পবিত্র বলিয়া বোধ করিতেছি, হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হইতেছে, সংসারের নানা চিন্তা সব কমিয়া গিয়াছে। পাগল ঠাকুর বলিয়াছেন আগামী কল্য হইতে তিনি আমাকে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পড়াইতে আরম্ভ করিবেন। উঃ, কি দয়া! এরূপ দয়া সাধুগুরু এবং শ্রীভগবানের নিকট হইতে না আসিলে কি কেহ এই দুস্পারা দৈবী মায়া অতিক্রমপূর্ব্বক ভব-সাগর পার হইতে পারে। জীবগণের অনন্ত চেষ্টা দ্বারাও ত তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। পাগল ঠাকুরের মুখেই শুনিয়াছি, শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন :—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

অর্থাৎ হে জীব, আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়া দুস্পারা অর্থাৎ জীবগণ নিজ নিজ চেষ্টা দ্বারা কখনও পার হইতে পারে না। তবে একমাত্র উপায় আছে, যদ্দ্বারা তাহারা এবম্ভূত মায়া অতি-ক্রম করিতে সমর্থ হয়। যদি তাহারা আমাতে সম্পূর্ণরূপে প্রপন্ন বা শরণাগত হয়, তবে আমার কৃপায় ইহা পার হওয়া তাহাদের পক্ষে নিতান্ত সহজ।

পাগলঠাকুরের মুখে বেদশাস্ত্রোক্ত ঐরূপ আরও একটি বাক্য শ্রবণ করিয়াছি :—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্"

অর্থাৎ উচ্চ উচ্চ বাক্য দ্বারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিশক্তি দ্বারা বহুশাস্ত্রপাঠাদি দ্বারা শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আত্মা যাহাকে বরণ করেন, তাহার দ্বারাই তিনি লভ্য হন। তাহাকেই তিনি তাহার নিজতনু দর্শন দিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত কেহই তাহাকে লাভে সমর্থ হয় না। তাঁহাতে শরণাগত হইলেই, তাহার কৃপালাভ করা যায়। কিরূপে তাহাতে শরণাগত

হইতে পারা যায়। এই সম্বন্ধে নানা চিন্তা করিতে করিতে পাগল ঠাকুরের সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে বারংবার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম,—"গুরুদেব, শ্রীভগবানে শরণাগত না হইলে ত আর তাঁহাকে কেহই পাইতে পারে না, অত্র কৃপা করিয়া উপদেশ করুন, কিরূপে তাঁহাতে শরণাগত হইতে পারা যায়।"

তখন পাগল ঠাকুর বলিলেন,—"বৎস হরিদাস, সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীগুরুবাক্য পালনের দ্বারাই তাঁহাতে শরণাগত হওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের উপদেশ দ্বারা সমস্ত ইতর বাসনা এবং ইতর বুদ্ধি ত্যাগ করতঃ ঐকান্তিকভাবে তাঁহার সেবাই শরণাগতের লক্ষণ। চরিতামৃতে আছে :—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

হরিশরণদাস তুমি আমার গুরু, তোমার সেবা করিতে করিতে, আমি কৃষ্ণ পাইব।"

আমি মনে মনে বলিলাম,—'এইরূপে তুমি শিক্ষা না দিলে ঠাকুর, আমি আর কোথায় শিখিব!'

অনন্তর তিনি বলিলেন,—"হরিশরণদাস, গান করতো, আমার সঙ্গে সঙ্গে গান কর।"

এই বলিয়া তিনি গাহিতে লাগিলেন। আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে থাকিলাম।

(১)

আত্ম নিবেদন, তুয়া পদে করি,
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক অভয়, অমৃত আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ চাহি, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা সুখ দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যাদুঃখ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত তোমার, তুমি ত আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥
শ্রীগুরু সেবক, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছামত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি পুনরায় গান ধরিলেন :—

(২)

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমিত ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে॥
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।

আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হবে তাহা ॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি ॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
শ্রীগুরু সেবক, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে ॥

পাগল ঠাকুর কিছুক্ষণ ভাবের ভরে চুপ করিয়া রহিলেন। গীত গানগুলি জীবগণের চিত্ত শ্রীভগবানে শরণাগতি করিয়া দিবার শক্তি ধরে। আমার চিত্তেও সমস্ত ইতরবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শরণাগত হইবার জন্য একটা লোভ হইল এবং কতকটা শরণাগতের ভাবও অবলম্বন করতঃ আমাকে যেন পরমানন্দে নিমগ্ন করিয়া ফেলিল। পাগল ঠাকুর আবার গাহিতে লাগিলেন :—

(৩)

তুয়া ভক্তি প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয় ॥
তুয়া ভক্তি বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধী-জন মুখ না হেরিব ॥
ভক্তিপ্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি ॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥
গৌরাঙ্গ বর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান কর্ম্ম তুচ্ছ জানি ॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি বহির্ম্মুখ নিজ জনে জানি পর ॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ ॥
যাহা কিছু ভক্তিপ্রতিকূল বলি জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা এ নিশ্চয় বাণী ॥
শ্রীগুরুসেবক পড়ি প্রভুর চরণে।
মাগয় শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে ॥

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি পুনরায় গাহিলেনঃ—

তুয়া ভক্তি অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥
ভক্তি অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥
শুনিয়া তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া ॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য তুলসী ঘ্রাণ করিব গ্রহণ ॥
করদ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা ॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষিজনে ক্রোধ দেখাইব ॥
এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি আর সর্ব্বভাব।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব ॥
তুয়া ভক্ত অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি অনুকূল বলি তাহা ধরি ॥
শ্রীগুরু সেবক নাহি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম।
ভক্তি-অনুকূল তার হউ সব কর্ম্ম ॥

পাগল ঠাকুরের সহিত গাহিতে গাহিতে আমি যেন আপনাহারা হইয়া গেলাম। হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ ভাবপূর্ণ হৃদয়ে উভয়ে পুনরায় শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে করিতে নিজেকে প্রকৃত শরণাগতের ন্যায় অনুভব করিলাম। এতক্ষণে বুঝিলাম, পাগল ঠাকুর আমাকে শরণাগত হৃদয় করিবার জন্যই এরূপ কৌশলজাল বিস্তার পূর্ব্বক কতকগুলি তত্ত্বপূর্ণ

মনোহারী গান গাহিলেন। 'ধন্য গুরুদেব, তুমিই প্রকৃত সদ্‌গুরু। তুমি এইরূপ আমাকে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় চিত্তহরণ করিয়া শ্রীভগবানের নিকট লইয়া না গেলে, আমার কি সাধ্য যে দুর্ব্বার বিষয়পিপাসু মনকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শ্রীভগবদভিমুখে অগ্রসর হই।'

কিছুক্ষণ পরে পাগল ঠাকুর কহিলেন,—"বৎস, হরিশরণদাস, এইরূপ শরণাগতচিত্তে নিরপরাধে শ্রীহরিনামও শ্রীগুরু সেবা করিতে করিতে জীব শ্রীভগবানকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীগুরুদেবের বাক্য প্রতিপালন দ্বারা শ্রীগুরুসেবা করা হয়। তাঁহাকে প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই।

অনন্তর আমি বলিলাম,—"গুরুদেব, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। এখন হইতে আমি আপনার উপদেশ অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিব। প্রভো, বহুদিন হইতে আমার মনে একটি সন্দেহ আছে। আমি তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ বোধ করি, সেই জন্য এতদিন তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই। কৃপাপূর্ব্বক অনুমতি করিলে, আমি আপনাকে তাহা জানাইতে পারি।"

পাগল ঠাকুর বলিলেন,—"বৎস, তোমাকে গোপন করিবার আমার ত কিছুই নাই আর এরূপ সঙ্কোচ বোধ করিবারই বা তোমার কি কারণ আছে! বল কি তোমার জিজ্ঞাস্য আছে।"

আমি বলিলাম,—"প্রভো, বালকেরা 'হরিবোল' বলিলে আপনি ক্ষেপিয়া তাহাদিগকে মারিতে ছুটিয়া যান। কিন্তু এপর্য্যন্ত যে কাহাকেও মারিয়াছেন তাহা স্বচক্ষে দেখিও নাই বা অপরের নিকট শুনিও নাই। ইহার তাৎপর্য্য অদ্যাপি আমি বুঝিতে পারি নাই। কৃপাপূর্ব্বক অধুনা বলিয়া এ দাসের সন্দেহ দূর করিতে আজ্ঞা হয়।"

পাগল ঠাকুর তখন বলিলেন,—"এই কথার জন্য এত সঙ্কোচবোধ কেন বৎস। ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, বালকদিগকে শ্রীহরিনাম করান এবং তাহাদের মুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ আমার বড় মধুর লাগে। তাহারা ত আর সহজে শ্রীহরিনাম করিবে না। তাই ঐরূপ পাগলামী করিয়া তাহাদিগের মুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করি।"

পাঠক মহোদয়গণ, এখন আপনারা বুঝিয়া দেখুন,—"**এ কেমন পাগল**"

পুরুষোত্তম মহোৎসব।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তম শ্রীল রূপসনাতন ও তদনুগ শ্রীজীবপাদের প্রবর্ত্তিত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সেবকবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক যে অধোক্ষজ শুদ্ধভক্তির কথা সর্ব্বসাধারণের নিকট নিঃস্বার্থভাবে প্রচার করিতেছেন এবার শ্রীস্নানযাত্রা হইতে শ্রীরথযাত্রা পর্য্যন্ত উৎকলপ্রদেশে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শুদ্ধভক্তি কথা প্রচার তাহার সাক্ষ্যস্থল।

শ্রীপুরুষোত্তম ধাম জীব মাত্রেরই সেবনীয়। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের অধস্তন তৃতীয় আচার্য্য শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, কলিযুগে শ্রীপুরুষোত্তম হইতেই চারিটী সৎসম্প্রদায় প্রচারিত আত্মধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার প্রকট লীলার শেষার্দ্ধকালে শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করিয়া উক্ত সৎসম্প্রদায় চতুষ্টয়ের সারভূত নিত্য শুদ্ধভক্তি ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়াছেন। এই স্থানে বিহার কালে তিনি নানামতবাদগ্রস্ত দাক্ষিণাত্যবাসিগণকে

শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছেন। মায়াবাদগ্রস্ত কুতর্ককর্কশহৃদয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে শুদ্ধভক্তির ঔজ্জ্বল্য ও নাস্তিক মায়াবাদের অপকর্ষতা প্রদর্শন করিয়া জগতে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী পুনরুড্ডীন করিয়াছেন; রায় রামানন্দের দ্বারা সাধ্যতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন এবং প্রেমবিলাস বিবর্ত্তরূপ বিপ্রলম্ভগত অধিরূঢ় ভাবময় অধোক্ষজ প্রেমভক্তির চরমতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া অপ্রাকৃতভগবত্তত্ত্ব একমাত্র অধোক্ষজ সেবকের নিকটই প্রকাশিত—ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন, রাজা প্রতাপরুদ্র পুনঃ পুনঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনভিক্ষা করিলেও লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসীর নিরপেক্ষতা, স্ত্রী ও বিষয়ীর-সঙ্গত্যাগে ঐকান্তিক নিষ্ঠার আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন,গৌড়দেশাগত ভক্তবৃন্দের সহিত বিবিধ লীলা বিহার করিয়াছেন। তদীয় দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীদামোদর স্বরূপের সহিত উজ্জ্বল রসাস্বাদন করিয়াছেন ও কৃষ্ণের বিরহ উন্মাদে শেষলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। ছন্দোবদ্ধগীতিমাত্রই শুদ্ধকীর্ত্তন নহে তাহাও জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—

গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভুপাশ আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ১০ম '

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার সেবকবৃন্দও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তদীয় পার্ষদবৃন্দের আচরণ অনুসরণ পূর্ব্বক উৎকলের বিভিন্নস্থানে শুদ্ধ গৌরাঙ্গের আজ্ঞায় গৌরবিহিত কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। উৎসবের মাসাধিক কাল পূর্ব্ব হইতে প্রচারকমণ্ডলী দ্বারা ভদ্রক, বালেশ্বর, কটক, ময়ুরভঞ্জ, পুরী প্রভৃতি উৎকল প্রদেশের সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে শুদ্ধভক্তি কথা প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ উত্তর বঙ্গ, উড়িয়া, আসাম, সাওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থান হইতে আগত বহুভক্তবৃন্দ একমাস ব্যাপী কাল কৃষ্ণবসতিস্থল শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের নির্গুণ বাসস্থলী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বাস করিয়া শুদ্ধভক্তের চরণরজে—গাত্রাভিষেক চিত্তদর্পণ মার্জ্জনাকারী সাধুমুখগলিত সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ, ভক্ত-সেবা, ভক্তিজননী মাধবতিথি পালন, অধোক্ষজ-সেবক প্রণয়ী ভক্তসঙ্গে গৌরবিহারস্থলী দর্শন, গৌরবিহিতকীর্ত্তনে যোগদান, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগীতা প্রভৃতি গ্রন্থাস্বাদন, ইষ্টগোষ্ঠী, গুরুগৌরাঙ্গমূর্ত্তি দর্শন, প্রপঞ্চ জয়কারী মহাপ্রসাদ সেবন, মাধব তোষিণীর শ্রীতুলসী সেবা, গৌরপ্রিয়শাকসেবন প্রভৃতি কৃষ্ণ ভজনের অনুকূল-বিষয় সমূহ প্রতিদিন স্বীকার পূর্ব্বক দুর্লভ মানব জীবনকে সার্থক ও ধন্য করিবার অবসর পাইয়াছিলেন।

শ্রীপাদ ভক্তি বিবেক ভারতীমহারাজ প্রায় একমাস কাল প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পুরুষোত্তম বিহার-লীলা সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ইহা ব্যতীত সম্ভ্রান্ত ভক্তবৃন্দের গৃহে মাঝে মাঝে কীর্ত্তন ও পাঠাদি হইয়াছে।

শ্রীপাদ প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ, প্রমুখ ভক্তবৃন্দ ময়ূরভঞ্জ, কটক প্রভৃতি স্থানে হরি কথা প্রচার করিয়া পুরীর উৎসবে যোগদান করেন। বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জ মহারাজের পিতৃব্য মাননীয় রাউত রায় বাহাদুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমধর্ম্মের কথা পাশ্চাত্য দেশবাসীর নিকট যাহাতে প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন ও

পাশ্চাত্য ভাষায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীপাদ পরীপতীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দদাস অধিকারী বিএ, প্রভৃতি আটমূর্ত্তি ভক্তসহ ময়ূরভঞ্জে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

২৮শে আষাঢ় শুক্রবার দিবস প্রাতঃকালে অগ্রণী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ও শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজদ্বয়ের সহিত বহু ভক্ত শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের ও তদীয় পার্ষদ ভক্তবৃন্দের লীলাস্থলী দর্শন ও বন্দন করিয়া সংকীর্ত্তন সহ শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা করেন।

তৎপর দিবস ২৯শে আষাঢ় শ্রীশ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বদিবস। রাধাভাবে বিভাবিত বিপ্রলম্ভতনু শ্রীগৌরসুন্দর রথযাত্রা দিবস শ্রীকৃষ্ণকে নীলাচল বা কুরুক্ষেত্র হইতে সুন্দরাচল বা বৃন্দাবনে লইয়া যাইয়া বিহার করিবেন তজ্জন্য শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে যথায় যাইয়া শ্রীজগন্নাথ দেব উপবেশন করিবেন, সেইস্থান পরিষ্কার করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার ভক্তবৃন্দ ঐ দিবস 'শ্রীবিগ্রহারাধননিত্যনানাঃ শৃঙ্গারতন্মন্দিরমার্জ্জনাদৌ যুক্তশ্চ ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং'—এই শ্লোকের লক্ষীভূত মূর্ত্তিমান্ অধোক্ষজ সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন সেবায় যোগদান করেন। শ্রীমঠ হইতে ভক্তবৃন্দ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পতাকা হস্তে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হয়েন। শ্রীমন্দির মার্জ্জন সেবায় নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ তৎপরে ওজস্বিনী ভাষায় গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন লীলার তাৎপর্য্য বক্তৃতা দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনত
স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং
চকার॥

শ্রীগৌরসুন্দর নিজ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীগুণ্ডিচামন্দির সম্মার্জ্জন করতঃ স্বীয় শীতল ও উজ্জ্বলচিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া কৃষ্ণের উপবেশন যোগ্য করিয়াছিলেন।

সুতরাং শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনলীলা দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবের হৃদয়মন্দিরকে নির্ম্মল করিয়া কৃষ্ণের উপবেশনস্থল করিতে শিক্ষা দিয়াছেন এই মন্দির মার্জ্জনসেবা শ্রীভগবানের অভিন্ন সেবকের আনুগত্যে করিতে হইবে, তাহাও নিজে আচরণ পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন; যথা—শ্রীচরিতামৃতে শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌমাদি ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে 'গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন সেবা মাগি নিল'।

প্রথমতঃ দৃঢ়নিষ্ঠারূপা মার্জ্জনী দ্বারা ও তৎপরে শ্রদ্ধাবারি দ্বারা অন্যাভিলাষরূপ আবর্জ্জনাকে পরিষ্কার করিতে হইবে তাহাও শিক্ষা দিলেন—যথা শ্রীগৌরসুন্দর—

"তৃণধূলি ঝিকুর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া"॥

তৎপরে সূক্ষ্ম ধূলি তৃণ সদৃশ, কুটিনাটী, নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসন, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি অসংখ্য সূক্ষ্ম ভুক্তিবাঞ্ছাসমূহকে শোধন করিতে আদেশ করিলেন—

"সূক্ষ্ম ধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধন কর প্রভুর অন্তঃপুর"॥

অন্যাভিলাষ, কুটিনাটী, নিষিদ্ধাচার সমূহ শোধিত হইলেও মুক্তিবাঞ্ছারূপ দৃঢ় দাগ হৃদয়মন্দিরে লাগিয়া থাকে। এইজন্য পুনরায়—

"নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহসংমার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন॥
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে"॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১২শ

এইরূপ পাঠ ও বক্তৃতার পর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী বিএ বিদ্যাভূষণ প্রভু"কেমনে পাইব সেবা মুই দুরাচার।" "বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর, এদাসে করুণা করি। দিয়া পদছায়া, শোধহ আমায়, তোমার চরণ ধরি"॥ এই সকল মহাজন পদাবলী গান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির পরিক্রম করিতে লাগিলেন। শত শত ভক্তগণ তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। তৎপরে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের আনুগত্যে ভক্তগণ কেহ কূপ হইতে জল আনয়ন, কেহ বা মন্দির মার্জ্জন-সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

"যেই যেই কহে যেই কহে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সব কাম"॥

ভক্তবৃন্দ এই কথা স্মরণ করিয়া প্রত্যেক সেবা কার্য্যে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

মন্দির মার্জ্জন-সেবান্তে ভক্তবৃন্দ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে হরিধ্বনি করিতে করিতে জলকেলি করিতে আরম্ভ করিলেন ও তৎপর শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অপরাহ্নে শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট তিথি উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। উচ্চ সংকীর্ত্তন ও ত্রিদণ্ডিস্বামিদ্বয় কর্ত্তৃক শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে বিশদভাবে বক্তৃতা ও আলোচনা হইল। বহু সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবর্গ তথায় উপস্থিত ছিলেন। কীর্ত্তনান্তে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণববৃন্দ ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলী স্ত্রী ও পুরুষ সহস্র সহস্র লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইল। ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজ স্বয়ং ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন ও যাহাতে সকলেই শ্রীমহাপ্রসাদের সুষ্ঠুভাবে সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে স্বয়ং অক্লান্তভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রসাদবিতরণে নিত্য মুক্তহস্ত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে ভক্তবৃন্দ রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত অকাতরে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করিলেন। এইরূপে সেদিন উৎসব শেষ হইল।

তৎপর দিবস রথযাত্রার দিবস। অতি প্রত্যূষ হইতে বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত দীন দুঃখীদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইল। সহস্র সহস্র দীন দুঃখী মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া পরম তৃপ্ত হইল। কীর্ত্তনমুখে এইরূপ মহাপ্রসাদ বিতরণ কর্ম্মমার্গীয় ভুক্তিমুক্তি কামীদের স্বার্থাভিসন্ধিমূলক নহে। এইরূপ মহাপ্রসাদ সেবনদ্বারা ত্রিতাপক্লিষ্ট দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন বহির্ম্মুখ ব্যক্তিদিগের অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চিত হয়, তৎফলে ইহারা কোনকালে ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারে।

দিবা দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজের সহিত যাবতীয় ভক্তবৃন্দ শ্রীরথযাত্রা সন্দর্শনে কীর্ত্তন করিতে করিতে সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগুরু মহারাজের আনুগত্যে ভক্তবৃন্দ শ্রীজগন্নাথের পাণ্ডুবিজয় দর্শন করিলেন। বহু সহস্র ভক্তবেষ্টিত ভারতী মহারাজের উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে শ্রীহলধর ও শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথ গুণ্ডিচাভিমুখে চলিতে লাগিল। তারপর গৌড়গণ শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ টানিতে লাগিলেন। 'সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের

রথাগ্রে নর্ত্তনলীলা স্মরণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে ভক্তবৃন্দ নৃত্য করিতে করিতে রাধাভাবে মগ্ন শ্রীগৌরসুন্দরের কুরুক্ষেত্র-মিলন-গীতি গাহিতে লাগিলেন—

"সেইত পরাণ নাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু" ॥

আবার গাহিলেন—

জগন্নাথ মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়।
শ্রীহস্ত যুগে করে গীতের অভিনয় ॥
গৌর যদি পাছে চলে শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীরে ধীরে
এইমত গৌর শ্যামে দোঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥

আবার কুরুক্ষেত্র মিলনে শ্রীমহাপ্রভুর ভাব গাহিতে লাগিলেন—

"সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ ॥
ইহাঁ লোকারণ্য হাতী ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গপিকনাদ শুনি ॥
এই রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ সঙ্গে মুরলী বাদন ॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সেই সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে ॥
অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি" ॥

এইরূপ কীর্ত্তন ও রথাগ্রে নর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তবৃন্দ সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীগুণ্ডিচা বা সুন্দরাচলে উপনীত হইলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম উৎসবকালে বহু সম্ভ্রান্ত ভক্তমণ্ডলী প্রত্যহ প্রাতে অপরাহ্ণে, সায়াহ্নে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া সংসার ছিন্ন হইয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন। বৈষ্ণব মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর, লোকনাথ বংশ সম্ভূত ভদ্রকের শ্রীযুক্ত শশীমোহন গোস্বামী, সাচারের শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন গোস্বামী. হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, হুগলীর জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার চৌধুরী মহাশয়—সকলেই হরিকথা শ্রবণে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়াছেন। ভদ্রকের শ্রীযুক্ত শশীমোহন গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে প্রচারকবর্গ শীঘ্রই ভদ্রকে প্রচারার্থ গমন করিবেন।

পরিশেষে উপসংহারে আমরা সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের জয় গাহিতেছি ও শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডি মহারাজের সহিত কাকু করিয়া বলিতেছি—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য,
কৃত্বা সকাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥"

প্রচার প্রসঙ্গ।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবের পর শ্রীলভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারি বিদ্যাভূষণ (বি এ,) শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ অধিকারী (বি এ,) উপদেশক প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ উড়িষ্যার প্রধান প্রধান নগর গুলিতেও ময়ূরভঞ্জ-রাজ্যে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন।

শ্রীল ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ কয়েকজন শুদ্ধভক্ত সহ উড়িষ্যার করদ রাজ্যগুলিতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধমত প্রচার করিয়া তৎসম্বন্ধে সাধারণ লোকের ভ্রান্তি নিরাস করিয়া প্রচার ধর্ম্ম যাজন করিতেছেন।

বৈদেশিক

গ্রীসের ব্যাকুলতা গ্রীসের সংবাদপত্রগুলি সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সংবাদপত্র খোলাখুলি ভাবে লিখিয়াছে যে, ক্যাপিচুলেশন প্রভৃতি লইয়া মিত্রশক্তি ও তুর্কির মধ্যে যদি এইভাবে বাদানুবাদ চলিতে থাকে, তবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে অনেক বিলম্ব হইবে, এবং অনর্থক বিলম্ব হইলে গ্রীসের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। এই জন্য গ্রীক-গবর্ণমেণ্ট আশুশান্তিস্থাপনের জন্য উতলা হইয়া উঠিয়াছে। যদি একান্তই দেরী হয়, তবে গ্রীস বাধ্য হইয়া তুর্কির সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিবে। আর্ম্মেনিয়ানগণও শান্তির জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

জাপান ও তুর্কিতে কিছুদিন হইল জাপানের প্রতিনিধি ব্যারণ উষ্টিড মহানগরী কনষ্টান্টীনোপলে আগমন করিয়াছেন। এখান হইতে ইনি অঙ্গোরা অভিমুখে রওনা হইবেন। সেখানে গিয়া রাষ্ট্রপতি কামালপাশার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জাপান ও তুর্কির মধ্যে স্থায়ী বন্ধুতা সূচক সম্বন্ধ স্থাপনের কথাবার্ত্তা কহিবেন। কনষ্টান্টিনোপলের গবর্ণর ডাক্তার আদনান বের সহিত জাপানী প্রতিনিধির বহুক্ষণ ধরিয়া নানাবিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। সন্ধিসূত্রে জাপানের সহিত তুর্কির আবদ্ধ হওয়া দরকার।

গ্রীক তুরস্ক যুদ্ধের পরিণাম

বক্ষরাসের যে ১৯ খানা গ্রীক গ্রাম গ্রীক সৈন্যদিগকে সাহায্য করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল গত ৮ই জুলাই তারিখ তুর্ক সামরিক আদালতের বিচারে তাহাদের মধ্যে ১৭ খানা গ্রামের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে

সপ্তশক্তির সম্মেলন মস্কোতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, রুষিয়া, ইউক্রেন. শ্বেত-রুষিয়া, ট্রানস্ককেসিয়া, এজার বৈজান, জর্জ্জিয়া এবং আর্ম্মেনিয়া—এই সাতটী সোভিয়েট্ সাধারণতন্ত্র একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। মস্কো ইহাদের রাজধানী হইবে এবং লেনিন সম্মিলিত শক্তিসমূহের প্রেসিডেণ্ট হইবেন।

ডক ধর্ম্মঘট মিটিতেছে লিভারপুলে যে সমস্ত ডক কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট করিয়াছিল তাহারা কাজে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

মণ্টেগুর ভারত আগমন আগামী জানুয়ারী মাসে ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু বোম্বাই পৌছিবেন। তিনি এদেশে দুই মাসকাল অবস্থান করিবেন।

ক্ষতিপূরণ-সমস্যা জার্ম্মাণীর প্রতি ইংলণ্ডের উত্তর সম্পন্ন হইয়াছে। জার্ম্মাণীর প্রতি ইংরেজের উত্তর সম্বন্ধে সকল কথা খুব গোপন রাখা হইতেছে। ২০শে জুলাই প্রাতে আবার এই উত্তর

মন্ত্রী সভায় বিবেচিত হইয়াছে। লোকের বিশ্বাস যে এই উত্তরে ফরাসীর সহিত ইংলণ্ডের মতভেদ দূর করিবার চেষ্টা হইবে।

বার্লিনের সরকারী টেলিগ্রামে প্রকাশ যে ফরাসীরা রুঢ় পরিত্যাগ করিবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি না দিলে সে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী রুঢ় হইতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রত্যাহার করিবে না।

যুবরাজের সঙ্কল্প সরকারী সংবাদে জানা গিয়াছে যুবরাজ খুব শীঘ্রই দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণে আগমন করিবেন।

বিবিধ কথা

কয়েকজন গৌড়ীয় পাঠক আমাদিগকে ব্রাহ্মণ ব্রুব শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। মনুসংহিতায় টীকাকার কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন।

যঃ ক্রিয়ারহিতঃ আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতি স ব্রাহ্মণব্রুবঃ।" যিনি ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়ার অভাব সত্ত্বেও অর্থাৎ যথার্থ ব্রাহ্মণ না হইয়াও নিজেকে ব্রাহ্মণ পরিচয়ে পরিচিত করেন তিনিই ব্রাহ্মণব্রুব, তিনি শূদ্র তুল্য। উদাহরণ যেমন বেদে অনধীতী ব্রাহ্মণব্রুব, শূদ্রকল্প; শাস্ত্রে প্রমাণ যথা: —

"যোনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

(মনু, ২)।

সুতরাং তাঁহার সন্তান সন্ততিও শূদ্র। অন্যত্র (কৌর্ম্মে)

"যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নমনধীত্য শ্রুতিং দ্বিজাঃ।
স সংমূঢ়ো ন সংভাষ্যো বেদবাহ্যো দ্বিজাতিভিঃ॥"

অন্যত্র (ছান্দোগ্য উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যে)—

'অননূচ্য অনধীত্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি, ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্তঃ।"

সংসারাভিনিবিষ্টচিত্ত বন্ধুগণ শুনিয়া দুঃখিত হইবেন এবং বিরক্ত ভক্তগণ আনন্দিত হইবেন যে তাঁহাদের মিত্র লোহাগড়ার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয় স্বগ্রামে শ্রীশ্রীগৌর গদাধর বিগ্রহাদি স্থাপনরূপ ভক্ত্যঙ্গ সাধনের ফলে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার লক্ষণ ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" সরকার বাহাদুর নাকি ডাক্তার সরকারের পদাবনতি ও বেতনের হ্রাস করিয়া দিতেছেন। আবার ডাক্তার মহোদয় শ্রীবিগ্রহের যেরূপ সেবার পরিপাটী করিতেছেন ও নবদ্বীপাদি স্থানে সভাসমিতি করিয়া যেরূপ ভগবৎ সেবা করিতেছেন তাহাতে "শনৈঃ" আরও কৃপার পরিচয় সকলেই দেখিবেন আশা করা যায়। অনেকে ইহা আশঙ্কার কারণ মনে করেন, কিন্তু আমরা বলি সকলের হরিভক্তি হউক, তাহাতে আর্থিক বা সামাজিক ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা যদি নিষ্কিঞ্চনতা ও হৃদয়ে যথার্থ দৈন্যের উদয় হয়, তদপেক্ষা লাভের বিষয় কি আছে? ডাক্তার মহোদয় সুধী তিনি অবশ্যই বিচলিত হ'ন নাই, বরং সত্ত্বের সহিত শুদ্ধভক্তির পথ গ্রহণ করুন্ ইহাই আমাদের অনুরোধ, তাহা হইলে জাগতিক লাভালাভে চিত্ত বিক্লব আনিতে পারিবে না। কিন্তু শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায়ে কোনগতিকে প্রবিষ্ট অথচ শিথিলতার জন্য সেখানে উপেক্ষিত কোন কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করিবার কারণ না পাইলেও শুদ্ধভক্ত শ্রেষ্ঠগণের উপর বীতরাগ হইয়া ভাড়াটিয়া কর্ম্মচারী অসজ্জনের সঙ্গদ্বারা কাহারও কোনসুবিধা হয় না, পতনই নিশ্চিত ফল। আমরা তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

প্রথম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৩০ { ৪র্থ সংখ্যা

ইহলোক।

এই বিশ্বে

সমস্তের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতারূপে [illegible] বিচরণ করে। প্রাণিগণের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন আছে। এই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যাহা উপলব্ধ হয়, তাহাকেই ইহলোক বলে। জীবগণ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা অক্ষজ জ্ঞান-মাত্র। ইন্দ্রিয়ের অবঘাতে, অভাবে ও বিকারে পরিদৃশ্যমান জগতের অনেকাংশ পরিলক্ষিত হয় না। আবার,নানাপ্রকারে ইন্দ্রিয়-চালনাদ্বারা অনুমানাদির সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞতা জন্মে। এই অক্ষজ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি চারি প্রকার দোষে দুষ্ট হইবার যোগ্য। শাস্ত্রে এই দোষচতুষ্টয়কে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব বলে। জগতের প্রাণিসকল এই চারিপ্রকার দোষে বিজড়িত হইয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অক্ষ-সাপেক্ষ ধারণায় দৃশ্য জগৎ ভোগ করেন। যাঁহারা ভোগপরায়ণ,তাঁহারাই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে ঐহিক বা লৌকিক জ্ঞানদৃপ্ত [illegible] হইয়া গর্ব্ব করেন। সেখানে [illegible] সেখানে ইন্দ্রিয়পরি-চালনার সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহলোকে কর্ম্মের কর্ত্তা ইন্দ্রিয়তর্পণে অকৃতকার্য্য হইয়া দৃশ্য-জগতের প্রতি বিরাগ-ভাবের পোষণ করেন। ভোগিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত ঘটিলেই তাঁহারা ব্রতপরায়ণ কৃচ্ছ্রসাধন, কর্ম্মফলভোগ-বিরত সন্ন্যাস ও বাহ্যবস্তু-গ্রহণে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন। জগৎ দুঃখময়—কতিপয় কর্ম্মীর এই ধারণা, আর কতক-গুলি লোক ইন্দ্রিয়তর্পণের আদর্শকে সৎকর্ম্ম-প্রাপ্য জ্ঞান করেন। ইহলোকে ইন্দ্রিয়গুলি নশ্বর, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিষয়গুলিও চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং, ইহলোকে বিচরণকালে প্রাণিগণ সুখার্থী হইয়া ইন্দ্রিয় পরিচালনা করেন, কিন্তু বিধির কঠিন নিয়তিবলে

তাঁহাদের কপালে "সে গুড়ে বালিই" হইয়া যায়। বৈষ্ণব-কবি জ্ঞানদাস বলেন—'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়ে গেল। অমিয় সায়রে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু রবির কিরণ দেখি।"

ইহলোকে কর্ম্মবীরসমূহ নানাপ্রকার আকাশ-কুসুমের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইয়া কতই না তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন, কিন্তু পরিশেষে বঞ্চিত হইয়া কর্ম্মফলভোগপ্রবৃত্তি হইতে বিরত হ'ন। বিজ্ঞান শিল্প, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়ন-শাস্ত্র ধর্ম্মার্থকাম, প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিবিদ্যা, গৃহ্যসূত্র, সমাজনীতি, শুক্রনীতি প্রভৃতি নানাবিধি "দিল্লীর লাড্ডু" আমাদিগকে ঐহিক সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাসিকাবিদ্ধ বলদের ন্যায় ধাবিত করায়। এই ভ্রমণ-ভূমিই ইহলোক। আমরা একমুহূর্ত্তের জন্যও মনে করি না যে, এই সকল লইয়া আমরা কতদিন আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারিব! আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাত ত' পদে পদে! স্ত্রীবিয়োগ পুত্র-বয়োগ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মরণভীতি, অস্ত্রোপচারের ক্লেশ, বন্ধুবিচ্ছেদ, নৈরাশ্য, কপটের হস্তে নিষ্পেষণ, সুখৈষণা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্দাম ক্রিয়াকলাপ ও বৃত্তিসমূহ আমাদিগের ইহলোক-বাসের দুরন্ত বাসনা হ্রাস করাইয়া দেয়। ইহলোকে এই আগমাপায়ীর অধিকার ও অনধিকার-বিচার আমাদিগকে নানা ক্লেশ-জলধিতে তরঙ্গায়িত করে। 'কেনই বা আমি ইহলোকের অধিবাসী হইলাম—যে ইহলোকে নশ্বরতা-ধর্ম্ম, অবচ্ছেদ-ধর্ম্ম, অপূর্ণধর্ম্ম আমাদিগকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিতেছে, পদগোলকের (Foot ball) ন্যায় এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত করিতেছে—একমুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে দেয় না।' সুতরাং ইহলোকের আশাভরসা নিতান্তই রুদ্ধ। যে ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা ইহলোকেই ভোগায়তন মনে করি, সেগুলি আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি নহে। আবার, স্থূলবস্তুজ্ঞানে যে সকল দ্রব্য আমাদের অধিকারে আসে, তাহাদেরও কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষেপযোগ্যতা এবং গ্রহণকারী আমাদেরও অনিচ্ছাসত্ত্বে অসময়ে স্থানান্তরে প্রেরিত হইবার যোগ্যতা থাকায় এই ভোগের বস্তুগুলি এবং ভোগের যন্ত্রগুলির উপর আমরা আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

অনেকে বলেন, 'ইহলোকে অবস্থান কালে আমরা যতটুকু ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে অধিকারী হই, ততটুকুই আমরা পাইলাম! বিরাগবিশিষ্ট হইলে উহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সেজন্য ইন্দ্রিয়-পরিচালনা ক্ষণিক জানিয়াও তদ্দ্বারা সুখান্বেষণই আমাদের শ্রেয়ঃ।' এই আশা-ভরসায় আমাদিগের পুত্র-কন্যাদিগের ভাবী উন্নতির উদ্দেশ করিয়া সুশিক্ষা প্রদান করি। যখন যাহা প্রয়োজন, সেইরূপই করিবার জন্য ব্যগ্র হই, ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সময় ক্লেশ সমাগত হয়, তাহা তখন পরিহার করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করি এবং ইহলোকে ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া রাখি। আমরা আরও বুঝি এই যে, ইহলোকের পরে এই ইন্দ্রিয়গুলির অভাবে এবং আমাদের প্রাণের অভাবে ভোগময় জগতের অস্তিত্ব আমরা এইরূপভাবে ধারণা করিতে পারিব না। লোকান্তরিত হইলে আমাদিগের এই প্রকার ইন্দ্রিয়ের অভাবে, দৃশ্য জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ইহলোকে থাকিয়া কল্পনাদ্বারা পরলোকের দৃশ্য জগৎ ও আমাদিগের অধিষ্ঠান আমরা ধারণা করিতে পারি না। ঐহিক বিচার অবলম্বন করিয়া যদি আমরা পরলোকের বিচার কল্পনা করি, তবে তাহা বাস্তব সত্য নাও হইতে পারে। ইহলোকে যে কয়েকটী ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ আছে, তাহার কি পরিমাণ সমাবেশ আমরা পরলোকে পাইব, ঐহিক

চেষ্টাদ্বারা তাহা নিরূপণ করিতে গেলে আমরা যে ভ্রমে পতিত হইব না, তাহা কিরূপে জানা গেল? পরলোকের বিষয় ঐহিক ধারণায় প্রমত্ত ব্যক্তিগণের নিরন্তর ইন্দ্রিয়তর্পণে পর্য্যবসিত। কিন্তু তাহাও নশ্বর বলিয়া বিচারশাস্ত্রে লিখিতে আছে। গীতা-পাঠকালে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ ত্রিদশপুর বাস স্থূল-ইন্দ্রিয় পরিহার করিয়া সূক্ষ্মেন্দ্রিয়দ্বারা সম্ভবপর হইলেও নিত্য নহে,নশ্বর মাত্র—এই কথা বেশ উপলব্ধি হয়।

পরলোকের স্বর্গাদি-সুখভোগ বা নরকাদি-দুঃখভোগ নিত্য নহে। কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য, সুতরাং অনাত্মপ্রবৃত্তিতে অবস্থিতিকালে পরলোকের ধারণায় ইহলোকে কতকটা হেয়াংশ না থাকিলেও স্বর্গাদিতে নশ্বরাদিরূপ হেয়াংশ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। এই স্বর্গসুখের ভোক্তা ইহলোকের কর্ম্মী প্রভৃতি প্রাণিগণ;নরকাদির ভোক্তাও তাঁহারা। যে উপাদান অবলম্বন করিয়া নশ্বর সুখদুঃখাদি-ভোগ হয়, তাহা উপাধি মাত্র। বস্তুর নিত্যশক্তির উহা পরিচয় নহে। কতকগুলি ব্যক্তি স্বর্গসুখাদির হেয়তা উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগকে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে রত জানেন,তাহাও বদ্ধ ও মুক্ত-অবস্থা-ভেদে দ্বিবিধ হওয়ায় সেই লোকে নিত্যত্বের ব্যাঘাত আছে। নির্ব্বেদব্রহ্ম কেনই বা ইহলোকে বিভিন্ন হইয়া জীব-উপাধিতে অনর্থক কষ্ট পাইবেন? আর যিনি তাদৃশ কষ্ট পান, তাঁহার বন্ধনমোচনই বা কেন নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিবে?—এই সকল কথার সুমীমাংসা ঐহিক যুক্তিদ্বারা নানাপ্রকারে বিপন্ন হয়। ইহলোকে প্রত্যক্ষ বা স্থূল-ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রবল, স্বর্লোকে পরোক্ষ বা সূক্ষ্ম ভোগ প্রবল এবং তাহাও বালকদিগের অনুশাসন মাত্র। এইরূপ জানিয়া অপরোক্ষ পরলোকবাদী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় ইন্দ্রিয়ের বিনাশ-সাধনপূর্ব্বক জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও জ্ঞাতার সম্মেলন আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহাদের তাদৃশ ঐহিক সম্মেলনাকাঙ্ক্ষা পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞানপথের আদৌ নির্দ্দেশক নাও হইতে পারে। যেখানে ঐহিক জ্ঞানের প্রবলতাক্রমে বিচিত্রতা একেবারেই বিনষ্ট হইল,সেখানে 'চিন্মাত্র'শব্দ অচিৎ এর অপসারক হইলেও কেবল চিৎএর বাক্যমাত্রে নির্দ্দেশক হইয়া অচিৎএর সহিত সমন্বয়-ভাববিশিষ্ট অর্থাৎ 'চিদচিৎ-সমন্বয়' এই ঐহিক ধারণা তাঁহাদের পরলোকের ধারণা করিতে দেয় না।

—:::—

নামাভাস।

নাম চিদ্গগনে প্রকাশিত নির্ম্মল উজ্জ্বল ভাস্কর-সদৃশ। সূর্য্যোদয়ে জীবকুল যেরূপ প্রফুল্ল হয়-তদ্রূপ নামোদয়ে আত্মার প্রেমোদয় হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাবস্থা অরুণোদয়। অরুণোদয়ে নিশার অন্ধকাররাশি বিদূরিত হয় ও চৌর-প্রেতাদির ভয় থাকে না। তদ্রূপ নামোদয়ের পূর্ব্বাবস্থায় নামাভাস হইয়া থাকে। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অন্ত্য তৃতীয়ে—

"হরিদাস কহে, যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয়-নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে।"
"গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম একজন।
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হইল সহন॥
কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥

হরিদাস কহে, কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে, নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥
ভক্তিসুখ-আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়॥"

'আভাস' শব্দের অর্থ কান্তি, ছায়া ও প্রতিবিম্ব ইত্যাদি। আভাস দুই প্রকার—স্বরূপ-আভাস এবং প্রতিবিম্ব-আভাস। স্বরূপ-আভাসে বস্তুর পূর্ণকান্তি সঙ্কোচিতভাবে প্রকাশিত দেখা যায়। যেমন সূর্য্য মেঘে আচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যকান্তি পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশিত না হইয়া স্বল্প আলোক প্রদান করে, তদ্রূপ জীবের সম্বন্ধজ্ঞানাভাব ও অনর্থাদিরূপ কুজ্ঝটিকা ও মেঘদ্বারা যতকাল চিন্ময় নাম-সূর্য্য কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ নামসূর্য্যের বিমল কিরণ অতি সঙ্কোচিত-ভাবে ঈষৎ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাকেই 'স্বরূপ-নামাভাস' বলে।

প্রতিবিম্বাভাসে স্বরূপ-বিকৃতিমাত্র অন্য আকারে দৃষ্ট হয়। যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্বিত আলোক উচ্ছলিত হইয়া অন্যস্থানে পতিত হয়। নামসূর্য্যের কিরণ যখন মায়াবাদাদি-অপরাধযুক্ত হৃদয় হইতে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে প্রতিবিম্ব-নামাভাস বলা যায়। ইহাকে ঠিক নামাভাস বলা যায় না। ইহা একটী প্রধান নামাপরাধ। কেবল ছায়া-নামাভাসই নামাভাস নামে উল্লেখযোগ্য। প্রতিবিম্ব-নামাভাসে ভগবদ্বিমুখের দণ্ড সাযুজ্যলাভ বা বিনাশ ঘটিলেও নামের চরম ফল যে ভগবৎপ্রেমা, তাহা হইতে চিরতরে বিচ্যুত করিয়া দেয়। সোজা কথায়, জীব যখন সম্বন্ধজ্ঞানাভাববশতঃ নামের স্বরূপাদি-বিষয়ে অজ্ঞ থাকে ও যখন তাহার দশবিধ নামাপরাধের কোনও একটী অজ্ঞাতসারেও না হয়, তখন যে নামাক্ষর জিহ্বায় প্রকাশিত হয় তাহাই নামাভাস। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে কনিষ্ঠ ভক্তের শ্রদ্ধা নির্ণীত হইয়াছে—যথা,

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ যিনি ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা-সহকারে পূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধাবুদ্ধি নাই বা কোনও প্রকার দ্বেষও নাই, তাহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলে। এইরূপ ভক্তের শ্রদ্ধাকে শ্রদ্ধাভাস বলা যায়। এইরূপ শ্রদ্ধাভাসের মূলে ভগবানের নিকট যদি ভুক্তি মুক্তি-কামনাদি না থাকে, তবে তাহার দ্বারা নামাভাস হয়।

আর, অপরের শ্রদ্ধা দর্শন করিয়া যদি নিজমনে শ্রদ্ধা উদয় করিবার চেষ্টা করে এবং তাহার মূলে ভোগ-মোক্ষাদি-বাঞ্ছা নিহিত থাকে এবং সেই সব বাঞ্ছা-পূরণের জন্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাহাকে প্রতিবিম্ব-নামাভাস বা নামাপরাধ বলা যায়।

ছায়া-নামাভাস,—কালে নামোদয়ে সমর্থ করাইতে পারে, কিন্তু প্রতিবিম্ব-নামাভাসের দ্বারা অপরাধ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

নামাভাসে পূর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে না। কিন্তু পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ কিছু কিছু পাপবিশেষ থাকিতে পারে এবং ক্রমে তাহাও নামাভাসবলে ক্ষয় হইয়া যায়। হঠাৎ যদি অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধ হইয়া পড়ে, তাহাও নামাভাসে দূর হইয়া যায়। কিন্তু কেহ যদি পাপ দূর করিবার সঙ্কল্প করিয়া নামগ্রহণ করেন, তবে নামাভাস না হইয়া তাঁহাদের নামাপরাধ হইয়া পড়ে।

শাস্ত্রে নামাভাসকে চারি প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১৪—

"সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

অর্থাৎ পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক,পরিহাসেই হউক বা নিরর্থক শব্দজ্ঞানেই হউক অথবা গুঞ্জন, রোধন, অগৌরব, অসম্মান বা গ্লানিবশতঃই হউক অথবা হেলাক্রমেই হউক, অধোক্ষজ বা বৈকুণ্ঠবস্তুর নাম গ্রহণদ্বারা অশেষ কলুষ বিনাশ করিয়া থাকে।

অতএব নামাভাস চারিপ্রকার যথা—

(১) সাঙ্কেত্য—বিষ্ণুবস্তুকে সঙ্কেত বা লক্ষ্য করিয়া যদি জড়বুদ্ধিতে নামাক্ষর গৃহীত হয় অথবা কোনও জড় বস্তু লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুর নাম উচ্চারিত হয় তাহাকে 'সাঙ্কেত্য' বলা যায়। যেমন,অজামিল মৃত্যুসময়ে পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সাঙ্কেত্য-নামাভাসের ফল লাভ হইয়াছিল। সাঙ্কেত্য হইতে বস্তু সান্নিধ্যে সম্বন্ধজ্ঞানোদয়, অর্থাৎ তিনি নরকযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সালোক্যমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাম না হওয়া পর্য্যন্ত নিষ্কাম কৃষ্ণপ্রেমালাভ হয় না। যবনগণ যখন শূকরকে 'হারাম' বলিয়া ঘৃণা করে তখন তাহাদের স্মৃতিপথে যদি 'রাম' শব্দের সম্বোধন পদবাচক বৃত্তির উন্মেষ হয়, তাহা হইলে সাঙ্কেত্য-নামাভাসের ফল লাভ হয়! অজ্ঞান বালকগণেরও নামাভাস হইতে পারে। কিন্তু জড়দেহ থাকা-কালে হরিস্মৃতি-বিপর্য্যয় অসৎসঙ্গ ঘটিতে পারে। অসৎসঙ্গক্রমে অপরাধ হইলে নামাভাসের ফল থাকে না; তখন নামাপরাধে পর্য্যবসিত হয়। অজামিল মৃত্যুসময়ে নামাভাসক্রমে পুত্র স্মরণ ব্যতীত হরিস্মৃতিপ্রভাবেই মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুদূতগণের সৎসঙ্গক্রমে ও জড়-দেহ গত হওয়াতে আর অপরাধ করার অবসর পান নাই, সুতরাং তাঁহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

(২) পরিহাস—অতত্ত্বজ্ঞ ম্লেচ্ছগণ, জরা-সন্ধাদির ন্যায় অসুরাদিগণ পরিহাসে ভগবন্নাম উচ্চারণ করাতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শাস্ত্রে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

(৩) স্তোভ বা অঙ্গভঙ্গী—যেমন একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব হরিনাম করিতেছেন,এমন সময় কোনও এক বালক বা পাষণ্ড ব্যক্তি আসিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—"হরে কৃষ্ট হরে কেষ্টো" ঠেস্ত ইহার উদাহরণ।

(৪) অবহেলা—বৈষ্ণব-অপরাধাদি বা নামাপরাধ না থাকিলে যদি অবহেলা করিয়াও নামগ্রহণ করা যায় তবে নামাভাস-ফলে মুক্তি লাভ হয়।

অনর্থ বিগত হইলে নামাভাস নাম হইয়া প্রেম দান করেন। প্রেমই শুদ্ধজীবের পরম পুরুষার্থ—মুক্তি অতি তুচ্ছ অবান্তর ফলমাত্র। সুতরাং শুদ্ধনামই জীবের ভজনীয় বস্তু।

প্রকৃত হরিস্মৃতির অভাবে অচিদনুষ্ঠানধারা কোন ফল হয় না। ফনোগ্রাফ যন্ত্রই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্মরণাঙ্গে যোগ্যতাভাবে লীলা-প্রবেশের সম্ভাবনা নাই।

দশবিধ অপরাধ না থাকিলে অতিদুরাচার ব্যক্তিও নামাভাসফলে বৈকুণ্ঠাদি-ধাম লাভ করিতে পারে, কিন্তু অপরাধযুক্ত কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত, কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি সদাচারসম্পন্ন হইয়া নামাক্ষর গ্রহণ করিলেও তাহাদের নামাক্ষর নামত্ব বা নামাভাসত্ব প্রাপ্ত হয় না। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাগবতের ৬।২।৯ম শ্লোকের টীকার একস্থানে লিখিয়াছেন—

"নামাভাসবলেনাজামিলো দুরাচারোপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদকল্পনাদি-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্তে।" অর্থাৎ নামাভাসবলে অজামিল দুরাচার হইয়াও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত

হইয়াছিলেন আর স্মার্ত্তগণ শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারসম্পন্ন হইয়া বহুবার নাম গ্রহণ করিলেও নামে অধোক্ষজ-বুদ্ধি না থাকা হেতু নামকে কাল্পনিক ও নামের দ্বারা ভুক্তি-মুক্তিরূপ স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইবার অপরাধে নামাপরাধবশে ঘোরসংসারই লাভ করেন। অতএব শুদ্ধভক্তের আশ্রয়ে নাম-ভজন-যাজন করিতে চেষ্টা করিলেই পরম পুরুষার্থ লাভ ঘটে, ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

কুৎসিত ভজন

আমরা মনে করিয়াছিলাম যে বুঝি আর গৌড়ীয়ের স্তম্ভে "প্রকৃতি লইয়া ভজন" এই জঘন্য আচারের প্রতিবাদ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে না; কেননা, অধিকাংশ স্থলে গৌড়ীয় যাঁহাদের কুভজন-প্রণালী ও কদাচারের বিরুদ্ধে রণঘোষণা করেন তাঁহারাও প্রায় অনেকেই সমবেত-ভাবে এই দুরাচার-দলনের পক্ষপাতী। তাই গৌড়ীয় এ বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। এক্ষণে 'প্রণত ছাত্র,মোঃ ধানবাদ' এই পরিচয়-প্রদানকারী একজন "অপরিচিত" পত্র-প্রেরকের ইচ্ছায় এই অসদাচারের সমালোচনা গৌড়ীয়ে স্থান দিতে হইল। তজ্জন্য মার্জ্জিতরুচি পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, যেহেতু বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে যে সকল অসদাচার, দুরাচার সমাজে প্রশ্রয় পাইতেছে, তাঁহাদের মূলোচ্ছেদন করিয়া শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারই গৌড়ীয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।" সুতরাং যাঁহারা মনের গাঁট কাটাইবার প্রয়োজন নাই বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন,তাঁহাদের গৌড়ীয়ে সাধুর উক্তিতে রুচি জন্মে না।

প্রকৃতিভজনে নরনারীসম্বন্ধে অনেক কথা আছে, তাহা প্রত্যেকটী পরিস্ফুট করা গৌড়ীয়ে শোভা পাইবে না, সুতরাং সে সকল আলোচনা হইতে আমাদিগকে বিরত হইয়া সাধারণভাবে বিষয় বিচার করিতে হইবে। তবে মোটামুটি এইটী বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রকৃতিভজন নরনারীর ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতামূলক পাপাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহারা প্রকৃতিভজনের জন্য লোলুপ বা পক্ষপাতী তাঁহারা যেন কোথাও বৈষ্ণব নামে পরিচিত হইবার সুযোগ ও প্রশ্রয় প্রাপ্ত না হন। ইঁহাদের হইতেই জনসাধারণের পরমপবিত্র বৈষ্ণব সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধার উদয় হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়! ইঁহাদের মত চরিত্রের লোককে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তিরস্কার করিয়াছেন—... "বিরক্ত হইয়া করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারোঁ মুঞিত তাহার বদন॥" এবং এইরূপ আশঙ্কার কারণ ঘটিতে না ঘটিতে ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন! এরূপ পবিত্রতার আদর্শ-সংস্থাপক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আশ্রিত-পরিচয়ে যে সকল চরিত্রহীন জন তাঁহার প্রবর্ত্তিত সদাচারকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে "প্রকৃতি-ভজন" রূপ অসদাচার-প্রবর্ত্তকরূপে জনসমাজে প্রচার করিতেছে, তাহারা ভীষণ গৌরবিদ্বেষী—কৃষ্ণবিদ্বেষী, তাহাদের সংস্পর্শে সবস্ত্র গঙ্গাস্নান করিলেও সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

'প্রকৃতিভজন' বলিতে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতির স্ত্রীলোক লইয়া ভজনচ্ছলে নানা আকারে নানা প্রণালীতে, নানা কৌশলে জড়রসোপভোগই লক্ষিত হয়; বৈষ্ণব-ধর্ম্মে কেবল হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাই বর্ত্তমান, সুতরাং ঐ আউল বাউলগণ অবৈষ্ণব, সাধারণ স্মার্ত্তগণ বা শাক্তগণও উহাঁদের বৈষ্ণবধর্ম্ম বিরোধী নহেন। নীতিরহিত প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবগণ না কি "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" শ্লোকের দোহাই

দিয়া বলেন যে, পূর্ব্বে যে উজ্জ্বলরস জীবকে দেওয়া হয় নাই, মহাপ্রভু আসিয়া সেই রসের ভজনের দ্বারা স্ত্রীলোক লইয়া ভজনের পথ দেখাইলেন—এই তাঁহার নূতনত্ব! আদর চাঁদ, কদর চাঁদ প্রভৃতি নাম ধরিয়া অসতর্ক লোককে প্রতারণা করিয়া তাহাদিগকে কুপথে লইয়া গিয়া বুঝাইয়া দিতেছে, ইহাতেই ধর্ম্ম হইতেছে। হায় হায়, ইহাদিগের কি দুর্ভাগ্য! বঞ্চক-বঞ্চিত-অবস্থায় নরকভোগই ইহাদের প্রাপ্য ফল। চরিত্রহীনগণ "স্বাদবিশেষোল্লাসময়ী রতির" কি কদর্থই করিয়াছে! রতিকে 'রমণ' অর্থে বুঝাইয়া তাহাতে স্বাদবিশেষের উল্লাস সংযোগ করিয়া রূপানুগ-ভজনের উৎসাদন করিতেছে! ভগবৎসেবাতেই রতি, তাহা অপ্রাকৃত রসের প্রয়োগে টানিয়া লইলে যে মধুর রসাস্বাদ হয়, তাহাকে জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ বলিয়া গ্রহণ ও প্রচার করা যে কত দূর নির্ব্বোধের কার্য্য,তাহা প্রকৃত অপ্রাকৃত-রসিক ভক্তের সেবক বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। রসতারতম্যনির্দ্দেশে যাঁহাদের অধিকার উন্নত হয়, তাঁহারাই নিজেকে আশ্রিত-জ্ঞানে হরিজনের অনুগত থাকিয়া শ্রীবার্ষভানবীর সেবিকা-জ্ঞানে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাস্বাদের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া জগতে শ্রীরূপানুগ-ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীয় সদাচারদ্বারা প্রচার করিয়া থাকেন ও এই সকল জড়াস্বাদাশীল বে-রসিকগুলির কবল হইতে নিরীহ জীবগুলিকে উদ্ধার করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সেবায় নিয়োজিত করেন। ইহাঁদের শ্রীচরণচ্ছায়ে আশ্রয় না লইলে মধুররসাশ্রিত জীবকুলের আর মঙ্গল নাই; ঐ সকল জড়রসিকের সন্তানল তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে থাকিবে। তাই সকলের নিকট নিবেদন—সকলে শুদ্ধবৈষ্ণবের কোটীচন্দ্র-সুশীতল পদকমলছায়ায় জীবন জুড়াইতে থাকুন, অসৎ-সঙ্গে নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু উচ্চরবে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন,

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু

যোষিতের সন্দর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ, তাহাকে লইয়া ভজন—সে আবার কিরূপ? তবে যদি স্ত্রী, পুত্র সকলকেই শ্রীহরিসেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেবাসৌকর্য্যের সাধন হইতে পারে, স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ না করিয়া হরিসেবায় সকল বিষয়নিয়োগই তাহাদের যথার্থ ব্যবহার।

যে সময়ে ছোট হরিদাসকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বর্জ্জন করেন, তখন শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥

যখন কাষ্ঠময়ী নারী-মূর্ত্তি চিত্তকে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে—হরিভজন নষ্ট করিয়া দেয়, তখন প্রাকৃত নারীর সঙ্গ কিরূপে ভজনশীলকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে পারে? তবে যদি কেহ ভবসাগরে নিমগ্ন হইতে চায়, তাহার কথা স্বতন্ত্র। প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়া উপদেশদিয়াছেন

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবান ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"

ইহার উপর আর কি কথা থাকিতে পারে? মাতা, ভগিনী, কন্যার সহিত নির্জ্জনে উপবেশন নিষিদ্ধ। প্রকৃতিভজনে তৎপর বিপথগামিদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকুলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন,—

"ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

ঐ সকল বিপথগামী বৈষ্ণব-পরিচয়ে সম্মানলাভের জন্য ধর্ম্মধ্বজী সাজিয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গকেই পরম

আদরের বস্তুজ্ঞানে তাহাই ভজনের অঙ্গ করিয়া চালাইতে থাকে। তাহারা প্রভুর আদেশ-বাণী কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতে দেয় নাই,—

"প্রভু কহে, মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"

মাত্র প্রকৃতিসম্ভাষী ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়া পরম দয়াল প্রভু আমার কি প্রকৃতি-ভজনের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন? যে সকল প্রাকৃত সহজিয়া এই মত পোষণ করেন ও আপনাকে 'পুরুষ' অভিমান করিয়া ভোগপরায়ণ হন তাঁহারা কদাপি বৈষ্ণবপদ-বাচ্য নহেন। ইহাই বুঝাইবার জন্য অল্প অপরাধ-সত্ত্বেও ছোট হরিদাসের উপর কঠোর দণ্ডলীলা দেখাইয়া প্রভু জীবের উপর দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

"দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রীসম্ভাষণে।"

চরিত্রহীন বৈষ্ণবব্রুবগণ পরমহংসবর শ্রীরামানন্দরায়-প্রমুখ গৃহস্থবেষী বিদ্বৎসন্ন্যাসিগণকে 'নিজেদের সদৃশ বলিয়া মানিবার দাম্ভিকতা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহারা যে স্ত্রীপুরুষ-বিচারে নির্ব্বিকার, স্ত্রীসঙ্গ দূরে থাকুক, স্ত্রীলোককে ভোগবুদ্ধিতে দর্শন পর্য্যন্ত করেন নাই। শ্রীরামানন্দকর্ত্তৃক জগন্নাথ-সিদ্ধকনী দেবদাসীর অঙ্গবিন্যাসাদি-সেবা আশ্রয়বুদ্ধিতে সেবিকোচিত তথায় ভোগগন্ধের অবসর ছিল না। বিবিৎসা-সন্ন্যাসিগণের পক্ষে স্ত্রীদর্শন বিশেষ অমঙ্গলের হেতু, যাঁহাদের অবিদ্বৎ-প্রতীতি তাঁহাদের কথাতো বহুদূরের। প্রাকৃতদার্শনিকগণ শ্রীরামানন্দ আদর্শে কলঙ্ক জড়িত করিয়া তাঁহার ও তদীয় দাসানুদাস শ্রীরূপানুগ-ভক্তগণের চরণে অশেষ অপরাধ অর্জ্জন করিয়াও নিজেরা এবং বঞ্চিত লোকগুলিকে লইয়া অনন্ত মঙ্গলের বিপরীত পথে ধাবমান হইতেছেন। এই সকল ধর্ম্মধ্বজী চরিত্রহীনের হস্ত হইতে অবোধ বিচারহীন লোকগুলির রক্ষা-বিধান প্রত্যেক শিষ্টব্যক্তির কর্ত্তব্য, প্রচারকগণেরত' কথাই নাই।

চরিত্রহীন প্রাকৃতসহজিয়া এতদূর ঘোরতর দাম্ভিক ও শঠ যে, স্বয়ং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাহাদের প্রকৃতি-ভজনের পথ-প্রদর্শকরূপে, গোপনে অবৈধ আসঙ্গলিপ্সার মূল গুরুরূপে দাঁড় করাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার এই ঔদার্য্য-লীলাতে ও বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তিতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ জড়-সম্ভোগের কালিমা মাখাইতে চাহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বিগ্রহ গৌরসুন্দর কখনও কোন স্ত্রীলোককে ভোগ্য-দৃষ্টিতে দর্শন করেননাই—ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ইহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়া 'গৌরনাগরী' দলের মূলভিত্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ঔদার্য্যবিগ্রহ ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব আশ্রয়তত্ত্বের লীলা করিয়াছেন, বিষয়বিগ্রহরূপে লীলা করেন নাই। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এত দূর বিপথগামী যে, তাঁহারা বলেন, গৌরসুন্দর গোপনীয় ভজনের কথা কাহাকেও জানান নাই, কেবল তাহাদের ঘৃণিত সম্প্রদায়ের লোকগুলাই সব রহস্য ধরিয়া লইয়াছে। শ্রীসত্যভামাদেবীর অবতার পার্ষদভক্তবর শ্রীল জগদানন্দ ঠাকুরের 'প্রেমবিবর্ত্ত' পাঠ করিলে সকলে চরিত্রহীন সহজিয়াগণের চতুরালি ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন। যাঁহার সহিত প্রেমের কোন্দল সেই বাল্য-সখা জগদানন্দ জানিল না, আর রহস্য-কথা জানিল যতসব সমাজ কলঙ্ক অর্ব্বাচীন! যাহারা ইহাদের কথা শুনিয়া নাচে, বা সংশয়যুক্ত-চিত্ত হয়, বলিহারি তাহাদের বুদ্ধির দৌড়। সাধুগণ, সাবধান! এই সকল অসতের অশাস্ত্রীয় কথায় কখনও আস্থা স্থাপন করিয়া নিজের অমঙ্গল আহ্বান করিবেন না। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে,—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলং॥

সকলে স্মরণ রাখিবেন চরিত্রহীন লম্পটগণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আশ্রিত নহে,—তাহারা বৈষ্ণব নহে তাহারা ভক্ত নহে, তাহারা মনুষ্য পদ বাচ্য নহে—তাহারা দস্যু বা ব্যাভিচারিণী অপেক্ষাও পাপী।

জনসঙ্গ।

ভক্তির অন্তরায় ষড়্‌দোষের পঞ্চমদোষ জনসঙ্গ। জনসঙ্গে হরিভিন্ন অন্যবিষয়ই আমরা আলোচনা করিয়া থাকি, সুতরাং প্রজল্প বা বাগ্‌বেগ আমাদিগকে সহজেই আয়ত্ত করে। অতএব আমরা হরিবিষয় বিমুখ ও জড় বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া হরিভক্তি বিচ্যুত হই। আমরা সকলেই জানি অসৎসঙ্গে আমরা হরিবৈমুখ্য অর্জ্জন করি। সেই জন্য অসৎসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে আমাদের কোন সুবিধা হইতে পারেনা। শ্রীমদ্ভাগবতে উপদেশ করিয়াছেন,

"অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥"

অসৎসঙ্গে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়,আমরা অধঃপাতে যাই। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে অসতের সহিত সঙ্গ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে,নচেৎ আমাদের মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত। অসৎসঙ্গ-পরিচয়ে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহারাজ উপদেশ করিয়াছেন, "অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর। স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তই অসাধু। স্ত্রীলোক বা পুরুষ উভয়েই কেহই অসাধু নহে। একে অপরের সঙ্গ করিতে গিয়া হরি বিস্মৃত হন বলিয়া পরস্পরের হরিসেবাবিমুখসঙ্গই তাহাদের দুরাচার। স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ দিয়াছেন,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্‌॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ শোচ্যেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।

স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকরা উচিত নহে, যেহেতু তাহারা কৃষ্ণসঙ্গ ভুলিয়া কৃষ্ণেতর সঙ্গোন্মত্ত সুতরাং অসাধু। তাহাদের দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল, তাহারা ভুক্তিকামনার তাড়নায় অশান্তচিত্ত ও মোহগ্রস্ত। ইহারা স্ত্রীলোকের ক্রীড়াপুত্তলি। ইহাদের সঙ্গক্রমে সত্য, পূতচরিত্র, দয়া, গাম্ভীর্য্য, বুদ্ধি, লজ্জা শ্রী, যশ, ক্ষমা, ভগবন্নিষ্ঠারূপ শম, ইন্দ্রিয় সংযমরূপ দম ও সকল সৌভাগ্য নষ্ট হইয়া যায়; অন্যত্র বলিয়াছেন,

"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥"

স্ত্রীসঙ্গে ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গে পুরুষাভিমানির যেরূপ বুদ্ধিনাশ ও সংসারবন্ধন সংঘটিত হয় অন্য কাহারও সঙ্গে ততদূর আশঙ্কা নাই। অন্যত্র

"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
সঙ্গিসঙ্গম

যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ অন্ধতমের দ্বার। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জনীয়। যোষিৎ সঙ্গ ত' বর্জ্জন করিতেই হইবে, আবার যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গও সমভাবে ঘৃণ্য।

এক্ষণে যোষিৎসঙ্গ কি ও যোষিৎসঙ্গী কে এই বিচার আবশ্যক। যোষিৎসঙ্গ অর্থে সাধারণতঃ অবৈধস্ত্রীসংগ্রহ ও পরিণীত স্ত্রীতে অত্যাসক্তি বুঝায়। অবৈধ স্ত্রীসংগ্রহে রত ব্যক্তিকে চরিত্রহীন অসৎ বলিয়া প্রত্যেক লোকেই জানে, কেন সে পাপী, সাধারণ সামাজিক নীতি পাপের প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত। আর যাহারা অত্যধিক স্ত্রৈণ তাহাদিগকেও লোকে বিশেষ সমাদর করে না যেহেতু তাঁহারা

জীবের নিত্যসেব্যবিগ্রহ ভগবানে উদাসীন হইয়া ভ্রান্তিক্রমে সেবা সজ্জায় সেবিকার সেবায় উন্মত্ত। অর্থাৎ তাহারা কেবল স্ত্রীচিন্তাতেই রত। হরি-সেবা ভুলিয়া ভোগ্যা স্ত্রীর মনোরঞ্জনই তাহাদের ব্রত! সুতরাং তাহাদের সঙ্গ করিলে স্ত্রীপ্রধান কথা ভিন্ন আর কোন আলাপ তাহাদের সহিত সম্ভবপর নহে। অতএব তাহাদের সঙ্গক্রমে হরিভক্তির কোন অবসর নাই। যদি বা কাহারও হরিকথা শ্রবণাদিতে কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা উদিত হইয়া থাকে, এই স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গক্রমে তাহারও মূলোচ্ছেদ হয়, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

আর যাহারা বিষয়ী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যাহাদের বিষয় অন্য, তাহারাও স্ত্রীসঙ্গী। তাহারা ভোগকামনাবৃত্তিতে জগতে প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তিকে নিজের ভোগ্য জ্ঞান করে, সকলের নিকট সেবা আশা করে। যোষিৎ অর্থে সেবিকা, যেহেতু যুষধাতুর অর্থ সেবা করা। যাহার নিকটেই তাহারা সেবা পায় তাহাই যোষিৎ তাহারা সর্ব্বত্র নিজসেবা আকাঙ্ক্ষা করিয়া জগতের সর্ব্বত্রই যোষিৎ দর্শন করে। পুত্রকন্যারূপে মাতা পিতার নিকট লালনপালনরূপ সেবা চাহিয়া মাতাপিতায় যোষিৎ দর্শন করে, ভ্রাতা ভগিনীর নিকট আদর যত্ন আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহাদিগকে যোষিৎভাবে দর্শন করে, মাতাপিতারূপে পুত্রকন্যায় সেবা ভক্তির আশা করিয়া পুত্র কন্যায় যোষিৎ দর্শন করে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরে যোষিৎ দর্শন করে, বন্ধুগণ পরস্পরে যোষিৎদর্শন করে। গুরুব্রুব ধনদ শিষ্যে যোষিৎদর্শন করে, শিষ্যব্রুব স্বীয় মতপোষক গুরুব্রুবে যোষিৎ দর্শন করে, এইরূপে স্বজনব্রুবগণ পরস্পরে যোষিৎ দর্শন করিয়া বিষয়ী। তাই বিষয়ী ও স্ত্রীসঙ্গী ভক্তিলিপ্সুর নিকট সমার্থ বাচক শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতেও স্ত্রীসঙ্গীর স্থলে একস্থানে বিষয়ীর উল্লেখ আছে যথা,

> নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
> পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
> সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
> হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

যাহারা নিষ্কিঞ্চন হইয়া শ্রীভগবানের ভজনে উন্মুখ ও ভক্তিপ্রভাবে সংসার বন্ধননাশে যাহাদের প্রযত্ন, তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ীর ও যোষিতের দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু। আবার এই সকল স্বজনব্রুব আমাদের হরিভজনে সহায়তা করিয়া যথার্থ স্বজন হইতে পারেন, তখন তাঁহারা আমাদের গুরু, আর তাহা না করিলে সকলেই আমাদের অসৎসঙ্গ। তাই শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ দিয়াছেন,

> "গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
> পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
> দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
> ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"

এই সকল স্বজন নহেন স্বজনব্রুব, দেহাত্মবুদ্ধিতে ইহাদিগকে আত্মীয়জ্ঞানে সঙ্গ করিলে, আমাদের পতন হয়, আমরা পশু অপেক্ষাও নির্ব্বোধ হইয়া যাই। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগের "গোখর" আখ্যা প্রদান করেন।

> "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
> স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
> যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
> জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

কলত্রাদিতে অর্থাৎ পুত্রকন্যা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী স্ত্রী প্রভৃতিতে মমত্ব বুদ্ধিই যোষিৎসঙ্গ, ইহাই বিষয়।

আর অসাধু কৃষ্ণাভক্ত। যোষিৎসঙ্গীও কৃষ্ণাভক্ত তবে স্বতন্ত্র উল্লেখ যাহারা যোষিৎসঙ্গী নহেন অথচ কৃষ্ণভক্তিহীন॥ যাঁহারা জড় ভোগরহিত

হইয়া নির্ভেদব্রহ্ম-সন্ধানতৎপর হইয়া মায়াবাদী, বা পরমাত্মলীন হইতে গিয়া যোগী তাহারাও অসাধু, তাহাদের সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি নাশপ্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণভক্ত অতি বিরল। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে :

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"
"কোটী বেদনিষ্ঠ মধ্যে এক কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মী মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক জ্ঞাননিষ্ঠ।
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটীমুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অতএবজ নমাত্রেই সাধারণতঃ স্ত্রীসঙ্গীও কৃষ্ণাভক্ত। সেই জন্য জনসঙ্গীই স্ত্রীসঙ্গীর ও কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ। অতএব শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও সঙ্গ করণীয় নহে, কেননা সাধুসঙ্গই সর্ব্ব সঙ্গাপঃ ও নিঃসঙ্গত্ব—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের আদেশ।

সখ্য

শ্রীভগবানে যখন আমাদের ঐকান্তিকতা প্রবল হয়, যখন ঘনিষ্ঠভাব ক্রমশঃই গাঢ় হইয়া পড়ে, তখন ভগবান আমাদের ষড়ৈশ্বর্য্যশালী প্রভুতত্ত্ব, আমাদের সহিত অত্যন্ত দুরান্বয় বিশিষ্ট, আমাদের চিন্তার অতীত তত্ত্ব—এ ভাব আর আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, আমাদের জড়চিন্তা দূরীভূত হইয়া চিন্ধারণা বলবতী হয়, শ্রীভগবানে আমাদের মমতা বৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণে বিশ্রম্ভভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে, এই অবস্থায় আমাদের সখ্য রতির উৎপত্তি। তখন ক্রমে আমাদের পরিচর্য্যার বিষয় উচ্চতর হইতে যে সমস্তরে নীত হয়, শ্রীকৃষ্ণে আমাদের মিত্রজ্ঞান হয়। অনন্তসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,

পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষু চ শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ॥

এই সখ্যরতিতে প্রেম বিশ্রম্ভভাবনাই প্রধানা, সুতরাং দাস্যরতি হইতে ইহা উত্তমা।

আর পরমেশ্বরের যে সখ্য তাহা অসম্ভব বা আশ্চর্য্য নহে। জীব কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, জীবে অচিদ্ধর্ম্মের ক্লেদ থাকিতে অর্থাৎ স্বয়ং ভোক্তা এই বুদ্ধি থাকিতে জীব নিজস্বরূপ ধর্ম্ম কৃষ্ণদাস্যে অবস্থিত হইতে পারে না। নির্ম্মলজীবই কৃষ্ণদাস্যতৎপর, নির্ম্মল জীবও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। এই সজাতীয়ত্বপ্রযুক্ত পরমেশ্বর ও জীবের মধ্যে সমত্ব বোধক সখ্যরসের বর্ত্তমানতা স্বাভাবিক। অর্চ্চনবিধিতেও যে ভূতশুদ্ধিরূপা প্রক্রিয়া আছে তাহার মর্ম্ম এই যে পূজকে শ্রীভগবানের সমজাতীয় হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। শাস্ত্রে বিধান আছে, "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।" অদেব দেবের অর্চ্চন করেন না। সেব্য ও সেবক সমজাতীয় তত্ত্ব। অতএব তাঁহাদের মধ্যে সখ্য-স্থাপন অযোগ্য নহে। কিন্তু যদি পূর্ব্বপক্ষ করা যায় যে সখ্যভাব অর্থাৎ সমভাব সেবাবৃত্তিবিরুদ্ধ, তাহা হইলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে সেবাই উৎকর্ষলাভ করিয়া সখ্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। সখ্যে বিশ্রম্ভ সেবা সেব্যের অতিপ্রিয়। সুতরাং সখ্য পরম-সেবানুকূল। সখ্য রসের ভক্ত শ্রীদাম বিপ্র বলিয়াছেন,

"তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্য মৈত্রী
দাস্যং পুনর্জন্মনিজন্মনি স্যাৎ।"

এখানে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ টীকা করিয়াছেন, "সৌহৃদং প্রেম, চ সংখ্যং হিতাশংসনঞ্চ, মৈত্রী উপকারকত্বং দাস্যং সেবকত্বঞ্চৈতৎ (সমাহারে একবচনং)। তস্য তৎসম্বন্ধি মে মম স্যাৎ ন তু বিভূতিরিতি।" সৌহৃদসখ্যমৈত্রীদাস্য—একতত্ত্ব। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ সখ্য বলিতে অর্থ করিয়াছেন "স্বস্য তন্মিত্রত্বভাবনা দৃঢ় বিশ্বাসশ্চ।"

তথাপি দাস্যপ্রেমও সখ্যপ্রেমে একটু পার্থক্য আছে। দাস্যপ্রেম মমতা থাকিলেও ভগবান্ প্রভু এই বুদ্ধি বর্ত্তমান্। তাহাতে ভয় ও সম্ভ্রমের আধিক্য ঘনিষ্ঠসম্বন্ধের অল্পতাপ্রযুক্ত রসের ততদূর উৎকর্ষ নাই। এই ভয় ও সম্ভ্রম বিগত হইলে বিশ্রম্ভ বা একান্ত বিশ্বাসরূপ ঘনিষ্ঠভাবের উদয় হয়, তাহাতে কৃষ্ণে ও তৎসখার মধ্যে সমতা ভাব বহুল। তাই শ্রীরামানন্দ রায় দাস্যপ্রেমকে সাধ্যসার বলিলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন "এহো হয় আগে কহ আর।" তাহাতে "রায় কহে সখ্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।"

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

রাখাল বালকগণের কত ভক্ত্যুন্মুখ পুণ্যই না পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল যাহাতে তাঁহারা মুনিগণের ব্রহ্মসুখানুভূতির বিষয়, দাসরসাশ্রিত ভক্তগণের পর দেবতা, মায়াবদ্ধগণের দৃষ্টিতে নরবালকরূপে প্রতীয়মান, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সখাজ্ঞানে তাঁহার সহিত ক্রীড়ারস মত্ত হইয়া তাঁহাকে অতুল আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভু বলিলেন—"এহোত্তম" তবে নবধাভক্ত্যঙ্গের অষ্টমাঙ্গ সখ্য বলিতে স্বামিপাদ "তাদৃশ্বাসাদি" টীকা করিয়াছেন, অর্থাৎ ভগবচ্চরণে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিই আমাদের পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তির দ্বার এই বুদ্ধি হইতে সঞ্জাত ভাব। দাস্যপ্রেমেও এই সখ্য বর্ত্তমান। এই প্রারম্ভিক সখ্যের পুষ্টিক্রমেই মুখ্য সখ্যরসের উৎপত্তি হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্য-প্রসঙ্গ।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে উৎসবের পর কয়েকজন ভক্ত সমভিব্যাহারে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ ময়ূরভঞ্জে প্রচার করিতেছিলেন, পাঠকগণ অবগত আছেন। বারিপদা মহারাজ বাটীর অন্তঃপ্রাঙ্গণে মহারাজ-পিতৃব্য রাউৎরায় সাহেবের উদ্যোগে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত রাজকর্ম্মচারী, স্থানীয় কয়েকজন ইংরাজ মহিলা ও ভদ্রলোক এবং হার হাইনেস মহারাণী মহোদয়ার সমক্ষে বৃহৎ সভায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ইংরাজী ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সমবেত সকলকেই বিস্মিত করিয়াছেন। তখন প্রশ্ন-পরম্পরায় সকলে জানিতে পারিলেন যে স্বামীজী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও তাঁহার সর্ব্বস্ব সমেত শ্রীহরিসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

উড়িষ্যায় নামপ্রচার—পুরী জেলায় জরি-পাড়া গ্রামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় এবং অপর কয়েকজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে শ্রীশ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছেন। গত ২৩শে ও ২৪শে জুলাই

তারিখে তিনি স্থানীয় শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ রায় এবং ভক্তবর শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক উকীল মহাশয়ের গৃহে উচ্চ সংকীর্ত্তনে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের অপার আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তনান্তে স্থানীয় বালকবৃন্দ-গঠিত কীর্ত্তন-দলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক কাজীদলন লীলা-কীর্ত্তনে শুদ্ধভক্ত-হৃদয়ে সেই প্রকটকালীয় গৌরলীলা স্মৃতি জাগাইয়া অপার আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। গৌড়ীয় ও উড়িয়া ভক্তবৃন্দের অপূর্ব্ব সমাবেশ, সমবেত বহুলোকের উচ্চকণ্ঠে গগনভেদী শ্রীশ্রীহরিনাম-ধ্বনি গ্রামবাসীর হৃদয়ে এক অভিনব ভাব আনয়ন করিয়াছিল।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রচার—গত ২৬শে জুলাই তারিখে ভারতী মহারাজ ও গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় ভক্তবৃন্দসঙ্গে গাঞ্জাম জেলার খালিকোট রাজবাড়ীতে উপস্থিত হন এবং তত্রস্থ রাজ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সুবৃহৎ মন্দিরে অবস্থান করেন। এই মন্দিরটী ৮০ হাত উচ্চ এবং ৫।৬ বিঘা জমীর উপর অবস্থিত। উৎকল দেশের মধ্যে এই মন্দির তৃতীয় স্থান অধিকার করে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে খালিকোটের বর্ত্তমান রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মরদরাজ দেও এর পিতামহ স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত নারায়ণ মরদরাজ দেও সাহেব এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া নিত্য-সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে শ্রীজগন্নাথ দেবের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় ২২০০০৲ টাকা। প্রধান প্রধান পর্ব্ব-গুলি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়; শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার প্রচারকবৃন্দ ২৬শে তারিখে সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে আরতি-কীর্ত্তনে এবং তৎপর দিন প্রাতে নগর সঙ্কীর্ত্তনে স্থানীয় লোকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করেন। ২৭শে জুলাই বেলা ৫ টায় শ্রীমন্দিরে স্থানীয় লোকের আগ্রহ ও চেষ্টায় একটী সভা হয়। প্রায় ৪০০ শত শ্রোতা (মাদ্রাজী ও অল্প সংখ্যক উড়িয়া) উপস্থিত হন। প্রথমে ভারতী মহারাজ প্রায় ২।৩ ঘণ্টা কাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিচয়-দানে জীবের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার দেখাইয়া শ্রীহরিনামই একমাত্র জীবের সাধ্য ও সাধনাতত্ত্ব বুঝাইয়া দেন। পরে সকলে বাঙ্গালা বুঝিতে পারায় বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা হয়। উচ্চসংকীর্ত্তনে সমাগত লোকদিগকে নাচাইয়াছিলেন। যে মনোরম দৃশ্য, যে বহুজনের মিলিত উচ্চকণ্ঠ-নিঃসৃত শ্রীহরিনামধ্বনি দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত অবর্ণনীয়। কীর্ত্তনশেষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা মিশ্রিত মণিপ্রবাল ভাষায় সাধুসঙ্গই যেজীবের ভবসাগর পারের তরণী তাহা বুঝাইয়া দেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন। স্থানীয় আবাল-বৃদ্ধ সকলেই এককণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের জীবনে এতদঞ্চলে ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী তাঁহারা এই প্রথম দর্শন করিলেন। শ্রীমন্দিরে মহান্ত, রাজ-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন বাবু এবং শ্রীযুক্ত কেশব রাও প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তের সৌজন্যে প্রচারকবৃন্দ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

ভারতীয়

ভারতে বিমানপোত—ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিমান পোত বাহিনীর সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট চার্লি স্মিথের প্রস্তাবের মূলনীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

হত্যাপরাধে মুক্তি- গেইনসফোট নামক একজন গোরা সৈনিক রিসালপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের নিকটবর্ত্তী গাণ্ডেরী গ্রামের রহিমুল্লা নামক একজন গাড়োয়ানকে হত্যা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। লাহোর হাইকোর্টে তাহার বিচার হইয়াছিল। জুরীরা আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করায় জজ তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন। কুকুরমারা লইয়া ব্যাপার।

সাহেবের বিচার—মেদিনীপুর জমিদারী-কোম্পানী সাহেব ঐ কোম্পানী তাহাদের কতক-গুলি সাঁওতাল প্রজার নামে দাঙ্গাহাঙ্গামা, লুট প্রভৃতির অভিযোগ আনে। মেদিনীপুরের 'ম্যাজিষ্ট্রেট' মিঃ কোটসের কাছে মোকদ্দমার বিচার চলিতেছিল। কিন্তু বিচারের সময় 'ম্যাজিষ্ট্রেট' নাকি ফরিয়াদী জমিদার কোম্পানীর গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। ব্যাপারটা এমনই অশোভন যে, হাইকোর্ট হইতে অন্ত বিচারকের আদালতে মোকদ্দমাটি স্থানান্তরিত করিবার হুকুম হইয়াছে।

নাভারাজ্য—ভারত-গবর্ণমেণ্ট নাভারাজ্য শাসন করিবার জন্য একজন এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানান আবশ্যক মনে করেন। যখন নাভার মহারাজ গদীত্যাগে অনুমতি চান, তখন তাঁহার পুত্রের নাবালকত্বের সময়ে একজন সিভিলিয়ান কর্ত্তৃক রাজ্য-শাসনের অভিলাষ জানান। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ একটী কাউন্সিল কর্ত্তৃক শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত করা হয়। গবর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র সম্ভব একটি কাউন্সিল নিযুক্ত করিবেন।

প্রায়োপবেশন ভঙ্গ—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন ২৬ দিন হুগলী জেলে প্রায়োপবেশন করিতে-ছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি উপবাস ভঙ্গ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

'সার্ভেণ্ট' মানহানি-মামলার জের—সকলের স্মরণ থাকিতে পারে যে গত বৎসর ভবানী-পুরের সভায় শ্রীমতী হেমনলিনী ঘোষের প্রহৃত হওয়া সম্পর্কে মিঃ কিড্ 'সার্ভেণ্ট' পত্রের বিরুদ্ধে যে মানহানি মামলা আনয়ন করিয়াছিলেন মিঃ কিড্ 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত তড়িৎকান্তি বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করেন। সম্প্রতি মিঃ কিড 'অমৃতবাজারের' বিরুদ্ধে মামলা উঠাইয়া লইয়াছেন।

জেল কর্ম্মচারীর দণ্ড—বিশাপুর জেলে কয়েদীদের প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার হইতেছে বলিয়া অভিযোগ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিকার করিতেছেন। জেলের কয়েদীর সংখ্যা কমান হইয়াছে। কোনওপ্রকার অবিচার অথবা দুর্ব্ব্য-বহারের সংবাদ যাহাতে অবিলম্বে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পৌছে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জেলের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ব্যবস্থারও উন্নতি করা হইয়াছে। জেলার এবং একটী এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে

গুণ্ডাগিরি—গত সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যার সময় একটী লোক সেণ্ট্রাল এভেনিউ দিয়া যাইতে-ছিল। সে রামবাগান লেনের মোড়ে আসিয়াছে, এমন সময় তিনজন লোক পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঘাড়ে ছুরি মারে। লোকটী মাটিতে পড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে কিন্তু কেহ আসিবার আগেই আততায়ীরা পলায়ন করে। পুলিশ খবর পাইয়া সেইস্থানে পৌছিয়া আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করে। কিন্তু হাসপাতালের রাস্তাতেই হতভাগ্য পথিকের মৃত্যু হইয়াছে। কয়েকজন গুণ্ডাও ধৃত হইয়াছে।

সংস্কৃত কলেজের কাণ্ড—ইংরাজী অধ্যাপক ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য বরখাস্তের নোটীশ পাইয়া হার্টফেল রোগে সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। লজিক অধ্যাপক ফকীরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণও নোটীশ পাইয়াছেন। পি, আর, এস ধীরেশচন্দ্র আচার্য্য (ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষের পুত্র, সংস্কৃতাধ্যাপক), ইংরাজী অধ্যাপক শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও দর্শনের অধ্যাপক পি এচ্ ডি মহেন্দ্রনাথ সরকার সাবর্ডিনেট সার্ব্বিসে অবনীত হইতেছেন। আচার্য্য মহাশয় নাকি স্কুলের হেড পণ্ডিত হইবেন। সংস্কৃত কলেজে পাণ্ডিত্যের ও অভিজ্ঞতার এত অনাদর কেন হইল? বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট অধ্যক্ষের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন, যখন বিশ্ববিদ্যালয়কে না জানাইয়া অধ্যাপক-সংখ্যার হ্রাস করা হইয়াছে তখন কেন কলেজকে বিশ্ববিদ্যা-লয়-সম্পর্কচ্যুত করা হইবে না? দেশের গৌরব বহুকালের শিক্ষাস্থান, এই গবর্ণমেণ্ট কলেজকে এ দুর্দ্দশায় পতিত করিবার জন্য কাহার দায়িত্ব—ইহার উত্তর কাহার নিকট পাওয়া যাইবে?

ফুটবল—মোহনবাগান টীম শীল্ড ফাইনেলে উঠিয়াছিল, কিন্তু গত শনিবার ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হওয়ায় ও রেফ্রীবিভ্রাট জন্য ক্যালকাটার নিকট তিন গোলে হারিয়াছেন।

জোড়াবাগান হইতে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ বাহির হইয়া গত বৎসর খেলা হইয়াছে এবং মোহন বাগান প্রমুখ খুব বড় বড় অনেকগুলি ক্লাব ও কয়েকটী সাহেব টীমে যোগদান করিয়াছেন। খেলা খুব জোর হইবে।

লালাজীর অসুখ বৃদ্ধি জেলে লালা-লাজপৎ রায়ের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ি-তেছে। প্রত্যহ জ্বর হয় এবং ৩।৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তিনি থাকিয়া থাকিয়া বড়ই কষ্ট পান। জ্বর ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে। শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে তিনি চেয়ারে বসিতে পারেন না। ক্ষুধা একদম নাই। তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন

বৈদেশিক

ক্ষতিপূরণ সমস্যা—ক্ষতিপূরণ সমস্যা সম্বন্ধে ফরাসী ও বেলজিয়ম ইংরাজদের প্রস্তাবের উত্তরে একমত হইতে পারে নাই। ফরাসী ও বেলজিয়াম রবিবার ও সোমবার এই দুই দিনে তাহাদের স্ব স্ব উত্তর প্রদান করিবে স্থির হইয়াছিল তবে জার্ম্মাণীকে কোন মিটমাটের কথার পূর্ব্বে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বন্ধ করিতে হইবে এবং রুঢ় হইতে ফরাসীদের উঠিয়া আসিবার পূর্ব্বে জার্ম্মাণীকে যথোপযুক্ত টাকা প্রদান করিতে হইবে এই দুই বিষয়ে ফরাসী ও বেলজিয়ম একমত।

রুঢ় সংবাদ—ফরাসী রুঢ় অধিকৃত স্থান সমূহ জার্মাণী হইতে সর্বপ্রকারে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং অধিকৃত স্থান সমূহ হইতে এই ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মার্কের মূল্য—মার্কের মূল্য ক্রমাগত কমিতেছে বলিয়া জার্ম্মাণীতে নানা বিষয়ে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। অনেক কারবারী ব্যবসায় গুটাইয়া ফেলিতেছে। গত ২৭শে জুলাই তারিখে লণ্ডনে মার্কের দর পাউণ্ডে ৩৫ লক্ষ পর্য্যন্ত নামিয়াছিল।

তুরস্ক-সন্ধি—তুর্ক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে এবং সম্পর্কে মোট ১৪টী দলিল উভয় পক্ষ দস্তখত করিয়াছেন। মূল-সন্ধিসর্ত্ত ছাড়া প্রণালী থে্সের সীমানা বিষয়ে ও বাণিজ্য ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়েও দলীল স্বাক্ষরিত হইয়াছে। একমাত্র যুগোশ্লাভিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে নাই। তাহারা বলে যে, তাহাদের উপর ঋণের ভাগ বেশী ধরা হইয়াছে।

কেনায়ায় ভারতবাসী—কেনায়া সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, উহাতে দেখা যায় যে কেনায়া একটী ক্রাউন কলোনীই থাকিবে। ভারতগবর্ণমেণ্ট কেনায়া সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রস্তাব দিয়াছিলেন ঔপনিবেশিক অফিস তাহা গ্রহণ করেন নাই। আদিম অধিবাসিগণের স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে দেখা হইবে ব্যবস্থাপক সভাতে সাম্প্রদায়িক প্রথা গৃহীত হইবে এবং ভারতবাসীদের ভোটাধিকার আরও ব্যাপকভাবে প্রদান করা হইবে। শ্বেতাঙ্গদের হইতে ভারতীয়দের পৃথক করার প্রথা নাকচ করা হইল। উচ্চভূমিগুলি পূর্ব্বমত শ্বেতাঙ্গদেরই থাকিবে। নিম্নভূমিতে কতকটা স্থান ভারতীয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে এবং ইমিগ্রেশন সম্বন্ধে কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম করা হইবে।

গাঁদাফুল

পত্রান্তরে প্রকাশ বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে গাঁদাফুল অনেক রোগের মহোপকারী ঔষধ। ইহার ন্যায় সুলভ অথচ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না গাঁদার পত্র পুষ্প বীজ সমস্তই উপকারী। এই ফুলের বীজ যাবতীয় শুক্রদোষ দূর করে। একটী গাঁদা ফুলের সমুদয় বীজগুলি প্রতিদিন চিনির সহিত সেবন শুক্রমেহের স্খলন-রোগের (নিদ্রাবস্থায়) আশ্চর্য্য উপকার হয়। পৃষ্ঠব্রণ ও অন্যান্য দুষ্টক্ষতে গাঁদাপাতা বাঁটিয়া ময়দার সহিত মিশাইয়া অল্প উত্তপ্ত করতঃ পুলটীস্ দিলে ব্রণের দূর হয়। এই পুলটীসে ব্রণ নরম এবং সমস্ত দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া শীঘ্র আরাম হয়। (ঢাকা প্রকাশ)

নিম

নিমগাছ আবাস স্থানের নিকটে থাকা ভাল, ইহাদ্বারা দূষিত বায়ু সংশোধিত হয়। বসন্তকালে নিম খুব দরকারী, একটি মুখপ্রিয় খাদ্য। নিম প্লেগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাঁচা নিমপাতা বাটিয়া তাহার সহিত একটু লবণ মিশাইয়া ছোট ছোট বড়ি করিয়া খাইলে নাকি প্লেগ আক্রমণ করিতে পারে না। বরদারাজ্যে অনেক নিমগাছ সেখানে প্লেগের সময় যাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া নিমতলায় আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশ লোকই প্লেগাক্রান্ত হয় নাই। নিমে কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

প্রথম খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩০ { ৫০শ সংখ্যা

পরলোক

আমাদের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান হইতে আমরা ইহলোকের ধারণা লাভ করি। এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে সম্বল করিয়া পরলোকের ধারণা কতদূর সম্ভব, তাহাও দেখা আবশ্যক। ঐহিক ইন্দ্রিয়গুলিদ্বারা যে সকল ঐহিক ধারণা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত, উহার সকলগুলিই আমাদের শরীর-পতনে এইখানেই রহিয়া গেল, আর যে জিনিষটী স্থুল শরীর হইতে বিচ্যুত হইল, তাহার কোন সন্ধানই আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ করিতে সমর্থ হইল না। আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও তাহার পরিণতি অনুমান সম্বল করিয়া পরলোকে যাইবার জন্ত চেষ্টা হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাদৃশ অনুমান সেখানে কতদূর কার্য্যে লাগিবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। লৌকিক প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও তদনুবর্ত্তী অনুমান ইহ জীবনেই অসত্য নিরাকরণ করিয়া সত্য ধারণায় উপনীত করায়। যেখানে স্থুল ইন্দ্রিয়গুলি চলচ্ছক্তিরহিত হইল, তথায় ইন্দ্রিয়-পরিচালক মন বাহ্য-করণের অভাবে অন্তঃকরণসমূহকে চালনা করিতে পারে মনে করিয়া যদি আমরা স্থুল উপাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, তাহা হইলে সূক্ষ্ম উপাধিতে অন্তঃকরণ লইয়া বিচরণ করি। ইহাও পরলোকের একটী স্তর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ইহলোকে পূর্ব্বে বাসনা, পরবর্ত্তী কালে স্থুল জগতের সান্নিধ্যে ক্রিয়া-কলাপ। যেখানে স্থুলের সংস্পর্শ হইল না, তথায় ঘনীভূত করাইয়া, স্থুল-বিষয়ে সংলিপ্ত করে। ইহলোকে স্থুল-সূক্ষ্ম-মিশ্রিত ভাব যে সময়ে স্থুলের সহিত সূক্ষ্ম বিচ্ছিন্ন হয়, তখন দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু সেই সূক্ষ্ম প্রতীতি স্থুলের সংমিশ্রণে জাত, সে কারণ সূক্ষ্ম ও স্থুলাধারে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, জন্মান্তর-বাদী শাক্যসিংহ, জৈমিনী প্রভৃতি মনীষিগণ এরূপ স্বীকার করেন। স্থুলোপাধির অভাবে

সূক্ষ্মোপাধি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়জগৎ হইতে বিরামলাভ না করিলে ঐহিক অশান্তি নিরাকৃত হয় না। আবার সূক্ষ্মোপাধির উন্নতাংশ স্বর্গাদিকে অনেক বিচারক-সম্প্রদায় আকাশ-পুষ্প অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া মনে করেন। মৃত গাভী কখনও ঘাস ভক্ষণ করেনা,পিতৃ-উদ্দেশে প্রদত্ত শ্রাদ্ধপিণ্ড ও তর্পণ-জলাদি কিরূপ-ভাবে প্রেতাদি-লোকপ্রাপ্ত পূর্ব্ব পুরুষগণ পাইবেন, এ বিষয়েও প্রত্যক্ষবাদিগণের মধ্যে নানা মত-ভেদ উপস্থিত হয়। পাপপুণ্য-মিশ্র অবস্থায় এই স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিতে এই জগতে অবস্থান, কেবল পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গাদি-গতি, কেবল পাপ-প্রভাবে নরকাদিই আমাদের গম্যস্থান হয়। স্বর্গ, নিরয় ও কর্ম্মভূমি—এই ত্রিভুবনই অক্ষজ-জ্ঞান ও অনুমানের প্রাপ্য ভূমিকা। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে, এই ত্রিভুবনই অথবা সপ্তব্যাহৃতি ও সপ্ত অবর লোকে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রাধিষ্ঠিত রাজ্যে জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও ইন্দ্রিয়-তৎপরতাই লক্ষিত হয়। ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে অতীন্দ্রিয় পুরুষগণ বাস করেন। সেখানে জীবের ইন্দ্রিয়জ বাসনা নাই। নশ্বর ইন্দ্রিয় তথায় গমন করিতে অসমর্থ। তাদৃশ পরলোক, বিচারকের ভাষায়, পরোক্ষবাদ-লক্ষিত চতুর্দ্দশভুবনাতীত গুণ-ত্রয়-সাম্য-সলিল বিরজা নদীর অপর পারে স্থিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক। কাহারও কাহারও বিবে-চনায় এই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মধামই মুক্ত পুরুষগণের লভ্য ভূমিকা। এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান স্তব্ধ হওয়ায় ভোগময় বস্তুবিশেষকে পাওয়া যায় না। যাঁহাদের বিচারে ইহাই পরলোক,তাঁহারা ইহ জগতে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলিয়া খ্যাত। এইরূপ পরলোক লাভ করাইবার জন্য নাস্তিক প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী ব্যস্ত। আর প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী, আত্মার নিত্যধর্ম্ম ভক্তি—এই বেদ-প্রতিপাদ্য অভিধেয় বিনষ্ট করিয়া নির্ব্বিশেষ-ধামকেই পরলোক বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাও এই পার্থিব জ্ঞানের অভিনিরসন মাত্র। উহা কখনই 'নিত্যধাম'শব্দ বাচ্য হইতে পারে না। যেখানে অনিত্যের উপাধি প্রবল, তাদৃশ অজ্ঞান-দৃপ্ত জ্ঞানী যে কাল্পনিক মুক্তধামের কল্পনা করেন, তাহা তাঁহার অধিকৃত বিষয় নহে। সুতরাং অন্ধ-কারে ঐরূপভাবে হাঁতড়াইতে গেলে তাহা পরলোক নাও হইতে পারে। পরলোকে ইহলোক অপেক্ষা এমন একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান—যদ্দ্বারা আমরা ইহলোকের সহিত পরলোকের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি। সেই পরলোক-সম্বন্ধীয় আলোচনার আভাস দিবার উদ্দেশে 'গৌড়ীয়' সাময়িক পত্রখানি নানা প্রকারে সংসারাভিনিবিষ্ট জীবকুলকে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য বর্ষকাল চেষ্টা করিয়াছেন। আগামী বর্ষেও সেই চেষ্টা আরও সুষ্ঠুভাবে করিবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গের ঐকান্তিক ভক্ত গৌড়ীয় চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। পারলৌকিক জ্ঞানকেই অপর ভাষায়'পরমার্থ' বলে; আর, ঐহিক জ্ঞানকেই পারমার্থিকের ভাষায় 'অনর্থ' বলে। ঐহিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান ইহলোকে জীবকে উদ্দামভাবে নৃত্য করায়। আবার, উদ্দাম নৃত্যের বিশ্রামস্থলী বলিয়া নির্ব্বিশেষ ভাবকেই চরম প্রাপ্য বলিয়া নিরূপণ করে। যাঁহারা পরমার্থে অভিজ্ঞ, তাঁহারা জীবের মুক্ত অবস্থাকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলিয়া বদ্ধজীবকুলকে বুঝাইয়া থাকেন। ভগবানের পারমাত্ম্য-ভাব শুদ্ধজীবাত্মার গ্রহণীয় বিষয়-জ্ঞানে বৈদান্তিক অপরোক্ষ-বাদের অবতারণা করেন। ইহাই জীবাত্মার অধোক্ষজ-সেবা। 'গৌড়ীয়' সাময়িক পত্রের কেবল পরমার্থের কথা আলোচনা করিতে গেলে অক্ষজ জ্ঞানবাদী সন্তুষ্ট হন না বলিয়াই অক্ষজজ্ঞানি-সজ্জায় পারমার্থি-কের ইহাই প্রয়াস।

বৈষ্ণবাপরাধ

সাত্বত পুরাণশাস্ত্র দশবিধ নামাপরাধমধ্যে সাধুনিন্দা বা বৈষ্ণবাপরাধকেই সর্ব্ব প্রথম অপরাধ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন ; যথা—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাং॥"

অর্থাৎ যে সকল নাম-সেবনকারীর শ্রীমুখাৎ জগতে নাম প্রকাশিত হন সেই সকল শুদ্ধনামাশ্রিত অধোক্ষজ-সেবকদের যদি নিন্দা করা হয়, তবে পরম অপরাধ হয়, নাম তাহা সহ্য করেন না।

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রও 'অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা, উপাখ্যানে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীগীতা--"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ"—এই শ্লোকে অনন্যভজন-পরায়ণ; অর্থাৎ কৃষ্ণৈকশরণ ভক্তের যদি অজ্ঞ-দৃষ্টিতে কোনও দুরাচার দৃষ্ট হয়, তবেও তিনি অনন্যভজনযুক্ত বলিয়া সাধু বলিয়াই পরিগণিত; এবম্বিধ সাধুর নিন্দায় বৈষ্ণবাপরাধ হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ভজনপরায়ণ নহে—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশার বশবর্ত্তী হইয়া কপটভাবে ভক্তের সজ্জা মাত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অসদাচারের সমালোচনা না করিলে অসদ্বিষয়ে লোকের নিষ্ঠা জন্মে ও ব্যতিরেকভাবে অসৎসঙ্গ হয়। অসৎসঙ্গ-ত্যাগই যদি বৈষ্ণবাচার হয়, তবে অসৎসঙ্গ-ত্যাগে সুদৃঢ় নিষ্ঠা থাকা একান্ত আবশ্যক। 'নিন্দা'শব্দদ্বারা দ্বেষ এবং দ্রোহ প্রভৃতি উপলক্ষিত হয়। এরূপ সমালোচনা-মূলে দ্বেষ বা দ্রোহ নাই এবং তাহাদের কল্যাণ-চিন্তাই উদ্দেশ্য।

লোকশিক্ষক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদ-বৃন্দ সকলেই অসাধু, অভক্ত ও কপট লোকের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা, শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর নিজপুত্র দিগকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন-লীলা ইহার সাক্ষী।

লোকাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দর লোকশিক্ষার্থে নিজ মাতৃদেবীর অদ্বৈতপ্রভুর চরণে অপরাধ ছল করাইয়া সাক্ষাৎ দেবকীস্বরূপা জননীকে পর্য্যন্ত প্রেমদানে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ যখন শচীমাতাকে প্রেমদান করিবার জন্য গৌরসুন্দরকে পুনঃ পুনঃ সকাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন তখন লোকশিক্ষকাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া উঠিলেন—

"বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি।
যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ-স্থানে।
তুমি জান দেখ ক্ষয় হইল কেমনে॥
নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ॥
অদ্বৈত-চরণধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায়॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২শ।

বিশ্বম্ভরাগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে হরিকথা-আলোচনায় সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করতঃ সংসার ত্যাগ করেন। তৎপরে বিশ্বম্ভরও বিশ্বরূপের ন্যায় উদাসীন হইয়া অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে কাল কাটাইতে লাগিলেন দেখিয়া পতিবিরহিতা ও পুত্রহারা শ্রীশচীদেবী একদিন বলিয়াছিলেন—

"অনাথিনী মোরে ত কাহার নাহি দয়া।
জগতে অদ্বৈত, মোতে সে অদ্বৈত-মায়া॥"

শচীদেবীর সবেমাত্র এই অপরাধ। এইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর নিজ জননীকেও প্রেমদানে কুণ্ঠিত হইলেন। পরে যখন শচীমাতা ভাববিহ্বলা অদ্বৈতে

চার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, তখন গৌরসুন্দর মাতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রেমদান করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন :—

"জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ সাবধান॥
শূলপাণিসম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ যায়—কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
অন্যের কি দায়, গৌরসিংহের জননী।
তাহানেও 'বৈষ্ণবাপরাধ' করি গণি॥
বস্তুত বিচারেতে সেহো অপরাধ নহে।
তথাপিহ 'অপরাধ' করি প্রভু কহে॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ

দেবানন্দ পণ্ডিত নামে এক সদাচারী, আকুমার ব্রহ্মচারী ভাগবতের মহাধ্যাপক বলিয়া খ্যাত, পরম পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্রীবাসের চরণে অপরাধ ছিল। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এক দিন দেবানন্দ পণ্ডিতের বাড়ী গিয়া তাঁহার ভাগবত পুঁথি ছিড়িতে উদ্যত হইলেন ও বলিতে লাগিলেন যে, সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ শ্রীভাগবত ও শ্রীনাম কখনও অপরাধীর মুখে কীর্ত্তিত হয় না। কেবল অপরাধ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রভু বলিলেন—

"মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভাল মতে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?
বুঝিলাম, তুমি যে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত॥"

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২শ।

বৈষ্ণবাপরাধের ন্যায় গুরুতর অপরাধ আর নাই। বৈষ্ণবাপরাধ-ফলে পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতি-সমূহ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। একবার একটী বৈষ্ণবাপরাধ হইলে উহা পুনরায় শত শত অপরাধ প্রসব করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপ-শিক্ষাতে বৈষ্ণবাপরাধকে মত্তহস্তিসদৃশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী ভক্তিলতার নব-অঙ্কুরিত বীজকে উৎপাটিত করিয়া দেয়; যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১৯শ—

"যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতিমাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥"

বাটপার হইতেও বৈষ্ণবাপরাধী অধিক নিন্দার্হ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকেই কৃপা করিয়াছেন।

"বাটপার সবে মাত্র একজন্মে মরে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দক সংহারে॥"

জগাইমাধাই এমন অপরাধ নাই—যাহা জীবনে করেন নাই; কিন্তু একমাত্র বৈষ্ণব-নিন্দারূপ অপরাধ না থাকাতে তাহাদের সহজেই উদ্ধার হইল।

"সর্ব্বপাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল॥"
"মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে॥"

এই কথা পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, নামাপরাধী, বৈষ্ণবাপরাধী, কপটের চরিত্র পর্য্যন্ত আলোচনা করা অনুচিত; বাস্তবিক তাহা নহে। শাস্ত্র ও মহাজনগণ এইসব ব্যক্তিদিগের প্রতি ক্রোধ ও উপেক্ষা-প্রদর্শনের জন্যই বলিয়াছেন—

"ক্রোধ ভক্তদ্বেষীজনে"—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। সাধুগণ যখন ঐরূপ কপটব্যক্তিদিগের চরিত্র আলোচনা করেন, তখন তাঁহারা ব্যতিরেকভাবে ঐ পাষণ্ড লোকদের প্রতি কৃপাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাহাদ্বারা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণও অসৎ পথ হইতে রক্ষিত হয়।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'মাধুর্য্যকাদম্বিনী'র তৃতীয় ২য় সংখ্যায় লিখিয়াছেন—"তত্র নিদ্রেভ্যানের ঔদ্ধ-

দ্রোহাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে। ততশ্চ দৈবাৎ তস্মিন্নপরাধে জাতে,হন্ত পামরেণ ময়া সাধুষু অপরাদ্ধমিতি" অনুতপ্তো জনঃ "কৃশানৌ শাম্যতি তপ্তঃ কৃশানুনা এবায়ম্" ইতি ন্যায়েন তৎপদাগ্র এব নিপত্য প্রসাদয়ামীতি বিষণ্ণচেতসা প্রণতিস্তুতিসম্মানাদিভিস্তস্মোপশমঃ কার্য্যঃ।" • • • "কিং মে মুহুর্মুহুরেব পাদপতনাদিভিঃ স্বাপকর্মস্বীকারেণ "নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং"ইত্যস্যৈব পরমোপায়ঃ স এব সমাশ্রয়ণীয়ঃ" ইতি ভাবনায়াং পূর্ব্ববদেব পুনরপি নামাপরাধঃ। ন চ কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্" ইত্যাদি সম্পূর্ণ ধর্ম্মকা এব সন্তস্তেষামেব নিন্দা অপরাধ ইতি বাচ্যং। "সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়ো ব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকাঃ" ইতি তৎপ্রকরণবর্ত্তিনাবচনেন তাদৃশ-দুশ্চরিতানামপি ভগবন্তঃ ভক্ততাং কৈমুতিকন্যায়েন সচ্ছব্দবাচ্যত্বেন সূচিতত্বাৎ। কিঞ্চ, কশ্চিন্মহাভাগবতত্বাৎ মহাপরাধিন্যপি যদ্যপি ন কুপ্যতি তদাপি তত্রাপরাধবতা স্বশুদ্ধ্যর্থং প্রণত্যাদিভিরনুবর্ত্তনীয় এব সঃ। "মহাপুরুষ পাদপাংশুভিনিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্" ইতি সতাং বাক্যেন তচ্চরণরেণূনামসহিষ্ণুতয়া তৎফলপ্রদত্বাবগমাৎ।" ইত্যাদি।

'নিন্দা' শব্দদ্বারা দ্বেষ এবং দ্রোহ প্রভৃতি উপলক্ষিত হয়। দৈবাৎ যদি এইরূপ অপরাধ ঘটে, তবে "হায়, আমি কি পামর, সাধুর চরণে অপরাধ করিয়াছি' এই প্রকার অনুতাপ করিয়া সেই ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি যেমন অগ্নিতেই শান্তি লাভ করে' এই ন্যায়ানুসারে 'আমি যাঁহার নিকট অপরাধী হইয়াছি, তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিব' এই প্রকার খেদ করিতে করিতে, উক্ত ব্যক্তির প্রণতি, স্তুতি ও সম্মানাদিদ্বারা অপরাধের ক্ষয় করিবেন। 'নামসঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি আছে, অতএব নামই আমাকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে উদ্ধার করিবেন—বারংবার পাদপতনাদিদ্বারা নিজের নীচতা-স্বীকারের প্রয়োজন কি?' যিনি এই প্রকার বিবেচনা করেন, তাঁহার পুনরায় পূর্ব্ববৎ নামাপরাধই হইয়া থাকে। আবার,কেহ যদি মনে করেন,"কৃপালু,অকৃতদ্রোহ,তিতিক্ষু প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত গুণসমূহ যাঁহার আছে, তিনিই সাধু, তাঁহার নিকট অপরাধ করিলেই অপরাধ হয়" তাঁহারাও বৈষ্ণবাপরাধী; কারণ, অধোক্ষজ-সেবা-বুদ্ধি থাকিলে যদি বাহিরে দুরাচারও লক্ষিত হয়,কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে তাঁহারও সাধুত্ব সূচিত হয়। আবার, যদিও কোনও মহাভাগবত, অতিশয় অপরাধ করিলেও কোপ প্রকাশ না করেন, তথাপি অপরাধী ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবই বৈষ্ণব চিনিতে পারেন। আমরা অনেক সময় অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকি,আবার বৈষ্ণবকেও অবৈষ্ণব-বোধে উপেক্ষা করি। সুতরাং এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করিলেই আমাদিগকে বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হইতে হয় না। উপসংহারে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের আনুগত্যে আমরা শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণে প্রণত হইয়া বলিতেছি——

"হরিস্থানে অপরাধ-তারে হরিনাম।
তোমা' স্থানে অপরাধের নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন, মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
এ অধমে দয়া কর নিজ দাস বলি'॥"

লৌল্য।

ভক্তিমার্গানুগতের বর্জ্জনীয় ছয় দোষের শেষ দোষ লৌল্য। উপদেশপ্রকাশিকা টীকায় লিখিত হইয়াছে—"লৌল্যং চাঞ্চল্যং তেন ব্যভিচারো লক্ষ্যতে। তত্রাপি পুংশ্চলীচঞ্চলত্ববৎ কদাপি জ্ঞানে কদাপি যোগে কদাপি ভক্তৌ প্রবৃত্তত্বাদ্বিনাশ-হেতুত্বমিতি।" অর্থাৎ পুংশ্চলী বারবনিতা যেমন এক পুরুষের পরপুরুষান্তরে রতিবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি কখনও জ্ঞানে, কখনও যোগে কখনও ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইলে ভক্তির বিনাশই তাহার ফল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,"লৌল্য, নানা মতবাদী সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া। প্রজল্প হইতে সাধুনিন্দা ও লৌল্য হইতেই অন্যদেবে স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিজনিত নামাপরাধ হয়।

নানাস্থানে ভ্রমে যেই নিজ স্বার্থতরে।
লৌল্যপর ভক্তিহীন সংজ্ঞা দেয় নরে॥
এই ছয় নহে কভু ভক্তি অধিকারী।
ভক্তিহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট বিষয়ী সংসারী॥"

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী পাদ লিখিয়াছেন, "মুক্তি ও ভুক্তিস্পৃহা এবং লৌকিক ইন্দ্রিয় সুখচেষ্টার বৃত্তি সমূহই লৌল্য। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ছয় প্রকার সাধনদ্বারা কৃষ্ণানুগত্য প্রবৃত্তি থাকে না। মায়ার রাজ্যে প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায় ও কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বোত্তমা এরূপ বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্তও বিনষ্ট হয়।"

এই লৌল্যের পশ্চাতে কপটতা কুটিনাটী বর্ত্তমান। ভোগবাঞ্ছা বা মোক্ষবাসনাই ইহার কারণ-মূলে অবস্থিত। সেই সকল আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় আমরা ভক্তিমার্গের সন্ধান পাইলেও তাহাতে আ[illegible]অভিনিবেশ সহকারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হই না, চলিতে চলিতে কখনও কর্ম্মের পথে কখনও যোগের পথে, কখনও বা নির্ব্বেদজ্ঞানের পথে চলিয়া যাই। ভক্তিপথে সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হইনা। এই দৃঢ় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। শ্রদ্ধার অভ্যুদয়ে আমরা ভক্তিবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিবার সুযোগ পাই না। শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার-বীজ। এই শ্রদ্ধাকে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গদ্বারা দৃঢ়ীভূত করিতে করিতে এবং প্রতিকূল বিষয় সমূহ হইতে রক্ষা করিতে থাকিলে ক্রমে ভক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত [illegible]য়া প্রেমফল উৎপাদন করে। লৌল্য এই ভক্তির বীজ শ্রদ্ধাকে পুষ্ট হইতে দেয় না।

এই লৌল্য হইতে নির্মুক্ত হই[illegible] হইলে যেমন অন্য দোষবর্জ্জনের জন্য করণীয় সেইরূপ সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনাদি কর্ত্তব্য। সাধুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে ভোগমোক্ষ-স্পৃহা শিথিল হইতে থাকে, ক্রমে কপটতা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকিলে চাঞ্চল্যও বিদূরিত হয়। তখন ভক্তিমার্গে দৃঢ়শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাহা হইতে রতি, তাহা হইতে ভক্তি বর্দ্ধমানা হইতে থাকে। সাধুমুখে হরিকথা [illegible]গ্যসম্পন্ন, বিশেষ কার্য্যকরী, তাহাতে আমাদের চিত্ত হইতে জড়াসক্তি ও অহংব্রহ্মভাব দূরীভূত হয়। তৎ-ফলে আমাদের শ্রীভগবৎ-সেবাতে লৌল্য হয়, তাহাতেই স্পৃহা জন্মে, লৌল্যের বা লোভের এই যথার্থ ব্যবহার করিতে পারিলে তদ্দ্বারাই আমাদের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমের উৎপত্তি হয়, অন্য উপায়ে হয় না। ভগবৎকথায় রুচি না জন্মাইলে বিষয়-নিবৃত্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। রসাচার্য্য শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু এই লৌল্যকেই ভক্তি-উন্মেষের প্রধান উপকরণ বলিয়াছেন, নচেৎ কোটি জন্ম ধরিয়া পুণ্যকর্ম্ম করিতে থাকিলেও ভক্তিপথে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জ্জিত হয় না।

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রিয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটী-সুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

(পদ্যাবলীধৃত শ্লোক)।

যদি মনকে কোন উপায়ে কৃষ্ণভক্তিরসে অনুভাবিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাই কর্ত্তব্য, ইহা অপেক্ষা জীবের আর উচ্চমঙ্গল কিছু নাই। কিন্তু ইহা কোটী কোটী জন্মের সঞ্চিত সুকৃতিদ্বারা সাধ্য নহে। পুণ্যকর্ম্মসম্পাদনের ফলে আমাদের উত্তরোত্তর কাম্য জড়ফলপ্রদ ঐসকল কর্ম্মে প্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয় মাত্র, ভক্তি প্রাপ্তি ঘটেনা। অথবা ফল্গু বৈরাগ্য করিয়া অফলপ্রদ জ্ঞান বাড়াইতে থাকিলেও কোন ফল হয় না। কেবল মাত্র ভক্তিমার্গে অপ্রতিরোধণীয় লোভই তাহার একমাত্র মূল্য। এমন সুন্দর তত্ত্ব আর হইতে নাই. প্রাণ খুলিয়া চাহিলেই পাওয়া যায়,—কিন্তু তেমন করিয়া চায় কে? প্রাণ ঢালিয়া আর কিছুতেই তৃপ্ত না হইয়া যদি কেহ শুদ্ধভক্তি রস পাইবার ইচ্ছা করিতে পারেন, উহা তাঁহার হস্তামলকন্যায় করতলগত। এমন বস্তুও ছাড়িতে আছে? হায় দুর্ভাগা আমাদের, ইহাতেই হইতেছে না!

আত্মনিবেদন

আত্মনিবেদন অর্থে শ্রীভগবচ্চরণে অকপট শরণাগতিকে নির্দ্দেশ করে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে গৌড়ীয়াচার্য্যবর শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তির অনুকূল বিষয়সমূহ অঙ্গীকার, তৎপ্রতিকূল বিষয় ত্যাগ, শ্রীভগবান্ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা জ্ঞানে বিপদে আশঙ্কার অভাব, তিনি পালকজ্ঞানে ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে তৎপরতার অভাব, সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই নির্দেশানুবর্ত্তিত এবং নিজেকে তাঁহার দ্বারস্থ কুক্কুরজ্ঞানে তৃণাধিক হীনত্ব বোধ— শরণাগতের এই ছয়টী লক্ষণ বিশেষভাবে ভক্তে পরিলক্ষিত হয়।

যিনি আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন. তাঁহার চিত্তবৃত্তিতে এই ভাবের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়—আমি অতি অধম, আমার কোন যোগ্যতা নাই, একমাত্র তোমার অহৈতুকী কৃপা ভিন্ন আমার অন্য কোন উপায় নাই। তোমার চরণপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলাম, আমাকে কৃপা করিতে হইবে। এমন পাপ নাই, যাহা আমি করি নাই. সেই কর্ম্মফলে আমাকে পেষণ করিতেছে, তার জন্য আর কেহ দোষী নহে। সে ফল ভোগ করিতে আমাকে হইবেই, তাহা হউক। কিন্তু জন্মজন্মান্তরে যেন সাধুসঙ্গে—তোমার দাসগণের আশ্রয়ে থাকিয়া তোমার চরণে মন রাখিতে পারি। এখন আমার মানস, দেহ, গৃহ সকলই তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম, তোমার ইচ্ছামত মারিবে বা রাখিবে। আমি আর আমার রহিলাম না, সর্ব্বতোভাবে তোমারই হইলাম। ভাই, বন্ধু, দার, সুত, দ্রব্য, দ্বার, ঘরসমেত আমি—তোমার দাস হইলাম। তোমার ইচ্ছায় আমার স্বতন্ত্রতা মিশাইয়া যে বন্ধু, দার, সুত, সুহৃৎ—সব তোমার দাস-দাসী সম্বন্ধেই তাহারা আমার নিজজন, এই সম্বন্ধে নহে। তোমার ধন জন গৃহ,

তোমার ...মিত্ত ...ক্ষা করি, তোমার সেবাতেই সব নিয়োজিত হউক; সেই নিমিত্ত স্বীয় যোগ্যতা-বিচারে তদনুরূপ প[illegible] করিব। আমার নিজসুখজন্য আর কিছু [illegible] না এখন হইতে আত্মনিবেদন করিয়া অহং মম অভিমান ত্যাগ করিলাম, তুমি বল দাও—যেন অহংতা মমতাকে দূরে রাখিতে পারি। তোমার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, দুঃখ দূরে গেল, তোমার অশোক-অভয় চরণে বিশ্রাম লাভ করিয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয়-মুক্ত হইলাম। এখন হইতে তোমার সংসারে ফল-ভোগ-কামবিরত থাকিয়া তোমার সুখের নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করিলাম। আর কোন চিন্তাই রহিল না। তোমার সংসার তুমিই নির্ব্বাহ করিবে, আমি কেবল আজ্ঞাবাহী দাস, তাহাতে ভাল মন্দ যাহা কিছু হইবে, তাহাতে আমার কোন দায়িত্ব নাই, কাজেই চিন্তাও নাই। এখন হইতে নিজরক্ষা-বিধানের জন্য আর কোন যত্নের প্রয়োজন নাই, তোমার ধন দরকার হইলে তোমার আজ্ঞায় রক্ষিত হইবে।—এইরূপভাবে আত্মনিবেদন করিয়া তিনি সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া ফেলেন, আর সংসার-বন্ধন তাঁহাকে চিন্তাক্লিষ্ট করিতে পারে না।

আত্মনিবেদন শব্দের শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ অর্থ করিয়াছেন,"দেহসমর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণ-পালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে, তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিত্যর্থঃ।" যেরূপ বিক্রীত গাভী বা অশ্বের ভরণ-পালনের জন্য আর চিন্তা করিতে হয় না, সেইরূপ তাঁহাকে দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার বিষয়ে চিন্তা-ত্যাগই আত্মনিবেদন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন, "আত্মনিবেদনম্ আত্ম-[illegible] দেহসমর্পণঞ্চ তচ্চ ভাববিশেষেণ সহিতং [illegible] যথা রুক্মিণ্যাদীনাং বৈরোচন্যাদীনাঞ্চ।" [illegible] আত্মনিবেদন রুক্মিণী প্রভৃতিতে ও অন্যভাববর্জ্জিত কেবল আত্মনিবেদন দানকালে বলিরাজ প্রভৃতিতে পরিলক্ষিত হয়। দাস্যমিশ্রিত আত্মনিবেদন শ্রীমদ্ অম্বরীষরাজে দেখা যায়। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ স্বামিপাদের কথা আরও বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন,—আত্মনিবেদন বলিতে নিজজন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া তাঁহারই কার্য্য এবং নিজের সাধনসাধ্য সমস্ত তাঁহাতে ন্যস্ত করাকে বুঝায়। একমাত্র তাঁহারই নিমিত্ত সমস্ত চেষ্টা প্রবৃত্ত হইবে। যেমন বিক্রীত গরুর পোষণের জন্য বিক্রেতা আর চেষ্টা করেন না, ক্রেতাই তাহার মঙ্গল-বিধানে যত্ন করেন, গরুও ক্রেতারই কার্য্য করে, আর বিক্রেতার কার্য্য করে না, সেইরূপ আত্মনিবেদনে দেহী দেহাদি বিক্রয় করিয়া দিয়া আর তাহার যত্ন-বিধান করেন না, সেগুলি শ্রীভগবানের সেবাতেই সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়। "চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ। তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥" (ভক্তিবিবেক)।

এই নবধা ভক্ত্যঙ্গ যদি সাক্ষাদ্ভাবে জ্ঞান-কর্ম্ম-ব্যবধানরহিত অবস্থায় পূর্ব্বে শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়া যদি পরে কৃত হয়, তবেই তাহার উত্তমত্ব, নচেৎ পূর্ব্বে নিজ অর্থে কৃত হইয়া পরে তজ্জন্য পুণ্য ভগবানে অর্পণ করিলে তাহা কর্ম্ম হইয়া যায়, তদ্দ্বারা উত্তমা ভক্তি লাভ হইতে পারে না, এই বিষয় মাদৃশ কর্ম্মজড় ব্যক্তির সর্ব্বদা স্মরণীয়।

বর্ষ-অন্তে।

বরষ প্রমাণ বয়স আমার,
আত্মীয়-আদরে পালিত
কুটুম্বস্বজন অনেকে চিনেছে,
হ'তেছি স্নেহেতে লালিত॥

কতই সোহাগ কতই আব্দার,
তোমাদের কাছে করেছি।
কতই যতনে মঙ্গল-বাণী
সবার কাণেতে বলেছি॥
না শুনিলে কথা ক্রোধ প্রকাশিত,
সকলে আদরে শুনেছ।
সুদিনে দুর্দ্দিনে আনন্দে মাতিয়া,
আধ আধ কথা বুঝেছ॥
ক্রমেই আমার বচন ফুটেছে,
কতই যতনে ক'রেছি।
নূতন কুটুম্ব কোলে উঠিয়া,
সবার আদরে র'য়েছি।
প্রতীপজনের চাহনি দেখিয়া,
তখনি তাহারে চিনেছি।
তোমা'সবা কাছে তাহার স্বরূপ
সরল ভাবেতে ক'য়েছি॥
আমার বচন প্রভু-অনুগত,
নূতন কিছুই বলিনি।
প্রভু উলঙ্ঘিয়া নূতন আচারে,
নূতন পথেতে চলিনি॥
প্রভুবাক্য বলি কলির প্রয়াস,
প্রচার যাহারা করিছে।
তাহাদের দুষ্ট মত নিরসিতে,
এশিশু জীবন ধরিছে॥
সব দুষ্টমত করিয়া বর্জ্জন,
প্রভু-সেবা লাগি চলিব।
সাধু-শাস্ত্রকাছে প্রভুসেবা শিখি,
তোমা সবা কাছে বলিব॥
অক্ষজ জ্ঞানের গৌরব নাশিয়া,
অধোক্ষজ-সেবা শুনিব।
সে: সব বাণী তোমা সবে বলি,
আমার বয়স গুণিব॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রচার...

গত ১৬ই শ্রাবণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ...সারঙ্গ মহোদয়-প্রমুখ কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে গঞ্জাম জেলার ইছাপুরম্ অন্তর্গত সুরঙ্গি ষ্টেটের রাজা সাহেবের প্রাসাদে উপস্থিত হন এবং স্বধামগত রাণীমহোদয়ার স্মৃতিসূচক হরিপ্রিয়া-মঠে দুই দিবস কাল বক্তৃতা ও শুদ্ধ-হরিনাম-কীর্ত্তনে সমবেত বহু ভক্তবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর, যুবরাজ ও রাজপ্রাসাদের অন্যান্য সকলেরই আন্তরিক অভ্যর্থনা ও সরলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিবিধ ভোগ-বিলাসের মধ্যে লালিত, পালিত ও অধিষ্ঠিত থাকিয়াও হরিসেবাপরায়ণ রাজাবাহাদুর একজন আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত। সুযোগ্য পুত্রগণও পিতৃ-চরিত অনুসরণ করিয়া হরিসেবাপরায়ণ। যুবরাজও তদীয় অনুজগণ স্বহস্তে ঠাকুর-সেবার উপকরণাদি সংগ্রহ, দুইবেলা আরতি দর্শন এবং শঙ্খ, ঘণ্টা, কাসরাদি স্বহস্তে বাজাইয়া থাকেন। রাজা বাহাদুর শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের অধস্তনশিষ্য-শাখায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মহামন্ত্র শ্রীহরিনামে তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা। সুদূর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও শ্রীগৌরভজন দেখিয়া প্রচারকবর্গ পরমানন্দিত হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌তীর্থ স্বামী মহোদয় বালেশ্বরে প্রচারান্তর সম্প্রতি ... শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দিরে শ্রীচরিতামৃত-লিখিত 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ-উপাখ্যান' পাঠ করিয়াছেন। মন্দিরের মহান্ত ও স্থানীয় লোকের প্রচারে উৎসাহে বি... প্রশংসনীয়

ভারতীয়

কলিকাতায় গুণ্ডামি—সহরে রাহাজানি অত্যন্ত বাড়িতেছে। দিন দুপুরে, সন্ধ্যাকালে, প্রাতঃকালে প্রকাশ্য রাজপথে ডাকাতি হইতেছে—লোক সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। সেদিন মাণিকতলা ষ্ট্রীট রামবাগানে মাড়োয়ারীকে মোটর হইতে খুন করিল, কয়েক দিন মধ্যেই সেইখানেই আর একজন রাস্তায় সন্ধ্যাকালে হত হইল। গ্রেষ্ট্রীটের উপর দিনদুপুরে তালা ভাঙ্গিয়া বাড়ীলুট হইল। আমহার্ষ্টে দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্কের নিকট সম্প্রতি দুটী তিনটী ছোরামারা ব্যাপার হইয়া গেল। আবার ভীষণ ব্যাপার—গত ৩রা আগষ্ট বৈকাল ৩॥০ টায় শাঁখারীটোলার পোষ্টমাষ্টার অমৃতলাল রায় মহাশয় গুণ্ডার হস্তে প্রাণ দিলেন। তিনি নিজে ইন্সিওরেন্স লইতেছিলেন, এমন সময় পিছনের দরজায় তিনজন লোক প্রবেশ করিয়া পিস্তল দেখাইয়া টাকা চাহে। তিনি অস্বীকার করায় গুলি চালায়, ফলে তিনি হত হইয়াছেন। গুণ্ডারা পলায়নকালে পিস্তল ছুঁড়িতে থাকে। তাহাসত্ত্বেও তাহারা ধরা পড়িয়াছে। এই সব ব্যাপারে সহরময় খানাতল্লাস ও ধরপাকড় আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে লোকের আরও আতঙ্ক বাড়িয়াছে। এখন সহরে বাস অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষ কংগ্রেস—দিল্লীতে আগামী সেপ্টেম্বরে অধিবেশন হইবে।

গবর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতা—শাঁখারীটোলার পোষ্টমাষ্টারের শ্রাদ্ধাদির জন্য তাঁহার স্ত্রীকে ... যে উড়িয়া প্যাকার নিজে মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া গুলির মুখে গুণ্ডাকে তাড়া করিয়া একজনকে দৌড়াইয়া ধরিয়াছিল, তাহাকে ৩০০৲ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাব হইয়াছে, বিধবাকে মাসিক ১০০৲, পুত্র শোকাতুরা মাতাকে ১৫৲ বৃত্তি দেওয়া হইবে, কন্যাদুইটীর প্রত্যেকের বিবাহের জন্য ১০০০৲ করিয়া দেওয়া হইবে, আর বিধবার মৃত্যুর পর দুইটী পুত্রকে নাবালক অবস্থায় ৩০৲ বৃত্তি দেওয়া হইবে; এখনও কিছু ঠিক হয় নাই। উদ্দেশ্য সাধু, এখন ভারত গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিলেই বড় ভাল হয়।

যাদুঘরে প্রবেশ মূল্য—এতদিন বিনা পয়সায় লোকে যাদুঘর দেখিতে পারিত। অতঃপর যাহারা ঐ স্থানে যাইবে—তাঁহাদের মাথা পিছু এক আনা চাঁদা দিতে হইবে; কারণ, সরকারের অর্থাভাব। এ দেশের জনসাধারণের যেমন শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে তাহারা যে, এক আনা চাঁদা দিয়া যাদুঘরে যাইবে, ইহা সম্ভব নয়। ফলে যাদুঘরের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। শ্যার সুরেন্দ্র হাঁসপাতালের রোগীদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। যাদুঘরের ট্যাক্সের পরিণামও সেইরূপই হইবে।

কাশীতে হিন্দু-সম্মিলন—হিন্দু-মহাসভার সঙ্গে সঙ্গে ২০শে এবং ২২শে আগষ্ট কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সংস্কৃত-সাহিত্য-সম্মিলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশন হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি, পণ্ডিতগণকে উৎসাহ দান, জ্যোতিষী ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। স্থানীয় সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজিয়েট স্কুলগৃহে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইবে। ২৫শে আগষ্ট স্থানীয় টাউন হলে যুক্তপ্রদেশের মডারেটদলের একটী বৈঠক বসিবে।

নাগপুর সত্যাগ্রহ—শ্রীযুক্ত কস্তুরী বাঈ গান্ধী (মহাত্মার সহ ধর্ম্মিণী) আগামী গান্ধী পুণ্যা-হ-সত্যাগ্রহ-মহোৎসবে স্বেচ্ছাসেবক সহ যোগ দিবার জন্য একদল গুজরাটী মহিলা-স্বেচ্ছাসেবক-. .ের চেষ্টা করিতেছেন।

গত ৩রা তারিখে বরিশাল হইতে ছয়জন স্বেচ্ছাসেবক নাগপুর সত্যাগ্রহে যোগ দিবার জন্য বরিশাল হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের আহ্বানে প্রতি-দিনাহে নানা জেলা হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক-গণ নাগপুর সত্যাগ্রহে যোগদিবার জন্য যাত্রা করি-তেছেন। ৪ঠা তারিখে ১৬ জন সেচ্ছাসেবক নাগপুর যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বল্লভ ভাই প্যাটেলের নাগপুরে জলস্থল হইয়াছে। গুজব যে, তাঁহাকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে। তিনি ১৪৪ ধারাটা যাহাতে রদ হয়, তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

ডাঃ নাইডুর কারাদণ্ড—নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সালেমের প্রসিদ্ধ ডাঃ বরদা-রাজলু নাইডু গত ৪ঠা তারিখে মাদুরার হুকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ১৪৪ ধারা আদেশ অমান্য করিবার অপরাধে ছয় মাসের সশ্রম কারা-দণ্ড ও ২০০৲ টাকা অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানার টা না দিলে আরও ছয় সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

কংগ্রেস কমিটী সম্পাদকের দণ্ড—কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ডাঃ পি. সি, মোকদ্দমায় রায় প্রকাশিত হয় যে ডাঃ মিত্রকে ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইবে, নতুবা এক মাসের বিনাশ্রম কারাভোগ করিতে হইবে। ডাঃ মিত্র কারা বরণ করিয়া লন। জেলে ডাঃ মিত্রকে জানান হয় যে তাঁহার দণ্ডের অর্থ এক জন জমা দিয়াছে এবং সে জন্য তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। পরে জানা গেল যে, তাহার চিকিৎসাধীন জনৈক মোক্তার রোগী স্বীয় স্বার্থের জন্য এই টাকা জমা দেয়।

—

বোম্বাইয়ের চোর কলিকাতায়—বোম্বাই সহরে কোন খোট্টা একজন মহাজনকে ফাঁকি দিয়া ২৫০০০৲ টাকা লইয়া পিটটান দিয়াছিল। সম্প্রতি পুলিশ তাহাকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের উক্ত বোম্বেটে নাকি কলিকাতার ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়া খুব দ্রুতগতিতে ট্যাক্সি হাকাইয়া যাইতেছিল। পুলিশও অন্য আর একটি ট্যাক্সি লইয়া তাহার অনুসরণ করে এবং ময়দানের সম্মুখে তাহাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের হেফাজতে তাহাকে বোম্বাই পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে

—

বরিশালে ভীষণ ডাকাতি—গত ১৬ই জুলাই বরিশালে ঝালকাঠি থানায় সংবাদ আসে যে, কেওড়াগ্রামের অনুপনাথ গুপ্ত নামক জনৈক গৃহস্থের বাটী হইতে আলিহোসেন নামক একজন মুসলমান ডাকাত অনেক গহনা লইয়া . . । একটী মাঠের মধ্যে এই ডাকাতটীকে প্রায় তিন শত লোক সহ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সহকারী পুলিশ সাবইন্স্পেক্টর একজন কনেষ্টবল ও চৌকিদারসহ সেখানে উপস্থিত হয়। ডাকাত হোসেন ধরা দিয়া গুলি চালাইতে আরম্ভ করে! পুলিশও

। অনেকক্ষণ গুলি চলার পর হোসেন
খ পতিত হয়।

পণ্ডিত রামভুজ দত্ত পরলোকে—পাঞ্জাবের বিখ্যাত উকীল পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী কারবঙ্কল রোগে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত সোমবার হার্টফেল করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ভীষণ চুরি—লোয়ার সার্কুলার রোডের জোসেফ সোলেমন নামক জনৈক ইহুদির গৃহ হইতে নোটে এবং হীরকে ১১,০০০৲ পরিমাণ চুরি হইয়া গিয়াছে। পুলিশ বিশেষ তদন্ত করিতেছে।

ফিরিঙ্গী গ্রেপ্তার—রাষবাগান অঞ্চলে সম্প্রতি দুইটী খুন হইয়া যাওয়ায় অতিরিক্ত পুলিশ পাহারা দিতেছে। একটী ফিরিঙ্গীকে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া তাহারা খোঁজ লয়। ফিরিঙ্গীটি বলে যে, সে একজন সৈনিক এবং তাঁহাকে ঐস্থানে প্রহরায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। খোঁজ করিয়া জানা গেল যে, তাহার কথা মিথ্যা। তখন তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বৈদেশিক

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট—প্রেঃ হার্ডিং সাহেব প্রায় রোগমুক্ত হইয়াও গত ২রা আগষ্ট হঠাৎ তাঁহার প্রাণবায়ু বিচ্যুত হয়। আমেরিকার শাসন ব্যবস্থার মতে ভাইস প্রেসিডেণ্ট ঐ পদে বাহাল করেন।

সম্রাটের নিকট আবেদন—প্রকাশ ভারতের রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা (লবণ কর সংক্রান্ত বিধি) যাহাতে সম্রাট অনুমোদন না করেন, সেজন্য তাঁহার নিকট দুইখানি আবেদন পত্র উপস্থিত করা হইয়াছে। একখানি উপস্থিত করিয়াছেন, সার টমাস বেনেট, তাহাতে পার্লিয়ামেণ্টের ২৭ জন সদস্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, আর একখানি করিয়াছেন শ্রমিকসদস্য সি, পি, ট্রেভেলিয়েন; তাহাতে দুই জনের স্বাক্ষর আছে। দেশীয় রাজ্যে অসন্তোষ নিবারণ সংক্রান্ত আইন যাহাতে সম্রাট মঞ্জুর না করেন, সে জন্যও একখানি আবেদনপত্র উপস্থিত করা হইয়াছে, সেখানিও দুই জন স্বাক্ষর করিয়াছেন।

লীগ অব নেশন—লীগ অব নেশনে ভারতের পক্ষ হইতে লর্ড হার্ডিঞ্জ, নবনগরের মহারাজ ও সৈয়দ হাসান ইমাম উপস্থিত থাকিবেন।

কাবুলে বাঙ্গালী শিশি প্রস্তুতকারক—বঙ্গদেশ হইতে কতিপয় শিশি প্রস্তুতকারক সম্প্রতি কাবুলে আসিয়াছেন। ইঁহারা লোটা, ডেগচি প্রভৃতিও নির্ম্মাণ করিতে জানেন। আফগান রাজ্যে থাকিয়া ইঁহারা শিশি প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিতে চাহেন। ইঁহারা এই ব্যাপারে আফগান গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন তবে এ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা চলার পর ইঁহাদিগকে শিশির কারখানা স্থাপন করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে।

—আমান আফগান